আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

৺৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

ওঙ্কার মঠ

৮।৩।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্যই আমি যুগে যুগে দেহ ধারণ করি। ভাগবত ধর্ম্মবেত্তা সনৎকুমার মুনিগণকে উপদেশ ক'রেছিলেন।

সেই বিশ্বরূপ পরমাত্মা সকলের পরম কারণ। যিনি সর্ব্বস্বরূপ তাঁকে জানেন তিনি ভীত হন না, কোথাও যান না। আমি কোথায়? আমি কার? আমি কার নই? কোন কোন সাধনের দ্বারা কার্য্য করি? ইত্যাদি বিচার ত্যাগ ক'রে পরমাত্মাকেই অনুভব করেন, সেই পরমাত্মা যুগে যুগে ব্যাপক, তিনি জড়াত্মক প্রপঞ্চ হ'তে ভিন্নরূপে পৃথক্ অবস্থিত, সেই পরমাত্মা হ'তে ভিন্ন যে কোন জড়বস্তু তার পারমার্থিক সত্তা নাই। বায়ু এক হয়েও অনেকরূপে সঞ্চারিত হয়, পক্ষী মৃগ ব্যাঘ্র ও মনুষ্য এবং বেণুতে যথার্থরূপে স্থিত হ'য়ে একই বায়ু ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপে হ'য়ে যায়। যিনি আত্মা তিনি পরমাত্মা কিন্তু তাঁকে জীবাত্মা হ'তে ভিন্নের মত দেখা যায়, এইরূপ সেই আত্মাই পরমাত্মা; তিনি গমন করেন, সেই আত্মাই সকলকে

১২শ বর্ষ, আষাঢ়মাস, ১৩৮০] প্রথমসংখ্যা রথযাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্—

মহাভারতম্

শ্রীযুক্তরঘুনাথকাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

যুগ্ম-সম্পূজক

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম-এ, ডি-লিট
শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পূজক সঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(ভারতীয় সন্ন্যাসসম্প্রদায়)

যুগ্ম-কর্ম্মাধিকর্ত্তা :—
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, এম-বি,
ডি. ও. এম. এস্, ডি.পি.এইচ.,
ডি.টি.এম. এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।
এফ.আর.এস্.টি.এম এণ্ড এইচ (লণ্ডন)
কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় :—
৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৪০৮)

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা।

নিয়মাবলি

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ১৫·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১·৫০ নঃ পঃ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২·০০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পরও দেবী-ভাগবতাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে

৩। মাসিকপত্রের মুদ্রণ-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ থাকিলে "সম্পূজক, আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত পত্রাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬" এই ঠিকানায় জানাইবেন। ফোন নং ৩৪-৪৪০৮

মণি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলি পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড
কলিকাতা—৩৫

১। মন্বাদি সমস্ত স্মৃতিসংহিতা— ২২·৫০
২। শ্রীবাল্মীকিরামায়ণ— ৩০·০০
৩। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ— ৯·০০
৪। শ্রীমদ্ভাগবত— ৪৫·০০

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[দেবর্ষি-নারদ-পর্বতয়োরুপাখ্যানম্।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

স কথং কাঞ্চনষ্ঠীবী সৃঞ্জয়স্য সুতোঽভবৎ।
পর্বতেন কিমর্থং বা দত্তস্তেন মমার চ ॥ ১
যদা বর্ষসহস্রায়ুস্তদা ভবতি মানবঃ।
কথমপ্রাপ্তকৌমারঃ সৃঞ্জয়স্য সুতো মৃতঃ ॥ ২
উতাহো নামমাত্রং বৈ সুবর্ণষ্ঠীবিনোঽভবৎ
কথং বা কাঞ্চনষ্ঠীবীত্যেতদিচ্ছামি বেদিতুম্ ॥ ৩

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ

অত্র তে বর্ণয়িষ্যামি যথাবৃত্তং জনেশ্বর
নারদঃ পর্ব্বতশ্চৈব দ্বাবৃষী লোকসত্তমৌ ॥ ৪
মাতুলো ভাগিনেয়শ্চ দেবলোকাদিহাগতৌ।
বিহর্তুকামৌ সম্প্রীত্যা মানুষেষু পুরা বিভো ॥ ৫
হবিঃপবিত্রভোজ্যেন দেবভোজ্যেন চৈব হি।
নারদো মাতুলশ্চৈব ভাগিনেয়শ্চ পর্বতঃ ॥ ৬
তাবুভৌ তপসোপেতাববনীতলচারিণৌ।
ভুঞ্জানৌ মানুষান্ ভোগান্ যথাবৎ পর্য্যধাবতাম্ ॥ ৭
প্রীতিমন্তৌ মুদা যুক্তৌ সময়ং চৈব চক্রতুঃ
যো ভবেদ্ধৃদি সঙ্কল্পঃ শুভো বা যদি বাঽশুভঃ ॥ ৮
অন্যোন্যস্য স আখ্যেয়ো মৃষা শাপোঽন্যথা ভবেৎ
তৌ তথেতি প্রতিজ্ঞায় মহর্ষী লোকপূজিতৌ ॥ ৯
সৃঞ্জয়ং শ্বেতমভ্যেত্য রাজানমিদমূচতুঃ
আবাং ভবতি বৎস্যাবঃ কঞ্চিৎ কালং হিতায়তে ॥ ১০
যথাবৎ পৃথিবীপাল আবয়োঃ প্রণুতী ভব
তথেতি কৃত্বা রাজা তৌ সঙ্কল্পোপচচার হ
ততঃ কদাচিত্তৌ রাজা মহাত্মানৌ তপোধনৌ।
অব্রবীৎ পরমপ্রীতঃ সুতেয়ং বরবর্ণিনী ॥ ১১
একৈব মম কন্যৈষা যুবাং পরিচরিষ্যতি।
দর্শনীয়ানবদ্যাঙ্গী শীলবৃত্তসমাহিতা ॥ ১২

ত্রিংশ অধ্যায়।

[দেবর্ষি নারদ ও পর্বতের উপাখ্যান।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভগবন্! কাঞ্চনষ্ঠীবী সৃঞ্জয়ের পুত্র কিরূপে হইয়াছিল? পর্ব্বত কি নিমিত্ত সৃঞ্জয়কে ঐ পুত্র প্রদান করিয়াছিলেন? কি নিমিত্তই বা সে মৃত্যুমুখে পতিত হইল ॥ ১

যখন মনুষ্যগণ সহস্রবর্ষ জীবিত থাকিত, সেই সময়ে সৃঞ্জয়পুত্র কৌমার অবস্থার পূর্বেই (পাঁচ বৎসর বয়সের পূর্ব্বেই) কেনই বা প্রাণত্যাগ করিল? ২

ঐ পুত্র কি নামেই কাঞ্চনষ্ঠীবী ছিল অথবা যথার্থই কাঞ্চনষ্ঠীবন করিত? কেনই বা তাহার কাঞ্চনষ্ঠীবী নাম হইয়াছিল—এই সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে অভিলাষ হইতেছে ॥৩

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—জনেশ্বর! তোমার জিজ্ঞাসিত বিষয়ের যথাযথ বর্ণনা করিতেছি। নারদ ও পর্বত এই দুইজন লোকশ্রেষ্ঠ ঋষি ছিলেন ॥ ৪

ইঁহারা পরস্পর মাতুল ও ভাগিনেয়। হে বিভু! ইঁহারা মনুষ্যলোকে ভ্রমণ করিবার জন্য প্রেমপূর্বক দেবলোক হইতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ॥ ৫

তাঁহারা দেবভোজ্য অমৃত ও পবিত্রভোজ্য ঘৃতাদি ভোজন করিতেন। ইঁহাদের মধ্যে নারদ মাতুল আর পর্ব্বত ভাগিনেয় ছিলেন ॥ ৬

সেই তপস্বীদ্বয় অবনীতলে মনুষ্যভোজ্য ভোজনপূর্বক স্বেচ্ছানুসারে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ৭

তাঁহারা প্রীতি ও আনন্দের সহিত প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, মনে যাহার যাহা উদয় হইবে তাহা ভালই হউক বা মন্দই হউক তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা প্রকাশ করিবেন নতুবা শাপভাগী হইবেন ॥ ৮-৯

লোকপূজিত মহর্ষিদ্বয় এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া শ্বেতপুত্র রাজা সৃঞ্জয়ের নিকট গমন করত বলিলেন ॥ ১০

'ভূপাল! আমরা দুইজনে তোমার মঙ্গলের জন্য কিছুদিন এইস্থানে বাস করিব। তুমি আমাদের প্রতি অনুকূল হও' ॥ ১১

রাজা সৃঞ্জয় তাঁহাদের দুইজনের বাক্য "তথাস্তু" বলিয়া স্বীকার করত সাদরে তাঁহাদের পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। তদনন্তর একদা নরপতি সৃঞ্জয় অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া তাপসদ্বয়কে বলিলেন—হে মহর্ষিদ্বয়! পরমাসুন্দরী, সুশীলা, গুণবতী, সদাচারসম্পন্না, কমলকেশরতুল্য কান্তিমতী, সুকুমারী কুমারী আমার একমাত্র কন্যা আজ হইতে আপনাদের সেবা করিবে ॥ ১১-১৩

সুকুমারী কুমারী চ পদ্মকিঞ্জল্কসুপ্রভা।
পরমং সৌম্যমিত্যুক্তং তাভ্যাং রাজা শশাস তাম্ ॥ ১৪
কন্যে বিপ্রাবুপচর দেববৎ পিতৃবচ্চ হ
সা তু কন্যা তথেত্যুক্ত্বা পিতরং ধর্মচারিণী ॥ ১৫
যথানির্দেশং রাজ্ঞস্তৌ সৎকৃত্যোপচচার হ
তস্যাস্তেনোপচারেণ রূপেণাপ্রতিমেন চ ॥ ১৬
নারদং হৃচ্ছয়স্তূর্ণং সহসৈবাভ্যপদ্যত
ববৃধে হি ততস্তস্য হৃদি কামো মহাত্মনঃ ॥ ১৭
যথা শুক্লস্য পক্ষস্য প্রবৃত্তৌ চন্দ্রমাঃ শনৈঃ
ন চ তং ভাগিনেয়ায় পর্বতায় মহাত্মনে ॥ ১৮
শশংস হৃচ্ছয়ং তীব্রং ব্রীড়মানঃ স ধর্মবিৎ
তপসা চেঙ্গিতৈশ্চৈব পর্বতোঽথ বুবোধ তম্ ॥ ১৯
কামার্তং নারদং ক্রুদ্ধঃ শশাপৈনং ততো ভৃশম্।
কৃত্বা সময়মব্যগ্রো ভবান্ বৈ সহিতো ময়া ॥ ২০
যো ভবেদ্ধৃদি সঙ্কল্প শুভো বা যদি বাশুভঃ।
অন্যোন্যস্য স আখ্যেয় ইতি তদ্ বৈ ময়া কৃতম্ ॥ ২১
ভবতা বচনং ব্রহ্মংস্তস্মাদেষ শপাম্যহম্।
ন হি কামং প্রবর্তন্তং ভবানাচষ্ট মে পুরা ॥ ২২
সুকুমার্য্যাং কুমার্য্যাং তে তস্মাদেষ শপাম্যহম্।
ব্রহ্মচারী গুরুর্যস্মাৎ তপস্বী ব্রাহ্মণশ্চ সন্ ॥ ২৩
অকার্ষীঃ সময়ভ্রংশমাবাভ্যাং যঃ কৃতো মিথঃ
শপ্তো তস্মাৎ সুসংক্রুদ্ধো ভবন্তং তং নিবোধ মে ॥ ২৪
সুকুমারী চ তে ভার্য্যা ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
বানরস্যেব তে রূপং বিবাহাৎ প্রভৃতি প্রভো ॥ ২৫
সংক্ষ্যন্তি নরাশ্চাস্যে স্বরূপেণ বিনাকৃতম্।
স তদ্ বাক্যং তু বিজ্ঞায় নারদঃ পর্বতং তথা ॥ ২৬
অশপত্তমপি ক্রোধাদ্ ভাগিনেয়ং স মাতুলঃ।
তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ সত্যেন চ দমেন চ ॥ ২৭
যুক্তোঽপি নিত্যধর্মশ্চ ন বৈ স্বর্গমবাপ্স্যসি
তৌ তু শপ্ত্বা ভৃশং ক্রুদ্ধৌ পরস্পরমমর্ষণৌ ॥ ২৮
প্রতিজগ্মতুরন্যোন্যং ক্রুদ্ধাবিব গজোত্তমৌ।
পর্বতঃ পৃথিবীং কৃৎস্নাং বিচচার মহামতিঃ ॥ ২৯

তাপসদ্বয় "অতি শোভন প্রস্তাব" বলিয়া স্বীকার করিলে রাজা কন্যাকে তাহাদের সেবার আদেশ দিয়া বলিলেন—'বৎসে! তুমি আজ হইতে দেবতা ও পিতার ন্যায় এই বিপ্রদ্বয়ের পরিচর্য্যা কর' ॥ ১৪½

ধর্মচারিণী সেই কন্যা পিতার বাক্য 'তথাস্তু' বলিয়া স্বীকার করত আদেশ অনুযায়ী সৎকার পূর্বক সেবা করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১৫½

তাহার ঐকান্তিকী সেবা ও অনুপম রূপলাবণ্য দর্শনে সহসা নারদের হৃদয়ে কামভাবের সঞ্চার হইল ॥ ১৬½

তদনন্তর মহাত্মা নারদের হৃদয়ে শুক্লপক্ষীয় চন্দ্রমার ন্যায় শনৈঃ শনৈঃ কামভাব বৃদ্ধি হইতে লাগিল ॥ ১৭½

ধর্মজ্ঞ নারদ লজ্জাবশতঃ ভাগিনেয় মহাত্মা পর্বতকে 'আপনার হৃদয়স্থ দুঃসহ কামভাব ব্যক্ত করিতে পারিলেন না ॥ ১৮½

অনন্তর পর্বত তপস্যা ও আকার-ইঙ্গিতে নারদকে কামপীড়িত বুঝিতে পারিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং অভিসম্পাতে উদ্যত হইয়া বলিলেন ॥ ১৯½

'স্বচিত্তে আমাদের উভয়ের প্রতিজ্ঞা ছিল 'যখন যাহার মনে যে ভাব উদয় হইবে তাহা ভাল-ই হউক বা মন্দ-ই হউক তৎক্ষণাৎ একে অন্যের নিকট প্রকাশ করিব।' কিন্তু ব্রহ্মন্! আপনি আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা না করায় অভিসম্পাত করিতে উদ্যত হইয়াছি ॥ ২০-২১½

এই সুকুমারী কুমারীর প্রতি আপনার হৃদয়ে যখন প্রথম কামভাবের সঞ্চার হয়, তখন আপনি আমার নিকট তাহা ব্যক্ত করেন নাই—এইজন্য আপনাকে আমি শাপ দিতেছি ॥ ২২½

আপনি ব্রহ্মচারী গুরুজন তপস্বী ও ব্রাহ্মণ, তথাপি আমাদের উভয়ের মধ্যে যে শর্ত ছিল, তাহা ভঙ্গ করায় আমি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া শাপ দিতেছি—শ্রবণ করুন ॥ ২৩-২৪

প্রভু! এই সুকুমারী আপনার ভার্য্যা হইবেন ইহাতে সংশয় নাই। কিন্তু বিবাহাদ্যে ঐ কন্যা এবং অন্যান্য সকলে আপনার স্বরূপ দর্শনে অক্ষম হইয়া আপনাকে বানরের ন্যায় দেখিবে ॥ ২৫½

ঐ কথা শ্রবণে ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া মাতুল নারদ ভাগিনেয় পর্বতকে শাপ দিলেন -তুমি ধর্মপরায়ণ, তপস্বী, ব্রহ্মচারী, সত্যবাদী ও দমগুণযুক্ত হইয়াও স্বর্গে গমন করিতে পারিবে না। ২৬-২৭½

এইরূপে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ সেই তাপসদ্বয় পরস্পর শাপপ্রদান করিয়া ক্রুদ্ধ হস্তিদ্বয়ের ন্যায় বিমুখ হইলেন ॥ ২৮½

ভারত! মহামতি পর্বত স্বীয় তেজঃপ্রভাবে যথোচিত সম্মান লাভ করত পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলেন ॥ ২৯½

পূজ্যমানো যথান্যায়ং তেজসা স্বেন ভারত।
অথ তামলভৎ কন্যাং নারদঃ সঞ্জয়াত্মজাম্ ॥ ৩০
ধর্মেণ বিপ্রপ্রবরঃ সুকুমারীমনিন্দিতাম্।
সা তু কন্যা যথাশাপং নারদং তং দদর্শ হ ॥ ৩১
পাণিগ্রহণমন্ত্রাণাং নিয়োগাদেব নারদম্।
সুকুমারী চ দেবর্ষিং বানরপ্রতিমাননম্ ॥ ৩২
নৈবাবামন্যত তদা প্রীতিমত্যেব চাভবৎ
উপতস্থে চ ভর্তারং ন চান্যং মনসাপ্যগাৎ ॥ ৩৩
দেবং মুনিং বা যক্ষং বা পতিত্বে পতিবৎসলা
ততঃ কদাচিদ্ ভগবান্ পর্বতোঽনুচচার হ ॥ ৩৪
বনং বিরহিতঃ কিঞ্চিৎ তত্রাপশ্যৎ স নারদম্।
ততোঽভিবাদ্য প্রোবাচ নারদঃ পর্বতস্তদা ॥ ৩৫
ভবান্ প্রসাদং কুরুতাৎ স্বর্গাদেশায় মে প্রভো।
তমুবাচ ততো দৃষ্টা পর্বতং নারদস্তথা ॥ ৩৬
কৃতাঞ্জলিমুপাসীনং দীনং দীনতরঃ স্বয়ম্
ত্বয়াহং প্রথমং শপ্তো বানরস্ত্বং ভবিষ্যসি ॥ ৩৭
ইত্যুক্তেন ময়া পশ্চাচ্ছপ্তত্বমপি মৎসরাৎ।

অনন্তর বিপ্রশ্রেষ্ঠ নারদ অনিন্দ্যসুন্দরী সঞ্জয়াত্মজা সুকুমারীকে ধর্মপত্নীরূপে লাভ করিলেন ॥ ৩০½

সেই কন্যা পাণিগ্রহণমন্ত্র শেষ হইবামাত্রই অভিশাপ অনুযায়ী নারদ-মুনির মুখমণ্ডল বানর-বদনের ন্যায় দেখিতে লাগিলেন ॥ ৩১½

সুকুমারী দেবর্ষির বানর-বদনদর্শনে অবহেলা করিলেন না, প্রত্যুত তাঁহার প্রেম বর্দ্ধিত হইতে লাগিল ॥ ৩২½

পতিপ্রেমপরায়ণা সুকুমারী স্বামীর সেবায় তৎপর হইলেন এবং অন্য কোন পুরুষকে, এমন কি কোন যক্ষ, মুনি অথবা দেবতাকেও তিনি মনে মনে পতিরূপে চিন্তা করেন নাই। ৩৩½

তদনন্তর একদা ভগবান্ পর্বত নানাস্থানে পর্য্যটন করিতে করিতে নির্জন বনে উপনীত হইলেন এবং নারদকে দেখিতে পাইলেন ॥ ৩৪½

তখন পর্বত মহাত্মা নারদকে অভিবাদন পূর্বক বলিলেন — আপনি কৃপা করিয়া আমায় স্বর্গ গমনের অনুমতি প্রদান করুন।

তখন নারদ পর্বতকে দীনভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থান করিতে দেখিয়া স্বয়ং অত্যন্ত দীনভাবে বলিতে লাগিলেন ॥ ৩৫-৩৬½

তুমি প্রথমে আমাকে বানরত্বের অভিসম্পাত করিয়াছিলে.

অস্তু প্রভৃতি বৈ বাসঃ স্বর্গে নাবাপ্স্যসীতি চ ॥ ৩৮
তব নৈতদ্ধি বিসদৃশং পুত্রস্থানে হি মে ভবান্
ন্যবর্তয়েত্তাং তৌ শাপাবন্যোন্যেন তদা মুনী ॥ ৩৯
শ্রীসমৃদ্ধং তদা দৃষ্টা নারদং দেবরূপিণম্
সুকুমারী প্রচুক্রোশ পরপত্যভিশঙ্কয়া ॥ ৪০
তাং পর্বতস্ততো দৃষ্টা প্রদ্রবন্তীমনিন্দিতাম্
অব্রবীৎ তব ভর্তৈষ নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৪১
ঋষিঃ পরমধর্মাত্মা নারদো ভগবান্ প্রভুঃ
তবৈবাভেদ্যহৃদয়ো তেঽভূদত্র সংশয়ঃ ॥ ৪২
সানুনীতা বহুবিধং পর্বতেন মহাত্মনা
শাপদোষঞ্চ তং ভর্তুঃ শ্রুত্বা প্রকৃতিমাগতা ॥ ৪৩
পর্বতোঽথ যযৌ স্বর্গং নারদোঽভ্যাগমদ্ গৃহান্।

বাসুদেব উবাচ

প্রত্যক্ষকর্তা সর্বস্য নারদো ভগবানৃষিঃ।
এষ বক্ষ্যতি তে পৃষ্টো যথাবৃত্তং নরোত্তম ॥ ৪৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি নারদ-পর্বতোপাখ্যানে ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩০

পশ্চাৎ বিদ্বেষবশতঃ আমিও তোমাকে শাপপ্রদান করি—আজ হইতে তুমি স্বর্গে যাইতে পারিবে না তুমি পুত্রস্থানীয় ইহা তোমার উপযুক্ত কার্য্য হয় নাই। ৩৭-৩৮½

তাপসদ্বয় কথোপকথনান্তে পরস্পরকে শাপমুক্ত করিলেন। তখন সুকুমারী নারদের অনুপম দেবরূপ দর্শনে পরপতি আশঙ্কায় প্রস্থানে উদ্যত হইলেন ॥ ৩৯-৪০

পর্বত অনিন্দিতা রাজকন্যাকে পলায়নপরায়ণা দেখিয়া বলিলেন,—দেবি! ইনি তোমার ই পতি, এ বিষয়ে চিন্তার অবসর নাই ॥ ৪১

(হে সাধ্বি!) ইনি তোমার-ই পতি অভিন্নহৃদয় পরম ধর্মাত্মা প্রভু ভগবান্ নারদ. এ বিষয়ে তোমার সন্দেহ করা উচিত নয় ॥ ৪২

মহাত্মা পর্বত বহুভাবে বুঝাইলেন এবং পতিশাপবৃত্তান্ত শ্রবণে সুকুমারী ইহাতে স্বস্থ হইলেন। তাহারপর পর্বত স্বর্গে ও নারদ গৃহে গমন করিলেন ॥ ৪৩½

বাসুদেব বলিলেন—নরোত্তম! এই ভগবান্ নারদ ঋষি সব ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী, অতএব ইঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে ইনি যথাযথভাবে সব কিছুই বলিবেন ॥ ৪৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্বে নারদ-পর্বত উপাখ্যানবিষয়ক ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[সুবর্ণষ্ঠীবিনো জন্ম-মৃত্যোঃ পুনর্জীবনস্য চ বৃত্তান্তকথনম্ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততো রাজা পাণ্ডুসুতো নারদং প্রত্যভাষত ।
ভগবংস্ত্বমিচ্ছামি সুবর্ণষ্ঠীবিসম্ভবম্ ॥ ১
এবমুক্তস্তু স মুনির্ধর্মরাজেন নারদঃ ।
আচচক্ষে যথাবৃত্তং সুবর্ণষ্ঠীবিনং প্রতি ॥ ২

নারদ উবাচ

এবমেতন্মহাবাহো যথায়ং কেশবোঽব্রবীৎ ।
কার্ৎস্ন্যেন তু যচ্ছেষং তৎ তে বক্ষ্যামি পৃচ্ছতঃ ॥ ৩
অহঞ্চ পর্বতশ্চৈব স্বসারীয়ো মে মহামুনিঃ ।
বন্ধুকামাবভিগতৌ সৃঞ্জয়ং জয়তাং বরম্ ॥ ৪
তত্রাবাং পূজিতৌ তেন বিধিদৃষ্টেন কর্মণা
সর্বকামৈঃ সুবিহিতৌ নিবসাবোঽস্য বেশ্মনি ॥ ৫
ব্যতিক্রান্তাসু বর্ষাসু সময়ে গমনস্য চ ।
পর্বতো মামুবাচেদং কালে বচনমর্থবৎ ॥ ৬

একত্রিংশ অধ্যায় ।

[সুবর্ণষ্ঠীবীর জন্ম মৃত্যু ও পুনর্জীবন বৃত্তান্ত কথন ।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তখন পাণ্ডুপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির নারদকে বলিলেন—ভগবন্ ! আমি সুবর্ণষ্ঠীবীর জন্মবৃত্তান্ত শুনিতে ইচ্ছা করি । ১

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এইরূপ বলিলে নারদমুনি সুবর্ণষ্ঠীবীর জন্ম-বৃত্তান্ত যথাযথ বর্ণনা করিতে লাগিলেন । ২

নারদ বলিলেন—মহাবাহো ! কেশব যাহা বলিলেন, তাহা সব সত্য । এ বিষয়ে যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহা তোমার প্রশ্নানুসারে বলিতেছি । ৩

আমি ও ভাগিনেয় মহামুনি পর্বত বীরশ্রেষ্ঠ সৃঞ্জয়ের গৃহে বাস করিবার জন্য উপস্থিত হইলাম । ৪

আমরা উভয়ে সৃঞ্জয়কর্তৃক বিধানানুসারে পূজিত হইয়া অভিলষিত ভোগসুখ অনুভব করত তাঁহার গৃহে বাস করিতে লাগিলাম । ৫

বর্ষাকাল অতীত হইলে আমাদের গমনসময়ে পর্বত আমাকে সময়োচিত ও অর্থযুক্ত এই বাক্য বলিল । ৬

(মাতুল !) আমরা পরম আদরে সৎকৃত হইয়া রাজা সৃঞ্জয়ের গৃহে অবস্থান করিয়াছি, ব্রহ্মন্ ! এখন ইঁহার কিছু উপকারের কথা চিন্তা করা উচিত । ৭

রাজন্ ! তখন আমি শুভদর্শন পর্বতকে বলিলাম, বৎস ভাগিনেয় ! এই সমস্ত বাক্য তোমার উপযুক্ত । ৮

রাজাকে বরদানে সন্তুষ্ট কর, তিনি যাহা যাহা ইচ্ছা করেন তৎসমুদয় প্রাপ্ত হউন । যদি তোমার ইচ্ছা হয়, আমাদের উভয়ের উপকার দ্বারা সিদ্ধি প্রাপ্ত হউন । ৯

কুরুশ্রেষ্ঠ ! তখন আমার অনুমতি অনুসারে পর্বত দ্বিজশ্রেষ্ঠ রাজা সৃঞ্জয়কে আহ্বান করিয়া বলিলেন ॥ ১০

হে নৃপ ! আমরা উভয়ে তোমার অকপট সেবায় অতিশয় প্রসন্ন হইয়াছি । নরেন্দ্র ! তোমার অভিলষিত বরপ্রার্থনার অনুমতি প্রদান করিতেছি ॥ ১১

মহারাজ ! এইরূপ বর প্রার্থনা কর, যাহাতে দেবতাদিগের হিংসা অথবা মনুষ্যদিগের সংহার না হয়, কারণ তুমি আমাদের মানার্হ ॥ ১২

সৃঞ্জয় বলিলেন যদি আপনারা উভয়ে ইহাতে (সেবাতে) প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে তাহাতে-ই আমি কৃতার্থ এবং ইহাই আমার পরম লাভ । ১৩

তমেবংবাদিনং ভূয়ঃ পর্বতঃ প্রত্যভাষত।
বৃণীষ রাজন সঙ্কল্পং যৎ তে হৃদি চিরং স্থিতম্ ॥ ১৪

সৃঞ্জয় উবাচ

অভীপ্সামি সুতং বীরং বীর্যবন্তং দৃঢ়ব্রতম্
আয়ুষ্মন্তং মহাভাগং দেবরাজসমদ্যুতিম্ ॥ ১৫

পর্বত উবাচ।

ভবিষ্যতোস তে কামো ন ত্বায়ুষ্মান্ ভবিষ্যতি।
দেবরাজাভিভূত্যর্থং সঙ্কল্পো হ্যেষ তে হৃদি ॥ ১৬
খ্যাতঃ সুবর্ণষ্ঠীবীতি পুত্রস্তব ভবিষ্যতি।
রক্ষাংশ্চ দেবরাজাৎ স দেবরাজসমদ্যুতিঃ ॥ ১৭

তচ্ছ্রুত্বা সৃঞ্জয়ো বাক্যং পর্বতস্য মহাত্মনঃ।
প্রসাদয়ামাস তদা নৈতদেবং ভবেদিতি ॥ ১৮
আয়ুষ্মান্ মে ভবেৎ পুত্রো ভবত্তপসা মুনে
ন চ তং পর্বতঃ কিঞ্চিদুবাচেন্দ্রব্যপেক্ষয়া ॥ ১৯

তমহং নৃপতিং দীনমব্রুবং পুনরেব চ।
স্মর্তব্যোঽস্মি মহারাজ দর্শয়িষ্যামি তে সুতম্ ॥ ২০
অহং তে দয়িতং পুত্রং প্রেতরাজবশং গতম্।
পুনর্দাস্যামি তদ্রূপং মা শুচঃ পৃথিবীপতে ॥ ২১
এবমুক্ত্বা তু নৃপতিং প্রযাতো স্মো যথেপ্সিতম্
সৃঞ্জয়শ্চ যথাকামং প্রবিবেশ স্বমন্দিরম্ ॥ ২২

সৃঞ্জয়স্যাথ রাজর্ষেঃ কস্মিংশ্চিৎ কালপর্যয়ে
তস্যে পুত্রো মহাবীর্যস্তেজসা প্রজ্বলন্নিব ॥ ২৩
ববৃধে স যথাকালং সরসীব মহোৎপলম্।
বভূব কাঞ্চনষ্ঠীবী যথার্থং নাম তস্য তৎ ॥ ২৪
তদদ্ভুততমং লোকে প্রথে কুরুসত্তম।
বুবুধে তচ্চ দেবেন্দ্রো বরদানং মহর্ষিতঃ ॥ ২৫
ততঃ স্বাভিভবাদ্ ভীতো বৃহস্পতিমতে স্থিতঃ
কুমারস্যান্তরপ্রেক্ষী বভূব বলবৃত্রহা ॥ ২৬
চোদয়ামাস তদ্ বজ্রং দিব্যাস্ত্রং মূর্তিমৎ স্থিতম্।
ব্যাঘ্রো ভূত্বা জহীমং ত্বং রাজপুত্রমিতি প্রভো ॥ ২৭

রাজা এইরূপ বলিলে পর্বত পুনরায় তাঁহাকে বলিলেন রাজন্! তোমার চিত্তের বহুদিনের যে সঙ্কল্প তাহাই প্রার্থনা কর ॥ ১৪

সৃঞ্জয় বলিলেন (ভগবন্!) আমার এইরূপ একটি পুত্র প্রদান করুন, যে পুত্র বীর, বলবান্, দৃঢ়ব্রত, দীর্ঘজীবী, সৌভাগ্যশালী এবং দেবরাজের তুল্য তেজস্বী হইবে ॥ ১৫

পর্বত বলিলেন—তুমি যেইরূপ প্রার্থনা করিলে সেইরূপ পুত্র-ই লাভ করিবে, কিন্তু দীর্ঘজীবী হইবে না; কারণ, তোমার এই সঙ্কল্প দেবরাজকে পরাভূত করিবার জন্য ॥ ১৬

তোমার ঐ পুত্র সুবর্ণষ্ঠীবী নামে বিখ্যাত ও দেবরাজতুল্য কান্তিমান্ হইবে। তুমি ইন্দ্র হইতে তাহাকে সর্বদা রক্ষা করিবে ॥ ১৭

মহাত্মা পর্বতের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সৃঞ্জয় তাঁহাকে প্রসন্ন করত বলিলেন তাহা হইবে না; মুনে! আপনার তপস্যাপ্রভাবে আমার পুত্র দীর্ঘজীবী হউক। কিন্তু পর্বত ইন্দ্রের অপেক্ষায় (অনুরোধে) মৌন রহিলেন ॥ ১৮-১৯

তখন আমি সেইদিন নরপতিকে বলিলাম মহারাজ! ঐ সময়ে তুমি আমায় স্মরণ করিলে আমি পুনরায় তোমার পুত্রকে দেখাইব। পৃথিবীপতে! শোক করিও না। আমি যমালয় হইতে তোমার প্রিয় পুত্রকে পূর্বাকৃতিতে-ই তোমার নিকট আনিয়া দিব ॥ ২০-২১

রাজাকে এই কথা বলিয়া আমরা উভয়ে স্ব স্ব অভিলষিত স্থানে গমন করিলাম রাজা সৃঞ্জয়ও অভীষ্ট গৃহে প্রবেশ করিলেন ॥ ২২

তদনন্তর কিয়ৎকাল অতীত হইলে রাজর্ষি সৃঞ্জয়ের মহাবলবান্ তেজঃসম্পন্ন একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিল ॥ ২৩

যথাকালে সরোবরে পদ্ম যেমন বর্দ্ধিত হয়, তদ্রূপ রাজকুমার বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। তিনি কাঞ্চনষ্ঠীবী নামে প্রসিদ্ধ হইলেন তাঁহার ঐ নাম সার্থক হইয়াছিল* ॥ ২৪

কুরুশ্রেষ্ঠ! ঐ অদ্ভুত বৃত্তান্ত সর্বত্র প্রচারিত হইল। দেবেন্দ্র বুঝিতে পারিলেন—মহর্ষি পর্বতের বরে-ই ইহার জন্ম (বরের-ই ফল।) ॥ ২৫

তদনন্তর বল ও বৃত্রাসুরবধকারী নিজ পরাভব-ভয়ে ভীত দেবরাজ বৃহস্পতির পরামর্শানুযায়ী কুমারের রন্ধ্র অন্বেষণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৬

প্রভো! ইন্দ্র সম্মুখে উপস্থিত মূর্তিমান্ দিব্য অস্ত্র বজ্রকে বলিলেন বজ্র! মহর্ষি পর্বতের বরপ্রভাবে এই সৃঞ্জয় পুত্র

(*) কাঞ্চনষ্ঠীবী যাহার থুথু নিক্ষেপমাত্র সুবর্ণে পরিণত হয়।

প্রবৃদ্ধঃ কিল বীর্যেণ মামেষোঽভিভবিষ্যতি
সৃঞ্জয়শ্চ সুতো বজ্র যথৈনং পর্বতোঽব্রবীৎ ॥ ২৮
এবমুক্তস্তু শক্রেণ বজ্রঃ পরপুরঞ্জয়ঃ
কুমারমন্তরপ্রেক্ষী নিত্যমেবান্বপদ্যত ॥ ২৯
সৃঞ্জয়োঽপি সুতঃ প্রাপ্য দেবরাজসমদ্যুতিম্
হৃষ্টঃ সান্তঃপুরো রাজা বনমেতো বভূব হ ॥ ৩০
ততো ভাগীরথীতীরে কদাচিন্নির্জনে বনে
ধাত্রীদ্বিতীয়ো বালঃ স ক্রীড়ার্থং পর্যধাবত ॥ ৩১
পঞ্চবর্ষকদেশীয়ো বালো নাগেন্দ্রবিক্রমঃ।
সহসোৎপতিতং ব্যাঘ্রমাসসাদ মহাবলম্ ॥ ৩২
স বালস্তেন নিষ্পিষ্টো বেপমানো নৃপাত্মজঃ।
ব্যসুঃ পপাত মেদিন্যাং ততো ধাত্রী বিচুক্রুশে ॥ ৩৩
হত্বা তু রাজপুত্রং স তত্রৈবান্তরধীয়ত।
শার্দূলো দেবরাজস্য মায়য়ান্তর্হিতস্তদা ॥ ৩৪
ধাত্র্যাস্তু নিনদং শ্রুত্বা রুদত্যাঃ পরমার্তবৎ।
অভ্যধাবত তং দেশং স্বয়মেব মহীপতিঃ ॥ ৩৫
স দদর্শ শয়ানং তং গতাসুং পীতশোণিতম্।
কুমারং বিগতানন্দং নিশাকরমিব চ্যুতম্ ॥ ৩৬
স তমুৎসঙ্গমারোপ্য পরিপীড়িতমানসঃ।
পুত্রং রুধিরসিক্তং পর্যাদেবয়দাতুরঃ ॥ ৩৭
ততস্তা মাতরস্তস্য রুদত্যঃ শোককর্শিতাঃ।
অভ্যধাবন্ত তং দেশং যত্র রাজা স সৃঞ্জয়ঃ ॥ ৩৮
ততঃ স রাজা সম্প্রায় মামেব গতমানসঃ।
তদাহং চিন্তয়ন্ জ্ঞাত্বা গতবাংস্তস্য দর্শনম্ ॥ ৩৯
ময়ৈতানি চ বাক্যানি শ্রাবিতঃ শোকলালসঃ।
যানি তে যদুবীরেণ কথিতানি মহীপতে ॥ ৪০
সঞ্জীবিতশ্চাপি পুনর্বাসবানুমতে তদা।
ভবিতব্যং তথা তচ্চ ন তচ্ছক্যমতোঽন্যথা ॥ ৪১
তত ঊর্ধ্বং কুমারস্তু স্বর্ণষ্ঠীবী মহাযশাঃ।
চিরং প্রসাদয়ামাস পিতুর্মাতুশ্চ বীর্যবান্ ॥ ৪২

বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পরাক্রমে আমায় পরাস্ত করিবে; অতএব তুমি ব্যাঘ্র হইয়া ইহাকে পরাস্ত কর ॥ ২৭-২৮

ইন্দ্র এইরূপ বলিলে শত্রুবিজয়ী বজ্র কুমারের অদূরে অবস্থান করত সর্বদা রন্ধ্রান্বেষণে প্রবৃত্ত হইল ॥ ২৯

রাজা সৃঞ্জয়ও দেবরাজতুল্য পরাক্রমী পুত্র লাভ করিয়া পত্নীগণের সহিত আনন্দিত মনে নিরন্তর বনে বাস করিতে লাগিলেন ॥ ৩০

তদনন্তর ভাগীরথীতীরে নির্জন বনে ধাত্রী-সহায় সেই বালক ক্রীড়ার্থ ইতস্ততঃ ধাবমান হইল ॥ ৩১

গজরাজের ন্যায় বিক্রমশালী ঐ পঞ্চম বর্ষীয় বালক সহসা আগত এক ব্যাঘ্রের সম্মুখে উপস্থিত হইল ॥ ৩২

কম্পমান বালক রাজকুমার ব্যাঘ্রকর্তৃক নিষ্পিষ্ট হওয়ায় প্রাণহীন দেহে ভূতলে পতিত হইলে ধাত্রী চীৎকার করিয়া উঠিল ॥ ৩৩

ব্যাঘ্র রাজপুত্রকে বধ করিয়া সেইখানেই (দেখিতে দেখিতে) অন্তর্হিত হইল; কারণ, দেবরাজের প্রভাবে সেই ব্যাঘ্রের অন্তর্ধানের শক্তি ছিল ॥ ৩৪

অন্যদিকে রোদনপরায়ণা ধাত্রীর আর্তনাদ শ্রবণ করত উৎকণ্ঠিত হইয়া রাজা সৃঞ্জয় স্বয়ং সেইস্থানে দ্রুতপদে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৫

সেই রাজা আনন্দহীন, আকাশ হইতে পতিত চন্দ্রের ন্যায় দৃশ্যমান ও নিষ্প্রাণ কুমারকে ভূতলে শয়ন করিয়া থাকিতে দেখিলেন। তখন ব্যাঘ্র তাহার রক্ত পান করিয়াছে ॥ ৩৬

তিনি দুঃখিতান্তঃকরণে রক্তাক্ত পুত্রের দেহ কোলে তুলিয়া লইলেন এবং ব্যাকুলভাবে রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৭

তদনন্তর সেই রাজা সৃঞ্জয় যেখানে বিলাপ করিতেছিলেন সেই বালকের ধাত্রীরা শোকার্তচিত্তে রোদন করিতে করিতে দ্রুতপদে সেখানে আগমন করিলেন ॥ ৩৮

তখন সেই রাজা অবশভাবে আমাকে স্মরণ করিলেন। আমি তাঁহার স্মরণের কথা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে দর্শনদান করিলাম (দৃষ্টিগোচরীভূত হইলাম)। ৩৯

হে মহীপতে! যদুবীর শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে যে কথা বলিলেন আমি শোকাকুল সেই রাজাকে সেই সব কথাই শ্রবণ করাইলাম (বলিলাম)। ৪০

তখন ইন্দ্রের অনুমতি অনুসারে সেই বালককে পুনর্জীবিত করিলাম। যাহা ভবিতব্য তাহা হইবেই, কেহ তাহা অতিক্রম করিতে পারে না ॥ ৪১

তদনন্তর মহাযশা বলবান কুমার স্বর্ণষ্ঠীবী জীবিত হইয়া মাতাপিতার আনন্দবর্ধন করিতে লাগিল ॥ ৪২

কারয়ামাস রাজ্যঞ্চ পিতরি স্বর্গতে নৃপ।
বর্ষাণাং শতমেকঞ্চ সহস্রং ভীমবিক্রমঃ ॥ ৪৩
ততঃ ঈজে মহাযজ্ঞৈর্বহুভির্ভূরিদক্ষিণৈঃ
তর্পয়ামাস দেবাংশ্চ পিতৃংশ্চৈব মহাদ্যুতিঃ ॥ ৪৪
উৎপাদ্য চ বহূন্ পুত্রান্ কুলসন্তানকারিণঃ।
কালেন মহতা রাজন্ কালধর্মমুপেয়িবান্ ॥ ৪৫
স ত্বং রাজেন্দ্র সঞ্জাতঃ শোকমেনং নিবর্তয়।
যথা ত্বাং কেশবঃ প্রাহ ব্যাসশ্চ সুমহাতপাঃ ॥ ৪৬
পিতৃ-পৈতামহং রাজ্যমাস্থায় ধুরমুদ্বহ।
ইষ্ট্বা পুণ্যৈর্মহাযজ্ঞৈরিষ্টং লোকমবাপ্স্যসি ॥ ৪৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি
স্বর্গষ্টাবিসম্ভবোপাখ্যানে
একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১

হে নৃপ! সেই ভয়ানক পরাক্রমশালী কুমার পিতার স্বর্গবাসের পর একসহস্র শতবর্ষকাল রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। ৪৩

তদনন্তর ঐ মহাতেজস্বী রাজকুমার ভূরিদক্ষিণা সহকারে বহু মহাযজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং পূজা শ্রাদ্ধাদির দ্বারা দেবতা ও পিতৃগণের তৃপ্তিসাধন করিয়াছিলেন। ৪৪

হে রাজন্! তদনন্তর কুলপ্রবর্তক বহু পুত্র উৎপাদনান্তে দীর্ঘকালের পর তিনি কালধর্ম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন (দেহত্যাগ করিয়াছিলেন)। ৪৫

হে রাজন্! এক্ষণে তুমি নিজ হৃদয়ে উৎপন্ন শোক দূর কর। মহাতপস্বী ব্যাস ও কেশবের বাক্যানুসারে পৈতৃকরাজ্য গ্রহণ করিয়া তাহার ভার বহন কর এবং পুণ্যজনক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানের দ্বারা অভীষ্টলোকে গমন কর। ৪৬ ৪৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের রাজধর্মানুশাসনপর্বাধ্যায়গত শান্তিপর্বে স্বর্গষ্টাবীশম্ভব উপাখ্যানে একত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[ব্যাসদেবেন যুধিষ্ঠিরায় প্রবোধদানম্]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
তূষ্ণীম্ভূতং তু রাজানং শোচমানং যুধিষ্ঠিরম্।
তপস্বী ধর্মতত্ত্বজ্ঞঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নোঽব্রবীৎ ॥ ১

ব্যাস উবাচ।
প্রজানাং পালনং ধর্মো রাজ্ঞাং রাজীবলোচন।
ধর্মঃ প্রমাণং লোকস্য নিত্যং ধর্মানুবর্তিনঃ ॥ ২
অনুতিষ্ঠস্ব তদ্ রাজন্ পিতৃ-পৈতামহং পদম্।
ব্রাহ্মণেষু তপো ধর্মঃ স নিত্যো বেদনিশ্চিতঃ ॥ ৩
তৎ প্রমাণং ব্রাহ্মণানাং শাশ্বতং ভরতর্ষভ।
তস্য ধর্মস্য কৃৎস্নস্য ক্ষত্রিয়ঃ পরিরক্ষিতা ৪
যঃ স্বয়ং প্রতিহন্তি স্ম শাসনং বিষয়ে রতঃ।
স বাহুভ্যাং বিনির্গ্রাহ্যো লোকযাত্রাবিঘাতকঃ ৫
প্রমাণমপ্রমাণং যঃ কুর্য্যান্মোহবশং গতঃ
ভৃত্যো বা যদি বা পুত্রস্তপস্বী বাথ কশ্চন ॥ ৬
পাপান্ সর্বৈরুপায়ৈস্তান্ নিগৃহ্ণীচ্ছাতয়ীত বা।
অতোঽন্যথা বর্তমানো রাজা প্রাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥ ৭

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

[ব্যাসদেবকর্তৃক যুধিষ্ঠিরকে প্রবোধদান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন জনমেজয়! শোকপরায়ণ রাজা যুধিষ্ঠিরকে মৌন থাকিতে দেখিয়া ধর্মতত্ত্বজ্ঞ তপস্বী কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বলিলেন। ১

ব্যাস বলিলেন—হে কমললোচন! প্রজাপালন রাজার ধর্ম। ধর্মকে অনুসরণকারী লোকের পক্ষে ধর্মই নিত্য প্রমাণ। ২

রাজন্! অতএব তুমি পিতৃপিতামহের রাজ্য গ্রহণ করিয়া ধর্মানুসারে পালন কর। তপস্যা ব্রাহ্মণের নিত্য ধর্ম—ইহা বেদের সিদ্ধান্ত। ৩

ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই তপস্যা ব্রাহ্মণের সনাতন ধর্ম বলিয়া প্রমাণিত। ক্ষত্রিয় সেই সমগ্র ধর্মের পরিরক্ষক। ৪

যে ব্যক্তি বিষয়াসক্ত হইয়া লোকযাত্রার লঙ্ঘনপূর্বক শাসন ধর্মকে অতিক্রম করে, ভুজবলের দ্বারা তাহাকে দমন করা ক্ষত্রিয়ের উচিত। ৫

যে ব্যক্তি মোহবশে শাস্ত্র ও ধর্মকে অমান্য করে, সেই ব্যক্তি ভৃত্য, পুত্র, তপস্বী অথবা যে কেউ হউক না কেন, সর্বতোভাবে তাহাকে দমন করা অথবা নাশ করা কর্তব্য। ৬

অতএব ইহার অন্যথাকারী রাজা পাপভাগী হয়। ধর্মকে নষ্ট হইতে দেখিয়াও যে রাজা রক্ষা না করেন, তিনি ধর্মঘ্নতা। ৭

ধর্মং বিনশ্যমানং হি যো ন রক্ষেৎ স ধর্মহা
তে ত্বয়া ধর্মহন্তারো নিহতাঃ সপদানুগাঃ ॥ ৮
স্বধর্মে বর্তমানস্ত্বং কিং হ্ন শোচসি পাণ্ডব।
রাজ্ঞা হি হন্যাদ্ দদ্যাচ্চ প্রজা রক্ষেচ্চ ধর্মতঃ ॥ ৯

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ন তেঽভিশঙ্কে বচনং যদ্ ব্রবীষি তপোধন।
অপরোক্ষো হি তে ধর্মঃ সর্বধর্মবিদাং বর ॥ ১০
ময়া ত্ববধ্যা বহবো ঘাতিতা রাজ্যকারণাৎ।
তানি কর্মাণি মে ব্রহ্মন্ দহন্তি চ পচন্তি চ ॥ ১১

ব্যাস উবাচ।

ঈশ্বরো বা ভবেৎ কর্তা পুরুষো বাপি ভারত।
হঠো বা বর্ততে লোকে কর্মজং বা ফলং স্মৃতম্ ॥ ১২
ঈশ্বরেণ নিযুক্তো হি সাধ্বসাধু চ ভারত।
করুতে পুরুষঃ কর্ম ফলমীশ্বরগামি তৎ ॥ ১৩

যথা হি পুরুষঃশ্ছিন্দ্যাদ্ বৃক্ষং পরশুনা বনে।
ছেত্তুরেব ভবেৎ পাপং পরশোর্ন কথঞ্চন ॥ ১৪
অথবা তদুপাদানাৎ প্রাপ্নুয়াৎ কর্মণঃ ফলম্।
দণ্ডশস্ত্রকৃতঃ পাপঃ পুরুষে তন্ন বিদ্যতে ॥ ১৫
ন চৈতদিষ্টং কৌন্তেয় যদন্যেন কৃতং ফলম্।
প্রাপ্নুয়াদিতি যস্মাচ্চ ঈশ্বরে তন্নিবেশয় ॥ ১৬
অথাপি পুরুষঃ কর্তা কর্মণোঃ শুভপাপয়োঃ।
ন পরো বিদ্যতে তস্মাদেবমেতদ্ধি তৎ কৃতম্ ॥ ১৭
ন হি কশ্চিৎ কচিদ্ রাজন্ দিষ্টং প্রতিনিবর্ততে।
দণ্ডশস্ত্রকৃতঃ পাপঃ পুরুষে তন্ন বিদ্যতে ॥ ১৮
যদি বা মন্যসে রাজন্ হতমেকং প্রতিষ্ঠিতম্।
এবমপ্যশুভং কর্ম ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ॥ ১৯
অথাভিপত্তির্লোকস্য কর্তব্যা পুণ্য-পাপয়োঃ।
অভিপন্নমিদং লোকে রাজ্ঞামুদ্যতদণ্ডনম্ ॥ ২০

পাণ্ডব! তুমি তো অনুগামিগণের সহিত ধর্মহন্তাদিগকেই বধ করিয়াছ। তুমি স্বধর্মে থাকিয়া কেন শোক করিতেছ? যেহেতু ধর্মানুসারে প্রজাদিগকে দান, রক্ষা ও বধ করা রাজার কর্তব্য ॥ ৮-৯

যুধিষ্ঠির বলিলেন—সকল ধর্মবিদ্‌গণের শ্রেষ্ঠ তপোধন! আপনার ধর্মবিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে। আপনি যে কথা বলিলেন, সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই ॥ ১০

ব্রহ্মন্! আমি এই রাজ্যের জন্য বহু অবধ্য পুরুষকেও সংহার করাইয়াছি। সেই কর্মসকল আমার হৃদয়কে বিদীর্ণ ও দগ্ধ করিতেছে ॥ ১১

("ময়া ত্ববধ্যা বহবো ঘাতিতা রাজ্যকারণাৎ" তুমি যে এই কথা বলিলে; তাহাতে এই ভারত-যুদ্ধে যাহারা নিহত হইয়াছে, তাহাদের বধের দায়িত্ব কাহার উপর বর্তাইবে?) সকলের প্রেরক ঈশ্বর এস্থলে কর্তা? বধকারী পুরুষ কর্তা? নিহত পুরুষের হঠ (বিচার না করিয়াই কার্য করিবার দুরাগ্রহ স্বভাব) কর্তা অথবা নিহতের প্রারব্ধ কর্মের ফলই বর্তমানে সেইরূপে উপস্থিত হওয়ায় প্রারব্ধই কর্তা? ১২

হে ভারত! মানুষ যদি ঈশ্বরকে কর্তা মানিয়া ঈশ্বরকর্তৃক নিযুক্ত চিন্তা করিয়া কর্ম করে, তবে সেই ফল শুভ বা অশুভ যাহাই হউক না কেন, ঈশ্বরই উহার ফলভাগী হন ॥ ১৩

যদি কোন ব্যক্তি বনে কুঠার দ্বারা কাষ্ঠ ছেদন করে, তবে তাহাতে ছেদনকারীরই পাপ হয়, কোন রকমে কুঠারের পাপ হয় না। ১৪

অথবা যদি বল, কুঠার অচেতন পদার্থ তাই তার পাপ হয় না, চেতন পুরুষই (ছেদনকারীই) কর্মের ফলভাগী, তাহা হইলে যে অস্ত্র তৈরী করিয়াছে ও যে তাহাতে মুষ্টি দণ্ড (বাঁট) লাগাইয়াছে তাহাদেরই ফলভাগী হওয়া উচিত কুঠার চালনাকারীর কর্মের কোন দায়িত্ব আসে না ॥ ১৫

কৌন্তেয়! এক ব্যক্তির কৃতকর্মের ফল অন্যে সংক্রমণ করা যায় না। সেইজন্য সকল কর্মের ফল সর্বপ্রেরক ঈশ্বরেই সমর্পণ কর ॥ ১৬

যদি বল পুণ্য ও পাপকর্তা পুরুষই ফলভাগী, অন্য (ঈশ্বর) কেহ নহে—এই কথা স্বীকার করিলেও তুমি পাপী ও পাপের সমর্থককে বধ করিয়া এক শুভ কার্য সম্পন্ন করিয়াছ; অথবা, তাহারা প্রারব্ধ ভোগ করিয়াছে, তুমি নিমিত্তমাত্র ॥ ১৭

রাজন্! কেহ কখনও বিধির বিধান ব্যর্থ করিতে পারে না। অতএব দণ্ড বা অস্ত্র দ্বারা কৃত পাপের ফলভাগী পুরুষ হয় না। ১৮

হে রাজন্! যদি তুমি স্বীকার কর যে, যুদ্ধকারী উভয়ের মধ্যে একজনের মৃত্যু নিশ্চিত, তাহা হইলে স্বাভাবিকভাবে আগত কৃত বা ভবিষ্য কোন কর্মের সহিত তোমার সম্পর্ক সম্ভব নয় ॥ ১৯

যদি তুমি (শাস্ত্রযুক্তি অনুসারে) লোকের পাপ-পুণ্যের অস্তিত্ব স্বীকার কর, তাহা হইলে ঐ শাস্ত্র অনুসারেই দুষ্টকে দণ্ড দেওয়া রাজাদের অবশ্য কর্তব্য ॥ ২০

তথাপি লোকে কর্মাণি সমারব্ধানি ভারত
শুভাশুভফলৈস্তেতে প্রাপ্যন্তীতি মে মতিঃ ॥ ২১
এবমপ্যশুভং কর্ম কর্মণস্তৎফলাত্মকম্।
ত্যজ ত্বং রাজশার্দূল মৈবং শোকে মনঃ কৃথাঃ ॥ ২২
স্বধর্মে বর্তমানস্য সাপরাদেঽপি ভারত।
এবমাত্মপরিত্যাগস্তব রাজন্ ন শোভনঃ ॥ ২৩
বিহিতানি হি কৌন্তেয় প্রায়শ্চিত্তানি কর্মণাম্।
শরীরবাঙ্মনোভানি কৃত্বাদ্যশরীরঃ পরাভবেৎ ॥ ২৪
তদ্ রাজন্ জীবমানস্ত্বং প্রায়শ্চিত্তং করিষ্যসি।
প্রায়শ্চিত্তমকৃত্বা তু প্রেত্য তপ্তাসি ভারত ॥ ২৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি প্রায়শ্চিত্তবিধৌ দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১

নৃপশ্রেষ্ঠ ভারত! তথাপি আমার মতে, ইহলোকে শুভ ও অশুভ কর্মসকল মানুষের সম্মুখে স্বতই আসিয়া উপস্থিত হয়, সুতরাং যে ব্যক্তি যেরূপ কর্ম করে, তদনুযায়ী তাহাকে তদ্রূপ ফলভোগ করিতে হয়। এরূপ অবস্থায় যে কর্ম করিলে তাহার ফলস্বরূপ অশুভপ্রাপ্তি হইয়া থাকে, তুমি সেই পাপমূলক কর্ম ত্যাগ কর—মনকে শোকনিমগ্ন করিও না।২১-২২

রাজন্! ভরতনন্দন! নিজ ধর্ম দোষযুক্ত হইলেও স্বধর্মে অবস্থিত তোমার মত ধর্মাত্মা রাজার নিজ দেহ পরিত্যাগ শোভন হয় না। ২৩

হে কুরুনন্দন! মনুপ্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রকারগণ পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিধান করিয়াছেন, অতএব মানুষ জীবিত থাকিলে অনায়াসে স্বীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারে কিন্তু জীবন ত্যাগ করিলে প্রায়শ্চিত্ত সম্ভব নয় বলিয়া পাপের পর প্রায়শ্চিত্ত না করিয়াই মৃত্যু হইলে সেই ব্যক্তি পাপের ফলে পরাভূত হইয়া থাকে। ২৪

অতএব হে রাজন্! তুমি জীবিত থাকিয়াই প্রায়শ্চিত্ত করিবে। আর প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া মরিলে তোমায় অনুতাপ করিতে হইবে। ২৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের রাজধর্মানুশাসনপর্বান্তর্গত শান্তিপর্বে প্রায়শ্চিত্তবিধিবিষয়ক দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[যুধিষ্ঠিরং প্রবোধয়তা ব্যাসদেবেন কালস্য প্রাবল্যবর্ণনম্, দেবাসুরসংগ্রামনিদর্শনেন দুষ্টদমনৌচিত্য-প্রতিপাদনপূর্বকং প্রায়শ্চিত্তং কর্তুং সমুপদেশদানঞ্চ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

হতাঃ পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ ভ্রাতরঃ পিতরস্তথা।
শ্বশুরা গুরবশ্চৈব মাতুলাশ্চ পিতামহাঃ ॥ ১
ক্ষত্রিয়াশ্চ মহাত্মানঃ সম্বন্ধি-সুহৃদস্তথা।
বয়স্যা ভাগিনেয়াশ্চ জ্ঞাতয়শ্চ পিতামহ ॥ ২
বহবশ্চ মনুষ্যেন্দ্রা নানাদেশসমাগতাঃ।
ঘাতিতা রাজ্যলুব্ধেন ময়ৈকেন পিতামহ ॥ ৩
তাংস্তাদৃশানহং হত্বা ধর্মনিত্যান্ মহীক্ষিতঃ
অসকৃৎ সোমপান্ বীরান্ কিং প্রাপ্স্যামি তপোধন ॥ ৪
দহ্যাম্যনিশমদ্যাপি চিন্তয়ানঃ পুনঃ পুনঃ।
হীনাঃ পার্থিবসিংহৈস্তৈঃ শ্রীমদ্ভিঃ পৃথিবীমিমাম্ ॥ ৫
দৃষ্ট্বা জ্ঞাতিবধং ঘোরং হতাংশ্চ শতশঃ পরান্
কোটিশশ্চ নরানন্যান্ পরিতপ্যে পিতামহ ॥ ৬
কা নু তাসাং বরস্ত্রীণামবস্থাস্য ভবিষ্যতি।
বিহীনানাং তু তনয়ৈঃ পতিভির্ভ্রাতৃভিস্তথা ॥ ৭
অস্মানন্তকরান্ ঘোরান্ পাণ্ডবান্ বৃষ্ণিসংহতান্।
আক্রোশন্ত্যাঃ কৃশা দীনাঃ প্রপতিষ্যন্তি ভূতলে ॥ ৮

ত্রয়স্ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

[যুধিষ্ঠিরকে প্রবোধদান করিতে করিতে ব্যাসদেবকর্তৃক কালের প্রাবল্যবর্ণন এবং দেবাসুরসংগ্রামের উদাহরণ দিয়া দুষ্টদিগের দমনের ঔচিত্য প্রতিপাদনপূর্বক প্রায়শ্চিত্ত করিতে উপদেশদান।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন—পিতামহ! রাজ্যলোভী একা আমি পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতা, শ্বশুর, গুরু, মাতুল, পিতামহ, সম্বন্ধী, ভাগিনেয়, সুহৃৎ ও জ্ঞাতিগণ এবং নানাদেশ হইতে সমাগত রাজগণকে বধ করিয়াছি। ১-৩

তপোধন! ধর্মপরায়ণ বহুবার সোমরসপায়ী বীর মহীপতি-গণকে বধ করিয়া আমি কি লাভ করিব? ৪

হে পিতামহ! শ্রীসম্পন্ন নৃপসিংহগণবিহীন এই পৃথিবীর কথা বারংবার চিন্তা করায় আমি সর্বদা দগ্ধ হইতেছি। ভ্রাতা, বন্ধু-দিগের ভয়ঙ্কর বধ তথা শত শত শত্রুবিনাশ এবং কোটি কোটি অন্য মানবগণের সংহার দেখিয়া সর্বদা পরিতপ্ত হইতেছি। ৫-৬

হায়! পুত্র, পতি ও ভ্রাতৃবিহীন সুন্দরী রমণীগণের আজ কি দশা ঘটিবে? ৭

আমরা শ্রীকৃষ্ণ ও সাত্যকির সহিত মিলিত হইয়া পতি এবং পুত্রদিগকে বধ করিয়াছি বলিয়া শোকে কাতর ও কৃশ সেই

অপশ্যন্ত্যঃ পিতৃন্ ভ্রাতৃন্ পতীন্ পুত্রাংশ্চ যোষিতঃ।
ত্যক্ত্বা প্রাণান্ স্ত্রিয়ঃ সর্বা গমিষ্যন্তি যমক্ষয়ম্ ॥৯
বৎসলত্বাদ্ দ্বিজশ্রেষ্ঠ তত্র মে নাস্তি সংশয়ঃ।
বাক্যং সৌক্ষ্ম্যাচ্চ ধর্মস্য প্রাপ্স্যামঃ স্ত্রীবধং বয়ম্ ॥ ১০
যদ্ বয়ং সুহৃদো হত্বা কৃত্বা পাপমনন্তকম্।
নরকে নিপতিষ্যামো হ্যধঃশিরস এব হ ॥ ১১
শরীরাণি বিমোক্ষ্যামস্তপসোগ্রেণ সত্তম।
আশ্রমাণাং বিশেষং ত্বমথাচক্ষ্ব পিতামহ ॥ ১২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

যুধিষ্ঠিরস্য তদ্ বাক্যং শ্রুত্বা দ্বৈপায়নস্তদা।
নিরীক্ষ্য নিপুণং বুদ্ধ্যা ঋষিঃ প্রোবাচ পাণ্ডবম্ ॥ ১৩

ব্যাস উবাচ।

মা বিষাদং কৃথা রাজন্ ক্ষত্রধর্মমনুস্মরন্।
স্বধর্মেণ হতা হ্যেতে ক্ষত্রিয়াঃ ক্ষত্রিয়র্ষভ ॥ ১৪
কাঙ্ক্ষমাণাঃ শ্রিয়ঃ কৃৎস্নাং পৃথিব্যাশ্চ মহদ্ যশঃ।
কৃতাস্ত্রবিধিসংযুক্তাঃ কালেন নিধনং গতাঃ ॥ ১৫
ন ত্বং হন্তা ন ভীমোঽয়ং নার্জুনো ন যমাবপি।
কালঃ পর্য্যায়ধর্মেণ প্রাণানাদত্ত দেহিনাম্ ॥১৬
ন তস্য মাতাপিতরৌ নানুগ্রাহ্যৌ হি কশ্চন।
কর্মসাক্ষী প্রজানাং যস্তেন কালেন সংহৃতাঃ ॥ ১৭
হেতুমাত্রমিদং তস্য বিহিতং ভরতর্ষভ।
যদ্ধন্তি ভূতৈর্ভূতানি তদস্মৈ রূপমৈশ্বরম্ ॥ ১৮
কর্মসূত্রাত্মকং বিদ্ধি সাক্ষিণং শুভপাপয়োঃ।
সুখ-দুঃখগুণোদর্কং কালং কালফলপ্রদম্ ॥ ১৯
তেষামপি মহাবাহো কর্মাণি পরিচিন্তয়।
বিনাশহেতুকানি ত্বং যৈরেতে কালবশং গতাঃ ॥ ২০
আত্মনশ্চ বিজানীহি নিয়তব্রতশাসনম্।
যদা ত্বমীদৃশং কর্ম বিধিনাঽঽরব্ধবান্ কারিতঃ ॥ ২১
তন্ত্রেব বিহিতং যন্ত্রং যথা চেষ্টয়িতুর্বশে।
কর্মণা কালযুক্তেন তথেদং চেষ্টতে জগৎ ॥ ২২

রমণীগণ আমাদের উপর আক্রোশপ্রকাশ করিতে থাকিয়া ভূতলে পতিত হইবেন ॥ ৮

পিতা, ভ্রাতা, পতি ও পুত্রগণকে দেখিতে না পাইয়া স্ত্রীসকল প্রাণত্যাগ করিয়া যমলোকে যাত্রা করিবে। ৯

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! বাৎসল্যবশতঃ ঐরূপ যে সঙ্ঘটিত হইবে, এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই। ধর্ম্মের গতি অতি সূক্ষ্ম হওয়ায় আমরা নিশ্চয়ই স্ত্রীবধের পাপভাগী হইব ॥১০

যেহেতু আমরা বন্ধুগণকে সংহার করিয়া ঘোরতর পাপকার্য্য করিয়াছি, সেইহেতু নিশ্চয়ই আমাদিগকে অধোমস্তকে নরকে পতিত হইতে হইবে। ১১

হে সাধুশ্রেষ্ঠ পিতামহ! আমি উগ্র তপস্যার দ্বারা এই দেহ পরিত্যাগ করিব। এইজন্য কোন বিশেষ আশ্রম যদি থাকে, তবে আমায় তাহা বলুন। ১২

বৈশম্পায়ন কহিলেন—তখন যুধিষ্ঠিরের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এই বিষয়ে সবিশেষ বিবেচনা করিয়া পাণ্ডবকে (যুধিষ্ঠিরকে) বলিলেন ॥ ১৩

ব্যাসদেব বলিলেন—রাজন্! ক্ষত্রিয়-শিরোমণি তুমি বারংবার ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম স্মরণকরত বিষণ্ণ হইও না। যেহেতু ক্ষত্রিয়গণ স্বধর্ম্ম অনুসারেই ধ্বংস হইয়াছে। ১৪

তাঁহারা সকলে ভূমণ্ডলব্যাপী যশ ও সমগ্র রাজলক্ষ্মী লাভের চেষ্টা করায় কালধর্ম্ম অনুসারে বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছে। ১৫

তুমি, ভীম, অর্জুন বা নকুল-সহদেব কেহই বধের কর্ত্তা নও। কাল পর্য্যায়ক্রমে দেহিদিগের প্রাণ গ্রহণ করে (সংহার করে)। ১৬

কালের মাতাপিতা নাই, অনুগ্রহের পাত্রও নাই, প্রজাগণের কর্ম্মের সাক্ষী যে কাল, সেই কালই তোমার শত্রুগণকে সংহার করিয়াছে। ১৭-১৭

ভরতশ্রেষ্ঠ! কাল এই যুদ্ধকে নিমিত্তমাত্র করিয়াছে। ঐ কাল প্রাণিগণ দ্বারা যে প্রাণিগণের সংহার করাইয়া থাকে, তাহাই তাহার ঐশ্বরিক রূপ। ১৮

পাপ-পুণ্যের সাক্ষী কর্ম্মসূত্রাত্মক কাল যথাকালে ভবিষ্যের সুখ-দুঃখের উৎপাদন করিয়া থাকে ইহা জানিবে ॥১৯

হে মহাবাহো! তুমি সেই ক্ষত্রিয়গণের বিনাশের কারণ-ভূত কর্ম্মসকল বিশেষভাবে ভাবিয়া দেখ যে, ঐ কর্ম্মসকল-ই তাহাদিগকে কাল-কবলে পাতিত করিয়াছে। ২০

যেহেতু তুমি নিজেকে জ্ঞাত আছ, তথাপি নিয়ম ব্রত-আচরণকারী তোমাকে কাল বলপূর্ব্বক অধীনস্থ করিয়া এইরূপ কর্ম্ম করাইয়াছে। ২১

কর্ম্মকার (বিশ্বকর্ম্মা) নির্ম্মিত যন্ত্র যেমন চালকের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে, তদ্রূপ বিশ্ব কালপ্রেরিত কর্ম্মের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। ২২

পুরুষস্য হি দৃষ্টেঽমুৎপত্তিমনিমিত্ততঃ ।
যদৃচ্ছয়া বিনাশঞ্চ শোক-হর্ষাবনর্থকৌ ॥ ২৩
ব্যলীকমপি যৎ ত্বত্র চিত্তবৈতংসিকং তব ।
তদর্থমিষ্যতে রাজন্ প্রায়শ্চিত্তং তদাচর ॥ ২৪
ইদং তু শ্রূয়তে পার্থ যুদ্ধে দেবাসুরে পুরা ।
অসুরা ভ্রাতরো জ্যৈষ্ঠা দেবাশ্চাপি যবীয়সঃ ॥ ২৫
তেষামপি শ্রীনিমিত্তং মহানাসীৎ সমুচ্ছ্রয়ঃ
যুদ্ধং বর্ষসহস্রাণি দ্বাত্রিংশদভবৎ কিল ॥ ২৬
একার্ণবাং মহীং কৃত্বা রুধিরেণ পরিপ্লুতাম্ ।
জঘ্নুর্দৈত্যাংস্তথা দেবাস্ত্রিদিবং চাভিলেভিরে ॥ ২৭
তথৈব পৃথিবীং লব্ধ্বা ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ ।
সংশ্রিত্য দানবানাং বৈ সাহায্যং দর্পমোহিতাঃ ॥ ২৮
শালাবৃকা ইতি খ্যাতাস্ত্রিষু লোকেষু ভারত ।
অষ্টাশীতিসহস্রাণি তে চাপি বিবুধৈর্হতাঃ ॥ ২৯
ধর্মব্যুচ্ছিত্তিমিচ্ছন্তো যেঽধর্মস্য প্রবর্তকাঃ ।
হন্তব্যাস্তে দুরাত্মানো দেবৈর্দৈত্যা ইবোল্বণাঃ ॥ ৩০
একং হত্বা যদি কুলে শিষ্টানাং স্যাদনাময়ম্ ।
কুলং হত্বা চ রাষ্ট্রঞ্চ ন তদ্ বৃত্তোপঘাতকম্ ॥ ৩১
অধর্মরূপো ধর্মো হি কশ্চিদস্তি নরাধিপ ।
ধর্মশ্চাধর্মরূপোঽস্তি তচ্চ জ্ঞেয়ং বিপশ্চিতা ॥ ৩২
তস্মাৎ সংস্তম্ভয়াত্মানং শ্রুতবানসি পাণ্ডব ।
দেবৈঃ পূর্বগতং মার্গমনুযাতোঽসি ভারত ॥ ৩৩
ন হীদৃশা গমিষ্যন্তি নরকং পাণ্ডবর্ষভ ।
ভ্রাতৃনাশ্বাসয়ৈতাংস্ত্বং সুহৃদশ্চ পরন্তপ ॥ ৩৪
যো হি পাপসমারম্ভে কার্যে তদ্ভাবভাবিতঃ
কুর্বন্নপি তথৈব স্যাৎ কৃত্বা চ নিরপত্রপঃ ॥ ৩৫
তস্মিংস্তৎ কলুষং সর্বং সমাপ্তমিতি শব্দিতম্
প্রায়শ্চিত্তং ন তস্যাস্তি হ্রাসো বা পাপকর্মণঃ । ৩৬
ত্বং তু শুক্লাভিজাতীয়ঃ পরদোষেণ কারিতঃ ।
অনিচ্ছমানঃ কর্মেদং কৃত্বা চ পরিতপ্যসে ॥ ৩৭

যেহেতু নিমিত্তবিহীনভাবে জীবের উৎপত্তি ও যদৃচ্ছাক্রমে বিনাশপ্রাপ্তি দেখিয়া হর্ষ ও বিষাদ প্রকাশ নিষ্ফল ।২৩

রাজন্ ! এই বিষয়ে তোমার যে মিথ্যা মনঃপীড়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহার জন্য যদি প্রায়শ্চিত্ত করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্ত কর । ২৪

এইরূপ কিংবদন্তি আছে যে, পুরাকালে দেবাসুর-সংগ্রামে রাজ্য-শ্রীলাভের নিমিত্ত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অসুর ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা দেবতাদিগের সহিত ঘোরতর মহাসংগ্রাম হইয়াছিল। এই যুদ্ধ বত্রিশ হাজার বৎসরব্যাপী চলিয়াছিল ॥ ২৫-২৬

দেবতাগণ পৃথিবীকে শোণিত সাগরে নিমগ্ন করিয়া দৈত্যদিগকে বধ তথা স্বর্গলোক অধিকার করিয়াছিলেন । ২৭

হে ভারত ! এইভাবে পৃথিবীকে অধিকার করিয়া দেবতাগণ ত্রিলোকে শালাবৃক নামে বিখ্যাত অষ্টাশীতি সহস্র বেদপারগ দর্পমোহিত দানবগণের সাহায্যকারী ব্রাহ্মণগণকেও সংহার করিয়াছিলেন । ২৮-২৯

যাহারা ধর্মকে বিনাশ করিতে ইচ্ছুক এবং অধর্ম প্রবর্তনে সচেষ্ট সেই দুরাত্মাদিগকে অচিরেই বধ করা উচিত। যেমন দেবতারা উদ্যত দৈত্যদিগকে বিনাশ করিয়াছিলেন । ৩০

যদি এক ব্যক্তিকে বিনাশ করিলে একটি কুল অথবা, একটি কুলকে বিনাশ করিলে সমস্ত রাজ্যে সুখ ও শান্তি পূর্ণ হয় , তাহা হইলে তাহা অবশ্য কর্তব্য, তাহাতে ধর্মের নাশ হয় না । ৩১

হে নরাধিপ ! কখনও ধর্ম অধর্মের মত এবং অধর্মও ধর্মের মত পরিলক্ষিত হয় এইজন্য বিদ্বান্ ব্যক্তির নিকট ধর্মের ও অধর্মের রহস্য-বিষয়ে উপদেশ গ্রহণ করা উচিত । ৩২

পাণ্ডুনন্দন ! তুমি বেদজ্ঞ, শ্রেষ্ঠ পুরুষের উপদেশ শ্রবণ করিয়াছ। এইজন্য চিত্তকে স্থির কর, শোকে বিচলিত হইও না। হে ভারত ! দেবগণ পূর্ব হইতেই যে পথে চলিয়াছেন তুমি তো সেই পদবীই অনুসরণ করিয়াছ । ৩৩

পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ ! তোমাদের মত লোককে নরকে যাইতে হইবে না। পরন্তপ ! তুমি তোমার ভ্রাতৃগণ ও বন্ধুগণকে এই আশ্বাস প্রদান কর । ৩৪

যে দুরাত্মা পাপকার্য বুঝিয়াও পাপানুষ্ঠানে রত হয় এবং পাপকার্য করিয়াও উহাতে লজ্জিতও হয় না, সেই ব্যক্তিতেই পাপ পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়—ইহা শাস্ত্রসিদ্ধান্ত ।

উহার জন্য কোন প্রায়শ্চিত্ত নাই এবং প্রায়শ্চিত্তের দ্বারাও তাহার পাপের ক্ষয় হয় না । ৩৫-৩৬

তুমি আজন্ম শুদ্ধস্বভাব, যুদ্ধে অনিচ্ছুক, শত্রুগণের অপরাধে যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছ এবং যুদ্ধ করিয়াও পরিতাপ করিতেছ । ৩৭

অশ্বমেধো মহাযজ্ঞঃ প্রায়শ্চিত্তমুদাহৃতম্ ।
তমাহর মহারাজ বিপাপ্মৈবং ভবিষ্যসি ॥ ৩৮

মরুদ্ভিঃ সহ ভিত্বারীন্ ভগবান্ পাকশাসনঃ ।
একৈকং ক্রতুমাহৃত্য শতকৃত্বঃ শতক্রতুঃ । ৩৯

ধূতপাপ্মা জিতস্বর্গো লোকান্ প্রাপ্য সুখোদয়ান্ ।
মরুদ্গণৈর্বৃতঃ শক্রঃ শুশুভে ভাসয়ন্ দিশঃ । ৪০

স্বর্গে লোকে মহীয়স্তমপ্সরোভিঃ শচীপতিম্ ।
ঋষয়ঃ পর্যুপাসন্তে দেবাশ্চ বিবুধেশ্বরম্ ॥৪১

সেয়ং ত্বামনুসম্প্রাপ্তা বিক্রমেণ বসুন্ধরা
নির্জিতাশ্চ মহীপালা বিক্রমেণ ত্বয়ানঘ ॥ ৪২

তেষাং পুরাণি রাষ্ট্রাণি গত্বা রাজন্ সুহৃদ্বৃতঃ ।
ভ্রাতৃন্ পুত্রাংশ্চ পৌত্রাংশ্চ
স্বে স্বে রাজ্যেঽভিষেচয়ে ॥ ৪৩

বালানপি চ গর্ভস্থান্ সান্ত্বেন সমুদাচরন্ ।
রঞ্জয়ন্ প্রকৃতীঃ সর্বাঃ পরিপাহি বসুন্ধরাম্ ॥ ৪৪

কুমারো নাস্তি যেষাঞ্চ কন্যাস্তত্রাভিষেচয় ।
কামাপ্তয়ো হি স্ত্রীবর্গঃ শোকমেবং প্রহাস্যসি ॥ ৪৫

এবমাশ্বাসনং কৃত্বা সর্বরাষ্ট্রেষু ভারত ।
সজস্ব বাজিমেধেন যথেন্দ্রো বিজয়ী পুরা ॥ ৪৬

অশোচ্যাস্তে মহাত্মানঃ ক্ষত্রিয়াঃ ক্ষত্রিয়র্ষভ ।
স্বকর্ম্মভির্গতা নাশং কৃতাস্তবলমোহিতাঃ ॥ ৪৭

অবাপ্তঃ ক্ষত্রধর্মস্তে রাজ্যং প্রাপ্তমকণ্টকম্ ।
রক্ষস্ব ধর্মং কৌন্তেয় শ্রেয়ান্ যঃ প্রেত্য ভারত ॥৪৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি রাজধর্ম্মানুশাসনপর্বণি প্রায়শ্চিত্তীয়োপাখ্যানে ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩

ইহার জন্য মহাযজ্ঞ—অশ্বমেধ প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া কথিত হইয়াছে। মহারাজ! তুমি এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া পাপ মুক্ত হইবে। ৩৮

মরুদ্গণ সহিত ভগবান্ পাকশাসন (ইন্দ্র) শত্রুজয় করত একশটি অশ্বমেধযজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এইজন্য তিনি শতক্রতু নামে খ্যাত হন্। ৩৯

বিগতপাপ, স্বর্গবিজয়ী, সুখদায়ক লোকসকল লাভ করিয়া ইন্দ্র দিক্সকল উদ্ভাসিত করিয়া মরুদ্গণের সহিত শোভা পাইতে লাগিলেন। ৪০

স্বর্গলোকে স্বচ্ছন্দে অবস্থিত অপ্সরা-পূজিত দেবরাজ শচীপতিকে দেবতা ও ঋষিসকলও পূজা করেন। ৪১

অনঘ! তুমিও স্বপরাক্রমে এই বসুন্ধরা প্রাপ্ত হইয়াছ এবং বিক্রমের দ্বারা মহীপালগণকে পরাস্ত করিয়াছ। ৪২

রাজন্! তুমি বন্ধুগণের সহিত নিহত রাজগণের রাষ্ট্রে ও নগরে গমন পূর্বক তাহাদিগের ভ্রাতা পুত্র অথবা পৌত্রদিগকে স্ব স্ব রাজ্যে অভিষিক্ত কর। ৪৩

যেস্থলে গর্ভস্থ বালক উত্তরাধিকারী তাহার সুরক্ষা করত তাহার প্রজাগণকে সান্ত্বনাদান পূর্বক সকল প্রজাগণের মনোরঞ্জন করিয়া পৃথিবী পালন কর। ৪৪

যে রাজার পুত্র নাই সেইস্থলে কন্যাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবে। কারণ স্ত্রীগণ স্বভাবতঃ ভোগাভিলাষিণী, সুতরাং এইরূপ করিলে তাহাদের শোক দূরীভূত হইবে। ৪৫

এইরূপে সকল রাষ্ট্রে শান্তিস্থাপনপূর্বক পুরাকালে বিজয়ী ইন্দ্রের মত তুমিও অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর। ৪৬

ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ! যে মহাত্মা ক্ষত্রিয়সকল কালবলমোহিত হইয়া স্বকর্মের ফলস্বরূপ নাশপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহাদের জন্য শোক করা উচিত নয়। (তাহারা শোকের যোগ্য নয়)। ৪৭

হে কুন্তিপুত্র! হে ভরতনন্দন! তুমি ক্ষাত্রধর্মানুসারে নিষ্কণ্টক রাজ্যলাভ করিয়াছ। এখন ধর্ম রক্ষা কর যাহাতে পরলোকে তোমার কল্যাণ হইবে। ৪৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্বে প্রায়শ্চিত্তোপাখ্যানে ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যতয়া কর্ম্মণাং বিভাগপূর্ব্বকং "কেন কর্ম্মণা প্রায়শ্চিত্তভাগী, কেন চ কর্ম্মণা প্রায়শ্চিত্তভাগী ন ভবতীতি" বিবেচনম্।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কানি কৃত্বেহ কর্ম্মাণি প্রায়শ্চিত্তীয়তে নরঃ।
কিং কৃত্বা মুচ্যতে তত্র তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ১

ব্যাস উবাচ।

অকুর্ব্বন্ বিহিতং কর্ম্ম প্রতিষিদ্ধানি চাচরন্
প্রায়শ্চিত্তীয়তে হ্যেবং নরো মিথ্যানুবর্ত্তয়ন্ ॥ ২
সূর্য্যোদ্যাস্ত্যুদিতো যশ্চ ব্রহ্মচারী ভবত্যুত
তথা সূর্য্যাভিনির্ম্মুক্তঃ কুনখী স্যাদবদন্নপি ॥ ৩
পরিবিত্তিঃ পরিবেত্তা ব্রহ্মঘ্নো যশ্চ কুৎসকঃ।
দিধিষূপতির্দ্বিধঃ স্যাদগ্রেদিধিষুরের চ ॥ ৪
অবকীর্ণী ভবেদ্ যশ্চ দ্বিজাতিবধকস্তথা।
অতীর্থে ব্রাহ্মণত্যাগী তীর্থে চাপ্রতিপাদকঃ ॥ ৫
গ্রামঘাতী চ কৌন্তেয় মাংসস্য পরিবিক্রয়ী।
যশ্চাগ্নীনপবিধ্যেত তথৈব ব্রহ্মবিক্রয়ী ॥ ৬
স্ত্রীশূদ্রবধকো যশ্চ পূর্ব্বঃ পূর্ব্বস্তু গর্হিতঃ।
যথা পশুসমালম্ভী গৃহদাহস্য কারকঃ ॥ ৭
অনৃতেনোপবর্ত্তী চ প্রতিরোদ্ধা গুরোস্তথা
এতান্যেনাংসি সর্ব্বাণি ব্যুৎক্রান্তসময়শ্চ যঃ ॥ ৮
অকার্য্যাণি তু বক্ষ্যামি যানি তানি নিবোধ মে।
লোকবেদবিরুদ্ধানি তান্যেকাগ্রমনাঃ শৃণু ॥ ৯
স্বধর্ম্মস্য পরিত্যাগঃ পরধর্ম্মস্য চ ক্রিয়া
অযাজ্যযাজনং চৈব তথাভক্ষ্যস্য ভক্ষণম্ ॥ ১০
শরণাগতসন্ত্যাগো ভৃত্যস্যাভরণং তথা।
রসানাং বিক্রয়শ্চাপি তির্য্যগ্‌যোনিবধস্তথা ॥
আধানাদীনি কর্ম্মাণি শক্তিমান্ন করোতি যঃ
অপ্রযচ্ছংশ্চ সর্ব্বাণি নিত্যদেয়ানি ভারত ॥ ১১
দক্ষিণানামদানঞ্চ ব্রাহ্মণস্বাভিমর্শনম্
সর্ব্বাণ্যেতান্যকার্য্যাণি প্রাহুর্ধর্ম্মবিদো জনাঃ ॥ ১২
পিত্রা বিবদতে পুত্রো যশ্চ স্যাদ গুরুতল্পগঃ।
অপ্রজামন্ নরব্যাঘ্র ভবত্যধার্ম্মিকো নরঃ ॥ ১৪

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

[কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্যরূপে কর্ম্মসকলের বিভাগপূর্ব্বক "কর্ম্মের দ্বারা প্রায়শ্চিত্তভাগী এবং কোন কর্ম্মের দ্বারা প্রায়শ্চিত্তভাগী হইতে হয় না" ইহার বিবেচনা।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন—পিতামহ! ইহলোকে কোন কোন কর্ম্ম করিলে মানুষ প্রায়শ্চিত্তের অধিকারী হয়? কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিলে মানুষ সেই সেই পাপ হইতে মুক্ত হয়? কৃপা করিয়া তৎসমুদয় আমাকে বলুন। ১

ব্যাস বলিলেন—যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম করে না, শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম্ম করে, মিথ্যা আচরণ করে—সেইরূপ ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্তের অধিকারী হয়। ২

যে ব্রহ্মচারী সূর্য্য উদয়ের পর শয্যা ত্যাগ করে এবং সূর্য্যাস্ত কালে শয়ান থাকে সেই ব্যক্তি কুনখী* ও শ্যাবদন্তি‡ হয়। ৩

কুন্তিনন্দন! যে ব্যক্তি জ্যেষ্ঠের বিবাহ না হইতে বিবাহ করে (পরিবেত্তা), যাহার অনূঢ় অবস্থায় তাহার কনিষ্ঠের বিবাহ হয় (পরিবিত্তি), ব্রহ্মঘাতী, পরচর্চ্চাকারী ও যে ব্যক্তি শ্বশুরের জ্যেষ্ঠ কন্যা অবিবাহিত থাকিতে কনিষ্ঠার পাণিগ্রহণ করে, ব্রতনাশী ব্রহ্মচারী, দ্বিজ হত্যাকারী, অপাত্রে দান, সৎপাত্রে কৃপণ, গ্রাম নাশকারী, মাংসবিক্রয়ী, বেদবিক্রয়ী, স্ত্রীশূদ্রবধকারী ইহাদের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব ব্যক্তি অধিক পাপী। তদ্রূপ পশুবধকারী পরগৃহদাহকারী, মিথ্যা বাক্য প্রয়োগকারী, গুরুর প্রতি অপমান ও মর্য্যাদা লঙ্ঘনকারী—এই সকল ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্তের অধিকারী। ৪-৮

ইহা ভিন্ন যে সকল কর্ম্ম লোক ও বেদবিরুদ্ধ তাহা বর্ণনা করিতেছি একাগ্রচিত্তে তাহা শ্রবণ কর। ৯

ভারত! স্বধর্ম্ম ত্যাগ, পরধর্ম্ম গ্রহণ, অযাজ্য পতিতাদির পৌরহিত্য, অভক্ষ্যভক্ষণ, শরণাগত-ত্যাগ, নির্ভরশীল অর্থাৎ ভরণ-পোষণযোগ্যকে ভরণ না করা, রসাদি (লবণ মধু প্রভৃতি) বিক্রয়, পশুপক্ষি হত্যা, সামর্থসত্ত্বেও অগ্ন্যাধানাদি না করা, নিত্যকর্ম্ম গোগ্রাসাদি দান না করা, ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা না দেওয়া, ব্রাহ্মণের সম্পদ হরণ করা এই সকল কার্য্যকে ধর্ম্মবিদ্‌গণ অকার্য্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ১০-১২

নরব্যাঘ্র! যে পিতার সহিত বিবাদ করে, যে গুরুর শয্যায় শয়ন করে অথবা (গুরুপত্নীগামী), ঋতুকালে যে ধর্ম্মপত্নী গমন না করে—সেই লোক অধার্ম্মিক পদবাচ্য। ১৪

* কুনখী (নখকুনি রোগগ্রস্ত)
‡ কৃষ্ণদন্তযুক্ত বা কৃষ্ণবর্ণ মাড়ীযুক্ত।

উক্তন্তেতানি কর্ম্মাণি বিস্তরেণেতরেণ চ
যানি কুর্বন্নকুর্বংশ্চ প্রায়শ্চিত্তীয়তে নরঃ ॥ ১৫
এতান্যেব তু কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি মানবাঃ।
যেষু যেষু নিমিত্তেষু ন লিপ্যন্তেঽথ তান্ শৃণু ॥ ১৬
প্রগৃহ্য শস্ত্রমায়ান্তমপি বেদান্তগং রণে।
জিঘাংসন্তং জিঘাংসীয়ান্ন তেন ব্রহ্মহা ভবেৎ ॥ ১৭
ইতি চাপ্যত্র কৌন্তেয় মন্ত্রো বেদেষু পঠ্যতে।
বেদপ্রমাণবিহিতং ধর্ম্মং চ প্রব্রবীমি তে ॥ ১৮
অপেতং ব্রাহ্মণং বৃত্তাদ্ যো হন্যাদাততায়িনম্।
ন তেন ব্রহ্মহা স স্যান্মন্যুস্তন্মন্যুমৃচ্ছতি ॥ ১৯
প্রাণাত্যয়ে তথাজ্ঞানাদাচরন্নদিরামপি।
আদেশিতো ধর্ম্মপরৈঃ পুনঃ সংস্কারমর্হতি ॥ ২০
এতৎ তে সর্বমাখ্যাতং কৌন্তেয়াভক্ষ্যভক্ষণম্।
প্রায়শ্চিত্তবিধানেন সর্বমেতেন শুধ্যতি ॥ ২১
গুরুতল্পং হি গুর্বর্থং ন দূষয়তি মানবম্।
উদ্দালকঃ শ্বেতকেতুং জনয়ামাস শিষ্যতঃ ॥ ২২
জ্ঞেয়ঃ কুর্বংশ্চ গুর্বর্থমাপৎসু ন নিষিধ্যতে।
বহুশঃ কামকারেণ ন চেদ্ যঃ সম্প্রবর্ততে ॥ ২৩
অন্যত্র ব্রাহ্মণস্বেভ্য আদদানো ন দুষ্যতি।
স্বয়মপ্রাশিতা যশ্চ ন স পাপেন লিপ্যতে ॥ ২৪
প্রাণত্রাণেঽনৃতং বাচ্যমাত্মনো বা পরস্য চ
গুর্বর্থে স্ত্রীষু চৈব স্যাদ্ বিবাহকরণেষু চ ॥ চ ॥ ২৫
নাবর্ততে ব্রতঃ স্বপ্নে শুক্রমোক্ষে কথঞ্চন
আজ্যহোমঃ সমিদ্ধেঽগ্নৌ প্রায়শ্চিত্তং বিধীয়তে ॥ ২৬
পারিবিত্ত্যং তু পতিতে নাস্তি প্রব্রজিতে তথা
ভিক্ষিতে পারদার্য্যঞ্চ তদ্ ধর্ম্মস্য ন দূষকম্ ॥ ২৭
বৃথা পশুসমালম্ভং নৈব কুর্য্যান্ন কারয়েৎ।
অনুগ্রহঃ পশূনাং হি সংস্কারো বিধিনোদিতঃ ॥ ২৮
অনর্হে ব্রাহ্মণে দত্তমজ্ঞানাৎ তন্ন দূষকম্
সৎকারাণাং তথা তীর্থে নিত্যং বা প্রাতিপাদনম্ ॥ ২৯

সংক্ষিপ্ত ও বিস্তৃতভাবে যে সকল কর্ম্মের কথা বর্ণনা করিলাম, তাহাদের মধ্যে কতকগুলির অনুষ্ঠানে ও কতকগুলির অননুষ্ঠানে (অকরণে) প্রায়শ্চিত্তের যোগ্য (অধিকারী) হয় ॥১৫

মানবগণ যে সকল স্থলে (কারণে) এই সকল কর্ম্ম করিয়াও পাপভাগী হয় না, সেই সমস্ত কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর ॥১৬

যুদ্ধে বেদ-বেদান্তের পারগামী ব্রাহ্মণ এ অস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক বধ করিতে উদ্যত হইলে তাঁহাকে বধ করিলে ব্রহ্মহত্যার পাপ হয় না ॥ ১৭

হে কুন্তীনন্দন ! এই বিষয়ে বেদে একটি মন্ত্র পাওয়া যায়। বেদপ্রমাণমূলক ধর্ম্ম-ই তোমাকে বলিতেছি ॥ ১৮

ব্রাহ্মণোচিত আচারভ্রষ্ট, সশস্ত্র আক্রমণে উদ্যত যে ব্রাহ্মণ তাঁহাকে বধ করিলে ব্রহ্ম হত্যার পাপ হয় না। কারণ আক্রমণকারীর ক্রোধও সংহারকারীর ক্রোধের উদ্দীপক ॥ ১৯

অজ্ঞানবশে অথবা প্রাণসঙ্কটে যদি মদ্য পান করে, তাহা হইলে ধর্ম্মাত্মা পুংগবের আজ্ঞানুসারে পুনরায় সংস্কার করা কর্ত্তব্য ॥ ২০

হে কুন্তীনন্দন ! অভক্ষ্য ভক্ষণবিষয়ে যে সব কথা বলিয়াছি, তৎসমুদয়ই প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা শুদ্ধ হয় ॥ ২১

গুরুর আজ্ঞাতে গুরুর অন্য গুরুতল্প গমনে দোষ হয় না। উদ্দালক শিষ্য দ্বারা আপন পুত্র শ্বেতকেতুর উৎপাদন করাইয়াছিলেন ॥ ২২

আপৎকালে এবং গুরুর অন্য চুরি করিলে পাপভাগী হইতে হয় না। যদি মনে বারবার চৌর্যপ্রবৃত্তি জাগরিত না হয় এবং ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যের ধন আপৎকালে চুরি করিলে পাপভাগী হইতে হয় না এবং যে ঐ চুরির অন্ন নিজে খায় না, সে-ও পাপে লিপ্ত হয় না ২৩-২৪

নিজের অথবা অন্যের প্রাণ রক্ষার জন্য, গুরুর জন্য, নিজ পত্নীর চিত্তবিনোদনের জন্য অথবা বিবাহ-প্রসঙ্গে মিথ্যা বলিলে পাপ হয় না ॥ ২৫

ব্রহ্মচারীর কোন কারণে স্বপ্নে রেতঃস্খলিত হইলে পুনরায় উপনয়ন সংস্কার করিতে হয় না। ইহার জন্য প্রজ্বলিত অগ্নিতে ঘৃত সমিধ হোমরূপ প্রায়শ্চিত্তের বিধান দৃষ্ট হয় ॥ ২৬

অবিবাহিত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পতিত অথবা সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিবাহ করিতে পারে, তাহাতে দোষ হয় না। সন্তানপ্রাপ্তির নিমিত্ত স্ত্রীর দ্বারা প্রার্থিত হইয়া পরস্ত্রী গমন করিলে ধর্ম্ম লোপ হয় না ॥ ২৭

কখনও বৃথা পশুবধ করিবে না বা করাইবে না। বিধিপূর্ব্বক পশুগণের যে সংস্কার, তাহা অনুগ্রহই ॥ ২৮

অজ্ঞাতসারে (অজ্ঞাতে) কোন অযোগ্য ব্রাহ্মণকে দান করিলে অথবা যোগ্য ব্রাহ্মণকে সৎকার পূর্ব্বক দান করিতে না পারিলে, তাহা দোষজনক নহে ॥ ২৯

স্ত্রিয়াস্তথাপচারিণ্যা নিষ্কৃতিঃ স্যাদদূষিকাঃ।
অপি সা পূয়তে তেন ন তু ভর্তা প্রদুষ্যতি ॥ ৩০
তত্ত্বং জ্ঞাত্বা তু সোমস্য বিক্রয়ঃ স্যাদদোষবান্।
অসমর্থস্য ভৃতস্য বিসর্গঃ স্যাদদোষবান্
বনদাহো গবার্থে ক্রিয়মাণো ন দূষকঃ ॥ ৩১

উক্তান্যেতানি কর্ম্মাণি যানি কুর্বন্ন দুষ্যতি
প্রায়শ্চিত্তানি বক্ষ্যামি বিস্তরেণৈব ভারত ॥ ৩২
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্ব্বণি রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বণি প্রায়শ্চিত্তীয়ে
চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৪

ব্যভিচারিণী স্ত্রীকে তিরস্কার দোষাবহ নহে। কারণ ইহার দ্বারা স্ত্রীর শুদ্ধি হয় এবং পতিও দোষের ভাগী হন না। ৩০

সোমরসের তত্ত্বজ্ঞের সোমরস বিক্রয়ে দোষ হয় না। যে ভৃত্য কর্ম্মে অক্ষম তাহাকে পরিত্যাগ করিলে দোষ হয় না। গোগণের সুবিধার জন্য বনদাহে পাপ হয় না। ৩১

হে ভরতনন্দন! যে সকল কর্ম্ম করিলে দোষের ভাগী হইতে হয় না আমি সেই সকল বলিলাম এখন প্রায়শ্চিত্তবিষয়ে বিস্তৃত বর্ণনা প্রদান করিতেছি। ৩২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে প্রায়শ্চিত্ত-প্রকরণে চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[পাপকর্ম্মণাং প্রায়শ্চিত্তবর্ণনম্।]

ব্যাস উবাচ।

তপসা কর্ম্মণা চৈব প্রদানেন চ ভারত।
পুনাতি পাপং পুরুষঃ পুনশ্চেন্ন প্রবর্ত্ততে ॥ ১
এককালং তু ভুঞ্জীত চরন্ ভৈক্ষ্যং স্বকর্ম্মকৃৎ।
কপালপাণিঃ খট্বাঙ্গী ব্রহ্মচারী সদোত্থিতঃ ॥ ২
অনসূয়ুরঘঃশায়ী কর্ম্ম লোকে প্রকাশয়ন্।
পূর্ণৈ র্দ্বাদশভির্বর্ষৈর্ব্রহ্মহা বিপ্রমুচ্যতে ॥ ৩
লক্ষ্যঃ শস্ত্রভৃতাং বা স্যাদ্ বিদুষামিচ্ছয়াঽঽত্মনঃ।
প্রাসোদাস্কানময়ো বা সমিদ্ধে ত্রিরবাক্‌শিরাঃ ॥ ৪

জপন্ বাস্যতমং বেদং যোজনানাং শতং ব্রজেৎ
সর্ব্বস্বং বা বেদবিদে ব্রাহ্মণায়োপপাদয়েৎ ॥ ৫
ধনং বা জীবনায়ালং গৃহং বা সপরিচ্ছদম্।
মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যায়া গোপ্তা গোব্রাহ্মণস্য চ ॥ ৬
ষড়্ভির্বর্ষৈঃ কৃচ্ছ্রভোজী ব্রহ্মহা পূয়তে নরঃ।
মাসে মাসে সমশ্নংস্তু ত্রিভির্বর্ষৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৭
সংবৎসরেণ মাসার্দ্ধী পূয়তে নাত্র সংশয়ঃ।
তথৈবোপবসন্ রাজন্ স্বল্পেনাপি প্রপূয়তে ॥ ৮

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

[পাপকর্ম্মসমূহের প্রায়শ্চিত্তবর্ণন।]

ব্যাসদেব বলিলেন—ভারত! মানুষ তপস্যা, যজ্ঞ, দান প্রভৃতি দ্বারা সব কৃত পাপকর্ম্ম করত স্বয়ং পবিত্র হইতে পারে, যদি ঐ পাপে পুনঃ প্রবৃত্ত না হয়। ১

খট্টাঙ্গ (খাটের পায়া) ও নরকপাল ধারণ পূর্ব্বক ভিক্ষা করিয়া একবারমাত্র আহারকারী, সতত অধ্যবসায়সম্পন্ন, ব্রহ্মচর্য্যব্রতে স্থিত, অসূয়াশূন্য, কৃমিশায়ী, যাগযজ্ঞপরায়ণ, স্বকর্ম্ম স্বয়ং সম্পাদনকারী এবং সকলের নিকটে নিজ পাপকর্ম্ম প্রকাশকারী ব্রহ্মহত্যাকারী ব্যক্তি দ্বাদশবর্ষে ব্রহ্মহত্যার পাপ হইতে মুক্ত হয়। ২-৩

অথবা প্রায়শ্চিত্তবিধানদানকারী কোন ব্রাহ্মণের বিধানে বা নিজের ইচ্ছায় শস্ত্রধারীর শস্ত্রে জীবননাশ অথবা প্রজ্বলিত অগ্নিতে আত্মাহুতি অথবা অধঃশির হইয়া যে কোন একটি বেদ পাঠ করিতে করিতে তিন শত যোজন যাত্রা করিলে অথবা বেদবিদ্ কোনও ব্রাহ্মণকে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিলে বা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযুক্ত পর্য্যাপ্ত ধন দান করিলে, অথবা স্বপরিচ্ছদ গৃহ ব্রাহ্মণকে দান করিলে এবং গো, ব্রাহ্মণের রক্ষা করিলে ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হয়। ৪-৬

ব্রহ্মহত্যাকারী কৃচ্ছ্রব্রতের নিয়মে ভোজন করিলে ছয় বর্ষে শুদ্ধ হয়, আর এক এক মাসে এক এক কৃচ্ছ্রব্রতনির্ব্বাহ পূর্ব্বক ভোজন করিলে তিন বৎসরে পাপ মুক্ত হয়। ৭

যে ব্যক্তি এক মাস প্রাতঃকালে আহার, এক মাস সায়ংকালে

ক্রতুনা চাশ্বমেধেন পূয়তে নাত্র সংশয়ঃ।
যে চাপ্যবভৃথস্নাতাঃ কেচিদেবংবিধা নরাঃ ॥ ৯
তে সর্বে ধূতপাপ্মানো ভবন্তীতি পরা শ্রুতিঃ
ব্রাহ্মণার্থে হতো যুদ্ধে মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া ॥ ১০
গবাং শতসহস্রং তু পাত্রেভ্যঃ প্রতিপাদয়েৎ।
ব্রহ্মহা বিপ্রমুচ্যতে সর্বপাপেভ্য এব চ ॥ ১১
কপিলানাং সহস্রাণি যো দদ্যাৎ পঞ্চবিংশতিম্।
দোহ্যানাং স চ পাপেভ্যঃ সর্বেভ্যো বিপ্রমুচ্যতে ॥ ১২
গোসহস্রং সবৎসানাং দোহ্যানাং প্রাণসংশয়ে।
সাধুভ্যো বৈ দরিদ্রেভ্যো দত্ত্বা মুচ্যেত কিল্বিষাৎ ॥ ১৩
শতং বৈ যস্তু কাম্বোজান্ ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রযচ্ছতি।
নিয়তেভ্যো মহীপাল স চ পাপাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ১৪
মনোরথং তু যো দদ্যাদেকস্মা অপি ভারত।
ন কীর্তয়েত দত্ত্বা যঃ স চ পাপাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ১৫
সুরাপানং সকৃৎ কৃত্বা যোঽগ্নিবর্ণাং সুরাং পিবেৎ।
স পাবয়ত্যথাত্মানমিহ লোকে পরত্র চ ॥ ১৬
মরুপ্রপাতং প্রপতন্ জ্বলনং বা সমাবিশন্
মহাপ্রস্থানমাতিষ্ঠন্ মুচ্যতে সর্বকিল্বিষৈঃ ॥ ১৭
বৃহস্পতিসবেনেষ্ট্বা সুরাপো ব্রাহ্মণঃ পুনঃ।
সমিতিং ব্রহ্মণো গচ্ছেদিতি বৈ ব্রহ্মণঃ শ্রুতিঃ ॥ ১৮
ভূমিপ্রদানং কুর্য্যাদ্ যঃ সুরাং পীত্বা বিমৎসরঃ।
পুনর্ন চ পিবেদ্ রাজন্ সংকৃতঃ স চ শুধ্যতি ॥ ১৯
গুরুতল্পী শিলাং তপ্তামায়সীমভিসংবিশেৎ।
অবকৃত্যাত্মনঃ শেফং প্রব্রজেদূর্ধ্বদর্শনঃ ॥ ২০
শরীরস্য বিমোক্ষেণ মুচ্যতে কর্ম্মণোঽশুভাৎ।
কর্ম্মভ্যো বিপ্রমুচ্যন্তে যত্তাঃ সংবৎসরং স্ত্রিয়ঃ ॥ ২১
মহাব্রতং চরেদ্ যস্তু দদ্যাৎ সর্বস্বমেব তু।
গুর্বর্থে বা হতো যুদ্ধে স মুচ্যেৎ কর্ম্মণোঽশুভাৎ ॥ ২২
অনৃতেনোপবর্তী চেৎ প্রতিরোদ্ধা গুরোস্তথা।
উপাহৃত্য প্রিয়ং তস্মৈ তস্মাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ২৩

আহার, এক মাস অযাচিত ব্রত অবলম্বন করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি এক বৎসরে শুদ্ধ হয়। রাজন্! কেবলমাত্র উপবাসের দ্বারা অল্প সময়ে মানুষ শুদ্ধি লাভ করেন। ৮

অশ্বমেধযজ্ঞের দ্বারা ব্রহ্মহত্যা পাপ শুদ্ধ হয়—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। যাহারা এইভাবে মহাযজ্ঞসমূহেঅবভৃত স্নান করে, তাহারা সকলে পাপ মুক্ত হয়—ইহা শ্রুতিতে দেখা যায়। ৯-১

ব্রাহ্মণের জন্য যে যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করে, সে ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হয়। সহস্রধেনু সৎপাত্রে দান করিলে ব্রহ্মহত্যা ও অন্যান্য গুরুতর পাপ সকল হইতে নিস্তার পায়। ১০-১১

যে ব্যক্তি পঞ্চবিংশতি সহস্র দুগ্ধবতী কপিলা গাভী দান করে সে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়। ১২

মৃত্যু সময়ে যে ব্যক্তি সদাচারী দরিদ্র ব্রাহ্মণকে এক সহস্র দুগ্ধবতী সবৎসা গাভী দান করিয়া থাকে, সে পাপ হইতে মুক্ত হয়। ১৩

মহীপাল! যে ব্যক্তি নিয়মশীল ব্রাহ্মণকে এক শত কম্বোজদেশীয় (কাবুলের) অশ্বদান করে, সেই ব্যক্তি পাপ হইতে মুক্ত হয়। ১৪

ভারত! যে ব্যক্তি একজন ব্রাহ্মণকেও তাহার বাঞ্ছিত বস্তু দান করে এবং জনসমাজে প্রকাশ না করে, তাহা হইলে সে পাপ হইতে মুক্ত হয়। ১৫

যে ব্যক্তি একবার মাত্র সুরা পান করিয়াছে, সেই ব্যক্তি অগ্নিবর্ণ (অগ্নিতুল্য উত্তপ্ত) সুরা পান করিলেই ইহ ও পরলোকে আপনার পবিত্রতাসম্পাদনে সমর্থ হয়। ১৬

জলহীন দেশে পর্বত হইতে পতন, অগ্নি প্রবেশ ও মহাপ্রস্থান দ্বারা সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া যায়। ১৭

শ্রুতিতে দৃষ্ট হয়—মদ্যপায়ী ব্রাহ্মণ 'বৃহস্পতি সব' নাম যজ্ঞ করিলে ব্রহ্মসভায় গমনে সমর্থ হয়। ১৮

রাজন্! যদি সুরাপায়ী ব্যক্তি ঈর্ষা-দ্বেষরহিত হইয়া ভূমিদান করে এবং যদি কখনও পুনরায় সুরা পান না করে, তাহা হইলে সে স্ব-স্ব বেদোক্ত সংস্কারের দ্বারা সংস্কৃত হইয়া শুদ্ধ হয়। ১৯

যে ব্যক্তি গুরুপত্নী হরণ করে, সে তপ্তলৌহ ফলকে শয়ন অথবা স্বলিঙ্গচ্ছেদন পূর্বক ঊর্দ্ধ দৃষ্টি হইয়া অগ্রসর হইতে থাকিবে। এইভাবে শরীর পরিত্যাগ করিলে পাপমুক্ত হয়। ২০-১

স্ত্রীগণ মিতাহার ও সংযমপূর্বক একবর্ষ অবস্থান করিলে উক্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়। মহাব্রতের অনুষ্ঠান, সর্বস্ব দান অথবা গুরুকার্য সাধনার্থ যুদ্ধে প্রাণদানকারী সকল অশুভ কর্ম হইতে মুক্ত হয়। ২১-২২

মিথ্যা বাক্যের দ্বারা জীবিকা নির্বাহকারী ও গুরুকে অপমানকারী পুরুষ গুরুর অভিলষিত বস্তু দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিলে সেই পাপ হইতে মুক্ত হয়। ২৩

অবকীর্ণিনিমিত্তং তু ব্রহ্মহত্যাব্রতং চরেৎ
গোচর্ম্মবাসাঃ ষণ্মাসাংস্তথা মুচ্যেত কিল্বিষাৎ ॥ ২৪
পরদারাপহারী তু পরস্যাপহরন্ বসু।
সংবৎসরং ব্রতী ভূত্বা তথা মুচ্যেত কিল্বিষাৎ ॥ ২৫
ধনং তু যস্যাপহরেৎ তস্মৈ দত্ত্বাৎ সমং বসু।
বিবিধেনাভ্যুপায়েন তদা মুচ্যেত কিল্বিষাৎ ॥ ২৬
কৃচ্ছ্রাদ্ দ্বাদশরাত্রেণ সংযতাত্মা ব্রতে স্থিতঃ।
পরিবেত্তা ভবেৎ পূতঃ পরিবিত্তিস্তথৈব চ ॥ ২৭
নিবেশ্যঃ তু পুনস্তেন সদা তারয়তা পিতৃন্।
ন তু স্ত্রিয়া ভবেদ্ দোষো ন তু সা তেন লিপ্যতে ॥২৮
ভোজনং হ্যন্তরাশুদ্ধং চাতুর্ম্মাস্যে বিধীয়তে।
স্ত্রিয়স্তেন প্রশুধ্যন্তি ইতি ধর্ম্মবিদো বিদুঃ ॥ ২৯
স্ত্রিয়স্ত্বাশঙ্কিতাঃ পাপা নোপগম্যা বিজানতা।
রজসা তা বিশুধ্যন্তে ভস্মনা ভাজনং যথা ॥ ৩০
পাদজোচ্ছিষ্টকাংস্যং যদ্ গবা ঘ্রাতমথাপি বা।
গণ্ডূষোচ্ছিষ্টমপি বা বিশুধ্যেদ্ দশভিস্তু তৎ ॥ ৩১
চতুষ্পাৎ সকলো ধর্ম্মো ব্রাহ্মণস্য বিধীয়তে।
পাদাবকৃষ্টো রাজন্যে তথা ধর্ম্মো বিধীয়তে ॥ ৩২
তথা বৈশ্যে চ শূদ্রে চ পাদঃ পাদো বিধীয়তে
বিদ্যাদেবংবিধেনৈষাং গুরু-লাঘবনিশ্চয়ম্ ॥৩৩
তির্য্যগ্‌যোনিবধং কৃত্বা ক্রমাচ্ছিত্ত্বোত্তরান্ বহূন্।
ত্রিরাত্রং বায়ুভক্ষঃ স্যাৎ কর্ম্ম চ প্রথয়ন্নরঃ ॥ ৩৪
অগম্যাগমনে রাজন্ প্রায়শ্চিত্তং বিধীয়তে।
আর্দ্রবস্ত্রেণ ষণ্মাসান্ বিহার্য্যাং ভস্মশায়িনা ॥৩৫
এষ এব তু সর্বেষামকার্য্যাণাং বিধির্ভবেৎ।
ব্রাহ্মণোক্তেন বিধিনা দৃষ্টান্তাগমহেতুভিঃ ॥৩৬
সাবিত্রীমপ্যধীয়ীত শুচৌ দেশে মিতাশনঃ
অহিংসো মন্দকোঽজল্পো মুচ্যতে সর্বকিল্বিষৈঃ ॥ ৩৭
অহঃসু সততং তিষ্ঠেদভ্যাকাশং নিশাঃ স্বপন্।
ত্রিরহ্নি ত্রিনিশায়াঞ্চ সবাসা জলমাবিশেৎ ॥ ৩৮

যে ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মচর্য্যব্রত নষ্ট হইয়াছে, সেই পাপ নিবৃত্তির জন্য ব্রহ্মহত্যানিমিত্ত ব্রতের অনুষ্ঠান ও ছয়মাস গোচর্ম পরিধান করিলে সেই ব্রহ্মচারী পাপ হইতে মুক্ত হয়। ২৪

যে ব্যক্তি পরদারগমন ও পরধন হরণ করে, সেই ব্যক্তি একবর্ষ-ব্যাপী কঠোরব্রতের পালন করিলে পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। ২৫

যে ব্যক্তি যে পরিমাণে অন্যের অর্থ অপহরণ করে, উপায়ন পূর্বক তাহাকে সেই পরিমাণ অর্থদান করিলে সেই ব্যক্তির পাপ বিনষ্ট হয়। ২৬

যে ব্যক্তি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহের পূর্বে বিবাহ করিয়াছে, সেই ব্যক্তি ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উভয়ে দ্বাদশ রাত্রি নিয়ম পূর্বক ব্রতপালন করিলে উভয়ে পবিত্র হয়। ২৭

উপরক্ত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহের পূর্বে বিবাহিত কনিষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃগণের উদ্ধারের জন্য পুনঃ বিবাহ সংস্কার করিবে। তাহা হইলে স্বয়ং ও পূর্ববিবাহিতা পত্নীও দোষশূন্য হইবে। ২৮

ধর্মজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলেন চাতুর্মাস্য কালে একদিন অন্তর একদিন ভোজন দ্বারা স্ত্রীগণ শুদ্ধি লাভ করে।২৯

যদি স্ত্রীকে মানস-পাপ দ্বারা দূষিত আশঙ্কা হয়, তাহা হইলে রজোদর্শনের পূর্ব পর্য্যন্ত সহবাস করিবে না। যেরূপ ভস্মদ্বারা হইয়া পাত্র শুদ্ধি লাভ করে, তদ্রূপ রজোদর্শনে স্ত্রীগণ শুদ্ধ হয় "রজসা শুধ্যতে নারী নদী বেগেন শুধ্যতে"। ৩০

কাংস্যপাত্র শূদ্রের উচ্ছিষ্ট, গো কর্তৃক আঘ্রাত বা গণ্ডূষ দ্বারা (কূলকূচাজলদ্বারা) দূষিত হইলে, দশবার দ্বারা (পঞ্চগব্য, মৃত্তিকা, জল, ভস্ম, অন্ন ও অগ্নিতাপ দ্বারা) শুদ্ধ করিবে। ৩১

সকল ধর্ম ব্রাহ্মণের চতুষ্পাদ, ক্ষত্রিয়ের ত্রিপাদ, বৈশ্যের দ্বিপাদ ও শূদ্রের একপাদ পালনীয় অর্থাৎ ব্রাহ্মণের জন্য যদি ৭ দিন উপবাসের বিধান হয়, তাহা হইলে ঐস্থলে ক্ষত্রিয়ের ৩ দিন, বৈশ্যের ২ দিন ও শূদ্রের ১ দিন উপবাস বিধান হইবে। ৩২½

এইরূপে পাপের গুরুতা ও লঘুতা বিচার করিবে। পশু-পক্ষিবধ ও বহুবিধ বৃক্ষচ্ছেদন-জনিত পাপকথা জনসমাজে প্রচার ও তিন দিবারাত্রি বায়ু ভক্ষণ (পান) করিয়া থাকিবে। ৩৩ ৩৪

রাজন্! অগম্যাগমন করিলে ছয় মাস ভস্মশয়ন ও আর্দ্র বস্ত্র পরিধান করিয়া ভ্রমণ করিবে—ইহাই প্রায়শ্চিত্ত বিধান। ৩৫

ঐ সকল কুকার্য্যের এই সব বিধান হইয়া থাকে। প্রজাপতি ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে শাস্ত্র ও বিধি অনুসারে এইরূপ প্রায়শ্চিত্তের বিধান করিয়াছেন। ৩৬

যে ব্রাহ্মণ পবিত্রস্থানে (উপবেশন করত) অহিংস, মিতভাষী, পরিমিতভোজী, মানাপমান শূন্য ও মৌনভাবে অবস্থান করত গায়ত্রী মন্ত্রের জপ করে, তাহার সব পাপ ধ্বংস হয়। ৩৭

যে ব্যক্তি দিবসে আকাশতলে অবস্থান ও রাত্রে শূন্যস্থানে (আকাশ-তলে) নিদ্রা, দিবা ও রাত্রে তিনবার সবস্ত্রস্নান

স্ত্রীশূদ্রং পতিতং চাপি নাভিভাষেদ্ ব্রতান্বিতঃ।
পাপান্যজ্ঞানতঃ কৃত্বা মুচ্যতেদেবংব্রতো দ্বিজঃ ॥ ৩৯
শুভাশুভফলং প্রেত্য লভতে ভূতসাক্ষিকম্
অতিরিচ্যেত যো যত্র তৎকর্তা লভতে ফলম্ ॥ ৪০
তস্মাদ্ দানেন তপসা কর্ম্মণা চ ফলং শুভম্।
বর্ধয়েদশুভং কৃত্বা যথা স্যাদতিরেকবান্ ॥ ৪১
কুর্য্যাচ্ছুভানি কর্ম্মাণি নিবর্ত্তেৎ পাপকর্ম্মণঃ।
দদ্যাচ্চিত্তাঞ্চ বিত্তানি তথা মুচ্যেত কিল্বিষাৎ ॥ ৪২
অনুরূপঃ হি পাপস্য প্রায়শ্চিত্তমুদাহৃতম্
মহাপাতকবর্জং তু প্রায়শ্চিত্তং বিধীয়তে ॥ ৪৩
ভক্ষ্যাভক্ষ্যেষু চান্যেষু বাচ্যাবাচ্যে তথৈব চ।
অজ্ঞান-জ্ঞানয়ো রাজন্ বিহিতান্যনুজানতঃ ॥ ৪৪
জ্ঞানতা তু কৃতং পাপং গুরু সর্বং ভবত্যুত।
অজ্ঞানাৎ স্বল্পকো দোষঃ প্রায়শ্চিত্তং বিধীয়তে ॥ ৪৫
শক্যতে বিধিনা পাপং যথোক্তেন ব্যপোহিতুম্।

আস্তিকে শ্রদ্দধানে চ বিধিরেষ বিধীয়তে ॥ ৪৬
নাস্তিকাশ্রদ্দধানেষু পুরুষেষু কদাচন।
দম্ভ-দ্বেষপ্রধানেষু বিধিরেষ ন দৃশ্যতে ॥৪৭
শিষ্টাচারশ্চ শিষ্টশ্চ ধর্ম্মো ধর্মভৃতাং বর।
সেবিতব্যো নরব্যাঘ্র প্রেত্যেহ চ সুখেপ্সুনা ॥ ৪৮
স রাজন্ মোক্ষ্যসে পাপাৎ তেন পূর্ণেন হেতুনা
প্রাণার্থং বা ধনেনৈষামথবা নৃপকর্ম্মণা ॥ ৪৯
অথবা তে ঘৃণা কাচিৎ প্রায়শ্চিত্তং চরিষ্যসি।
মা ত্বেবানার্য্যজুষ্টেন মন্যুনা নিধনং গমঃ ॥৫০

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তো ভগবতা ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
চিন্তয়িত্বা মুহূর্তেন প্রত্যুবাচ তপোধনম্ ॥ ৫১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি প্রায়শ্চিত্তীয়ে
পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৫

এবং স্ত্রী, শূদ্র ও পতিত ব্যক্তির সহিত আলাপ পরিত্যাগ করিলে অজ্ঞানকৃত সকল পাপ নাশ হয় ।৩৮-৩৯

মানব পক্ষকৃতসাক্ষীভূত পাপ পুণ্যের ফল দেহান্তে লাভ করিয়া থাকে। যে অধিক পুণ্য বা অধিক পাপ করে, তাহাকে ঐ অধিক ফলভোগ করিতে হয় ॥ ৪০

সেইহেতু দান তপস্যা ও সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা অশুভ অপেক্ষা শুভ ফলের বৃদ্ধি করা অবশ্য কর্ত্তব্য ॥ ৪১

নিত্য শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে, পাপকর্ম্ম বর্জন পূর্ব্বক ধন দান করিলে পাপ হইতে মুক্ত হয় ॥ ৪২

পাপের অনুরূপ প্রায়শ্চিত্তবিধির বর্ণনা করিলাম। মহাপাতক ভিন্ন সকল পাপের-ই এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত ॥ ৪৩

রাজন্! অন্যান্য ভক্ষ্যাভক্ষ্য ও বাচ্যাবাচ্য-বিষয়ে জ্ঞান ও অজ্ঞানকৃত যে সকল প্রায়শ্চিত্তবিধি বলিলাম, তাহা যথাযথভাবে বুঝিয়া অনুষ্ঠান করিতে হইবে ॥ ৪৪

জ্ঞানকৃত পাপ গুরু এবং অজ্ঞানকৃত পাপ লঘু—এই উভয়বিধ পাপের বিচার পূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্তবিধির প্রয়োগ হইবে ॥ ৪৫

আস্তিক এবং শ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তি-ই বিধিপূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পাপমুক্ত হইতে পারেন ॥ ৪৬

নাস্তিক শ্রদ্ধাহীন দাম্ভিক অতিশয় দ্বেষযুক্ত ব্যক্তির জন্য এইরূপ কোন প্রায়শ্চিত্তবিধি দৃষ্ট হয় না ॥ ৪৭

ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ পুরুষব্যাঘ্র! যে ব্যক্তি ইহ ও পরলোকে সুখের প্রত্যাশা করে, সেই ব্যক্তির শিষ্ট ব্যক্তির অনুসরণ ও পরামর্শ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য ॥ ৪৮

রাজন্! তুমি মাত্র নিজ প্রাণ ও ধনরক্ষার জন্য অথবা রাজধর্ম্ম-হেতু ক্ষত্রিয়দিগকে বধ করিয়াছ; অতএব এইসব পর্য্যাপ্ত কারণের দ্বারা তুমি অবশ্যই পাপমুক্ত হইবে ॥ ৪৯

অথবা যদি তোমার মনে অতীত ঘটনার জন্য ঘৃণার উদ্রেক হইয়া থাকে, তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্ত কর। কিন্তু অজ্ঞের ন্যায় অথবা ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া আত্মহত্যা করিও না ॥ ৫০

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ভগবান্ ব্যাসদেব যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ বলিলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া ব্যাসদেবকে এই প্রকার বলিলেন ॥ ৫১

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে প্রায়শ্চিত্তবর্ণনপ্রসঙ্গে পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্‌ত্রিংশোধ্যায়ঃ।

[মানবধর্ম্মশাস্ত্রানুসারেণ ভক্ষ্যাভক্ষ্যপাত্রবিবেচনম্]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কিং ভক্ষ্যং চাপ্যভক্ষ্যঞ্চ কিঞ্চ দেয়ং প্রশস্যতে।
কিঞ্চ পাত্রমপাত্রং বা তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ১

ব্যাস উবাচ।

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
সিদ্ধানাং চৈব সংবাদং মনোশ্চৈব প্রজাপতেঃ ॥ ২
ঋষয়স্তু ব্রতপরাঃ সমাগম্য পুরা বিভুম্।
ধর্ম্মং পপ্রচ্ছুরাসীনমাদিকালে প্রজাপতিম্ ॥ ৩
কথমন্নং কথং পাত্রং দানমধ্যয়নং তপঃ।
কার্য্যাকার্য্যঞ্চ যৎ সর্বং শংস বৈ ত্বং প্রজাপতে ॥ ৪
তৈরেবমুক্তো ভগবান্ মনুঃ স্বায়ম্ভুবোঽব্রবীৎ।
শুশ্রূষধ্বং যথাবৃত্তং ধর্ম্মং ব্যাসসমাসতঃ ॥ ৫
অনাদেশে জপো হোম উপবাসস্তথৈব চ।
আত্মজ্ঞানং পুণ্যনদ্যো যত্র প্রায়শ্চ তৎপরাঃ ॥ ৬
অনাদিষ্টং তথৈতানি পুণ্যানি ধরণীভৃতঃ।
সুবর্ণপ্রাশনমপি রত্নাদিস্নানমেব চ ॥ ৭
দেবস্থানাভিগমনমাজ্যপ্রাশনমেব চ
এতানি মেধ্যং পুরুষং কুর্বন্ত্যাশু ন সংশয়ঃ ৮
ন গর্বেণ ভবেৎ প্রাজ্ঞঃ কদাচিদপি মানবঃ
দীর্ঘমায়ুরপেক্ষন্ হি ত্রিরাত্রং চোষ্ণপো ভবেৎ ॥ ৯
অদত্তস্যানুপাদানং দানমধ্যয়নং তপঃ।
অহিংসা সত্যমক্রোধ ইজ্যা ধর্ম্মস্য লক্ষণম্ ॥ ১০
স এব ধর্মঃ সোঽধর্মো দেশ-কালে প্রতিষ্ঠিতঃ।
আদানমনৃতং হিংসা ধর্ম্মো হ্যাবস্থিকঃ স্মৃতঃ ॥ ১১
দ্বিবিধো চাপ্যভাবেতৌ ধর্ম্মাধর্ম্মৌ বিজানতাম্।
অপ্রবৃত্তিঃ প্রবৃত্তিশ্চ দ্বৈবিধ্যাঃ লোকবেদয়োঃ ॥ ১২
অপ্রবৃত্তেরমর্ত্যত্বং মর্ত্যত্বং কর্ম্মণঃ ফলম্।
অশুভস্যাশুভং বিদ্যাচ্ছুভস্য শুভমেব চ।
এতয়োশ্চোভয়োঃ স্যাতাং শুভাশুভতয়া তথা ॥ ১৩

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

[মনুকথিত-ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে ভক্ষ্যাভক্ষ্য ও পাত্রাপাত্র বিচার।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন—পিতামহ! কোন্ বস্তু ভক্ষ্য ও কোন্ বস্তু অভক্ষ্য? কোন্ বস্তুর দান উত্তম? কাহাকেই বা পাত্র, কাহাকেই বা অপাত্র বলা যায়?—এই সব বিষয়ে উপদেশ করুন। ১

ব্যাসদেব বলিলেন এই বিষয়ে প্রজাপতি স্বায়ম্ভুব মনু ও সিদ্ধপুরুষগণের সংবাদের এক "প্রাচীন ইতিহাস" মনীষী পুরুষগণ উদাহরণ দিয়া থাকেন। ২

পুরাকালে ব্রতপরায়ণ ঋষিগণ একত্রিত হইয়া উপবিষ্ট প্রভু প্রজাপতি স্বায়ম্ভুব মনুর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং ধর্ম্মসম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। ৩

প্রজাপতে! অন্ন কি? দানের পাত্র কে? দান, অধ্যয়ন ও তপস্যার স্বরূপ কি? কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য কি? এই সব বিষয়ে উপদেশ প্রদান করুন। ৪

মহর্ষিগণ এইরূপ বলিলে ভগবান্ স্বায়ম্ভুব মনু বলিলেন—মহর্ষিগণ! আমি সংক্ষেপে ও বিস্তৃতভাবে ধর্ম্মের স্বরূপ যথাযথরূপে কীর্ত্তন করিতেছি—শ্রবণ করুন। ৫

যে কর্ম্মের দোষ বিশেষরূপে উল্লিখিত হয় নাই, সেইরূপ কর্ম্মের দোষ নিবারণ জন্য জপ, হোম, উপবাস, আত্মজ্ঞান, পবিত্র নদীতে স্নান জপ হোমাদিপরায়ণ পুরুষগণ কর্তৃক অধিষ্ঠিত স্থানের সেবা—এই সকল পুণ্যদায়ক কর্ম্ম সামান্য (স্বাভাবিক) প্রায়শ্চিত্ত। পবিত্র পর্ব্বতসেবন, সুবর্ণ প্রাশন, রত্নাদি স্নান, দেবস্থান যাত্রা, ঘৃত পান—এই সব কর্ম্ম মানুষকে শীঘ্র পবিত্র করে, ইহাতে সংশয় নাই। ৬-৮

বুদ্ধিমান্ মানব কখনও গর্ব্বিত হইবে না। দীর্ঘায়ু অভিলাষী ব্যক্তি ত্রিরাত্র উষ্ণপা হইবে। (অর্থাৎ ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রতের আচরণ করত ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ, ঘৃত ও জলপান করিবে)। ৯

অদত্ত বস্তু গ্রহণ না করা, দান, অধ্যয়ন, তপস্যা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, যজ্ঞ—এই সব ধর্ম্মের লক্ষণ। ১০

দেশ এবং কালের প্রভেদে একই ক্রিয়া (কার্য্য) ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হয়। চুরি, মিথ্যা, হিংসা প্রভৃতি আপেক্ষিকভাবে (অবস্থাবিশেষে) ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকৃত হয়। ১১

এই ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম দেশকাল অনুযায়ী দুই দুই প্রকার ভেদ হয়। প্রবৃত্তি এবং অপ্রবৃত্তি, লৌকিক এবং বৈদিক এই দ্বিবিধ ভেদ দৃষ্ট হয়। (অর্থাৎ লৌকিক অপ্রবৃত্তি, লৌকিক প্রবৃত্তি, বৈদিক অপ্রবৃত্তি, বৈদিক প্রবৃত্তি)। ১২

বৈদিক অপ্রবৃত্তি অর্থাৎ নিবৃত্তি-ধর্ম্মের ফল মোক্ষ, আর

দৈবঞ্চ দৈবসংযুক্তং প্রাণস্থ প্রাণদস্থ হ।
অপেক্ষাপূর্ব্বকরণাদশুভানাং শুভঃ ফলম্ ॥ ১৪
ঊর্দ্ধং ভবতি সন্দেহাদিহ দৃষ্টার্থমেব চ
অপেক্ষাপূর্ব্বকরণাৎ প্রায়শ্চিত্তং বিধীয়তে ॥ ১৫
ক্রোধমোহকৃতে চৈব দৃষ্টান্তাগমহেতুভিঃ
শরীরাণামুপক্লেশো মনসশ্চ প্রিয়াপ্রিয়ে
তদৌষধৈশ্চ মন্ত্রৈশ্চ প্রায়শ্চিত্তৈশ্চ শাম্যতি ॥
উপবাসমেকরাত্রং দণ্ডোৎসর্গে নরাধিপঃ।
বিশুধ্যেদাত্মশুদ্ধ্যর্থং ত্রিরাত্রং তু পুরোহিতঃ ॥ ১৭
ক্ষয়ং শোকঃ প্রকুর্বাণো ন ম্রিয়েত যদা নরঃ।
শস্ত্রাদিভিরুপাবিষ্টস্ত্রিরাত্রং তত্র নির্দিশেৎ ॥ ১৮
জাতিশ্রেণ্যধিবাসানাং কুলধর্ম্মাংশ্চ সর্ব্বতঃ।
বর্জয়ন্তি চ যে ধর্ম্মং তেষাং ধর্ম্মো ন বিদ্যতে ॥ ১৯
দশ বা বেদশাস্ত্রজ্ঞান্ত্রয়ো বা ধর্ম্মপাঠকাঃ।
যদ্ ব্রূয়ুঃ কার্য্য উৎপন্নে স ধর্ম্মো ধর্ম্মসংশয়ে ॥ ২০

অনড্বান্ মৃত্তিকা চৈব তথা ক্ষুদ্রপিপীলিকাঃ।
শ্লেষ্মাতকস্তথা বিপ্রৈরভক্ষ্যাঃ বিষমেব চ ॥২১
অভক্ষ্যা ব্রাহ্মণৈর্মৎস্যাঃ শল্কৈর্যে বৈ বিবর্জিতাঃ।
চতুষ্পাৎ কচ্ছপাদন্যো মণ্ডূকা জলজাশ্চ যে ॥২২
ভাসা হংসাঃ সুপর্ণাশ্চ চক্রবাকাঃ প্লবা বকাঃ।
কাকো মদ্গুশ্চ গৃধ্রশ্চ শ্যেনোলূকস্তথৈব চ ॥ ২৩
ক্রব্যাদা দংষ্ট্রিণঃ সর্বে চতুষ্পাৎ পক্ষিণশ্চ যে।
যেষাং চোভয়তো দন্তাশ্চতুর্দংষ্ট্রাশ্চ সর্বশঃ ॥ ২৪
এড়কাশ্ব-খরোষ্ট্রীণাং সূতিকানাং গবামপি।
মানুষীণাং মৃগীণাঞ্চ ন পিবেদ্ ব্রাহ্মণঃ পয়ঃ ॥ ২৫
প্রেতান্নং সূতিকান্নঞ্চ যচ্চ কিঞ্চিদনির্দশম্।
অভোজ্যং চাপ্যপেয়ঞ্চ ধেনোর্দুষ্টমনির্দশম্ ॥ ২৬
রাজান্নং তেজ আদত্তে শূদ্রান্নং ব্রহ্মবর্চ্চসম্।
আয়ুঃ সুবর্ণকারান্নমবীরায়াশ্চ যোষিতঃ ॥ ২৭

দৈবিক প্রবৃত্তি অর্থাৎ সকাম কর্ম্মের ফল জন্ম, মরণ, সংসার—"ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্তলোকম্ বিশন্তি" লৌকিক অপ্রবৃত্তি ও প্রবৃত্তির ফল শুভাশুভ অর্থাৎ শুভ কর্ম্মের ফল শুভ এবং অশুভ কর্ম্মের ফল অশুভ ॥ ১৩

দেবতার জন্য, শাস্ত্রীয় কর্ম্মজন্য, প্রাণের জন্য ও প্রাণদাতার জন্য অপেক্ষা করিয়া যে কোন কার্য করা যায়, তাহাতে অশুভও শুভ ফল দান করিয়া থাকে ॥ ১৪

প্রাণ সংশয় না হইলে অথবা কোন প্রত্যক্ষ লাভের আশায় ইচ্ছাপূর্ব্বক যে পাপকর্ম্ম (দোষজনক) অনুষ্ঠিত হয়, তাহার দোষ নিবৃত্তির জন্যই প্রায়শ্চিত্ত বিধান ॥ ১৫

যদি ক্রোধ ও মোহবশে মনের প্রিয় বা অপ্রিয় অশুভ কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে ঐ দোষ নিবারণ জন্য শাস্ত্রীয় দৃষ্টিতে ঔষধ মন্ত্র উপবাস প্রভৃতি প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা সেই পাপ নষ্ট হয় ॥১৬

যদি রাজা দণ্ডাই ব্যক্তিকে দণ্ডিত না করেন, তাহা হইলে রাজাকে এক দিবারাত্রি উপবাস করিতে হয়। যদি পুরোহিত রাজাকে এইরূপ স্থলে কর্ত্তব্যের উপদেশ না দেন, তাহা হইলে পুরোহিতকে তিন রাত্রি উপবাস করিতে হয় ॥ ১৭

যদি পুত্রাদির মৃত্যুশোকে অধীর হইয়া মৃত্যুর জন্য উপবাস করে অথবা আত্মহত্যার চেষ্টা করে, কিন্তু তাহাতে মৃত্যু না ঘটিলে ঐ নিন্দিত কর্ম্মের দোষ নিবারণ জন্য তাহাতে তিনরাত্রি উপবাস করিতে হইবে ॥ ১৮

যাহারা স্ব-জাতি, আশ্রম, কুলধর্ম্ম ও ধর্ম্মকে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করে, তাহাদের শুদ্ধির নিমিত্ত কোন প্রায়শ্চিত্ত নাই ॥ ১৯ ॥

ধর্ম্ম সংশয় উপস্থিত হইলে বেদশাস্ত্রজ্ঞ দশজন অথবা ধর্ম্ম-শাস্ত্রজ্ঞ তিনজনকে প্রশ্ন করিলে, তাঁহারা যাহা বলিবেন, তাহাই ধর্ম্ম ॥ ২০ ॥

বৃষ, মাটী, ক্ষুদ্র পিপীলিকা, শ্লেষ্মাতক (কীটবিশেষ) ও বিষ এইগুলি ব্রাহ্মণের পক্ষে অভক্ষ্য ॥ ২১

শল্কহিত (আঁশশূন্য) মৎস্য, কচ্ছপ ভিন্ন অন্য চতুষ্পদ জন্তু, ভেক্ ও অন্য জলজ প্রাণী ব্রাহ্মণগণের অভক্ষ্য ॥ ২২

কুক্কুট, হংস, গরুড়, চক্রবাক্, বক, জলচর, মদ্গু, কাক, গৃধ্র, শ্যেন, উলূক ও চতুষ্পদ পক্ষী, মাংসাশী দ্বিদন্ত বা চতুর্দন্ত প্রাণী (দাঁড়াওয়ালা) —এই সব জীব অভক্ষ্য ॥ ২৩-২৪ ॥

ব্রাহ্মণ মেষ, ঘোটকী, উষ্ট্রী, সূতিকাবস্থা গাভী, মানুষী ও মৃগীর দুগ্ধ পান করিবেন না ॥ ২৫

দশদিন অতীত না হইলে অশৌচভাগীর অন্ন ও পেয় গ্রহণ করিবে না এবং দশদিন গত না হইলে যে গাভীর বৎস হইয়াছে, তাহার দুগ্ধ পান করিবে না ॥ ২৬ ॥

রাজার অন্ন তেজ, শূদ্রের অন্ন ব্রহ্মতেজ, সুবর্ণকারের ও পতিপুত্রহীন স্ত্রীর অন্ন আয়ু নাশ করে। ২৭ ॥

বিষ্ঠা বার্ধুষিকস্যান্নং গণিকান্নমথেন্দ্রিয়ম্ ।
মৃষ্যন্তি যে চোপপতিং স্ত্রীজিতান্নঞ্চ সর্বশঃ ॥ ২৮
দীক্ষিতস্য কদর্যস্য ক্রতুবিক্রয়িকস্য চ ।
তক্ষ্ণশ্চর্মাবকর্তুশ্চ পুংশ্চল্যা রজকস্য চ ॥ ২৯
চিকিৎসকস্য যচ্চান্নমভোজ্যং রক্ষিণস্তথা ।
গণগ্রামাভিশস্তানাং রঙ্গস্ত্রীজীবিনাং তথা ॥৩০
পরিবিত্তীনাং পুংসাঞ্চ বন্দি-দ্যূতবিদাং তথা ।
বামহস্তাহৃতং চান্নং ভক্তং পর্যুষিতঞ্চ যৎ ॥৩১
সুরানুগতমুচ্ছিষ্টমভোজ্যং শোষিতঞ্চ যৎ
পিষ্টস্য চেক্ষুশাকানাং বিকারাঃ পয়সস্তথা ॥ ৩২
সক্তুধানাকরম্ভাণাং নোপভোগ্যাশ্চিরস্থিতাঃ ।
পায়সঃ কৃসরঃ মাংসমপূপাশ্চ বৃথাকৃতাঃ ॥ ৩৩
অপেয়াশ্চাপ্যভক্ষ্যাশ্চ ব্রাহ্মণৈর্গৃহমেধিভিঃ ।
দেবানৃষীন্ মনুষ্যাংশ্চ পিতৄন্ গৃহ্যাশ্চ দেবতাঃ ॥৩৪
পূজয়িত্বা ততঃ পশ্চাদ্ গৃহস্থো ভোক্তুমর্হতি ।
যথা প্রব্রজিতো ভিক্ষুস্তথৈব স্বে গৃহে বসেৎ ॥ ৩৫

এবংবৃত্তঃ প্রিয়ৈর্দারৈঃ সংবসন্ ধর্মমাপ্নুয়াৎ
ন দদ্যাদ্ যশসে দানং ন ভয়াদ্বোপকারিণে ॥ ৩৬
ন নৃত্য-গীতশীলেষু হাসকেষু চ ধার্মিকঃ ।
ন মত্তে চৈব নোন্মত্তে ন স্তেনে ন চ কুৎসকে ॥ ৩৭
ন বাগ্‌ঘীনে বিবর্ণে বা নাঙ্গহীনে ন বামনে ।
ন দুর্জনে দৌষ্কুলে বা ব্রতৈর্যো বা ন সংকৃতঃ ।
ন শ্রোত্রিয়মৃতে দানং ব্রাহ্মণে ব্রহ্মবর্জিতে ॥ ৩৮
অসম্যক্ চৈব যদ্ দত্তমসম্যক্ চ প্রতিগ্রহঃ ।
উভয়ং স্যাদনর্থায় দাতুরাদাতুরেব চ ॥ ৩৯
যথা খদিরমালম্ব্য শিলাং বাপ্যর্ণবং তরন্
মজ্জেত মজ্জতস্তদ্বদ্ দাতা যশ্চ প্রতিগ্রহী ॥ ৪০
কাষ্ঠৈরার্দ্রৈর্যথা বহ্নিরুপস্তীর্ণো ন দীপ্যতে ।
তপঃস্বাধ্যায়চারিত্রৈরেবং হীনঃ প্রতিগ্রহী ॥ ৪১
কপালে যদ্বদাপঃ স্যুঃ শ্বদৃতৌ চ যথা পয়ঃ ।
আশ্রয়স্থানদোষেণ বৃত্তহীনে তথা শ্রুতম্ ॥ ৪২

বৃদ্ধিজীবির (সুদখোরের) অন্ন বিষ্ঠার সমান এবং বেশ্যা দুশ্চরিত্রার (পরপতি অভিলাষিণীর) ও স্ত্রীজিত ব্যক্তির অন্ন বীর্যতুল্য ॥ ২৮

অগ্নিহোত্রীর হোমের পূর্বে যজ্ঞদীক্ষিতের অন্ন, কৃপণের অন্ন, যজ্ঞবিক্রয়ীর অন্ন, সূত্রধরের অন্ন, চর্মকারের অন্ন, রজকের অন্ন, চিকিৎসকের অন্ন, চৌকিদারের অন্ন ভোজন করিতে নাই ॥ ২৯½

গ্রামে বা সমাজে যে দোষী বলিয়া স্বীকৃত, রঙ্গস্ত্রীজীবী (স্ত্রীর অভিনয় উপার্জিত অন্নজীবী), পরিবিত্তি পুরুষের এবং বন্দী ও দ্যূতবিদ্‌গণের (জুয়াড়ীদের) অন্ন অগ্রাহ্য ॥ ৩০½ ॥

বামহস্তে প্রদত্ত অন্ন, পর্যুষিত (বাসী) অন্ন, সুরামিশ্রিত অন্ন, উচ্ছিষ্টান্ন, শোষিত অন্ন (অন্যকে বঞ্চিত করিয়া রক্ষিত অন্ন) ভোজন করা উচিত নয় ॥ ৩১½ ॥

বিকৃত (পচা) পিষ্টক, ইক্ষুরস, শাক, দুগ্ধ, শক্তু (ছাতু), ভৃষ্ট যব, দধিমিশ্রিত শক্তু দীর্ঘ সময়ের পর ভোজন করিবে না ॥ ৩২½

পায়স, খিচুড়ী, মাংস, পিষ্টক প্রভৃতি দেবতাকে নিবেদন না করিয়া গৃহী ব্রাহ্মণগণের ভোজন বা পান করা উচিত নয় ॥ ৩৩½ ॥

প্রথমে দেবতা, ঋষি, অতিথি এবং গৃহস্থিত সকল দেবদেবী-গণকে পূজা করিয়া তৎপর ভোজন করা উচিত ॥ ৩৪½

পরিব্রাজকের ন্যায় গৃহস্থ আসক্তি ও মমতাশূন্য হইয়া গৃহে বাস করিবে। যে এইভাবে সস্ত্রীক গৃহে বাস করে, সেই ব্যক্তি ধর্মের পূর্ণফল লাভ করিয়া থাকে ॥ ৩৫½ ॥

ধার্মিক ব্যক্তি যশের জন্য বা ভয়ে অথবা উপকারীকে, নৃত্যগীতপরায়ণকে, পরিহাসজীবীকে, ভণ্ডকে, উন্মত্তকে মদমত্তকে, চোরকে, নিন্দুককে, মূর্খকে (হাবাকে), বিবর্ণকে, বিকলাঙ্গকে, বামনকে, দুর্জনকে, দুষ্কুলজাতকে, অশ্রোত্রিয়কে, বেদজ্ঞানহীন ব্রাহ্মণকে ও ব্রতহীন ব্যক্তিকে দান করা উচিত নয় ॥ ৩৬-৩৮ ।

অশাস্ত্রীয় দান ও অশাস্ত্রীয় প্রতিগ্রহ দাতা ও গ্রহীতা উভয়েরই অমঙ্গলজনক হইয়া থাকে ॥ ৩৯

খদির কাষ্ঠের ফলক (ফলা) অথবা প্রস্তরখণ্ড অবলম্বন করিয়া সাগরের পরপারে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলে যেমন সমুদ্রে স্বয়ং নিমগ্ন হয় ও আশ্রিতকে নিমগ্ন করে, তদ্রূপ অশাস্ত্রীয় দাতা আপনাকে ও প্রতিগ্রহীতাকে পাপসাগরে নিমজ্জিত করে ॥ ৪০

যেমন অগ্নি আর্দ্রকাষ্ঠে সংযুক্ত হইলে প্রজ্বলিত হয় না, তদ্রূপ তপঃ-স্বাধ্যায়শূন্য চরিত্রহীন প্রতিগৃহীতাকেও ফলদানে সমর্থ হয় না ॥ ৪১

নরকপালে জল ও কুক্কুরচর্মনির্মিত পাত্রে দুগ্ধ রাখিলে

নির্ম্মন্ত্রো নির্বৃতো যঃ স্যাদশাস্ত্রজ্ঞোঽনসূয়কঃ।
অনুক্রোশাৎ প্রদাতব্যং হীনেঘব্রতিকেষু চ ॥ ৪৩
ন বৈ দেয়মনুক্রোশাদ্ দীনায়াপাপকারিণে
আপ্তাচরিত ইত্যেব ধর্ম ইত্যেব বা পুনঃ ॥ ৪৪
নিষ্কারণং স্মৃতং দত্তং ব্রাহ্মণে ব্রহ্মবর্জিতে।
ভবেদপাত্রদোষেণ ন চাত্রাস্তি বিচারণা ॥ ৪৫
যথা দারুময়ো হস্তী যথা চর্মময়ো মৃগঃ।
ব্রাহ্মণশ্চানধীয়ানস্ত্রয়স্তে নাম বিভ্রতি ॥ ৪৬
যথা সণ্ডোঽফলঃ স্ত্রীষু যথা গৌর্গবি চাফলা।
শকুনির্বাপাপক্ষঃ স্যান্নির্মন্ত্রো ব্রাহ্মণস্তথা ॥ ৪৭

গ্রামো ধান্যৈর্যথা শূন্যো যথা কূপশ্চ নির্জলঃ।
যথা হুতমনগ্নৌ চ তথৈব স্যান্নিরাকৃতৌ ॥ ৪৮
দেবতানাং পিতৃণাঞ্চ হব্যকব্যবিনাশকঃ।
শত্রুরর্থহরো মূর্খো ন লোকান্ প্রাপ্নুমর্হতি ॥ ৪৯
এতৎ তে কথিতং সর্বং যথাবৃত্তং যুধিষ্ঠির।
সমাসেন মহদ্ভ্যেতচ্ছ্রোতব্যং ভরতর্ষভ ॥ ৫০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি ব্যাসবাক্যে
ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৬

যেমন উহা আশ্রয়স্থান দোষে অপবিত্র হয়, তদ্রূপ ব্রতবিহীন (সদাচারহীন) ব্যক্তিও শাস্ত্রজ্ঞান দূষিত (ব্যর্থ) হয় ॥৪২

যে ব্রাহ্মণ মন্ত্রহীন, ব্রতহীন, মূর্খ (শাস্ত্রজ্ঞানহীন), অসূয়াযুক্ত হীনচরিত্র, তাহাকে কেবল দয়া করিয়াই দান করা যায় ॥৪৩

দীন পরাপকারীকে দয়া করিয়াও দান করা উচিত নয়—ইহাই শিষ্টাচার ও ধর্মসম্মত ॥৪৪

বেদহীন ব্রাহ্মণগণকে দান করিলে অপাত্র দোষে ব্যর্থ হয়। এ বিষয়ে বিচারের কোন প্রয়োজন নাই ॥৪৫

বেদাধ্যয়নহীন ব্রাহ্মণ কাষ্ঠময় হস্তী ও চর্মময় মৃগের ন্যায় কেবল নামমাত্র ধারণ করে অর্থাৎ নামেই ব্রাহ্মণ। অতএব এই তিন প্রাণী নামমাত্রই ধারণ করে, কিন্তু নামানুসারে কর্ম করিতে পারে না ॥৪৬

স্ত্রীর নিকট নপুংসক যেমন নিষ্ফল, গাভীর সহিত গাভীর মিলন যেমন নিষ্ফল, পক্ষহীন পক্ষীর উৎপতনের চেষ্টা যেমন নিষ্ফল, তদ্রূপ বেদজ্ঞানহীন ব্রাহ্মণও নিষ্ফল ॥৪৭

ধান্যহীন গ্রাম, জলশূন্য কূপ, অগ্নিশূন্য স্থানে আহুতি যেমন ব্যর্থ, তদ্রূপ মূর্খ ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত দান ব্যর্থ হয় ॥৪৮

মূর্খ ব্রাহ্মণ দেবতা ও পিতৃগণের হব্যকব্য বিনাশক হয় এবং সে অর্থ অপহরণকারী শত্রু। তাহাকে দান করিলে কদাচ উত্তম লোক লাভ করাইতে পারে না ॥৪৯

ভরতশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! তোমাকে এই সকল মহৎ বিষয় আমি সংক্ষেপে যথাযথভাবে বলিলাম। এই বৃত্তান্ত সকলেরই শ্রবণ করা উচিত ॥৫০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্বে ব্যাসবচনবিষয়ে ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[মহারাজ-যুধিষ্ঠিরস্য হস্তিনাপুরপ্রবেশঃ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

শ্রোতুমিচ্ছামি ভগবন্ বিস্তরেণ মহামুনে।
রাজধর্মান দ্বিজশ্রেষ্ঠ চাতুর্বর্ণ্যস্য চাখিলান্ ॥ ১

আপৎসু চ যথা নীতিঃ প্রণেতব্যা দ্বিজোত্তম।
ধর্ম্যামালক্ষ্য পন্থানং বিজয়েয়ং কথং মহীম্ ॥ ২

প্রায়শ্চিত্তকথা হ্যেষা ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিবর্জিতা
কৌতূহলানুপ্রবণা হর্ষং জনয়তীব মে ॥ ৩

ধর্মচর্য্যা চ রাজ্ঞাঞ্চ নিত্যমেব বিরুধ্যতে।
এবং মুহ্যতি মে চেতশ্চিন্ত্যমানস্য নিত্যশঃ ॥ ৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তমুবাচ মহারাজ ব্যাসো বেদবিদাং বরঃ।
নারদং সমভিপ্রেক্ষ্য সর্বজ্ঞানাং পুরাতনম্ ॥ ৫

শ্রোতুমিচ্ছসি চেদ্ ধর্মং নিখিলেন নরাধিপ।
প্রৈহি ভীষ্মং মহাবাহো বৃদ্ধং কুরুপিতামহম্ ॥ ৬

স তে ধর্মরহস্যেষু সংশয়ান্ মনসি স্থিতান্।
ছেত্তা ভাগীরথীপুত্রঃ সর্বজ্ঞঃ সর্বধর্মবিৎ ॥ ৭

জনয়ামাস যং দেবী দিব্যা ত্রিপথগা নদী।
সাক্ষাদ্ দদর্শ যো দেবান্ সর্বানিন্দ্রপুরোগমান্ ॥ ৮

বৃহস্পতিপুরোগাংস্তু দেবর্ষীনসকৃৎ প্রভুঃ।
তোষয়িত্বোপচারেণ রাজনীতিমধীতবান্ ॥ ৯

উশনা বেদ যচ্ছাস্ত্রং যচ্চ দেবগুরুর্দ্বিজঃ।
তচ্চ সর্বং সবৈয়াখ্যঃ প্রাপ্তবান কুরুসত্তমঃ ॥ ১০

ভার্গবাচ্চ্যবনাচ্চাপি বেদানঙ্গোপবৃংহিতান্
প্রতিপেদে মহাবাহুর্বশিষ্ঠাচ্চরিতব্রতঃ ॥ ১১

পিতামহসুতঃ জ্যেষ্ঠঃ কুমারঃ দীপ্ততেজসম্
অধ্যাত্মগতিতত্ত্বজ্ঞমুপাশিক্ষত যঃ পুরা ॥ ১২

মার্কণ্ডেয়মুখাৎ কৃৎস্নং যতিধর্মমবাপ্তবান্।
রামাদস্ত্রাণি শক্রাচ্চ প্রাপ্তবান্ পুরুষর্ষভঃ ॥ ১৩

মৃত্যুরাত্মেচ্ছয়া যস্য জাতস্য মনুজেষ্বপি।
তথানপত্যস্য সতঃ পুণ্যলোকা দিবি শ্রুতাঃ ॥ ১৪

যস্য ব্রহ্মর্ষয়ঃ পুণ্যা নিত্যমাসন্ সভাসদঃ।
যস্য নাবিদিতং কিঞ্চিজ্ জ্ঞানযজ্ঞেষু বিদ্যতে ॥ ১৫

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

[মহারাজ যুধিষ্ঠিরের হস্তিনাপুরে প্রবেশ।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন ভগবন্! মহামুনে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! চারিবর্ণের সম্পূর্ণ ধর্ম তথা সমগ্র রাজধর্ম বিস্তৃতভাবে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।১

দ্বিজোত্তম! আপৎকালে আমার কিরূপ নীতি গ্রহণ করা উচিত? কি ভাবেই বা ধর্মে দৃষ্টি রাখিয়া এই পৃথিবীকে জয় করিতে পারিব? ২

আপনার শ্রীমুখ হইতে নিঃসৃত ভক্ষ্যাভক্ষ্যবর্জিতা উপবাসাত্মক প্রায়শ্চিত্তের কথা শ্রবণ করিয়া আমার চিত্ত যেন কৌতূহলাবিষ্ট ও আনন্দিত হইয়াছে।

ধর্মাচরণ ও রাজ্যপালনে ইহারা উভয়েই পরস্পর বিরুদ্ধ, অতএব এক ব্যক্তি কিরূপে ধর্মরক্ষা ও রাজ্যশাসন করিতে পারে সর্বদা এই চিন্তা করিয়া আমি মোহবশে বারংবার অভিভূত হইতেছি। ৩-৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,- মহারাজ! তখন বেদবিদ্‌গণের অগ্রগণ্য ভগবান্ ব্যাসদেব সর্বজ্ঞগণের মধ্যে পুরাতন দেবর্ষি নারদকে দেখিয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, মহাবাহো! যদি তোমার সমগ্র ধর্ম শ্রবণ করিবার অভিলাষ হইয়া থাকে, তবে কুরুকুলপিতামহ ভীষ্মের নিকট গমন কর। ৫-৬

সেই সমগ্র ধর্মবেত্তা সর্বজ্ঞ ও গঙ্গানন্দন ভীষ্মই ধর্মরহস্য বিষয়ে তোমার মনে অবস্থিত সকল সংশয় ছেদন করিবেন।৭

স্বর্গীয়া নদী ত্রিপথগামিনী গঙ্গাদেবী যাঁহাকে প্রসব করিয়াছেন, যিনি ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, যে প্রভাবশালী ভীষ্ম বৃহস্পতি প্রভৃতি দেবর্ষিগণকে সেবায় বারংবার সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে রাজনীতি শিক্ষালাভ করিয়াছেন, দ্বিজ শুক্রাচার্য ও দেবগুরু বৃহস্পতি যে সকল শাস্ত্র জানেন, কুরুশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম তৎসমস্তই ব্যাখ্যার সহিত প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৮-১০

ব্রহ্মচর্য্যব্রতপালনকারী মহাবাহু ভীষ্ম ভৃগুবংশজাত চ্যবন এবং মহর্ষি বশিষ্ঠের নিকট হইতে শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ এই ছয় বেদাঙ্গসহ বেদসমূহ অধ্যয়ন করিয়াছেন। ১১

যিনি পূর্বকালে উদ্দীপ্ত তেজস্বী, আত্মতত্ত্বজ্ঞ প্রজাপতির জ্যেষ্ঠপুত্র সনৎকুমারের নিকট অধ্যাত্মজ্ঞান শিক্ষা করিয়াছেন।১২

পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের মুখ হইতে সমগ্র যতিধর্ম শিক্ষা করিয়াছেন এবং পরশুরাম ও ইন্দ্রের নিকট হইতে অস্ত্রলাভ করিয়াছেন। ১৩

মনুষ্যগণের মধ্যে উৎপন্ন হইয়াও মৃত্যু যাঁহার ইচ্ছাধীন, যিনি অপুত্র হইয়াও উৎকৃষ্ট লোক লাভ করিবার যোগ্য বলিয়া স্বর্গে বিখ্যাত ছিলেন। ১৪

পুণ্যাত্মা ব্রহ্মর্ষিগণ প্রতিনিয়ত যাঁহার সভাসদ্ হইতেন, জ্ঞান-

স তে বক্ষ্যতি ধর্ম্মজ্ঞঃ সূক্ষ্মধর্ম্মার্থতত্ত্ববিৎ।
তমভ্যেহি পুরা প্রাণান্ স বিমুঞ্চতি ধর্ম্মবিৎ ॥ ১৬
এবমুক্তস্তু কৌন্তেয়ো দীর্ঘপ্রজ্ঞো মহামতিঃ।
উবাচ বদতাং শ্রেষ্ঠং ব্যাসং সত্যবতীসুতম্ ॥ ১৭

যুধিষ্ঠির উবাচ।

বৈশসং সুমহৎ কৃত্বা জ্ঞাতীনাং রোমহর্ষণম্।
আগস্কৃৎ সর্বলোকস্য পৃথিবীনাশকারকঃ ॥ ১৮
ঘাতয়িত্বা তমেবাজৌ ছলেনাজিহ্মযোধিনম্।
উপসম্প্রষ্টুমর্হামি তমহং কেন হেতুনা ॥ ১৯

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততস্তং নৃপতিশ্রেষ্ঠং চাতুর্বর্ণ্যহিতেপ্সয়া।
পুনরাহ মহাবাহুর্ধর্মজ্ঞশ্রেষ্ঠো মহামতিঃ ॥ ২০

বাসুদেব উবাচ

নেদানীমতিসংরম্ভং শোকে ত্বং কর্তুমর্হসি।
যদাহ ভগবান্ ব্যাসস্তৎ কুরুষ্ব নৃপোত্তম ॥ ২১
ব্রাহ্মণাস্ত্বাং মহাবাহো ভ্রাতরশ্চ মহৌজসঃ।
পর্জন্যমিব ঘর্মান্তে নাথমানা উপাসতে ॥ ২২
হতশিষ্টাশ্চ রাজানঃ কৃৎস্নঃ চৈব সমাগতম্।
চাতুর্বর্ণ্যং মহারাজ রাষ্ট্রং তে কুরুজাঙ্গলম্ ॥ ২৩
প্রিয়ার্থমপি চৈতেষাং ব্রাহ্মণানাং মহাত্মনাম্।
নিয়োগাদস্য চ গুরোর্ব্যাসস্যামিততেজসঃ ॥ ২৪
সুহৃদামস্মদাদীনাং দ্রৌপদ্যাশ্চ পরন্তপ।
কুরু প্রিয়মমিত্রঘ্ন লোকস্য চ হিতং কুরু ॥ ২৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তঃ স কৃষ্ণেন রাজা রাজীবলোচনঃ।
হিতার্থং সর্বলোকস্য সমুত্তস্থৌ মহামনাঃ ॥ ২৬
সোঽনুনীতো নরব্যাঘ্র বিষ্টরশ্রবসা স্বয়ম্।
দ্বৈপায়নেন চ তথা দেবস্থানেন জিষ্ণুনা ॥ ২৭
এতৈশ্চান্যৈশ্চ বহুভিরনুনীতো যুধিষ্ঠিরঃ।
ব্যজহান্মানসং দুঃখং সন্তাপঞ্চ মহাযশাঃ ॥ ২৮
শ্রুতবাক্যঃ শ্রুতনিধিঃ শ্রুতশ্রব্যবিশারদঃ।
ব্যবস্য মনসঃ শান্তিমগচ্ছৎ পাণ্ডুনন্দনঃ ॥ ২৯
স তৈঃ পরিবৃতো রাজা নক্ষত্রৈরিব চন্দ্রমাঃ।
ধৃতরাষ্ট্রং পুরস্কৃত্য স্বপুরং প্রবিবেশ হ ॥ ৩০

শস্ত্র মধ্যে এমন কিছুই নাই, যাহা তাঁহার আয়ত্তাধীন নহে ॥১৫

ধর্ম্মজ্ঞ, সূক্ষ্ম ধর্ম্মের তাৎপর্য্যবেত্তা ভীষ্ম তোমাকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিবেন। ঐ ধর্ম্মজ্ঞ ভীষ্ম এখন প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন, অতএব তাহার পূর্ব্বেই তুমি শীঘ্র তাঁহার নিকট গমন কর ॥ ১৬

ব্যাসদেবকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া দূরদর্শী মহামতি যুধিষ্ঠির বাগ্মিশ্রেষ্ঠ সত্যবতীপুত্র ব্যাসদেবকে বলিলেন ॥ ১৭

যুধিষ্ঠির বলিলেন - হে মুনে! আমি নিঃশেষে জ্ঞাতিগণের রোমহর্ষণকারী সংহার পূর্ব্বক পৃথিবীর নাশকারী বলিয়া সকলের নিকট অপরাধী হইয়াছি। সরলতা অবলম্বনপূর্ব্বক যুদ্ধরত যে ভীষ্মদেবকে যুদ্ধে পাতিত (সংহার) করিয়াছি, সেই ভীষ্মদেবের নিকটে ধর্ম্মবিষয়ে জিজ্ঞাসা করিবার জন্য কিভাবে উপস্থিত হইব? ১৮-১৯

বৈশম্পায়ন বলিলেন—জনমেজয়! তখন মহামতি মহাবাহু যদুকুলতিলক বাসুদেব বর্ণচতুষ্টয়ের হিতবাসনায় পুনরায় নৃপশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে এই প্রকার বলিলেন ॥ ২০

বাসুদেব বলিলেন,—নৃপশ্রেষ্ঠ! অত্যন্ত আগ্রহবশতঃ শোকের বশীকৃত হওয়া আপনার কর্ত্তব্য নহে। এক্ষণে ভগবান্ ব্যাস যেরূপ বলিলেন, আপনি তাহার অনুষ্ঠান করুন ॥ ২১

মহাবাহো! যেমন গ্রীষ্মাবসানে লোকে জল প্রার্থনা করত মেঘের উপাসনা করে, তেমনি সমস্ত ব্রাহ্মণগণ এবং আপনার মহাতেজস্বী ভ্রাতৃবর্গ ইঁহারা সকলেই আপনার নিকট হইতে সুখের বাসনা করিয়া আপনার উপাসনা করিতেছেন ॥ ২২

মহারাজ! হতাবশিষ্ট ভূপালগণ, কুরুজাঙ্গলবাসীরা ও সমগ্র চারিবর্ণের জনগণের সহিত সমগ্র রাষ্ট্রই আজ সমাগত হইয়াছে ॥ ২৩

হে পরন্তপ! হে শত্রুঘাতী! অমিততেজা গুরু ব্যাসদেবের আদেশে এই মহাত্মা ব্রাহ্মণগণের প্রিয় করিবার জন্য অস্মদাদি সুহৃদ্গণের ও দ্রৌপদীর প্রিয় করুন এবং সমগ্র জগতের কল্যাণ করুন ॥ ২৪-২৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হে জনমেজয়! শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বলিলে কমললোচন মহামনস্বী যুধিষ্ঠির জগতের কল্যাণের জন্য উত্থিত হইলেন ॥ ২৬

হে নরশ্রেষ্ঠ! সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, দ্বৈপায়ন ব্যাস, দেবস্থান, অর্জুন অথবা অন্যান্য বহু জন তাঁহাকে অনুনয় করিলে মহাযশস্বী যুধিষ্ঠির মানসিক দুঃখ ও সন্তাপ ত্যাগ করিলেন ॥২৭-২৮

সদ্ব্যক্তি উপদিষ্ট বেদশাস্ত্রজ্ঞ শাস্ত্র এবং নীতিশাস্ত্রবিশারদ পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির নিজ কর্ত্তব্য নিশ্চয় করত মনে পূর্ণ শান্তিলাভ করিলেন ॥ ২৯

নক্ষত্রপরিবৃত চন্দ্রমার ন্যায় রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগের দ্বারা

প্রবিবিক্ষুঃ স ধর্মজ্ঞঃ কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠির.।
অর্চয়ামাস দেবাংশ্চ ব্রাহ্মণাংশ্চ সহস্রশঃ ॥ ৩১
ততো নবং রথং শুভ্রং কম্বলাজিনসংবৃতম্।
যুক্তং ষোড়শভির্গোভিঃ পাণ্ডুরৈঃ শুভলক্ষণৈঃ ॥ ৩২
মন্ত্রৈরভ্যর্চিতং পুণ্যৈঃ স্তূয়মানশ্চ বন্দিভিঃ।
আরুরোহ যথা দেবঃ সোমোঽমৃতময়ং রথম্ ॥ ৩৩
জগ্রাহ রশ্মীন্ কৌন্তেয়ো ভীমো ভীমপরাক্রমঃ।
অর্জুনঃ পাণ্ডুরং ছত্রং ধারয়ামাস ভানুমৎ ॥ ৩৪
দ্রিয়মাণঞ্চ তচ্ছত্রং পাণ্ডুরং রথমূর্ধনি।
শুশুভে তারকাকীর্ণং সিতমভ্রমিবাম্বরে ॥ ৩৫
চামর-ব্যজনে ত্বস্য বীরৌ জগৃহতুস্তদা।
চন্দ্ররশ্মিপ্রভে শুভ্রে মাদ্রীপুত্রাবলঙ্কৃতে ॥ ৩৬
তে পঞ্চ রথমাস্থায় ভ্রাতরঃ সমলঙ্কৃতাঃ।
ভূতানীব সমস্তানি রাজন্ দদৃশিরে তদা ॥ ৩৭
আস্থায় তু রথং শুভ্রং যুক্তমশ্বৈর্মনোজবৈঃ।
অন্বয়াৎ পৃষ্ঠতো রাজন্ যুযুৎসুঃ পাণ্ডবাগ্রজম্ ॥ ৩৮
রথং হেমময়ং শুভ্রং শৈব্য-সুগ্রীবযোজিতম্।
সহ সাত্যকিনা কৃষ্ণঃ সমাস্থায়ান্বয়াৎ কুরূন্ ॥ ৩৯
নরযানেন তু জ্যেষ্ঠঃ পিতা পার্থস্য ভারত।
অগ্রতো ধর্মরাজস্য গান্ধারীসহিতো যযৌ ॥ ৪০
কুরুস্ত্রিয়শ্চ তাঃ সর্বাঃ কুন্তী কৃষ্ণা তথৈব চ।
যানৈরুচ্চাবচৈর্জগ্মুর্বিদুরেণ পুরস্কৃতাঃ ॥ ৪১
ততো রথাশ্চ বহবো নাগাশ্বসমলঙ্কৃতাঃ
পাদাতাশ্চ হয়াশ্চৈব পৃষ্ঠতঃ সমনুব্রজন্ ॥ ৪২
ততো বৈতালিকৈঃ সূতৈর্মাগধৈশ্চ সুভাষিতৈঃ।
স্তূয়মানো যযৌ রাজা নগরং নাগসাহ্বয়ম্ ॥ ৪৩
তৎ প্রয়াণং মহাবাহোর্বভূবাপ্রতিমং ভুবি।
আকুলাকুলমুৎক্রুষ্টং হৃষ্ট-পুষ্টজনাকুলম্ ॥ ৪৪
অভিযানে তু পার্থস্য নরৈর্নগরবাসিভিঃ।
নগরং রাজমার্গাশ্চ যথাবৎসমলঙ্কৃতাঃ ॥ ৪৫

পরিবৃত হইয়া ও ধৃতরাষ্ট্রকে অগ্রবর্তী করিয়া নিজ নগরে প্রবেশ করিলেন (হস্তিনাপুর উদ্দেশে যাত্রা করিলেন)॥ ৩০

সেই ধর্মজ্ঞ কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির নগরে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক হইয়া সহস্র সহস্র দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের অর্চনা করিতে লাগিলেন। তদনন্তর তিনি কম্বল ও মৃগচর্মে সংবৃত, মন্ত্র দ্বারা অভিপূজিত, শুভলক্ষণসম্পন্ন শ্বেতবর্ণ ষোড়শ বলীবর্দযুক্ত শুভ্র রথে বন্দীজনকর্তৃক স্তূত হইয়া আরোহণ করিলেন ॥৩১-৩৩

ভীমপরাক্রম কুন্তীনন্দন ভীমসেন তাহাদের রথের রজ্জু গ্রহণ করিলেন এবং অর্জুন তেজস্বী শুভ্র ছত্র ধারণ করিলেন ॥ ৩৪

অর্জুন কর্তৃক তেজোময় শ্বেতচ্ছত্র রথোপরি ধৃত হওয়ায় সেই ছত্র গগনমণ্ডলে নক্ষত্রমণ্ডল শোভিত শ্বেতমেঘের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৩৫

তখন বীর মাদ্রীপুত্র নকুল ও সহদেব জ্যোৎস্নার ন্যায় প্রভাসম্পন্ন রত্নভূষিত শ্বেত-চামর এবং ব্যজন ধারণ করিলেন ॥৩৬

রাজন্! বস্ত্রভূষণাদি বিভূষিত সেই পঞ্চ ভ্রাতা রথারোহণ করিলে ঐ রথ পঞ্চভূতাত্মক দেহের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৩৭

রাজন্! মনের ন্যায় বেগগামী অশ্বগণসংযুক্ত শুভ্ররথে আরোহণ করিয়া যুযুৎসু (ধৃতরাষ্ট্রকুমার) যুধিষ্ঠিরের অনুগমন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৮

সাত্যকির সহিত কৃষ্ণ শৈব্য ও সুগ্রীব এই অশ্বদ্বয়সংযোজিত হেমময় শুভ্র রথে আরোহণ করিয়া কৌরবগণের অনুগমন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৯

ভরতনন্দন! কুন্তীপুত্র ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের জ্যেষ্ঠ পিতা (জ্যেঠামহাশয়) অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর সহিত মনুষ্যবাহিত যান পাল্কীতে আরূঢ় হইয়া যুধিষ্ঠিরের অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন ॥ ৪০

কুন্তী, দ্রৌপদী প্রভৃতি অন্তঃপুরচারিণীগণ যথাযোগ্য ভিন্ন ভিন্ন যানে আরোহণ করত মহাত্মা বিদুর কর্তৃক রক্ষিত হইয়া তাঁহার অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন ॥ ৪১

তদনন্তর সকলের পশ্চাতে অসংখ্য হস্তী ও অশ্বগণে সুসজ্জিত বহু রথী, অশ্বারোহী এবং পদাতিগণ অনুসরণ করিতে লাগিল ॥৪২

এইরূপে মহারাজা যুধিষ্ঠির বৈতালিক, সূত ও মাগধগণের দ্বারা সুন্দর ভাষায় উচ্চারিত নিজের স্তুতি শ্রবণ করিতে করিতে হস্তিনানগর উদ্দেশে যাত্রা করিলেন ॥ ৪৩

মহাবাহু যুধিষ্ঠিরের সেই যাত্রা অনুপম হইয়াছিল। ঐ সময়ে অসংখ্য হৃষ্টপুষ্ট ব্যক্তির সমাগমে ও তাহাদের কোলাহলে যাত্রাপথ রমণীয় হইয়াছিল ॥ ৪৪

রাজা যুধিষ্ঠিরের সেই যাত্রাকালে নগরবাসী মনুষ্যগণ নগর ও রাজপথসকল সুন্দরভাবে সুসজ্জিত করিয়াছিল ॥ ৪৫

পাণ্ডুরেণ চ মাল্যেন পতাকাভিশ্চ মেদিনী।
সংস্কৃতো রাজমার্গোঽভূদ্ধূপনৈশ্চ প্রধূপিতঃ ॥ ৪৬
অথ চূর্ণৈশ্চ গন্ধানাং নানাপুষ্পপ্রিয়ঙ্গুভিঃ
মাল্যদামভিরাসক্তৈ রাজবেশ্মাভিসংবৃতম্ ॥ ৪৭
কুম্ভাশ্চ নগরদ্বারি বারিপূর্ণা নবা দৃঢ়াঃ।
সিতাঃ সুমনসো গৌরাঃ স্থাপিতাস্তত্র তত্র হ ॥ ৪৮

শুভ্র মাল্য ও পতাকাসকলে নগরভূমি অপরূপ শোভা ধারণ করিয়াছিল। রাজমার্গ সুসংস্কৃত ও ধূপের সুগন্ধে সুরভিত ছিল ॥৪৬
রাজভবন বিবিধ গন্ধদ্রব্যচূর্ণ, পুষ্প ও মাল্যসমূহ এবং প্রিয়ঙ্গুসকলের দ্বারা উত্তমরূপে সুশোভিত করা হইয়াছিল। ৪৭

তথা স্বলঙ্কৃতদ্বারং নগরং পাণ্ডুনন্দনঃ।
স্তূয়মানঃ শুভৈর্বাক্যৈঃ প্রবিবেশ সুহৃদ্বৃতঃ ॥ ৪৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি যুধিষ্ঠিরপ্রবেশে সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৭

নগরদ্বারে সুদৃঢ় ও জলপূর্ণ নূতন বহু কলস এবং স্থানে স্থানে শ্বেত পুষ্পগুচ্ছ স্থাপন করা হইয়াছিল ॥ ৪৮
পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির বন্ধুগণপরিবেষ্টিত হইয়া সুন্দর বাক্যসমূহের দ্বারা বন্দীগণের কৃত স্তুতি শ্রবণ করিতে করিতে সমলঙ্কৃত নগরে প্রবেশ করিলেন ॥ ৪৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের শান্তিপর্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্বে যুধিষ্ঠিরের নগরে প্রবেশবিষয়ক সপ্তত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[নগরপ্রবেশসময়ে পুরবাসিভির্বাহ্মণৈশ্চ রাজ্ঞো যুধিষ্ঠিরস্য সৎকারঃ, তস্য নিন্দাকারিণাং চার্বাকাণাং ব্রাহ্মণৈর্বধশ্চ।

বৈশম্পায়ন উবাচ।
প্রবেশনে তু পার্থানাং জনানাং পুরবাসিনাম্।
দিদৃক্ষূণাং সহস্রাণি সমাজগ্মুঃ সহস্রশঃ ॥ ১
স রাজমার্গঃ শুশুভে সমলঙ্কৃতচত্বরঃ।
যথা চন্দ্রোদয়ে রাজন্ বর্ধমানো মহোদধিঃ ॥ ২
গৃহাণি রাজমার্গেষু রত্নবন্তি মহান্তি চ।
প্রাকম্পন্তেব ভারেণ স্ত্রীণাং পূর্ণানি ভারত ॥ ৩
তাঃ শনৈরিব সব্রীড়ং প্রশশংসুর্যুধিষ্ঠিরম্।
ভীমসেনার্জুনৌ চৈব মাদ্রীপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ ॥ ৪

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

[নগরে প্রবেশ করিবার সময়ে নগরবাসী ও ব্রাহ্মণগণের দ্বারা রাজা যুধিষ্ঠিরের সৎকার এবং তাঁহার নিন্দাকারী চার্বাকদিগকে ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক বিনাশ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! পার্থগণের নগরে প্রবেশের সময়ে সহস্র সহস্র পুরবাসী জনগণ তাঁহাদের দর্শন বাসনায় সমবেত হইয়াছিল ॥ ১
রাজন্! চন্দ্রোদয়ে বর্ধমান মহাসাগরের শোভার ন্যায় বিবিধ দ্রব্যে চারিদিকে সুশোভিত রাজমার্গ জনপূর্ণ হইয়া শোভা ধারণ করিয়াছিল ॥ ২
রাজপথে নিকটবর্ত্তী সুশোভিত অট্টালিকাসমূহ পরিপূর্ণ রমণীগণের ভারে যেন কম্পিত হইতেছিল ॥ ৩
সেই রমণীগণ লজ্জা-বিনম্রভাবে মৃদুস্বরে যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জুন এবং পাণ্ডুনন্দন মাদ্রীদ্বয় নকুল, সহদেবের প্রশংসা করিতেছিল ॥ ৪

তাহারা বলিল, কল্যাণি! পাঞ্চালি! তুমি ধন্যা, গৌতমী (গৌতমবংশীয়া জটিলা) যেমন মহর্ষিগণকে সেবা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমিও এই পঞ্চ পুরুষশ্রেষ্ঠ মহাত্মাগণকে সেবা করিতেছ। ভাবিনি! তোমার ব্রত এবং পুণ্যকর্ম্মসকল সার্থক ॥ ৫-৬
মহারাজ! স্ত্রীগণ তখন এইভাবে দ্রৌপদীর প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিল। ভারত! তাহাদের পরস্পর প্রশংসা বাক্যের ও হর্ষসূচক বাক্যের আলাপন শব্দে সমগ্র নগরী পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল ॥ ৬-৭
রাজন্! যুধিষ্ঠির ক্রমে সেই সুসজ্জিত ও সুশোভিত রাজমার্গ যথাযথভাবে অতিক্রম করিয়া সমলঙ্কৃত রাজভবনসমীপে উপস্থিত হইলেন ॥ ৮

ততঃ প্রকৃতয়ঃ সর্বাঃ পৌরা জানপদাস্তদা।
ঊচুঃ কর্ণসুখা বাচঃ সমুপেত্য ততস্ততঃ॥ ৯
দিষ্ট্যা জয়সি রাজেন্দ্র শত্রূন্ শত্রুনিষূদন।
দিষ্ট্যা রাজ্যং পুনঃ প্রাপ্তঃ ধর্মেণ চ বলেন চ॥ ১০
ভব নস্ত্বং মহারাজ রাজেহ শরদাং শতম্।
প্রজাঃ পালয় ধর্মেণ যথেন্দ্রস্ত্রিদিবং তথা॥ ১১
এবং রাজকুলদ্বারি মঙ্গলৈরভিপূজিতঃ।
আশীর্বাদান্ দ্বিজৈরুক্তান্ প্রতিগৃহ্য সমন্ততঃ॥ ১২
প্রবিশ্য ভবনং রাজা দেবরাজগৃহোপমম্
শ্রদ্ধাবিজয়সংযুক্তং রথাৎ পশ্চাদবাতরৎ॥ ১৩
প্রবিশ্যাভ্যন্তরং শ্রীমান্ দৈবতান্যভিগম্য চ।
পূজয়ামাস রত্নৈশ্চ গন্ধমাল্যৈশ্চ সর্বশঃ॥ ১৪
নিশ্চক্রাম ততঃ শ্রীমান্ পুনরেব মহাযশাঃ।
দদর্শ ব্রাহ্মণাংশ্চৈব সোঽভিরূপানবস্থিতান্॥ ১৫
স সংবৃতস্তদা বিপ্রৈরাশীর্বাদবিবক্ষুভিঃ।
শুশুভে বিমলশ্চন্দ্রস্তারাগণবৃতো যথা॥ ১৬

তদনন্তর মন্ত্রী ও সেনাপতিপ্রভৃতি প্রকৃতিবর্গ ও ইতস্ততঃ সমাগত নগরবাসী এবং জনপদবাসী প্রজাগণ সকলে রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট উপস্থিত হইয়া শ্রবণসুখকর বাক্য বলিতে লাগিলেন॥৯

হে শত্রুনিষূদন রাজেন্দ্র! আপনি ভাগ্যবশে শত্রুদিগকে জয় করিয়াছেন; ধর্ম ও বলের দ্বারা ভাগ্যক্রমে আপনি পুনরায় রাজ্য-প্রাপ্ত হইয়াছেন॥১০

হে মহারাজ! আপনি শতবর্ষব্যাপী আমাদিগের রাজা হইয়া অবস্থান করুন এবং ইন্দ্র যেরূপ ধর্মানুসারে দেবতাগণকে পালন করেন, তদ্রূপ আপনিও আমাদিগকে পালন করুন॥১১

এইরূপে শ্রদ্ধা ও বিজয়সংযুক্ত রাজা যুধিষ্ঠির দ্বারদেশে মাঙ্গল্যদ্রব্যদ্বারা অভিপূজিত হইয়া চতুর্দিকস্থ ব্রাহ্মণগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করত ইন্দ্রালয়-তুল্য রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিয়া পরে রথ হইতে অবতরণ করিলেন॥১২-১৩

শ্রীমান্ যুধিষ্ঠির রাজভবনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করত দেবতাগণের সমীপবর্তী হইয়া রত্ন ও গন্ধমাল্যের দ্বারা তাঁহাদের সকলকে সর্বতোভাবে পূজা করিলেন॥১৪

মহাযশস্বী শ্রীমান্ যুধিষ্ঠির তাহারপর পুনরায় রাজপ্রাসাদ হইতে বহির্গত হইলেন এবং তিনি আশীর্বচনসংযুক্ত ব্রাহ্মণগণকে সম্মুখে দেখিতে পাইলেন॥১৫

তখন যুধিষ্ঠির আশীর্বচনবাচনে উদ্যত ব্রাহ্মণগণে পরিবৃত হইয়া নক্ষত্রগণ পরিবেষ্টিত বিমল চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন॥১৬

তাংস্তু বৈ পূজয়ামাস কৌন্তেয়ো বিধিবদ্ দ্বিজান্।
ধৌম্যং গুরুং পুরস্কৃত্য জ্যেষ্ঠং পিতরমেব চ॥ ১৭
সুমনোমোদকৈ রত্নৈর্হিরণ্যেন চ ভূরিণা।
গোভির্বস্ত্রৈশ্চ রাজেন্দ্র বিবিধৈশ্চ কিমিচ্ছকৈঃ॥ ১৮
ততঃ পুণ্যাহঘোষোঽভূদ্ দিবং স্পৃশ্নেব ভারত।
সুহৃদাং প্রীতিজননঃ পুণ্যঃ শ্রুতিসুখাবহঃ॥ ১৯
হংসবদ্ বিদুষাং রাজন্ দ্বিজানাং তত্র ভারতী।
শুশ্রুবে বেদবিদুষাং পুষ্কলার্থপদাক্ষরা॥ ২০
ততো দুন্দুভিনির্ঘোষঃ শঙ্খানাঞ্চ মনোরমঃ।
জয়ং প্রবদতাং তত্র স্বনঃ প্রাদুরভূন্নৃপ॥ ২১
নিঃশব্দে চ স্থিতে তত্র ততো বিপ্রজনে পুনঃ
রাজানং ব্রাহ্মণচ্ছদ্মা চার্বাকো রাক্ষসোঽব্রবীৎ॥ ২২
তত্র দুর্যোধনসখা ভিক্ষুরূপেণ সংবৃতঃ।
সাক্ষ্যং শিখী ত্রিদণ্ডী চ ধৃষ্টো বিগতসাধ্বসঃ॥ ২৩
বৃতঃ সর্বৈস্তথা বিপ্রৈরাশীর্বাদবিবক্ষুভিঃ।
পরঃসহস্রৈ রাজেন্দ্র তপোনিয়মসংবৃতৈঃ॥ ২৪

রাজা যুধিষ্ঠির গুরু ধৌম্য ও জ্যেষ্ঠ পিতা ধৃতরাষ্ট্রকে অগ্রবর্তী করিয়া সেই ব্রাহ্মণগণের শাস্ত্রানুসারে পূজা করিলেন॥১৭

রাজেন্দ্র! তিনি বহু ফুল, মিষ্টিদ্রব্য, গুড়, স্বর্ণ, গো, বস্ত্র প্রভৃতি যাহার যাহা প্রার্থনা, তদ্রূপ অভিলষিত পদার্থ দ্বারা তাঁহাদের সকলের সেবা করিলেন॥১৮

ভারত! তদনন্তর শ্রবণসুখকর, পবিত্র, সুহৃদ্গণের প্রীতিজনক পুণ্যাহবাচন ধ্বনিতে আকাশ যেন শব্দিত হইয়া উঠিল॥১৯

রাজন্! তখন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের হংসতুল্য হৃদয়গ্রাহী অর্থ, পদ ও অক্ষরসংযুক্ত বাণী সুস্পষ্টভাবে শ্রুত হইতে লাগিল॥২০

নৃপ! তদনন্তর দুন্দুভি ও শঙ্খের মনোরম ধ্বনি হইতে লাগিল এবং জয়ধ্বনিকারীদিগের 'জয়' শব্দ উত্থিত হইল॥২১

ব্রাহ্মণগণ নিস্তব্ধ হইলে তখন ব্রাহ্মণছদ্মবেশী রাক্ষস চার্বাক পুনরায় রাজা যুধিষ্ঠিরকে বলিতে লাগিল॥২২

সেই সময় দুর্যোধনসখা, ভিক্ষুরূপধারী এবং অক্ষমালা, শিখা ও ত্রিদণ্ডধারী, প্রগল্ভ, নির্ভীক সেই রাক্ষস যুধিষ্ঠিরকে বলিতে উদ্যত হইল॥২৩

রাজেন্দ্র! তপস্যা ও নিয়মসংযুক্ত, আশীর্বাদ করিতে উদ্যত

স দুষ্টঃ পাপমাশংসুঃ পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম্
অনামন্ত্র্যৈব তান্ বিপ্রাংস্তমুবাচ মহীপতিম্ ॥ ২৫

চার্বাক উবাচ।

ইমে প্রাহুর্দ্বিজাঃ সর্বে সমারোপ্য বচো ময়ি।
ধিগ্ ভবন্তং কুনৃপতিং জ্ঞাতিঘাতিনমস্তু বৈ ॥ ২৬
কিং তেন স্যাদ্ধি কৌন্তেয় কৃত্বেমং জ্ঞাতিসংক্ষয়ম্।
ঘাতয়িত্বা গুরূংশ্চৈব মৃতঃ শ্রেয়ো ন জীবিতম্ ॥ ২৭
ইতি তে বৈ দ্বিজাঃ শ্রুত্বা তস্য দুষ্টস্য রক্ষসঃ।
বিব্যথুশ্চুক্রুশুশ্চৈব তস্য বাক্যপ্রধর্ষিতাঃ ॥ ২৮
ততস্তে ব্রাহ্মণাঃ সর্বে স চ রাজা যুধিষ্ঠিরঃ।
ব্রীড়িতাঃ পরমোদ্বিগ্নাস্তূষ্ণীমাসন্ বিশাম্পতে ॥ ২৯

যুধিষ্ঠির উবাচ।

প্রসীদন্তু ভবন্তো মে প্রণতস্যাভিযাচতঃ।
প্রত্যাসন্নব্যসনিনং ন মাং ধিক্কর্তুমর্হথ ॥ ৩০

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো রাজন্ ব্রাহ্মণাস্তে সর্ব এব বিশাম্পতে।
ঊচুর্নৈতদ্ বচোঽস্মাকং শ্রীরস্তু তব পার্থিব ॥ ৩১
শুশ্রূষৈব মহাস্থানস্ততস্তং জ্ঞানচক্ষুষা।
ব্রাহ্মণা বেদবিদ্বাংসস্তপোভির্বিমলীকৃতাঃ ॥ ৩২

ব্রাহ্মণা ঊচুঃ।

এষ দুর্যোধনসখা চার্বাকো নাম রাক্ষসঃ।
পরিব্রাজকরূপেণ হিতং তস্য চিকীর্ষতি ॥ ৩৩
বয়ং ব্রূমো ন ধর্মাত্মন্ বোদ্ধুং তে ভয়মীদৃশম্।
উপতিষ্ঠতু কল্যাণং ভবন্তং ভ্রাতৃভিঃ সহ ॥ ৩৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততস্তে ব্রাহ্মণাঃ সর্বে হুঙ্কারৈঃ ক্রোধমূচ্ছিতাঃ।
নির্ভর্ৎসয়ন্তঃ শুচয়ো নিজঘ্নুঃ পাপরাক্ষসম্ ॥ ৩৫
স পপাত বিনির্দগ্ধস্তেজসা ব্রহ্মবাদিনাম্।
মহেন্দ্রাশনিনির্দগ্ধঃ পাদপোঽঙ্কুরবানিব ॥ ৩৬
পূজিতাশ্চ যযুর্বিপ্রা রাজানমভিনন্দ্য তম্।
রাজ্ঞা চ হর্ষমাপেদে পাণ্ডবঃ সসুহৃজ্জনঃ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি চার্বাকবধে অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৮

সহস্র হইতেও অধিকসংখ্যক এই সব ব্রাহ্মণে পরিবৃত সেই দুষ্ট রাক্ষস মহাত্মা পাণ্ডবদিগের বিনাশকামনায় ব্রাহ্মণগণের অনুমতি গ্রহণ না করিয়াই রাজা যুধিষ্ঠিরকে বলিতে লাগিল ॥ ২৪-২৫

চার্বাক বলিল—রাজন্! এই ব্রাহ্মণসকল তোমাকে এই সব কথা বলিবার জন্য আমাকে ভার দিয়াছেন যে,—হে কুলীনন্দন! জ্ঞাতিঘাতী ও কুৎসিত নৃপতি তোমাকে ধিক্। জ্ঞাতিগণকে বিনাশ ও গুরুজনদের সংহার করিয়া তোমার কি লাভ হইল? তোমার মৃত্যুই শ্রেয় জীবিত থাকা নিরর্থক ॥ ২৬-২৭

সেই দুষ্ট রাক্ষসের বাক্যসকল শ্রবণ করত ব্রাহ্মণগণ তাহার সেই বাক্যে অত্যন্ত ভিরস্কৃত হইয়া ব্যথিত হইলেন এবং মনে মনে ঐ বাক্যের নিন্দা করিতে লাগিলেন ॥ ২৮

প্রজানাথ! তদনন্তর ঐ ব্রাহ্মণসকল এবং রাজা যুধিষ্ঠির—সকলেই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও লজ্জিত হইয়া কিয়ৎক্ষণের জন্য মৌনাবলম্বন করিলেন ॥২৯

তাহার পর যুধিষ্ঠির বলিলেন, হে ব্রাহ্মণগণ! আমি প্রণত হইয়া আপনাদের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে,—আপনারা প্রসন্ন হউন। আমি অত্যন্ত বিপন্ন; অতএব ধিক্কার দিবেন না ॥৩০

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজন্! প্রজানাথ! তাঁহারা এই সকল কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণগণ বলিলেন, মহারাজ! ঐ সকল কথা আমরা বলি নাই (ঐ সকল আমাদের বক্তব্য নহে)। আপনাকে আশীর্বাদ করিতেছি আপনার রাজলক্ষ্মী লাভ হউক ॥ ৩১

সেই বেদজ্ঞ তপস্যাপূতচিত্ত ব্রাহ্মণগণ জ্ঞানদৃষ্টিতে তাহাকে রাক্ষস বলিয়া জানিতে পারিলেন ব্রাহ্মণগণ বলিলেন—ধর্মাত্মন্! ঐ ব্যক্তি দুর্যোধনসখা চার্বাক নামক রাক্ষস, পরিব্রাজকের ছদ্মবেশে তাহার (দুর্যোধনের) মঙ্গল করিতে ইচ্ছুক। আমরা ঐ সব কিছু বলি নাই। আপনার কোন ভয় নাই। আমরা আশীর্বাদ করিতেছি—ভ্রাতৃগণের সহিত আপনার কল্যাণ হউক ॥ ৩২-৩৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন, হে জনমেজয়! অনন্তর শুদ্ধাত্মা ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণগণ সেই রাক্ষসকে অনেক ভর্ৎসনা করত হুঙ্কার দ্বারা তাহাকে সংহার করিলেন ॥ ৩৫

যেরূপ ইন্দ্রের বজ্রদ্বারা অঙ্কুরযুক্ত বৃক্ষ ভূতলে পতিত হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মবাদী সেই ব্রাহ্মণগণের তেজে দগ্ধ হইয়া সেই রাক্ষস ভূতলে পতিত হইল ॥ ৩৬

তদনন্তর রাজা কর্তৃক পূজিত হইয়া ব্রাহ্মণগণ অভিনন্দন করত প্রস্থান করিলেন এবং অন্যদিকে পাণ্ডুপুত্র রাজা যুধিষ্ঠিরও সুহৃদ্গণের সহিত আহ্লাদিত হইলেন ॥ ৩৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্বে চার্বাকবধবিষয়ক অষ্টত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

(শ্রীকৃষ্ণেন চার্বাকলব্ধ-বরাদীনাং বর্ণনম্ ।)

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততস্তত্র তু রাজানং তিষ্ঠন্তং ভ্রাতৃভিঃ সহ।
উবাচ দেবকীপুত্রঃ সর্বদর্শী জনার্দনঃ ॥ ১

বাসুদেব উবাচ।

ব্রাহ্মণাস্ত্বাত লোকেঽস্মিন্নর্চনীয়াঃ সদা মম।
এতে ভূমিচরা দেবা বাধিষ্যাঃ সুপ্রসাদকাঃ ॥ ২

পুরা কৃতযুগে রাজংশ্চার্বাকো নাম রাক্ষসঃ।
তপস্তেপে মহাবাহো বদর্যাং বহুবার্ষিকম্ ॥ ৩

বরেণ ছন্দ্যমানশ্চ ব্রাহ্মণা চ পুনঃ পুনঃ
অভয়ং সর্বভূতেভ্যো বরয়ামাস ভারত ॥ ৪

দ্বিজাবমানাদস্মত্র প্রাদাদ্ বরমনুত্তমম্।
অভয়ং সর্বভূতেভ্যো দদৌ তস্মৈ জগৎপতিঃ ॥ ৫

স তু লব্ধবরঃ পাপো দেবানমিতবিক্রমঃ।
রাক্ষসস্তাপয়ামাস তীব্রকর্মা মহাবলঃ ॥ ৬

ততো দেবাঃ সমেতাশ্চ ব্রহ্মাণমিদমব্রুবন্।
বধায় রক্ষসস্তস্য বলবিপ্রকৃতাস্তদা ॥ ৭

তানুবাচ ততো দেবো বিহিতস্তত্র বৈ ময়া।
যথাস্য ভবিতা মৃত্যুরচিরেণেতি ভারত ॥ ৮

রাজা দুর্যোধনো নাম সখাস্য ভবিতা নৃষু
তস্য স্নেহাববদ্ধোঽসৌ ব্রাহ্মণানবমংস্যতে ॥ ৯

তত্রৈনং রুষিতা বিপ্রা বিপ্রাকারপ্রধর্ষিতাঃ।
ধক্ষ্যন্তি বাগ্বলাঃ পাপং ততো নাশং গমিষ্যতি ॥ ১০

স এষ নিহতঃ শেতে ব্রহ্মদণ্ডেন রাক্ষসঃ।
চার্বাকো নৃপতিশ্রেষ্ঠ মা শুচো ভরতর্ষভ ॥ ১১

হতাস্তে ক্ষত্রধর্মেণ জ্ঞাতয়স্তব পার্থিব।
স্বর্গতাশ্চ মহাত্মানো বীরাঃ ক্ষত্রিয়পুঙ্গবাঃ ॥ ১২

স ত্বমাতিষ্ঠ কার্য্যাণি মা তেঽভূদ্ গ্লানিরচ্যুত
শত্রূন্ জহি প্রজা রক্ষ দ্বিজাংশ্চ পরিপূজয় ॥ ১৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি চার্বাকবরদানাদিকথনে একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৯

একোনচত্বারিংশ অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক চার্বাকের লব্ধ বরাদির বর্ণন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—জনমেজয়! তদনন্তর সর্বদর্শী দেবকীনন্দন জনার্দন সেস্থানে ভ্রাতৃগণের সহিত অবস্থিত যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন ॥ ১

বাসুদেব বলিলেন—তাত! এই ব্রাহ্মণসকল সর্বদা আমার পূজনীয়। ইঁহারা পৃথিবীতে বিচরণশীল বিগ্রহবান্ দেবতা। ইঁহারা ক্রুদ্ধ হইলে ইঁহাদের বাক্য বিষের ন্যায় প্রভাবশালী হইয়া উঠে। ইঁহারা যেরূপ সহজে প্রসন্ন হন, সেইরূপ অনায়াসে অপরকে প্রসন্ন করিয়া থাকেন ॥২

রাজন্! মহাবাহো! পূর্বে সত্যযুগে চার্বাক নামে এক রাক্ষস বদরিকাশ্রমে বহু বৎসরব্যাপী তপস্যা করিয়াছিল ॥ ৩

ভরতনন্দন! যখন পিতামহ ব্রহ্মা তাহাকে বারংবার বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন, তখন সে প্রার্থনা করিল—কোনও প্রাণী হইতেই আমার যেন ভয় (প্রাণভয়) না হয় ॥ ৪

প্রজাপতি ব্রহ্মা দ্বিজ অবমাননা ভিন্ন অন্যত্র সকল কৃত হইতে অভয়রূপ অতি উত্তম বর তাহাকে দান করিলেন ॥ ৫

অমিত পরাক্রমী, মহাবলশালী ও দুঃসহকর্মকারী সেই পাপাত্মা রাক্ষস বরপ্রভাবে দেবতাদিগকে উৎপীড়ন করিতে লাগিল ॥ ৬

তখন তাহার (রাক্ষসের) বলপ্রয়োগে অত্যাচারিত দেবতাগণ একত্রিত হইয়া ব্রহ্মার নিকটে সেই রাক্ষসের বধ প্রার্থনা করিল ॥ ৭

হে ভরতনন্দন! তখন ব্রহ্মা দেবতাগণকে বলিলেন—যাহাতে অচিরেই ঐ রাক্ষসের মৃত্যু হয়, তাহার বিধান করিয়াছি ॥ ৮

নরলোকে দুর্যোধন নামক এক রাজার সহিত ইহার সখ্যতা জন্মিবে। তাহার স্নেহবশে ঐ রাক্ষস ব্রাহ্মণগণকে অপমান করিবে ॥ ৯

তখন অপমানিত ক্রুদ্ধ বাক্‌শক্তিসম্পন্ন (সত্যবাক্) ব্রাহ্মণগণ ঐ পাপাত্মাকে দগ্ধ করিবে ও ইহাতে সে নাশপ্রাপ্ত হইবে ॥ ১০

নৃপশ্রেষ্ঠ! ভরতকুলন! আপনি শোক করিবেন না। এই সেই রাক্ষস চার্বাক ব্রহ্মদণ্ডের দ্বারা নিহত হইয়া ধরাতলে শয়ান রহিয়াছে ॥ ১১

রাজন্! আপনি ক্ষত্রিয়ধর্ম অনুসারে জ্ঞাতিগণকে বধ করিয়াছেন এবং সেই মহাসত্ত্বশালী ক্ষত্রিয় নরপতিগণ স্বর্গলোকে গমন করিয়াছেন ॥ ১২

হে অচ্যুত! এখন আপনি গ্লানি পরিত্যাগ করত নিজের কর্তব্য পালন করুন। শত্রুসংহার, প্রজাগণরক্ষা এবং ব্রাহ্মণগণের অর্চনা করা আপনার কর্তব্য ॥ ১৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্বে চার্বাকের প্রাপ্ত বরদানবিষয়ক একোনচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

যুধিষ্ঠিরস্য রাজ্যাভিষেকঃ)

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ কুন্তীসুতো রাজা গতমন্যুর্গতজ্বরঃ।
কাঞ্চনে প্রাঙ্‌মুখৌ হৃষ্টৌ ন্যষীদৎ পরমাসনে ॥ ১
তমেবাভিমুখো পীঠে প্রদীপ্তে কাঞ্চনে শুভে।
সাত্যকির্বাসুদেবশ্চ নিষীদতুররিন্দমৌ ॥ ২
মধ্যে কৃত্বা তু রাজানং ভীমসেনার্জুনাবুভৌ।
নিষীদতুর্মহাত্মানৌ প্লক্ষয়োর্মণিপীঠয়োঃ ॥ ৩
দান্তে সিংহাসনে শুভ্রে জাম্বূনদবিভূষিতে।
পৃথাপি সহদেবেন সহাস্তে নকুলেন চ ॥ ৪
সুধর্মা বিদুরো ধৌম্যো ধৃতরাষ্ট্রশ্চ কৌরবঃ।
নিষেদুর্জ্বলনাকারেষ্বাসনেষু পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৫
যুযুৎসুঃ সঞ্জয়শ্চৈব গান্ধারী চ যশস্বিনী।
ধৃতরাষ্ট্রো যতো রাজা ততঃ সর্বে সমাবিশন্ ॥ ৬
তত্রোপবিষ্টো ধর্মাত্মা স্বেতঃ সুমনসোঽস্পৃশৎ।
স্বস্তিকানক্ষতান্ ভূমিং সুবর্ণং রজতং মণিম্ ॥ ৭
ততঃ প্রকৃতয়ঃ সর্বাঃ পুরস্কৃত্য পুরোহিতম্।
দদৃশুর্ধর্ম্মরাজানমাদায় বহুমঙ্গলম্ ॥ ৮
পৃথিবীঞ্চ সুবর্ণঞ্চ রত্নানি বিবিধানি চ।
আভিষেচনিকং ভাণ্ডং সর্বসম্ভারসম্ভৃতম্ ॥ ৯
কাঞ্চনোদুম্বরাস্তত্র রাজতাঃ পৃথিবীময়াঃ।
পূর্ণকুম্ভাঃ সুমনসো লাজা বর্হীংষি গোরসম্ ॥ ১০
শমী-পিপ্পল-পালাশসমিধো মধু-সর্পিষী।
স্রুব ঔদুম্বরঃ শঙ্খস্তথা হেমবিভূষিতঃ ॥ ১১
দাশার্হেণাভ্যনুজ্ঞাতস্তত্র ধৌম্যঃ পুরোহিতঃ।
প্রাগুদক্‌প্রবণাং বেদীং লক্ষণেনোপলিপ্য চ ॥ ১২
ব্যাঘ্রচর্মোত্তরে শুভ্রে সর্বতোভদ্র আসনে।
দৃঢ়পাদপ্রতিষ্ঠানে হুতাশনসমদ্যুতি ॥ ১৩
উপবেশ্য মহাত্মানং কৃষ্ণাঞ্চ দ্রুপদাত্মজাম্।
জুহাব পাবকং ধীমান্ বিধিমন্ত্রপুরস্কৃতম্ ॥ ১৪
ততঃ উত্থায় দাশার্হঃ শঙ্খমাদায় পূজিতম্।
অভ্যষিঞ্চৎ পতিং পৃথ্যাঃ কুন্তীপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ১৫

চত্বারিংশ অধ্যায়।

[যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তদনন্তর শোক ও চিন্তাশূন্য হইয়া কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির প্রসন্নতার সহিত সুন্দর সুবর্ণ সিংহাসনে পূর্বমুখে উপবিষ্ট হইলেন ॥ ১

তাহার পর অরিন্দম সাত্যকি ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সুলক্ষণসম্পন্ন স্বর্ণময় উজ্জ্বল সিংহাসনে তাঁহার অভিমুখে উপবেশন করিলেন ॥২

মহাত্মা ভীমসেন ও অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে মধ্যস্থলে রাখিয়া দুটি মনোহর মণিময় পীঠে উপবেশন করিলেন। ৩

মনস্বিনী কুন্তী সহদেব ও নকুলের সহিত সুবর্ণভূষিত গজদন্ত-নির্মিত অন্য একটি সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। ৪

সুধর্মা, বিদুর, ধৌম্য ও কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্র অগ্নির ন্যায় তেজস্বী পৃথক পৃথক আসনে উপবেশন করিলেন। ৫

ধৃতরাষ্ট্র যাঁহাদিগের রাজা ছিলেন, সেই যুযুৎসু সঞ্জয় ও যশস্বিনী গান্ধারী প্রভৃতি সকলে তাঁহার সন্নিধানে উপবেশন করিলেন। ৬

ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া মঙ্গলদায়ক, অক্ষত (আতপতণ্ডুল), স্বস্তিক (পিটুলীনির্মিত দ্রব্য), শ্বেতপুষ্প, ভূমি, সুবর্ণ, রজত ও মণি স্পর্শ করিলেন। ৭

তদনন্তর প্রকৃতিবর্গ বহু মঙ্গল দ্রব্য গ্রহণ পূর্ব্বক পুরোহিতকে অগ্রে করিয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে লাগিল। ৮

তখন মৃত্তিকা, সুবর্ণ, বিবিধ রত্ন, কাঞ্চনময়, তাম্রময়, রজতময় ও মৃন্ময় পূর্ণকুম্ভ, পুষ্প, লাজ(খৈ), অগ্নি, দুগ্ধ, মধু, ঘৃত, স্রুব, হেমভূষিত শঙ্খ এবং শমী, পিপ্পল ও পলাশের সমিধ্ প্রভৃতি অভিষেকের দ্রব্যসম্ভার তথায় সংগৃহীত হইয়াছিল। ৯-১১

তখন বুদ্ধিমান্ পুরোহিত ধৌম্য শ্রীকৃষ্ণের অনুজ্ঞানুসারে বিধানানুসত পূর্ব্বোত্তরে ক্রমশঃ নিম্ন বেদি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তাহাতে গোময় লেপন করত কুশের দ্বারা রেখাকরণ করা হইলে পর তদুপরি হুতাশনতুল্য ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত সর্বতোভদ্র আসনে মহাত্মা যুধিষ্ঠির ও দ্রুপদকুমারী কৃষ্ণাকে উপবেশন করাইয়া মন্ত্রানুসারে যথাবিধি হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। ১২-১৪

তদনন্তর দশার্হবংশীয় শ্রীকৃষ্ণ উত্থিত হইয়া সুপূজিত পাঞ্চজন্য শঙ্খ গ্রহণ করত পৃথিবীপতি কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠিরকে অভিষিক্ত করিলেন এবং রাজা ধৃতরাষ্ট্র প্রকৃতিবর্গ সকলে অভিষেকের অংশ গ্রহণ করিলেন। ১৫½

ধৃতরাষ্ট্রশ্চ রাজর্ষিঃ সর্বাঃ প্রকৃতয়স্তথা।
অনুজ্ঞাতোঽথ কৃষ্ণেন ভ্রাতৃভিঃ সহ পাণ্ডবঃ ॥ ১৬
পাঞ্চজন্যাভিষিক্তশ্চ রাজামৃতমুখোঽভবৎ
ততোঽনুবাদয়ামাসুঃ পণবানক-দুন্দুভীন্ ॥ ১৭
ধর্মরাজোঽপি তৎ সর্বং প্রতিজগ্রাহ ধর্মতঃ।
পূজয়ামাস তাংশ্চাপি বিধিবদ্ ভূরিদক্ষিণঃ ॥ ১৮
ততো নিষ্কসহস্রেণ ব্রাহ্মণান্ স্বস্তি বাচয়ন্।
বেদাধ্যয়নসম্পন্নান্ ধৃতিশীলসমন্বিতান্ ॥ ১৯
তে প্রীতা ব্রাহ্মণা রাজন্ স্বস্ত্যুচুর্জহ্রমেব চ।
হংসা ইব চ নদন্তঃ প্রশশংসুর্যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ২০
যুধিষ্ঠির মহাবাহো দিষ্ট্যা জয়সি পাণ্ডব।
দিষ্ট্যা স্বধর্মঃ প্রাপ্তোঽসি বিক্রমেণ মহাদ্যুতে ॥ ২১
দিষ্ট্যা গাণ্ডীবধন্বা চ ভীমসেনশ্চ পাণ্ডবঃ।
ত্বং চাপি কুশলী রাজন্ মাদ্রীপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ ॥ ২২
মুক্তা বীরক্ষয়াৎ তস্মাৎ সংগ্রামাদ্ বিজিতদ্বিষঃ।
ক্ষিপ্রমুত্তরকার্য্যাণি কুরু সর্বাণি ভারত ॥ ২৩
ততঃ প্রত্যর্চিতঃ সদ্ভির্ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
প্রতিপেদে মহদ্ রাজ্যং সুহৃদ্ভিঃ সহ ভারত ॥ ২৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি যুধিষ্ঠিরাভিষেকে চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪০

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় পাঞ্চজন্য শঙ্খদ্বারা অভিষিক্ত হইয়া ভ্রাতৃগণের সহিত অবস্থান করত অমৃতময় মুখদ্বারা শোভা পাইতে লাগিলেন। ১৬½

তদনন্তর পণব, আনক ও দুন্দুভিসকল মধুরনিঃস্বনে বাদিত হইতে লাগিল। ধর্মরাজও ধর্মানুসারে তৎসমুদয় (স্বাগতজ্ঞাপক অনুষ্ঠানসমূহ) স্বীকার করিলেন। ১৭½

ধৈর্যশালী বেদাধ্যয়নসম্পন্ন সৎস্বভাবযুক্ত ব্রাহ্মণগণ দ্বারা স্বস্তিবাচন করাইয়া ভূরিদক্ষিণাদাতা রাজা যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণগণকে সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা দান করত বিধিবৎ পূজা করিলেন। ১৮-১৯

রাজন্! যুধিষ্ঠিরের প্রতি প্রীত হইয়া দ্বিজগণ হংসের ন্যায় সুমধুর স্বরে স্বস্তিবাচন ও জয়ধ্বনি করত তাঁহার এইভাবে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ২০

পাণ্ডব! মহাবাহো! যুধিষ্ঠির ভাগ্যক্রমে তোমার জয়লাভ হইয়াছে। হে মহাদ্যুতিমন্! পরাক্রম দ্বারা স্বধর্মানুকূল রাজ্যও তুমি ভাগ্যক্রমে লাভ করিয়াছ ॥ ২১

গাণ্ডীবধারী অর্জুন, পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন, এবং তুমি মাদ্রীনন্দন নকুল ও সহদেবের সহিত সেই বীরবিনাশক ভীষণ সংগ্রাম হইতে বিমুক্ত হইয়া শত্রুদিগকে পরাজিত করিয়াছ। হে ভারত! এক্ষণে পরে কর্তব্যকার্য সকল সমাধা কর ॥ ২২-২৩

তাহার পর ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এইরূপে সাধুদিগের দ্বারা পূজিত ও সুহৃদ্বর্গে পরিবৃত হইয়া আপন বিস্তীর্ণ রাজ্যের ভার গ্রহণ করিলেন ॥ ২৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্বে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক-বিষয়ক চত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ধৃতরাষ্ট্রস্যাধীনে স্থিত্বা রাজ্যং পরিচালয়িতুং রাজ্ঞা যুধিষ্ঠিরেণ ভ্রাতৃণাম্ অন্যেষাঞ্চ জনানাং বিবিধকার্য্যেষু নিযুক্তিঃ।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

প্রকৃতীনাঞ্চ তদ্ বাক্যং দেশ-কালোপবৃংহিতম্।
শ্রুত্বা যুধিষ্ঠিরো রাজা চোত্তরং প্রত্যভাষত ॥ ১

ধন্যাঃ পাণ্ডুসুতা নূনং যেষাং ব্রাহ্মণপুঙ্গবাঃ।
তথ্যান্ বাপ্যথবাঽতথ্যান্ গুণানাহুঃ সমাগতাঃ ॥ ২

অনুগ্রাহ্যা বয়ং নূনং ভবতামিতি মে মতিঃ
যদেবং গুণসম্পন্নানস্মান্ ব্রূথ বিমৎসরাঃ ॥ ৩

ধৃতরাষ্ট্রো মহারাজঃ পিতা মে দৈবতং পরম্।
শাসনেঽস্য প্রিয়ে চৈব স্থেয়ং মৎপ্রিয়কাঙ্ক্ষিভিঃ ॥৪

এতদর্থং হি জীবামি কৃত্বা জ্ঞাতিবধং মহৎ।
অস্য শুশ্রূষণং কার্য্যং ময়া নিত্যমতন্দ্রিণা ॥ ৫

যদি চাহমনুগ্রাহ্যো ভবতাং সুহৃদাং তথা।
ধৃতরাষ্ট্রে যথাপূর্বং বৃত্তিঃ বর্ত্তিতুমর্হথ ॥ ৬

এষ নাথো হি জগতো ভবতাঞ্চ ময়া সহ।
অস্যৈব পৃথিবী কৃৎস্না পাণ্ডবাঃ সর্ব এব চ ॥ ৭

এতন্মনসি কর্তব্যং ভবদ্ভির্বচনং মম।
অনুজ্ঞাপ্যাথ তান্ রাজা যথেষ্টং গম্যতামিতি ॥ ৮

পৌরজানপদান্ সর্বান্ বিসৃজ্য কুরুনন্দনঃ।
যৌবরাজ্যেন কৌন্তেয়ং ভীমসেনমযোজয়ৎ ॥ ৯

মন্ত্রে চ নিশ্চয়ে চৈব ষাড্‌গুণস্য চ চিন্তনে।
বিদুরং বুদ্ধিসম্পন্নং প্রীতিমান্ স সমাদিশৎ ॥১০

কৃতাকৃতপরিজ্ঞানে তথাঽঽয়ব্যয়চিন্তনে।
সঞ্জয়ং যোজয়ামাস বৃদ্ধং সর্বগুণৈর্যুতম্ ॥ ১১

বলস্য পরিমাণে চ ভক্ত-বেতনয়োস্তথা।
নকুলং ব্যাদিশদ্ রাজা কর্মণাং চাবেক্ষণে ॥ ১২

পরচক্রোপরোধে চ দুষ্টানাং চাবমর্দনে।
যুধিষ্ঠিরো মহারাজ ফাল্গুনং ব্যাদিশেদ্ হ ॥১৩

একচত্বারিংশ অধ্যায়।

[ধৃতরাষ্ট্রের অধীনে থাকিয়া রাজ্য পরিচালনা করিবার জন্য রাজা যুধিষ্ঠির কর্তৃক ভ্রাতৃগণ ও অন্যান্য ব্যক্তিদিগকে বিভিন্ন কার্য্যে নিযুক্তি।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,— হে জনমেজয়! প্রকৃতিগণের (মন্ত্রী, প্রজাদিগণের) দেশকালোচিত সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহার উত্তরে রাজা যুধিষ্ঠির বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১

আমাদের গুণ থাকুক অথবা না থাকুক এরূপ অবস্থায় যেহেতু সমাগত ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ আমাদের গুণগান করিতেছেন সেইহেতু নিশ্চয়ই পাণ্ডুপুত্রগণ আমরা সকলেই ধন্য ॥ ২

যখন মাৎসর্য্যবিহীন আপনারা আমাদিগকে গুণবান্ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তখন আমরা আপনাদের অনুগ্রহভাজন ইহা স্থির করিয়াছি। ৩

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র আমার পিতা (জ্যেষ্ঠ পিতা) এবং পরম দেবতা। আপনারা যদি আমার প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উঁহার আজ্ঞাধীন ও হিতানুষ্ঠানপরায়ণ হইবেন ।৪

মহান্ জ্ঞাতিবধ করিয়াও ইঁহার জন্যই আমি জীবিত আছি, অতএব অতন্দ্রিতভাবে ইঁহার শুশ্রূষা করা আমার কর্তব্য। ৫

যদি আপনাদের তথা সুহৃদ্‌বর্গের অনুগ্রহভাজন হইয়া থাকি, তাহা হইলে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি আপনারা পূর্ব্বে যেরূপ ব্যবহার করিতেন, এখন সেইরূপ ব্যবহারই করুন। ৬

ইনি আপনাদিগের সহিত আমারও এই জগতের প্রভু। এই সমগ্র পৃথিবী এবং পাণ্ডবগণ ইঁহারই আয়ত্তাধীন। আমার এই বাক্য আপনারা সর্ব্বদা মনে মনে প্রণিধান করুন (আপনাদের ইহা মনে রাখা উচিত)। ৭

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির "আপনারা অভীষ্ট স্থানে গমন করুন" পুরবাসী ও জনপদবাসীগণকে এই বলিয়া গমনের অনুমতি দিলেন। তাহারা গমন করিলে পর কুরুনন্দন যুধিষ্ঠির কুন্তীকুমার ভীমসেনকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। ৮-৯

প্রীতিমান্ যুধিষ্ঠির বুদ্ধিমান বিদুরকে মন্ত্রণা, কর্ত্তব্যনিশ্চয় তথা ষড়্‌গুণবিষয়ক (সন্ধি-বিগ্রহ-যান-আসন- দ্বৈধীভাব ও সমাশ্রয়) চিন্তাকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। ১০

সর্ব্বগুণসম্পন্ন বৃদ্ধ সঞ্জয়কে কোন কার্য্য করা হইয়াছে এবং কোন কার্য্য করা হয় নাই, ইহা জানিবার জন্য ও অর্থের আয়-ব্যয়ের বিচার করিবার জন্য নিযুক্ত করিলেন। ১১

রাজা যুধিষ্ঠির সৈন্যের পরিমাণ, তাহাদিগের ভোজন ও বেতন প্রদান এবং তাহাদের কার্য্য পরীক্ষার জন্য নকুলকে নিযুক্ত করিলেন। ১২

হে মহারাজ! যুধিষ্ঠির শত্রুর নগর আক্রমণ ও দুষ্টগণের দমন-কার্য্যে ফাল্গুনকে (অর্জুনকে) নিযুক্ত করিলেন। ১৩

দ্বিজানাং দেবকার্য্যেষু কার্য্যেষন্যেষু চৈব হ ।
ধৌম্যং পুরোধসাং শ্রেষ্ঠং নিত্যমেব সমাদিশৎ ॥ ১৪
সহদেবং সমীপস্থং নিত্যমেব সমাদিশৎ ।
তেন গোপ্যো হি নৃপতিঃ সর্ব্বাবস্থো বিশাম্পতে ॥ ১৫
যান্ যানমন্যদ্ যোগ্যাংশ্চ যেষু যেষিহ কর্ম্মসু ।
তাংস্তাংস্তেষেব বুবুজে প্রীয়মাণো মহীপতিঃ ॥ ১৬
বিদুরং সঞ্জয়ং চৈব যুযুৎসুঞ্চ মহামতিম্ ।
অব্রবীৎ পরবীরঘ্নো ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মবৎসলঃ ॥ ১৭

উত্থায়োত্থায় তৎ কার্য্যমস্য রাজ্ঞঃ পিতুর্মম ।
সর্ব্বং ভবদ্ভিঃ কর্ত্তব্যমপ্রমত্তৈর্যথাযথম্ ॥ ১৮
পৌর-জানপদানাঞ্চ যানি কার্য্যাণি সর্ব্বশঃ ।
রাজ্ঞানং সমনুজ্ঞাপ্য তানি কর্ম্মাণি ভাগশঃ ॥ ১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্ব্বণি রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বণি ভীষ্মাদিকর্ম্মনিয়োগে একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪১

ব্রাহ্মণকার্য্য ও দেবকার্য্য তথা অন্যান্য ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্মের জন্য পুরোহিতশ্রেষ্ঠ ধৌম্যকে সার্ব্বকালিকভাবে নিযুক্ত করিলেন ॥ ১৪

হে প্রজানাথ! রাজা যুধিষ্ঠির সর্ব্বাবস্থায় নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য সহদেবকে নিকটে থাকিতে আদেশ দিলেন ॥ ১৫

প্রসন্নচেতা যুধিষ্ঠির যে যে ব্যক্তি যে যে কার্য্যের যোগ্য, সেই সেই ব্যক্তিকে সেই সেই কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন ॥ ১৬

তদনন্তর শত্রুবীরসংহারী ধর্ম্মবৎসল ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির বিদুর, সঞ্জয় এবং পরমবুদ্ধিমান্ যুযুৎসুকে বলিলেন আপনারা সতত অধ্যবসায়সম্পন্ন হইয়া আমার জ্যেষ্ঠ পিতা রাজা ধৃতরাষ্ট্র যখন যেরূপ আদেশ করিবেন তৎসমুদয় যথোচিতভাবে সম্পাদন করিবেন ॥ ১৭-১৮

পুরবাসী ও জনপদবাসিগণের যে যে কার্য্য উপস্থিত হইবে, তৎসমুদয়ও উঁহার আজ্ঞা লইয়া সম্পাদন করিবেন ॥ ১৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে ভীষ্মাদির কর্ম্মে নিয়োগবিষয়ক একচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ।

[রাজ্ঞা যুধিষ্ঠিরেণ ধৃতরাষ্ট্রেণ চ যুদ্ধে নিহতানাং জ্ঞাতীনাং তথা অন্যেষাঞ্চ রাজ্ঞাং শ্রাদ্ধকর্ম্মকরণম ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।
ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা জ্ঞাতীনাং যে হতা যুধি ।
শ্রাদ্ধানি কারয়ামাস তেষাং পৃথগ্ উদারধীঃ ॥ ১
ধৃতরাষ্ট্রো দদৌ রাজা পুত্রাণামৌর্দ্ধদেহিকম্ ।
সর্ব্বকামগুণোপেতমন্নং গাশ্চ ধনানি চ ॥ ২
রত্নানি চ বিচিত্রাণি মহার্হাণি মহাযশাঃ ।
যুধিষ্ঠিরস্তু দ্রোণস্য কর্ণস্য চ মহাত্মনঃ ॥ ৩
ধৃষ্টদ্যুম্নাভিমন্যূভ্যাং হৈড়িম্বস্য চ রক্ষসঃ ।
বিরাটপ্রভৃতীনাঞ্চ সুহৃদামুপকারিণাম্ ॥ ৪
দ্রুপদ-দ্রৌপদেয়ানাং দ্রৌপদ্যা সহিতো দদৌ ।
ব্রাহ্মণানাং সহস্রাণি পৃথগেকৈকমুদ্দিশন্ ॥ ৫
ধনৈ রত্নৈশ্চ গোভিশ্চ বস্ত্রৈশ্চ সমতর্পয়ৎ ।
যে চান্যে পৃথিবীপালা যেষাং নাস্তি সুহৃজ্জনঃ ॥ ৬

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় ।

[রাজা যুধিষ্ঠির ও ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক যুদ্ধে নিহত জ্ঞাতিবন্ধুগণ এবং অন্যান্য রাজাদের জন্য শ্রাদ্ধ কর্ম্মকরণ ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির যুদ্ধে নিহত জ্ঞাতিবর্গের পৃথক্ পৃথক্ শ্রাদ্ধাদি কার্য্যসকল সম্পাদন করাইলেন ॥১

মহাযশস্বী রাজা ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণের শ্রাদ্ধে সমস্ত কমনীয় গুণযুক্ত অন্ন, গো, ধন ও বহুমূল্য রত্নসকল প্রদান করিলেন ॥ ২

যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর সহিত আচার্য্য দ্রোণ, মহাত্মা কর্ণ, দ্রুপদ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, অভিমন্যু, হিড়িম্বার পুত্র রাক্ষস ঘটোৎকচ, বিরাট আদি উপকারী সুহৃদ্‌বর্গ ও দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রের শ্রাদ্ধ করিলেন ॥ ৩-৪½

তিনি প্রত্যেকের উদ্দেশে হাজার হাজার ব্রাহ্মণকে পৃথক্ পৃথক্ ধন, রত্ন, গো ও বস্ত্র দ্বারা সন্তুষ্ট করিলেন ॥ ৫½

অন্য যে সকল রাজাদের আত্মীয় স্বজন ছিল না, তাহাদের প্রত্যেকের উদ্দেশে রাজা যুধিষ্ঠির শ্রাদ্ধাদি করিলেন ॥৬½

উদ্দিশ্যোদ্দিশ্য তেষাঞ্চ চক্রে রাজৌর্দ্ধদেহিকম্ ।
সভাঃ প্রপাশ্চ বিবিধাস্তটাকানি চ পাণ্ডবঃ ॥ ৭
সুহৃদাং কারয়ামাস সর্বেষামৌর্দ্ধদেহিকম্ ।
স তেষামনৃণো ভূত্বা গত্বা লোকেষ্বথাচ্যুতাম্ ॥ ৮
কৃতকৃত্যোঽভবদ্ রাজা প্রজা ধর্ম্মেণ পালয়ন্ ।
ধৃতরাষ্ট্রং যথাপূর্ব্বং গান্ধারীং বিদুরং তথা ॥ ৯
সর্বাংশ্চ কৌরবান্ মান্যান্ ভৃত্যাংশ্চ সমপূজয়ৎ ।
যাশ্চ তত্র স্ত্রিয়ঃ কাশ্চিদ্ধতবীরা হতাত্মজাঃ ॥ ১০

পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির সুহৃদ্‌গণের উদ্দেশে তাঁহাদের নামে নামাঙ্কিত করিয়া বিবিধ সভাভবন, ধর্ম্মশালা, পানীয়শালা (জলসত্র) ও জলাশয় প্রভৃতি সম্পাদন করত সকলের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য করাইলেন ॥ ৭½

সেই রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাদের সকলের নিকট হইতে অঋণী ও সকলের নিস্কাম অবিষয় হইয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করত কৃতকৃত্য হইলেন ॥ ৮½

যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, বিদুর এবং অন্যান্য বহু মাননীয় কৌরবগণকে পূর্ব্বের ন্যায় সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন এবং ভৃত্যগণকে সাদরে আপ্যায়ন করিতে থাকিলেন ॥ ৯½

সর্ব্বাস্তাঃ কৌরবো রাজা সম্পূজ্যাপালয়দ্ ঘৃণী ।
দীনান্ধ-কৃপণানাঞ্চ গৃহাচ্ছাদন-ভোজনৈঃ ॥ ১১
আনৃশংস্যপরো রাজা চকারানুগ্রহং প্রভুঃ ।
স বিজিত্য মহীং কৃৎস্নামনৃণ্যং প্রাপ্য বৈরিষু ।
নিঃসপত্নঃ সুখী রাজা বিজহার যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ১২

সেখানে যে সকল স্ত্রীগণ ছিলেন, যাঁহারা পতিপুত্রহীনা হইয়া গিয়াছেন, দয়ালু কুরুবংশীয় রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগকে আদরের সহিত সম্যক্‌ভাবে ভরণ-পোষণ করিতে লাগিলেন ॥ ১০½

কোমলহৃদয় শক্তিমান্ রাজা যুধিষ্ঠির দীন, অন্ধ ও বধিরাদি-গণকে গৃহ, আচ্ছাদন ও ভোজন দান করত তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন ॥ ১১½

সেই রাজা যুধিষ্ঠির শত্রুতার পূর্ণ প্রতিশোধ গ্রহণ করত সমগ্র পৃথিবী বিজয় করিয়া পরম সুখে নিষ্কণ্টক (শত্রুহীন) রাজ্যভোগ করত বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ১২½

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্ব্বণি রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বণি শ্রাদ্ধক্রিয়ায়াং
দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে শ্রাদ্ধকর্ম্মবিষয়ক দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[যুধিষ্ঠিরেণ ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য স্তুতিঃ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অভিষিক্তো মহাপ্রজ্ঞো রাজ্যাঃ প্রাপ্য যুধিষ্ঠিরঃ।
দাশার্হং পুণ্ডরীকাক্ষমুবাচ প্রাঞ্জলিঃ শুচিঃ॥ ১
তব কৃষ্ণ প্রসাদেন নয়েন চ বলেন চ।
বুদ্ধ্যা চ যদুশার্দূল তথা বিক্রমণেন চ॥ ২
পুনঃ প্রাপ্তমিদং রাজ্যং পিতৃপৈতামহং ময়া।
নমস্তে পুণ্ডরীকাক্ষ পুনঃ পুনররিন্দম॥ ৩
ত্বামেকমাহুঃ পুরুষং ত্বামাহুঃ সাত্বতাং পতিম্।
নামভিস্ত্বাং বহুবিধৈঃ স্তুবন্তি প্রয়তা দ্বিজাঃ॥ ৪
বিশ্বকর্মন্ নমস্তেঽস্তু বিশ্বাত্মন্ বিশ্বসম্ভব।
বিষ্ণো জিষ্ণো হরে কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠ পুরুষোত্তম॥ ৫
অদিত্যাঃ সপ্তধা ত্বং তু পুরাণো গর্ভতাং গতঃ।
পৃশ্নিগর্ভত্বমেবৈকস্ত্রিযুগঃ ত্বাং বদন্ত্যপি॥ ৬
শুচিশ্রবা হৃষীকেশো ঘৃতার্চির্হংস উচ্যতে।
ত্রিচক্ষুঃ শম্ভুরেকস্ত্বং বিভুর্দামোদরোঽপি চ॥ ৭
বরাহোঽগ্নির্বৃহদ্ভানুর্বৃষভস্তার্ক্ষ্যলক্ষণঃ।
অনীকসাহঃ পুরুষঃ শিপিবিষ্ট উরুক্রমঃ॥ ৮
বরিষ্ঠ উগ্রসেনানীঃ সত্যো রাজসনির্গুহঃ
অচ্যুতস্ত্র্যাবনোঽরীণাং সংস্কৃতো বিকৃতির্যমঃ॥ ৯
কৃষ্ণধর্মস্ত্বমেবাদির্বৃষদর্ভো বৃষাকপিঃ।
সিন্ধুর্বিধর্মস্ত্রিককুপ্ ত্রিধামা ত্রিদিবাচ্যুতঃ॥ ১০
সম্রাড্ বিরাট্ স্বরাট্ চৈব সুররাজো ভবোদ্ভবঃ
বিভুর্ভূরতিভূঃ কৃষ্ণঃ কৃষ্ণবর্ত্মা ত্বমেব চ॥ ১১

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

[যুধিষ্ঠির কর্তৃক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! রাজ্যাভিষেকের পর রাজ্য-প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় বুদ্ধিমান্ যুধিষ্ঠির পবিত্রভাবে কমললোচন দশার্হকুলভূষণ শ্রীকৃষ্ণকে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন। ১

যদুশার্দূল! কৃষ্ণ! কেবলমাত্র তোমারই অনুগ্রহে, নীতি, বল, বুদ্ধি, কৌশল ও বিক্রমের প্রভাবেই আমি পিতৃ-পিতামহোপভুক্ত রাজ্য পুনরায় প্রাপ্ত হইলাম। পদ্মপলাশলোচন! অরিন্দম! তোমাকে বারংবার প্রণাম। ২-৩

জিতেন্দ্রিয় দ্বিজগণ তোমাকে যাদবদিগের প্রভু বলিয়া থাকেন। তাঁহারা তোমাকে অদ্বিতীয় পুরুষ বলেন এবং তোমাকে বহুবিধ নামের দ্বারা স্তব করিয়া থাকেন। ৪

বিশ্বসম্ভব (যাহা হইতে বিশ্বের উৎপত্তি), বিশ্বাত্মন্ (যিনি বিশ্বের আত্মা), বিশ্বকর্মন্ (বিশ্বস্রষ্টা), বিষ্ণু (ব্যাপিহেতু), জিষ্ণু (জয়শীল), হরি (পাপতাপহরণকারী), কৃষ্ণ (কর্ষণকারী), বৈকুণ্ঠ (মায়া অতীত), পুরুষোত্তম (ক্ষর অক্ষর পুরুষ হইতে উত্তম।)—তোমাকে নমস্কার। ৫

তুমি সপ্ত আদিত্য। তুমি পৃশ্নিগর্ভ। তুমি একমাত্র হইয়াও বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেহ ধারণ করিয়াছ। তুমি তিন যুগেই বিদ্যমান, সেইজন্য তোমাকে ত্রিযুগও বলা হয়। ৬

তুমি শুচিশ্রবা (পবিত্রকীর্তি), হৃষীকেশ (ইন্দ্রিয়সকলের ঈশ্বর), ঘৃতার্চি (যজ্ঞপুরুষ), হংস (বিশুদ্ধ পরমাত্মা), ত্রিচক্ষুঃ (ত্রিনেত্রধারী) ভগবান্ শিব ও আপনি এক, বিভু (সর্বব্যাপী) দামোদর (যশোদা কর্তৃক যিনি উদরে দাম বদ্ধ হইয়াছিলেন) বলিয়া কথিত। ৭

বরাহ, অগ্নি, বৃহদ্ভানু (সূর্য), বৃষভ (ধর্ম), গরুড়ধ্বজ (ধ্বজায় গরুড়), অনীকসাহ (শত্রুসেনাসহনশীল), পুরুষ (অন্তর্যামী), শিপিবিষ্ট (আত্মরূপে সর্বদেহে প্রবিষ্ট), উরুক্রম (বামন)—এই সকল আপনারই নাম। ৮

বরিষ্ঠ (সকলের শ্রেষ্ঠ), উগ্রসেনানী (ভয়ঙ্কর সেনাপতি), সত্য (সত্যস্বরূপ), রাজসনি (অন্নদাতা), গুহ (কার্তিকেয়), অচ্যুত (ষড়্বিংভাববিকাররহিত), অরিবিনাশক, সংস্কার-সম্পন্ন দ্বিজ, বর্ণসঙ্কর এবং বৃষ (কামনাবর্ষণকারী) তুমি-ই। ৯

কৃষ্ণধর্ম (যজ্ঞস্বরূপ) সকলের আদিকারণ, বৃষদর্ভ (ইন্দ্রের দর্পহারী), বৃষাকপি (শ্রেষ্ঠধর্মস্বরূপ হরিহর), সিন্ধু (সমুদ্র), বিধর্ম (নির্গুণ পরমাত্মা) ত্রিককুপ্ (উপর নিম্ন ও মধ্য), ত্রিধামা (সূর্য, চন্দ্র ও অগ্নি—এই ত্রিবিধ তেজ), ত্রিদিব (স্বর্গ), অচ্যুত (ষড়্বিকাররহিত)। ১০

তুমি সম্রাট্, বিরাট্, স্বরাট্ (স্বয়ং প্রকাশ), ইন্দ্র, ভবোদ্ভব (বিশ্বের উদ্ভবস্থান), বিভু (সর্বব্যাপী), ভূঃ (সত্তারূপ), অতিভূঃ (নিরাকার পরমাত্মা), কৃষ্ণ (সকলকে আকর্ষণকারী) এবং তুমি-ই কৃষ্ণবর্ত্মা (অগ্নি)। ১১

স্বিষ্টকৃদ্ ভিষগাবর্তঃ কপিলস্ত্বঞ্চ বামনঃ।
যজ্ঞো ধ্রুবঃ পতত্রশ্চ যজ্ঞসেনস্ত্বমুচ্যসে ॥ ১১
শিখণ্ডী নহুষো বভ্রুর্দিবঃস্পৃক্ ত্বং পুনর্বসুঃ।
সুবভ্রু রুক্মযজ্ঞশ্চ সুষেণো দুন্দুভিস্তথা ॥ ১৩
গভস্তিনেমিঃ শ্রীপদ্মঃ পুষ্করঃ পুষ্পধারণঃ।
ঋভুর্বিভুঃ সর্বসূক্ষ্মশ্চারিত্রং চৈব পঠ্যসে ॥ ১৪
অম্ভোনিধিস্ত্বং ব্রহ্মা ত্বং পবিত্রং ধাম ধামবিৎ।
হিরণ্যগর্ভস্ত্বামাহুঃ স্বধা স্বাহা চ কেশব ॥ ১৫
যোনিস্ত্বমস্য প্রলয়শ্চ কৃষ্ণ
ত্বমেবেদং সৃজসে বিশ্বমগ্রে।
বিশ্বং চেদং ত্বদ্বশে বিশ্বযোনে
নমোঽস্তু তে শার্ঙ্গচক্রাসিপাণে ॥১৬

এবং স্তুতো ধর্মরাজেন কৃষ্ণঃ
সভামধ্যে প্রীতিমান্ পুষ্করাক্ষঃ।
তমভ্যনন্দদ্ ভারতং পুষ্কলাভি-
র্বাগ্‌ভির্জ্যেষ্ঠং পাণ্ডবং যাদবাগ্র্যঃ ॥১৭
(এতন্নামশতং বিষ্ণোর্ধর্মরাজেন কীর্তিতম্।
যঃ পঠেচ্ছৃণুয়াদ্ বাপি সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি বাসুদেবস্তুতৌ
ত্রিচত্বারিংশোধ্যায়ঃ ॥ ৪৩

তুমি স্বিষ্টকৃদ্ (সকলেরই অভীষ্টসাধক), ভিষগাবর্ত (অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের পিতা সূর্য), কপিল, বামন, যজ্ঞ, ধ্রুব, গরুড় এবং তুমি-ই যজ্ঞসেন বলিয়া কথিত হও ॥ ১২

তুমি শিখণ্ডী, নহুষ, মহেশ্বর, দিবঃস্পৃক্ (দিক্ দেশাদি দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন), পুনর্বসু, সুবভ্রু (অতিপিঙ্গল বর্ণ), রুক্মযজ্ঞ (সুবর্ণ দক্ষিণার দ্বারা পূর্ণযজ্ঞ), সুষেণ এবং তুমি-ই দুন্দুভি ॥১৩

তুমি গভস্তিনেমি (কালচক্র), শ্রীপদ্ম, পুষ্কর, পুষ্পধারণ, ঋভু, বিভু, সর্বসূক্ষ্ম এবং তুমি-ই সদাচারস্বরূপ ॥ ১৪

তুমি অম্ভোনিধি (সমুদ্র), তুমি ব্রহ্ম, তুমি পবিত্রধাম ও ধামবিদ্। হে কেশব! তুমি-ই হিরণ্যগর্ভ স্বাহা ও স্বধা নামে অভিহিত হও ॥ ১৫

কৃষ্ণ! তুমি-ই জগতের আদি কারণ, প্রলয় ও কল্পারম্ভে প্রথম প্রভবস্থান বিশ্বকারণ! এই সম্পূর্ণ বিশ্ব তোমার-ই অধীন, ধনু, চক্র ও খড়্গধারী তোমাকে নমস্কার ॥ ১৬

রাজা যুধিষ্ঠির যদুকুলশিরোমণি কমললোচন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এইভাবে স্তব করিলেন। অনন্তর তিনি অতিশয় প্রসন্ন হইয়া ভরতবংশভূষণ জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব যুধিষ্ঠিরকে উত্তম বচন দ্বারা অভিনন্দিত করিলেন ॥ ১৭

(যে ব্যক্তি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকর্তৃক বর্ণিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই শত নাম পাঠ বা শ্রবণ করেন, সেই ব্যক্তি সর্ববিধ পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যান।)

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্বে শ্রীকৃষ্ণস্তুতিবিষয়ক ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[মহারাজ-যুধিষ্ঠিরেণ প্রদত্তেষু বিবিধেষু ভবনেষু ভীমসেনাদীনাং ভ্রাতৃণাং প্রবেশো বিশ্রামশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো বিসর্জয়ামাস সর্বাঃ প্রকৃতয়ো নৃপঃ।
বিবিশুশ্চাভ্যনুজ্ঞাতা যথাস্বানি গৃহাণি তে ॥ ১

ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা ভীমং ভীমপরাক্রমম্।
সান্ত্বয়ন্নব্রবীচ্ছ্রীমানর্জুনং যমজৌ তথা ॥ ২

শত্রুভির্বিবিধৈঃ শস্ত্রৈঃ ক্ষতদেহা মহারণে।
শ্রান্তা ভবন্তঃ সুভৃশং তাপিতাঃ শোকমন্যুভিঃ ॥ ৩

অরণ্যে দুঃখবসতীর্মৎকৃতে ভরতর্ষভাঃ।
ভবদ্ভিরনুভূতা হি যথা কৃপুরুষৈস্তথা ॥ ৪

যথাসুখং যথাজোষং জয়োঽয়মনুভূয়তাম্
বিশ্রান্তাল্লব্ধবিজ্ঞানাঃ স্বঃ সমেতাস্মি বঃ পুনঃ ॥ ৫

ততো দুর্য্যোধনগৃহং প্রাসাদৈরুপশোভিতম্।
বহুরত্নসমাকীর্ণং দাসী-দাসসমাকুলম্ ॥ ৬

ধৃতরাষ্ট্রাভ্যনুজ্ঞাতং ভ্রাত্রা দত্তং বৃকোদরঃ
প্রতিপেদে মহাবাহুর্মন্দিরং মঘবানিব ॥ ৭

যথা দুর্য্যোধনগৃহং তথা দুঃশাসনস্য তু।
প্রাসাদমালাসংবৃক্তং হেমতোরণভূষিতম্ ॥ ৮

দাসীদাসসমাকীর্ণং প্রভূতধনধান্যবৎ।
প্রতিপেদে মহাবাহুরর্জুনো রাজশাসনাৎ ॥ ৯

দুর্মর্ষণস্য ভবনং দুঃশাসনগৃহাদ্ বরম্।
কুবেরভবনপ্রখ্যং মণিহেমবিভূষিতম্ ॥ ১০

নকুলায় বরার্হায় কশিতায় মহাবনে।
দদৌ প্রীতো মহারাজ ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ১১

দুর্মুখস্য চ বৈশ্যাগ্র্যং শ্রীমৎ কনকভূষণম্।
পূর্ণপদ্মদলাক্ষীণাং স্ত্রীণাং শয়নসঙ্কুলম্ ॥ ১২

প্রদদৌ সহদেবায় সন্তুতং প্রিয়কারিণে।
মুমুদে তচ্চ লব্ধাসৌ কৈলাসং ধনদো যথা ॥ ১৩

যুযুৎসুর্বিদুরশ্চৈব সঞ্জয়শ্চ বিশাম্পতে।
সুধর্মা চৈব ধৌম্যশ্চ যথাস্বান্ জগৃহুরালয়ান্ ॥ ১৪

সহ সাত্যকিনা শৌরির্জুনস্য নিবেশনম্।
বিবেশ পুরুষব্যাঘ্রো ব্যাঘ্রো গিরিগুহামিব ॥ ১৫

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

[মহারাজ যুধিষ্ঠিরকর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন ভবনে ভীমসেনাদি ভ্রাতৃগণের প্রবেশ ও বিশ্রাম।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজন্! তদনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির প্রজাগণকে বিদায় দান করিলে পর তাহারা রাজা কর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া স্ব স্ব গৃহ উদ্দেশে যাত্রা করিল। ১

তখন শ্রীমান্ রাজা যুধিষ্ঠির ভয়ানক পরাক্রমী ভীমসেন, অর্জুন ও নকুল-সহদেবকে সান্ত্বনাদান করিতে করিতে বলিলেন। ২

মহাযুদ্ধে শত্রুগণের বিবিধ অস্ত্রের দ্বারা তোমরা ক্ষতদেহ ও পরিশ্রান্ত এবং শোক দুঃখে (ক্রোধে) অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়াছ। ৩

ভরতশ্রেষ্ঠ! আমার নিমিত্তই তোমাদিগকে ভাগ্যহীন পুরুষের ন্যায় বনবাসের দুঃখ ও কষ্ট অনুভব করিতে হইয়াছিল। ৪

অধুনা তোমরা মনোমত স্থানে ইচ্ছানুসারে সুখে অবস্থান করত বিজয়ানন্দ অনুভব কর। উত্তমরূপে বিশ্রাম করিবার পর তোমাদের চিত্ত স্বস্থ হইলে পর কল্য পুনরায় আমরা মিলিত হইব। ৫

তদনন্তর জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি লইয়া বৃকোদরকে ভ্রাতা যুধিষ্ঠির কর্তৃক প্রদত্ত প্রাসাদপরিশোভিত নানারত্নখচিত দাসদাসী পরিপূর্ণ ইন্দ্রালয়তুল্য দুর্য্যোধনের গৃহ ভীমসেনকে অর্পিত করিলেন। মহাবাহু বৃকোদর ইন্দ্রের স্ব মন্দিরে প্রবেশের ন্যায় সেই ভবনে প্রবিষ্ট হইলেন। ৬-৭

রাজার আদেশে মহাবাহু অর্জুন দুর্য্যোধনের গৃহের ন্যায় বহু প্রাসাদে পরিবেষ্টিত, স্বর্ণতোরণবিভূষিত দাসদাসীসমাকুল ও প্রভূত ধনধান্যপরিপূর্ণ দুঃশাসনভবন প্রাপ্ত হইলেন। ৮-৯

মহারাজ! ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির প্রীত হইয়া দুঃশাসনের গৃহ অপেক্ষা সুন্দর, কুবেরভবনের ন্যায় সুশোভিত, সুবর্ণ ও মণিভূষিত দুর্মর্ষণের ভবন বনবাসে কষ্ট ভোগকারী বরযোগ্য নকুলকে দান করিলেন। ১০-১১

রাজা যুধিষ্ঠির সতত প্রিয়কারী সহদেবকে শ্রীসম্পন্ন, স্বর্ণভূষিত ও বিকসিত-কমললোচনা স্ত্রীগণের শয্যাপরিপূর্ণ দুর্মুখের শ্রেষ্ঠ ভবন দান করিলেন। কৈলাস প্রাপ্ত হইয়া কুবের যেমন আনন্দিত হইয়াছিলেন সহদেব তদ্রূপ এই ভবনপ্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত হইলেন। ১২-১৩

প্রজানাথ! যুযুৎসু, বিদুর, সঞ্জয়, সুধর্মা ও ধৌম্যমুনি তাঁহাদের পূর্ব্বাবস্থিত স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন। ১৪

ব্যাঘ্র যেরূপ গিরিগহ্বরে প্রবেশ করে, তদ্রূপ সাত্যকির সহিত পুরুষব্যাঘ্র শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। ১৫

তত্র ভক্ষ্যান্নপানৈস্তে মুদিতাঃ সুসুখোষিতাঃ।
সুখপ্রবুদ্ধা রাজানমুপতস্থুর্যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ১৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি গৃহবিভাগে চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৪

এইরূপে তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব গৃহে অবস্থান করত বিবিধ বস্তু উপভোগ ও নিদ্রাসুখ অনুভব করিয়া পরদিবস পুনরায় যুধিষ্ঠিরের সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। ১৬

শ্রীময়ঃষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্বে গৃহবিভাগবিষয়ক চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[যুধিষ্ঠিরেণ ব্রাহ্মণানামাশ্রিত-জনানাঞ্চ সৎকারঃ, তেভ্যো বিবিধ-বস্তুদানম্, শ্রীকৃষ্ণসমীপে গমনপূর্ব্বকং তস্য স্তবঃ কুর্বতো যুধিষ্ঠিরস্য কৃতজ্ঞতাপ্রকাশশ্চ।]

জনমেজয় উবাচ।

প্রাপ্য রাজ্যং মহাবাহুর্ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ
যদন্যদকরোদ্ বিপ্র তন্মে বক্তুমিহার্হসি ॥ ১
ভগবান্ বা হৃষীকেশস্ত্রৈলোক্যস্য পরো গুরুঃ।
ঋষে যদকরোদ্ বীরস্তচ্চ ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

শৃণু তত্ত্বেন রাজেন্দ্র কীর্ত্যমানং ময়ানঘ।
বাসুদেবং পুরস্কৃত্য যদকুর্বত পাণ্ডবঃ ॥ ৩
প্রাপ্য রাজ্যং মহারাজ কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
চাতুর্বর্ণ্যং যথাযোগ্যং স্বে স্বে স্থানে ন্যবেশয়ৎ ॥ ৪
ব্রাহ্মণানাং সহস্রঞ্চ স্নাতকানাং মহাত্মনাম্।
সহস্রং নিষ্কমেকৈকং দাপয়ামাস পাণ্ডবঃ ॥ ৫
তথাঽনুজীবিনো ভৃত্যান্ সংশ্রিতানতিথীনপি।
কামৈঃ সন্তর্পয়ামাস কৃপণাংস্তর্ককানপি ॥ ৬
পুরোহিতায় ধৌম্যায় প্রাদাদযুতশঃ স গাঃ।
ধনং সুবর্ণং রজতং বাসাংসি বিবিধান্যপি ॥ ৭
কৃপায় চ মহারাজ গুরুবৃত্তিমবর্তত।
বিদুরায় চ রাজাসৌ পূজাং চক্রে যতব্রতঃ ॥ ৮
ভক্ষ্যান্নপানৈর্বিবিধৈর্ধার্মোভিঃ শয়নাসনৈঃ।
সর্বান্ সন্তোষয়ামাস সংশ্রিতান্ দদতাং বরঃ ॥ ৯
লব্ধপ্রশমনং কৃত্বা স রাজা রাজসত্তম।
যুযুৎসোর্ধার্তরাষ্ট্রস্য পূজাং চক্রে মহাযশাঃ ॥ ১০

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

[যুধিষ্ঠিরকর্তৃক ব্রাহ্মণগণ ও আশ্রিত ব্যক্তিদিগের সৎকার, তাঁহাদিগকে বিবিধ বস্তু দান এবং শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গমনপূর্ব্বক তাঁহার স্তুতি করিতে করিতে যুধিষ্ঠির কৃতজ্ঞতা প্রকাশ।]

জনমেজয় বলিলেন বিপ্র! মহাবাহু ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া অন্যান্য কোন কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন, তাহা আমাকে কৃপা করিয়া বলুন। ১

মহর্ষে! ত্রিলোকের পরমগুরু বীরবর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও ঐসময় কোন কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন, তাহা আমাকে বিস্তৃতভাবে বলুন। ২

বৈশম্পায়ন বলিলেন—নিষ্পাপ রাজেন্দ্র! পাণ্ডবগণ ভগবান্ বাসুদেবকে অগ্রে করত যাহা কিছু করিয়াছিলেন, তদ্বৃত্তঃ তৎসমস্ত আমি বর্ণনা করিতেছি—শ্রবণ কর্ন। ৩

মহারাজ! কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া চারিবর্ণ জ্ঞাত ব্যক্তিদিগকে যোগ্যতানুসারে স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। ৪

তৎপরে পাণ্ডব যুধিষ্ঠির সহস্র মহাত্মা স্নাতক ব্রাহ্মণের প্রত্যেককে এক এক হাজার সুবর্ণমুদ্রা প্রদান করাইলেন। ৫

ইহার পর অনুজীবী ভৃত্য, আশ্রিত অতিথি, দীন-দরিদ্র ও প্রশ্নোত্তরদাতা জ্যোতিষিকে তাহাদের প্রত্যেকের ইচ্ছানুসারে ভোগ্য বস্তুর দ্বারা সন্তুষ্ট করিলেন। ৬

সেই রাজা যুধিষ্ঠির পুরোহিত ধৌম্যকে দশহাজার গাভী, ধন, সুবর্ণ, রৌপ্য বহুবিধ বস্ত্র বিশেষভাবে দান করিলেন। ৭

মহারাজ! ব্রতপরায়ণ সেই রাজা যুধিষ্ঠির কৃপাচার্য্যকে গুরুর ন্যায় সম্মান ও ব্যবহার এবং বিদুরকেও যথোচিত সম্মান করিতে লাগিলেন। ৮

দাতাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির আশ্রিতগণকে অন্ন, পান, বস্ত্র, শয্যা, আসন প্রভৃতি দান করিয়া সন্তুষ্ট করিলেন। ৯

রাজশ্রেষ্ঠ! মহাযশস্বী রাজা যুধিষ্ঠির প্রাপ্ত ধনের যথাযথভাবে বিভক্ত করিয়া দিয়া ইহাদের শান্ত করত ধৃতরাষ্ট্র ও যুযুৎসুর পূজা করিলেন ॥ ১০

ধৃতরাষ্ট্রায় তদ্ রাজ্যং গান্ধার্য্যৈ বিদুরায় চ।
নিবেদ্য সুস্থবদ্ রাজা সুখমাস্তে যুধিষ্ঠিরঃ॥ ১১
তথা সর্বং স নগরং প্রসাদ্য ভরতর্ষভ।
বাসুদেবং মহাত্মানমভ্যগচ্ছৎ কৃতাঞ্জলিঃ॥ ১২
ততো মহতি পর্য্যঙ্কে মণিকাঞ্চনভূষিতে।
দদর্শ কৃষ্ণমাসীনং নীলমেঘসমদ্যুতিম্॥ ১৩
জ্বাজ্বল্যমানং বপুষা দিব্যাভরণভূষিতম্।
পীতকৌশেয়বসনং হেম্নেবোপগতং মণিম্॥ ১৪
কৌস্তুভেনোরসিস্থেন মণিনাভিবিরাজিতম্।
উদ্যতেবোদয়ং শৈলং সূর্য্যেণাভিবিরাজিতম্॥ ১৫
নোপমাং বিদ্মতে তস্য ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
সোঽভিগম্য মহাত্মানং বিষ্ণুং পুরুষবিগ্রহম্॥ ১

উবাচ মধুরং রাজা স্মিতপূর্বমিদং তদা।
সুখেন তে নিশা কচ্চিদ্ ব্যুষ্টা বুদ্ধিমতাং বর॥ ১৭
কচ্চিজ্জ্ঞানানি সর্বাণি প্রসন্নানি তবাচ্যুত।
তথৈবোপস্থিতা দেবী বুদ্ধির্বুদ্ধিমতাং বর॥ ১৮
বয়ং রাজ্যমনুপ্রাপ্তাঃ পৃথিবী চ বশে স্থিতা।
তব প্রসাদাদ্ ভগবংস্ত্রিলোকগতিবিক্রম॥ ১৯
জয়ং প্রাপ্তা যশশ্চাগ্র্যং ন চ ধর্মচ্যুতা বয়ম্।
তং তথা ভাষমাণং তু ধর্মরাজমরিন্দমম্।
নোবাচ ভগবান্ কিঞ্চিদ্ ধ্যানমেবান্বপদ্যত॥ ২০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি কৃষ্ণং প্রতি যুধিষ্ঠির-বাক্যে পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৪৫

ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও বিদুরকে সেই সমগ্র রাজ্য নিবেদন করিয়া রাজা যুধিষ্ঠির সুস্থ ও নিশ্চিন্ত (শান্ত) হইলেন। ১১

ভরতশ্রেষ্ঠ! এইরূপে নগরের সমস্ত প্রজাগণকে প্রসন্ন করিয়া সেই যুধিষ্ঠির কৃতাঞ্জলিপুটে মহাত্মা বাসুদেবের নিকট গমন করিলেন। ১২

তদনন্তর সেই রাজা দেখিলেন—নীল মেঘতুল্যকান্তি দিব্য আভরণভূষিত তেজঃপুঞ্জকলেবর মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ পীতাম্বরপরিধান পূর্ব্বক স্বর্ণশোভিত মণির শোভার ন্যায় শোভাধারণ করত মণি-কাঞ্চনসমলঙ্কৃত পর্যঙ্কে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। ১৩-১৪

বক্ষঃস্থল কৌস্তুভ মণিদ্বারা অলঙ্কৃত হওয়ায় তিনি উদয়োন্মুখ সূর্য্যমণ্ডল চিহ্নিত উদয়াচলের শোভাধারণ করিয়াছিলেন। ১৫

ত্রিলোকে তাঁহার কোনও উপমা নাই। রাজা যুধিষ্ঠির মানব বিগ্রহধারী পরমাত্মা বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হইয়া স্মিতহাস্যে মধুর বাক্যে বলিতে লাগিলেন। ১৬½

বুদ্ধিমানগণের শ্রেষ্ঠ অচ্যুত! আপনি পরম সুখে নিশা অতিবাহিত করিয়াছেন ত? আপনার জ্ঞানেন্দ্রিয়সকল সুপ্রসন্ন আছে ত'? ১৭½

বুদ্ধিমানদিগের শ্রেষ্ঠ! বুদ্ধিদেবী আপনাকে আশ্রয় করিয়াছে ত'? আপনার প্রসাদে আমরা রাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছি এবং পৃথিবীও আমাদের অধিকারে আসিয়াছে। ত্রিলোকগতি-বিক্রম! (আপনি-ই ত্রিলোকের আশ্রয় ও পরাক্রম) ভগবন্! আপনার দয়াতে-ই আমরা বিজয় ও যশ প্রাপ্ত হইয়াছি এবং ধর্ম-পথ হইতে পরিভ্রষ্ট হই নাই। ১৮-১৯½

অরিন্দম ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এইরূপ বলিলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কিছুই বলিলেন না; তিনি ধ্যানমগ্ন রহিলেন। ২০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্বে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যুধিষ্ঠির-বাক্য-বিষয়ক পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্‌চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীকৃষ্ণ-যুধিষ্ঠিরয়োঃ কথোপকথনম্, শ্রীকৃষ্ণেন ভীষ্মস্য প্রশংসা, তৎসমীপে গন্তুং যুধিষ্ঠিরায়াদেশদানঞ্চ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কিমিদং পরমাশ্চর্য্যং ধ্যায়স্যমিতবিক্রম।
কচ্চিল্লোকত্রয়স্যাস্য স্বস্তি লোকপরায়ণ॥ ১
চতুর্থং ধ্যানমার্গং ত্বমালম্ব্য পুরুষর্ষভ।
অপক্রান্তো যতো দেবস্তেন মে বিস্মিতং মনঃ॥ ২
নিগৃহীতো হি বায়ুস্তে পঞ্চকর্ম্মা শরীরগঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রসন্নানি মনসি স্থাপিতানি তে॥ ৩
বাক্ চ সত্ত্বঞ্চ গোবিন্দ বুদ্ধৌ সংবেশিতানি তে।
সর্বে চৈব গুণা দেবাঃ ক্ষেত্রজ্ঞে তে নিবেশিতাঃ॥ ৪
নেঙ্গন্তি তব রোমাণি স্থিরা বুদ্ধিস্তথা মনঃ।
কাষ্ঠকুড্যশিলাভূতো নিরীহশ্চাসি মাধব॥ ৫
যথা দীপো নিবাতস্থো নিরিঙ্গো জ্বলতে পুনঃ।
তথাসি ভগবন্ দেব পাষাণ ইব নিশ্চলঃ॥ ৬
যদি শ্রোতুমিহার্হোঽমি ন রহস্যঞ্চ তে যদি।
ছিন্ধি মে সংশয়ং দেব প্রপন্নায়াভিযাচতে॥ ৭
ত্বং হি কর্ত্তা বিকর্ত্তা চ ক্ষরঃ চৈবাক্ষরঞ্চ হি।
অনাদিনিধনশ্চাদ্যস্ত্বমেব পুরুষোত্তম॥ ৮
ত্বৎপ্রপন্নায় ভক্তায় শিরসা প্রণতায় চ।
ধ্যানস্যাস্য যথা তত্ত্বং ব্রূহি ধর্ম্মভৃতাং বর॥ ৯
ততঃ স্বে গোচরে ন্যস্য মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়াণি সঃ
স্মিতপূর্বমুবাচেদং ভগবান্ বাসবানুজঃ॥ ১০

বাসুদেব উবাচ

শরতল্পগতো ভীষ্মঃ শাম্যন্নিব হুতাশনঃ।
মাং ধ্যায়তি পুরুষব্যাঘ্রস্ততো মে তদ্গতং মনঃ॥ ১১
যস্য জ্যাতলনির্ঘোষং বিস্ফূর্জিতমিবাশনেঃ।
ন সেহে দেবরাজোঽপি তমস্মি মনসা গতঃ॥ ১২
যেনাভিজিত্য তরসা সমস্তং রাজমণ্ডলম্।
উঢ়াস্তিস্রস্তু তাঃ কন্যাস্তস্মি মনসা গতঃ ১৩

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়

[যুধিষ্ঠির ও শ্রীকৃষ্ণের কথোপকথন, শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক ভীষ্মের প্রশংসা ও তাঁহার নিকট যাইবার জন্য যুধিষ্ঠিরকে আদেশ দান।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন—হে অমিতবিক্রম! লোকপরায়ণ! (জগতের আশ্রয়) পুরুষোত্তম! আপনি কাহার ধ্যানে মগ্ন? —আশ্চর্য্য ব্যাপার। ত্রিলোকের কুশল ত'? আপনি জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তির অতীত চতুর্থ তুরীয় অবস্থা অবলম্বনে সূল-সূক্ষ্ম-কারণ দেহের ঊর্দ্ধে অবস্থান করিতেছেন। ইহা আমার অত্যন্ত আশ্চর্য্য মনে হইতেছে। ১-২

আপনার শরীরে স্থিত ও শ্বাস প্রশ্বাসাদি পঞ্চ কর্মকারী প্রাণবায়ু অবরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। আপনি সহজ প্রসন্ন ইন্দ্রিয়গণকে মনোমধ্যে স্থাপিত করিয়াছেন॥ ৩

গোবিন্দ! আপনি মনোবাক্য প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণকে বুদ্ধিতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন এবং সমস্ত গুণ ও ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণকে ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মাতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন॥ ৪

আপনার লোমসকল স্থির ও দণ্ডায়মান। মনবুদ্ধিও স্থির। মাধব! আপনি কাষ্ঠ, প্রাচীর ও প্রস্তরের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া অবস্থান করিতেছেন॥ ৫

হে ভগবন্! দেবদেব! যেমন বায়ুশূন্য স্থানে দীপশিখা অচঞ্চল ভাবে অবস্থান করে, তদ্রূপ আপনি স্থির, যেন পাষাণ॥৬

দেব! যদি আমি শুনিবার অধিকারী হই এবং অতি গোপনীয় না হয়, তাহা হইলে আমার সংশয় দূর করুন—এইজন্য বারংবার আপনার শরণাপন্ন হইতেছি॥ ৭

হে পুরুষোত্তম! আপনিই জগতের স্রষ্টা ও ধ্বংসকারী, আপনিই ক্ষর ও অক্ষর পুরুষ, আপনার আদি ও অন্ত নাই, আপনিই আদি কারণ॥ ৮

আমি আপনার শরণাগত ভক্ত, আপনার চরণে মস্তক রাখিয়া প্রণাম করিতেছি। ধর্ম্মাত্মাগণশ্রেষ্ঠ! এই ধ্যানের রহস্য আমায় কৃপা করিয়া বলুন॥ ৯

যুধিষ্ঠিরের এই প্রার্থনা শ্রবণ করত বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণকে যথাস্থানে স্থাপন পূর্বক ইন্দ্রানুজ শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য সহকারে বলিলেন॥ ১০

বাসুদেব বলিলেন—নির্বাণোন্মুখ অগ্নির ন্যায় শরশয্যায় শয়নে ভীষ্মদেব আমায় ধ্যান করিতেছেন; এইজন্যই আমিও তদ্গতচিত্ত হইয়াছি॥ ১১

বজ্রধ্বনির ন্যায় যাঁহার জ্যা শব্দ দেবরাজ ইন্দ্রও সহ্য করিতে সমর্থ হইতেন না, আমি সেই ভীষ্মের চিন্তায় মনঃসংযোগ করিয়াছিলাম॥১২

যিনি স্বীয় বাহুবলে সমস্ত রাজমণ্ডলকে পরাজিত করিয়া স্বয়ংবর স্থল হইতে কাশীরাজের তিন কন্যাকে আনয়ন করিয়াছিলেন, আমি সেই ভীষ্মকেই ধ্যান করিতেছিলাম॥ ১৩

ত্রয়োবিংশতিরাত্রং যো যোধয়ামাস ভার্গবম্
ন চ রামেণ নিস্তীর্ণস্তমস্মি মনসা গতঃ ॥ ১৪
একীকৃত্যেন্দ্রিয়গ্রামং মনঃ সংযম্য মেধয়া
শরণং মামুপাগচ্ছৎ ততো মে তদ্‌গতং মনঃ ॥ ১৫
যং গঙ্গা গর্ভবিধিনা ধারয়ামাস পার্থিব
বশিষ্ঠশিক্ষিতং তাত তমস্মি মনসা গতঃ ॥ ১৬
দিব্যাস্ত্রাণি মহাতেজা যো ধারয়তি বুদ্ধিমান্।
সাঙ্গাংশ্চ চতুরো বেদাংস্তমস্মি মনসা গতঃ ॥ ১৭
রামস্য দয়িতং শিষ্যং জামদগ্ন্যস্য পাণ্ডব।
আধারং সর্ববিদ্যানাং তমস্মি মনসা গতঃ ॥ ১৮
স হি ভূতং ভবিষ্যচ্চ ভবচ্চ ভরতর্ষভ।
বেত্তি ধর্মবিদাং শ্রেষ্ঠস্তমস্মি মনসা গতঃ ॥ ১৯
তস্মিন্ হি পুরুষব্যাঘ্রে কর্মভিঃ স্বৈর্দিবং গতে।
ভবিষ্যতি মহী পার্থ নষ্টচন্দ্রেব শর্বরী ॥ ২০
তদ্ যুধিষ্ঠির গাঙ্গেয়ং ভীষ্মং ভীমপরাক্রমম্।
অভিগম্যোপসংগৃহ্য পৃচ্ছ যৎ তে মনোগতম্ ॥ ২১
চাতুর্বিদ্যং চাতুর্হোত্রং চাতুরাশ্রম্যমেব চ।
রাজধর্মাংশ্চ নিখিলান্ পৃচ্ছেনং পৃথিবীপতে ॥ ২২
তস্মিন্নস্তমিতে ভীষ্মে কৌরবাণাং ধুরন্ধরে
জ্ঞানান্যস্তং গমিষ্যন্তি তস্মাৎ ত্বাং চোদয়ামাহম্ ॥ ২৩
তচ্ছ্রুত্বা বাসুদেবস্য তথ্যং বচনমুত্তমম্।
সাশ্রুকণ্ঠঃ স ধর্মজ্ঞো জনার্দনমুবাচ হ ॥ ২৪
যদ্ ভবানাহ ভীষ্মস্য প্রভাবং প্রতি মাধব।
তথা তন্নাত্র সন্দেহো বিদ্যতে মম মাধব ॥ ২৫
মহাভাগ্যঞ্চ ভীষ্মস্য প্রভাবশ্চ মহাত্মনঃ।
শ্রুতং ময়া কথয়তাং ব্রাহ্মণানাং মহাত্মনাম্ ॥ ২৬
ভবাংশ্চ কর্তা লোকানাং যদ্ ব্রবীতারিসূদন।
তথা তদনভিধ্যেয়ং বাক্যং যাদবনন্দন ॥ ২৭
যদি ত্বনুগ্রহবতী বুদ্ধিস্তে ময়ি মাধব
ত্বামগ্রতঃ পুরস্কৃত্য ভীষ্মং যাস্যামহে বয়ম্ ॥ ২৮

ত্রয়োবিংশতি অহোরাত্র—২৩ দিন পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে জমদগ্নিনন্দন পরশুরাম যুদ্ধ করিয়া যাঁহাকে পরাস্ত করিতে সমর্থ হয়েন নাই, আমার মন সেই ভীষ্মে সংযুক্ত ছিল ॥১৪

যে ভীষ্ম স্বীয় সকল ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে একত্র করত বুদ্ধির দ্বারা মনের সংযম পূর্বক আমার শরণাগত হইয়াছেন, আমি সেই ভীষ্মের ধ্যান করিতেছিলাম ॥ ১৫

তাত! ভূপাল! যাহাকে গঙ্গাদেবী বিধিপূর্বক গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন, যিনি বশিষ্ঠ দ্বারা বেদ-শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আমার মন সেই ভীষ্মে লগ্ন ছিল ॥ ১৬

মহাতেজস্বী ও বুদ্ধিমান্ যে ভীষ্ম দিব্য অস্ত্রসকল এবং একত্রে চারি বেদ ধারণ করিয়া আছেন; আমি সেই ভীষ্মের চিন্তা করিতেছিলাম ॥ ১৭

পাণ্ডুনন্দন! যিনি জমদগ্নিনন্দন পরশুরামের প্রিয় শিষ্য এবং সকল বিদ্যার আধার, আমি সেই ভীষ্মের চিন্তায় নিমগ্ন ছিলাম ॥১৮

ভরতশ্রেষ্ঠ! যিনি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই ত্রিকালজ্ঞ, যিনি ধর্মজ্ঞগণের শ্রেষ্ঠ, আমি সেই ভীষ্মের চিন্তা করিতেছিলাম ॥১৯

পার্থ! যখন সেই পুরুষসিংহ ভীষ্ম স্বীয় কর্মানুযায়ী স্বর্গলোকে গমন করিবেন, তখন এই পৃথিবী অমাবস্যার রাত্রির ন্যায় শ্রীহীন হইবে ॥ ২০

মহারাজ যুধিষ্ঠির! অতএব আপনি সেই ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী গঙ্গানন্দন ভীষ্মের নিকট গমন করত চরণে প্রণত হইয়া আপনার মনের প্রশ্নসকল নিবেদন করুন ॥ ২১

পৃথিবীপতি! ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্বিদ্যা, হোতা, উদ্গাতা, ব্রহ্মা ও অধ্বর্যু প্রভৃতির সম্বন্ধরক্ষক যজ্ঞাদিকর্ম, ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চারি আশ্রমধর্ম ও রাজধর্ম প্রভৃতি সমুদয় বিষয় প্রশ্ন করুন ॥ ২২

সেই কৌরববংশের ভারবহনকারী ভীষ্ম পরলোক গমন করিলে সকল প্রকার জ্ঞান এককালে নষ্ট হইত, আমি সেইজন্য আপনাকে তাঁহার নিকট গমন করিতে বলিতেছি ॥২৩

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই উত্তম ও যথার্থ বচন শ্রবণ করত ধর্মজ্ঞ যুধিষ্ঠির অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে জনার্দ্দনকে বলিলেন ॥ ২৪

মাধব! ভীষ্মদেবের প্রভাব আপনি যেরূপ বলিতেছেন, তৎসমুদয় যথার্থ এবং ঐ বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নাই ॥ ২৫

হে মহাতেজস্বী কেশব! আমি মহাত্মা ব্রাহ্মণগণের মুখে ভীষ্মদেবের সৌভাগ্য ও প্রভাবের কথা শুনিয়াছি ॥ ২৬

শত্রুসূদন! যাদবনন্দন! আপনি লোকসকলের কর্ত্তা, আপনি যাহা কিছু বলিতেছেন তৎসমুদয় বিষয়ে চিন্তায় বা সন্দেহের অবকাশ নাই ॥ ২৭

মাধব! যদি আমার প্রতি আপনি অনুগ্রহ করেন, তাহা হইলে আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া ভীষ্মদেবের নিকট লইয়া চলুন ॥ ২৮

আবৃতে ভগবত্যর্কে স হি লোকান্ গমিষ্যতি।
ত্বদ্দর্শনং মহাবাহো তস্মাদর্হতি কৌরবঃ ॥ ২৯
তব চাদ্যস্য দেবস্য ক্ষরস্যাক্ষরস্য চ।
দর্শনং ত্বস্য লাভঃ স্যাৎ ত্বং হি ব্রহ্মময়ো নিধিঃ ॥ ৩০

বৈশম্পায়ন উবাচ।

শ্রুত্বৈবং ধর্মরাজস্য বচনং মধুসূদনঃ।
পার্শ্বস্থং সাত্যকিং প্রাহ রথো মে যুজ্যতামিতি ॥ ৩১
সাত্যকিস্ত্বাশু নিক্রম্য কেশবস্য সমীপতঃ।
দারুকং প্রাহ কৃষ্ণস্য যুজ্যতাং রথ ইত্যুত ॥ ৩২
স সাত্যকেরাশু বচো নিশম্য
রথোত্তমং কাঞ্চনভূষিতাঙ্গম্।
মসারগল্বর্কময়ৈর্বিভঙ্গৈ—
র্বিভূষিতং হেমনিবদ্ধচক্রম্ ॥ ৩৩
দিবাকরাংশুপ্রভমাশুগামিনং
বিচিত্রনানামণিভূষিতান্তরম্।
নবোদিতং সূর্য্যমিব প্রতাপিনং
বিচিত্রতাক্ষ্যধ্বজিনং পতাকিনম্ ॥ ৩৪
সুগ্রীবশৈব্যপ্রমুখৈর্বরাশ্বৈ—
র্মনোজবৈঃ কাঞ্চনভূষিতাঙ্গৈঃ।
সংযুক্তমাবেদয়দচ্যুতায়
কৃতাঞ্জলির্দারুকো রাজসিংহ ॥ ৩৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি মহাপুরুষস্তবে
ষট্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৬

মহাবাহো! উত্তরায়ণে সূর্য্যদেবের গতি হইলে-ই ভীষ্মদেব দেবলোকে গমন করিবেন। অতএব আপনার দর্শন তাঁহার অবশ্য প্রাপ্তব্য ॥২৯

আপনি আদিদেব তথা ক্ষর ও অক্ষর পুরুষ আপনার দর্শন তাঁহার পক্ষে পরম লাভজনক, কারণ, আপনি ব্রহ্ম-স্বরূপ এবং দয়ার সাগর ॥ ৩০

বৈশম্পায়ন বলিলেন রাজন্! ধর্মরাজের এই বাক্য শ্রবণ করত মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ পার্শ্বস্থ সাত্যকিকে রথযোজন করিতে বলিলেন ॥ ৩১

আজ্ঞামাত্র সাত্যকি শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে গমন করত দারুককে বলিলেন শ্রীকৃষ্ণের রথ প্রস্তুত কর ॥ ৩২

রাজসিংহ! সাত্যকির এই বচন শ্রবণ করিয়া দারুক মরকত, চন্দ্রকান্ত ও সূর্য্যকান্ত মণির জ্যোতির্ময়ী তরঙ্গ-বিমণ্ডিত, স্বর্ণময়ী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গযুক্ত, স্বর্ণ সংযুক্তচক্র—এইরূপ রথ যোজনা করত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকট করযোড়ে নিবেদন করিলেন। সূর্য্য-কিরণ সদৃশ উদ্ভাসিত শীঘ্রগামী সেই প্রতাপশালী রথ অশ্বসংযুক্ত হইয়া সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। রথের অভ্যন্তর নানা মণি-বিমণ্ডিত ছিল। সেই রথে গরুড়চিহ্নিত ধ্বজ ও পতাকা শোভা পাইতেছিল এবং উত্তম স্বর্ণভূষণে বিভূষিত মনের ন্যায় দ্রুতগামী সুগ্রীব ও শৈব্য আদি সুন্দর অশ্ব যোজিত ছিল ॥৩৩-৩৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্বে মহাপুরুষ-স্তববিষয়ক ষট্চত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ভীষ্মেণ ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য স্তুতিঃ—ভীষ্মস্তবরাজঃ।]

জনমেয় উবাচ।

শরতল্পে শয়ানস্তু ভরতানাং পিতামহঃ
কথমুৎসৃষ্টবান্ দেহং কস্ত যোগমধারয়ৎ ॥ ১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

শৃণুষাবহিতো রাজন্ শুচির্ভূত্বা সমাহিতঃ।
ভীষ্মস্য কুরুশার্দূল দেহোৎসর্গং মহাত্মনঃ ॥ ২

(শুক্লপক্ষস্য চাষ্টম্যাং মাঘমাসস্য পার্থিব।
প্রাজাপত্যে চ নক্ষত্রে মধ্যং প্রাপ্তে দিবাকরে ॥
নিবৃত্তমাত্রে ত্বয়ন উত্তরে বৈ দিবাকরে।
সমাবেশয়দাত্মানমাত্মন্যেব সমাহিতঃ ॥ ৩

বিকীর্ণাংশুরিবাদিত্যো ভীষ্মঃ শরশতৈশ্চিতঃ।
শুশুভে পরয়া লক্ষ্ম্যা বৃতো ব্রাহ্মণসত্তমৈঃ ॥ ৪

ব্যাসেন বেদবিদুষা নারদেন সুরর্ষিণা।
দেবস্থানেন বাৎস্যেন তথাশ্মক-সুমন্তনা ॥৫

তথা জৈমিনিনা চৈব পৈলেন চ মহাত্মনা।
শাণ্ডিল্য-দেবলাভ্যাঞ্চ মৈত্রেয়েণ চ ধীমতা ॥ ৬

অসিতেন বশিষ্ঠেন কৌশিকেন মহাত্মনা।
হারীত লোমশাভ্যাঞ্চ তথাঽঽত্রেয়েণ ধীমতা ॥ ৭

বৃহস্পতিশ্চ শুক্রশ্চ চ্যবনশ্চ মহামুনিঃ
সনৎকুমারঃ কপিলো বাল্মাকিস্তুম্বুরুঃ কুরুঃ ॥৮

মৌদ্গল্যো ভার্গবো রামস্তৃণবিন্দুর্মহামুনিঃ।
পিপ্পলাদোঽথ বায়ুশ্চ সংবর্তঃ পুলহঃ কচঃ ॥ ৯

কাশ্যপশ্চ পুলস্ত্যশ্চ ক্রতুদক্ষঃ পরাশরঃ।
মরীচিরঙ্গিরাঃ কাশ্যো গৌতমো গালবো মুনিঃ ॥ ১০

ধৌম্যো বিভাণ্ডো মাণ্ডব্যো ধৌম্রঃ কৃষ্ণানুভৌতিকঃ।
উলূকঃ পরমো বিপ্রো মার্কণ্ডেয়ো মহামুনিঃ ॥ ১১

ভাস্করিঃ পূরণঃ কৃষ্ণঃ সুতঃ পরমধার্মিকঃ।
এতৈশ্চান্যৈর্মুনিগণৈর্মহাভাগৈর্মহাত্মভিঃ ॥ ১২

শ্রদ্ধা-দম-শমোপেতৈর্বৃতশ্চন্দ্র ইব গ্রহৈঃ
ভীষ্মস্তু পুরুষব্যাঘ্রঃ কর্মণা মনসা গিরা ॥ ১৩

শরতল্পগতঃ কৃষ্ণং প্রদধ্যৌ প্রাঞ্জলিঃ শুচিঃ।
স্বরেণ হৃষ্টপুষ্টেন তুষ্টাব মধুসূদনম্ ॥ ১৪

যোগেশ্বরং পদ্মনাভং বিষ্ণুং জিষ্ণুং জগৎপতিম্
কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা বাগ্মিনাং প্রবরঃ প্রভুঃ ॥ ১৫

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

(ভীষ্ম কর্তৃক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি—ভীষ্মস্তবরাজ।)

জনমেজয় বলিলেন শরশয্যাধ শায়িত ভরতবংশীয় পিতামহ ভীষ্মদেব কিরূপে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন এবং ঐ সময় তিনি কোন যোগ-ই বা অবলম্বন করিয়াছিলেন ? ১

বৈশম্পায়ন বলিলেন – রাজন্ ! কুরুশ্রেষ্ঠ ! তুমি পবিত্র ও একাগ্রচিত্তে সাবধানতার সহিত মহাত্মা ভীষ্মদেবের দেহত্যাগ-বৃত্তান্ত শ্রবণ কর। ২

রাজন্ ! দক্ষিণায়নান্তে উত্তরায়ণারম্ভে মাঘ মাসে শুক্লপক্ষে অষ্টমী তিথিতে রোহিণী নক্ষত্রে মধ্যাহ্নকালে ভীষ্মদেব ধ্যানমগ্ন হইয়া নিজের মনকে পরমাত্মায় লীন করিয়া দিলেন।৩

অনেক শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণে পরিবৃত ও শরজালে আবৃত হইয়া ভীষ্ম কিরণবিকিরণকারী সূর্য্যের ন্যায় পরম শোভা ধারণ করিয়াছিলেন। ৪

বেদজ্ঞ বেদব্যাস, দেবর্ষি নারদ, দেবস্থান, বাৎস্য, অশ্মক সুমন্তু, জৈমিনী, মহাত্মা পৈল, শাণ্ডিল্য, দেবল, জ্ঞানী মৈত্রেয়, অসিত, বশিষ্ঠ, মহাত্মা বিশ্বামিত্র, হারীত, লোমশ, ধীমান্ আত্রেয়, বৃহস্পতি, শুক্র, মহামুনি চ্যবন, সনৎকুমার, কপিল, বাল্মীকি, তুম্বুরু, কুরু, মৌদ্গল্য, তৃণবিন্দু, পিপ্পলাদ, বায়ু, সংবর্ত, পুলহ, কচ, কাশ্যপ, পুলস্ত্য, ক্রতু, দক্ষ, পরাশর, মরীচি, অঙ্গিরা, কাশ্য, গৌতম, গালব, ধৌম্য, বিভাণ্ডক, মাণ্ডব্য, কৃষ্ণানুভৌতিক, শ্রেষ্ঠব্রাহ্মণ উলূক, মহামুনি মার্কণ্ডেয়, ভাস্করি, পূরণ, কৃষ্ণ, পরম ধার্মিক সুত ও শ্রদ্ধা, শম-দম আদি গুণসম্পন্ন সৌভাগ্যশালী বহু মহাত্মাগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া অবস্থান করায় গ্রহগণ-পরিবেষ্টিত চন্দ্রের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছিলেন। ৫-১২½

শরশয্যায় শয়ান পুরুষসিংহ ভীষ্মদেব পবিত্রভাবে করযোড়ে মন, বাক্য ও কর্মের দ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিতে লাগিলেন। ১৩½

তিনি ধ্যানকালে জলদ গম্ভীরস্বরে ভগবান্ মধুসূদনের স্তব করিতে লাগিলেন। বাগ্মিশ্রেষ্ঠ বলবান্ পরম ধর্মাত্মা ভীষ্মদেব করযোড়ে পদ্মনাভ, সর্বব্যাপী, বিজয়শীল জগদীশ্বর বাসুদেব ইত্যাদি দ্বারা স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ১৪-১৫½

ভীষ্মঃ পরমধর্মাত্মা বাসুদেবমথাস্তুবৎ।

ভীষ্ম উবাচ।

আরিরাধয়িষুঃ কৃষ্ণং বাচং ক্ষিপদিষামি যাম্ ॥ ৬

তয়া ব্যাসসমাসিষ্ট্যা প্রীয়তাং পুরুষোত্তমঃ।

শুচিঃ শুচিপদঃ হংসঃ তৎপদঃ পরমেষ্ঠিনম্ ॥ ১৭

যুক্ত্বা সর্বাত্মনাঽঽত্মানং তং প্রপদ্যে প্রজাপতিম্।

অনাদ্যন্তং পরং ব্রহ্ম ন দেবা নর্ষয়ো বিদুঃ ॥ ১৮

একো যং বেদ ভগবান্ ধাতা নারায়ণো হরিঃ।

নারায়ণাদৃষিগণাস্তথা সিদ্ধ-মহোরগাঃ ॥ ১৯

দেবা দেবর্ষয়শ্চৈব যং বিদুঃ পরমব্যয়ম্।

দেব-দানব-গন্ধর্বা যক্ষ-রাক্ষস-পন্নগাঃ ॥২০

যং ন জানন্তি কো হ্যেষ কুতো বা ভগবানিতি।

যস্মিন্ বিশ্বানি ভূতানি তিষ্ঠন্তি চ বিশন্তি চ ॥ ২১

ভীষ্মদেব বলিলেন—আমি শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিতে ইচ্ছুক হইয়া যে বাক্য প্রয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি, তাহা সংক্ষিপ্ত হউক অথবা বিস্তৃতই হউক তৎসমুদয় দ্বারা পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ১৬½

সকল বিষয় হইতে মনকে নিবৃত্ত করিয়া যিনি স্বয়ং শুদ্ধ, যাঁহাকে প্রাপ্তির পথও শুদ্ধ, যিনি হংসস্বরূপ, যিনি তৎপদের লক্ষ্যার্থ পরমাত্মা ও প্রজাপালক পরমেষ্ঠী, আমি সমস্ত বিষয় হইতে সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া তাহাতেই মনকে সংযুক্ত করত সর্বতোভাবে সেই সর্বাত্মা শ্রীকৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করিতেছি ॥ ১৭½

যাঁহার আদি নাই, অন্ত নাই সেই পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে দেবতা বা ঋষিগণও জ্ঞাত নহেন; একমাত্র সকলের ধারণ ও পোষণকর্তা ভগবান্ শ্রীনারায়ণ হরি তাঁহাকে জ্ঞাত আছেন ॥১৮½

শ্রীনারায়ণের নিকট হইতে ঋষিগণ, সিদ্ধগণ, মহোরগগণ, দেবতাগণ ও দেবর্ষিগণ যাঁহাকে অবিনাশী পরমাত্মারূপে অংশতঃ জ্ঞাত হইয়াছেন ॥ ১৯½

দেব, দানব, গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও নাগগণও যাঁহার বিষয় জ্ঞাত নহেন—সেই আপনি কে এবং কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন? ॥ ২০½

যাঁহাতে সকল প্রাণী অবস্থিত ও লয় হয়, সূত্রে গ্রথিত মণিগণের ন্যায় সেই ভূতেশ্বর পরমাত্মাতে ত্রিগুণ দ্বারা গ্রথিত হইয়া অবস্থান করিতেছে ॥ ২১½

গুণভূতানি ভূতেশে সূত্রে মণিগণা ইব।

যস্মিন্ নিত্যে ততে তন্তৌ দৃঢ়ে স্রগিব তিষ্ঠতি ॥ ২২

সদসদ্‌গ্রথিতং বিশ্বং বিশ্বাঙ্গে বিশ্বকর্মণি

হরিং সহস্রশিরসং সহস্রচরণেক্ষণম্ ॥ ২৩

সহস্রবাহুমুকুটং সহস্রবদনোজ্জ্বলম্।

প্রাহুর্নারায়ণং দেবং যং বিশ্বস্য পরায়ণম্ ॥ ২৪

অণীয়সামণীয়াংসং স্থবিষ্ঠঞ্চ স্থবীয়সাম্।

গরীয়সাং গরিষ্ঠঞ্চ শ্রেষ্ঠঞ্চ শ্রেয়সামপি ॥ ২৫

যং বাকেষ্বনুবাকেষু নিষৎসূপনিষৎসু চ।

গৃণন্তি সত্যকর্মাণং সত্যং সত্যেষু সামসু ॥ ২৬

চতুর্ভিশ্চতুরাত্মানং সত্ত্বস্থং সাত্বতাং পতিম্।

যং দিব্যৈর্দেবমর্চন্তি স্তুত্যৈঃ পরমনামভিঃ ॥ ২৭

যস্মিন্ নিত্যং তপস্তপ্তং যদঙ্গেষ্বনুতিষ্ঠতি।

সর্বাত্মা সর্ববিৎ সর্বঃ সর্বজ্ঞঃ সর্বভাবনঃ ॥ ২৮

যিনি নিত্য বর্তমান; গ্রথিত পুষ্পমাল্যে সুদৃঢ় সূত্রের ন্যায় যাঁহাতে কার্য-কারণসম্বন্ধে এই বিশ্ব গ্রথিত, যিনি ইহার স্রষ্টা ও যাঁহার শ্রীঅঙ্গে এই বিশ্ব অবস্থিত ॥ ২২½

যে হরি সহস্রশিরাঃ, সহস্রচরণ, সহস্রনেত্র, সহস্রবাহু, সহস্রমুকুট, সেই হরি সহস্রমুখ দ্বারা শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ২৩½

যিনি এই বিশ্বের পরম আধার, যিনি নারায়ণ নামে প্রসিদ্ধ, যিনি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতম, স্থূল হইতে স্থূলতম, গুরু হইতে গুরুতম, উত্তম এবং শ্রেষ্ঠ হইতেও উত্তম ও শ্রেষ্ঠ ॥ ২৪-২৫

বাক্য ও অনুবাক্য (মন্ত্রব্রাহ্মণ), নিষদ (কর্মকাণ্ডাত্মক বেদবাক্য) ও উপনিষদ (জ্ঞানকাণ্ডাত্মক বেদ বাক্য), সত্য-প্রকাশক সামবেদ মন্ত্র যাঁহাকে সত্য ও সত্য কর্ম বলিয়া বর্ণনা করেন ॥ ২৬

যিনি বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ-এই চারি নাম দ্বারা, দিব্য গোপনীয় ও উত্তম নাম দ্বারা, ব্রহ্ম, জীব, মন ও অহঙ্কার—এই চারি রূপে প্রকটিত, যিনি সকলের অন্তঃকরণে বর্তমান, সেই ভক্তপ্রতিপালক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করিতেছি ॥ ২৭

যিনি সকলের হৃদ্দেশে বিরাজমান, যিনি সকলের আত্মা সর্ববিৎ সর্বস্বরূপ সর্বজ্ঞসকলের স্রষ্টা, সেই ভগবান্ বাসুদেবের প্রসন্নতার জন্য নিত্য তপস্যা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে ॥ ২৮

যং দেবং দেবকী দেবী বসুদেবাদজীজনৎ।
ভৌমস্য ব্রহ্মণো গুপ্ত্যৈ দীপ্তমগ্নিমিবারণিঃ ॥ ২৯

যমনন্যো ব্যপেতাশীরাত্মানং বীতকল্মষম্।
দৃষ্ট্যানন্ত্যায় গোবিন্দঃ পশ্যত্যাত্মানমাত্মনি ॥ ৩০

অতিবায্বিন্দ্রকর্মাণমতিসূর্য্যাতিতেজসম্।
অতিবুদ্ধীন্দ্রিয়াত্মানং তং প্রপদ্যে প্রজাপতিম্ ॥ ৩১

পুরাণে পুরুষং প্রোক্তং ব্রহ্ম প্রোক্তং যুগাদিষু
ক্ষয়ে সঙ্কর্ষণং প্রোক্তং তমুপাস্যমুপাস্মহে ॥ ৩২

যমেকং বহুধাঽঽত্মানং প্রাদুর্ভূতমধোক্ষজম্।
নানাভক্তাঃ ক্রিয়াবন্তো যজন্তে সর্বকামদম্ ॥ ৩৩

যমাহুর্জগতঃ কোশং যস্মিন্ সন্নিহিতাঃ প্রজাঃ।
যস্মিল্লোকাঃ স্ফুরন্তীমে জলে শকুনয়ো যথা ॥৩৪

ঋতমেকাক্ষরং ব্রহ্ম যৎ তৎ সদসতোঃ পরম্।
অনাদিমধ্যপর্য্যন্তং ন দেবা নর্ষয়ো বিদুঃ ॥৩৫

যং সুরাসুরগন্ধর্বাঃ সিদ্ধা ঋষি-মহোরগাঃ
প্রযতা নিত্যমর্চন্তি পরমং দুঃখভেষজম্ ॥ ৩৬

অনাদিনিধনং দেবমাত্মযোনিং সনাতনম্।
অপ্রেক্ষ্যমনভিজ্ঞেয়ং হরিং নারায়ণং প্রভুম্ ॥ ৩৭

যং বৈ বিশ্বস্য কর্তারং জগতস্তস্থুষাং পতিম্
বদন্তি জগতোঽধ্যক্ষমক্ষরং পরমং পদম্।

হিরণ্যবর্ণং যং গর্ভমদিতৈর্ত্যনাশনম্
একং দ্বাদশধা জজ্ঞে তস্মৈ সূর্য্যাত্মনে নমঃ ৩৯

শুক্লে দেবান্ পিতৄন্ কৃষ্ণে তর্পয়ত্যমৃতেন যঃ
যশ্চ রাজা দ্বিজাতীনাং তস্মৈ সোমাত্মনে নমঃ ॥ ৪০

(হুতাশনমুখৈর্দেবৈর্ধার্যতে সকলং জগৎ।
হবিঃ প্রথমভোক্তা যস্তস্মৈ হোত্রাত্মনে নমঃ।)

মহতস্তমসঃ পারে পুরুষং দ্যুতিতেজসম্
যং জ্ঞাত্বা মৃত্যুমত্যেতি তস্মৈ জ্ঞেয়াত্মনে নমঃ ৪১

এই জগতে ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞের রক্ষার জন্য অরণি যেমন প্রজ্বলিত অগ্নিকে প্রকট করে, সেইরূপ দেবকীদেবী বসুদেবের তেজ হইতে সেই ভগবান্ বাসুদেবকে প্রকট করিয়াছিলেন ॥২৯

নিখিল কামনাত্যাগে অনন্যচিত্ত মোক্ষেচ্ছু সাধক স্বীয় বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে যে পাপ-রহিত শুদ্ধ বুদ্ধ পরমাত্মা গোবিন্দকে জ্ঞানদৃষ্টিতে সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন, যাঁহার পরাক্রম বায়ু ও ইন্দ্রের অধিক, যিনি স্বীয় তেজ দ্বারা সূর্য্যকেও পরাভূত করেন তথা ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি যাঁহার স্বরূপ পর্য্যন্ত গমন করিতে অক্ষম, সেই প্রজাপালক পরমেশ্বরের শরণ গ্রহণ করিতেছি ॥ ৩০-৩১

যিনি পুরাণে পুরুষ নামে কথিত, সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্ম এবং প্রলয়ে সঙ্কর্ষণ নামে কথিত হন, সেই উপাস্য পরমেশ্বরের উপাসনা করিতেছি ॥ ৩২

যিনি এক হইয়াও অনেকরূপে প্রকটিত হইয়াছেন যিনি ইন্দ্রিয়াতীত হওয়ায় অধোক্ষজ বলিয়া কথিত, যিনি উপাসকের সকল কামনা পূর্ণ করেন, অনন্য ভক্ত যজ্ঞাদি কর্ম ও পূজন দ্বারা যাঁহার যজন করেন, যিনি জগতের কোষস্বরূপ, যাঁহাতে সকল প্রজা স্থিত, জলের উপর ভাসমান জলচরপক্ষিগণের ন্যায়, যাঁহাতে এই সম্পূর্ণ জগৎ স্ফুরিত, যিনি পরমার্থ সত্যস্বরূপ ও একাক্ষর প্রণব ব্রহ্মস্বরূপ, যিনি সৎ ও অসৎ হইতে বিলক্ষণ, যাঁহার আদি, মধ্য ও অন্ত নাই, যাঁহাকে দেবতাগণ ও ঋষিগণও তত্ত্বতঃ জানেন না, চিত্ত ও ইন্দ্রিয়গণকে সংযম পূর্বক সম্পূর্ণ দেবতা অসুর গন্ধর্ব সিদ্ধ ঋষি ও বৃহৎ নাগগণ সদা যাঁহার পূজা করেন, যিনি দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির মহৌষধ, যিনি জন্ম-মরণ-রহিত স্বয়ম্ভু এবং সনাতন দেবতা, যাঁহাকে এই চর্ম চক্ষু দ্বারা দর্শন ও বুদ্ধি দ্বারা সম্পূর্ণ রূপে জ্ঞাত হওয়া অসম্ভব, সেই ভগবান্ শ্রীহরি নারায়ণের শরণগ্রহণ করিতেছি ॥ ৩৩-৩৭

যিনি এই বিশ্বের বিধাতা এবং চরাচর জগতের পতি, যিনি সংসারের সাক্ষী ও অবিনাশী পরমপদ বলিয়া কথিত, সেই পরমাত্মার স্মরণ গ্রহণ করিতেছি ॥ ৩৮

যিনি স্বর্ণতুল্য কান্তিমান্, অদিতির গর্ভ হইতে উৎপন্ন, দৈত্যগণের নাশক এবং এক হইয়াও দ্বাদশ রূপে প্রকটিত, সেই সূর্য্যস্বরূপ পরমেশ্বরকে নমস্কার করি ॥ ৩৯

যিনি নিজ অমৃতময়ী কলাসকলের দ্বারা শুক্লপক্ষে দেবতাগণকে ও কৃষ্ণপক্ষে পিতৃগণকে তৃপ্ত করেন এবং যিনি সকল দ্বিজগণের রাজা সেই সূর্য্যস্বরূপ পরমাত্মাকে নমস্কার করি ॥ ৪০

(অগ্নি যাঁহার মুখ, যে দেবতা সম্পূর্ণ জগৎ ধারণ করেন, যিনি হবির প্রথম ভোক্তা, সেই অগ্নিহোত্রস্বরূপ পরমেশ্বরকে নমস্কার করি) ॥

যিনি অজ্ঞানময় অন্ধকারের পারে স্থিত এবং জ্ঞানালোক দ্বারা অত্যন্ত প্রকটিত আত্মা, যাঁহাকে জানিলে মনুষ্য চির অমরণ লাভ করে, সেই জ্ঞেয়স্বরূপ পরমেশ্বরকে নমস্কার করি ॥ ৪১

যং বৃহন্তং বৃহত্যুক্থে যমগ্নৌ যং মহাধ্বরে।
যং বিপ্রসঙ্ঘা গায়ন্তি তস্মৈ বেদাত্মনে নমঃ ॥ ৪১
ঋগ্‌যজুঃ সামধামানং দশার্ধহবিরাত্মকম্।
যং সপ্তত্তন্তু তন্বন্তি তস্মৈ যজ্ঞাত্মনে নমঃ ॥ ৪৩
চতুর্ভিশ্চ চতুর্ভিশ্চ দ্বাভ্যাং পঞ্চভিরেব চ
হূয়তে চ পুনর্দ্বাভ্যাং তস্মৈ হোমাত্মনে নমঃ ॥ ৪৪
যঃ সুপর্ণো যজুর্নাম ছন্দোগাত্রস্ত্রিবৃচ্ছিরাঃ।
রথন্তরং বৃহৎ সাম তস্মৈ স্তোত্রাত্মনে নমঃ ॥ ৪৫
যঃ সহস্রসমে সত্রে জজ্ঞে বিশ্বসৃজামৃষিঃ।
হিরণ্যপক্ষঃ শকুনিস্তস্মৈ হংসাত্মনে নমঃ ॥ ৪৬
পাদাঙ্গং সন্ধিপর্বাণং স্বরবর্ণজনভূষণম্।
যমাহুরক্ষরং দিব্যং তস্মৈ বাগাত্মনে নমঃ ॥ ৪৭
যজ্ঞাঙ্গো যো বরাহো বৈ ভূত্বা গামুজ্জহার হ।
লোকত্রয়হিতার্থায় তস্মৈ বীর্য্যাত্মনে নমঃ ॥ ৪৮

উৎপনামক বৃহৎ যজ্ঞের সময় অগ্ন্যাধানকালে ও মহাযোগে ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মস্বরূপ যাঁহার স্তব করেন, সেই বেদস্বরূপ ভগবান্‌কে নমস্কার করি। ৪২

ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ তথা সামবেদ যাঁহার আশ্রয়, পঞ্চ প্রকার হবিঃ যাঁহার স্বরূপ, গায়ত্রী আদি সপ্ত ছন্দ যাঁহার তন্তুস্বরূপ, যজ্ঞরূপে প্রকটিত সেই পরমাত্মাকে প্রণাম করি। ৪৩

যাঁহাকে চার (আশ্রাবয়), চার (অস্তুশ্রৌষট্), দুই (যজ), পঞ্চ (যজামহে), দুই (বষট্)—এই সব মন্ত্র দ্বারা হবিঃ অর্পণ করা হয়, সেই হোমস্বরূপ পরমেশ্বরকে নমস্কার করি। ৪৪

যিনি যজুনামধারী বেদপুরুষ, গায়ত্রী আদি ছন্দ যাঁহার অবয়ব, যজ্ঞ যাঁহার মস্তক এবং রথন্তর সাম ও বৃহৎসাম যাঁহার সান্ত্বনাপ্রদ বাণী, সেই স্তোত্ররূপী শ্রীভগবান্‌কে প্রণাম করি। ৪৫

যে ঋষি সহস্রবর্ষব্যাপী প্রজাপতির যজ্ঞে স্বর্ণপক্ষধারী পক্ষিরূপে প্রকটিত হইয়াছিলেন, সেই হংসরূপধারী পরমেশ্বরকে প্রণাম করি। ৪৬

পদসকল যাঁহার অঙ্গ, সন্ধিসকল যাঁহার পর্ব্ব, স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ যাঁহার ভূষণ এবং যিনি দিব্য অক্ষর নামে কথিত, সেই বাণীরূপী পরমেশ্বরকে নমস্কার করি। ৪৭

যিনি লোকত্রয়ের মঙ্গলের জন্য যজ্ঞময় বরাহরূপ ধারণ করত রসাতলগত পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেই বীর্য্যস্বরূপ ভগবান্‌কে প্রণাম করি। ৪৮

যঃ শেতে যোগমাস্থায় পর্য্যঙ্কে নাগভূষিতে।
ফণাসহস্ররচিতে তস্মৈ নিদ্রাত্মনে নমঃ ॥ ৪৯
(বিশ্বে চ মরুতশ্চৈব রুদ্রাদিত্যাশ্বিনাবপি।
বসবঃ সিদ্ধ-সাধ্যাশ্চ তস্মৈ দেবাত্মনে নমঃ ॥
অব্যক্তবুদ্ধ্যহঙ্কারমনোবুদ্ধীন্দ্রিয়াণি চ।
তন্মাত্রাণি বিশেষাশ্চ তস্মৈ তত্ত্বাত্মনে নমঃ ॥
ভূতং ভবাং ভবিষ্যচ্চ ভূতাদিপ্রভবাপ্যয়ঃ
যোঽগ্রজঃ সর্বভূতানাং তস্মৈ ভূতাত্মনে নমঃ ॥
যং হি সূক্ষ্মং বিচিন্বন্তি পরং সূক্ষ্মবিদো জনাঃ।
সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মঞ্চ যদ্ ব্রহ্ম তস্মৈ সূক্ষ্মাত্মনে নমঃ ॥
মৎস্যো ভূত্বা বিরিঞ্চায় যেন বেদাঃ সমাহৃতাঃ।
রসাতলগতঃ শীঘ্রং তস্মৈ মৎস্যাত্মনে নমঃ ॥
মন্দরাদ্রির্ধৃতো যেন প্রাপ্তে ক্ষুভিতসম্ভবে।
অতিকর্কশদেহায় তস্মৈ কূর্মাত্মনে নমঃ ॥

যিনি যোগমায়াকে আশ্রয় করিয়া সহস্র ফণাযুক্ত শেষ নাগরূপ পর্য্যঙ্কে (খট্টায়) শায়িত, সেই নিদ্রাস্বরূপ পরমাত্মাকে নমস্কার করি। ৪৯

বিশ্বদেব, মরুৎগণ, রুদ্র, আদিত্য, অশ্বিনীকুমার, বসু, সিদ্ধ এবং সাধ্যসকল যাঁহার বিভূতি, সেই দেবস্বরূপ পরমাত্মাকে নমস্কার করি।

অব্যক্ত প্রকৃতি বুদ্ধি (মহত্তত্ত্ব) অহঙ্কার মন জ্ঞানেন্দ্রিয়সকল তন্মাত্রসকল ও তৎকার্য্যসমূদয় যাঁহার স্বরূপ, সেই তত্ত্বময় পরমাত্মাকে নমস্কার করি।

যিনি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কালস্বরূপ, যিনি ভূতাদির উৎপত্তি ও প্রলয়ের কারণ, যিনি প্রাণিগণের অগ্রজ বলিয়া কথিত, সেই ভূতাত্মা পরমেশ্বরকে নমস্কার করি।

সূক্ষ্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু জ্ঞানী পুরুষ যে পরম সূক্ষ্ম তত্ত্ব অনুসরণ করেন, যিনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, ব্রহ্ম যাঁহার স্বরূপ (যিনি ব্রহ্মস্বরূপ) সেই সূক্ষ্মাত্মাকে নমস্কার করি।

যিনি মৎস্য-শরীর ধারণপূর্ব্বক রসাতলগত সম্পূর্ণ বেদকে উদ্ধার করত অতিদ্রুত ব্রহ্মাকে দান করেন, সেই মৎস্যরূপী শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি।

যিনি অমৃতের জন্য সমুদ্রমন্থনকালে স্বীয় পৃষ্ঠদেশে মন্দার পর্বতকে ধারণ করিয়াছিলেন, সেই অত্যন্ত কঠোর দেহধারী কচ্ছপরূপী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি।

বারাহং রূপমাস্থায় মহীং সবন-পর্বতাম্ ।
উদ্ধরত্যেকদংষ্ট্রেণ তস্মৈ ক্রোড়াত্মনে নমঃ ॥
নারসিংহবপুঃ কৃত্বা সর্বলোকভয়ঙ্করম্ ।
হিরণ্যকশিপুং জঘ্নে তস্মৈ সিংহাত্মনে নমঃ ॥
বামনং রূপমাস্থায় বলিং সংযম্য মায়য়া ।
ত্রৈলোক্যং ক্রান্তবান্ যস্তু তস্মৈ ক্রান্তাত্মনে নমঃ
জমদগ্নিসুতো ভূত্বা রামঃ শস্ত্রভৃতাং বরঃ ।
মহীং নিঃক্ষত্রিয়াং চক্রে তস্মৈ রামাত্মনে নমঃ ॥
ত্রিঃ সপ্তকৃত্বো যশ্চৈকো ধর্মে ব্যুৎক্রান্তগৌরবান্ ।
জঘান ক্ষত্রিয়ান্ সংখ্যে তস্মৈ ক্রোধাত্মনে নমঃ ॥
রামো দাশরথির্ভূত্বা পুলস্ত্যকুলনন্দনম্ ।
জঘান রাবণং সংখ্যে তস্মৈ ক্ষত্রাত্মনে নমঃ ॥
যো হলী মুসলী শ্রীমান্ নীলাম্বরধরঃ স্থিতঃ ।
রামায় রৌহিণেয়ায় তস্মৈ ভোগাত্মনে নমঃ ॥

যিনি বরাহরূপ ধারণ করিয়া বন ও পর্বতসহিত সমগ্র পৃথিবীকে একদন্তের দ্বারা উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেই বরাহরূপধারী ভগবান্‌কে নমস্কার করি ।

যিনি নৃসিংহরূপ ধারণ করত সমগ্র জগতের ভয়প্রদ হিরণ্যকশিপুনামক দৈত্যকে বধ করিয়াছিলেন, সেই নৃসিংহরূপধারী শ্রীহরিকে নমস্কার করি ।

যিনি বামনরূপ ধারণ পূর্বক মায়া দ্বারা বলিকে বন্ধন করত ত্রিপাদ দ্বারা ত্রিলোক আক্রমণ করিয়াছিলেন, সেই ক্রান্তিকারী বামনরূপধারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম ।

যিনি শস্ত্রধারিগণের শ্রেষ্ঠ জমদগ্নিকুমার পরশুরামরূপ ধারণ করিয়া এই পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন, সেই পরশুরামস্বরূপ শ্রীহরিকে নমস্কার ।

যিনি একাই ধর্মের মর্যাদালঙ্ঘনকারী ক্ষত্রিয়গণকে যুদ্ধে একবিংশতিবার সংহার করিয়াছিলেন, সেই ক্রোধাত্মা পরশুরামকে নমস্কার ।

যিনি দশরথনন্দন রামরূপ ধারণ করত যুদ্ধে পুলস্ত্যনন্দন রাবণকে বধ করিয়াছিলেন, সেই ক্ষত্রিয়াত্মা শ্রীরামস্বরূপ শ্রীহরিকে নমস্কার ।

যিনি সর্বদা হলমুষল ধারণ করায় পরম শোভাসম্পন্ন, যাঁহার শ্রীঅঙ্গ নীলবস্ত্রশোভিত, সেই শেষাবতার রোহিণীনন্দন রামকে নমস্কার ॥

শঙ্খিনে চক্রিণে নিত্যং শার্ঙ্গিণে পীতবাসসে ।
বনমালাধরায়ৈব তস্মৈ কৃষ্ণাত্মনে নমঃ ॥
বসুদেবসুতঃ শ্রীমান্ ক্রীড়িতো নন্দগোকুলে
কংসস্য নিধনার্থায় তস্মৈ ক্রীড়াত্মনে নমঃ ॥
বাসুদেবত্বমাগম্য যদোর্বংশসমুদ্ভবঃ
ভূভারহরণং চক্রে তস্মৈ কৃষ্ণাত্মনে নমঃ ॥
সারথ্যমর্জুনস্যাজৌ কুর্বন্ গীতামৃতং দদৌ ।
লোকত্রয়োপকারায় তস্মৈ ব্রহ্মাত্মনে নমঃ ॥
দানবাংস্তু বসে কৃত্বা পুনর্বুদ্ধত্বমাগতঃ
সর্গস্য রক্ষণার্থায় তস্মৈ বুদ্ধাত্মনে নমঃ ॥
হনিষ্যতি কলৌ প্রাপ্তে ম্লেচ্ছান্তুরগবাহনঃ ।
ধর্মসংস্থাপকো যস্তু তস্মৈ কল্ক্যাত্মনে নমঃ ॥
তারাময়ে কালনেমিং হত্বা দানবপুঙ্গবম্ ।
দদৌ রাজ্যং মহেন্দ্রায় তস্মৈ মুখ্যাত্মনে নমঃ ॥

যিনি সতত শঙ্খ চক্র ও শৃঙ্গ নির্মিত ধনু ধারণ করেন এবং পীতবস্ত্র পরিধান করেন, সেই বনমালী কৃষ্ণরূপী নারায়ণকে নমস্কার করি ॥

যিনি বসুদেবের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া কংসকে বধ করিবার নিমিত্ত নন্দের গোকুলে ক্রীড়াচ্ছলে যুদ্ধ অভ্যাস করিতেন, সেই লীলাময় ক্রীড়াকারী শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি ॥

যিনি যদুবংশীয় বসুদেবের পুত্র, শিশুপাল প্রভৃতিকে বধ করিয়া ভূভার হরণ করিয়াছেন, সেই কৃষ্ণরূপী নারায়ণকে নমস্কার করি ॥

যিনি যুদ্ধে অর্জুনের সারথ্য গ্রহণ করত ত্রিভুবনের উপকারের নিমিত্ত অর্জুনকে গীতামৃত দান করিয়াছিলেন, সেই পরব্রহ্মরূপী কৃষ্ণকে নমস্কার করি ॥

যিনি বরাহ প্রভৃতি রূপে অবতরণপূর্বক হিরণ্যাক্ষ প্রভৃতি দানবগণকে বলীভূত করত অহিংস ধর্ম প্রচার দ্বারা সৃষ্টি রক্ষার অভিলাষে পুনরায় বুদ্ধ হইবেন, সেই বুদ্ধরূপী নারায়ণকে নমস্কার করি ॥

কলিকালে যিনি ধর্মসংস্থাপনের জন্য অশ্বে আরোহণ করিয়া ম্লেচ্ছগণকে সংহার করিবেন, সেই কল্কিরূপী নারায়ণকে নমস্কার করি ॥

যিনি তারাময় সংগ্রামে দানবশ্রেষ্ঠ কালনেমিকে বধ করত ইন্দ্রকে রাজ্য দান করিয়াছিলেন, সেই বিষ্ণুরূপী পরব্রহ্মকে নমস্কার ॥

যঃ সর্বপ্রাণিনাং দেহে সাক্ষিভূতো ব্যবস্থিতঃ ।
অক্ষরঃ ক্ষরমাণানাং তস্মৈ সাক্ষ্যাত্মনে নমঃ ॥
নমোঽস্তু তে মহাদেব নমস্তে ভক্তবৎসল ।
সুব্রহ্মণ্য নমস্তেঽস্তু প্রসীদ পরমেশ্বর ॥
অব্যক্তব্যক্তরূপেণ ব্যাপ্তং সর্বং ত্বয়া বিভো ।
নারায়ণং মহাত্মানং সর্বলোকমহেশ্বরম্ ॥
হিরণ্যনাভং যজ্ঞাঙ্গমমৃতং বিশ্বতোমুখম্
প্রপদ্যে পুণ্ডরীকাক্ষং প্রপদ্যে পুরুষোত্তমম্ ॥
সর্বদা সর্বকার্য্যেষু নাস্তি তেষামমঙ্গলম্
যেষাং হৃদিস্থো দেবেশো মঙ্গলায়তনং হরিঃ ॥
মঙ্গলং ভগবান্ বিষ্ণুর্মঙ্গলং মধুসূদনঃ ।
মঙ্গলং পুণ্ডরীকাক্ষো মঙ্গলং গরুড়ধ্বজঃ ॥)
যস্তনোতি সতাং সেতুমমৃতেনামৃতযোনিনা
ধর্মার্থব্যবহারাঙ্গৈস্তস্মৈ সত্যাত্মনে নমঃ ॥ ৫০

যিনি প্রাণীসমূহের হৃদয়ে সাক্ষিরূপে অবস্থিত, যিনি বিনাশী দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতির মধ্যে অবিনাশিরূপে বিরাজমান, সেই সাক্ষিরূপী জীব ব্রহ্মকে নমস্কার করি

মহাদেব! আপনাকে নমস্কার। ভক্তবৎসল! আপনাকে নমস্কার। বেদের অতিশয় হিতকারী বিষ্ণু! আপনাকে নমস্কার। পরমেশ্বর! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।।

প্রভু! আপনি ব্রহ্মময় সূর্যরূপে অখিল জগৎ আলোকিত করেন। আমি সদা সকল কার্যে সহস্রনয়ন, নিখিল জগতের প্রধান নিয়ন্তা, স্বর্ণময় নাভিযুক্ত, যজ্ঞসম্পন্নকারী অগ্নিস্বরূপ, নিত্যমুক্ত ও সর্বদিগ্‌ব্যাপ্তি-মুখশালী কমললোচন পুরুষোত্তম নারায়ণের শরণ গ্রহণ করিলাম ।

যাঁহাদের হৃদয়ে মঙ্গলময় দেবেশ্বর শ্রীহরি বিরাজমান, সতত সকল কার্যে তাঁহাদের অমঙ্গল নাই ।।

কারণ, এই ভগবান্ বিষ্ণু মঙ্গলময়, মধুসূদন মঙ্গলময়, কমলনয়ন মঙ্গলময় এবং গরুড়ধ্বজ মঙ্গলময় ।।)

যিনি সত্য, মুক্তির কারণ, তত্ত্বজ্ঞান ও নিষ্কাম ধর্মসম্পাদক যম নিয়মাদি যোগাঙ্গ দ্বারা মোক্ষার্থিদিগের ভবতরণের উপায় করিয়া থাকেন, সেই সত্যস্বরূপ পরমাত্মাকে নমস্কার করি ।।৫০

ভিন্ন ভিন্ন ধর্মানুষ্ঠানকারী, ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ধর্মাভিলাষী মানবগণ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার আচরণে যাঁহার অর্চনা করেন সেই ধর্মরূপী পরমাত্মাকে নমস্কার করি ।। ৫১

যে অনন্তের প্রেরণায় দ্বারা সম্পূর্ণ অন্নধারী প্রাণিগণের জন্ম

যং পৃথগ্ধর্মচরণাঃ পৃথগ্ধর্মফলৈষিণঃ ।
পৃথগ্ধর্মৈঃ সমর্চন্তি তস্মৈ ধর্মাত্মনে নমঃ ॥ ৫১
যতঃ সর্বে প্রসূয়ন্তে ভুবনঙ্গাত্মাঙ্গদেহিনঃ ।
উন্মাদঃ সর্বভূতানাং তস্মৈ কামাত্মনে নমঃ ॥ ৫২
যঞ্চ ব্যক্তস্থমব্যক্তং বিচিন্বন্তি মহর্ষয়ঃ
ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞমাসীনং তস্মৈ ক্ষেত্রাত্মনে নমঃ ॥ ৫৩
যং ত্রিধাঽঽত্মানমাত্মস্থং, বৃতং ষোড়শভির্গুণৈঃ ।
প্রাহুঃ সপ্তদশং সাংখ্যাস্তস্মৈ সাংখ্যাত্মনে নমঃ ॥ ৫৪
যং বিনিদ্রা জিতশ্বাসাঃ সত্ত্বস্থাঃ সংযতেন্দ্রিয়াঃ ।
জ্যোতিঃ পশ্যন্তি যুঞ্জানাস্তস্মৈ যোগাত্মনে নমঃ ॥ ৫৫
অপুণ্যপুণ্যোপরমে যং পুনর্ভবনির্ভয়াঃ ।
শান্তাঃ সন্ন্যাসিনো যান্তি তস্মৈ মোক্ষাত্মনে নমঃ ॥৫৬
যোঽসৌ যুগসহস্রান্তে প্রদীপ্তার্চিবিভাবসুঃ ।
সম্ভক্ষয়তি ভূতানি তস্মৈ ঘোরাত্মনে নমঃ ॥ ৫৭

হয়, যিনি সমস্ত প্রাণীর উন্মত্ততা জন্মাইয়া থাকেন, সেই কামরূপী পরমাত্মাকে নমস্কার ।। ৫২

যিনি স্থূল জগতে অব্যক্তরূপে বিরাজ করেন, সকল মহর্ষি যাঁহার তত্ত্বের অনুসন্ধান করেন, যিনি সকল ক্ষেত্রে (দেহে) ক্ষেত্রজ্ঞরূপে (জীবাত্মারূপে) অবস্থান করিতেছেন, সেই ক্ষেত্ররূপী পরমাত্মাকে (জীবাত্মাকে) নমস্কার ।। ৫৩

যিনি জাগ্রদবস্থায় বিশালরূপে, স্বপ্নাবস্থায় সূক্ষ্মরূপে, সুষুপ্তি অবস্থায় সুপ্তরূপে, দেহে অবস্থান করত ত্রিবিধরূপে প্রতীত হন এবং পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন ও পঞ্চ মহাভূত—এই ষোড়শটি অপ্রধান পদার্থে সর্বদা পরিবেষ্টিত এবং পঞ্চ তন্মাত্র পঞ্চবায়ু পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি—এই সপ্তদশ পদার্থময় লিঙ্গ-দেহ ব্যাপিয়া বিরাজিত, কপিল প্রভৃতি সাংখ্যাচার্য্যগণ সেই রূপে-ই যাঁহাকে বলেন, সেই সাংখ্যরূপ পরমাত্মাকে নমস্কার করি ।। ৫৪

যিনি নিদ্রা ও শ্বাস জয় করত ইন্দ্রিয়গণকে বশপূর্বক শুদ্ধ সত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত এবং নিরন্তর যোগাভ্যাসে নিরত হইয়া যাঁহার জ্যোতির্ময় স্বরূপের সাক্ষাৎ লাভ করেন, সেই যোগরূপ পরমাত্মাকে নমস্কার করি ।। ৫৫

সকল পাপ-পুণ্যের অবসানে পুনর্জন্ম ভয়মুক্ত শান্তচিত্ত সন্ন্যাসীরা যাঁহাকে লাভ করেন, সেই মোক্ষরূপ পরমেশ্বরকে নমস্কার করি । ৫৬

যিনি প্রতি সহস্র যুগের পরে প্রজ্বলিত যুগান্ত অগ্নিরূপ ধারণ

সম্ভক্ষ্য সর্বভূতানি কৃত্বা চৈকার্ণবং জগৎ।
বালঃ স্বপিতি যশ্চৈকস্তস্মৈ মায়াত্মনে নমঃ ॥ ৫৮
তদ্ যস্য নাভ্যাং সম্ভূতং যস্মিন্ বিশ্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
পুষ্করে পুষ্করাক্ষস্য তস্মৈ পদ্মাত্মনে নমঃ ॥ ৫৯
সহস্রশিরসে চৈব পুরুষায়ামিতাত্মনে
চতুঃসমুদ্রপর্য্যায়যোগনিদ্রাত্মনে নমঃ ॥ ৬০
যস্য কেশেষু জীমূতা নদ্যঃ সর্ব্বাঙ্গসন্ধিষু।
কুক্ষৌ সমুদ্রাশ্চত্বারস্তস্মৈ তোয়াত্মনে নমঃ ॥ ৬১
যস্মাৎ সর্বাঃ প্রসূয়ন্তে সর্গ-প্রলয়-বিক্রিয়াঃ।
যস্মিংশ্চৈব প্রলীয়ন্তে তস্মৈ হেত্বাত্মনে নমঃ ॥ ৬২
যো নিষণ্ণো ভবেদ্ রাত্রৌ দিবা ভবতি বিষ্ঠিতঃ।
ইষ্টানিষ্টস্য চ দ্রষ্টা তস্মৈ দ্রষ্টাত্মনে নমঃ ॥ ৬৩
অকুণ্ঠং সর্বকার্য্যেষু ধর্মকার্য্যার্থমুদ্যতম্।
বৈকুণ্ঠস্য চ তদ্ রূপং তস্মৈ কার্য্যাত্মনে নমঃ ॥৬৪
ক্ষিঃসপ্তকৃত্বো যঃ ক্ষত্রং ধর্মব্যুৎক্রান্তগৌরবম্।
ক্রুদ্ধো নিজঘ্নে সমরে তস্মৈ ক্রৌর্য্যাত্মনে নমঃ ॥ ৬৫
বিভজ্য পঞ্চধাঽঽত্মানং বায়ুর্ভূত্বা শরীরগঃ।
যশ্চেষ্টয়তি ভূতানি তস্মৈ বায্বাত্মনে নমঃ ॥ ৬৬
যুগেষ্বাবর্ততে যোঽয়ৈর্মাসর্তুয়নহায়নৈঃ
সর্গ প্রলয়য়োঃ কর্ত্তা তস্মৈ কালাত্মনে নমঃ ॥ ৬৭
ব্রহ্ম বক্ত্রং ভুজৌ ক্ষত্রং কৃৎস্নমুরূদরং বিশঃ।
পাদৌ যস্যাশ্রিতাঃ শূদ্রাস্তস্মৈ বর্ণাত্মনে নমঃ ॥ ৬৮
যস্যাগ্নিরাস্যং দ্যৌর্মূর্ধা খং নাভিশ্চরণৌ ক্ষিতিঃ।
সূর্য্যশ্চক্ষুর্দিশঃ শ্রোত্রে তস্মৈ লোকাত্মনে নমঃ ॥ ৬৯
পরঃ কালাৎ পরো যজ্ঞাৎ পরাৎ পরতরশ্চ যঃ।
অনাদিরাদিবিশ্বস্য তস্মৈ বিশ্বাত্মনে নমঃ ॥ ৭০
(বৈদ্যুতো জাঠরশ্চৈব পাবকঃ শুচিরেব চ
দহনঃ সর্বভক্ষাণাং তস্মৈ বহ্ন্যাত্মনে নমঃ ॥)

করিয়া সকল ভূতগণকে সংহার করেন, সেই ঘোররূপধারী পরমাত্মাকে নমস্কার করি ॥ ৫৭

যিনি এইরূপে সকল ভূতগণকে ভক্ষণপূর্বক জগৎ জলময় করিয়া স্বয়ং বালরূপ ধারণ করত অক্ষয় বটপত্রে শয়ন করেন, সেই মায়াময় বাল মুকুন্দকে নমস্কার করি ॥ ৫৮

যাঁহাতে বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত, সেই ব্রহ্মাণ্ডকমল যে পুণ্ডরীকাক্ষ ভগবানের নাভি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সেই কমলরূপধারী পরমেশ্বরকে নমস্কার করি ॥ ৫৯

যাঁহার সহস্র মস্তক, যিনি অপ্রমেয়রূপে সকলের অন্তরে বিরাজমান, যাঁহার স্বরূপ অসীম, যিনি চতুঃসমুদ্র একার্ণবের প্রান্ত হইলে যোগনিদ্রার আশ্রয় গ্রহণ করত শয়ন করেন, সেই যোগ-নিদ্রারূপ ভগবানকে নমস্কার করি ॥ ৬০

যাঁহার কেশে মেঘসকল বিচরণ করে, যাঁহার সমস্ত অঙ্গের সন্ধিদেশে নদীসকল প্রবাহিত এবং যাঁহার উদরে চারি সমুদ্র বর্তমান, সেই জলরূপী পরমাত্মাকে নমস্কার করি ॥ ৬১

যাহা হইতে সৃষ্টি ও রক্ষা হইতেছে এবং যাঁহাতে প্রলয় হইয়া থাকে, সেই সর্বকারণরূপী পরমাত্মাকে নমস্কার করি ॥ ৬২

যিনি রাত্রিতে উপবিষ্ট থাকেন, দিনে দণ্ডায়মান হন এবং সমস্ত পুণ্যকর্ম ও পাপকর্ম দর্শন করেন, সেই সর্বদ্রষ্টারূপী পরমাত্মাকে নমস্কার করি ॥ ৬৩

যিনি সকল কার্যে অকুণ্ঠ (নিপুণ) এবং জগতে ধর্ম স্থাপনের জন্য সর্বদা উদ্যত, সেই কার্যরূপী ভগবানকে নমস্কার করি ॥ ৬৪

তৎকালে ধর্মমর্য্যাদা উল্লঙ্ঘনকারী ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণগণকে অপমান করায় ক্রুদ্ধ হইয়া যিনি একুশবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন, সেই পরশুরামরূপী ভগবানকে নমস্কার করি ॥৬৫

যিনি শরীরস্থ বায়ু হইয়া পঞ্চ বায়ুরূপে (প্রাণ, অপান, সমান উদান ও ব্যান) আপনাকে বিভক্ত করিয়া ভূতগণকে নানা কার্য করাইতেছেন , সেই বায়ুরূপী ভগবানকে নমস্কার করি ॥

যিনি প্রত্যেক যুগে মাস, ঋতু, অয়ন ও বৎসররূপে বারংবার আসিয়া থাকেন এবং সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করেন, সেই কালরূপী ভগবানকে নমস্কার করি

ব্রাহ্মণ যাঁহার মুখ, সম্পূর্ণ ক্ষত্রিয় জাতি যাঁহার বাহু, বৈশ্য জাতি যাঁহার জঙ্ঘা ও উদর এবং শূদ্র জাতি যাঁহার চরণাশ্রিত, সেই চাতুর্বর্ণরূপী পরমেশ্বরকে নমস্কার করি ৬৮

অগ্নি যাঁহার মুখ, স্বর্গ যাঁহার মস্তক, আকাশ যাঁহার নাভি, পৃথিবী যাঁহার পদদ্বয়, সূর্য যাঁহার নেত্র এবং দিক্‌সকল যাঁহার কর্ণ, সেই লোকরূপী পরমাত্মাকে নমস্কার করি ॥ ৬৯

যিনি কাল ও যজ্ঞের অতীত, যিনি পর হইতে পরতর, যিনি সম্পূর্ণ বিশ্বের আদি, কিন্তু যাঁহার আদি কেহ নাই (অনাদি), সেই বিশ্বাত্মারূপী পরমেশ্বরকে নমস্কার করি ॥ ৭০

(যিনি মেঘে বিদ্যুৎ, উদরে জঠরানলরূপে অবস্থিত, যিনি সকলকে পবিত্র করার হেতু পাবক এবং স্বরূপতঃ শুচি বলিয়া

বিষয়ে বর্তমানানাং যং তে বৈশেষিকৈর্গুণৈঃ।
প্রাণবিষয়গোপ্তারং তস্মৈ গোপ্ত্রাত্মনে নমঃ ॥ ৭১
অন্নপানেন্ধনময়ো রসপ্রাণবিবর্ধনঃ
যো ধারয়তি ভূতানি তস্মৈ প্রাণাত্মনে নমঃ ॥ ৭২
প্রাণানাং ধারণার্থায় যোঽগ্নঃ ভুঙ্‌ক্তে চতুর্বিধম্
অন্তর্ভূতঃ পচত্যগ্নিস্তস্মৈ পাকাত্মনে নমঃ ॥ ৭৩
পিঙ্গেক্ষণসটং যস্য রূপং দংষ্ট্রানখায়ুধম্।
দানবেন্দ্রান্তকরণং তস্মৈ দৃপ্তাত্মনে নমঃ ॥ ৭৪
যং ন দেবা ন গন্ধর্বা ন দৈত্যা ন চ দানবাঃ।
তত্ত্বতো হি বিজানন্তি তস্মৈ সূক্ষ্মাত্মনে নমঃ ॥ ৭৫
রসাতলগতঃ শ্রীমানননন্তো ভগবান্ বিভুঃ।
জগদ্ ধারয়তে কৃৎস্নং তস্মৈ বীর্য্যাত্মনে নমঃ ॥৭৬
যো মোহয়তি ভূতানি স্নেহপাশানুবন্ধনৈঃ।
সর্গস্য রক্ষণার্থায় তস্মৈ মোহাত্মনে নমঃ ॥ ৭৭
আত্মজ্ঞানমিদং জ্ঞানং জ্ঞাত্বা পঞ্চস্ববস্থিতম্।
যং জ্ঞানেনাভিগচ্ছন্তি তস্মৈ জ্ঞানাত্মনে নমঃ ॥ ৭৮
অপ্রমেয়শরীরায় সর্বতোবুদ্ধিচক্ষুষে।
অনন্তপরিমেয়ায় তস্মৈ দিব্যাত্মনে নমঃ ॥৭৯
জটিনে দণ্ডিনে নিত্যং লম্বোদরশরীরিণে।
কমণ্ডলুনিষঙ্গায় তস্মৈ ব্রহ্মাত্মনে নমঃ ॥ ৮০
শূলিনে ত্রিদশেশায় ত্র্যম্বকায় মহাত্মনে।
ভস্মদিগ্ধাঙ্গলিঙ্গায় তস্মৈ রুদ্রাত্মনে নমঃ ॥ ৮১
চন্দ্রার্ধকৃতশীর্ষায় ব্যালযজ্ঞোপবীতিনে।
পিনাকশূলহস্তায় তথা উগ্রাত্মনে নমঃ ॥ ৮১
সর্বভূতাত্মভূতায় ভূতাদিনিধনায় চ।
অক্রোধদ্রোহমোহায় তস্মৈ শান্ত্যাত্মনে নমঃ ॥ ৮৩

কথিত, সমস্ত ভোজ্য পদার্থের দহনকারী (অগ্নিদেব) যাঁহার স্বরূপ, সেই পরমাত্মাকে নমস্কার করি।)

যাঁহারা বৈশেষিক দর্শনে উল্লিখিত রূপ রস আদি গুণদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া বিষয়-সেবনে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদিগকে ঐ বিষয়াসক্তি হইতে রক্ষাকারী রক্ষকরূপী পরমাত্মাকে নমস্কার করি ৭১

যিনি অন্ন জলরূপ ইন্ধন দ্বারা শরীরাভ্যন্তরের রস ও প্রাণশক্তির বৃদ্ধি এবং সম্পূর্ণ প্রাণিগণকে ধারণ করেন, সেই প্রাণাত্মরূপী পরমেশ্বরকে নমস্কার করি ॥ ৭২

যিনি প্রাণিগণের রক্ষার জন্য ভক্ষ্য ভোজ্য চোষ্য ও লেহ্য - এই চারিপ্রকার অন্ন ভোজন করেন এবং স্বয়ং উদরে জঠরাগ্নিরূপে অবস্থান করত সেই সকলকে পরিপাক করেন, সেই পাকরূপী পরমেশ্বরকে নমস্কার করি ॥ ৭৩

যিনি দানবরাজ হিরণ্যকশিপুকে সংহার করিয়াছিলেন, যাঁহার নেত্রলোম (পক্ষ) এবং কেশর পিঙ্গলবর্ণ ছিল, যাঁহার দীর্ঘ দন্ত-সকল এবং নখসকল অস্ত্র ছিল, সেই দর্পরূপধারী ভগবান্ নরসিংহকে নমস্কার করি ॥৭৪

যাঁহাকে দেবতা গন্ধর্ব দৈত্য এবং দানবগণও যথাযথভাবে জানিতে অক্ষম, সেই সূক্ষ্মরূপী পরমাত্মাকে নমস্কার করি ॥ ৭৫

যিনি সর্বব্যাপক ভগবান্ অনন্তনামক শেষনাগরূপে রসাতলে অবস্থান করত নিখিল জগৎকে মস্তকে ধারণ করিতেছেন, সেই বীর্যরূপী পরমেশ্বরকে নমস্কার করি ॥ ৭৬

যিনি এই সৃষ্টি পরম্পরা রক্ষার নিমিত্ত প্রাণীমণ্ডলীকে স্নেহপাশে বদ্ধ করত মোহিত করেন, সেই মোহরূপী ভগবানকে নমস্কার করি। ৭৭

অন্নময়াদি পঞ্চ কোষে স্থিত অন্তরতম আমার জ্ঞান হইলে বিশুদ্ধ বোধ দ্বারা বিদ্বান্ পুরুষ যাঁহাকে লাভ করেন, সেই জ্ঞানরূপী পরব্রহ্মকে নমস্কার করি ॥ ৭৮

যাঁহার স্বরূপ বাক্য ও মনের অগোচর, যাঁহার বুদ্ধি ও চক্ষু সর্বগামী এবং যাঁহার পরিমাণ অসীম, সেই দিব্যাত্মারূপী পরমেশ্বরকে নমস্কার করি ॥ ৭৯

যিনি দণ্ড ও জটা ধারণ করেন, যিনি লম্বোদর শরীরধারী এবং যাঁহার কমণ্ডলু তূণীরের কার্য করে, সেই ব্রহ্মরূপী ভগবান্‌কে নমস্কার করি ॥ ৮০

যিনি ত্রিশূলধারী দেবতাদিগের প্রভু, যাঁহার তিন চক্ষু, যিনি মহাত্মা এবং যাঁহার শরীর বিভূতিভূষিত, সেই রুদ্ররূপী পরমেশ্বর-কে নমস্কার করি ॥ ৮১

যাঁহার মস্তকে অর্দ্ধচন্দ্র, শরীরে সর্পরূপ যজ্ঞোপবীত শোভা পাইতেছে, যিনি পিনাক ও ত্রিশূল ধারণ করেন সেই উগ্ররূপধারী ভগবান্ শঙ্করকে নমস্কার করি ॥ ৮২

যিনি সকল প্রাণীর আত্মা ও সকলের জন্ম মৃত্যুর কারণ, যাঁহাতে সর্বতোভাবে ক্রোধ, দ্রোহ ও মোহের অভাব দৃষ্ট হয়, সেই শান্তাত্মারূপী পরমেশ্বরকে নমস্কার করি ॥ ৮৩

যস্মিন্ সর্বং যতঃ সর্বং যঃ সর্বে সর্বতশ্চ যঃ।
যশ্চ সর্বময়ো নিত্যং তস্মৈ সর্বাত্মনে নমঃ ॥ ৮৪
বিশ্বকর্মন্ নমস্তেঽস্তু বিশ্বাত্মন্ বিশ্বসম্ভব।
অপবর্গোঽসি ভূতানাং পঞ্চানাং পরতঃ স্থিতঃ ॥ ৮৫
নমস্তে ত্রিষু লোকেষু নমস্তে পরতস্ত্রিষু।
নমস্তে দিক্ষু সর্বাসু ত্বং হি সর্বময়ো নিধিঃ ॥ ৮৬
নমস্তে ভগবন্ বিষ্ণো লোকানাং প্রভবাপ্যয়
ত্বং হি কর্তা হৃষীকেশ সংহর্তা চাপরাজিতঃ ॥ ৮৭
ন হি পশ্যামি তে ভাবং দিব্যং হি ত্রিষু বর্ত্মসু।
ত্বাং তু পশ্যামি তত্ত্বেন যৎ তে রূপং সনাতনম্ ॥ ৮৮
দিবং তে শিরসা ব্যাপ্তং পদ্ভ্যাং দেবী বসুন্ধরা।
বিক্রমেণ ত্রয়ো লোকাঃ পুরুষোঽসি সনাতনঃ ॥ ৮৯
দিশো ভুজা রবিশ্চক্ষুর্বীর্য্যে শুক্রঃ প্রতিষ্ঠিতঃ।
সপ্ত মার্গা নিরুদ্ধাস্তে বায়োরমিততেজসঃ ॥ ৯০
অতসীপুষ্পসঙ্কাশং পীতবাসসমচ্যুতম্।
যে নমস্যন্তি গোবিন্দং ন তেষাং বিদ্যতে ভয়ম্ ॥ ৯১
একোঽপি কৃষ্ণস্য কৃতঃ প্রণামো
দশাশ্বমেধাবভৃথেন তুল্যঃ।
দশাশ্বমেধী পুনরেতি জন্ম
কৃষ্ণপ্রণামী ন পুনর্ভবায় ॥ ৯২
কৃষ্ণব্রতাঃ কৃষ্ণমনুস্মরন্তো
রাত্রৌ চ কৃষ্ণং পুনরুত্থিতা যে।
তে কৃষ্ণদেহাঃ প্রবিশন্তি কৃষ্ণ-
মাজ্যং যথা মন্ত্রহুতং হুতাশে ॥ ৯৩
নমো নরকসন্ত্রাসরক্ষামণ্ডলকারিণে।
সংসারনিম্নগাবর্ততরিকাষ্ঠায় বিষ্ণবে ॥ ৯৪
নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ ৯৫
প্রাণকান্তারপাথেয়ং সংসারোচ্ছেদভেষজম্।
দুঃখশোকপরিত্রাণং হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্ ॥ ৯৬

যাঁহাতে সব কিছু অবস্থিত, যাঁহা হইতে সব উৎপন্ন, যিনি স্বয়ং সর্বস্বরূপ, যিনি সদা সর্বব্যাপী ও সর্বময়, সেই সর্বাত্মককে নমস্কার করি ॥ ৮৪

বিশ্বস্রষ্টা পরমেশ্বর! আপনাকে নমস্কার। বিশ্বাত্মন্! (বিশ্বের আত্মাস্বরূপ), বিশ্বসম্ভব! (বিশ্বের উৎপত্তি স্থানভূত) আপনাকে নমস্কার করি। আপনি পঞ্চভূতের অতীত এবং সকল প্রাণিগণের মোক্ষস্বরূপ ব্রহ্মরূপে অবস্থিত ॥ ৮৫

ত্রিলোকব্যাপী! আপনাকে নমস্কার করি। ত্রিভুবনের অতীত! আপনাকে নমস্কার করি। সকল দিক্‌ব্যাপী! আপনাকে নমস্কার করি, কারণ, আপনি সব পদার্থের পূর্ণ ভাণ্ডারস্বরূপ ॥ ৮৬

হে ভগবন্ বিষ্ণু! আপনি জগতের সৃষ্টি এবং প্রলয়ের কারণ, আপনাকে নমস্কার করি। হৃষীকেশ! আপনি সকলের জন্মদাতা ও সংহারকর্তা, আপনি সকলের অপরাজেয় ॥ ৮৭

ত্রিলোকের কেহই আপনার দিব্য জন্ম কর্ম রহস্য জানিতে পারে না, কিন্তু আমি তত্ত্বদৃষ্টিদ্বারা আপনার সনাতন রূপ দর্শন করিতেছি ॥ ৮৮

স্বর্গলোক আপনার মস্তকে, পৃথিবী আপনার পদদ্বয়ে, ত্রিভুবন আপনার ত্রিপদক্ষেপ দ্বারা ব্যাপ্ত রহিয়াছে। আপনি সনাতন পুরুষ ॥ ৮৯

দিক্‌সকল আপনার বাহু, সূর্য আপনার নেত্র, শুক্রাচার্য আপনার বীর্য, আপনিই অত্যন্ত তেজস্বী বায়ুরূপে সপ্তমার্গ রোধ করিয়া অবস্থিত ॥ ৯০

অতসী পুষ্পের ন্যায় নীলবর্ণ, পীতবসন পরিধারী, বীরব্রত হইতে অচ্যুত (অভ্রষ্ট) গোবিন্দকে যাঁহারা নমস্কার করেন, তাঁহাদের কোনও ভয় থাকে না ॥ ৯১

শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে নিবেদিত একটি মাত্র প্রণাম দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞের তুল্য হইয়া থাকে। দশাশ্বমেধকারী পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু কৃষ্ণপ্রণামীকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না ॥ ৯২

কৃষ্ণভজনই যাহাদের ব্রত, যাঁহারা কৃষ্ণকে নিরন্তর স্মরণ করেন এবং রাত্রে ও প্রাতঃকালে কৃষ্ণকে স্মরণ করেন, তাঁহারা কৃষ্ণের ন্যায় দেহধারী হইয়া মন্ত্রপূত আহুত ঘৃত যেমন অগ্নিতে প্রবেশ করেন, তদ্রূপ তাঁহারা কৃষ্ণে প্রবেশ করিয়া থাকেন ॥ ৯৩

যিনি মানুষকে নরক ভয় হইতে রক্ষা করেন এবং যিনি সংসাররূপ ভবসাগর হইতে তরণের কাষ্ঠস্বরূপ, সেই বিষ্ণুকে নমস্কার করি ॥ ৯৪

যিনি ব্রহ্মণ্য দেব, গো ও ব্রাহ্মণগণের হিতকারী এবং জগতের হিতসাধক, সেই কৃষ্ণরূপী গোবিন্দকে বারংবার নমস্কার করি ॥ ৯৫

"হরি"—এই দুইটি অক্ষর জীবনরূপ দুর্গম পথের পাথেয়,

যথা বিষ্ণুময়ং সত্যং যথা বিষ্ণুময়ং জগৎ।
যথা বিষ্ণুময়ং সর্বং পাপ্মা মে নশ্যতাং তথা ॥ ৯৭
ত্বাং প্রপন্নায় ভক্তায় গতিমিষ্টাং জিগীষবে।
যচ্ছ্রেয়ঃ পুণ্ডরীকাক্ষ তদ্ ধ্যায়স্ব সুরোত্তম ॥ ৯৮
ইতি বিজ্ঞাতপোযোনিরযোনির্বিষ্ণুরীড়িতঃ
বাগ্‌যজ্ঞেনার্চিতো দেবঃ প্রীয়তাং মে জনার্দনঃ ॥ ৯৯
নারায়ণঃ পরং ব্রহ্ম নারায়ণপরং তপঃ।
নারায়ণঃ পরো দেবঃ সর্বং নারায়ণঃ সদা ॥ ১০০

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এতাবদুক্ত্বা বচনং ভীষ্মস্তদ্‌গতমানসঃ
নম ইত্যেব কৃষ্ণায় প্রণামমকরোৎ তদা ॥ ১০১
অভিগম্য তু যোগেন ভক্তিং ভীষ্মস্য মাধবঃ।
ত্রৈলোক্যদর্শনং জ্ঞানং দিব্যং দত্ত্বা যযৌ হরিঃ ॥ ১০২

(যং যোগিনঃ প্রাপ্তবিয়োগকালে
যত্নেন চিত্তে বিনিবেশয়ন্তি।
স তং পুরস্তাদ্ধরিমীক্ষমাণঃ
প্রাণান্ জহৌ প্রাপ্তফলো হি ভীষ্মঃ ॥)

তস্মিন্নুপরতে শব্দে ততস্তে ব্রহ্মবাদিনঃ।
ভীষ্মং বাগ্‌ভির্বাষ্পকণ্ঠাস্তুষ্টুবুর্মহামতিম্ ॥ ১০৩
তে স্তুবন্তশ্চ বিপ্রাগ্র্যাঃ কেশবং পুরুষোত্তমম্।
ভীষ্মঞ্চ শনকৈঃ সর্বে প্রশশংসুঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ১০৪
বিদিত্বা ভক্তিযোগং তু ভীষ্মস্য পুরুষোত্তমঃ
সহসোত্থায় সংহৃষ্টো যানমেবাস্বপদ্যত ॥ ১০৫
কেশবঃ সাত্যকিশ্চাপি রথেনৈকেন জগ্মতুঃ
অপরেণ মহাত্মানৌ যুধিষ্ঠির-ধনঞ্জয়ৌ ॥ ১০৬
ভীমসেনো যমৌ চোভৌ রথমেকং সমাশ্রিতাঃ।
কৃপো যুযুৎসুঃ সূতশ্চ সঞ্জয়শ্চ পরন্তপঃ ॥ ১০৭
তে রথৈর্নগরাকারৈঃ প্রযাতাঃ পুরুষর্ষভাঃ।
নেমিঘোষেণ মহতা কম্পয়ন্তো বসুন্ধরাম্ ॥ ১০৮

সংসাররোগ নাশের ঔষধ এবং দুঃখ ও শোকের হাত হইতে রক্ষাকারী। ৯৬

যেমন সত্য বিষ্ণুময়, যেমন অখিল সংসার বিষ্ণুময়, যেমন সব কিছুই বিষ্ণুময়—ইহা যেমন নিশ্চিত, তদ্রূপ এই সত্যপ্রভাবে আমার পাপনাশও নিশ্চিত হউক। ৯৭

হে কমলনয়ন ভগবন! হে সুরোত্তম! আমি আপনার শরণাগত ভক্ত। সকলের যে অভীষ্ট গতি, তাহা লাভ করিতে ইচ্ছা করিতেছি; যাহাতে আমার মঙ্গল হয়, আপনি সেইরূপ চিন্তা করুন। ৯৮

যিনি তত্ত্বজ্ঞান ও তপস্যার কারণ, জন্মবিহীন বিষ্ণু আমি এই প্রকার বাগ্‌রূপ যজ্ঞের দ্বারা পূজা করিলাম। ইহার দ্বারা ভগবান্ জনার্দন আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। ৯৯

নারায়ণই পরব্রহ্মস্বরূপ, নারায়ণই সর্ব তপোময়, নারায়ণই পরম দেবতা এবং নারায়ণই সর্বদা সর্বময়। ১০০

বৈশম্পায়ন বলিলেন—জনমেজয়! শ্রীকৃষ্ণ-গতচিত্ত ভীষ্ম উক্ত প্রকারে স্তব করত পরিশেষে "নমঃ শ্রীকৃষ্ণায়" বলিয়া প্রণাম করিলেন। ১০১

শ্রীকৃষ্ণ যোগপ্রভাবে ভীষ্মের ভক্তির বিষয় জ্ঞাত হইয়া তাঁহার নিকট গমনপূর্বক ভীষ্মকে ত্রৈলোক্য দর্শন করিবার উপযোগী দিব্যজ্ঞান দান করতঃ প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। ১০২

(যোগী পুরুষগণ প্রাণপ্রয়াণসময়ে অতিশয় যত্নের সহিত হৃদ্‌দেশে যাঁহাকে স্থাপিত করেন, সেই শ্রীহরিকে সম্মুখে দর্শন করত ভীষ্মদেব জীবনে সার্থকতা লাভ পূর্বক প্রাণত্যাগ করিলেন।)

ভীষ্মদেবের বাক্যাবসানে তত্রস্থ ব্রহ্মবাদী মহর্ষিগণ বাষ্পগদ্‌গদ কণ্ঠে মহামতি ভীষ্মদেবের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ১০৩

সেই সকল ব্রাহ্মণশিরোমণি মহর্ষিগণ ভগবান্ পুরুষোত্তম কেশবের স্তুতি করিতে করিতে ধীরে ধীরে বারংবার ভীষ্মদেবেরও প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ১০৪

অন্যদিকে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মদেবের সেই ভক্তির বিষয় জানিতে পারিয়া আনন্দিতচিত্তে তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান পূর্বক রথের নিকট গমন করিলেন। ১০৫

শ্রীকৃষ্ণ ও সাত্যকি এক রথে এবং মহাত্মা যুধিষ্ঠির ও অর্জুন অন্য রথে গমন করিতে লাগিলেন। ১০৬

এক রথে ভীমসেন, নকুল ও সহদেব আরোহণ করিলেন এবং কৃপাচার্য, যুযুৎসু ও শত্রুসন্তাপদায়ী সারথি সঞ্জয় অপর রথে আরূঢ় হইলেন। ১০৭

সেই পুরুষশ্রেষ্ঠগণ নগরতুল্য রথে আরোহণ করত গম্ভীর রথ-নির্ঘোষে ভূতল কম্পিত করিতে করিতে যাত্রা করিলেন। ১০৮

ততো গিরঃ পুরুষবরস্তুবান্বিতা
দ্বিজেরিতা পথি সুমনাঃ স শুশ্রুবে
কৃতাঞ্জলিঃ প্রণতমথাপরং জনং
স কেশিহা মুদিতমনাভ্যনন্দত ॥
ইতি স্মরন্ পঠতি চ শার্ঙ্গধন্বনঃ
শৃণোতি বা মধুকুলনন্দনস্তবম্।
স চক্রভৃৎপ্রতিহত সর্বকিল্বিষো
জনার্দনঃ প্রবিশতি দেহসংক্ষয়ে ॥
স্তবরাজঃ সমাপ্তোঽয়ং বিষ্ণোরদ্ভুতকর্মণঃ

সেই সময়ে পথপার্শ্বস্থ ব্রাহ্মণগণ শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করিতে লাগিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণও প্রসন্ন-মনে তাহা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। ১০৯

অনন্তর অন্য জনগণ কৃতাঞ্জলিপুটে শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিতে লাগিলেন, শ্রীকৃষ্ণও হৃষ্টচিত্তে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। ১১০

যে ব্যক্তি শার্ঙ্গধনুর্ধারণকারী মধুকুলনন্দন শ্রীকৃষ্ণের এই স্তব পাঠ করে, স্মরণ করে কিম্বা শ্রবণ করে, সেই ব্যক্তি

গাঙ্গেয়েন পুরা গীতো মহাপাতকনাশনঃ ॥
ইমং নরঃ স্তবরাজং যুমুক্ষুঃ
পঠন্ শুচিঃ কলুষিতকল্মষাপহম্।
অতীত্য লোকানমলান্ সনাতনান্
পদং স গচ্ছত্যমৃতং মহাত্মনঃ ॥)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি ভীষ্মস্তবরাজে সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৭

দেহাবসানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণে প্রবেশ করিয়া থাকে—চক্রধারী শ্রীহরি তাহার সমস্ত পাপ নাশ করেন।

গঙ্গানন্দন ভীষ্মদেব পুরাকালে যাঁহার স্তব করিয়াছিলেন, অদ্ভুতকর্মা মহাপাতকনাশক সেই বিষ্ণুর স্তবরাজ সমাপ্ত হইল।

এই স্তবরাজ পাপীর সকল পাপনাশক, মুমুক্ষু ইহা শুদ্ধভাবে পাঠ করিলে পর নির্মল সনাতন লোকসকল অতিক্রম করিয়া পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের অমৃতময় ধাম প্রাপ্ত হন।

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্বে ভীষ্ম-স্তবরাজ-বিষয়ক সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[পরশুরামকর্তৃকক্ষত্রিয়সংহারবিষয়ে রাজ্ঞো যুধিষ্ঠিরস্য প্রশ্নঃ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততঃ স চ হৃষীকেশঃ স চ রাজা যুধিষ্ঠিরঃ।
কৃপাদয়শ্চ তে সর্বে চত্বারঃ পাণ্ডবাশ্চ তে ॥ ১
রথৈস্তৈর্নগরপ্রখ্যৈঃ পতাকাধ্বজশোভিতৈঃ।
যযুরাশু কুরুক্ষেত্রং বাজিভিঃ শীঘ্রগামিভিঃ ॥ ২
তেঽবতীর্য্য কুরুক্ষেত্রং কেশ-মজ্জাস্থিসঙ্কুলম্।
দেহন্যাসঃ কৃতো যত্র ক্ষত্রিয়ৈস্তৈর্মহাত্মভিঃ ॥ ৩
গজাশ্বদেহাস্থিচয়ৈঃ পর্বতৈরিব সঞ্চিতম্
নরশীর্ষকপালৈশ্চ শঙ্খৈরিব চ সর্বশঃ ॥ ৪
চিতাসহস্রপ্রচিতং বর্মশস্ত্রসমাকুলম্।
আপানভূমিং কালস্য তথা ভুক্তোজ্ঝিতামিব ॥ ৫

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়।

[পরশুরামকর্তৃক ক্ষত্রিয়সংহারবিষয়ে রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রশ্ন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজন্, তদনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, রাজা যুধিষ্ঠির ভীমসেন প্রভৃতি চারি পাণ্ডব এবং কৃপাচার্য্য প্রভৃতি সকলে ধ্বজ-পতাকাশোভিত, নগরতুল্য বৃহৎ এবং শীঘ্রগামী অশ্বগণ সংযোজিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক সত্বর কুরুক্ষেত্র অভিমুখে করিলেন। ১-২

যে কুরুক্ষেত্রে মহামনস্বী ক্ষত্রিয় বীরগণ দেহত্যাগ করিয়াছেন,

যে স্থানটি কেশ মজ্জা এবং অস্থিতে পরিপূর্ণ, তথায় ইঁহারা সকলে অবতীর্ণ হইলেন। ৩

যে স্থানে হস্তী ও অশ্বের অস্থিসমূহ এবং দেহসকল সঞ্চিত হইয়া পর্ব্বতের ন্যায় অবস্থিত, যেখানে শঙ্খের ন্যায় বহু শুভ্র নরমুণ্ড ও নরকপাল সমাচ্ছন্ন। ৪

সেই স্থানে সহস্র সহস্র চিতা জ্বলিতেছিল, কবচ, বর্ম ও অস্ত্রসমূহে এই স্থান পরিপূর্ণ ছিল। সুতরাং মনে হইতেছিল যেন কাল প্রথমে ভোজন ও পান করত পরে উচ্ছিষ্ট জ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়াছেন। ৫

ভূতসঙ্ঘানুচরিতং রক্ষোগণনিষেবিতম্ ।
পশ্যন্তস্তে কুরুক্ষেত্রং যযুরাশু মহারথাঃ ॥ ৬

গচ্ছন্নেব মহাবাহুঃ স বৈ যাদবনন্দনঃ ।
যুধিষ্ঠিরায় প্রোবাচ জামদগ্ন্যস্য বিক্রমম্ ॥ ৭

অমী রামহ্রদাঃ পঞ্চ দৃশ্যন্তে পার্থ দূরতঃ
তেষু সন্তর্পয়ামাস পিতৄন্ ক্ষত্রিয়শোণিতৈঃ ॥ ৮

ত্রিঃসপ্তকৃত্বো বসুধাং কৃত্বা নিঃক্ষত্রিয়াং প্রভুঃ ।
ইহেদানীং ততো রামঃ কর্ম্মণো বিররাম হ ॥ ৯

যুধিষ্ঠির উবাচ

ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ পৃথিবী কৃতা নিঃক্ষত্রিয়া পুরা ।
রামেণেতি তথাহঽহ ত্বমত্র মে সংশয়ো মহান্ ॥ ১০

ক্ষত্রবীজং যথা দগ্ধং রামেণ যদুপুঙ্গব ।
কথং ভূয়ঃ সমুৎপত্তিঃ ক্ষত্রস্যামিতবিক্রম ॥ ১১

মহাত্মনা ভগবতা রামেণ যদুপুঙ্গব ।
কথমুৎসাদিতং ক্ষত্রং কথং বৃদ্ধিমুপাগতম্ ॥ ১২

মহতা রথযুদ্ধেন কোটিশঃ ক্ষত্রিয়া হতাঃ ।
তথাভূচ্চ মহী কীর্ণা ক্ষত্রিয়ৈর্বসুধাধিপ ॥ ১৩

কিমর্থং ভার্গবেণেদং ক্ষত্রমুৎসাদিতং পুরা ।
বাষ্ণেয় যদুশার্দূল কুরুক্ষেত্রে মহাত্মনা ॥ ১৪

এতন্মে ছিন্ধি বার্ষ্ণেয় সংশয়ং ভার্গবকেতন ।
আগমো হি পরঃ কৃষ্ণ ত্বত্তো নো বাসবানুজ ॥ ১৫

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততো যথাবৎ স গদাগ্রজঃ প্রভুঃ
শশংস তস্মৈ নিখিলেন তত্ত্বতঃ ।
যুধিষ্ঠিরায়াপ্রতিমৌজসে তদা
যথাভবৎ ক্ষত্রিয়সঙ্কুলা মহী ॥ ৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্ব্বণি রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বণি রামোপাখ্যানে
অষ্টচত্বারিংশোধ্যায়ঃ ॥ ৪৮

যেখানে দলে দলে ভূতগণ বিচরণ করিতেছিল সেই কুরুক্ষেত্র দর্শন করিতে করিতে সেই মহারথিগণ দ্রুত গমন করিতে লাগিলেন ॥ ৬

মহাবাহু ভগবান্ যাদবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ গমন করিতে করিতে যুধিষ্ঠিরকে জামদগ্ন্যকুমার পরশুরামের বিক্রম বিষয় বলিতে লাগিলেন ॥ ৭

হে কুন্তীনন্দন ! ঐ দূরে যে পঞ্চ হ্রদ দেখা যাইতেছে, উহারা রামহ্রদ নামে প্রসিদ্ধ। এই স্থানে তিনি (পরশুরাম) ক্ষত্রিয়-গণের রক্তদ্বারা পিতৃপুরুষের তর্পণ করিয়াছিলেন ॥ ৮

পুরাকালে পরশুরাম পৃথিবীকে একুশবার নিঃক্ষত্রিয় করিয়া এইস্থানে আগমন করত ক্ষত্রিয় সংহার ব্যাপার হইতে বিরত হইয়াছিলেন ॥ ৯

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—প্রভু ! পুরাকালে পরশুরাম পৃথিবীকে একুশবার নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন—আপনি এই যে কথা বলিতেছেন ; এবিষয়ে আমার অত্যন্ত সংশয় হইতেছে ॥ ১০

অভিপরাক্রমী যদুশ্রেষ্ঠ ! যখন পরশুরাম ক্ষত্রিয়ের বীজ একেবারে নষ্ট করিয়া দিলেন তখন পুনরায় সেই ক্ষত্রিয় জাতি কিরূপে উৎপন্ন হইল ? ১১

যদুপুঙ্গব ! মহাত্মা ভগবান্ পরশুরাম কি কারণে ক্ষত্রিয়-জাতিকে সংহার করিয়াছিলেন ? এবং কি প্রকারেই বা সেই ক্ষত্রিয় জাতির পুনরায় বৃদ্ধি সম্ভব হইল ? ১২

বাগ্মিশ্রেষ্ঠ ! পরশুরাম রথযুদ্ধে কোটি কোটি ক্ষত্রিয়গণকে সংহার করিয়াছিলেন, তখন ক্ষত্রিয়-শবে রণভূমি পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল ॥ ১৩

হে যদুশ্রেষ্ঠ ! পুরাকালে ভৃগুসংশীয় মহাত্মা পরশুরাম কি জন্য এই কুরুক্ষেত্রে ক্ষত্রিয়দিগকে সংহার করিয়াছিলেন ? ১৪

বৃষ্ণিনন্দন ! গরুড়ধ্বজ ! উপেন্দ্র ! কৃষ্ণ ! আপনি আমার সন্দেহ নিবারণ করুন ; কারণ, আপনি শাস্ত্রেরও পর (শ্রেষ্ঠ) ॥ ১৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন—জনমেজয় ! রাজা যুধিষ্ঠির এইরূপ প্রশ্ন করিলে গদাগ্রজ প্রভু শ্রীকৃষ্ণ অপ্রতিমতেজস্বী যুধিষ্ঠিরকে ঐ বৃত্তান্ত সকল যথাযথভাবে বলিতে লাগিলেন—যেরূপে ক্ষত্রিয়-কুলের শবে কুরুক্ষেত্র পূর্ণ হইয়াছিল ॥ ১৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে পরশুরাম-উপাখ্যান-বিষয়ক অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

একোনপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[পরশুরামস্যোপাখ্যানম্—ক্ষত্রিয়াণাং বিনাশঃ, পুনরুৎপত্তিশ্চ]

বাসুদেব উবাচ।

শৃণু কৌন্তেয় রামস্য প্রভাবো যো ময়া শ্রুতঃ।
মহর্ষীণাং কথয়তাং বিক্রমঃ তস্য জন্ম চ ॥ ১
যথা চ জামদগ্ন্যেন কোটিশঃ ক্ষত্রিয়া হতাঃ।
উদ্‌ভূতা রাজবংশেষু যে ভূয়ো ভারতে হতাঃ ॥ ২
ঋচোরজস্য তনয়ো বলাকাশ্বস্য তৎসুতঃ।
কুশিকো নাম ধর্মজ্ঞস্তস্য পুত্রো মহীপতে ॥ ৩
অগ্র্যং তপঃ সমাতিষ্ঠৎ সহস্রাক্ষসমো ভুবি।
পুত্রং লভেয়মজিতং ত্রিলোকেশ্বরমিত্যুত ॥ ৪
তমুগ্রতপসং দৃষ্ট্বা সহস্রাক্ষঃ পুরন্দরঃ
সমর্থং পুত্রজনেন স্বয়মেবাদ্বপদ্যত ॥ ৫
পুত্রত্বমগমদ্ রাজংস্তস্য লোকেশ্বরেশ্বরঃ
গাধির্নামাভবৎ পুত্রঃ কৌশিকঃ পাকশাসনঃ ॥ ৬

একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[পরশুরামের উপাখ্যান—ক্ষত্রিয়দিগের বিনাশ ও পুনরায় উৎপত্তি।]

বাসুদেব বলিলেন কুন্তীনন্দন! আমি মুনিগণের মুখ হইতে পরশুরামের প্রভাব, পরাক্রম ও জন্মকথা যেরূপ শুনিয়াছি তদ্রূপ বলিতেছি শ্রবণ করুন। ১

যে প্রকারে জমদগ্নিনন্দন পরশুরাম কোটি কোটি ক্ষত্রিয়কে সংহার করিয়াছিলেন, পুনরায় ক্ষত্রিয়গণ রাজবংশে জন্মিয়াছিলেন এবং পুনরায় তাঁহারা ভারত-যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন (তৎসমুদয় বলিতেছি)। ২

পুরাকালে ঋচু নামে এক রাজা ছিলেন, তাঁহার পুত্রের নাম অজ। পৃথিবীপতি! অজ হইতে বলাকাশ্বনামক পুত্রের জন্ম হয়, বলাকাশ্বের পুত্রের নাম কুশিক—কুশিক বিশেষ ধর্মজ্ঞ ছিলেন। ৩

পৃথিবীতে ইন্দ্রের তুল্য পরাক্রমশালী সেই কুশিক ত্রিভুবনশাসক ও সকলের অপরাজেয় পুত্রলাভেচ্ছু হইয়া উগ্র তপস্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ৪

তাঁহার সেই উগ্র তপস্যা দর্শন করিয়া তাঁহাকে অভিলাষানুরূপ পুত্র-জননে সমর্থ জ্ঞাত হইয়া লোকপালগণের প্রভু সহস্রাক্ষ পাকশাসন ইন্দ্র স্বয়ংই তাঁহার পুত্ররূপে জন্ম লইয়াছিলেন। রাজন্! সেই কুশিক-পুত্র গাধি নামে প্রসিদ্ধ হন। ৫-৬

তস্য কন্যাভবদ্ রাজন্ নাম্না সত্যবতী প্রভো।
তাং গাধির্ভৃগুপুত্রায় সচীকায় দদৌ প্রভুঃ ॥ ৭

প্রভাবশালী রাজন্! তৎপরে গাধিরাজার একটি কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করিল, তাহার নাম সত্যবতী। গাধিরাজা সেই কন্যাটিকে ভৃগুর পুত্র ঋচীকের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। ৭

তস্যাঃ প্রীতঃ স শৌচেন ভার্গবঃ কুরুনন্দন।
পুত্রার্থং শ্রপয়ামাস চরুং গাধেস্তথৈব চ ॥ ৮

কৌরবনন্দন! ঋচীক সত্যবতীর পবিত্রতা গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার পুত্রের জন্য এবং গাধির পুত্রের জন্যও দুইটি চরু পাক করাইলেন। ৮

আহূয়োবাচ তাং ভার্য্যাং সচীকো ভার্গবস্তদা।
উপযোজ্যশ্চরুরয়ং ত্বয়া মাত্রাপ্যয়ং তব ॥ ৯

তখন ভৃগুবংশীয় ঋচীক স্বীয় পত্নী সত্যবতীকে ডাকিয়া বলিলেন—এই চরু তুমি ভক্ষণ করিবে এবং এই দ্বিতীয় চরু তোমার মাতা ভোজন করিবেন। ৯

তস্যা জনিষ্যতে পুত্রো দীপ্তিমান্ ক্ষত্রিয়র্ষভঃ।
অন্যাঃ ক্ষত্রিয়ৈর্লোকে ক্ষত্রিয়র্ষভসূদনঃ ॥ ১০

তোমার মাতা এই চরু ভক্ষণ করিলে অত্যন্ত তেজস্বী ক্ষত্রিয়-শিরোমণি একটি পুত্র হইবে। তাহাকে জগতে কোন ক্ষত্রিয় পরাজিত করিতে পারিবে না। তিনি বীর ক্ষত্রিয়গণকে সংহার করিবেন। ১০

তবাপি পুত্রঃ কল্যাণি ধৃতিমন্তং শমাত্মকম্।
তপোঽন্বিতং দ্বিজশ্রেষ্ঠং চরুরেষ বিধাস্যতি ॥ ১১

কল্যাণি! তুমি এই চরু ভক্ষণ করিলে তোমারও একটি ধৈর্য্যবান্, শান্ত, তপস্যাপরায়ণ ও শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ পুত্র উৎপন্ন হইবে। ১১

ইত্যেবমুক্ত্বা তাং ভার্য্যাং সচীকো ভৃগুনন্দনঃ।
তপস্যাভিরতঃ শ্রীমান্ জগামারণ্যমেব হি ॥ ১২

স্বীয় পত্নীকে এইরূপ বলিয়া ভৃগুনন্দন ঋচীক মুনি তপস্যা করিবার মানসে বন উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। ১২

এতস্মিন্নেব কালে তু তীর্থযাত্রাপরো নৃপঃ।
গাধিঃ সদারঃ সম্প্রাপ্তঃ সচীকস্যাশ্রমং প্রতি ॥ ১৩
চরুদ্বয়ং গৃহীত্বা চ রাজন্ সত্যবতী তদা।
ভর্তুর্বাক্যং তদাবাগ্র্যা মাত্রে হৃষ্টা ন্যবেদয়ৎ ॥১৪
মাতা তু তস্যাঃ কৌন্তেয় দুহিত্রে স্বং চরুং দদৌ
তস্যাশ্চরুমথাজ্ঞানাদাত্মসংস্থং চকার হ ॥ ১৫
অথ সত্যবতী গর্ভং ক্ষত্রিয়ান্তকরং তদা
ধারয়ামাস দীপ্তেন বপুষা ঘোরদর্শনম্ ॥ ১৬
তামৃচীকস্তদা দৃষ্ট্বা তস্যা গর্ভগতং দ্বিজম্।
অব্রবীদ্ ভৃগুশার্দূলঃ স্বাং ভার্যাং দেবরূপিণীম্ ॥ ১৭
মাত্রাসি ব্যংসিতা ভদ্রে চরুব্যত্যাসহেতুনা।
ভবিষ্যতি হি তে পুত্রঃ ক্রূরকর্মাত্যমর্ষণঃ ॥ ১৮
উৎপৎস্যতি চ তে ভ্রাতা ব্রহ্মভূতস্তপোরতঃ।
বিশ্বং হি ব্রহ্ম সুমহচ্চরৌ তব সমাহিতম্ ॥ ১৯
ক্ষত্রবীর্যঞ্চ সকলং তব মাত্রে সমর্পিতম্।
বিপর্যায়েণ তে ভদ্রে নৈতদেবং ভবিষ্যতি ॥ ২০

সে সময়ে তীর্থ-পর্যটন করিতে করিতে সপত্নীক রাজা গাধি ঋচীকমুনির আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ১৩

রাজন্! তখন সত্যবতী সেই দুই চরু গ্রহণ করিয়া শান্তভাবে মাতার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং আনন্দের সহিত মাতাকে ভর্তার বাক্যসকল নিবেদন করিলেন। ১৪

কুন্তীনন্দন! সত্যবতীর মাতা অনবধানবশতঃ সত্যবতীকে নিজের চরু অর্পণ করিলেন এবং স্বয়ং সত্যবতীর চরু ভক্ষণ করিলেন। ১৫

তদনন্তর সত্যবতী স্বীয় তেজস্বী দেহে এক ভীষণাকৃতি ক্ষত্রিয়সংহারকারী গর্ভ ধারণ করিলেন। ১৬

তখন ভৃগুশ্রেষ্ঠ ঋচীক গর্ভগত বালককে দেখিয়া দেবরূপিণী স্বীয় পত্নীকে বলিলেন—ভদ্রে! তোমার মাতা চরু পরিবর্তন দ্বারা তোমাকে বঞ্চিত করিয়াছেন। তোমার পুত্র অত্যন্ত ক্রোধী ও ক্রূর কর্মকারী হইবে। ১৭-১৮

পরন্তু তোমার ভ্রাতা ব্রাহ্মণ-স্বরূপ এবং তপস্যাপরায়ণ হইবে; কারণ, তোমার চরুতে মহান্ ব্রহ্মতেজের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলাম এবং তোমার মাতার চরুতে ক্ষত্রিয়যোগ্য বল-পরাক্রম ও তেজের সমাবেশ করিয়াছিলাম। কল্যাণি! চরু পরিবর্তনের ফলে ঐরূপ আর হইবে না, তোমার মাতার পুত্র ব্রাহ্মণ হইবে এবং তোমার পুত্র ক্ষত্রিয় হইবে। ১৯-২০½

মাতুস্তে ব্রাহ্মণো ভূয়াৎ তব চ ক্ষত্রিয়ঃ সুতঃ।
সৈবমুক্তা মহাভাগা ভর্ত্রা সত্যবতী তদা ॥ ২১
পপাত শিরসা তস্মৈ বেপন্তী চাব্রবীদিদম্।
নার্হোঽসি ভগবন্নদ্য বক্তুমেবংবিধং বচঃ।
ব্রাহ্মণাপসদং পুত্রং প্রাপ্স্যাসীতি হি মাং প্রভো ॥ ২২

ঋচীক উবাচ।

নৈষ সঙ্কল্পিতঃ কামো ময়া ভদ্রে তথা ত্বয়ি।
উগ্রকর্মা সমুৎপন্নশ্চরুব্যত্যাসহেতুনা ॥ ২৩

সত্যবত্যুবাচ

ইচ্ছঁল্লোকানপি মুনে সৃজেথাঃ কিং পুনঃ সুতম্।
শমাত্মকমৃজুং পুত্রং দাতুমর্হসি মে প্রভো

ঋচীক উবাচ।

নোক্তপূর্বানৃতং ভদ্রে স্বৈরেষ্বপি কদাচন।
কিমুতাগ্নিং সমাধায় মন্ত্রবচ্চরুসাধনে ॥ ২৫
দৃষ্টমেতৎ পুরা ভদ্রে জ্ঞাতঞ্চ তপসা ময়া।
ব্রহ্মভূতং হি সকলং পিতুস্তব কুলং ভবেৎ ॥ ২৬

পতির এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাভাগা সত্যবতী কাঁপিতে কাঁপিতে পতির চরণে পতিত হইলেন এবং বলিলেন—প্রভু! ভগবন্! আজ আমাকে এইরূপ বাক্য আর বলিবেন না যে "তোমার একটি ব্রাহ্মণাধম পুত্র হইবে"। ২১-২২

ঋচীক বলিলেন—ভদ্রে! তোমার এতাদৃশ পুত্র হইবে এইরূপ সঙ্কল্প আমি করি নাই, কিন্তু চরু পরিবর্তনের ফলেই তোমার উগ্রকর্মা পুত্র হইবে। ২৩

সত্যবতী বলিলেন—মুনে! আপনি ইচ্ছা করিলে নূতন ত্রিভুবন সৃষ্টি করিতে পারেন; ইচ্ছানুরূপ পুত্রের কথা আর কি বলিব? প্রভু! অতএব আমাকে একটি শান্ত ও সরল পুত্র দান করুন। ২৪

ঋচীক বলিলেন—ভদ্রে! আমি পূর্বে ইচ্ছাপূর্বক পরিহাসচ্ছলেও কখনও মিথ্যাকথা বলি নাই। এক্ষণে অগ্নিস্থাপন করত মন্ত্রপ্রযুক্ত চরু নির্মাণকালে যে সঙ্কল্প করিয়াছি, তাহা কিরূপে মিথ্যা হইতে পারে? ২৫

কল্যাণি! তপস্যা দ্বারা পূর্ব হইতেই ইহা আমি দেখিয়াছি ও জানিতে পারিয়াছি যে,—তোমার পিতার সমগ্র কুল ব্রাহ্মণ হইয়া যাইবে। ২৬

সত্যবত্যুবাচ

কামমেবং ভবেৎ পৌত্রো মমেহ তব চ প্রভো।
শমাত্মকমহং পুত্রং লভেয়ং জপতাং বর ॥ ২৭

ঋচীক উবাচ।

পুত্রে নাস্তি বিশেষো মে পৌত্রে চ বরবর্ণিনি।
যথা ত্বয়োক্তং বচনং তথা ভদ্রে ভবিষ্যতি ॥ ২৮

বাসুদেব উবাচ।

ততঃ সত্যবতী পুত্রং জনয়ামাস ভার্গবম্।
তপস্যভিরতং শান্তং জমদগ্নিং যতব্রতম্ ॥ ২৯

বিশ্বামিত্রঞ্চ দায়াদং গাধিঃ কুশিকনন্দনঃ
যঃ প্রাপ ব্রহ্মসমিতং বিদ্বৈর্ব্রহ্মগুণৈর্যুতম ॥ ৩০

ঋচীকো জনয়ামাস জমদগ্নিং তপোনিধিম্।
সোঽপি পুত্রং ন্যজনয়জ্জমদগ্নিং সুদারুণম্ ॥ ৩১

সর্ববিদ্যাস্তুগং শ্রেষ্ঠং ধনুর্বেদস্য পারগম্।
রামং ক্ষত্রিয়হন্তারং প্রদীপ্তমিব পাবকম্ ॥ ৩২

সত্যবতী বলিলেন—প্রভো! আপনি জাপক ব্রাহ্মণগণের শ্রেষ্ঠ। আপনার এবং আমার একটি উগ্রস্বভাব পৌত্র হউক ইহা ভাল; কিন্তু আমার একটি শান্তস্বভাব পুত্র দান করুন। ২৭

ঋচীক বলিলেন—সুন্দরি! আমার নিকট পুত্র ও পৌত্রের কোন পার্থক্য নাই। ভদ্রে! তুমি যেরূপ বলিবে, সেইরূপই হইবে ॥ ২৮

বাসুদেব বলিলেন—রাজন্! তদনন্তর সত্যবতী শান্ত সংযমপরায়ণ ও তপস্বী ভৃগুবংশীয় জমদগ্নিকে পুত্ররূপে লাভ করিলেন ॥ ২৯

কুশিকনন্দন গাধি বিশ্বামিত্রনামক পুত্র প্রাপ্ত হইলেন। ব্রাহ্মণোচিত গুণসম্পন্ন যে বিশ্বামিত্র ব্রহ্মর্ষি পদবী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৩০

ঋচীকমুনি তপোনিধি জমদগ্নিকে উৎপাদন করিয়াছিলেন। সেই জমদগ্নিও যথাকালে সকলবিদ্যার পারগামী, ধনুর্বেদে পারদর্শী, শ্রেষ্ঠ বীর, অগ্নির ন্যায় তেজস্বী, অতি ক্রূরস্বভাব, ক্ষত্রিয়হন্তা রামনামক (পরশুরাম) একটি পুত্র উৎপাদন করেন ॥ ৩১-৩২

সেই পরশুরাম গন্ধমাদন পর্ব্বতে মহাদেবকে তপস্যার দ্বারা সন্তুষ্ট করত বররূপে অনেক প্রকার অস্ত্র এবং অত্যন্ত তেজস্বী

তোমযিত্বা মহাদেবং পর্বতে গন্ধমাদনে।
অস্ত্রাণি বরয়ামাস পরশুং চাতিতেজসম্ ॥ ৩৩

স তেনাকুণ্ঠধারেণ জ্বলিতানলবর্চসা
কুঠারেণাপ্রমেয়েণ লোকেষ্বপ্রতিমোঽভবৎ ॥ ৩৪

এতস্মিন্নেব কালে তু কৃতবীর্য্যাত্মজো বলী।
অর্জ্জুনো নাম তেজস্বী ক্ষত্রিয়ো হৈহয়াধিপঃ ॥ ৩৫

দত্তাত্রেয়প্রসাদেন রাজা বাহুসহস্রবান্।
চক্রবর্ত্তী মহাতেজা বিপ্রাণামাশ্বমেধিকে ॥ ৩৬

দদৌ স পৃথিবীং সর্বাং সপ্তদ্বীপাং সপর্বতাম্।
স্ববাহুবলবলেনাজৌ জিত্বা পরমধর্মবিৎ ॥ ৩৭

তৃষিতেন চ কৌন্তেয় ভিক্ষিতশ্চিত্রভানুনা।
সহস্রবাহুবিক্রান্তঃ প্রাদাদ্ ভিক্ষামথাগ্নয়ে ॥ ৩৮

গ্রামান্ পুরাণি রাষ্ট্রাণি ঘোষাংশ্চৈব তু বীর্য্যবান্।
জগ্বাল তস্য বাণাগ্রাচ্চিত্রভানুর্দিধক্ষয়া ॥ ৩৯

স তস্য পুরুষেন্দ্রস্য প্রভাবেণ মহৌজসঃ।
দদাহ কার্তবীর্যস্য শৈলানথ বনস্পতীন্ ॥ ৪০

কুঠার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৩৩

সেই পরশুর ধার কখনও কুণ্ঠিত হইত না এবং প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় দৃষ্ট হইত। সেই অপ্রমেয় শক্তিশালী কুঠারের শক্তিতে পরশুরাম জগতে অতুলনীয়, বীর বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন ॥ ৩৪

সেই সময়ে হৈহয়াধিপতি কৃতবীর্য্যরাজার পুত্র, ক্ষত্রিয় ও পরম ধর্ম্মজ্ঞ, মহাতেজস্বী, চক্রবর্ত্তী রাজা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন দত্তাত্রেয় মুনির অনুগ্রহে সহস্রবাহু ও সার্ব্বভৌম হইয়া বাহুবলে ও অস্ত্রবলে বন, পর্ব্বত ও সমুদ্রের সহিত সপ্তদ্বীপা পৃথিবীকে বিজয়পূর্ব্বক অশ্বমেধ-যজ্ঞে ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়াছিলেন

কুন্তীনন্দন! একদা ক্ষুধার্ত্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া অগ্নিদেব পরাক্রম-শালী সহস্রবাহু অর্জ্জুনের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করেন অর্জ্জুনও তাঁহাকে প্রার্থিত বিষয় ভিক্ষা দেন ॥ ৩৮

তদনন্তর বলশালী অগ্নিদেব গ্রাম, গোষ্ঠ, নগর ও রাষ্ট্রকে ভস্ম করিতে ইচ্ছুক হইয়াই কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের বাণের অগ্রভাগে প্রজ্বলিত হইলেন ॥ ৩৯

অনন্তর সেই অগ্নিদেব মহাপরাক্রমশালী রাজা কার্ত্তবীর্য্যের প্রভাবে পর্ব্বত ও বনস্পতিগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৪০

স শূন্যমাশ্রমং রম্যমাপবস্য মহাত্মনঃ।
দদাহ পবনেনেদ্ধশ্চিত্রভানুঃ সহৈহয়ঃ ॥ ৪১
আপবস্তু ততো রোষাচ্ছশাপার্জুনমচ্যুত।
দগ্ধেঽস্মিন্নাশ্রমে মহাবাহো কার্তবীর্যেণ বীর্যবান্ ॥৪২
ত্বয়া ন বর্জিতং যস্মান্মমেদং হি মহদ্ বনম্
দগ্ধং তস্মাদ্ রণে রামো বাহূংস্তে ছেৎস্যতেঽর্জুন ॥ ৪৩
অর্জুনস্তু মহাতেজা বলী নিত্যং শমাত্মকঃ
ব্রহ্মণ্যশ্চ শরণ্যশ্চ দাতা শূরশ্চ ভারত ॥ ৪৪
নাচিন্তয়ৎ তদা শাপং তেন দত্তং মহাত্মনা।
তস্য পুত্রাস্তু বলিনঃ শাপেনাসন্ পিতুর্বধে ॥ ৪৫
নিমিত্তাদবলিপ্তা বৈ নৃশংসাশ্চৈব সর্বদা।
জমদগ্নিধেন্বাস্তে বৎসমানিন্যুর্ভরতর্ষভ ॥ ৪৬
অজ্ঞাতং কার্তবীর্যেণ হৈহয়েন্দ্রেণ ধীমতা
তন্নিমিত্তমভূদ্ যুদ্ধং জামদগ্নের্মহাত্মনঃ ॥ ৪৭
ততোঽর্জুনস্য বাহূংস্তাংশ্ছিত্ত্বা রামো রুষান্বিতঃ।

পবনসহায়ে উত্তরোত্তর প্রজ্বলিত অগ্নিদেব হৈহয়রাজকে সঙ্গে লইয়া মহাত্মা আপবমুনির শূন্য এবং সুন্দর আশ্রম প্রজ্বলিত করত ভস্মসাৎ করিলেন। ৪১

মহাবাহু অচ্যুত! কার্তবীর্য্য দ্বারা আপন আশ্রম প্রজ্বলিত হইয়াছে জানিতে পারিয়া শক্তিশালী আপব মুনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং কৃতবীর্য-পুত্র অর্জুনকে অভিসম্পাত করিলেন ॥ ৪২

অর্জুন! যেহেতু তুমি আমার এই বিশাল বনকে দগ্ধ না করিয়া পরিত্যাগ কর নাই, সেইহেতু পরশুরাম যুদ্ধে তোমার এই বাহুসকল ছেদন করিবেন। ৪৩

ভারত! অর্জুন মহাতেজস্বী, শক্তিমান্, সমগুণসম্পন্ন, ব্রাহ্মণ-সেবক, শরণাগতের আশ্রয়দাতা, দানশীল ও শূর ছিলেন। ৪৪

অতএব তখন মহাত্মাপ্রদত্ত শাপ-বিষয়ে তিনি কোন চিন্তা করেন নাই। শাপহেতু তাঁহার বলবান্ পুত্রই পিতার বধের কারণ হইয়াছিল। ৪৫

ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই শাপ-হেতু সর্ব্বদা পুরুষকারী গর্ব্বিত রাজকুমারগণ একদিন জমদগ্নিমুনির হোমধেনুর বৎস অপহরণ করিয়াছিল। ৪৬

যদিও ঐ বৎস অপহরণবিষয়ে বুদ্ধিমান্ হৈহয়রাজ কার্তবীর্য্য জানিতেন না? তথাপি তজ্জন্য মহাত্মা পরশুরামের সহিত তাহার ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল। ৪৭

তং ভ্রমন্তং ততো বৎসং জামদগ্ন্যঃ স্বমাশ্রমম্ ॥৪৮
প্রত্যানয়ত রাজেন্দ্র তেষামন্তঃপুরাৎ প্রভুঃ।
অর্জুনস্য সুতাস্তে তু সন্তৃষ্যাবুদ্ধয়স্তদা ॥ ৪৯
গত্বাঽঽশ্রমমসম্বুদ্ধা জমদগ্নের্মহাত্মনঃ।
অপাতয়ন্ত ভল্লাগ্রৈঃ শিরঃ কায়ান্নরাধিপ ॥ ৫০
সমিৎকুশার্থং রামস্য নির্যাতস্য যশস্বিনঃ।
ততঃ পিতৃবধামর্ষাদ্ রামঃ পরমমন্যুমান্ ॥ ৫১
নিঃক্ষত্রিয়াং প্রতিশ্রুত্য মহীং শস্ত্রমগৃহ্ণত
ততঃ স ভৃগুশার্দূলঃ কার্তবীর্য্যস্য বীর্যবান্ ॥ ৫২
বিক্রম্য নিজঘানাশু পুত্রান্ পৌত্রাংশ্চ সর্বশঃ।
স হৈহয়সহস্রাণি হত্বা পরমমন্যুমান্ ॥ ৫৩
চকার ভার্গবো রাজন্ মহীং শোণিতকর্দমাম্।
স তথাঽঽশু মহাতেজাঃ কৃত্বা নিঃক্ষত্রিয়াং মহীম্ ॥ ৫৪
কৃপয়া পরয়াঽঽবিষ্টো বনমেব জগাম হ।
ততো বর্ষসহস্রেষু সমতীতেষু কেষুচিৎ ॥ ৫৫

রাজেন্দ্র! তখন ক্রুদ্ধ প্রভাবশালী জমদগ্নিনন্দন পরশুরাম অর্জুনের ভুজসকল ছেদন করত ইতস্ততঃ বিচরণশীল সেই বৎসকে হৈহয়রাজের অন্তঃপুর হইতে নিজ আশ্রমে প্রত্যানয়ন করিয়াছিলেন। ৪৮½

নরাধিপ! যখন মহাযশস্বী পরশুরাম সমিধ্ ও কুশ আহরণ জন্য আশ্রম হইতে নির্গত হইয়াছিলেন, তখন কার্তবীর্য্যার্জুনের বুদ্ধিহীন পুত্রগণ একত্রিত হইয়া জমদগ্নির আশ্রমে গমন করত ভল্লাগ্রদ্বারা তাঁহার মস্তক দেহ হইতে বিযুক্ত করিয়া দিলেন। ৪৯-৫০½

তদনন্তর পিতৃবধের বিষয় জ্ঞাত হইলে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ পরশুরাম পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিবার প্রতিজ্ঞা করত অস্ত্র গ্রহণ করিলেন। ৫১½

তদনন্তর ভৃগুশ্রেষ্ঠ শক্তিমান্ পরশুরাম বীর্য বিক্রম দ্বারা অর্জুনের সকল পুত্র এবং পৌত্রগণকে শীঘ্র সংহার করিলেন। ৫২½

রাজন্! অতিশয় ক্রোধী পরশুরাম সহস্র সহস্র হৈহয়বংশীয় বীরগণকে নিহত করত পৃথিবীকে শোণিত কর্দমময় করিয়াছিলেন। ৫৩½

এই প্রকারে শীঘ্র পৃথিবীকে ক্ষত্রিয়শূন্য করিয়া মহাতেজস্বী পরশুরাম অত্যন্ত দয়ার্দ্রচিত্তে বনে গমন করিয়াছিলেন। ৫৪½

তদনন্তর বহু সহস্র বৎসর অতীত হইলে স্বভাবতঃ ক্রোধশীল পরশুরাম সেখানে একদিন আক্ষেপ করিয়াছিলেন ॥৫৫½

ক্ষেপং সম্প্রাবাংস্তু প্রকৃত্যা কোপনঃ প্রভুঃ।
বিশ্বামিত্রস্য পৌত্রস্য রৈভ্যপুত্রো মহাতপাঃ॥ ৫৬
পরাবসুর্মহারাজ ক্ষিপ্তুাঽহ জনসংসদি।
যে তে যযাতিপতনে যজ্ঞে সন্তঃ সমাগতাঃ॥ ৫৭
প্রতর্দনপ্রভৃতয়ো রাম কিং ক্ষত্রিয়া ন তে।
মিথ্যাপ্রতিজ্ঞো রাম ত্বং কথসে জনসংসদি॥ ৫৮
ভয়াৎ ক্ষত্রিয়বীরাণাং পর্বতং সমুপাশ্রিতঃ।
সা পুনঃ ক্ষত্রিয়শতৈঃ পৃথিবী সর্বতঃ স্তৃতা॥ ৫৯
পরাবসোর্বচঃ শ্রুত্বা শস্ত্রং জগ্রাহ ভার্গব।
ততো যে ক্ষত্রিয়া রাজন্ শতশস্তেন বর্জিতাঃ॥ ৬০
তে বিবৃদ্ধা মহাবীর্য্যাঃ পৃথিবীপতয়োঽভবন্।
স পুনস্তান্ জঘানাশু বালানপি নরাধিপ॥ ৬১
গর্ভস্থৈস্তু মহী ব্যাপ্তা পুনরেবাভবৎ তদা।
জাতং জাতং স গর্ভং তু পুনরেব জঘান হ॥ ৬২
অরক্ষংশ্চ সুতান্ কাংশ্চিৎ তদা ক্ষত্রিয়যোষিতঃ।
ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ পৃথিবীং কৃত্বা নিঃক্ষত্রিয়াং প্রভুঃ॥ ৬৩

দক্ষিণামশ্বমেধান্তে কশ্যপায়াদদৎ ততঃ
স ক্ষত্রিয়াণাং শেষার্থং করেণোদ্দিশ্য কশ্যপঃ॥ ৬৪
স্রুক্প্রগ্রহবতা রাজংস্ততো বাক্যমথাব্রবীৎ
গচ্ছ তীরং সমুদ্রস্য দক্ষিণস্য মহামুনে॥ ৬৫
ন তে মদ্বিষয়ে রাম বস্তব্যমিহ কহিচিৎ।
ততঃ শূর্পারকং দেশং সাগরস্তস্য নির্মমে॥ ৬৬
সহসা জামদগ্ন্যস্য সোঽপরান্তমহীতলম্
কশ্যপস্যাং মহারাজ প্রতিগৃহ্য বসুন্ধরাম্॥ ৬৭
কৃত্বা ব্রাহ্মণসংস্থাং বৈ প্রবিষ্টঃ সুমহদ্ বনম্।
ততঃ শূদ্রাশ্চ বৈশ্যাশ্চ যথা স্বৈরপ্রচারিণঃ॥ ৬৮
অবর্তন্ত দ্বিজাগ্র্যাণাং দারেষু ভরতর্ষভ
অরাজকে জীবলোকে দুর্বলা বলবত্তরৈঃ॥ ৬৯
পীড্যন্তে ন হি বিপ্রেষু প্রভুত্বং কস্যচিৎ তদা
ততঃ কালেন পৃথিবী পীড্যমানা দুরাত্মভিঃ॥ ৭০
বিপর্যয়েণ তেনাশু প্রবিবেশ রসাতলম্।
অরক্ষ্যমাণা বিধিবৎ ক্ষত্রিয়ৈর্ধর্মরক্ষিভিঃ॥ ৭১

মহারাজ! বিশ্বামিত্রের পৌত্র, রৈভ্যের পুত্র মহাতপস্বী পরাবসু একদিন মহতী সভায় পরশুরামকে নিন্দা করত বলিয়াছিলেন—রাম! যযাতির স্বর্গ হইতে পতন সময়ে যে যজ্ঞ হইয়াছিল, তাহাতে আগমনকারী প্রতর্দন প্রভৃতি সাধুগণ কি ক্ষত্রিয় ছিলেন না? তোমার প্রতিজ্ঞা মিথ্যা, সুতরাং জনসমাজে কেন মিথ্যা আত্মশ্লাঘা করিতেছ? আমরা মনে করি, তুমি বীর ক্ষত্রিয়গণের ভয়ে পর্বতের আশ্রয় করিয়াছ। পুনরায় এখন সমগ্র পৃথিবী শত শত ক্ষত্রিয়ে পরিপূর্ণ॥ ৫৬-৫৯

রাজন্! পরাবসুর এই কথা শ্রবণ করত ভৃগুবংশীয় পরশুরাম পুনরায় অস্ত্রগ্রহণ করিলেন। পূর্বে তিনি যে শত শত ক্ষত্রিয়গণকে বর্জন করিয়াছিলেন, তাহারাই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়াছেন॥ ৬০½

নরেশ্বর! তিনি পুনরায় বালক ক্ষত্রিয়গণকেও শীঘ্রই সংহার করিলেন। তদনন্তর গর্ভস্থ ক্ষত্রিয়গণে পৃথিবী ব্যাপ্ত হইল। তখন পরশুরাম যে যে ক্ষত্রিয় জন্মিতে লাগিল, বারংবার সেই সেই ক্ষত্রিয়দিগকে বধ করিতে লাগিলেন। তখন ক্ষত্রিয় রমণীগণ কিছু সংখ্যক পুত্রকে রক্ষা করিয়াছিলেন॥ ৬১-৬২½

এইভাবে শক্তিশালী পরশুরাম এই পৃথিবীকে একুশ বার নিঃক্ষত্রিয় করত অশ্বমেধ যজ্ঞান্তে কশ্যপকে সমগ্র পৃথিবী দক্ষিণাস্বরূপ দান করিয়াছিলেন॥ ৬৩½

রাজন্! তদনন্তর হতাবশিষ্ট ক্ষত্রিয়গণকে রক্ষা করিবার মানসে কশ্যপ স্রুক্‌যুক্ত হস্ত দ্বারা সঙ্কেত করত বলিতে লাগিলেন,—মহামুনি রাম! এখন তুমি দক্ষিণ সমুদ্রের তীরে গমন কর। কোন সময়েই তুমি আমার রাজ্যে কখনও বাস করিবে না॥ ৬৪-৬৫½

তদনন্তর সমুদ্র সহসা পরশুরামের বাসের জন্য আপন জল মধ্যে শূর্পারকনামক দেশ নির্মাণ করিয়াছিলেন, যাহার অপর নাম অপরান্ত ভূমি॥ ৬৬½

মহারাজ! কশ্যপ এই পৃথিবীকে দানরূপে প্রতিগ্রহ করিয়া ব্রাহ্মণগণের অধীনস্থ করিয়া গহন কাননে প্রস্থান করিলেন॥ ৬৭½

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তখন স্বেচ্ছাচারী বৈশ্য ও শূদ্রগণ শ্রেষ্ঠ দ্বিজাতিগণের স্ত্রীগণের সহিত অনাচার করিতে লাগিল॥ ৬৮½

সারাজ্যগতে অরাজকতা বিরাজ করিতে লাগিল। প্রবলেরা দুর্বলের উপর অত্যাচার করিতে লাগিল এবং তখন ব্রাহ্মণগণের কোন প্রভুত্ব রহিল না॥ ৬৯½

তদনন্তর কালক্রমে দুরাত্মা মনুষ্যগণ নিজেদের অত্যাচারে পৃথিবীকে পীড়িত করিতে আরম্ভ করিল। ধর্মরক্ষক ক্ষত্রিয়ের যথাবিধানে রক্ষা করিতে না থাকায় এবং সেইরূপ ধর্মের বিপর্যয় হওয়ায় পৃথিবী রসাতলে প্রবেশ করিতে লাগিলেন॥ ৭০-৭১

তাং দৃষ্ট্বা দ্রবতীং তত্র সন্ত্রাসাৎ স মহামনাঃ।
উরুণা ধারয়ামাস কশ্যপঃ পৃথিবীং ততঃ ॥ ৭২
ধৃতা তেনোরুণা যেন তেনোর্বীতি মহী স্মৃতা।
রক্ষণার্থং সমুদ্দিশ্য যযাচে পৃথিবী তদা ॥ ৭৩
প্রসাদ্য কশ্যপং দেবী বরয়ামাস ভূমিপম্।

পৃথিব্যুবাচ।

সন্তি ব্রহ্মন্ ময়া গুপ্তাঃ ক্ষত্রিয়েষু ক্ষত্রিয়পুঙ্গবাঃ ॥ ৭৪
হৈহয়ানাং কুলে জাতাস্তে সংরক্ষন্তু মাং মুনে।
অস্তি পৌরবদায়াদো বিদূরথসুতঃ প্রভো ॥ ৭৫
ঋক্ষৈঃ সংবর্ধিতো বিপ্র ঋক্ষবত্যথ পর্বতে।
তথানুকম্পমানেন যজ্ঞনাথামিতৌজসা ॥ ৭৬
পরাশরেণ দায়াদঃ সৌদাসস্যাভিরক্ষিতঃ।
সর্বকর্মাণি কুরুতে শূদ্রবৎ তস্য স দ্বিজঃ ॥ ৭৭
সর্বকর্মেত্যভিখ্যাতঃ স মাং রক্ষতু পার্থিবঃ।
শিবিপুত্রো মহাতেজা গোপতির্নাম নামতঃ ॥ ৭৮
বনে সংবর্ধিতো গোভিঃ সোঽভিরক্ষতু মাং মুনে।

ভয়ে পৃথিবীকে রসাতলে পলায়ন করিতে দেখিয়া মহামনস্বী কশ্যপ তাঁহাকে নিজ উরুতে ধারণ করিলেন ॥ ৭২

কশ্যপ উরুতে ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া পৃথিবী 'উর্বী' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন। তখন পৃথিবী দেবী আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে কশ্যপকে প্রসন্ন করত ভূপাললাভের বর প্রার্থনা করিলেন ॥ ৭৩½

পৃথিবী বলিলেন,—ব্রহ্মন্! আমি হৈহয়বংশীয় কতকগুলি ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠকে স্ব স্ব জননী গর্ভে রক্ষা করিয়াছি, তাহারা আমাকে পালন করুন ॥ ৭৪½

বিপ্র! প্রভো! পুরুবংশীয় বিদূরথের একটি পুত্র ঋক্ষবান্ পর্ব্বতে আছে; ভল্লুকেরা তাহাকে পালন করত বর্দ্ধিত করিয়াছে ॥ ৭৫½

এই প্রকারে অমিত শক্তিশালী যজ্ঞপরায়ণ মহর্ষি পরাশর দয়াপরবশ হইয়া সৌদাসের একটি পুত্রকে রক্ষা করিয়াছেন সেই রাজকুমার দ্বিজ (ক্ষত্রিয়) হইয়াও শূদ্রের ন্যায় সেবা-কার্য্যে নিযুক্ত থাকায় সর্ব্বকর্ম্মা নামে খ্যাত হইয়াছে। তিনি রাজা হইয়া আমায় রক্ষা করুন ॥ ৭৬-৭৭½

মুনি! বনমধ্যে গোগণ শিবির পুত্র মহাতেজা গোপতিকে সংবর্দ্ধিত করিয়াছে। আপনার অনুমতি হইলে তিনি আমাকে রক্ষা করিতে পারেন ॥ ৭৮½

প্রতর্দনস্য পুত্রস্তু বৎসো নাম মহাবলঃ ॥ ৭৯
বৎসৈঃ সংবর্ধিতো গোষ্ঠে স মাং রক্ষতু পার্থিবঃ।
দধিবাহনপৌত্রস্তু পুত্রো দিবিরথস্য চ ॥ ৮০
গুপ্তঃ স গৌতমেনাসীদ্ গঙ্গাকূলেঽভিরক্ষিতঃ।
বৃহদ্রথো মহাতেজা ভূরিভূতিপরিষ্কৃতঃ ॥ ৮১
গোলাঙ্গূলৈর্মহাভাগো গৃধ্রকূটেঽভিরক্ষিতঃ।
মরুত্তস্যান্বয়ে চ রক্ষিতাঃ ক্ষত্রিয়াত্মজাঃ ॥ ৮২
মরুৎপতিসমা বীর্য্যে সমুদ্রেণাভিরক্ষিতাঃ।
এতে ক্ষত্রিয়দায়াদাস্তত্র তত্র পরিশ্রুতাঃ ॥ ৮৩
হ্রোকার-হেমকারাদিজাতিং নিত্যং সমাশ্রিতাঃ।
যদি মামভিরক্ষন্তি ততঃ স্থাস্যামি নিশ্চলা ॥ ৮৪
এতেষাং পিতরশ্চৈব তথৈব চ পিতামহাঃ।
মদর্থং নিহতা যুদ্ধে রামেণাক্লিষ্টকর্মণা ॥ ৮৫
তেষামপচিতিশ্চৈব ময়া কার্য্যা মহামুনে
ন ত্বহং কাময়ে নিত্যমতিক্রান্তেন রক্ষণম্।
বর্তমানেন বর্তেয়ং তৎ ক্ষিপ্রং সংবিধীয়তাম্ ॥ ৮৬

প্রতর্দনের মহাবলশালী পুত্র বৎসও রাজা হইয়া আমাকে রক্ষা করিতে পারে; গোষ্ঠে বৎসগণ তাহাকে পালন করায় সে 'বৎস' নামে প্রসিদ্ধ ॥ ৭৯½

দধিবাহনের পৌত্র দিবিরথের পুত্রকেও মহর্ষি গৌতম গঙ্গাতীরে গোপনে রক্ষা করিয়াছিলেন ॥ ৮০½

মহাতেজস্বী মহাভাগ বৃহদ্রথ বিপুল ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন, ছিলেন বানরগণ তাঁহাকে গৃধ্রকূট পর্ব্বতে রক্ষা করিয়াছেন ॥ ৮১½

ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী মরুদ্বংশীয় ক্ষত্রিয়-বালকগণকে সমুদ্র রক্ষা করিয়াছেন ॥ ৮২½

এই সকল ক্ষত্রিয়-বালকগণ নিত্য হৌধকার ও স্বর্ণকার জাতিকে আশ্রয় করিয়া সেই সেই স্থানে রহিয়াছে ॥ ৮৩½

যদি ইহারা আমাকে রক্ষা করে, তাহা হইলে আমি স্থির-ভাবে থাকিতে পারিব। ইহাদের পিতৃ-পিতামহগণ আমার জন্যই যুদ্ধে অক্লিষ্টকারী পরশুরামের হাতে নিহত হইয়াছেন ॥ ৮৪-৮৫

মহামুনে! ঋণমুক্তির নিমিত্ত তাহাদের প্রত্যুপকার আমার কর্ত্তব্য। আমি ধর্ম্মমর্য্যাদা লঙ্ঘনকারী রাজার দ্বারা রক্ষা ইচ্ছা করি না। যিনি ধর্ম্মে স্থিত এবং ধর্ম্ম-রক্ষণে তৎপর

বাসুদেব উবাচ।
ততঃ পৃথিব্যা নির্দিষ্টাংস্তান্ সমানীয় কশ্যপঃ।
অভ্যষিঞ্চন্মহীপালান্ ক্ষত্রিয়ান্ বীর্য্যসম্মতান্ ॥ ৮৭
তেষাং পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ যেষাং বংশাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ
এবমেতৎ সুরাবৃত্তং যন্মাং পৃচ্ছসি পাণ্ডব ॥ ৮৮

সেইরূপ রাজাকে কামনা করি, অতএব আপনি শীঘ্র ইহার ব্যবস্থা করুন ॥ ৮৬

বাসুদেব বলিলেন, -রাজন্! তদনন্তর পৃথিবীকথিত সেই সব পরাক্রমশালী ক্ষত্রিয়গণকে আনয়ন করত কশ্যপমুনি তাহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন ॥ ৮৭

তাহাদেরই পুত্র-পৌত্র ক্রমে বর্ত্তমান রাজগণ প্রতিষ্ঠিত। পাণ্ডব! আপনি যে বিষয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ইহাই সেই পুরাবৃত্ত ॥ ৮৮

বৈশম্পায়ন উবাচ।
এবং ব্রুবংস্তু যদুপ্রবীরো
যুধিষ্ঠিরং ধর্মভৃতাং বরিষ্ঠম্।
রথেন তেনাশু যযৌ মহাত্মা
দিশঃ প্রকাশয়ন্ ভগবাণিবার্কঃ ॥ ৮৯

বৈশম্পায়ন বলিলেন, ভগবান্ সূর্য্যদেব যেমন দিক্‌সকল প্রকাশ করিতে করিতে রথারোহণে গমন করেন, তদ্রূপ মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ ধার্ম্মিকপ্রবর যুধিষ্ঠিরকে এই সকল কথা বলিতে বলিতে রথারোহণে শীঘ্র গমন করিতে লাগিলেন ॥ ৮৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্ব্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্ব্বণি রামোপাখ্যানে
একোনপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্ব্বে পরশুরাম উপাখ্যান-বিষয়ক একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীকৃষ্ণেন ভীষ্মস্য গুণ-প্রভাবাণাং বিস্তরেণ সহ বর্ণনম্]

পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

(শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক ভীষ্মের গুণ ও প্রভাবসমূহের বিস্তার সহকারে বর্ণন।)

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততো রামস্য তৎ কর্ম শ্রুত্বা রাজা যুধিষ্ঠিরঃ
বিস্ময়ং পরমং গত্বা প্রত্যুবাচ জনার্দনম্ ॥ ১
অহো রামস্য বার্ষ্ণেয় শক্রস্যেব মহাত্মনঃ।
বিক্রমো বসুধা যেন ক্রোধাগ্নিঃক্ষত্রিয়া কৃতা ॥ ২
গোভিঃ সমুদ্রেণ তথা গোলাঙ্গূলর্ক্ষবানরৈঃ।
গুপ্তা রামভয়োদ্বিগ্নাঃ ক্ষত্রিয়াণাং কুলোদ্বহাঃ ॥ ৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন—পরশুরামের সেই অদ্ভুত কর্ম্মের কথা শ্রবণ করিয়া রাজা যুধিষ্ঠির অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পুনরায় কৃষ্ণকে বলিলেন ॥ ১

বৃষ্ণিনন্দন! যিনি ক্রুদ্ধ হইয়া সমগ্র পৃথিবীকে ক্ষত্রিয়শূন্য করিয়াছিলেন, সেই মহাত্মা পরশুরামের বিক্রম ইন্দ্রতুল্য। অতিশয় অদ্ভুত ॥ ২

গো, সমুদ্র, কৃষ্ণবানর, ভল্লুক ও সাধারণ বানরগণ পরশুরামের ভয়ে ভীত ও কম্পিত ক্ষত্রিয়বংশধরগণকে রক্ষা করিয়াছিল ॥ ৩

অহো! এই মনুষ্য লোক ধন্য এবং মনুষ্যরাও ভাগ্যবান্—যেখানে দ্বিজবর পরশুরাম এইরূপ ধর্ম্মসঙ্গত কার্য্য করিয়াছিলেন ॥ ৪

তাত! যেস্থানে প্রভাবশালী ভীষ্ম শরশয্যায় শায়িত ছিলেন, যুধিষ্ঠির ও শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ আলাপ আলোচনা করিতে করিতে সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন ॥ ৫

তখন তাঁহারা আপন রশ্মিসমূহে পরিব্যাপ্ত সায়ংকালীন সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশিত শরশয্যায় শয়ান ভীষ্মকে দর্শন করিলেন ॥ ৬

উপাস্যমানং মুনিভির্দেবৈরিব শতক্রতুম্ ।
দেশে পরমধর্মিষ্ঠে নদীমোঘবতীমনু ॥ ৭
দূরাদেব তমালোক্য কৃষ্ণো রাজা চ ধর্মজঃ ।
চত্বারঃ পাণ্ডবাশ্চৈব তে চ শারদ্বতাদয়ঃ ॥ ৮
অবস্কন্দ্যাথ বাহেভ্যঃ সংযম্য প্রচলং মনঃ ।
একীকৃত্যেন্দ্রিয়গ্রামমুপতস্থুর্মহামুনীন্ ॥ ৯
অভিবাদ্য তু গোবিন্দঃ সাত্যকিস্তে চ পার্থিবাঃ ।
ব্যাসাদীনৃষিমুখ্যাংশ্চ গাঙ্গেয়মুপতস্থিরে ॥ ১০
ততো বৃদ্ধং তথা দৃষ্ট্বা গাঙ্গেয়ং যদু-কৌরবাঃ ।
পরিবার্য্য ততঃ সর্বে নিষেদুঃ পুরুষর্ষভাঃ ॥ ১১
ততো নিশাম্য গাঙ্গেয়ং শাম্যমানমিবানলম্ ।
কিঞ্চিদ্ দীনমনা ভীষ্মমিতি হোবাচ কেশবঃ ॥ ১২
কচ্চিজ্জ্ঞানানি সর্বাণি প্রসন্নানি যথা পুরা ।
কচ্চিন্ন ব্যাকুলা চৈব বুদ্ধিস্তে বদতাং বর ॥ ১৩

শরাভিঘাতদুঃখাৎ তে কচ্চিদ্ গাত্রং ন দূয়তে
মানসাদপি দুঃখাদ্ধি শারীরং বলবত্তরম্ ॥ ১৪
বরদানাৎ পিতুঃ কামং ছন্দমৃত্যুরসি প্রভো
শান্তনোর্ধর্মনিত্যস্য ন ত্বেতন্মম কারণম্ ॥ ১৫
সুসূক্ষ্মোঽপি তু দেহে বৈ শাল্যো জনয়তে রুজম্ ।
কিং পুনঃ শরসঙ্ঘাতৈশ্চিতস্য তব পার্থিব ॥ ১৬
কামং নৈতৎ তবাখ্যেয়ং প্রাণিনাং প্রভবাপ্যয়ৌ ।
উপদেষ্টুং ভবান্ শক্তো দেবানামপি ভারত ॥ ১৭
যচ্চ ভূতং ভবিষ্যচ্চ ভবচ্চ পুরুষর্ষভ ।
সর্বং তজ্জ্ঞানবৃদ্ধস্য তব ভীষ্ম প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৮
সংহারশ্চৈব ভূতানাং ধর্মস্য চ ফলোদয়ঃ ।
বিদিতস্তে মহাপ্রাজ্ঞ ত্বং হি ধর্মময়ো নিধিঃ ॥ ১৯
ত্বাং হি রাজ্যে স্থিতং স্ফীতে সমগ্রাঙ্গমরোগিণম্ ।
স্ত্রীসহস্রৈঃ পরিবৃতং পশ্যামীবোর্ধ্বরেতসম্ ॥ ২০

যেরূপ দেবতাগণ ইন্দ্রের উপাসনা করেন, সেইরূপ মহর্ষিগণ পরম পবিত্র স্থানে ওঘবতী নদীতীরে ভীষ্মের উপাসনা করিতে ছিলেন ॥ ৭

শ্রীকৃষ্ণ, ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির, অন্য চারিজন পাণ্ডব এবং কৃপাচার্য্য আদি সকলে দূর হইতে তাঁহাদিগকে দেখিয়া নিজ নিজ রথ হইতে অবতরণ করিলেন ও মনকে সংযত এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণকে বিষয়ান্তর হইতে প্রতিনিবৃত্ত করত মহর্ষিগণের নিকটে উপস্থিত হইলেন ॥ ৮-৯

শ্রীকৃষ্ণ, সাত্যকি ও অন্যান্য রাজগণ ব্যাসাদি মহর্ষিগণকে অভিবাদন পূর্ব্বক গঙ্গানন্দন ভীষ্মের নিকট গমন করিলেন ॥ ১০

তদনন্তর যাদবশ্রেষ্ঠ ও কুরুশ্রেষ্ঠ বৃদ্ধ পুরুষগণ ভীষ্মদেবকে তদবস্থায় দর্শন করিয়া তাঁহাকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক উপবেশন করিলেন ॥ ১১

তাহার পর ঈষৎ ব্যথিতচিত্ত শ্রীকৃষ্ণ নির্ব্বাণোন্মুখ অগ্নির ন্যায় ভীষ্মকে দর্শন করত এই সকল কথা বলিতে লাগিলেন ॥ ১২

বাগ্মিশ্রেষ্ঠ ! আপনার সকল জ্ঞানই পূর্ব্বের ন্যায়ই নির্ম্মল রহিয়াছে ত' ? আপনার বুদ্ধি ব্যাকুল হইয়া পড়ে নাই ত' ? ১৩

বাণাঘাতে ক্ষতবিক্ষত দেহে জ্বালা অনুভব করিতেছেন না ত' ? কেন না মানসিক দুঃখ হইতে শারীরিক দুঃখ অধিক প্রবল হইয়া থাকে ॥ ১৪

প্রভু ! আপনি আপনার পিতা শান্তনুর বরে মৃত্যুকে আপনার অধীন করিয়াছেন। ইহা আপনার পিতার বরদানের প্রভাব—আমার প্রভাব নহে ॥ ১৫

রাজন্ ! যদি শরীরে অতি সূক্ষ্ম সূচীও প্রবেশ করে, তাহা হইলেও যাতনা অনুভব হয়। আপনার দেহে বাণসকল প্রবিষ্ট হওয়ায় যে বেদনা অনুভব হইবে এবিষয়ে আর বলিবার কি আছে ? ১৬

ভরতনন্দন ! অবশ্য আপনার নিকট একথা বলা উচিত হইবে না। "সকল প্রাণীর জন্ম মরণ প্রারব্ধ অনুসারে নিয়ন্ত্রিত, অতএব ইহা দৈবের বিধান মনে করিয়া আপনি দুঃখিত হইবেন না"। আপনাকে কে কি উপদেশ দিবে ? আপনি দেবতাদিগকেও উপদেশ দানে সক্ষম। ১৭

পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম ! আপনি জ্ঞানবৃদ্ধ, সুতরাং ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সবই আপনার বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত ॥ ১৮

মহাপ্রাজ্ঞ ! প্রাণিগণের সংহার এবং ধর্ম্মের ফলোদয় সমস্তই আপনার জ্ঞাত ; কারণ, আপনি ধর্ম্মময় এবং জ্ঞানের সাগরস্বরূপ ॥ ১৯

আপনি সমৃদ্ধিশালী রাজ্যের অধিকারী আপনার সকল অঙ্গ সম্পূর্ণ এবং সতেজ ছিল। আপনাকে সহস্র স্ত্রীলোক বেষ্টন করিয়া থাকিলেও আমি আপনাকে সম্পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্যসম্পন্ন দেখিতাম ॥ ২০

ঋতে শান্তনবাদ্ ভীষ্মাৎ ত্রিষু লোকেষু পার্থিব।
সত্যধর্মাত্মহাবীর্য্যাচ্ছুচের্ধর্ম্মকৃতৎপরাৎ ॥ ২১
মৃত্যুমাবার্য্য তপসা শরসংস্তরশায়িনঃ।
নিসর্গপ্রভবং কিঞ্চিন্ন চ ত্বাতানুশুশ্রুম ॥ ২২
সত্যে তপসি দানে চ যজ্ঞাধিকরণে তথা।
ধনুর্বেদে চ বেদে চ নীত্যাং চৈবানুরক্ষণে ॥ ২৩
অনৃশংসং শুচিং দান্তং সর্বভূতহিতে রতম্।
মহারথং ত্বৎসদৃশং ন কিঞ্চিদনুশুশ্রুম ॥ ২৪
ত্বং হি দেবান্ সগন্ধর্বানসুরান্ যক্ষ-রাক্ষসান্।
শক্তস্ত্বেকরথেনৈব বিজেতুং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৫
স ত্বং ভীষ্ম মহাবাহো বসূনাং বাসবোপমঃ।
নিত্যং বিপ্রৈঃ সমাখ্যাতো নবমোঽনবমো গুণৈঃ ॥ ২৬
অহঞ্চ ত্বাভিজানামি যত্ত্বং পুরুষসত্তম।
ত্রিদশেষ্বপি বিখ্যাতস্ত্বং শক্ত্যা পুরুষোত্তমঃ ॥ ২৭
মনুষ্যেষু মনুষ্যেন্দ্র ন দৃষ্টো ন চ মে শ্রুতঃ।
ভবতো বা গুণৈর্যুক্তঃ পৃথিব্যাং পুরুষঃ ক্বচিৎ ॥ ২৮
ত্বং হি সর্বগুণৈ রাজন্ দেবানপ্যতিরিচ্যসে।
তপসা হি ভবান্ শক্তঃ স্রষ্টুং লোকাংশ্চরাচরান্ ॥ ২৯
কিং পুনশ্চাত্মনো লোকানুত্তমানুত্তমৈর্গুণৈঃ
তদস্য তপ্যমানস্য জ্ঞাতীনাং সংক্ষয়েণ বৈ ॥ ৩০
জ্যেষ্ঠস্য পাণ্ডুপুত্রস্য শোকং ভীষ্ম ব্যপানুদ।
যে হি ধর্মাঃ সমাখ্যাতাশ্চাতুর্বর্ণ্যস্য ভারত ॥ ৩১
চাতুরাশ্রম্যসংযুক্তাঃ সর্বে তে বিদিতাস্তব।
চাতুর্বিদ্যে চ যে প্রোক্তাশ্চাতুর্হোত্রে চ ভারত ॥ ৩২
যোগে সাংখ্যে চ নিয়তা যে চ ধর্মাঃ সনাতনাঃ।
চাতুর্বর্ণ্যস্য সম্প্রোক্তো ধর্মো ন স্ম বিরুধ্যতে ॥ ৩৩
সেব্যমানঃ সবৈয়াখ্যো গাঙ্গেয় বিদিতস্তব
প্রতিলোমপ্রসূতানাং বর্ণানাং চৈব যঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৪
দেশ-জাতি-কুলানাঞ্চ জ্ঞানীষে ধর্মলক্ষণম্।
বেদোক্তো যশ্চ শিষ্টৈস্ত্বং সদৈব বিদিতস্তব ॥ ৩৫

তাত! পৃথ্বীনাথ! সত্যপরায়ণ মহাবল বীর ও ধর্মতৎপর একমাত্র শান্তনুনন্দন ভীষ্ম ব্যতীত ত্রিভুবনে অন্য কেহই তপস্যার প্রভাবে স্বভাবসিদ্ধ মৃত্যুকে জয় করত শরশয্যায় শয়ন করিয়া থাকিতে পারে—এরূপ শুনি নাই ॥ ২১-২২

সত্য, তপস্যা, দান ও যজ্ঞ, ধনুর্বেদ, বেদ, নীতি এবং প্রজা পালন—এই সমস্ত বিষয়ে আপনার তুল্য অনৃশংস, বাহ্যাড়ম্বর পবিত্র ও জিতেন্দ্রিয় আপনার সমান অন্য কোন মহারথের কথা আমরা শুনি নাই ॥২৩-২৪

আপনি দেবতা, গন্ধর্ব, অসুর, যক্ষ এবং রাক্ষসগণকে একরথেই আরোহণ করিয়া জয় করিতে পারিতেন—এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই ॥ ২৫

মহাবাহো ভীষ্ম! আপনি বসুগণের মধ্যে বাসব (ইন্দ্র)-তুল্য। আপনি অষ্ট বসুর নবম এবং গুণপ্রভাবে অনবম (আদিম)-ইহা ব্রাহ্মণেরা বলিয়াছেন ॥ ২৬

পুরুষোত্তম! আপনার উৎপত্তি এবং স্বরূপ আমি জানি। আপনি পুরুষশ্রেষ্ঠ এবং দেবলোকেও বিখ্যাত ॥ ২৭

নরেন্দ্র! মনুষ্যগণের মধ্যে আপনার সমান গুণযুক্ত পুরুষ এই পৃথিবীতে কোথাও আমি দেখি নাই বা শুনিও নাই ॥ ২৮

রাজন্! আপনি সমস্ত গুণে বিভূষিত হওয়ায় দেবগণকেও অতিক্রম করিয়াছেন এবং তপস্যাপ্রভাবে চরাচর লোকসকল সৃষ্টি করিতেও পারেন ॥ ২৯

আপনি নিজের জন্য উত্তম গুণসম্পন্ন লোক যে সৃষ্টি করিতে সক্ষম—ইহা আর অধিক কি? হে ভীষ্ম! অতএব আপনার নিকট নিবেদন যে, এই জ্যেষ্ঠ পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির জ্ঞাতিক্ষয়হেতু অত্যন্ত শোকানলে সন্তপ্ত—ইহার শোক দূর করুন ॥ ৩০½

ভারত! ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চারি বর্ণের যে ধর্ম এবং ব্রহ্মচর্য প্রভৃতি চারি আশ্রমের যে ধর্ম শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, সে সমস্তই আপনি বিদিত আছেন। চারি বিদ্যার (তর্কশাস্ত্র, বেদশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র ও নীতি শাস্ত্রে) যে ধর্ম প্রতিপাদিত হইয়াছে এবং চারি হোতার (হোতা, তন্ত্রধারক, অধ্বর্যু ও সদস্য এই চতুর্বিধ যাজ্ঞিকের) যে কর্তব্য শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, সে সকল-ই আপনি জ্ঞাত আছেন ॥ ৩১-৩২

গঙ্গানন্দন! যে সকল ধর্ম যোগদর্শন ও সাংখ্যদর্শনে নির্ণাপিত হইয়াছে, যে সকল ধর্ম চিরকাল সমাজে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—এই চারি বর্ণের যে ধর্মগুলি পরস্পর অবিরুদ্ধ আপনি সেই সকল ধর্মের সেবা করিয়া আসিতেছেন বলিয়া তৎসমুদয় ব্যাখ্যার সহিত অবগত আছেন ॥ ৩৩½

বিলোমক্রমে উৎপন্ন বর্ণসঙ্করগণের যে ধর্ম, উহা আপনার অপরিচিত নহে। দেশ, জাতি ও কুলের যে

ইতিহাস-পুরাণার্থাঃ কার্ৎস্ন্যেন বিদিতাস্তব।
ধর্মশাস্ত্রঞ্চ সকলং নিত্যং মনসি তে স্থিতম্ ॥ ৩৬
যে চ কেচন লোকেঽস্মিন্নর্থাঃ সংশয়কারকাঃ।
তেষাং ছেত্তা নাস্তি লোকে ত্বদন্যঃ পুরুষর্ষভ ॥ ৩৭
স পাণ্ডবেয়স্য মনঃসমুত্থিতং
নরেন্দ্র শোকং ব্যপকর্ষ মেধয়া ;
ভবদ্বিধা হ্যাত্তমবুদ্ধিবিস্তরা
বিমুহ্যমানস্য নরস্য শান্তয়ে ॥ ৩৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি রাজধর্ম্মানুশাসনপর্বণি কৃষ্ণবাক্যে
পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫০

ধর্ম্মের লক্ষণ আছে, তাহাও আপনি জ্ঞাত আছেন। বেদে যে ধর্ম্ম উক্ত হইয়াছে এবং সৎপুরুষগণ যে ধর্ম্ম বলিয়াছেন, তাহাও আপনি সর্ব্বদা অবগত আছেন। ৩৪-৩৫

ইতিহাস ও পুরাণের অর্থসমূহও আপনি পূর্ণরূপে জ্ঞাত আছেন। সমগ্র ধর্ম্মশাস্ত্র আপনার মানসে সতত বিরাজিত ॥ ৩৬

পুরুষপ্রবর! সংসারে যে সকল সন্দেহপূর্ণ বিষয় আছে, তাহার সমাধান করিবার আপনি-ই একমাত্র ব্যক্তি, দ্বিতীয় আর কেহই নাই। ৩৭

নরেন্দ্র! পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরের হৃদয়ে যে শোক সমুত্থিত হইয়াছে, আপনি আপনার বুদ্ধির দ্বারা তাহা দূর করুন। আপনার ন্যায় বুদ্ধিমান্ পুরুষগণই শোকগ্রস্ত মনুষ্যগণের শোক দূর করত শান্তি দানে সমর্থ। ৩৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণবাক্যবিষয়ক পঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[ভীষ্মেণ শ্রীকৃষ্ণস্য স্তুতিঃ, ভীষ্মঃ প্রশংসতো ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য যুধিষ্ঠিরায় ধর্ম্মোপদেশং দাতুং তৎপ্রতি নির্দ্দেশশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
শ্রুত্বা তু বচনং ভীষ্মো বাসুদেবস্য ধীমতঃ।
কিঞ্চিদুন্নাম্য বদনং প্রাঞ্জলির্বাক্যমব্রবীৎ ॥১

ভীষ্ম উবাচ।
নমস্তে ভগবন্ কৃষ্ণ লোকানাং প্রভবাপ্যয়।
ত্বং হি কর্ত্তা হৃষীকেশ সংহর্ত্তা চাপরাজিতঃ ॥ ২
বিশ্বকর্ম্মন্ নমস্তেঽস্তু বিশ্বাত্মন্ বিশ্বসম্ভব।
অপবর্গোঽসি ভূতানাং পঞ্চানাং পরতঃ স্থিতঃ ॥ ৩
নমস্তে ত্রিষু লোকেষু নমস্তে পরতস্ত্রিষু
যোগেশ্বর নমস্তেঽস্তু ত্বং হি সর্ব্বপরায়ণঃ ॥ ৪
মৎসংশ্রিতং যদাঽঽত্থ ত্বং বচঃ পুরুষসত্তম।
তেন পশ্যামি তে দিব্যান্ ভাবান্ হি ত্রিষু বর্ত্মসু ॥ ৫
তচ্চ পশ্যামি গোবিন্দ যৎ তে রূপং সনাতনম্।
সপ্ত মার্গা নিরুদ্ধাস্তে বায়োরমিততেজসঃ ॥ ৬

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[ভীষ্ম কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি এবং ভীষ্মের প্রশংসা করিতে করিতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম্মোপদেশ দান করিতে তাঁহার প্রতি নির্দ্দেশ দান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজন্! বুদ্ধিমান্ বসুদেবনন্দন ভীষ্ম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া মুখমণ্ডল ঈষৎ উত্তোলন পূর্ব্বক করযোড়ে এই সকল বাক্য বলিতে লাগিলেন। ১

ভীষ্ম বলিলেন,—ভগবন্ কৃষ্ণ! আপনি এই লোকসকলের উৎপত্তি ও প্রলয়ের অধিষ্ঠান; আপনাকে নমস্কার করি। হৃষীকেশ! আপনিই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারকর্ত্তা এবং সর্ব্বত্র অপরাজিত ॥২

বিশ্বকর্ম্মন্! (বিশ্বের স্রষ্টা), বিশ্বাত্মন্ (বিশ্বের আত্মস্বরূপ)। বিশ্বসম্ভব (যাহাতে বিশ্ব বিকশিত)। আপনাকে নমস্কার করি, আপনি পঞ্চভূতাতীত এবং প্রাণিগণের মোক্ষস্থান। ৩

আপনি ত্রিলোকব্যাপী সমকালে ত্রিকালাতীত আপনাকে নমস্কার করি। যোগেশ্বর! আপনাকে নমস্কার। আপনি সকলের পরম আশ্রয়। ৪

পুরুষপ্রবর! আপনি আমার বিষয়ে যে সকল কথা বলিয়াছেন সেই বাক্যপ্রভাবেই ত্রিলোকব্যাপী আপনার দিব্যভাবসত্তা দর্শন করিতেছি। ৫

গোবিন্দ! আপনার যে সনাতন রূপ তাহাও দর্শন করিতেছি, আপনার সেই রূপ-ই অত্যন্ত তেজস্বী বায়ুর সাতটি পথই রুদ্ধ করিয়া রহিয়াছেন। ৬

দিবং তে শিরসা ব্যাপ্তং পদ্ভ্যাং দেবী বসুন্ধরা।
দিশো ভুজা রবিশ্চক্ষুর্বীর্য্যে শুক্রঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ৭
অতসীপুষ্পসঙ্কাশং পীতবাসসমচ্যুতম্।
বপুর্হ্যনুমিমীমস্তে মেঘস্যেব সবিদ্যুতঃ ॥ ৮
ত্বৎপ্রপন্নায় ভক্তায় গতিমিষ্টাং জিগীষবে
যচ্ছ্রেয়ঃ পুণ্ডরীকাক্ষ তদ্ ধ্যায়স্ব সুরোত্তম ॥ ৯

বাসুদেব উবাচ।

গতঃ খলু পরা ভক্তির্ময়ি তে পুরুষর্ষভ
ততো ময়া বপুর্দিব্যং ত্বয়ি রাজন্ প্রদর্শিতম্ ॥ ১০
ন হ্যভক্তায় রাজেন্দ্র ভক্তায়ানৃজবে ন চ।
দর্শয়াম্যাত্মনাত্মানং ন চাশান্তায় ভারত ॥ ১১
ভবাংস্তু মম ভক্তশ্চ নিত্যং চার্জবমাস্থিতঃ।
দমে তপসি সত্যে চ দানে চ নিরতঃ শুচিঃ ॥ ১২
অর্হস্যং ভীষ্ম মাং দ্রষ্টুং তপসা স্বেন পার্থিব।
তব হ্যুপস্থিতা লোকা যেভ্যো নাবর্ততে পুনঃ ॥ ১৩

স্বর্গ আপনার মস্তক, পৃথিবী আপনার চরণযুগল, দিক্‌সকল আপনার বাহুযুগল, সূর্য্য আপনার নেত্র, শুক্রাচার্য্য আপনার বীর্য্যে প্রতিষ্ঠিত। ৭

আপনার শ্রীবিগ্রহ অতসীপুষ্পের ন্যায় শ্যাম বর্ণ, তাহাতে পীতবস্ত্র পরিধান করিয়াছেন, আপনি কখনও স্বীয় মহিমা হইতে চ্যুত নহেন। আপনি বিদ্যুদ্‌বিমণ্ডিত মেঘের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। ৮

আমি আপনার ভক্ত ও শরণাগত, এক্ষণে অভীষ্ট গতিলাভের ইচ্ছা করিতেছি। কমললোচন! সুরশ্রেষ্ঠ! আমার নিমিত্ত কল্যাণদায়ক উপায় চিন্তা করুন। ৯

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—রাজন্! পুরুষশ্রেষ্ঠ! আমাতে আপনার পরা ভক্তি বিদ্যমান, সেইহেতু আপনাকে আমার দিব্যরূপ দর্শন করাইয়াছি। ১০

হে ভারত! হে রাজেন্দ্র! যিনি আমার ভক্ত নহেন, অথবা ভক্ত হইয়াও সরলস্বভাব হইতে পারেন নাই, যাহার মনে শান্তি নাই, তাঁহাকে আমি আমার এই রূপ প্রদর্শন করাই না। ১১

পরন্তু আপনি আমার ভক্ত, আপনার স্বভাব সরল, আপনি জিতেন্দ্রিয়; তপস্যা, সত্য ও দানে নিরত এবং পরম পবিত্র। ১২

পঞ্চাশতং ষট্ চ কুরুপ্রবীর
শেষং দিনানাং তব জীবিতস্য।
ততঃ শুভৈঃ কর্মফলোদয়ৈস্ত্বং
সমেষ্যসে ভীষ্ম বিমুচ্য দেহম্ ॥ ১৪
এতে হি দেবা বসবো বিমানা—
স্যাস্থায় সর্বে জ্বলিতাগ্নিকল্পাঃ।
অন্তর্হিতাস্ত্বাং প্রতিপালয়ন্তি
কাষ্ঠাং প্রপদ্যোত্তুদক্‌পতঙ্গম্ ॥ ১৫
ব্যাবর্তমানে ভগবত্যুদীচীং
সূর্য্যে দিশং কালবশাৎ প্রপন্নে।
গন্তাসি লোকান্ পুরুষপ্রবীর
নাবর্ততে যানুপলভ্য বিদ্বান্ ॥ ১৬
অমুঞ্চ লোকং ত্বয়ি ভীষ্ম যাতে
জ্ঞানানি নঙ্‌ক্ষ্যন্ত্যখিলেন বীর।
অতস্ত্বা সর্বে ত্বয়ি সন্নিকর্ষং
সমাগতা ধর্মবিবেচনায় ॥ ১৭

পার্থিব! আপনি আপনার তপোবলেই আমার দর্শন লাভের যোগ্য। যে দিব্যলোকে গমন করিলে পুনরাগমন করিতে হয় না, সেইরূপ দিব্যলোক আপনার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে। ১৩

কুরুপ্রবর ভীষ্ম! যুদ্ধারম্ভের দিন হইতে অদ্যাবধি পঞ্চাশ দিন গত হইয়াছে, এক্ষণে আপনার জীবনের মাত্র ছয় দিন অবশিষ্ট আছে। তদনন্তর আপনি এই দেহত্যাগ করিয়া শুভ কর্ম্মের ফলস্বরূপ উত্তমলোক লাভ করিবেন। ১৪

প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় তেজস্বী দেবতা ও বসুগণ বিমানারোহণে আকাশমার্গে অদৃশ্যরূপে অবস্থিত হইয়া আপনাকে লইবার জন্য সূর্য্যের উত্তরায়ণের প্রতীক্ষা করিতেছেন। ১৫

পুরুষপ্রবীর! কালবশে ভগবান্ সূর্য্যদেব দক্ষিণায়ন হইতে উত্তরায়ণে আগমন করিলে জ্ঞানী পুরুষগণ যে লোক লাভ করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হন না, আপনিও সেই লোক লাভ করিবেন। ১৬

বীর ভীষ্ম! আপনি অভীষ্ট লোকে গমন করিলে সকল জ্ঞানই সর্ব্বথা নাশ প্রাপ্ত হইবে, অতএব যুধিষ্ঠির প্রভৃতি সকলে ধর্ম্মবিষয়ে বিশেষ জ্ঞান লাভের জন্য আপনার নিকট আগমন করিয়াছেন। ১৭

তজ্জ্ঞাতিশোকোপহতস্রুতায়
সত্যাভিসন্ধায় যুধিষ্ঠিরায়।
প্রব্রূহি ধর্মার্থসমাধিযুক্তং
সত্যং বচোঽস্যাপনুদাশু শোকম্ ॥ ১৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি কৃষ্ণবাক্যে
একপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫১

সত্যপরায়ণ যুধিষ্ঠির জ্ঞাতিশোকে শাস্ত্রজ্ঞান হইতে বিচ্যুত-প্রায়, অতএব আপনি তাঁহাকে ধর্ম, অর্থ ও সমাধিবিষয়ে যথার্থ উপদেশ প্রদান করিয়া তাঁহার শোক অপনোদন করুন ॥১৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে কৃষ্ণবাক্যবিষয়ক একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[ভীষ্মেণ স্বস্যাসামর্থ্যপ্রকাশঃ, তস্মৈ ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য বরদানম্, অপরদিবসে আগন্তুং পাণ্ডবান্ ঋষীংশ্চ বিজ্ঞাপ্য সর্ব্বেষাং স্ব-স্ব-স্থানে গমনঞ্চ।

বৈশম্পায়ন উবাচ

ততঃ কৃষ্ণস্য তদ্ বাক্যং ধর্মার্থসহিতং হিতম্
শ্রুত্বা শান্তনবো ভীষ্মঃ প্রত্যুবাচ কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ১

লোকনাথ মহাবাহো শিব নারায়ণাচ্যুত।
তব বাক্যমুপশ্রুত্য হর্ষেণাস্মি পরিপ্লুতঃ ॥ ২

কিং চাহমভিধাস্যামি বাক্যং তে তব সান্নিধৌ।
যদা বাচোগতং সর্বং তব বাচি সমাহিতম্ ॥ ৩

যচ্চ কিঞ্চিৎ কচিল্লোকে কর্তব্যং ক্রিয়তে চ যৎ।
তত্তন্নিঃসৃতং দেব লোকে বুদ্ধিমতো হি তে ॥ ৪

কথয়েদ্ দেবলোকং যো দেবরাজসমীপতঃ।
ধর্মকামার্থমোক্ষাণাং সোঽর্থং ব্রূয়াৎ তবাগ্রতঃ ॥ ৫

শরাভিতাপাদ্ ব্যথিতং মনো মে মধুসূদন।
গাত্রাণি চাবসীদন্তি ন চ বুদ্ধিঃ প্রসীদতি ॥ ৬

ন চ মে প্রতিভা কাচিদস্তি কিঞ্চিৎ প্রভাষিতুম্।
পীড্যমানস্য গোবিন্দ বিষানলসমৈঃ শরৈঃ ॥ ৭

বলং মে প্রজহাতীব প্রাণাঃ সংত্বরয়ন্তি চ।
মর্মাণি পরিতপ্যন্তি ভ্রান্তচিত্তস্তথা হ্যহম্ ॥ ৮

দৌর্বল্যাৎ সজ্জতে বাঙ্ মে স কথং বক্তুমুৎসহে।
সাধু মে ত্বং প্রসীদস্ব দাশার্হকুলবর্ধন ॥ ৯

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[ভীষ্ম কর্তৃক নিজের অসামর্থ্যপ্রকাশ, তাঁহাকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বরদান এবং অন্য দিনে আসিবার জন্য পাণ্ডব ও ঋষিদিগকে বিজ্ঞাপিত করিয়া সকলের নিজ নিজ স্থানে গমন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজন্! তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম ও অর্থযুক্ত হিতকর সেই সকল বাক্য শ্রবণ করত শান্তনুনন্দন ভীষ্ম উত্তর প্রদান করিলেন ॥ ১

ভীষ্ম বলিলেন—জগন্নাথ! মহাবাহু! সর্বমঙ্গলকর! নারায়ণ! অচ্যুত! আপনার বাক্য শ্রবণে আমি আনন্দে আপ্লুত হইয়াছি ॥ ২

অহো! আমি আপনার নিকটে আর কি বলিব? কারণ, বাক্যের সমস্ত বিষয়ই আপনার বাক্যস্বরূপ বেদে নিহিত রহিয়াছে ॥ ৩

দেব! জগতে যে কোন স্থানে যাহা কিছু হিতের জন্য কর্তব্যের অনুষ্ঠান করা হইয়া থাকে, তৎসমুদায়ই বুদ্ধিমান্ পরমেশ্বর আপনা হইতেই প্রকটিত হইয়াছে ॥ ৪

যে মনুষ্য দেবরাজের নিকট দেবলোকের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতে সাহস করে, সেই মনুষ্য আপনার নিকট ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের বিষয় বলিতে পারে ॥ ৫

হে মধুসূদন! বাণের আঘাতের বেদনায় আমার মন ব্যথিত, অঙ্গসকল অবসন্ন, বুদ্ধিও প্রসন্ন হইতেছে না ॥ ৬

গোবিন্দ! বিষ ও অগ্নিতুল্য বেদনাদায়ী বাণের দ্বারা আমি নিরন্তর পীড়িত হইতেছি। অতএব আমার কিছুই বলিবার ক্ষমতা নাই ॥ ৭

শক্তি যেন আমার দেহ ত্যাগ করিতেছে, প্রাণও নিষ্ক্রান্ত হইবার জন্য চঞ্চল হইয়াছে, মর্মস্থানসকল পরিতপ্ত হইতেছে, অতএব ভ্রান্তি চিত্তে আশ্রয় লইয়াছে ॥ ৮

দুর্বলতাবশতঃ আমার বাক্য লোপ পাইতেছে, সুতরাং আমি কিরূপে বলিতে সমর্থ হইব? দশার্হকুলবর্ধন! আপনি আমার প্রতি সম্পূর্ণরূপে প্রসন্ন হউন ॥ ৯

তৎ ক্ষমস্ব মহাবাহো ন ক্রিয়াং কিঞ্চিদচ্যুত।
ত্বৎসন্নিধৌ চ সীদেদ্ধি বাচস্পতিরপি ব্রুবন্ ॥ ১০
ন দিশঃ সম্প্রজানামি নাকাশং ন চ মেদিনীম্
কেবলং তব বীর্য্যেণ তিষ্ঠামি মধুসূদন ॥ ১১
স্বয়মেব ভবাংস্তস্মাদ্ ধর্মরাজস্য যদ্ধিতম্।
তদ্ ব্রবীষ্যাশু সর্বেষামাগমানাং ত্বমাগমঃ ॥ ১২
কথং ত্বয়ি স্থিতে কৃষ্ণে শাশ্বতে লোককর্তরি।
প্রব্রূয়াদ্যদ্বিধঃ কশ্চিদ্ গুরৌ শিষ্য ইব স্থিতে ॥ ১৩

বাসুদেব উবাচ

উপপন্নমিদং বাক্যং কৌরব্যাণাং ধুরন্ধরে।
মহাবীর্য্যে মহাসত্ত্বে স্থিরে সর্বার্থদর্শিনি ॥ ১৪
যচ্চ মামাথ গাঙ্গেয় বাণঘাতরুজং প্রতি।
গৃহ্যতাং বরং ভীষ্ম মৎপ্রসাদকৃতং প্রভো ॥ ১৫
ন তে গ্লানির্ন তে মূর্ছা ন দাহো ন চ তে রুজা।
প্রভবিষ্যন্তি গাঙ্গেয় ক্ষুৎ-পিপাসে ন চাপ্যুত ॥ ১৬

মহাবাহো! সেইজন্য ক্ষমা করুন। আমি কিছু বলিতে পারিব না। আপনার অগ্রে স্বয়ং বৃহস্পতিরও ভাষণ শিথিল হইয়া যায়, সুতরাং আমার কথা আর বলিবার কি আছে? ॥ ১০

মধুসূদন! এখন আমি দিক্ আকাশ ও পৃথিবী চিনিতে পারিতেছি না, কেবলমাত্র আপনার প্রভাবেই জীবিত আছি ॥ ১১

সেইহেতু আপনি স্বয়ং-ই যাহাতে ধর্মরাজের মঙ্গল হয়, তাহা বলুন; কারণ, আপনি সকল শাস্ত্রের শাস্ত্রস্বরূপ ॥ ১২

কৃষ্ণ! গুরু থাকিতে শিষ্যের ন্যায় জগৎকর্তা সনাতন পুরুষ আপনার উপস্থিতিতে আমার ন্যায় মানুষ কি ভাবে উপদেশ দানে সক্ষম হইবে? ১৩

বাসুদেব বলিলেন—ভীষ্মদেব! কুরুকুলধুরন্ধর (কুরুকুলের ভারবহনকারী), মহাপরাক্রমী, পরম ধৈর্য্যবান্, স্থির এবং সর্বার্থদর্শী আপনার এইরূপ বাক্যপ্রয়োগ যুক্তিসঙ্গতই হইয়াছে ॥ ১৪

গঙ্গানন্দন ভীষ্ম! প্রভো! আপনি বাণাঘাত জন্য যে পীড়ার বিষয় আমাকে বলিতেছেন, সেই বিষয়ে প্রসন্নচিত্তে আমি বর দিতেছি, এই বর গ্রহণ করুন ॥ ১৫

গঙ্গানন্দন! এখন গ্লানি, মূর্ছা, সন্তাপ, অন্য প্রকার পীড়া, ক্ষুধা অথবা পিপাসা ইহাদের কোনটিই আপনার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে না ॥ ১৬

জ্ঞানানি চ সমগ্রাণি প্রতিভাস্যন্তি তেঽনঘ
ন চ তে কচিদাসক্তির্বুদ্ধেঃ প্রাদুর্ভবিষ্যতি ॥ ১৭
সত্ত্বস্থং চ মনো নিত্যং তব ভীষ্ম ভবিষ্যতি।
রজস্তমোভ্যাং রহিতঃ ঘনৈর্মুক্ত ইবোডুরাট্ ॥ ১৮
যদ্ যচ্চ ধর্মসংযুক্তমর্থযুক্তমথাপি চ
চিন্তয়িষ্যসি তত্রাগ্র্যা বুদ্ধিস্তব ভবিষ্যতি ॥ ১৯
ইমাংশ্চ রাজশার্দূল ভূতগ্রামং চতুর্বিধম্
চক্ষুর্দিব্যং সমাশ্রিত্য দ্রক্ষ্যস্যমিতবিক্রম ॥ ২০
সংসরন্তং প্রজাজালং সংযুক্তং জ্ঞানচক্ষুষা।
ভীষ্ম দ্রক্ষ্যসি তত্ত্বেন জলে মীন ইবামলে ॥ ২১

বৈশম্পায়ন উবাচ

ততস্তে ব্যাসসহিতাঃ সর্ব এব মহর্ষয়ঃ।
ঋগ্-যজুঃ-সামসহিতৈর্বচোভিঃ কৃষ্ণমার্চয়ন্ ॥ ২২
ততঃ সর্বার্তবং দিব্যং পুষ্পবর্ষং নভস্তলাৎ।
পপাত যত্র বার্ষ্ণেয়ঃ সগাঙ্গেয়ঃ সপাণ্ডবঃ ॥ ২৩

অনঘ! সকল জ্ঞানই আপনার অন্তঃকরণে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইবে। আপনার বুদ্ধি কোন বিষয়েতেই আসক্ত থা করে না ॥ ১৭

ভীষ্ম! আপনার মন মেঘমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় রজ ও তম গুণ-মুক্ত হইয়া কেবল সত্ত্বগুণস্থই হইবে ॥ ১৮

আপনি যে যে ধর্মযুক্ত বা অর্থযুক্ত বিষয়ে চিন্তা করিবেন, সেই সেই বিষয়ে আপনার বুদ্ধি সফলতাপূর্বক আবির্ভূত হইবে ॥ ১৯

হে রাজশার্দূল! আপনি দিব্যদৃষ্টি দ্বারা স্বেদজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ ও জরায়ুজ—এই চারি প্রকার প্রাণিগণকে দেখিতে পাইবেন ॥ ২০

ভীষ্ম! আপনি জ্ঞাননেত্র লাভ করত নির্মল জলে অবস্থিত মৎস্যের ন্যায় ইহলোক ও পরলোক গমনকারী এই সংসারে আবদ্ধ জীবসমূহকে যথার্থভাবে দেখিতে পাইবেন ॥ ২১

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজন্! তদনন্তর ব্যাসসহিত মহর্ষিগণ ঋক্, যজু এবং সামবেদের মন্ত্রসমূহের দ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অর্চনা করিলেন ॥ ২২

অনন্তর গঙ্গানন্দন ভীষ্ম ও পাণ্ডবগণের সহিত বৃষ্ণিবংশীয় শ্রীকৃষ্ণ যে স্থানে বিরাজ করিতেছিলেন, সেই স্থানে আকাশ হইতে সমস্ত ঋতুজাত পুষ্পসকল বর্ষিত হইতে লাগিল ॥ ২৩

বাদিত্রাণি চ সর্বাণি জগুশ্চাপ্সরসাং গণাঃ।
ন চাহিতমনিষ্টঞ্চ কিঞ্চিত্তত্র প্রদৃশ্যতে ॥ ২৪
ববৌ শিবঃ সুখো বায়ুঃ সর্বগন্ধবহঃ শুচিঃ।
শান্তায়াং দিশি শান্তাশ্চ প্রাবদন্ মৃগ-পক্ষিণঃ ॥ ২৫
ততো মুহূর্তাদ্ ভগবান্ সহস্রাংশুদিবাকরঃ।
দহন্ বৈনমিবৈকাস্থে প্রতীচ্যাং প্রত্যদৃশ্যত ॥ ২৬
ততো মহর্ষয়ঃ সর্বে সমুত্থায় জনার্দনম্।
ভীষ্মমামন্ত্রয়াঞ্চক্রু রাজানঞ্চ যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ২৭
ততঃ প্রণামমকরোৎ কেশবঃ সহপাণ্ডবঃ।
সাত্যকিঃ সঞ্জয়শ্চৈব স চ শারদ্বতঃ কৃপঃ ॥ ২৮
ততস্তে ধর্মনিরতাঃ সম্যক্ তৈরভিপূজিতাঃ।
শ্বঃ সমেষ্যাম ইত্যুক্ত্বা যথেষ্টং ত্বরিতা যযুঃ ॥ ২৯
তথৈবামন্ত্র্য গাঙ্গেয়ং কেশবঃ পাণ্ডবাস্তথা।
প্রদক্ষিণমুপাবৃত্য রথানারুরুহুঃ শুভান্ ॥ ৩০
ততো রথৈঃ কাঞ্চনচিত্রকূবরৈ-
র্মহীধরাভৈঃ সমদৈশ্চ দন্তিভিঃ।
হয়ৈঃ সুপর্ণৈরিব চাশুগামিভিঃ
পদাতিভিশ্চাত্তশরাসনাদিভিঃ ॥ ৩১
যযৌ রথানাং পুরতো হি সা চমূ-
স্তথৈব পশ্চাদতিমাত্রসারিণী।
পুরশ্চ পশ্চাচ্চ যথা মহানদী
তমৃক্ষবন্তং গিরিমেত্য নর্মদা ॥ ৩২
ততঃ পুরস্তাদ্ ভগবান্ নিশাকরঃ
সমুত্থিতস্তামভিহর্ষয়ংশ্চমূম্।
দিবাকরাপীতরসা মহৌষধীঃ
পুনঃ স্বকেনৈব গুণেন যোজয়ন্ ॥ ৩৩
ততঃ পুরং সুরপুরসন্নিভদ্যুতি
প্রবিশ্য তে যদুবৃষপাণ্ডবাস্তদা।
যথোচিতান্ ভবনবরান্ সমাবিশন্
শ্রমান্বিতা মৃগপতয়ো গুহা ইব ॥ ৩৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি
যুধিষ্ঠিরাগমনে দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫১

সকল প্রকার বাদ্য বাজিতে লাগিল, অপ্সরাগণ গান করিতে লাগিল, কিন্তু সে স্থানে তখন কোন প্রকার অহিতকর বা অনিষ্টজনক লক্ষণ দৃষ্ট হইল না। ২৪

শীতল, সুখদ, মন্দ অথচ পবিত্র এবং সর্ব্ব সুগন্ধযুক্ত বায়ু বহিতে লাগিল শান্ত দিক্‌সকলে শান্ত পশু-পক্ষিগণ শান্তস্বরে রব করিতে লাগিল। ২৫

তদনন্তর পশ্চিমদিকে একপ্রান্তে ভগবান্ সহস্রাংশু সূর্য দেব যেন অরণ্য দগ্ধ করিতেছেন এইরূপ দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। ২৬

তখন মহর্ষিগণ সকলেই গাত্রোত্থান পূর্ব্বক কৃষ্ণ, ভীষ্ম ও রাজা যুধিষ্ঠিরকে প্রস্থানকালীন সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিলেন। ২৭

তদনন্তর কৃষ্ণ, পাণ্ডবগণ, সাত্যকি, সঞ্জয় ও শরদ্বানের পুত্র কৃপ মহর্ষিগণের চরণে প্রণত হইলেন ॥ ২৮

তখন কৃষ্ণ প্রভৃতি কর্তৃক যথানিয়মে অভিপূজিত হইয়া ধর্মকার্য্যে নিরত সেই মহর্ষিগণ "কল্য পুনঃ আসিব" এই কথা বলিয়া দ্রুত অভীষ্ট স্থানোদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন ॥ ২৯

সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ ও পাণ্ডবগণ গঙ্গানন্দন ভীষ্মদেবের অনুমতি অনুসারে তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করত মঙ্গলময় নিজ নিজ রথ আরোহণ করিলেন ॥ ৩০

তাঁহারা গমন করিতে থাকিলে সৈন্যের মধ্যে স্বর্ণখচিত বিচিত্র কূবরগুলি (কাষ্ঠ বিশেষগুলি) প্রতি রথে প্রকাশ পাইতে লাগিল, পর্ব্বতের ন্যায় দীর্ঘকায় ও মদস্রাবী হস্তীসকল, গরুড়ের ন্যায় দ্রুতগামী অশ্বগণ এবং ধনুর্ব্বাণ আদি অস্ত্রধারী সৈন্যগণ তাঁহাদের সহিত বেগে চলিতে লাগিল। যেরূপ অতিশয় দ্রুতগামিনী মহানদী নর্মদা যথা ঋক্ষবান্ পর্ব্বতের সম্মুখে ও পশ্চাতে গমন করে, সেইরূপ সেই সেনাগণ পাণ্ডবগণের সম্মুখে ও পশ্চাতে গমন করিতে লাগিল ॥ ৩১-৩২

তদনন্তর তাঁহাদের সম্মুখে পূর্ব্বদিকে চন্দ্রদেব উদিত হইয়া তাঁহাদের সকলকে আনন্দিত করিলেন এবং সূর্য্যশোষিত তরুলতাগণকে সুধাময়ী কিরণ দ্বারা পুনরায় উহাদিগকে স্বাভাবিক গুণসম্পন্ন করিতে থাকিলেন অর্থাৎ রসসংযুক্ত করিতে থাকিলেন। ৩৩

তদনন্তর পরিশ্রান্ত কৃষ্ণ ও পাণ্ডবগণ সুরপুরতুল্য হস্তিনায় প্রবেশ করত সিংহগণ যেমন স্ব স্ব গুহায় প্রবেশ করে, তদ্রূপ তাঁহারাও যথাযোগ্য শ্রেষ্ঠ আপন আপন ভবনে প্রবেশ করিলেন ॥ ৩৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরাদির আগমনবিষয়ক দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য প্রাতশ্চর্য্যা, সাত্যকিনা তৎসন্দেশং প্রাপ্য ভ্রাতৃভিঃ সহ যুধিষ্ঠিরস্য শ্রীকৃষ্ণেন সাকং কুরুক্ষেত্রে গমনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ শয়নমাবিশ্য প্রসুপ্তো মধুসূদনঃ
যামমাত্রাবশেষায়াং যামিন্যাং প্রত্যবুদ্ধ্যত ॥ ১
স ধ্যানপথমাবিশ্য সর্বজ্ঞানানি মাধবঃ
অবলোক্য ততঃ পশ্চাদ্ দদর্শো ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ২
ততঃ স্তুতিপুরাণজ্ঞা রুক্মকণ্ঠাঃ সুশিক্ষিতাঃ।
অস্তুবন্ বিশ্বকর্মাণং বাসুদেবং প্রজাপতিম্ ॥ ৩
পঠন্তি পাণিস্বনিকাস্তথা গায়ন্তি গায়নাঃ
শঙ্খানক মৃদঙ্গাংশ্চ প্রবাদন্তি সহস্রশঃ ॥ ৪
বীণা-পণব-বেণূনাং স্বনশ্চাতিমনোরমঃ।
সহসা ইব বিস্তীর্ণঃ শুশ্রুবে তস্য ধেশ্মনঃ ॥ ৫
ততো যুধিষ্ঠিরস্যাপি রাজ্ঞো মঙ্গলসংহিতাঃ।
উচ্চেরুর্মধুরা বাচো গীত-বাদিত্রনিঃস্বনাঃ ॥ ৬
তত উত্থায় দাশার্হঃ স্নাতঃ প্রাঞ্জলিরচ্যুতঃ।
জপ্ত্বা গুহ্যং মহাবাহুরগ্নীনাশ্রিত্য তিষ্ঠিবান্ ॥ ৭
ততঃ সহস্রং বিপ্রাণাং চতুর্বেদবিদাং তথা
গবাং সহস্রৈরেকৈকং বাচয়ামাস মাধবঃ ॥ ৮
মঙ্গলালম্ভনং কৃত্বা আত্মানমবলোক্য চ।
আদর্শে বিমলে কৃষ্ণস্ততঃ সাত্যকিমব্রবীৎ ॥ ৯
গচ্ছ শৈনেয় জানীহি গত্বা রাজনিবেশনম্।
অপি সজ্জো মহাতেজা ভীষ্মং দ্রষ্টুং যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ১০
ততঃ কৃষ্ণস্য বচনাৎ সাত্যকিস্ত্বরিতো যযৌ
উপগম্য চ রাজানং যুধিষ্ঠিরমভাষত ॥ ১১
যুক্তো রথবরো রাজন্ বাসুদেবস্য ধীমতঃ।
শমীপমাপগেয়স্য প্রযাস্যতি জনার্দনঃ ॥ ১২
ভবৎপ্রতীক্ষঃ কৃষ্ণোঽসৌ ধর্মরাজ মহাদ্যুতে
যদত্রানন্তরং কৃত্যং তদ্ ভবান্ কর্তুমর্হতি ॥ ১৩

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রাতঃকৃত্য এবং সাত্যকির দ্বারা সংবাদ পাইয়া ভ্রাতৃগণের সহিত যুধিষ্ঠিরের শ্রীকৃষ্ণসহ কুরুক্ষেত্রে গমন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—(জনমেজয়!) তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ শয্যায় প্রবেশ করত নিদ্রিত হইলেন এবং একপ্রহর মাত্র রাত্রি অবশিষ্ট থাকিতে জাগরিত হইলেন ॥ ১

তদনন্তর মাধব ধ্যানযোগে সম্পূর্ণ জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ পূর্বক স্বীয় সনাতন ব্রহ্মস্বরূপের চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ২

তখন স্তুতি ও পূর্ববৃত্তান্তে অভিজ্ঞ মধুরকণ্ঠ ও সুশিক্ষিত স্তুতি পাঠকেরা বিশ্বস্রষ্টা ভগবান্ বাসুদেবের স্তুতি করিতে লাগিলেন ॥ ৩

বহু লোক করতলধ্বনি সহকারে স্তুতি করিতে লাগিল, বহু গায়ক গান করিতে লাগিল, সহস্র সহস্র বাদক শঙ্খ ও মৃদঙ্গাদি বাজাইতে লাগিল ॥ ৪

বীণা, পণব ও বংশীর মনোরম ধ্বনিতে মনে হইতেছিল যেন শ্রীকৃষ্ণের নিকেতন হাস্যরবে মুখরিত ॥ ৫

তদনন্তর রাজা যুধিষ্ঠিরের ভবনেও মধুর মঙ্গলময়ী বাণী এবং গীত বাদ্যাদির ধ্বনি উত্থিত হইল ॥ ৬

তদনন্তর অচ্যুত মহাবাহু কৃষ্ণ শয্যাত্যাগান্তে স্নান পূর্বক সন্ধ্যা গায়ত্রী জপ করত হস্তযুগল সংযোজন পূর্বক হোমাগ্নির নিকটে উপবিষ্ট হইলেন ॥ ৭

তদনন্তর কৃষ্ণ এক সহস্র গাভীর মধ্য হইতে এক একটি গাভী চতুর্বেদবিৎ ব্রাহ্মণকে দান করত বেদমন্ত্র অর্থাৎ স্বস্তি, ঋদ্ধি ও পুণ্যাহ পাঠ করাইলেন ॥ ৮

মাঙ্গলিক দ্রব্যসকল স্পর্শ করত শ্রীকৃষ্ণ স্বচ্ছ দর্পণে প্রতিরূপ দর্শন পূর্বক সাত্যকিকে বলিলেন ॥ ৯

শৈনেয় (শিনিনন্দন)! যাও, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের গৃহে গমন পূর্বক সংবাদ লও, ভীষ্মের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবার জন্য মহাতেজস্বী যুধিষ্ঠির প্রস্তুত হইয়াছেন কিনা? ১০

শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞালাভান্তে সাত্যকি সত্বর গমন করিলেন এবং রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন ॥ ১১

রাজন্! পরম বুদ্ধিমান্ শ্রীকৃষ্ণের উত্তম রথ সজ্জিত হইয়াছে। তিনি শীঘ্রই গঙ্গানন্দন ভীষ্মের সমীপে গমন করিবেন ॥ ১২

মহাতেজস্বী ধর্মরাজ! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপনার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন, অতএব এখন যাহা করণীয়, তাহা আপনি পালন করুন ॥ ১৩

এবমুক্তঃ প্রত্যুবাচ ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।

যুধিষ্ঠির উবাচ।

যুজ্যতাং মে রথবরঃ ফাল্গুনাপ্রতিমদ্যুতে ॥ ১৪
ন সৈনিকৈশ্চ যাতব্যং যাস্যামো বয়মেব হি।
ন চ পীড়য়িতব্যো মে ভীষ্মো ধর্মভৃতাং বরঃ ॥ ১৫
অতঃ পুরঃসরাশ্চাপি নিবর্তন্তু ধনঞ্জয়।
অদ্যপ্রভৃতি গাঙ্গেয়ঃ পরং গুহ্যং প্রবক্ষ্যতি ॥ ১৬
অতো নেচ্ছামি কৌন্তেয় পৃথগ্‌জনসমাগমম্।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

স তদ্বাক্যমথাজ্ঞায় কুন্তীপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ ॥ ১৭
যুক্তং রথবরং তস্মা আচচক্ষে নরর্ষভঃ।
ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা যমৌ ভীমার্জুনাবপি ॥ ১৮
ভৃত্যানীব সমস্তানি যযুঃ কৃষ্ণনিবেশনম্।
আগচ্ছৎস্বথ কৃষ্ণোঽপি পাণ্ডবেষু মহাত্মসু ॥ ১৯
সৈনেয়সহিতো ধীমান্ রথমেবাস্থপদ্যত
রথস্থাঃ সংবিদং কৃত্বা সুখাং পৃষ্ট্বা চ শর্বরীম্ ॥ ২০
মেঘঘোষৈ রথবরৈঃ প্রযযুস্তে নরর্ষভাঃ।
বলাহকং মেঘপুষ্পং শৈব্যং সুগ্রীবমেব চ ॥ ২১
দারুকশ্চোদয়ামাস বাসুদেবস্য বাজিনঃ।
তে হয়া বাসুদেবস্য দারুকেণ প্রচোদিতাঃ ॥ ২২
গাং খুরাগ্রৈস্তথা রাজন্লিখন্তঃ প্রযযুস্তদা।
তে গ্রসন্ত ইবাকাশং বেগবন্তো মহাবলাঃ ॥ ২৩
ক্ষেত্রং ধর্মস্য কৃৎস্নস্য কুরুক্ষেত্রমবাতরন্।
ততো যুযুর্যত্র ভীষ্মঃ শরতল্পগতঃ প্রভুঃ ॥ ২৪
আস্তে মহর্ষিভিঃ সার্ধং ব্রহ্মা দেবগণৈর্যথা।
ততোঽবতীর্য গোবিন্দো রথাৎ স চ যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ২৫
ভীমো গাণ্ডীবধন্বা চ যমৌ সাত্যকিরেব চ।
ঋষীনভ্যর্চয়ামাসুঃ করাগ্রৈস্তমা দক্ষিণান্ ॥ ২৬
স তৈঃ পরিবৃতো রাজা নক্ষত্রৈরিব চন্দ্রমাঃ।
অভ্যাজগাম গাঙ্গেয়ং ব্রহ্মাণমিব বাসবঃ ॥ ২৭

সাত্যকি এইরূপ বলিলে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির অর্জুনকে বলিলেন ॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—অনুপম তেজস্বী অর্জুন! আমার উত্তম রথখানি সজ্জিত কর। আজ সৈন্যগণকে আমাদের সহিত যাইতে হইবে না, কেবলমাত্র আমরাই যাইব। ধনঞ্জয়! ধর্মাত্মাশ্রেষ্ঠ ভীষ্মকে বহু জন সমাগমে কষ্ট দেওয়া উচিত নয় অতএব অগ্রগামী সৈন্যগণেরও যাইবার প্রয়োজন নাই ॥ ১৩-১৫½

কুন্তীনন্দন! অদ্য হইতে গঙ্গানন্দন ভীষ্ম আমাদের নিকটে পরম গোপনীয় বিষয় বলিবেন, অতএব বিভিন্ন রুচিসম্পন্ন সাধারণ লোকের উপস্থিত ইচ্ছা করি না ॥ ১৬½

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—(জনমেজয়!) যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞা শিরোধার্য করত কৃষ্ণনন্দন নরশ্রেষ্ঠ অর্জুন তদ্রূপ ব্যবস্থা করিলেন এবং আগমন করত 'শ্রেষ্ঠ রথ প্রস্তুত' এই সংবাদ নিবেদন করিলেন ॥ ১৭½

তদনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জুন, নকুল ও সহদেব সকলে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রথারোহণে পঞ্চভূতের ন্যায় মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরে উপস্থিত হইলেন ॥ ১৮½

মহাত্মা পাণ্ডবগণ আগমন করিলে সাত্যকির সহিত বৃষ্ণিবীর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও রথে আরোহণ করিলেন ॥ ১৯½

সেই নরশ্রেষ্ঠগণ পরস্পর অভিবাদনপূর্বক রথারূঢ় হইয়া "রাত্রে সুখনিদ্রা হইয়াছে ত" এইরূপ কুশল প্রশ্নাদি করিতে করিতে মেঘের ন্যায় গম্ভীর শব্দকারী উত্তম রথে গমন করিতে লাগিলেন। ২০½

তখন সারথি দারুক বলাহক, মেঘপুষ্প শৈব্য ও সুগ্রীবনামক কৃষ্ণের চারিটি অশ্বকে চালাইতে লাগিলেন ॥ ২১½

রাজন্! তখন শ্রীকৃষ্ণের সেই চারিটি অশ্বই দারুক দ্বারা চালিত হইয়া ক্ষুরাগ্র দ্বারা পৃথিবীকে ক্ষুণ্ণ করিতে করিতে চলিতে লাগিল। ২২½

সেই অশ্বগুলি বল ও বেগ দ্বারা আকাশমণ্ডলকে যেন গ্রাস করিতে করিতে সমস্ত ধর্মেরই ক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যাইয়া উপস্থিত হইল ॥ ২৩½

তদনন্তর ব্রহ্মার দেবগণের সহিত অবস্থিতির ন্যায় মহর্ষিগণের সহিত শরশয্যাগত প্রভাবশালী ভীষ্ম যেস্থানে অবস্থান করিতেছিলেন, তাঁহারা সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ২৪½

তদনন্তর কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব ও সাত্যকি রথ হইতে অবতরণ পূর্বক দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করত মহর্ষিগণের অভ্যর্চনা করিলেন ॥ ২৫-২৬

ইন্দ্র যেমন ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হন, সেইরূপ নক্ষত্রসকলে পরিবৃত চন্দ্রমার ন্যায় স্বজনগণে পরিবেষ্টিত রাজা যুধিষ্ঠিরও ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হইলেন ॥ ২৭

শরতল্পে শয়ানং তমাদিত্যং পতিতং যথা।
স দদর্শ মহাবাহুং ভয়াচ্ছাগতসাধ্বসঃ ॥ ১৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি ভীষ্মাভিগমনে
ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৩

তখন তিনি আকাশ হইতে ভূতলে পতিত সূর্য্যের ন্যায় শরশয্যায় মহাবাহু ভীষ্মকে পতিত থাকিতে দর্শন করিলেন। তাহার পর যুধিষ্ঠির ভীষ্মের রোষভয়ে ভীত হইয়া রহিলেন ॥১৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে ভীষ্মাভিগমনবিষয়ক ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য ভীষ্মস্য চ কথোপকথনম্।]

জনমেজয় উবাচ।

ধর্মাত্মনি মহাবীর্যে সত্যসন্ধে জিতাত্মনি।
দেবব্রতে মহাভাগে শরতল্পগতেঽচ্যুতে ॥ ১
শয়ানে বীরশয়নে ভীষ্মে শান্তনুনন্দনে।
গাঙ্গেয়ে পুরুষব্যাঘ্রে পাণ্ডবৈঃ পর্য্যুপাসিতে ॥২
কাঃ কথাঃ সমবর্তন্ত তস্মিন্ বীরসমাগমে।
হতেষু সর্বসৈন্যেষু তন্মে শংস মহামুনে ॥৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

শরতল্পগতে ভীষ্মে কৌরবাণাং ধুরন্ধরে।
আজগ্মুর্ঋষয়ঃ সিদ্ধা নারদপ্রমুখা নৃপ ॥ ৪
হতশিষ্টাশ্চ রাজানো যুধিষ্ঠিরপুরোগমাঃ।
ধৃতরাষ্ট্রশ্চ কৃষ্ণশ্চ ভীমার্জুন-যমাস্তথা ॥৫
তেঽভিগম্য মহাত্মানো ভরতানাং পিতামহম্।
অন্বশোচন্ত গাঙ্গেয়মাদিত্যং পতিতং যথা ॥ ৬
মুহূর্তমিব চ ধ্যাত্বা নারদো দেবদর্শনঃ।
উবাচ পাণ্ডবান্ সর্বান্ হতশিষ্টাংশ্চ পার্থিবান্ ॥ ৭
প্রাপ্তকালং সমাচক্ষে ভীষ্মোঽয়মনুযুজ্যতাম্।
অস্তমেতি হি গাঙ্গেয়ো ভানুমানিব ভারত ॥ ৮
অয়ং প্রাণানুৎসিসৃক্ষুস্তং সর্বেঽভ্যনুপৃচ্ছত।
কৃৎস্নান্ হি বিবিধান্ ধর্মাংশ্চাতুর্বর্ণ্যস্য বেত্স্যয়ম্ ॥৯

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

[ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও ভীষ্মের কথোপকথন।]

জনমেজয় বলিলেন—মহামুনে! ধর্মাত্মা, মহাবীর, সত্যপ্রতিজ্ঞ, জিতাত্মা, মহাভাগ, ধর্ম্মে অচঞ্চল, শান্তনুনন্দন, গঙ্গাকুমার পুরুষসিংহ দেবব্রত ভীষ্ম বীর-শয়নে শরশয্যায় শায়িত হইলে, সমস্ত সৈন্য নিহত হইলে, পাণ্ডবেরা তাঁহার সেবায় উপস্থিত হইলে এবং অন্যান্য বীরগণ উপস্থিত হইলে কোন্ কোন্ বিষয় আলোচিত হইয়াছিল, তাহা কৃপা করিয়া আমাকে বলুন ॥ ১-৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হে নৃপ! কৌরবকুলের ভারবহনকারী ভীষ্মদেব শরশয্যায় শায়িত হইলে তখন সেখানে নারদাদি সিদ্ধ মহর্ষিগণ আগমন করিয়াছিলেন ॥ ৪

ভারতযুদ্ধে হতাবশিষ্ট রাজগণ, যুধিষ্ঠির, ধৃতরাষ্ট্র, ভীমসেন, অর্জুন, নকুল ও সহদেব—এই সকল মহামনস্বী পুরুষগণ ভূপতিত সূর্য্যের ন্যায় প্রতিভাত, ভরতবংশীয় পিতামহ এবং গঙ্গানন্দন ভীষ্মের নিকটে বারংবার শোক করিতে লাগিলেন ॥৫-৬

দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন নারদ মুহূর্ত্তকাল ধ্যান করত পাণ্ডবগণকে ও হতাবশিষ্ট রাজগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ॥ ৭

ভরতনন্দন যুধিষ্ঠির! আমি তোমাদিগকে কালোপযোগী কথা বলিতেছি। এখন তোমাদের অভীষ্ট বিষয়ে (অধ্যাত্মবিষয়ে) জিজ্ঞাসা কর, যেহেতু ভীষ্মদেব সূর্যের ন্যায় অস্তগমনে প্রবৃত্ত হইয়াছে ॥৮

ভীষ্মদেব প্রাণপ্রয়াণে ইচ্ছুক। অতএব তোমরা সকলে ভীষ্মদেবকে অভীষ্ট বিষয়ে জিজ্ঞাসা কর, যেহেতু ইনি চাতুর্ব্বর্ণের ধর্ম্ম এবং অন্যান্য সমস্ত ধর্ম্মবেত্তা ॥ ৯

এষ বৃদ্ধঃ পরাল্লোকান্ সম্প্রাপ্তোতি তনুং ত্যজন্
তং শীঘ্রমনুযুঞ্জীধ্বং সংশয়ান্ মনসি স্থিতান্ ॥ ১০

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তে নারদেন ভীষ্মমীযুর্নরাধিপাঃ।
প্রষ্টুং চাশক্নুবন্তস্তে বীক্ষাঞ্চক্রুঃ পরস্পরম্ ॥ ১১
অথোবাচ হৃষীকেশঃ পাণ্ডুপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নান্যস্ত দেবকীপুত্রাচ্ছক্তঃ প্রষ্টুং পিতামহম্ ॥ ১২
প্রব্যাহর যদুশ্রেষ্ঠ ত্বমগ্রে মধুসূদন।
ত্বং হি নস্তাত সর্বেষাং সর্বধর্মবিদুত্তমঃ ॥ ১৩

এবমুক্তঃ পাণ্ডবেন ভগবান্ কেশবস্তদা।
অভিগম্য দুরাধর্ষং প্রব্যাহারয়দচ্যুতঃ ॥ ১৪

বাসুদেব উবাচ।

কচ্চিৎ সুখেন রজনী ব্যুষ্টা তে রাজসত্তম।
বিস্পষ্টলক্ষণা বুদ্ধিঃ কচ্চিচ্ছোপস্থিতা তব ॥ ১৫

কচ্চিজ্জ্ঞানানি সর্বাণি প্রতিভান্তি চ তেঽনঘ।
ন গ্লায়তে চ হৃদয়ং ন চ তে ব্যাকুলং মনঃ ॥ ১৬

ভীষ্ম উবাচ।

দাহো মোহঃ শ্রমশ্চৈব ক্লমো গ্লানিস্তথা রুজা।
তব প্রসাদাদ্ বার্ষ্ণেয় সদ্যঃ প্রতিগতানি মে ॥ ১৭
যচ্চ ভূতং ভবিষ্যচ্চ ভবচ্চ পরমদ্যুতে।
তৎ সর্বমনুপশ্যামি পাণৌ ফলমিবাপিতম্ ॥ ১৮
বেদোক্তাশ্চৈব যে ধর্মা বেদান্তাধিগতাশ্চ যে।
তান্ সর্বান্ সম্প্রপশ্যামি বরদানাৎ তবাচ্যুত ॥ ১৯
শিষ্টৈশ্চ ধর্মো যঃ প্রোক্তঃ স চ মে হৃদি বর্ততে
দেশ-জাতি-কুলানাঞ্চ ধর্মজ্ঞোঽস্মি জনার্দন ॥ ২০
চতুর্ণামাশ্রমধর্মেষু যোঽর্থঃ স চ হৃদি স্থিতঃ।
রাজধর্মাংশ্চ সকলানবগচ্ছামি কেশব ॥ ২১
যচ্চ যত্র চ বক্তব্যং তদ্ বক্ষ্যামি জনার্দন।
তব প্রসাদাদ্ধি শুভা মনো মে বুদ্ধিরাবিশৎ ॥ ২২

ইনি অত্যন্ত বৃদ্ধ এবং দেহত্যাগ করিয়া পরলোকগমনে উদ্যুক্ত, অতএব তোমরা তোমাদের চিত্তের ধর্মসংশয়বিষয়ে শীঘ্র প্রশ্ন কর। ১০

বৈশম্পায়ন বলিলেন রাজন্! নারদ এইরূপ বলিলে রাজগণ ভীষ্মের নিকটে আসিলেন তাঁহারা ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিতে অসমর্থ হইয়া পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। (পরস্পর মুখ তাকাতাকি করিতে লাগিলেন)। ১১

তখন পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির হৃষীকেশকে লক্ষ্য করিয়াই বলিলেন—দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অপর কেহ এইরূপ নাই, যিনি পিতামহ ভীষ্মকে প্রশ্ন করিতে সমর্থ হইবেন। ১২

মধুসূদন! যদুশ্রেষ্ঠ! আপনি-ই প্রথমে কথা আরম্ভ করুন। তাত! আমাদের সকলের মধ্যে আপনিই সম্পূর্ণ ধর্মজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ ॥ ১৩

পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির এইরূপ বলিলে ভগবান্ অচ্যুত কেশব দুর্ধর্ষ ভীষ্ম সমীপে উপস্থিত হইয়া এই সকল কথা বলিতে লাগিলেন ॥ ১৪

বাসুদেব বলিলেন—হে রাজশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম! রাত্রে আপনার সুখনিদ্রা হইয়াছে ত? সুসিদ্ধান্তকারী নির্মল বুদ্ধি বিকশিত হইতেছে ত? ॥ ১৫

নিষ্পাপ! আপনার চিত্তে সর্বজ্ঞান প্রস্ফুরিত হইতেছে ত? আপনার হৃদয়ে কোন গ্লানি নাই ত? আপনার মন ব্যাকুল হয় নাই ত? ॥ ১৬

ভীষ্ম বলিলেন—বৃষ্ণিনন্দন! শরীরের সন্তাপ, মোহ, শ্রান্তি, ক্লান্তি, গ্লানি এবং রোগ এই সব আপনার কৃপাতে তৎকালেই অর্থাৎ বরদান সময়েই দূরীভূত হইয়া গিয়াছে ॥ ১৭

মহাতেজা! অধুনা আমি হস্তস্থিত ফলের ন্যায় ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই তিন কালের সব কিছু প্রত্যক্ষ করিতেছি ॥ ১৮

হে অচ্যুত! যে সকল ধর্ম বেদে উক্ত হইয়াছে, যে সকল ধর্ম বেদান্তের দ্বারা জ্ঞাত হইতে হয়, আপনার বর প্রভাবে তৎসমুদয় ধর্মই আমি প্রত্যক্ষ করিতেছি ॥ ১৯

জনার্দন! শিষ্ট পুরুষগণ যে ধর্মের উপদেশ করেন, তাহা আমার হৃদয়ে স্ফুরিত হইতেছে। দেশ, জাতি ও কুল বিষয়ক যে ধর্ম, সেই সকল বিষয়েই আমার সম্পূর্ণ জ্ঞান জন্মিয়াছে ॥ ২০

চারি আশ্রমের ধর্মের যে তত্ত্ব, তাহাও আমার হৃদয়ে বিকশিত হইতেছে। কেশব! সকল রাজধর্ম আমার মনে প্রকাশিত হইতেছে ॥ ২১

হে জনার্দন! যে বিষয়ে যাহা বলা উচিত, সেই বিষয়ে

যুবেবাস্মি সমাবৃত্তস্তদনুধ্যানবৃংহিতঃ।
বক্তুং শ্রেয়ঃ সমর্থোঽস্মি ত্বৎপ্রসাদাজ্জনার্দন ॥ ২৩
স্বয়ং কিমর্থং তু ভবান্ শ্রেয়ো ন প্রাহ পাণ্ডবম্।
কিং তে বিবক্ষিতং চাত্র তদাশু বদ মাধব ॥ ২৪

বাসুদেব উবাচ।

যশসঃ শ্রেয়সশ্চৈব মূলং মাং বিদ্ধি কৌরব।
মত্তঃ সর্বেঽভিনির্বৃত্তা ভাবাঃ সদসদাত্মকাঃ ॥ ২৫
শীতাংশুশ্চন্দ্র ইত্যুক্তে লোকে কো বিস্ময়িষ্যতি।
তথৈব যশসা পূর্ণে ময়ি কো বিস্ময়িষ্যতি ॥ ২৬
আধেয়ং তু ময়া ভূয়ো যশস্তব মহাদ্যুতে
ততো মে বিপুলা বুদ্ধিস্ত্বয়ি ভীষ্ম সমর্পিতা ॥ ২৭
যাবদ্ধি পৃথিবীপাল পৃথ্বীয়ং স্থাস্যতি ধ্রুবা।
তাবৎ তবাক্ষয়া কীর্তির্লোকাননুচরিষ্যতি ॥ ২৮
যচ্চ ত্বং বক্ষ্যসে ভীষ্ম পাণ্ডবায়ানুপৃচ্ছতে।
বেদপ্রবাদ ইব তে স্থাস্যতে বসুধাতলে ॥ ২৯

যশ্চৈতেন প্রমাণেন যোক্ষ্যত্যাত্মানমাত্মনা।
স ফলং সর্বপুণ্যানাং প্রেত্য চাপ্নুভবিষ্যতি ॥ ৩০
এতস্মাৎ কারণাদ্ ভীষ্ম মতিদিব্যা ময়া হি তে।
দত্তা যশো বিপ্রথয়েৎ কথং ভূয়স্তবেতি হ ॥ ৩১
যাবদ্ধি প্রথমে লোকে পুরুষস্য যশো ভুবি।
তাবৎ তস্যাক্ষয়ং স্থানং ভবতীতি বিনিশ্চিতা ॥ ৩২
রাজানো হতশিষ্টাস্ত্বাং রাজন্নভিত আসতে।
ধর্মানমুমুক্ষমাণাস্তেভ্যঃ প্রব্রূহি ভারত ॥ ৩৩
ভবান্ হি বয়সা বৃদ্ধঃ শ্রুতাচারসমন্বিতঃ
কৃৎস্নো রাজর্ষমাণাং সর্বেষামপরাশ্চ যে ॥ ৩৪
জন্মপ্রভৃতি তে কশ্চিদ্ বৃজিনং ন দদর্শ হ।
জ্ঞাতারঃ সর্বধর্মাণাং ত্বাং বিদুঃ সর্বপার্থিবাঃ ॥ ৩৫
তেভ্যঃ পিতেব পুত্রেভ্যো রাজন্ ব্রূহি পরং নয়ম্।
ঋষয়শ্চৈব দেবাশ্চ ত্বয়া নিত্যমুপাসিতাঃ ॥ ৩৬

আমি তাহা বলিব। যেহেতু আপনার কৃপায় আমার হৃদয়ে নির্মল মনে কল্যাণময়ী বুদ্ধির আবেশ হইয়াছে। ২২

জনার্দন! আপনার অনুধ্যানে আমার শক্তি বৃদ্ধি হওয়ায় যুবত্ব লাভ করিয়াছি। আপনার করুণায় এখন আমি কল্যাণকারী উপদেশদানে সক্ষম হইয়াছি। ২৩

হে মাধব! আপনি স্বয়ংই পাণ্ডবগণকে তাহাদের কল্যাণকারী উপদেশ প্রদান করিতেছেন না কেন? এই বিষয়ে আপনি কি বলিতে ইচ্ছুক? তাহা শীঘ্র বলুন। ২৪

বাসুদেব বলিলেন—কুরুনন্দন! আপনি আমাকে যশ ও মঙ্গলের মূল বলিয়া অবগত হউন, সংসারের যাহা কিছু সৎ ও অসৎ পদার্থ, তৎসমুদায় আমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ২৫

চন্দ্রের কিরণ শীতল এইরূপ বলিলে জগতে কোন্ ব্যক্তি বিস্মিত হইবে? সেইরূপ আমাকে যশে পরিপূর্ণ বলিলে কেহ কি বিস্মিত হইবে? ২৬

মহাতেজস্বী ভীষ্ম! জগতে তোমার প্রচুর যশ প্রতিষ্ঠা করা আমার কর্তব্য, অতএব আমার যে বিপুল বুদ্ধি তাহা তোমাতে সমর্পণ করিয়াছি। ২৭

ভূপাল! যতদিন পর্যন্ত পৃথিবী স্থির থাকিবে, তত কাল আপনার অক্ষয় কীর্তি পৃথিবীতে প্রচলিত থাকিবে। ২৮

ভীষ্ম! পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে আপনি যাহা বলিবেন, সেই বাক্যসকল পৃথিবীতে বেদবাক্যের ন্যায় মান্যতা লাভ করিবে। ২৯

যে মনুষ্য আপনার উপদেশসকল শ্রবণ করত স্বীয় জীবনে প্রয়োগ করিবে, সেই মনুষ্য মৃত্যুর পর সর্বপ্রকার পুণ্যের ফল লাভ করিবে॥ ৩০

ভীষ্ম! যাহাতে আপনার মহান্ যশ ভূতলে বিস্তার লাভ করে, এই চিন্তায় আপনাকে আমার দিব্য বুদ্ধি প্রদান করিয়াছি। ৩১

মনুষ্যের যশ যে পর্যন্ত পৃথিবীতে বিস্তৃতি লাভ করিতে থাকে, সেই পর্যন্ত সেই মনুষ্যের পরলোকে অচলা স্থিতি হয়—ইহা নিশ্চিত। ৩২

ভারত! রাজন্! হতাবশিষ্ট রাজগণ ধর্মজিজ্ঞাসার জন্য আপনার চতুঃপার্শ্বে উপবিষ্ট। আপনি ইহাদিগকে ধর্মোপদেশ করুন। ৩৩

যেহেতু আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ, শাস্ত্রজ্ঞান ও সদাচারসম্পন্ন এবং রাজধর্ম-বিষয়ে তথা ধর্ম বিষয়ে আপনি অত্যন্ত কুশল। ৩৪

আজন্ম কেহ আপনার পাপ দেখে নাই, সকল রাজগণই আপনাকে সর্বধর্মজ্ঞ বলিয়া স্বীকার করেন। ৩৫

রাজন্! আপনি পিতা যেমন পুত্রদিগকে উত্তম নীতি উপদেশ করেন, আপনি সেইরূপ এই রাজগণকে উত্তম নীতি উপদেশ করুন। আপনি দেবতা ও ঋষিগণকে সদা উপাসনা করিয়াছেন, সেইহেতু আপনার অবশ্যই সম্পূর্ণ ধর্মের উপদেশ করা কর্তব্য। ৩৬½

তস্মাদ্ বক্তব্যমেবেদং ত্বয়াবস্যমশেষতঃ।
ধর্মং শুশ্রূষমাণেভ্যঃ পৃষ্টেন চ সতা পুনঃ ॥ ৩৭
বক্তব্যং বিদুষা চেতি ধর্মমাহুর্মনীষিণঃ।
অপ্রতিব্রুবতঃ কষ্টো দোষো হি ভবিতা প্রভো ॥ ৩৮

তস্মাৎ পুত্রৈশ্চ পৌত্রৈশ্চ ধর্মান্ পৃষ্টান্ সনাতনান্।
বিদ্বান্ জিজ্ঞাসমানৈস্ত্বং প্রব্রূহি ভরতর্ষভ ॥৩৯
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি কৃষ্ণবাক্যে
চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৪

মনীষিগণ বলিয়াছেন—শ্রেষ্ঠ ও বিদ্বান্ পুরুষকে কিছু জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহার উচিত শ্রবণেচ্ছুগণকে ধর্ম উপদেশ করা। ৩৭½

প্রভু! যে মনুষ্য জ্ঞাত হইয়াও শ্রদ্ধা পূর্বক প্রশ্নকারীকে উপদেশ দান করে না, তাহাকে অত্যন্ত দুঃখদায়ক দোষ প্রাপ্ত হইতে হয়। ভরতশ্রেষ্ঠ! অতএব ধর্মজিজ্ঞাসু পুত্র ও পৌত্রগণ ধর্ম-বিষয়ে কোন প্রশ্ন করিলে সনাতন ধর্মের উপদেশ করুন—আপনি ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ বিদ্বান্। ৩৮-৩৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্বে শ্রীকৃষ্ণবাক্যবিষয়ক চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[যুধিষ্ঠিরসা গুণবর্ণনপূর্ব্বকং তস্মৈ প্রশ্নং কর্ত্তুং ভীষ্মস্যাদেশদানম্, শ্রীকৃষ্ণেন তস্য ভীতের্লজ্জায়াশ্চ কারণস্যোল্লেখঃ ভীষ্মস্যাশ্বাসং প্রাপ্য তৎসমীপে যুধিষ্ঠিরস্য গমনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
অথাব্রবীন্মহাতেজা বাক্যং কৌরবনন্দনঃ।
হন্ত ধর্মান্ প্রবক্ষ্যামি দৃঢ়ে বাঙ্-মনসী মম ॥
যুধিষ্ঠিরস্তু ধর্মাত্মা মাং ধর্মাননুপৃচ্ছতু।
এবং প্রীতো ভবিষ্যামি ধর্মান্ বক্ষ্যামি চাখিলান্ ॥ ২
যস্মিন্ রাজর্ষভে জাতে ধর্মাত্মনি মহাত্মনি।
অহ্রষ্যন্নৃষয়ঃ সর্বে স মাং পৃচ্ছতু পাণ্ডবঃ ॥ ৩
সর্বেষাং দীপ্ততেজসাং কুরূণাং ধর্মচারিণাম্।
যস্য নাস্তি সমঃ কশ্চিৎ স মাং পৃচ্ছতু পাণ্ডবঃ ॥৪

ধৃতির্দমো ব্রহ্মচর্য্যং ক্ষমা ধর্মশ্চ নিত্যদা।
যস্মিন্নোজশ্চ তেজশ্চ স মাং পৃচ্ছতু পাণ্ডবঃ ॥ ৫
সম্বন্ধিনোঽতিথীন্ ভৃত্যান্ সংশ্রিতাংশ্চৈব যো ভৃশম্।
সম্মানয়তি সৎকৃত্য স মাং পৃচ্ছতু পাণ্ডবঃ ॥ ৬
সত্যং দানং তপঃ শৌর্য্যং শান্তির্দাক্ষ্যমসম্ভ্রমঃ।
যস্মিন্নেতানি সর্বাণি স মাং পৃচ্ছতু পাণ্ডবঃ ॥ ৭
যো ন কামান্ন সংরম্ভান্ন ভয়ান্নার্থকারণাৎ।
কুর্য্যাদধর্মং ধর্মাত্মা স মাং পৃচ্ছতু পাণ্ডবঃ ॥৮

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[যুধিষ্ঠিরের গুণ বর্ণন পূর্ব্বক তাহাকে প্রশ্ন করিতে ভীষ্মের আদেশ দান, তাঁহার ভীতি ও লজ্জার কারণ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক উল্লেখ এবং ভীষ্মের আশ্বাস পাইয়া তাঁহার নিকট যুধিষ্ঠিরের গমন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজন্! শ্রীকৃষ্ণের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া কুরুকুলের আনন্দদায়ক মহাতেজস্বী ভীষ্ম বলিলেন—গোবিন্দ! আপনি ভূতসকলের সনাতন আত্মা। আপনার প্রসাদে আমার বাক্‌শক্তি সুদৃঢ় এবং মন স্থির হইয়াছে। অতএব আমি সকল ধর্ম বলিব। ১½

ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির ক্রমান্বয়ে ধর্ম-বিষয়ে প্রশ্ন করিতে থাকুক তাহাতে আমার চিত্তে প্রসন্নতা আসিবে এবং আমি সমস্ত ধর্ম-বিষয়ে উপদেশ করিতে সক্ষম হইব। ২

যে ধর্মাত্মা রাজশ্রেষ্ঠ ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই ঋষিগণ আনন্দিত হইয়াছিলেন, সেই যুধিষ্ঠির আমায় ধর্ম জিজ্ঞাসা করুক। ৩

উজ্জ্বলযশসম্পন্ন ধর্মাচারী কৌরবগণের মধ্যে যাহার তুল্য কেহ নাই, সেই পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির আমাকে জিজ্ঞাসা করুক। ৪

যাহাতে ধৈর্য্য, ইন্দ্রিয় সংযম, ব্রহ্মচর্য্য, ক্ষমা, ধর্ম ওজঃ ও তেজ সদা বিরাজিত, সেই পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির আমাকে প্রশ্ন করুক। ৫

যে সম্বন্ধী, অতিথি, ভৃত্য ও শরণাগতগণকে সতত সৎকার পূর্বক সম্মান করেন, সেই পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির আমাকে প্রশ্ন করুক। ৬

যাহাতে সত্য, দান, তপস্যা, বীরত্ব, শান্তি এবং নৈপুণ্য এই গুণসকল বিদ্যমান, সেই পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির আমাকে প্রশ্ন করুক। ৭

যে কাম ক্রোধ ভয় অথবা অন্য কোন প্রয়োজনেও অধর্মাচরণ করে না, সেই পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির আমাকে প্রশ্ন করুক। ৮

সত্যনিত্যঃ ক্ষমানিত্যো জ্ঞাননিত্যোঽতিথিপ্রিয়ঃ।
যো দদাতি সতাং নিত্যং স মাং পৃচ্ছতু পাণ্ডবঃ ॥ ৯

ইজ্যাধ্যয়ননিত্যস্য ধর্মে চ নিরতঃ সদা।
ক্ষান্তঃ শ্রুতরহস্যশ্চ স মাং পৃচ্ছতু পাণ্ডবঃ ॥ ১০

বাসুদেব উবাচ।

লজ্জয়া পরয়োপেতো ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
অভিশাপভয়াদ্ ভীতো ভবন্তং নোপসর্পতি ॥ ১১

লোকস্য কদনং কৃত্বা লোকনাথো বিশাম্পতে।
অভিশাপভয়াদ্ ভীতো ভবন্তং নোপসর্পতি ॥ ১২

পূজ্যান্ মান্যাংশ্চ ভক্তাংশ্চ গুরূন্ সম্বন্ধি-বান্ধবান্
অর্ঘার্হানিষুভিস্ত্বিত্বা ভবন্তং নোপসর্পতি ॥ ১৩

ভীষ্ম উবাচ।

ব্রাহ্মণানাং যথা ধর্মো দানমধ্যয়নং তপঃ।
ক্ষত্রিয়াণাং তথা কৃষ্ণ সমরে দেহপাতনম্ ॥ ১৪

পিতৃন্ পিতামহান্ ভ্রাতৃন্ গুরূন্ সম্বন্ধি-বান্ধবান্।
মিথ্যাপ্রবৃত্তান্ যঃ সংখ্যে নিহন্যাদ্ ধর্ম এব সঃ ॥ ১৫

সময়ত্যাগিনো লুব্ধান্ গুরূনপি চ কেশব।
নিহন্তি সমরে পাপান্ ক্ষত্রিয়ো যঃ স ধর্মবিৎ ॥ ১৬

যো লোভান্ন সমীক্ষেত ধর্মসেতুং সনাতনম্।
নিহন্তি যন্তঃ সমরে ক্ষত্রিয়ো বৈ স ধর্মবিৎ ॥ ১৭

লোহিতোদাং কেশতৃণাং গজশৈলাং ধ্বজদ্রুমাম্।
মহীং করোতি যুদ্ধেষু ক্ষত্রিয়ো যঃ স ধর্মবিৎ ॥ ১৮

আহুতেন রণে নিত্যং যোদ্ধব্যং ক্ষত্রবন্ধুনা।
ধর্মাং স্বর্গাঞ্চ লোকাংশ্চ বৃদ্ধং হি মনুরব্রবীৎ ॥ ১৯

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তস্তু ভীষ্মেণ ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
বিনীতবদুপাগম্য তস্থৌ সন্দর্শনেঽগ্রতঃ ॥ ২০

অথাস্য পাদৌ জগ্রাহ ভীষ্মশ্চাপি ননন্দ তম্
মূর্ধ্নি চৈনমুপাঘ্রায় নিষীদেত্যব্রবীৎ তদা ॥ ২১

তমুবাচাথ গাঙ্গেয়ো বৃষভঃ সর্বধন্বিনাম্
মাং পৃচ্ছ তাত বিস্রব্ধং মা ভৈষ্ত্বং কুরুসত্তম ॥ ২২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি যুধিষ্ঠিরাশ্বাসনে পঞ্চপঞ্চাশত্তমাধ্যায়ঃ ॥ ৫৫

যাহাতে সদা সত্য, ক্ষমা ও জ্ঞান নিত্য স্থিত, যে অতিথিপ্রিয় সৎপুরুষ ও নিত্য দানশীল, সেই পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির আমায় প্রশ্ন করুক। ৯

যে শাস্ত্রের রহস্য জ্ঞাত, যে সর্ব্বদা যজ্ঞ, স্বাধ্যায় ও ধর্মাচরণে নিরত এবং ক্ষমাশীল, সেই পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির আমায় প্রশ্ন করুক। ১০

বাসুদেব বলিলেন—প্রজানাথ! ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির অত্যন্ত লজ্জিত এবং অভিশাপের ভয়ে ভীত হইয়া আপনার নিকটে আগমন করিতেছেন না। ১১

প্রজাপালক ভীষ্ম! লোকনাথ যুধিষ্ঠির লোকসকলকে সংহার করত পাপভয়ে ভীত, সেইজন্য অভিশাপভয়ে ভীত হইয়া আপনার নিকট আগমন করিতেছেন না। ১২

পূজনীয়, মাননীয়, গুরুজন ভক্ত এবং অর্ঘ্যাদির দ্বারা সৎকারযোগ্য সম্বন্ধিগণ ও বন্ধুবান্ধবজনকে বাণদ্বারা বিদীর্ণ করিয়া ভয়ে তিনি আপনার নিকটে আগমন করিতেছেন না। ১৩

ভীষ্ম বলিলেন—দান, অধ্যয়ন ও তপস্যা যেরূপ ব্রাহ্মণগণের ধর্ম, সেইরূপ রণভূমিতে শত্রুগণের দেহসকল নিপাতিত করাই ক্ষত্রিয়গণের ধর্ম। ১৪

যিনি অসৎকার্য্যে প্রবৃত্ত পিতা, পিতামহ, ভ্রাতা, গুরু, সম্বন্ধী এবং অন্যান্য বন্ধুজনগণকে যুদ্ধে বধ করেন, তিনি ধর্মই করেন। ১৫

কেশব! যিনি অসদাচারী, লোভী ও পাপী গুরুজনকেও যুদ্ধে বধ করেন, তিনি নিশ্চয়ই ধর্মবিৎ। ১৬

যিনি লোভবশতঃ সনাতন ধর্মমর্য্যাদার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না, তাঁহাকে যে ক্ষত্রিয় সমরভূমিতে নিপাতিত করেন তিনি নিশ্চয়ই ধর্মবিৎ। ১৭

যে ক্ষত্রিয় যুদ্ধভূমিতে রক্তময় জলের স্রোত প্রবাহিত করেন, কেশরূপ তৃণ প্রস্তুত করেন, হস্তিরূপ পর্ব্বত নিপাতিত করেন এবং ধ্বজরূপ বৃক্ষ ধরাশায়ী করেন, তিনি নিশ্চয়ই ধর্মজ্ঞ। ১৮

যুদ্ধের জন্য আহূত হইলে সৎক্ষত্রিয়ের অবশ্যই যুদ্ধ করা উচিত। যেহেতু মনু বলিয়াছেন—"যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্মসঙ্গত, স্বর্গজনক এবং ইহলোকে মঙ্গলদায়ক"। ১৯

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ভীষ্ম এইরূপ বলিলে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির তাঁহার সমীপে গমন করত বিনীতভাবে দৃষ্টিপথে দণ্ডায়মান রহিলেন। ২০

তদনন্তর যুধিষ্ঠির ভীষ্মের চরণযুগল ধারণ করিলেন। ভীষ্মও তাঁহাকে শুভাশীর্ব্বাদে অভিনন্দিত করত যুধিষ্ঠিরের মস্তক আঘ্রাণ করিলেন এবং বলিলেন উপবেশন কর। ২১

অনন্তর সর্ব্বধনুর্দ্ধরশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন,—তাত! এখন আমি সুস্থ, তুমি নির্ভয়ে প্রশ্ন করিতে পার। কুরুশ্রেষ্ঠ! তুমি ভয় করিও না। ২২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরকে আশ্বাসনদানবিষয়ক পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্‌পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[যুধিষ্ঠিরপ্রার্থনয়া ভীষ্মেণ রাজধর্ম্মস্য বর্ণনম্,—রাজ্ঞাং পুরুষার্থ সত্যয়োরাবশ্যকতা, ব্রাহ্মণানামদণ্ডনীয়তা, রাজ্ঞাং পারিহাস্যমাদবাভ্যামুদ্ভূতানাং দোষাণাঞ্চ বর্ণনম্]

বৈশম্পায়ন উবাচ

প্রণিপত্য হৃষীকেশমভিবাদ্য পিতামহম্।
অনুমান্য গুরূন্ সর্বান্ পর্য্যপৃচ্ছদ্ যুধিষ্ঠিরঃ॥

যুধিষ্ঠির উবাচ

রাজ্ঞাং বৈ পরমো ধর্ম ইতি ধর্মবিদো বিদুঃ।
মহান্তমেতং ভারং ত্বং মন্যে তদ্ ব্রূহি পার্থিব॥ ২
রাজধর্মান্ বিশেষেণ কথয়স্ব পিতামহ।
সর্বস্য জীবলোকস্য রাজধর্মঃ পরায়ণম্॥ ৩
ত্রিবর্গো হি সমাসক্তো রাজধর্মেষু কৌরব।
মোক্ষধর্মশ্চ বিস্পষ্টঃ সকলোঽত্র সমাহিতঃ॥ ৪
যথা হি রশ্ময়োঽশ্বস্য দ্বিরদস্যাঙ্কুশো যথা।
নরেন্দ্রধর্মো লোকস্য তথা প্রগ্রহণং স্মৃতম্॥ ৫
তত্র চেৎ সম্প্রমুহ্যেত ধর্মে রাজর্ষিসেবিতে।
লোকস্য সংস্থা ন ভবেৎ সর্বঞ্চ ব্যাকুলীভবেৎ॥ ৬
উদয়ন্ হি যথা সূর্য্যো নাশয়ত্যশুভং তমঃ।
রাজধর্মাস্তথালোক্যাঃ নিক্ষিপন্ত্যশুভাং গতিম্॥ ৭
তদগ্রে রাজধর্মান্ হি মদর্থে ত্বং পিতামহ।
প্রব্রূহি ভরতশ্রেষ্ঠ ত্বং হি ধর্মভৃতাং বরঃ॥ ৮
আগমশ্চ পরস্তপ্তঃ সর্বেষাং নঃ পরন্তপ।
ভবন্তং হি পরং বুদ্ধ্যে বাসুদেবোঽভিমন্যতে॥ ৯

ভীষ্ম উবাচ।

নমো ধর্মায় মহতে নমঃ কৃষ্ণায় বেধসে।
ব্রাহ্মণেভ্যো নমস্কৃত্য ধর্মান্ বক্ষ্যামি শাশ্বতান্॥ ১০
শৃণু কার্ৎস্ন্যেন মত্তস্ত্বং রাজধর্মান্ যুধিষ্ঠির।
নিরুচ্যমানান্ নিয়তো যচ্চান্যদপি বাঞ্ছসি॥ ১১
আদাবেব কুরুশ্রেষ্ঠ রাজ্ঞা রঞ্জনকাম্যয়া।
দেবতানাং দ্বিজানাঞ্চ বর্ত্তিতব্যং যথাবিধি॥ ১২
দেবতান্যর্চয়িত্বা হি ব্রাহ্মণাংশ্চ কুরূদ্বহ।
আনৃণ্যং যাতি ধর্মস্য লোকেন চ সমর্চ্যতে॥ ১৩

ষটপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[যুধিষ্ঠিরের প্রার্থনায় ভীষ্ম কর্তৃক রাজ ধর্ম্মের বর্ণন,—রাজাদের পুরুষার্থ ও সত্যের আবশ্যকতা, ব্রাহ্মণগণের অদণ্ডনীয়তা, রাজগণের পরিহাস ও মৃদুতা হইতে উদ্ভূত দোষবর্ণন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজন্! তদনন্তর যুধিষ্ঠির ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও ভীষ্মকে প্রণাম করত অন্যান্য গুরুজনের অনুমতি গ্রহণ করিয়া ভীষ্মদেবকে প্রশ্ন করিলেন॥ ১

যুধিষ্ঠির বলিলেন—পিতামহ! ধর্মজ্ঞ বিদ্বান্‌গণ রাজধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলেন। আমিও ইহাকে অত্যন্ত গুরুভার বলিয়াই মনে করি। ভূপাল! অতএব আপনি আমাকে রাজধর্ম্ম উপদেশ করুন॥২

পিতামহ! রাজধর্ম্ম সম্পূর্ণ জীবজগতের পরম আশ্রয়, অতএব আপনি রাজধর্ম্মই বিশেষরূপে বর্ণনা করুন॥ ৩

কুরুনন্দন! ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই তিনটিই রাজধর্ম্মে সংসক্ত এবং ইহাও অতিশয় স্পষ্ট যে সম্পূর্ণ মোক্ষধর্ম্মও রাজধর্ম্মে নিহিত॥ ৪

অশ্বের মুখরজ্জু যেমন অশ্বকে ও হস্তীর অঙ্কুশ যেমন হস্তীকে বিপথ হইতে নিবর্ত্তন করে, সেইরূপ রাজধর্ম্ম মনুষ্যগণকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে॥ ৫

প্রাচীন রাজর্ষিগণ-সেবিত রাজধর্ম্মে রাজা যদি মোহিত হন, তাহা হইলে সংসারের স্থিতি থাকে না এবং সমস্তই ব্যাকুলিত হয়॥ ৬

যেমন সূর্য্যদেব উদিত হইলে অন্ধকার নাশপ্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ রাজধর্ম্ম মানুষের অশুভগতিকে দূর করিয়া দেয়॥ ৭

ভরতশ্রেষ্ঠ পিতামহ! অতএব আপনি আমার জন্য প্রথমে রাজধর্ম্ম বর্ণনা করুন। যেহেতু আপনি ধর্ম্মজ্ঞদিগের শ্রেষ্ঠ॥ ৮

পরন্তপ পিতামহ! আমরা সকলেই আপনার নিকট হইতে উত্তম শাস্ত্র সিদ্ধান্ত লাভ করিতে পারিব। যেহেতু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে সর্ব্ব ধর্ম্মজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করেন॥ ৯

ভীষ্ম বলিলেন—মহান্ ধর্ম্মকে নমস্কার, বিশ্ববিধাতা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম এবং ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম করিয়া আমি সনাতন ধর্ম্ম বলিতে আরম্ভ করিব॥ ১০

যুধিষ্ঠির! তুমি নিয়মপূর্ব্বক একাগ্র চিত্ত হইয়া আমার নিকট হইতে সম্পূর্ণ রাজধর্ম্ম শ্রবণ কর এবং অন্য যাহা কিছু শুনিতে ইচ্ছা কর, তাহাও শ্রবণ কর॥ ১১

কুরুশ্রেষ্ঠ! রাজার প্রথমেই প্রজারঞ্জন কামনায় দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের প্রতি শাস্ত্রীয় ব্যবহারসম্পন্ন হওয়া উচিত অর্থাৎ তাঁহাদের পূজা ও সম্মাননা কর্ত্তব্য॥ ১২

কুরুকুলভূষণ! দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের পূজা করিয়া ধর্ম্মীয় ঋণ হইতে রাজা মুক্ত হয় এবং জগতে তাঁহার যশ বিস্তার হইয়া থাকে॥ ১৩

উত্থানেন সদা পুত্র প্রযতেথা যুধিষ্ঠির।
ন হ্যুত্থানমৃতে দৈবং রাজ্ঞামর্থং প্রসাধয়েৎ ॥ ১৪
সাধারণং দ্বয়ং হ্যেতদ্ দৈবমুত্থানমেব চ।
পৌরুষং হি পরং মন্যে দৈবং নিশ্চিতমুচ্যতে ॥ ১৫
বিপন্নে চ সমারম্ভে সন্তাপং মা স্ম বৈ কৃথাঃ।
ঘটস্বৈব সদাত্মানং রাজ্ঞামেষ পরো নয়ঃ ॥ ১৬
ন হি সত্যাদৃতে কিঞ্চিদ্ রাজ্ঞাং বৈ সিদ্ধিকারকম্।
সত্যে হি রাজা নিরতঃ প্রেত্য চেহ চ নন্দতি ॥ ১৭
ঋষীণামপি রাজেন্দ্র সত্যমেব পরং ধনম্।
তথা রাজ্ঞাং পরং সত্যমাস্থাদ্ বিশ্বাসকারণম্ ॥ ১৮
গুণবান্ শীলবান্ দান্তো মৃদুর্ধর্ম্যো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সুদর্শঃ স্থূললক্ষ্যশ্চ ন ভ্রশ্যেত সদা শ্রিয়ঃ ॥ ১৯
আর্জবং সর্বকার্য্যেষু শ্রয়েথাঃ কুরুনন্দন।
পুনর্নয়বিচারেণ ত্রয়ীসংবরণেন চ ॥ ২০

পুত্র যুধিষ্ঠির! তুমি সর্ব্বদা পুরুষকারের জন্য যত্নবান্ হও; কারণ, পুরুষকার ভিন্ন মাত্র প্রারব্ধের দ্বারা রাজগণের প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। ১৪

যদিও কার্যসিদ্ধি বিষয়ে দৈব ও পুরুষকার উভয়কেই সাধারণ কারণ বলিয়া স্বীকার করা হয়, তথাপি আমার মনে হয় পুরুষকারই এ বিষয়ে প্রধান; যেহেতু প্রারব্ধ পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট। ১৫

অতএব যদি আরব্ধ কার্য্য সমাপন করিতে না পার, তথাপি দুঃখিত হওয়া উচিত নয়। তুমি সর্ব্বদা তোমার পুরুষকারকে কর্ম্মে প্রযুক্ত কর, ইহাই রাজগণের সর্ব্বোত্তম নীতি। ১৬

সত্য ভিন্ন অপর কোন বস্তু রাজাদের সিদ্ধিকারক হয় না সত্যপরায়ণ রাজা ইহলোক ও পরলোকে আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন। ১৭

রাজেন্দ্র! ঋষিগণের সত্যই পরম ধন। সেইরূপ সত্য হইতে অন্য কোন শ্রেষ্ঠ সাধন নাই, যদ্দ্বারা প্রজাগণের বিশ্বাস উৎপন্ন করিতে পারে। ১৮

গুণবান্, শীলবান্, জিতেন্দ্রিয়, কোমলস্বভাব, ধর্ম্মপরায়ণ, সুদর্শন দানশীল উদারচিত্ত রাজা কখনও রাজলক্ষ্মীভ্রষ্ট হন না। ১৯

কুরুনন্দন! তুমি সকল কার্য্যে সরলতা ও কোমলতা অবলম্বন করিবে। কিন্তু নিজ ছিদ্রান্বেষণস্থানে নিজ মন্ত্রণা বিষয়ে ও স্বীয় কার্য্যকৌশলবিষয়ে—এই তিন বিষয়ে নীতিশাস্ত্রমত গ্রহণ কর্ত্তব্য; (সর্ব্বদা সরলতা অবলম্বনীয় নহে। ২০)

মৃদুর্হি রাজা সততং লঙ্ঘ্যো ভবতি সর্বশঃ
তীক্ষ্ণাচ্চোদ্বিজতে লোকস্তস্মাদুভয়মাশ্রয় ॥ ২১
অদণ্ড্যাংশ্চৈব তে পুত্র বিপ্রাংশ্চ দদতাং বর।
ভূতমেতৎ পরং লোকে ব্রাহ্মণো নাম পাণ্ডব ॥ ২২
মনুনা চৈব রাজেন্দ্র গীতৌ শ্লোকৌ মহাত্মনা।
ধর্মেষু স্বেষু কৌরব্য হৃদি তৌ কর্তুমর্হসি ॥ ২৩
অদ্ভ্যোঽগ্নির্ব্রহ্মতঃ ক্ষত্রমশ্মনো লোহমুত্থিতম্।
তেষাং সর্বত্রগং তেজঃ স্বাসু যোনিষু শাম্যতি ॥ ২৪
অদ্ভ্যো হ্যগ্নির্যদাশ্মানমগ্নিনা বারি হন্যতে
ব্রহ্ম চ ক্ষত্রিয়ো দ্বেষ্টি তদা সীদন্তি তে ত্রয়ঃ ॥ ২৫
এবং কৃত্বা মহারাজ নমস্যা এব তে দ্বিজাঃ
ভৌমং ব্রহ্ম দ্বিজশ্রেষ্ঠা ধারয়ন্তি সমাহিতাঃ ॥ ২৬
এবং চৈব নরব্যাঘ্র লোকত্রয়বিঘাতকাঃ।
নিগ্রাহ্যা এব সততং বাহুভ্যাং যে স্যুরীদৃশাঃ ॥ ২৭

যে রাজা সর্ব্বদা মৃদুতা অবলম্বন করে, জনগণ তাহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করে এবং যে রাজা কেবল কঠোরতা অবলম্বন করে জনগণ তৎপ্রতি উদ্বিগ্ন হইয়া উঠে অতএব তুমি আবশ্যকতা অনুসারে কঠোরতা ও কোমলতা অবলম্বন করিবে। ২১

দাতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুত্র! তুমি ব্রাহ্মণগণকে কখনও দণ্ড (দৈহিক) দিবে না; কারণ, জগতের মধ্যে ব্রাহ্মণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ২২

রাজেন্দ্র! কুরুনন্দন মহাত্মা মনু এ বিষয়ে দুইটি শ্লোক বলিয়াছেন। তুমি ঐ দুইটি শ্লোক হৃদয়ে ধারণ কর। ২৩

অগ্নি জল হইতে, ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ হইতে এবং লৌহ প্রস্তর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। অগ্নি প্রভৃতির তেজ সর্ব্বত্র প্রভাব দেখাইলেও নিজ নিজ উৎপত্তিস্থানে তাহাদের তেজ প্রশমিত হইয়া থাকে। ২৪

লৌহ যখন পাষাণ ভগ্ন করে, অগ্নি জল শুষ্ক করে, ক্ষত্রিয় যখন ব্রাহ্মণ বিদ্বেষ করে, তখনই এই তিনটি (লৌহ, অগ্নি ও ক্ষত্রিয়) অবসন্ন হয়। ২৫

মহারাজ! এই সব বিবেচনা করিয়া তুমি ব্রাহ্মণগণকে সর্ব্বদা নমস্কার করিবে, কারণ, পুজিত ব্রাহ্মণগণ ভূতলগত ব্রহ্মকে অর্থাৎ বেদকে ধারণ করে। ২৬

পুরুষসিংহ! যদিও এইরূপ উক্ত আছে, তথাপি যদি ব্রাহ্মণও ত্রিলোক বিনাশ করিতে উদ্যত হয়, তবে সেইরূপ ব্রাহ্মণকে নিজ বাহুবলে নিগ্রহ করিবে। ২৭

শ্লোকৌ চোশনসা গীতৌ পুরা তাত মহর্ষিণা।
তৌ নিবোধ মহারাজ ত্বমেকাগ্রমনা নৃপ ॥ ২৮
উদ্যম্য শস্ত্রমায়ান্তমপি বেদান্তগং রণে
নিগৃহ্নীয়াৎ স্বধর্মেণ ধর্মাপেক্ষী নরাধিপঃ ॥ ২৯
বিনশ্যমানং ধর্মং হি যোঽভিরক্ষেৎ স ধর্মবিৎ।
ন তেন ধর্মহা স স্যান্মন্যুস্তন্মন্যুমৃচ্ছতি ॥ ৩০
এবং চৈব নরশ্রেষ্ঠ রক্ষ্যা এব দ্বিজাতয়ঃ।
সাপরাধানপি হি তান্ বিষয়ান্তে সমুৎসৃজেৎ ॥ ৩১
অভিশস্তমপি হ্যেষাং কৃপায়ীত বিশাম্পতে।
ব্রহ্মঘ্নে গুরুতল্পে চ ভ্রূণহত্যে তথৈব চ ॥ ৩২
রাজদ্বিষ্টে চ বিপ্রস্য বিষয়ান্তে বিসর্জনম্।
বিধীয়তে ন শারীরং দণ্ডমেষাং কদাচন ॥ ৩৩
দয়িতাশ্চ নরাস্তে স্যুর্ভক্তিমন্তো দ্বিজেষু যে।
ন কোশঃ পরমোঽন্যোঽস্তি রাজ্ঞাং পুরুষসঞ্চয়াৎ ॥৩৪

তাত! নরেশ্বর! এই বিষয়ে মহর্ষি শুক্রাচার্য্যের দুইটি প্রাচীন প্রসিদ্ধ শ্লোক আছে। মহারাজ! তুমি একাগ্রচিত্তে শ্লোক দুইটি শ্রবণ কর। ২৮

বেদাস্তগ ব্রাহ্মণ যদি যুদ্ধে অস্ত্র উত্তোলন পূর্ব্বক আক্রমণ করিতে আসে, তাহা হইলে ধর্ম্মপালনকারী রাজা স্বীয় ধর্ম্মানুসারে তাঁহাকে যুদ্ধে নিগৃহীত করিবে। ২৯

যে রাজা নষ্টোন্মুখ ধর্ম্মকে রক্ষা করে, সেই রাজা ধর্ম্মজ্ঞ; অতএব উহাকে বধ করিলে "ধর্ম্ম-নাশ হইল" এইরূপ স্বীকার করা যায় না বাস্তবিক পক্ষে সেই ব্রাহ্মণের ক্রোধই রাজার ক্রোধ উদ্রেকের কারণ। ৩০

নরশ্রেষ্ঠ! এই সব কথিত হইলেও সর্ব্বদা ব্রাহ্মণগণকে রক্ষা করা উচিত। যদি উহা দ্বারা অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে প্রাণদণ্ড বিধান না করিয়া রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করা কর্ত্তব্য। ৩২

প্রজানাথ! ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যদি কেহ অপরাধ করে, তাহা হইলে তাহাকে কৃপা করাই কর্ত্তব্য। ব্রহ্মহত্যা, গুরুপত্নীগমন, ভ্রূণহত্যা এবং রাজদ্রোহিতা—এই সব অপরাধে ব্রাহ্মণকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিবে, তাঁহাকে শারীরক দণ্ড দিবে না। ৩২-৩৩

যাঁহারা ব্রাহ্মণভক্ত, তাঁহারা লোকপ্রিয় হইয়া থাকে। রাজার জনপ্রিয়তা অর্জ্জন অপেক্ষা কোন শ্রেষ্ঠ কোষ নাই। ৩৪

দুর্গেষু চ মহারাজ ষট্সু যে শাস্ত্রনিশ্চিতাঃ।
সর্বদুর্গেষু মন্যন্তে নরদুর্গং সুদুস্তরম্ ॥ ৩৫
তস্মান্নিত্যং দয়া কার্য্যা চাতুর্বর্ণ্যে বিপশ্চিতা।
ধর্ম্মাত্মা সত্যবাক্ চৈব রাজা রঞ্জয়তি প্রজাঃ ॥ ৩৬
ন চ ক্ষান্তেন তে নিত্যং ভাব্যং পুত্র সমন্ততঃ।
অধর্ম্মো হি মৃদু রাজ্ঞা ক্ষমাবানিব কুঞ্জরঃ ॥ ৩৭
বার্হস্পত্যে চ শাস্ত্রে চ শ্লোকো নিগদিতঃ পুরা।
অস্মিন্নর্থে মহারাজ তন্মে নিগদতঃ শৃণু ॥ ৩৮
ক্ষমমাণং নৃপং নিত্যং নীচঃ পরিভবেজ্জনঃ।
হস্তিযন্তা গজস্যেব শিরস্যেবারুরুক্ষতি ॥ ৩৯
তস্মান্নৈব মৃদুর্নিত্যং তীক্ষ্ণো নৈব ভবেন্নৃপঃ।
বাসন্তার্ক ইব শ্রীমান্ ন শীতো ন চ ঘর্মদঃ ॥ ৪০
প্রত্যক্ষেণানুমানেন তথৌপম্যাগমৈরপি।
পরীক্ষ্যান্তে মহারাজ স্বে পরে চৈব নিত্যশঃ ॥ ৪১

ছয় প্রকার দুর্গের মধ্যে মনুষ্য দুর্গই প্রধান। শাস্ত্রসিদ্ধান্তজ্ঞ বিদ্বান্ ঐ সকল দুর্গ হইতেও মানব দুর্গকে অত্যন্ত দুর্লঙ্ঘ্য দুর্গ বলিয়া স্বীকার করেন। ৩৫

অতএব বিদ্বান্ রাজা চারি বর্ণকে সর্ব্বদা দয়া করিবে। ধর্ম্মাত্মা ও সত্যবাদী রাজা প্রজাগণকে প্রসন্ন করিতে সক্ষম হন। ৩৬

পুত্র! "সর্ব্বদা সবাইকে ক্ষমা করিবে" তুমি এরূপ কথা অনুসরণ করিবে না। যেহেতু ক্ষমাশীল হস্তিতুল্য রাজা (রাজ শ্রেষ্ঠ) অপরের মনে ভয়ের সঞ্চার করিতে অক্ষম হইলে অধর্ম্মের প্রসারের সহায়ক হইবেন। ৩৭

মহারাজ! এই বাক্যের সমর্থনে বার্হস্পত্য-শাস্ত্রে একটি প্রাচীন শ্লোক উল্লিখিত আছে। আমি তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। ৩৮

যেমন হাতীর মাহুত (হস্তীপক) সর্ব্বদা তাহার উপর আরোহণ করিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে, তদ্রূপ নীচ মনুষ্যগণ ক্ষমাশীল রাজাকে সর্ব্বদা অবমাননা করে। ৩৯

যেমন বসন্ত ঋতুতে তেজস্বী সূর্য্য অধিক উত্তাপ বা অধিক শীতলতা প্রদান করেন না, সেইরূপ রাজারও অধিক কোমল বা অধিক কঠোর হওয়া উচিত নয়। ৪০

মহারাজ! প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও আগম এই চারি প্রকার প্রমাণ দ্বারা স্বকীয় ও পরকীয় লোকদিগকে সর্ব্বদা পরীক্ষা করিবে। ৪১

ব্যসনানি চ সর্বাণি ত্যজেথা ভূরিদক্ষিণ।
ন চৈব ন প্রযুঞ্জীত সঙ্গং তু পরিবর্জয়েৎ ॥ ৪২
লোকস্য ব্যসনী নিত্যং পরিভূতো ভবত্যুত।
উদ্বেজয়তি লোকঞ্চ যোঽতিদ্বেষী মহীপতিঃ ॥ ৪৩
ভবিতব্যং সদা রাজ্ঞা গর্ভিণীসদৃশর্দ্ধিনা।
কারণঞ্চ মহারাজ শৃণু যেনেদমিষ্যতে ॥ ৪৪
যথা হি গর্ভিণী হিত্বা স্বং প্রিয়ং মনসোঽনুগম্।
গর্ভস্য হিতমাধত্তে তথা রাজ্ঞাপ্যসংশয়ম্ ॥ ৪৫
বর্তিতব্যং কুরুশ্রেষ্ঠ সদা ধর্মানুবর্তিনা
স্বং প্রিয়ং তু পরিত্যজ্য যদ্ যল্লোকহিতং ভবেৎ ॥ ৪৬
ন সন্ত্যাজ্যঞ্চ তে ধৈর্য্যং কদাচিদপি পাণ্ডব।
ধীরস্য স্পষ্টদণ্ডস্য ন ভয়ং বিদ্যতে ক্বচিৎ ॥ ৪৭
পরিহাসস্তু ভৃত্যৈস্তে নাত্যর্থং বদতাং বর।
কর্তব্যো রাজশার্দূল দোষমত্র হি মে শৃণু ॥ ৪৮

অবমন্যন্তি ভর্তারং সম্মর্যানুপজীবিনঃ।
স্বে স্থানে ন চ তিষ্ঠন্তি লঙ্ঘয়ন্তি চ তদ্বচঃ ॥ ৪৯
প্রেষ্যমাণা বিকল্পন্তে গুহ্যং চাপ্যনুযুঞ্জতে।
অযাচ্যং চৈব যাচন্তে ভোজ্যান্যাহারয়ন্তি চ ॥ ৫০
ক্রুশ্যন্তি পরিদীপ্যন্তি ভূমিপায়াধিতিষ্ঠতে।
উৎকোৎচৈর্বঞ্চনাভিশ্চ কার্য্যাণ্যনুবিহন্তি চ ॥ ৫১
গুর্জরং চাস্য বিষয়ং কুর্বন্তি প্রতিরূপকৈঃ।
স্ত্রীরক্ষিভিশ্চ সজ্জন্তে তুল্যবেশা ভবন্তি চ ॥ ৫২
বান্তং নিষ্ঠীবনং চৈব কুর্বতে চাস্য সংনিধৌ।
নির্লজ্জা রাজশার্দূল ব্যাহরন্তি চ তদ্বচঃ ॥ ৫৩
হয়ং বা দন্তিনং বাপি রথং বা নৃপসত্তম।
অভিরোহন্ত্যনাদৃত্য হর্ম্যতলে পার্থিবে মৃদৌ ॥ ৫৪
ইদং তে দুষ্করং রাজন্নিদং তে দুষ্টচেষ্টিতম্।
ইত্যেবং সুহৃদো বাচং বদন্তে পরিষদ্গতাঃ ॥ ৫৫

প্রচুর দক্ষিণাদানকারী যুধিষ্ঠির! তুমি সকল প্রকার ব্যসন ত্যাগ করিবে, কিন্তু সাহস প্রভৃতি ব্যসন একেবারে প্রয়োগ করিবে না এমন নহে। অতএব সকল প্রকার ব্যসনে আসক্তি ত্যাগ করিবে ॥ ৪২

ব্যসনাসক্ত রাজা সকলের অনাদরের পাত্র এবং যে রাজা সকলের প্রতি দ্বেষ করেন, তিনি লোকসকলের উদ্বেগ উৎপাদন করেন ॥ ৪৩

মহারাজ! রাজা সর্ব্বদাই গর্ভিণীর তুল্য স্বভাবসম্পন্ন হইবেন। যেজন্য এই কথা বলিতেছি তাহার কারণ শ্রবণ কর ॥ ৪৪

কুরুশ্রেষ্ঠ! যেমন গর্ভবতী স্ত্রী মনের অনুকূল প্রিয় ভোজনাদি পরিত্যাগ করত গর্ভস্থ বালকের হিতসাধনে তৎপর হয়, সেইরূপ ধার্মিক রাজা নিজের প্রিয় কার্য্য ও বস্তুসকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক যাহা যাহা জনহিতকর, তৎসমুদায়ই করিতে সদা প্রবৃত্ত থাকিবেন —এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই ॥ ৪৫-৪৬

পাণ্ডুনন্দন! তুমি কখনও ধৈর্য্য ত্যাগ করিবে না। যে রাজা ধীর এবং অপরাধীকে অসঙ্কোচে দণ্ডদান করেন, সেই রাজার কখনও ভয় হয় না ॥ ৪৭

বাগ্মিশ্রেষ্ঠ! রাজেন্দ্র! তুমি ভৃত্যগণের সহিত অধিক হাস্য পরিহাস করিবে না, তাহাতে যে দোষ হয়, তাহা শ্রবণ কর ॥৪৮

অধিক পরিহসিত ভৃত্যগণ পরিহাসচ্ছলেই প্রভুকে অপমান করে, নিজ অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করে এবং প্রভুর আজ্ঞাও লঙ্ঘন করিতে থাকে ॥ ৪৯

সেই রাজা কর্তৃক কার্য্যে নিযুক্ত হইলে কৃত্য ক্ষিতা করত উদাসীন হয়। রাজার গোপনীয় দোষসকল প্রকাশ করিয়া দেয়। অপ্রার্থনীয় বস্তু প্রার্থনা করে রাজার ভোজ্য আপনারা ভোজন করে ॥ ৫০

ঐরূপ রাজা রাজপদে অধিষ্ঠিত থাকিলেও ভৃত্যগণ তাঁহাকে তিরস্কার করে, তাঁহার উপর ক্রোধ প্রকাশ করে, ঘুষ এবং বঞ্চনার দ্বারা রাজকার্য্য নষ্ট করে ॥ ৫১

এইরূপ ভৃত্যগণ কৃত্রিম লেখাপত্র (মিথ্যা বা জাল দলিল প্রভৃতি) দিয়া প্রজাবর্গকে প্রতারিত করিয়া রাজাকে এবং রাজাকে বিপন্ন করে। রাজার স্ত্রীরক্ষকদিগের সহিত মেলামেশা করে (মিলিত হয়) এবং রাজার মত বেশভূষা ধারণ ॥৫২

হে নৃপশ্রেষ্ঠ! সেইরূপ ভৃত্যগণ নির্লজ্জ হইয়া রাজার সমীপে সশব্দে অধোবায়ু ত্যাগ, থুৎকার এবং গুহ্য রাজবার্তা প্রচার করিয়া দেয়। ৫৩

নৃপশিরোমণি! রাজা পরিহাসশীল কোমলস্বভাব হইলে ভৃত্যেরা রাজাকে অবজ্ঞা করিয়া আনন্দের সহিত রাজার হস্তী, অশ্ব এবং যান-বাহনাদি ব্যবহার করিয়া থাকে ॥ ৫৪

রাজসভায় উপবিষ্ট কৃত্রিম বন্ধুগণ এইরূপ বলিয়া থাকে—

ক্রুদ্ধে চাস্মিন্ হসন্ত্যেব ন চ হৃষ্যন্তি পূজিতাঃ।
সমর্থশীলাশ্চ তদা ভবন্ত্যন্যোন্যকারণাৎ ॥ ৫৬
বিস্রংসয়ন্তি মন্ত্রঞ্চ বিবৃণ্বন্তি চ দুষ্কৃতম্
লীলয়া চৈব কুর্বন্তি সাবজ্ঞাস্তস্য শাসনম্ ॥ ৫৭
অলঙ্কারে চ ভোজ্যে চ তথা স্নানানুলেপনে।
হেলনানি নরব্যাঘ্র স্বস্বামিন্যোপশৃণ্বতঃ ॥ ৫৮
নিন্দন্তে স্বানধীকারান্ সন্ত্যজন্তে চ ভারত।
ন বৃত্ত্যা পরিতুষ্যন্তি রাজদেয়ং হরন্তি চ ॥ ৫৯
ক্রীড়িতুং তেন চেচ্ছন্তি সসূত্রেণেব পক্ষিণা
অস্মৎপ্রণেয়ো রাজেতি লোকাংশ্চৈব বদন্ত্যুত ॥ ৬০
এতে চৈবাপরে চৈব দোষাঃ প্রাদুর্ভবন্ত্যুত।
নৃপতৌ মার্দবোপেতে হ্যমূলে চ যুধিষ্ঠির ॥ ৬১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি ভীষ্মবাক্যে
ষট্পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৬

রাজন্! এই কার্য আপনার পক্ষে দুষ্কর এবং আপনার কর্মপদ্ধতি অত্যন্ত দুষ্ট ॥ ৫৫

এই সকল কথাতে রাজা ক্রুদ্ধ হইলে তাহারা হাস্য করিতে থাকে এবং রাজা সম্মান করিলে তাহারা আনন্দিত হয়। সেই ভৃত্যগণ পরস্পর স্বার্থসিদ্ধির জন্য (রাজার সহিত) বিবাদে প্রবৃত্ত হয় ॥ ৫৬

ঐরূপ ভৃত্যেরা রাজার গুপ্ত মন্ত্রণা বাহিরে প্রকাশ করে, অন্যায় কার্যগুলি প্রচারিত করে এবং রাজার প্রতি অবজ্ঞার ভাব দেখাইয়া অবহেলার সহিত রাজার আদেশ পালন করে ॥ ৫৭

হে নৃপশ্রেষ্ঠ! কোমলস্বভাববিশিষ্ট রাজার ভূষণ, খাদ্য, স্নানীয় ও অনুলেপনের বিষয়ে সেই ভৃত্যেরা নিরপেক্ষ থাকিয়াই রাজা শুনিতে পান এমনভাবে অবজ্ঞার কথা বলে ॥ ৫৮

তদনন্তর সেই ভৃত্যেরা নিজ নিজ পদগুলির নিন্দা করে, কোন কোন সময়ে নিজেদের ইচ্ছা অনুসারেই তাহারা আপন আপন পদগুলি পরিত্যাগ করে, যাহা বেতন পায় তাহাতে সন্তুষ্ট হয় না এবং রাজা যাহা দিবেন, তাহা তাঁহার অনুমতি ব্যতীতই নিজেরা গ্রহণ করে ॥ ৫৯

ঐ সকল ভৃত্য একই সূত্রে গ্রথিত পক্ষীর ন্যায় সেই রাজার সহিত খেলা করিবার ইচ্ছা করে এবং লোকমধ্যে প্রচার করে—"রাজাকে ত আমরাই পরিচালনা করি" ॥ ৬০

যুধিষ্ঠির! রাজা কোমল হইলে কিংবা ভৃত্যগণের সহিত হাস্য পরিহাস করিলে এই সকল দোষ এবং অনেক প্রকার ত্রুটি আসিয়া পড়ে ॥ ৬১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের শান্তিপর্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্বে ভীষ্মবাক্যবিষয়ক ষট্পঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[রাজ্ঞো ধর্ম্মানুকূল-নীতিপূর্ণব্যবহারবর্ণনম্।]

ভীষ্ম উবাচ।

নিত্যোদ্যুক্তেন বৈ রাজ্ঞা ভবিতব্যং যুধিষ্ঠির
প্রশস্যতে ন রাজা হি নারীবোদ্যমবর্জিতঃ ॥ ১

ভগবানুশনা চাহ শ্লোকমত্র বিশাম্পতে।
তদিহৈকমনা রাজন্ গদতস্তং নিবোধ মে ॥ ২

ষাবিমৌ গ্রসতে ভূমিঃ সর্পো বিলশয়ানিব।
রাজানং চাবিরোদ্ধারং ব্রাহ্মণঃ চাপ্রবাসিনম্ ॥ ৩

তদেতন্নরশার্দূল হৃদি ত্বং কর্তুমর্হসি।
সন্ধেয়ানভিসন্ধৎস্ব বিরোধ্যাংশ্চ বিরোধয় ॥ ৪

সপ্তাঙ্গস্য চ রাজ্যস্য বিপরীতং য আচরেৎ।
গুরুর্বা যদি বা মিত্রং প্রতিহন্তব্য এব সঃ ॥ ৫

মরুত্তেন হি রাজ্ঞা বৈ গীতঃ শ্লোকঃ পুরাতনঃ।
রাজাধিকারে রাজেন্দ্র বৃহস্পতিমতে পুরা ॥ ৬

গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য দণ্ডো ভবতি শাশ্বতঃ ॥ ৭

বাহোঃ পুত্রেণ রাজ্ঞা চ সগরেণ চ ধীমতা।
অসমঞ্জাঃ সুতো জ্যেষ্ঠস্ত্যক্তঃ পৌরহিতৈষিণা ॥ ৮

অসমঞ্জাঃ সরযূং স পৌরাণাং বালকান্ নৃপ।
ন্যমজ্জয়দতঃ পিত্রা নির্ভর্ৎস্য স বিবাসিতঃ ॥ ৯

ঋষিণোদ্দালকেনাপি শ্বেতকেতুর্মহাতপাঃ।
মিথ্যা বিপ্রানুপচরন্ সন্ত্যক্তো দয়িতঃ সুতঃ ॥ ১০

লোকরঞ্জনমেবাত্র রাজ্ঞাং ধর্মঃ সনাতনঃ।
সত্যস্য রক্ষণং চৈব ব্যবহারস্য চার্জবম্ ॥ ১১

ন হিংস্যাৎ পরবিত্তানি দেয়ং কালে চ দাপয়েৎ।
বিক্রান্তঃ সত্যবাক্ ক্ষান্তো নৃপো ন চলতে পথঃ ॥ ১২

আত্মবাংশ্চ জিতক্রোধঃ শাস্ত্রার্থকৃতনিশ্চয়ঃ।
ধর্মে চার্থে চ কামে চ মোক্ষে চ সততং রতঃ ॥ ১৩

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[রাজার ধর্ম্মানুকূল নীতিপূর্ণ ব্যবহার বর্ণন।]

ভীষ্ম বলিলেন— রাজার সদা উদ্যমশীল হওয়া উচিত। যে রাজা উদ্যম পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রীলোকের ন্যায় নিশ্চেষ্ট থাকে, তাঁহাকে কেহই প্রশংসা করে না ॥ ১

প্রজানাথ! ভগবান্ শুক্রাচার্য্য এ বিষয়ে একটি শ্লোক বলিয়াছেন, আমি সেই শ্লোক বলিতেছি—তুমি একাগ্রচিত্তে তাহা আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর ॥ ২

সর্প যেমন ভূগর্ভস্থ মূষিককে গ্রাস করে, তদ্রূপ ভূমি বিরোধবর্জনকারী রাজা এবং অপ্রবাসী ব্রাহ্মণকে গ্রাস করিয়া থাকে ॥ ৩

নরশ্রেষ্ঠ! তুমি এই কথা স্মরণে রাখিও, যে সন্ধির যোগ্য তাহার সহিত সন্ধি করিবে এবং যে বিরোধের যোগ্য তাহার সহিত বিরোধ করিবে ॥ ৪

রাজা, অমাত্য, সুহৃৎ, কোষ, দেশ, দুর্গ ও সৈন্য এই সাতটি রাজত্বের অঙ্গ। যে কোন ব্যক্তি ইহার বিরুদ্ধ আচরণ করিবে সেই ব্যক্তি গুরুই হোন্ অথবা মিত্রই হোন্, তিনি রাজার অবশ্য বধ্য হইবেন ॥ ৫

রাজেন্দ্র! পূর্ব্বকালে রাজা মরুত্ত বৃহস্পতির মতানুসারে রাজাদের বিষয়ে একটি পুরাতন শ্লোক বলিয়াছেন ॥ ৬

যিনি কর্ত্তব্য বা অকর্ত্তব্য বোঝেন না, কুমার্গে গমন করেন এবং গর্ব্বিত হন, তাহা হইলে তিনি যদি গুরুও হন, তথাপি তাঁহার বিহিত দণ্ডদান করা উচিত ॥ ৭

বাহুর পুত্র বুদ্ধিমান্ রাজা সগর রাজগণের মঙ্গল কামনায় নিজ পুত্র অসমঞ্জকেও ত্যাগ করিয়াছিলেন ॥ ৮

নরেশ্বর! অসমঞ্জা পুরবাসিগণের কয়েকটি বালককে সরযূ নদীতে নিমজ্জিত করিয়াছিল সেইহেতু পিতা তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন ॥ ৯

উদ্দালক ঋষি প্রিয় পুত্র মহাতেজস্বী শ্বেতকেতুকে ব্রাহ্মণগণের সেই মিথ্যা ও কপটতাপূর্ণ ব্যবহারের জন্য ত্যাগ করিয়াছিলেন ॥ ১০

অতএব এই জগতে প্রজারঞ্জন, সত্যরক্ষা এবং সরল ব্যবহার রাজাদিগের সনাতন ধর্ম্ম ॥ ১১

অপরের ধন নষ্ট করিবে না। যাহাকে যাহা কিছু দেয়, তাহাকে যথাসময়ে তাহা দিবার ব্যবস্থাপনা এবং পরাক্রমী সত্যবাদী ও ক্ষমাশীল হওয়া রাজার কর্ত্তব্য; এইরূপ আচরণশীল রাজা কখনও পথভ্রষ্ট হন না ॥ ১২

যিনি মনোজয়ী, জিতক্রোধ, শাস্ত্রসিদ্ধান্তে কৃতনিশ্চয়, যিনি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের নিরন্তর সেবা করেন, যিনি

ত্রয্যাং সংবৃতমন্ত্রশ্চ রাজা ভবিতুমর্হতি।
বৃজিনঞ্চ নরেন্দ্রাণাং নান্যচ্চারক্ষণাৎ পরম্ ॥ ১৪
চাতুর্বর্ণ্যস্য ধর্মাশ্চ রক্ষিতব্যা মহীক্ষিতা।
ধর্মসঙ্করররক্ষা চ রাজ্ঞাং ধর্মঃ সনাতনঃ ॥ ১৫
ন বিশ্বসেচ্চ নৃপতির্ন চাত্যর্থঞ্চ বিশ্বসেৎ।
ষাড়্‌গুণ্যগুণদোষাংশ্চ নিত্যং বুদ্ধ্যাবলোকয়েৎ ॥ ১৬
ছিদ্রচ্ছিদ্রদর্শী নৃপতির্নিত্যমেব প্রশস্যতে।
ত্রিবর্গে বিদিতার্থশ্চ বৃত্তচারোপধিশ্চ যঃ ॥ ১৭
কোশস্যোপার্জনরতির্যম-বৈশ্রবণোপমঃ।
বেত্তা চ দশবর্গস্য স্থানবৃদ্ধিক্ষয়াত্মনঃ ॥ ১৮
অভৃতানাং ভবেদ্ ভর্তা ভৃতানামন্ববেক্ষকঃ
নৃপতিঃ সুমুখশ্চ স্যাৎ স্মিতপূর্বাভিভাষিতা ॥ ১৯
উপাসিতা চ বৃদ্ধানাং জিতস্তন্দ্রিরলোলুপঃ।
সতাং বৃত্তে স্থিতমতিঃ সংভোক্তাশ্চারুদর্শনঃ ॥ ২০
ন চাদদীত বিত্তানি সতাং হস্তাৎ কদাচন।
অসদ্‌ভ্যশ্চ সমাদদ্যাৎ সদ্ভ্যস্তু প্রতিপাদয়েৎ ॥ ২১
স্বয়ং প্রহর্তা দাতা চ বশ্যাত্মা রম্যসাধনঃ।
কালে দাতা চ ভোক্তা চ শুদ্ধাচারস্তথৈব চ ॥ ২২
শূরান্ ভক্তানসংহার্য্যান্ কুলে জাতানরোগিণঃ।
শিষ্টান্ শিষ্টাভিসম্বন্ধান্মানিনোঽনবমানিনঃ ॥ ২৩
বিদ্যাবিদো লোকবিদঃ পরলোকায়বেক্ষকান্।
ধর্মে চ নিরতান্ সাধুনচলানচলানিব ॥ ২৪
সহায়ান্ সততং কুর্য্যাদ্ রাজা ভূতিপুরস্কৃতঃ
তৈশ্চ তুল্যো ভবেদ্ ভোগৈশ্ছত্রমাত্রাজয়াধিকঃ ॥২৫
প্রত্যক্ষা চ পরোক্ষা চ বৃত্তিশ্চাস্য ভবেৎ সমা।
এবং কুর্বন্ নরেন্দ্রোঽপি ন খেদমিহ বিন্দতি ॥ ২৬

তিন বেদে জ্ঞানসম্পন্ন, যিনি নিজ গুপ্ত মন্ত্রণা গোপনে রাখিতে সক্ষম, তিনিই রাজা হইবার যোগ্য। প্রজাগণের অরক্ষণের ন্যায় রাজগণের দ্বিতীয় কোন পাপ নাই ॥ ১৩-১৪

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারি বর্ণের ধর্ম্ম রক্ষণ এবং যাহাতে কোন বর্ণেরই ধর্ম্ম সঙ্কর না হয়, তদ্‌বিষয়ে লক্ষ্য রাখা রাজাদের সনাতন ধর্ম্ম ॥১৫

রাজা কাহাকেও বিশ্বাস করিবেন না, বিশ্বাস্য ব্যক্তিকেও অতিশয় বিশ্বাস করিবেন না এবং স্বীয় বুদ্ধি অনুসারে সন্ধি, বিগ্রহ, শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা (যান), স্থিরভাবে থাকা (আসন), একের আনুকূল্য ও অন্যের প্রাতিকূল্য করা (দ্বৈধীভাব), প্রবলের আক্রমণে অন্য বলবানের আশ্রয় লওয়া (সমাশ্রয়),—এই ছয়টি বিষয়ের গুণ ও দোষ বিচার করিবেন ॥ ১৬

শত্রুর ছিদ্র জানিতে সক্ষম রাজাই সতত প্রশংসার যোগ্য। যিনি ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের তত্ত্ব জানেন, শত্রুর গুপ্ত তথ্য জানার জন্য গুপ্তচর নিয়োগ করেন এবং বিপক্ষে ভেদ জন্মাইবার জন্য ছল প্রয়োগ করেন, সেই রাজাকে সকলেই প্রশংসা করেন ॥ ১৭

রাজার কর্ত্তব্য সর্ব্বদা কোষাগার পরিপূর্ণ রাখা। তিনি ন্যায়-বিচারে যমের তুল্য, ধন-সংগ্রহে কুবের-তুল্য হইবেন এবং ক্ষয় ও বৃদ্ধির হেতুভূত দশবর্গের* জ্ঞানসম্পন্ন হইবেন ॥ ১৮

রাজা যাহাদের ভরণ পোষণ হইতেছে না তাহাদের ভরণ পোষণ করিবেন; যাহাদের ভরণ পোষণ করিতেছেন তাহাদের তত্ত্বাবধান করিবেন। প্রসন্নবদনে অবস্থান এবং মৃদুহাস্য সহকারে আলাপ করা রাজার কর্ত্তব্য ॥ ১৯

রাজা বৃদ্ধগণের সেবক হইবেন, আলস্যবিহীন ও লোভহীন হইবেন, সৎ-পুরুষগণের ব্যবহার স্মরণ করিবেন, সন্তুষ্টচেতা এবং সুদর্শন হইবেন ॥ ২০

কখনও সজ্জনগণের হাত হইতে ধন গ্রহণ করিবেন না। অসাধু পুরুষগণের নিকট হইতে (দণ্ডস্বরূপ) ধন গ্রহণ করিবেন এবং সজ্জন (সাধু) গণকে ধন দান করিবেন ॥ ২১

রাজা দুষ্টকে প্রহার করিবেন, দানশীল হইবেন, মন সংযম করিবেন, মনোরম উপায় অবলম্বন করিবেন যথাকালে ধনদান ও উপভোগ করিবেন, নিরন্তর শুদ্ধ এবং সদাচারী হইবেন ॥ ২২

যাঁহারা বীর ও ভক্ত, বিপক্ষ যাঁহাদিগকে ভেদ করিতে (ঘুষের দ্বারা আয়ত্ত করিতে) পারে না, যাঁহারা সদ্‌বংশজাত, নীরোগ, নিজেরা শাস্ত্রানুসারে চলিয়া থাকেন এবং যাঁহাদের পরিবারবর্গ শাস্ত্রানুসারে চলিয়া থাকেন, যাঁহারা তেজস্বী কিন্তু অন্যকে অপমান করেন না, যাঁহারা বিদ্বান্ ও লোকচরিত্রাভিজ্ঞ, যাঁহারা অন্যের স্বার্থে লক্ষ্য রাখেন, যাঁহারা ধার্ম্মিক এবং সচ্চরিত্র, যাঁহারা পর্ব্বতের ন্যায় ধীর স্থির ভাবে অবস্থান করিতে সক্ষম—এইরূপ মনুষ্যগণকে রাজা স্বীয় সহায়করূপে স্বীকার করত অর্থের দ্বারা পুরস্কৃত করিবেন। রাজা তাঁহাদিগকে স্বীয়তুল্য সুখ সুবিধা প্রদান করিবেন। রাজোচিত ছত্রধারণ এবং সকলকে আজ্ঞা প্রদান—কেবলমাত্র এই দুই বিষয়েই তিনি সেই সহায়কগণ অপেক্ষা অধিক হইবেন ॥ ২৩-২৫

তাহাদিগের সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ব্যবহার সমান হওয়া উচিত। এইরূপ ব্যবহারকারী রাজা এই জগতে কখনও কষ্ট পান না ॥ ২৬

*মন্ত্রী, রাষ্ট্র, দুর্গ, কোষ ও দণ্ড—এই পাঁচটি 'প্রকৃতি' বলা হয়। এই প্রকৃতিই স্বপক্ষের ও শত্রুপক্ষের মিলিয়া 'দশবর্গ' রূপে কথিত হয়।

সর্বাভিশঙ্কী নৃপতির্যশ্চ সর্বহরো ভবেৎ ।
স ক্ষিপ্রমনৃজুলুব্ধঃ স্বজনেনৈব বধ্যতে ॥ ২৭
শুচিস্তু পৃথিবীপালো লোকচিত্তগ্রহে রতঃ ।
ন পতত্যরিভির্গ্রস্তঃ পতিতশ্চাবতিষ্ঠতে ॥ ২৮
অক্রোধনো হ্যব্যসনী মৃদুদণ্ডো জিতেন্দ্রিয়ঃ
রাজা ভবতি ভূতানাং বিশ্বাস্যো হিমবানিব ॥ ২৯
প্রাজ্ঞস্ত্যাগগুণোপেতঃ পরব্রহ্মেষু তৎপরঃ ।
সুদর্শঃ সর্ববর্ণানাং নয়াপনয়বিৎ তথা ॥ ৩০
ক্ষিপ্রকারী জিতক্রোধঃ সুপ্রসাদো মহামনাঃ ।
অরোষপ্রকৃতির্যুক্তঃ ক্রিয়াবানবিকত্থনঃ ॥ ৩১
আরব্ধান্তেব কার্য্যাণি সুপর্য্যবসিতানি চ
যস্য রাজ্ঞঃ প্রপশ্যন্তি স রাজা রাজসত্তমঃ ॥ ৩২
পুত্রা ইব পিতুর্গেহে বিষয়ে যস্য মানবাঃ ।
নির্ভয়া বিচরিষ্যন্তি স রাজা রাজসত্তমঃ ॥ ৩৩
অগূঢ়বিভবা যস্য পৌরা রাষ্ট্রনিবাসিনঃ ।
নয়াপনয়বেত্তারঃ স রাজা রাজসত্তমঃ ॥ ৩৪
স্বকর্মনিরতা যস্য জনা বিষয়বাসিনঃ ।
অসঙ্ঘাতরতা দান্তাঃ পাল্যমানা যথাবিধি ॥ ৩৫
বশ্যা নেয়া বিধেয়াশ্চ ন চ সঙ্ঘর্ষশীলিনঃ ।
বিষয়ে দানরুচয়ো নরা যস্য চ পার্থিবঃ ॥ ৩৬
ন যস্য কূটং কপটং ন মায়া ন চ মৎসরঃ ।
বিষয়ে ভূমিপালস্য তস্য ধর্মঃ সনাতনঃ ॥ ৩৭
যঃ সৎকরোতি জ্ঞানানি জ্ঞেয়ে পরহিতে রতঃ
সত্যাং বর্ত্মানুগত্যাগী স রাজা রাজ্যমর্হতি ॥ ৩৮
যস্য চারাশ্চ মন্ত্রাশ্চ নিত্যং চৈব কৃতাকৃতাঃ ।
ন জ্ঞায়ন্তে হি রিপুভিঃ স রাজা রাজ্যমর্হতি ॥ ৩৯
শ্লোকশ্চায়ং পুরা গীতো ভার্গবেণ মহাত্মনা
আখ্যাতে রাজচরিতে নৃপতিং প্রতি ভারত ॥ ৪০
রাজানং প্রথমং বিন্দেৎ ততো ভার্য্যাং ততো ধনম্ ।
রাজন্যসতি লোকস্য কুতো ভার্য্যা কুতো ধনম্ ॥ ৪১
তদ্‌রাজ্যে রাজ্যকামানাং নান্যো ধর্মঃ সনাতনঃ ।
ঋতে রক্ষাং তু বিস্পষ্টাং রক্ষা লোকস্য ধারিণী ॥ ৪২

যে রাজা সকলকে সন্দেহ করে, সকলের সব কিছু অন্যায়ভাবে গ্রহণ করে, সেই লোভী কুটিল রাজা স্বজন কর্তৃকই বিনাশ প্রাপ্ত হন ॥ ২৭

যে রাজা নিষ্কোষ এবং লোকরঞ্জনে নিরত, তিনি শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হইয়াও পতিত হন না (রাজ্যভ্রষ্ট হন না); যদিও বা পতিত হন (রাজ্যভ্রষ্ট হন), সহায়ক বলে তিনি শীঘ্রই উত্থিত হন ॥ ২৮

যিনি ক্রোধী, যিনি দুর্ব্যসন-শূন্য, যাঁহার দণ্ড অকঠোর, যিনি জিতেন্দ্রিয়, সেই হিমালয়-তুল্য রাজা সকল প্রাণীর বিশ্বাসভাজন হইয়া থাকেন ॥ ২৯

যিনি বুদ্ধিমান্, ত্যাগী, শত্রুর ছিদ্রানুসন্ধানে তৎপর, সৌম্য-মূর্ত্তি এবং সমস্ত বর্ণের সুনীতি ও দুর্নীতি জ্ঞাত আছেন, যিনি ক্ষিপ্রকারী ক্রোধজয়ী ও উদারচিত্ত, যাঁহাকে অতি প্রসন্ন করা যায় যিনি অকোপনস্বভাব সমস্ত কর্ম্মে মনোযোগী এবং সৎক্রিয়া অনুষ্ঠানকারী হইয়াও আত্মশ্লাঘা করেন না এবং যাঁহার আরব্ধ কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে দেখা যায়, তিনিই সকল রাজগণ-মধ্যে শ্রেষ্ঠ ॥ ৩০-৩২

পুত্র যেমন পিতৃগৃহে নির্ভয়ে অবস্থান করে, তদ্রূপ যে রাজার রাজত্বে প্রজাগণ নির্ভয়ে বিচরণ করে, সেই রাজাই শ্রেষ্ঠ ॥ ৩৩

যে রাজার রাজত্বে প্রজাগণ স্বীয় ধনসম্পদ লুকাইয়া (চোর ভয়ে) রাখে না এবং ন্যায়-অন্যায় বুঝিতে সমর্থ হয়, সেই রাজাই সমস্ত রাজগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ॥ ৩৪

যাঁহার রাজ্যবাসী ব্যক্তিগণ বিধিপূর্ব্বক সুরক্ষিত ও পালিত হইয়া নিজ নিজ কর্ম্মরত দ্বেষাসক্তিশূন্য এবং জিতেন্দ্রিয়, বশী, নেয় (বিনীত), বিধেয় (শিক্ষাগ্রহণেচ্ছু), আজ্ঞাপালনকারী, অবিবাদশীল দান-প্রবৃত্তিসম্পন্ন, সেই রাজাই শ্রেষ্ঠ ॥ ৩৫-৩৬

যে রাজার রাজ্যে অধিবাসীদের মনে কুটিলতা, কপটতা, অলীক ব্যবহার ও কাষ্যাবলী এবং পরশ্রীকাতরতা স্থান পায় না, সেই রাজার ধর্ম্মই সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে ॥ ৩৭

যে রাজা গুণী ব্যক্তির সমাদর করেন, প্রজাগণের হিতসাধনে তৎপর থাকেন, সৎপথে চলেন ও ত্যাগী হন, সেই রাজাই রাজত্ব করিবার যোগ্য ॥ ৩৮

যাঁহার গুপ্তচর, মন্ত্রণা এবং কৃত ও অকৃত কার্য্যগুলি বিপক্ষের নিকট অজ্ঞাত থাকে, সেই রাজাই দীর্ঘদিন রাজত্ব করিতে পারেন ॥ ৩৯

ভরতনন্দন ! ভৃগুর পুত্র মহাত্মা শুক্রাচার্য্য রাজার বিষয়ে রামচরিত্র উপাখ্যানে এই শ্লোকটি বলিয়াছেন ॥ ৪০

'প্রজা প্রথমে রাজাকেই লাভ করে, তাহার পর ভার্য্য এবং তৎপরে ধনলাভ করিয়া থাকে ; সুতরাং সেই রাজাই না থাকিলে প্রজার ভার্য্যা ও ধন লাভ হইবে কি করিয়া' ? ৪১

রাজত্বাভিলাষী ক্ষত্রিয়গণের রাজ্যমধ্যে সুস্পষ্ট প্রজারক্ষ

প্রাচেতসেন মনুনা শ্লোকৌ চেমাবুদাহৃতৌ।
রাজধর্মেষু রাজেন্দ্র তাবিহৈকমনাঃ শৃণু ॥ ৪৩
ষড়েতান্ পুরুষো জহ্যাদ্ ভিন্নাং নাবমিবার্ণবে
অপ্রবক্তারমাচার্যমনধীয়ানমৃত্বিজম্ ॥৪৪

অরক্ষিতারং রাজানং ভার্য্যাং চাপ্রিয়বাদিনীম্।
গ্রামকামঞ্চ গোপালং বনকামঞ্চ নাপিতম্ ॥ ৪৫
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি
সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৭

ব্যতীত অন্য কোন সনাতন ধর্ম নাই রাজকর্তৃক রক্ষাই জগৎকে ধারণ করে ॥ ৪২

রাজশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! প্রচেতার পুত্র মনু রাজধর্মবিষয়ে এই দুইটি শ্লোক বলিয়াছেন। তাহা তুমি একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। ৪৩

'মানুষ যেমন সমুদ্রমধ্যে বিদীর্ণ নৌকা পরিত্যাগ করে সেইরূপ এই ছয়টীকেও পরিত্যাগ করিবে যথা—অবাক্‌পটু আচার্য, অবেদাধ্যায়ী পুরোহিত, অরক্ষক রাজা, অপ্রিয়বাদিনী ভার্য্যা, গ্রামবাসার্থী গোপাল ও বনবাসার্থী নাপিত' ॥ ৪৪-৪৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্বে ভীষ্মবাক্যবিষয়ক সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[ভীষ্মেণ সমাসতো রাজধর্ম্মস্য বর্ণনম্।]

ভীষ্ম উবাচ।

এতৎ তে রাজধর্মাণাং নবনীতং যুধিষ্ঠির।
বৃহস্পতির্হি ভগবান্ ন্যায্যং ধর্মং প্রশংসতি ॥ ১
বিশালাক্ষশ্চ ভগবান্ কাব্যশ্চৈব মহাতপাঃ।
সহস্রাক্ষো মহেন্দ্রশ্চ তথা প্রাচেতসো মনুঃ ॥২
ভরদ্বাজশ্চ ভগবাংস্তথা গৌরশিরা মুনিঃ।
রাজশাস্ত্রপ্রণেতারো ব্রহ্মণ্যা ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ৩
রক্ষামেব প্রশংসন্তি ধর্মং ধর্মভৃতাং বর।
রাজ্ঞাং রাজীবতাম্রাক্ষ সাধনং তাত্র মে শৃণু ॥ ৪

চারশ্চ প্রণিধিশ্চৈব কালে দানমমৎসরাৎ।
যুক্তাদানং ন চাদানমযোগেন যুধিষ্ঠির ॥ ৫
সত্যং সংগ্রহণং শৌর্য্যং দাক্ষ্যং সত্যং প্রজাহিতম্
অনার্জবৈরার্জবৈশ্চ শত্রুপক্ষস্য ভেদনম্ ॥ ৬
কেতনানাঞ্চ জীর্ণানামবেক্ষা চৈব সীদতাম্।
দ্বিবিধস্য চ দণ্ডস্য প্রয়োগঃ কালচোদিতঃ ॥ ৭
সাধুনামপরিত্যাগঃ কুলীনানাঞ্চ ধারণম্।
নিচয়শ্চ নিচেয়ানাং সেবা বুদ্ধিমতামপি ॥ ৮

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[ভীষ্মকর্তৃক সংক্ষেপে রাজধর্ম বর্ণন।]

ভীষ্ম বলিলেন—যুধিষ্ঠির! তোমার নিকট এই যাহা বলিলাম, ইহাই রাজধর্মের নবনীত (দুগ্ধের ননীর ন্যায় রাজধর্মের সার)। কারণ—ভগবান্ বৃহস্পতি রাজধর্মের মধ্যে এই প্রজারক্ষণ ভিন্ন অন্য কোন ধর্মের প্রশংসা করেন না ॥ ১

ধার্মিকগণশ্রেষ্ঠ! ভগবান্ বিশালাক্ষ, মহাতপা শুক্রাচার্য্য সহস্রনয়ন ইন্দ্র, প্রচেতার পুত্র মনু, ভগবান্ ভরদ্বাজ ও গৌরশিরামুনি,—এই সকল বেদহিতৈষী, বেদবক্তা ও রাজশাস্ত্রপ্রণেতা মহাত্মারা প্রজারক্ষারূপ রাজধর্মেরই প্রশংসা করিয়া থাকেন। বৎস পদ্মনয়ন! রাজাদের এই রাজধর্মের সিদ্ধির উপায়গুলি আমার নিকট শ্রবণ কর ॥ ২-৪

যুধিষ্ঠির! গুপ্তচর, প্রকাশ্য চর, যথাসময়ে ভৃত্য ও সৈন্য প্রভৃতিকে বেতনাদি দান, ন্যায় অনুসারে ও বিনা বিদ্বেষে প্রজাদের নিকট হইতে করগ্রহণ এবং অন্যায় ভাবে কাহারও নিকট হইতে কিছুই গ্রহণ না করা ॥ ৫

সজ্জনদিগকে স্বপক্ষে আনয়ন করা, বীরত্ব, শাসন-নৈপুণ্য, সত্য ব্যবহার; প্রজাদের হিতসাধন করা এবং কুটিল ও সরল উপায়ে বিপক্ষমধ্যে ভেদ উৎপাদন করা ॥৬

জীর্ণ গৃহ ও অবসন্ন লোকদিগের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা এবং কাল অনুসারে দৈহিক দণ্ড ও আর্থিক দণ্ড প্রয়োগ করা ॥ ৭

সজ্জনদিগকে পরিত্যাগ না করা, সৎকুলোৎপন্নদিগকে পোষণ করা, সঞ্চয়যোগ্য শস্য সঞ্চয় করা এবং বুদ্ধিমান্‌দিগের সেবা করা ॥ ৮

বলানাং হর্ষণং নিত্যং প্রজানামন্ববেক্ষণম্ ।
কার্য্যেষ্বখেদঃ কোষস্য তথৈব চ বিবর্ধনম্ ॥ ৯
পুরগুপ্তিরবিশ্বাসঃ পৌরসঙ্ঘাতভেদনম্ ।
অরিমধ্যস্থমিত্রাণাং যথাবচ্চাপ্যবেক্ষণম্ ॥
উপজাপশ্চ ভৃত্যানামাত্মনঃ পুরদর্শনম্ ।
অবিশ্বাসঃ স্বয়ং চৈব পরস্যাশ্বাসনং তথা ॥ ১১
নীতিধর্মানুসরণং নিত্যমুত্থানমেব চ ।
রিপূণামনবজ্ঞানং নিত্যং চানার্য্যবর্জনম্ ॥ ১২
উত্থানং হি নরেন্দ্রাণাং বৃহস্পতিরভাষত ।
রাজধর্মস্য তন্মূলং শ্লোকাংশ্চাত্র নিবোধ মে ॥ ১৩
উত্থানেনামৃতং লব্ধমুত্থানেনাসুরা হতাঃ ।
উত্থানেন মহেন্দ্রেণ শ্রৈষ্ঠ্যং প্রাপ্তং দিবীহ চ ॥ ১৪
উত্থানবীরঃ পুরুষো বাগ্বীরানধিতিষ্ঠতি ।
উত্থানবীরান্ বাগ্বীরা রময়ন্ত উপাসতে ॥ ১৫
উত্থানহীনো রাজা হি বুদ্ধিমানপি নিত্যশঃ ।
প্রধর্ষণীয়ঃ শত্রূণাং ভুজঙ্গ ইব নির্বিষঃ ॥ ১৬
ন চ শত্রুরবজ্ঞেয়ো দুর্বলোঽপি বলীয়সা ।
অল্পোঽপি হি দহত্যগ্নির্বিষমল্পং হিনস্তি চ ॥ ১৭
একাঙ্গেনাপি সম্ভূতঃ শত্রুর্দুর্গমুপাশ্রিতঃ ।
সর্বং তাপয়তে দেশমপি রাজ্ঞঃ সমৃদ্ধিনঃ ॥ ১৮
রাজ্ঞো রহস্যং যদ্ বাক্যং জয়ার্থং লোকসংগ্রহঃ
হৃদি যচ্চাস্য জিহ্মং স্যাৎ কারণেন চ যদ্ ভবেৎ ॥ ১৯
যচ্চাস্য কার্য্যং বৃজিনমার্জবেনৈব তদ্ধারয়েৎ
দম্ভনার্থঞ্চ লোকস্য ধর্মিষ্ঠামাচরেৎ ক্রিয়াম্ ॥ ২০
রাজ্যং হি সুমহৎ তন্ত্রং ধার্য্যতে নাকৃতাত্মভিঃ
ন শক্যং মৃদুনা বোঢুমায়াসস্থানমুত্তমম্ ॥ ২১
রাজ্ঞাং সর্বামিমং নিত্যমার্জবেনেহ ধার্য্যতে
তস্মান্মিশ্রেণ সততং বর্তিতব্যং যুধিষ্ঠির ॥ ২২

সৈন্যগণের সন্তোষ উৎপাদন, দুঃস্থ প্রজাদিগের পর্য্যবেক্ষণ, কার্য্যে ক্লান্তিবোধ না করা এবং কোষবৃদ্ধি করা ॥ ৯

নগর রক্ষা, দুর্জ্জনের প্রতি অবিশ্বাস, পুরবাসীরা বিরোধী হইয়া মিলিত হইতে লাগিলে, তাহাদের মধ্যে ভেদ উৎপাদন এবং শত্রু-মধ্যবর্ত্তী মিত্রগণের যথানিয়মে পর্য্যবেক্ষণ ॥ ১০

ভৃত্যেরা কোন দুরভিসন্ধিবশতঃ মিলিত হইতে থাকিলে, তাহাদের মধ্যে ভেদ উৎপাদন, নিজেরই নগর পরিদর্শন, ভৃত্যমাত্রের উপরেই বিশ্বাস না করা এবং নিজেই অন্য দুঃস্থ ব্যক্তিদিগকে আশ্বস্ত করা ॥ ১১

নীতি ও ধর্ম্মের অনুসরণ, সর্ব্বদা উদ্যোগ, ক্ষুদ্র শত্রুর উপরেও অবজ্ঞা না করা এবং অন্যায্য কার্য্য পরিত্যাগ করা ॥ ১২

বৃহস্পতি রাজগণের উত্তমকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য বলিয়া থাকেন। কেননা সেই উত্তমই রাজধর্ম্মের মূল। যুধিষ্ঠির! এ বিষয়ে তিনি কয়েকটি শ্লোক বলিয়াছেন, তাহা তুমি আমার নিকট শ্রবণ কর ॥ ১৩

ইন্দ্র উত্তম করিয়াই সমুদ্রমন্থন পূর্ব্বক অমৃত লাভ করিয়াছিলেন, উত্তম করিয়াই অসুরগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন এবং উদ্যমের গুণেই স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন ॥ ১৪

উত্তমী বীরপুরুষ বাক্যমাত্রে বীর পুরুষদিগকে অভিভূত করিয়া থাকেন। আর বাক্যমাত্রে বীর পুরুষেরা স্তুতি বাক্যে আনন্দিত করিতে থাকিয়া উত্তমী বীর পুরুষগণের সেবা করে ॥ ১৫

উত্তমবিহীন রাজা বুদ্ধিমান্ হইয়াও নির্ব্বিষ ভুজঙ্গের ন্যায় সর্ব্বদা-ই শত্রুগণের দ্বারা অভিভূত হইয়া থাকেন ॥ ১৬

বলবান্ রাজা দুর্ব্বল শত্রুকেও উপেক্ষা করেন না; যেহেতু অল্প অগ্নিও দগ্ধ করিতে সক্ষম এবং অল্প বিষও প্রাণ বিনাশ করিয়া থাকে ॥ ১৭

হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি—এই চতুরঙ্গ বলের মধ্যে কোন একটিমাত্র অঙ্গ লইয়াও শত্রু দুর্গ আশ্রয় করিয়া থাকিলে সেই শত্রু সেনাঙ্গ চতুষ্টয়সম্পন্ন রাজার দেশকেও উপদ্রব করিতে পারে ॥ ১৮

রাজার যাহা কিছু গুপ্ত কথা, জয়লাভের জন্য যে সৈন্য সংগ্রহ মনে মনে যে সকল কূটাভিসন্ধি, কোন কারণে যে সকল আয়োজন করা হয় এবং যে সকল অন্যায় কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, রাজা সরলতা প্রকাশ দ্বারা সে সমস্ত-ই সাধারণ লোকের নিকট গোপন রাখিবেন। আর তিনি জনমত সংগ্রহ করিবার জন্য ধর্ম্ম-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন ॥ ১৯ ২০

রাজ্য একটি প্রধান বস্তু, অশিক্ষিত নরপতিগণের তাহা রক্ষা করিবার সামর্থ্য নাই এবং মৃদু রাজা সে রাজ্যভার বহন করিতেও পারেন না; পরন্তু তাহা তাঁহার পক্ষে অধিকতর আয়াসের স্থানই হইয়া থাকে ॥ ২১

যুধিষ্ঠির! রাজ্য সকলের নিকটেই আমিষের ন্যায় সর্ব্বলোভনীয়। উহা কেবল সরলতা দ্বারা রক্ষা করা যায় না

যজ্ঞপাস্য বিপত্তিঃ স্যাদ্ রক্ষমাণস্য বৈ প্রজাঃ।
সোঽপাস্য বিপুলো ধর্ম এবংবৃত্তা হি ভূমিপাঃ॥ ২৩
এষ তে রাজধর্মাণাং লেশঃ সমনুবর্ণিতঃ।
ভূয়স্তে যত্র সন্দেহস্তদ্ ব্রূহি কুরুসত্তম॥ ২৪

বৈশম্পায়ন উবাচ

ততো ব্যাসশ্চ ভগবান্ দেবস্থানোঽগ্ন্য এব চ
বাসুদেবঃ কৃপশ্চৈব সাত্যকিঃ সঞ্জয়স্তথা॥ ২৫
সাধু সাধ্বিতি সংহৃষ্টাঃ পুষ্পামাসৈরিবাননৈঃ
অস্তুবংশ্চ নরব্যাঘ্রং ভীষ্মং ধর্মভৃতাং বরম্॥ ২৬
ততো দীনমনা ভীষ্মমুবাচ কুরুসত্তমঃ।
নেত্রাভ্যামশ্রুপূর্ণাভ্যাং পাদৌ তস্য শনৈঃ স্পৃশন্॥ ২৭
স্ব ইদানীং স্বসন্দেহং প্রক্ষ্যামি ত্বাং পিতামহ।
উপৈতি সবিতা হ্যস্তং রসমাপীয় পার্থিবম্॥ ২৮
ততো দ্বিজাতীনভিবাদ্য কেশবঃ
কৃপশ্চ তে চৈব যুধিষ্ঠিরাদয়ঃ।
প্রদক্ষিণীকৃত্য মহানদীসুতং
ততো রথানারুরুহুর্মুদান্বিতাঃ॥ ২৯
দৃষদ্বতীং চাপ্যবগাহ্য সুব্রতাঃ
কৃতোদকার্থাঃ কৃতজপ্যমঙ্গলাঃ।
উপাস্য সন্ধ্যাং বিধিবৎ পরন্তপা—
স্ততঃ পুরং তে বিবিশুর্গজাহ্বয়ম্॥ ৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি যুধিষ্ঠিরাদিস্বস্থানগমনে অষ্টপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ॥ ৫৮

ক্ষেত্রানুসারে সরলতা ও কুটীলতা—এই উভয় অবলম্বন করিয়াই রাজার চলিতে হইবে। ২২

রাজা প্রজাপালন করিতে থাকিলে যদি তাঁহার বিপদ উপস্থিত হয়, তবে তাহাও তাঁহার মহৎ ধর্ম। কারণ, রাজাদের চরিত্রই এইরূপ। ২৩

কৌরবশ্রেষ্ঠ! আমি তোমাকে রাজধর্মের এই অল্প অংশ মাত্র বর্ণনা করিলাম। এখন তোমার যেস্থানে সন্দেহ রহিয়াছে, উহা পুনরায় আমাকে তুমি বল। ২৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তদনন্তর ভগবান্ বেদব্যাস, দেবস্থান, অগ্নি, শ্রীকৃষ্ণ, কৃপাচার্য, সাত্যকি ও সঞ্জয়—ইঁহারা সকলেই অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া প্রফুল্লবদনে 'সাধু' 'সাধু' উচ্চারণ করত মনুষ্যপ্রধান ও ধার্মিকশ্রেষ্ঠ ভীষ্মের প্রশংসা করিতে লাগিলেন॥ ২৫-২৬

তখন বিষণ্ণচিত্ত কুরুশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির সাশ্রুনয়নে ধীরে ধীরে ভীষ্মের চরণযুগল স্পর্শ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন—॥ ২৭

'পিতামহ! আপনার নিকট নিজের সন্দেহের কথা আগামী কল্য বিবৃত করিব। কারণ, সূর্য পৃথিবীর রস পান করত এখন অস্তাচলগামী হইয়াছেন॥ ২৮

তদনন্তর কৃষ্ণ, শ্রীকৃপাচার্য এবং যুধিষ্ঠির প্রভৃতি সকলে আনন্দিত হইয়া ব্রাহ্মণগণকে অভিবাদন পূর্বক ভীষ্মকে প্রদক্ষিণ করত পৃথক্ পৃথক্ রথে আরোহণ করিলেন॥ ২৯

তাহার পর সদাচারপরায়ণ এবং শত্রুসন্তাপকারী যুধিষ্ঠির প্রভৃতি দৃষদ্বতী নদীতে অবগাহন, হস্তপদ প্রক্ষালন, মাঙ্গলিক ইষ্টমন্ত্র জপ এবং যথাবিধানে সায়ংসন্ধ্যা সমাপনান্তে হস্তিনা-নগরে প্রবেশ করিলেন। ৩০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্বে যুধিষ্ঠিরাদি-স্বস্থানগমনবিষয়ক অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ব্রহ্মণো নীতিশাস্ত্রস্য রাজ্ঃ পৃথোশ্চ চরিত্রবর্ণনম্]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ কল্যং সমুত্থায় কৃতপূর্বাহ্ণিকক্রিয়াঃ।
যযুস্তে নগরাকারৈ রথৈঃ পাণ্ডব-যাদবাঃ ॥ ১

প্রতিপদ্য কুরুক্ষেত্রং ভীষ্মমাসাদ্য চানঘ।
সুখাঞ্চ রজনীং পৃষ্ট্বা গাঙ্গেয়ং রথিনাং বরম্ ॥ ২

ব্যাসাদীনভিবাদ্যর্ষীন্ সর্বৈস্তৈশ্চাভিনন্দিতাঃ
নিষেদুরভিতো ভীষ্মং পরিবার্য্য সমন্ততঃ ॥ ৩

ততো রাজা মহাতেজা ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
অব্রবীৎ প্রাঞ্জলির্ভীষ্মং প্রতিপূজ্য যথাবিধি ॥ ৪

যুধিষ্ঠির উবাচ।

য এষ রাজন্ রাজেতি শব্দশ্চরতি ভারত।
কথমেষ সমুৎপন্নস্তন্মে ব্রূহি পরন্তপ ॥ ৫

তুল্যপাণিভুজগ্রীবস্তুল্যবুদ্ধীন্দ্রিয়াত্মকঃ।
তুল্যদুঃখসুখাত্মা চ তুল্যপৃষ্ঠমুখোদরঃ ॥ ৬

তুল্যশুক্রাস্থিমজ্জা চ তুল্যমাংসাসৃগেব চ।
নিঃশ্বাসোচ্ছ্বাসতুল্যাশ্চ তুল্যপ্রাণশরীরবান্ ॥ ৭

সমানজন্মমরণঃ সমঃ সর্বৈর্গুণৈর্নৃণাম্।
বিশিষ্টবুদ্ধীন্ শূরাংশ্চ কথমেকোঽধিতিষ্ঠতি ॥ ৮

কথমেকো মহীং কৃৎস্নাং শূরবীর্য্যাৎ সঙ্কুলাম্।
রক্ষত্যপি চ লোকস্য প্রসাদমভিবাঞ্ছতি ॥ ৯

একস্য তু প্রসাদেন কৃৎস্নো লোকঃ প্রসীদতি।
ব্যাকুলে ব্যাকুলঃ সর্বো ভবতীতি বিনিশ্চয়ঃ ॥ ১০

এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং তত্ত্বেন ভরতর্ষভ।
কৃৎস্নং তন্মে যথাতত্ত্বং প্রব্রূহি বদতাং বর ॥ ১১

নৈতৎ কারণমল্পং হি ভবিষ্যতি বিশাম্পতে।
যদেকস্মিন্ জগৎ সর্বং দেববদ্ যাতি সন্নতিম্ ॥ ১২

ভীষ্ম উবাচ।

নিয়তস্ত্বং নরব্যাঘ্র শৃণু সর্বমশেষতঃ।
যথা রাজ্যং সমুৎপন্নমাদৌ কৃতযুগেঽভবৎ ॥ ১৩

একোনষষ্টিতম অধ্যায়।

[ব্রহ্মার নীতিশাস্ত্র এবং রাজা পৃথুর চরিত্রবর্ণন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—যাদবগণ ও পাণ্ডবগণ প্রভাতে শয্যা ত্যাগ করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে নগরাকৃতি বৃহৎ বৃহৎ রথে আরোহণ করত কুরুক্ষেত্রের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন ॥ ১

নিষ্পাপ রাজন্! তাঁহারা কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া রথিশ্রেষ্ঠ ভীষ্মের নিকটে যাইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "রাত্রিটি আপনার সুখে অতিবাহিত হইয়াছে ত?" অনন্তর তাঁহারা ব্যাস প্রভৃতি ঋষিগণকে অভিবাদন করিলেন; পরে তাঁহারাও তাঁহাদিগকে শুভাশীর্ব্বাদে অভিনন্দিত করিলেন। তদনন্তর তাঁহারা ভীষ্মকে পরিবেষ্টন করিয়া চতুর্দিকেই উপবেশন করিলেন ॥ ২-৩

তদনন্তর মহাতেজা ধর্মরাজ রাজা যুধিষ্ঠির যথানিয়মে ভীষ্মকে অভিবাদন করত কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৪

যুধিষ্ঠির বলিলেন—শত্রুসন্তাপক ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ ভরতনন্দন! লোকসমাজে এই যে 'রাজা' এই শব্দটি চলিতেছে—ইহা কি প্রকারে উৎপন্ন হইল, তাহা আপনি আমার নিকট বলুন ॥ ৫

হস্ত, বাহু, গ্রীবা, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, আত্মা, সুখ, দুঃখ, মন, পৃষ্ঠ, মুখ, উদর, শুক্র, অস্থি, মজ্জা, মাংস, রক্ত, নিশ্বাস, প্রশ্বাস, প্রাণ, শরীর, জন্ম, মৃত্যু এবং সমস্ত গুণ এইগুলি অন্যান্য মানুষের যেমন আছে রাজারও তেমনই থাকে। তথাপি এক সেই রাজা অন্যান্য বিশিষ্টবুদ্ধি লোক ও বীরগণের উপরে কি করিয়া অধিষ্ঠান করেন ॥ ৬-৮

একমাত্র রাজা শূর, বীর ও সজ্জনে পরিপূর্ণ সমগ্র পৃথিবী কি প্রকারে রক্ষা করেন? আবার সমস্ত লোকই কিজন্য তাঁহার অনুগ্রহ কামনা করে? ৯

তারপর ইহা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, রাজার মনে যদি উদ্বেগ না থাকে, তাহা হইলে সমস্ত লোকই নিরুদ্বেগ থাকে। আবার একমাত্র রাজা আকুল হইলে সকল লোকই আকুল হইয়া পড়ে ॥ ১০

ভরতশ্রেষ্ঠ! ইহার কারণ আমি আপনার নিকট যথার্থ রূপে শুনিতে ইচ্ছা করি। বাগ্মিশ্রেষ্ঠ! অতএব আপনি যথাযথভাবে সেই সমস্ত বিষয় আমার নিকট ব্যক্ত করুন ॥ ১১

নরনাথ! এই রাজপ্রভাবের কারণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হইবে। যেহেতু দেবতার ন্যায় এক রাজার নিকটে সমস্ত জগৎ অবনত থাকে ॥ ১২

ন বৈ রাজ্যং ন রাজাঽঽসীন্ন চ দণ্ডো ন দাণ্ডিকঃ।
ধর্মেণৈব প্রজাঃ সর্বা রক্ষন্তি স্ম পরস্পরম্ ॥ ১৪
পাল্যমানাস্তথান্যোন্যং নরা ধর্মেণ ভারত।
যেঽনং পরমুপাজগ্মুস্ততস্তান্ মোহ আবিশৎ ॥ ১৫
তে মোহবশমাপন্না মনুজা মনুজর্ষভ।
প্রতিপত্তিবিমোহাচ্চ ধর্মস্তেষামনীনশৎ ॥ ১৬
নষ্টায়াং প্রতিপত্তৌ চ মোহবশ্যা নরাস্তদা।
লোভস্য বশমাপন্নাঃ সর্বে ভরতসত্তম ॥ ১৭
অপ্রাপ্তস্যাভিমর্শং তু কুর্বন্তো মনুজাস্ততঃ।
কামো নামাপরস্তত্র প্রত্যপদ্যত বৈ প্রভো ॥ ১৮
তাংস্তু কামবশং প্রাপ্তান্ রাগো নাম সমস্পৃশৎ।
রক্তাশ্চ নাভজানন্ত কার্যাকার্যে যুধিষ্ঠির ॥ ১৯
অগম্যাগমনং চৈব বাচ্যাবাচ্যং তথৈব চ।
ভক্ষ্যাভক্ষ্যঞ্চ রাজেন্দ্র দোষাদোষঞ্চ নাত্যজন্ ॥ ২০

বিপ্লুতে নরলোকে বৈ বেদ্ধা চৈব ননাশ হ
নাশাচ্চ ব্রহ্মণো রাজন্ ধর্মো নাশমথাগমৎ ॥ ২১
নষ্টে ব্রহ্মণি ধর্মে চ দেবাংস্ত্রাসঃ সমাবিশৎ।
তে ত্রস্তা নরশার্দূল ব্রহ্মাণং শরণং যযুঃ ॥ ২২
প্রসাদ্য ভগবন্তং তে দেবং লোকপিতামহম্।
ঊচুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্বে দুঃখবেগসমাহতাঃ ॥ ২৩
ভগবন্ নরলোকস্থং গ্রস্তং ব্রহ্ম সনাতনম্।
লোভ-মোহাদিভির্ভাবৈস্ততো নো ভয়মাবিশৎ ॥ ২৪
ব্রহ্মণশ্চ প্রণাশেন ধর্মো ব্যনশদীশ্বর।
ততঃ স্ম সমতাং যাতা মর্ত্যৈস্ত্রিভুবনেশ্বর ॥ ২৫
অধো হি বর্ষমস্মাকং নরাস্তূর্ধ্বং প্রবর্ষিণঃ।
ক্রিয়াব্যুপরমাৎ তেষাং ততো গচ্ছাম সংশয়ম্ ॥ ২৬
অত্র নিঃশ্রেয়সং যত্নস্তদ্ ধ্যায়স্ব পিতামহ।
ত্বৎপ্রভাবসমুত্থোঽসৌ স্বভাবো নো বিনশ্যতি ॥ ২৭

ভীষ্ম বলিলেন নরশ্রেষ্ঠ! সেই সত্যযুগের প্রথম সময়ে যেভাবে রাজত্বের আবির্ভাব হইয়াছিল, তুমি একাগ্রচিত্ত হইয়া সেই সমস্ত বিষয় শ্রবণ কর ॥ ১৩

তৎকালে রাজা, রাজ্য, দণ্ড ও দণ্ডযোগ্য লোক ছিল না। কিন্তু সকল লোকই ধর্মের গুণে পরস্পরকে রক্ষা করিত ॥ ১৪

ভরতনন্দন! তৎকালে লোকসকল ধর্মের গুণে পরস্পর রক্ষিত হইতে থাকিয়া, অত্যন্ত অন্নবিধা ভোগ করিতে লাগিল। তদনন্তর তাহাদের মধ্যে চিত্তের বিকার আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ১৫

নরশ্রেষ্ঠ! সেই লোকেরা ক্রমশঃ অত্যন্ত চিত্তবিকারগ্রস্ত হইয়া পড়িল। তাহাতে ন্যায়বুদ্ধি লোপ পাইতে লাগিল ক্রমে তাহাদের সে ধর্মও বিনষ্ট হইতে থাকিল ॥ ১৬

ভরতশ্রেষ্ঠ! ন্যায়বুদ্ধি বিনষ্ট হইলে, সেই সকল লোক ক্রমে মোহের বশীভূত হইয়া লোভী হইতে লাগিল ॥ ১৭

রাজন্! অতঃপর লোকেরা অন্যায় ভাবেও অলব্ধ বস্তু লাভ করিবার ইচ্ছা করিতে লাগিল। তখন কাম নামে অপর একটি দোষ তাহাদের মধ্যে উপস্থিত হইতে থাকিল ॥ ১৮

যুধিষ্ঠির! তাহারা কামের বশীভূত হইয়া উঠিলে, রাগ আসিয়া তাহাদিগকে স্পর্শ করিল। পরে তাহারা রাগের বশীভূত হইয়া কর্তব্যাকর্তব্য বুদ্ধি হারাইতে লাগিল ॥ ১৯

রাজশ্রেষ্ঠ! ক্রমে অগম্যাগমন, বক্তব্য ও অবক্তব্য, খাদ্য ও অখাদ্য এবং দোষ ও অদোষ—ইহাদের মধ্যে কোনটাই তাহারা ত্যাগ করিতে পারিল না ॥ ২০

রাজন্! এইভাবে মর্ত্যলোক বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িলে, বেদ বিলুপ্ত হইল এবং বেদ বিলুপ্ত হইলে, ধর্মও বিনষ্ট হইল ॥ ২১

নরশ্রেষ্ঠ! বেদ ও ধর্ম বিলুপ্ত হইলে, দেবগণের উদ্বেগ উপস্থিত হইল। তখন সেই উদ্বিগ্ন দেবতারা যাইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন ॥ ২২

ক্রমে দেবতারা অভিবাদন প্রভৃতির দ্বারা ভগবান্ লোক পিতামহ ব্রহ্মাকে প্রসন্ন করত কৃতাঞ্জলি হইয়া দুঃখের আবেগে বলিতে লাগিলেন ॥ ২৩

ভগবন্! লোভ ও মোহ প্রভৃতি দোষের ফলে মর্ত্যলোকস্থ সনাতন বেদ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তাহাতে আমাদের ভয় উপস্থিত হইয়াছে ॥ ২৪

ঈশ্বর! ত্রিভুবনের অধীশ্বর! বেদ-লোপে ধর্মেরও লোপ হইয়াছে; তাহাতেই আমরা মনুষ্যদের সমান হইতে বসিয়াছি ॥ ২৫

কারণ, আমরা নীচের দিকে মেঘের জল বর্ষণ করিয়া থাকি; আবার মানুষেরাও উপরের দিকে যজ্ঞের হবি বর্ষণ করিয়া থাকে; কিন্তু বর্তমান সময়ে সেই মানুষদের যজ্ঞ প্রভৃতি কার্য বিলুপ্ত হওয়ায় আমাদের জীবন-সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। ২৬

পিতামহ! অতএব আমাদের যাহাতে মঙ্গল হয়, আপনি

তানুবাচ সুরান্ সর্বান্ স্বয়ম্ভূর্ভগবাংস্ততঃ।
শ্রেয়োঽহং চিন্তয়িষ্যামি ব্যেতু বো ভীঃ সুরর্ষভাঃ ॥ ২৮
ততোঽধ্যায়সহস্রাণাং শতং চক্রে স্ববুদ্ধিজম্।
যত্র ধর্মস্তথৈবার্থঃ কামশ্চৈবাভিবর্ণিতঃ ॥ ২৯
ত্রিবর্গ ইতি বিখ্যাতো গণ এষ স্বয়ম্ভুবা।
চতুর্থো মোক্ষ ইত্যেব পৃথগর্থঃ পৃথগ্ গুণঃ ॥ ৩০
মোক্ষস্যাস্তি ত্রিবর্গোঽন্যঃ প্রোক্তঃ সত্ত্বং রজস্তমঃ।
স্থানং বৃদ্ধিঃ ক্ষয়শ্চৈব ত্রিবর্গশ্চৈব দণ্ডজঃ ॥ ৩১
আত্মা দেশশ্চ কালশ্চাপ্যুপায়াঃ কৃত্যমেব চ।
সহায়াঃ কারণং চৈব ষড়্বর্গো নীতিজঃ স্মৃতঃ ॥ ৩২
ত্রয়ী চান্বীক্ষিকী চৈব বার্তা চ ভরতর্ষভ।
দণ্ডনীতিশ্চ বিপুলা বিদ্যাস্তত্র নিদর্শিতাঃ ॥ ৩৩
অমাত্যরক্ষা প্রণিধী রাজপুত্রস্য লক্ষণম্।
চারশ্চ বিবিধোপায়ঃ প্রণিধেয়ঃ পৃথগ্বিধঃ ॥ ৩৪
সাম ভেদঃ প্রদানঞ্চ ততো দণ্ডশ্চ পার্থিব।
উপেক্ষা পঞ্চমী চাত্র কার্ৎস্ন্যেন সমুদাহৃতা ॥ ৩৫
মন্ত্রশ্চ বর্ণিতঃ কৃৎস্নস্তথা ভেদার্থ এব চ
বিভ্রমশ্চৈব মন্ত্রস্য সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোশ্চ যৎ ফলম্ ॥ ৩৬
সন্ধিশ্চ ত্রিবিধাভিখ্যো হীনো মধ্যস্তথোত্তমঃ
ভয়সৎকারবিত্তাখ্যঃ কার্ৎস্ন্যেন পরিবর্ণিতম্ ॥ ৩৭
যাত্রাকালাশ্চ চত্বারস্ত্রিবর্গস্য চ বিস্তরঃ।
বিজয়ো ধর্মযুক্তশ্চ তথার্থবিজয়শ্চ হ ॥ ৩৮
আসুরশ্চৈব বিজয়স্তথা কার্ৎস্ন্যেন বর্ণিতঃ।
লক্ষণং পঞ্চবর্গস্য ত্রিবিধং চাত্র বর্ণিতম্ ॥ ৩৯
প্রকাশশ্চাপ্রকাশশ্চ দণ্ডোঽথ পরিশঙ্কিতঃ।
প্রকাশোঽষ্টবিধস্তত্র গুহ্যশ্চ বহুবিস্তরঃ ॥ ৪০

সেই বিষয় চিন্তা করুন। আপনার প্রভাবেই আমাদের এই দেবত্ব হইয়াছিল ; এখন তাহা বিনষ্ট হইতে বসিয়াছে

তদনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা সেই সমস্ত দেবতাকে বলিলেন দেবশ্রেষ্ঠগণ! তোমাদের ভয় দূরীভূত হউক আমি তোমাদের মঙ্গল চিন্তা করিব ॥ ২৮

তাহার পর ব্রহ্মা আপন বুদ্ধিবলে এক লক্ষ অধ্যায়যুক্ত বিশাল একটি শাস্ত্র রচনা করিলেন যে শাস্ত্রে ধর্ম, অর্থ ও কাম বর্ণিত হইয়াছিল ॥ ২৯

ধর্ম, অর্থ ও কাম এই তিনটি পুরুষার্থের সমূহের নাম ত্রিবর্গ এবং চতুর্থ পুরুষার্থের নাম মোক্ষ। ইহার প্রকার ও প্রয়োজন উক্ত ত্রিবর্গ হইতে ভিন্ন। এ সমস্তই ব্রহ্মা সেই শাস্ত্রে বর্ণনা করিয়াছিলেন ॥ ৩০

মোক্ষেরও তিনটি ভেদ রহিয়াছে। যথা—জীবন্মুক্তি, বিদেহমুক্তি ও নির্বাণ-মুক্তি। গুণ তিনটী। যথা—সত্ত্ব, রজ ও তম এবং দণ্ড হইতেও তিনটি অবস্থার আবির্ভাব হয়। যথা—কাহার সমান ভাব, কাহার বৃদ্ধি এবং কাহার ক্ষয়। ইহাও ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন ॥ ৩১

আত্মা, দেশ, কাল, উপায়, কার্য্য ও সহায় এই ছয়টির উন্নতি বা অবনতি, নীতির গুণে হইয়া থাকে—ইহাও সেই শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছিল ॥ ৩২

ভরতশ্রেষ্ঠ! বেদবিদ্যা, তর্কবিদ্যা, জীবিকা নির্বাহোপায়-বিদ্যা এবং বিপুল দণ্ডনীতি বিদ্যা সেই শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছিল ॥ ৩৩

রাজন্! রাজ-কর্মচারী পালন, প্রকাশ্য চর, রাজপুত্রের লক্ষণ, গুপ্তচর, নানাবিধ কার্য্যের উপায়, নানা প্রকার ভৃত্য, সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড এবং পঞ্চ উপায় উপেক্ষা—এই সমস্তই সেই শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছিল ॥ ৩৪-৩৫

সর্ব্বপ্রকার মন্ত্রণা, ভেদ প্রয়োগের প্রয়োজন, মন্ত্রণার ভ্রম এবং মন্ত্রের সিদ্ধি ও অসিদ্ধির যে ফল, তাহা সেই শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছিল ॥ ৩৬

উত্তম, মধ্যম ও অধম এই ত্রিবিধ সন্ধি। তাহার মধ্যে ধনলাভ করিয়া যে সন্ধি করা হয়, তাহা উত্তম সন্ধি ; সম্মান লাভ করিয়া যে সন্ধি করা হয়, তাহা মধ্যম সন্ধি এবং ভয়ে ভয়ে যে সন্ধি করা হয়, তাহা অধম সন্ধি—এই সকলও সেই শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছিল ॥ ৩৭

বিজয় যাত্রা, অনুকূল ও প্রতিকূল কাল, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ। তাহার মধ্যে প্রথম তিন বর্গের বিস্তার, ধর্ম্ম জয়, অধর্ম্ম জয় এবং আসুর জয় ইহাও ঐ শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছিল। এই শাস্ত্রে অমাত্য, রাজা, দুর্গ, সৈন্য ও কোষ এই পাঁচটির উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদে ত্রিবিধ লক্ষণ উক্ত হইয়াছিল ॥ ৩৮-৩৯

সেই শাস্ত্রে প্রকাশ্য ও গোপনীয় এই দুই প্রকার দণ্ড (দমনের উপায় সৈন্য প্রভৃতি) বর্ণিত হইয়াছিল। তাহার মধ্যে প্রকাশ্য দণ্ড অষ্টবিধ এবং গোপনীয় দণ্ড বহুবিধ কথিত হইয়াছিল ॥ ৪০

রথা নাগা হয়াশ্চৈব পাদাতাশ্চৈব পাণ্ডব ।
বিষ্টির্নাবশ্চরাশ্চৈব দেশিকা ইতি চাষ্টমম্ ॥ ৪১

অঙ্গান্যেতানি কৌরব্য প্রকাশানি বলস্য তু ।
জঙ্গমাজঙ্গমাশ্চোক্তশ্চূর্ণযোগা বিষাদয়ঃ ॥ ৪২

স্পর্শে চাভ্যবহার্য্যে চাপ্যুপাংশুবিধিঃ স্মৃতঃ ।
অরিমিত্র উদাসীন ইত্যেতেঽপ্যনুবর্ণিতাঃ ॥ ৪৩

কৃৎস্না মার্গগুণাশ্চৈব তথা ভূমিগুণাশ্চ হ ।
আত্মরক্ষণমাশ্বাসঃ সর্গাণাং চাত্মবেক্ষণম্ ॥ ৪৪

কল্পনা বিবিধাশ্চাপি নৃ-নাগ-রথ-বাজিনাম্ ।
ব্যূহাশ্চ বিবিধাভিখ্যা বিচিত্রঃ যুদ্ধকৌশলম্ ॥ ৪৫

উৎপাতাশ্চ নিপাতাশ্চ সুযুদ্ধঃ সুপলায়িতম্ ।
শস্ত্রাণাং পালনং জ্ঞানং তথৈব ভরতর্ষভ ॥ ৪৬

বলব্যসনমুক্তঞ্চ তথৈব বলহর্ষণম্ ।
পীড়া চাপদকালশ্চ পত্তিজ্ঞানঞ্চ পাণ্ডব ॥ ৪৭

তথা খাতবিধানঞ্চ যোগঃ সঞ্চার এব চ ।
চৌরৈরাটবিকৈশ্চোগ্রৈঃ পররাষ্ট্রস্য পীড়নম্ ॥ ৪৮

অগ্নিদৈর্গরদৈশ্চৈব প্রতিরূপককারকৈঃ ।
শ্রেণিমুখ্যোপজাপেন বীরঘশ্ছেদনেন চ ॥ ৪৯

দূষণেন চ নাগানামাতঙ্কজননেন চ ।
আরাধনেন ভক্তস্য প্রত্যয়োপার্জনেন চ ॥ ৫০

সপ্তাঙ্গস্য চ রাজ্যস্য হ্রাসবৃদ্ধিসমঞ্জসম্ ।
দূতসামর্থ্যসংযোগাৎ সরাষ্ট্রস্য বিবর্ধনম্ ॥ ৫১

অরিমধ্যস্থমিত্রাণাং সম্যক্ চোক্তং প্রপঞ্চনম্ ।
অবমর্দঃ প্রতীঘাতস্তথৈব চ বলীয়সাম্ ॥ ৫২

ব্যবহারঃ সুসূক্ষ্মশ্চ তথা কণ্টকশোধনম্ ।
শ্রমো ব্যায়ামযোগশ্চ ত্যাগো দ্রব্যস্য সংগ্রহঃ ॥ ৫৩

অভৃতানাঞ্চ ভরণং ভৃতানাং চাত্মবেক্ষণম্ ।
অর্থস্য কালে দানঞ্চ ব্যসনে চাপ্রসঙ্গিতা ॥ ৫৪

পাণ্ডুনন্দন ! হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি, শকট, নৌকা, চর এবং উপদেষ্টা এই অষ্টবিধ প্রকাশ্য দণ্ড । ৪১

কৌরবনন্দন ! এই অষ্টবিধ সৈন্যের প্রকাশ্য অঙ্গ । আর গোপনীয় অঙ্গ জঙ্গম সর্প প্রভৃতি, অজঙ্গম কাষ্ঠময় বিষ প্রভৃতি এবং বিষ প্রভৃতি চূর্ণ ঔষধবিশেষ । ৪২

এই সকল গোপনীয় দণ্ড (বিপক্ষের দমন-সাধন বিষ প্রভৃতি) বিপক্ষের স্পর্শে ও খাদ্যে এবং অন্য বিবিধ দ্রব্যে ব্যবহৃত হইবার নির্দ্দেশ ছিল । শত্রুপক্ষ, মিত্রপক্ষ ও উদাসীনপক্ষ এইগুলিও সেই শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছিল । ৪৩

সর্ব্বপ্রকার পথের গুণ, সমরভূমির গুণ, আত্মরক্ষা আশ্বাস এবং রথযন্ত্রাদি নির্ম্মাণের পরীক্ষাও সেই শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছিল । ৪৪

হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতির নানাবিধ বেশভূষা, বহুপ্রকার ব্যূহ এবং বিচিত্র যুদ্ধ-কৌশল সেই শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছিল । ৪৫

ভরতশ্রেষ্ঠ ! উৎপাত, মহামারী, সম্যকযুদ্ধ, নৈপুণ্য সহকারে পলায়ন, অস্ত্র রক্ষা ও অস্ত্রের পরীক্ষা সেই শাস্ত্রে কথিত হইয়াছিল । ৪৬

পাণ্ডুনন্দন ! বিপদ হইতে সৈন্যগণের উদ্ধার, সৈন্যগণের আনন্দ উৎপাদন, রোগ, বিপদের সময়ও পদাতিগণের পরীক্ষা সেই শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছিল । ৪৭

দুর্গের সকল দিকে পরিখা নির্ম্মাণ, সৈন্যগণের যুদ্ধসজ্জা ও জয়যাত্রা এবং চৌর, ভীষণ বনবাসী দস্যু, অগ্নিদাতা, বিষদাতা, ছদ্মবেশী, এক এক শ্রেণীর প্রধান প্রধান লোকদিগের মধ্যে ভেদ উৎপাদন, শস্ত্রাদি ছেদন, ক্রূর সর্পের রোষোৎপাদন, আতঙ্কের সৃষ্টি, অনুনয় করিয়া বিপক্ষানুরক্ত লোকদিগের মধ্যে ভেদ উৎপাদন এবং দুরভিসন্ধি করিয়া বিপক্ষের বিশ্বাস স্থাপন দ্বারা বিপক্ষ রাজ্যের মধ্যে গুরুতর অশান্তির সৃষ্টি ও সেই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছিল । ৪৮-৫০

সপ্তাঙ্গ রাজ্যের হ্রাস, বৃদ্ধিও সমানভাবে স্থাপন এবং দূত ও শক্তি প্রয়োগে রাজ্যের বৃদ্ধি করা সেই শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছিল । ৫১

শত্রু-মধ্যবর্ত্তী মিত্রগণের বিস্তার এবং প্রবল শত্রুগণের দমন ও বাধা দান সেই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছিল । ৫২

বিচারকদিগের অতি সূক্ষ্ম বিচার, ক্ষুদ্র শত্রুনিবারণ, পরিশ্রম, ব্যায়াম এবং ধনের সঞ্চয় ও ব্যয় সেই শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছিল । ৫৩

যাহাদের ভরণ পোষণ চলে না তাহাদের ভরণ পোষণ করা, যাহাদের ভরণ পোষণ চলে তাহাদেরও পর্য্যবেক্ষণ করা, যথাসময়ে ধনদান এবং পূর্ব্বে উল্লিখিত অষ্টাদশ প্রকার ব্যসনে অনাসক্ততার বিষয়ও সেই শাস্ত্রে কথিত হইয়াছিল । ৫৪

তথা রাজগুণাশ্চৈব সেনাপতিগুণাশ্চ হ।
কারণঞ্চ ত্রিবর্গস্য গুণদোষাস্তথৈব চ ॥ ৫৫
দুশ্চেষ্টিতঞ্চ বিবিধং বৃত্তিশ্চৈবানুবর্তিনাম্
শঙ্কিতত্বঞ্চ সর্বস্য প্রমাদস্য চ বর্জনম্ ॥ ৫৬
অলব্ধলাভো লব্ধস্য তথৈব চ বিবর্ধনম্।
প্রদানঞ্চ বিবৃদ্ধস্য পাত্রেভ্যো বিধিবত্ততঃ ॥ ৫৭
বিসর্গোঽর্থস্য ধর্মার্থং কামহৈতুকমুচ্যতে।
চতুর্থং ব্যসনাঘাতে তথৈবাত্রানুবর্ণিতম্ ॥ ৫৮
ক্রোধজানি তথোগ্রাণি কামজানি তথৈব চ।
দশোক্তানি কুরুশ্রেষ্ঠ ব্যসনান্যত্র চৈব হ ॥ ৫৯
মৃগয়াক্ষস্তথা পানং স্ত্রিয়শ্চ ভরতর্ষভ।
কামজান্যাহুরাচার্য্যাঃ প্রোক্তানীহ স্বয়ম্ভুবা ॥৬০
বাক্‌পারুষ্যং তথোগ্রঞ্চ দণ্ডপারুষ্যমেব চ।
আত্মনো নিগ্রহস্ত্যাগো ঘোরদূষণমেব চ ॥ ৬১

রাজার গুণ, সেনাপতির গুণ এবং ধর্ম, অর্থ ও কামের হেতু, গুণ ও দোষ সেই শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছিল ॥ ৫৫

লোকের নানাপ্রকার দুশ্চেষ্টা, অনুবর্তী লোকদিগের ব্যবহার, সকলের উপরেই রাজার আশঙ্কা এবং অনবধানতা ত্যাগ করা, এই সমস্ত বিষয়ও সেই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছিল ॥ ৫৬

অলব্ধ অর্থের লাভ, লব্ধ অর্থের বৃদ্ধি করা এবং যথা বিধানে সৎপাত্রে বর্দ্ধিত অর্থের প্রদানও সেই শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছিল ॥ ৫৭

প্রথম ধর্মার্থে ব্যয়, দ্বিতীয় কামার্থে ব্যয়, তৃতীয় রোগ-নিবারণার্থে ব্যয় এবং চতুর্থ বিপৎপ্রতীকারার্থে ব্যয়ও সেই শাস্ত্রে কথিত হইয়াছিল ॥ ৫৮

কৌরবশ্রেষ্ঠ! সেই শাস্ত্রে ক্রোধজাত ভীষণ ছয় প্রকার এবং কামজাত কোমল চারি প্রকার ব্যসন অভিহিত হইয়াছিল ॥ ৫৯

ভরতশ্রেষ্ঠ! মৃগয়া, দ্যূতক্রীড়া, সুরাপান ও স্ত্রী-বিলাস এই চারি প্রকার ব্যসনকে আচার্য্যেরা কোমল ব্যসন বলেন। ব্রহ্মা এইগুলিকেও সেই শতসহস্রাধ্যায় গ্রন্থে বলিয়াছিলেন ॥ ৬০

নিষ্ঠুর বাক্য, উগ্রতা, নিষ্ঠুর দণ্ড, আত্মনিগ্রহ, গৃহ প্রভৃতি ত্যাগ ও অর্থ নষ্ট করা এই ছয় প্রকার উগ্র ব্যসনও সেই শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছিল ॥ ৬১

যন্ত্রাণি বিবিধান্যেব ক্রিয়াস্তেষাঞ্চ বর্ণিতাঃ।
অবমর্দঃ প্রতীঘাতঃ কেতনানাঞ্চ ভঞ্জনম্ ॥ ৬২
চৈত্যদ্রুমাবমর্দশ্চ রোধঃ কর্মানুশাসনম্।
অপস্করোঽথ বসনং তথোপায়াশ্চ বর্ণিতাঃ ॥ ৬৩
পণবানকশঙ্খানাং ভেরীণাঞ্চ যুধিষ্ঠির।
উপার্জনঞ্চ দ্রব্যাণাং পরিমর্দশ্চ তানি ষট্ ॥ ৬৪
লব্ধস্য চ প্রশমনং সতাং চৈবাভিপূজনম্।
বিদ্বদ্ভিরেকীভাবশ্চ দানহোমবিধিজ্ঞতা ॥ ৬৫
মঙ্গলালম্ভনং চৈব শরীরস্য প্রতিক্রিয়া।
আহারযোজনং চৈব নিত্যমাস্তিক্যমেব চ ॥ ৬৬
একেন চ যথোদ্যেয়ং সত্যত্বং মধুরা গিরঃ।
উৎসবানাং সমাজানাং ক্রিয়াঃ কেতনজাস্তথা ॥ ৬৭
প্রত্যক্ষাশ্চ পরোক্ষাশ্চ সর্বাধিকরণেষ্বথ।
বৃত্তের্ভরতশার্দূল নিত্যং চৈবানুবেক্ষণম্ ॥৬৮

দমন, বাধা দান ও গৃহ ভগ্ন করা সেই শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছিল ॥৬২

শত্রুর যন্ত্রশালা প্রভৃতির নিকটবর্ত্তী বৃক্ষসকল ভগ্ন করা, শত্রুর গ্রাম-নগরাদির অবরোধ, কৃষি ও শিল্পাদি কার্য্যের উপদেশ, রথের চক্রপ্রভৃতি অঙ্গ নির্ম্মাণ, গ্রাম ও নগর প্রভৃতিতে বাস করার প্রকার এবং জীবিকা নির্ব্বাহের নানাবিধ উপায় সেই শাস্ত্রে কথিত হইয়াছিল ॥ ৬৩

যুধিষ্ঠির! পণব, আনক, শঙ্খ ও ভেরী প্রভৃতি বাদ্য নির্ম্মাণ, ধন উপার্জ্জন, ধন ব্যয় এবং স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, কাংস্য, পিত্তল ও লৌহ এই ষড়্‌বিধ ধনের বিষয় সেই শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছিল ॥ ৬৪

অধিকৃত দেশে শান্তি স্থাপন, সৎপুরুষগণের সেবা, বিদ্বান্‌গণের সহিত অন্তরঙ্গতা বৃদ্ধি, দান ও হোমের বিধি জানা এবং মাঙ্গলিক বস্তুর স্পর্শ, দেহকে বস্ত্রাদির দ্বারা বিভূষিতকরণ, ভোজন ব্যবস্থাপনা, সর্ব্বদা আস্তিক্য বুদ্ধি রক্ষা—এই সব কথাও সেই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে ॥ ৬৫-৬৬

মানুষ একাকীই যাহাতে উন্নতি লাভ করিতে পারে, সেই উপায়, সত্য ব্যবহার, উৎসবে ও সমাজে মধুর বাক্য বলা এবং গৃহ-নির্ম্মাণাদি কৌশলও সেই শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছিল ॥ ৬৭

ভরতশ্রেষ্ঠ! সমস্ত বিচারালয়ে যে সকল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বিচার হইয়া থাকে এবং তত্রত্য রাজপুরুষগণের যে সমস্ত ব্যবহার হয়, রাজা সেই সমস্ত বিষয়েরই প্রত্যহ পর্য্যালোচনা করিবেন, ইহাও সেই শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছিল ॥ ৬৮

অদণ্ড্যদণ্ড্য বিজ্ঞাণাং যুক্ত্যা দণ্ডনিপাতনম্ ।
অনুজীবিস্বজাতিভ্যো গুণেভ্যশ্চ সমুদ্ভবঃ ॥ ৬৯
রক্ষণং চৈব পৌরাণাং রাষ্ট্রস্য চ বিবর্ধনম্ ।
মণ্ডলস্থা চ যা চিন্তা রাজন্ দ্বাদশরাজিকা ॥ ৭০
দ্বাসপ্ততিবিধা চৈব শরীরস্য প্রতিক্রিয়া ।
দেশ-জাতি-কুলানাঞ্চ ধর্মাঃ সমনুবর্ণিতাঃ ॥ ৭১
ধর্মশ্চার্থশ্চ কামশ্চ মোক্ষশ্চাত্রানুবর্ণিতাঃ ।
উপায়াশ্চার্থলিপ্সা চ বিবিধা ভূরিদক্ষিণ ॥ ৭২
মূলকর্মক্রিয়া চাত্র মায়াযোগশ্চ বর্ণিতঃ ।
দূষণং স্রোতসাং চৈব বর্ণিতং চাস্থিরাম্ভসাম্ ॥ ৭৩
যৈর্যৈরুপায়ৈর্লোকস্তু ন চলেদার্যবর্ত্মনঃ ।
তৎ সর্বং রাজশার্দূল নীতিশাস্ত্রেঽভিবর্ণিতম্ ॥ ৭৪
এতৎ কৃত্বা শুভং শাস্ত্রং ততঃ স ভগবান্ প্রভুঃ ।
দেবানুবাচ সংহৃষ্টঃ সর্বান্ শক্রপুরোগমান্ ॥ ৭৫
উপকারায় লোকস্য ত্রিবর্গস্থাপনায় চ ।
নবনীতং সরস্বত্যা বুদ্ধিরেষা প্রভাবিতা ॥ ৭৬
দণ্ডেন সহিতা হ্যেষা লোকরক্ষণকারিকা ।
নিগ্রহানুগ্রহরতা লোকাননুচরিষ্যতি ॥ ৭৭
দণ্ডেন নীয়তে চেদং দণ্ডং নীয়তি বা পুনঃ ।
দণ্ডনীতিরিতি খ্যাতা ত্রীল্লোকানভিবর্ততে ॥ ৭৮
ষাড়্গুণ্যগুণসারৈষা স্থাস্যত্যগ্রে মহাত্মসু ।
ধর্মার্থকামমোক্ষাশ্চ সকলা হ্যত্র শব্দিতাঃ ॥ ৭৯
ততস্তাং ভগবান্ নীতিং পূর্বং জগ্রাহ শঙ্করঃ ।
বহুরূপো বিশালাক্ষঃ শিবঃ স্থাণুরুমাপতিঃ ॥ ৮০
প্রজানামায়ুষো হ্রাসং বিজ্ঞায় ভগবান্ শিবঃ ।
সঙ্ক্ষিক্ষেপ ততঃ শাস্ত্রং মহাস্ত্রং ব্রহ্মণা কৃতম্ ॥ ৮১

ব্রাহ্মণগণের দৈহিক দণ্ড করিবে না, যুক্তি অনুসারে অপরাধীদিগকে দণ্ডদান করিবে এবং অনুজীবী, স্বজাতি ও বিদ্বান্‌দিগেরও যোগ্য দণ্ড হইবে, এই সকল সেই শাস্ত্রে লিখিত ছিল । ৬৯

রাজন্ ! পুরবাসিগণের রক্ষা ও রাজ্য বৃদ্ধি করা এবং দ্বাদশ প্রকার রাজার বিষয়ে, রাজা সম্বন্ধে, যে চিন্তা হইতে পারে, তাহাও সেই শাস্ত্রে কথিত হইয়াছিল

দ্বাদশ প্রকার রাজা যথা ১। শত্রুরাজা। ২। মিত্ররাজা। ৩। শত্রুর মিত্ররাজা। ৪। মিত্রের মিত্ররাজা ৫। শত্রুর মিত্রের মিত্ররাজা ৬। নিজের পৃষ্ঠদিক্ হইতে সাহায্যের জন্য স্বয়ং উপস্থিত রাজা ৭। শত্রুর সাহায্যের জন্য তাহার পৃষ্ঠ দিক্ হইতে স্বয়ং উপস্থিত রাজা। ৮। স্বপক্ষে আহূত রাজা। ৯। শত্রুপক্ষে আহূত রাজা। জয়াভিলাষী রাজা স্বয়ং। ১১। নিজের ও শত্রু উভয়ের মধ্যস্থ রাজা। ১২। সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল শক্তি উদাসীন রাজা ॥ ৭০

বাহাত্তর প্রকার শারীরিক চিকিৎসা এবং দেশ জাতি ও কুলের ধর্ম্ম সেই শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছিল ॥ ৭১

প্রচুর দক্ষিণাদাতা যুধিষ্ঠির ! ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ ধর্ম্মার্জ্জন প্রভৃতির উপায় এবং নানাবিধ অর্থলিপ্সা সেই শাস্ত্রে কথিত হইয়াছিল ॥ ৭২

কৃষি ও বাণিজ্য প্রভৃতির প্রকার কূটকৌশল এবং স্রোতোজল ও স্থির জলের দোষ সেই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছিল ॥ ৭৩

রাজশ্রেষ্ঠ ! মানুষ যে যে কারণে সৎপথ হইতে বিচ্যুত হয় না ; সেই সমস্ত কারণই এই নীতিশাস্ত্রে ব্রহ্মা বর্ণনা ক'রয়াছিলেন ॥ ৭৪

প্রভাবশালী ভগবান্ ব্রহ্মা জগতের মঙ্গলকারী এই শাস্ত্র রচনা করিয়া হৃষ্টচিত্ত হইয়া ইন্দ্র প্রভৃতি সমস্ত দেবতাকে বলিয়াছিলেন ॥ ৭৫

'দেবগণ ! লোকের উপকারের নিমিত্ত এবং ধর্ম, অর্থ ও কামের সংস্থাপনের জন্য সরস্বতীদেবী আমার আত্মাতে সমস্ত বুদ্ধির সার এই বুদ্ধি প্রকাশিত করিয়াছিলেন ॥ ৭৬

দণ্ডবিধানের সহিত এই নীতিসকল সম্পূর্ণ জগতের রক্ষাকারক, ইহা দুষ্টের নিগ্রহ ও শিষ্টের প্রতি অনুগ্রহপূর্ব্বক 'নখিল বিশ্বে প্রচলিত থাকিবে ॥ ৭৭

এই শাস্ত্রানুসারে দণ্ডের দ্বারা জগৎকে সৎপথে স্থাপনা করিবেন অথবা রাজা এই শাস্ত্রানুসারে প্রজাবর্গের মধ্যে দণ্ডবিধান করিবেন বলিয়া ইহা দণ্ডনীতি বলিয়া বিখ্যাত হইবে। ইহা ত্রিভুবনে সর্ব্বত্রই বিস্তার লাভ করিবে । ৭৮

এই বিদ্যা সন্ধি-বিগ্রহাদি ষড়্গুণের সারভূত। ইহা মহাত্মাদিগের অগ্রে স্থাপিত হইবে—এই শাস্ত্রে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চারি প্রকার পুরুষকার নিরূপিত হইয়াছে ॥ ৭৯

তদনন্তর সর্ব্বপ্রথম ভগবান্ শঙ্কর এই নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বহুরূপ বিশালাক্ষ, শিব, স্থাণু উমাপতি আদি নামে প্রসিদ্ধ ॥ ৮০

সেই বিশালাক্ষ ভগবান্ শিব মানুষের আয়ুকাল জানিয়া

বৈশালাক্ষমিতি প্রোক্তং তদিন্দ্রঃ প্রত্যপদ্যত।
দশাধ্যায়সহস্রাণি সুব্রহ্মণ্যো মহাতপাঃ ॥ ৮১
ভগবানপি তচ্ছাস্ত্রং সংচিক্ষেপ পুরন্দরঃ।
সহস্রৈঃ পঞ্চভিস্তাত যদুক্তং বাহুদণ্ডকম্ ॥ ৮৩
অধ্যায়ানাং সহস্রৈস্তু ত্রিভিরেব বৃহস্পতিঃ।
সংচিক্ষেপেশ্বরো বুদ্ধ্যা বার্হস্পত্যং তদুচ্যতে ॥ ৮৪
অধ্যায়ানাং সহস্রেণ কাব্যঃ সংক্ষেপমব্রবীৎ।
তচ্ছাস্ত্রমমিতপ্রজ্ঞো যোগাচার্য্যো মহাযশাঃ ॥ ৮৫
এবং লোকানুরোধেন শাস্ত্রমেতন্মহর্ষিভিঃ।
সংক্ষিপ্তমায়ুর্বজ্ঞায় মর্ত্যানাং হ্রাসমেব চ ॥ ৮৬
অথ দেবাঃ সমাগম্য বিষ্ণুমূচুঃ প্রজাপতিম্।
একো যোঽর্হতি মর্ত্যেষু শ্রৈষ্ঠ্যং বৈ তং সমাদিশ ॥ ৮৭
ততঃ সংচিন্ত্য ভগবান্ দেবো নারায়ণঃ প্রভুঃ।
তৈজসং বৈ বিরজসং সোঽসৃজন্মানসং সুতম্ ॥ ৮৮

ব্রহ্মারচিত সেই মহান্ শাস্ত্র-সংক্ষিপ্ত করিলেন। তজ্জন্য ইহার নাম বৈশালাক্ষ। সেই শাস্ত্র ইন্দ্র প্রথমে গ্রহণ করিলেন। ৮১½

মহাতপস্বী সুব্রহ্মণ্য (বেদের অভিশয় হিতকারী) ইন্দ্র যখন ইহা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তখন এই শাস্ত্রে দশ হাজার অধ্যায় ছিল পুনরায় ইন্দ্র ইহা সংক্ষেপ করেন তাহারই ফলে পাঁচ হাজার অধ্যায় দৃষ্ট হয়। তাত! সেই গ্রন্থ 'বাহুদণ্ডক' নীতি শাস্ত্ররূপে জগতে খ্যাত হইয়াছে ॥ ৮২ ৮৩

তদনন্তর সার সংগ্রহক্ষম বৃহস্পতি বুদ্ধিপ্রভাবে 'বাহু দণ্ডক' নীতিশাস্ত্রকে তিন হাজার অধ্যায়ে সংক্ষেপ করিলেন। সেই সংক্ষিপ্তরূপ বার্হস্পত্য নীতি শাস্ত্ররূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিল। ৮৪

পুনরায় মহাযশস্বী যোগশাস্ত্রের আচার্য্য অসাধারণ বুদ্ধিমান্ সেই শাস্ত্রকে এক হাজার অধ্যায়ে সংক্ষেপ করিলেন। ৮৫

এই প্রকারে মনুষ্যের আয়ুকাল ক্রমান্বয়ে হ্রাস হইতে দেখিয়া জগতের কল্যাণের জন্য মহর্ষিগণ এই শাস্ত্র সংক্ষেপ করিয়াছিলেন। ৮৬

তদনন্তর দেবতাগণ প্রজাপতি ভগবান্ বিষ্ণুর নিকট গমন করত বলিলেন—ভগবন্! মনুষ্যলোকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদ পাইবার যোগ্য অধিকারী এইরূপ ব্যক্তির নাম উল্লেখ করুন। ৮৭

তখন প্রভাবশালী ভগবান্ নারায়ণ বিশেষভাবে বিচার করিয়া নিজ তেজ হইতে 'বিরজা' নামক একটি মানস পুত্রের সৃষ্টি করিলেন। ৮৮

বিরজাস্তু মহাভাগঃ প্রভুত্বং ভুবি নৈচ্ছত।
ন্যাসায়ৈবাভবদ্ বুদ্ধিঃ প্রণীতা তস্য পাণ্ডব ॥ ৮৯
কীর্ত্তিমাংস্তস্য পুত্রোঽভূৎ সোঽপি পঞ্চাত্তিগোঽভবৎ
কর্দমস্তস্য তু সুতঃ সোঽপ্যতপ্যন্মহৎ তপঃ ॥ ৯০
প্রজাপতেঃ কর্দমস্য অনঙ্গো নাম বৈ সুতঃ
প্রজা রক্ষয়িতা সাধুর্দণ্ডনীতিবিশারদঃ ॥ ৯১
অনঙ্গপুত্রোঽতিবলো নীতিমানভিগম্য বৈ।
প্রতিপদে মহারাজ্যমথেন্দ্রিয়বশোঽভবৎ ॥ ৯২
মৃত্যোস্তু দুহিতা রাজন্ সুনীথা নাম মানসী।
প্রখ্যাতা ত্রিষু লোকেষু যাসৌ বেণমজীজনৎ ॥ ৯৩
তং প্রজাসু বিধর্মাণং রাগ দ্বেষবশানুগম্।
মন্যুপুতৈঃ কুশৈর্জঘ্নুর্ঋষয়ো ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ৯৪
মমন্থুর্দক্ষিণং চোরুমুষয়স্তস্য মন্যুতঃ।
ততোঽসা বিকৃতো জজ্ঞে হ্রস্বাঙ্গঃ পুরুষো ভুবি ॥ ৯৫

হে পাণ্ডুনন্দন! মহাভাগ বিরজা পৃথিবীর রাজা হইতে ইচ্ছুক হইলেন না, তাঁহার বুদ্ধি সন্ন্যাসগ্রহণে ইচ্ছুক হইল ॥ ৮৯

বিরজার 'কীর্ত্তিমান্' নামক এক পুত্র হইয়াছিল তিনিও পঞ্চ ভূতাতীত হইয়া মোক্ষ মার্গ অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই কীর্ত্তিমানের পুত্র কর্দম নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। তিনিও উগ্র তপস্যায় নিরত হইলেন। ৯০

প্রজাপতি কর্দমের পুত্রের নাম 'অনঙ্গ'। সেই সাধু অনঙ্গ কালক্রমে দণ্ড নীতি বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া প্রজারক্ষণে সমর্থ হইয়াছিলেন। ৯১

অনঙ্গের পুত্রের নাম 'অতিবল' সেই নীতিশাস্ত্রজ্ঞ অতিবল বিশাল পৈতৃক রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে ইন্দ্রিয়পরবশ হইয়াছিলেন। ৯২

রাজন্! মৃত্যুর মানসী কন্যা 'সুনীথা' রূপে ও গুণে ত্রিভুবনে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তিনি অতিবলের ঔরসে 'বেণ' নামক পুত্র উৎপাদন করেন। ৯৩

বেণ রাগ দ্বেষের বশীভূত হইয়া ধর্ম্মত্যাগ করত প্রজাগণের উপর অত্যাচার করিতে লাগিলেন, তখন বেদবাদী ঋষিগণ মন্ত্রপূত কুশের দ্বারা তাঁহাকে সংহার করেন। ৯৪

তদনন্তর ঋষিগণ বেণের দক্ষিণ জঙ্ঘা মন্থন করিলেন, এই মন্থনে বিকৃতাকার খর্ব্বদেহ একটি পুরুষ উৎপন্ন হইল। ৯৫

দগ্ধস্থূণাপ্রতীকাশো রক্তাক্ষঃ কৃষ্ণমূর্দ্ধজঃ।
নিষীদেত্যেবমুচুস্তমৃষয়ো ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ৯৬
তস্মান্নিষাদাঃ সম্ভূতাঃ ক্রূরাঃ শৈলবনাশ্রয়াঃ।
যে চান্যে বিন্ধ্যনিলয়া ম্লেচ্ছাঃ শতসহস্রশঃ ॥ ৯৭
ভূয়োঽস্য দক্ষিণং পাণিং মমন্থুস্তে মহর্ষয়ঃ।
ততঃ পুরুষ উৎপন্নো রূপেণেন্দ্র ইবাপরঃ ॥৯৮
কবচী বদ্ধনিস্ত্রিংশঃ সশরঃ সশরাসনঃ।
বেদবেদাঙ্গবিচ্চৈব ধনুর্বেদে চ পারগঃ ॥ ৯৯
তং দণ্ডনীতিঃ সকলা শ্রিতা রাজন্ নরোত্তমম্
ততস্তু প্রাঞ্জলির্বৈন্যো মহর্ষীংস্তানুবাচ হ ॥ ১০০
সুসূক্ষ্মা মে সমুৎপন্না বুদ্ধির্ধর্মার্থদর্শিনী।
অনয়া কিং ময়া কার্য্যং তন্মে তত্ত্বেন শংসত ॥ ১০১
যন্মাং ভবন্তো বক্ষ্যন্তি কার্য্যমর্থসমন্বিতম্।
তদহং বৈ করিষ্যামি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥১০২
তমুচুস্তত্র দেবাস্তে তে চৈব পরমর্ষয়ঃ।
নিয়তো যত্র ধর্ম্মো বৈ তমশঙ্কঃ সমাচর ॥ ১০৩
প্রিয়াপ্রিয়ে পরিত্যজ্য সমঃ সর্বেষু জন্তুষু।
কামং ক্রোধঞ্চ লোভঞ্চ
মানং চোৎসৃজ্য দূরতঃ ॥ ১০৪
যশ্চ ধর্ম্মাৎ প্রবিচলেল্লোকে কশ্চন মানবঃ।
নিগ্রাহ্যস্তে স্ববাহুভ্যাং শশ্বদ্ ধর্ম্মমবেক্ষতা ॥ ১০৫
প্রতিজ্ঞাং চাধিরোহস্ব মনসা কর্ম্মণা গিরা।
পালয়িষ্যাম্যহং ভৌমং ব্রহ্ম ইত্যেব চাসকৃৎ ॥ ১০৬
যশ্চাত্র ধর্ম্মো নিত্যোক্তো দণ্ডনীতিব্যপাশ্রয়ঃ
তমশঙ্কঃ করিষ্যামি স্ববশো ন কদাচন ॥ ১০৭
অদণ্ড্যা মে দ্বিজাশ্চেতি প্রতিজ্ঞানীহি হে বিভো।
লোকঞ্চ সঙ্করাৎ কৃৎস্নং ত্রাতাস্মীতি পরন্তপ ॥ ১০৮
বৈণ্যস্তত্তস্তানুবাচ দেবানৃষিপুরোগমান্।
ব্রাহ্মণা মে মহাভাগা নমস্যাঃ পুরুষর্ষভাঃ ॥ ১০৯

সেই পুরুষের আকৃতি দগ্ধ কাষ্ঠের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, নয়নদ্বয় রক্তবর্ণ কেশকলাপ কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছিল। বেদবাদী ঋষিগণ তাঁহাকে বলিলেন—'নিষীদ' অর্থাৎ "উপবেশন কর"। ৯৬

তাহা হইতেই পর্ব্বত ও বনবাসী নিষ্ঠুর প্রকৃতি ব্যাধগণের উৎপত্তি হইয়াছিল এবং বিন্ধ্য পর্ব্বতবাসী যে সকল লক্ষ লক্ষ ম্লেচ্ছ দৃষ্ট হয়, তাহারাও সেই পুরুষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল ।৯৭

তদনন্তর মহর্ষিগণ পুনরায় বেণের দক্ষিণ বাহু মন্থন করিলেন, তাহার ফলে রূপে দ্বিতীয় ইন্দ্রের ন্যায় অপর একটি পুরুষ উৎপন্ন হইলেন। ৯৮

তাঁহার দেহে কবচ (বর্ম্ম), কটিদেশে তরবারি, হস্তে ধনুর্ব্বাণ ছিল। তিনি বেদ ও বেদাঙ্গজ্ঞ এবং ধনুর্ব্বেদে পারদর্শী ছিলেন। ৯৯

রাজন্! নরশ্রেষ্ঠ বেণকুমারের দণ্ডনীতিতে সহজাত জ্ঞান ছিল, তদনন্তর বেণপুত্র কৃতাঞ্জলিপুটে মহর্ষিগণকে বলিলেন ।১০০

মহর্ষিগণ! ধর্ম্মার্থদর্শিনী অতি সূক্ষ্মবুদ্ধি স্বতঃই প্রাপ্ত হইয়াছি এই বুদ্ধি দ্বারা আমি আপনাদের কোন্ কার্য্য সাধন করিব তাহা যথার্থরূপে আদেশ করুন। ১০১

আপনারা অর্থ-সমন্বিত যে কার্য্য করিতে আদেশ করিবেন, আমি সেই কার্য্যই সম্পন্ন করিব সেই বিষয়ে আমার বিচার করা কর্ত্তব্য নহে। ১০২

তখন দেবতা ও মহর্ষিগণ তাহাকে বলিলেন—বেণনন্দন! যাহাতে ধর্ম্ম সংস্থিত থাকে, তাহা নির্ভয়ে আচরণ কর ।১০৩

প্রিয় অপ্রিয় বিচার পরিত্যাগ করত কাম ক্রোধ লোভ ও অভিমানকে বিদূরিত করিয়া সকল প্রাণীর প্রতি সমভাবাপন্ন হও ।১০৪

জগতে যে মনুষ্য ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইবে, তুমি সনাতন ধর্ম্মের দিকে দৃষ্টি স্থাপন করত বাহুবলে তাহাকে দণ্ড দিবে। ১০৫

তুমি কায়মনোবাক্যে বারংবার প্রতিজ্ঞা কর "ভূতলগত জীবরূপী ব্রহ্মকে (বেদকে) নিরন্তর পালন করিব" ॥ ১০৬

"দণ্ডনীতি শাস্ত্রে যাহাকে সর্ব্বদা ধর্ম্ম বলা হইয়াছে, আমি নিঃশঙ্কচিত্তে তাহা পালন করিব—কখনও স্বেচ্ছাচারী হইব না" ॥ ১০৭

হে পরন্তপ প্রভু (প্রভাবশালী)! "আমি ব্রাহ্মণগণের দৈহিক দণ্ডবিধান করিব না এবং সকলকেই বর্ণসঙ্কর হইতে রক্ষা করিব"—এইরূপ প্রতিজ্ঞা কর। ১০৮

তখন বেণনন্দন পৃথু অগ্রবর্ত্তী দেবগণ ও ঋষিগণকে বলিলেন —পুরুষশ্রেষ্ঠ! মহাভাগ ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদাই আমার নমস্য থাকিবেন। ১০৯

তিনি এইরূপ বলিলে দেবতা ও ব্রহ্মবাদী মহর্ষিগণ তাঁহাকে বলিলেন—"এইরূপই হউক।" বৈদিক জ্ঞানের আধার শুক্রাচার্য্য তাহার পৌরহিত্য স্বীকার করিলেন। ১১০

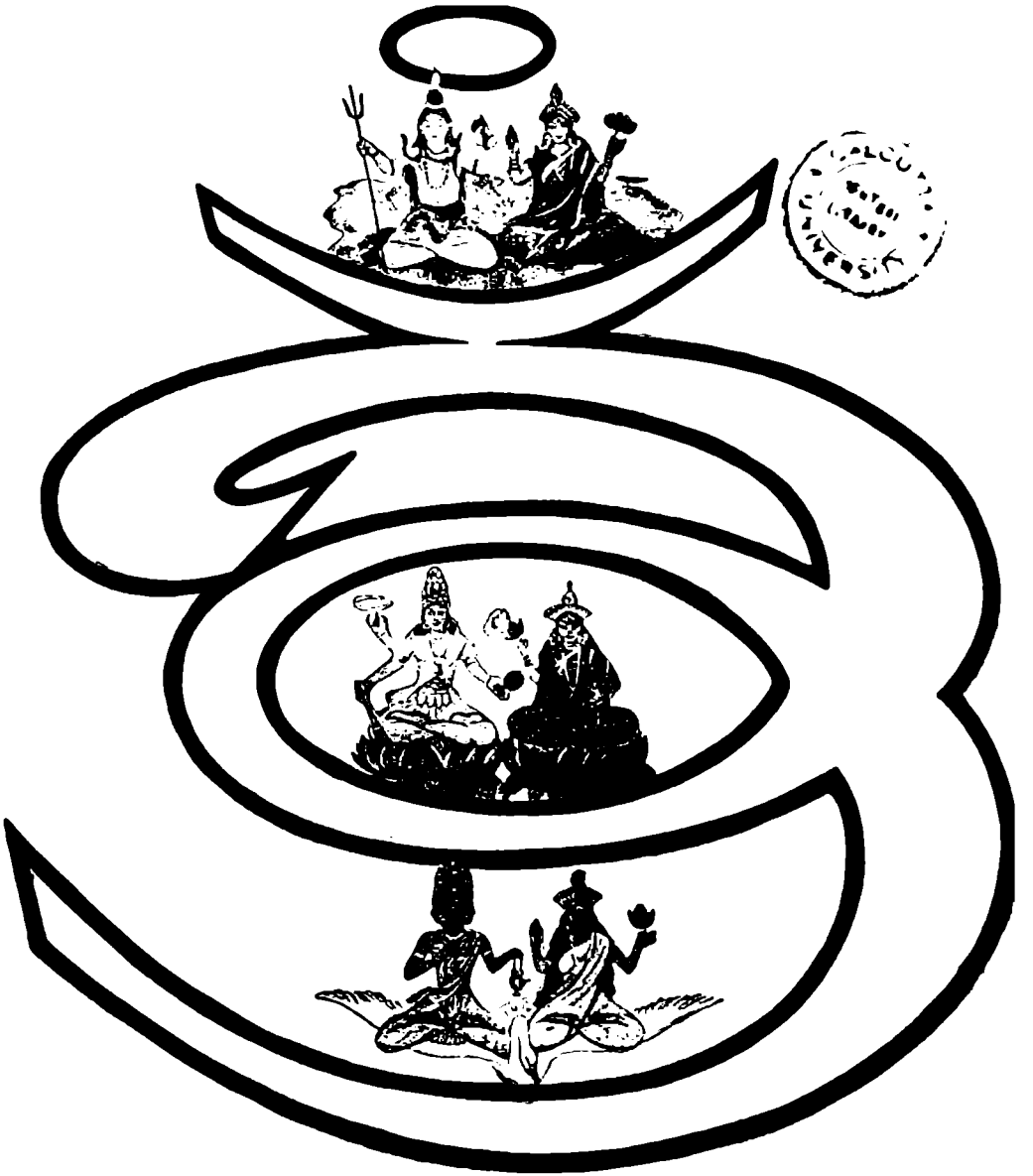

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

৺শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ ॥

ওঙ্কার মঠ

৯।৩।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

আমি ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য আবির্ভূত হই। নারদ আমার অপর মূর্ত্তি নরনারায়ণকে জিজ্ঞাসা করেন—আপনি ত সম্পূর্ণ জগতের পিতামাতা, অপনি কার পূজা ক'রছেন? তদুত্তরে নারায়ণ ঋষি বলেন—যিনি সূক্ষ্ম অজ্ঞেয় অব্যক্ত অনন্ত ও ধ্রুব, যিনি সমস্ত ইন্দ্রিয় বিষয়নিবহ ও সম্পূর্ণ ভূতগণের পরে অবস্থিত, তিনি সকল প্রাণীর অন্তরাত্মা—এই হেতু ক্ষেত্রজ্ঞ নামে কথিত হন, তিনি ত্রিগুণাতীত ও পুরুষরূপে কল্পিত; তা হ'তে ত্রিগুণময় অব্যক্তের উৎপত্তি হ'য়েছে, হে দ্বিজবর! তাঁকে ব্যক্তভাবে স্থিত অব্যয়া অব্যক্তা প্রকৃতি বলা হয়। সেই সংস্বরূপ পরমাত্মাই আমাদের উভয়ের উৎপত্তির কারণ ইহা জানবে। আমরা উভয়ে তাঁকে পূজা করি এবং দেবতা ও পিতৃগণ মনে করি। হে ব্রহ্মন্! তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অন্য কোন দেবতা বা পিতা নাই; তিনি আমাদের আত্মা ব'লে জানবে, এ জন্য আমরা তাঁর পূজা ক'রছি। তিনি লোকের উন্নতির

১২শ বর্ষ, শ্রাবণমাস, ১৩৮০] দ্বিতীয়সংখ্যা—শারদী যাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্—

মহাভারতম্

শ্রীযুক্তরঘুনাথকাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

• • •

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে

•

যুগ্ম-সম্পূজক

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম-এ, ডি-লিট্
শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পূজক সঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জয়গুরু সম্প্রদায়)

যুগ্ম-কর্ম্মকিঙ্কর :—
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, এম-বি,
ডি. ও. এম., এস, ডি.পি.এইচ.,
ডি.টি.এম, এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।
এফ.আর.এস.টি.এম এণ্ড এইচ (লণ্ডন)
কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় :—
৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৪০৮)

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫'০০ টাকা প্রতি সংখ্যা ১'৫০ টাকা]

নিয়মাবলি

১। আর্যাশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ১৫·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১·৫০ নঃ পঃ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১·০০ টাকা মাত্র গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়

এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে বর্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে তাহার পরও দেবী-ভাগবতাদি যাবতীয় আর্যাশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে

মাসিকপত্রের মুদ্রণ-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ থাকিলে "সম্পূজক, আর্যাশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত পত্রাদি "সঞ্চালক আর্যাশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬" এই ঠিকানায় জানাইবেন। ফোন নং ৩৪-৪৬০৮

মণি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫ আর্যাশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলি পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

সম্পূজক—আর্যাশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড
কলিকাতা—৩৫

১। মন্বাদি সমস্ত স্মৃতিসংহিতা— ২২·৫০
২। শ্রীবাল্মীকিরামায়ণ— ৩০·০০
৩। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ— ৯·০০
৪। শ্রীমদ্ভাগবত— ৪৫·০০

এবমস্ত্বিতি বৈণ্যস্তু তৈরুক্তো ব্রহ্মবাদিভিঃ।
পুরোধাশ্চাভবৎ তস্য শুক্রো ব্রহ্মময়ো নিধিঃ॥ ১১০
মন্ত্রিণো বালখিল্যাশ্চ সারস্বতো গণস্তথা।
মহর্ষির্ভগবান্ গর্গস্তস্য সাংবৎসরোঽভবৎ॥ ১১১
আখ্যনাষ্টম ইত্যেব শ্রুতিরেষা পরা নৃষু।
উৎপন্নৌ বন্দিনৌ চাস্য তৎপূর্বৌ সূত-মাগধৌ॥ ১১২
তয়োঃ প্রীতো দদৌ রাজা পৃথুর্বৈণ্যঃ প্রতাপবান্।
অনূপদেশং সূতায় মগধং মাগধায় চ॥ ৩
সমতাং বসুধায়াশ্চ স সম্যগুদপাদয়ৎ।
বৈষম্যং হি পরং ভূমেরাসীদিতি চ নঃ শ্রুতম্॥ ১১৪
মন্বন্তরেষু সর্বেষু বিষমা জায়তে মহী।
উজ্জহার ততো বৈণ্যঃ শিলাজালান্ সমন্ততঃ॥ ১১৫
ধনুষ্কোট্যা মহারাজ তেন শৈলা বিবর্ধিতাঃ।
স বিষ্ণুনা চ দেবেন শক্রেণ বিবুধৈঃ সহ॥ ১১৬
ঋষিভিশ্চ প্রজাপালৈর্ব্রাহ্মণৈশ্চাভিষেচিতঃ।

বালখিল্য ঋষিগণ ও সরস্বতী নদীতীরবাসী মুনিগণ তাঁহার মন্ত্রী হইলেন এবং মহর্ষি ভগবান্ গর্গ রাজসভার জ্যোতিষ হইলেন। ১১১

মনুষ্যলোকে কিম্বদন্তী আছে আদিপুরুষ বিষ্ণু হইতে পৃথু অষ্টম পুরুষ ছিলেন (১। বিষ্ণু ২। বিরজা ৩। কীর্তিমান্ ৪। কর্দম ৫। অনঙ্গ ৬। অতিবল ৭। বেণ ৮। পৃথু)। তাঁহার জন্মের পূর্ব্বেই সূত ও মাগধ নামে দুইটি পুরুষ জন্মিয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহার স্তুতি পাঠক হইবেন। ১১২

বেণপুত্র প্রতাপশালী রাজা পৃথু তাঁহাদের উপর প্রসন্ন হইয়া সূতকে অনূপদেশ (কচ্ছদেশ) এবং মাগধকে মাগধদেশ দিয়াছিলেন। ১১৩

এইরূপ কিম্বদন্তী আছে যে পৃথুর সময়ে পৃথিবী যথেষ্ট অসমতল (উঁচুনীচু) ছিল, তিনিই এই পৃথিবীকে সমতল করিয়াছেন ইহা আমরা পূর্ব্বপুরুষগণের নিকট হইতে শ্রবণ করিয়াছি। ১১৪

মহারাজ! সকল মন্বন্তরেই এই পৃথিবী অসমতল হইয়া থাকে। সেই সময় বেণকুমার পৃথু ধনুষ্কোটির দ্বারা শিলাসকল উত্তোলন করত পর্ব্বত সকলকে বর্দ্ধিত করেন। ১১৫

ভগবান্ বিষ্ণু, দেবগণের সহিত ইন্দ্র, ঋষিগণ, প্রজাপতিগণ এবং ব্রাহ্মণগণ মিলিত হইয়া পৃথুকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। ১১৬

তং সাক্ষাৎ পৃথিবী ভেজে রত্নান্যাদায় পাণ্ডব॥ ১১৭
সাগরঃ সরিতাং ভর্তা হিমবাংশ্চাচলোত্তমঃ।
শক্রশ্চ ধনমক্ষয্যং প্রাদাৎ তস্মৈ যুধিষ্ঠির॥ ১১৮
রত্নং চাপি মহামেরুঃ স্বয়ং কনকপর্বতঃ।
যক্ষ-রাক্ষসভর্তা চ ভগবান্ নরবাহনঃ॥ ১১৯
ধর্মে চার্থে চ কামে চ সমর্থং প্রদদৌ ধনম্।
হয়া রথাশ্চ নাগাশ্চ কোটিশঃ পুরুষাস্তথা॥ ১২০
প্রাদুর্বভূবুর্বৈণ্যস্য চিন্তনাদেব পাণ্ডব।
ন জরা ন চ দুর্ভিক্ষং নাধয়ো ব্যাধয়স্তথা॥ ১২১
সরীসৃপেভ্যস্তেনেভ্যো ন চান্যোন্যাৎ কদাচন।
ভয়মুৎপদ্যতে তত্র তস্য রাজ্ঞোঽভিরক্ষণাৎ॥ ১২২
আপস্তস্তম্ভিরে চাস্য সমুদ্রমভিযাস্যতঃ।
পর্বতাশ্চ দদুর্মার্গং ধ্বজভঙ্গশ্চ নাভবৎ॥ ১২৩
তেনেয়ং পৃথিবী দুগ্ধা শস্যানি দশ সপ্ত চ।
যক্ষ-রাক্ষস-নাগৈশ্চাপীপ্সিতং যস্য যস্য যৎ॥ ১২৪

পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির! তখন সাক্ষাৎ পৃথিবী দেবী রত্নসকল উপঢৌকনস্বরূপ লইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। সরিদ্‌গণের স্বামী সমুদ্র, পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ হিমবান্, অক্ষয় ধন উপহার প্রদান করেন। ১১৭-১১৮

সুবর্ণময় পর্ব্বত মহামেরু স্বয়ং উপস্থিত হইয়া সুবর্ণরাশি উপঢৌকন দিলেন। যক্ষ ও রাক্ষসগণের প্রভু নরবাহন ভগবান্ কুবের প্রদত্ত ধনরাশি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ সাধনের পর্য্যাপ্ত হইয়াছিল। ১১৯½

পাণ্ডুনন্দন! পৃথু চিন্তা করিবামাত্রই কোটি কোটি ঘোটক, রথ, হস্তী ও পদাতিক প্রাদুর্ভূত হইল। ১২০½

তাঁহার রাজত্বে জরা, দুর্ভিক্ষ এবং আধিব্যাধি ছিল না। রাজার প্রতাপে রাজ্য সুরক্ষিত হওয়ায় কখনও কাহারও সর্প, চৌর তথা মনুষ্যগণের পরস্পর ভয় উৎপন্ন হইত না। ১২১-১২২

তিনি সমুদ্র যাত্রা করিলে সমুদ্র স্থির থাকিত। তিনি পর্ব্বত যাত্রা করিলে পর্ব্বতসকল তাঁহাকে পথ ছাড়িয়া দিত, তাঁহার রথের ধ্বজা কখনও ভঙ্গ হইত না। ১২৩

পৃথুরাজা পৃথিবী হইতে সপ্তদশ প্রকার ধান্য দোহন করিয়াছিলেন এবং যক্ষ, রাক্ষস এবং নাগগণের অভীষ্ট বস্তুসকলও তিনি দোহন করেন। ১২৪

তেন ধর্ম্মোত্তরশ্চায়ং কৃতো লোকো মহাত্মনা।
রঞ্জিতাশ্চ প্রজাঃ সর্ব্বাস্তেন রাজেতি শব্দ্যতে ॥ ১২৫
ব্রাহ্মণানাং ক্ষতত্রাণাৎ ততঃ ক্ষত্রিয় উচ্যতে।
প্রথিতা ধর্ম্মতশ্চেয়ং পৃথিবী বহুভিঃ স্মৃতা ॥ ১২৬
স্থাপনং চাকরোদ্ বিষ্ণুঃ স্বয়মেব সনাতনঃ।
নাতিবর্ত্তিষ্যতে কশ্চিদ্ রাজংস্ত্বামিতি ভারত ॥ ১২৭
তপসা ভগবান্ বিষ্ণুরাবিবেশ চ ভূমিপম্।
দেববন্নরদেবানাং নমতে যং জগন্নৃপম্ ॥ ১২৮
দণ্ডনীত্যা চ সততং রক্ষিতব্যং নরেশ্বর।
নাধর্ষয়েৎ তথা কশ্চিচ্চারনিস্পন্দদর্শনাৎ ॥ ১২৯
শুভং হি কর্ম্ম রাজেন্দ্র শুভত্বায়োপকল্পতে
আত্মনা কারণৈশ্চৈব সমস্যেহ মহৌজসঃ ॥১৩০
কো হেতুর্যদ্ বশে তিষ্ঠেল্লোকো দৈবাদৃতে গুণাৎ।
বিষ্ণোর্ললাটাৎ কমলং সৌবর্ণমভবৎ তদা ॥ ১৩১

সেই মহাত্মা সম্পূর্ণ জগতে ধর্ম্মের প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি সমস্ত প্রজাগণকে রঞ্জন করিয়াছিলেন বলিয়াই রাজা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন ॥ ১২৫

ব্রাহ্মণগণকে সকল রকম ক্ষতি হইতে রক্ষা করিতেন বলিয়া তাঁহাকে ক্ষত্রিয় বলিত। তিনি ধর্ম্মের দ্বারা এই পৃথিবীকে প্রথিত করিয়াছিলেন বলিয়াই ইহা পৃথিবী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল ॥ ১২৬

ভরতনন্দন! স্বয়ং সনাতন বিষ্ণু এই কথা বলিয়া পৃথুকে রাজপদে স্থাপন করিয়াছিলেন—"রাজন্! কেহ তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে সক্ষম হইবে না" ॥ ১২৭

রাজা পৃথুর তপস্যাতে প্রসন্ন হইয়া ভগবান বিষ্ণু স্বয়ং তাঁহাতে আবিষ্ট হইয়াছিলেন। সমস্ত রাজগণ এবং সারা জগৎ রাজা পৃথুকে দেবতার ন্যায় নমস্কার করিতেন (মস্তক নত করিয়া থাকিতেন) ॥ ১২৮

নরেশ্বর! তুমি গুপ্তচর নিযুক্ত করত সকলের মনোভাব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জ্ঞাত হইয়া দণ্ডনীতির দ্বারা রাজ্য পালন করিলে কেহই তোমার রাজ্য আক্রমণ করিতে সাহস করিবে না ॥ ১২৯

রাজেন্দ্র! সমভাবসম্পন্ন রাজার শুভকর্ম্মসকল তাঁহার স্বভাব এবং ব্যবহারের গুণেই জগতে মঙ্গল উৎপাদনে সমর্থ। দৈবগুণ ব্যতীত এমন কি হেতু থাকিতে পারে যাহার বলে জগৎ রাজার অধীনতা স্বীকার করে ॥ ১৩০½

শ্রীঃ সম্ভূতা যতো দেবী পত্নী ধর্ম্মস্য ধীমতঃ।
শ্রিয়ঃ সকাশাদর্থশ্চ জাতো ধর্ম্মেণ পাণ্ডব ॥ ১৩২
অথ ধর্ম্মস্তথৈবার্থঃ শ্রীশ্চ রাজ্যে প্রতিষ্ঠিতা।
সুকৃতস্য ক্ষয়াচ্চৈব স্বর্লোকাদেত্য মেদিনীম্ ॥ ১৩৩
পার্থিবো জায়তে তাত দণ্ডনীতিবিশারদঃ।
মহত্ত্বেন চ সংযুক্তো বৈষ্ণবেন নরো ভুবি ॥ ১৩৪
বুদ্ধ্যা ভবতি সংযুক্তো মাহাত্ম্যং চাধিগচ্ছতি।
স্থাপিতশ্চ ততো দেবৈর্ন কশ্চিদতিবর্ত্ততে।
তিষ্ঠত্যেকস্য চ বশে তৎ চেদং ন বিধীয়তে ॥ ১৩৫
শুভং হি কর্ম্ম রাজেন্দ্র শুভত্বায়োপকল্পতে।
তুল্যসৌকস্য যস্যায়ং লোকো বশমি তিষ্ঠতে ॥ ১৩৬
যোঽস্য বৈ মুখমদ্রাক্ষীৎ সৌম্যং সোঽস্য বশানুগঃ।
সুভগং চার্থবন্তঞ্চ রূপবন্তঞ্চ পশ্যতি ॥ ১৩৭

তখন বিষ্ণুর ললাট হইতে একটি সুবর্ণময় পদ্ম উৎপন্ন হইয়াছিল। যাহাতে বুদ্ধিমান্ ধর্ম্মের পত্নী শ্রীদেবী আবির্ভূতা হইয়াছিলেন ॥ ১৩১½

পাণ্ডুনন্দন! ধর্ম্মের দ্বারা শ্রীদেবী হইতে অর্থের উৎপত্তি হইয়াছিল। অনন্তর ধর্ম্ম, অর্থ ও শ্রী এই তিনই পৃথুর রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত ছিল ॥ ১৩২½

তাত! পুণ্য ক্ষয় হইলে স্বর্গলোক হইতে মর্ত্তালোকে আসিয়া দণ্ডনীতি-বিশারদ রাজারূপে জন্মগ্রহণ করেন ॥ ১৩৩½

সেই মনুষ্য এই পৃথিবীতে ভগবান্ বিষ্ণুর প্রভাবযুক্ত এবং বুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া বিশেষ মাহাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১৩৪½

তদনন্তর তাঁহাকে দেবতাগণ রাজপদে স্থাপিত করিয়াছেন এইরূপ স্বীকার করায় কেহ আজ্ঞা লঙ্ঘন করেন না। এই সারা জগৎ একমাত্র সেই রাজার অধীনে থাকে। তাঁহার উপরে জগতের শাসন চলে না ॥ ১৩৫

রাজেন্দ্র! শুভকর্ম্মের পরিণাম শুভই হয়, তথাপি অন্য মনুষ্যের সমান হইলেও একমাত্র রাজার আজ্ঞায় জগতের স্থিতি দৃষ্ট হয় ॥ ১৩৬

যে ব্যক্তি (পৃথুর) রাজার মুখমণ্ডল দর্শন করিত, সেই ব্যক্তিই তাঁহার বশীভূত হইত। প্রত্যেক মনুষ্য রাজাকে (পৃথুকে) সৌভাগ্যশালী, ধনবান্ এবং রূপবান্ দেখিত ॥ ১৩৭

মহত্ত্বাৎ তস্য দণ্ডস্য নীতিবিস্পষ্টলক্ষণা
নয়চারশ্চ বিপুলো যেন সর্বমিদং ততম্ ॥ ১৩৮
আগমশ্চ পুরাণানাং মহর্ষীণাঞ্চ সম্ভবঃ।
তীর্থবংশশ্চ বংশশ্চ নক্ষত্রাণাং যুধিষ্ঠির ॥ ১৩৯
সকলং চাতুরাশ্রম্যং চাতুর্হোত্রং তথৈব চ
চাতুর্বর্ণ্যং তথৈবাত্র চাতুর্বিদ্যঞ্চ কীর্তিতম্ ॥ ১৪০
ইতিহাসাশ্চ বেদাশ্চ ন্যায়ঃ কৃৎস্নশ্চ বর্ণিতঃ।
তপো জ্ঞানমহিংসা চ সত্যাসত্যেন যঃ পরঃ ॥ ১৪১
বৃদ্ধোপসেবা দানঞ্চ শৌচমুত্থানমেব চ।
সর্বভূতানুকম্পা চ সর্বমত্রোপবর্ণিতম্ ॥ ১৪২

ভুবি চাধোগতং যচ্চ তচ্চ সর্বং সমর্পিতম্।
তস্মিন্ পৈতামহে শাস্ত্রে পাণ্ডবৈতন্ন সংশয়ঃ ॥ ১৪৩
ততো জগতি রাজেন্দ্র সততং শব্দিতং বুধৈঃ।
দেবাশ্চ নরদেবাশ্চ তুল্যা ইতি বিশাম্পতে ॥ ১৪৪
এতৎ তে সর্বমাখ্যাতং মহত্ত্বং প্রতি রাজসু।
কার্ৎস্ন্যেন ভরতশ্রেষ্ঠ কিমন্যদিহ বর্ততে ॥ ১৪৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি সূত্রাধ্যায়ে একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৯

পূর্বোক্ত দণ্ডনীতির মহত্ত্ব-হেতু স্পষ্ট লক্ষণাক্রান্ত নীতি এবং ন্যায়োচিত আচারের অধিক প্রচার হইয়াছিল, অদ্যাপি তাহা জগদ্ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে ॥ ১৩৮

যুধিষ্ঠির! পুরাণশাস্ত্র এবং মহর্ষিগণের উৎপত্তি, তীর্থসমূহ, নক্ষত্রসকল, ব্রহ্মচর্য্যাদি চারি প্রকার আশ্রম, হোত্রাদি চারি প্রকার ঋত্বিক্‌সাধ্য যজ্ঞকর্ম, চারি বর্ণ ও চারি বিদ্যা বিষয় পূর্বোক্ত নীতি শাস্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে ॥ ১৩৯-১৪০

ইতিহাস, বেদ, ন্যায় এই সবের সম্পূর্ণ বর্ণন উহাতে আছে। তপস্যা, জ্ঞান, অহিংসা, সত্য এবং অসত্যের পরও যাহা তাহার এবং বৃদ্ধ-জনসেবা, দান, শৌচ, কর্মোদ্যম এবং সমস্ত প্রাণীর প্রতি দয়া আদি সেই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে ॥ ১৪১-১৪২

পাণ্ডুনন্দন! অধিক আর কি বলিব, যাহা কিছু এই পৃথিবীতে আছে এবং পাতালে যাহা কিছু বিদ্যমান, তৎসমুদায়ই ব্রহ্ম প্রণীত পূর্বোক্ত শাস্ত্রে সমাবিষ্ট হইয়াছে—ইহাতে কোন সংশয় নাই ॥ ১৪৩

রাজেন্দ্র! প্রজানাথ! তখন হইতেই জগতে বিদ্বান্‌গণ এই ঘোষণা করিয়া আসিতেছেন—"দেবতা ও নরদেবতা (রাজা) দুই-ই সমান" ॥ ১৪৪

ভরতশ্রেষ্ঠ! এই প্রকার রাজার যে মহত্ত্ব তৎসমুদয় সম্পূর্ণ রূপে তোমাকে বলিলাম, এ বিষয়ে তোমার আর কি জিজ্ঞাস্য আছে? ১৪৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্বে সূত্রাধ্যায়-বিষয়ক একোনষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[বর্ণধর্ম্মস্য বর্ণনম্]

বৈশম্পায়ন উবাচ

ততঃ পুনঃ স গাঙ্গেয়মভিবাদ্য পিতামহম্।
প্রাঞ্জলির্নয়তো ভূত্বা পর্য্যপৃচ্ছদ্ যুধিষ্ঠিরঃ ॥১
কে ধর্মাঃ সর্ব্ববর্ণানাং চাতুর্ব্বর্ণ্যস্য কে পৃথক্।
চাতুর্ব্বর্ণ্যাশ্রমাণাঞ্চ রাজধর্মাংশ্চ কে মতাঃ ॥ ২
কেন বৈ বর্ধতে রাষ্ট্রং রাজা কেন বিবর্ধতে।
কেন পৌরাংশ্চ ভৃত্যাংশ্চ বর্ধয়ন্তে ভরতর্ষভ ॥ ৩
কোশং দণ্ডঞ্চ দুর্গঞ্চ সহায়ান্ মন্ত্রিণস্তথা।
ঋত্বিক্‌পুরোহিতাচার্য্যান্ কীদৃশান্ বর্জয়েন্নৃপঃ ॥ ৪
কেষু বিশ্বসিতব্যং স্যাদ্ রাজ্ঞা কস্যাঞ্চিদাপদি
কুতো বাঽহরন্ধা দৃঢ়ং রক্ষ্যস্তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ৫

ভীষ্ম উবাচ।

নমো ধর্ম্মায় মহতে নমঃ কৃষ্ণায় বেধসে।
ব্রাহ্মণেভ্যো নমস্কৃত্য ধর্মান্ বক্ষ্যামি শাশ্বতান্ ॥ ৬

অক্রোধঃ সত্যবচনং সংবিভাগঃ ক্ষমা তথা।
প্রজনঃ স্বেষু দারেষু শৌচমদ্রোহ এব চ ॥ ৭
আর্জবং ভৃত্যভরণং নৈবৈতে সার্ব্ববর্ণিকাঃ।
ব্রাহ্মণস্য তু যো ধর্মস্তং তে বক্ষ্যামি কেবলম্ ॥ ৮
দমমেব মহারাজ ধর্মমাহুঃ পুরাতনম্।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব তত্র কর্ম সমাপ্যতে ॥ ৯
তং চেদ্ দ্বিজমুপাগচ্ছেদ্ বর্তমানং স্বকর্মণি।
অকূর্বাণং বিকর্মাণি শান্তং প্রজ্ঞানতর্পিতম্ ॥ ১০
কুর্বীতাপত্যসন্তানমথো দদ্যাদ্ যজেত চ।
সংবিভজ্য চ ভোক্তব্যং ধনং সদ্ভিরিতীর্য্যতে ॥ ১১
পরিনিষ্ঠিতকার্য্যস্তু স্বাধ্যায়েনৈব ব্রাহ্মণঃ
কুর্য্যাদন্যন্ন বা কুর্য্যান্মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে ॥ ১২
ক্ষত্রিয়স্যাপি যো ধর্মস্তং তে বক্ষ্যামি ভারত।
দদ্যাদ্ রাজন্ ন যাচেত যজেত ন চ যাজয়েৎ ॥ ১৩

ষষ্টিতম অধ্যায়।

[বর্ণধর্মবর্ণন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তখন রাজা যুধিষ্ঠির একাগ্রচিত্তে গঙ্গানন্দন পিতামহ ভীষ্মকে প্রণাম পূর্ব্বক করযোড়ে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন। ১

পিতামহ! চারিবর্ণের সাধারণ ধর্ম্ম কি? চারিবর্ণের পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্মই বা কি? চারিবর্ণের চারি আশ্রম ধর্ম্মই বা কিরূপ? রাজগণের পালনীয় ধর্ম্মই বা কি? ২

ভরতশ্রেষ্ঠ! রাষ্ট্রের বৃদ্ধির উপায় কি? কিভাবে রাজার অধিক অভ্যুদয় হয়? কি প্রকারেই বা পুরবাসী ও যোগ্য ভৃত্যগণের উন্নতি সম্ভব? ৩

রাজা কিরূপ কোষ, দণ্ড, দুর্গ, সহায়ক, মন্ত্রী, ঋত্বিক্, পুরোহিত ও আচার্য্যকে পরিত্যাগ করিবেন? ৪

পিতামহ! কিরূপ বিপদ উপস্থিত হইলে রাজা কীদৃশ লোককে বিশ্বাস করিবেন এবং কোন্ মনুষ্যের নিকট হইতে দৃঢ়ভাবে আত্মরক্ষা করিবেন—এই সকল আমায় বলুন। ৫

ভীষ্ম বলিলেন—মহান্ ধর্ম্মকে নমস্কার, বিশ্ববিধাতা কৃষ্ণকে নমস্কার। এখন আমি ব্রাহ্মণগণকে নমস্কার করিয়া সনাতন ধর্ম্মের বিষয় বর্ণনা করিতেছি। ৬

অক্রোধ, সত্যভাষণ, ধনসংবিভাগ, ক্ষমা, নিজ পত্নীতে পুত্র উৎপাদন, শৌচ, অদ্রোহতা, সরলতা ও ভৃত্যভরণ এই সকল সার্ব্ববর্ণিক ধর্ম্ম। এখন কেবলমাত্র ব্রাহ্মণগণের যে ধর্ম্ম তাহা বলিতেছি। ৭-৮

মহারাজ! ইন্দ্রিয়দমনই ব্রাহ্মণগণের সনাতন ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণগণের বেদের স্বাধ্যায় এবং অভ্যাস অবশ্য কর্ত্তব্য; কারণ বেদেই তাঁহাদের সকল কর্ম্মের পরিপূর্ত্তি হয় (বেদের দ্বারাই ব্রাহ্মণগণের সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে)। ৯

যদি আপন বর্ণোচিত কর্ম্মে নিরত শান্ত ও জ্ঞানবিজ্ঞানে পরিতৃপ্ত প্রসন্নচিত্ত ব্রাহ্মণ সাংসারিক ব্যয়নির্ব্বাহ উপযোগী ধন প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে সেই ব্রাহ্মণ বিবাহ করিয়া বংশবৃদ্ধি করিবেন, ধন দান করিবেন, যজ্ঞ করিবেন এবং যথাযথ বিভাগ পূর্ব্বক ধনভোগ করিবেন—মহাত্মারা এইরূপ বলিয়াছেন। ১০-১১

ব্রাহ্মণ কেবলমাত্র বেদের স্বাধ্যায়ে কৃতকৃত্য হইবেন—তিনি অন্য কোন কর্ম্ম করুন বা নাই করুন সকল জীবের প্রতি মৈত্রী-ভাবাপন্ন হইলে তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলা হয়। ১২

ভরতনন্দন! ক্ষত্রিয়ের যে ধর্ম্ম তাহাও তোমাকে বলিতেছি। রাজন্! ক্ষত্রিয় দান করিবে কাহারও নিকট কিন্তু প্রার্থনা করিবে না। যজন করিবেন কিন্তু যাজন করিবেন না। ১৩

নাধ্যাপয়েদধীয়ীত প্রজাশ্চ পরিপালয়েৎ।
নিত্যোদ্যুক্তো দস্যুবধে রণে কুর্য্যাৎ পরাক্রমম্ ॥১৪
যে তু ক্রতুভিরীজানাঃ শ্রুতবন্তশ্চ ভূমিপাঃ।
য এবাহবজেতারস্ত এষাং লোকজিতো মাঃ ॥ ১৫
অবিক্ষতেন দেহেন সমরাদ্ যো নিবর্ত্ততে।
ক্ষত্রিয়ো নাস্য তৎ কর্ম প্রশংসন্তি পুরাবিদঃ ॥ ১৬
এষ হি ক্ষত্রবন্ধূনাং মার্গমাহুঃ প্রধানতঃ।
নাস্য কৃত্যতমং কিঞ্চিদস্যদ্ দস্যুনিবর্হণাৎ ॥ ১৭
দানমধ্যয়নং যজ্ঞো রাজ্ঞাং ক্ষেমো বিধীয়তে।
তস্মাদ্ রাজ্ঞা বিশেষেণ যোদ্ধব্যং ধর্ম্মমীপ্সতা ॥ ১৮
স্বেষু ধর্ম্মেষ্ববস্থাপ্য প্রজাঃ সর্বা মহীপতিঃ।
ধর্ম্মেণ সর্বকৃত্যানি শমনিষ্ঠানি কারয়েৎ ॥ ১৯
পরিনিষ্ঠিতকার্য্যস্তু নৃপতিঃ পরিপালনাৎ।
কুর্য্যাদন্যন্ন বা কুর্য্যাদৈন্দ্রো রাজন্য উচ্যতে ॥ ২০
বৈশ্যস্যাপি হি যো ধর্ম্মস্তং তে বক্ষ্যামি শাশ্বতম্।
দানমধ্যয়নং যজ্ঞঃ শৌচেন ধনসঞ্চয়ঃ ॥ ২১
পিতৃবৎ পালয়েদ্ বৈশ্যো যুক্তঃ সর্বান্ পশূনিহ।
বিকর্ম তদ্ ভবেদন্যৎ কর্ম যৎ স সমাচরেৎ ॥ ২২
রক্ষয়া স হি তেষাং বৈ মহৎ সুখমবাপ্নুয়াৎ।
প্রজাপতিহি বৈশ্যায় সৃষ্ট্বা পরিদদৌ পশূন্ ॥ ২৩
ব্রাহ্মণায় চ রাজ্ঞে চ সর্বাঃ পরিদদৌ প্রজাঃ।
তস্য বৃত্তিং প্রবক্ষ্যামি যচ্চ তস্যোপজীবনম্ ॥ ২৪
যন্নামেকাং পিবেদ্ ধেনুঃ শতাচ্চ মিথুনং হরেৎ।
লব্ধাচ্চ সপ্তমং ভাগং তথা শৃঙ্গে কলাং খুরে ॥ ২৫
শস্যানাং সর্ববীজানামেষা সাংবৎসরী ভৃতিঃ।
ন চ বৈশ্যস্য কামঃ স্যান্ন রক্ষেয়ং পশূনিতি ॥ ২৬

ক্ষত্রিয় নিজে বেদ অধ্যয়ন করিবেন, কিন্তু অন্য কাহাকেও বেদ অধ্যয়ন করাইবেন না, প্রজাপালন করিবেন, চোর এবং দস্যুদিগের উচ্ছেদসাধন করিবেন এবং যুদ্ধে শৌর্য্যের পরিচয় দিবেন ॥ ১৪

ক্ষত্রিয়দের মধ্যে যাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞ, যাঁহারা যজ্ঞ করেন এবং যাঁহারা যুদ্ধে বিজয়ী হন, তাঁহারাই প্রধানতঃ স্বর্গের অধিকারী হইয়া থাকেন ॥ ১৫

যে ক্ষত্রিয় অক্ষতদেহে যুদ্ধভূমি পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন, ইতিহাসজ্ঞ পণ্ডিতেরা তাঁহার সে কার্য্যের প্রশংসা করেন না ॥ ১৬

যুদ্ধে পলায়ন করায় অধম ক্ষত্রিয় হইলেও তাঁহার ইহাই প্রধান ধর্ম্ম যে চোর ডাকাত নিবারণ অপেক্ষা অন্য কোন প্রধান কর্ত্তব্য হয় না ॥ ১৭

দান, অধ্যয়ন ও যজ্ঞ রাজার পক্ষে ধর্ম্মজনক বটে; কিন্তু তদপেক্ষাও অধিক ধর্ম্মাভিলাষী রাজা যুদ্ধ করিবেন ॥ ১৮

রাজা প্রজাগণকে আপন আপন ধর্ম্মে স্থাপন করিয়া মন্ত্রী বা অন্যান্য কর্ম্মচারীদিগের দ্বারা শাস্ত্রভাবে সমস্ত কার্য্য করাইবেন ॥১৯

রাজা বৃহৎ প্রভৃতির সঙ্গে সামদানাদি কার্য্য সম্পূর্ণ করিয়া প্রজাগণকেই পালন করিতে থাকিবেন। তৎকালে তিনি যাগ অন্য কার্য্য করিতেও পারেন, নাও করিতে পারেন। যে রাজা এইভাবে প্রজাপালন করেন, তাঁহাকে সকলেই রাজশ্রেষ্ঠ বলে ॥২০

যুধিষ্ঠির! বৈশ্যেরও যাহা চিরন্তন ধর্ম্ম, তাহা আমি তোমার নিকট বলিতেছি। দান, বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ এবং পবিত্রভাবে ধন সঞ্চয় করা এইগুলিই বৈশ্যের ধর্ম্ম ॥ ২১

বৈশ্য সর্ব্বদা উদ্যোগী হইয়া পিতার ন্যায় সর্ব্বপ্রকার পশু পালন করিবেন। কিন্তু তিনি পশুপালন ভিন্ন অন্য যে কর্ম্ম করিবেন, তাহা তাঁহার পক্ষে বিকর্ম্ম করা হইবে ॥ ২২

বৈশ্য একমাত্র পশুরক্ষার দ্বারাই মহত্তর সুখ পাইবেন। কারণ, বিধাতা পশু সৃষ্টি করিয়া তাহা বৈশ্যকেই দিয়াছিলেন ॥ ২৩

আর বিধাতা সর্ব্বপ্রকার প্রজা সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে হিতসাধনার্থে ব্রাহ্মণকে এবং পালনার্থে রাজাকে দান করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, বৈশ্যের ব্যবসায়ও তাহার জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় আমি বলিতেছি ॥ ২৪

বৈশ্য যদি রাজা বা অন্যের সাতটি ধেনু এক বৎসর পর্য্যন্ত পালন করেন, তাহা হইলে তিনি উহার একটি ধেনুর দুগ্ধ পান করিতে পারিবেন (উহাই তাঁহার বেতন স্বরূপ হইবে)। বৈশ্য অন্যের এক শত ধেনু পালন করিলে, তাহার মধ্য হইতে একটি বৃষ তিনি বেতনস্বরূপ পাইবেন। অর্থাৎ তিনি সেই দুগ্ধ বিক্রয়লব্ধ ধন হইতে সাত ভাগের এক ভাগ পাইবেন কিম্বা সেই সকল গরুর শৃঙ্গ বা ক্ষুর বিক্রয় হইলে, তৎপ্রাপ্ত ধনের ষোল ভাগের এক ভাগ বৈশ্য পাইবেন ॥ ২৫

বৈশ্য এক বৎসর যাবৎ অন্যের শস্য বা সর্ব্বপ্রকার বীজ রক্ষা করিলে, তাহাতেও তাঁহার এইরূপই বেতন হইবে। কিন্তু বৈশ্য কখনও এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিবে না যে সে অন্যের পশু পালন করিবে না ॥ ২৬

বৈশ্যে চেচ্ছতি নান্যেন রক্ষিতব্যাঃ কথঞ্চন।
শূদ্রস্যাপি হি যো ধর্ম্মস্তং তে বক্ষ্যামি ভারত ॥ ২৭
প্রজাপতির্হি বর্ণানাং দাসং শূদ্রমকল্পয়ৎ।
তস্মাচ্ছূদ্রস্য বর্ণানাং পরিচর্য্যা বিধীয়তে ॥২৮
তেষাং শুশ্রূষণাচ্চৈব মহৎ সুখমবাপ্নুয়াৎ।
শূদ্র এতান্ পরিচরেৎ ত্রীন্ বর্ণাননুপূর্ব্বশঃ ॥ ২৯
সঞ্চয়াংশ্চ ন কুর্বীত জাতু শূদ্রঃ কথঞ্চন।
পাপীয়ান্ হি ধনং লব্ধ্বা বশে কুর্য্যাদ্ গরীয়সঃ ॥৩০
রাজ্ঞা বা সমনুজ্ঞাতঃ কামং কুর্বীত ধার্ম্মিকঃ।
তস্য বৃত্তিং প্রবক্ষ্যামি যচ্চ তস্যোপজীবনম্ ॥ ৩১
অবশ্যং ভরণীয়ো হি বর্ণানাং শূদ্র উচ্যতে।
ছত্রং বেষ্টনমৌশীরমুপানদ্ বাজনানি চ ॥ ৩২
যাতযামানি দেয়ানি শূদ্রায় পরিচারিণে।
অবার্য্যাণি বিশীর্ণানি বসনানি দ্বিজাতিভিঃ ॥ ৩৩
শূদ্রায়ৈব প্রদেয়ানি তস্য ধর্ম্মধনং হি তৎ

যচ্চ কিঞ্চিদ্ দ্বিজাতীনাং শূদ্রঃ শুশ্রূষুরাত্মবৎ ॥৩৪
কল্প্যাং তেন তু তে প্রাহুর্বৃত্তিং ধর্ম্মবিদো জনাঃ।
দেয়ঃ পিণ্ডোঽনপত্যায় ভর্ত্তব্যো বৃদ্ধ-দুর্বলৌ ॥৩৫
শূদ্রেণ তু ন হাতব্যো ভর্ত্তা কস্যাঞ্চিদাপদি।
অতিরেকেণ ভর্ত্তব্যো ভর্ত্তা দ্রব্যপরিক্ষয়ে ॥ ৩৬
ন হি স্বমস্তি শূদ্রস্য ভর্তৃহার্য্যধনো হি সঃ।
উক্তস্ত্রয়াণাং বর্ণানাং যজ্ঞস্তস্য চ ভারত।
স্বাহাকার-বষট্কারৌ মন্ত্রঃ শূদ্রে ন বিদ্যতে ॥ ৩৭
তস্মাচ্ছূদ্রঃ পাকযজ্ঞৈর্যজেতাব্রতবান্ স্বয়ম্।
পূর্ণপাত্রময়ীমাপ্তঃ পাকযজ্ঞস্য দক্ষিণাম্ ॥ ৩৮
শূদ্রঃ পৈঞ্জবনো নাম সহস্রাণাং শতং দদৌ।
ইন্দ্রাগ্নেন বিধানেন দক্ষিণামিতি নঃ শ্রুতম্ ॥ ৩৯
যতো হি সর্ব্ববর্ণানাং যজ্ঞস্তস্যৈব ভারত।
অগ্রে সর্ব্বেষু যজ্ঞেষু শ্রদ্ধাযজ্ঞো বিধীয়তে ॥ ৪০

আমার এদিকেও বৈশ্য যদি অপর লোকের পশু পালন করিবার ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে অন্য বর্ণ কোন প্রকারেই অন্যের পশু পালন করিবে না। ভরতনন্দন! এখন শূদ্রের যে ধর্ম্ম, তাহাও আমি তোমার নিকট বলিতেছি। ২৭

বিধাতাই শূদ্রকে অন্য তিন বর্ণের দাস কল্পনা করিয়াছেন, সুতরাং অন্য তিন বর্ণের পরিচর্য্যা করাই শূদ্রের পক্ষে বিহিত রহিয়াছে। ২৮

শূদ্র ব্রাহ্মণ প্রভৃতি তিন বর্ণের শুশ্রূষা করিয়া বিশেষ সুখ লাভ করে, অতএব শূদ্র যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পরিচর্য্যা করিবে। ২৯

শূদ্র কোন প্রকারেই ধন সঞ্চয় করিবে না। কারণ অধম ব্যক্তি ধন সঞ্চয় করিয়া উত্তম ব্যক্তিগণকে বশীকৃত করিয়া থাকে। ৩০

অথবা শূদ্র ধার্ম্মিক থাকিয়া রাজার অনুমতিক্রমে ধন সঞ্চয় করিতে পারে। এখন সেই শূদ্রের বৃত্তি ও জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় বলিতেছি। ৩১

শূদ্র ব্রাহ্মণ প্রভৃতি তিন বর্ণের অবশ্য ভরণীয়। অতএব ব্রাহ্মণ প্রভৃতি তিন বর্ণ জীর্ণ ছত্র ও শিরোবেষ্টন, নিজ ব্যবহৃত-বশিষ্ট অনুলেপন, পুরাতন জুতা ও পাখা প্রভৃতি পরিচায়ক শূদ্রকে সমর্পণ করিবেন। ৩২½

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জীর্ণ বস্ত্র প্রভৃতি নিজেরা ব্যবহার করিবেন না। কারণ ধর্ম্মতঃ ঐ সমস্ত ব্যবহৃত বস্তুগুলি শূদ্রেরই সম্পত্তি। ৩৩½

পরিচর্য্যামানসে শূদ্র ব্রাহ্মণ প্রভৃতি দ্বিজাতিগণের নিকট উপস্থিত হইলে তাহাদের কর্ত্তব্য সেই শূদ্রের জীবিকার ব্যবস্থা করা—ধর্ম্মজ্ঞ পুরুষগণ এইরূপ বলিয়াছেন॥

সেই দ্বিজাতি সন্তান-শূন্য হইলে, শূদ্রই তাহার সবর্ণ ব্যক্তি-দ্বারা তাঁহার পিণ্ডদান করাইবে এবং সেই দ্বিজাতি বৃদ্ধ বা অসমর্থ হইলে, তাঁহার ভরণ পোষণও করিবে। ৩৪-৩৫

কোন আপদেই শূদ্র প্রভুকে পরিত্যাগ করিবে না এবং সেই প্রভু কোন কারণে নিঃস্ব হইয়া পড়িলে, শূদ্র অন্য স্থান হইতেও ধন সংগ্রহ করিয়া তাঁহার ভরণ পোষণ করিবে। ৩৬

ভরতনন্দন! কোন ধনই শূদ্রের নিজের নাই। কারণ, প্রভুই শূদ্রের ধন পাইয়া থাকেন এবং ব্রাহ্মণ প্রভৃতি তিন বর্ণের শুশ্রূষাই শূদ্রের যজ্ঞ আর স্বাহা ও বষট্কার যজ্ঞে শূদ্রের অধিকার নাই। ৩৭

শূদ্র নিজে বেদোক্ত নিয়ম-শূন্য হইয়া ব্রাহ্মণাদি কৃত চরু প্রভৃতি দ্বারা যজ্ঞ করিবে এবং শিষ্টেরা বলেন—তাহার সেই যজ্ঞের দক্ষিণা হইবে পূর্ণ পাত্র॥ ৩৮

শুনা যায়—পৈঞ্জবন নামক এক শূদ্র ইন্দ্রাগ্নি যাগের বিধান অনুসারে আপন যজ্ঞের দক্ষিণারূপে এক লক্ষ পূর্ণ পাত্র দান করিয়াছিলেন। ৩৯

দৈবতং হি মহচ্ছ্রদ্ধা পবিত্রং যজ্ঞতাঞ্চ যৎ।
দৈবতং হি পরং বিপ্রাঃ স্বেন স্বেন পরস্পরম্ ॥ ৪১
অযজন্নিহ সত্রেষ্টে তৈস্তৈঃ কামৈঃ সমাহিতাঃ
সংসৃষ্টা ব্রাহ্মণৈরেব ত্রিষু বর্ণেষু সৃষ্টয়ঃ ॥ ৪২
দেবানামপি যে দেবা যদ্ ব্রূয়ুস্তে পরং হিতম্।
তস্মাদ্ বর্ণৈঃ সর্বযজ্ঞাঃ সংসৃজ্যন্তে ন কাম্যয়া ॥ ৪৩
ঋগ্-যজুঃ-সামবিৎ পূজ্যো নিত্যং স্যাদ্ দেববদ্ দ্বিজঃ।
অনৃগ্-যজুরসামা চ প্রাজাপত্য উপদ্রবঃ।
যজ্ঞো মনীষয়া তাত সর্ববর্ণেষু ভারত ॥ ৪৪
নাস্য যজ্ঞকৃতো দেবা ঈহন্তে নেতরে জনাঃ
ততঃ সর্বেষু বর্ণেষু শ্রদ্ধাযজ্ঞো বিধীয়তে ॥ ৪৫
স্বং দৈবতং ব্রাহ্মণঃ স্বেন নিত্যং
পরান্ বর্ণানযজন্নৈবমাসীৎ।
অধরো বিতানঃ সংসৃষ্টো বৈশ্যো
ব্রাহ্মণস্ত্রিষু বর্ণেষু যজ্ঞসৃষ্টঃ ॥ ৪৬
তস্মাদ্ বর্ণা ঋজবো জাতিবর্ণাঃ
সংসৃজ্যন্তে তস্য বিকার এব।
একং সাম যজুরেকমৃগেকা
বিপ্রশ্চৈকো নিশ্চয়ে তেষু সৃষ্টঃ ॥ ৪৭
অত্র গাথা যজ্ঞগীতাঃ কীর্তয়ন্তি পুরাবিদঃ
বৈখানসানাং রাজেন্দ্র মুনীনাং যষ্টুমিচ্ছতাম্ ॥ ৪৮
উদিতেঽনুদিতে বাপি শ্রদ্দধানো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
বহ্নিং জুহোতি ধর্মেণ শ্রদ্ধা বৈ কারণং মহৎ ॥ ৪৯
যত্ত স্কন্নমস্য তৎ পূর্বং যদস্কন্নং তদুত্তরম্।
বহূনি যজ্ঞরূপাণি নানাকর্মফলানি চ ॥ ৫০

ভরতনন্দন! যেহেতু দ্বিজাতিগণের যজ্ঞই শূদ্রের যজ্ঞ, (কারণ, এই সব যজ্ঞে সেবাকার্যে ব্রতী থাকায় তাহার ও যজ্ঞফল লাভ করিয়া থাকে। সেইহেতু সমস্ত যজ্ঞের প্রথমেই শ্রদ্ধারূপ যজ্ঞের বিধান আছে ॥ ৪০

কারণ যজ্ঞকারিগণের শ্রদ্ধাই (দৃঢ় বিশ্বাসই) পরম দেবতা ও পবিত্রকারক এবং ব্রাহ্মণেরাও সাক্ষাদ্‌ভাবে যজ্ঞকার্য্য সম্পন্ন করেন বলিয়া পরম দেবতারূপে সম্মানিত হন। অতএব ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণেরা আপন আপন কর্ম্ম দ্বারাই পরস্পর ফলভাগী হইয়া থাকেন ॥ ৪১

ব্রাহ্মণগণই অপর তিন বর্ণের সৃষ্টিকর্ত্তা; সুতরাং ব্রাহ্মণসৃষ্ট সেই ক্ষত্রিয় প্রভৃতি তিন বর্ণ একাগ্রচিত্ত হইয়া সেই সেই কামনা করিয়া নানাবিধ যজ্ঞ করিয়া আসিতেছেন ॥ ৪২

যাঁহারা দেবতাগণেরও দেবতা সেই ব্রাহ্মণেরা যাহা বলেন, তাহা অপর সকল বর্ণেরই হিতজনক। অতএব অপর সকল বর্ণই সেই ব্রাহ্মণগণের উপদেশ অনুসারেই সমস্ত যজ্ঞ করিয়া থাকেন; কিন্তু আপন আপন ইচ্ছা অনুসারে করেন না ॥ ৪৩

বৎস ভরতনন্দন! দ্বিজাতিরা ঋক্, যজুঃ ও সামবেদে অধিকারী বলিয়া সর্ব্বদাই দেবতার ন্যায় গৌরবের যোগ্য। কিন্তু শূদ্র ঋক্, যজুঃ ও সাম এই কোন বেদেই অধিকারী নয় বলিয়া বেদজ্ঞানশূন্য হইলেও উহাকে 'প্রাজাপত্য' (প্রজাপতির ভক্ত) বলা হয়। বৎস ভারত! মানসিক সঙ্কল্পের দ্বারা যে ভাবনাত্মক যজ্ঞ হয়, উহাতে সকল বর্ণেরই অধিকার আছে ॥ ৪৪

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য যজ্ঞকারী শূদ্রের যজ্ঞ সম্পাদনের চেষ্টা করেন না। অতএব সমস্ত বর্ণের সেই সেই যজ্ঞে দৃঢ় বিশ্বাস থাকাই শূদ্রের পক্ষে বিহিত হইয়া থাকে ॥ ৪৫

ব্রাহ্মণ আপন কর্ম্ম দ্বারাই সর্ব্বদা অন্যান্য বর্ণের আপন আপন দেবতাস্বরূপ হইয়া থাকেন। অতএব সেই ব্রাহ্মণ অন্যান্য বর্ণের যজ্ঞ করেন নাই এমন কথনও হয় নাই। কিন্তু বৈশ্য যে যজ্ঞে আচার্য্য প্রভৃতি কার্য্যে ব্যাপৃত হন, সে যজ্ঞ নিকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে; কিন্তু একমাত্র ব্রাহ্মণকেই অপর তিন বর্ণের যজ্ঞের আচার্য্য প্রভৃতি রূপে বিধাতা সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ৪৬

বিধাতা একমাত্র সেই ব্রাহ্মণ হইতে অপর তিন বর্ণকে সৃষ্টি করিয়া থাকেন সুতরাং অপর তিন বর্ণ ব্রাহ্মণের তুল্যই সরল এবং তাঁহার জ্ঞাতি বর্ণ বলিয়াই গণ্য হন সুতরাং অপর তিন বর্ণ সেই ব্রাহ্মণেরই সন্তান। ঋক্, যজুঃ ও সামবেদ যেমন একমাত্র অকার হইতে আবির্ভূত হইয়াছিল সেইরূপ একমাত্র ব্রাহ্মণ হইতেই অপর তিন বর্ণ আবির্ভূত হইয়াছে। অতএব ব্রাহ্মণই অপর তিন বর্ণের উৎপাদক ॥ ৪৭

রাজশ্রেষ্ঠ! প্রাচীন অভিজ্ঞ লোকেরা এই বিষয়ে বনবাসী যজ্ঞাভিলাষী মুনিগণের যজ্ঞ-সম্বন্ধীয় স্তুতিমূলক শ্লোকগুলির উল্লেখ করিয়া থাকেন ॥ ৪৮

সূর্য্য উদিত হইলে, কিংবা তাঁহার অনুদিত অবস্থায় শ্রদ্ধাশীল ও জিতেন্দ্রিয় লোকসকল যে হোম করিয়া থাকেন, শ্রদ্ধাই তাহার প্রধান কারণ ॥ ৪৯

সেই হোতাদের যে হোমের দেবতা বায়ু, সেই স্কন্নামক হোমই ষোড়শ প্রকার হোমের মধ্যে প্রথম এবং যে হোমের

তানি যঃ সম্প্রজানাতি জ্ঞাননিশ্চয়নিশ্চিতঃ
দ্বিজাতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতঃ স যষ্টুং পুরুষোঽর্হতি ॥ ৫১
স্তেনো বা যদি বা পাপো যদি বা পাপকৃত্তমঃ।
যষ্টুমিচ্ছতি যজ্ঞং যঃ সাধুমেব বদন্তি তম্ ॥ ৫২
ঋষয়স্তং প্রশংসন্তি সাধু চৈতদসংশয়ম্।
সর্বথা সর্বদা বর্ণৈর্যষ্টব্যমিতি নির্ণয়ঃ ॥ ৫৩

দেবতা বাধ্য নহেন, একপ যে স্বল্পনামক হোম, উহা অন্তিম বা সর্বোৎকৃষ্ট রৌদ্রাদি বহুপ্রকার যজ্ঞও আছে, যাহারা নানাবিধ ফলপ্রদান করে ॥ ৫০

যিনি এই ষোড়শপ্রকার যজ্ঞ জানেন, তিনি যজ্ঞ বিষয়ে অসন্দিগ্ধজ্ঞানশালী হন, সেই শ্রদ্ধাশীল দ্বিজাতিব্যক্তিই যজ্ঞ করিতে পারেন ॥ ৫২

চোরই হউক, অল্প পাপীই হউক, কিংবা গুরুতর পাপীই হউক, যে মানুষ যজ্ঞ করিবার ইচ্ছা করে, তাহাকে সকলে সাধুই বলে ॥ ৫১

ন হি যজ্ঞসমং কিঞ্চিৎ ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে।
তস্মাদ্ যষ্টব্যমিত্যাহুঃ পুরুষেণানসূয়তা।
শ্রদ্ধাপবিত্রমাশ্রিত্য যথাশক্তি যথেচ্ছয়া ॥ ৫৪
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি বর্ণাশ্রমধর্মকথনে
ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬০

ঋষিরাও তাহার প্রশংসা করেন। কেন না, একার্য্য যে ভাল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অতএব ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চারিবর্ণই সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারে যজ্ঞ করিবেন, ইহা ধর্ম্ম-শাস্ত্রের নির্ণয় ॥ ৫৩

এই ত্রিভুবনে যজ্ঞের তুল্য ফলজনক কোন কর্ম্মই নাই। অতএব জ্ঞানীরা বলেন—মানুষ অসূয়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রদ্ধা ও পবিত্রভাব অবলম্বন করিয়া শক্তি ও ইচ্ছা অনুসারে যজ্ঞ করিবে ॥ ৫৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসন পর্ব্বে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মবিষয়ক ষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[আশ্রমধর্ম-বর্ণনম্]

ভীষ্ম উবাচ।

আশ্রমাণাং মহাবাহো শৃণু সত্যপরাক্রম।
চতুর্ণামপি নামানি কর্মাণি চ যুধিষ্ঠির ॥ ১
বানপ্রস্থং ভৈক্ষ্যচর্য্যাং গার্হস্থ্যঞ্চ মহাশ্রমম্।
ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমং প্রাহুশ্চতুর্থং ব্রাহ্মণৈর্বৃতম্ ॥ ২
জটাধারণসংস্কারং দ্বিজাতিত্বমবাপ্য চ।
আধানাদীনি কর্মাণি প্রাপ্য বেদমধীত্য চ ॥ ৩
সদারো বাপাদারো বা আত্মবান্ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
বানপ্রস্থাশ্রমং গচ্ছেৎ কৃতকৃত্যো গৃহাশ্রমাৎ ॥ ৪
তত্রারণ্যকশাস্ত্রাণি সমধীত্য স ধর্মবিৎ।
ঊর্ধ্বরেতাঃ প্রব্রজিত্বা গচ্ছত্যক্ষরসাম্যতাম্ ॥ ৫
এতান্যেব নিমিত্তানি মুনীনামূর্ধ্বরেতসাম্।
কর্তব্যানীহ বিপ্রেণ রাজন্নাদৌ বিপশ্চিতা ॥ ৬
চরিতব্রহ্মচর্য্যস্য ব্রাহ্মণস্য বিশাম্পতে
ভৈক্ষচর্য্যাস্বধীকারঃ প্রশস্ত ইহ মোক্ষিণঃ ॥ ৭
যত্রাস্তমিতশায়ী স্যাদ্গ্নিরাশীরনিকেতনঃ।
যথোপলব্ধজীবী স্যান্মুনির্দান্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৮

একষষ্টিতম অধ্যায়।

(আশ্রমধর্ম্মবর্ণন।)

ভীষ্ম বলিলেন,—মহাবাহু সত্যপরাক্রম যুধিষ্ঠির! এখন তুমি চারিটি আশ্রমেরই নাম এবং কর্ম্মসকল শ্রবণ কর ॥ ১

বানপ্রস্থ, ভৈক্ষ্যচর্য্য (সন্ন্যাস), মহাশ্রম গার্হস্থ্য, ব্রহ্মচর্য্য ও প্রব্রজ্যা,—এই চারিটী আশ্রমের নাম। ব্রাহ্মণেরা কেবল চতুর্থ আশ্রম সন্ন্যাস অবলম্বন করেন ॥ ২

উপনয়ন সংস্কার, জটাধারণ, অগ্নিগ্রহণ ও বেদাধ্যয়ন করিয়া, ক্রমে গৃহস্থ প্রশস্তচিত্ত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া কৃতকৃত্য অবস্থায় ভার্য্যাকে গৃহে রাখিয়া কিম্বা ভার্য্যার সহিত মিলিত ভাবে সেই গার্হস্থ্যাশ্রম হইতে বানপ্রস্থাশ্রমে গমন করিবে ॥ ৩-৪

সেই ধর্ম্মজ্ঞ মানুষ এই বানপ্রস্থাশ্রমে থাকিয়া অধ্যাত্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ঊর্দ্ধরেতা হইয়া ক্রমে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করত নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করেন ॥ ৫

রাজন্! জ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণ ঊর্দ্ধরেতা মুনিগণের আচরিত এই সকল উপায়ই প্রথমে অবলম্বন করিবেন ॥ ৬

নরনাথ! মোক্ষার্থী ব্রাহ্মণের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের পরই প্রব্রজ্যাশ্রমের (সন্ন্যাসাশ্রমের) উত্তম অধিকার হইয়া থাকে ॥ ৭

যুধিষ্ঠির! সেই ব্রাহ্মণ বিচরণ করিবার সময়ে যেখানে

নিরাশীঃ স্যাৎ সর্বসমো নির্ভোগো নির্বিকারবান্
বিপ্রঃ ক্ষেমাশ্রমং প্রাপ্তো গচ্ছত্যক্ষরসাত্মতাম্ ॥ ৯
অধীত্য বেদান্ কৃতসর্বকৃত্যঃ
সন্তানমুৎপাদ্য সুখানি ভুক্ত্বা।
সমাহিতঃ প্রচরেদ্ দুশ্চরং যো
গার্হস্থ্যধর্মং মুনিধর্মজুষ্টম্ ॥ ১০
স্বদারতুষ্টস্ত্বৃতুকালগামী
নিয়োগসেবী ন শঠো ন জিহ্মঃ
মিতাশনো দেবরতঃ কৃতজ্ঞঃ
সত্যো মৃদুশ্চানৃশংসঃ ক্ষমাবান্ ॥ ১১
দান্তো বিধেয়ো হব্যকব্যেঽপ্রমত্তো
হ্যন্নস্য দাতা সততং দ্বিজেভ্যঃ
অমৎসরী সর্বলিঙ্গপ্রদাতা
বৈতাননিত্যশ্চ গৃহাশ্রমী স্যাৎ ॥ ১২

সূর্য অস্ত গমন করিবেন, সেই স্থানেই তিনি রাত্রি যাপন করিবেন; তিনি কোন বস্তুরই প্রত্যাশা করিবেন না; তাঁহার নির্দিষ্ট কোন গৃহ থাকিবে না; তিনি যাহা পাইবেন, তাহা ভক্ষণ করিয়াই জীবন ধারণ করিবেন, মৌনী হইবেন, মনকে সংযত রাখিবেন এবং বহিরিন্দ্রিয়গুলিকেও দমন করিবেন ॥ ৮

ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিয়া কোন বস্তুরই আকাঙ্ক্ষা করিবেন না এবং সর্বত্র সমদর্শী, ভোগশূন্য ও নির্বিকার হইবেন, এমন হইলে তিনি নির্বাণ মুক্তি লাভ করিতে পারেন ॥ ৯

যিনি বেদাধ্যয়ন, সাংসারিক সমস্ত কার্য, সন্তান উৎপাদন ও সুখ ভোগ করিয়া, ধর্মানুষ্ঠানে একাগ্রচিত্ত থাকিয়া, মুনিগণ-সেবিত দুষ্কর গৃহস্থ-ধর্ম আচরণ করিবার ইচ্ছা করেন; তিনি কেবল আপন ভার্যাসম্ভোগেই সন্তুষ্ট থাকিবেন; ঋতুকালেই সেই ভার্যা গমন করিবেন, গুরুর আদেশ পালন করিবেন, শঠ বা কুটিলস্বভাব হইবেন না, পরিমিত আহার করিবেন, দেব-সেবায় নিরত থাকিবেন, সকলের নিকটেই কৃতজ্ঞ রহিবেন, সত্যবাদী, কোমলস্বভাব, অনৃশংস, ক্ষমাশীল, জিতেন্দ্রিয়, শিষ্টজনের আজ্ঞানুবর্তী, দেবদ্রব্য ও পিতৃদ্রব্য প্রস্তুত করিবার বিষয়ে সাবধান, সর্বদা ব্রাহ্মণগণকে অন্নদানকারী, বিদ্বেষশূন্য এবং সর্বপ্রকার বেশধারিদিগকেই তাহাদের অভীষ্ট বস্তু প্রদাতা

অথাত্র নারায়ণগীতমাহু-
র্মহর্ষয়স্তাত মহানুভাবাঃ
মহার্থমত্যন্ততপঃপ্রযুক্তং
তত্তুচ্যমানং হি ময়া নিবোধ ॥ ১৩
সত্যার্জবং চাতিথিপূজনঞ্চ
ধর্মস্তথার্থশ্চ রতিঃ স্বদারৈঃ।
নিসেবিতব্যানি সুখানি লোকে
হ্যস্মিন্ পরে চৈব মতং মমৈতৎ ॥ ১৪
ভরণং পুত্র-দারাণাং বেদানাং ধারণং তথা।
বসন্তামাশ্রমং শ্রেষ্ঠং বদন্তি পরমর্ষয়ঃ ॥ ১৫
এবং হি যো ব্রাহ্মণো যজ্ঞশীলো
গার্হস্থ্যমধ্যাবসতে যথাবৎ।
গৃহস্থবৃত্তিং প্রবিশোধ্য সম্যক্
স্বর্গে বিশুদ্ধং ফলমাপ্নুতে সঃ ॥ ১৬
তস্য দেহপরিত্যাগাদিষ্টাঃ কামাক্ষয়া মতাঃ
আনন্ত্যায়োপতিষ্ঠন্তি সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখাঃ ॥ ১৭

হইবেন এবং প্রত্যহ বেদোক্ত হোম করিবেন। এমন হইলেই তিনি প্রশস্ত গৃহস্থ হইতে পারিবেন।

বৎস যুধিষ্ঠির! পূর্ব-কালে ভগবান্ নারায়ণ স্বয়ং এই বিষয়ে যাহা বলিয়াছিলেন, মহাপ্রভাবশালী মহর্ষিরা বর্তমান সময়ে তাহার উল্লেখ করিয়া থাকেন। সেই বাক্যের অর্থ অত্যন্ত প্রশস্ত এবং গুরুতর তপস্যার ফলস্বরূপ। তাহাই আমি বলিতেছি তুমি শ্রবণ কর ॥ ১৩

গৃহস্থ ইহলোকে সত্য, সরলতা, অতিথিসেবা, ধর্ম, অর্থ এবং আপন ভার্যার সহিত সম্ভোগ সুখভোগ করিবে। তাহা হইলে পরলোকেও সেই গৃহস্থ যথেষ্ট সুখভোগ করিতে পারে ইহা আমার মত ॥ ১৪

মহর্ষিরা বলেন—মানুষ শ্রেষ্ঠ গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া প্রধান ভাবে পুত্র-কলত্রদিগের ভরণ পোষণ এবং বেদের অনুশীলন করিবে ॥ ১৫

যজ্ঞপরায়ণ যে ব্রাহ্মণ এই ভাবে যথাবিধিমে গৃহস্থের ব্যবহার পালন করিতে থাকিয়া গৃহস্থাশ্রমে বাস করেন তিনি স্বর্গেও তাহার নির্মল ফল লাভ করেন ॥ ১৬

দেহত্যাগের পর সেই গৃহস্থের অভীষ্ট বস্তুসকল, অক্ষয় হইয়া উপস্থিত হইতে থাকে এবং অনন্ত সুখ ভোগের জন্য সকল সময়ই তাহার যথেষ্ট নয়ন, মস্তক ও মুখ আবির্ভূত হয় ॥ ১৭

স্মরন্নেকো জপন্নেকঃ সর্বানেকো যুধিষ্ঠির ।
একস্মিন্নেব চাচার্য্যে শুশ্রূষুর্মলপঙ্কবান্ ॥ ১৮
ব্রহ্মচারী ব্রতী নিত্যং নিত্যং দীক্ষাপরো বশী ।
পরিচার্য্য তথা বেদং কৃত্যং কুর্বন্ বসেৎ সদা ॥ ১৯
শুশ্রূষাং সততং কুর্বন্ গুরোঃ সম্প্রণমেত চ ।
ষট্‌কর্মসু নিবৃত্তশ্চ ন প্রবৃত্তশ্চ সর্বশঃ ॥ ২০

যুধিষ্ঠির ! ব্রহ্মচারী সর্ব্বদাই একাকী থাকিয়া অধীত বেদের চিন্তা, ইষ্টমন্ত্র জপ, স্নান ভোজনাদি সমস্ত কার্য্য এবং মল-কর্দ্দম সংসৃষ্ট থাকিয়াও একমাত্র গুরুর শুশ্রূষা করিবেন এবং সর্ব্বদা ব্রতপরায়ণ, নূতন নূতন বৈধকার্য্যে প্রবৃত্ত ও জিতেন্দ্রিয় হইবেন, আর বেদ পর্য্যালোচনা করিয়া তদুক্ত কার্য্য করিতে থাকিয়া বাস করিবেন ॥ ১৮-১৯

ন চরত্যধিকারেণ সেবেত দ্বিষতো ন চ ।
এষোঽঽশ্রমপদস্তাত ব্রহ্মচারিণ ইষ্যতে ॥ ২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি চতুরাশ্রমধর্মকথনে একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬১

আর ব্রহ্মচারী সর্ব্বদাই গুরুর শুশ্রূষা করিতে থাকিয়া তাঁহার নিকট অবনত থাকিবেন। যজন প্রভৃতি ষট্‌কর্ম্ম করিবেন না এবং সর্ব্বপ্রকার ব্যসনে প্রবৃত্ত হইবেন না ; ক্ষমতা থাকিলেও পর্য্যটন করিবেন না ; বিদ্বেষীর সংস্রবে যাইবেন না। বৎস যুধিষ্ঠির ! এইরূপই ব্রহ্মচারীর আশ্রম মুনিগণের অভিপ্রেত ॥ ২০-২১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে চতুরাশ্রম-ধর্ম্মবিষয়ক একষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ।

[ব্রাহ্মণধর্ম্মস্য কর্ত্তব্যপালনস্য চ মহত্ত্ববর্ণনম্ ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

শিবান্ সুখান্ মহোদর্কানহিংস্রাল্লোকসম্মতান্ ।
ব্রূহি ধর্মান্ সুখোপায়ান্ মদ্বিধানাং সুখাবহান্ ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ ।

ব্রাহ্মণস্য তু চত্বারস্ত্বাশ্রমা বিহিতাঃ প্রভো ।
বর্ণাস্তান্ নানুবর্তন্তে ত্রয়ো ভারতসত্তম ॥ ২
উক্তানি কর্মাণি বহূনি রাজন্
স্বর্গ্যাণি রাজন্যপরায়ণানি ।
নেমানি দৃষ্টান্তবিধৌ স্মৃতানি
ক্ষাত্রে হি সর্বং বিহিতং যথাবৎ ॥ ৩
ক্ষাত্রাণি বৈশ্যানি চ সেবমানঃ
শৌদ্রাণি কর্মাণি চ ব্রাহ্মণঃ সন্
অস্মিল্লোকে নিন্দিতো মন্দচেতাঃ
পরে চ লোকে নিরয়ং প্রয়াতি ॥ ৪
যা সংজ্ঞা বিহিতা লোকে দাসে শুনি বৃকে পশৌ ।
বিকর্ম্মণি স্থিতে বিপ্রে সৈব সংজ্ঞা চ পাণ্ডব ॥ ৫

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় ।

(ব্রাহ্মণধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যপালনের মহত্ত্ববর্ণন ।)

যুধিষ্ঠির বলিলেন—'পিতামহ ! যে সকল ধর্ম্ম হইতে মাদৃশ লোকদিগের ইহলোক ও পরলোকে সুখ, মঙ্গল ও ভবিষ্যতে অভ্যুদয়কারী হয় ; সেই সকল লোকপ্রিয়, সুখসাধ্য ও হিংসারহিত ধর্ম্ম আমার নিকট বলুন ॥ ১

ভীষ্ম বলিলেন - ভরতশ্রেষ্ঠ প্রভো ! ব্রাহ্মণের পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি চারিটী আশ্রমই বিহিত আছে ; কিন্তু ক্ষত্রিয় প্রভৃতি অপর তিন বর্ণ সে সমস্ত আশ্রমের অনুসরণ করেন না ॥ ২

রাজন্ ! ক্ষত্রিয়ের সম্বন্ধে শাস্ত্রে স্বর্গজনক হিংসাপ্রধান বহুতর কর্ম্মই উক্ত আছে ; কিন্তু সেগুলি ব্রাহ্মণ-কর্ম্মে দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। কিন্তু ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মে যথাযথভাবে হিংসা ও অহিংসা এই উভয়রূপ কর্ম্মই বিহিত আছে ॥ ৩

যিনি ব্রাহ্মণ হইয়াও মন্দবুদ্ধিবশতঃ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য কিম্বা শূদ্রের কর্ম্ম করেন ; তিনি ইহলোকে নিন্দার পাত্র হন এবং পরলোকে নরকে গমন করেন ॥ ৪

পাণ্ডুনন্দন ! জগতে শূদ্র, কুক্কুর, ব্যাঘ্র কিংবা সাধারণ পশুর উপরেই মানুষ যেমন ঘৃণা সূচনা করে ; সেইরূপ বিরুদ্ধ কর্ম্মকারী ব্রাহ্মণের উপরেও ঘৃণা সূচনা করিয়া থাকে ॥ ৫

ষট্‌কর্মসম্প্রবৃত্তস্য আশ্রমেষু চতুর্ষ্বপি।
সর্বধর্মোপপন্নস্য সংবৃতস্য কৃতাত্মনঃ ॥ ৬

ব্রাহ্মণস্য বিশুদ্ধস্য তপস্যভিরতস্য চ।
নিরাশিষো বদান্যস্য লোকা হ্যক্ষরসম্মিতাঃ ॥ ৭

যো যস্মিন্ কুরুতে কর্ম যাদৃশং যেন যত্র চ।
তাদৃশং তাদৃশেনৈব স গুণং প্রতিপদ্যতে ॥ ৮

বৃদ্ধ্যা কৃষিবণিক্‌ত্বেন জীবসঞ্জীবনেন চ।
বেত্তুমর্হসি রাজেন্দ্র স্বাধ্যায়গণিতং মহৎ ॥ ৯

কালসঙ্খ্যোদিতো লোকঃ কালপর্য্যায়নিশ্চিতঃ।
উত্তমাধমমধ্যানি কর্মাণি কুরুতেঽবশঃ ॥ ১০

অস্তবন্তি প্রধানানি পুরা শ্রেয়স্করাণি চ।
স্বকর্মনিরতো লোকে হ্যক্ষরঃ সর্বতোমুখঃ ॥ ১১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি বর্ণাশ্রমধর্মকথনে দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬২

যে ব্রাহ্মণ চারিটি আশ্রমেই যজন যাজন প্রভৃতি ছয়টি কার্য্যেই প্রবৃত্ত থাকেন, সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মকার্য্য করেন, লোভশূন্য ও সংযত চিত্ত হন, পবিত্রচিত্ত ও তপস্যায় ব্যাপৃত থাকেন, কোন বস্তুরই আকাঙ্ক্ষা করেন না এবং দানশীল হন; সেই ব্রাহ্মণের স্বর্গসুখভোগ অতিদীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়া থাকে। ৬-৭

যে মানুষ পূর্ব্বজন্মে যে বয়সে, যেভাবে এবং যে দেশে ও যে কালে যেমন কর্ম্ম করিয়াছিল; সেই মানুষ ইহ জন্মেও সেই ভাবে এবং সেই দেশে ও সেই কালে তেমন ফল পাইয়া থাকে। ৮

রাজশ্রেষ্ঠ! ক্ষত্রিয়ের প্রজাপালন এবং বৈশ্যের কুসীদ (সুদ লওয়া), কৃষি ও বাণিজ্যের তুল্যই ব্রাহ্মণের বেদাভ্যাসকে প্রধান কর্ম্ম বলিয়া জানিবে। ৯

মানুষ পূর্ব্বজন্মকৃত পুণ্য ও পাপে প্রেরিত হইয়া ইহজন্মেও সেই বয়সেই অবশভাবে উত্তম, মধ্যম ও অধম কর্ম্ম করিয়া থাকে। ১০

সৎকর্ম্ম ও অসৎকর্ম্ম উভয়ই যথাক্রমে মঙ্গল ও অমঙ্গল উৎপাদন করিয়া ক্রমে বিনষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু মানুষ যথার্থ আপন কর্ম্মে (স্ব স্ব বর্ণোচিত কর্ত্তব্য কর্ম্মে) নিরত থাকিয়া ব্রহ্মে লীন হইয়া সর্ব্বব্যাপী হয়। ১১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্বে বর্ণাশ্রমধর্মকথনবিষয়ক দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

বর্ণাশ্রমধর্ম্মবর্ণনম্, রাজধর্ম্মশ্রেষ্ঠতায়াঃ প্রতিপাদনঞ্চ।

ভীষ্ম উবাচ

জ্যাকর্ষণং শক্রনিবর্হণঞ্চ
কৃষির্বণিজ্যা পশুপালনঞ্চ
শুশ্রূষণং চাপি তথার্থহেতো-
রকার্য্যমেতৎ পরমং দ্বিজস্য ॥ ১

সেবাং তু ব্রহ্ম ষট্‌কর্ম্ম গৃহস্থেন মনীষিণা।
কৃতকৃত্যস্য চারণ্যো বাসো বিপ্রস্য শস্যতে ॥ ২

রাজপ্রেষ্যং কৃষিধনং জীবনঞ্চ বণিক্‌পথা।
কৌটিল্যং কৌলটেয়ঞ্চ কুসীদঞ্চ বিবর্জয়েৎ ॥ ৩

শূদ্রো রাজন্ ভবতি ব্রহ্মবন্ধু-
র্দুশ্চারিত্রো যশ্চ ধর্ম্মাদপেতঃ।
বৃষলীপতিঃ পিশুনো নর্ত্তনশ্চ
রাজপ্রেষ্যো যশ্চ ভবেদ্ বিকর্ম্মা ॥ ৪

জপন্ বেদানজপংশ্চাপি রাজন্
সমঃ শূদ্রৈরাসবচ্চাপি ভোজ্যঃ।
এতে সর্বে শূদ্রসমা ভবন্তি
রাজন্নেতান্ বর্জয়েদ্ দেবকৃত্যে ॥ ৫

নির্ম্মর্য্যাদে চাশুচৌ ক্রূরবৃত্তৌ
হিংসাত্মকে ত্যক্তধর্ম্মব্রতে।
হব্যং কব্যং যানি চান্যানি রাজন্
দেয়ান্যদেয়ানি ভবন্তি চাস্মৈ ॥ ৬

তস্মাদ্ ধর্ম্মো বিহিতো ব্রাহ্মণস্য
দমঃ শৌচমার্জ্জবং চাপি রাজন্।
তথা বিপ্রস্যাশ্রমাঃ সর্ব এব
পুরা রাজন্ ব্রাহ্মণা বৈ নিসৃষ্টাঃ ॥ ৭

যঃ স্যাদ্ দান্তঃ সোমপশ্চার্য্যশীলঃ
সানুক্রোশঃ সর্বসহো নিরাশীঃ।
ঋজুর্মৃদুরনৃশংসঃ ক্ষমাবান্
স বৈ বিপ্রো নেতরঃ পাপকর্ম্মা ॥ ৮

শূদ্রং বৈশ্যং রাজপুত্রঞ্চ রাজ-
ন্নেকাঃ সর্বে সংশ্রিতা ধর্ম্মকামাঃ।
তস্মাদ্ বর্ণাদ্ শান্তিধর্ম্মেষসক্তান্
মত্বা বিষ্ণুর্নেচ্ছতি পাণ্ডুপুত্র ॥ ৯

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

[বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বর্ণন এবং রাজধর্ম্মশ্রেষ্ঠতার প্রতিপাদন]

ক্ষত্রিয়োচিত ধনুর গুণাকর্ষণ ও শত্রুদমন, বৈশ্যোচিত কৃষি, বাণিজ্য ও পশুপালন এবং অর্থ উপার্জ্জনের জন্য শূদ্রোচিত পরসেবা এইগুলি ব্রাহ্মণের পক্ষে অত্যন্ত অকার্য্য ॥ ১

কিন্তু জ্ঞানী গৃহস্থ ব্রাহ্মণ বেদাভ্যাস ও যজনাদি ষট্ কর্ম্ম করিবেন। এইভাবে গৃহস্থ কার্য্য শেষ করার পরে তাঁহার বানপ্রস্থাশ্রমই প্রশস্ত ॥ ২

গৃহস্থ ব্রাহ্মণ রাজার দাসত্ব, কৃষিকার্য্য দ্বারা ধন উপার্জ্জন, বাণিজ্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ, কুটিলতা করা এবং ব্যভিচারিণীর সংসর্গ পরিত্যাগ করিবেন। ৩

রাজন্! যে ব্রাহ্মণ অযাজ্য যাজনহেতু নিকৃষ্ট, দুশ্চরিত্র, স্বধর্ম্মভ্রষ্ট শূদ্র কন্যার পাণিগ্রহণকারী, খলস্বভাব নৃত্যজীবী, গ্রামের ভৃত্য এবং বিরুদ্ধ কর্ম্মচারী হন, সেই ব্রাহ্মণ শূদ্র তুল্যই হইয়া থাকেন ॥ ৪

রাজন্! শূদ্রতুল্য ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা বেদপাঠ করুন বা নাই করুন, তাঁহাকে শূদ্রেরই তুল্য ভিন্ন পঙ্‌ক্তিতে ভোজন করাইবে। এই সকল (পূর্ব্বোক্ত) ব্রাহ্মণ শূদ্রতুল্যই হইয়া থাকেন। অতএব রাজন্! ইহাদিগকে দেবকার্য্যে বর্জ্জন করিবে ॥ ৫

রাজন্! আত্মসম্মান-শূন্য, অপবিত্র, নিষ্ঠুর ব্যবহার, হিংস্র স্বভাব এবং ধর্ম্ম ও নিজ বৃত্তিভোগী এই ব্রাহ্মণকে হব্য কিম্বা অন্যান্য দ্রব্য দান করিলেও তাহা অদানেরই তুল্য হইয়া থাকে ॥ ৬

রাজন্! অতএব ইন্দ্রিয়দমন পবিত্রতা ও সরলতা এই সকল ধর্ম্মই ব্রাহ্মণের বিহিত হইয়াছে। রাজন্! আর পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা ব্রাহ্মণের পক্ষে সমস্ত আশ্রমই বিধান করিয়াছেন ॥ ৭

যিনি জিতেন্দ্রিয়, সোমপায়ী, সৎস্বভাব, দয়ালু, সহিষ্ণু, নিস্পৃহ, সরলস্বভাব, কোমলপ্রকৃতি, নিষ্ঠুরতাশূন্য এবং ক্ষমাশীল, তিনিই ব্রাহ্মণ কিন্তু পাপকর্ম্মা অন্য ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণই নহে ॥ ৮

পাণ্ডুনন্দন! রাজন্! জগতের সকল লোকই ধর্ম্মোপার্জ্জন করিবার জন্য তাহাতে সাহায্য লাভের ইচ্ছায় ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও

লোকে চেদঃ সর্বলোকস্য ন স্যা-
চ্চাতুর্বর্ণ্যং বেদবেদাশ্চ ন স্যুঃ।
সর্বাশ্চেজ্যাঃ সর্বলোকক্রিয়াশ্চ
সদ্যঃ সর্বে চাশ্রমস্থা ন বৈ স্যুঃ ॥ ১০
যশ্চ ত্রয়াণাং বর্ণানামিচ্ছেদাশ্রমসেবনম্
চাতুরাশ্রম্যদৃষ্টাংশ্চ ধর্মাংস্তান্ শৃণু পাণ্ডব ॥ ১১
শুশ্রূষাকৃতকার্যস্য কৃতসন্তানকর্মণঃ।
অভ্যনুজ্ঞাতরাজস্য শূদ্রস্য জগতীপতে ॥ ১২
অল্পান্তরগতস্যাপি দশধর্মগতস্য বা।
আশ্রমা বিহিতাঃ সর্বে বর্জয়িত্বা নিরাশিষম্ ॥ ১৩
ভৈক্ষ্যচর্য্যাং ততঃ প্রাহুস্তস্য তদ্ধর্মচারিণঃ।
তথা বৈশ্যস্য রাজেন্দ্র রাজপুত্রস্য চৈব হি ॥ ১৪
কৃত্যকৃত্যো বয়োঽতীতো রাজ্ঞঃ কৃতপরিশ্রমঃ।
বৈশ্যো গচ্ছেদনুজ্ঞাতো নৃপেণাশ্রমসংশ্রয়ম্ ॥ ১৫
বেদানধীত্য ধর্মেণ রাজশাস্ত্রাণি চানঘ
সন্তানাদীনি কর্মাণি কৃত্বা সোমং নিষেব্য চ ॥ ১৬
পালয়িত্বা প্রজাঃ সর্বা ধর্মেণ বদতাং বর
রাজসূয়াশ্বমেধাদীন্ মখানন্যাংস্তথৈব চ ॥ ১৭
আনয়িত্বা যথাপাঠং বিপ্রেভ্যো দত্তদক্ষিণঃ।
সংগ্রামে বিজয়ং প্রাপ্য তথাল্পং যদি বা বহু ॥ ১৮
স্থাপয়িত্বা প্রজাপালং পুত্রং রাজ্যে চ পাণ্ডব।
অন্যগোত্রং প্রশস্তং বা ক্ষত্রিয়ং ক্ষত্রিয়র্ষভ ॥ ১৯
অর্চয়িত্বা পিতৄন্ সম্যক্ পিতৃযজ্ঞৈর্যথাবিধি।
দেবান্ যজ্ঞৈর্ঋষীন্ বেদৈরর্চয়িত্বা তু যত্নতঃ ॥ ১০
অন্তকালে চ সম্প্রাপ্তে য ইচ্ছেদাশ্রমান্তরম্
সোঽনুপূর্ব্যাশ্রমান্ রাজন্ গত্বা সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২১
রাজন্নিত্যেন রাজেন্দ্র ভৈক্ষ্যচর্য্যাং ন সেবয়া
অপেতগৃহধর্মোঽপি চরেজ্জীবিতকাম্যয়া ॥ ২২
ন চৈতন্নৈষ্টিকং কর্ম ত্রয়াণাং ভূরিদক্ষিণ
চতুর্ণাং রাজশার্দূল প্রাহুরাশ্রমবাসিনাম্ ॥ ২৩

শূদ্রকে করিয়া আশ্রয় থাকে। অতএব যে সকলবর্ণই পরের সাহায্য ব্যতিরেকে মোক্ষধর্মে অসমর্থ, ভগবান্ বিষ্ণু তাহাদিগকে ধর্মে প্রবর্ত্তিত করিতে ইচ্ছা করেন না। ৯

সুতরাং বিষ্ণুর ইচ্ছা না থাকিলে, জগতে সমস্ত লোকের (ধর্মভাববশতঃ) সুখ হইতে পারে না, চারিবর্ণের ব্যবস্থা থাকে না; বেদব্যাসকলও থাকিতে পারে না এবং সমস্ত যাগ, সমস্ত ধর্মকার্য্য এবং সকলেই ভিন্ন ভিন্ন আশ্রমে অধিষ্ঠিত হইতে পারে না, (অতএব বিষ্ণুর ইচ্ছা জন্মাইবার জন্য তাঁহার আরাধনা করা কর্ত্তব্য)॥ ১০

পাণ্ডুনন্দন! যে ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্রের আশ্রম ধর্ম পালন করার ইচ্ছা করেন; তাঁহার শাসনাধীন চারিটি আশ্রমের সেই সকল ধর্ম শ্রবণ কর॥ ১১

রাজন্! যে শূদ্র ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের সেবা ও পুত্রোৎপাদন করিয়াছে, শৌচ ও আচারে প্রায় বৈশ্যের তুল্য হইয়াছে এবং দেশীয় সমস্ত আচার পালন করিয়াছে; এখন গুরুমুখ হইতে আত্মতত্ত্ব শুনিতে ইচ্ছা করে, রাজার অনুমতিক্রমে সেই শূদ্রের পক্ষেও একমাত্র সন্ন্যাস ব্যতীত সমস্ত আশ্রমই বিহিত আছে॥ ১২-১৩

রাজশ্রেষ্ঠ! উক্ত ধর্মচারী শূদ্রের পক্ষে সন্ন্যাস ব্যতিরেকে কেবল প্রব্রজ্যা; আর বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সন্ন্যাসপূর্বক প্রব্রজ্যা হইতে পারে ইহা মুনিরা বলেন॥ ১৪

বৈশ্য প্রথমে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম ধর্মানুষ্ঠানের পর গৃহস্থাশ্রমে কৃষি ও বাণিজ্যাদি কার্য্যে পরিশ্রম করিয়া কৃতকার্য্য হইয়া পঞ্চাশদ্বর্ষ বয়সের পর রাজার অনুমতিক্রমে ক্ষত্রিয়োচিত আশ্রম অবলম্বন করিবে॥ ১৫

নিষ্পাপ বাগ্মিশ্রেষ্ঠ! ক্ষত্রিয়প্রধান যুধিষ্ঠির! বেদ ও রাজনীতি অধ্যয়ন, ধর্মশাস্ত্র অনুসারে সন্তানোৎপাদন, যজ্ঞে সোমপান, ধর্মানুসারে সমস্ত প্রজাপালন, যথানিয়মে রাজসূয়, অশ্বমেধ ও অন্যান্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান, ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণাদান, যুদ্ধে জয়লাভ, অল্প বা বহুধন সংগ্রহ, রাজ্যে আপন পুত্রকে কিংবা অন্য প্রশস্ত ক্ষত্রিয়কে স্থাপন, যথাবিধানে শ্রাদ্ধদ্বারা পিতৃগণের সন্তোষ এবং যত্নক্রমে যজ্ঞ দ্বারা দেবগণের ও বেদাধ্যয়ন দ্বারা ঋষিগণের সন্তোষ বিধান করিয়া অন্তকাল উপস্থিত হইলে, যে ক্ষত্রিয় অন্য আশ্রমে যাইতে ইচ্ছা করেন তিনি যথাকালে অন্যান্য আশ্রমে যাইয়া সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন॥ ১৬-২১

রাজশ্রেষ্ঠ! ক্ষত্রিয় গৃহস্থাশ্রম হইতে নির্গত হইয়াও জীবন রক্ষার জন্যই নিজের নিজের রাজসিক নিয়মে ভিক্ষাচরণ করিবেন কিন্তু ব্রহ্মচারীর ন্যায় গুরুসেবার উদ্দেশ্যে নহে॥ ২২

প্রচুর দক্ষিণাদাতা রাজশ্রেষ্ঠ! এই ভিক্ষা করাটি প্রথম তিনটি আশ্রমে নিত্য (অবশ্য কর্ত্তব্য) নহে; কিন্তু প্রব্রজ্যাশ্রমে চারি বর্ণেরই নিত্য॥ ২৩

বাহ্বায়ত্তং ক্ষত্রিয়ৈর্মানবানাং
লোকশ্রেষ্ঠং ধর্ম্মমাসেবমানৈঃ।
সর্বে ধর্ম্মাঃ সোপধর্ম্মাস্ত্রয়াণাং
রাজ্ঞো ধর্ম্মাদিতি বেদাঞ্চ্রুণোমি ॥ ২৪

যথা রাজন্ হস্তিপদে পদানি
সংলীয়ন্তে সর্বসত্ত্বোদ্ভবানি।
এবং ধর্ম্মান্ রাজধর্ম্মেষু সর্বান্
সর্বাবস্থান্ সম্প্রলীনান্ নিবোধ ॥ ২৫

অল্পাশ্রয়ানল্পফলান্ বদন্তি
ধর্ম্মানন্যান্ ধর্ম্মবিদো মনুষ্যাঃ।
মহাশ্রয়ং বহুকল্যাণরূপং
ক্ষাত্রং ধর্ম্মং নেতরং প্রাহুরার্য্যাঃ ॥২৬

সর্বে ধর্ম্মা রাজধর্ম্মপ্রধানাঃ
সর্বে বর্ণাঃ পাল্যমানা ভবন্তি।
সর্বত্যাগো রাজধর্ম্মেষু রাজং-
স্ত্যাগঃ ধর্ম্মং চাহুরগ্র্যং পুরাণম্ ॥ ২৭

মজ্জেৎ ত্রয়ী দণ্ডনীতৌ হতায়াং
সর্বে ধর্ম্মাঃ প্রক্ষয়েয়ুর্বিবৃদ্ধাঃ।
সর্বে ধর্ম্মাশ্চাশ্রমাণাং হতাঃ স্যুঃ
ক্ষাত্রে ত্যক্তে রাজধর্ম্মে পুরাণে ॥ ২৮

সর্বে ত্যাগা রাজধর্ম্মেষু দৃষ্টাঃ
সর্বা দীক্ষা রাজধর্ম্মেষু চোক্তাঃ।
সর্বা বিদ্যা রাজধর্ম্মেষু যুক্তাঃ
সর্বে লোকা রাজধর্ম্মে প্রবিষ্টাঃ ॥ ২৯

যথা জীবাঃ প্রাকৃতৈর্বধ্যমানা
ধর্ম্মশ্রুত্তানামুপপীড়নায়।
এবং ধর্ম্মা রাজধর্ম্মৈর্বিযুক্তাঃ
সংচিন্বন্তো নাদ্রিয়ন্তে স্বধর্ম্মম্ ॥ ৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি বর্ণাশ্রমধর্মকথনে ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৩

রাজন্! বাহুবলের অধীন লোকশ্রেষ্ঠ রাজধর্ম্মের সেবক ক্ষত্রিয়েরা প্রজাগণকে রক্ষা করেন। অতএব উপধর্ম্মের সহিত অন্যান্য সমস্ত ধর্ম্মই রাজধর্ম্ম হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে—ইহা আমি বেদশাস্ত্র হইতে শুনিয়া থাকি। ২৪

রাজন্! অন্যান্য জন্তুগণের পদচিহ্নসকল যেমন এক হস্তিপদচিহ্নে লয় পাইয়া থাকে; তেমন উপধর্ম্মসমূহের সহিত অন্যান্য সমস্ত ধর্ম্মই এই রাজধর্ম্মে লয় পাইয়া থাকে—ইহা অবগত হও।২৫

ধর্ম্মজ্ঞ ও সংস্বভাবসম্পন্ন মনুষ্যেরা বলেন যে, অন্যান্য সকল ধর্ম্মেরই বিষয়ও অল্প, ফলও অল্প; কিন্তু রাজধর্ম্মের বিষয়ও বিশাল, ফলও অনেক। সুতরাং অন্য ধর্ম্ম রাজধর্ম্মের সমান নহে। ২৬

রাজন্! সমস্ত ধর্ম্মের মধ্যে রাজধর্ম্মই প্রধান এবং রাজধর্ম্মের গুণেই সকল বর্ণ রক্ষিত হইয়া আসিতেছে; আর রাজধর্ম্মে সর্ব্বপ্রকার ত্যাগই রহিয়াছে এবং মুনিরা ত্যাগকেই শ্রেষ্ঠ ও প্রাচীন ধর্ম্ম বলেন। ২৭

রাজধর্ম্মের দণ্ডনীতি যদি বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে বেদ বিনষ্ট হইয়া যায় এবং সমাজে প্রচলিত সমস্ত ধর্ম্মই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়; আর ক্ষত্রিয়সম্বন্ধী প্রাচীন রাজধর্ম্ম পরিত্যক্ত হইলে সমস্ত আশ্রমের সকল ধর্ম্মই লোপ পাইয়া যায়। ২৮

সমস্ত ত্যাগই রাজধর্ম্মে রহিয়াছে দেখা যায়, সর্ব্ব প্রকার কার্য্যপ্রবৃত্তিও রাজধর্ম্মে উক্ত আছে, সমস্ত বিদ্যাই রাজধর্ম্মের অন্তর্গত হইয়া রহিয়াছে এবং সমস্ত লোকই রাজধর্ম্মের আশ্রয়ে আছে। ২৯

ব্যাধ যখন পশুপক্ষিগণকে বধ করে, তখন যেমন সেই পশুপক্ষিগণ সেই ব্যাধের ধর্ম্ম ও তৎ-সম্বন্ধী বেদের ক্ষতি করিয়া থাকে, সেইরূপ অন্যান্য ধর্ম্ম যদি রাজধর্ম্মরহিত হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মলিপ্সু লোকেরা দস্যু তস্কর প্রভৃতির উৎপাতবশতঃ আর আদর পূর্ব্বক আপন ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে না পারিয়া জগতের ক্ষতিই করিয়া থাকে। ৩০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে বর্ণাশ্রমবিষয়ক ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[রাজধর্ম্মস্য শ্রেষ্ঠতাবর্ণনম্, অস্মিন্ বিষয়ে ইন্দ্ররূপধারিণো বিষ্ণোর্মান্ধাতুশ্চ সন্দেশকথনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

চাতুরাশ্রম্যধর্ম্মাশ্চ যতিধর্ম্মাশ্চ পাণ্ডব।
লোকবেদোত্তরাশ্চৈব ক্ষাত্রধর্ম্মে সমাহিতাঃ॥ ১

সর্বাণ্যেতানি কর্ম্মাণি ক্ষাত্রে ভরতসত্তম।
নিরাশিষো জীবলোকাঃ ক্ষাত্রধর্ম্মে হ্যবস্থিতে॥ ২

অপ্রত্যক্ষং বহুদ্বারং ধর্ম্মাশ্রমবাসিনাম্।
প্রলপয়ন্তি তদ্‌ভাবমাগমৈরেব শাশ্বতম্॥ ৩

অপরে বচনৈঃ পুণ্যৈর্বাদিনো লোকনিশ্চয়ম্।
অনিশ্চয়জ্ঞা ধর্ম্মাণামদৃষ্টান্তে পরে হতাঃ॥ ৪

প্রত্যক্ষং সুখভূয়িষ্ঠমাত্মসাক্ষিকমচ্ছলম্।
সর্বলোকহিতং ধর্ম্মং ক্ষত্রিয়েষু প্রতিষ্ঠিতম্॥ ৫

ধর্ম্মাশ্রমেঽধ্যবসিনাং ব্রাহ্মণানাং যুধিষ্ঠির।
যথা ত্রয়াণাং বর্ণানাং সংখ্যাতোপশ্রুতিঃ পুরা॥ ৬

রাজধর্ম্মেষনুমতা লোকাঃ সুচরিতৈঃ সহ।
উদাহৃতং তে রাজেন্দ্র যথা বিষ্ণুং মহৌজসম্॥ ৭

সর্বভূতেশ্বরং দেবং প্রভুং নারায়ণং পুরা।
জগ্মুঃ সুবহবঃ শূরা রাজানো দণ্ডনীতয়ে॥ ৮

একৈকমাশ্রমং কর্ম তুলয়িত্বাঽঽশ্রমং পুরা।
রাজানঃ পর্য্যুপাসন্ত দৃষ্টান্তবচনে স্থিতাঃ॥ ৯

সাধ্যা দেবা বসবশ্চাশ্বিনৌ চ
রুদ্রাশ্চ বিশ্বে মরুতাং গণাশ্চ।
সৃষ্টাঃ পুরা স্বাদিদেবেন দেবাঃ
ক্ষাত্রে ধর্ম্মে বর্তয়ন্তে চ সিদ্ধাঃ॥ ১০

অত্র তে বর্তয়িষ্যামি ধর্ম্মমর্থবিনিশ্চয়ম্।
নির্মর্য্যাদে বর্তমানে দানবৈঃ কার্ণবে পুরা॥ ১১

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

[রাজধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতাবর্ণন, এই বিষয়ে ইন্দ্ররূপধারী বিষ্ণু ও মান্ধাতার সংবাদ কথন।]

ভীষ্ম বলিলেন—পাণ্ডুনন্দন! লোকাচার ও বেদবোধিত চারিটি আশ্রমের ধর্ম্ম এবং আজীবন ব্রহ্মচারীর ধর্ম্ম একমাত্র রাজধর্ম্মের মধ্যে নিহিত আছে॥ ১

ভরতশ্রেষ্ঠ! একমাত্র রাজধর্ম্মের মধ্যে এই সকল আশ্রমের কার্য্যগুলিও রহিয়াছে। এই রাজধর্ম্ম একেবারে না থাকিলে, জগতের সমস্ত লোকই মঙ্গললাভে নিরাশ হইয়া যাইত॥ ২

তথাপি আশ্রমবাসিগণের চিরন্তন ধর্ম্ম অনেক উপায়ে নিষ্পন্ন হয়, অথচ তাহা প্রত্যক্ষ হয় না; আস্তিকের শাস্ত্র দ্বারাই সেই ধর্ম্মের অস্তিত্ব নিরূপণ করিয়া থাকেন॥ ৩

অপর আস্তিকেরা বলেন—'ধর্ম্মবোধক বেদাদি বাক্যদ্বারাই লোকসমাজে ধর্ম্মের অস্তিত্ব নিরূপণ হয়'। কিন্তু নাস্তিকেরা ধর্ম্মের অস্তিত্বে কোন নিশ্চয় নাই—ইহা মনে করে। সুতরাং তাহারা ভবিষ্যতে তুলনাবিহীন ঘোর নরকে পতিত হইবে এবং বর্ত্তমানেও তাহারা পাপের প্রভাবে হতপ্রায় হইয়াই থাকে॥ ৪

অথবা ধর্ম্ম একেবারে অপ্রত্যক্ষ হইবে কেন, বহু স্থানেই ইহা প্রত্যক্ষের তুল্যই প্রকাশ পায়। কারণ, উহা হইতে বহুতর সুখ হইতে দেখা যায়। উহা যে আছে সে বিষয়ে আপন মনই সাক্ষ্য দেয়, উহাতে কোন ছল নাই এবং উহা সকল লোকেরই হিতসাধন করে সেই ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের উপরে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে॥ ৫

যুধিষ্ঠির! ধর্ম্মোপার্জনে অধ্যবসায়শালী ব্রাহ্মণগণের যেমন সমস্ত আশ্রমধর্ম্মে অধিকার আছে বলিয়া পূর্ব্বে পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তেমন ক্ষত্রিয় প্রভৃতি অপর তিন বর্ণেরও সমস্ত আশ্রম ধর্ম্মেই অধিকার আছে বলিয়া উক্ত হইয়াছে॥ ৬

সেইরূপ সংস্বভাবসম্পন্ন সকল লোকই রাজধর্ম্মে অধিকারী বলিয়া মুনিরা অনুমোদন করিয়াছেন। রাজশ্রেষ্ঠ! পূর্ব্বকালে বীর বহুতর রাজা দণ্ডনীতি জানিবার জন্য মহাতেজা, সর্ব্বভূতের অধীশ্বর ও প্রভু নারায়ণ দেবের নিকট যে গমন করিয়াছিলেন, তাহা আমি পূর্ব্বেই তোমার নিকট বলিয়াছি॥ ৭-৮

সেই রাজারা প্রাধান্যের নিদর্শন দেখাইতে থাকিয়া—আপনাদের এক একটি কর্ম্ম ও আশ্রমের উল্লেখ পূর্ব্বক বিবাদ করিতে থাকিয়াই যাইয়া বিষ্ণুর উপাসনা করিয়াছিলেন॥ ৯

পূর্ব্বকালে আদিদেব ব্রহ্মা যাঁহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই সাধ্য, সিদ্ধ, বসু, অশ্বিনীকুমার, রুদ্র, বিশ্বদেব ও মরুদ্‌গণ ক্ষত্রিয় ধর্ম্মে বিদ্যমান রহিয়াছেন॥ ১০

যুধিষ্ঠির! পূর্ব্বকালে সমগ্র জগৎ যখন দানবগণে ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছিল, সেই বিশৃঙ্খলাপূর্ণ সময়ের ধর্ম্ম ও অর্থের বিষয় তোমার নিকট বলিতেছি॥ ১১

বভূব রাজা রাজেন্দ্র মান্ধাতা নাম বীর্য্যবান্ ।
পুরা বসুমতীপালো যজ্ঞং চক্রে দিদৃক্ষয়া ॥ ১১
অনাদিমধ্যনিধনং দেবং নারায়ণং প্রভুম্ ।
স রাজা রাজশার্দূল মান্ধাতা পরমেশ্বরম্ ॥ ১৩
জগাম শিরসা পাদৌ যজ্ঞে বিষ্ণোর্মহাত্মনঃ ।
দর্শয়ামাস তং বিষ্ণু রূপমাস্থায় বাসবম্ ॥ ১৪
স পার্থিবৈর্বৃতঃ সন্তিরর্চয়ামাস তং প্রভুম্ ।
তস্য পার্থিবসিংহস্য তস্য চৈব মহাত্মনঃ ।
সংবাদোঽয়ং মহানাসীদ্ বিষ্ণুং প্রতি মহাদ্যুতিম্ ॥১৫

ইন্দ্র উবাচ ।

কিমিষ্যতে ধর্মভৃতাং বরিষ্ঠ
যদ্ দ্রষ্টুকামোঽসি তমপ্রমেয়ম্ ।
অনন্তমায়ামিতমন্ত্রবীর্য্যং
নারায়ণং হ্যাদিদেবং পুরাণম্ ॥ ১৬
নাসৌ দেবো বিশ্বরূপো ময়াপি
শক্যো দ্রষ্টুং ব্রহ্মণা বাপি সাক্ষাৎ ।
যেঽস্যে কামাস্তব রাজন্ হৃদিস্থা
দাস্যে চৈতাংস্ত্বং হি মর্ত্যেষু রাজা ॥১৭
সত্যে স্থিতো ধর্মপরো জিতেন্দ্রিয়ঃ
শূরো দৃঢ়প্রীতিরতঃ সুরাণাম্ ।
বুদ্ধ্যা ভক্ত্যা চোত্তমশ্রদ্ধয়া চ
ততস্তেঽহং দদ্মি বরান্ যথেষ্টম্ ॥১৮

মান্ধাতোবাচ ।

অসংশয়ং ভগবন্নাদিদেবং
দ্রক্ষ্যামি ত্বাহং শিরসা সম্প্রসাদ্য ।
ত্যক্ত্বা কামান্ ধর্মকামো হরণ্য—
মিচ্ছে গন্তুং সৎপথং লোকদৃষ্টম্ ॥ ১৯
ক্ষাত্রাদ্ ধর্মাদ্ বিপুলাদপ্রমেয়া—
ল্লোকাঃ প্রাপ্তাঃ স্থাপিতং স্বং যশশ্চ ।
ধর্মো যোঽসাবাদিদেবাৎ প্রবৃত্তো
লোকশ্রেষ্ঠং তং ন জানামি কর্তুম্ ॥২০

রাজশ্রেষ্ঠ ! পূর্ব্বকালে মান্ধাতা নামে একজন বলবান্ রাজা ছিলেন। সেই রাজা বিষ্ণুর সাক্ষাৎকার লাভ করিবার জন্য একটি যজ্ঞ করিয়াছিলেন ॥ ১২

রাজশ্রেষ্ঠ ! যাঁহার আদি নাই, মধ্য নাই ও অন্ত নাই এবং যিনি অসাধারণ প্রভাবশালী ও পরমেশ্বর রাজা মান্ধাতা আপন যজ্ঞে সেই বিষ্ণু নারায়ণদেবের আরাধনা করিতে লাগিলেন । ১৩

মান্ধাতা যজ্ঞের সময়ে মস্তক অবনত করিয়া মহাত্মা বিষ্ণুকে নমস্কার করিতে থাকিলেন। ক্রমে বিষ্ণু ইন্দ্রের রূপ ধারণ করিয়া মান্ধাতার দৃষ্টিগোচর হইলেন ॥ ১৪

তখন মান্ধাতা সৎস্বভাবসম্পন্ন রাজগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বিষ্ণুর পূজা করিলেন। ক্রমে মহাতেজা বিষ্ণুর বিষয়ে সেই রাজশ্রেষ্ঠ মান্ধাতার ও মহাত্মা ইন্দ্রের এইরূপ পরস্পর প্রশস্ত আলাপ হইয়াছিল । ১৫

ইন্দ্র বলিলেন—ধার্মিকশ্রেষ্ঠ ! যাঁহার মায়া অনন্ত, শক্তি ও অধ্যবসায়ের পরিমান নাই এবং যিনি আদিদেব ও সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন সেই অজের নারায়ণদেবের যে সাক্ষাৎকার লাভ করিবার ইচ্ছা করিতেছেন, তাহাতে আপনি তাঁহার নিকট কি লাভ করিবার ইচ্ছা করেন ? ১৬

রাজন্ ! আমি কিংবা স্বয়ং ব্রহ্মা আমরাও সেই মহাত্মা বিশ্বরূপের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে সমর্থ নহি। অতএব তদ্ভিন্ন আপনার মনে যে অভিলাষ রহিয়াছে, তাহা আমি পূরণ করিব। কেন না, আপনি মর্ত্যলোকের রাজা । ১৭

নরনাথ ! আপনি সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত, ধর্মপরায়ণ, জিতেন্দ্রিয়, বীর, দেবগণের প্রতি দৃঢ়ভক্তিসম্পন্ন এবং বুদ্ধি, ভক্তি ও শ্রদ্ধায় উত্তম। অতএব আমি আপনাকে অভীষ্ট বরদান করিব । ১৮

মান্ধাতা বলিলেন—ভগবান্ দেবরাজ ! আমি নিশ্চয়ই আদিদেব নারায়ণের সাক্ষাৎকার লাভ করিব। আমি মস্তক অবনমনপূর্ব্বক আপনাকে প্রসন্ন করিয়া এবং সাংসারিক সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করিয়া কেবল ধর্মলাভের অভিলাষী হইয়া লোকদৃষ্ট সৎপথস্বরূপ বনে গমন করিতে ইচ্ছা করি । ১৯

আমি বিশাল ও অপরিমেয় রাজধর্ম্মের গুণে সকল স্বর্গলাভ করিবার অধিকারী হইয়াছি এবং জগতে নিজের যশ স্থাপন করিয়াছি। কিন্তু আদিদেব নারায়ণ হইতে ঐ যে সন্ন্যাস ধর্ম্ম উৎপন্ন হইয়াছে, সেই লোকশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আমি কি করিতে পারিব না ? ২০

ইন্দ্র উবাচ।

অসৈনিকা ধর্মপরাশ্চ ধর্মে
পরাং গতিং ন নয়ন্তে হ্যযুক্তম্।
ক্ষাত্রো ধর্মো হ্যাদিদেবাৎ প্রবৃত্তঃ
পশ্চাদন্যে শেষভূতাশ্চ ধর্মাঃ॥ ২১

শেষাঃ সৃষ্টা হ্যন্তবন্তো হ্যনন্তাঃ
সপ্রস্থানাঃ ক্ষাত্রধর্মা বিশিষ্টাঃ।
অস্মিন্ ধর্মে সর্বধর্মাঃ প্রবিষ্টা—
স্তস্মাদ্ ধর্মং শ্রেষ্ঠমিমং বদন্তি॥ ২২

কর্মণা বৈ পুরা দেবা ঋষয়শ্চামিতৌজসঃ।
ত্রাতাঃ সর্বে প্রসহ্যারীন্ ক্ষত্রধর্মেণ বিষ্ণুনা॥ ২৩

যদি হ্যসৌ ভগবান্ নাহনিষ্যদ্
রিপূন্ সর্বানসুরানপ্রমেয়ঃ।
ন ব্রাহ্মণা ন চ লোকাদিকর্তা
নায়ং ধর্মো নাদিধর্মোঽভবিষ্যৎ॥ ২৪

ইমামুর্বীং নাজয়দ্ বিক্রমেণ
দেবশ্রেষ্ঠঃ সাসুরামাদিদেবঃ।
চাতুর্বর্ণ্যং চাতুরাশ্রম্যধর্মাঃ
সর্বে ন স্যুর্ঋণানাং বিনাশাৎ॥ ২৫

নষ্টা ধর্মাঃ শতধা শাশ্বতেন
ক্ষাত্রেণ ধর্মেণ পুনঃ প্রবৃদ্ধাঃ।
যুগে যুগে হ্যাদিধর্মাঃ প্রবৃত্তা
লোকজ্যেষ্ঠং ক্ষাত্রধর্মং বদন্তি॥ ২৬

আত্মত্যাগঃ সর্বভূতানুকম্পা
লোকজ্ঞানং পালনং মোক্ষণঞ্চ।
বিষণ্ণানাং মোক্ষণং পীড়িতানাং
ক্ষাত্রে ধর্মে বিদ্যতে পার্থিবানাম্॥ ২৭

নির্মর্যাদাঃ কামমন্যুপ্রবৃত্তা
ভীতা রাজ্ঞো নাধিগচ্ছন্তি পাপম্।
শিষ্টাশ্চান্যে সর্বধর্মোপপন্নাঃ
সাধ্বাচারাঃ সাধু ধর্মং বদন্তি॥ ২৮

পুত্রবৎ পাল্যমানানি রাজধর্মেণ পার্থিবৈঃ।
লোকে ভূতানি সর্বাণি চরন্তে নাত্র সংশয়ঃ॥ ২৯

ইন্দ্র বলিলেন—অযোদ্ধা লোকেরা ধর্মপরায়ণ হইয়াও সেই সেই ধর্মে অপ্রাপ্য বীরোচিত উত্তম গতি লাভ করিতে পারেন না। কারণ, ক্ষত্রিয় ধর্ম আদিদেব নারায়ণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল; তাহার পরে সেই ক্ষত্রিয় ধর্মেরই অঙ্গস্বরূপ অন্যান্য ধর্ম প্রকাশ পাইয়াছিল॥ ২১

আদিদেব নারায়ণ ক্ষত্রিয় ধর্মের অঙ্গস্বরূপ অন্যান্য ধর্ম বিনশ্বরভাবেই সৃষ্টি করিয়াছিলেন; অতএব প্রব্রজ্যাধর্মের সহিত ক্ষত্রিয়ধর্মই শ্রেষ্ঠ। বিশেষতঃ অন্যান্য সমস্ত ধর্মই এই ক্ষত্রিয় ধর্মের অন্তর্নিবিষ্ট আছে। সুতরাং মনস্বীরা এই ক্ষত্রিয় ধর্মকেই শ্রেষ্ঠ বলেন॥ ২২

পূর্বকালে ভগবান্ বিষ্ণু এই ক্ষত্রিয় ধর্মানুসারে যুদ্ধ দ্বারাই মহাতেজা দেবগণ ও ঋষিগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন॥ ২৩

অজেয় শক্তি ভগবান্ বিষ্ণু যদি সমস্ত অসুরকে বধ না করিতেন, তাহা হইলে ব্রাহ্মণগণ, ব্রহ্মা, ক্ষত্রিয়ধর্ম কিংবা অন্যান্য কোন ধর্মই জগতে থাকিত না॥ ২৪

আদিদেব দেবশ্রেষ্ঠ বিষ্ণু বিক্রম প্রকাশ করিয়া অসুরগণের সহিত এই পৃথিবী যদি জয় না করিতেন, তাহা হইলে ব্রাহ্মণগণের বিনাশবশতঃ চারিবর্ণের ধর্ম বা চারি আশ্রমের ধর্ম একেবারেই থাকিত না॥ ২৫

অন্যান্য ধর্ম শত শত ভাবে বিফল হইয়া যায়; আবার চিরস্থায়ী রাজধর্মের গুণে সেই সকল ধর্ম যথাযথভাবে চলিতে থাকে, কারণ, অন্যান্য ধর্ম যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উৎপন্ন হয়; (কিন্তু রাজধর্ম এক প্রকারই থাকে) অতএব মনস্বীরা রাজধর্মকে জগতে অন্যান্য ধর্ম অপেক্ষা প্রাচীন বলেন॥ ২৬

পরের উপকারের জন্য আত্মত্যাগ, সকল প্রাণীর উপরে দয়া, লোকচরিত্র জ্ঞান, দুর্গতি হইতে দুর্গতদিগের উদ্ধার এবং পীড়িতগণের পরিপালন—এই সকল গুণ রাজধর্মে বিদ্যমান রহিয়াছে॥ ২৭

মানুষ কাম ও ক্রোধের উত্তেজনাবশতঃ বিশৃঙ্খল হইয়াও রাজার ভয়ে পাপকার্যে প্রবৃত্ত হয় না। আবার শিষ্টলোকেরা সর্বধর্মসম্পন্ন থাকিয়া রাজধর্মকে উৎকৃষ্ট বলিয়া থাকেন॥ ২৮

রাজারা প্রজাগণকে পুত্রের ন্যায় পরিপালন করেন। সেই জন্যই তাহারা জগতে সর্বপ্রকার ধর্ম আচরণ করিয়া থাকে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই॥ ২৯

সর্বধর্মপরং ক্ষাত্রং লোকশ্রেষ্ঠং সনাতনম্।
শশ্বদক্ষরপর্য্যন্তমক্ষরং সর্বতোমুখম্ ॥ ৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি বর্ণাশ্রমধর্মকথনে
চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৪

"অতএব সনাতন রাজধর্ম" সমস্ত ধর্ম অপেক্ষা প্রধান, জগতে শ্রেষ্ঠ, মুক্তি পর্য্যন্ত স্থায়ী ও সর্ব্বব্যাপী ॥ ৩০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্ব্বে বর্ণাশ্রমধর্মবিষয়ক ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ইন্দ্ররূপধারিণো বিষ্ণোর্মান্ধাতুশ্চ কথোপকথনম্।]

ইন্দ্র উবাচ।

এবংবীর্য্যঃ সর্বধর্মোপপন্নঃ
ক্ষাত্রঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্বধর্মেষু ধর্মঃ।
পাল্যো যুষ্মাভির্লোকহিতৈরুদারৈ—
বিপর্যয়ে স্যাদভবঃ প্রজানাম্ ॥ ১

ভূসংস্কারং রাজসংস্কারযোগ—
মভৈক্ষ্যচর্য্যাং পালনঞ্চ প্রজানাম্।
বিদ্যাদ্ রাজা সর্বভূতানুকম্পী
দেহত্যাগং চাহবে ধর্ম্যমগ্র্যম্ ॥ ২

ত্যাগং শ্রেষ্ঠং মনুয়ো বৈ বদন্তি
সর্বশ্রেষ্ঠং যচ্ছরীরং ত্যজেত।
নিত্যং রক্তং রাজধর্মেষু সর্বং
প্রত্যক্ষং তে ভূমিপালা যথৈব ॥ ৩

বহুশ্রুত্যা গুরুশুশ্রূষয়া চ
পরস্পরং বহুমানা বদন্তি।
নিত্যং ধর্মং ক্ষত্রিয়ো ব্রহ্মচারী
চরেদেকো হ্যাশ্রমং ধর্মকামঃ ॥৪

সামান্যার্থে ব্যবহারে প্রবৃত্তে
প্রিয়াপ্রিয়ে বর্জয়ন্নেব যত্নাৎ।
চাতুর্বর্ণ্যস্থাপনাৎ পালনাচ্চ
তৈস্তৈর্যোগৈর্নিয়মৈরৌরসৈশ্চ ॥ ৫

সর্বোত্তমৈরাশ্রমং ধর্মমাহুঃ
ক্ষাত্রং শ্রেষ্ঠং সর্বধর্মোপপন্নম্।
স্বং স্বং ধর্মং যেন চরন্তি বর্ণা—
স্তাংস্তান্ ধর্মানন্যথার্থান্ বদন্তি ॥ ৬

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

[ইন্দ্ররূপধারী বিষ্ণু ও মান্ধাতার কথোপকথন।]

ইন্দ্র বলিলেন—মহারাজ! রাজধর্ম এইরূপ শক্তিশালী ও অন্যান্য সমস্ত ধর্মযুক্ত। সুতরাং এই রাজধর্ম অন্যান্য সমস্ত ধর্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অতএব জগতের হিতসাধনে প্রবৃত্ত ও উদারস্বভাব আপনারা এই রাজধর্ম পালন করিবেন, আপনারা ইহা পালন না করিলে প্রজাদের রক্ষা হইতে পারে না ॥ ১

সর্ব্বভূতে দয়ালু রাজা ভূসংস্কার, আত্মসংস্কার, যাচ্ঞাপরিত্যাগ ও প্রজাপালন এবং যুদ্ধে দেহত্যাগ করিবেন ॥ ২

মুনিরা দানধর্মকে শ্রেষ্ঠ বলেন; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ক্ষত্রিয়ের বিষয়ে যুদ্ধে দেহত্যাগ করাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। সকলেই রাজধর্মের প্রতি অনুরক্ত। কারণ ইহা আপনার প্রত্যক্ষ যে সকল রাজাই রাজধর্মের প্রতি অনুরক্ত আছেন ॥ ৩

বহুমানাস্পদ মুনিরা পরস্পর বলেন—ক্ষত্রিয় ব্রহ্মচারী ধর্মার্থী হইয়া বহুবিধ জ্ঞানোপার্জনে ও গুরুশুশ্রূষা দ্বারা নিঃসহ্যভাবে প্রথমে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম পালন করিবেন ॥ ৪

সাধারণের জন্য কোন কার্য্যারম্ভ করিতে হইলে রাজা যত্নপূর্ব্বক নিজের প্রীতিকর বা অপ্রীতিকর বিষয় পরিত্যাগ করিবেন এবং দৈহিক ও মানসিক উপায়ে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চারিবর্ণের স্থাপন ও পালন করিতে থাকিবেন ॥ ৫

মুনিরা বলেন—গৃহস্থাশ্রমী ক্ষত্রিয়ের ধর্মে সর্বপ্রকার উদ্যোগ বিদ্যমান থাকে এবং উহা সর্বধর্মসম্পন্ন। এই জন্যই ক্ষত্রিয় ধর্ম সর্বশ্রেষ্ঠ। মুনিরা আরও বলেন যে, বিভিন্নবর্ণ যখন আপন আপন ধর্ম আচরণ করে, তখন সেই ধর্মগুলি ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে আচরিত হয় ॥ ৬

নির্মর্য্যাদান্ নিত্যমর্থে নিবিষ্টা—
নাহস্তাংস্তান্ বৈ পশুভূতান্ মনুষ্যান্
যথা নীতিং গময়ন্ত্যর্থযোগা-
চ্ছ্রেয়স্তস্মাদাশ্রমাৎ ক্ষত্রধর্মঃ ॥ ৭
ত্রৈবিদ্যানাং যা গতির্ব্রাহ্মণানাং
যে চৈবোক্তাশ্চাশ্রমা ব্রাহ্মণানাম্
এতৎ কর্ম ব্রাহ্মণস্যাহরগ্র্য-
মন্যৎ কুর্বন্ শূদ্রবচ্ছস্ত্রবধ্যঃ ॥ ৮
চাতুরাশ্রম্যধর্মাংশ্চ বেদধর্মাংশ্চ পার্থিব।
ব্রাহ্মণেনানুগন্তব্যা নান্যো বিদ্যাৎ কদাচন ॥ ৯
অন্যথা বর্তমানস্য নাসৌ বৃত্তিঃ প্রকল্পতে।
কর্মণা বর্ধতে ধর্মো যথাধর্মস্তথৈব সঃ ॥ ১০
যো বিকর্মস্থিতো বিপ্রো ন স সম্মানমর্হতি।
কর্ম স্বং নোপযুঞ্জানমবিশ্বাস্যং হি তং বিদুঃ ॥ ১১
এতে ধর্মাঃ সর্ববর্ণেষু লীনা
উৎকৃষ্টব্যাঃ ক্ষত্রিয়েরেষ ধর্মঃ।
তস্মাজ্জ্যেষ্ঠা রাজধর্মা ন চান্যে
বীর্যাজ্জ্যেষ্ঠা বীরধর্মা মতা মে ॥ ১২

মান্ধাতোবাচ।

যবনাঃ কিরতা গান্ধারাশ্চীনাঃ শবর-বর্বরাঃ
শকাস্তুষারাঃ কঙ্কাশ্চ পহ্লবাশ্চাঙ্ধ্র-মদ্রকাঃ ॥ ৩
পৌণ্ড্রাঃ পুলিন্দা রমঠাঃ কাম্বোজাশ্চৈব সর্বশঃ
ব্রহ্ম-ক্ষত্রপ্রসূতাশ্চ বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ মানবাঃ ॥ ৪
কথং ধর্মাংশ্চরিষ্যন্তি সর্বে বিষয়বাসিনঃ।
মদ্বিধৈশ্চ কথং স্থাপ্যাঃ সর্বে বৈ দস্যুজীবিনঃ ॥ ১৫
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং ভগবংস্তদ্ ব্রবীহি মে।
ত্বং বন্ধুভূতো যুষ্মাকং ক্ষত্রিয়াণাং সুরেশ্বর ॥ ১৬

ইন্দ্র উবাচ।

মাতাপিত্রোর্হি শুশ্রূষা কর্তব্যা সর্বদস্যুভিঃ
আচার্যগুরুশুশ্রূষা তথৈবাশ্রমবাসিনাম্ ॥ ১৭
ভূমিপানাঞ্চ শুশ্রূষা কর্তব্যা সর্বদস্যুভিঃ।
বেদধর্মক্রিয়াশ্চৈব তেষাং ধর্মো বিধীয়তে ॥ ১৮

যাহারা আপন আপন উদ্দেশসাধনে অভিনিবেশবশতঃ বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে, মনস্বীরা তাহাদিগকে পশুর তুল্য মানুষ বলিয়া থাকেন। ক্ষত্রিয় ধর্ম যখন প্রয়োজনবশতঃ নীতিজ্ঞান উৎপাদন করে, তখন ক্ষত্রিয় ধর্মই অন্য আশ্রমধর্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ॥ ৭

ত্রিবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের পক্ষে যে কার্য বিহিত হইয়াছে এবং তাহাদের যে সকল আশ্রমকর্ম উক্ত আছে, তাহাদের পক্ষে সেই সকল কর্মই শ্রেষ্ঠ। সুতরাং তাঁহারা যদি অন্য প্রকার কর্ম করেন, তাহা হইলে শূদ্রের ন্যায় তাহাদিগকে রাজা অস্ত্র দ্বারাই শাসন করিবেন ॥ ৮

রাজন্! ব্রাহ্মণ চারিটি আশ্রমের ধর্ম এবং বেদোক্ত ধর্মের অনুসরণ করিবেন। কিন্তু শূদ্রাদি অন্য কেহ কখনও সেই সকল ধর্ম জানিতে সমর্থ হইবে না ॥ ৯

ব্রাহ্মণ যদি অন্য প্রকার ধর্ম অবলম্বন করিয়া চলিতে থাকেন, তাহা হইলে আর তাঁহার যাজনাদি বৃত্তি কল্পনা করা যায় না। কারণ, কর্ম দ্বারাই ধর্ম বৃদ্ধি পায় এবং এবং ধর্ম যেমন কর্ম দ্বারা বৃদ্ধি পায়, তেমন ব্রাহ্মণও কর্ম দ্বারাই উন্নতি লাভ করেন ॥ ১০

যে ব্রাহ্মণ বিরুদ্ধ কর্ম করেন, তিনি ব্রাহ্মণের সম্মান হইতে পারেন না। আর যে ব্রাহ্মণ আপন কর্মের অনুষ্ঠান করেন না, তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া বিশ্বাস করাও চলে না ॥ ১১

এই সকল ধর্ম সমস্ত বর্ণে অবস্থিত রহিয়াছে, রাজারা এই সকল ধর্মের উৎকর্ষ সাধন করিবেন। অতএব রাজধর্মই শ্রেষ্ঠ, অন্য ধর্ম সেইরূপ শ্রেষ্ঠ নহে। কারণ, আমার মত এই যে রাজধর্মে শক্তিই প্রধান ॥ ১২

মান্ধাতা বলিলেন—যবন, কিরাত, গান্ধার, চীন, শবর, বর্ব্বর, শক, তুষার, কঙ্ক, পহ্লব, অন্ধ্র, মদ্র, পৌণ্ড্র, পুলিন্দ, রমঠ, কাম্বোজ এবং ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় হইতে অবৈধভাবে উৎপন্ন বৈশ্য ও শূদ্র আমার রাজ্যবাসী এই সকল মানুষ কি প্রকার ধর্ম আচরণ করিবে এবং আমার মত রাজারা ইহাদিগকে ও দস্যু-সকলকে কিভাবে স্থাপন করিবেন? ৩-১৫

ভগবন্ দেবরাজ! আমি এই বিষয়গুলি শুনিতে ইচ্ছা করি, অতএব আপনি আমার নিকট এই সকল বিষয় বলুন। কারণ, আমরা ক্ষত্রিয় বলিয়া আপনি আমাদের বন্ধুস্বরূপ ॥ ১৬

ইন্দ্র বলিলেন—মহারাজ! সকল নীচ জাতিরও যেমন মাতাপিতার শুশ্রূষা করা কর্তব্য, তেমন আশ্রমবাসিদেরও আচার্য গুরু শুশ্রূষা করা কর্তব্য ॥ ১৭

সেই নীচ জাতি লোকদিগের পক্ষে রাজার শুশ্রূষাও কর্তব্য। আর বেদোক্ত ধর্মই তাহাদের ধর্ম ॥ ১৮

পিতৃযজ্ঞাস্তথা কূপাঃ প্রপাশ্চ শয়নানি চ।
দানানি চ যথাকালং দ্বিজেভ্যো বিসৃজেৎ সদা ॥১৯
অহিংসা সত্যমক্রোধো বৃত্তিদায়ানুপালনম্।
ভরণং পুত্র-দারাণাং শৌচমদ্রোহ এব চ ॥ ২০
দক্ষিণা সর্বযজ্ঞানাং দাতব্যা ভূতিমিচ্ছতা।
পাকযজ্ঞা মহাহাংশ্চ দাতব্যাঃ সর্বদক্ষিভিঃ ॥ ২১
এতান্যেবংপ্রকারাণি বিহিতানি পুরানঘ।
সর্বলোকস্য কর্মাণি কর্তব্যানীহ পার্থিব ॥ ২২

মান্ধাতোবাচ।

দৃশ্যন্তে মানুষে লোকে সর্ববর্ণেষু দস্যবঃ।
লিঙ্গান্তরে বর্তমানা আশ্রমেষু চতুর্ষ্বপি ॥ ২৩

ইন্দ্র উবাচ।

বিনষ্টায়াং দণ্ডনীত্যাং রাজধর্মে নিরাকৃতে।
সম্প্রমুহ্যন্তি ভূতানি রাজদৌরাত্ম্যতোঽনঘ ॥ ২৪
অসংখ্যাতা ভবিষ্যন্তি ভিক্ষবো লিঙ্গিনস্তথা।
আশ্রমাণাং বিকল্পাশ্চ নিবৃত্তেঽস্মিন্ কৃতে যুগে ॥ ২৫
অশ্রুয়মাণাঃ পুরাণানাং ধর্মাণাং পরমা গতীঃ।
উৎপথং প্রতিপৎস্যন্তে কামমন্যুসমীরিতাঃ ॥ ২৬
যদা নিবর্ততে পাপো দণ্ডনীত্যা মহাত্মভিঃ।
তদা ধর্মো ন চলতে সদ্ভূতঃ শাশ্বতঃ পরঃ ॥ ২৭
সর্বলোকগুরুং চৈব রাজানং যোঽবমন্যতে।
ন তস্য দত্তং ন হুতং ন শ্রাদ্ধং ফলতে ক্বচিৎ ॥ ২৮
মানুষাণামধিপতিং দেবভূতং সনাতনম্।
দেবাপি নাবমন্যন্তে ধর্মকামং নরেশ্বরম্ ॥ ২৯
প্রজাপতিহি ভগবান্ সর্বং চৈবাসৃজজ্জগৎ।
স প্রবৃত্তিনিবৃত্ত্যর্থং ধর্মাণাং ক্ষত্রমিচ্ছতি ॥ ৩০
প্রবৃত্তস্য হি ধর্মস্য বুদ্ধ্যা যঃ স্মরতে গতিম্।
স মে মান্যশ্চ পূজ্যশ্চ তত্র ক্ষত্রং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৩১

ভীষ্ম উবাচ।

এবমুক্ত্বা স ভগবান্ মরুদ্গণবৃতঃ প্রভুঃ।
জগাম ভবনং বিষ্ণোরক্ষরং শাশ্বতং পদম্ ॥ ৩২

সেই যবন প্রভৃতি শূদ্রের তুল্য শ্রাদ্ধ, জলাশয়নির্মাণ, পানীয়শালাস্থাপন ও শয্যা প্রভৃতির ব্যবস্থা করিবে এবং তাহারা যথাসময়ে ব্রাহ্মণগণকে নানাবিধ দ্রব্য দান করিবে। ১৯

সত্য, হিংসা ও ক্রোধবর্জন, বেদোক্ত আচার পালন, পৈতৃক ধনগ্রহণ, পুত্র কলত্র পরিপালন, শৌচ, দ্রোহত্যাগ এবং সমস্ত যজ্ঞের দক্ষিণাদান, এইগুলি উন্নতিকামী নীচজাতিগণও করিবে। এবং তাহারা বিশেষ প্রশস্ত পাকযজ্ঞও ব্রাহ্মণ দ্বারা করাইবে। ২০-২১

নিষ্পাপ রাজন্! পূর্ব্বকালে বিধাতা এই প্রকার এই সকল কর্ম্ম ইহাদের জন্য বিধান করিয়াছেন। সুতরাং উহারা অন্যান্য সকল লোকের কার্য্যই করিবে। ২২

মান্ধাতা বলিলেন— মনুষ্যলোকে দেখা যায়, সকল বর্ণে ও সকল আশ্রমে থাকিয়াই কতকগুলি নিকৃষ্ট লোক বিভিন্ন প্রকার বেশভূষাদি ধারণ করিয়া বিচরণ করে। ২৩

ইন্দ্র বলিলেন—নিষ্পাপ রাজন্! রাজার দমননীতি না থাকিলে প্রজারা রাজার ধর্ম্ম প্রত্যাখ্যান করিলে কিংবা রাজার দৌরাত্ম্য চলিতে লাগিলে প্রজারা বিপথগামী হইয়া থাকে। ২৪

এই সত্যযুগ শেষ হইলে অসংখ্য ভিক্ষুক ও বহুতর বিকৃত বেশধারী হইবে এবং আশ্রমগুলির ব্যতিক্রম হইতে থাকিবে। ২৫

তৎকালে অনেক মানুষই কাম ও ক্রোধের প্রেরণাবশতঃ প্রাচীন ধর্ম্মের উত্তম অবস্থার বিষয় শ্রবণ না করিতে থাকিয়া উৎপথগামী হইবে। ২৬

যখন মহাত্মা রাজাদের দমননীতির গুণে পাপ নিবৃত্তি পায়, তখন উৎকৃষ্ট প্রাচীন ধর্ম্ম বিচলিত হয় না। ২৭

যে মানুষ সকল লোকের শিক্ষাদাতা রাজার প্রতি অবজ্ঞা করে, তাহার দান, হোম ও শ্রাদ্ধ কখনই ফল উৎপাদন করে না। ২৮

যিনি মনুষ্যগণের অধিপতি, সনাতন দেবস্বরূপ এবং জগতেরই ধর্ম্ম কামনা করেন, সেই রাজাকে দেবতারাও অবজ্ঞা করেন না। ২৯

যে ভগবান্ প্রজাপতি সমগ্র জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তিনি সর্ব্বদাই ধর্ম্মের প্রবৃত্তি ও পাপের নিবৃত্তির জন্য রাজার থাকা আবশ্যক মনে করেন। ৩০

যে মানুষ আপন বুদ্ধি অনুসারে প্রচলিত ধর্ম্মের গতি ভাবিয়া চলিতে পারে, সেই মানুষ আমার মাননীয় ও পূজনীয়। কারণ সেই ধর্ম্মের উপরেই রাজধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ৩১

ভীষ্ম বলিলেন এইরূপ বলিয়া সেই ইন্দ্ররূপী ভগবান্ নারায়ণ দেবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া অবিনশ্বর সনাতন আপন ভবনে গমন করিলেন। ৩২

এবং প্রবর্ত্তিতে ধর্ম্মে পুরা সুচরিতেঽনঘ।
কঃ ক্ষত্রমবমন্যেত চেতনাবান্ বহুশ্রুতঃ ॥ ৩৩
অন্যায়েন প্রবৃত্তানি নিবৃত্তানি তথৈব চ।
অন্তরা বিলয়ং যান্তি যথা পথি বিচক্ষুষঃ ॥ ৩৪

আদৌ প্রবর্ত্তিতে চক্রে তথৈবাদিপরায়ণে।
বর্ত্তস্ব পুরুষব্যাঘ্র সংবিজানামি তেঽনঘ ॥ ৩৫
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্ব্বণি রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বণি ইন্দ্র-মান্ধাতৃসংবাদে
পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৫

যুধিষ্ঠির! স্বয়ং বিধাতাই এইভাবে বৈদিক ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সমস্ত বর্ণই যথানিয়মে সেই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন। এই অবস্থায় শাস্ত্রজ্ঞ কোন্ মানুষ ক্ষত্রিয়কে অবজ্ঞা করিতে পারে? ৩৩

যুধিষ্ঠির! পথে চলিবার সময়ে অতীত ও অনাগত স্থানগুলি যেমন অন্ধ লোকের বিষয়ে লয় পাইয়া যায়, সেইরূপ ন্যায়ের উপরে অপ্রতিষ্ঠিত এবং অন্যায়ভাবে তিরোহিত ধর্ম্মসকল মধ্য দেশেই লয় পাইয়া যায়। ৩৪

পুরুষশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! ভগবান্ বিধাতা সৃষ্টির প্রথমেই এই ভাবে ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। সুতরাং এই ধর্ম্মচক্র সকলের পরম আশ্রয়স্বরূপ হইয়া চলিয়া আসিতেছে। অতএব তুমি সেই ধর্ম্মেই থাক। উহাতে থাকিবার শক্তি তোমার আছে ইহা আমি ভালভাবে জানি। ৩৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে ইন্দ্রমান্ধাতৃ সংবাদবিষয়ক চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[রাজধর্ম্মপালনেন চতুর্ণামাশ্রমাণাং ফললাভকথনম্।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।
শ্রুতা মে কথিতাঃ পূর্ব্বে চত্বারো মানবাশ্রমাঃ।
ব্যাখ্যানরিত্বা ব্যাখ্যানমেষামাচক্ষ্ব পৃচ্ছতঃ ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ।
বিদিতাঃ সর্ব্ব এবেহ ধর্ম্মাস্তব যুধিষ্ঠির।
যথা মম মহাবাহো বিদিতাঃ সাধুসম্মতাঃ ॥ ২
যত্তু লিঙ্গান্তরগতং পৃচ্ছসে মাং যুধিষ্ঠির।
ধর্ম্মং ধর্ম্মভৃতাং শ্রেষ্ঠ তন্নিবোধ নরাধিপঃ ॥ ৩
সর্ব্বাণ্যেতানি কৌন্তেয় বিদ্ধস্তে মনুজর্ষভ।
সাধ্বাচারপ্রবৃত্তানাং চাতুরাশ্রম্যকারিণাম্ ॥ ৪
অকামদ্বেষযুক্তস্য দণ্ডনীত্যা যুধিষ্ঠির
সমদর্শিনশ্চ ভূতেষু ভৈক্ষ্যাশ্রমপদং ভবেৎ ॥ ৫
বেত্তি জ্ঞানং বিসর্গঞ্চ নিগ্রহানুগ্রহং তথা।
যথোক্তবৃত্তের্বীরস্য ক্ষেমাশ্রমপদং ভবেৎ ॥ ৬
অর্হান্ পূজয়তো নিত্যং সংবিভাগেন পাণ্ডব।
সর্ব্বতস্তস্য কৌন্তেয় ভৈক্ষ্যাশ্রমপদং ভবেৎ ॥ ৭

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়।

[রাজধর্ম্মপালনের দ্বারা চারিটি আশ্রমের ফললাভকথন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন—আপনি যে পূর্ব্বে মানবমাত্রেরই চারিটি আশ্রমের কথা বলিয়াছেন, তাহা আমি শুনিয়াছি। এখন আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি এই আশ্রমগুলির ব্যাখ্যা করুন এবং স্পষ্টভাবে উহাদের বিবরণ বলুন। ১

ভীষ্ম বলিলেন—মহাবাহু যুধিষ্ঠির! সাধুসম্মত ধর্ম্মসকল আমার যেমন জানা আছে, তোমারও তেমনিই সেই সকল জানা রহিয়াছে। ২

ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! তবে তুমি আশ্রমগুলির বিভিন্ন প্রকার ধর্ম্মের কথা যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ সেই বিষয়গুলি শ্রবণ কর। ৩

মনুষ্যশ্রেষ্ঠ কুন্তীনন্দন! সদাচারনিরত চতুরাশ্রমবাসী চারিটী বর্ণেরই এই সকল ধর্ম্ম হইতে পারে। ৪

যুধিষ্ঠির! যাঁহার কোন কামনা নাই, দ্বেষ নাই, যিনি পরমাত্মাতে একাগ্রচিত্ত ও কাহাকেও দমন করিবার ইচ্ছা করেন না এবং সর্ব্বভূতে সমদর্শী, তাঁহারই সন্ন্যাসাশ্রম হইতে পারে। ৫

আর যিনি তত্ত্বজ্ঞান, সর্ব্বত্যাগ ও ইন্দ্রিয়দমনের উপায় এবং লোকের প্রতি অনুগ্রহ করিতে জানেন, বিশেষতঃ যথোক্ত সদাচারে থাকেন, সেই ধীর প্রকৃতি মানুষেরই সন্ন্যাসাশ্রম হইতে পারে। ৬

কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির! যিনি যথাশক্তি দ্রব্য দান করিয়া সর্ব্বদা

জ্ঞাতি-সম্বন্ধি-মিত্রাণি ব্যাপন্নানি যুধিষ্ঠির।
সমভ্যুদ্ধরমাণস্য দীক্ষাশ্রমপদং ভবেৎ ॥ ৮
লোকমুখ্যেষু সৎকারং লিঙ্গমুখ্যেষু চাসকৃৎ।
কুর্বতস্তস্য কৌন্তেয় বন্যাশ্রমপদং ভবেৎ ॥ ৯
আহিতাগ্নিং পিতৃযজ্ঞাংশ্চ ভূতযজ্ঞান্ সমানুষান্।
কুর্বতঃ পার্থ বিপুলান্ বন্যাশ্রমপদং ভবেৎ ॥ ১০
সংবিভাগেন ভূতানামতিথীনাং তথার্চনাৎ।
দেবযজ্ঞৈশ্চ রাজেন্দ্র বন্যাশ্রমপদং ভবেৎ ॥ ১১
মর্দনং পররাষ্ট্রাণাং শিষ্টার্থং সত্যবিক্রম।
কুর্বতঃ পুরুষব্যাঘ্র বন্যাশ্রমপদং ভবেৎ ॥ ১২
পালনাৎ সর্বভূতানাং স্বরাষ্ট্রপরিপালনাৎ।
দীক্ষা বহুবিধা রাজন্ সত্যাশ্রমপদং ভবেৎ ॥ ১৩
বেদাধ্যয়ননিত্যত্বং ক্ষমাষাচার্যপূজনম্।
অথোপাধ্যায়শুশ্রূষা ব্রহ্মাশ্রমপদং ভবেৎ ॥ ১৪
আহ্নিকং জপমানস্য দেবান্ পূজয়তঃ সদা।
ধর্মেণ পুরুষব্যাঘ্র ধর্মাশ্রমপদং ভবেৎ ॥ ১৫
মৃত্যুর্বা রক্ষণং বেতি যস্য রাজ্ঞো বিনিশ্চয়ঃ
প্রাণদ্যূতে ততস্তস্য ব্রহ্মাশ্রমপদং ভবেৎ ॥ ১৬
অজিহ্মমশঠং মার্গং বর্তমানস্য ভারত।
সর্বদা সর্বভূতেষু ব্রহ্মাশ্রমপদং ভবেৎ ॥ ১৭
বানপ্রস্থেষু বিপ্রেষু ত্রৈবিদ্যেষু চ ভারত।
প্রযচ্ছতোঽর্থান্ বিপুলান্ বহ্ব্যাশ্রমপদং ভবেৎ ॥ ১৮
সর্বভূতেষ্বনুক্রোশং কুর্বতস্তস্য ভারত।
আনৃশংস্যপ্রবৃত্তস্য সর্বাবস্থং পদং ভবেৎ ॥ ১৯
বালবৃদ্ধেষু কৌন্তেয় সর্বাবস্থং যুধিষ্ঠির।
অনুক্রোশক্রিয়া পার্থ সর্বাবস্থং পদং ভবেৎ ॥ ২০
বলাৎকৃতেষু ভূতেষু পরিত্রাণং কুরূদ্বহ।
শরণাগতেষু কৌরব্য কুর্বন্ গার্হস্থ্যমাবসেৎ ॥ ২১

মাননীয় ব্যক্তিগণের সম্মান করেন, তাঁহার সর্ব্ব প্রকারেই সন্ন্যাস-আশ্রম হইতে পারে ॥ ৭

জ্ঞাতি, সম্বন্ধী ও মিত্রগণ বিশেষ বিপদাপন্ন হইলে যিনি তাহাদিগকে উদ্ধার করেন, তাঁহারই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতে পারে ॥৮

কুন্তীনন্দন! যিনি প্রধান প্রধান লোকের ও প্রধান প্রধান সন্ন্যাসি প্রভৃতির বার বার সৎকার করেন, তাঁহারই বানপ্রস্থাশ্রম হইতে পারে ॥ ৯

পৃথানন্দন! প্রতিদিন কর্ত্তব্য সন্ধ্যাবন্দন প্রভৃতি, পিতৃশ্রাদ্ধ, বলি বৈশ্বদেব—এই সকল কার্য্য যিনি প্রচুরভাবে করেন, তাঁহারই বানপ্রস্থাশ্রম হইতে পারে ॥ ১০

রাজশ্রেষ্ঠ! যিনি বিভাগ করিয়া করিয়া প্রাণিগণকে ও অতিথিদিগকে অন্ন প্রভৃতি দান করেন, আর যিনি দেবতা পূজা করিয়া থাকেন, তাঁহারই বানপ্রস্থাশ্রম হইতে পারে ॥ ১১

যথার্থ বিক্রমশালী পুরুষশ্রেষ্ঠ! যিনি শিষ্টজনের উপকারের নিমিত্ত অন্যান্য রাজ্যের উপরে উৎপীড়ন করেন, সেই রাজারই বানপ্রস্থাশ্রম হইতে পারে ॥ ১২

রাজন্! গৃহস্থাশ্রমে আপন রাজ্য রক্ষা ও বানপ্রস্থাশ্রমে হিংসা ত্যাগের পর নানাবিধ ব্রতারম্ভ হইতে পারে বলিয়া রাজার সন্ন্যাসাশ্রম হইতে পারে ॥ ১৩

যিনি প্রত্যহ বেদাধ্যয়ন, ক্ষমা, গুরুকে দক্ষিণাদান ও গুরুর শুশ্রূষা করেন, তাঁহার ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতে পারে ॥ ১৪

পুরুষশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! প্রত্যহ সন্ধ্যা বন্দনাদি, ইষ্টমন্ত্র জপ, নিত্য দেবপূজা এই সকল কার্য্য যিনি ধর্ম্মোদ্দেশে করেন, তাঁহার গৃহস্থাশ্রম হইতে পারে ॥ ১৫

যে রাজা যুদ্ধে মৃত্যুই হউক কিম্বা সপক্ষ রক্ষাই হউক, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া উহাতে প্রবৃত্ত হন, সেই রাজারই সন্ন্যাসাশ্রম হইতে পারে ॥ ১৬

ভরতনন্দন! যিনি সর্ব্বদা সকল প্রাণীর উপরে সরল ও শঠতাবিহীন ব্যবহার করেন তাঁহার সন্ন্যাসাশ্রম হইতে পারে ॥১৭

যিনি গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়াও বানপ্রস্থাশ্রমী ও ত্রিবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ দিগকে প্রচুর অর্থ দান করেন, তাঁহার বাণপ্রস্থাশ্রম হইতে পারে ॥ ১৮

ভরতনন্দন! যিনি সমস্ত প্রাণীর উপরেই দয়া করেন এবং কোথাও নৃশংসতা করেন না, তাঁহার সকল আশ্রমই হইতে পারে ॥ ১৯

পৃথানন্দন যুধিষ্ঠির! যিনি সম্পদে বা বিপদে বালক বৃদ্ধের উপরে দয়া করেন তাঁহার সমস্ত আশ্রমই হইতে পারে ॥ ২০

কৌরবশ্রেষ্ঠ! কেহ বলপূর্ব্বক কোন প্রাণীর উপরে অত্যাচার করিতে লাগিলে এবং সেই অত্যাচারিত প্রাণী শরণাগত হইলে যিনি তাহাকে রক্ষা করেন, তিনিই গৃহস্থ হইবার যোগ্য হন ॥ ২১

চরাচরাণাং ভূতানাং রক্ষণং চাপি সর্বশঃ।
যথার্হপূজাঞ্চ তথা কুর্বন্ গার্হস্থ্যমাবসেৎ ॥ ২১
জ্যেষ্ঠানুজ্যেষ্ঠপত্নীনাং ভ্রাতৃণাং পুত্রনপ্তৃণাম্।
নিগ্রহানুগ্রহৌ পার্থ গার্হস্থ্যমিতি তৎ তপঃ ॥ ২২
সাধূনামর্চনীয়ানাং পূজা সুবিদিতাত্মনাম্।
পালনং পুরুষব্যাঘ্র গৃহাশ্রমপদং ভবেৎ ॥ ২৪
আশ্রমস্থানি ভূতানি যস্য বেশ্মনি ভারত।
আদদীতেহ ভোজ্যেন গার্হস্থ্যং যুধিষ্ঠির ॥
যঃ স্থিতঃ পুরুষো ধর্মে ধাত্রা সৃষ্টে যথার্থবৎ।
আশ্রমাণাং হি সর্বেষাং ফলং প্রাপ্নোত্যনাময়ম্ ॥ ২৬
যস্মিন্ নস্যন্তি গুণাঃ কৌন্তেয় পুরুষে সদা।
আশ্রমস্থং তমপ্যাহুর্নরশ্রেষ্ঠং যুধিষ্ঠির ॥ ২৭
স্থানমানং কুলে মানং বয়োমানং তথৈব চ।
কুর্বন্ বসতি সর্বেষু হ্যাশ্রমেষু যুধিষ্ঠির ॥ ২৮
দেশধর্মাংশ্চ কৌন্তেয় কুলধর্মাংস্তথৈব চ।
পালয়ন্ পুরুষব্যাঘ্র রাজা সর্বাশ্রমী ভবেৎ ॥ ২৯
কালে বিভূতিং ভূতানামুপহারাংস্তথৈব চ।
অর্হয়ন্ পুরুষব্যাঘ্র সাধূনামাশ্রমে বসেৎ ॥ ৩০
দশধর্মগতশ্চাপি যো ধর্মং প্রত্যবেক্ষতে।
সর্বলোকস্য কৌন্তেয় রাজা ভবতি সোঽহশ্রমী ॥ ৩১
যে ধর্মকুশলা লোকে ধর্মং কুর্বন্তি ভারত।
পালিতা যস্য বিষয়ে ধর্মাংশস্তস্য ভূপতে ॥ ৩২
ধর্মারামান্ ধর্মপরান্ যে ন রক্ষন্তি মানবান্।
পাথিবাঃ পুরুষব্যাঘ্র তেষাং পাপং হরন্তি তে ॥ ৩৩
যে চাপ্যত্র সহায়াঃ স্যুঃ পাথিবানাং যুধিষ্ঠির।
তে চৈবাংশহরাঃ সর্বে ধর্মে পরকৃতেঽনঘ ॥ ৩৪
সর্বাশ্রমপদেঽপ্যাহুর্গার্হস্থ্যং দীপ্তনির্ণয়ম্।
পাবং পুরুষব্যাঘ্র যং ধর্মং পর্যুপাস্মহে ॥ ৩৫
আত্মোপমস্তু ভূতেষু যো বৈ ভবতি মানবঃ।
ন্যস্তদণ্ডো জিতক্রোধঃ প্রেত্যেহ লভতে সুখম্ ॥ ৩৬

যিনি স্থাবর ও জঙ্গম প্রাণিগণের রক্ষা ও তাহাদের যথাযোগ্য আদর করেন, তিনিই গৃহস্থ হইবার যোগ্য হন। ২২

পৃথানন্দন! জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ পত্নী, কনিষ্ঠ ভ্রাতা, পুত্র ও পৌত্র ইহারা অন্যায় কার্য্য করিলে তিরস্কার এবং ভাল কার্য্য করিলে পুরস্কার যিনি করেন, তিনিই গৃহস্থ হইবার যোগ্য হন এবং সেই কার্য্য করাই তাঁহার পক্ষে তপস্যা ॥ ২৩

পুরুষশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! সুপ্রসিদ্ধ পূজনীয় সাধুগণের পূজা ও রক্ষা করাই গৃহস্থের কর্ত্তব্য ॥ ২৭

যুধিষ্ঠির! আপন বাড়ীতে বা ঘরে যে সকল প্রাণী থাকে খাদ্যবস্তু দান করিয়া যিনি তাহাদিগকে বশে রাখেন, তিনিই গৃহস্থ হইবার যোগ্য ॥ ২৫

বিধাতা স্বীয় অনুসারে যে ধর্ম্ম সৃষ্টি করিয়াছেন; সেই ধর্ম্মে যিনি থাকেন, তিনি সমস্ত আশ্রমেরই অক্ষুণ্ণ ফল লাভ করেন ॥২৬

কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির! যে পুরুষের দয়া দাক্ষিণ্য প্রভৃতি গুণ কখনও বিনষ্ট হয় না, সেই পুরুষ গৃহস্থাশ্রমে থাকিলেও তাঁহাকে সকলে নরশ্রেষ্ঠ বলে ॥ ২৭

যুধিষ্ঠির! যিনি স্থান, বংশ ও বয়সের অবস্থা বুঝিয়া কার্য্য করিতে পারেন, তিনি সকল আশ্রমেই বাস করিতে সমর্থ হন ॥২৮

পুরুষশ্রেষ্ঠ কুন্তীনন্দন! যে রাজা আপন কৌলিক ধর্ম্ম এবং রাজাশ্রিত অপর দশজনের ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন, তিনি সমস্ত আশ্রমেই বাস করিবার যোগ্য হন ॥ ২৯

পুরুষশ্রেষ্ঠ! যিনি যথা সময়ে সাধুজনের উন্নতি সাধন এবং সম্মানপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে উপহার দান করেন, তিনি যে কোন আশ্রমেই বাস করিতে পারেন। ৩০

কুন্তীনন্দন! যিনি দেশীয় ধর্ম্মের মধ্যে থাকিয়াও আপন রাজ্যের অন্তর্গত অন্য দেশীয় ধর্ম্মেরও পর্য্যবেক্ষণ করেন, তিনিই বাস্তবিক গৃহস্থ হইতে সমর্থ হন ॥ ৩১

ভরতনন্দন! জগতে যে রাজার রাজ্যে থাকিয়া এবং যে রাজার চেষ্টায় রক্ষিত হইয়া ধর্ম্মনিপুণ লোকেরা ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন সেই রাজার ও সেই ধর্ম্মের ষষ্ঠ অংশ লভ্য হইয়া থাকে ॥ ৩২

পুরুষশ্রেষ্ঠ! যে রাজারা ধর্ম্মে নিরত ও ধর্ম্মপরায়ণ মানুষগণকে রক্ষা করেন না, সেই রাজারা সেই মানুষগণের পাপ গ্রহণ করিয়া থাকেন ॥ ৩৩

নিষ্পাপ যুধিষ্ঠির! মানুষ ধর্ম্ম সঞ্চয় করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাহাকে রক্ষা করা সম্বন্ধে যাঁহারা রাজাদের সহায় হন, তাঁহারাও সেই ধর্ম্মের অংশ পাইয়া থাকেন। ৩৪

পুরুষশ্রেষ্ঠ! শাস্ত্রজ্ঞ লোকেরা বলেন—আমরা যে গৃহস্থাশ্রম ধর্ম্মের সেবা করিতেছি, সমস্ত আশ্রমের মধ্যেই সেই গৃহস্থাশ্রম পবিত্র এবং উহার কারণ নির্ণয় করাও কঠিন নহে ॥ ৩৫

যে মানুষ নিজের মতই অন্যান্য প্রাণিগণের উপরেও ব্যবহার করে, কাহাকেও দমন করিবার ইচ্ছা করে না এবং সর্ব্বদাই

ধর্মে স্থিতা সত্ত্ববীর্য্যা ধর্মসেতুবটারকা।
ত্যাগবাতাধ্বগা শীঘ্রা নৌস্তং সন্তারয়িষ্যতি ॥ ৩৭
যদা নিবৃত্তঃ সর্বস্মাৎ কামো যোঽস্য হৃদি স্থিতঃ।
তদা ভবতি সত্ত্বস্থস্ততো ব্রহ্ম সমশ্নুতে ॥ ৩৮
সুপ্রসন্নস্য ভাবেন যোগেন চ নরাধিপ।
ধর্মং পুরুষশার্দূল প্রাপ্যাসে পালনে রতঃ ॥ ৩৯
বেদাধ্যয়নশীলানাং বিপ্রাণাং সাধুকর্মণাম্।
পালনে যত্নমাতিষ্ঠ সর্বলোকস্য চৈব হ ॥ ৪০
বনে চরন্তি যে ধর্মাশ্রমেষু চ ভারত।
রক্ষণাৎ তচ্ছুভগুণং ধর্মং প্রাপ্নোতি পার্থিবঃ ॥ ৪১
এষ তে বিবিধো ধর্মঃ পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ কীর্তিতঃ।
অনুতিষ্ঠ ত্বমেনং বৈ পূর্বদৃষ্টং সনাতনম্ ॥ ৪২
চাতুরাশ্রম্যমৈকাগ্র্যং চাতুর্বর্ণ্যঞ্চ পাণ্ডব
ধর্মং পুরুষশার্দূল প্রাপ্যাসে পালনে রতঃ ॥ ৪৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি চাতুরাশ্রম্যবিধৌ ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৬

ক্রোধকে দমন করিয়া রাখিতে পারে, সেই মনুষ্য ইহলোক ও পরলোকে সুখলাভ করে ॥ ৩৬

মানুষের যে চেষ্টারূপ নৌকা কোন নদরূপ ধর্মে থাকে, নিজের সত্ত্বগুণরূপ নাবিকের শক্তি যে নৌকাচালন শক্তি উৎপাদন করে, শাস্ত্রই যে নৌকার বন্ধন রজ্জু হয়, দানরূপ বায়ুই যে নৌকাকে সঞ্চালন করে এবং যে নৌকা সংসারময় জলপথে সত্বর গমন করিয়া থাকে, সেই চেষ্টা নৌকাই সেই ধার্মিক পুরুষকে সংসার-সাগর পার করিয়া দেয় ॥ ৩৭

মানুষের মনে যে যে কামনা থাকে, সে সমস্তই যখন সকল বিষয় হইতে নিবৃত্তি পাইয়া যায়, তখনই সেই মানুষ কেবল সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হয়, তাহার পর সে ব্রহ্মলাভ করে ॥ ৩৮

পুরুষশ্রেষ্ঠ রাজন্! রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি তিরোহিত হওয়ায় অথবা যোগাভ্যাস করায় তোমার চিত্ত যখন অত্যন্ত নির্মল হইবে, তখনই তুমি প্রজাপালনে ব্যাপৃত থাকিয়াও যথার্থ ধর্ম লাভ করিবে ॥ ৩৯

যুধিষ্ঠির! বেদাধ্যয়নকারী ও সৎকর্মান্বিত ব্রাহ্মণগণের এবং অন্যান্য সমস্ত লোকের পালন বিষয়ে তুমি প্রধানভাবে যত্ন অবলম্বন কর ॥ ৪০

ভরতনন্দন! মানুষ বনে যাইয়া কিংবা ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাসাশ্রমে থাকিয়া যে ধর্ম সঞ্চয় করে, রাজা একমাত্র প্রজাপালন করিয়াই তাহার শতগুণ ধর্ম লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৪১

পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! এই তোমার নিকট আমি নানাবিধ ধর্মের বিষয় বলিলাম। এই সকল ধর্ম চিরকাল চলিয়া আসিতেছে এবং প্রাচীন রাজারাও ইহার অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। অতএব তুমিও এই সকল ধর্মেরই অনুষ্ঠান কর ॥ ৪২

পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডুনন্দন! চারিটি আশ্রম গ্রহণ, ব্রহ্মে একাগ্রতা এবং চারিবর্ণের আপন আপন অনুষ্ঠানে যে ধর্ম হয়, তুমি একমাত্র প্রজাপালনে ব্যাপৃত থাকিয়াই সেই ধর্ম লাভ করিতে পারিবে ॥ ৪৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্বে চাতুরাশ্রমবিধিবিষয়ক ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[রাজ্যস্য রক্ষণায় সমুদ্যতস্য চ রাজ্ঞঃ প্রয়োজনকথনম্

যুধিষ্ঠির উবাচ।

চাতুরাশ্রম্যযুক্তং তে চাতুর্বর্ণ্যং তথৈব চ।
রাষ্ট্রস্য যৎ কৃত্যতমং ততো ব্রূহি পিতামহ ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ।

রাষ্ট্রস্যৈতৎ কৃত্যতমং রাজ্ঞ এবাভিষেচনম্।
অনিন্দ্রমবলং রাষ্ট্রং দস্যবোঽভিভবন্ত্যুত ॥ ২
অরাজকেষু রাষ্ট্রেষু ধর্মো ন ব্যবতিষ্ঠতে।
পরস্পরঞ্চ খাদন্তি সর্বথা ধিগরাজকম্ ॥ ৩
ইন্দ্রমেব প্রবৃণুতে যদ্‌রাজানমিতি শ্রুতিঃ।
যথৈবেন্দ্রস্তথা রাজা সম্পূজ্যো ভূতিমিচ্ছতা ॥ ৪
নারাজকেষু রাষ্ট্রেষু বস্তব্যমিতি রোচয়ে।
নারাজকেষু রাষ্ট্রেষু হব্যমগ্নির্বহত্যুত ॥ ৫
অথ চেদাভিবর্তেত রাজ্যার্থী বলবত্তরঃ।
অরাজকাণি রাষ্ট্রাণি হতবীর্য্যাণি বা পুনঃ ॥ ৬
প্রত্যুদ্গম্যাভিপূজ্যঃ স্যাদেতদত্র সুমন্ত্রিতম্
ন হি পাপাৎ পরতরমস্তি কিঞ্চিদরাজকাৎ ॥ ৭
স চেৎ সমনুপশ্যেত সমগ্রং কুশলং ভবেৎ।
বলবান্ হি প্রকুপিতঃ কুর্য্যান্নিঃশেষতামপি ॥ ৮
ভূয়াংসং লভতে ক্লেশং যা গৌর্ভবতি দুর্দুহা।
অথ যা সুদুহা রাজন্ নৈব তাং বিদুদস্যুপি ॥ ৯
যদতপ্তং প্রণমতে নৈতৎ সন্তাপমর্হতি
যৎ স্বয়ং নমতে দারু ন তৎ সন্নাময়ন্ত্যপি ॥ ১০
এতয়োপময়া বীর সংনমেত বলীয়সে
ইন্দ্রায় চ প্রণমতে নমতে যো বলীয়সে ॥ ১১
তস্মাদ্ রাজৈব কর্তব্যঃ সততং ভূতিমিচ্ছতা
ন ধনার্থো ন দারার্থস্তেষাং যেষামরাজকম্ ॥ ১২

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

[রাজ্যের রক্ষা ও সাত্ত্বিক উন্নতির জন্য রাজার প্রয়োজন কথন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন—পিতামহ! আপনি চারিটি আশ্রম ও চারিটি বর্ণের ধর্ম বলিয়াছেন; এখন রাজ্যসম্বন্ধে যাহা প্রধান কর্ত্তব্য, তাহা আমার নিকট বলুন। ১

ভীষ্ম বলিলেন—রাজ্য সম্বন্ধে ইহাই প্রধান কর্ত্তব্য যে, প্রথমে রাজ্যে কোন রাজাকে অভিষিক্ত করিতেই হইবে। কারণ, যে রাজ্যে রাজা না থাকেন এবং সৈন্যও না থাকে, দস্যুরা সেই রাজ্যে উপদ্রব করে। ২

বিশেষতঃ অরাজক রাজ্যে ধর্ম থাকে না এবং লোকেরা পরস্পর পরস্পরকে সংহার করে। অতএব অরাজক রাজ্যকে সকলেই ধিক্কার দেয়। ৩

এইরূপ শুনা যায় যে, পূর্বকালে দেবতারা ইন্দ্রকে রাজত্বে বরণ করিয়াছিলেন। অতএব দেবতারা যেমন ইন্দ্রকে রাজত্বে বরণ করিয়াছিলেন, তেমন উন্নতিকামী মানুষগণেরও কোন রাজাকে বরণ করা অবশ্যকর্ত্তব্য। ৪

আমি মনে করি—অরাজক রাজ্যে কাহারও বাস করা উচিত নহে। বিশেষতঃ অরাজক রাজ্যে অগ্নি যজ্ঞফল দান করেন না॥ ৫

তারপর, যে সকল রাজ্যে রাজা ও সৈন্য সামন্ত থাকে না সেই সকল রাজ্য অধিকার করিবার জন্য যদি কোন প্রবল রাজা আগমন করেন, তাহা হইলে প্রত্যুদ্গমন করিয়া সম্মান পূর্বক সেই রাজাকে গ্রহণ করাই তত্রত্য লোকদিগের উচিত। এই বিষয়ে ইহাই সুপরামর্শ কারণ, অরাজক রাজ্যে বাস করা অপেক্ষা অধিক অনিষ্টজনক আর কিছুই নাই। ৬-৭

তৎপরে সেই রাজা যদি তত্রত্য লোকদিগকে সস্নেহ দৃষ্টিতে দর্শন করেন, তাহা হইলে সেই লোকদিগের সকলদিকেই মঙ্গল হয়। পক্ষান্তরে প্রবলরাজা ক্রুদ্ধ হইয়া সেই লোকদিগকে একেবারে নিঃশেষ করিয়াও ফেলিতে পারেন। ৮

রাজন্! যে গরুর দুগ্ধদোহন করা কষ্টকর, সেই গরু গো-পালকের প্রহারে গুরুতর কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে, যে গরুর দুগ্ধ দোহন করায় কষ্ট হয় না, সেই গরুকে গো-পালকেরা ব্যথা দেয় না। ৯

যে রাজা উৎপীড়িত না হইয়াই রাজার নিকট অবনত হয় সেই রাজা কখনও রাজার উৎপীড়ন ভোগ করিবার যোগ্য হয় না। দেখ, যে কাষ্ঠ আপনা আপনিই অবনত হয়, সেই কাষ্ঠকে কেহই অগ্নিতে সন্তপ্ত করেনা। ১০

হে বীর! এই দৃষ্টান্ত অনুসারেই প্রবলের নিকট অবনত হইবে। যে মানুষ প্রবলের নিকটে অবনত সেই মানুষ ইন্দ্রের নিকটেই অবনত হইয়া থাকে। সুতরাং উহাতে কোন দোষ নাই। ১১

অতএব উন্নতিকামী লোকদিগের একজনকে রাজা করা

প্রীয়তে হি হরন্ পাপঃ পরবিত্তময়াজকে।
যদাস্য উদ্ধরন্ত্যন্যে তদা রাজানমিচ্ছতি ॥ ১৩
পাপা হ্যপি তদা ক্ষেমং ন লভন্তে কদাচন।
একস্য হি দ্বৌ হরতো দ্বয়োশ্চ বহবোঽপরে ॥ ১৪
অদাসঃ ক্রিয়তে দাসো ত্রিয়ন্তে চ বলাৎ স্ত্রিয়ঃ
এতস্মাৎ কারণাদ্ দেবাঃ প্রজাপালান্ প্রচক্রিরে ॥১৫
রাজ্ঞা চেন্ন ভবেল্লোকে পৃথিব্যাং দণ্ডধারকঃ।
জলে মৎস্যানিবাভক্ষন্ দুর্ব্বলান্ বলবত্তরাঃ ॥ ১৬
অরাজকাঃ প্রজা পূর্ব্বং বিনেশুরিতি নঃ শ্রুতম্।
পরস্পরং ভক্ষয়ন্তো মৎস্যা ইব জলে কৃশান্ ॥১৭
সমেত্য তান্ততশ্চক্রুঃ সময়ানিতি নঃ শ্রুতম্।
বাক্‌শূরো দণ্ডপরুষো যশ্চ স্যাৎ পারজায়িকঃ ॥ ১৮
যঃ পরস্বমথাদদ্যাৎ ত্যাজ্যা নস্তাদৃশা ইতি
বিশ্বাসার্থঞ্চ সর্ব্বেষাং বর্ণানামবিশেষতঃ।
তাস্তথা সময়ং কৃত্বা সময়েনাবতস্থিরে ॥ ১৯
সহিতাস্তাস্তদা জগ্মুরসুখার্তাঃ পিতামহম্।
অনীশ্বরা বিনশ্যামো ভগবন্নীশ্বরং দিশ ॥ ২০
যঃ পূজয়েম সম্ভূয় যশ্চ নঃ প্রতিপালয়েৎ।
তত্তো মনুং ব্যাদিদেশ মনুনাভিননন্দ তাঃ ॥ ২১

মনুরুবাচ।

বিভেমি কমলঃ পাপাদ্ রাজ্যং হি ভৃশদুস্তরম্।
বিশেষতো মনুষ্যেষু মিথ্যাবৃত্তেষু নিত্যদা ॥ ২২

ভীষ্ম উবাচ।

তমব্রুবন্ প্রজা মা ভৈঃ কর্ত্তৃনেনো গমিষ্যতে।
পশূনামপি পঞ্চাশদ্ধিরণ্যস্য তথৈব চ ॥ ২৩
ধান্যস্য দশমং ভাগং দাস্যামঃ কোষবর্দ্ধনম্।
কন্যাং শুল্কে চারুরূপাং বিবাহেষু তথা সু চ ॥ ২৪

অবশ্য কর্ত্তব্য; কারণ, যাহাদের রাজ্যে রাজা থাকেন না তাহাদের ধন বা ভার্য্যা দ্বারা কোন প্রয়োজনই সিদ্ধ হয় না। ১২

পাপী লোক অরাজক রাজ্যে প্রথমে পরের ধন হরণ করিয়া সন্তোষ লাভ করে। তারপর যখন অন্য লোকেরা আবার তাহার সেই ধন হরণ করে, তখন সেই পাপী একজন রাজা চাহে। ১৩

সেই পাপিষ্ঠেরাও তখন কোন প্রকারেই মঙ্গল লাভ করে না। কারণ দুইজনে মিলিয়া একজনের ধন হরণ করে, আবার অন্য বহু লোক মিলিয়া সেই দুইজনের ধন হরণ করিয়া থাকে। ১৪

মানুষ বলপূর্ব্বক অদাস লোককে দাস করে এবং পরস্ত্রী হরণ করে। এই সকল কারণে দেবতারা পূর্ব্বকালে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকে দিক্‌পাল করিয়াছিলেন। ১৫

রাজা যদি পৃথিবীতে লোকের দণ্ড না করিতেন, তাহা হইলে জলে মৎস্য যেমন দুর্ব্বল মৎস্যগণকে ভক্ষণ করে, তেমন প্রবল লোকেরা দুর্ব্বল লোকদিগকে ভক্ষণ করিত। ১৬

মৎস্য যেমন জলে দুর্ব্বল মৎস্যগণকে ভক্ষণ করে, সেইরূপ পূর্ব্বকালে অরাজক মানুষেরা পরস্পর পরস্পরকে সংহার করিতে থাকিয়া বিনষ্ট হইয়াছিল, ইহা আমাদের শুনা আছে। তারপর ইহাও আমাদের শুনা আছে যে, সেই মানুষেরা পরস্পর মিলিত হইয়া কতকগুলি নিয়ম করিয়াছিল। ১৭

যে লোক অত্যন্ত কটুভাষী, যে ব্যক্তি নিষ্ঠুর দণ্ডকারী; যে মানুষ পরস্ত্রীগামী এবং যে জন পরস্বাপহারী, সেই সকলপ্রকার লোক সামাজিক ব্যবহারে আমাদের পরিত্যাজ্য। ১৮

তাহার পর সেই প্রজারা সমস্ত বর্ণের বিশ্বাসের জন্য তাহাদের কোন বৈষম্য না রাখিয়া সেইরূপ নিয়ম করিয়া তদনুসারে বাস করিতে লাগিল ॥ ১৯

কালক্রমে সেই নিয়মের ব্যত্যয় ঘটিতে লাগিলে তখন সেই প্রজারা উৎপীড়িত ও মিলিত হইয়া ব্রহ্মার নিকট গমন করিল (এবং তাঁহার নিকট নিবেদন করিল)—ভগবন্! আমাদের রাজা না থাকায় আমরা ক্রমশঃ বিনষ্ট হইতেছি। অতএব আমাদের একজন রাজা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিন ॥ ২০

"আমরা সম্মিলিত হইয়া যাঁহাকে পূজা করিব এবং যিনি আমাদিগকে প্রতিপালন করিবেন।" তাহার পর ব্রহ্মা তাহাদের রাজা হইবার জন্য মনুকে আদেশ করিলেন; কিন্তু মনু আনন্দের সহিত সেই আদেশ গ্রহণ করিতে পারিলেন না ॥ ২১

মনু বলিলেন—আমি পাপ কার্য্যের ভয় করি। কারণ, রাজত্ব করা অতি দুষ্কর, বিশেষতঃ মনুষ্যেরা সর্ব্বদাই মিথ্যা ব্যবহার করে; সুতরাং তাহাদের রাজত্ব করা আরও দুষ্কর ॥ ২২

ভীষ্ম বলিলেন,—তখন প্রজারা মনুকে বলিল—আপনি ভীত হইবেন না। যাহারা পাপকার্য্য করে, তাহাদেরই পাপভাগী হইতে হয়। আমাদের পশু ও ধনের পঞ্চাশ ভাগের একভাগ আপনাকে দান করিব ॥ ২৩

আমরা যে ধান্য লাভ করিব, তাহার দশ ভাগের একভাগ আপনাকে দিব—ইহাতে আপনার রাজকোষ বর্দ্ধিত হইবে।

মুখ্যেন শস্ত্রপত্রেণ যে মনুষ্যাঃ প্রধানতঃ।
ভবন্তু তেঽনুযাস্যন্তি মহেন্দ্রমিব দেবতাঃ॥ ১৫
স ত্বং জাতবলো রাজা দুষ্প্রধর্ষঃ প্রতাপবান্।
সুখে ধাস্যসি নঃ সর্বান্ কুবের ইব নৈর্ঋতান্॥ ১৬
যচ্চ ধর্মং চরিষ্যন্তি প্রজা রাজ্ঞা সুরক্ষিতাঃ
চতুর্থং তস্য ধর্মস্য ত্বৎসংস্থং বৈ ভবিষ্যতি॥ ১৭
তেন ধর্মেণ মহতা সুখং লব্ধেন ভাবিতঃ।
পাহ্যস্মান্ সর্বতো রাজন্ দেবানিব শতক্রতুঃ॥ ১৮
বিজয়ায় হি নির্যাহি প্রতপন্ রশ্মিবানিব।
মানং বিধম শত্রূণাং জয়োঽস্তু তব সর্বদা॥ ১৯
স নির্যযৌ মহাতেজা বলেন মহতা বৃতঃ
মহাভিজনসম্পন্নস্তেজসা প্রজ্বলন্নিব॥ ৩০
তস্য দৃষ্ট্বা মহত্ত্বং তে মহেন্দ্রস্যেব দেবতাঃ।
অপতন্ত্রসিরে সর্বে স্বধর্মে চ দদৃর্মনঃ॥ ৩১
ততো মহীং পরিষযৌ পর্জন্য ইব বৃষ্টিমান্।
শময়ন্ সর্বতঃ পাপান্ স্বকর্মসু চ যোজয়ন্॥ ৩২
এবং যে ভূতিমিচ্ছেয়ুঃ পৃথিব্যাং মানবাঃ ক্বচিৎ।
কুর্যুর্ রাজানমেবাগ্রে প্রজানুগ্রহকারণাৎ॥ ৩৩
নমস্যেরংশ্চ তং ভক্ত্যা শিষ্যা ইব গুরুং সদা।
দেবা ইব চ দেবেন্দ্রং তত্র রাজানমন্তিকে॥ ৩৪
সৎকৃতং স্বজনেনেহ পরোঽপি বহু মন্যতে।
স্বজনেন ত্ববজ্ঞাতং পরে পরিভবন্ত্যত॥ ৩৫
রাজ্ঞঃ পরৈঃ পরিভবঃ সর্বেষামসুখাবহঃ।
তস্মাচ্ছত্রঞ্চ পত্রঞ্চ বাসাংস্যাভরণানি চ॥ ৩৬
ভোজনান্যথ পানানি রাজ্ঞে দদ্যুর্গৃহাণি চ
আসনানি চ শয্যাশ্চ সর্বোপকরণানি চ॥ ৩৭

বিবাহে উদ্যত কন্যাগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দরী একটি কন্যাকে রাজত্ব করার শুল্করূপে আপনাকে দান করিব॥ ২৪

যে সকল মানুষ উত্তম অস্ত্র ও বাহন ব্যবহারে প্রধান, সেই সকল মানুষই যুদ্ধে দেবতারা যেমন ইন্দ্রের অনুসরণ করেন, সেইরূপ আপনার অনুসরণ করিবে॥ ২৫

এই সৈন্যগণের সাহায্যে আপনি শক্তিশালী, প্রতাপান্বিত ও দুর্ধর্ষ হইবেন। তখন কুবের যেমন রাক্ষসগণকে সুখভোগে স্থাপন করেন, তেমন আপনিও আমাদের সকলকে সুখভোগে স্থাপন করিবেন॥ ২৬

আপনি রাজা হইয়া রক্ষা করিতে থাকিলে প্রজারা যে ধর্ম সঞ্চয় করিবে, তাহার চারিভাগের একভাগ আপনার হইবে॥ ২৭

রাজন্! আপনি সেই অনায়াসলব্ধ বিশাল ধর্মদ্বারা—ইন্দ্র যেমন দেবগণকে রক্ষা করেন, তেমন আপনি আমাদিগকে সর্বপ্রকারে রক্ষা করুন॥ ২৮

আপনি সূর্যের ন্যায় শত্রুগণকে সন্তপ্ত করিতে থাকিয়া বিজয়লাভের জন্য নির্গত হউন এবং শত্রুগণের সম্মান বিনষ্ট করুন; সর্বদা আপনার জয়লাভ হউক॥ ২৯

তৎপরে অত্যন্ত তেজস্বী ও উচ্চবংশসম্ভূত মনু বিশাল সৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া আপন তেজে যেন জ্বলিতে থাকিয়া নিজ গৃহ হইতে নির্গত হইলেন॥ ৩০

পূর্বকালে দেবতারা যেমন ইন্দ্রের মহত্ত্ব দেখিয়া ভীত হইয়াছিলেন, তেমন মর্ত্যলোকবাসীরা সকলেই সেই মনুর মহত্ত্ব দেখিয়া ভীত হইল এবং আপন আপন ধর্মে মনোনিবেশ করিল॥ ৩১

তদনন্তর মনু বর্ষণকারী মেঘের ন্যায় সস্নেহে দৃষ্টিপাত করিতে থাকিয়া সকল দিকের পাপ নিবৃত্তি এবং প্রজাগণকে আপন আপন কর্মে প্রবৃত্ত করিতে করিতে ভূমণ্ডলে গমন করিলেন॥ ৩২

এইভাবে পৃথিবীতে যে কোন কালে যে কোন মানবসমাজ সম্পদ লাভ করিবার ইচ্ছা করিবে, তাহারা প্রথমেই প্রজাবর্গের উপরে অনুগ্রহ করাইবার জন্য কোন একজন উপযুক্ত লোককে রাজা করিবে॥ ৩৩

শিষ্যেরা যেমন গুরুর নিকটে ও দেবতারা যেরূপ ইন্দ্রের সন্নিধানে অবনত থাকেন, তেমন প্রজারা রাজার নিকটে সর্বদা অবনত থাকিবে॥ ৩৪

কারণ, আত্মীয় লোকেরা যাঁহার সম্মান করে, অনাত্মীয় লোকেরাও তাঁহার সম্মান করিয়া থাকে; আবার আত্মীয় লোকেরা যাঁহার প্রতি অবজ্ঞা করে, অনাত্মীয় লোকেরা তাঁহার প্রতি তিরস্কারই করিতে থাকে॥ ৩৫

রাজার উপরে লোকের তিরস্কার সকল প্রজারই দুঃখ উৎপাদন করে। অতএব প্রজারা রাজাকে ছত্র, বাহন, বস্ত্র, অলঙ্কার, খাদ্য, পেয়, গৃহ, আসন, শয্যা ও অন্যান্য সর্বপ্রকার উপকরণ উপহার দান করিবে॥ ৩৬-৩৭

গোপ্তা তস্মাদ্ ভূরার্ধর্যঃ স্মিতপূর্ব্বাভিভাষিতা।
আভাষিতশ্চ মধুরং প্রত্যাভাষেত মানবান্ ॥ ৩৮
কৃতজ্ঞো দৃঢ়ভক্তিঃ স্যাৎ সংবিভাগী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
ঈক্ষিতঃ প্রতিবীক্ষেত মৃদু বস্তু চ সুষ্ঠু চ ॥ ৩৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি রাষ্ট্রে রাজকরণাবস্থা-
কত্বকথনে সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৭

ঐ সকল উপহার দান করার পর দুর্দ্ধর্ষ রাজা ঈষৎ হাস্য করিয়া দাতাদিগের সহিত আলাপ করিবেন এবং প্রজারা মধুর সম্ভাষণ করিলে রাজা তাহাদের প্রতি মধুর সম্ভাষণ করিবেন ॥ ৩৮

রাজা কৃতজ্ঞ হইবেন, গুরুজনের প্রতি দৃঢ় ভক্তি করিবেন, অতিথি প্রভৃতিকে বিভাগ করিয়া করিয়া অন্ন দিবেন, জিতেন্দ্রিয় হইবেন এবং কেহ প্রসন্ন দৃষ্টিতে দর্শন করিলে রাজাও কোমল, সুন্দর ও সম্যক্ দৃষ্টিপাত করিবেন ॥ ৩৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্ব্বে রাজ্যে রাজকরণাবস্থাকত্ববিষয়ক ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[বসুমনসাঙ্গিরসয়োর্বৃত্তান্তমুল্লিখ্য নৃপাভাবে প্রজানাং ক্ষতেস্তদ্ভাবে তেষাং লাভস্য চ বর্ণনম্।]

যুধিষ্ঠির উবাচ

কিমাহুর্দৈবতং বিপ্রা রাজানং ভরতর্ষভ।
মনুষ্যাণামধিপতিং তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ।

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্
বৃহস্পতিং বসুমনা যথা পপ্রচ্ছ ভারত ॥ ২
রাজা বসুমনা নাম কৌসল্যো ধীমতাং বরঃ।
মহর্ষিং কিল পপ্রচ্ছ কৃতপ্রজ্ঞং বৃহস্পতিম্ ॥ ৩
সর্বং বৈনয়িকং কৃত্বা বিনয়জ্ঞো বৃহস্পতিম্।
দক্ষিণানন্তরো ভূত্বা প্রণম্য বিধিপূর্বকম্ ॥ ৪
বিধিং পপ্রচ্ছ রাজ্যস্য সর্বলোকহিতে রতঃ।
প্রজানাং সুখমন্বিচ্ছন্ ধর্মশীলং বৃহস্পতিম্ ॥ ৫

বসুমনা উবাচ।

কেন ভূতানি বর্ধন্তে ক্ষয়ং গচ্ছন্তি কেন বা।
কর্মচেষ্টো মহাপ্রাজ্ঞ সুখমব্যয়মাপ্নুয়ুঃ ॥ ৬
এবং পৃষ্টো মহাপ্রাজ্ঞঃ কৌশল্যেনামিতৌজসা।
রাজসৎকারমব্যগ্রঃ শশংসাস্মৈ বৃহস্পতিঃ ॥ ৭

বৃহস্পতিরুবাচ।

রাজমূলো মহাপ্রাজ্ঞ ধর্মো লোকস্য লক্ষ্যতে।
প্রজা রক্ষেভয়াদেব ন খাদন্তি পরস্পরম্ ॥ ৮

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়।

[বসুমনা ও আঙ্গিরসের বৃত্তান্ত উল্লেখ করিয়া রাজার অবর্ত্তমানে প্রজাগণের ক্ষতি এবং রাজার বিদ্যমানে তাহাদের লাভ বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন—ভরতশ্রেষ্ঠ পিতামহ! পৃথিবীর দেবতা ব্রাহ্মণেরাও কি জন্য মানবাধিপতি রাজাকে দেবতা বলেন; তাহা আপনি আমার নিকট বলুন ॥ ১

ভীষ্ম বলিলেন—ভরতনন্দন! "বসুমনা" এইরূপ নামধারী কোন রাজা পূর্ব্বকালে বৃহস্পতিকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন সেই প্রাচীন বৃত্তান্তরূপ এই ইতিহাসটি প্রত্নতাত্ত্বিকেরা এই বিষয়ে উল্লেখ করেন। ২

একদা সর্ব্ববিষয়ে লব্ধবুদ্ধি মহর্ষি বৃহস্পতি উপস্থিত হইলে, বুদ্ধিমান্‌দিগের শ্রেষ্ঠ ও বিনয়-নিয়মাভিজ্ঞ কোশলদেশাধিপতি বসুমনা গাত্রোত্থানপূর্ব্বক যথাবিধানে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া রাজ্যশাসনের প্রকারসকল তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন। ৩-৪

সমস্ত লোকের হিতসাধনে নিরত বসুমনা প্রজাদের সুখ-সম্পাদন করিবার ইচ্ছা করিয়াই ধর্ম্মজ্ঞ বৃহস্পতির নিকট রাজ্য-শাসনের প্রকারগুলি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ৫

বসুমনা বলিলেন—"মহাপ্রাজ্ঞ দেবর্ষি! মানুষ কি করিয়া উন্নতি লাভ করে কেনই বা অবনতি প্রাপ্ত হয়, কাহার সেবা করিয়াই বা স্বামী সুখ লাভ করে?" ৬

অমিততেজা কোশলাধিপতি বসুমনা এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, মহাপ্রাজ্ঞ বৃহস্পতি তাহার নিকটে ধীরভাবে তৎকৃত সম্মানের প্রশংসা করিলেন। ৭

বৃহস্পতি বলিলেন—মহাপ্রাজ্ঞ রাজন্! দেখা যায় জগতের ধর্ম্মের মূল একমাত্র রাজা এবং রাজার ভয়েই প্রজারা পরস্পরকে সংহার করে না। ৮

রাজা হ্যেবাখিলং লোকং সমুদীর্ণং সমুৎসুকম্।
প্রসাদয়তি ধর্মেণ প্রসাদ্য চ বিরাজতে ॥ ৯
যথা হ্যুদয়ে রাজন্ ভূতানি শশি-সূর্য্যয়োঃ।
অন্ধে তমসি মজ্জেয়ুরপশ্যন্তঃ পরস্পরম্ ॥ ১০
যথা হ্যুদকে মৎস্যা নিরাক্রন্দে বিহঙ্গমাঃ
বিহরেয়ুর্যথাকামং বিহিংসন্তঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ১১
বিমথ্যাতিক্রমেরংশ্চ বিষহ্যাপি পরস্পরম্।
অভাবমচিরেণৈব গচ্ছেয়ুর্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১২
এবমেব বিনা রাজ্ঞা বিনশ্যেয়ুরিমাঃ প্রজাঃ।
অন্ধে তমসি মজ্জেয়ুরগোপাঃ পশবো যথা ॥ ১৩
হরেয়ুর্বলবন্তোঽপি দুর্বলানাং পরিগ্রহান্।
হন্যুর্ব্যায়চ্ছমানাংশ্চ যদি রাজা ন পালয়েৎ ॥ ১৪
মমেদমিতি লোকেঽস্মিন্ ন ভবেৎ সম্পরিগ্রহঃ।
ন দারা ন চ পুত্রঃ স্যান্ন ধনং ন পরিগ্রহঃ।
বিপ্লবগ্লোপঃ প্রবর্তেত যদি রাজা ন পালয়েৎ ॥ ১৫

যানং বস্ত্রমলঙ্কারান্ রত্নানি বিবিধানি চ।
হরেয়ুঃ সহসা পাপা যদি রাজা ন পালয়েৎ ॥ ১৬
পতেদ্ বহুবিধং শস্ত্রং বহুধা ধর্মচারিষু।
অধর্মঃ প্রগৃহীতঃ স্যাদ্ যদি রাজা ন পালয়েৎ ॥ ১৭
মাতরং পিতরং বৃদ্ধমাচার্য্যমতিথিং গুরুম্
ক্লিশ্নীয়ুরপি হিংস্যুর্বা যদি রাজা ন পালয়েৎ ॥১৮
বধবন্ধপরিক্লেশো নিত্যমর্থবতাং ভবেৎ।
মমত্বঞ্চ ন বিদ্যেয়ুর্যদি রাজা ন পালয়েৎ ॥ ১৯
অস্তাশ্চাকাল এব স্যুর্লোকোঽয়ং দস্যুসাদ্ ভবেৎ।
পতেয়ুর্নরকং ঘোরং যদি রাজা ন পালয়েৎ ॥ ২০
ন যোনিদোষো বর্তেত ন কৃষির্ন বণিক্পথঃ।
মজ্জেদ্ ধর্মত্রয়ী ন স্যাদ্ যদি রাজা ন পালয়েৎ ॥ ২১
ন যজ্ঞাঃ সম্প্রবর্তেয়ুর্বিধিবৎ স্বাপ্তদক্ষিণাঃ।
ন বিবাহাঃ সমাজ্ঞো বা যদি রাজা ন পালয়েৎ ॥ ২২

মানুষ দুষ্কর্মে উদ্যত কিংবা পরের অনিষ্টকরণে উৎসুক হইলে, রাজাই ধর্ম্ম অনুসারে তাহাকে সৎপথে প্রবর্ত্তিত করেন এবং সেইরূপ করিয়া আপন গুণে বিরাজমান থাকেন। ৯

রাজন্! আকাশে চন্দ্র ও সূর্য্য না থাকিলে, প্রাণিগণ যেমন গাঢ় অন্ধকারে ডুবিয়া যায় এবং পরস্পরকে দেখিতে পায় না; আবার যেমন অল্প জলে মৎস্যগণ এবং রক্ষকশূন্য বনে পক্ষিগণ ইচ্ছানুসারে পরস্পরকে হিংসা করিতে থাকিয়া বিচরণ করে এইভাবে তাহারা কখনও অন্যকে প্রহারে কাতর কিংবা কখনও অন্যের প্রহার বিশেষভাবে সহ্য করিয়া চলিয়া যায়, এইরূপে অচিরকালমধ্যে তাহারা বিনষ্ট হয়, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এইরূপই রাজা থাকিলে রক্ষকবিহীন পশুগণের ন্যায় প্রজারা গাঢ় অন্ধকারে মগ্ন ও বিনষ্ট হইয়া যাইত। ১০-১৩

রাজা যদি রক্ষা না করেন, তাহা হইলে প্রবলেরা দুর্ব্বলগণের দ্রব্য হরণ করে এবং আত্মরক্ষার্থে চেষ্টা করিতে থাকিলেও দুর্ব্বলগণকে বিনষ্ট করিয়া ফেলে। ১৪

রাজা যদি রক্ষা না করেন, তাহা হইলে এই জগতে এই দ্রব্য আমার এবং এই স্ত্রী, পুত্র, অন্ন, ধন ও অন্যান্য বস্ত্র আমার এইরূপ ব্যবহার থাকে না। আর সকল দিকের সকল আত্মীয় ব্যবহার লোপ পাইয়া যায়। ১৫

রাজা যদি রক্ষা না করেন, তাহা হইলে পাপিষ্ঠেরা পরের যান, বস্ত্র, অলঙ্কার ও নানাবিধ রত্ন হরণ করিয়া লইয়া যায়। ১৬

রাজা যদি রক্ষা না করেন, তাহা হইলে ধর্ম্মাচারিগণের উপরেও নানাবিধ অস্ত্রপাত হইতে থাকে এবং সকলেই অধর্ম্মের আশ্রয় লইতে থাকে। ১৭

রাজা যদি রক্ষা না করেন, তাহা হইলে দুর্জ্জনেরা মাতা, পিতা, বৃদ্ধ আচার্য্য, অতিথি ও অন্যান্য গুরুজনকে কষ্ট দেয়, এমন কি বিনষ্ট করিয়াও ফেলে। ১৮

রাজা যদি রক্ষা না করেন, তাহা হইলে সর্ব্বদাই ধনিগণের বধ, বন্ধন কিম্বা সর্ব্বতোভাবে কষ্ট হইতে থাকে এবং কেহই আপনার বস্তুতেও ইহা আমার এইরূপ ধারণা করিতে পারে না। ১৯

রাজা যদি রক্ষা না করেন, তাহা হইলে বহু লোকেরই অকালেই মৃত্যু হইতে থাকে, সকল লোকই দস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত ও লুণ্ঠিত হইয়া যায় এবং সকলেই ঘোর নরকে গমন করে। ২০

রাজা যদি রক্ষা না করেন, তাহা হইলে স্ত্রীলোকেরা ব্যভিচারে দোষ মনে করে না এবং কৃষি ও বাণিজ্য চলে না, ধর্ম্ম ডুবিয়া যায়, বেদও থাকে না। ২১

রাজা যদি রক্ষা না করেন, তাহা হইলে প্রচুর দক্ষিণাসম্পন্ন যজ্ঞসকল যথাবিধানে অনুষ্ঠিত হয় না। বিবাহের কোন নিয়ম থাকে না এবং সমাজের শৃঙ্খলাও উঠিয়া যায়। ২২

ন বৃষাঃ সম্প্রবর্ত্তেরন্ ন মধ্যেরংশ্চ গর্গরাঃ।
ঘোষাঃ প্রণাশং গচ্ছেয়ুর্যদি রাজা ন পালয়েৎ ॥ ২৩
ত্রস্তমুদ্বিগ্নহৃদয়ং হাহাভূতমচেতনম্।
ক্ষণেন বিনশেৎ সর্বং যদি রাজা ন পালয়েৎ ॥ ২৪
ন সংবৎসরসত্রাণি তিষ্ঠেয়ুরকুতোভয়াঃ।
বিধিবদ্ দক্ষিণাবন্তি যদি রাজা ন পালয়েৎ ॥ ২৫
ব্রাহ্মণাশ্চতুরো বেদান্ নাধীয়ীরংস্তপস্বিনঃ।
বিদ্যাস্নাতা ব্রতস্নাতা যদি রাজা ন পালয়েৎ ॥ ২৬
ন লভেদ্ ধর্মসংশ্লেষং হতবিপ্রহতো জনঃ
হর্ত্তা স্বস্বেন্দ্রিয়ো গচ্ছেদ্ যদি রাজা ন পালয়েৎ ॥২৭
হস্তাদ্ধস্তং পরিমুষেদ্ ভিন্দ্যুরন্ সর্বসেতবঃ।
ভয়ার্ত্তং বিদ্রবেৎ সর্বং যদি রাজা ন পালয়েৎ ॥ ২৮
অনয়াঃ সম্প্রবর্ত্তেরন্ ভবেদ্ বৈ বর্ণসঙ্করঃ।
দুর্ভিক্ষমাবিশেদ্ রাষ্ট্রং যদি রাজা ন পালয়েৎ ॥ ২৯

বিবৃত্য হি যথাকামং গৃহদ্বারাণি শেরতে।
মনুষ্যা রক্ষিতা রাজ্ঞা সমন্তাদকুতোভয়াঃ ॥ ৩০
নাক্রুষ্টং সহতে কশ্চিৎ কুতো বা হস্তলাঘবম্।
যদি রাজা ন সম্যগ্ গাং রক্ষয়ত্যপি ধার্মিকঃ ॥ ৩১
স্ত্রিয়শ্চাপুরুষা মার্গং সর্বালঙ্কারভূষিতাঃ।
নির্ভয়াঃ প্রতিপদ্যন্তে যদি রক্ষতি ভূমিপঃ ॥ ৩২
ধর্মমেব প্রপদ্যন্তে ন হিংসন্তি পরস্পরম্।
অন্যোন্যং চানুগৃহ্ণন্তি যদা রক্ষতি ভূমিপঃ ॥ ৩৩
যজন্তে চ মহাযজ্ঞৈস্ত্রয়ো বর্ণাঃ পৃথগ্বিধৈঃ।
যুক্তাশ্চাধীয়তে বিদ্যাঃ যদা রক্ষতি ভূমিপঃ ॥ ৩৪
বার্ত্তামূলো হ্যয়ং লোকস্তস্যা বৈ ধার্য্যতে সদা।
তৎ সর্বং বর্ত্ততে সম্যগ্ যদা রক্ষতি ভূমিপঃ ॥ ৩৫
যদা রাজা ধুরং শ্রেষ্ঠামাদায় বহতি প্রজাঃ।
মহতা বলযোগেন তদা লোকঃ প্রসীদতি ॥ ৩৬

রাজা যদি রক্ষা না করেন, তাহা হইলে বৃষগণ ধেনুগণের সঙ্গম করিতে পারে না। দধিমথনের পাত্র মথিত হয় না এবং গোপল্লীসকল বিনষ্ট হইয়া যায়। ২৩

রাজা যদি রক্ষা না করেন, তাহা হইলে সমস্ত লোকই ভীত, উদ্বিগ্ন ও অচেতনপ্রায় হইয়া হাহাকার করিতে থাকিয়া ক্ষণকাল মধ্যেই বিনষ্ট হইয়া যায়। ২৪

রাজা যদি রক্ষা না করেন তাহা হইলে মানুষ দক্ষিণাযুক্ত বর্ষব্যাপী যজ্ঞসকল যথাবিধানে অকুতোভয়ে সম্পাদন করিতে পারে না। ২৫

রাজা যদি রক্ষা না করেন, তাহা হইলে তপস্বী, বিদ্বান্ ও ব্রতপরায়ণ ব্রাহ্মণেরা চারিটি বেদ অধ্যয়ন করিতে পারেন না। ২৬

রাজা যদি রক্ষা না করেন, তাহা হইলে, মানুষ আহত ও নিহত হইতে থাকায় কেহই ধর্মকার্য্যের সম্পর্কও লাভ করিতে পারে না এবং পরস্ত্রব্যহারী লোক সুস্থ চিত্তে চলিয়া যাইতে পারে। ২৭

রাজা যদি রক্ষা না করেন, তাহা হইলে দস্যু ও তস্করেরা মানুষের হাতের বস্ত্রও কাড়িয়া লইতে পারে। সমাজের বন্ধক নিয়ম বন্ধন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায় এবং সকলে ভয়ার্ত্ত হইয়া চারিদিকে ছুটাছুটি করিতে থাকে। ২৮

রাজা যদি রক্ষা না করেন, তাহা হইলে মানুষেরা নীতি পরিত্যাগ করিয়া সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, বর্ণ সঙ্কর উৎপন্ন হইতে থাকে এবং দুর্ভিক্ষ আসিয়া রাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করে। ২৯

আর রাজা যদি রক্ষা করিতে থাকেন, তাহা হইলে মানুষেরা সকল দিক্ হইতেই নির্ভয় চিত্ত হইয়া ইচ্ছানুসারে রাত্রিতেও গৃহের দ্বারসকল উদ্‌ঘাটন করিয়া নিদ্রা যাইতে পারে। ৩০

পক্ষান্তরে ধার্মিক রাজা যদি পৃথিবী রক্ষা না করেন, তাহা হইলে কোন্ ব্যক্তি পরের গালাগালি বা হস্ত প্রহার সহ্য না করিয়া পারে? ৩১

আর রাজা যদি রক্ষা করেন, তাহা হইলে সকল অলঙ্কারে অলঙ্কৃত স্ত্রীগণও পুরুষদিগকে সঙ্গে না লইয়া নির্ভয়ে পথে গমনাগমন করিতে পারে। ৩২

রাজা যখন রক্ষা করিতে থাকেন, তখন মানুষেরা ধর্ম্মেরই অনুসরণ করে, পরস্পর হিংসা করে না এবং পরস্পরের সাহায্য করিতে থাকে। ৩৩

রাজা যখন রক্ষা করিতে থাকেন, তখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যেরা নানাবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পারেন এবং অভিনিবিষ্ট হইয়া বিদ্যার অনুশীলন করিতেও সমর্থ হন। ৩৪

লোকবৃত্তান্ত জানার গুণেই জগতের স্থিতি হয়। সুতরাং রাজা লোকবৃত্তান্তের হেতুভূত ত্রয়ী বিদ্যার দ্বারাই সর্বদা জগৎ রক্ষা করেন। আবার রাজা যদি রক্ষা করেন, তাহা হইলেই সেই সমস্ত থাকিতে পারে। ৩৫

রাজা যখন বিশাল শক্তির গুণে শ্রেষ্ঠ শাসন ভার গ্রহণ করিয়া প্রজা রক্ষা করিতে থাকেন, তখনই মানুষ প্রসন্নচিত্তে কালযাপন করে। ৩৬

যস্যাভাবেন ভূতানামভাবঃ স্যাৎ সমন্ততঃ
ভাবে চ ভাবো নিত্যঃ স্যাৎ কস্তং ন প্রতিপূজয়েৎ ॥৩৭
তস্য যো বহতে ভারং সর্বলোকভয়াবহম্।
তিষ্ঠন্ প্রিয়হিতে রাজ্ঞ উভৌ লোকাবিমৌ জয়েৎ ॥৩৮
যস্তস্য পুরুষঃ পাপং মনসাপ্যনুচিন্তয়েৎ।
অসংশয়মিহ ক্লিষ্টঃ প্রেত্যাপি নরকং ব্রজেৎ ॥ ৩৯
ন হি জাত্বমমন্তব্যো মনুষ্য ইতি ভূমিপঃ।
মহতী দেবতা হ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি ॥ ৪০
কুরুতে পঞ্চরূপাণি কালযুক্তানি যঃ সদা
ভবত্যগ্নিস্তথাঽঽদিত্যো মৃত্যুর্বৈশ্রবণো যমঃ ॥ ৪১
যদা হ্যসৌদহঃ পাপান্ দহত্যগ্রেণ তেজসা।
মিথ্যোপচরিতো রাজা তদা ভবতি পাবকঃ ॥ ৪২
যদা পশ্যতি চারেণ সর্বভূতানি ভূমিপঃ।
ক্ষেমঞ্চ কৃত্বা ব্রজতি তদা ভবতি ভাস্করঃ ॥ ৪৩

অজ্ঞচীংশ্চ যদা ক্রুদ্ধঃ ক্ষিণোতি শতশো নরান্।
সপুত্র-পৌত্রান্ সামাত্যাংস্তদা ভবতি সোঽন্তকঃ ॥৪৪
যদা ত্বধার্মিকান্ সর্বাংস্তীক্ষ্ণৈর্দণ্ডৈর্নিযচ্ছতি।
ধার্মিকাংশ্চানুগৃহ্ণাতি ভবত্যথ যমস্তদা ॥৪৫
যদা তু ধনধারাভিস্তর্পয়ত্যুপকারিণঃ।
আচ্ছিনত্তি চ রত্নানি বিবিধান্যপকারিণাম্ ॥ ৪৬
শ্রিয়ং দদাতি কস্মৈচিৎ কস্মাচ্চিদপকর্ষতি।
তদা বৈশ্রবণো রাজন্নেকো ভবতি ভূমিপঃ ॥ ৪৭
নাস্যাপবাদে স্থাতব্যং দক্ষেণাক্লিষ্টকর্মণা
ধর্মমাকাঙ্ক্ষতা লোকমীশ্বরস্যানসূয়তা ॥ ৪৮
ন হি রাজ্ঞঃ প্রতীপানি কুর্বন্ সুখমবাপ্নুয়াৎ।
পুত্রো ভ্রাতা বয়স্যো বা যদ্যপ্যাত্মসমো ভবেৎ ॥ ৪৯
কুর্য্যাৎ কৃষ্ণগতিঃ শেষং জ্বলিতোঽনিলসারথিঃ।
ন তু রাজাভিপন্নস্য শেষং কচন বিদ্যতে ॥ ৫০

যাঁহার অভাবে মানুষের সর্বদাই সকলদিকেই অভাব চলিতে থাকে, আবার যিনি থাকিলে মানুষের সর্বদাই সকল থাকে, কোন্ লোক সেই রাজার সম্মান না করে? ৩৭

যিনি সেই রাজার প্রীতি ও হিতসাধনে নিরত থাকিয়া তাঁহার সর্বলোকভয়াবহ শাসনভার বহন করেন, তিনি ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকই জয় করিতে সমর্থ হন। ৩৮

আর যে লোক মনে মনেও সেই রাজার অনিষ্ট চিন্তা করে, সেই লোক নিশ্চয়ই ইহলোকে কষ্ট ভোগ করে এবং পরলোকেও নরকে যায়। ৩৯

'ইনি ত একটি কেবল মানুষ' ইহা ভাবিয়া কখনও রাজার প্রতি অবজ্ঞা করিবে না। কারণ, ইনি একজন প্রধান দেবতা মানুষরূপে অবস্থান করিতেছেন। ৪০

যে রাজা সময় অনুসারে সর্বদা পঞ্চবিধ রূপ ধারণ করেন; সেই রাজা কখনও অগ্নি, কখনও সূর্য্য, কখনও মৃত্যু কখনও কুবের এবং কখনও যম হইয়া থাকেন। ৪১

পাপিষ্ঠ লোকেরা রাজার সহিতও মিথ্যা প্রতারণা করে। তৎপরে রাজা তাহা জানিয়া সেই পাপিষ্ঠগণকে আনাইয়া যখন ভয়ঙ্কর তেজে তাহাদিগকে দগ্ধ করেন, তখন তিনি অগ্নি হন। ৪২

যখন রাজা গুপ্তচর দ্বারা প্রজাগণকে যথাযথভাবে দর্শন করেন এবং মঙ্গল বিধান করিতে থাকিয়া রাজকার্য্য চালান, তখন তিনি সূর্য্য হন। ৪৩

যখন রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া শত শত মহাপাপীকে পুত্র, পৌত্র ও অমাত্যগণের সহিত সংহার করেন, তখন তিনি মৃত্যুস্বরূপ হন। ৪৪

রাজা যখন তীক্ষ্ণ দণ্ডদ্বারা সমস্ত অধার্মিককে সৎপথে চালিত করেন এবং ধার্মিকগণের প্রতি অনুগ্রহ করেন, তখন তিনি যম (ধর্মরাজ) হন। ৪৫

রাজন্! নৃপতি যখন অবিচ্ছিন্নভাবে ধন দান করিয়া উপকারিগণকে সন্তুষ্ট করেন, অপকারিগণের নিকট হইতে নানাবিধ রত্ন কাড়িয়া লন এবং কাহাকেও সম্পত্তি দান করেন আবার কাহারও নিকট হইতে সম্পত্তি হরণ করেন, তখন তিনি জগতে কুবের হন। ৪৬-৪৭

যিনি সমস্ত কার্য্যে নিপুণ, অনায়াসে কার্য্য সাধন করিতে সমর্থ, ধর্ম ও স্বর্গ কামনা করেন এবং রাজার অসূয়া করেন না, তিনি রাজার অপবাদ করিবেন না। ৪৮

রাজার পুত্র, ভ্রাতা ও সখা ইঁহারা যদিও রাজারই তুল্য তথাপি ইঁহারা রাজার প্রতিকূল কার্য্য করিয়া সুখ অনুভব করেন না। (সুতরাং উঁহারাও রাজার প্রতিকূল কার্য্য করিবেন না)। ৪৯

বায়ুচালিত অগ্নিও দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া কোন বস্তুর শেষ রাখেন; কিন্তু রাজা আক্রমণ করিয়া কোথাও কাহারও শেষ রাখেন না। ৫০

তস্য সর্বাণি রক্ষ্যাণি দূরতঃ পরিবর্জয়েৎ।
মৃত্যোরিব জুগুপ্সেত রাজস্বহরণান্নরঃ ॥ ৫১

নস্যেদভিমৃশন্ সদ্যো মৃগঃ কূটমিব স্পৃশন্।
আত্মস্বমিব রক্ষেত রাজস্বমিহ বুদ্ধিমান্ ॥ ৫২

মহান্তং নরকং ঘোরমপ্রতিষ্ঠমচেতনম্।
পতন্তি চিররাত্রায় রাজবিত্তাপহারিণঃ ॥ ৫৩

রাজা ভোজো বিরাট্ সম্রাট্ ক্ষত্রিয়ো ভূপতির্নৃপঃ।
য এভিঃ স্তূয়তে শব্দৈঃ কস্তং নার্চিতুমর্হতি ॥ ৫৪

তস্মাদ্ বুভূষুর্নিয়তো জিতাত্মা নিয়তেন্দ্রিয়ঃ।
মেধাবী স্মৃতিমান্ দক্ষঃ সংশ্রয়েত মহীপতিম্ ॥ ৫৫

কৃতজ্ঞং প্রাজ্ঞমক্ষুদ্রং দৃঢ়ভক্তিং জিতেন্দ্রিয়ম্।
ধর্মনিত্যং স্থিতং নীত্যং মন্ত্রিণং পূজয়েন্নৃপঃ ॥ ৫৬

দৃঢ়ভক্তিং কৃতপ্রজ্ঞং ধর্মজ্ঞং সংযতেন্দ্রিয়ম্।
শূরমক্ষুদ্রকর্মাণং নিষিদ্ধজনমাশ্রয়েৎ ॥ ৫৭

রাজা প্রগল্‌ভং কুরুতে মনুষ্যং
রাজা কৃশং বৈ কুরুতে মনুষ্যম্।
রাজাভিপন্নস্য কুতঃ সুখানি
রাজাভ্যুপেতং সুখিনং করোতি ॥ ৫৮

রাজ্ঞা প্রজানাং প্রথমং শরীরং
প্রজাশ্চ রাজ্ঞোঽপ্রতিমং শরীরম্।
রাজ্ঞা বিহীনা ন ভবন্তি দেশা
দেশৈর্বিহীনা ন নৃপা ভবন্তি ॥৫৯

রাজা প্রজানাং হৃদয়ং গরীয়ো
গতিঃ প্রতিষ্ঠা সুখমুত্তমঞ্চ।
সমাশ্রিতা লোকমিমং পরঞ্চ
জয়ন্তি সম্যক্ পুরুষা নরেন্দ্র ॥ ৬০

নরাধিপশ্চাপ্যনুশিষ্য মেদিনীং
দমেন সত্যেন চ সৌহৃদেন।
মহদ্ভিরিষ্টা ক্রতুভির্মহাযশা-
স্ত্রিবিষ্টপে স্থানমুপৈতি শাশ্বতম্ ॥ ৬১

মানুষ রক্ষণীয় রাজদ্রব্য দূর হইতে পরিত্যাগ করিবে এবং মৃত্যুর ন্যায় রাজস্বহরণকে নিন্দা করিয়া তাহা হইতে নিবৃত্তি পাইবে ॥ ৫১

হরিণ যেমন মারণযন্ত্র স্পর্শ করিয়াই বিনষ্ট হয়, তেমন মানুষ হরণোদ্দেশ্যে রাজস্ব স্পর্শ করিয়াই বিনষ্ট হইয়া থাকে। অতএব বুদ্ধিমান্ মানুষ নিজের ধনের ন্যায় রাজার ধন রক্ষা করিবে ॥ ৫২

রাজস্বাপহারী লোকেরা বিশাল, ভীষণ, অস্থির ও চৈতন্য লোপকারী নরকে চিরকালের জন্য পতিত হইয়া থাকে ॥ ৫৩

রাজা, ভোজ, বিরাট্, সম্রাট্, ক্ষত্রিয়, ভূপতি ও নৃপ এই সকল শব্দ দ্বারা মানুষ সর্ব্বদা যাঁহার স্তব করে, কোন্ ব্যক্তি তাঁহার পূজা না করে? ৫৪

অতএব উন্নতিকামী, শাস্ত্রানুবর্ত্তী, সংযতচিত্ত, জিতেন্দ্রিয়, মেধাবী, ধৈর্য্যশীল ও দক্ষ লোক অবশ্যই রাজার আশ্রয় লইবেন ॥ ৫৫

কৃতজ্ঞ, বিচক্ষণ, উদারচেতা, দৃঢ়ভক্তিসম্পন্ন, জিতেন্দ্রিয়, ধার্ম্মিক ও নীতিজ্ঞ মন্ত্রীকে রাজা সর্ব্বদাই সম্মান করিবেন ॥৫৬

দৃঢ়ভক্তিসম্পন্ন, যুদ্ধে সুশিক্ষিত, ধর্ম্মজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয়, বৃহৎ কার্য্যসাধক এবং যিনি নিজের সাহায্য করিবার পক্ষে অন্য লোককে নিষেধ করেন, সেইরূপ একজন বীরপুরুষকে রাজা সেনাপতি করিবেন ॥৫৭

রাজা মানুষকে (নানাবিধ শিক্ষা দিয়া) চতুর করেন; রাজা মানুষকে ছোট ও বড় করিয়া থাকেন। রাজার রোষে পড়িলে কি করিয়া মানুষের সুখ হইতে পারে? কিন্তু রাজা আশ্রিত লোককে সুখীই করিয়া থাকেন ॥ ৫৮

রাজা প্রজাদের প্রধান শরীর; আবার প্রজারাও রাজার অতুলনীয় শরীর এবং রাজা ছাড়া রাজ্য হইতে পারে না; আবার রাজ্য ছাড়াও রাজা হইতে পারেন না ॥ ৫৯

কোশলরাজ! রাজা প্রজাদের প্রধান হৃদয়, উপায়, আশ্রয়-স্থান এবং প্রধান সুখের কারণ। অতএব প্রজারা রাজাকে আশ্রয় করিয়া ইহলোকে সম্পদ এবং পরলোকে স্বর্গ লাভ করিয়া থাকে ॥ ৬০

আবার রাজাও ইন্দ্রিয়দমন, সত্য ব্যবহার ও প্রজারঞ্জন সহকারে পৃথিবী শাসন করিয়া এবং প্রধান প্রধান যজ্ঞানুষ্ঠানের গুণে অত্যন্ত যশস্বী হইয়া স্বর্গলোকে সনাতন স্থান লাভ করেন ॥ ৬১

স এবমুক্তোঽঙ্গিরসা কৌশল্যো রাজসত্তমঃ।
প্রযত্নাৎ কৃতবান্ বীরঃ প্রজানাং পরিপালনম্ ॥ ৬২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বণি আঙ্গিরসবাক্যে
অষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৮

বৃহস্পতি এইরূপ বলিলে, বীর ও রাজশ্রেষ্ঠ বসুমনা বিশেষ যত্ন পূর্ব্বক প্রজাপালন করিতে লাগিলেন ॥ ৬২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে আঙ্গিরসের বাক্যবিষয়ক অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[রাজ্ঞো মুখ্যকর্ত্তব্যানাং দণ্ডনীত্যা যুগনির্ম্মাণস্য চ বর্ণনম্।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

পার্থিবেন বিশেষেণ কিং কার্য্যমবশিষ্যতে।
কথং রক্ষ্যো জনপদঃ কথং জেয়াশ্চ শত্রবঃ ॥ ১
কথঙ্কারং প্রযুঞ্জীত বর্ণান্ বিশ্বাসয়েৎ কথম্।
কথং ভৃত্যান্ কথং দারান্ কথং পুত্রাংশ্চ ভারত ॥ ২

ভীষ্ম উবাচ।

রাজবৃত্তং মহারাজ শৃণুষ্বাবহিতোঽখিলম্।
যৎ কার্য্যং পার্থিবেনাদৌ পার্থিবপ্রকৃতেন বা ॥ ৩
আত্মা জেয়ঃ সদা রাজ্ঞা ততো জেয়াশ্চ শত্রবঃ।
অজিতাত্মা নরপতির্বিজয়েত কথং রিপূন্ ॥ ৪
এতাবানাত্মবিজয়ঃ পঞ্চবর্গবিনিগ্রহঃ।
জিতেন্দ্রিয়ো নরপতির্বাধিতুং শক্নুয়াদরীন্ ॥ ৫
ন্যসেত গুল্মান্ দুর্গেষু সন্ধৌ চ কুরুনন্দন
নগরোপবনে চৈব পুরোদ্যানেষু চৈব হ ॥ ৬
সংস্থানেষু চ সর্বেষু পুরেষু নগরেষু চ।
মধ্যে চ নরশার্দূল তথা রাজনিবেশনে ॥ ৭
প্রণিধীংশ্চ ততঃ কুর্য্যাজ্জড়ান্ধবধিরাকৃতীন্
পুংসঃ পরীক্ষিতান্ প্রাজ্ঞান্ ক্ষুৎপিপাসাশ্রমক্ষমান্ ॥ ৮
অমাত্যেষু চ সর্বেষু মিত্রেষু বিবিধেষু চ।
পুত্রেষু চ মহারাজ প্রণিদধ্যাৎ সমাহিতঃ ॥ ৯
পুরে জনপদে চৈব তথা সামন্তরাজসু।
যথা ন বিদ্যুরন্যোন্যং প্রণিধেয়াস্তথা হি তে ॥ ১০

একোনসপ্ততিতম অধ্যায়।

[রাজার প্রধান কর্ত্তব্যসকল ও দণ্ডনীতির দ্বারা যুগনির্ম্মাণের বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন—রাজার কর্ত্তব্য আর কি অবশিষ্ট আছে? কি প্রকারেই বা রাজা জনপদ রক্ষা করিবেন? এবং কি ভাবেই বা শত্রুগণকে জয় করিবেন? ১

ভরতনন্দন! রাজা কি প্রকারে প্রজাদের মধ্যে গুপ্তচর প্রেরণ করিবেন? এবং কি প্রকারেই বা ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণ, ভৃত্যগণ, আত্মজ ও স্ত্রীগণের মধ্যে বিশ্বাস জন্মাইবেন? ২

ভীষ্ম বলিলেন—'মহারাজ! তুমি মনোযোগী হইয়া রাজার সমস্ত ব্যবহারের কথা শ্রবণ কর এবং প্রথমে রাজার ও তাঁহার অমাত্যগণের যাহা করণীয়, তাহা শ্রবণ কর ॥ ৩

রাজা প্রথমে আপনাকে জয় করিবেন; তাহার পরেই শত্রুগণকে জয় করিবার চেষ্টা করিবেন। যিনি আপনাকে জয় করেন নাই, সেই রাজা কিরূপে শত্রুজয়ে সমর্থ হইবেন? ৪

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়কে যে জয় করে, তাহার নামই আত্মজয়। জিতেন্দ্রিয় রাজাই শত্রুগণকে জয় করিতে পারেন ॥ ৫

নরশ্রেষ্ঠ কৌরবনন্দন! দুর্গ, রাজ্যসীমান্ত, রাজধানীর উদ্যান, রাজবাটীস্থ উপবন, নগররক্ষিগণের অবস্থান দেশ, স্বরাজ্যস্থ অন্য নগর, রাজান্তঃপুরের নিকটবর্ত্তী স্থান এবং রাজার উৎসব ভবন—এই সকল স্থানে রাজা সৈন্য স্থাপন করিবেন ॥৬-৭

যাহারা নির্ব্বোধ, অন্ধ ও বধিরের ন্যায় থাকে, যাহারা ক্ষুধা, পিপাসা ও পরিশ্রম সহনশীল এবং যাহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া সত্যবাদিত্বাদি গুণসম্পন্ন বলিয়া জানা গিয়াছে, সেই সকল বিচক্ষণ মানুষকে রাজা গুপ্তচর নিযুক্ত করিবেন ॥ ৮

মহারাজ! রাজা একাগ্রচিত্ত হইয়া অমাত্যবর্গ, নানাবিধ মিত্র ও পুত্রগণের নিকট গুপ্তচর প্রেরণ করিবেন ॥ ৯

রাজন্! রাজধানী ও রাজ্যমধ্যে এবং সামন্ত নৃপতিগণের নিকটে গুপ্তচর নিয়োগ করিবেন। গুপ্তচরেরা যাহাতে পরস্পরকে চিনিতে না পারে, রাজা সেই ব্যবস্থাও করিবেন ॥১০

ভরতশ্রেষ্ঠ! আবার রাজা ক্রয়-বিক্রয় স্থান, লোকের

চারাংশ্চ বিদ্যাৎ প্রহিতান্ পরেষ ভরতর্ষভ।
আপণেষু বিহারেষু সমাজেষু চ ভিক্ষুষু ॥ ১১
আরামেষু তথোদ্যানে পণ্ডিতানাং সমাগমে
দেশেষু চত্বরে চৈব সভাস্বাবসথেষু চ ॥ ১২
এবং বিচিন্বয়াদ্ রাজা পরচারং বিচক্ষণঃ।
চারে হি বিদিতে পূর্বং হিতং ভবতি পাণ্ডব ॥ ১৩
যদা তু হীনং নৃপতির্বিদ্যাদাত্মানমাত্মনা।
অমাত্যৈঃ সহ সম্মন্ত্র্য কুর্য্যাৎ সন্ধিং বলীয়সা ॥ ১৪
(বিদ্বাংসঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা ব্রাহ্মণাশ্চ বহুশ্রুতাঃ।
দণ্ডনীতৌ তু নিষ্পন্না মন্ত্রিণঃ পৃথিবীপতে ॥
প্রষ্টব্যো ব্রাহ্মণঃ পূর্বং নীতিশাস্ত্রস্য তত্ত্ববিৎ।
পশ্চাৎ পৃচ্ছেত ভূপালঃ ক্ষত্রিয়ং নীতিকোবিদম্ ॥
বৈশ্য-শূদ্রৌ তথা ভূয়ঃ শাস্ত্রজ্ঞৌ হিতকারিণৌ।)
অজ্ঞায়মানে হীনত্বে সন্ধিং কুর্য্যাৎ পরেণ বৈ।
বিদিত্বা কল্পিতেবার্থং ত্বরমাণো বিচক্ষণঃ ॥ ১৫
গুণবন্তো মহোৎসাহা ধর্মজ্ঞাঃ সাধবশ্চ যে।
সন্দধীত নৃপস্তৈশ্চ রাষ্ট্রং ধর্মেণ পালয়ন্ ॥ ১৬
উচ্ছিদ্যমানমাত্মানং জ্ঞাত্বা রাজা মহীপতিঃ।
পূর্বাপকারিণো হন্যাল্লোকবিষ্টাংশ্চ সর্বশঃ ॥ ১৭
যো নোপকর্তুং শক্নোতি নাপকর্তুং মহীপতিঃ।
ন শক্যরূপশ্চোদ্ধর্তুমুপেক্ষ্যস্তাদৃশো ভবেৎ ॥ ১৮
যাত্রায়াং যদি বিজ্ঞাতমনাক্রন্দমনন্তরম্।
ব্যাসক্তঞ্চ প্রমত্তঞ্চ দুর্বলঞ্চ বিচক্ষণঃ ॥ ১৯
যাত্রামাজ্ঞাপয়েদ্ বীরঃ কল্যঃ পুষ্টবলঃ সুখী
পূর্বং কৃত্বা বিধানঞ্চ যাত্রায়াং নগরে তথা ॥ ২০
ন চ বশ্যো ভবেদস্য নৃপো যশ্চাতিবীর্য্যবান্।
হীনশ্চ বল-বীর্য্যাভ্যাং কর্ষয়ংস্তৎপরো বসেৎ ॥ ২১
রাষ্ট্রঞ্চ পীড়য়েৎ তস্য শস্ত্রাগ্নিবিষমূর্ছনৈঃ
অমাত্যবল্লভানাঞ্চ বিবাদাংস্তস্য কারয়েৎ ॥ ২২

বিচরণ স্থান, লোকসমাজ ও ভিক্ষুকগণের নিকটে অন্য বিষয় লোক পাঠাইয়া গুপ্তচরেরা কি করে তাহাও জানিবেন ॥ ১১

পাণ্ডুনন্দন! নিজের কৃত্রিম উপবন, সাধারণ উপবন, পণ্ডিত-সম্মেলন, সাধারণ লোক সমাগম স্থান, উৎসব স্থান, সভা এবং প্রধান গৃহ এই সকল স্থানে গুপ্তচর পাঠাইয়া বিচক্ষণ রাজা বিপক্ষের গুপ্তচরের সন্ধান লইবেন। কারণ বিপক্ষের গুপ্তচর-দিগকে পূর্ব্বে জানিতে পারিলে বিশেষ হিত হইবার সম্ভাবনা থাকে ॥ ১২-১৩

রাজা যখন নিজেই নিজেকে বিপক্ষ অপেক্ষায় ন্যূন বুঝিতে পারিবেন; তখন তিনি মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া প্রবল বিপক্ষের সঙ্গে সন্ধি করিবেন ॥ ১৪

(পৃথিবীপতে! বিদ্বান্ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও বহু শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ যদি দণ্ডনীতির জ্ঞানে নিপুণ হন, তবে তাঁহাদিগকে মন্ত্রী করা উচিত। প্রথমে নীতিশাস্ত্রের তত্ত্বে বিশেষজ্ঞ বিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে কোন কার্য্যের জন্য পরামর্শ চাহিবেন। ইহার পর পৃথিবীপালক নরপতির উচিত হইল—নীতিজ্ঞ ক্ষত্রিয়ের নিকট অভীষ্ট বিষয়ে সেই পরামর্শ জিজ্ঞাসা করা। তাহার পর নিজের হিতে নিরত শাস্ত্রজ্ঞ বৈশ্য ও শূদ্রের পরামর্শ গ্রহণ করিবেন।)

আবার নিজের ন্যূনত্ব বুঝিতে না পারিলেও বিচক্ষণ রাজা অন্য কোন বিষয় লাভ করিবার জন্য বিপক্ষের সহিত সন্ধি করিবেন ॥ ১৫

রাজা ধর্ম্ম অনুসারে আপন রাজ্য পালন করিতে থাকিয়া গুণবান্ মহোৎসাহসম্পন্ন, ধার্ম্মিক ও সাধুদিগের সহিত সন্ধি করিবেন ॥ ১৬

নিজে উচ্ছিন্ন হইতেছেন ইহা বুঝিয়া রাজা (যে কোন ভাবেই পারুন না কেন) পূর্ব্বাপকারী লোকবিষ্টি লোকদিগকে হত্যা করিবেন ॥ ১৭

যে রাজা উপকার করিতেও পারেন না কিম্বা অপকার করিতেও সমর্থ হন না, অথচ ঘনিষ্ট সম্পর্কবশতঃ উচ্ছেদ করিবারও যোগ্য নহেন, তাদৃশ রাজাকে উপেক্ষা করাই উচিত ॥ ১৮

বিচক্ষণ রাজা সন্নিহিত যুদ্ধান্তর ব্যাপৃত, অনবহিত ও দুর্ব্বল বিপক্ষ রাজাকে জয় করিবার জন্য কোলাহল প্রভৃতি না করিয়া অজ্ঞাতভাবে যুদ্ধযাত্রা করিবেন ॥ ১৯

বীর ও যুদ্ধে পটু রাজা প্রথমে আপন রাজধানীর রক্ষা সম্পাদন করত বলীয়ান্ ও উৎফুল্লচিত্ত হইয়া সৈন্যগণকে যুদ্ধ-যাত্রার আদেশ করিবেন ॥ ২০

যে রাজা অত্যন্ত বলশালী তিনি কখনও পরের বশীভূত হন না, কিন্তু যিনি অতিশয় বলবীর্য্যশালী নহেন, সেই রাজাকে উৎপীড়ন করিতে থাকিয়া এবং তাঁহাকে জয় করিবার ইচ্ছা করিয়া জিগীষু রাজা অবস্থান করিবেন ॥ ২১

সেই জিগীষু রাজা উপযুক্ত লোক দ্বারা অস্ত্র, অগ্নি, বিষ ও মোহজনক বস্তু প্রয়োগ করিয়া পূর্ব্বোক্ত রাজার রাজ্যমধ্যে উৎপীড়ন করিতে থাকিবেন এবং সেই রাজার অমাত্য ও বন্ধুজনের মধ্যে বিবাদ ঘটাইতে চেষ্টা করিবেন ॥ ২২

বর্জনীয়ং সদা যুদ্ধং রাজ্যকামেন ধীমতা।
উপায়ৈস্ত্রিভিরাদানমর্থস্যাহ বৃহস্পতিঃ ॥২৩
সান্ত্বেন তু প্রদানেন ভেদেন চ নরাধিপ
যদর্থং শক্নুয়াৎ প্রাপ্তুং তেন তুষ্যেত পণ্ডিতঃ ॥ ২৪
আদদীত বলিঞ্চাপি প্রজাভ্যঃ কুরুনন্দন
স ষড়্ভাগমপি প্রাজ্ঞস্তাসামেবাভিগুপ্তয়ে ॥ ২৫
দশধর্মগতেভ্যো যদ্ বসু বহ্বন্নমেব চ।
তদাদদীত সহসা পৌরাণাং রক্ষণায় বৈ ॥ ২৬
যথা পুত্রাস্তথা পৌত্রা দ্রষ্টব্যাস্তে ন সংশয়ঃ।
ভক্তিশ্চৈষাং ন কর্তব্যা ব্যবহারে প্রদর্শিতে ॥ ২৭
শ্রোতুং চৈব ন্যসেদ্ রাজা প্রাজ্ঞান্ সর্বার্থদর্শনঃ।
ব্যবহারেষু সততং তত্র রাজ্যং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ২৮
আকরে লবণে শুল্কে তরে নাগবলে তথা।
ন্যসেদমাত্যান্ নৃপতিঃ স্বাপ্তান্ বা পুরুষান্ হিতান্ ॥২৯
সম্যগ্ দণ্ডধরো নিত্যং রাজা ধর্মমবাপ্নুয়াৎ।
নৃপস্য সততং দণ্ডঃ সম্যগ্ ধর্মঃ প্রশস্যতে ॥ ৩০
বেদবেদাঙ্গবিৎ প্রাজ্ঞঃ সুতপস্বী নৃপো ভবেৎ
দানশীলশ্চ সততং যজ্ঞশীলশ্চ ভারত ॥ ৩১
এতে গুণাঃ সমস্তাঃ স্যুর্নৃপস্য সততং স্থিরাঃ
ব্যবহারলোপে নৃপতেঃ কুতঃ স্বর্গঃ কুতো যশঃ ॥ ৩২
যদা তু পীড়িতো রাজা ভবেদ্ রাজ্ঞা বলীয়সা।
তদাভিসংশ্রয়েদ্ দুর্গং বুদ্ধিমান্ পৃথিবীপতিঃ ॥ ৩৩
বিধাবাক্রম্য মিত্রাণি বিধানমুপকল্পয়েৎ
সামভেদান্ বিরোধার্থং বিধানমুপকল্পয়েৎ ॥ ৩৪
ঘোষান্ ন্যসেত মার্গেষু গ্রামাংস্থাপয়েদপি
প্রবেশয়েচ্চ তান্ সর্বান্ শাখানগরকেষ্বপি ॥ ৩৫

বৃহস্পতি বলেন—রাজ্যকামী বুদ্ধিমান্ রাজা সর্ব্বদাই যুদ্ধ পরিত্যাগ করিবেন; কিন্তু সাম, দান ও ভেদ এই তিনটি উপায় দ্বারাই স্বার্থসাধন করিবার চেষ্টা করিবেন ॥ ২৩

বুদ্ধিমান্ রাজা সাম, দান ও ভেদ এই তিনটি উপায় দ্বারা যে স্বার্থসাধন করিতে পারিবেন, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিবেন ॥ ২৪

কৌরবনন্দন! মেধাবী রাজা প্রজাগণকেই রক্ষা করিবার জন্য তাহাদের নিকট হইতে প্রতি বৎসর উৎপন্ন শস্য প্রভৃতির ছয় ভাগের এক ভাগ কর গ্রহণ করিবেন ॥ ২৫

রাজ্যমধ্যে যে সকল দস্যু, তস্কর, প্রবঞ্চক, শঠ, লম্পট, মত্ত, উন্মত্ত, দ্যূতকার, কৃত্রিমলেখক (জালীয়াৎ) ও উৎকোচগ্রাহী (ঘুষখোর) থাকে, তাহাদের অধিক ধনই থাক বা অল্প ধনই থাক, রাজা পুরবাসিগণকে রক্ষা করিবার জন্য সেই দস্যু প্রভৃতির নিকট হইতে দণ্ডরূপে (জরিমানা স্বরূপ) সেই ধন গ্রহণ করিবেন ॥ ২৬

রাজা অবশ্যই পুরবাসিগণকে পুত্রের ন্যায় দেখিবেন; কিন্তু উহাদের কোন ব্যবহার উত্থাপিত (মোকদ্দমা রুজু) হইলে তখন ভালবাসাবশতঃ কাহারও প্রতি পক্ষপাত করিবেন না ॥ ২৭

রাজা প্রজাদের ব্যবহারে (মোকদ্দমায়) বাদী ও প্রতিবাদীর উক্তি প্রত্যুক্তি শুনিবার জন্য সুপণ্ডিত ও সর্ব্ববিষয়াভিজ্ঞ লোকদিগকে বিচারকভাবে নিযুক্ত করিবেন। কেননা ঐ সকল বিচারের উপরেই রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকে ॥ ২৮

স্বর্ণ প্রভৃতির খনি, লবণোৎপত্তি স্থান, শুল্কগ্রহণ স্থান, নদী প্রভৃতি পার করিবার স্থান এবং বন্য হস্তী ধরিবার স্থানে রাজগ্রাহ্য কর আদায় করিবার জন্য রাজা নিজের বিশ্বস্ত ও হিতৈষী মন্ত্রিগণকে কিম্বা অপর লোকদিগকে নিযুক্ত করিবেন ॥ ২৯

রাজা সর্ব্বদা অপরাধানুসারে দণ্ডবিধান করিতে থাকিয়া ধর্ম্ম লাভই করেন। রাজা সর্ব্বদা যে দণ্ড বিধান করেন, তাহাই তাঁহার সমীচীন রাজধর্ম্ম এবং সেই ধর্ম্মেরই সকলে প্রশংসা করে ॥ ৩০

ভরতনন্দন! রাজা বেদবেদাঙ্গবিৎ, বিচক্ষণ, অত্যন্ত তপস্বী এবং সর্ব্বদা দানশীল ও যজ্ঞানুষ্ঠায়ী হইবেন ॥ ৩১

এই গুণগুলি সমস্তই রাজার সর্ব্বদা স্থির থাকিবে, আর রাজার যদি ন্যায় বিচার না থাকে, তাহা হইলে তাঁহার স্বর্গ ই বা হইবে কেন? যশই বা হইবে কেন? ৩২

যখন কোন প্রবল রাজা আসিয়া দুর্গ-শূন্য স্থানে রাজাকে যুদ্ধে উৎপীড়ন করেন, তখন সেই উৎপীড়িত রাজা বুদ্ধিমান্ হইলে অবশ্যই তিনি কোন দুর্গ আশ্রয় করিবেন ॥ ৩৩

সেই পীড়িত রাজা স্বার্থসাধনের জন্য পূর্ব্বোক্ত প্রবল রাজার মিত্রগণকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের দ্বারা সন্ধি করাইবেন। কিম্বা তাহাদের মধুর বাক্য দ্বারা প্রবল রাজাকে নিবৃত্ত করাইবেন, অথবা তাহাদের মধ্যে ভেদ ঘটাইবেন, কিম্বা যুদ্ধেরই সুবিধার উপায় করিবেন ॥ ৩৪

উক্ত চারিটি কল্পই সম্ভবপর না হইলে সেই পীড়িত রাজা আপন রাজ্যের গোপ প্রভৃতি ইতরজনকে আনয়ন করিয়া নিজের রাজধানীর রাজপথ প্রভৃতির স্থানে রাখিবেন এবং রাজধানীর নিকটবর্ত্তী গ্রামস্থ লোকদিগকে উঠাইয়া দিবেন। তাহার পর আবার তাহাদের সকলকে রাজধানীর শাখানগরে (সহরতলীতে) বাস করাইবেন ॥ ৩৫

(দেবানামাশ্রয়াশ্চৈত্যা যক্ষ-রাক্ষস-ভোগিনাম্ ।
পিশাচ-পন্নগানাঞ্চ গন্ধর্ব্বাপ্সরসামপি ।
রৌদ্রাণাং চৈব ভূতানাং তস্মাত্তান্ পরিবর্জয়েৎ ॥
শ্রূয়তে হি নিকুম্ভেন সৌদাসস্য বলং হতম্ ।
মহেশ্বরগণেশেন বরাণস্যাং নরাধিপ ॥)
যে গুপ্তাশ্চৈব দুর্গাশ্চ দেশান্তেষু প্রবেশয়েৎ ।
ধনিনো বলমুখ্যাংশ্চ সান্ত্বয়িত্বা পুনঃ পুনঃ ॥ ৩৬
শস্যাভিহারং কুর্য্যাচ্চ স্বয়মেব নরাধিপ ।
অসম্ভবে প্রবেশস্য দহেদ্ দাবাগ্নিনা ভৃশম্ ॥ ৩৭
ক্ষেত্রস্থেষু চ শস্যেষু শস্ত্রোরূপজয়েন্নরান্ ।
বিনাশয়েদ্ বা তৎ সর্বং বলেনাথ স্বকেন বা ॥ ৩৮
নদীমার্গেষু চ তথা সংক্রমানবসাদয়েৎ ।
জলং বিস্রাবয়েৎ সর্বমবিস্রাব্যঞ্চ দূষয়েৎ ॥ ৩৯
তদাত্বেনায়তীভিশ্চ নিবসেদ্ ভূম্যনন্তরম্ ।
প্রতীঘাতং পরস্যাজৌ মিত্রকার্য্যেঽপ্যুপস্থিতে ॥ ৪০
দুর্গাণাং চাভিতো রাজা মূলচ্ছেদং প্রকারয়েৎ ।
সর্বেষাং ক্ষুদ্রবৃক্ষাণাং চৈত্যবৃক্ষান্ বিবর্জয়েৎ ॥ ৪১
প্রবৃদ্ধানাঞ্চ বৃক্ষাণাং শাখাং প্রচ্ছেদয়েৎ তদা ।
চৈত্যানাং সর্বথা ত্যাজ্যমপি পত্রস্য পাতনম্ ॥ ৪২
প্রগণ্ডীঃ কারয়েৎ সম্যগাকাশজননীস্তদা ।
আপূরয়েচ্চ পরিখাঃ স্থাণু-নক্র-ঝষাকুলাম্ ॥ ৪৩
সঙ্কটদ্বারকাণি স্যুরুচ্ছ্রাসার্থং পুরস্য চ ।
তেষাঞ্চ দ্বারবদ্ গুপ্তিঃ কার্য্যা সর্বাত্মনা ভবেৎ ॥ ৪৪
দ্বারেষু চ গুরূণ্যেব যন্ত্রাণি স্থাপয়েৎ সদা ।
আরোপয়েচ্ছতঘ্নীশ্চ স্বাধীনানি চ কারয়েৎ ॥ ৪৫
কাষ্ঠানি চাভিহার্য্যাণি তথা কূপাংশ্চ খানয়েৎ ।
সংশোধয়েৎ তথা কূপান্ কৃতপূর্বান্ পয়োঽর্থিভিঃ ॥ ৪৬

এবং সেই পীড়িত রাজা মধুর বাক্যে বার বার আশ্বস্ত করিয়া রাজধানীর ধনিগণ ও প্রধান সৈন্যগণকে রাজ্যের যে কোন দুর্গে লইয়া স্থাপন করিবেন ॥ ৩৬

সেই পীড়িত রাজা নিজেই তত্ত্বাবধান করিয়া সম্পন্ন শস্যসকল সেই দুর্গমধ্যে প্রবেশ করাইবেন। সেইভাবে প্রবেশ করান অসম্ভব হইলে প্রবল অগ্নিদ্বারা সেই শস্যগুলিকে একেবারে দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন ॥ ৩৭

আর সেই শস্যসকল ক্ষেত্রে থাকিলে সেইগুলির গ্রহণবিষয়ে শত্রুপক্ষের লোকদিগের মতভেদ জন্মাইবেন ; তাহা না পারিলে আপন সৈন্যগণ দ্বারাই সেইগুলিকে বিনষ্ট করিয়া ফেলিবেন ॥ ৩৮

আর রাজ্যের নদীপথের সেতুগুলিকে ভাঙ্গিয়া দিবেন এবং নদীর জল সরাইয়া ফেলিবেন। কিংবা সরাইতে না পারিলে বিষ নিক্ষেপ করিয়া সেই সকল জলকে মারাত্মকভাবে দূষিত করিয়া রাখিবেন ॥ ৩৯

মিত্রের কার্য্য উপস্থিত হইলেও তাহা পরিত্যাগ করিয়া সেই পীড়িত রাজা তৎকালে এবং তাহার পরবর্ত্তী কালে যুদ্ধে সেই প্রবল রাজার আক্রমণের প্রতীক্ষা করিতে থাকিয়া সেই দুর্গ মধ্যেই বাস করিবেন ॥ ৪০

ক্রমে সেই পীড়িত রাজা আপন অধিষ্ঠিত দুর্গগুলির সকল দিকে অবস্থিত সমস্ত ক্ষুদ্র বৃক্ষছেদন করাইবেন। কিন্তু দেব-বৃক্ষগুলিকে ছেদন করাইবেন না ॥ ৪১

আর বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষের শাখা ছেদন করাইবেন। কিন্তু দেব-বৃক্ষসমূহের একটি পত্রও ছেদন করাইবেন না ॥ ৪২

(কারণ, বট প্রভৃতি বৃক্ষ—দেবতা, যক্ষ, রাক্ষস, নাগ, পিশাচ, সর্প, গন্ধর্ব্ব অপ্সরা এবং মহাদেবের ভূতগণের বাসস্থান। অতএব সেইগুলিকে ছেদন করাইবেন না ॥

নরনাথ ! শুনা যায় কাশীতে সৌদাসরাজা ঐসকল চৈত্যবৃক্ষ ছেদন করিয়াছিলেন ; সেইজন্যই মহাদেবের প্রমথগণের অধিপতি নিকুম্ভ সেই সৌদাসরাজার সৈন্যগণকে বিনাশ করিয়া ফেলিয়াছিলেন ॥)

তৎকালে সেই পীড়িত রাজা আপন দুর্গের ভিত্তির গাত্রে বাণ ও গুলিকা প্রভৃতি নিক্ষেপ করিবার উপযুক্ত রন্ধ্রসকল করাইয়া রাখিবেন এবং দুর্গের পরিখাসকল জলদ্বারা পরিপূরণ করাইবেন ; আর তাহাতে কুম্ভীর ও মকর প্রভৃতি জলজন্তু ছাড়িয়া দিবেন এবং অসংখ্য শূল পুঁতিয়া রাখিবেন ॥ ৪৩

দুর্গবাসিগণের আশ্বাসের জন্য দুর্গভিত্তিতে বহুতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বার নির্ম্মিত হইবে এবং সর্ব্বপ্রযত্নে বৃহৎ দ্বারসকলেরই তুল্য সেই ক্ষুদ্র দ্বারগুলিকেও সুরক্ষিত করিবে ॥ ৪৪

সর্ব্বদাই দ্বারগুলিতে বৃহৎ বৃহৎ যন্ত্র (কামান) স্থাপন করিবেন এবং দ্বারের সন্নিহিত স্তম্ভের উপরে ও দুর্গ প্রাচীরের উপরে শতঘ্নী (কামান-বিশেষ) তুলিয়া রাখিবেন। আর সেইগুলির নিকটে নিকটে রক্ষী সৈন্য রাখিয়া সেইগুলিকে আপন আয়ত্তে রাখিবেন ॥ ৪৫

বাহির হইতে কাষ্ঠ আহরণ করিয়া দুর্গমধ্যে আনাইয়া রাখিবেন এবং দুর্গমধ্যে নূতন নূতন কূপ খনন করাইবেন ;

তৃণচ্ছন্নানি বেশ্মানি পঙ্কেনাথ প্রলেপয়েৎ।
নির্হরেচ্চ তৃণং মাসি চৈত্রে বহ্নিভয়াৎ তথা ॥ ৪৭
নক্তমেব চ ভুক্তানি পাচয়েত নরাধিপঃ।
ন দিবা জ্বালয়েদগ্নিং বর্জয়িত্বাঽঽগ্নিহোত্রিকম্ ॥ ৪৮
(যথাসম্ভবশৈলানি চৈষ্টকানি চ কারয়েৎ।
মৃন্ময়ানি চ কুর্বীত জ্ঞাত্বা দেশং বলাবলম্ ॥)
কর্মারারিষ্টশালাসু জ্বলেদগ্নিঃ সুরক্ষিতঃ।
গৃহাণি চ প্রবেশ্যাস্তুবিধেয়ঃ স্যাদ্ধুতাশনঃ ॥ ৪৯
মহাদণ্ডশ্চ তস্য স্যাদ্ যস্যাগ্নির্বৈ দিবা ভবেৎ।
প্রঘোষয়েদথৈবঞ্চ রক্ষণার্থং পুরস্য চ ॥ ৫০
ভিক্ষুকাংশ্চাক্রিকাংশ্চৈব ক্লীবোন্মত্তান্ কুশীলবান্।
বাহ্যান্ কুর্য্যান্নরশ্রেষ্ঠ দোষায় স্যুর্হিতেঽস্তথা ॥ ৫১
চত্বরেষ্বথ তীর্থেষু সভাস্বাবসথেষু চ।
যথার্থবর্ণং প্রণিধিং কুর্য্যাৎ সর্বস্য পার্থিবঃ ॥ ৫২

বিশালান্ রাজমার্গাংশ্চ কারয়েত নরাধিপঃ।
প্রপাশ্চ বিপণাংশ্চৈব যথোদ্দেশং সমাদিশেৎ ॥ ৫৩
ভাণ্ডাগারায়ুধাগারান্ যোধাগারাংশ্চ সর্বশঃ।
অশ্বাগারান্ গজাগারান্ বলাধিকরণানি চ ॥ ৫৪
পরিখাশ্চৈব কৌরব্য প্রতোলীনিষ্কুটানি চ।
ন ভাবুস্যঃ প্রপশ্যেত গুপ্তমেতদ্ যুধিষ্ঠির ॥ ৫৫
অর্থসংনিচয়ং কুর্য্যাদ্ রাজা পরবলাদিতঃ।
তৈলং বসা মধু ঘৃতমৌষধানি চ সর্বশঃ ॥ ৫৬
অঙ্গারকুশমুঞ্জানাং পলাশশরবর্ণিনাম্
যবসেন্ধনদিগ্ধানাং কারয়েত চ সঞ্চয়ান্ ॥ ৫৭
আয়ুধানাঞ্চ সর্বেষাং শক্ত্যৃষ্টিপ্রাসবর্মণাম্।
সঞ্চয়ানেবমাদীনাং কারয়তে নরাধিপঃ ॥ ৫৮
ঔষধানি চ সর্বাণি মূলানি চ ফলানি চ
চতুর্বিধাংশ্চ বৈদ্যান্ বৈ সংগৃহ্ণীয়াদ্ বিশেষতঃ ॥ ৫৯

আর জলার্থীরা পূর্ব্বে দুর্গমধ্যে যে সকল কূপ খনন রাখিয়াছিল, সেই গুলির সংস্কার করাইবেন ॥ ৪৬

অগ্নির ভয়ে তৃণাবৃত গৃহগুলিকে কর্দ্দম দ্বারা লেপন করাইবেন এবং প্রবল বর্ষাকাল ভিন্ন অন্য কালে দুর্গের নিকট হইতে তৃণসকল অপসারিত করাইবেন। ৪৭

সেই উৎপীড়িত রাজা রাত্রিতেই অন্নপ্রভৃতি পাক করাইবেন এমন কি অগ্নিহোত্র যজ্ঞের অগ্নি ভিন্ন অপর কোন অগ্নিই দিনের বেলায় প্রজ্বলিত করাইবেন না। ৪৮

(সেই রাজা দেশের অবস্থা এবং নিজের শক্তি ও অশক্তি বুঝিয়া দুর্গের নিকটে যথাসম্ভব প্রস্তরময়; ইষ্টকময় কিংবা মৃন্ময় উচ্চ স্তম্ভসকল করাইবেন।)

কর্ম্মকারের গৃহে এবং সূতিকাগৃহে সুরক্ষিত অবস্থায় দিবাভাগেও অগ্নি জ্বলিতে পারে। তবে সেই সকল স্থানেও প্রথমে ক্ষুদ্র অগ্নি গৃহের ভিতরে লইয়া পরে তাহা জ্বালাইয়া দিবে। ৪৯

দুর্গ রক্ষা করিবার জন্য রাজা এইরূপ ঘোষণা করিয়া দিবেন যে 'দিবাভাগে যাহার গৃহে অগ্নি জ্বলিবে, তাহার গুরুতর দণ্ড হইবে'। ৫০

নরশ্রেষ্ঠ! ভিক্ষুক, গো-শকটচালক, নপুংসক, মত্ত ও নটদিগকে রাজা দুর্গের বাহির করিয়া দিবেন; না হইলে তাহাদের থাকা দোষের জন্যই হইয়া থাকে। ৫১

আয়তন, তীর্থ, সভা ও প্রধান গৃহে স্বপক্ষ বা পরপক্ষের নিকটে বর্ণসঙ্কর ভিন্ন অপর লোককেই রাজা গুপ্তচর করিয়া পাঠাইবেন। ৫২

রাজা দুর্গমধ্যে বিশাল বিশাল রাজপথ নির্ম্মাণ করাইবেন এবং যথাস্থানে পানীয়শালা ও বিপণি (দোকানশ্রেণী) নির্ম্মাণ করিবার আদেশ করিবেন। ৫৩

কৌরবনন্দন যুধিষ্ঠির! কোষ্যগৃহ, অস্ত্রগৃহ, সৈন্যগৃহ, অশ্বশালা, হস্তিশালা, সৈন্যগণের বিচারগৃহ, পরিখা, রথ্যা এবং গৃহসংলগ্ন উদ্যানসকল নির্ম্মাণ করাইবেন। কিন্তু এই সকল অন্য কেহ দেখিতে পারিবে না, গোপনীয় থাকিবে। ৫৪-৫৫

শত্রুবলপীড়িত সে রাজা আপন দুর্গমধ্যে অর্থ, তৈল, মধু, ঘৃত, শস্য এবং সর্ব্বপ্রকার ঔষধ সঞ্চয় করিয়া রাখিবেন ॥ ৫৬

অঙ্গার (কাষ্ঠ কয়লা), কুশ, মুঞ্জ, পলাশপত্র, শর (তৃণবিশেষ), চিত্রকর, ঘাস, কাষ্ঠ এবং বিষাক্ত বাণসকল সঞ্চয় করাইয়া রাখিবেন ॥ ৫৭

শক্তি, ঋষ্টি, প্রাস, বর্ম্ম এবং অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার অস্ত্র, আর এইরূপ অপরাপর প্রয়োজনীয় দ্রব্যসকল সংগ্রহ করাইবেন ॥ ৫৮

সর্ব্বপ্রকার ঔষধ, ফল ও মূল দিয়া রোগ-চিকিৎসক, বিষ-চিকিৎসক, ক্ষত-চিকিৎসক ও কৃত-চিকিৎসক এই চারিপ্রকার চিকিৎসককে বিশেষভাবে দুর্গমধ্যে বাস করাইবেন ॥ ৫৯

নটাশ্চ নর্ত্তকাশ্চৈব মল্লা মায়াবিনস্তথা।
শোভয়েয়ুঃ পুরবরং মোদয়েয়ুশ্চ সর্বশঃ ॥ ৬০

যতঃ শঙ্কা ভবেচ্চাপি ভৃত্যতোঽথাপি মন্ত্রিতঃ।
পৌরেভ্যো নৃপতের্বাপি স্বাধীনান্ কারয়েত তান্ ॥৬১

কৃতে কর্মণি রাজেন্দ্র পূজয়েদ্ ধনসঞ্চয়ৈঃ
দানেন চ যথার্হেণ সান্ত্বেন বিবিধেন চ ॥ ৬২

নির্বেদয়িত্বা তু পরং হত্বা বা কুরুনন্দন
ততোঽনৃণো ভবেদ্ রাজা যথা শাস্ত্রে নিদর্শিতম্ ॥৬৩

রাজ্ঞা সপ্তৈব রক্ষ্যাণি তানি চৈব নিবোধ মে।
আত্মামাত্যাশ্চ কোশাশ্চ দণ্ডো মিত্রাণি চৈব হি ॥৬৪

তথা জনপদাশ্চৈব পুরঞ্চ কুরুনন্দন।
এতৎ সপ্তাত্মকং রাজ্যং পরিপাল্যং প্রযত্নতঃ ॥ ৬৫

ষাড়্গুণ্যঞ্চ ত্রিবর্গঞ্চ ত্রিবর্গং পরমং তথা।
যো বেত্তি পুরুষব্যাঘ্র স ভুঙ্‌ক্তে পৃথিবীমিমাম্ ॥৬৬

ষাড়্গুণ্যমিতি যৎ প্রোক্তং তন্নিবোধ যুধিষ্ঠির।
সন্ধানাসনমিত্যেব যাত্রাসন্ধানমেব চ ॥ ৬৭

বিগৃহ্যাসনমিত্যেব যাত্রাং সংপরিগৃহ্য চ।
দ্বৈধীভাবস্তথান্যোন্যং সংশ্রয়োঽথ পরস্য চ ॥ ৬৮

ত্রিবর্গশ্চাপি যঃ প্রোক্তস্তমিহৈকমনাঃ শৃণু।
ক্ষয়ঃ স্থানঞ্চ বৃদ্ধিশ্চ ত্রিবর্গঃ পরমস্তথা ॥ ৬৯

ধর্মশ্চার্থশ্চ কামশ্চ সেবিতব্যোঽথ কালতঃ।
ধর্মেণ চ মহীপালশ্চিরং পালয়তে মহীম্ ॥ ৭০

অস্মিন্নর্থে চ শ্লোকৌ দ্বৌ গীতাবঙ্গিরসা স্বয়ম্
যাদবীপুত্র ভদ্রং তে তাবপি শ্রোতুমর্হসি ॥ ৭১

কৃত্বা সর্বাণি কার্য্যাণি সম্যক্ সম্পাল্য মেদিনীম্।
পালয়িত্বা তথা পৌরান্ পরত্র সুখমেধতে ॥ ৭২

কিং তস্য তপসা রাজ্ঞঃ কিঞ্চ তস্যাধ্বরৈরপি।
সুপালিতপ্রজো যঃ স্যাৎ সর্বধর্মবিদেব সঃ ॥ ৭৩

(শ্লোকাশ্চোশনসা গীতাস্তান্ নিবোধ যুধিষ্ঠির।
দণ্ডনীতেশ্চ যন্মূলং ত্রিবর্গস্য চ ভূপতে ॥

নট, নর্ত্তক, মল্লযোদ্ধা ও মায়াবী (ভোজবাজিকারী) ইহারা বাস করিতে থাকিয়া সর্ব্বপ্রকারে সেই দুর্গটির শোভা জন্মাইবে এবং সকলের আমোদ উৎপাদন করিবে। ৬০

ভৃত্য, মন্ত্রী, পুরবাসী কিংবা রাজার অন্য কোন লোক ইহাদের মধ্যে যাহার উপরেই বিপক্ষাশ্রয়ত্ব বলিয়া রাজার আশঙ্কা হইবে, রাজা দান ও সম্মান প্রভৃতির দ্বারা তাহাকেই নিজের অধীন করিবেন ॥ ৬১

কোন লোক বিশেষ কোন উপকার করিলে, রাজা ধন বা অন্য উপযুক্ত বস্তু দান করিয়া কিংবা মধুর বাক্য বলিয়া তাহাকে সম্মানিত করিবেন ॥ ৬২

কৌরবনন্দন! রাজা বিপক্ষকে অপমানিত কিংবা নিহত করিয়া তাহার পরেই শাস্ত্রমতে অনৃণী হইবেন। ৬৩

কৌরবনন্দন! রাজা সাতটি বিষয় অবশ্য রক্ষা করিবেন। সেই সাতটি বিষয় আমার নিকট শ্রবণ কর। আপনি, অমাত্যগণ কোশ, সৈন্য, মিত্র, দেশ ও রাজধানী সেই সপ্তাত্মক রাজ্য রাজা যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবেন। ৬৪-৬৫

পুরুষশ্রেষ্ঠ! যে রাজা ষড়্‌গুণ, ত্রিবর্গ ও পরম ত্রিবর্গ জানেন তিনি এই পৃথিবী ভোগ করিতে পারেন। ৬৬

যুধিষ্ঠির! আমি যে ষড়্‌গুণের কথা বলিলাম, তাহা শ্রবণ কর। সন্ধি, যাত্রা, বিগ্রহ, আসন (যাত্রার উদ্দেশ্যে থাকা), দ্বৈধীভাব (একের সহিত সন্ধি ও অপরের সহিত যুদ্ধ) এবং আশ্রয় (অন্যান্য দুর্গ বা অন্য রাজাকে অবলম্বন)। ৬৭-৬৮

আমি যে ত্রিবর্গের কথা বলিলাম, তাহাও একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। ক্ষয় (নিজের বা অপরের অবনতি), স্থান (নিজের বা পরের সমানভাবে স্থিতি) এবং বৃদ্ধি (নিজের বা পরের উন্নতি)। এখন পরম ত্রিবর্গের কথা শ্রবণ কর। ৬৯

ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই তিনটি উত্তম ত্রিবর্গ। কাল অনুসারে ইহার প্রত্যেকটির সেবা করিতে হইবে। রাজা ধর্ম্মের গুণেই চিরকাল পৃথিবী পালন করেন। ৭০

এই বিষয়ে মহর্ষি স্বয়ং অঙ্গিরা দুইটি শ্লোক বলিয়াছেন। কুন্তীনন্দন! তুমি সেই দুইটি শ্লোকও শুনিতে পার, তোমার মঙ্গল হউক। ৭১

রাজা ঐহিক ও পারত্রিক সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক যথা নিয়মে পৃথিবী ও পুরবাসিগণকে পালন করিয়া পরলোক গমন করিলে, সেইখানে তাঁহার সুখ বৃদ্ধি পায়। ৭২

রাজার তপস্যা বা যজ্ঞের প্রয়োজন কি? যিনি যথা নিয়মে প্রজাপালন করিয়াছেন, তাঁহাকে সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। ৭৩

(যুধিষ্ঠির! এই বিষয়ে শুক্রাচার্য্যকর্তৃক কথিত কিছু শ্লোক আছে, সেই শ্লোকগুলি তুমি আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর।

ভার্গবাঙ্গিরসং কর্ম ষোড়শাঙ্গঞ্চ যদ্ বলম্ ।
বিষং মায়া চ দৈবঞ্চ পৌরুষং চার্থসিদ্ধয়ে ॥
প্রাগুদক্‌প্রবণং দুর্গং সমাসাদ্য মহীপতিঃ ।
ত্রিবর্গত্রয়সম্পূর্ণমুপাদায় তমুদ্বহেৎ ॥
ষট্ পঞ্চ চ বিনির্জিত্য দশ চাষ্টৌ চ ভূপতিঃ
ত্রিবর্গৈর্দশভির্যুক্তঃ সুরৈরপি ন জীয়তে ॥
ন বুদ্ধিঃ পরিগৃহ্নীত স্ত্রীণাং মূর্খজনস্য চ ।
দৈবোপহতবুদ্ধীনাং যে চ বৈদৈর্বিবর্জিতাঃ ॥
ন তেষাং শৃণুয়াদ্ রাজা বুদ্ধিস্তেষাং পরাঙ্‌মুখী ।
স্ত্রীপ্রধানানি রাজ্যানি বিদ্বদ্ভির্বর্জিতানি চ ॥
মূর্খামাত্যপ্রতপ্তানি শুষ্যন্তে জলবিন্দুবৎ ।
বিশ্বাংসঃ প্রথিতা যে চ যে চাপ্তাঃ সর্বকর্মসু ॥
যুদ্ধেষু দৃষ্টকর্মাণস্তেষাঞ্চ শৃণুয়ান্নৃপঃ ।

দৈবং পুরুষকারঞ্চ ত্রিবর্গঞ্চ সমাশ্রিতঃ ॥
দৈবতানি চ বিপ্রাংশ্চ প্রণম্য বিজয়ী ভবেৎ ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

দণ্ডনীতিশ্চ রাজা চ সমন্তৌ তাবুভাবপি ।
কস্য কিং কুর্বতঃ সিধ্যেৎ তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥৭৪

ভীষ্ম উবাচ ।

মহাভাগ্যং দণ্ডনীত্যাঃ সিদ্ধৈঃ শব্দৈঃ সহেতুকৈঃ ।
শৃণু মে শংসতো রাজন্ যথাবদিহ ভারত ॥ ৭৫
দণ্ডনীতিঃ স্বধর্মেভ্যশ্চাতুর্বর্ণ্যং নিযচ্ছতি ।
প্রযুক্তা স্বামিনা সম্যগধর্মেভ্যো নিযচ্ছতি ॥ ৭৬
চাতুর্বর্ণ্যে স্বকর্মস্থে মর্য্যাদানামসঙ্করে ।
দণ্ডনীতিকৃতে ক্ষেমে প্রজানামকুতোভয়ে ॥ ৭৭
স্বাম্যে প্রযত্নং কুর্বন্তি ত্রয়ো বর্ণা যথাবিধি ।
তস্মাদেব মনুষ্যাণাং সুখং বিদ্ধি সমাহিতম্ ॥ ৭৮

রাজন্ ! ঐ শ্লোকসমূহে যে ভাব সন্নিবেশিত আছে, উহাই দণ্ডনীতি ও ত্রিবর্গের মূল। ভার্গবাঙ্গিরস কর্ম, ষোড়শাঙ্গ বল, বিষ, মায়া, দৈব এবং পুরুষার্থ—এ সমস্ত বস্তুই রাজার অর্থসিদ্ধির কারণ। রাজার কর্তব্য হইল - যাহার পূর্ব ও উত্তরদিকের ভূমি নিম্ন এবং ত্রিবিধ ত্রিবর্গে পরিপূর্ণ, সেই দুর্গের আশ্রয় গ্রহণ করত রাজকার্যের ভার বহন করা।

ষড়্‌বর্গ (কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য), পঞ্চবর্গ (শ্রোত্র, ত্বক্, নেত্র, রসনা ও ঘ্রাণ), দশবিধ দোষ (মৃগয়া, পাশাখেলা, দিবানিদ্রা, অপরের নিন্দা করা, স্ত্রীগণে আসক্তি, মদ্যপান, নৃত্য, গীত, বাদ্যবাদন ও বৃথাভ্রমণ) এবং অষ্টপ্রকার অন্য দোষ (ঔদ্ধত্য, সাহস, দ্রোহ, ঈর্ষ্যা, দোষদর্শন, অর্থদূষণ, বাক্‌পারুষ্য ও দণ্ডের কঠোরতা) এই সমস্ত জয় করিয়া ত্রিবর্গযুক্ত (ধর্ম, অর্থ ও কাম অথবা উৎসাহশক্তি, প্রভুশক্তি এবং মন্ত্রশক্তি) ও দশবর্গের জ্ঞানসম্পন্ন (মন্ত্রী, রাষ্ট্র, দুর্গ, কোশ এবং দণ্ড এই পাঁচ শত্রুর ও নিজের মিলিয়া দশবর্গ হয়) রাজা দেবগণের দ্বারাও পরাজিত হন্ না।

রাজা কখনও স্ত্রীগণ ও মূর্খ ব্যক্তির পরামর্শ গ্রহণ করিবেন না। যাহার বুদ্ধি দৈবকর্তৃক নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং যে ব্যক্তি বেদজ্ঞানশূন্য, তাহার কথা রাজা কখনও শুনিবেন না ; কারণ, ইহাদের বুদ্ধি নীতিবিমুখ।

যে সকল রাজ্যে স্ত্রীগণই প্রধান এবং যে সকল রাজ্য বিদ্বান্ ব্যক্তিরা পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই সব রাজ্য মূর্খ মন্ত্রীদের পরামর্শে সন্তপ্ত হইয়া জল বুদ্‌বুদের ন্যায় শুকাইয়া যায়।

যাঁহারা নিজেদের বিদ্যাবত্তায় বিখ্যাত, সকল কার্যেই বিশ্বাসের যোগ্য এবং যুদ্ধের সময় যাঁহাদের কার্য নিরীক্ষিত হইয়াছে, এইরূপ মন্ত্রিগণের বাক্যই রাজা শ্রবণ করিবেন।

দৈব, পুরুষার্থ ও ত্রিবর্গের আশ্রয় গ্রহণপূর্বক দেবতা ও ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম করত রাজা যুদ্ধে যাত্রা করিলে বিজয়ী হন্।)

যুধিষ্ঠির বলিলেন—পিতামহ ! দণ্ডনীতি ও রাজা এই দুইটি মিলিত হইয়াই কার্য করে। তাহার মধ্যে কোন্‌টি কি করিলে কার্য সিদ্ধি হয়, তাহা আপনি আমার নিকট বলুন। ৭৪

ভীষ্ম বলিলেন—ভরতনন্দন রাজন্ ! আমি প্রসিদ্ধ ও যুক্তিযুক্ত শব্দদ্বারা যথাযথভাবে দণ্ডনীতির প্রভাবের কথা বলিতেছি ; তুমি শ্রবণ কর। ৭৫

রাজা যদি যথানিয়মে দণ্ডনীতি প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে সেই দণ্ডনীতি চারিটী বর্ণকেই আপন আপন ধর্মে প্রবর্তিত এবং অধর্ম হইতে নিবর্তিত করে। ৭৬

চারিটী বর্ণ ই আপন আপন কর্মে রত থাকিলে, বৃত্তির মিশ্রণ না হইলে, দণ্ডনীতি সেইরূপ সমাজের মঙ্গল করিলে এবং সেই অবস্থায় সকল লোকই অকুতোভয়ে চলিতে লাগিলে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিনটি বর্ণ ই যথাবিধানে নিজ বর্ণের উপরে প্রভুত্ব করিবার যত্ন করিতে পারে যুধিষ্ঠির ! সেইজন্যই এক দণ্ডনীতির উপরেই মনুষ্যগণের সুখ রহিয়াছে—ইহা জানিয়া রাখ। ৭৭-৭৮

কালো বা কারণং রাজ্ঞো রাজা বা কালকারণম্ ।
ইতি তে সংশয়ো মা ভূদ্ রাজা কালস্য কারণম্ ॥৭৯
দণ্ডনীত্যাং যদা রাজা সম্যক্ কার্ৎস্ন্যেন বর্ততে ।
তদা কৃতযুগং নাম কালসৃষ্টং প্রবর্ততে ॥ ৮০
ততঃ কৃতযুগে ধর্মো নাধর্মো বিদ্যতে কচিৎ ।
সর্বেষামেব বর্ণানাং নাধর্মে রমতে মনঃ ॥ ৮১
যোগক্ষেমাঃ প্রবর্তন্তে প্রজানাং নাত্র সংশয়ঃ ।
বৈদিকানি চ সর্বাণি ভবন্ত্যাপি গুণান্যুত ॥ ৮২
ঋতবশ্চ সুখাঃ সর্বে ভবন্ত্যত নিরাময়াঃ ।
প্রসীদন্তি নরাণাঞ্চ স্বরবর্ণমনাংসি চ ॥ ৮৩
ব্যাধয়ো ন ভবন্ত্যত্র নাল্পায়ুর্দৃশ্যতে নরঃ ।
বিধবা ন ভবন্ত্যত্র কৃপণো ন তু জায়তে ॥ ৮৪
অকৃষ্টপচ্যা পৃথিবী ভবন্ত্যোষধয়স্তথা
স্বকৃপত্রফলমূলানি বীর্য্যবন্তি ভবন্তি চ ॥ ৮৫
নাধর্মো বিদ্যতে তত্র ধর্ম এব তু কেবলম্ ।
ইতি কার্তযুগানেতান্ ধর্মান্ বিদ্ধি যুধিষ্ঠির ॥ ৮৬
দণ্ডনীত্যাং যদা রাজা ত্রীনংশানন্বর্ততে ।
চতুর্থমংশমুৎসৃজ্য তদা ত্রেতা প্রবর্ততে ॥ ৮৭
অশুভস্য চতুর্থাংশস্ত্রীনংশানন্বর্ততে ।
কৃষ্টপচ্যৈব পৃথিবী ভবন্ত্যোষধয়স্তথা ॥ ৮৮
অর্ধং ত্যক্ত্বা যদা রাজা নীত্যর্ধমনুবর্ততে
ততস্তু দ্বাপরং নাম স কালঃ সম্প্রবর্ততে ॥ ৮৯
অশুভস্য যদা ত্বর্ধং দ্বাবংশাবনুবর্ততে ।
কৃষ্টপচ্যৈব পৃথিবী ভবত্যর্ধফলা তথা ॥ ৯০
দণ্ডনীতিং পরিত্যজ্য যদা কার্ৎস্ন্যেন ভূমিপঃ ।
প্রজাঃ ক্লিশ্নাত্যযোগেন প্রবর্তেত তদা কলিঃ ॥ ৯১
কলাবধর্মো ভূয়িষ্ঠো ধর্মো ভবতি ন কচিৎ ।
সর্বেষামেব বর্ণানাং স্বধর্মাচ্চ্যবতে মনঃ ॥ ৯২

কৌরবনন্দন ! কাল রাজভাব পরিবর্তনের কারণ কিম্বা রাজা কালভাব পরিবর্তনের কারণ ? তোমার যেন এইরূপ সন্দেহ হয় না । কেননা রাজাই কালভাব পরিবর্তনের কারণ । ৭৯

রাজা যখন উপযুক্তভাবে সর্বত্র দণ্ডনীতি প্রয়োগ করেন তখনই সত্যযুগনামক শ্রেষ্ঠ কাল উপস্থিত হয় । ৮০

সত্যযুগে সর্বত্রই ধর্ম থাকে ; কিন্তু কোথাও অধর্ম থাকে না । কারণ সকল বর্ণের মনই অধর্মের দিকে প্রবৃত্ত হয় না । ৮১

রাজা যথানিয়মে দণ্ডনীতি প্রয়োগ করিতে থাকিলে প্রজাদের উপার্জন ও সংরক্ষণ উত্তমরূপেই চলিতে থাকে এবং বেদোক্ত সকল কার্য্যও নির্ব্বিঘ্নে হইতে থাকে ; এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । ৮২

সমস্ত ঋতুই সুখজনক ও নিরুপদ্রব হয় এবং মানুষের কণ্ঠস্বর, দেহের বর্ণ ও মন নির্ম্মল হইয়া থাকে । ৮৩

যথানিয়মে দণ্ডনীতি চলিতে থাকিলে রোগ হয় না, অল্পায়ু মানুষ দেখা যায় না, নারী বিধবা হইতে পারে না এবং কেহই কৃপণ হয় না । ৮৪

ভূমি কর্ষণ না করিলেও পৃথিবীতে শস্যসকল আপনা আপনি জন্মিয়া থাকে । লতাসকলও সেইভাবে উৎপন্ন হয় এবং তাহার বল্কল, পত্র ফল ও মূল বীর্য্যবান্ হইয়া থাকে ॥ ৮৫

তখন একমাত্র ধর্মই বিরাজ করে, অধর্ম একেবারেই থাকে না । যুধিষ্ঠির ! তুমি সত্যযুগের এই সকল অবস্থা জানিয়া রাখ ॥ ৮৬

যখন রাজা দণ্ডনীতির চতুর্থ অংশ পরিত্যাগ করিয়া কেবল তিন অংশের অনুসরণ করেন, তখন ত্রেতাযুগ আবির্ভূত হয় ॥ ৮৭

রাজা দণ্ডনীতির তিন অংশের অনুসরণ করেন, বলিয়া পাপেরও চারি ভাগের এক ভাগ আসিয়া আবির্ভূত হয় । সুতরাং সেই ত্রেতাযুগে কৃষ্ট ভূমিতেই শস্য জন্মিয়া থাকিতে থাকে এবং লতাসকলও কৃষ্ট ভূমিতেই উৎপন্ন হয় ॥ ৮৮

যখন রাজা দণ্ডনীতির অর্দ্ধ পরিত্যাগ করিয়া অপরার্দ্ধের অনুসরণ করেন, তখন দ্বাপর নামে প্রসিদ্ধ সেই যুগ আসিয়া উপস্থিত হয় ॥ ৮৯

যখন রাজা দণ্ডনীতির অর্দ্ধেকের অনুসরণ করেন, তখন পাপেরও অর্দ্ধ আসিয়া আবির্ভূত হয় । সুতরাং সেই দ্বাপর যুগে কৃষ্ট ভূমিতেই শস্য জন্মিয়া পরিপক্ক হয় এবং ফলও (ফসলও) অর্দ্ধই হইয়া থাকে ॥ ৯০

যখন রাজা সমস্ত দণ্ডনীতি পরিত্যাগ করিয়া অন্যায়ভাবে প্রজাদের কষ্ট উৎপাদন করেন, তখন কলিযুগ উপস্থিত হয় ॥ ৯১

সেই কলিযুগে পাপই অতি প্রচুর হইতে থাকে, কিন্তু কোথাও ধর্ম্ম হয় না । কারণ সমস্ত বর্ণেরই মন আপন আপন ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হয় ॥ ৯২

শূদ্রা ভৈক্ষ্যেণ জীবন্তি ব্রাহ্মণাঃ পরিচর্য্যয়া।
যোগক্ষেমস্য নাশশ্চ বর্ততে বর্ণসঙ্করঃ॥ ৯৩
বৈদিকানি চ কর্মাণি ভবন্তি বিগুণান্যুত।
ঋতবো ন সুখাঃ সর্বে ভবন্ত্যাময়িনস্তথা॥ ৯৪
হ্রসন্তি চ মনুষ্যাণাং স্বরবর্ণমনাংস্যুত।
ব্যাধয়শ্চ ভবন্ত্যত্র ম্রিয়ন্তে চা শতায়ুষঃ॥ ৯৫
বিধবাশ্চ ভবন্ত্যত্র নৃশংসা জায়তে প্রজা।
কচিদ্ বর্ষতি পর্জন্যঃ কচিৎ শস্যং প্ররোহতি॥ ৯৬
রসাঃ সর্বে ক্ষয়ং যান্তি যদা নেচ্ছতি ভূমিপঃ।
প্রজা সংরক্ষিতুং সম্যগ্ দণ্ডনীতিসমাহিতঃ॥ ৯৭
রাজা কৃতযুগস্রষ্টা ত্রেতায়া দ্বাপরস্য চ
যুগস্য চ চতুর্থস্য রাজা ভবতি কারণম্॥ ৯৮
কৃতস্য করণাদ্ রাজা স্বর্গমত্যন্তমশ্নুতে।
ত্রেতায়াঃ করণাদ্ রাজা স্বর্গং নাত্যন্তমশ্নুতে॥ ৯৯
প্রবর্তনাদ্ দ্বাপরস্য যথাভাগমুপাশ্নুতে।
কলেঃ প্রবর্তনাদ্ রাজা পাপমত্যন্তমশ্নুতে॥ ১০০
ততো বসতি দুষ্কর্মা নরকে শাশ্বতীঃ সমাঃ।
প্রজানাং কল্মষে মগ্নোঽকীর্তিং পাপঞ্চ বিন্দতি॥ ১০১
দণ্ডনীতিং পুরস্কৃত্য বিজানন্ ক্ষত্রিয়ঃ সদা।
অনবাপ্তঞ্চ লিপ্সেত লব্ধঞ্চ পরিপালয়েৎ॥ ১০২
(যোগক্ষেমাঃ প্রবর্তন্তে প্রজানাং নাত্র সংশয়ঃ।)
লোকস্য সীমন্তকরী মর্য্যাদা লোকভাবিনী।
সম্যঙ্নীতা দণ্ডনীতির্যথা মাতা যথা পিতা॥ ১০৩
যস্যাং ভবন্তি ভূতানি তদ্ বিদ্ধি মনুজর্ষভ।
এষ এব পরো ধর্মো যদ্ রাজা দণ্ডনীতিমান্॥ ১০৪
তস্মাৎ কৌরব্য ধর্মেণ প্রজাঃ পালয় নীতিমান্।
এবংবৃত্তঃ প্রজা রক্ষন্ স্বর্গং জেতাসি দুর্জয়ম্॥ ১০৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি
একোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৬৯

শূদ্রেরা ভিক্ষা দ্বারা এবং ব্রাহ্মণেরা পরের সেবা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। আর ন্যায়ভাবে অর্জ্জন ও রক্ষণ লোপ পাইয়া যায় এবং বর্ণসঙ্কর জন্মিতে থাকে। ৯৩

বৈদিক কর্ম্মসকল অঙ্গহীন হয়, বসন্ত প্রভৃতি ঋতুসকল সুখ উৎপাদন করে না এবং প্রত্যেক ঋতুতেই নানাবিধ রোগ উপস্থিত হইতে থাকে। ৯৪

সেই কলিযুগে মানুষের কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হইয়া যায়, দেহের বর্ণ উজ্জ্বল হয় না এবং মন কলুষিত হইয়া থাকে। নানাবিধ রোগ জন্মে এবং শতবর্ষ আয়ু পূর্ণ হইবার আগেই মানুষ মরিয়া যায়। ৯৫

সেই কলিযুগে নারীরা বিধবা হয়, মানুষ নৃশংস হইয়া পড়ে। কোন বৎসর মেঘ বারি বর্ষণ করে এবং কোন কোন বৎসর শস্য উৎপন্ন হয়। ৯৬

যখন রাজা যথানিয়মে দণ্ডনীতি প্রয়োগ করিয়া প্রজাপালন করিবার ইচ্ছা করেন না, তখন সমস্ত রসই ক্ষয় পাইতে থাকে। ৯৭

অতএব রাজাই সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগের প্রবর্ত্তন করিয়া থাকেন। ৯৮

রাজা সত্যযুগ প্রবর্ত্তিত করিয়া দীর্ঘকাল স্বর্গভোগ করেন। আর ত্রেতাযুগ প্রবর্ত্তিত করিয়া সেইরূপ দীর্ঘকাল স্বর্গভোগ করিতে পারেন না। ৯৯

রাজা দ্বাপর যুগ প্রবর্ত্তিত করিয়া সত্যযুগের অর্দ্ধকাল স্বর্গ ভোগ করেন। আর কলিযুগ প্রবর্ত্তিত করিয়া অত্যন্ত পাপভাগী হন॥ ১০০

তাহার পর সেই দুষ্কর্ম্মকারী রাজা প্রজাদের পাপে নিমগ্ন থাকিয়া দীর্ঘকাল নরকে বাস করেন এবং অকীর্ত্তির পাত্র হন॥ ১০১

এইভাবে রাজা সর্ব্বদা প্রজাদের দোষ জানিতে থাকিয়া দণ্ডনীতি অবলম্বন করিয়া অলব্ধ রাজ্য প্রভৃতি লাভ করিবার ইচ্ছা করিবেন এবং লব্ধরাজ্য প্রভৃতি পরিপালন করিবেন॥ ১০২

যথাযথভাবে প্রযুক্ত দণ্ডনীতি মাতা ও পিতার ন্যায় প্রজাবর্গের সম্পত্তির পরিমাণকারিণী সীমাস্বরূপ হয় এবং প্রজাবৃদ্ধি করিয়া থাকে॥ ১০৩

মনুষ্যশ্রেষ্ঠ! প্রজাবর্গ যে দণ্ডনীতির উপরে রহিয়াছে, সেই দণ্ডনীতি শিক্ষা কর। কেননা, রাজা যে দণ্ডনীতি অনুসরণ করেন তাহাই তাঁহার পরম ধর্ম্ম॥ ১০৪

অতএব কৌরবনন্দন! তুমি দণ্ডনীতির অনুসরণ করিয়া ধর্ম্ম অনুসারে প্রজাপালন কর। এইভাবে প্রজাপালন করিতে থাকিয়া তুমি দুর্লভ স্বর্গ লাভ করিবে॥ ১০৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে দণ্ডনীতিবিষয়ক একোনসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[রাজ্ঞ ইহলোকে পরলোকে স্বর্গপ্রাপ্তিকারকাণাং ষট্‌ত্রিংশৎসংখ্যকানাং গুণানাং বর্ণনম্।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কেন বৃত্তেন বৃত্তজ্ঞ বর্তমানো মহীপতিঃ।
সুখেনার্থান্ সুখোদর্কানিহ চ প্রেত্য চাপ্নুয়াৎ ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ।

অয়ং গুণানাং ষট্‌ত্রিংশৎ ষট্‌ত্রিংশদ্‌গুণসংযুতঃ।
যান্ গুণাংস্তু গুণোপেতঃ কুর্বন্ গুণমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২
চরেদ্ ধর্মানকটুকো মুঞ্চেৎ স্নেহং ন চাস্তিকঃ।
অনৃশংসশ্চরেদর্থং চরেৎ কামমনুদ্ধতঃ ॥ ৩
প্রিয়ং ব্রূয়াদকৃপণঃ শূরঃ স্যাদবিকত্থনঃ।
দাতা নাপাত্রবর্ষী স্যাৎ প্রগল্‌ভঃ স্যাদনিষ্ঠুরঃ ॥ ৪
সন্দধীত ন চানার্যৈর্বিগৃহ্নীয়ান্ন বন্ধুভিঃ।
নাস্তব্রুং চারয়েচ্চারং কুর্য্যাৎ কার্য্যমপীড়য়া ॥ ৫
অর্থং ব্রূয়ান্ন চাসৎসু গুণান্ ব্রূয়ান্ন চাত্মনঃ।
আদদ্যান্ন চ সাধুভ্যো নাসৎপুরুষমাশ্রয়েৎ ॥ ৬
নাপরীক্ষ্য নয়েদ্ দণ্ডং ন চ মন্ত্রং প্রকাশয়েৎ।
বিসৃজেন্ন চ লুব্ধেভ্যো বিশ্বসেন্নাপকারিষু ॥ ৭
অনীর্ষুর্গুপ্তদারঃ স্যাচ্ছোচঃ স্যাদঘৃণী নৃপঃ।
স্ত্রিয়ঃ সেবেত নাত্যর্থং মৃষ্টং ভুঞ্জীত নাহিতম্ ॥ ৮
অস্তব্ধঃ পূজয়েন্মান্যান্ গুরূন্ সেবেদমায়য়া।
অর্চেদ্ দেবানদম্ভেন শ্রিয়মিচ্ছেদকুৎসিতাম্ ॥ ৯
সেবেত প্রণয়ং হিত্বা দক্ষঃ স্যান্ন ত্বকালবিৎ।
সান্ত্বয়েন্ন চ মোক্ষায় অনুগৃহ্নন্ন চাক্ষিপেৎ ॥ ১০

সপ্ততিতম অধ্যায়।

[রাজার ইহলোক ও পরলোকে স্বর্গপ্রাপ্তিকারক ছত্রিশ প্রকার গুণসকলের বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন—ব্যবহারজ্ঞ পিতামহ! রাজা কি প্রকার ব্যবহার করিয়া ইহলোক ও পরলোকে সুখজনক বিষয়সকল অনায়াসে লাভ করিতে পারেন, তাহা আপনি বলুন। ১

ভীষ্ম বলিলেন—দয়া দাক্ষিণ্যাদি গুণবান্ রাজা যে গুণগুলির অনুষ্ঠান করিতে থাকিয়া উৎকর্ষ লাভ করেন, এই সেই "ষট্‌ত্রিংশৎ" প্রকার গুণ আমি বলিতেছি। রাজা এই ষট্‌ত্রিংশৎ-প্রকার গুণসম্পন্ন হইবার চেষ্টা করিবেন। ২

রাজা ঈর্ষা, বিদ্বেষাদি শূন্য হইয়া ধর্মকার্য্য করিবেন (১) আস্তিক হইয়াও পুত্র-কলত্রাদির স্নেহ ত্যাগ করিবেন না—(২) অনৃশংস হইয়া কার্য্য করিবেন—(৩) বিনীত থাকিয়া কাম ভোগ করিবেন—(৪)। ৩

অধিক প্রিয়বাক্য বলিতে কুণ্ঠিত না হইয়া প্রিয়বাক্য বলিবেন—(৫) বীর হইবেন, কিন্তু আত্মশ্লাঘা করিবেন না (৬) দাতা হইবেন, কিন্তু অপাত্রে দান করিবেন না—(৭) চতুর হইবেন, কিন্তু নিষ্ঠুর হইবেন না—(৮)। ৪

অসজ্জনের সহিত সন্ধি করিবেন না—(৯) বন্ধুজনের সহিত বিগ্রহ করিবেন না—(১০) অনুরক্ত লোককে গুপ্তচর করিয়া পাঠাইবেন না—(১১) কাহারও পীড়া না জন্মাইয়া কার্য্য করিবেন—(১২)। ৫

অসজ্জনের নিকটে কোন সারগর্ভ বিষয় বলিবেন না—(১৩)। নিজের গুণ নিজে প্রকাশ করিবেন না—(১৪) সাধু ব্যক্তিদের নিকট হইতে কোন বস্তু লইবেন না—(১৫) অসৎ পুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন না—(১৬)। ৬

লোভী বা নির্দ্দোষ ইহা বিশেষ না জানিয়া রাজা কাহারও দণ্ড করিবেন না—(১৭)। মন্ত্রণা প্রকাশ করিবেন না—(১৮)। কোন কার্য্য সাধনের জন্য লোভী লোকদিগকে পারিশ্রমিক দিবেন না—(১৯)। অপকারী লোকদিগের উপরে বিশ্বাস করিবেন না—(২০)। ৭

অন্য পুরুষের উপরে ঈর্ষা না করিয়া ভার্য্যাকে গোপনে রাখিবেন—(২১) নিজে শুদ্ধ থাকিবেন, কিন্তু অশুদ্ধের উপরে ঘৃণা করিবেন না—(২২) অত্যন্ত স্ত্রীসম্ভোগ করিবেন না—(২৩)। পরিষ্কৃত বস্তু ভোজন করিবেন, কিন্তু অহিতকর বস্তু ভোজন করিবেন না—(২৪)। ৮

কিছু প্রিয়বাক্য বলিয়া মাননীয় ব্যক্তিগণের সম্মান করিবেন—(২৫) কপটতা না করিয়া গুরুশুশ্রূষা করিবেন—(২৬)। ছল না করিয়া দেবপূজা করিবেন—(২৭)। অকুৎসিত সম্পদ লাভ করিবার ইচ্ছা করিবেন—(২৮)। ৯

বিনয় নম্র থাকিয়া লোক সেবা করিবেন (২৯)। কাল অনুসারে সমস্ত কার্য্যে নিপুণ হইবেন—(৩০) অপরাধীকে কারাগারে পাঠাইবার সময়ে তাহার মুক্তি হইবে বলিয়া সান্ত্বনা দিবেন না—(৩১) কাহারও প্রতি অনুগ্রহ করিতে থাকিয়া তাহার নিন্দা করিবেন না—(৩২)। ১০

প্রহরেন্ন ত্ববিজ্ঞায় হত্বা শত্রূন্ ন শোচয়েৎ।
ক্রোধং কুর্য্যান্ন চাকস্মান্মৃদুঃ স্যান্নাপকারিষু ॥ ১১
এবং চরস্ব রাজ্যস্থো যদি শ্রেয় ইহেচ্ছসি।
অতোঽন্যথা নরপতির্ভয়মৃচ্ছত্যনুত্তমম্ ॥ ১২
ইতি সর্বান্ গুণানেতান্ যথোক্তান্ যোঽনুবর্ত্ততে
অনুভূয়েহ ভদ্রাণি প্রেত্য স্বর্গে মহীয়তে ॥ ১৩

না জানিয়া কাহাকেও প্রহার করিবেন না—(৩৩)। শত্রুকে বধ করিয়া তাহার জন্য শোক করিবেন না—(৩৪)। হঠাৎ কাহারও উপরে ক্রোধ করিবেন না (৩৫) এবং রাজা অপরাধী ব্যক্তিগণের নিকটে কোমল হইবেন না (৩৬)। ১১

যুধিষ্ঠির! তুমি যদি মঙ্গল লাভ করিবার ইচ্ছা কর তাহা হইলে রাজপদে থাকিয়া এইরূপ আচরণ করিতে থাক। রাজা ইহার অন্যরূপ আচরণ করিলে গুরুতর ভয় পাইয়া থাকেন। ১২

'যে রাজা উক্তরূপে এই সকল গুণের অনুসরণ করেন, তিনি ইহলোকে সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল লাভ করিয়া পরলোকে স্বর্গে অবস্থান করেন'। ১৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ইদং বচঃ শান্তনবস্য শুশ্রুবান্
যুধিষ্ঠিরঃ পাণ্ডবমুখ্যসংবৃতঃ।
তদা ববন্দে চ পিতামহং নৃপো
যথোক্তমেতচ্চ চকার বুদ্ধিমান্ ॥ ১৪
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্ব্বণি রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বণি
সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭০

বৈশম্পায়ন বলিলেন—পাণ্ডবগণ ও কৃষ্ণ প্রভৃতি প্রধান পুরুষগণে পরিবেষ্টিত বুদ্ধিমান্ রাজা যুধিষ্ঠির ভীষ্মের এই কথা শুনিয়া তখন তাঁহার বন্দনা করিলেন এবং তাঁহারই উক্তিক্রমে এই সকল গুণের অনুসরণ করিবার ইচ্ছা করিলেন। ১৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে সপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ধর্ম্মানুসারেণ প্রজানাং পালনমেব রাজ্ঞো মহান্ ধর্ম্ম ইতি প্রতিপাদনম্।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।
কথং রাজা প্রজা রক্ষন্নাধিবন্ধেন যুজ্যতে
ধর্ম্মেণ নাপরাধ্নোতি তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ১
ভীষ্ম উবাচ।
সমাসেনৈব তে রাজন্ ধর্ম্মান্ বক্ষ্যামি শাশ্বতান্।
বিস্তরেণৈব ধর্ম্মাণাং ন জাতস্তমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২
ধর্ম্মনিষ্ঠান্ শ্রুতবতো বেদব্রতসমাহিতান্।
অর্চয়িত্বা যজেথাস্ত্বং গৃহে গুণবতো দ্বিজান্ ॥ ৩
প্রত্যুত্থায়োপসংগৃহ্য চরণাবভিবাদ্য চ।
অথ সর্বাণি কুর্বীথাঃ কার্য্যাণি সপুরোহিতঃ ॥ ৪
ধর্ম্মকার্য্যাণি নির্বর্ত্য মঙ্গলানি প্রযুজ্য চ
ব্রাহ্মণান্ বাচয়েথাস্ত্বমর্থসিদ্ধিজয়াশিষঃ ॥ ৫

একসপ্ততিতম অধ্যায়।

[ধর্ম্মানুসারে প্রজাগণকে পালন করাই রাজার মহৎ ধর্ম—ইহাই প্রতিপাদন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন—পিতামহ! রাজা প্রজাপালনে নিরত থাকিয়া কিভাবে পাপ হইতে মুক্ত থাকিবেন এবং কি প্রকারেই বা ধর্ম্মের কাছে দোষী হইবেন না। তাহা আপনি আমার নিকট ব্যক্ত করুন ॥ ১

ভীষ্ম তদুত্তরে বলিলেন—রাজন্! আমি তোমার কাছে নাতিবিস্তৃতভাবে সনাতন ধর্ম্ম ব্যক্ত করিব। কেননা, কেহই বিস্তরক্রমে বলিতে আরম্ভ করিয়া কখনও ধর্ম্মের অন্ত পায় না ॥২

যুধিষ্ঠির! তুমি নিজ গৃহে ধার্ম্মিক, শাস্ত্রজ্ঞ, দেবার্চ্চননিরত ও গুণবান্ ব্রাহ্মণগণকে পূজা করিয়া অগ্নিহোত্রাদি যাগ করিবে। ৩

সেই ব্রাহ্মণগণ যখন উপস্থিত হইবেন, তখন তুমি উঠিয়া দাঁড়াইবে, তাঁহাদের চরণ ধারণ ও অভিবাদন করিয়া তাহার পর পুরোহিতের সহিত মিলিত হইয়া সমস্ত কার্য্য করিবে। ৪

প্রথমে সন্ধ্যাবন্দনাদি ধর্ম্ম কার্য্য সম্পাদন ও মাঙ্গলিক দ্রব্য দর্শন করিয়া ব্রাহ্মণগণ দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি ও জয়াশীর্ব্বাদ করাইবে ॥ ৫

আর্জবেন চ সম্পন্নো ধৃত্যা বুদ্ধ্যা চ ভারত।
যথার্থং প্রতিগৃহ্নীয়াৎ কাম-ক্রোধৌ চ বর্জয়েৎ ॥ ৬
কাম-ক্রোধৌ পুরস্কৃত্য যোঽর্থং রাজানুতিষ্ঠতি।
ন স ধর্মং ন চাপ্যর্থং প্রতিগৃহ্নাতি বালিশঃ ॥ ৭
মাস্ম লুব্ধাংশ্চ মূর্খাংশ্চ কামার্থে চ প্রযুযুজঃ।
অলুব্ধান্ বুদ্ধিসম্পন্নান্ সর্বকর্মসু যোজয়েৎ ॥৮
মূর্খো হ্যধিকৃতোঽর্থেষু কার্য্যাণামবিশারদঃ।
প্রজাঃ ক্লিশ্নাত্যযোগেন কাম-ক্রোধসমন্বিতঃ ॥ ৯
বলিষড়্ভাগ শুল্কেন দণ্ডেনাথাপরাধিনাম্।
শাস্ত্রানীতেন লিপ্সেথা বেতনেন ধনাগমম্ ॥ ১০
দাপয়িত্বা করং ধর্ম্যং রাষ্ট্রং নীত্যা যথাবিধি।
তথৈতং কল্পয়েদ্ রাজা যোগক্ষেমমতন্দ্রিতঃ ॥ ১১
গোপায়িতারং দাতারং ধর্মনিত্যমতন্দ্রিতম্
অকামদ্বেষসংযুক্তমনুরজ্যন্তি মানবাঃ ॥ ১২
মাস্মাধর্মেণ লোভেন লিপ্সেথাস্তংধনা গমম্।
ধর্মার্থাবপ্রবো তস্য যো ন শাস্ত্রপরো ভবেৎ ॥ ১৩
অপশাস্ত্রপরো রাজা ধর্মার্থান্নাধিগচ্ছতি।
অস্থানে চাস্য তদ্ বিত্তং সর্বমেব বিনশ্যতি ॥ ১৪
অর্থমূলোঽপি হিংসাঞ্চ কুরুতে স্ময়মাত্মনঃ।
কূরৈরশাস্ত্রদৃষ্টৈহি মোহাৎ সম্পীড়য়ন্ প্রজাঃ ॥ ১৫
উধশ্ছিন্দ্যাৎ তু যো ধেন্বাঃ ক্ষীরার্থী ন লভেৎ পয়ঃ।
এবং রাষ্ট্রমযোগেন ভুঞ্জানো লভতে ফলম্ ॥ ১৬
যো হি দোগ্ধ্রীমুপাস্তে চ স নিত্যং বিন্দতে পয়ঃ।
এবং রাষ্ট্রমুপায়েন ভুঞ্জানো লভতে ফলম্ ॥ ১৭
অথ রাষ্ট্রমুপায়েন ভুজ্যমানং সুরক্ষিতম্।
জনয়ত্যতুলাং নিত্যং কোষবৃদ্ধিং যুধিষ্ঠির ॥ ১৮

ভরতনন্দন! রাজা ধৈর্য, বিবেকবুদ্ধি ও সরলতাসম্পন্ন হইয়া যথোপস্থিত কার্য করিতে আরম্ভ করিবেন। তৎকালে কাম ও ক্রোধ পরিত্যাগ করিবেন। ৬

যে রাজা কাম ও ক্রোধকে সম্মুখে রাখিয়া অর্থসাধন করিবার ইচ্ছা করেন, সেই মূর্খ রাজা ধর্ম বা অর্থ ইহার কোনটিই লাভ করিতে পারেন না ॥ ৭

যুধিষ্ঠির! তুমি কামসাধন বা অর্থসাধনের জন্য লোভী বা মূর্খ লোকদিগকে নিযুক্ত করিও না। কেননা, রাজা অলোভী ও বুদ্ধিমান্ লোকদিগকেই সমস্ত কার্যে নিযুক্ত করিয়া থাকেন। ৮

কারণ, কার্যে অনিপুণ অথচ কাম-ক্রোধযুক্ত অজ্ঞ লোককে কর্মে নিযুক্ত করিলে সে অসঙ্গতভাবে প্রজাগণকে কষ্ট দিয়া থাকে। ৯

রাজা শাস্ত্রানুমোদিত উৎপন্ন শস্যাদির ষষ্ঠ ভাগ গ্রহণ, শুল্ক-গ্রহণ, অপরাধিগণের দণ্ড বিধান এবং বণিক্‌দিগের পণ্য রক্ষা করায় তৎপ্রদত্ত বেতন দ্বারা ধন সংগ্রহ করিবেন। ১০

রাজা সর্বদা সাবধান হইয়া প্রজাদের নিকট হইতে ধর্মসঙ্গত কর গ্রহণ এবং ন্যায়ানুসারে ও যথাবিধানে রাজ্য পরিচালনা করিয়া প্রজাদের যোগক্ষেম কল্পনা করিবেন। (নির্দিষ্ট কর দান করায়, অগ্নিতে দগ্ধ হওয়ায় অথবা দস্যু তস্করে অপহরণ করায়, অন্ন, বস্ত্র, প্রভৃতির অভাব উপস্থিত হইলে রাজা প্রজাগণকে সেই সমস্ত দান করিবেন ও রক্ষা করিবেন)। ১১

রক্ষাকারী, দাতা, ধর্মশীল, উদ্‌যোগী ও রাগদ্বেষশূন্য রাজার প্রতি প্রজারা অনুরক্ত থাকে। ১২

যুধিষ্ঠির! তুমি লোভবশতঃ অধর্ম অনুসারে ধন লাভ করিবার ইচ্ছা করিও না। কারণ, যে লোক শাস্ত্রের অনুসরণ করে না তাহার ধর্ম ও অর্থলাভ অনিশ্চিত হয় ॥ ১৩

শাস্ত্রের অননুসারী রাজা ধর্ম ও অর্থ লাভ করিতে পারেন না, যদি কখনও পারেন তাহা হইলে তাঁহার সেই সমস্ত ধনই অস্থানে বিনষ্ট হইয়া যায় ॥ ১৪

অর্থার্থী রাজা মোহবশতঃ শাস্ত্রানুশাসনকরগ্রহণ দ্বারা প্রজাগণকে পীড়ন করিতে থাকিয়া নিজের নিজের হিংসা করেন ॥ ১৫

দুগ্ধগ্রহণার্থী যে লোক গরুর স্তনমণ্ডলটি ছেদন করে, সে লোক দুগ্ধ লাভ করে না। এইরূপ অসঙ্গতভাবে নিপীড়িত রাজ্য উন্নতি লাভ করে না ॥ ১৬

আর যে লোক প্রত্যহ ঘাস ও জল প্রভৃতি দিয়া দুগ্ধবতী গাভীর সেবা করে, সে লোক প্রত্যহই দুগ্ধ লাভ করে। এইরূপ সঙ্গতভাবে রাজ্য ভোগ করিতে থাকিয়া রাজাও উন্নতি লাভ করেন। ১৭

যুধিষ্ঠির! রাজা ন্যায্য উপায়ে সুরক্ষিত রাজ্য ভোগ করিতে থাকিলে সেই রাজ্যই অতুলনীয় ভাবে কোষবৃদ্ধি করিয়া থাকে ॥ ১৮

দোগ্ধ্রী ধান্যং হিরণ্যঞ্চ মহী রাজ্ঞা সুরক্ষিতা।
নিত্যং স্বেভ্যঃ পরেভ্যশ্চ তৃপ্তা মাতা যথা পয়ঃ ॥ ১৯
মালাকারোপমো রাজন্ ভব মাঽঽঙ্গারিকোপমঃ।
তথা যুক্তশ্চিরং রাজ্যং ভোক্ষ্যসে শত্রূন্ পালয়ন্ ॥ ২০
পরচক্রাভিযানেন যদি তে স্যাদ্ ধনক্ষয়ঃ।
অথ সান্ত্বেব লিপ্সেথা ধনমব্রাহ্মণেষু যৎ ॥ ২১
মাস্ম তে ব্রাহ্মণং দৃষ্ট্বা ধনস্থং প্রচলেন্মনঃ।
অস্ত্যায়ামপ্যবস্থায়াং কিমু স্ফীতস্য ভারত ॥ ২২
ধনানি তেভ্যো দদ্যাস্ত্বং যথাশক্তি যথার্হতঃ।
সান্ত্বয়ন্ পরিরক্ষংশ্চ স্বর্গমাপ্স্যসি দুর্জয়ম্ ॥ ২৩
এবং ধর্মেণ বৃত্তেন প্রজাস্ত্বং পরিপালয়।
স্বস্তং পুণ্যং যশো নিত্যং প্রাপ্স্যসে কুরুনন্দন ॥ ২৪

ধর্মেণ ব্যবহারেণ প্রজাঃ পালয় পাণ্ডব।
যুধিষ্ঠির যথাযুক্তো নাধিবন্ধেন যোক্ষ্যসে ॥ ২৫
এষ এব পরো ধর্মো যদ্ রাজা রক্ষতি প্রজাঃ।
ভূতানাং হি যথা ধর্মো রক্ষণং পরমা দয়া ॥ ২৬
তস্মাদেবং পরং ধর্মং মন্যন্তে ধর্মকোবিদাঃ।
যো রাজা রক্ষণে যুক্তো ভূতেষু কুরুতে দয়াম্ ॥ ২৭
যদহ্না কুরুতে পাপমরক্ষন্ ভয়তঃ প্রজাঃ।
রাজা বর্ষসহস্রেণ তস্যান্তমধিগচ্ছতি ॥ ২৮
যদহ্না কুরুতে ধর্মং প্রজা ধর্মেণ পালয়ন্।
দশবর্ষসহস্রাণি তস্য ভুঙ্‌ক্তে ফলং দিবি ॥ ২৯
স্বিষ্টিঃ সুধীতিঃ সুতপা লোকান্ জয়তি যাবতঃ।
ক্ষণেন তানবাপ্নোতি প্রজা ধর্মেণ পালয়ন্ ॥ ৩০

মাতা যেমন সন্তুষ্ট থাকিয়া নিজের বা অন্যের সন্তানদিগকে স্তনের দুগ্ধ দান করিয়া থাকেন, তেমন রাজকর্তৃক সুরক্ষিত ভূমিও নিজদেশের ও পরদেশের লোকদিগকে শস্য ও ধন দিয়া থাকে ॥ ১৯

রাজন্! তুমি মালাকারের মত হও; কিন্তু অঙ্গারকারীর (কাঠের কয়লাকারীর) তুল্য হইও না। (যেমন মালাকার পুষ্পচয়ন করিয়া লয় বৃক্ষের কোনরূপ ক্ষতি করে না, তেমনি রাজা প্রজাদের নিকট হইতে কর লইবেন, কিন্তু প্রজাদের রক্ষা করিবেন; অপর পক্ষে যাহারা অঙ্গার বা কয়লা-বিক্রয়কারী তাহারা গাছ কাটিয়া ফেলে এবং পোড়াইয়া অঙ্গার তৈয়ার করে। রাজা অঙ্গারকারীর কার্য্য অনুসরণ করিবেন না অর্থাৎ প্রজাদের উৎসন্ন করিবেন না) সেইরূপ হইয়া পালন করিতে থাকিয়া দীর্ঘকাল রাজ্যভোগ করিতে পারিবে। ২০

যুধিষ্ঠির! ধনলাভের জন্য পররাজ্য আক্রমণের নিমিত্ত গমন করিতে তোমার যদি ধন ব্যয় হইবে বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে কেবল অনুনয়-বিনয় দ্বারাই ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতির যে ধন থাকে সেই ধন লইবার চেষ্টা করিও। ২১

ভরতনন্দন! ধনসম্পন্ন অবস্থার কথা আর কি বলিব। একেবারে নির্ধন অবস্থাতেও কোন ধনী ব্রাহ্মণকে দেখিয়া তাঁহার ধন গ্রহণ করিবার জন্য সেইদিকে তোমার মন যেন ধাবিত হয় না। ২২

কারণ যুধিষ্ঠির! তুমি ব্রাহ্মণদিগের সহিত মিষ্ট কথা বলিবে এবং মধুর ব্যবহার করিবে এবং তাঁহাদের রক্ষা করিতে থাকিয়া, নিজের শক্তি ও তাহাদের যোগ্যতা অনুসারে তাঁহাদিগকে কেবল ধনদানই করিবে। ২৩

কৌরবনন্দন! তুমি এইরূপে ধর্মপথ অনুসরণ করিয়া প্রজাপালন কর। তাহা হইলে পরিণামে শোভনপুণ্য ও স্থায়ী যশ লাভ করিতে পারিবে। ২৪

পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির! তুমি ধর্মানুমোদিত ব্যবহারে প্রজাপালন করিতে থাক। তাহা হইলে জনসাধারণ তোমার অপবাদ করিতে পারিবে না ॥ ২৫

রাজা যে প্রজাপালন করেন, তাহাই তাঁহার পরম ধর্ম কারণ, প্রজারক্ষা রাজার ধর্ম; কেননা, উহা বিশেষ দয়াপ্রযুক্তই হইয়া থাকে ॥ ২৬

যে রাজা রক্ষাকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া প্রাণিগণের প্রতি দয়া করেন; ধর্মজ্ঞেরা তাহাই তাঁহার পক্ষে পরম ধর্ম বলিয়া মনে করেন ॥ ২৭

রাজা ভয়বশতঃ প্রজারক্ষা না করিয়া একদিনে যে পাপ করেন; তিনি সহস্র বৎসরে সেই পাপের নাশ করিতে সমর্থ হন ॥ ২৮

রাজা ধর্মানুসারে প্রজাপালন করিতে থাকিয়া একদিনে যে ধর্ম সঞ্চয় করেন, দশসহস্র বৎসর যাবৎ স্বর্গে তাহার ফলভোগ করিয়া থাকেন ॥ ২৯

মানুষ উত্তম যজ্ঞ, সম্যক্‌ভাবে বেদাধ্যয়ন ও গুরুতর তপস্যা করিয়া যতগুলি স্বর্গলাভ করিবার অধিকারী হয়; রাজা ধর্মানুসারে ক্ষণকাল প্রজাপালন করিয়া ততগুলি স্বর্গ লাভ করেন ॥ ৩০

এবং ধর্মং প্রযত্নেন কৌন্তেয় পরিপালয়।
ততঃ পুণ্যফলং লব্ধ্বা নাধিবন্ধেন যোক্ষ্যসে ॥ ৩১
স্বর্গলোকে সুমহতীং শ্রিয়ং প্রাপ্স্যসি পাণ্ডব।
অসম্ভবশ্চ ধর্ম্যাণামীদৃশানামরাজসু ॥৩২
তস্মাদ্ রাজ্ঞৈব নান্যোঽস্তি যো ধর্মফলমাপ্নুয়াৎ।

কুন্তীনন্দন! তুমি বিশেষ যত্নপূর্ব্বক এইরূপ ধর্ম্ম পরিপালন করিতে থাক। তাহাতে স্বর্গরূপ পুণ্যফল লাভ করিবে এবং কোনরূপ অপরাধগ্রস্ত হইবে না।

পাণ্ডুনন্দন! আর তাহাতে স্বর্গলোকেও বিশেষ সুখসম্পদ লাভ করিবে। নিকৃষ্ট রাজাদের এইরূপ ধর্ম্মলাভ হওয়া অসম্ভব ॥ ৩২

স রাজ্যং ধৃতিমান্ প্রাপ্য ধর্মেণ পরিপালয়।
ইন্দ্রং তর্পয় সোমেন কামৈশ্চ সুহৃদো জনান্ ॥ ৩৩
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি
একসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭১

অতএব তোমার তুল্য অন্য কোন রাজাই নাই, যিনি এইরূপ ধর্ম্মপালন করিতে পারেন। সেই তুমি রাজ্যলাভ করিয়া ধৈর্য্যশীল হইয়া ধর্ম্মানুসারে তাহা পালন কর এবং যজ্ঞীয় সোমরস দ্বারা ইন্দ্রের সন্তোষবিধান ও অভীষ্ট সম্পাদন দ্বারা বন্ধুজনের প্রীতিসাধন করিতে থাক

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে একসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[রাজ্ঞঃ সদাচারি-জ্ঞানি-পুরোহিতস্যাবশ্যকতায়াঃ, প্রজাপালনমহত্ত্বস্য চ বর্ণনম্।]

ভীষ্ম উবাচ।

য এব তু সতো রক্ষেদসতশ্চ নিবর্তয়েৎ।
স এব রাজ্ঞঃ কর্তব্যো রাজন্ রাজপুরোহিতঃ ॥ ১
অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
পুরূরবস ঐলস্য সংবাদং মাতরিশ্বনঃ ॥ ২

পুরূরবা উবাচ।

কুতঃ স্বিদ্ ব্রাহ্মণো জাতো বর্ণাশ্চাপি কুতস্ত্রয়ঃ।
কস্মাচ্চ ভবতি শ্রেষ্ঠস্তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৩

মাতরিশ্বোবাচ।

ব্রহ্মণো মুখতঃ সৃষ্টো ব্রাহ্মণো রাজসত্তম।
বাহুভ্যাং ক্ষত্রিয়ঃ সৃষ্ট উরুভ্যাং বৈশ্য এব চ ॥ ৪
বর্ণানাং পরিচর্য্যার্থং ত্রয়াণাং ভরতর্ষভ।
বর্ণশ্চতুর্থঃ পশ্চাৎ তু পদ্ভ্যাং শূদ্রো বিনির্মিতঃ ॥ ৫
ব্রাহ্মণো জায়মানো হি পার্থিব্যামনুজায়তে।
ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং ধর্মকোশস্য গুপ্তয়ে ॥ ৬

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়।

(রাজার সদাচারী ও জ্ঞানী পুরোহিতের আবশ্যকতা এবং প্রজাপালনমহত্ত্বের বর্ণন।)

ভীষ্ম বলিলেন রাজন্! যিনি সজ্জনগণকে রক্ষা করেন এবং অসজ্জনগণকে অসৎকার্য্য হইতে নিবর্ত্তিত করিয়া থাকেন, সেইরূপ ব্রাহ্মণকেই রাজা রাজপুরোহিত করিবেন ॥ ১

যুধিষ্ঠির! এই বিষয়েই ইলাপুত্র পুরূরবা ও বায়ুর সংবাদরূপ প্রাচীন বৃত্তান্ত মনস্বীরা উল্লেখ করিয়া থাকেন ॥ ২

পুরূরবা বলিলেন—'পবনদেব! ব্রাহ্মণ কোথা হইতে জন্মিলেন এবং অপর তিন বর্ণই বা কোথা হইতে জন্মিয়াছেন? তাহা আপনি আমার নিকট বলুন' ॥ ৩

বায়ু বলিলেন—'রাজশ্রেষ্ঠ! ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার মুখ হইতে, ক্ষত্রিয় বাহুযুগল হইতে এবং বৈশ্য উরু হইতে জন্মিয়াছেন ॥ ৪

ভরতশ্রেষ্ঠ! ইহার পর চতুর্থবর্ণ শূদ্র, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উপরিতন তিন বর্ণের পরিচর্য্যা করিবার জন্য ব্রহ্মারই চরণযুগল হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল ॥ ৫

তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করিয়াই পৃথিবীতে অন্য সমস্ত বর্ণের নিয়ন্তা ও ধর্ম্মকোষের রক্ষক হইয়া থাকেন। ৬

অতঃ পৃথিব্যা যন্তারং ক্ষত্রিয়ং দণ্ডধারিণম্ ।
দ্বিতীয়ং বর্ণমকরোৎ প্রজানামনুগুপ্তয়ে ॥ ৭
বৈশ্যঞ্চ ধন-ধান্যেন ত্রীন্ বর্ণান্ বিভৃয়াদিমান্ ।
শূদ্রো হ্যেতান্ পরিচরেদিতি ব্রহ্মানুশাসনম্ ॥ ৮

ঐল উবাচ ।

দ্বিজস্য ক্ষত্রবন্ধোর্বা কস্যেয়ং পৃথিবী ভবেৎ ।
ধর্মতঃ সহ বিত্তেন সম্যগ্ বায়ো প্রচক্ষ্ব মে ॥ ৯

বায়ুরুবাচ ।

বিপ্রস্য সর্বমেবৈতদ্ যৎ কিঞ্চিজ্জগতীগতম্ ।
জ্যৈষ্ঠ্যেনাভিজনেনেহ তদ্ধর্মকুশলা বিদুঃ ॥ ১০
স্বমেব ব্রাহ্মণো ভুঙ্‌ক্তে স্বং বস্তে স্বং দদাতি চ ।
কৃপাহি সর্ববর্ণানাং জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠশ্চ বৈ দ্বিজঃ ॥ ১১
পত্যভাবে যথৈব স্ত্রী দেবরং কুরুতে পতিম্ ।
আনন্তর্য্যাৎ তথা ক্ষত্রং পৃথিবী কুরুতে পতিম্ ।
এষ তে প্রথমঃ কল্প আপদ্ধর্ম্যো ভবেৎ ততঃ ॥ ১২
যদি স্বর্গং পরং স্থানং স্বধর্মঃ পরিমার্গসি ।
যৎ কিঞ্চিজ্জয়সে ভূমিং ব্রাহ্মণায় নিবেদয় ॥ ১৩
শ্রুতবৃত্তোপপন্নায় ধর্মজ্ঞায় তপস্বিনে
স্বধর্মপরিতৃপ্তায় যো ন বিত্তপরো ভবেৎ ॥ ১৪
যো রাজানং নয়েদ্ বুদ্ধ্যা সর্বতঃ পরিপূর্ণয়া ।
ব্রাহ্মণো হি কুলে জাতঃ কৃতপ্রজ্ঞো বিনীতবান্ ॥ ১৫
শ্রেয়ো নয়তি রাজানং ক্রুবংশ্চিত্রাং সরস্বতীম্ ।
রাজা চরতি যদ্ ধর্মং ব্রাহ্মণেন নিদর্শিতম্ ॥ ১৬
শুশ্রূষুরনহংবাদী ক্ষত্রধর্মব্রতে স্থিতঃ ।
তাবতা সংকৃতঃ প্রাজ্ঞশ্চিরং যশসি তিষ্ঠতি ॥ ১৭
তস্য ধর্মস্য সর্বস্য ভাগী রাজপুরোহিতঃ ।
এবমেব প্রজাঃ সর্বা রাজানমভিসংশ্রিতাঃ ॥ ১৮
সম্যগ্‌বৃত্তাঃ স্বধর্মস্থা ন কুতশ্চিদ্ ভয়ান্বিতাঃ ।
রাষ্ট্রে চরন্তি যং ধর্মং রাজ্ঞা সাধ্বভিরক্ষিতাঃ ॥
চতুর্থং তস্য ধর্মস্য রাজা ভাগং তু বিন্দতি ॥ ১৯
দেবা মনুষ্যাঃ পিতরো গন্ধর্বোরগ-রাক্ষসাঃ ।
যজ্ঞমেবোপজীবন্তি নাস্তি চেষ্টমরাজকে ॥ ২০

তাহার পর রক্ষা প্রজাগণের রক্ষার জন্য পৃথিবীর শাসনকর্তা ও দণ্ডদানে সমর্থ ক্ষত্রিয়রূপ দ্বিতীয় বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছিলেন । ৭

তদনন্তর বৈশ্য ধন ও ধান্যদ্বারা অপর তিন বর্ণের ভরণ পোষণ করিবেন এবং শূদ্র অন্য তিন বর্ণের শুশ্রূষা করিবে, ইহা মনে করিয়া ব্রহ্মা বৈশ্য ও শূদ্রকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন । ৮

পুরূরবা বলিলেন—পবনদেব ! ধনের সহিত এই পৃথিবী ধর্মানুসারে ব্রাহ্মণের হইবে না, ক্ষত্রিয়ের হইবে—ইহা আপনি আমার নিকট সমীচীনভাবে বলুন । ৯

বায়ু বলিলেন,—ধর্মজ্ঞেরা মনে করেন যে, জ্যেষ্ঠত্ব ও আভিজাত্যনিবন্ধন পৃথিবীর এই সমস্ত দ্রব্যই ব্রাহ্মণের । ১০

অতএব ব্রাহ্মণ আপনার দ্রব্যই ভোগ করেন ; আপনার বস্ত্রই পরিধান করেন এবং আপনার দ্রব্যই দান করেন । বিশেষভাবে বলিতে গেলে ব্রাহ্মণ সকল বর্ণের জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ ।১১

স্ত্রী যেমন পতির অভাবে দেবরকে পতি করে ; সেইরূপ পৃথিবী ব্রাহ্মণের পরে ক্ষত্রিয়কে পতি করিয়া থাকে । ইহাই আপনার নিকট প্রথম কল্প বলিলাম, আপৎকালে ইহা হইতে অন্য কল্পও হইতে পারে । ১২

রাজন্ ! আপনি যদি ধর্মের বলে উত্তম স্বর্গের অন্বেষণ করেন, তাহা হইলে আপনি যে ভূমি জয় করিবেন, তাহা শাস্ত্রজ্ঞ, সদ্ব্যবসায়ী, ধর্মজ্ঞ, তপস্বী, স্বধর্মপরিতৃপ্ত ও ধনার্জনবিমুখ ব্রাহ্মণকে নিবেদন করিবেন । যিনি আপনার বিশাল বুদ্ধির গুণে রাজাকে সকল দিকে চালাইয়া লইতে সক্ষম হন, কেননা, রাজা ব্রাহ্মণ-প্রদর্শিত ধর্মেরই অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন । ওদিকে আবার সৎকুলজাত, নিপুণবুদ্ধি ও বিনয়ী ব্রাহ্মণ বিচিত্র কথা বলিতে থাকিয়া রাজাকে মঙ্গলের দিকে পরিচালিত করেন । ১৩-১৬

তারপর ক্ষত্রিয়ের ধর্ম ও নিয়মাবলী এবং অহঙ্কারশূন্য রাজা ব্রাহ্মণবাক্য শুনিবার জন্য উৎকণ্ঠিতই থাকেন সুতরাং বুদ্ধিমান্ রাজা সেই ব্রাহ্মণবাক্যেই সংকৃত ও পরিচালিত হইতে থাকিয়া চিরকালই যশ লাভ করিতে থাকেন ।১৭

আবার রাজ-পুরোহিতও সেই সমস্ত ধর্মের অংশভাগী হন । এইরূপ হইলে সমস্ত প্রজাই রাজার প্রতি অনুরক্ত থাকে । ১৮

রাজা যাহাদিগকে যথাযথভাবে রক্ষা করেন, সেই প্রজারা যথানিয়মে চলিতে থাকিয়া, আপন ধর্মে প্রবৃত্ত রহিয়াও অকুতোভয় হইয়া যে ধর্ম আচরণ করে ; রাজা তাহার চতুর্থভাগ লাভ করেন । ১৯

দেবগণ, মনুষ্যগণ, পিতৃগণ, গন্ধর্বগণ, নাগগণ ও রাক্ষসগণ যজ্ঞ অবলম্বন করিয়াই জীবনধারণ করেন ; অথচ অরাজক রাজ্যে যজ্ঞ হইতে পারে না । ২০

হুতো দত্তেন জীবন্তি দেবতাঃ পিতরস্তথা।
রাজন্যেবাস্য ধর্ম্মস্য যোগক্ষেমঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ২১
ছায়ায়ামপ্সু বায়ৌ চ সুখমুষ্ণেঽধিগচ্ছতি।
অগ্নৌ বাসসি সূর্য্যে চ সুখং শীতেঽধিগচ্ছতি ॥ ২২
শব্দে স্পর্শে রসে রূপে গন্ধে চ রমতে মনঃ ॥২৩
তেষু ভোগেষু সর্বেষু ন ভীতো লভতে সুখম্।

দেবগণ ও পিতৃগণ এই মর্ত্যমণ্ডলপ্রদত্ত যজ্ঞীয় দ্রব্য দ্বারাই জীবনধারণ করেন অথচ রাজার উপরেই এই ধর্ম্মের অর্জ্জন ও রক্ষণ চেষ্টিত আছে। ২১

দারুণ গ্রীষ্ম উপস্থিত হইলে মানুষ ছায়ায়, জল ও বায়ুতে সুখলাভ করে। আবার প্রবল শীত উপস্থিত হইলে অগ্নিতে, বস্ত্রাবরণে ও সূর্য্যের তাপে সুখ পায়; (কিন্তু অরাজকতার ভয় উপস্থিত হইলে মানুষ কোথাও সুখ পায় না)। ২২

তারপর শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধে মানুষের মন আনন্দ

অভয়স্য হি যো দাতা তস্যৈব সুমহৎ ফলম্।
ন হি প্রাণসমং দানং ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে ॥ ২৪
ইন্দ্রো রাজা যমো রাজা ধর্ম্মো রাজা তথৈব চ।
রাজা বিভর্ত্তি রূপাণি রাজ্ঞা সর্ব্বমিদং ধৃতম্ ॥ ২৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্ব্বণি রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বণি
দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭১

অনুভব করে; কিন্তু ভীত মানুষ তাহার কোনটাতেই সুখ অনুভব করিতে পারে না। ২৩

অতএব যিনি অভয়দান করেন, তাঁহার গুরুতর ফল হয় এবং প্রাণদানের তুল্য দান ত্রিভুবনেই নাই। ২৪

অতএব রাজা ইন্দ্রস্বরূপ, যমস্বরূপ ও ধর্ম্মস্বরূপ; রাজা কোনও ভীষণপ্রকৃতি নানারূপ ধারণ করেন এবং রাজাই এই সমগ্র জগৎ ধারণ করিয়া থাকেন। ২৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে চাতুর্ব্বর্ণসৃষ্টিবিষয়ক দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[বিদুষঃ সদাচারিণঃ পুরোহিতস্য প্রয়োজনীয়তা, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়য়োর্মৈত্র্যে লাভবিষয়কং রাজ্ঞঃ পুরূরবস উপাখ্যানঞ্চ।]

ভীষ্ম উবাচ।

রাজা পুরোহিতঃ কার্য্যো ভবেদ্ বিদ্বান্ বহুশ্রুতঃ।
উভৌ সমীক্ষ্য ধর্ম্মার্থাবপ্রমেয়াবনন্তরম্ ॥ ১
ধর্ম্মাত্মা মন্ত্রবিদ্ যস্যাং রাজ্ঞাং রাজন্ পুরোহিতঃ
রাজা চৈবংগুণো যেষাং কুশলং তেষু সর্ব্বশঃ ॥ ২
(তেষামর্থশ্চ কামশ্চ ধর্ম্মশ্চেতি বিনিশ্চয়ঃ।

শ্লোকাংশ্চোশনসা গীতাংস্তান্ নিবোধ যুধিষ্ঠির ॥
উচ্ছিষ্টঃ স ভবেদ্ রাজা যস্য নাস্তি পুরোহিতঃ।
রক্ষসামসুরাণাঞ্চ পিশাচোরগ-পক্ষিণাম্।
শত্রূণাঞ্চ ভবেদ্ বধ্যো যস্য নাস্তি পুরোহিতঃ ॥
ক্রিয়াৎ কার্য্যাণি সততং মহোৎপাতানি যানি চ।
ইষ্টমঙ্গলযুক্তানি তথাঽঽস্তঃপুরিকাণি চ ॥

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়।

[বিদ্বান্ সদাচারী পুরোহিতের প্রয়োজনীয়তা, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মিত্রতা থাকায় লাভবিষয়ক রাজা পুরূরবার উপাখ্যান]

ভীষ্ম বলিলেন—বিদ্বান্ ও বহুজ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণই রাজার পুরোহিত হইবার যোগ্য। অতএব রাজা সত্বরই অনন্ত ধর্ম্ম ও অর্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাদৃশ ব্রাহ্মণকে পুরোহিত করিবেন। ১

রাজন্! ধার্ম্মিক ও মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ যে সকল রাজার পুরোহিত হন এবং যাহাদের রাজাও এইরূপ গুণসম্পন্ন হইয়া থাকেন, তাহাদের সর্ব্বপ্রকারেই মঙ্গল হয়। ২

(তাঁহাদের ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের নিশ্চয়ই সিদ্ধি হইয়া থাকে যুধিষ্ঠির! এ বিষয়ে শুক্রাচার্য্য কর্ত্তৃক গীত কিছু শ্লোক আছে, সেই সকল শ্লোক তুমি শ্রবণ কর। যে রাজার নিকট পুরোহিত নাই, সেই রাজা উচ্ছিষ্ট (অপবিত্র) হইয়া যান।

যে রাজার নিকট পুরোহিত নাই, সেই রাজা রাক্ষস, অসুর, পিশাচ, নাগ, পক্ষী ও শত্রুদিগের বধ্য হন্।

রাজার পক্ষে যাহা সর্ব্বদা অবশ্য কর্ত্তব্য, যে সমস্ত মহা উৎপাত আছে, যাহা অভীষ্ট ও মাঙ্গলিক কৃত্য এবং যাহা অন্তঃপুরের

গীতনৃত্তাধিকারেষু সম্মতেষু মহীপতেঃ।
কর্তব্যং করণীয়ং বৈ বৈশ্বদেববলিস্তথা ॥
নক্ষত্রস্যানুকূল্যেন যঃ সঞ্জাতো নরেশ্বরঃ।
রাজশাস্ত্রবিনীতশ্চ শ্রেয়ান্ রাজ্ঞঃ পুরোহিতঃ ॥
অথাস্যানাং নিমিত্তানামুৎপাতানামথার্থবিৎ ॥
শত্রুপক্ষক্ষয়জ্ঞশ্চ শ্রেয়ান্ রাজ্ঞঃ পুরোহিতঃ।)
উভৌ প্রজা বর্ধয়তো দেবান্ সর্বান্ সুতান্ পিতৄন্।
ভবেয়াতাং স্থিতৌ ধর্মে শ্রদ্ধেয়ৌ সুতপস্বিনৌ ॥ ৩
পরস্পরস্য সুহৃদৌ বিহিতৌ সমচেতসৌ।
ব্রহ্ম-ক্ষত্রস্য সম্মানাৎ প্রজা সুখমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৪
বিমাননাৎ তয়োরেব প্রজা নশ্যেয়ুরেব হি।
ব্রহ্ম-ক্ষত্রং হি সর্বেষাং বর্ণানাং মূলমুচ্যতে ॥ ৫
অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
ঐল-কশ্যপসংবাদং তন্নিবোধ যুধিষ্ঠির ॥ ৬

ঐল উবাচ

যদা হি ব্রহ্ম প্রজহাতি ক্ষত্রং
ক্ষত্রং যদা বা প্রজহাতি ব্রহ্ম।
অন্যন্বলং কতমেঽস্মিন্ ভজন্তে
তথা বর্ণাঃ কতমেঽস্মিন্ শ্রিয়ন্তে ॥ ৭

কশ্যপ উবাচ।

বিদ্ধং রাষ্ট্রং ক্ষত্রিয়স্য ভবতি
ব্রহ্ম ক্ষত্রং যত্র বিরুধ্যতীহ।
অন্যন্বলং দস্যবস্তদ্ ভজন্তে
তথা বর্ণং তত্র বিদন্তি সন্তঃ ॥ ৮
নৈষামুক্ষা বর্ধতে নোত পুত্রা
ন গর্গরো মথ্যতে নো যজন্তে।
নৈষাং পুত্রা বেদমধীয়তে চ
যদা ব্রহ্ম ক্ষত্রিয়াঃ সন্ত্যজন্তি ॥ ৯
নৈষামর্থো বর্ধতে জাতু গেহে
নাধীয়তে সুপ্রজা নো যজন্তে।
অপধ্বস্তা দস্যুভূতা ভবন্তি
যে ব্রাহ্মণান্ ক্ষত্রিয়াঃ সন্ত্যজন্তি ॥১০
এতৌ হি নিত্যং সংযুক্তাবিতরেতরধারণে।
ক্ষত্রং বৈ ব্রহ্মণো যোনির্যোনিঃ ক্ষত্রস্য বৈ দ্বিজঃ ॥১১

সহিত সম্বন্ধযুক্ত বৃত্তান্ত, এ সমস্তই রাজাকে পুরোহিত অবশ্য বলিবেন।

রাজার প্রিয় গীত ও নৃত্যসম্বন্ধীয় কার্য—এই উভয়ের মধ্যে করণীয় কর্তব্য রাজাকে পুরোহিত উপদেশ করিবেন। বলি-বৈশ্বদেবের কর্ম্মের সম্পাদন করিবেন।

যে নরপতি অনুকূল নক্ষত্রে উৎপন্ন হইয়াছেন এবং রাজশাস্ত্রে পূর্ণরূপে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, এরূপ নরপতি অপেক্ষা তাঁহার পুরোহিত আরও শ্রেষ্ঠ হইবেন।

যিনি ভিন্ন ভিন্ন নিমিত্তসকল ও উৎপাতসমূহের যথার্থ রহস্য জানেন এবং শত্রুপক্ষের বিনাশের প্রণালীও জানেন, এরূপ শ্রেষ্ঠতম পুরুষই রাজপুরোহিত হইবার যোগ্য।)

এইরূপ রাজা ও রাজপুরোহিত প্রজাদের উন্নতিবৃদ্ধি এবং দেবগণ, পিতৃগণ ও পুত্রগণের সন্তোষবিধান করিয়া থাকেন। আবার তাঁহারাও দুইজনই ধার্মিক, সকলের শ্রদ্ধার পাত্র, বিশেষ তপস্বী, পরস্পর সৌহার্দসম্পন্ন ও পরস্পর সমান চিত্তবৃত্তি হইবেন। প্রজারা এইরূপ পুরোহিত ও রাজার সম্মান করিয়া সুখলাভ করে ॥ ৩-৪

আবার প্রজারা যদি সেই পুরোহিত ও রাজার অসম্মান ও অবমাননা করে, তাহা হইলে প্রজারা বিনষ্ট হয়। কারণ, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ই অন্য সকল বর্ণের উন্নতির মূল ॥ ৫

যুধিষ্ঠির! এই বিষয়ে মহর্ষিরা কশ্যপ ও পুরূরবার সংবাদরূপ এক প্রাচীন বৃত্তান্তের উল্লেখ করিয়া থাকেন ॥ ৬

পুরূরবা কশ্যপ প্রজাপতির নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—মহর্ষি! ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় পরস্পর মিলিত শক্তি। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ যখন ক্ষত্রিয়কে ত্যাগ করেন, কিম্বা ক্ষত্রিয় যখন ব্রাহ্মণকে ত্যাগ করেন, তখন অন্যান্য বর্ণ তাঁহাদের মধ্যে কাহাকে আশ্রয় করে, এবং কাহার উপরই বা অবস্থান করে? ৭

কশ্যপ বলিলেন—বিচক্ষণ লোকেরা জানেন যে, এই জগতে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় যখন পরস্পর বিরোধ করেন, তখন ক্ষত্রিয়ের রাজ্য বিনষ্ট হয় এবং দস্যুরা পরস্পর মিলিতশক্তি সেই দুইটি বর্ণকে ও অন্যান্য বর্ণকে আয়ত্ত করিয়া ফেলে ॥ ৮

ক্ষত্রিয়েরা যখন ব্রাহ্মণগণকে পরিত্যাগ করেন, তখন সেই ক্ষত্রিয়দের পশু বা বংশবৃদ্ধি পায় না, দধি বা দুগ্ধ মথিত হয় না কিম্বা তাহাদের পুত্রেরা বেদ অধ্যয়ন করে না ॥ ৯

যে ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণদিগকে পরিত্যাগ করেন, তাঁহাদের ঘরে অর্থবৃদ্ধি পায় না; পুত্রেরা শাস্ত্রপাঠ করে না বা যজ্ঞ করে না। সুতরাং তাহারা দস্যুর ন্যায় নিকৃষ্ট হইয়া যায় ॥ ১০

রাজন্! ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় যদি উভয়ে উভয়কে রক্ষা করিবার জন্য ঐক্যবদ্ধ থাকেন, তাহা হইলে ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের উন্নতির কারণ হন, আবার ব্রাহ্মণও ক্ষত্রিয়ের উন্নতির কারণ হইয়া থাকেন ॥ ১১

উভাবেতৌ নিত্যমভিপ্রপন্নৌ
সম্প্রাপতুর্মহতীং সম্প্রতিষ্ঠাম্ ।
তয়োঃ সন্ধিভিদ্যতে চেৎ পুরাণ-
স্তত: সর্বং ভবতি হি সম্প্রমূঢ়ম্ ॥ ১২
নাত্র পারং লভতে পারগামী
মহাগাধে নৌরিব সম্প্রপন্না ।
চাতুর্বর্ণ্যং ভবতি হি সম্প্রমূঢ়ং
প্রজাস্ততঃ ক্ষয়সংস্থা ভবন্তি ॥ ১৩
ব্রহ্মবৃক্ষো রক্ষ্যমাণো মধু হেম চ বর্ষতি ।
অরক্ষ্যমাণঃ সততমশ্রু পাপঞ্চ বর্ষতি ॥ ১৪
ন ব্রহ্মচারী চরণাদপেতো
যদা ব্রহ্ম ব্রহ্মণি ত্রাণমিচ্ছেৎ ।
আশ্চর্য্যতো বর্ষতি তত্র দেব-
স্তত্রাভীক্ষ্ণং দুঃসহাশ্চাবিশন্তি ॥ ১৫
স্ত্রিয়ং হত্বা ব্রাহ্মণং বাপি পাপঃ
সভায়াং যত্র লভতে সাধুবাদম্ ।
রাজ্ঞঃ সকাশে ন বিভেতি চাপি
ততো ভয়ং বিদ্যতে ক্ষত্রিয়স্য ॥ ১৬

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় সর্ব্বদা মিলিত থাকিলে তাঁহারা অত্যন্ত প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। আর যদি তাঁহাদের পূর্ব্বসম্মেলন না থাকে, তাহা হইলে জগতের সকলেই কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইয়া পড়ে ॥১২

আর বিদীর্ণ নৌকা যেমন মহাসমুদ্রের পারে যাইতে পারে না, তেমন মানুষও জীবনযাত্রার শেষ করিতে পারে না। ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চারিটি বর্ণই কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইয়া পড়ে এবং সকল লোকই ক্ষয়োন্মুখ হইতে থাকে ॥ ১৩

রক্ষা করিতে থাকিলে ব্রাহ্মণরূপ বৃক্ষ মধু ও স্বর্ণ বর্ষণ করে; আর তাহাকে রক্ষা না করিলে সকলেরই সর্ব্বদা অশ্রু ও পাপ আবির্ভূত হয় ॥ ১৪

ব্রাহ্মণ যখন দস্যুর হাত হইতে বেদকে রক্ষা করিবার ইচ্ছা করেন এবং যখন কেহই ব্রহ্মচারী হন না বা যখন প্রায় সকল লোকই অধীত বেদ হইতে বিচ্যুত হয়, তখন দেবরাজ অত্যন্ত অল্প বর্ষণ করেন, আর সেই সময়ে দুঃসহ উৎপাতসকল আবির্ভূত হইতে থাকে ॥ ১৫

পাপী ও দুষ্কৃতকারীরা যখন স্ত্রীহত্যা করিয়া জনসমাজে প্রশংসা লাভ করে এবং রাজার নিকটেও ভয়শূন্যভাবে বিচরণ করে,

পাপৈঃ পাপে ক্রিয়মাণেঽতিবেলং
ততো রুদ্রো জায়তে দেব এষঃ ।
পাপৈঃ পাপাঃ সংজনয়ন্তি রুদ্রং
ততঃ সর্বান্ সাধ্বসাধূন্ হিনস্তি ॥ ১৭

ঐল উবাচ ।

কুতো রুদ্রঃ কীদৃশো বাপি রুদ্রঃ
সত্ত্বৈঃ সত্ত্বং দৃশ্যতে বধ্যমানম্ ।
এতৎ সর্বং কশ্যপ মে প্রচক্ষ
যতো রুদ্রো জায়তে দেব এষঃ ॥ ১৮

কশ্যপ উবাচ ।

আত্মা রুদ্রো হৃদয়ে মানবানাং
স্বং স্বং দেহং পরদেহঞ্চ হন্তি ।
বাতোৎপাতৈঃ সদৃশং রুদ্রমাহু-
র্দেবৈর্জীমূতৈঃ সদৃশং রূপমস্য ॥ ১৯

ঐল উবাচ ।

ন বৈ বাতঃ পরিবৃণোতি কশ্চি-
ন্ন জীমূতো বর্ষতি নাপি দেবঃ ।
তথা যুক্তো দৃশ্যতে মানুষেষু
কামদ্বেষাদ্ বধ্যতে মুহ্যতে চ ॥ ২০

তখন রাজার আত্মবিনাশের ভয় উপস্থিত হয় ॥ ১৬

পাপাত্মারা অত্যন্ত পাপ করিতে থাকিলে এই রুদ্রদেব জন্মগ্রহণ করেন, সুতরাং পাপাত্মারাই পাপদ্বারা রুদ্রদেবকে উৎপাদন করে। তৎপরে সেই রুদ্রদেবই সাধু ও অসাধু সকল লোককে সংহার করেন ॥ ১৭

পুরূরবা বলিলেন—এই রুদ্র কোথা হইতে আসিলেন এবং তিনি কি প্রকার? জগতে দেখা যায় প্রাণিরাই প্রাণিগণকে সংহার করে, (তবে আর রুদ্র সংহার করেন কি করিয়া?) এই রুদ্রদেব কোথা হইতেই বা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? মহর্ষি কশ্যপ! আপনি এই সকল বিষয় আমার নিকট বলুন ॥ ১৮

কশ্যপ বলিলেন—"(রুদ্রদেব কোন স্থান হইতে আসেনও নাই এবং জন্মগ্রহণও করেন নাই) এই রুদ্রদেব জীবরূপে প্রাণিগণের হৃদয়ে অবস্থান করেন এবং যথাকালে আপন আপন দেহ ও অন্যান্যের দেহ বিনাশ করেন। জ্ঞানীরা বলেন, রুদ্রদেব উৎপাত বায়ুর ন্যায় বেগবান্ এবং নবীন মেঘের মত উহার রূপ ॥ ১৯

পুরূরবা বলিলেন—কোন বায়ু কাহাকেও আশ্রয় করে না,

কশ্যপ উবাচ।
যথৈকগেহে জাতবেদাঃ প্রদীপ্তঃ
কৃৎস্নং গ্রামং দহতে চত্বরং বা।
বিমোহনং কুরুতে দেব এষ
ততঃ সর্বং স্পৃশ্যতে পুণ্যপাপৈঃ॥ ২১

ঐল উবাচ।
যদি দগ্ধঃ স্পৃশতেঽপুণ্যপাপং
পাপৈঃ পাপে ক্রিয়মাণে বিশেষাৎ।
কস্য হেতোঃ সুকৃতং নাম কুর্য্যাদ্
দুষ্কৃতং বা কস্য হেতোর্ন কুর্য্যাৎ॥ ২২

কশ্যপ উবাচ।
অসন্ত্যাগাৎ পাপকৃতামপাপাং-
স্তুল্যো দণ্ডঃ স্পৃশতে মিশ্রভাবাৎ।
শুষ্কেণার্দ্রং দহ্যতে মিশ্রভাবা-
ন্ন মিশ্রঃ স্যাৎ পাপকৃদ্ভিঃ কথঞ্চিৎ॥ ২৩

ঐল উবাচ।
সাধ্বসাধূন্ ধারয়তীহ ভূমিঃ
সাধ্বসাধূংস্তাপয়তীহ সূর্য্যঃ।
সাধ্বসাধূংশ্চাপি বাত্যীহ বায়ু-
রাপস্তথা সাধ্বসাধূন্ পুনন্তি॥ ২৪

কশ্যপ উবাচ।
এবমস্মিন্ বর্ত্ততে লোক এব
নামুত্রৈবং বর্ত্ততে রাজপুত্র।
প্রেত্যোভয়োরন্তরাবান্ বিশেষো
যো বৈ পুণ্যং চরতে যশ্চ পাপম্॥ ২৫

পুণ্যস্য লোকো মধুমান্ ঘৃতাচি-
র্হিরণ্যজ্যোতিরমৃতস্য নাভিঃ।
তত্র প্রেত্য মোদতে ব্রহ্মচারী
ন তত্র মৃত্যুর্ন জরা নোত দুঃখম্॥ ২৬

যেঘ বর্ষা করে, কিন্তু রুদ্রদেব বর্ষা করেন না অথচ যেমন বায়ু ও মেঘকে আকাশে সংযুক্ত দেখা যায়, তেমন এই জীবরূপী রুদ্রকে প্রাণিগণে সংযুক্ত দেখা যায়। আবার জীব কাম ও দ্বেষবশতঃ বদ্ধও হয়, মুক্তও হয়॥ ২০

কশ্যপ বলিলেন—অগ্নি যেমন কোন একটি গৃহে প্রজ্বলিত হইয়া তৎসংশ্লিষ্ট সমস্ত গ্রাম ও প্রাঙ্গণস্থ তৃণাদি দগ্ধ করে, সেইরূপ এই রুদ্রদেব কোন একটি প্রাণীতে থাকিয়া বিশেষভাবে অন্যান্যের মোহ উৎপাদন করেন, তাহাতেই সমস্ত প্রাণী পুণ্য ও পাপে সম্বদ্ধ হইয়া থাকে॥ ২১

পুরূরবা বলিলেন—"পুণ্যাত্মারা পুণ্য এবং পাপাত্মারা পাপ বিশেষভাবে করিতে লাগিলেও এই জীবরূপী রুদ্র যদি পুণ্য বা পাপ স্পর্শ না করেন, তাহা হইলে মানুষ কি নিমিত্ত পুণ্য করে, কি নিমিত্তই বা পাপ করে না"॥ ২২

কশ্যপ বলিলেন,—জীবরূপী রুদ্র নিয়ত সহচর ও বাস্তবিক পাপকারী অহঙ্কারকে পরিত্যাগ করিতে না পারায় এবং তাহার সহিত মিশ্রিত থাকায়ও পাপ করে না এবং অগ্নি যেমন শুষ্ক কাষ্ঠের সহিত মিশ্রিত আর্দ্র কাষ্ঠকে দগ্ধ করে, তেমনি জীবাত্মা অহঙ্কারের সহিত একসঙ্গে থাকিয়াও কোনপ্রকারেই তাহার সহিত মিশ্রিত হয় না॥ ২৩

পুরূরবা বলিলেন—এই জগতে পৃথিবী সাধু ও অসাধু এই উভয়বিধ লোককেই ধারণ করেন, এই জগতে সূর্য্যও সাধু ও অসাধু এই উভয়প্রকার লোককেই সন্তপ্ত করিয়া থাকেন এই জগতে বায়ুও সাধু ও অসাধু এই উভয়বিধ ব্যক্তিকেই স্পর্শ করেন এবং জলও সাধু ও অসাধু বিবিধ লোককেই পবিত্র করিয়া থাকে; (সেইরূপ জীবাত্মাও পাপ এবং পুণ্য এই উভয়ই করুক)॥ ২৪

কশ্যপ বলিলেন—রাজপুত্র! ইহা হইলে এই জীবাত্মা ইহলোকে থাকে আবার পরলোকে যাইয়া সেখানেও থাকে। (সুতরাং ইহলোকে জীবাত্মার কর্তৃত্ব স্বীকার করিলে পরলোকেও তাহার কর্তৃত্ব স্বীকার করিতে হয়, অথচ ইহলোকে কর্ম্ম আছে, পরলোকে কর্ম্ম নাই; অতএব একেরই একবার কর্তৃত্ব আবার অকর্তৃত্ব বলা যায় না)। কিন্তু যে অহঙ্কার পুণ্য ও পাপ করে তাহার কর্তৃত্ব অকর্তৃত্ব উভয়ই হইতে পারে, কিন্তু জীবাত্মার সন্নিহিত অহঙ্কার, অতএব ইহাই এই জীবাত্মা ও অহঙ্কারের পার্থক্য॥ ২৫

পুণ্যের ফল স্বর্গ; সেখানে প্রচুর মধু আছে, ঘৃতের প্রদীপ জ্বলিতেছে, স্বর্ণের ন্যায় তাহার তেজ প্রকাশ পাইতেছে এবং অমৃতের হ্রদ রহিয়াছে। সুতরাং ব্রহ্মচারী সেস্থানে গমন করিয়া আমোদ অনুভব করেন। সেখানে মৃত্যু নাই, জরা নাই এবং কোন দুঃখও নাই॥ ২৬

পাপস্য লোকো নিরয়োঽপ্রকাশো
নিত্যং দুঃখং শোকভূয়িষ্ঠমেব।
তত্রাত্মানং শোচতি পাপকর্মা
বহ্বীঃ সমাঃ প্রতপন্নপ্রতিষ্ঠঃ ॥ ২৭
মিথোভেদাদ্ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াণাং
প্রজা দুঃখং দুঃসহং চাবিশন্তি
এবং জ্ঞাত্বা কার্য্য এবেহ নিত্যং
পুরোহিতো নৈকবিদ্যো নৃপেণ ॥ ২৮
তং চৈবাগ্রভিষিঞ্চেত তথা ধর্ম্মো বিধীয়তে।
অগ্র্যো হি ব্রাহ্মণঃ প্রোক্তঃ সর্বস্যেবেহ ধর্মতঃ ॥ ২৯
পূর্বং হি ব্রহ্মণঃ সৃষ্টিরিতি ব্রহ্মবিদো বিদুঃ।
জ্যেষ্ঠেনাভিজনেনাস্য প্রাপ্তং পূর্বং যদুত্তরম্ ॥ ৩০
তস্মাদ্ব্রাহ্মণশ্চ পূজ্যশ্চ ব্রাহ্মণঃ প্রসৃতাগ্রভুক্।
সর্বং শ্রেষ্ঠং বিশিষ্টঞ্চ নিবেদ্যং তস্য ধর্মতঃ ॥ ৩১
অবশ্যমেব কর্ত্তব্যং রাজ্ঞা বলবতাপি হি।
ব্রহ্ম বর্ধয়তি ক্ষত্রং ক্ষত্রতো ব্রহ্ম বর্ধতে।
এবং রাজ্ঞা বিশেষেণ পূজ্যা বৈ ব্রাহ্মণাঃ সদা।
রাজ্ঞাঃ সর্বস্য চাস্যস্য স্বামী রাজ্ঞঃ পুরোহিতঃ ॥ ৩২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি ঐলকস্যপ-সংবাদে
ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৩

পাপিষ্ঠের গন্তব্য স্থান নরক, সেখানে আলোক নাই, সর্ব্বদাই শোকবহুল দুঃখ রহিয়াছে, পাপকারী মানুষ সেখানে যাইয়া সর্ব্বদা দুঃখ সন্তাপ অনুভব করিতে থাকিয়া অস্থির অবস্থায় বহু বৎসর যাবৎ আত্মশোক করিয়া থাকে ॥ ২৭

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইলে, প্রজাদের দুঃসহ দুঃখ উপস্থিত হয়। ইহা জানিয়া রাজা অবশ্যই বহু বিদ্যা-সম্পন্ন ব্রাহ্মণকে পুরোহিত করিবেন ॥ ২৮

রাজা প্রথমে তাদৃশ কোন ব্রাহ্মণকে পৌরহিত্য পদে অভিষিক্ত করিয়া পরে আপনাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন; সেইরূপ ধর্ম্মই বিহিত হইয়াছে। কারণ ধর্ম্মানুসারে এই জগতে ব্রাহ্মণই সকলের অগ্রবর্ত্তী বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন ॥ ২৯

কেননা, বেদবিদ্ মনস্বীরা ইহা অবগত আছেন যে, ব্রাহ্মণই ব্রহ্মার প্রথম সৃষ্টি। অতএব জ্যেষ্ঠত্ব ও আভিজাত্যনিবন্ধন সকলের পূর্ব্বে উত্তম বস্তু ব্রাহ্মণেরই লভ্য ॥ ৩০

অতএব ব্রাহ্মণ মাননীয়, পূজনীয় এবং প্রসারিত বস্তুর অগ্রভুক্ হইয়া থাকেন; সুতরাং ধর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণকেই শ্রেষ্ঠ ও বিশিষ্ট সমস্ত বস্তু নিবেদন করিবে, আর রাজা বলবান্ হইলেও অবশ্যই পুরোহিত বরণ করিবেন ॥ ৩১

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের উন্নতিসাধন করেন; আবার ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণ উন্নতি লাভ করেন। এইভাবে রাজা কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদা বিশেষভাবে পূজিত হইবার যোগ্য। যেহেতু রাজা অন্য সমস্ত বস্তুর স্বামী, আর রাজার স্বামী পুরোহিত ॥ ৩২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে পুরূরবা ও কস্যপের সংবাদবিষয়ক ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয়য়োর্মৈত্র্যে লাভস্য প্রতিপাদকং মুচুকুন্দস্যোপাখ্যানম্।]

(যুধিষ্ঠির উবাচ।

(ব্রহ্ম ক্ষত্রস্য সামর্থ্যং কথিতং তে পিতামহ।
পুরোহিতপ্রভাবশ্চ লক্ষণঞ্চ পুরোধসঃ॥
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি ব্রহ্ম-ক্ষত্রবিনির্ণয়ম্।
ব্রহ্ম ক্ষত্রং হি সর্ব্বস্য কারণং জগতঃ পরম্॥
যোগক্ষেমো হি রাষ্ট্রস্য তাভ্যামায়ত্ত এব চ॥)

ভীষ্ম উবাচ।

যোগক্ষেমো হি রাষ্ট্রস্য রাজন্যায়ত্ত উচ্যতে।
যোগক্ষেমো হি রাজ্ঞো হি সমায়ত্তঃ পুরোহিতে॥ ১
যত্রাদৃষ্টং ভয়ং ব্রহ্ম প্রজানাং শময়ত্যুত।
দৃষ্টঞ্চ রাজা বাহুভ্যাং তদ্‌রাজ্যং সুখমেধতে॥ ২
অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
মুচুকুন্দস্য সংবাদং রাজ্ঞো বৈশ্রবণস্য চ॥ ৩
মুচুকুন্দো বিজিত্যেমাং পৃথিবীং পৃথিবীপতিঃ।
জিজ্ঞাসমানঃ স্ববলমভ্যয়াদলকাধিপম্॥ ৪

ততো বৈশ্রবণো রাজা রাক্ষসানসৃজৎ তদা।
তে বলানাবমৃদ্গন্তু মুচুকুন্দস্য নৈর্ঋতাঃ॥৫
স হন্যমানে সৈন্যে স্বে মুচুকুন্দো নরাধিপঃ।
গর্হয়ামাস বিদ্বাংসং পুরোহিতমরিন্দমঃ॥ ৬
তত উগ্রং তপস্তপ্ত্বা বশিষ্ঠো ধর্ম্মবিত্তমঃ।
রক্ষাংস্যপাবধীৎ তস্য পন্থানং চাপ্যবিন্দত॥ ৭
ততো বৈশ্রবণো রাজা মুচুকুন্দমদর্শয়ৎ।
বধ্যমানেষু সৈন্যেষু বচনং চেদমব্রবীৎ॥ ৮

ধনদ উবাচ।

বলবত্ত্বয়া পূর্ব্বে রাজানঃ সুপুরোহিতাঃ।
ন চৈবং সমবর্ত্তন্ত যথা ত্বমিহ বর্ত্তসে॥ ৯
তে খল্বপি কৃতাস্ত্রাশ্চ বলবন্তশ্চ ভূমিপাঃ।
আগম্য পর্য্যুপাসন্তে মামীশং সুখ-দুঃখয়োঃ॥ ১০
যদস্তি বাহুবীর্য্যং তে তদ্ দর্শয়িতুমর্হসি।
কিং ব্রাহ্মণবলেন ত্বমতিমাত্রং প্রবর্ত্তসে॥ ১১

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়।

(ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মৈত্রীতে লাভের প্রতিপাদনকারী মুচুকুন্দের উপাখ্যান।)

(যুধিষ্ঠির বলিলেন—পিতামহ! আপনি ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের শক্তির কথা এবং পুরোহিতের প্রভাব ও লক্ষণের কথা বলিয়াছেন॥

এখন আমি ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের ব্যবহারের বিষয় শুনিতে ইচ্ছা করি। কারণ, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ই সমগ্র জগতের উন্নতির মূল; বিশেষতঃ রাজ্যের বৃদ্ধি ও রক্ষা তাঁহাদেরই অধীন।)

ভীষ্ম বলিলেন—রাজ্যের রক্ষা ও বৃদ্ধি রাজার অধীন, আবার রাজার বৃদ্ধি ও রক্ষা তাঁহার পুরোহিতের অধীন॥১

ব্রাহ্মণ শান্ত্যয়নাদি করিয়া যে রাজ্যে প্রজাদের দৈব ভয় নিবারণ করেন এবং রাজা বাহুবলে প্রজাদের প্রত্যক্ষ ভয় দূর করেন, সেই রাজ্য অনায়াসে উন্নতি লাভ করে॥ ২

মনস্বীরা এই বিষয়ে কুবের ও মুচুকুন্দ রাজার সংবাদরূপ প্রাচীন বৃত্তান্তের উল্লেখ করিয়া থাকেন। ৩

পূর্ব্বকালে রাজা মুচুকুন্দ এই পৃথিবী জয় করিয়া আপন সৈন্যের শক্তি জানিবার জন্য অলকাধিপতি কুবেরের অভিমুখে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন॥ ৪

তাহার পর কুবের তখনই রাক্ষস-সৈন্য প্রেরণ করিলেন। তাহারা যাইয়া মুচুকুন্দের সৈন্য সংহার করিতে থাকিল॥৫

রাক্ষসেরা আপন সৈন্য সংহার করিতে থাকিলে শত্রুদমনকারী মুচুকুন্দ রাজা আপন পুরোহিত জ্ঞানী বশিষ্ঠের নিন্দা করিলেন॥৬

তদনন্তর ধর্ম্মজ্ঞশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ ভীষণ তপস্যা করিয়া কুবেরের রাক্ষস-সৈন্য বিনাশ করিলেন এবং কুবেরের জয় করিবার পথও পাইলেন॥ ৭

তৎপরে বশিষ্ঠ আপন সৈন্য সংহার করিতে লাগিলে কুবের মুচুকুন্দের নিকটে যাইয়া দেখা দিলেন এবং এই কথা বলিলেন॥ ৮

কুবের বলিলেন—মুচুকুন্দ! তুমি যেমন এখন আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছ। তোমা অপেক্ষা বলবান্ ও পুরোহিত সমন্বিত পূর্ব্ববর্ত্তী রাজারা এভাবে প্রবৃত্ত হন নাই॥ ৯

তাঁহারাও অস্ত্রে সুশিক্ষিত ও বলবান্ই ছিলেন, তথাপি তাঁহারা আসিয়া আমার উপাসনাই করিতেন। কেননা, আমি মানুষের সুখ-দুঃখের নিয়ন্তা॥ ১০

সে যাহা হউক, তোমার যদি বাহুবলই থাকে, তবে তাহা তুমি নিজেই দেখাইতে পার, কিন্তু ব্রাহ্মণের প্রভাবে এরূপ অত্যন্ত গর্ব্ব প্রকাশ করিতেছ কেন?॥ ১১

মুচুকুন্দস্ততঃ ক্রুদ্ধঃ প্রত্যুবাচ ধনেশ্বরম্
ন্যায়পূর্বমসংরব্ধমসম্ভ্রান্তমিদং বচঃ ॥ ১২
ব্রহ্ম-ক্ষত্রমিদং সৃষ্টমেকযোনি স্বয়ম্ভুবা।
পৃথগ্বলবিধানং তন্ন লোকং পরিপালয়েৎ ॥ ১৩
তপোমন্ত্রবলং নিত্যং ব্রাহ্মণেষু প্রতিষ্ঠিতম্।
অস্ত্রবাহুবলং নিত্যং ক্ষত্রিয়েষু প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৪
তাভ্যাং সম্ভূয় কর্তব্যং প্রজানাং পরিপালনম্।
তথা চ মাং প্রবর্তন্তং কিং গর্হসি লকাধিপ ॥ ১৫
ততোঽব্রবীদ্ বৈশ্রবণো রাজানং সুপুরোহিতম্
নাহং রাজ্যমনির্দিষ্টং কস্মৈচিদ্ বিদধাম্যুত ॥ ১৬
নাচ্ছিন্দে চাপ্যনির্দিষ্টমিতি জানীহি পার্থিব।
প্রশাধি পৃথিবীং কৃৎস্নাং মদ্দত্তামখিলামিমাম্।
এবমুক্তঃ প্রত্যুবাচ মুচুকুন্দো মহীপতিঃ ॥ ১৭

মুচুকুন্দ উবাচ।

নাহং রাজ্যং ভবদ্দত্তং ভোক্তুমিচ্ছামি পার্থিব।
বাহুবীর্য্যার্জিতং রাজ্যমশ্নীয়ামিতি কাময়ে ॥ ১৮

ভীষ্ম উবাচ।

ততো বৈশ্রবণো রাজা বিস্ময়ং পরমং যযৌ।
ক্ষত্রধর্মে স্থিতং দৃষ্ট্বা মুচুকুন্দমসম্ভ্রমম্ ॥ ১৯
ততো রাজা মুচুকুন্দঃ সোঽন্বশাসদ্ বসুন্ধরাম্।
বাহুবীর্য্যার্জিতাং সম্যক্ ক্ষত্রধর্মমনুব্রতঃ ॥ ২০
এবং যো ধর্মবিদ্ রাজা ব্রহ্মপূর্বং প্রবর্ততে
জয়ত্যবিজিতামুর্বীং যশশ্চ মহদশ্নুতে ॥ ২১
নিত্যোদকী ব্রাহ্মণঃ স্যান্নিত্যশস্ত্রশ্চ ক্ষত্রিয়ঃ।
তয়োর্হি সর্বমায়ত্তং যৎ কিঞ্চিজ্জগতীগতম্ ॥ ২২
(যশশ্চ তেজশ্চ মহীঞ্চ কৃৎস্নাং
প্রাপ্নোতি রাজন্ বিপুলাঞ্চ কীর্তিম্।
প্রধানধর্ম্মং নৃপতে নিযচ্ছ
তথা চ ধর্ম্মস্য চতুর্থমংশম্ ॥)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি মুচুকুন্দোপাখ্যানে
চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৪

তাহার পর মুচুকুন্দ ক্রুদ্ধ হইয়া গর্ব্ব পরিত্যাগ করিয়া ধৈর্য্যের সহিত ন্যায়সঙ্গতভাবে কুবেরকে এই কথা বলিলেন ॥ ১২

ব্রহ্মা একবিধ উপাদান দ্বারাই এই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়কে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের যদি শক্তি ও কার্য্য পৃথক্ পৃথক্ হইত, তবে তাঁহারা এই জগৎ পালন করিতে পারিতেন না ॥ ১৩

তপোবল ও মন্ত্রবল সর্ব্বদা ব্রাহ্মণের মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে, আর অস্ত্রবল ও বাহুবল ক্ষত্রিয়ে প্রতিষ্ঠিত আছে ॥ ১৪

অতএব সেই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়ে মিলিয়াই একসাথে প্রজাপালন করিবেন। আমি সেইভাবেই (সেই নীতি অনুসারেই কর্ম্মে) প্রবৃত্ত হইয়াছি; অলকাধিপতি! তথাপি আপনি আমাকে নিন্দা করিতেছেন কেন? ১৫

তাহার পর কুবের পুরোহিতের সহিত মুচুকুন্দকে বলিলেন—"রাজন্! আমি কাহাকেও অনির্দ্দিষ্ট (ঈশ্বরের আজ্ঞা ব্যতীত) রাজ্য প্রদান করি না এবং কাহারও অনির্দ্দিষ্ট রাজ্য বলপূর্ব্বক গ্রহণ করি না, ইহা আপনি জানিয়া রাখিবেন। ১৬

আপনি আমার প্রদত্ত এই নিষ্কণ্টক ধরিত্রী শাসন করুন, কুবের এইরূপ বলিলে, নৃপতি মুচুকুন্দ বলিতে লাগিলেন ॥ ১৭

মুচুকুন্দ বলিলেন—যক্ষরাজ! আমি আপনার প্রদত্ত রাজ্য ভোগ করিতে অভিলাষী নহি; কিন্তু (স্বীয়) বাহুবলার্জ্জিত রাজ্যই ভোগ করিতে ইচ্ছুক ॥ ১৮

ভীষ্ম বলিলেন—অনন্তর যক্ষরাজ কুবের শত্রুদমনকারী মুচুকুন্দকে (এবম্প্রকার) ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে অবস্থিত দেখিয়া, অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন ॥ ১৯

তাহার পর ক্ষত্রধর্ম্মনিষ্ঠ নৃপতি মুচুকুন্দ, বাহুবলার্জ্জিত পৃথিবী শাসন করিতে লাগিলেন ॥ ২০

এইভাবে যে ধর্ম্মজ্ঞ নরপতি ব্রাহ্মণকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তিনি অবিজিত রাজ্য জয় করিতে সমর্থ হন এবং সুমহান্ যশলাভ করেন ॥ ২১

ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা উদকক্রিয়া সংযুক্ত (স্নান, সন্ধ্যা-বন্দনাদি-পরায়ণ) হইবেন এবং ক্ষত্রিয় সর্ব্বদা অস্ত্রধারণ করিবেন। কারণ, ভূ-মধ্যে যত কিছু পদার্থ আছে, সে সমস্তই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের অধীন ॥ ২২

(হে ধরণীধর! এইরূপ আচরণশীল নরপতি যশ, তেজ, সমগ্র মেদিনী ও সুবিশাল কীর্ত্তি লাভে সমর্থ হন। অতএব হে নরাধিপ! তুমি আপনাতে সেই প্রধান ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম নিয়ত কর এবং প্রজাকৃত ধর্ম্মের চতুর্থ অংশ গ্রহণ কর।)

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে মহারাজ মুচুকুন্দ-উপাখ্যানবিষয়ক চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দানমধ্যয়নং যজ্ঞঃ প্রজানাং পরিপালনম্ ।
ধর্ম্যমেতদধর্ম্যং বা জন্মনৈবাভ্যজায়থাঃ ॥ ২৬
কালে ধুরি চ যুক্তানাং বহতাং ভারমাহিতম্
সীদতামপি কৌন্তেয় ন কীর্তিরবসীদতি ॥ ২৭
সমস্ততো বিনীতো যো বহত্যস্খলিতো হি যঃ ।
নির্দোষকর্মবচনাৎ সিদ্ধিঃ কর্মণ এব সা ॥ ২৮
নৈকান্তবিনিপাতেন বিচচারেহ কশ্চন ।
ধর্মী গৃহী বা রাজা বা ব্রহ্মচারী যথা পুনঃ ॥ ২৯
অল্পং হি সারভূয়িষ্ঠং যৎকর্ম্মোদারমেব তৎ ।
কৃতমেবাকৃতাচ্ছ্রেয়ো ন পাপীয়োঽস্ত্যকর্মণঃ ॥ ৩০
যদা কুলীনো ধর্মজ্ঞঃ প্রাপ্নোত্যৈশ্বর্যামুত্তমম্ ।
যোগক্ষেমস্তদা রাজ্ঞঃ কুশলায়ৈব কল্পতে ॥ ৩১
দানেনান্যং বলেনান্যমন্যং সূনৃতয়া গিরা ।
সর্বতঃ প্রতিগৃহ্নীয়াদ্ রাজ্যং প্রাপ্যেহ ধার্মিকঃ ॥ ৩২
যং হি বৈশ্যাঃ কুলে জাতা হ্যবৃত্তিভয়পীড়িতাঃ
প্রাপ্য তৃপ্তাঃ প্রতিষ্ঠন্তি ধর্ম্মঃ কোঽন্যাধিকস্ততঃ ॥ ৩৩

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

কিং তাত পরমং স্বর্গ্যং কা ততঃ প্রীতিরুত্তমা
কিং ততঃ পরমৈশ্বর্য্যং ব্রূহি মে যদি পশ্যসি ॥৩৪

ভীষ্ম উবাচ ।

যস্মিন্ ভয়ার্দিতঃ সম্যক্ ক্ষেমং বিন্দত্যপি ক্ষণম্ ।
স স্বর্গজিত্তমোঽস্মাকং সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥ ৩৫
ত্বমেব প্রীতিমাংস্তস্মাৎ করণাঃ কুরুসত্তম ।
ভব রাজা জয় স্বর্গং সতো রক্ষাসতো জহি ॥৩৬
অনু ত্বাং তাত জীবন্তু সুহৃদঃ সাধুভিঃ সহ
পর্জন্যমিব ভূতানি স্বাদুদ্রুমমিব দ্বিজাঃ ॥ ৩৭

দান, বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ ও প্রজাপালন এই কার্য্যগুলি ধর্ম্মসঙ্গতই বা অধর্ম্মসঙ্গতই হউক, এই কর্ম্মসকল সম্পাদন করিবার জন্যই তুমি এই (বর্ত্তমান) জন্মলাভ করিয়াছ ॥ ২৬

হে কুন্তীনন্দন ! যথাসময়ে ভারবহনে নিয়োজিত যানবসকল প্রদত্ত ভার বহন করিতে থাকিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িলেও তাহাদের কীর্ত্তি অবসন্ন হয় না ॥ ২৭

যে মানুষ ভারবহনে শিক্ষিত হইয়া সকল দিকের ভার বহন করিতে থাকে, সে কখনও কোন ভার বহন করিতে না পারিলেও, ভারবহনে অস্খলিতই থাকে। কারণ, (সাধু) লোকে তাহার সে কার্য্যগুলিকে নির্দ্দোষ বলিতে থাকেন বলিয়া, সেইটাই তার কার্য্যসিদ্ধি মনে করা উচিত ॥ ২৮

(একমাত্র ঈশ্বরদ্রষ্টা পুরুষ ব্যতিরেকে) ধর্ম্মচারী, গৃহস্থ, রাজা কিংবা ব্রহ্মচারী কোন ব্যক্তিই চিরদিন পূর্ণরূপে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত ধর্ম্ম আচরণ করিতে সক্ষম হন নাই (কিছু না কিছু অবশ্যের সংমিশ্রণ হইয়াই থাকে) ॥ ২৯

কার্য্য অল্প হইলেও তাহার মধ্যে যদি সার বেশী থাকে, তাহা হইলে সেই কার্য্যকে মহৎ বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে ; কিন্তু একেবারে কার্য্য না করা অপেক্ষা কিছু (শাস্ত্রসম্মত) কার্য্য করাও ভাল। কেননা, একেবারে নিষ্কর্ম্মা লোক অপেক্ষা পাপী লোক কেহ নাই ॥ ৩০

যখন সৎকুলোৎপন্ন ও ধার্ম্মিক মানুষ রাজার সহভাবে বিশেষ প্রভুত্ব লাভ করেন, তখনই রাজার আপন মঙ্গলের জন্য অলব্ধ বস্তুর লাভ এবং লব্ধ বস্তুর রক্ষা (যোগ ও ক্ষেম) চলিতে থাকে ॥ ৩১

ধার্ম্মিক রাজা রাজ্যলাভ করত সকল স্থান হইতে কাহাকেও দানের দ্বারা, কাহাকেও বলদ্বারা এবং অন্য কাহাকেও সত্যাশ্রিত ভাষণে নিজের আয়ত্তে আনিবেন ॥ ৩২

বিত্তবান্, সদ্‌বংশজাত ও বৃৎসিত বৃত্তির ভয়ে ভীত ব্যক্তিগণ যাঁহাকে পাইয়া সন্তুষ্ট হইয়া চিরস্থায়িত্ব লাভ করেন, তাঁহা অপেক্ষা প্রধান ধার্ম্মিক কে ? ৩৩

যুধিষ্ঠির বলিলেন—'পিতামহ ! আপনার যদি জানা থাকে, তাহা হইলে আপনি আমার নিকট বলুন যে, প্রধান স্বর্গজনক কি ? তাহা হইতে উত্তম প্রীতি বা কি প্রকার ? এবং তদপেক্ষা পরম ঐশ্বর্য্যই বা কি ? ৩৪

ভীষ্ম বলিলেন—যুধিষ্ঠির ! ভয়ার্ত্ত লোক যাঁহার নিকট যাইয়া ক্ষণকালের জন্যও যথার্থ মঙ্গল লাভ করে, সেই ব্যক্তিই স্বর্গজয়িগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইহাই আমাদিগের মত—ইহা আমি সত্য বলিতেছি ॥ ৩৫

কৌরবশ্রেষ্ঠ ! তুমিই কৌরবগণের মধ্যে সর্বদা সন্তুষ্টচিত্ত, অতএব তুমি রাজা হও, ধর্ম্মের দ্বারা স্বর্গকে জয় কর, সজ্জনদিগকে রক্ষা কর এবং অসজ্জনগণকে ধ্বংস কর ॥ ৩৬

বৎস ! পক্ষিগণ যেরূপ সুস্বাদুফলযুক্ত বৃক্ষকে এবং প্রাণিগণ যেরূপ মেঘকে আশ্রয় করিয়া জীবন ধারণ করে, সেইরূপ সাধুগণের

দৃষ্টং শূরং প্রহর্ত্তারমনৃশংসং জিতেন্দ্রিয়ম্ ।
বৎসলং সংবিভক্তারমুপজীবন্তি তং নরাঃ ॥ ৫৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্ব্বণি রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বণি
পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৫

সহিত সুহৃদ্‌গণ তোমাকে অবলম্বন করিয়া জীবন ধারণ করুক ॥ ৩৭

যেহেতু বন্ধুগণ প্রগল্‌ভ, বীর, শত্রুবর্গের উপরে প্রহারকারী, অনৃশংস, জিতেন্দ্রিয়, স্নেহপরায়ণ ও অন্নাদিদাতা মনুষ্যকে আশ্রয় করিয়াই থাকে ॥ ৩৮

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্‌সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[উত্তমাধমব্রাহ্মণৈঃ সহ রাজ্ঞো ব্যবহারঃ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ

স্বকর্ম্মণ্যপরে যুক্তাস্তথৈবান্যে বিকর্ম্মণি।
তেষাং বিশেষমাচক্ষ্ব ব্রাহ্মণানাং পিতামহ ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ।

বিদ্যালক্ষণসম্পন্নাঃ সর্বত্র সমদর্শিনঃ।
এতে ব্রহ্মসমা রাজন্ ব্রাহ্মণাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥২
ঋগ্‌-যজুঃ-সামসম্পন্নাঃ স্বেষু কর্ম্মস্ববস্থিতাঃ।
এতে দেবসমা রাজন্ ব্রাহ্মণানা ভবন্ত্যুত ॥ ৩
ঐশ্বর্য্যকাম্য যে চাপি সামিষা বাপি ভারত।
নিগ্রহানুগ্রহরতাংস্তান্ দ্বিজান ক্ষত্রিয়ান্ বিদুঃ ॥ ৪

অশ্বারোহা গজারোহা রথিনোঽথ পদাতয়ঃ
এতে ক্ষত্রসমা রাজন্ ব্রাহ্মণানাং ভবন্ত্যুত ॥ ৫
গোঽজাবি-মহিষাণাঞ্চ বড়বানাঞ্চ পোষকাঃ।
বৃত্ত্যর্থং প্রতিপদ্যন্তে তান্ বৈশ্যান্ সম্প্রচক্ষতে ॥ ৬
জন্মকর্ম্মবিহীনা যে কদর্য্যা ব্রহ্মবন্ধবঃ।
এতে শূদ্রসমা রাজন্ ব্রাহ্মণানাং ভবন্ত্যুত ॥ ৭
অশ্রোত্রিয়াঃ সর্ব এব সর্বে চানাহিতাগ্নয়ঃ।
তান্ সর্বান্ ধার্মিকো রাজা বলিং বিষ্টিঞ্চ কারয়েৎ ॥ ৮
আহ্বায়কা দেবলকা নাক্ষত্রা গ্রামযাজকাঃ ॥
এতে ব্রাহ্মণ-চণ্ডালা মহাপথিকপঞ্চমাঃ ॥ ৯

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়।

[উত্তম-অধম ব্রাহ্মণগণের সহিত রাজার ব্যবহার।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন—পিতামহ! যে ব্রাহ্মণগণ স্বীয় যজনাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হন এবং যে ব্রাহ্মণগণ পরকীয় বাণিজ্যাদি কার্য্যে নিরত হন, সেই ব্রাহ্মণগণের "বিশেষ" (বিভাগ) আপনি বলুন। ১

ভীষ্ম বলিলেন—রাজন্! জ্ঞান ও সদাচারাদি গুণে অলঙ্কৃত সর্বভূতে সমদর্শী ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মার তুল্য বলিয়া সর্বত্র পরিকীর্ত্তিত হন ॥ ২

নরশ্রেষ্ঠ! ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাহারা ঋক্, সাম ও যজুর্ব্বেদ জানেন এবং আপন কর্ম্মে (যাজনাদি) প্রবৃত্ত থাকেন, তাঁহারা দেবকল্প বলিয়া খ্যাত হন ॥ ৩

ভরতনন্দন! যে সকল ব্রাহ্মণ প্রভুত্বের অভিলাষী কিংবা পররাজ্য প্রভৃতি গ্রহণে লোভী হন এবং দুর্জ্জনের উপর নিগ্রহ ও সজ্জনের প্রতি অনুগ্রহে ব্যাপৃত থাকেন, সেই সকল ব্রাহ্মণকে ক্ষত্রিয়তুল্য বলিয়া মনীষিগণ জানেন ॥ ৪

রাজন্! ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাঁহারা যুদ্ধ করিবার উদ্দেশে গজ, অশ্ব ও রথে আরোহণ করেন ও পদাতি সৈন্য হন, তাঁহারাও ক্ষত্রিয়সম ব্রাহ্মণ ॥ ৫

যে সকল ব্রাহ্মণ জীবিকানির্ব্বাহার্থে গরু, ছাগল, মেষ, মহিষ ও অশ্ব প্রভৃতি পশু পালন করেন, মহর্ষিগণ সেই সকল ব্রাহ্মণকে বৈশ্যের তুল্য আখ্যা দিয়া থাকেন ॥ ৬

রাজন্! ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাঁহারা জন্ম হইতেই সংস্কার কর্ম্ম-বিহীন হন ও দুষ্কর্ম করেন, সেই নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণগণ শূদ্রের তুল্য হইয়া থাকেন ॥ ৭

ইহারা সকলে-ই অশ্রোত্রিয় ও অনাগ্নিক। অতএব ধার্মিক রাজা ইহাদিগের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিবেন এবং বিনা বেতনে রাজসেবা করাইবেন ॥ ৮

ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাঁহারা ধর্ম্মাধিকারী, যাঁহারা বেতন লইয়া দেবপূজা করেন, যাঁহারা গ্রহ-নক্ষত্রাদি গণনা করেন, যাঁহারা যজ্ঞ ব্যক্তির যজনকারী, যাঁহারা বেতন লইয়া শব বহন করেন, তাঁহারা চণ্ডালতুল্য ব্রাহ্মণ ॥ ৯

পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[রাজকর্ত্তব্যস্য বর্ণনম্, রাজ্যতো যুধিষ্ঠিরস্য বৈরাগ্যম্, ভীষ্মেণ পুনঃ রাজ্যস্য মহিমবর্ণনঞ্চ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

যয়া বৃত্ত্যা মহীপালো বিবর্ধয়তি মানবান্।
পুণ্যাংশ্চ লোকান্ জয়তি তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ

দানশীলো ভবেদ্ রাজা যজ্ঞশীলশ্চ ভারত।
উপবাসতপঃশীলঃ প্রজানাং পালনে রতঃ ॥ ২

সর্বাংশ্চৈব প্রজা নিত্যং রাজা ধর্মেণ পালয়ন্।
উত্থানেন প্রদানেন পূজয়েচ্চোপি ধার্মিকান্ ॥ ৩

রাজ্ঞা হি পূজিতো ধর্মস্ততঃ সর্বত্র পূজ্যতে।
যদ্ যদাচরতে রাজা তৎপ্রজানাং স্ম রোচতে ॥ ৪

নিত্যমুদ্যতদণ্ডশ্চ ভবেন্মৃত্যারিবারিষু।
নিহন্যাৎ সর্বতো দস্যূন্ ন রাজ্ঞো দস্যুষু ক্ষমা ॥ ৫

যং হি ধর্মং চরন্ত্যেষ প্রজা রাজ্ঞা সুরক্ষিতাঃ।
চতুর্থং তস্য ধর্মস্য রাজা ভারত বিন্দতি ॥ ৬

যদধীতে যদ্ দদাতি যজ্জুহোতি যদর্চতি।
রাজা চতুর্থভাক্ তস্য প্রজা ধর্মেণ পালয়ন্ ॥ ৭

যদ্ রাষ্ট্রেঽশুভং কিঞ্চিদ্ রাজ্ঞো রক্ষয়তঃ প্রজাঃ।
চতুর্থং তস্য পাপস্য রাজা ভারত বিন্দতি ॥ ৮

অপ্যাহুঃ সর্বমেবেতি ভূয়োঽর্ধমিতি নিশ্চয়ঃ।
কর্মণঃ পৃথিবীপাল নৃশংসোঽনৃতবাগপি ॥ ৯

তাদৃশাৎ কিল্বিষাদ্ রাজা শৃণু যেন প্রমুচ্যতে
প্রত্যাহর্তুমশক্যঃ স্যাদ্ ধনং চোরৈর্হৃতং যদি।
তৎ স্বকোষাৎ প্রদেয়ং স্যাদশক্তেনোপজীবতঃ ॥ ১০

সর্ববর্ণৈঃ সদা রক্ষ্যং ব্রহ্মস্বং ব্রাহ্মণা যথা।
ন স্তেয়ং বিষয়ে তেন যোঽপকুর্যাদ্ দ্বিজাতিষু ॥ ১১

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়।

[রাজার কর্ত্তব্য বর্ণন, রাজ্য হইতে যুধিষ্ঠিরের বৈরাগ্য এবং ভীষ্ম কর্ত্তৃক পুনরায় রাজ্যের মহিমা বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন—পিতামহ! রাজা যেরূপ ব্যবহার দ্বারা মানুষের উন্নতিবিধান করিতে সমর্থ হন এবং পুণ্যলোক আয়ত্ত করিতে পারেন, তাহা আপনি আমার নিকট বলুন। ১

ভীষ্ম বলিলেন—রাজা দানশীল, যজ্ঞশীল এবং উপবাস ও তপস্যাপরায়ণ হইবেন, আর প্রজাপালনে নিরত থাকিবেন। ২

নৃপতি সর্বদা (বর্ণাশ্রম-) ধর্ম অনুসারে সমস্ত প্রজা পালন করিতে থাকিবেন এবং গাত্রোত্থান ও দান দ্বারা ধার্মিকগণের পূজা করিবেন। ৩

রাজা যদি আদরপূর্বক (কোন) ধর্মের অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে সে ধর্ম সর্বত্রই সাদরে অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। কারণ, রাজা যে যে আচরণ করেন, সেই সেই আচরণ করিতেই প্রজাদের ইচ্ছা হয়। ৪

রাজা যমের ন্যায় সর্বদাই শত্রুগণের উপরে দণ্ড উত্তোলন করিয়া থাকিবেন এবং সমস্ত দস্যু সংহার করিবেন, কিন্তু দস্যুর উপরে ক্ষমা করা রাজার উচিত নহে। ৫

ভারত! এই জগতে রাজ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত প্রজারা যে ধর্ম অর্জন করে, রাজা সেই ধর্মের চারিভাগের একভাগ লাভ করেন। ৬

প্রজাকুল যাহা অধ্যয়ন করে, যে হোম করে এবং যে পূজা করে, (বর্ণাশ্রম-) ধর্মানুসারে প্রজাপালনকারী রাজা সেই সমুদয় ধর্মের চতুর্থ অংশ লাভ করিয়া থাকেন। ৭

হে ভরতনন্দন! আবার রাজা প্রজাপালন করিতে থাকিলে, সেই রাজ্যে যে কিছু অমঙ্গল হয়, সেই রাজা সেই পাপেরও চতুর্থাংশ ভাগী হন। ৮

হে নরনাথ! রাজা যদি নৃশংস বা মিথ্যাবাদী হন, তাহা হইলে প্রজারাও তাঁহার অনুকরণে নৃশংস ও মিথ্যাবাদী হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে অনেকে বলেন, রাজা সেই প্রজাকৃত পাপের সমান পাপভাগী হন এবং অন্য কেহ কেহ বলেন, তাদৃশ রাজা সেই প্রজাকৃত পাপ অপেক্ষাও অধিক পাপভাগী হইয়া থাকেন; কিন্তু আমার নিশ্চিত ধারণা এই যে, তাদৃশ স্থলে সেই রাজা প্রজাকৃত পাপের অর্দ্ধ পাপভাগী হইবেন। ৯

(যুধিষ্ঠির!) রাজা যেভাবে তাদৃশ পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারেন, তাহা তুমি শ্রবণ কর—দস্যু বা তস্কর কোন প্রজার ধন হরণ করিলে, রাজা যদি সেই ধন ফিরাইয়া আনিয়া দিতে না পারেন, তাহা হইলে সেই অসমর্থ রাজা আপন কোষ হইতে সেই পরিমাণ ধন সেই প্রজাকে দিবেন। ১০

সকল বর্ণই সর্বদা ব্রাহ্মণের ন্যায় ব্রহ্মস্ব রক্ষা করিবে।

ব্রহ্মস্বে রক্ষ্যমাণে তু সর্বং ভবতি রক্ষিতম্।
তেষাং প্রসাদে নির্বৃত্তে কৃতকৃত্যো ভবেন্নৃপঃ॥ ১২
পর্জন্যমিব ভূতানি মহাদ্রুমমিব দ্বিজাঃ।
নরাস্ত্বমুপজীবন্তি নৃপং সর্বার্থসাধকম্॥ ১৩
ন হি কামাত্মনা রাজ্ঞা সততং শঠবুদ্ধিনা।
নৃশংসেনাতিলুব্ধেন শক্যং পালয়িতুং প্রজাঃ॥ ১৪

যুধিষ্ঠির উবাচ

নাহং রাজ্যসুখান্বেষী রাজ্যমিচ্ছাম্যপি ক্ষণম্।
ধর্মার্থং রোচয়ে রাজ্যং ধর্মশ্চাত্র ন বিদ্যতে॥ ১৫
তদলং মম রাজ্যেন যত্র ধর্মো ন বিদ্যতে।
বনমেব গমিষ্যামি তস্মাদ্ ধর্মচিকীর্ষয়া॥ ১৬
তত্র মেধ্যেষ্বরণ্যেষু ন্যস্তদণ্ডো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
ধর্মমারাধয়িষ্যামি মুনির্মূলফলাশনঃ॥ ১৭

ভীষ্ম উবাচ।

বেদাহং তব যা বুদ্ধিরানৃশংস্যগুণৈব সা
ন চ শুদ্ধানৃশংস্যেন শক্যং রাজ্যমুপাসিতুম্॥ ১৮
সদৈব ত্বাং মৃদুপ্রজ্ঞমত্যার্য্যমতিধার্মিকম্।
ক্লীবং ধর্মঘৃণাযুক্তং ন লোকো বহু মন্যতে॥ ১৯
রাজধর্ম্মমবেক্ষস্ব পিতৃপৈতামহোচিতম্।
নৈতদ্ রাজ্ঞাং তথা বৃত্তং যথা ত্বং স্বাতুমিচ্ছসি॥ ২০
ন হি বৈরুব্যসংসৃষ্টমানৃশংস্যমিহাস্থিতঃ।
প্রজাপালনসম্ভূতমাপ্তা ধর্মফলং ত্বয়ি॥ ২১
ন হ্যেতামার্যতাং পাণ্ডুর্ন চ কুন্ত্যভ্যভাষত।
বিচিত্রবীর্য্যো ধর্ম্মাত্মা চিত্রবীর্য্যো নরাধিপঃ॥ ২২
শান্তনুশ্চ মহীপালঃ সর্বক্ষত্রস্য পূজিতঃ
তবৈতাং প্রাজ্ঞতাং তাত! যথা চরসি মেধয়া॥ ২৩
শৌর্য্যং বলঞ্চ সত্যঞ্চ পিতা তব সদাঽব্রবীৎ।
মহত্ত্বং বলমৌদার্য্যং ভবতঃ কুন্ত্যযাচত॥ ২৪
নিত্যং স্বাহা স্বধা নিত্যং চোভে মানুষ-দৈবতে।
পুত্রেষ্বাশাসতে নিত্যং পিতরো দৈবতানি চ॥ ২৫

সুতরাং যে রাজা ব্রাহ্মণের অপকার করেন, ব্রাহ্মণ তাঁহার রাজ্যে বাস করিবেন না॥ ১১

এক ব্রহ্মস্ব রক্ষা করিলে, সমস্তই রক্ষিত হয় আর ব্রাহ্মণদের চিত্তপ্রসাদ নিষ্পন্ন হইলে, রাজা কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন॥ ১২

প্রাণিগণ যেমন মেঘকে আশ্রয় করিয়া জীবন ধারণ করে এবং পক্ষিগণ যেমন মহাবৃক্ষ অবলম্বন করিয়া জীবিত থাকে, তেমন মানুষ সর্ব্বার্থসাধক রাজাকে অবলম্বন করিয়া জীবিত থাকে॥ ১৩

সর্ব্বদা কামুক, শঠবুদ্ধি, নৃশংস ও অত্যন্ত লুব্ধ রাজা প্রজা-পালন করিতে সমর্থ হন না॥ ১৪

যুধিষ্ঠির বলিলেন—'পিতামহ! আমি রাজ্যসুখের অন্বেষণ করি না; রাজ্যও ক্ষণকালের জন্য ইচ্ছা করি এবং সে রাজ্যেচ্ছাও ধর্ম্মের নিমিত্তই করিয়া থাকি; অথচ এ রাজ্যে ধর্ম্মার্জ্জন হয় না॥ ১৫

অতএব যেখানে ধর্ম্ম নাই, সে রাজ্যে আমার প্রয়োজন নাই। সুতরাং আমি ধর্ম্মাচরণ করিবার ইচ্ছায় বনেই যাইব॥ ১৬

রাজ্য পরিত্যাগ করত আমি সেই পবিত্র বনমধ্যে জিতেন্দ্রিয় ও ফলমূলভোজী মুনি হইয়া ধর্ম্মের আরাধনা করিব॥ ১৭

ভীষ্ম বলিলেন যুধিষ্ঠির! আমি জ্ঞাত আছি, তোমার যে বুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে, কেবলমাত্র কোমলতাই তাহার গুণ। কেবলমাত্র কোমলতার দ্বারাই রাজ্যশাসন সম্ভব নয়॥ ১৮

সদাই তুমি কোমলবুদ্ধি, অতিসজ্জন এবং অত্যন্ত ধার্মিক। ধর্ম্মে-ই তোমার আগ্রহ অধিক। এইসব গুণ থাকিলেও জগতের লোক তোমাকে ক্লীব (নিস্তেজ, অক্ষম) মনে করিয়া আদর করিবে না॥ ১৯

অতএব তুমি পিতৃ-পিতামহাচরিত রাজধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। তুমি যেভাবে থাকিতে ইচ্ছা করিতেছ, তাহা রাজাদের ভাব নহে॥ ২০

এই প্রকার ব্যাকুলতানিমিত্ত কোমলতা আশ্রয় করিলে তুমি প্রজাপালনসম্ভূত রাজধর্ম্মের ফললাভে সক্ষম হইবে না॥ ২১

তুমি আপন বুদ্ধি ও বিচার অনুসারে যেমন আচরণ করিতেছ; এইরূপ আশীর্বাদ আশ্চর্য্যশক্তি বিচিত্রবীর্য্য ভগবানের নিকট পাণ্ডু বা কুন্তী করেন নাই॥ ২২

স্বীয় বুদ্ধি অনুসারে তুমি যে আচরণ করিতে উদ্যত হইতেছ, সর্ব্বক্ষত্রিয় সম্মানিত রাজা শান্তনুও তোমার এরূপ বুদ্ধির প্রার্থনা করেন নাই॥ ২৩

তোমার পিতৃদেব পাণ্ডু সর্ব্বদাই ইষ্ট দেবতার নিকট তোমার শৌর্য্য, বীর্য্য ও সত্য অনুযায়ী বুদ্ধির জন্য প্রার্থনা করিতেন এবং (মাতা) কুন্তীদেবীও তোমার মহত্ত্ব, বল ও উদারতার জন্য (স্বীয়) ইষ্ট দেবতার নিকট প্রার্থনা করিতেন॥ ২৪

পিতৃগণ ও দেবকুল সর্ব্বদাই মানুষ ও দেবতার আহ্লাদজনক প্রাত্যহিক যজ্ঞ ও শ্রাদ্ধের আশা করেন॥ ২৫

সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[কেকয়রাজস্য রাক্ষসস্য চোপাখ্যানম্, কেকয়রাজ্যস্য শ্রেষ্ঠত্ববর্ণনঞ্চ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কেষাং প্রভবতে রাজা বিত্তস্য ভরতর্ষভ।
কয়া চ বৃত্ত্যা বর্তেত তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ

অব্রাহ্মণানাং বিত্তস্য স্বামী রাজেতি বৈদিকম্।
ব্রাহ্মণানাঞ্চ যে কেচিদ্ বিকর্ম্মস্থা ভবন্ত্যুত ॥ ২
বিকর্ম্মস্থাংশ্চ নোপেক্ষ্যা বিপ্রা রাজ্ঞা কথঞ্চন।
ইতি রাজ্ঞাং পুরাবৃত্তমভিজল্পন্তি সাধবঃ ॥ ৩
যস্য স্ম বিষয়ে রাজ্ঞঃ স্তেনো ভবতি বৈ দ্বিজঃ।
রাজ্ঞ এবাপরাধং তং মন্যন্তে তেন কর্ম্মণা
তস্মাদ্ রাজর্ষয়ঃ সর্বে ব্রাহ্মণানন্বপালয়ন্।
অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
গীতং কেকয়রাজেন ম্রিয়মাণেন রক্ষসা ॥ ৬

কেকয়ানামধিপতিং রক্ষো জগ্রাহ দারুণম্
স্বাধ্যায়েনাধিতং রাজন্নরণ্যে সংশিতব্রতম্ ॥ ৭

রাজোবাচ

ন মে স্তেনো জনপদে ন কদর্য্যো ন মদ্যপঃ।
নানাহিতাগ্নির্নাযজ্বা মা মমাস্তুরমাবিশঃ ॥ ৮
ন চ মে ব্রাহ্মণোঽবিদ্বান্নাব্রতী নাপ্যসোমপঃ।
দ্বিজাতির্বিষয়ে মহ্যং মা মমাস্তুরমাবিশঃ ॥ ৯
নানাপ্তদক্ষিণৈর্যজ্ঞৈর্যজন্তে বিষয়ে মম
অধীতে নাব্রতী কশ্চিন্মা মমাস্তুরমাবিশঃ ॥ ১০
অধীয়তেঽধ্যাপয়ন্তি যজন্তে যাজয়ন্তি চ
দদতি প্রতিগৃহ্ণন্তি ষট্সু কর্ম্মস্ববস্থিতাঃ ॥ ১১
পূজিতাঃ সংবিভক্তাশ্চ মৃদবঃ সত্যবাদিনঃ
ব্রাহ্মণা যে স্বকর্ম্মস্থা মা মমাস্তুরমাবিশঃ ॥ ১২

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়।

[কেকয়রাজ ও রাক্ষসের উপাখ্যান এবং কেকয় রাজ্যের শ্রেষ্ঠত্ববর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন—ভরতপ্রধান! পিতামহ! রাজা কাহাদের ধনের অধিকারী হইবেন এবং কোন রীতিই বা অবলম্বন করিবেন তাহা আপনি আমাকে বিবৃত করুন। ১

ভীষ্ম বলিলেন—ইহাই বেদোক্ত মত যে, যাহারা অব্রাহ্মণ কিংবা ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাহারা বিকর্ম্মকর্ম্ম করেন, রাজা তাঁহাদের ধনের অধিকারী হইবেন। ২

যে সকল ব্রাহ্মণ বিকর্ম্মকার্য্যকারী, রাজা কোন প্রকারেই তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিবেন না, ইহাই রাজাদের প্রাচীন রীতি, একথা সাধুগণ বলিয়া থাকেন। ৩

রাজন্! যে রাজার রাজ্যে ব্রাহ্মণ চৌর হন, তাহা সেই রাজারই পাপজনক অপরাধ। ৪

যদি স্বরাজ্যস্থ ব্রাহ্মণগণ চৌর্যবৃত্তি গ্রহণ করেন, তাহা হইলে রাজা আপনাকে গ্লানিযুক্ত মনে করিতেন, সেইজন্য সমস্ত রাজর্ষিগণ সেইভাবে ব্রাহ্মণগণকে রক্ষা করিতেন। ৫

কোন রাক্ষস আপনাতে অধিষ্ঠান করিতে আরম্ভ করিলে, কেকয়রাজ যাহা বলিয়াছিলেন, সেই প্রাচীন বৃত্তান্ত এই বিষয়ে মনস্বীরা বলিয়া থাকেন। ৬

রাজন্! সে এক পুরাকালের কথা। কেকয়রাজ যখন বনমধ্যে সংশিতব্রত পালন (তপস্যা) ও স্বাধ্যায়ে রত ছিলেন, সেই সময় এক ভীষণাকার রাক্ষস তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিয়াছিল। ৭

তখন কেকয়রাজ বলিলেন—রাক্ষস! আমার রাজ্যে চোর, কদর্য্য, সুরাপায়ী, অগ্নিহোত্র বা অযাজ্ঞিকের বাস নাই, অতএব তুমি আমার উপরে অধিষ্ঠিত হইতে পার না (আমাতে প্রবেশ করিতে পার না)। ৮

রাক্ষস! আমার রাজ্যে কোন ব্রাহ্মণই অবিদ্বান্, অব্রতী ও অসোমযাজী নহেন, সুতরাং তুমি আমার মধ্যে প্রবেশ করিও না। ৯

আমার রাজ্যে কোন ব্রাহ্মণই দক্ষিণা না পাইয়া যজ্ঞ করেন না এবং ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন না করিয়া অধ্যয়ন করেন না, অতএব তুমি আমার অন্তরে অধিষ্ঠিত হইও না। ১০

আমার রাজ্যস্থ ব্রাহ্মণগণ সকলেই অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ—এই ষট্‌কর্ম্মে নিয়ত আছেন। ১১

আমার রাজ্যের ব্রাহ্মণকুল সম্মানিত হইয়া থাকেন তাঁহারা সকলেই নম্রস্বভাব ও সত্যবাদী এবং উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদে আপন আপন বৃত্তিতে নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছেন সুতরাং তুমি আমার অন্তরে প্রবেশ করিও না। ১২

ন যাচন্তে প্রযচ্ছন্তি সত্যধর্ম্মবিশারদাঃ।
নাধ্যাপয়ন্ত্যধীয়ন্তে যজন্তে য'জয়ন্তি ন ॥ ১৩
ব্রাহ্মণান্ পরিরক্ষন্তি সংগ্রামেষ্বপলায়িনঃ।
ক্ষত্রিয়া মে স্বকর্ম্মস্থা মা মমান্তরমাবিশঃ ॥ ১৪
কৃষি-গোরক্ষ-বাণিজ্যমুপজীবন্ত্যমায়য়া।
অপ্রমত্তাঃ ক্রিয়াবন্তঃ সুবৃত্তাঃ সত্যবাদিনঃ ॥ ১৫
সংবিভাগং দমং শৌচং সৌহৃদঞ্চ ব্যপাশ্রিতাঃ।
মম বৈশ্যাঃ স্বকর্ম্মস্থা মা মমান্তরমাবিশঃ ॥ ১৬
ত্রীন্ বর্ণানুপজীবন্তি যথাবদনসূয়কাঃ
মম শূদ্রাঃ স্বকর্ম্মস্থা মা মমান্তরমাবিশঃ ॥ ১৭
কৃপণানাথবৃদ্ধানাং দুর্বলাতুরযোষিতাম্।
সংবিভক্তাস্মি সর্বেষাং মা মমান্তরমাবিশঃ ॥ ১৮
কুলদেশাদিধর্ম্মাণাং প্রস্থিতানাং যথাবিধি।
অব্যুচ্ছেত্তাস্মি সর্বেষাং মা মমান্তরমাবিশঃ ॥১৯
তপস্বিনো মে বিষয়ে পূজিতাঃ পরিপালিতাঃ।
সংবিভক্তাশ্চ সংকৃত্য মা মমান্তরমাবিশঃ ॥২০
নাসংবিভজ্য ভোক্তাস্মি ন বিশামি পরস্ত্রিয়ম্।
স্বতন্ত্রো জাতু ন ক্রীড়ে মা মমান্তরমাবিশঃ ॥ ২১
নাব্রহ্মচারী ভিক্ষাবান্ ভিক্ষুর্বা ব্রহ্মচর্য্যবান্।
অনুদ্বিজ্য হৃতং নাস্তি মা মমান্তরমাবিশঃ ॥ ২২
কৃতং রাজ্যং ময়া সর্বং রাজ্যস্থেনাপি কার্য্যবৎ।
নাহং ব্যুৎক্রামিতঃ সত্যাত্মা মমান্তরমাবিশঃ ॥২৩
নাবজানাম্যহং বৈদ্যান্ন বৃদ্ধান্ন তপস্বিনঃ।
রাষ্ট্রে স্বপতি জাগর্মি মা মমান্তরমাবিশঃ ॥ ২৪
শুক্লকর্মাস্মি সর্বত্র ন দুর্গতিভয়ং মম।
ধর্মচারী গৃহস্থশ্চ মা মমান্তরমাবিশঃ ॥ ২৫

পুনশ্চ, সত্যভ্রষ্টা ব্রাহ্মণগণের অনেকেই প্রার্থনা করেন না, অথচ দান করেন, যাজন করেন না অথচ যজন করেন, অধ্যাপনা করেন না, কিন্তু অধ্যয়ন করেন ॥১৩

আমার রাজ্যবাসী ক্ষত্রিয়গণ রণক্ষেত্রে পলায়নে পরাঙ্মুখ। তাঁহারা আপন বৃত্তিতে থাকিয়া ব্রাহ্মণগণকে রক্ষা করিতেছেন। অতএব তুমি আমার মধ্যে আবিষ্ট হইতে পার না ॥ ১৪

আমার রাজ্যবাসী বৈশ্যগণ আপন বৃত্তিতে (কর্ম্মে) অবহিত (দক্ষ)। তাঁহারা যাগাদি কর্ম্মে ক্রিয়াবান্, চরিত্রবান্ ও সত্যবাদী। তাঁহারা কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য সরলভাবেই করিতেছেন ॥ ১৫

আমার রাজ্যবাসী বৈশ্যগণ পরস্পর বন্ধুভাবাপন্ন হইয়া অবস্থান করেন, তাঁহারা বিভাগ করিয়া করিয়া অন্ন প্রভৃতি দান করেন, সংযতেন্দ্রিয় এবং সর্বদা পবিত্র থাকেন। অতএব তুমি আমার উপর অধিষ্ঠিত হইতে পার না ॥ ১৬

যাঁহারা শূদ্র, তাঁহারাও আপন বৃত্তিতে থাকিয়া কাহারও দোষ দর্শন না করিয়া সম্যকরূপে উপরের তিনবর্ণের সেবা করিয়া থাকেন ॥ ১৭

তুমি আমার অন্তরে অধিষ্ঠিত হইতে পার না; কারণ, আমিও কৃপণ, নিরাশ্রয়, বৃদ্ধ, দুর্ব্বল, ক্লিষ্ট ও নারীগণকে যথাযথভাবে বিভক্ত করিয়া অন্নাদি দান করিয়া থাকি ॥ ১৮

যে সকল কুলধর্ম্ম ও দেশধর্ম্মাদি যথাবিধানে চলিয়া আসিতেছে, আমি সেগুলির উচ্ছেদ করি নাই। অতএব তুমি আমার অন্তরে আবিষ্ট হইতে পার না ॥১৯

মদীয় রাজ্যমধ্যে তপস্বিগণ সম্মানিত ও প্রতিপালিত হইয়া থাকেন এবং তাঁহারা উত্তমাদি ভেদে পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে সমাদর পূর্ব্বক স্থাপিত রহিয়াছেন; অতএব তুমি আমার অন্তরে অধিষ্ঠান করিতে পার না ॥ ২০

আমি অতিথি প্রভৃতিগণকে বিভাগ পূর্ব্বক অন্নাদি দান না করিয়া ভোজন করি না এবং পরস্ত্রী সংসর্গ করি না, আর নিজের ইচ্ছানুসারে স্ত্রীসম্ভোগ করি না অতএব তুমি আমার অন্তরে আবিষ্ট হইতে পার না ॥ ২১

আমার রাজ্যে অপুরোহিত হোম করেন না, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন না করিয়া কেহ ভিক্ষা করেন না কিংবা ভিক্ষু হইয়া অব্রহ্মচারী হয়েন না। অতএব তুমি আমার অন্তরে অধিষ্ঠান করিতে পার না ॥ ২২

আমি আমার সমস্ত রাজ্যটিকেই সত্যপরায়ণ করিয়াছি এবং রাজ্যবাসী কোন লোকই (প্রজাগণ) আপন প্রয়োজন অনুসারে আমাকে সত্যভ্রষ্ট করেন নাই। সুতরাং তুমি আমার অন্তরে আবিষ্ট হইতে পার না ॥ ২৩

রাত্রিচর! আমি বিদ্বান্, বৃদ্ধ ও তপস্বিগণকে অবজ্ঞা করি না। সমস্ত রাজ্যবাসী অসাবধান হইয়া পড়িলেও আমি সতর্ক থাকি। অতএব তুমি আমার অন্তরে অধিষ্ঠিত হইতে পার না ॥ ২৪

আমি সর্ব্বত্রই নিষ্পাপ কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকি; আমি ধর্ম্ম-

(ম্লেচ্ছদেশাস্তু যে কেচিৎ পাপৈরধ্যুষিতা নরৈঃ।
গত্বা তু ব্রাহ্মণস্তাংশ্চ চণ্ডালঃ প্রেত্য চেহ চ
ব্রাত্যান্ ম্লেচ্ছাংশ্চ শূদ্রাংশ্চ যাজয়িত্বা দ্বিজাধমঃ।
অকীর্তিমিহ সম্প্রাপ্য নরকং প্রতিপদ্যতে ॥
ব্রাহ্মণো ঋগ্‌যজুঃসাম্নাং মূঢ়ঃ কৃত্বা তু বিপ্লবম্
কল্পমেকং কৃমিঃ সোঽথ নানাবিষ্ঠাসু জায়তে ॥)
ঋত্বিক্ পুরোহিতো মন্ত্রী দূতো বার্তাহুকর্ষকঃ।
এতে ক্ষত্রসমা রাজন্ ব্রাহ্মণানাং ভবন্ত্যুত ॥ ১০
ম্লেচ্ছদেশাশ্চ যে কেচিৎ পাপৈরধ্যুষিতা নরৈঃ।
গত্বা তু ব্রাহ্মণস্তাংশ্চ চণ্ডালঃ প্রেত্য চেহ চ ॥ ১১
ব্রাত্যান্ ম্লেচ্ছাংশ্চ শূদ্রাংশ্চ যাজয়িত্বা দ্বিজাধমঃ।
অকীর্তিমিহ সংপ্রাপ্য নরকং প্রতিপদ্যতে ॥ ১২
মহাবৃক্ষসমুদ্রাভ্যাং পর্য্যায়েনৈকবিংশতিম্।
ব্রাহ্মণ ঋগ্‌-যজুঃ-সাম্নাং মূঢ়ঃ কৃত্বা তু বিপ্লবম্ ॥ ১৩
কল্পমেকং কৃমিস্ত্বোঽথ নানাবিষ্ঠাসু জায়তে।

ব্রাহ্ম্যে ম্লেচ্ছে তথা শূদ্রে তস্করে পতিতেঽশুচৌ ॥১৪
কুদেশে চ সুরাপে চ ভ্রূণঘ্নে বৃষলীপতৌ।
অনধীতেষু সর্ব্বত্র ভুঞ্জানে যত্র তত্র বা। ১৫
বাল-স্ত্রী-বৃদ্ধঘাতস্তু মাতা-পিত্রোর্গুরোস্তথা।
মিত্রদ্রুহি কৃতঘ্নে চ গোঘ্নে চৈব কথঞ্চন ॥ ১৬
পুত্রঘাতিনি শত্রৌ চ ন মন্ত্রাদ্ যাজয়েদ্ দ্বিজঃ।
স তেষাং বিপ্লবঃ প্রোক্তো মন্ত্রবিদ্‌ভিঃ সনাতনৈঃ ॥১৭
যদি বিপ্রো বিদেশস্থস্তীর্থযাত্রং গতোঽপি বা।
যদি ভীতঃ প্রপন্নো বা কুদেশং শৌচবর্জ্জিতম্ ॥ ১৮
আর্ত্তশ্চোচ্চারয়েন্মন্ত্রমার্ত্তত্রাণপরোঽথ বা ॥ ১৮
হীনেষ্বপি প্রযুঞ্জানো নাসৌ বিপ্লবকঃ স্মৃতঃ ॥ ১৯
ক্রূরকর্ম্মা বিকর্ম্মা বা কর্ম্মভির্বহ্নিতোঽথবা।
তত্ত্ববিৎ তরতে পাপং শীলবান্ সংযতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ২০
এতেভ্যো বলিমাদদ্যাদ্ধনকোষো মহীপতিঃ
ঋতে ব্রহ্মসমেভ্যশ্চ দেবকল্পেভ্য এব চ ॥২১

(যে কোন ম্লেচ্ছদেশ সকল এবং যেস্থানে পাপী মনুষ্যগণ বাস করে, সেস্থানে যাইয়া ব্রাহ্মণ ইহলোকে চণ্ডালতুল্য এবং মৃত্যুর পর অধোগতি প্রাপ্ত হন।

সংস্কারভ্রষ্ট, ম্লেচ্ছ এবং শূদ্রদিগকে যজ্ঞ করাইয়া পতিত ও অধম ব্রাহ্মণ এ জগতে অপযশভাগী হন্ এবং মৃত্যুর পর নরকে পতিত হন্।

যে মূর্খ ব্রাহ্মণ ঋগ্‌বেদ, যজুর্বেদ ও সামবেদের মন্ত্রসকলকে বিকৃত করেন, তিনি এক কল্প পর্য্যন্ত নানা প্রাণিগণের বিষ্ঠায় কৃমি হইয়া থাকেন।)

রাজন্! ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাঁহারা ঋত্বিক্, রাজপুরোহিত মন্ত্রী, রাজদূত অথবা বার্ত্তাবহ—এই সকল ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের সমান। ১০

যে সকল ব্রাহ্মণ ম্লেচ্ছদেশে বা অন্য দস্যু দেশে গমন করেন, সেই ব্রাহ্মণ ইহলোক ও পরলোকে চণ্ডাল-তুল্য হইয়া থাকেন ॥১১

যে দ্বিজাধমগণ ব্রাত্য, দস্যু ও শূদ্রগণের যাজন করেন, তাঁহারা ইহলোকে নিন্দাভাজন ও পরলোকে নরকে গমন করেন। ১২

যে সকল ব্রাহ্মণ ঋক্, সাম ও যজুর্ব্বেদে অজ্ঞ, তাঁহারা ক্রমশঃ একুশ বার দস্যুদের মধ্যে অবস্থান করত বিদ্রোহ ঘটাইয়া এবং সমুদ্র পার হইয়া এককল্প পর্য্যন্ত বহুপ্রকার বিষ্ঠার মধ্যে কৃমি হইয়া জন্মগ্রহণ করেন।

যাঁহারা ব্রাত্য, ম্লেচ্ছ, শূদ্র, তস্কর, পতিত, অপবিত্র, কুদেশবাসী, মদ্যপায়ী, ব্রহ্মহত্যাকারী, বৃষলীপতি, মূর্খ, যত্র তত্র ভোজনকারী, বালক, বৃদ্ধ ও স্ত্রীহন্তা, মাতৃহন্তা, পিতৃহন্তা ও গুরুহন্তা, মিত্রদ্রোহী, কৃতঘ্ন, গো-হত্যাকারী, পুত্রঘাতী ও শত্রু, তাহাদের যাজনা ব্রাহ্মণ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া করিবেন না। কারণ, সনাতন মন্ত্রজ্ঞেরা তাঁহাদের যাজনকেই ব্যতিক্রম বলিয়া থাকেন। ১৩-১৭

যদি ব্রাহ্মণ বিদেশে অবস্থান করেন, তীর্থ পর্য্যটনে নিরত হয়েন, ভীত বা বিপদাপন্ন হয়েন, অথবা অপবিত্র কুদেশে গমন করেন, তাহা হইলে তিনি সংযতচিত্ত ও পবিত্র হইয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন। ১৮

যে ব্যক্তি পীড়িত অথবা আর্ত্তজনের পরিত্রাণে নিরত, তিনি অপবিত্র থাকিয়াও মন্ত্র উচ্চারণ করিতে পারেন এবং ঐ অবস্থায় ব্রাহ্মণ শূদ্রাদির নিকটে থাকিয়াও ব্যতিক্রমকারী হন না। ১৯

যদি ব্রাহ্মণ নিষ্ঠুর কার্য্যকারী, বিরুদ্ধকার্য্যকারী অথবা স্বকর্ম্মত্যাগী হন, তথাপি তত্ত্বজ্ঞ কিংবা সংযতভাবসম্পন্ন ও সংযমী হইলে পাপমুক্ত হইবেন ॥ ২০

যদি কোষ ধনশূন্য হইয়া উঠে, তখন রাজা ব্রহ্মতুল্য ও দেবতুল্য ব্রাহ্মণব্যতীত অন্য ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিতে পারেন। ২১

অব্রাহ্মণানাং বিত্তস্য স্বামী রাজেতি নঃ শ্রুতিঃ।
ব্রাহ্মণানাঞ্চ যে কেচিদ্ বিকর্ম্মস্থা ইতি শ্রুতিঃ॥
প্রাগুক্তাংশ্চাপ্যনুক্তাংশ্চ সর্ব্বাংস্তান্ দাপয়েৎ করান্ ॥২২
বিকর্ম্মস্থাংশ্চ নোপেক্ষ্যা বিপ্রা রাজ্ঞা কথঞ্চন।
নিয়ম্যাঃ সংবিভক্তাশ্চ ধর্ম্মানুগ্রহকাম্যয়া॥ ২৩
যস্য স্ব বিষয়ে রাজন্ স্তেনো ভবতি বৈ দ্বিজঃ।
রাজ্ঞ এবাপরাধঃ তং মন্যন্তে তত্ত্বিদো জনাঃ॥ ২৪
অবৃত্ত্যা যো ভবেৎ স্তেনো বেদবিৎ স্নাতকস্তথা।
রাজন্ স রাজ্ঞা ভর্ত্তব্য ইতি বেদবিদো বিদুঃ॥ ২৫
স চেন্নাপি নিবর্ত্তেত কৃতবৃত্তিঃ পরন্তপ
ততো নির্বাসনীয়ঃ স্যাৎ তস্মাদ্ দেশাৎ সবান্ধবঃ॥ ২৬
যজ্ঞঃ শ্রুতমপৈশুন্যমহিংসাতিথিপূজনম্।
দমঃ সত্যং তপো দানমেতদ্ ব্রাহ্মণলক্ষণম্॥ ২৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি রাজধর্ম্মানুশাসনপর্বণি
ষট্সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭৬

পূর্ব্বাধিকারী পরম্পরা না থাকিলে অব্রাহ্মণগণের সম্পদের অধিকারী রাজাই হইবেন—ইহাই শ্রুত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণগণও যদি বিরুদ্ধ কর্ম্মকারী হন এবং পূর্ব্বাধিকারী পরম্পরা না থাকে, তাহা হইলে তাঁহাদেরও ধনাধিকারী রাজাই হইবেন—ইহাই শ্রুত হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত বা পূর্ব্বে অনুক্ত সকলের নিকট হইতেই রাজা কর গ্রহণ করিবেন। ২২

যাঁহারা বিরুদ্ধ কর্ম্মকারী ব্রাহ্মণ, তাঁহাদিগকে রাজা ধর্ম্মরক্ষার্থে উপেক্ষা করিবেন না, শাসন করিবেন এবং ব্রহ্মস্বাবিপ্রগণ হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিবেন। ২৩

তত্ত্বজ্ঞ লোকেরা মনে করেন যে, যদি কোন রাজার রাজ্যে ব্রাহ্মণ চৌর্য্য বৃত্তি গ্রহণ করে, তবে তাহা সেই রাজারই অপরাধ। ২৪

রাজন্! বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা মনে করেন, যে সকল বেদজ্ঞ ও স্নাতক ব্রাহ্মণ আপন বৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে ব্যর্থ হইয়া চৌরবৃত্তি গ্রহণ করেন, সেই সকল ব্রাহ্মণের ভরণ পোষণ করিবেন। ২৫

শত্রুসন্তাপহারী যুধিষ্ঠির! যদি রাজা বৃত্তিদান করিলেও সেই সকল ব্রাহ্মণ ভক্তবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত না হন, তাহা হইলে তিনি বন্ধুবর্গের সাহায্য লইয়া সেই সকল ব্রাহ্মণকে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিবেন। ২৬

যজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞান, অহিংসা, অতিথিসেবা, ইন্দ্রিয়দমন, সত্যকথন তপস্যা ও দান এইগুলি ব্রাহ্মণের লক্ষণ। ২৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে ষট্সপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বেদাধ্যয়নসম্পন্নস্তপস্বী সর্বধর্মবিৎ।
স্বামী সর্বস্য রাষ্ট্রস্য ধীমান্ মম পুরোহিতঃ॥ ২৬
দানেন দিব্যানভিবাঞ্ছামি লোকান্
সত্যেনাথ ব্রাহ্মণানাঞ্চ গুপ্ত্যা।
শুশ্রূষয়া চাপি গুরূনুপৈমি
ন মে ভয়ং বিদ্যতে রাক্ষসেভ্যঃ॥ ২৭
ন মে রাষ্ট্রে বিধবা ব্রহ্মবন্ধু-
র্ন ব্রাহ্মণঃ কিতবো নোত চৌরঃ।
নাযাজ্যযাজী ন চ পাপকর্মা
ন মে ভয়ং বিদ্যতে রাক্ষসেভ্যঃ॥ ২৮
ন মে শস্ত্রৈরনির্ভিন্নং গাত্রে দ্ব্যঙ্গুলমন্তরম্
ধর্মার্থং যুধ্যমানস্য মা মমান্তরমাবিশঃ॥ ২৯
গো-ব্রাহ্মণেভ্যো যজ্ঞেভ্যো নিত্যং স্বস্ত্যয়নং মম।
আশাসতে জনা রাষ্ট্রে মা মমান্তরমাবিশঃ॥ ৩০

রাক্ষস উবাচ।

নারীণাং ব্যভিচারাচ্চ অন্যায়াচ্চ মহীক্ষিতাম্।
বিপ্রাণাং কর্মদোষাচ্চ প্রজানাং জায়তে ভয়ম্॥ ৩১
অবৃষ্টির্মারকো দোষঃ সততং ক্ষুদ্ভয়ানি চ।
বিগ্রহশ্চ সদা তস্মিন্ দেশে ভবতি দারুণঃ॥ ৩২
যক্ষ-রক্ষঃ-পিশাচেভ্যো নাসুরেভ্যঃ কথঞ্চন।
ভয়মুৎপদ্যতে তত্র যত্র বিপ্রাঃ সুসংযতাঃ॥ ৩৩
গন্ধর্বাপ্সরসঃ সিদ্ধাঃ পন্নগাশ্চ সরীসৃপাঃ।
মানবান্ন জিঘাংসন্তি যত্র নার্যঃ পতিব্রতাঃ॥ ৩৪
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা যত্র শূদ্রাশ্চ ধার্মিকাঃ।
নানাবৃষ্টিভয়ং তত্র ন দুর্ভিক্ষং ন বিভ্রমঃ॥ ৩৫
ধার্মিকো যত্র ভূপালো ন তত্রাস্তি পরাভবঃ।
উৎপাতা ন চ দৃশ্যন্তে ন দিব্যা ন চ মানুষাঃ॥ ৩৬
যস্মাৎ সর্বাস্ববস্থাসু ধর্মমেবানুবেক্ষসে
তস্মাৎ প্রাপ্নুহি কৈকেয় গৃহং স্বস্তি ব্রজাম্যহম্॥ ৩৭
যেষাং গো-ব্রাহ্মণা রক্ষ্যাঃ প্রজা রক্ষ্যাশ্চ কেকয়।
ন রক্ষোভ্যো ভয়ং তেষাং কুত এব তু পাতকম্॥ ৩৮

পরায়ণ পুরুষ, সুতরাং দুর্গতির (অধোগতির) ভয় আমার নাই। তুমি আমার অন্তরে অধিষ্ঠিত হইতে পার না।২৫

আমার পুরোহিত বেদাধ্যায়ী, তপস্যাপরায়ণ, জ্ঞানী ও সত্যধর্মজ্ঞ এবং তিনিই সমগ্র রাজ্যের পরিচালক। ২৬

আমি দান, সত্যপালন, ব্রাহ্মণরক্ষা ও গুরুজনদিগের শুশ্রূষা দ্বারা স্বর্গলাভ করিতে ইচ্ছা করি। অতএব আমি রাক্ষসের ভয়ে ভীত নই। ২৭

আমার রাজ্যে বিধবা রমণী ও অধম, ধূর্ত, চৌর, অযাজ্যযাজী এবং পাপাচারী ব্রাহ্মণই নাই। অতএব আমার রাক্ষসের ভয়ও নাই। ২৮

রাক্ষস। যখন আমি ধর্মার্থ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই, তখন আমার গাত্রে শত্রুপক্ষের অস্ত্রে অবিদীর্ণ দুই আঙুল পরিমাণ স্থানও থাকে না। অতএব তুমি আমার অন্তরে আবিষ্ট হইতে পার না। ২৯

আমার রাজ্যবাসিগণ সর্বদাই গো, ব্রাহ্মণ ও যজ্ঞের মঙ্গল কামনা করেন, সুতরাং তুমি আমার অন্তরে অধিষ্ঠিত হইতে পার না। ৩০

রাক্ষস বলিল—রাজ্যমধ্যে নারীগণের ব্যভিচার, রাজার অন্যায় আচরণ এবং ব্রাহ্মণগণের (অযাজ্যযাজনাদি) কর্ম-দোষে প্রজাদের অন্তরে ভয়ের সঞ্চার হয়। ৩১

সেই দেশে অনাবৃষ্টি, মহামারী, দুর্ভিক্ষ এবং সর্বদা দারুণ যুদ্ধ চলিতে থাকে। ৩২

পুনশ্চ, যে দেশের ব্রাহ্মণগণ অত্যন্ত সংযমী, সে দেশে রাক্ষস ও যক্ষ, অসুর ও পিশাচগণ হইতে কোন প্রকার ভয় থাকে না। ৩৩

যে দেশের নারীগণ পতিপরায়ণা, সে দেশে গন্ধর্ব, নাগ, অপ্সরা, সিদ্ধ ও সর্পগণ হিংসা করে না। ৩৪

যে দেশে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ধার্মিক হন, সে দেশে অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ কিংবা অন্য কোন বিপদের ভয় থাকে না। ৩৫

যে দেশের রাজা ধার্মিক হন, সে দেশে কাহারও বিনাশ হয় না এবং সে দেশে বজ্রপাত ও জলপ্লাবনাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ও ঘটে না। ৩৬

হে কেকয়রাজ! যেহেতু আপনি সকল অবস্থাতেই কর্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, সেইহেতু আপনি কুশলে গৃহে গমন করুন। আপনার কল্যাণ হউক। আমিও এখন চলিয়া যাইতেছি। ৩৭

কেকয়পতে! যে সকল নৃপতি গো, ব্রাহ্মণ ও প্রজাবর্গকে রক্ষা করাই আপনার ধর্ম বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের রাক্ষসের ভয় হয় না, পাপের ভয় আর হইবে কেন? ৩৮

যেষাং পুরোগমা বিপ্রা যেষাং ব্রহ্ম পরং বলম্।
সুরক্ষিতাস্তথা বিপ্রাস্তে বৈ স্বর্গজিতো নৃপাঃ ॥৩৯
তস্মাদ্ দ্বিজাতীন্ রক্ষেত তে হি রক্ষন্তি রক্ষিতাঃ।
আশীরেষাং ভবেদ্ রাজন্ রাজ্ঞাং সম্যক্ প্রবর্ত্ততাম্ ॥৪০
তস্মাদ্ রাজা বিশেষেণ বিকর্মস্থা দ্বিজাতয়ঃ।
নিয়ম্যাঃ সংবিভজ্যাশ্চ প্রজানুগ্রহকারণাৎ ॥ ৪১

ব্রাহ্মণ যে সকল রাজার অগ্রগামী হন এবং যে সকল রাজার ব্রাহ্মণই পরম বল আর যাঁহারা ব্রাহ্মণগণকে বিশেষভাবে রক্ষা করেন, সেই সকল নরপতি অবশ্যই স্বর্গে গমন করিয়া থাকেন ॥৩৯

অতএব নৃপতি সর্ব্বপ্রযত্নে ব্রাহ্মণগণকে রক্ষা করিবেন। কারণ, ব্রাহ্মণেরা রক্ষিত হইয়া আর সকলকে রক্ষা করেন। নরনাথ! বিশেষতঃ নৃপকুল যখন উত্তমরূপে ধর্ম্ম-যুদ্ধাদি আপন কর্ত্তব্য কর্ম্মে ব্যাপৃত হন, তখন এই ব্রাহ্মণগণের শুভাশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইতে থাকে ॥ ৪০

এবং যো বর্ত্ততে রাজা পৌরজানপদেষ্বিহ।
অনুভূয়েহ ভদ্রাণি প্রাপ্নোতীন্দ্রসলোকতাম্ ॥ ৪২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্ব্বণি রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বণি কৈকেয়োপাখ্যানে সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৭

অতএব রাজা বিরুদ্ধ কর্ম্মকারী ব্রাহ্মণগণকে বিশেষভাবে সেই বিরুদ্ধ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিবেন এবং প্রজাগণের প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্য উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট ভেদে সেই ব্রাহ্মণগণকে উচ্চ-নীচ ভাবে স্থাপন করিবেন ॥ ৪১

এই জগতে যে রাজা এইভাবে পুরবাসিগণ ও দেশবাসিগণের সহিত ব্যবহারপরায়ণ হন, তিনি ইহলোকে সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ ও সুখভোগ করেন এবং মৃত্যুর পর ইন্দ্রলোকে গমন করেন ॥ ৪২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে কৈকয়পতির উপাখ্যান-বিষয়ক সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[আপৎকালে ব্রাহ্মণো বৈশ্যবৃত্ত্যাপি জীবিতুং শক্নুয়াদিতি নির্দ্দেশঃ, দস্যুভ্যঃ স্বস্যান্যেষাঞ্চ রক্ষণায় সর্ব্বেষাং শস্ত্রগ্রহণেঽধিকারোঽস্তীতি কথনম্, রক্ষকস্য সম্মানার্হত্ববর্ণনঞ্চ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ
ব্যাখ্যাতা রাজধর্ম্মেণ বৃত্তিরাপৎসু ভারত।
কথং স্বিদ্ বৈশ্যধর্ম্মেণ সংজীবেদ্ ব্রাহ্মণো ন বা ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ।
অশক্তঃ ক্ষত্রধর্ম্মেণ বৈশ্যধর্ম্মেণ বর্ত্তয়েৎ।
কৃষিগোরক্ষ্যমাস্থায় ব্যসনে বৃত্তিসংক্ষয়ে ॥ ২

যুধিষ্ঠির উবাচ
কানি পণ্যানি বিক্রীণন্ স্বর্গলোকান্ন হীয়তে।
ব্রাহ্মণো বৈশ্যধর্ম্মেণ বর্ত্তয়ন্ ভরতর্ষভ ॥ ৩

ভীষ্ম উবাচ।
সুরা-লবণমিত্যেব তিলান্ কেশরিণঃ পশূন্।
বৃষভান্ মধু মাংসঞ্চ কৃতান্নঞ্চ যুধিষ্ঠির ॥ ৪
সর্ব্বাস্ববস্থাস্বেতানি ব্রাহ্মণঃ পরিবর্জ্জয়েৎ।
এতেষাং বিক্রয়াৎ তাত ব্রাহ্মণো নরকং ব্রজেৎ ॥ ৫

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়।

[আপৎকালে ব্রাহ্মণ বৈশ্যবৃত্তিদ্বারাও জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন—ইহা নির্দ্দেশ, দস্যুগণের নিকট হইতে নিজেকে ও অন্য সকলকে রক্ষা করিবার জন্য অস্ত্রগ্রহণে সকলেরই অধিকার আছে—ইহা কথন এবং রক্ষকের সম্মানযোগ্যত্ববর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন "হে ভরতকুলজাত পিতামহ! অস্ত্র-ধারণাদি রাজধর্ম্ম আপৎকালে ব্রাহ্মণের অবলম্বন হইতে পারে ইহা আপনি বলিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ অস্ত্রধারণাদি রাজধর্ম্ম দ্বারাও জীবিকানির্ব্বাহ করিতে না পারিলে, কোনরূপ বৈশ্য ধর্ম্ম দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পারেন কি না?" ১

ভীষ্ম বলিলেন—"বীর যাজনাদি বৃত্তির দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ অসম্ভব হওয়ায় বিপদ্ উপস্থিত হইলে, অস্ত্র ধারণাদি ক্ষত্র ধর্ম্ম দ্বারাও জীবিকানির্ব্বাহ করিতে না পারিলে, ব্রাহ্মণ কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য অবলম্বন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পারেন। ২

যুধিষ্ঠির বলিলেন—হে ভরতসত্তম! ব্রাহ্মণ বৈশ্য-ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক জীবিকানির্ব্বাহ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া কোন্ কোন্ পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিতে থাকিয়া স্বর্গচ্যুত হয় না? ৩

ভীষ্ম বলিলেন—"যুধিষ্ঠির! ব্রাহ্মণ সকল অবস্থাতেই মদ্য, লবণ, তিল, কেশরযুক্ত পশু, বৃষ, মধু, মাংস ও পাক করা খাদ্য বিক্রয় করিবেন না। কারণ বৎস! এই সকল দ্রব্য বিক্রয় করিলে ব্রাহ্মণ নিরয়গামী হন। ৪-৫

অজোঽগ্নির্বরুণো মেষঃ সূর্য্যোঽশ্বঃ পৃথিবী বিরাট্
ধেনুর্যজ্ঞশ্চ সোমশ্চ ন বিক্রেয়াঃ কথঞ্চন ॥ ৬
পক্বেনাময়স্য নিময়ং ন প্রশংসন্তি মাধবঃ
নিময়েৎ পক্বমামেন ভোজনার্থায় ভারত ॥ ৭
বয়ং সিদ্ধমশিষ্যামো ভবান্ সাধয়তামিদম্
এবং সংবীক্ষ্য সময়ং নাধর্মোঽস্তি কথঞ্চন ॥ ৮
অত্র তে বর্তয়িষ্যামি যথা ধর্মঃ সনাতনঃ।
ব্যবহারপ্রবৃত্তানাং তন্নিবোধ যুধিষ্ঠির ॥ ৯
ভবতেঽহং দদানীদং ভবানেতৎ প্রযচ্ছতু।
রুচিতো বর্ততে ধর্মো ন বলাৎ সম্প্রবর্ততে ॥১০
ইত্যেবং সম্প্রবর্তন্তে ব্যবহারাঃ পুরাতনাঃ
ঋষীণামিতরেষাঞ্চ সাধু চৈতদসংশয়ম্ ॥ ১১

যুধিষ্ঠির উবাচ।

অথ তাত যদা সর্বাঃ শস্ত্রমাদদতে প্রজাঃ।
ব্যুৎক্রমন্তে স্বধর্মেভ্যঃ ক্ষত্রস্য ক্ষীয়তে বলম্ ॥ ১২
তদা ত্রাতা তু কো নু স্যাৎ কো ধর্ম্মঃ কিং পরায়ণম্
এতন্মে সংশয়ং ব্রূহি বিস্তরেণ পিতামহ ॥ ১৩

ভীষ্ম উবাচ।

দানেন তপসা যজ্ঞৈরদ্রোহেণ দমেন চ।
ব্রাহ্মণপ্রমুখা বর্ণাঃ ক্ষেমমিচ্ছেয়ুরাত্মনঃ ॥ ১৪
তেষাং যে বেদবলিনস্তেঽভ্যুত্থায় সমন্ততঃ।
রাজ্ঞো বলং বর্ধয়েয়ুর্মহেন্দ্রস্যেব দেবতাঃ ॥ ১৫
রাজ্ঞোঽপি ক্ষীয়মাণস্য ব্রহ্মৈবাহুঃ পরায়ণম্।
তস্মাদ্ ব্রহ্মবলেনৈব সমুত্থেয়ঃ বিজানতা ॥ ১৬
যদা তু বিজয়ী রাজা ক্ষেমং রাষ্ট্রেঽভিসন্দধেৎ।
তদা বর্ণা যথাধর্মং নিবিশেয়ুঃ কথঞ্চন ॥ ১৭

ছাগ অগ্নিস্বরূপ, মেষ বরুণস্বরূপ, অশ্ব ভাস্কর-সদৃশ, ভূমি বিরাট্ পুরুষস্বরূপ এবং গো যজ্ঞ ও চন্দ্রস্বরূপ। অতএব ব্রাহ্মণের এই সকল বস্তু কখনও কোন প্রকারেই বিক্রয় করা উচিত নহে। ৬

হে ভরতনন্দন! পক্বান্ন প্রদান করিয়া তৎপরিবর্ত্তে আমান্ন গ্রহণ সাধুদের মতে প্রশংসনীয় নহে, কিন্তু কেবল উদর পূর্ত্তির জন্য আমান্ন প্রদান করিয়া তৎপরিবর্ত্তে পক্বান্ন গ্রহণ করিতে পারে। ৭

তবে আমি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি, আমি আপনার এই সিদ্ধান্ন ভোজন করি; আর আপনি তত ক্ষুধার্ত্ত নহেন বলিয়া আমার এই আমান্ন লইয়া পাক করিয়া ভোজন করুন—এইরূপ নিয়ম করিলে সে স্থলে পক্বান্ন দ্বারা আমান্নের বিনিময় হইলেও কোন প্রকার অধর্ম্ম হয় না। ৮

হে যুধিষ্ঠির! বিনিময়ে প্রবৃত্ত জনগণের মধ্যে যে সনাতন ধর্ম্ম আবহমানকাল আচরিত হইতেছে, তাহা আমি এক্ষণে তোমার নিকট বিবৃত করিব, শ্রবণ কর। ৯

'আমি আমার এই বস্তু আপনাকে দান করিতেছি আপনার ঐ দ্রব্যটি আপনি আমায় প্রদান করুন'—এইরূপ বচন প্রয়োগ করিয়া দাতা ও গ্রহীতার উভয়ের অভিপ্রায় অনুসারেই যে বিনিময় সংঘটিত হয়, তাহা ধর্ম্মসম্মত; পরন্তু বলপ্রয়োগ দ্বারা যে বিনিময় নিষ্পন্ন হয়, তাহা ধর্ম্মানুমোদিত নহে। ১০

প্রাচীনকাল হইতেই ঋষিগণ ও অন্যান্য সকলের মধ্যে এইরূপ ব্যবহারই প্রচলিত হইয়া আসিতেছে এবং এইরূপ (ধর্ম্মানুমোদিত) ব্যবহারই যে উত্তম, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ১১

যুধিষ্ঠির বলিলেন—"হে পিতামহ! যখন (অধিকারী নির্ব্বিশেষে) সমস্ত প্রজাই অস্ত্রধারণ করে এবং নিজ নিজ স্বধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হয়, তখন ক্ষত্রিয়ের বল ক্ষীণ হইয়া থাকে। ১২

এমত সময়ে কে রক্ষা করিবেন, ধর্ম্মের গতিই বা কি প্রকার হইবে এবং কেই বা প্রধান আশ্রয় হইবেন? পিতামহ! আপনি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়া আমার এই সংশয়ের নিরসন করুন। ১৩

ভীষ্ম বলিলেন—তখন ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণসকল কাহারও দ্রোহাচরণ না করিয়া তপস্যা, যজ্ঞ ও ইন্দ্রিয়দমন দ্বারা স্ব স্ব কল্যাণ কামনা করিবেন। ১৪

ক্রমে তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা বেদ-বলে বলীয়ান্ হইবেন তাঁহারা সকল দিক্ হইতে উদ্‌যোগী হইয়া, দেবগণ যেরূপ শচীপতি ইন্দ্রের বল বৃদ্ধি করিয়া থাকেন, সেইরূপ রাজার বল বৃদ্ধি করিবেন। ১৫

উক্ত প্রকারে রাজা ক্ষীণবল হইয়া পড়িলে ব্রাহ্মণই রাজার প্রধান অবলম্বন হইবেন। অতএব রাজা ব্রহ্মশক্তির মহিমা জানিয়া ব্রাহ্মণের বল অবলম্বন করিয়াই সেই বিদ্রোহ দমন করিবেন। ১৬

রাজা বিদ্রোহীদিগকে দমন করিয়া রাজ্যমধ্যে মঙ্গল বিধান

উন্মর্য্যাদে প্রবৃত্তে তু দস্যুভিঃ সঙ্করে কৃতে।
সর্বে বর্ণা ন দুষ্যেয়ুঃ শত্রবস্তো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ১৮

যুধিষ্ঠির উবাচ

অথ চেৎ সর্বতঃ ক্ষত্রং প্রদুষ্যেদ্ ব্রাহ্মণং প্রতি।
কস্তস্য ব্রাহ্মণাংস্ত্রাতা কো ধর্মঃ কিং পরায়ণম্ ॥ ১৯

ভীষ্ম উবাচ।

তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শস্ত্রেণ চ বলেন চ।
অমায়য়া মায়য়া চ নিয়ন্তব্যং তদা ভবেৎ ॥ ২০
ক্ষত্রিয়স্যাভিবৃত্তস্য ব্রাহ্মণেষু বিশেষতঃ।
ব্রহ্মৈব সংনিয়ন্তৃ স্যাৎ ক্ষত্রং হি ব্রহ্মসম্ভবম্ ॥ ২১
অন্তোঽগ্নির্ব্রহ্মতঃ ক্ষত্রমশ্মনো লোহমুত্থিতম্।
তেষাং সর্বত্রগং তেজঃ স্ব-স্ব-যোনিষু শাম্যতি ॥ ২২
যদা ছিনত্ত্যয়োঽশ্মানমগ্নিশ্চাপোঽভিগচ্ছতি।
ক্ষত্রং বা ব্রাহ্মণং দ্বেষ্টি তদা শাম্যন্তি তে ত্রয়ঃ ॥ ২৩
তস্মাদ্ ব্রহ্মণি শাম্যন্তি ক্ষত্রিয়াণাং যুধিষ্ঠির।
সমুদীর্ণাস্তজেয়ানি তেজাংসি চ বলানি চ ॥ ২৪
ব্রহ্মবীর্য্যে মৃদৌ ভূতে ক্ষত্রবীর্য্যে চ দুর্বলে
দুষ্টেষু সর্ববর্ণেষু ব্রাহ্মণান্ প্রতি ভারত ॥ ২৫
যে তত্র যুদ্ধং কুর্বন্তি ত্যক্ত্বা জীবিতমাত্মনঃ
ব্রাহ্মণান্ পরিরক্ষন্তো ধর্মমাত্মানমেব চ ॥ ২৬
মনস্বিনো মনুষ্যস্তঃ পুণ্যশ্লোকা ভবন্তি তে।
ব্রাহ্মণার্থং হি সর্বেষাং শস্ত্রগ্রহণমিষ্যতে ॥ ২৭
অতিস্বিষ্টমতীতানাং লোকানতিতপস্বিনাম্।
অনাশকাদ্যাহিতানাং শূরা যান্তি পরাং গতিম্ ॥ ২৮
ব্রাহ্মণত্রিষু বর্ণেষু শস্ত্রং গুরুষু দুষ্যতি।
এষ এবাত্মনস্ত্যাগো নান্যং ধর্মং বিদুর্জনাঃ ॥ ২৯

করিতে আরম্ভ করিলে সেই বিদ্রোহী বৈশ্য প্রভৃতি বর্ণের জনগণ ধর্মসম্মত স্ব স্ব কর্মে অভিনিবিষ্ট হইবেন।

কিন্তু যুধিষ্ঠির! যখন দস্যুরা আসিয়া বলপূর্বক বিশৃঙ্খলা উৎপাদন করে, প্রজাকুলের মধ্যে বর্ণসঙ্করতা দোষ সৃষ্টি করে এবং ফলে লোকসকল মর্য্যাদাহীন হইয়া উঠে, তখন সমস্ত বর্ণ এই অত্যাচারের প্রতিকারের নিমিত্ত অস্ত্রধারণ করিয়াও দোষী হয় না। ১৮

যুধিষ্ঠির বলিলেন—'যদি ক্ষত্রিয়েরাই সর্ব্বতোভাবে ব্রাহ্মণের প্রতি দ্রোহাচরণ করে, তবে সে ক্ষেত্রে, হে পিতামহ! কে ব্রাহ্মণগণের রক্ষক হইবেন, ধর্ম্মের গতিই বা কিরূপ হইবে এবং কে প্রধান অবলম্বন হইবেন? ১৯

ভীষ্ম কহিলেন "তৎকালে ব্রাহ্মণই তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য অস্ত্র ও দৈহিক শক্তি দ্বারা সরলভাবে অথবা কূটকৌশলে ক্ষত্রিয়গণকে স্বধর্মে নিয়মিত করিবেন। ২০

যখন ক্ষত্রিয় প্রজাকুলের উপর বিশেষভাবে ব্রাহ্মণগণের উপর অত্যাচার করিতে থাকে, সেই ভূদেবমণ্ডলীর মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতে থাকে, তখন ব্রাহ্মণই সেই দুষ্ট ক্ষত্রিয়ের নিয়ামক হইবেন, কারণ, ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ হইতেই সমুদ্ভূত হইয়াছেন। ২১

অগ্নি জল হইতে, ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ হইতে এবং লৌহ পাষাণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। অতএব সেই অগ্নি প্রভৃতির তেজ ও প্রভাব সর্ব্বত্রই আপনার কার্য্য করে, কিন্তু আপনার উৎপত্তির মূল কারণ জল প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাহাদের সেই তেজ ও প্রভাব লয়প্রাপ্ত হইয়া যায়, শান্ত হইয়া যায়। ২২

যখন লৌহময় অস্ত্র প্রস্তর ছেদন করিতে আরম্ভ করে, অগ্নি জলের অভিমুখে গমন করে এবং ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণকে বিদ্বেষ করে, তখনই সেই তিনটী পদার্থ লয় প্রাপ্ত হয়। ২৩

সুতরাং হে তাত যুধিষ্ঠির! ক্ষত্রিয়গণের তেজ ও বল প্রচণ্ড এবং অস্ত্রের অজেয় হইলেও ব্রাহ্মণের নিকটই তাহা শান্ত হইয়া যায়, নিবৃত্ত হয়। ২৪

হে ভরতনন্দন! ব্রাহ্মণের শক্তি মন্দীভূত হইয়া পড়িলে ও ক্ষত্রিয়ের শক্তি হ্রাস পাইলে, বৈশ্য আদি সকল বর্ণ ব্রাহ্মণগণের প্রতি সর্ব্ব প্রকারে দুর্ব্যবহার করিতে থাকিলে যে সকল মনস্বী ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রাহ্মণ, ধর্ম্ম ও আপনাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য নিজেদের জীবন পর্য্যন্ত উপেক্ষা করিয়া সে সময়ে সেই (বিদ্রোহী দুষ্ট) বৈশ্য প্রভৃতির সহিত যুদ্ধ করেন, তাঁহারা পুণ্য শ্লোক হইয়া থাকেন। কারণ, ব্রাহ্মণ রক্ষার জন্য সকলেরই অস্ত্র গ্রহণ করা উচিত—ইহাই স্থিরচিত্ত ব্যক্তিগণের অভিমত। ২৫-২৭

বহু যজ্ঞকারী, বহু বেদাধ্যয়নশীল, সুকঠোর তপস্যা-পরায়ণ নিত্য উপবাসী ও সাগ্নিকগণের যে সকল স্বর্গলাভ হইয়া থাকে, এই সব বীর মহাত্মাগণ সেই সকল স্বর্গ (ঊর্দ্ধলোক) ও নির্ব্বাণ লাভ করিয়া থাকেন। ২৮

(ঐ অবস্থায়) ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই ত্রিবর্ণের রক্ষার জন্য ব্রাহ্মণ অস্ত্র গ্রহণ করিয়াও দোষভাগী হন না। এই প্রকার ধর্ম্মযুদ্ধে স্বীয় কলেবর পরিত্যাগই পরম ধর্ম্ম, ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম তৎকালে আর নাই—ইহাই বিদ্বান্ পুরুষগণের মত। ২৯

তেভ্যো নমশ্চ ভদ্রঞ্চ যে শরীরাণি জুহ্বতি।
ব্রহ্মর্ষিযো জিঘাংসন্তস্তেষাং নোঽস্তু সলোকতা।
ব্রহ্মলোকজিতঃ স্বর্গান্ বীরাংস্তান্ মনুরব্রবীৎ ॥ ৩০
যথাশ্বমেধাবভৃথে স্নাতাঃ পূতা ভবন্ত্যত
দুষ্কৃতস্য প্রণাশেন তথা শস্ত্রহতা রণে ॥ ৩১
ভবত্যধর্মো ধর্মো হি ধর্মাধর্মাবুভাবপি।
কারণাদ্ দেশকালস্য দেশকালঃ স তাদৃশঃ ॥ ৩২
মৈত্রাঃ ক্রূরাণি কুর্বন্তো জয়ন্তি স্বর্গমুত্তমম্
ধর্ম্যাঃ পাপানি কুর্বাণা গচ্ছন্তি পরমাং গতিম্ ॥ ৩৩
ব্রাহ্মণশ্চিষু কালেষু শস্ত্রং গৃহ্ণন্ন দুষ্যতি।
আত্মত্রাণে বর্ণদোষে দুর্দম্যনিয়মেষু চ ॥ ৩৪

যুধিষ্ঠির উবাচ

অভ্যুত্থিতে দস্যুবলে ক্ষত্রার্থে বর্ণসঙ্করে।
সম্প্রমূঢ়েষু বর্ণেষু যদন্যোঽভিভবেদ্ বলী ॥ ৩৫
ব্রাহ্মণো যদি বা বৈশ্যঃ শূদ্রো বা রাজসত্তম।
দস্যুভ্যোঽথ প্রজা রক্ষেদ্ দণ্ডং ধর্মেণ ধারয়ন্ ॥ ৩৬
কার্য্যং কুর্য্যান্ন বা কুর্য্যাৎ স বার্য্যো বা ভবেন্ন বা।
তস্মাচ্ছাস্ত্রং গ্রহীতব্যমন্যত্র ক্ষত্রবন্ধুতঃ ॥ ৩৭

ভীষ্ম উবাচ।

অপারে যো ভবেৎ পারমগ্নবে যঃ প্লবো ভবেৎ।
শূদ্রো বা যদি বাপ্যন্যঃ সর্বথা মানমর্হতি ॥ ৩৮
যমাশ্রিত্য নরা রাজন্ বর্তয়েয়ুর্যথাসুখম্।
অনাথাস্তপ্যমানাশ্চ দস্যুভিঃ পরিপীড়িতাঃ ॥ ৩৯
তমেব পূজয়েয়ুস্তে প্রীত্যা স্বমিব বান্ধবম্।
মহদভীষ্টং কৌরব্য কর্তা সম্মানমর্হতি ॥ ৪০

ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—"যে সকল মহাত্মা বেদজ্ঞেষী বা ব্রাহ্মণদ্বেষী লোকদিগকে বিনাশের জন্য স্বীয় তনুগুলিকে সমরানলে আহুতি দেন, আমি তাঁহাদিগকে নমস্কার করি, তাঁহাদের কল্যাণ কামনা করি, তাঁহারা আমাদের সমান লোকে বাস করুন, ইহা কামনা করি। বিশেষতঃ তাঁহারাই স্বর্গলোকসকল ও ব্রহ্মলোকের অধিকারী হন ইহা মনে করি।" ৩০

অশ্বমেধ যজ্ঞাবসানে অবভৃথ স্নান (বিশেষ যজ্ঞীয় স্নান) করিয়া পার্থিবগণ যেরূপ নিষ্পাপ ও পবিত্র হন; দুষ্কৃতকারী, পাপিষ্ঠগণের বিনাশের জন্য যুদ্ধে শস্ত্রহত হইয়া প্রাণত্যাগেও মানব তদ্রূপ পবিত্র হইয়া থাকেন। ৩১

দেশ ও কালের পরিস্থিতি অনুসারে অধর্মও ধর্ম হয়, আবার ধর্মও অধর্মরূপে পরিগণিত হয়। উভয় প্রকারই হয়। কারণ, সেই দেশ ও কালের গুণেই সেইরূপ হইয়া থাকে। ৩২

সমস্ত জীবকুলের প্রতি মৈত্রী-ভাবাপন্ন সাধু ব্যক্তি পরের রক্ষা ও উপকারের জন্য আপাতঃ নিষ্ঠুর কার্য করিয়াও উত্তম স্বর্গের অধিকারী হন এবং ধর্মনিষ্ঠ মানবকুল অপরের হিতার্থে, রক্ষণার্থে (হিংসা আদি) পাপ কার্য করিয়াও পরম গতি লাভ করেন। ৩৩

স্বীয় প্রাণরক্ষা, কোনও বর্ণের মধ্যে আগন্তুক কোনও বিরুদ্ধ কর্মদোষ নিবারণের জন্য এবং দুর্দমনীয় দস্যু তস্কর আদি শাসন করার জন্য—এই তিন সময়ে ব্রাহ্মণের অস্ত্রধারণ দোষাবহ নহে। ৩৪

যুধিষ্ঠির বলিলেন—"হে নৃপসত্তম পিতামহ! দস্যুসৈন্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া আক্রমণের জন্য উদ্যোগী হইয়াছে, ক্ষত্রিয়গণ উৎপথগামী হইয়া পড়িয়াছেন, ব্যভিচারহেতু সমাজে বর্ণসঙ্করের উদ্ভব হইতেছে, সকল বর্ণই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছেন—এমত বিষম অবস্থায় যদি ক্ষত্রিয় ভিন্ন অপর কোন (ব্রাহ্মণ, বৈশ্য বা শূদ্র) বলবান্ ব্যক্তি সেই প্রতিকূল অবস্থা নিচয়ের প্রতিকার করিতে সক্ষম হন এবং ধর্মরক্ষার নিমিত্তই ধর্মানুসারে দণ্ডধারণ করিয়া সেই দস্যুগণ হইতে প্রজাকুলকে রক্ষা করেন, তবে সেই ক্ষত্রিয়-ভিন্ন জাতীয় পুরুষপ্রবর রাজার ন্যায় রাজ্যশাসন করিতে পারেন কি না? সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ এই কার্য (ক্ষত্রিয় নৃপতির ন্যায় রাজ্য শাসন) হইতে নিবারণ করা উচিত কিনা? আমার তো মনে হয় ক্ষত্রিয় ভিন্ন অপর বর্ণের জনসঙ্ঘেরও এই সঙ্কটকালে শস্ত্রধারণ করা কর্তব্য।" ৩৫-৩৭

ভীষ্ম বলিলেন—"যে শূদ্র কিংবা অপর যে কোন বর্ণ অপার বিপৎসাগরে পারস্বরূপ হন, তরণীবিহীন আপৎসমুদ্রে ভেলাস্বরূপ হইয়া থাকেন, তিনি সর্বপ্রকারে রাজা সম্মান পাইবার যোগ্য। ৩৮

হে কুরুকুলজাত নৃপসত্তম! অনাথ, দস্যু প্রপীড়িত, বিবিধ তাপে জর্জরিত, ক্লিষ্ট মানবকুল যে পুরুষোত্তমকে আশ্রয় করিয়া যথাসুখে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে থাকেন, তাঁহাকেই তাঁহারা আপন বান্ধবের ন্যায় প্রীতিসহকারে পূজা করিবে। প্রজাকুলের সেই সুমহান্ অভীষ্ট পূরণকারী নরশ্রেষ্ঠই রাজসম্মান লাভের যোগ্য। ৩৯-৪০

কিমুক্ষাবহতা কৃত্যঃ কিং ধেন্বা বাপ্যহুরুয়া।
বন্ধ্যায়া ভার্য্যায়া কোঽর্থঃ কোঽর্থো রাজ্ঞাপারক্ষতা॥৪১
যথা দারুময়ো হস্তী যথা চর্মময়ো মৃগঃ
যথা হ্যদক্ষঃ পুরুষঃ পথি ক্ষেত্রং যথোষরম্ ॥ ৪২
এবং বিপ্রোঽনধীয়ানো রাজা যশ্চ ন রক্ষিতা।
মেঘো ন বর্ষতে যশ্চ সর্ব এব নিরর্থকাঃ ॥৪৩

নিত্যং যস্তু সতো রক্ষেদসতশ্চ নিবর্তয়েৎ।
স এব রাজা কর্তব্যস্তেন সর্বমিদং ধৃতম্ ॥ ৪৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি
অষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৮

ভারবহনে অক্ষম বৃষ অন্য কোন্ কার্য্যসাধন করিতে পারে? যে গাভী দুগ্ধ প্রদান করে না, তাহা দ্বারা আর কোন্ প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে? যে ভার্য্যা বন্ধ্যা, তাহা দ্বারাই বা কোন্ অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে? এইরূপে যে রাজা রক্ষা করিতে পারেন না, সেই অক্ষম নৃপতিরই বা কি প্রয়োজন? ৪১

হে পৃথাপুত্র! যেরূপ কাষ্ঠনির্মিত হস্তী, চর্ম্মময় মৃগ, কার্য্যে অদক্ষ পুরুষ, উষর ক্ষেত্র, নপুংসক মানব, বর্ষণবিমুখ মেঘমালা ব্যর্থ, নিষ্ফল তাহাদের আবির্ভাব, তদ্রূপ বেদ-অধ্যয়নবিমুখ ব্রাহ্মণ ও রক্ষণকার্য্যে অসমর্থ নৃপতি সর্ব্বতোভাবে নিরর্থক, কোনও প্রয়োজনই তাঁহাদের দ্বারা সাধিত হয় না। ৪২-৪৩

যিনি সর্ব্বদা সজ্জনদিগকে রক্ষা করিতে এবং অসৎ দুষ্ট জনগণকে দণ্ড দানাদি দ্বারা অসৎ কর্ম্ম সম্পাদন হইতে নিরস্ত করিতে সমর্থ, তিনিই রাজপদে বৃত হইবার যোগ্য; কারণ, তাঁহা-দ্বারাই এই সমুদয় জগৎ সুরক্ষিত হইয়া থাকে, সনাতন ধর্ম্মমার্গ প্রতিষ্ঠিত থাকে। ৪৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ঋত্বিজাং লক্ষণস্য, যজ্ঞ-দক্ষিণয়োর্মহত্ত্বস্য, তপসঃ শ্রেষ্ঠতায়াশ্চ বর্ণনম্।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কস্মুখাঃ কথংশীলা ঋত্বিজঃ স্যুঃ পিতামহ।
কথংবিধাশ্চ রাজেন্দ্র তদ্ ব্রূহি বদতাং বর ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ।

প্রতিকর্মপরাচার ঋত্বিজাং শ্ম বিধীয়তে।
ছন্দঃ সামাদি বিজ্ঞায় দ্বিজানাং শ্রুতমেব চ ॥ ১

যে দ্বেষ্করুভয়ো নিত্যং ধীরাশ্চ প্রিয়বাদিনঃ।
পরস্পরস্য সুহৃদঃ সমস্তাৎ সমদর্শিনঃ ॥ ৩
আনৃশংস্যং সত্যবাক্যমকুসীদমথার্জবম্।
অদ্রোহোঽনভিমানশ্চ হ্রীস্তিতিক্ষা দমঃ শমঃ ॥৪
ধীমান্ সত্যধৃতির্দান্তো ভূতানামবিহিংসকঃ
অকাম-দ্বেষসংযুক্তস্তিভিঃ শুক্লৈঃ সমন্বিতঃ ॥ ৫

একোনাশীতিতম অধ্যায়।

[পুরোহিতের লক্ষণ, যজ্ঞ ও দক্ষিণার মহত্ত্ব এবং তপস্যার শ্রেষ্ঠতার বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন "হে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ বাগ্মিপ্রধান পিতামহ! পুরোহিতগণ কি নিমিত্ত উৎপন্ন হইয়াছেন, তাঁহাদের স্বভাবই বা কিরূপ হওয়া উচিত, ইঁহারা কোন্ কোন্ প্রকারেরই বা হইয়া থাকেন,—তাহা আপনি বলুন"। ১

ভীষ্ম বলিলেন—"যে সকল ব্রাহ্মণ ছন্দঃ শাস্ত্র, সামাদি তিনটী বেদ ও মীমাংসাদি ঋষি-প্রণীত শাস্ত্রসকলের জ্ঞানলাভ করিয়াছেন তাঁহারাই পুরোহিতপদে বৃত হইবার যোগ্য। যজমানের শান্তিকর্ম্ম ও পুষ্টিকর্ম্ম প্রভৃতি অনুষ্ঠান করাই তাঁহাদের পক্ষে বিহিত হইয়াছে। ২

আর যাঁহারা সর্ব্বদা একমাত্র যজমানের হিতসাধনে তৎপর থাকেন, ধীর, প্রিয়ভাষী, পরস্পরের সুহৃদ্ ও সর্ব্বত্র সমদর্শী হন তাঁহারা পুরোহিত হইবার যোগ্য। ৩

কোমলতা, সত্যভাষণ, অনুত্তমর্ণতা (ঋণগ্রহণ না করা), সরলতা, দ্রোহশূন্যতা, অভিমানশূন্যতা, লজ্জা, সহিষ্ণুতা এবং বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয়দমন—এইগুলি তাঁহাদের স্বভাব। ৪

পুরোহিতগণ বুদ্ধিমান্, সত্য-ধারণক্ষম, যথার্থ ধৈর্য্যশালী, ইন্দ্রিয়জয়ী, প্রাণিকুলের প্রতি হিংসা-বিরহিত, কাম ও দ্বেষশূন্য এবং বিশুদ্ধ ব্যবহার ও বিশুদ্ধ পিতৃ-মাতৃবংশসমন্বিত হইবেন। ৫

অহিংসকো জ্ঞানতৃপ্তঃ স ব্রহ্মাসনমর্হতি
এতে মহর্ত্বিজস্তাত সর্বে মান্যা যথার্হতঃ ॥ ৬

যুধিষ্ঠির উবাচ।

যদিদং বেদবচনং দক্ষিণাসু বিধীয়তে।
ইদং দেয়মিদং দেয়ং ন ক্বচিদ্ ব্যবতিষ্ঠতে ॥ ৭
নেদং প্রতিধনং শাস্ত্রমাপদ্ধর্মানুশাস্ত্রতঃ।
আজ্ঞা শাস্ত্রস্য ঘোরেয়ং ন শক্তিং সমবেক্ষতে ॥ ৮
শ্রদ্ধাবতা চ যষ্টব্যমিত্যেষা বৈদিকী শ্রুতিঃ।
মিথ্যোপেতস্য যজ্ঞস্য কিমু শ্রদ্ধা করিষ্যতি ॥ ৯

ভীষ্ম উবাচ।

ন বেদানাং পরিভবান্ন শাঠ্যেন ন মায়য়া।
কশ্চিন্মহদবাপ্নোতি মা তেঽভূদ্ বুদ্ধিরীদৃশী ॥ ১০
যজ্ঞাঙ্গং দক্ষিণা তাত বেদানাং পরিবৃংহণম্।
ন যজ্ঞা দক্ষিণাহীনাস্তারয়ন্তি কথঞ্চন ॥ ১১
শক্তিস্তু পূর্ণপাত্রেণ সম্মিতা ন সমা ভবেৎ।
অবশ্যং তাত যষ্টব্যং ত্রিভির্বর্ণৈর্যথাবিধি ॥ ১২
সোমো রাজা ব্রাহ্মণানামিত্যেষা বৈদিকী স্থিতিঃ।
তঞ্চ বিক্রেতুমিচ্ছন্তি ন বৃথা বৃত্তিরিষ্যতে ॥ ১৩
তেন ক্রীতেন যজ্ঞেন ততো যজ্ঞঃ প্রতায়তে।
ইত্যেবং ধর্মতো ধ্যাতমৃষিভির্ধর্মচারিভিঃ ॥ ১৪
পুমান্ যজ্ঞশ্চ সোমশ্চ ন্যায়বৃত্তো যদা ভবেৎ।
অন্যায়বৃত্তঃ পুরুষো ন পরস্য ন চাত্মনঃ ॥ ১৫
শারীরং বৃত্তমাস্থায় ইত্যেষা শ্রূয়তে শ্রুতিঃ
নাতিসম্যক্ প্রণীতানি ব্রাহ্মণানাং মহাত্মনাম্ ॥ ১৬
তপো যজ্ঞাদপি শ্রেষ্ঠমিত্যেষা পরমা শ্রুতিঃ
তৎ তে তপঃ প্রবক্ষ্যামি বিদ্বংস্তদপি মে শৃণু ॥ ১৭

বৎস! যিনি কাহারও হিংসা করেন না এবং আত্মসম্বন্ধীয় জ্ঞানেই তৃপ্তিলাভ করেন, তিনিই ব্রহ্মার আসন পাইবার যোগ্য। আর এই মহান্ পুরোহিতগণের সকলেই যোগ্যতাহেতু মাননীয়॥ ৬

যুধিষ্ঠির বলিলেন—"যজ্ঞসম্বন্ধীয় দক্ষিণার বিষয়ে "ইহা দান করা উচিত" "ইহা দান করা কর্তব্য"—এই যে বেদবাক্য জানিতে পারা যায় এই বেদ বিধান, কিন্তু কোন সীমিত নির্দিষ্ট বস্তুকে অবলম্বন করিয়া অবস্থিত নহে॥ ৭

দক্ষিণার্থ দেয় ধনবিষয়ে এই শাস্ত্রবচন কিন্তু আপৎকালের শাস্ত্রানুযায়ী নহে শাস্ত্রের এই আজ্ঞা ভয়ঙ্কর; কারণ ইহা যজমানের সামর্থ্যের অপেক্ষা করে না॥ ৮

"শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তি যজ্ঞ করিবে" এই শাস্ত্রীয় বাক্য শ্রুত হইয়া থাকে। কিন্তু শ্রদ্ধাবান্ দরিদ্র ব্যক্তির উচিত দক্ষিণা দিতে অক্ষম হওয়া, অতএব ঈদৃশ মিথ্যা ভাব বিষয়ে শ্রদ্ধা কিরূপে কার্যকারী হইবে?॥ ৯

ভীষ্ম বলিলেন—যুধিষ্ঠির! বেদের অপবাদ, ক্রূরতা অথবা কৌশল প্রয়োগ করিয়া কেহই যজ্ঞের পূর্ণ ফললাভ করিতে পারে না। অতএব তোমার যেন এরূপ বুদ্ধি হয় না॥ ১০

বৎস! দক্ষিণা যজ্ঞের অঙ্গ এবং তাহা বেদোক্ত যজ্ঞসমূহের পূর্ণতা দান করে। অতএব দক্ষিণাবিহীন যজ্ঞ পাপ হইতে মুক্ত করে না॥ ১১

বৎস! দরিদ্রের যে কতটুকু দক্ষিণা দিবার সামর্থ্য আছে তাহা কেবল পূর্ণপাত্রদান দ্বারাই বুঝা যায়, অতএব দরিদ্রের সেই শক্তি দ্বারা পত্র দক্ষিণাদানে সক্ষম ধনীর সামর্থ্যের সমতুল্য হইতে পারে না, তথাপি ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই তিন বর্ণের যথাবিধি যজ্ঞানুষ্ঠান অবশ্যই কর্তব্য॥ ১২

এইরূপ বেদোক্ত আছে যে, সোম ব্রাহ্মণগণের অধিপতি ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞোপযোগী অর্থসংগ্রহের জন্য সেই সোমরস বিক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন; কিন্তু তাঁহারা বৃথা (যজ্ঞাদি নিমিত্ত ব্যতীত) বিক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন না॥ ১৩

সেই সোমরস বিক্রয় লব্ধ অর্থ দ্বারা যজ্ঞের উপকরণসকল ক্রয় করা হয়, তাহার পর সেই সকল উপকরণ দ্বারা ব্যাপকভাবে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, ধর্মপরায়ণ ঋষিগণ ধর্মানুযায়ী সেইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন॥ ১৪

যজ্ঞকর্তা পুরুষ, যজ্ঞ ও সোমরস—এই তিনটিই যখন ন্যায় সম্পন্ন হইবে, তখনই যজ্ঞ যথার্থরূপে সম্পন্ন হইবে। আর পুরুষ যখন অন্যায়পরায়ণ হয়, তখন সে অপরের উপকারক হইতে পারে না, নিজেও উপকৃত হয় না॥ ১৫

এইরূপ শ্রুতিবাক্য শুনা যায় যে, যে সকল মহাত্মা ব্রাহ্মণ কেবল শরীরের পরিশ্রম অবলম্বন করিয়া যথার্থভাবে যজ্ঞাদি সম্পাদন করেন, তাহার মধ্যেও হিংসা প্রভৃতি থাকে বলিয়া তাহাও বিশেষ ফলদায়ক হয় না॥ ১৬

জ্ঞানবান্ যুধিষ্ঠির! এরূপ পরম বেদবাক্য শুনা যায় যে, যজ্ঞ অপেক্ষাও তপস্যা শ্রেষ্ঠ। আমি তোমার নিকট সেই তপস্যার বিষয় বলিতেছি, তুমি তাহাও আমার নিকট শ্রবণ কর॥ ১৭

অহিংসা সত্যবচনমানৃশংস্যং দমো ঘৃণা।
এতৎ তপো বিদুর্ধীরা ন শরীরস্য শোষণম্ ॥১৮
অপ্রামাণ্যঞ্চ বেদানাং শাস্ত্রাণাং চাতিলঙ্ঘনম্।
অব্যবস্থা চ সর্বত্র তদ্ বৈ নাশনমাত্মনঃ ॥১৯
নিবোধ দেবহোত্রাণাং বিধানং পার্থ যাদৃশম্।
চিত্তিঃ স্রুক্ চিত্তমাজ্যঞ্চ পবিত্রং জ্ঞানমুত্তমম্ ॥
ন শাঠ্যং ন চ জিহ্মত্বং কালো দেশশ্চ তে দশ ॥২০
সর্বং জিহ্মং মৃত্যুপদমার্জবং ব্রহ্মণঃ পদম্।
এতাবান্ জ্ঞানবিষয়ঃ কিং প্রলাপঃ করিষ্যতি ॥ ২১
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহাস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি
একোনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৯

অহিংসা, সত্যকথন, কোমলতা, সংযম ও সর্ব্বভূতে দয়া,—জ্ঞানীরা এই গুলিকেই তপস্যা বলিয়া মনে করেন, কেবলমাত্র শরীরশোষণকে তপস্যা বলেন না। ১৮

বেদের অপ্রামাণ্য উক্তি, স্মৃতি প্রভৃতি অন্যান্য শাস্ত্রের অন্যথাচরণ এবং সর্বত্র অব্যবস্থা,—এই গুলি আত্মনাশের মূল। ১৯

পার্থ! হোতাদের যে দশবিধ যজ্ঞোপকরণ আছে, তাহা শ্রবণ কর—যজ্ঞে প্রবল প্রবৃত্তি, স্রুক্, স্রুব প্রভৃতি পাত্র, নিষ্কলুষ-চিত্ত, ঘৃত, পবিত্র (কুশনির্মিত), সম্যক্ বিধি বোধ, অশাঠ্য, অকুটীলতা, স্থান ও কাল। ২০

সর্বপ্রকার কুটীলতাই মৃত্যু সাধন করে এবং সর্বপ্রকার সরলতা পরব্রহ্ম পদ দান করে কেবল ইহাই জানিবার বিষয়, ব্রাহ্মণদিগের অনর্থক বাক্য কি করিবে? ২১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে একোনাশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[রাজ্ঞো মিত্রস্যামিত্রস্য বর্ণনম্, তৈঃ সহ রাজ্ঞো নীতিযুক্তব্যবহারস্যামাত্যলক্ষণানাঞ্চ কথনম্।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।
যদপ্যল্পতরং কর্ম তদপ্যেকেন দুষ্করম্।
পুরুষেণাসহায়েন কিমু রাজ্ঞা পিতামহ ॥ ১
কিংশীলঃ কিংসমাচারো রাজ্ঞোঽথ সচিবো ভবেৎ।
কীদৃশে বিশ্বসেদ্ রাজা কীদৃশে ন চ বিশ্বসেৎ ॥ ২

ভীষ্ম উবাচ।
চতুর্বিধানি মিত্রাণি রাজ্ঞাং রাজন্ ভবন্ত্যুত।
সহার্থো ভজমানশ্চ সহজঃ কৃত্রিমস্তথা ॥ ৩
ধর্মাত্মা পঞ্চমং মিত্রং স তু নৈকস্য ন দ্বয়োঃ।
যতো ধর্মস্ততো বা স্যাদ্ ধর্মস্থো বা ততো ভবেৎ ॥ ৪

অশীতিতম অধ্যায়।

[রাজার মিত্র ও অমিত্রগণের বর্ণন এবং তাঁহাদের সহিত রাজার নীতিযুক্ত ব্যবহার ও অমাত্য লক্ষণসমূহের কথন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন—'পিতামহ! এক একটি সংসারের যে অতি অল্প কার্য্য থাকে, নিঃসহায় কোন ব্যক্তির তাহাও সম্পাদন করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে; তদপেক্ষা রাজার কার্য্য বৃহত্তর। সুতরাং একাকী কি করিয়া রাজা তাহা সম্পাদন করিবেন? (অতএব রাজার রাজকার্য্য সম্পাদনে সহায়তা গ্রহণ করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, তাহার মধ্যে মন্ত্রী প্রধান সহায়) ১

সেই রাজমন্ত্রীর কিরূপ স্বভাব এবং কিরূপ আচরণ হওয়া উচিত? আর রাজা কিরূপ লোকের উপরে বিশ্বাস করিবেন, কিরূপ লোকের উপরেই বা বিশ্বাস করিবেন না? ২

ভীষ্ম বলিলেন—রাজন্! রাজাদের চতুর্বিধ মিত্র হইতে পারে। প্রথম—সহার্থ (যাঁহার সহিত রাজা চুক্তিতে আবদ্ধ হন), দ্বিতীয়—ভজমান (পরম্পরাগত বংশসম্বন্ধে যাঁহাদের সহিত মিত্রতা স্থাপিত হইয়াছে), তৃতীয়—সহজ (পিতৃব্য ভাই প্রভৃতি), আর চতুর্থ—কৃত্রিম (যাঁহাদের সহিত ধন দানাদির দ্বারা মিত্রতা স্থাপিত হইয়াছে)। ৩

ধর্মাত্মা মানুষ মাত্রই পঞ্চম সহায় বা মিত্র; সেই ধর্মাত্মা মানুষ একজনের পক্ষপাতী হন না এবং দুই পক্ষের নিকট হইতে অর্থগ্রহণ করিয়া কপটপূর্বক দুই পক্ষেরই মিত্র হয়েন না, কিন্তু যে পক্ষে ধর্ম্ম দেখেন, সেই পক্ষেরই সহায় হন। কোন পক্ষেরই ধর্ম্ম না দেখিলে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকেন। ৪

যত্তস্যার্থো ন রোচেত ন তং তস্য প্রকাশয়েৎ
ধর্মাধর্মেণ রাজানশ্চরন্তি বিজিগীষবঃ ॥ ৫
চতুর্ণাং মধ্যমৌ শ্রেষ্ঠৌ নিত্যং শঙ্কৌ তথাপরৌ।
সর্বে নিত্যং শঙ্কিতব্যাঃ প্রত্যক্ষং কার্যমাত্মনঃ ॥ ৬
ন হি রাজ্ঞা প্রমাদো বৈ কর্তব্যো মিত্ররক্ষণে।
প্রমাদিনং হি রাজানং লোকাঃ পরিভবন্ত্যুত ॥ ৭
অসাধুঃ সাধুতামেতি সাধুর্ভবতি দারুণঃ
অরিশ্চ মিত্রং ভবতি মিত্রং চাপি প্রদুষ্যতি ॥ ৮
অনিত্যচিত্তঃ পুরুষস্তস্মিন্ কো জাতু বিশ্বসেৎ।
তস্মাৎ প্রধানং যৎ কার্যং প্রত্যক্ষং তৎ সমাচরেৎ ॥ ৯
একান্তেন হি বিশ্বাসঃ কৃৎস্নো ধর্মার্থনাশকঃ।
অবিশ্বাসশ্চ সর্বত্র মৃত্যুনা চ বিশিষ্যতে ॥ ১০
অকালমৃত্যুর্বিশ্বাসোঽবিশ্বসন্ হি বিপদ্যতে।
যস্মিন্ করোতি বিশ্বাসমিচ্ছতস্তস্য জীবতি ॥ ১১

তস্মাদ্ বিশ্বসিতব্যঞ্চ শঙ্কিতব্যঞ্চ কেষুচিৎ।
এষা নীতিগতিস্তাত লক্ষ্যা চৈব সনাতনী ॥ ১২
যং মন্যেত মমাভাবাদিমমর্থাগমঃ স্পৃশেৎ।
নিত্যং তস্মাচ্ছঙ্কিতব্যমমিত্রং তদ্ বিদুর্বুধাঃ ॥ ১৩
যস্য ক্ষেত্রাদপ্যুদকং ক্ষেত্রমন্যস্য গচ্ছতি।
ন তত্রানিচ্ছতস্তস্য ভিন্দ্যেরন্ সর্বসেতবঃ ॥ ১৪
তথৈবাত্যুদকাদ্ ভীতস্তস্য ভেদনমিচ্ছতি।
যমেবং লক্ষণং বিদ্যাৎ তমমিত্রং বিনির্দিশেৎ ॥ ১৫
যস্তু বৃদ্ধ্যা ন তৃপ্যেত ক্ষয়ে দীনতরো ভবেৎ।
এতদুত্তমমিত্রস্য নিমিত্তমভিচক্ষতে ॥ ১৬
যং মন্যেত মমাভাবাদস্যাভাবো ভবেদিতি।
তস্মিন্ কুর্বীত বিশ্বাসং যথা পিতরি বৈ তথা ॥ ১৭
তং শক্ত্যা বর্ধমানশ্চ সর্বতঃ পরিবৃংহয়েৎ।
নিত্যং ক্ষতাদ্ বারয়তি যো ধর্মেঽপি কর্মসু ॥ ১৮

অধর্মসংসৃষ্ট বিষয় ধার্মিক লোকের অভিপ্রেত নহে বলিয়া তাঁহার নিকট প্রকাশ করা উচিত নহে। কারণ বিজয়াভিলাষী রাজারা ধর্ম ও অধর্ম—এই দুই পক্ষেই চলিয়া থাকেন ॥ ৫

চতুর্বিধ মিত্রের মধ্যে ভজমান ও সহজ—এই দুই প্রকার মিত্রই শ্রেষ্ঠ, অপর দুই প্রকার (সহার্থ ও কৃত্রিম) মিত্রের উপরে সর্বদাই আশঙ্কা করিতে হইবে। বাস্তবিক পক্ষে, সর্বপ্রকার মিত্রের উপরেই আশঙ্কা করা উচিত। সুতরাং রাজার নিজের মন্ত্রী প্রভৃতির শাসন মিত্রদের সমক্ষে করা উচিত নহে ॥ ৬

রাজা মিত্ররক্ষার বিষয়ে কখনও অমনোযোগী হইবেন না। কারণ অনবধানযুক্ত রাজাকে সকলেই অবজ্ঞা করে ॥ ৭

কার্যবশতঃ অসাধুও সাধু হইয়া যায়, আবার সাধুও ভীষণ হয়, মিত্রও শত্রু হইয়া পড়ে এবং শত্রুও মিত্রে পরিণত হয় ॥ ৮

মনুষ্যচিত্ত সর্বদাই অস্থির। তাহার উপর কে কখন বিশ্বাস করে? সুতরাং যে কার্যটি প্রধান হইবে, রাজার তাহা নিজের সমক্ষে করা উচিত ॥ ৯

কাহারও উপরে সর্বপ্রকারে দৃঢ় বিশ্বাস করিলে কখনও ধর্ম ও অর্থ দুইই নষ্ট হইয়া যায়, আবার সর্বত্র অবিশ্বাস করিলেও তাহা মৃত্যুরই সমতুল্য হয়; এমন কি সে অবিশ্বাস ও মৃত্যুর কোনই প্রভেদ থাকে না ॥ ১০

বিশ্বাস করাটা অকালমৃত্যুস্বরূপ; আবার সর্বত্র অবিশ্বাস করিয়াও মানুষ বিপদ্‌গ্রস্ত হয়। যাহার উপরে বিশ্বাস করা হয়, তাহার ইচ্ছানুযায়ীই মানুষ জীবিত থাকে ॥ ১১

অতএব বৎস! কতকগুলি লোকের উপরে বিশ্বাসও করিতে হইবে, আবার আশঙ্কাও করিতে হইবে; এই চিরন্তন নীতি তুমি সর্বদাই অনুসরণ করিয়া চলিবে ॥ ১২

আমার অবর্তমানে আমার অর্থ-সম্পত্তির অধিকারী ইনিই হইবেন—এইরূপ যাহাকে মনে করিবে তাহার উপরে সর্বদাই আশঙ্কা রাখিবে এবং পণ্ডিতগণ তাহাকেই শত্রু বলিয়া মনে করেন ॥ ১৩

যাহার ক্ষেত্র হইতে জল ক্ষেত্রান্তরিত হয়, সেই ব্যক্তি অপরের ইচ্ছা ব্যতীত জলের সকল জলবন্ধ ভাঙিয়া দিবে না ॥ ১৪

সেস্থলে জলাধিকোর জন্য ভীত হইয়া নিজের জলের বাঁধ ভাঙিয়া দিতে ইচ্ছা করিলে সেই ব্যক্তিকে 'অমিত্র' বলিয়া জানিবে ॥ ১৫

কাহারও উন্নতিতে যাহার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় না এবং তাহার অবনতিতে যে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়ে, সেই ব্যক্তি তাহার উত্তম মিত্র এবং ইহাই উত্তম মিত্রের লক্ষণ বলিয়া পণ্ডিতগণ কর্তৃক বিবেচিত হয় ॥ ১৬

যদি কোন ব্যক্তিকে এরূপ মনে করিতে পার যে, আমার প্রাণবিয়োগ ঘটিলে ইহার প্রাণত্যাগ হইবে, তবে পিতার ন্যায় তাহার উপর বিশ্বাস রাখিবে ॥ ১৭

যে লোক ধর্মকার্যে বা অন্যান্য কার্যে সর্বদা বিপদ হইতে রক্ষা করে, উন্নতিশীল লোক যথাশক্তি তাহাকে উন্নত করিবার জন্য সচেষ্ট হইবে ॥ ১৮

ক্ষতাদ্ ভীতং বিজানীয়াদ্ভদ্রং মিত্রলক্ষণম্ ।
যে তস্য ক্ষতমিচ্ছন্তি তে তস্য রিপবঃ স্মৃতাঃ ॥ ১৯
ব্যসনাগ্নিভ্যভীতো যঃ সমৃদ্ধ্যা যো ন হৃষ্যতি ।
যৎ স্যাদেবংবিধং মিত্রং তদাত্মসমমুচ্যতে ॥ ২০
রূপবর্ণস্বরোপেতস্তিতিক্ষুরনসূয়কঃ ।
কুলীনঃ শীলসম্পন্নঃ স তে স্যাৎ প্রত্যনন্তরঃ ॥ ২১
মেধাবী স্মৃতিমান্ দক্ষঃ প্রকৃত্যা চানৃশংস্যবান্ ।
যো মানিতোঽমানিতো বা ন চ হৃষ্যেৎ কদাচন ॥ ২২
ঋত্বিগ্ যদি বাচার্য্যঃ সখা বাত্যন্তসংস্কৃতঃ ।
গৃহে বসেদমাত্যস্তে স স্যাৎ পরমপূজিতঃ ॥ ২৩
স তে বিদ্যাৎ পরং মন্ত্রং প্রকৃতিং চার্থ-ধর্ময়োঃ ।
বিশ্বাসস্তে ভবেৎ তত্র যথা পিতরি বৈ তথা ॥ ২৪
নৈব দ্বৌ ন ত্রয়ঃ কার্য্যা ন মূঢ়ৈরন্ পরস্পরম্ ।
একার্থে হ্যেব ভূতানাং ভেদো ভবতি সর্বদা ॥ ২৫

তোমার বিপদে যিনি ভীত হন, তাঁহাকেই তোমার মিত্র বলিয়া জানিবে। কারণ, উহাই উত্তম মিত্রের লক্ষণ। আর যাঁহারা তোমার বিপদেরই কামনা করেন, তাঁহাদিগকে তোমার শত্রু বলিয়া জানিবে ।। ১৯

যিনি মিত্রের বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিলে সর্ব্বদা ভীত ভাবে অবস্থান করেন এবং তাঁহার (মিত্রের) অভ্যুদয় দর্শনে মনে মনে ঈর্ষা পোষণ করেন না, এইরূপ মিত্রই স্বীয় আত্মার তুল্য বলিয়া কথিত হন ।। ২০

হে যুধিষ্ঠির ! সুন্দর রূপ, বর্ণ ও মধুর কণ্ঠস্বরযুক্ত, সহিষ্ণু, অনিন্দুক (যিনি পরের দোষ আবিষ্কার করেন না), সৎকুলোৎপন্ন ও সৎস্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তিই তোমার মন্ত্রী হইবার উপযুক্ত । ২১

যিনি মেধাবী, (প্রখর) স্মৃতিশক্তিশালী, সর্ব্বকার্য্য সাধনকুশল, স্বভাবতঃই দয়ালু, কোমলস্বভাব, যিনি সম্মানিত হউন অথবা অপমানিত হউন কোনও অবস্থাতেই হৃদয়ে দ্বেষ বা দ্রোহ পোষণ করেন না—এইরূপ ব্যক্তি যদি তোমার পুরোহিত, আচার্য্য অথবা অত্যন্ত প্রশংসিত মিত্র হন বা তোমার মন্ত্রী হইয়া অবস্থান করেন, তবে তাঁহাকে তুমি বিশেষ আদর ও সম্মান করিও ॥ ২২-২৩

তিনি তোমার গুপ্ত মন্ত্রণা, ধর্ম্ম এবং অর্থেরও প্রকৃতি জানিবার অধিকারী। আর পুত্র যেমন পিতার উপর বিশ্বাস করে, তুমিও তাঁহাকে তদ্রূপ বিশ্বাস করিবে ॥ ২৪

কীর্ত্তিপ্রধানো যস্তু স্যাদ্ যশ্চ স্যাৎ সময়ে স্থিতঃ ।
সমর্থান্ যশ্চ ন দ্বেষ্টি নানার্থান্ কুরুতে চ যঃ ॥ ২৬
যো ন কামাদ্ ভয়াল্লোভাৎ ক্রোধাদ্ বা ধর্ম্মমুৎসৃজেৎ ।
দক্ষঃ পর্য্যাপ্তবচনঃ স তে স্যাৎ প্রত্যনন্তরঃ ॥ ২৭
কুলীনঃ শীলসম্পন্নস্তিতিক্ষুরবিকত্থনঃ ।
শূরশ্চার্য্যাশ্চ বিদ্বাংশ্চ প্রতিপত্তিবিশারদঃ ॥২৮
এতে ত্বমাত্যাঃ কর্তব্যাঃ সর্বকর্মস্ববস্থিতাঃ
পূজিতাঃ সংবিভক্তাশ্চ সুসহায়াঃ সুতুষ্টিতাঃ ॥২৯
কৃৎস্নমেতে বিনিক্ষিপ্তাঃ প্রক্ষিপেষু কর্মসু ।
যুক্তা মহৎসু কার্য্যেষু শ্রেয়াংস্যুথাপয়ন্ত্যত ॥ ৩০
এতে কর্মাণি কুর্বন্তি স্পর্ধমানা মিথঃ সদা ।
অন্যতিষ্ঠন্তি চৈবার্থমাচক্ষাণাঃ পরস্পরম্ ॥ ৩১
জ্ঞাতিভ্যশ্চৈব বুধ্যেথা মৃত্যোরিব ভয়ং সদা ।
উপরাজেব রাজর্ষিঃ জ্ঞাতির্ন সহতে সদা ॥ ৩২

দুই বা তিন জনকে প্রধান-মন্ত্রী করিও না। কারণ, তাঁহারা পরস্পরকে সহ্য করিবেন না এবং একই বিষয়ে সর্ব্বদাই প্রাণিগণের পরস্পর মতভেদ হইয়া থাকে ॥ ২৫

যিনি শক্তিশালী অন্য ব্যক্তিগণের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হইবেন না, যিনি অত্যন্ত যশস্বী ও সদাচারী হইবেন, যিনি স্বেচ্ছায় অনর্থ ঘটাইবেন না এবং যিনি কাম, ক্রোধ, লোভ ও ভয়হেতু স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন না, এইরূপ সর্ব্বকর্মদক্ষ ও বাক্‌পটু লোকই যেন তোমার ঘনিষ্ঠ মন্ত্রী হন ॥ ২৬-২৭

সৎসংশোভূত, আত্মপ্রশংসায় বিমুখ, কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য বিবেচনায় অতিশয় নিপুণ, ক্ষমাশীল, বীর, সাধুপ্রকৃতি, সুশীল, বিদ্বান্—এইরূপ লোকদিগকেই মন্ত্রী করিবে। তাঁহারা তোমার সমস্ত কার্য্যেই থাকিবেন, সম্মানিত হইবেন এবং প্রধান সহায় হইয়া সুষ্ঠুভাবে সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন ; আবার তুমিও তাঁহাদিগকে প্রধান ও অপ্রধানভাবে স্থাপন করিবে ॥ ২৮-২৯

রাজা অনুরূপকার্য্যে ইঁহাদিগকে নিযুক্ত করিলে, ইঁহারাও প্রধান প্রধান কার্য্যে মনোযোগী হইয়া সর্ব্বপ্রকারে রাজার মঙ্গলসাধন করিবেন ॥ ৩০

ইঁহারা সর্ব্বদাই পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়া কার্য্য করেন এবং পরস্পরের সহিত আলোচনা করিয়া কঠিন কঠিন কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন ॥ ৩১

যুধিষ্ঠির ! তুমি সর্ব্বদাই মৃত্যুর ন্যায় জ্ঞাতিজনকে ভয় করিয়া

ঋজোর্যুর্দোর্বদাত্মস্য হ্রীমতঃ সত্যবাদিনঃ
নাস্তো জ্ঞাতের্মহাবাহো বিনাশমভিনন্দতি ॥ ৩৩
অজ্ঞাতয়োঽপ্যসুখদা জ্ঞাতয়োঽপি সুখাবহাঃ।
অজ্ঞাতিমন্তং পুরুষং পরে চাভিভবন্ত্যুত ॥ ৩৪
নিকৃতস্য নরৈরন্যৈর্জ্ঞাতিরেব পরায়ণম্।
নান্যো নিকারং সহতে জ্ঞাতির্জ্ঞাতেঃ কদাচন ॥ ৩৫
আত্মানমেব জানাতি নিকৃতঃ বান্ধবৈরপি
তেষু সন্তি গুণাশ্চৈব নৈর্গুণ্যং চৈব লক্ষ্যতে ॥ ৩৬
নাজ্ঞাতিরনুগৃহ্নাতি ন চাজ্ঞাতির্নমস্যতি।
উভয়ং জ্ঞাতিবর্গেষু দৃশ্যতে সাধ্বসাধু চ ॥ ৩৭
সম্মানয়েৎ পূজয়েচ্চ বাচা নিত্যঞ্চ কর্মণা।
কুর্য্যাচ্চ প্রিয়মেতেভ্যো নাপ্রিয়ং কিঞ্চিদাচরেৎ ॥ ৩৮
বিশ্বস্তবদবিশ্বস্তেষু বর্তেত সর্বদা।
ন হি দোষো গুণো বেতি নিরূপ্যাস্তেষু দৃশ্যতে ॥ ৩৯
অস্যৈবং বর্তমানস্য পুরুষস্যাপ্রমাদিনঃ।
অমিত্রাঃ সংপ্রসীদন্তি তথামিত্রীভবন্ত্যপি ॥ ৪০
য এবং বর্ততে নিত্যং জ্ঞাতিসম্বন্ধিমণ্ডলে
মিত্রেষ্বমিত্রে মধ্যস্থে চিরং যশসি তিষ্ঠতি ॥ ৪১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি
অশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮০

চলিবে। কারণ, অধীনস্থ রাজা যেরূপ রাজার সমৃদ্ধি সহ্য করে না, জ্ঞাতিরাও সেইরূপ তোমার সমৃদ্ধি সহ্য করিবে না ॥ ৩২

মহাবাহু যুধিষ্ঠির! জ্ঞাতিভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি সরল, কোমলস্বভাব, দানশীল, লজ্জাশীল ও সত্যবাদী ব্যক্তির বিনাশের সমর্থন করেন না ॥ ৩৩

আবার আত্মীয়স্বজন ভিন্ন অন্য লোকেরাও মানুষের দুঃখ উৎপাদন করে এবং জ্ঞাতিরাও সুখ সম্পাদন করিয়া থাকে। তবে একথা সত্য যে, অন্য লোকেরা আত্মীয়স্বজনহীন মানুষকে পরাকৃত করিয়া থাকে ॥ ৩৪

যদি কোন ব্যক্তি অন্য কাহারও কর্তৃক অপমানিত হন, তবে জ্ঞাতিই তাঁহার প্রধান আশ্রয় হয়; কারণ, এক জ্ঞাতি অপর জ্ঞাতির অপমান কখনও সহ্য করে না ॥ ৩৫

যদি কোন জ্ঞাতি আত্মীয় বা অনাত্মীয় কোন ব্যক্তি কর্তৃক অপমানিত হন, তবে অপর জ্ঞাতি আপনাকেই অপমানিত বলিয়া মনে করেন এবং ঐ জ্ঞাতির সমস্ত গুণ থাকা সত্ত্বেও অন্য জ্ঞাতি তাহার গুণহীনতাই দেখিতে পায় ॥ ৩৬

আত্মীয়স্বজন ভিন্ন অপর লোক অনুগ্রহ করে না এবং আত্মীয়স্বজন ব্যতীত অন্য লোক অবনত হয় না; আর জ্ঞাতিবর্গে ভালমন্দ দুইই দেখা যায় ॥ ৩৭

মানুষ বাক্য ও কর্মের দ্বারা সর্বদাই জ্ঞাতিবর্গের সম্মান ও গৌরব করিবে এবং সর্বদাই তাহাদের তৃপ্তিদায়ক কর্মের অনুষ্ঠান করিবে। কোন অপ্রীতিকর কার্য্য করিবে না ॥ ৩৮

মানুষ আত্মীয়স্বজনগণের উপরে মনে মনে অবিশ্বাসী থাকিয়াও বাহিরে বিশ্বাসের ন্যায় আচরণ করিবে; তাহাদের গুণ বা দোষের পর্য্যালোচনা করিবে না ॥ ৩৯

যদি মানুষ সর্বদা সাবধান হইয়া এইভাবে চলিতে থাকে, তবে অনেক শত্রু প্রসন্ন হইয়া পড়িবে এবং বহু শত্রু একেবারে মিত্র হইয়াই উঠিবে ॥ ৪০

যে ব্যক্তি সর্বদা জ্ঞাতি, সম্বন্ধী, মিত্র, অমিত্র ও মধ্যবর্ত্তিগণের সহিত এইভাবে চলিতে পারে, সে ব্যক্তি চিরদিনই যশোলাভ করিয়া থাকে ॥ ৪১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্ব্বে অশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[একস্মিন্নেব কুলে নিবসতাং বহূনাং জ্ঞাতিজনানাং মধ্যে সঙ্ঘভেদে সমুৎপন্নে কুলপ্রধানস্য সঙ্ঘপতেঃ কিং কর্ত্তব্যমিতি বক্তুং শ্রীকৃষ্ণ-নারদয়োঃ সংবাদবর্ণনম্।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

এবমগ্রাহ্যকে তস্মিন্ জ্ঞাতিসঙ্ঘে দুরাসদে।
মিত্রেষ্বমিত্রেষ্বপি চ কথং ভাবো বিভাব্যতে ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ।

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
সংবাদং বাসুদেবস্য সুরর্ষের্নারদস্য চ ॥ ২

বাসুদেব উবাচ।

নাসুহৃৎপরমং মন্ত্রং নারদার্হতি বেদিতুম্।
অপণ্ডিতো বাপি সুহৃৎ পণ্ডিতো বাপ্যনাত্মবান্ ॥৩

স তে সৌহৃদমাস্থায় কিঞ্চিদ্ বক্ষ্যামি নারদ।
কৃৎস্নং বুদ্ধিবলং প্রেক্ষ্য সংপৃচ্ছেৎ ত্রিদিবঙ্গম ॥ ৪

দাস্যমৈশ্বর্য্যবাদেন জ্ঞাতীনাং ন করোম্যহম্।
অর্দ্ধং ভোক্ষ্যামি ভোগানাং বাগ্দুরুক্তানি চ ক্ষমে ॥৫

অরণীমগ্নিকামো বা মথ্নাতি হৃদয়ং মম।
বাচা দুরুক্তং দেবর্ষে তন্মে দহতি নিত্যদা ॥ ৬

বলং সঙ্কর্ষণে নিত্যং সৌকুমার্য্যং পুনর্গদে
রূপেণ মত্তঃ প্রদ্যুম্নঃ সোঽসহায়োঽস্মি নারদ ॥ ৭

অন্যে হি সুমহাভাগা বলবন্তো দুরুৎসহাঃ।
নিত্যোত্থানেন সম্পন্না নারদান্ধকবৃষ্ণয়ঃ ॥ ৮

যস্য ন স্যুর্ন বৈ স স্যাদ্ যস্য স্যুঃ কৃৎস্নমেব তৎ।
জ্ঞাত্যাং নিবারিতো নিত্যং বৃণোম্যেকতরং ন চ ॥ ৯

স্যাতাং যস্যাহকাক্রূরৌ কিং নু দুঃখতরং ততঃ।
যস্য চাপি ন তৌ স্যাতাং কিং নু দুঃখতরং ততঃ ॥১০

সোঽহং কিতবমাত্মেব দ্বয়োরপি মহামতে।
একস্য জয়মাশংসে দ্বিতীয়স্যাপরাজয়ম্ ॥ ১১

একাশীতিতম অধ্যায়।

[একই বংশে বসবাসকারী বহু জ্ঞাতিজনের মধ্যে সঙ্ঘভেদ উপস্থিত হইলে পর কুলপ্রধান সঙ্ঘপতির কি করা উচিত—ইহাই বলিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ ও নারদের সংবাদ বর্ণন]

যুধিষ্ঠির বলিলেন—পিতামহ! পরস্পর স্পর্দ্ধা থাকায় জ্ঞাতি, সম্বন্ধী, মিত্র ও অমিত্র—ইহাদের মধ্যে কাহাকেও বশীভূত করা যায় না, এই অবস্থায় কি প্রকারে তাহাদের চিত্তকে বশীভূত করিতে পারা যায়? ১

ভীষ্ম বলিলেন—যুধিষ্ঠির! মহাত্মাগণ এই বিষয়েও বাসুদেব ও দেবর্ষি নারদের সংবাদে যে প্রাচীন বৃত্তান্ত আলোচিত হইয়াছে তাহার উল্লেখ করেন॥ ২

একদা নারদ উপস্থিত হইলে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিলেন - দেবর্ষি! যে ব্যক্তি সুহৃদ্ বটেন, কিন্তু পণ্ডিত নহেন, আবার যে ব্যক্তি পণ্ডিত বটেন, কিন্তু সুহৃদ্ নহেন, কিংবা যে ব্যক্তি পণ্ডিতও বটেন, সুহৃদ্ও বটেন, কিন্তু উদারচিত্ত নহেন, তাঁহাদের কাহারও প্রধান মন্ত্রণা জানিবার যোগ্যতা নাই। ৩

হে স্বর্গচারী নারদ! আমি আপনার সহৃদয়তার প্রতি আস্থাবশতঃ আপনাকে কোন্ বিষয় বলিব? কারণ, যাহাতে মানুষ বুদ্ধি ও বলের আধিক্য দেখে, তাহাকেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে। ৪

নিজের প্রভুত্ব প্রকাশ করিয়া আত্মীয়-স্বজনগণের উপরে দাসত্ব স্থাপনের অভিলাষ আমার নাই। আমি ভোগ্য বস্তুর এক অর্দ্ধ ভোগ করি, অপরার্দ্ধ জ্ঞাতিগণকে দিয়া থাকি এবং তাহাদের সকল কটুবাক্য সহ্য করিয়া থাকি। ৫

নারদ! অগ্নিকামী ব্যক্তি যেরূপ অরণী (কাষ্ঠবিশেষ) মন্থন করে, সেইরূপ জ্ঞাতিগণের কটুবাক্য সর্ব্বদাই আমার হৃদয়কে আলোড়িত করে এবং দহন করিয়া থাকে। ৬

দেবর্ষি! বলরামে শক্তি রহিয়াছে, সে মত্ত। আবার গদে কোমলত্ব আছে। সে পরিশ্রম-বিমুখ। প্রদ্যুম্নে রূপ রহিয়াছে—এই অভিমানে সে মত্ত। এই প্রকার বহু সহায় থাকা সত্ত্বেও আমি অসহায়। ৭

নারদ! অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশীয় অন্যান্য বহু ব্যক্তি মহান্ সৌভাগ্যশালী, বলবান্, দুর্দ্ধমনীয়। ইহারা সকলেই সর্ব্বদা উদ্যোগশীল। ৮

ইহারা যাহার পক্ষে না থাকিবেন, তাহার ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী, আর ইহারা যাহার পক্ষে যাইবেন, সে জগৎটাই জয়ে সক্ষম হইবে। কিন্তু আহুক ও অক্রূর আমাকে নিষেধ করেন বলিয়া আমি কোন পক্ষই অবলম্বন করিতেছি না—নিরপেক্ষ আছি।৯

পরস্পর বিবাদেচ্ছুক আহুক ও অক্রূরের সহিত যাহার আত্মীয় সম্পর্ক স্থাপিত আছে, দুই নৌকায় পদার্পণকারীর ন্যায় তাহার তাহা অপেক্ষা অধিক দুঃখ আর কি হইতে পারে? ১০

মহামনস্বিন্! দ্যূতকারের মাতা যেমন পরস্পর জয়েচ্ছু সন্তানদ্বয়ের মধ্যে একের জয় কামনা করেন, কিন্তু পরাজয় কামনা

মমৈবং ক্লিশ্যমানস্য নারদোভয়দর্শনাৎ।
বক্তুমর্হসি যচ্ছ্রেয়ো জ্ঞাতীনামাত্মনস্তথা ॥ ১১

নারদ উবাচ।

আপদো দ্বিবিধাঃ কৃষ্ণ বাহ্যাশ্চাভ্যন্তরাশ্চ হ।
প্রাদুর্ভবন্তি বার্ষ্ণেয় স্বভাবাদ্ যদি বাদৃতঃ ॥ ১৩
সেয়মাভ্যন্তরা তুভ্যমাপৎকৃচ্ছ্রা স্বকর্মজা।
অক্রূরভোজপ্রভবা সর্বে হ্যেতে ত্বদন্বয়াঃ ॥ ১৪
অর্থহেতোর্হি কামাদ্ বা বাচা বীভৎসয়াপি বা।
আত্মনা প্রাপ্তমৈশ্বর্য্যমস্মত্র প্রতিপাদিতম্ ॥১৫
কৃতমূলমিদানীন্তু জ্ঞাতিশব্দং সহায়বন্।
ন শক্যং পুনরাদাতুং বান্তমন্নমিব ত্বয়া ॥ ১৬
বজ্রগ্রসেনয়ো রাজ্যং নাপ্তুং শক্যং কথঞ্চন
জ্ঞাতিভেদভয়াৎ কৃষ্ণ ত্বয়া চাপি বিশেষতঃ ॥ ১৭
তচ্চ সিধ্যেৎ প্রযত্নেন কৃত্বা কর্ম সুদুষ্করম্।
মহাক্ষয়ং ব্যয়ো বা স্যাদ্ বিনাশো বা পুনর্ভবেৎ ॥ ১৮
অনায়সেন শস্ত্রেণ মৃদুনা হৃদয়চ্ছিদা
জিহ্বামুদ্ধর সর্বেষাং পরিমৃজ্যানুমৃজ্য চ ॥ ১৯

বাসুদেব উবাচ।

অনায়সং মুনে শস্ত্রং মৃদু বিদ্যামহং কথম্।
যেনৈষামুদ্ধরে জিহ্বাং পরিমৃজ্যানুমৃজ্য চ ॥২০

নারদ উবাচ।

শক্ত্যান্নদানং সততং তিতিক্ষার্জবমার্দবম্।
যথার্হপ্রতিপূজা চ শস্ত্রমেতদনায়সম্ ॥ ২১
জ্ঞাতীনাং বক্তুকামানাং কটূকানি লঘূনি চ।
গিরা ত্বং হৃদয়ং বাচং শময়ন্ব মনাংসি চ ॥ ২২
নামহাপুরুষঃ কশ্চিন্নানাত্মা নাসহায়বান্
মহতীং ধুরমাধত্তে তামুদ্বহ্যেরসা বহ ॥ ২৩

করেন না; তদ্রূপ আমিও একজনের জয় কামনা করি, কিন্তু অন্য জনের পরাজয় কামনা করি না। ১১

নারদ! আমি উভয়ের হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া কষ্ট পাইতেছি। অতএব আপনি এরূপ উপদেশ করুন যাহাতে আমার ও আমার জ্ঞাতিগণের মঙ্গল হয়। ১২

নারদ বলিলেন—হে কৃষ্ণ! সেই আপদ বাহ্য ও আভ্যন্তরভেদে দ্বিবিধ। বৃষ্ণিনন্দন! তাহারা পুনরায় স্বকৃত ও পরকৃত ভেদে দ্বিবিধ। ১৩

অক্রূর ও ভোজ হইতে উৎপন্ন যে কষ্টদায়ক আপদ, তাহা আভ্যন্তর ও স্ব-কর্মজাত এবং ইঁহারা সকলে আপনারই বংশজাত। ১৪

আপনি স্বয়ং যে ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিলেন, তাহা বিশেষ কোন প্রয়োজনে কিংবা স্বেচ্ছায় অথবা নিন্দাভয়ে অন্যকে দান করিয়াছেন। ১৫

সহায়বান্ কৃষ্ণ! আপনি তাহাদিগকে জ্ঞাতিশব্দ সমর্পণ করিয়াছেন এবং উহা এখন দৃঢ় বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। অতএব উদ্গীর্ণ অন্ন যেমন গ্রহণ করা যায় না, তদ্রূপ প্রদত্ত জ্ঞাতিশব্দও গ্রহণীয় নয়। ১৬

কৃষ্ণ! অক্রূর ও উগ্রসেনকে প্রদত্ত রাজ্য অধুনা আদান (পুনর্গ্রহণ) অসম্ভব। অধিক কি সর্ব্বশক্তিমান্ আপনি স্বয়ংও জ্ঞাতিভেদ ভয়ে পুনর্গ্রহণে অসমর্থ। ১৭

অতি যত্নসহকারে সুদুষ্কর মহাসংহাররূপ যুদ্ধের দ্বারা কর্মসিদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু ইহাতে পর্য্যাপ্ত ধন ও বহু স্বজন ক্ষয় হইবে। ১৮

অতএব কৃষ্ণ! আপনি কোমল অলৌহনির্ম্মিত হৃদয়চ্ছেদে সমর্থ এইরূপ একটি অস্ত্র দ্বারা পরিমার্জন[১] ও অনুমার্জন[২] করত তাহাদের জিহ্বা উৎপাটন করুন। ১৯

বাসুদেব বলিলেন—মুনে! অলৌহনির্ম্মিত ও মৃদু অস্ত্রটি কি, তাহা আমি কি প্রকারে জ্ঞাত হইব—যাহাদ্বারা পরিমার্জন ও অনুমার্জন করত উহাদের জিহ্বা উৎপাটন করিব। ২০

নারদ বলিলেন,—সদা সামর্থ্যানুসারে অন্নদান, সহিষ্ণুতা, সরলতা, কোমলতা ও যথাযোগ্য আদর-আপ্যায়ন—এই সকলই অলৌহ-নির্ম্মিত অস্ত্র। ২১

যখন জ্ঞাতিগণ আপনাকে তুচ্ছ ও কটুবাক্যসকল বলিতে উদ্যত হইবে, তখন আপনি মধুর বাক্যে তাহাদের হৃদয়, মন ও বাক্যকে শান্ত করিবেন। ২২

যিনি মহাপুরুষ নহেন, যিনি প্রশস্তচিত্ত নহেন, যিনি সহায়-সম্পন্ন নহেন, তিনি গুরুতর ভার বহন করিতে অসমর্থ। আপনি মহাপুরুষ, প্রশস্তচিত্ত ও সহায়সম্পন্ন, সেইহেতু আপনি সেই গুরুতর ভার বক্ষে তুলিয়া লইয়া বহন করুন ॥২৩

---

(১) পরিমার্জন—ক্ষমা, সরলতা ও কোমলতা দ্বারা দোষের দূরীকরণ।

(২) অনুমার্জন—যথাযোগ্য আদর-আপ্যায়ন ও সৎকার দ্বারা প্রীতি-উৎপাদন।

সর্ব এব গুরুং ভারমনড্বান্ বহতে সমে।
দুর্গে প্রতীতঃ সুগবো ভারং বহতি দুর্বহম্ ॥ ২৪
ভেদাদ্ বিনাশঃ সঙ্ঘানাং সঙ্ঘমুখ্যোঽসি কেশব।
যথা ত্বাং প্রাপ্য নোৎসীদেয়ুঃ সঙ্ঘস্তথা কুরু ॥ ২৫
নান্যত্র বুদ্ধি-ক্ষান্তিভ্যাং নান্যত্রেন্দ্রিয়নিগ্রহাৎ।
নান্যত্র ধনসন্ত্যাগাদ্ গুণঃ প্রাজ্ঞেঽবতিষ্ঠতে ॥ ২৬
ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং স্বপক্ষোদ্ভাবনং সদা।
জ্ঞাতীনামবিনাশঃ স্যাদ্ যথা কৃষ্ণ তথা কুরু ॥ ২৭
আয়ত্যাঞ্চ তদাত্বে চ ন তেঽস্ত্যবিদিতং প্রভো।
ষাড়্গুণ্যস্য বিধানেন যাত্রা যানবিধৌ তথা ॥ ২৮
যাদবাঃ কুকুরা ভোজাঃ সর্বে চান্ধক-বৃষ্ণয়ঃ।
ত্বয্যাসক্তা মহাবাহো লোকা লোকেশ্বরাশ্চ যে ॥ ২৯
উপাসতে হি তদ্বুদ্ধিমুষয়শ্চাপি মাধব।
ত্বং গুরুঃ সর্বভূতানাং জ্ঞানীষে ত্বং গতাগতম্।
ত্বামাসাদ্য যদুশ্রেষ্ঠমেধন্তে যাদবাঃ সুখম্ ॥ ৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি বাসুদেবনারদসংবাদো নামৈকাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮১

সমতল ভূমিতে সকল বৃষভ-ই গুরুভার বহন করিতে পারে। কিন্তু দুর্গম ভূমিতে উত্তম বৃষভ-ই দুর্বহ ভার বহন করিতে পারে ॥ ২৪

কেশব! আপনি এই যাদবসঙ্ঘের প্রধান। সঙ্ঘে ভেদ জন্মিলে সঙ্ঘ বিনষ্ট হইয়া যায়। অতএব আপনি এইরূপ করুন যাহাতে যাদবসঙ্ঘ আপনাকে পাইয়া নষ্ট না হয় ॥ ২৫

বুদ্ধি (বিবেচনা), ক্ষমা, সংযম, ইন্দ্রিয়সংযম ও ধন ব্যয় ব্যতীত কোন "গুণ" অথবা সঙ্ঘ কোন বুদ্ধিমান্ পুরুষের আজ্ঞাধীনে থাকে না। ২৬

কৃষ্ণ! সর্ব্বদা নিজ পক্ষের উন্নতি হওয়া উচিত। যাহাতে ধন, যশ ও আয়ুর বৃদ্ধি করা প্রয়োজন এবং কুটুম্বগণের রক্ষা হয়, আপনি তাহা করুন ॥ ২৭

হে প্রভু! সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধীভাব ও সমাশ্রয় এই ষড়্ গুণের প্রয়োগ এবং যুদ্ধযাত্রায় বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকালে কি পরিণাম—এই সকল কিছুই আপনার অবিদিত নাই ॥ ২৮

মহাবাহু মাধব! যাদব, কুকুর, ভোজ, অন্ধক ও বৃষ্ণি-বংশীয়গণ; সাধারণ জনগণ, রাজগণ ও ঋষিগণ সকলেই আপনাতে অনুরক্ত এবং আপনার বুদ্ধিরই আশ্রয় লইতেছে ॥ ২৯

আপনি সকল প্রাণীরই গুরু। আপনি ভূত-ভবিষ্যৎ বিষয় জ্ঞাত আছেন। আপনি যদুশ্রেষ্ঠ। আপনাকে আশ্রয় করিয়াই যদুবংশীয়েরা উন্নতি লাভ করিবে ॥ ৩০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্বে বাসুদেব-নারদ-সংবাদ-বিষয়ক একাশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্ব্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[মন্ত্রিণাং পরীক্ষায়াং রাজ্ঞো রাজপুরুষেভ্যশ্চ স্বাত্মানং পরিত্রাতুং সতর্কতাবিষয়ে কালকবৃক্ষীয়মুনেরুপাখ্যানম্।]

ভীষ্ম উবাচ।

এষা প্রথমতো বৃত্তির্দ্বিতীয়াং শৃণু ভারত।
যঃ কশ্চিজ্জনয়েদর্থং রাজ্ঞো রক্ষ্যঃ সমানবঃ॥ ১
হ্রিয়মাণমমাত্যেন ভৃত্যো বা যদি বাভৃতঃ।
যো রাজকোষং নশ্যন্তমাচক্ষীত যুধিষ্ঠির॥ ২
শ্রোতব্যমস্য চ রহো রক্ষ্যশ্চামাত্যতো ভবেৎ।
অমাত্যা হ্যপহর্তারো ভূয়িষ্ঠং মন্ত্রিণো ভারত॥ ৩
রাজকোষস্য গোপ্তারং রাজকোষবিলোপকাঃ।
সমেত্য সর্বে বাধন্তে স বিনশ্যত্যরক্ষিতঃ॥ ৪
অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্
মুনিঃ কালকবৃক্ষীয়ঃ কৌশল্যং যদুবাচ হ॥ ৫
কোশলানামাধিপত্যং সম্প্রাপ্তং ক্ষেমদর্শিনম্।
মুনিঃ কালকবৃক্ষীয় আজগামেতি নঃ শ্রুতম্॥ ৬
স কাকং পঞ্জরে বদ্ধ্বা বিষয়ং ক্ষেমদর্শিনঃ।
সর্বং পর্য্যচরদ্ যুক্তঃ প্রবৃত্ত্যর্থী পুনঃ পুনঃ॥ ৭
অধীধ্বং বায়সীং বিদ্যাং শংসন্তি মম বায়সাঃ।
অনাগতমতীতঞ্চ যচ্চ সম্প্রতিবর্ততে॥ ৮
ইতি রাষ্ট্রে পরিপতন্ বহুভিঃ পুরুষৈঃ সহ।
সর্বেষাং রাজযুক্তানাং দুষ্করং পরিদৃষ্টবান্॥ ৯
স বুদ্ধ্বা তস্য রাষ্ট্রস্য ব্যবসায়ং হি সর্বশঃ।
রাজযুক্তাপহারাংশ্চ সর্বান্ বুদ্ধ্বা ততস্ততঃ॥ ১০
ততঃ স কাকমাদায় রাজানং দ্রষ্টুমাগমৎ।
সর্বজ্ঞোঽস্মীতি বচনং ব্রুবাণঃ সংশিতব্রতঃ॥ ১১
স স্ম কৌশল্যমাগম্য রাজামাত্যমলঙ্কৃতম্
প্রাহ কাকস্য বচনাদমুত্রেদং ত্বয়া কৃতম্॥ ১২
অসৌ চাসৌ চ জানীতে রাজকোষস্ত্বয়া হৃতঃ।
এবমাখ্যাতি কাকোঽয়ং তচ্ছীঘ্রমনুগম্যতাম্॥ ১৩

দ্ব্যশীততম অধ্যায়।

[মন্ত্রীদের পরীক্ষা বিষয়ে রাজা ও রাজপুরুষগণের নিকট হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য সতর্কতা অবলম্বন সম্বন্ধে কালকবৃক্ষীয় মুনির উপাখ্যান।]

ভীষ্ম বলিলেন—ভরতনন্দন! ইহা রাজ্য বা রাজনীতির প্রথম কথা—দ্বিতীয় কথা শ্রবণ কর। যে কোন ব্যক্তি রাজার অর্থ বৃদ্ধি করিবে, তাহাকে সদা রক্ষা করা রাজার উচিত। ১

যুধিষ্ঠির! অমাত্য কর্তৃক ধন অপহৃত হইতে থাকিলে, রাজকোষ ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকিলে, তখন রাজার কোন ভৃত্য-ই হউক অথবা অভৃত্য-ই হউক রাজাকে ঐ সংবাদ নিবেদন করিতে প্রবৃত্ত হইলে রাজা তাহা নির্জনে শ্রবণ করিবেন এবং মন্ত্রিগণ হইতে তাহাকে রক্ষা করিবেন। ভরতনন্দন! কারণ অপকর্মের প্রকাশভয়ে অপকর্মকারী ঐ বিষয় প্রকাশককে প্রায়শই বিনাশ করিয়া থাকে। ২-৩

রাজকোষবিনাশকগণ মিলিতভাবে রাজকোষ রক্ষককে উৎপীড়িত করে। তখন রাজা তাহাকে রক্ষা না করিলে সে অবশ্য-ই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। ৪

এই বিষয়ে জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণ পুরাকালে কালকবৃক্ষীয় মুনি রাজা কোশলকে যাহা বলিয়াছিলেন, সেই বৃত্তান্তের উল্লেখ করিয়া থাকেন। ৫

আমরা শুনিয়াছি—যখন রাজা ক্ষেমদর্শী কোশলদেশের রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন কালকবৃক্ষীয় মুনি তথায় আগমন করেন। ৬

একটি কাক পক্ষীকে পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া সেই কালকবৃক্ষীয় মুনি রাজ্যের সমাচার সংগ্রহে মনোযোগী হইয়া তৎপরতার সহিত সর্বত্র বিচরণ করিতে লাগিলেন। ৭

দেশবাসিগণ! তোমরা বায়সী বিদ্যা শিক্ষা কর। কারণ, বায়সেরা আমার দূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সব বিষয়-ই বলিয়া থাকে। ৮

এইরূপ বলিতে বলিতে সেই কালকবৃক্ষীয় মুনি বহু লোকের সহিত মিলিত হওয়ায় রাজকর্মচারিগণের দুষ্কার্যসকল পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। ৯

সেই রাজ্যের সকল অধ্যবসায়, রাজকর্মচারিগণের অপকর্ম-সকল ও রাজপুরুষগণের ধনাপহরণ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া "আমি সর্বজ্ঞ"—এই কথা বলিতে বলিতে সঙ্গী কাকটিকে লইয়া রাজ-দর্শনে উপস্থিত হইলেন॥ ১০-১১

কোশলরাজের নিকট উপস্থিত হইয়া মুনি অলঙ্কারধারী কোন মন্ত্রীকে বলিলেন—আমার কাক বলিতেছে—তুমি অমুক স্থানে রাজার ধন অপহরণ করিয়াছ। অমুক অমুক ব্যক্তি জ্ঞাত আছেন যে, তুমি রাজার ধন অপহরণ করিয়াছিলে—এই কাকটি বলিতেছে। অতএব সত্বর স্বীয় অপরাধ স্বীকার কর॥ ১২-১৩

তথান্যানপি স প্রাহ রাজকোষহরাংস্তদা
ন চাস্য বচনং কিঞ্চিদনৃতং শ্রূয়তে ক্বচিৎ ॥ ১৪

তেন বিপ্রকৃতাঃ সর্বে রাজযুক্তাঃ কুরূদ্বহ।
তমস্যাভিপ্রসুপ্তস্য নিশি কাকমবেধয়ন্ ॥ ১৫

বায়সং তু বিনির্ভিন্নং দৃষ্ট্বা বাণেন পঞ্জরে।
পূর্বাহ্ণে ব্রাহ্মণো বাক্যং ক্ষেমদর্শিনমব্রবীৎ ॥ ১৬

রাজংস্ত্বামভয়ং যাচে প্রভুঃ প্রাণধনেশ্বরম্।
অনুজ্ঞাতস্ত্বয়া ক্রূয়াং বচনং ভবতো হিতম্ ॥ ১৭

মিত্রার্থমভিসন্তপ্তো ভক্ত্যা সর্বাত্মনাগতঃ।
হ্রিয়ন্তে হি মহার্থাশ্চ পুরুষে বিক্রমত্যপি ॥ ১৮

সম্বুবোধয়িষুর্মিত্রং সদশ্বমিব সারথিঃ।
অতিমন্যুপ্রসক্তো হি প্রসহ্য হিতকারণাৎ ॥ ১৯

তথাবিধস্য সুহৃদা ক্ষন্তব্যং সংবিজানতা
ঐশ্বর্যমিচ্ছতা নিত্যং পুরুষেণ বুভূষতা ॥ ২০

সেইরূপ অন্যান্য রাজকোষাপহারিগণকে বলিলেন—'তুমি চুরি করিয়াছ' আমার কাক বলিতেছে। এই কাক কখনও মিথ্যা বলিয়াছে এরূপ শ্রুত হয় নাই। ১৪

কুরুশ্রেষ্ঠ! সেই মুনি কর্তৃক তিরস্কৃত হইয়া রাজকর্মচারিগণ রাত্রে মুনির নিদ্রাকালে সেই কাককে বাণ দ্বারা বিদীর্ণ করাইলেন ॥ ১৫

স্বীয় কাককে পিঞ্জরমধ্যে বাণের দ্বারা বিদীর্ণ দেখিয়া সেই ব্রাহ্মণ পূর্ব্বাহ্ণে রাজা ক্ষেমদর্শীকে এইরূপ বলিলেন। ১৬

রাজন্! আপনি প্রজাগণের প্রাণ ও ধনের রক্ষক প্রভু। আমি অভয় প্রার্থনা করিতেছি। যদি আপনি অনুমতি করেন তাহা হইলে আপনার হিতবাক্য বলিব। ১৭

আপনি আমার মিত্র। আপনার মঙ্গলের জন্য হৃদয়ে ভক্তিভাব ধারণ করিয়া আপনার নিকট আসিয়াছি। আপনার ক্ষয়-ক্ষতি দেখিয়া অত্যন্ত সন্তপ্ত।

'এই ব্যক্তি আপনার ধন হরণ করিতেছে' যে সুহৃদ্ এই কথা বলে, তাহাকে ক্ষমা করা উচিত অর্থাৎ কাকের ন্যায় অস্ত্রের দ্বারা হত্যা করা উচিত নয়। সারথি যেরূপ উত্তম অশ্বকে কর্তব্য নির্দেশ করিয়া থাকে, সেইরূপ যদি কোন মিত্র আপনাকে জ্ঞাত করিবার জন্য আসিয়া মিত্রের অনিষ্ট দর্শনে অত্যন্ত দুঃখিত চিত্তে সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া রাজার নিকট হঠাৎ প্রকাশ করত বলিতে আরম্ভ করে—রাজন্! আপনার এই ধন অপহৃত হইতেছে। তখন স্বীয় অভ্যুদয় লাভেচ্ছু রাজার সেই সুহৃৎ পুরুষ

তং রাজা প্রত্যুবাচেদং যৎ কিঞ্চিন্মাং ভবান্ বদেৎ।
কস্মাদহং ন ক্ষমেয়মাকাঙ্ক্ষন্নাত্মনো হিতম্ ॥ ২১

ব্রাহ্মণ প্রতিজানে তে প্রব্রূহি যদিহেচ্ছসি।
করিষ্যামি হি তে বাক্যং যদ্যমান বিপ্র বক্ষ্যসি ॥ ২২

মুনিরুবাচ।

বিত্তাপ্লয়ানপায়াংশ্চ ভয়াখ্যাতৃন্ ভয়ানি চ।
ভক্ত্যা বৃত্তিং সমাখ্যাতুং ভবতোঽস্মিকমাগতঃ ॥ ২৩

প্রাগেবোক্তস্তু দোষোঽয়মাচার্যৈর্নৃপসেবিনাম্।
অগতেঃ কুগতিশ্চৈষা যা রাজ্ঞা সহজীবিকা ॥ ২৪

আশীবিষৈশ্চ তস্যাহুঃ সঙ্গমং যস্য রাজভিঃ।
বহুমিত্রাশ্চ রাজানো বহ্বমিত্রাস্তথৈব চ ॥ ২৫

তেভ্যঃ সর্বেভ্য এবাহুর্ভয়ং রাজোপজীবিনাম্।
তথৈষ্যাং রাজতো রাজন্ মুহূর্তাদাগতং ভয়ম্ ॥ ২৬

নৈকান্তেনাপ্রমাদো হি শক্যঃ কর্তুং মহীপতে।
ন তু প্রমাদঃ কর্তব্যঃ কথঞ্চিদ্ ভূতিমিচ্ছতা ॥ ২৭

নিজ মিত্রের বাক্য শ্রবণ করা উচিত এবং সেই অপরাধ ক্ষমা করা উচিত। ১৮-২০

রাজা সেই মুনিকে বলিলেন—ব্রাহ্মণ! আপনি যাহা বলিতে ইচ্ছুক, বলুন। অভয় দান করিতেছি। আপনি হিতাকাঙ্ক্ষী, আপনাকে কেন ক্ষমা করিব না? বিপ্রবর! আপনি যাহা ইচ্ছা করেন, বলিতে পারেন। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, আপনি যাহা বলিবেন, তাহা-ই করিব ॥ ২১-২২

মুনি বলিলেন—মহারাজ! আপনার সেবকগণের মধ্যে কে অপরাধী ও কে নিরপরাধী, তাহা জানিয়া কোন সেবক হইতে আপনার ভয় আসিতে পারে তৎসমুদয় জ্ঞাত হইয়া প্রেমপূর্ব্বক সমগ্র রাজ্যের সমাচার বিজ্ঞাপিত করিবার জন্য আসিয়াছি। ২৩

নীতি শাস্ত্রের আচার্য্যগণ পূর্ব্বে-ই বলিয়াছেন রাজসেবা একটি দোষ। জীবিকা কোন উপায় না হইলে 'রাজার সহিত মিলিয়া' মিশিয়া জীবন যাপন করা কুৎসিত উপায়। ২৪

রাজার সহিত সম্মেলন ও তীক্ষ্ণ বিষধর সর্পের সহিত সম্মেলন—ইহা এক-ই কথা—ইহা নীতি শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। রাজার বহু মিত্র শত্রু হইয়া থাকে। রাজসেবিগণের তাহাদের সকলের নিকট হইতে ভয় আসিতে পারে। অধিক কি মুহূর্ত্ত মধ্যে-ই স্বয়ং রাজার নিকট হইতে ভয় উপস্থিত হইতে পারে ॥ ২৫-২৬

রাজার নিকট প্রসাদ হইবে না ইহা অসম্ভব। মঙ্গলেচ্ছু ব্যক্তির রাজার নিকট জ্ঞাতসারে কোন প্রমাদ কর্তব্য নহে। ২৭

প্রমাদাদ্ধি স্খলেদ্ রাজা স্খলিতে নাস্তি জীবিতম্ ।
অগ্নিং দীপ্তমিবাসীদেদ্ রাজানমুপশিক্ষিতঃ ॥ ২৮
আশীবিষমিব ক্রুদ্ধং প্রভুং প্রাণধনেশ্বরম্ ।
যত্নেনোপচরেন্নিত্যং নাহমস্মীতি মানবঃ ॥ ২৯
দুর্ব্যাহৃতাচ্ছঙ্কমানো দুঃস্থিতাদ্ দুরনুষ্ঠিতাৎ
দুরাসিতাদ্ দুর্ব্রজিতাদিঙ্গিতাদঙ্গচেষ্টিতাৎ ॥ ৩০
দেবত্তেব হি সর্বার্থান্ কুর্য্যাদ্ রাজা প্রসাদিতঃ ।
বৈশ্বানর ইব ক্রুদ্ধঃ সমূলমপি নির্দহেৎ ॥ ৩১
ইতি রাজন্ যমঃ প্রাহ বর্ততে চ তথৈব তৎ ।
অথ ভূয়াংসমেবার্থং করিষ্যামি পুনঃ পুনঃ ॥ ৩২
দদাত্যশ্বিধোঽমাত্যো বুদ্ধিসাহায্যমাপদি ।
বায়সত্বেন মে রাজন্নুকার্য্যাভিসংহিতঃ ॥ ৩৩
ন চ মেঽত্র ভবান্ গর্হ্যো ন চ যেষাং ভবান্ প্রিয়ঃ ।
হিতাহিতাংস্তু বুধ্যেথা মা পরোক্ষমতির্ভবেঃ ॥৩৪
যে ত্বাদানপরা এব বসন্তি ভবতো গৃহে ।
অভূতিকামা ভূতানাং তাদৃশৈর্মেঽভিসংহিতম্ ॥ ৩৫
যে বা ভবন্ বিনাশেন রাজ্যমিচ্ছন্ত্যনন্তরম্ ।
আন্তরৈরভিসন্ধায় রাজন্ সিধ্যতি নান্যথা ॥ ৩৬
তেষামহং ভয়াদ্ রাজন্ গমিষ্যাম্যন্যমাশ্রমম্ ।
তৈর্হি মে সন্ধিতো বাণঃ কাকে নিপতিতঃ প্রভো ॥৩৭
ছদ্মকামৈরকামস্য গমিতো যমসাদনম্ ।
দৃষ্টং হ্যেতময়া রাজংস্তপোদীর্ঘেণ চক্ষুষা ॥ ৩৮
বহুনক্রঝষগ্রাহাং তিমিঙ্গিলগণৈর্যুতাম্
কাকেন বালিশেনেমাং যামতার্ষমহং নদীম্ ॥ ৩৯
স্থাণুশ্চকণ্টকবতীং সিংহ-ব্যাঘ্রসমাকুলাম্ ।
দুরাসদাং দুষ্প্রসহাং গুহাং হৈমবতীমিব ॥ ৪০

সেবকের অসাবধানতার জন্য কোন অপরাধ হইলে রাজা সেবকের পূর্ব্ব উপকার ভুলিয়া কুপিত হইয়া মর্য্যাদা ভ্রষ্ট হন, মর্য্যাদা ভ্রষ্ট হইলে জীবনের আশা থাকে না। অতএব শিক্ষিত ব্যক্তি যেরূপ প্রজ্বলিত অগ্নির নিকট গমন করে, তদ্রূপ রাজার নিকটে গমন করিবে ।। ২৮

প্রাণ ও ধনদাতা প্রভু রাজা যখন কুপিত হইয়া থাকেন, তখন বিষধর সর্পের তুল্য ভয়ঙ্কর হইয়া থাকেন। 'আমি যেন নাই' এইরূপ চিন্তা পূর্ব্বক অতিশয় যত্নের সহিত রাজার সেবা করা মানুষমাত্রেরই কর্ত্তব্য ।। ২৯

অসঙ্গত বাক্য যেন প্রযুক্ত না হয়, হীন কার্য্য যেন সমাদৃত না হয়, উত্থানে উপবেশনে গমনে সঙ্কেতে অথবা কোন অঙ্গ-সঞ্চালনে কোনরূপ অসভ্যতার বা অশোভনতার প্রকাশ না হয়—এ সকল বিষয়ে সদা সতর্ক হওয়া উচিত । ৩০

রাজা সন্তুষ্ট হইলে দেবতাসকল অভীষ্ট পূরণ করেন এবং ক্রুদ্ধ হইলে বৈশ্বানরের ন্যায় সমূলে অভীষ্ট দহন করেন ।।৩১

রাজন্! স্বয়ং যমরাজ যাহা বলিয়াছেন, সেই সকল যথার্থ সত্য। তথাপি আমি বারংবার আপনার বহুতর হিত-সাধন করিব ।। ৩২

রাজন্! আমার মত মন্ত্রী যেমন আপৎকালে বুদ্ধির দ্বারা সহায়তা করে, তদ্রূপ আমার একটি কাক আপনার কার্য্যসাধনে তৎপর ছিল, কিন্তু সে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে ।। ৩৩

ইহার জন্য আমি আপনার বা আপনার প্রিয়গণের নিন্দা করিতেছি না। আমি এইমাত্র বলিতেছি যে, আপনি আপনার হিত ও অহিত জ্ঞাত হউন। প্রত্যেক কার্য্য স্বয়ং পরিদর্শন করুন। অন্যের তত্ত্বাবধানে আস্থা রাখিবেন না ।। ৩৪

আপনার যে সকল স্বজন ধনগ্রহণে ব্যাপৃত এবং আপনার গৃহেই বসবাস করেন, তাঁহারা প্রজাগণের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী নহেন। সেই সকল ব্যক্তি আমার সহিত শত্রুতা করিতেছে ।। ৩৫

হে নরনাথ! যাঁহারা আপনাকে বিনাশ করিয়া আপনার পর এই রাজ্য অধিকার করিতে চাহেন, তাঁহাদের এই কথা অন্তঃপুরে সেবকদের সহিত মিলিয়া কোনও ষড়যন্ত্র করিলেই সফল হইতে পারে, অন্যথায় নহে ।। ৩৬

হে রাজন্! আমি তাহাদের ভয়ে অন্যত্র চলিয়া যাইব কারণ, আমার প্রস্থান কালে তাহারা আমাকে লক্ষ্য করিয়াই বাণ সন্ধান করিয়াছিল, সেই বাণই আমার কাকটির উপর পতিত হইয়াছিল ।। ৩৭

হে নরাধিপ! আমি কামনাশূন্য পুরুষ আর তাহারা কপটতা করিয়া আপনার রাজ্যলাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা করিতেছে; তাই তাহারাই আমার কাকটিকে যমালয়ে পাঠাইয়াছে;—তপোবললব্ধ দূরদৃষ্টি দ্বারা এই ঘটনা আমি দেখিয়াছি। ৩৮

এই রাজনীতি এক নদীর সমান। রাজকীয় পুরুষগণ উহাতে মকর, মৎস্য, কুম্ভীর ও তিমিঙ্গিলসমূহের ন্যায়। বেচারী কাকের দ্বারা আমি কোনও প্রকারে এই নদী পার হইতে সক্ষম হইয়াছি ।। ৩৯

সিংহ-ব্যাঘ্রাদি হিংস্র পশুসকলের নিবাসহেতু এবং মুণ্ডিত

অগ্নিনা তামসং দুর্গং নৌভিরাপাঞ্চ গম্যতে।
রাজদুর্গাবতরণে নোপায়ং পণ্ডিতা বিদুঃ ॥ ৪১

গহনং ভবতো রাজ্যমন্ধকারং তমোঽন্বিতম্
নেহ বিশ্বসিতুং শক্যং ভবতাপি কুতো ময়া ॥৪২

অতো নায়ং শুভো বাসস্তবৈলো সদসত্তী ইহ।
বধো হ্যেবাত্র সুকৃতেদ্ দুষ্কৃতে ন চ সংশয়ঃ ॥ ৪৩

ন্যায়তো দুষ্কৃতে ঘাতঃ সুকৃতে ন কথঞ্চন।
নেহ বৃক্তং স্থিরং স্থাতুং ভবেনৈবাত্রজেদ্ বুধঃ ॥ ৪৪

সীতা নাম নদী রাজন্ প্লবো যস্যাং নিমজ্জতি
তথোপমামিমাং মন্যে বাগুরাং সর্বঘাতিনীম্ ॥ ৪৫

মধুপ্রপাতো হি ভবান্ ভোজনং বিষসংযুতম্।
অসত্তামিব তে ভাবো বর্ত্ততে ন সত্তামিব ॥ ৪৬

আশীবিষৈঃ পরিবৃতঃ কূপস্ত্বমসি পার্থিব।
দুর্গতীর্থা বৃহৎকূলা কারীরা বেত্রসংযুতা ॥ ৪৭
নদী মধুরপানীয়া যথা রাজংস্তথা ভবান্।
শ্ব-গৃধ্র-গোমায়ুযুতো রাজহংসসমো ঽসি ॥৪৮
যথাশ্রিতা মহাবৃক্ষং কক্ষঃ সংবর্ধতে মহান্।
ততস্তং সংবৃণোত্যেব তমভীতা চ বর্ধতে ॥ ৪৯
তেনৈবোগ্রেণ তেনৈনং দাবো দহতি দারুণঃ।
তথোপমা ত্বমাত্যাস্তে রাজংস্তান্ পরিশোধয় ॥ ৫০
ত্বয়া চৈব কৃতা রাজন্ ভবতা পরিপালিতাঃ।
ভবন্তং পর্য্যবজ্ঞায় জিঘাংসন্তি ভবৎপ্রিয়ম্ ॥ ৫১
উষিতং শঙ্কমানেন প্রমাদং পরিরক্ষতা।
অন্তঃসর্প ইবাগারে বীরপত্ন্যা ইবালয়ে।
শীলং জিজ্ঞাসমানেন রাজন্ সহজীবিনঃ ॥ ৫২

বৃক্ষ, প্রস্তর ও কণ্টক সমাচ্ছন্ন হওয়ায় হিমালয় পর্ব্বতের কন্দর-সমূহ যেরূপ প্রবেশ ও বাসের অযোগ্য, ঐরূপ দুই অধিকারী সকলের জন্য এই রাজ্যে কোন সৎপুরুষের অবস্থান করাই দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। ৪০

মানব অগ্নি দ্বারা অন্ধকারময় দুর্গম স্থান এবং নৌকা দ্বারা জলময় দুর্গম প্রদেশ উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হয়, কিন্তু পণ্ডিতগণও রাজকর্ম্মচারিগণের কূটনীতিময় দুর্গ উত্তীর্ণ হইবার উপায় জানেন না। ৪১

মহারাজ! আপনার রাজ্যটী অন্ধকারময়, বিপৎসঙ্কুল ও মোহ সমাচ্ছন্ন; এই হেতু আপনিও এই রাজ্যের উপরে বিশ্বাস করিতে পারেন না, তাহাতে আমি কি করিয়া বিশ্বাস করিতে পারি? ৪২

অতএব এই রাজ্যে বাস করা কল্যাণকর নহে; কারণ এখানে ভাল মন্দ উভয়ই সমান। এখানে ধর্ম্ম করিলেও মানুষ নিহত হয়, আর পাপ করিলে যে নিহত হইবে তাহাতে তো কোন সংশয়ই নাই। ৪৩

পাপানুষ্ঠান করিলে বধ করা ন্যায়সঙ্গত, কিন্তু পুণ্যানুষ্ঠান করিলে হত্যা করা কোন মতেই সঙ্গত নহে। অতএব এই রাজ্যে স্থিরভাবে থাকা উচিত নহে; বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সত্বরই এ রাজ্য হইতে চলিয়া যাইবেন। ৪৪

মহারাজ! সীতা নামে এক নদী আছে। উহা আবর্ত্ত-সঙ্কুল হওয়ায় উহাতে যেরূপ নৌকাসকল নিমজ্জিত হইয়া যায়, তদ্রূপ আপনার এই রাজ্যটিও মৃগবন্ধন জালের ন্যায় সর্ব্বনাশা কূটনীতি-পূর্ণ বলিয়া আমি মনে করি। ৪৫

রাজন্! আপনি মধুসম্বিত উচ্চদেশের তুল্য, যেখান হইতে পতনের ভয় আছে, আপনি বিষমিশ্রিত অন্নের তুল্য, আপনার ভাব অসজ্জনের ন্যায়, রাজোচিত নহে। ৪৬

হে ভূপাল! আপনি সর্পবেষ্টিত কূপের ন্যায়। মহারাজ! আপনার অবস্থা একটি সুমিষ্ট জলপূর্ণা নদীর ন্যায় যাহার ঘাটটি দুর্গম, দুই তট অতিউচ্চ এবং তীরে তীরে বহু বাঁশের ঝরালী, বেতের ঝাড় জন্মিয়া আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে। আপনি কুকুর, শৃগাল ও শকুনপরিবেষ্টিত রাজহংসের তুল্য হইয়া পড়িয়াছেন। ৪৭-৪৮

মহারাজ! বিশাল তৃণলতারাশি যেমন প্রথমে কোন বৃহৎ বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকে, ক্রমে তাহাকে পরিবেষ্টন করে, তৎপরে সেই বৃক্ষকে অতিক্রম করিয়া আরও উপরে উঠে এবং শুকাইয়া যায়; পরে ভীষণ দাবানল আসিয়া সেই বিশাল শুষ্ক কাষ্ঠের সহিতই সেই বৃহৎ বৃক্ষকে দগ্ধ করে; আপনার কর্ম্মচারীরাও সেইরূপ হইয়া পড়িয়াছে। অতএব আপনি সেই কর্ম্মচারিগণের সংস্কার করুন। ৪৯-৫০

রাজন্! আপনি তাহাদিগকে অমাত্য করিয়াছেন, পরিপালন করিয়া আসিতেছেন; তথাপি তাহারা আপনার প্রতি কপটভাব রক্ষা করিয়া আপনারই মঙ্গলজনক কার্য্য-সকল নষ্ট করিতে ইচ্ছা করিতেছে। ৫১

আমি রাজার সহিত বাসকারী অধিকারী পুরুষগণের শীল-স্বভাব জানিতে চাই, তাই সদা শঙ্কিত অবস্থায় অতি সাবধানে

কচ্চিজ্জিতেন্দ্রিয়ো রাজা কচ্চিদস্যান্তরা জিতাঃ
কচ্চিদেষাং প্রিয়ো রাজা
কচ্চিদ্ রাজ্ঞঃ প্রিয়াঃ প্রজাঃ ॥ ৫৩
বিজিজ্ঞাসুরিহ প্রাপ্তস্তবাহং রাজসত্তম।
তস্য মে রোচতে রাজন্ ক্ষুধিতস্যেব ভোজনম্। ৫৪
অমাত্যা মে ন রোচন্তে বিতৃষ্ণস্য যথোদকম্
ভবতোঽর্থকৃদিত্যেবং ময়ি দোষো হি তৈঃ কৃতঃ।
বিদ্যতে কারণং নাত্র দিতি মে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫৫
নহি তেষামহং দ্রোদ্ধা তত্তেষাং দোষদর্শনম্।
অরেহি দুর্হৃদাদ্ ভেয়ং ভয়পৃষ্ঠাদিবোরগাৎ ॥ ৫৬
রাজোবাচ।
ভূয়সা পরিহারেণ সৎকারেণ চ ভূয়সা।
পূজিতো ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ভূয়ো বস গৃহে মম ॥ ৫৭

এখানে অবস্থান করিতেছি। সর্পযুক্ত গৃহে মানুষ যেরূপে অবস্থান করে; শূর-বীরের স্ত্রীর গৃহে তাহার উপপতি যেমন সশঙ্কভাবে অবস্থান করে ॥ ৫২

এই দেশের রাজা জিতেন্দ্রিয় কি না; ইঁহার অন্তঃপুরবাসী সেবকবৃন্দ ইঁহার বশীভূত কি না; এখানকার প্রজাদের রাজার উপর প্রীতি আছে কি না এবং রাজাও প্রজাগণের উপর স্নেহশীল কি না—এই সকল তথ্য জানিবার ইচ্ছায় হে নৃপশ্রেষ্ঠ! আমি আপনার এখানে আসিয়াছি। রাজন্! তারপর ক্ষুধার্ত ব্যক্তির যেরূপ অন্নের উপর অভিরুচি হয়, তেমন আপনার উপর আমার অভিরুচি হইয়াছে ॥ ৫৩-৫৪

যেমন তৃষ্ণাবিহীন লোকের জলের উপরে রুচি হয় না, তেমন আপনার মন্ত্রীদের উপরে আমার রুচি হইতেছে না এবং আমি আপনার অভীষ্ট সম্পাদন করিব ইহা মনে করিয়াই সেই মন্ত্রীরা আমার সম্বন্ধে দুরভিসন্ধি পোষণ করিতেছে। উহা ভিন্ন আমার সম্বন্ধে দুরভিসন্ধি করার অন্য কোন কারণ নাই, এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহও নাই ॥ ৫৫

আমি তাঁহাদের কোন প্রকার অপকার করিতেছি না; তথাপি আমার প্রতি তাঁহাদের দুরভিসন্ধি দেখিতেছি; অতএব ভয়পৃষ্ঠ সর্পের ন্যায় দুষ্টচিত্ত শত্রু হইতে সর্বদাই ভয় করিতে হইবে ॥ ৫৬

রাজা বলিলেন—"ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! আমি অধিক পরিমাণেই আমার দোষ ত্যাগ করিবার চেষ্টা করিব এবং অধিক পরিমাণেই

যে ত্বাং ব্রাহ্মণ নেচ্ছন্তি তে ন বৎস্যন্তি মে গৃহে।
ভবতৈব হি তজ্জ্ঞেয়ং যদ্যদেষামনন্তরম্ ॥৫৮
যথা স্যাৎ সুধৃতো দণ্ডো যথা চ সুকৃতং কৃতম্।
তথা সমক্ষং ভগবন্ শ্রেয়সে বিনিযুঙ্ক্ষ্ব মাম্ ॥ ৫৯
মুনিরুবাচ।
অদর্শয়ন্নিমং দোষমেকৈকং দুর্বলীকুরু।
ততঃ কারণমাজ্ঞায় পুরুষং পুরুষং জহি ॥ ৬০
একদোষো হি বহবো মৃদ্নীয়ুরপি কণ্টকান্।
মন্ত্রভেদভয়াদ্ রাজংস্তস্মাদেতদ্ ব্রবীমি তে ॥ ৬১
অর্থে সর্বং জগদ্বদ্ধমর্থে নৈব নিবধ্যতে।
অর্থে দর্পো মনুষ্যাণাং তস্মাদর্থং বিরোচয় ॥ ৬২
একৈনৈকস্য দোষেণ তদ্বিরুদ্ধং প্রচোদয়।
স তস্য দোষানুদ্ভাব্য তস্যার্থং গ্রাহয়িষ্যতি ॥ ৬৩

আপনার আদর গৌরব করিব, সুতরাং আপনি আরও কিছুদিন যাবৎ আমার গৃহে সম্মানিত হইয়া অবস্থান করুন ॥ ৫৭

ব্রাহ্মণ! যাহারা আপনাকে অভিলাষ করে না, তাহারা আমার গৃহে অবস্থান করিতে পারিবে না। ইহার পর আমি তাহাদের সম্বন্ধে যাহা করিব, তাহা আপনি জানিতে পারিবেন ॥ ৫৮

ভগবন্! আমি যেভাবে সমীচীন দণ্ড প্রয়োগ করি এবং যেভাবে কার্য করিতে থাকি, তাহা দেখিয়া আপনি আমাকে মঙ্গলে নিযুক্ত করুন ॥ ৫৯

মুনি বলিলেন—"রাজন্! আপনি এই সকল দোষ না দেখিয়া প্রথমে উহাদের হাত হইতে অনেক কার্য কাড়িয়া লইয়া উহাদিগকে দুর্বল করুন; তাহার পর উপযুক্ত কারণ জানিয়া এক এক ব্যক্তির প্রাণদণ্ড করুন ॥ ৬০

মহারাজ! একবিধ দোষযুক্ত বহুলোক মিলিত হইয়া কণ্টক পর্যন্ত কোমল করিতে পারে, অতএব আপনার গুপ্তমন্ত্রণা প্রকাশ পাইবার ভয়ে আমি আপনার নিকট এইরূপ বলিলাম ॥ ৬১

রাজন্! সমগ্র জগতেরই অর্থের সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে, মানুষ অর্থদ্বারাই মানুষকে বশীভূত করে এবং অর্থ থাকিলেই মানুষের দর্প হয়, অতএব আপনি সেই অর্থরক্ষার চেষ্টা করুন ॥ ৬২

একজন দোষী অমাত্যদ্বারা অপর দোষী অমাত্যের সহিত বিরোধ ঘটাইতে আরম্ভ করুন, সেই অমাত্য অপর অমাত্যের

সামপূর্ব্বঞ্চ কেষাঞ্চিদ্ ভেদেন চ পরস্পরম্ ।
বৈরং কারয় ভূপাল পশ্চাদ্দণ্ডং প্রচোদয় ॥ ৬৪
বিম্বেন চ যথা বিম্বমাকারং হাদ্য বুদ্ধিমান্ ।
অশুদ্ধং সচিবং রাজন্নশুদ্ধেনৈব নাশয় ॥ ৬৫
বয়ং তু ব্রাহ্মণা নাম মৃদুদণ্ডাঃ কৃপালবঃ
স্বস্তি চেচ্ছাম ভবতঃ পরেষাঞ্চ যথাঽঽত্মনঃ ॥ ৬৬
রাজন্নাত্মানমাচক্ষে সম্বন্ধী ভবতো হ্যহম্
মুনিঃ কালকবৃক্ষীয় ইত্যেবমভিসংজ্ঞিতঃ ॥ ৬৭
পিতুঃ সখা চ ভবতঃ সম্মতঃ সত্যসঙ্গরঃ ।
ব্যাপন্নে ভবতো রাজ্যে রাজন্ পিতরি সংস্থিতে ॥ ৬৮
সর্বকামান্ পরিত্যজ্য তপস্তপ্তং তদা ময়া ।
স্নেহাৎ ত্বাং তু ব্রবীম্যেতন্মা ভূয়ো বিভ্রমেদিতি ॥ ৬৯

উভে দৃষ্ট্বা দুঃখ-সুখে রাজ্যং প্রাপ্য যদৃচ্ছয়া ।
রাজ্যেনামাত্যসংস্থেন কথং রাজন্ প্রমাদ্যসি ॥ ৭০

ভীষ্ম উবাচ ।

ততো রাজকুলে নান্দী সজজে ভূয়সী পুনঃ ।
পুরোহিতকুলে চৈব সম্প্রাপ্তে ব্রাহ্মণর্ষভে ॥ ৭১
একচ্ছত্রাং মহীং কৃত্বা কৌশল্যায় যশস্বিনে ।
মুনিঃ কালকবৃক্ষীয় ঈজে ক্রতুভিরুত্তমৈঃ ॥ ৭২
হিতং তদ্বচনং শ্রুত্বা কৌশল্যোঽপ্যজয়ন্মহীম্ ।
তথা চ কৃতবান্ রাজা যথোক্তং তেন ভারত ॥ ৭৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি অমাত্যপরীক্ষায়াং কালকবৃক্ষীয়োপাখ্যানে দ্ব্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮২

দোষ প্রকাশ করিয়া তৎকর্তৃক অপহৃত ধন অস্ত্র দ্বারা আনয়ন করাইবে ॥ ৬৩

রাজন্ ! সাম প্রয়োগ কিংবা ভেদ প্রয়োগ করিয়া কতকগুলি মন্ত্রীর মধ্যে পরস্পর শত্রুতা উৎপাদন করুন, তাহার পরে তাহাদের দণ্ড বিধান করুন ॥ ৬৪

রাজন্ ! আপনি বুদ্ধিমান্ পুরুষ অতএব আপনি নিজের অবস্থা গোপন রাখিয়া একটী বিষফল দ্বারা যেমন অপর বিষফলকে ভগ্ন করে, সেইরূপ একজন দোষী মন্ত্রী দ্বারা অপর দোষী মন্ত্রীকে বিনষ্ট করুন ॥ ৬৫

রাজন্ ! আমরা ব্রাহ্মণ, সুতরাং আমরা অপরাধীর প্রতি কোমল দণ্ডই দিয়া থাকি । তা'রপর, নিজের ন্যায় অন্যেরও আপনার মঙ্গল কামনা করিয়া থাকি ॥ ৬৬

রাজন্ ! এখন আমি আত্মপরিচয় দিতেছি—আমি আপনার কোন বিশিষ্ট সম্পর্কী এবং আমার নাম 'কালকবৃক্ষীয়মুনি' ॥ ৬৭

মহারাজ ! আমি আপনার পিতার প্রিয়সখা এবং সত্যপ্রতিজ্ঞ । আপনার পিতার মৃত্যু হইলে এবং তৎকালে আপনার রাজ্য বিপৎসঙ্কুল হইয়া পড়িলে, আমি অন্য সমস্ত কামনাই পরিত্যাগ করিয়া কেবল আপনার রাজ্যেরই হিতসাধনের জন্য তপস্যা করিয়াছিলাম । এখন স্নেহবশতঃ আপনাকে এই কথা বলিতেছি যে, আপনি যেন পুনরায় ভ্রমে পতিত না হন ॥৬৮-৬৯

রাজন্ ! আপনি ঈশ্বরের ইচ্ছায় রাজ্য লাভ করিয়া সুখ ও দুঃখ উভয়ই দেখিতে থাকিয়া রাজ্যটীকে অমাত্যদের উপরে রাখিয়া 'নিজে কেন অনবহিত রহিতেছেন' ॥ ৭০

ভীষ্ম বলিলেন 'তাহার পর পুরোহিত কুলসম্ভূত কোন ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ প্রধান মন্ত্রী হইয়া উপস্থিত হইলে, পুনরায় রাজার গৃহে আনন্দজনক প্রচুর মঙ্গলস্তুতি পাঠ হইতে লাগিল ॥ ৭১

ওদিকে কালক বৃক্ষীয় মুনি যশস্বী কোশল রাজের রাজ্যটিকে নিষ্কণ্টক করিয়া তাঁহারই জন্য প্রধান প্রধান অনেক যজ্ঞ করিলেন ॥ ৭২

ভরতনন্দন ! কোশলরাজও কালকবৃক্ষীয় মুনির হিতকর বাক্য শুনিয়া রাজ্যকে আপন করায়ত্ত করিলেন এবং সেই মুনি যেমন বলিয়াছিলেন, তেমন ভাবেই কার্য্য করিতে লাগিলেন' ॥ ৭৩

ইতি শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে রাজধর্মানুশাসনপর্ব্বে কালকবৃক্ষ উপাখ্যানে দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[সভাসৎপ্রভৃতীনাং লক্ষণকথনম্, গুপ্তমন্ত্রণাশ্রবণায়াধিকারিণামনধিকারিণাঞ্চ নিরূপণম্, মন্ত্রবিদ্ভির্মন্ত্রণায়াঃ স্থানস্য বর্ণনঞ্চ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

সভাসদঃ সহায়াশ্চ সুহৃদশ্চ বিশাম্পতে।
পরিচ্ছদাস্তথামাত্যাঃ কীদৃশাঃ স্যুঃ পিতামহ ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ।

হ্রীনিষেবাস্তথা দান্তাঃ সত্যার্জবসমন্বিতাঃ
শক্তাঃ কথয়িতুং সম্যক্ তে তব স্যুঃ সভাসদঃ ॥ ২
অমাত্যাংশ্চাভিশূরাংশ্চ ব্রাহ্মণাংশ্চ পরিশ্রুতান্।
সুসন্তুষ্টাংশ্চ কৌন্তেয় মহোৎসাহাংশ্চ কর্মসু ॥ ৩
এতান্ সহায়ান্নিষ্পেথাঃ সর্বাস্বাপৎসু ভারত।
কুলীনঃ পূজিতো নিত্যং ন হি শক্তিং নিগূহতি ॥ ৪
প্রসন্নমপ্রসন্নং বা পীড়িতং হতমেব বা
আবর্তয়তি ভূয়িষ্ঠং তদেব হ্যনুপালিতম্ ॥ ৫
কুলীনা দেশজ্ঞাঃ প্রাজ্ঞা রূপবন্তো বহুশ্রুতাঃ।
প্রগল্ভাশ্চানুরক্তাশ্চ তে তব স্যুঃ পরিচ্ছদাঃ ॥ ৬
দৌষ্কুলেয়াশ্চ লুব্ধাশ্চ নৃশংসা নিরপত্রপাঃ।
তে ত্বাং তাত নিষেবেরন্ যাবদার্দ্রকপাণয়ঃ ॥ ৭
কুলীনান্ শীলসম্পন্নানিঙ্গিতজ্ঞাননিষ্ঠুরান্।
দেশকালবিধানজ্ঞান্ ভর্তৃকার্য্যহিতৈষিণঃ ॥ ৮
নিত্যমর্থেষু সর্বেষু রাজা কুর্বীত মন্ত্রিণঃ।
অর্থমানার্ঘসৎকারৈর্ভোগৈরুচ্চাবচৈঃ প্রিয়ান্।
যানর্থভাজো মন্যেথাস্তে তে স্যুঃ সুখভাগিনঃ ॥ ৯
অভিন্নবৃত্তা বিদ্বাংসঃ সদ্বৃত্তাশ্চরিতব্রতাঃ।
ন ত্বাং নিত্যার্থিনো জহ্যুরক্ষুদ্রাঃ সত্যবাদিনঃ ॥ ১০
অনার্য্যা যে ন জানন্তি সময়ং মন্দচেতসঃ।
তেভ্যঃ পরিহৃতং শ্রেয়ো যে চাপি সময়চ্যুতাঃ ॥ ১১
নৈকমিচ্ছেদ্ গণং হিত্বা স্যাচ্চেদন্যতরগ্রহঃ।
যত্ত্বেকো বহুভিঃ শ্রেয়ান্ কামং তেন গণং ত্যজেৎ ॥ ১২

ত্র্যশীতিতম অধ্যায়।

[সভাসৎ-প্রভৃতিগণের লক্ষণকথন ও গুপ্তমন্ত্রণা-শ্রবণে অধিকারী ও অনধিকারীদিগের নিরূপণ এবং মন্ত্রবিদ্গণের মন্ত্রণার স্থান বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন—'প্রজাপালক পিতামহ! কোন্ কোন্ মানুষ রাজার সভাসদ্, সহায়, সুহৃৎ, পরিজন ও সমরসচিব হইবেন?' ১

ভীষ্ম বলিলেন—'যে সকল মানুষ লজ্জাশীল, ইন্দ্রিয়দমনে সমর্থ, সত্য ও সরলতাযুক্ত এবং সমীচীনভাবে প্রিয় ও অপ্রিয় বিষয় বলিতে সক্ষম হইবেন, তাঁহারাই যেন তোমার সভাসদ্ হন। ২

ভরতনন্দন! সর্ব্বপ্রকার অমাত্য, মহাবীর, শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ এবং অত্যন্ত সন্তুষ্ট ও কার্য্যমাত্রে মহোৎসাহশীল লোকদিগকে সমস্ত বিপদে সহায় লাভ করিবার ইচ্ছা করিও। কারণ, সৎকুলোৎপন্ন ও নিত্য সম্মানিত ব্যক্তি কখনও কার্য্যকালে আপন শক্তি গোপন করেন না ॥ ৩-৪

যে মিত্রকে প্রীতির পাত্র বলিয়া রাখিলে সে কখনও পরিত্যাগ করে না, অর্থাৎ রাজা প্রসন্ন বা অপ্রসন্ন কিংবা পীড়িত অথবা নিহতই হউন, যে লোক অধিক পরিমাণে বার বার অনুসরণ করে, সেই লোকই যেন তোমার সুহৃদ হয়। ৫

যাঁহারা সৎকুলোৎপন্ন, উত্তমদেশজাত, রূপবান্, বহুশাস্ত্রজ্ঞ চতুর ও অনুরক্ত হইবেন, তাঁহারাই তোমার পরিজন হইবেন ॥ ৬

বৎস যুধিষ্ঠির! আর যাহারা দুষ্কুলজাত, লুব্ধ, নৃশংস ও নির্লজ্জ—তাহারা যে পর্য্যন্ত তোমার নিকট কিছু কিছু লাভ করিবে, সেই পর্য্যন্তই তোমার সেবা করিবে ॥ ৭

যাঁহারা সৎকুলজাত, সৎস্বভাবসম্পন্ন, ইঙ্গিতজ্ঞ, কোমলস্বভাব, দেশ ও কাল অনুসারে কার্য্য করিতে নিপুণ এবং স্বামীর হিতৈষী—তাঁহাদিগকেই রাজা সমস্ত বিষয়ে মন্ত্রী করিবেন। ধন, মান, উপহার, আদর ও নানাবিধ ভোগ্যবস্তু দান দ্বারা তোমার প্রীতিকর ও প্রয়োজন সাধক বলিয়া যাঁহাদিগকে তুমি মনে করিবে, তাঁহারাই যেন তোমার সহিত সুখভোগী হন ॥ ৮-৯

একবিধ স্বভাবসম্পন্ন, বিদ্বান্, সদ্ব্যবসায়ী, বেতনভোগী, উদারচেতা ও সত্যবাদী লোকেরা কখনও তোমাকে পরিত্যাগ করিবেন না ॥ ১০

যুধিষ্ঠির! নিকৃষ্টচিত্ত যে সকল অসজ্জন ন্যায্য ও অন্যায় বোঝে না এবং যাহারা প্রতিজ্ঞা-ভ্রষ্ট হয়, তুমি তাহাদের নিকট আত্মরক্ষা করিয়া চলিবে ॥ ১১

যে স্থলে একজাতীয় বহু লোক থাকে, সে স্থলে একজনকে লওয়া সঙ্গত হইলেও সে বহু লোক পরিত্যাগ করিয়া একজনকে লইবে না; কিন্তু সেই বহুলোকের মধ্যে যদি একজন শ্রেষ্ঠ থাকে, তাহা হইলে সেই শ্রেষ্ঠ একজনকেই লইবে এবং অপর বহু লোককে ত্যাগ করিবে ॥ ১২

শ্রেয়সো লক্ষণং চৈতদ্ বিক্রমো যস্য দৃশ্যতে।
কীর্তিপ্রধানো যশ্চ স্যাৎ সময়ে যশ্চ তিষ্ঠতি ॥ ১৩
সমর্থান্ পূজয়েদ্ যশ্চ নাস্পর্দ্ধ্যৈঃ স্পর্দ্ধতে চ যঃ।
ন চ কামাদ্ ভয়াৎ ক্রোধাল্লোভাদ্
বা ধর্মমুৎসৃজেৎ ॥ ১৪
অমানী সত্যবান্ ক্ষান্তো জিতাত্মা মানসংবৃতঃ।
স তে মন্ত্রসহায়ঃ স্যাৎ সর্বাবস্থাপরীক্ষিতঃ ॥ ১৫
কুলীনঃ সত্ত্বসম্পন্নস্ত্রিষ্বিঙ্গিতেষ্বিঙ্গিত আত্মবান্।
শূরঃ কৃতজ্ঞঃ সত্যশ্চ শ্রেয়সঃ পার্থ লক্ষণম্ ॥ ১৬
তস্যৈবং বর্তমানস্য পুরুষস্য বিজানতঃ।
অমিত্রাঃ সম্প্রসীদন্তি তথা মিত্রীভবন্ত্যপি ॥ ১৭
অত ঊর্ধ্বমমাত্যানাং পরীক্ষেত গুণাগুণম্।
সংযতাত্মা কৃতপ্রজ্ঞো ভূতিকামশ্চ ভূমিপঃ ॥ ১৮
সম্বন্ধিপুরুষৈরাপ্তৈরভিজাতৈঃ স্বদেশজৈঃ।
অহার্য্যৈরব্যভীচারৈঃ সর্বশঃ সুপরীক্ষিতৈঃ ॥ ১৯

শ্রেষ্ঠের লক্ষণ ইহাই—যাঁহার বিক্রম দেখা যায়, যাঁহার কীর্ত্তি অসাধারণ এবং যিনি আপন প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে সমর্থ হন ॥ ১৩

যিনি শক্তিশালী লোকদিগকে সম্মান করেন, যিনি স্পর্দ্ধার অযোগ্য লোকদিগের সহিত স্পর্দ্ধা করেন না এবং যিনি কাম ক্রোধ, ভয় বা লোভবশতঃ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না ॥ ১৪

যুধিষ্ঠির! যিনি অহঙ্কার করেন না, সত্যবাক্য বলেন এবং ক্ষমাশীল, সংযতচিত্ত ও উন্নতহৃদয় হন, তুমি সমস্ত অবস্থাতেই পরীক্ষা করিয়া তাঁহাকে মন্ত্রণার সহায় করিবে ॥ ১৫

পৃথানন্দন! সৎকুলসম্ভূত, অধ্যবসায়যুক্ত, সহিষ্ণু, কার্য্যনিপুণ, প্রশস্তচিত্ত, বীর, কৃতজ্ঞ ও সত্যবাদী—এইগুলি শ্রেষ্ঠের লক্ষণ ॥ ১৬

রাজা বিশেষভাবে সকল দিক্‌পর্য্যবেক্ষণ করিতে থাকিয়া এইরূপ মন্ত্রী প্রভৃতি লইয়া রাজ্যশাসন করিতে প্রবৃত্ত থাকিলে, তাঁহার শত্রুরা প্রসন্ন হয়, এমন কি একেবারে মিত্র হইয়াই পড়ে ॥ ১৭

সংযতচিত্ত, শিক্ষিতবুদ্ধি ও ঐশ্বর্য্যকামী রাজা উক্তবিধ কর্ম্মচারি নিয়োগের পর সম্পর্কযুক্ত, বিশ্বস্ত, উচ্চবংশসম্ভূত, স্বদেশজাত, স্থিরপ্রকৃতি, ব্যতিক্রমশূন্য এবং সর্ব্ব প্রকারে সুপরীক্ষিত পুরুষগণ দ্বারা সেই কর্ম্মচারিগণের দোষ-গুণের পরীক্ষা করিবেন ॥ ১৮-১৯

ঐশ্বর্য্যকামী ও উন্নতিলিপ্সু রাজা যোনিসম্বন্ধযুক্ত, শাস্ত্রজ্ঞান-
যোনাঃ শ্রোত্রাস্তথা মৌলাস্তথৈবাপ্যনহঙ্কৃতাঃ।
কর্তব্যা ভূতিকামেন পুরুষেণ বুভূষতা ॥ ২০
যেষাং বৈনয়িকী বুদ্ধিঃ প্রকৃতিশ্চৈব শোভনা।
তেজো ধৈর্য্যং ক্ষমা শৌচমনুরাগঃ স্মৃতির্ধৃতিঃ ॥ ২১
পরীক্ষ্য চ গুণান্ নিত্যং শ্রৌঢ়ভাবান্ ধুরন্ধরান্।
পঞ্চোপধাব্যতীতাংশ্চ কুর্য্যাদ্ রাজার্থকারিণঃ ॥ ২২
পর্য্যাপ্তবচনান্ বীরান্ প্রতিপত্তিবিশারদান্।
কুলীনান্ সত্ত্বসম্পন্নানিঙ্গিতজ্ঞাননিষ্ঠুরান্ ॥ ২৩
দেশকালবিধানজ্ঞান্ ভর্তৃকার্য্যহিতৈষিণঃ।
নিত্যমর্থেষু সর্বেষু রাজন্ কুর্বীত মন্ত্রিণঃ ॥ ২৪
হীনতেজোঽভিসংসৃষ্টো নৈব জাতু ব্যবস্যতি।
অবশ্যং জনয়ত্যেব সর্বকর্মসু সংশয়ম্ ॥ ২৫
এবমন্বক্ষতো মন্ত্রী কল্যাণাভিজনোঽপ্যুত।
ধর্মার্থকামসংযুক্তো নালং মন্ত্রং পরীক্ষিতুম্ ॥ ২৬
তথৈবানভিজাতোঽপি কামমস্তু বহুশ্রুতঃ।
অনায়ক ইবাচক্ষুর্ন্যুত্যাণুষু কর্মসু ॥ ২৭

সম্পন্ন, পুরুষ-পরম্পরাগত ও অহঙ্কারশূন্য লোকদিগকেই মন্ত্রী প্রভৃতি পদে নিযুক্ত করিবেন ॥ ২০

যাহাদের বুদ্ধি বিনয়সম্পন্ন ও স্বভাব সুন্দর হয় এবং তেজ, ধৈর্য্য, ক্ষমা পবিত্রতা, অনুরাগ, পদমর্য্যাদানুরূপ কার্য্যকলাপ ও স্মৃতি থাকে, রাজা সেই সব গুণকে পরীক্ষা করিয়া সর্ব্বদা দৃঢ়সঙ্কল্প, কার্য্যভার বহনক্ষম ও কপটতাশূন্য পাঁচজন মন্ত্রী করিবেন ॥ ২১-২২

বাক্‌পটু, সূক্ষ্মবুদ্ধি, সৎকুলোৎপন্ন, ইঙ্গিতজ্ঞ, কোমলপ্রকৃতি, দেশ ও কাল অনুসারে কার্য্যকারী এবং রাজার হিতৈষী লোকদিগকেই রাজা সমস্ত কার্য্যে মন্ত্রী করিবেন ॥ ২৩-২৪

রাজা যদি কোন তেজোহীন মন্ত্রীর সহিত মিলিত হইয়া কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হন, তবে তিনি কখনও কোন কর্ত্তব্য নিশ্চয় করিতে সমর্থ হন না। কারণ, তেজোহীন মন্ত্রী অবশ্যই সমস্ত কার্য্যে সন্দেহ জন্মাইয়া থাকে ॥ ২৫

মন্ত্রী উচ্চকুলজাত এবং ধর্ম্মার্থকাম বুদ্ধিসম্পন্ন হইয়াও যদি অল্পজ্ঞ হন, তবে তিনি মন্ত্রীর বিষয় পর্য্যালোচনা করিতে সমর্থ হ'ন না ॥ ২৬

মন্ত্রী বহুশাস্ত্রজ্ঞ হউন, তথাপি তিনি যদি উচ্চবংশসম্ভূত না হন, তবে তিনি নায়ক-হীনের ন্যায় এবং অন্ধের ন্যায় অত্যল্প কার্য্য করিবার সময়েও কর্ত্তব্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়েন ॥ ২৭

যো বাপ্যস্থিরসঙ্কল্পো বুদ্ধিমানাগতাগমঃ।
উপায়জ্ঞোঽপি নালং স কর্ম প্রাপয়িতুং চিরম্ ॥ ২৮
কেবলাৎ পুনরাদানাৎ কর্মণো নোপপদ্যতে
পরামর্শো বিশেষাণামশ্রুতস্তেহ দুর্মতেঃ ॥ ২৯
মন্ত্রিণ্যনুরক্তে তু বিশ্বাসো নোপপদ্যতে।
তস্মাদনুরক্তায় নৈব মন্ত্রং প্রকাশয়েৎ ॥ ৩০
ব্যথয়েদ্ধি স রাজানং মন্ত্রিভিঃ সহিতোঽনৃজুঃ।
মারুতোপহিতচ্ছিদ্রৈঃ প্রবিশ্যাগ্নিরিব দ্রুমম্ ॥ ৩১
সংক্রুদ্ধশ্চৈকদা স্বামী স্বানাচ্ছৈবাপকর্ষতি
বাচা ক্ষিপতি সংরব্ধঃ পুনঃ পশ্চাৎ প্রসীদতি ॥ ৩২
তানি তান্যনুরক্তেন শক্যানি হি তিতিক্ষিতুম্
মন্ত্রিণাঞ্চ ভবেৎ ক্রোধো বিক্ষুব্ধিতমিবাশনেঃ ॥ ৩৩
যস্তু সংহরতে তানি ভর্তুঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া।
সমানসুখ-দুঃখং তং পৃচ্ছেদর্থেষু মানবম্ ॥ ৩৪

যে মন্ত্রী বুদ্ধিমান্, শাস্ত্রজ্ঞ ও উপায়বিৎ, কিন্তু স্থির-সঙ্কল্প নহেন; তিনি দীর্ঘকাল কার্য্যসাধন করিতে সমর্থ হন না ॥ ২৮

এই জগতে শাস্ত্রজ্ঞানশূন্য ও দুষ্টবুদ্ধি মন্ত্রী কেবল মন্ত্রীর কার্য্যভার গ্রহণ করেন বলিয়াই বিশেষ কার্য্যে তাঁহার পরামর্শ যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না ॥ ২৯

অননুরক্ত মন্ত্রীর উপরে রাজার বিশ্বাস করা উচিত নহে। অতএব রাজা অননুরক্ত মন্ত্রীর নিকটে গুপ্তমন্ত্রণা প্রকাশ করিবেন না ॥ ৩০

অগ্নি যেমন বায়ুযুক্ত রন্ধ্রদ্বারা প্রবেশ করিয়া বৃক্ষকে ব্যথিত করে, সেইরূপ কুটিল-মন্ত্রী অন্য মন্ত্রীদের সহিত মিলিত হইয়া রাজাকে ব্যথিত করিয়া থাকেন ॥ ৩১

ওদিকে রাজাও কোন সময়ে ক্রুদ্ধ হইয়া কোন মন্ত্রীকে মন্ত্রি-পদ হইতে নামাইয়া দেন, কোন সময়ে ক্রুদ্ধ হইয়া মুখে নিন্দা করেন, আবার পরে প্রসন্ন হন ॥ ৩২

তখন অননুরক্ত মন্ত্রী রাজার সেই সকল ব্যবহার সহ্য করিতে সমর্থ হ'ন না, আর অননুরক্ত মন্ত্রীদের তীব্র বজ্রপাতের ন্যায় ক্রোধ উপস্থিত হয় ॥ ৩৩

যে মন্ত্রী রাজার প্রিয়কার্য্য করিবার ইচ্ছায় তাঁহার সেই সকল ব্যবহার সহ্য করেন, সেই মন্ত্রী রাজার সুখ-দুঃখের সমান-ভাগী বলিয়া গণ্য হন, সুতরাং রাজা কর্ত্তব্যবিষয়ে সেই মন্ত্রীর নিকটেই প্রশ্ন করিবেন ॥ ৩৪

অনুজুস্ত্বনুরক্তোঽপি সম্পন্নশ্চেতরৈর্গুণৈঃ।
রাজ্ঞঃ প্রজ্ঞানযুক্তোঽপি ন মন্ত্রং শ্রোতুমর্হতি ॥ ৩৫
যোঽমিত্রৈঃ সহ সম্বন্ধো ন পৌরান্ বহু মন্যতে।
অসুহৃৎ তাদৃশো জ্ঞেয়ো ন মন্ত্রং শ্রোতুমর্হতি ॥ ৩৬
অবিদ্বানশুচিঃ স্তব্ধঃ শত্রুসেবী বিকত্থনঃ।
অসুহৃৎ ক্রোধনো লুব্ধো ন মন্ত্রং শ্রোতুমর্হতি ॥ ৩৭
আগন্তুশ্চানুরক্তোঽপি কামমস্তু বহুশ্রুতঃ।
সৎকৃতঃ সংবিভক্তো বা ন মন্ত্রং শ্রোতুমর্হতি ॥ ৩৮
বিধর্মতো বিপ্রকৃতঃ পিতা যস্যাভবৎ পুরা
সৎকৃতঃ স্থাপিতঃ সোঽপি ন মন্ত্রং শ্রোতুমর্হতি ॥ ৩৯
যঃ স্বল্পেনাপি কার্য্যেণ সুহৃদ্দাক্ষারিতো ভবেৎ।
পুনরন্যৈর্গুণৈর্যুক্তো ন মন্ত্রং শ্রোতুমর্হতি ॥ ৪০
কৃতপ্রজ্ঞশ্চ মেধাবী বুধো জানপদঃ শুচিঃ।
সর্বকর্মসু যঃ শুদ্ধঃ স মন্ত্রং শ্রোতুমর্হতি ॥ ৪১

মন্ত্রী রাজার অনুরক্ত, অন্যান্য গুণসম্পন্ন এবং বিশেষ জ্ঞান-বান্ হইলেও যদি কুটিল হন তবে তিনি রাজার গুপ্ত মন্ত্রণা শুনিবার যোগ্য হন না ॥ ৩৫

যিনি শত্রুপক্ষের সহিত সংসৃষ্ট হইয়া পুরবাসিগণের আদর করেন না; সেইরূপ মন্ত্রীকে রাজা শত্রু বলিয়া জানিবেন, সুতরাং তাদৃশ মন্ত্রী গুপ্তমন্ত্রণা শুনিবার যোগ্য নহেন ॥ ৩৬

বিদ্যাশূন্য, অপবিত্র, অলস, শত্রুসেবী, আত্মশ্লাঘাকারী, অসুহৃৎ, ক্রোধী ও লোভী মানুষ গুপ্তমন্ত্রণা শুনিবার যোগ্য নহে ॥ ৩৭

মানুষ যথেষ্ট অনুরক্ত, বহুশাস্ত্রজ্ঞ, সকলের আদৃত এবং বিভাগপূর্ব্বক মন্ত্রিপদে স্থাপিত হউন, তথাপি তিনি যদি নূতন আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনিও গুপ্তমন্ত্রণা শুনিবার যোগ্য হইতে পারেন না ॥ ৩৮

যাঁহার পিতা ধর্ম্মবিরুদ্ধ আচরণ করায় কোথাও দণ্ডিত হইয়াছিলেন, তিনি সকলের আদৃত ও মন্ত্রিপদে স্থাপিত হইলেও গুপ্তমন্ত্রণা শুনিবার যোগ্য নহেন ॥ ৩৯

যিনি অল্প দুষ্কার্য্য করিয়াও রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন, তিনি সুহৃদ্ বা অন্যান্য গুণযুক্ত হইলেও গুপ্তমন্ত্রণা শুনিবার যোগ্য নহেন ॥ ৪০

যিনি শিক্ষিত, বুদ্ধি, মেধাবী, বিদ্বান্, স্বদেশজাত, পবিত্র চিত্ত এবং সমস্ত কার্য্যেই নির্দ্দোষ—তিনি গুপ্তমন্ত্রণা শুনিবার যোগ্য ॥ ৪১

জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নঃ প্রকৃতিজ্ঞঃ পরাত্মনোঃ।
সুহৃদাত্মসমো রাজ্ঞঃ স মন্ত্রং শ্রোতুমর্হতি ॥ ৪২

সত্যবাক্ শীলসম্পন্নো গম্ভীরং সত্রপো মৃদুঃ
পিতৃপৈতামহো যঃ স্যাৎ স মন্ত্রং শ্রোতুমর্হতি ॥ ৪৩

সন্তুষ্টঃ সম্মতঃ সত্যঃ শৌচীরো দ্বেষ্যপাপকঃ।
মন্ত্রবিৎ কালবিচ্ছূরঃ স মন্ত্রং শ্রোতুমর্হতি ॥ ৪৪

সর্বলোকমিমং শক্তঃ সান্ত্বেন কুরুতে বশে।
তস্মৈ মন্ত্রঃ প্রযোক্তব্যো দণ্ডমাধিৎসতা নৃপ ॥ ৪৫

পৌরজানপদা যস্মিন্ বিশ্বাসং ধর্মতো গতাঃ
যোদ্ধা নয়বিপশ্চিচ্চ স মন্ত্রং শ্রোতুমর্হতি ॥ ৪৬

তস্মাৎ সর্বৈর্গুণৈরেতৈরুপপন্নাঃ সুপূজিতাঃ
মন্ত্রিণঃ প্রকৃতিজ্ঞাঃ স্যুস্ত্র্যবরা মহতীক্ষবঃ ॥ ৪৭

স্বাসু প্রকৃতিষুচ্ছিদ্রং লক্ষয়েরন্ পরস্য চ।
মন্ত্রিণাং মন্ত্রমূলং হি রাজ্ঞো রাষ্ট্রং বিবর্ধতে ॥ ৪৮

নাস্য চ্ছিদ্রং পরঃ পশ্যেচ্ছিদ্রেষু পরমন্বিয়াৎ।
গূহেৎ কূর্ম ইবাঙ্গানি রক্ষেদ্ বিবরমাত্মনঃ ॥ ৪৯

মন্ত্রগুপ্তা হি রাজ্যস্য মন্ত্রিণো যে মনীষিণঃ
মন্ত্রসংহননো রাজা মন্ত্রাঙ্গানীতরে জনাঃ ॥ ৫০

রাজ্যঃ প্রণিধিমূলং হি মন্ত্রসারং প্রচক্ষতে
স্বামিনং ত্বনুবর্তন্তে বৃত্ত্যর্থমিহ মন্ত্রিণঃ ॥ ৫১

সংবিনীয় মদ-ক্রোধৌ মানমীর্ষ্যাঞ্চ নির্ঘৃতাঃ
নিত্যং পঞ্চোপধাতীতৈর্মন্ত্রয়েৎ সহ মন্ত্রিভিঃ ॥ ৫২

তেষাং ত্রয়াণাং বিবিধং বিমর্ষং
বিবুধ্য চিত্তং বিনিবেশ্য তত্র
স্বনিশ্চয়ং তৎ পরনিশ্চয়ঞ্চ
নিবেদয়েদুত্তরমন্ত্রকালে ॥ ৫৩

যিনি জ্ঞানবিজ্ঞানযুক্ত, পরের বা আত্মীয়ের স্বভাব জানেন এবং নিজের তুল্য সুহৃৎ, তিনি রাজার গুপ্তমন্ত্রণা শুনিবার যোগ্য ॥ ৪২

যিনি সত্যবাদী; সচ্চরিত্র, গম্ভীরপ্রকৃতি, লজ্জাশীল, কোমল স্বভাব এবং পিতৃপিতামহক্রমে আগত, তিনি গুপ্তমন্ত্রণা শুনিবার যোগ্য ॥ ৪৩

যিনি সর্ব্বদা সন্তুষ্ট, সকলের প্রিয়, সত্যপরায়ণ, চতুর, পাপদ্বেষী, মন্ত্রজ্ঞ, কালজ্ঞ ও বীর হইবেন, তিনি গুপ্তমন্ত্রণা শুনিবার যোগ্য হইবেন ॥ ৪৪

রাজন্! যে শক্তিমান্ পুরুষ মধুর বাক্য দ্বারা সমস্ত লোককে বশীভূত করিতে পারেন, দণ্ডদানাভিলাষী রাজার তাঁহার নিকটেই গুপ্তমন্ত্রণা বলা উচিৎ ॥ ৪৫

ন্যায় অনুসারে চলেন বলিয়া যে মন্ত্রীর উপরে পুরবাসিগণ ও দেশবাসিগণ বিশ্বাস করে, যোদ্ধাও নীতিনিপুণ সেই মন্ত্রীই গুপ্তমন্ত্রণা শুনিবার যোগ্য ॥ ৪৬

অতএব এই সকল গুণসম্পন্ন, সকলের সম্মানভাজন, রাজার সমৃদ্ধিকামী ও লোকচরিত্রাভিজ্ঞ এইরূপ অন্যূন তিনজন মন্ত্রী হইবেন ৪৭

সেই মন্ত্রীরা আপন প্রজাদের ও অন্য রাজার প্রজাদের ছিদ্রের প্রতি লক্ষ্য করিবেন, আর রাজার রাজ্য যে সমৃদ্ধিসম্পন্ন হয়, মন্ত্রিগণের মন্ত্রণাই তাহার মূল ॥ ৪৮

ইঁহার ছিদ্র অন্যে দেখিবে না; কিন্তু ইনি পরের ছিদ্র পাইয়াই আক্রমণ করিবেন; কূর্ম যেমন তাহার অঙ্গসকল সংবৃত করে, রাজাও তেমন তাহার রাজ্যাঙ্গসকল সংবৃত করিবেন এবং নিজের ছিদ্র গুপ্ত রাখিবেন ৪৯

যাঁহারা বিচক্ষণ মন্ত্রী হইবেন, তাঁহারা মন্ত্রণা গুপ্ত রাখিবেন; মন্ত্রণাই রাজার কর্ম এবং অন্যান্য লোক সেই মন্ত্রণার সম্পাদক ॥ ৫০

বিচক্ষণ লোকেরা বলেন—রাজত্বের মূল গুপ্তচর এবং তাহাতে মন্ত্রণাই সার। কিন্তু মন্ত্রীরা বেতন লাভের জন্যেই রাজার অনুসরণ করেন (সুতরাং তাঁহাদিগকে রাজ্যের মূল বা সার বলা যায় না।) ॥ ৫১

যাঁহারা মত্ততা, ক্রোধ, অভিমান ও ঈর্ষা পরিত্যাগ করিয়া সুস্থচিত্ত হইতে পারেন এবং যাঁহারা কায়িক, বাচনিক মানসিক, কর্ম্মকৃত ও সঙ্কেত-জনিত এই পঞ্চবিধ ছল অতিক্রম করিতে সমর্থ হন, সেইরূপ মন্ত্রিগণের সহিতই রাজা মন্ত্রণা করিবেন ৫২

রাজা সেই মন্ত্রিগণের মধ্যে তিনজন মন্ত্রীর নানাবিধ বিবেচনার বিষয় বুঝিয়া এবং সে বিষয়ে মনোনিবেশ করিয়া পরবর্ত্তী মন্ত্রণার সময়ে নিজেদের নিশ্চয় এবং তদ্ভিন্ন লোকের নিশ্চয় গুরুদেবের নিকট জানাইবেন ৫৩

ধর্মার্থকামজ্ঞমুপেত্য পৃচ্ছেদ্
যুক্তো গুরুং ব্রাহ্মণমুত্তরার্থম্ ।
নিষ্ঠাং কৃতাং তেন যদা সহঃ স্যাৎ
তং মন্ত্রমার্গং প্রণয়েদসক্তঃ ॥ ৫৪

এবং সদা মন্ত্রয়িতব্যমাহু-
র্যে মন্ত্রতত্ত্বার্থবিনিশ্চয়জ্ঞাঃ ।
তস্মাৎ তমেবং প্রণয়েৎ সদৈব
মন্ত্রং প্রজাসংগ্রহণে সমর্থম্ ॥ ৫৫

ন বামনাঃ কুব্জ-কৃশা ন খঞ্জা
নান্ধো জড়ঃ স্ত্রী চ নপুংসকঞ্চ ।
ন চাত্র তির্য্যক্ চ পুরো ন পশ্চা-
ন্নোর্দ্ধং ন চাধঃ প্রচরেৎ কথঞ্চিৎ ॥ ৫৬

আরুহ্য বা বেশ্ম তথৈব শূন্যং
স্থলং প্রকাশং কুশকাশহীনম্ ।
বাগ্দোষান্ পরিহৃত্য সর্বান্
সম্মন্ত্রয়েৎ কার্য্যমহীনকালম্ ॥ ৫৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্ম্মানুশাসনপর্বণি সভ্যাদিলক্ষণকথনে ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৩

রাজা যাইয়া মনোযোগী হইয়া ধর্ম, অর্থ ও কামে অভিজ্ঞ সেই ব্রাহ্মণ গুরুদেবের নিকটে তাঁহার উত্তরের জন্য জিজ্ঞাসা করিবেন। যখন তিনি কোন নিষ্পত্তি করিয়া দিবেন, তখন সেই মন্ত্রণা যদি কার্য্যোপযোগী হয়, তবে রাজা অন্য বিষয়ে অনাসক্ত হইয়া সেই মন্ত্রণা অনুসারে কার্য্য আরম্ভ করিবেন ॥৫৪

যাঁহারা মন্ত্রতত্ত্বজ্ঞ তাঁহারা বলেন—'সর্ব্বদাই এইভাবে মন্ত্রণা করিতে হইবে'। অতএব প্রজাগণকে বশীভূত করিতে সমর্থ মন্ত্রণাকে সর্ব্বদাই এইভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে ॥ ৫৫

মন্ত্রণাস্থানে বামন, কুব্জ, কৃশ, খঞ্জ, অন্ধ, জড়, স্ত্রী ও নপুংসক পার্শ্বে, সম্মুখে, পিছনে, উপরে কিংবা নীচে কোন প্রকারেই বিচরণ করিতে পারিবে না ॥ ৫৬

রাজা যথাকালে নৌকায় উঠিয়া কিংবা কুশকাশবিহীন কোন প্রকাশ্য শূন্যস্থানে যাইয়া সমস্ত বাক্যদোষ ও অঙ্গদোষ পরিত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্যসম্বন্ধে মন্ত্রণা করিবেন ॥ ৫৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে ত্র্যশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[মধুরবাক্যমহিমকথনম্।]

ভীষ্ম উবাচ

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
বৃহস্পতেশ্চ সংবাদং শক্রস্য চ যুধিষ্ঠির ॥ ১

শক্র উবাচ

কিং স্বিদেকপদং ব্রহ্মন্ পুরুষঃ সম্যগাচরন্
প্রমাণং সর্বভূতানাং যশশ্চৈবাপ্নুয়ান্মহৎ ॥ ২

বৃহস্পতিরুবাচ

সান্ত্বমেকপদং শক্র পুরুষঃ সম্যগাচরন্।
প্রমাণং সর্বভূতানাং যশশ্চৈবাপ্নুয়ান্মহৎ ॥ ৩

এতদেকপদং শক্র সর্বলোকসুখাবহম্
আচরন্ সর্বভূতেষু প্রিয়ো ভবতি সর্বদা ॥ ৪

যো হি নাভাষতে কিঞ্চিৎ সর্বদা ভ্রুকুটীমুখঃ
দ্বেষ্যো ভবতি ভূতানাং স সান্ত্বমিহ নাচরন্ ॥ ৫

যস্তু সর্বমভিপ্রেক্ষ্য পূর্বমেবাভিভাষতে।
স্মিতপূর্বাভিভাষী চ তস্য লোকঃ প্রসীদতি ॥ ৬

দানমেব হি সর্বত্র সান্ত্বেনানভিসংস্কৃতম্।
ন প্রীণয়তি ভূতানাং নির্ব্যঞ্জনমিবাশনম্ ॥ ৭

আদানাদপি ভূতানাং মধুরামীরয়ন্ গিরম্।
সর্বলোকমিমং শক্র সান্ত্বেন কুরুতে বশে ॥ ৮

তস্মাৎ সান্ত্বং প্রযোক্তব্যং দণ্ডমাধিসতোঽপি হি
ফলঞ্চ জনয়ত্যেবং ন চাস্যোদ্বিজতে জনঃ ॥ ৯

সুকৃতস্য হি সান্ত্বস্য শ্লক্ষ্ণস্য মধুরস্য চ।
সমাগাসেবমানস্য তুল্যং জাতু ন বিদ্যতে ॥ ১০

ভীষ্ম উবাচ।

ইত্যুক্তঃ কৃতবান্ সর্বে যথা শক্রঃ পুরোধসা
তথা ত্বমপি কৌন্তেয় সম্যগেতৎ সমাচর ॥ ১১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি ইন্দ্রবৃহস্পতিসংবাদে
চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৪

চতুরশীতিতম অধ্যায়।

(মধুর বাক্যের মহিমাকথন।)

ভীষ্ম বলিলেন 'যুধিষ্ঠির!' এই বিষয়েও মনস্বীরা ইন্দ্র ও বৃহস্পতির সংবাদরূপ এক প্রাচীন বৃত্তান্তের উল্লেখ করিয়া থাকেন। ১

ইন্দ্র বলিলেন—ব্রহ্মন্! মানুষ কোন্ একটী বস্তুমাত্র সম্যক্ আচরণ করিয়া সকলের প্রিয় হয় এবং বিশাল যশ লাভ করে? ২

বৃহস্পতি বলিলেন—ইন্দ্র! মানুষ একমাত্র মধুর বাক্য বলিয়া সকল প্রাণীর প্রীতির পাত্র হইতে পারে এবং বিশাল যশ লাভ করিতে সমর্থ হয়। ৩

ইন্দ্র! মানুষ সমস্ত লোকের সুখজনক এই একটী মাত্র বস্তু আচরণ করিতে থাকিয়া সর্বদা সকল লোকেরই প্রিয় হইয়া থাকে। ৪

আর যে লোক সর্বদা ভ্রুকুটীকুটিলমুখ হইয়া কাহারও সহিত আলাপ করে না, সেই লোক একমাত্র মধুরবাক্য না বলার জন্যই সকল লোকের বিদ্বেষের পাত্র হইয়া থাকে। ৫

আর যে লোক মন্দহাস্যপূর্বক কথা বলে এবং সকলকে দেখিয়াই প্রথমে আলাপ করে, তাহার উপরে সমস্ত লোকই প্রসন্ন হয়। ৬

উপকরণশূন্য ভোজনে যেমন মানুষকে সন্তুষ্ট করিতে পারে না, তেমন মধুর বাক্য না বলিয়া দান করিলেও তাহা মানুষকে সন্তুষ্ট করিতে সমর্থ হয় না। ৭

মানুষ মধুর বাক্য বলিয়া কাহারও কিছু গ্রহণ করিলেও সে তাহাতে সন্তুষ্ট হয় না। ইন্দ্র! কারণ, মানুষ একমাত্র মধুর বাক্য দ্বারাই এই সমগ্র লোককে বশীভূত করিতে পারে। ৮

অতএব মানুষ কাহারও দণ্ড দান করিবার ইচ্ছা করিয়াও মধুর বাক্যই প্রয়োগ করিবে। এইরূপ করিলে তাহার ফলও উৎপন্ন হইবে এবং কোন লোক উদ্বিগ্নও হইবে না। ৯

সুষ্ঠুভাবে কার্যকারী মানুষ কোমল ও মধুর বাক্য প্রয়োগ করিলে, তাহার তুল্য উপকারক কোন বস্তুই এই জগতে কখনও হইতে পারে না। ১০

ভীষ্ম বলিলেন—কুন্তীনন্দন! পুরোহিত বৃহস্পতি এইরূপ বলিলে, দেবরাজ ইন্দ্র যেমন তদবধি সর্বদা এই মধুর বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন, তেমন তুমিও সর্বত্রই সমীচীনভাবে এইরূপ আচরণ করিতে থাক। ১১

ইতি শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্বে ইন্দ্র-বৃহস্পতির সংবাদবিষয়ক চতুরশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[রাজ্ঞো ব্যবহারিকী নীতিঃ, মন্ত্রিমণ্ডলিসংঘটনম্; দণ্ডস্যৌচিত্যম্, দূত-দ্বারাপাল-শিরোরক্ষক-মন্ত্রি-সেনাপতী-নাঞ্চ গুণাশ্চেতি বর্ণনম্]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কথং বিদিহ রাজেন্দ্র পালয়ন্ পার্থিবঃ প্রজাঃ
প্রীতিং ধর্মবিশেষেণ কীর্তিমাপ্নোতি শাশ্বতীম্ ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ।

ব্যবহারেণ শুদ্ধেন প্রজাপালনতৎপরঃ।
প্রাপ্য ধর্মঞ্চ কীর্তিঞ্চ লোকানাপ্নোত্যুভৌ শুচিঃ ॥ ২

যুধিষ্ঠির উবাচ

কীদৃশৈর্ব্যবহারৈস্তু কৈশ্চ ব্যবহরেন্নৃপঃ
এতৎপৃষ্টো মহাপ্রাজ্ঞ যথাবদ্ বক্তুমর্হসি ॥ ৩
যে চৈব পূর্বং কথিতা গুণাস্তে পুরুষং প্রতি।
নৈকস্মিন্ পুরুষে হ্যেতে বিদ্যন্ত ইতি মে মতিঃ ॥ ৪

ভীষ্ম উবাচ

এবমেতন্মহাপ্রাজ্ঞ যথা বদসি বুদ্ধিমন্।
দুর্লভঃ পুরুষঃ কশ্চিদেভিযু ক্তো গুণৈঃ শুভৈঃ ॥ ৫
কিন্তু সংক্ষেপতঃ শীলং প্রযত্নেনেহ দুর্লভম্।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়

[রাজার ব্যাবহারিক নীতি, মন্ত্রিমণ্ডলি সংগঠন, দণ্ডের ঔচিত্য ও দূত-দ্বারপাল-শিরোরক্ষক-মন্ত্রি-সেনাপতিগণের গুণ-সকল—ইহাই বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন—নৃপশ্রেষ্ঠ! রাজা বিশেষ ধর্ম অনুসারে প্রজাপালন করিতে থাকিয়া কি প্রকারে চিরস্থায়িনী প্রীতি ও কীর্ত্তি লাভ করিতে পারেন? ১

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজা পবিত্রচিত্তে প্রজাপালনে ব্যাপৃত থাকিয়া পক্ষপাতশূন্য ব্যবহারের দ্বারা ধর্ম ও কীর্ত্তি লাভ করিয়া ইহলোক ও পরলোকে সুখ লাভ করিতে পারেন। ২

যুধিষ্ঠির বলিলেন—মহাপ্রাজ্ঞ! রাজা কীদৃশ লোকদের সহিত কীদৃশ ব্যবহার করিবেন, ইহা আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি যথাযথভাবে উহা আমাকে বলুন। ৩

পিতামহ! আপনি পূর্বে পুরুষের যে সকল গুণের কথা বলিয়াছেন, সে সমস্ত গুণই একজন পুরুষে থাকিতে পারে না, ইহা আমার ধারণা। ৪

ভীষ্ম বলিলেন—যুধিষ্ঠির! তুমি বুদ্ধি ও মহাবিচক্ষণশালী, সুতরাং এখন যাহা বলিলে তাহা সত্য। কারণ, এইরূপ সর্ববিধ শুভগুণসম্পন্ন পুরুষকে পাওয়া দুষ্কর। ৫

বক্ষ্যামি তু যথামাত্যান্ যাদৃশাংশ্চ করিষ্যসি ॥ ৬
চতুরো ব্রাহ্মণান্ বৈদ্যান্ প্রগল্‌ভান্ স্নাতকান্ শুচীন্।
ক্ষত্রিয়াংশ্চ তথা চাষ্টৌ বলিনঃ শস্ত্রপাণিনঃ ॥ ৭
বৈশ্যান্ বিত্তেন সম্পন্নানেকবিংশতিসংখ্যয়া।
ত্রীংশ্চ শূদ্রান্ বিনীতাংশ্চ শুচীন্ কর্মণি পূর্বকে ॥ ৮
অষ্টৌ চিন্ত গুণৈর্যুক্তং সূতং পৌরাণিকং তথা।
পঞ্চাশদ্বর্ষবয়সং প্রগল্‌ভমনসূয়কম্ ॥ ৯
শ্রুতিস্মৃতিসমাযুক্তং বিনীতং সমদর্শিনম্।
কার্য্যে বিবদমানানাং শক্তমর্থেষ্বলোলুপম্ ॥ ১০
বর্জিতং চৈব ব্যসনৈঃ সুঘোরৈঃ সপ্তভির্ভৃশম্।
অষ্টানাং মন্ত্রিণাং মধ্যে মন্ত্রং রাজোপধারয়েৎ ॥ ১১
ততঃ সম্প্রেষয়েদ্ রাষ্ট্রে রাষ্ট্রিয়ায় চ দর্শয়েৎ।
অনেন ব্যবহারেণ দ্রষ্টব্যাস্তে প্রজাঃ সদা ॥ ১২
ন চাপি গূঢ়ং দ্রব্যং তে গ্রাহ্যং কার্য্যোপঘাতকম্
কার্য্যে খলু বিপন্নে ত্বাং সোঽধর্মস্ত্বাংশ্চ পীড়য়েৎ ॥ ১৩

যুধিষ্ঠির! এই জগতে বিশেষ যত্নপূর্বক সৎস্বভাববিশিষ্ট মানুষ পাওয়া দুষ্কর; তথাপি তুমি যেভাবে যাদৃশ অমাত্য করিবে, তাহা আমি সংক্ষেপে বলিতেছি। ৬

বিদ্বান্, চতুর, গৃহস্থ ও পবিত্র চারিজন ব্রাহ্মণ, বলবান্ ও হস্তে অস্ত্রধারী আটজন ক্ষত্রিয়, ধনবান্ একুশজন বৈশ্য, পূর্বোক্ত দ্বিজশুশ্রূষাদিকার্য্যে ব্যাপৃত ও শিক্ষিত তিনজন শূদ্র, অনুরাগাদি অষ্টগুণযুক্ত একজন সূত ও একজন পৌরাণিক এই আটত্রিশজন লোককে রাজা মন্ত্রী করিবেন। ইহাদের মধ্যে প্রত্যেকেরই বয়স পঞ্চাশ বৎসরের ন্যূন হইবে না। প্রত্যেকেই চতুর, অসূয়া-শূন্য, শাস্ত্রজ্ঞ, বিনয়ী, সমধর্মী ও পরস্পর বিবদমানদিগের বিচার কার্য্যে সমর্থ হইবেন, কিন্তু কেহই অর্থলোভী হইবেন না, আর উঁহাদের কাহারও সপ্তবিধ ব্যসন থাকিবে না; এই আটত্রিশজন মন্ত্রীর মধ্যে আটজন উপস্থিত হইলেই রাজা তাঁহাদের নিকট মন্ত্রণার প্রস্তাব করিবেন। ৭-১১

তাহার পর রাজা সেই মন্ত্রণানিরূপিত বিষয় রাজ্যমধ্যে প্রচার করিবেন এবং প্রবীণ শাসনকর্ত্তাকে জানাইয়া দিবেন। যুধিষ্ঠির! তুমি এই নিয়মে প্রজাগণকে সর্বদা পর্য্যবেক্ষণ করিবে। ১২

কুন্তীনন্দন! তুমি কাহারও কোন গুপ্তধন গ্রহণ করিবে না।

বিত্রবেচ্চৈব রাষ্ট্রং তে শ্যেনাৎ পক্ষিগণা ইব।
পরিস্রবেচ্চ সততং নৌর্বিশীর্ণেব সাগরে ॥ ১৪
প্রজাঃ পালয়তোঽসম্যগধর্ম্মেণেহ ভূপতেঃ।
হার্দ্দং ভয়ং সম্ভবতি স্বর্গশ্চাস্য বিরুধ্যতে ॥ ১৫
অর্থ যোঽধর্মতঃ পাতি রাজামাত্যোঽথ বান্ধবঃ।
ধর্ম্মাসনে সংনিযুক্তো ধর্ম্মমূলে নরর্ষভ ॥ ১৬
কার্য্যেষ্বধিকৃতাঃ সম্যগকুর্ব্বন্তো নৃপানুগাঃ।
আত্মানং পুরতঃ কৃত্বা যান্ত্যধঃ সহপার্থিবাঃ ॥১৭
বলাৎকৃতানাং বলিভিঃ কৃপণং বহু জল্পতাম্।
নাথো বৈ ভূমিপো নিত্যমনাথানাং নৃণাং ভবেৎ ॥ ১৮
ততঃ সাক্ষিবলং সাধু দ্বৈধবাদকৃতং ভবেৎ।
অসাক্ষিকমনাথং বা পরীক্ষ্যং তদ্ বিশেষতঃ ॥ ১৯
অপরাধানুরূপঞ্চ দণ্ডং পাপেষু ধারয়েৎ।
বিয়োজয়েদ্ ধনৈর্দ্ধনানথ বন্ধনৈঃ ॥ ২০
বিনয়েচ্চাপি দুর্ব্বৃত্তান্ প্রহারৈরপি পার্থিবঃ।
সান্ত্বেনোপপ্রদানেন শিষ্টাংশ্চ পরিপালয়েৎ ॥ ২১
রাজ্ঞো বধং চিকীর্ষেদ্ যস্তস্য চিন্ত্যো বধো ভবেৎ।
আদীপকস্য স্তেনস্য বর্ণসঙ্করিকস্য চ ॥ ২২
সম্যক্ প্রণয়তো দণ্ডং ভূমিপস্য বিশাম্পতে।
যুক্তস্য বা নাস্ত্যধর্ম্মো ধর্ম্ম এব হি শাশ্বতঃ ॥২৩
কামকারেণ দণ্ডং তু যঃ কুর্য্যাদবিচক্ষণঃ।
স ইহাকীর্ত্তিসংযুক্তো মৃতো নরকমৃচ্ছতি ॥ ২৪
ন পরস্য প্রবাদেন পরেষাং দণ্ডমর্পয়েৎ।
আগমানুগমং কৃত্বা বহ্বীয়াম্মোক্ষয়ীত বা ॥ ২৫
ন তু হন্যান্নৃপো জাতু দূতং কস্যাঞ্চিদাপদি।
দূতস্য হন্তা নিরয়মাবিশেৎ সচিবৈঃ সহ ॥ ২৬

কেননা, তাহা হইলে তোমার ন্যায় বিচার বিনষ্ট হইবে। ন্যায় বিচার বিনষ্ট হইলে, সেই অধর্ম্ম তোমাকে ও তোমার বিচারকদিগকে পীড়ন করিবে ॥ ১৩

আর শ্যেনপক্ষীর নিকট হইতে অন্য পক্ষিগণ যেমন অপসৃত হয়, সেইরূপ তোমার রাজ্যও তোমার নিকট হইতে অপসৃত হইবে এবং বিদীর্ণ নৌকা যেমন সমুদ্রে মগ্ন হয়, তেমন তোমার রাজ্যও সর্ব্বদাই বিপদ-সমুদ্রে মগ্ন হইতে থাকিবে ॥ ১৪

এই জগতে যে ভূপতি অন্যায়ভাবে ও অধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করেন, তাঁহার মান ক্ষয় হইতে থাকে এবং পাপে উঁহার স্বর্গ রুদ্ধ হইয়া যায় ॥ ১৫

নরশ্রেষ্ঠ! যে রাজা মন্ত্রী, রাজপুত্র, বিচারকপদে নিযুক্ত লোক, কিংবা রাজার অনুচর ধর্ম্মমূলক ধর্ম্মাসনে বসিয়া অধর্ম্ম অনুসারে প্রজাপালন করেন, কিংবা সম্যক্ বিচার না করেন, তাঁহারা আপনাকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া রাজার সহিতই নরকে গমন করেন ॥ ১৬-১৭

প্রবল লোকেরা বলপূর্ব্বক যদি দুর্ব্বল লোকদিগকে পীড়ন করে এবং তাহাতে সেই দুর্ব্বল লোকেরা যদি কাতরভাবে বহু কথা বলে, তাহা হইলে রাজা সেই দুর্ব্বল লোকদিগের রক্ষক হইবেন ॥ ১৮

বাদী ও প্রতিবাদী উপস্থিত হইয়া দুইপ্রকার কথা বলিলে, রাজা তাহাদের সাক্ষী আনয়ন করিবেন; কিন্তু তাহাদের সাক্ষী বা বিবাদ পরিচালক উপযুক্ত লোক না থাকিলে, রাজা নিজেই বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া বিচার করিবেন ॥ ১৯

রাজা অপরাধিগণের অপরাধের দণ্ড দান করিবেন; তাহাতে ধনিগণের অর্থদণ্ড এবং দরিদ্রগণের কারাদণ্ড বিধান করিবেন ॥২০

রাজা বেত্রপ্রহরাদিদ্বারাও দুর্ব্বৃত্তগণকে শিক্ষা দিবেন এবং মধুর বাক্য প্রয়োগ ও উপহার দান দ্বারা সজ্জনদিগকে পালন করিবেন ॥ ২১

যে লোক রাজাকেই বধ করিবার চেষ্টা করে, কিংবা পরের গৃহ দগ্ধ করে, অথবা প্রচুর পরিমাণে পরের ধন হরণ করে বা বর্ণসঙ্কর উৎপাদন করে, বিচিত্রভাবে বধ করাই তাহার উপযুক্ত দণ্ড ॥ ২২

নরনাথ! যে রাজা অবহিত হইয়া সমীচীনভাবে দণ্ডবিধান করেন, তাঁহার অধর্ম্ম ত হয়ই না; বরং চিরস্থায়ী ধর্ম্মই হইয়া থাকে ॥ ২৩

কিন্তু যে মূর্খ রাজা ইচ্ছানুসারে দণ্ডবিধান করেন, তিনি ইহলোকে নিন্দার পাত্র হন এবং মৃত্যুর পরে নরকে গমন করেন ॥ ২৪

রাজা পরের দোষে পরের দণ্ড বিধান করিবেন না; কিন্তু শাস্ত্রের অনুসরণ করিয়া দণ্ড দান করিবেন; কিংবা মুক্ত করিয়া দিবেন ॥ ২৫

রাজা কোন সময়ে কোন বিপদেই দূতকে বধ করিবেন না। কেননা, দূতহন্তা রাজা মন্ত্রিগণের সহিত নরকে প্রবেশ করিয়া থাকেন ॥ ২৬

যথোক্তবাদিনং দূতং ক্ষত্রধর্মরতো নৃপঃ
যো হন্যাৎ পিতরস্তস্য ভ্রূণহত্যামবাপ্নুয়ুঃ ॥ ২৭
কুলীনঃ শীলসম্পন্নো বাগ্মী দক্ষঃ প্রিয়ংবদঃ।
যথোক্তবাদী স্মৃতিমান্ দূতঃ স্যাৎ সপ্তভির্গুণৈঃ ॥২৮
এতৈরেব গুণৈর্যুক্তঃ প্রতিহারোঽস্য রক্ষিতা।
শিরোরক্ষশ্চ ভবতি গুণৈরেতৈঃ সমন্বিতঃ ॥ ২৯
ধর্মশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞঃ সান্ধিবিগ্রহিকো ভবেৎ
মতিমান্ ধৃতিমান্ হ্রীমান্ রহস্যবিনিগূহিতা ॥৩০
কুলীনঃ সত্ত্বসম্পন্নঃ শুক্লোঽমাত্যঃ প্রশস্যতে।
এতৈরেব গুণৈর্যুক্তস্তথা সেনাপতির্ভবেৎ ॥ ৩১
ব্যূহযন্ত্রায়ুধানাঞ্চ তত্ত্বজ্ঞো বিক্রমান্বিতঃ
বর্ষশীতোষ্ণবাতানাং সহিষ্ণুঃ পররন্ধ্রবিৎ ॥ ৩২
বিশ্বাসয়েৎ পরাংস্তৈস্তৈর্ব বিশ্বসেচ্চ ন কস্যচিৎ।
পুত্রেষ্বপি হি রাজেন্দ্র বিশ্বাসো ন প্রশস্যতে ॥ ৩৩
এতচ্ছাস্ত্রার্থতত্ত্বং তু ময়াখ্যাতং তবানঘ।
অবিশ্বাসো নরেন্দ্রাণাং গুহ্যং পরমুচ্যতে ॥ ৩৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি অমাত্যবিভাগে
পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৫

তারপর ক্ষত্রিয়ধর্মে নিরত যে রাজা নিজের প্রভুর বাক্যানুসারে যথার্থ বাক্যভাষী দূতকে বধ করেন, তাঁহার পিতৃলোকেরা ভ্রূণহত্যার পাপভাগী হন। ২৭

সৎকুলোৎপন্ন, সৎস্বভাবসম্পন্ন, বাক্‌পটু, কার্যনিপুণ, প্রিয়ভাষী, যথোক্তবাদী ও মেধাবী এই সাতটী গুণে দূত হইয়া থাকে। ২৮

রাজভবনরক্ষক দ্বারপালও এই সমস্ত গুণসম্পন্ন হইবে এবং রাজার দেহরক্ষকগণও এই সকল গুণসমন্বিত হইবে। ২৯

ধর্মশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞ, বুদ্ধিমান্, ধৈর্যশালী, লজ্জাশীল, গোপ্য গোপনকারী, সৎকুলোৎপন্ন' বলবান্, নির্দোষ চিত্ত এবং সন্ধিবিগ্রহাভিজ্ঞ লোকই রাজার সমরসচিব হওয়া প্রশস্ত। আর রাজার সেনাপতিও এই সকল গুণসম্পন্নই হইবেন, বিশেষতঃ তিনি ব্যূহ, যন্ত্র (কামান প্রভৃতি) ও সমস্ত অস্ত্রের তত্ত্বজ্ঞ এবং বিক্রমশালী হইবেন, আর তিনি বর্ষা, শীত, গ্রীষ্ম ও বায়ু সহ্য করিতে পারিবেন এবং তিনি পরচ্ছিদ্র বুঝিতে সক্ষম হইবেন। ৩০-৩২

রাজশ্রেষ্ঠ! রাজা নিজের উপরে অন্যান্যের বিশ্বাস জন্মাইবেন, কিন্তু নিজে কাহারও উপরে বিশ্বাস করিবেন না, এমন কি পুত্রদের উপরেও বিশ্বাস করা প্রশস্ত নহে। ৩৩

নিষ্পাপ যুধিষ্ঠির! এই আমি তোমার নিকট সমস্ত শাস্ত্রের তত্ত্ব বলিলাম; এখন বলিতেছি যে, সর্বত্র অবিশ্বাস করাই প্রজাদের পরম গুহ্য বিষয়। ৩৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্বে
পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষড়শীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[রাজ্ঞো নিবাসযোগ্য-নগরবর্ণনম্, দুর্গনিরূপণম্, রাজ্ঞঃ প্রজাপালনসম্বন্ধীয়-ব্যবহারকথনম্, তপস্বিনাং সমাদরং কর্ত্তুং নির্দ্দেশশ্চ]

যুধিষ্ঠির উবাচ

কথংবিধঃ পুরং রাজ্ঞা স্বয়মাবস্তুমর্হতি
কৃতং বা কারয়িত্বা বা তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ

বস্তব্যং যত্র কৌন্তেয় সপুত্র-জ্ঞাতি-বন্ধুনা।
ন্যায্যং তত্র পরিপ্রষ্টুং বৃত্তিং গুপ্তিঞ্চ ভারত ॥ ২
তস্মাৎ তে বর্ত্তয়িষ্যামি দুর্গকর্ম বিশেষতঃ।
শ্রুত্বা তথা বিধাতব্যমনুষ্ঠেয়ঞ্চ যত্নতঃ ॥ ৩
ষড়্বিধং দুর্গমাস্থায় পুরাণ্যথ নিবেশয়েৎ।
সর্বসম্পৎপ্রধানং যদ্ বাহুল্যাৎকাপি সম্ভবেৎ ॥ ৪
ধন্বদুর্গং মহীদুর্গং গিরিদুর্গং তথৈব চ।
মনুষ্যদুর্গং অব্দুর্গং বনদুর্গঞ্চ তানি ষট্ ॥ ৫
যৎপুরং দুর্গসম্পন্নং ধান্যায়ুধসমন্বিতম্
দৃঢ়প্রাকারপরিখং হস্ত্যশ্ব-রথসঙ্কুলম্ ॥ ৬
বিদ্বাংসঃ শিল্পিনো যত্র নিচয়াশ্চ সুসঞ্চিতাঃ
ধার্মিকশ্চ জনো যত্র দাক্ষ্যমুত্তমমাস্থিতঃ ॥ ৭
উর্জস্বিনরনাগাশ্বং চত্বরাপণশোভিতম্।
প্রসিদ্ধব্যবহারঞ্চ প্রশান্তমকুতোভয়ম্ ॥ ৮
সুপ্রভং সাধুনাদঞ্চ সুপ্রশস্তনিবেশনম্।
শূরাঢ্যজনসম্পন্নং ব্রহ্মঘোষানুনাদিতম্ ॥ ৯
সমাজোৎসবসম্পন্নং সদা পূজিতদৈবতম্
বশ্যামাত্যবলো রাজা তৎপুরং স্বয়মাবিশেৎ ॥ ১০
তত্র কোশং বলং মিত্রং ব্যবহারঞ্চ বর্ধয়েৎ।
পুরে জনপদে চৈব সর্বদোষান্ নিবর্তয়েৎ ॥ ১১
ভাণ্ডাগারায়ুধাগারং প্রযত্নেনাভিবর্ধয়েৎ।
নিচয়ান্ বর্ধয়েৎ সর্বাংস্তথা যন্ত্রায়ুধালয়ান্ ॥ ১২
কাষ্ঠলোহতুষাঙ্গারদারুশৃঙ্গাস্থিবৈণবান্।
মজ্জা-স্নেহ-বসা ক্ষৌদ্র-মৌষধগ্রামমেব চ ॥ ১৩

ষড়শীতিতম অধ্যায়।

রাজার নিবাসযোগ্য নগরবর্ণন, দুর্গনিরূপণ এবং রাজার প্রজাপালন-সম্বন্ধীয় ব্যবহার কথন, তপস্বিগণকে সমাদর করিতে নির্দ্দেশ।

যুধিষ্ঠির বলিলেন—পিতামহ! রাজা অস্তকৃত কিংবা নিজে করাইয়া কোন্ প্রকার পুরে বাস করিবেন, তাহা আপনি আমার নিকট বলুন। ১

ভীষ্ম বলিলেন—ভরতনন্দন কুন্তীপুত্র! রাজা পুত্র, জ্ঞাতি ও বন্ধুবর্গের সহিত যে পুরে বাস করিবেন, সেই পুরের বিষয়ে ব্যবহার ও রক্ষাসম্বন্ধে প্রশ্ন করা তোমার উচিতই হইয়াছে। ২

অতএব আমি তোমার নিকটে বিশেষভাবে সেই দুর্গকর্ম বলিতেছি তুমি শ্রবণ করিয়া সেইরূপ বিধান করিবে এবং যত্নপূর্বক সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। ৩

যে স্থানটী সর্বপ্রকার সম্পদে প্রধান ও বিস্তৃত হইবে, সেই প্রকার ষড়্বিধ দুর্গ অবলম্বন করিয়া রাজা নগর স্থাপন করিবেন। ৪

সেই দুর্গ হইল ছয় প্রকার—যথা মরুদুর্গ, ভূমিদুর্গ, গিরিদুর্গ, মনুষ্যদুর্গ, মৃত্তিকাদুর্গ ও বনদুর্গ। ৫

যে নগরটী উক্তবিধ কোন দুর্গযুক্ত হইবে, যাহার বাহিরে দৃঢ় প্রাচীর ও গভীর পরিখা থাকিবে এবং মধ্যে ধান্য, অস্ত্র, হস্তী, অশ্ব ও রথ রহিবে, সে নগরে বিদ্বান্, শিল্পী, ধার্মিক ও সর্ব্বকার্য্যনিপুণ লোকসকল অবস্থান করিবেন এবং নানাবিধ শস্ত্র সঞ্চিত থাকিবে; যে নগরে বলবান্ মানুষ, হস্তী ও অশ্ব বিচরণ করিবে, বহুতর চত্বর (পার্ক) ও নানাবিধ দ্রব্যের দোকান সাজান থাকিবে, সর্ব্বপ্রকার বিবাদের বিচারালয় রহিবে এবং কোন প্রকার উপদ্রব বা ভয় থাকিবে না, যে নগরে গৃহসকল সুন্দর ও উজ্জ্বল হইবে, গীত, বাদ্য ও বেদধ্বনি চলিতে থাকিবে এবং বীর জন ও ধনিজন বিচরণ করিবেন, আর যে নগরে ভিন্ন ভিন্ন জনসমাজ নানাবিধ উৎসব হইতে থাকিবে এবং সর্ব্বদাই দেবালয়সমূহে দেবগণ পূজিত হইতে থাকিবেন, সেইরূপ নগরে রাজা নিজে বাস করিবেন এবং সেই নগরেই মন্ত্রিপ্রভৃতি রাজকর্ম্মচারিগণ রাজার বশীভূত হইয়া অবস্থান করিবেন, সৈন্যগণও রাজার আজ্ঞাবহ হইয়া সেই নগরেই বাস করিবে। ৬-১০

রাজা সেই নগরে কোষ, সৈন্য, মিত্র ও ব্যাপিজ্য বর্দ্ধিত করিবেন এবং সেই নগরের ও দেশের সমস্ত দোষ (ম্যালেরিয়া প্রভৃতি) নিবারিত করিবেন ॥১১

ধনাগার ও অস্ত্রাগারসকল যত্নপূর্ব্বক বর্দ্ধিত করিবেন এবং সমস্ত শস্ত্ররাশি ও যন্ত্রালয় (কামানপ্রভৃতি নির্ম্মাণ গৃহ) বৃদ্ধি করিবেন। ১২

আর সেই নগরে কাষ্ঠ, লৌহ, তুষ, অঙ্গার, রথাদি নির্ম্মাণো-

শণং সর্জরসং ধান্যমায়ুধানি শরাংস্তথা।
চর্ম স্নায়ুং তথা বেত্রং মুঞ্জবল্বজবন্ধনান্ ॥ ১৪
আশয়াংশ্চোদপানাংশ্চ প্রভূতসলিলাকরাঃ
নিরোদ্ধব্যাঃ সদা রাজ্ঞা ক্ষীরিণশ্চ মহীরুহাঃ ॥ ১৫
সৎকৃতাশ্চ প্রযত্নেন আচার্য্যর্ত্বিক্পুরোহিতাঃ।
মহেষ্বাসাঃ স্থপতয়ঃ সাংবৎসরচিকিৎসকাঃ ॥ ১৬
প্রাজ্ঞা মেধাবিনো দাস্তা দক্ষাঃ শূরা বহুশ্রুতাঃ।
কুলীনাঃ সত্ত্বসম্পন্না যুক্তাঃ সর্বেষু কর্মসু ॥ ১৭
পূজয়েদ্ ধার্মিকান্ রাজা নিগৃহ্নীয়াদধার্মিকান্
নিযুঞ্জ্যাচ্চ প্রযত্নেন সর্ববর্ণান্ স্বকর্মসু ॥ ১৮
বাহ্যমাভ্যন্তরং চৈব পৌরজানপদং তথা।
চারৈঃ সুবিদিতং কৃত্বা ততঃ কর্ম প্রযোজয়েৎ ॥ ১৯
চরান্মন্ত্রঞ্চ কোশঞ্চ দণ্ডং চৈব বিশেষতঃ
অনুতিষ্ঠেৎ স্বয়ং রাজা সর্বং হ্যত্র প্রতিষ্ঠিতম্ ॥২০
উদাসীনারিমিত্রাণাং সর্বমেব চিকীর্ষিতম্
পুরে জনপদে চৈব জ্ঞাতব্যং চারচক্ষুষা ॥ ২১

তত্তেষাং বিধাতব্যং সর্বমেবাপ্রমাদতঃ
ভক্তান্ পূজয়তা নিত্যং দ্বিষতশ্চ নিগৃহ্নতা ॥ ২২
যষ্টব্যং ক্রতুভির্নিত্যং দাতব্যং চাপ্যপীড়য়া
প্রজানাং রক্ষণং কার্য্যং ন কার্য্যং ধর্মবাধকম্ ॥২৩
কৃপণানাথবৃদ্ধানাং বিধবানাঞ্চ যোষিতাম্।
যোগক্ষেমঞ্চ বৃত্তিঞ্চ নিত্যমেব প্রকল্পয়েৎ ॥ ২৪
আশ্রমেষু যথাকালং চৈলভাজনভোজনম্
সদৈবোপহরেদ্ রাজা সৎকৃত্যাভ্যর্চা মান্য চ ॥ ২৫
আত্মানং সর্বকার্য্যাণি তাপসে রাষ্ট্রমেব চ
নিবেদয়েৎ প্রযত্নেন তিষ্ঠেৎ প্রহ্বশ্চ সর্বদা ॥ ২৬
তে কস্যাঞ্চিদবস্থায়াং শরণং শরণার্থিনে
রাজ্ঞে দদ্যুর্যথাকামং তাপসাঃ শংসিতব্রতাঃ ॥ ২৭
সর্বার্থত্যাগিনং রাজা কুলে জাতং বহুশ্রুতম্
পূজয়েৎ তাদৃশং দৃষ্ট্বা শয়নাসনভোজনৈঃ ॥ ২৮
তস্মিন্ কুর্বীত বিশ্বাসং রাজা কস্যাঞ্চিদাপদি
তাপসেষু হি বিশ্বাসমপি কুর্বন্তি দস্যবঃ ॥ ২৯

পযোগী কাষ্ঠ, শৃঙ্গ, অস্থি, বংশ, মজ্জা, ঘৃত, তৈল, বসা, মধু, ঔষধসমূহ, বাণ, ধূপ, ধান্য, শূলপ্রভৃতি অস্ত্র, শর, চর্ম, স্নায়ু, বেত্র, মুঞ্জ, বল্বজ ও পাট সংগ্রহ রাখিবেন ॥ ১৩-১৪

পুষ্করিণী, কূপ, প্রচুর খাত ও ক্ষীরীবৃক্ষ সকল সর্ব্বদাই রাজা রক্ষা করিবেন ॥ ১৫

আচার্য্য, ঋত্বিক্, পুরোহিত, মহাধনুর্দ্ধর, স্থপতি (রাজমিস্ত্রী); দৈবজ্ঞ ও চিকিৎসক এবং অন্যান্য বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, জিতেন্দ্রিয়, কার্য্যনিপুণ, বীর, বহুবিষয়জ্ঞ, কুলীন ও অধ্যবসায়ী লোকদিগকে রাজা বিশেষ যত্নপূর্ব্বক উপযুক্ত সমস্ত কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন ॥ ১৬-১৭

রাজা ধার্ম্মিকগণের সম্মান, অধার্ম্মিকগণের দমন এবং সমস্ত বর্ণকে আপন আপন কর্ম্মে বিশেষ যত্নপূর্ব্বক নিযুক্ত করিবেন ॥১৮

রাজা গুপ্তচর প্রেরণ করিয়া দেশের ও নগরের ভিতর ও বাহির ভাল করিয়া জানিয়া তাহার পর অনুরূপ কার্য্য করিবেন ॥১৯

গুপ্তচর, মন্ত্রণা, কোশ ও দণ্ড এই সমস্ত বিষয়ে রাজা নিজেই বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া কার্য্য করিবেন। কারণ, এই বিষয়গুলির উপরেই সমস্ত শাসনকার্য্য নির্ভর করে ॥ ২০

দেশে ও নগরে শত্রু, মিত্র ও উদাসীনেরা যে কিছু কার্য্য করিবার ইচ্ছা করে, রাজা চার চক্ষু দ্বারা সে সমস্তই জানিয়া লইবেন ॥ ২১

তাহার পর, রাজা সাবধানে অনুরক্তগণের সম্মান ও শত্রুগণের দমন করিতে থাকিয়া, তাহাদের সম্বন্ধে সমস্ত কার্য্য করিবেন ॥ ২২

রাজা নিত্য যজ্ঞ করিবেন, পরের পীড়ন না করিয়া দান করিবেন এবং প্রজাদের রক্ষা করিবেন কিন্তু ধর্ম্মবিরোধী কার্য্য করিবেন না ॥ ২৩

রাজা নিত্যই দীন, অনাথ, বৃদ্ধ ও বিধবা স্ত্রীলোকদিগের ভরণ পোষণ করিবেন ॥ ২৪

রাজা সর্ব্বদাই আশ্রমস্থ লোকদিগের যথাসম্ভব আদর, সম্মান ও পূজা করিয়া সেই আশ্রমে যথাসময়ে অন্ন, বস্ত্র ও পাত্র উপহার রূপে পাঠাইয়া দিবেন ॥ ২৫

রাজা বিশেষ যত্নপূর্ব্বক তপস্বিজনের নিকটে সমস্ত কার্য্য, রাজ্য ও আপনাকে নিবেদন করিবেন এবং সর্ব্বদা অবনত হইয়া থাকিবেন ॥ ২৬

আবার যদি রাজাও কোন অবস্থায় সেই আশ্রমে যাইয়া আশ্রয়-প্রার্থী হন; তবে দৃঢ় ব্রতচারী সেই তপস্বীরাও তাঁহাকে আশ্রয় দিবেন ॥ ২৭

রাজা সৎকুলোৎপন্ন ও বহুশাস্ত্রজ্ঞ তাদৃশ সন্ন্যাসীকে দর্শন করিয়া আসন ও ভোজন দ্বারা তাঁহার সম্মান করিবেন ॥ ২৮

কোন আপদ্ উপস্থিত হইলে, রাজা সেই তপস্বীর উপরে

তস্মিন্ নিধীনাদধীত প্রজ্ঞাং পর্য্যাদদীত চ।
ন চাপ্যভীক্ষ্ণং সেবেত ভৃশং বা প্রতিপূজয়েৎ ॥ ৩০
অন্যঃ কার্য্যঃ স্বরাষ্ট্রেষু পররাষ্ট্রেষু চাপরঃ।
অটবীষু পরঃ কার্য্যঃ সামন্তনগরেষ্বপি ॥ ৩১
তেষু সৎকারমানাভ্যাং সংবিভাগাংশ্চ কারয়েৎ
পররাষ্ট্রাটবীস্থেষু যথা স্ববিষয়ে তথা ॥ ৩২

এষ তে লক্ষণোদ্দেশঃ সংক্ষেপেণ প্রকীর্ত্তিতঃ।
যাদৃশে নগরে রাজা স্বয়মাবস্তুমর্হতি ॥ ৩৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্ব্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্ব্বণি দুর্গপরীক্ষায়াং
ষড়শীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৬

বিশ্বাস করিবেন কারণ দস্যুরাও তপস্বীদের উপরে বিশ্বাস করিয়া থাকে। ২৯

রাজা সেই তপস্বীর নিকটে নিধি (ধনের বেঠে) রাখিবেন, তাঁহার নিকট পরামর্শ লইবেন, কিন্তু বার বার তাঁহার সেবা কিংবা অত্যন্ত সম্মান দেখাইবেন না। ৩০

রাজা নিজের রাজ্যে, পরের রাজ্যে, বনে এবং অধীনস্থ রাজার নগরে রাজার এক একজন করিয়া তপস্বী সুহৃৎ রাখিবেন। ৩১

তারপর যেমন নিজের রাজ্যে তেমন পররাজ্য ও বনে যে যে তপস্বী সুহৃৎ থাকিবেন, রাজা সৎকার ও সম্মানপূর্ব্বক তাঁহাদের প্রত্যেকেরই ব্যয়োপযোগী ধন বিভাগ করিয়া দিবেন। ৩২

যুধিষ্ঠির! রাজা নিজে যাদৃশ নগরে বাস করিবার যোগ্য হন, এই আমি তোমার নিকট সংক্ষেপে তাদৃশ নগরের লক্ষণ প্রভৃতি বলিলাম। ৩৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্ব্বে দুর্গপরীক্ষাবিষয়ক ষড়শীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীযুক্ত রঘুনাথ-কাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃত বঙ্গভাষানুবাদ সম্পূর্ণ।

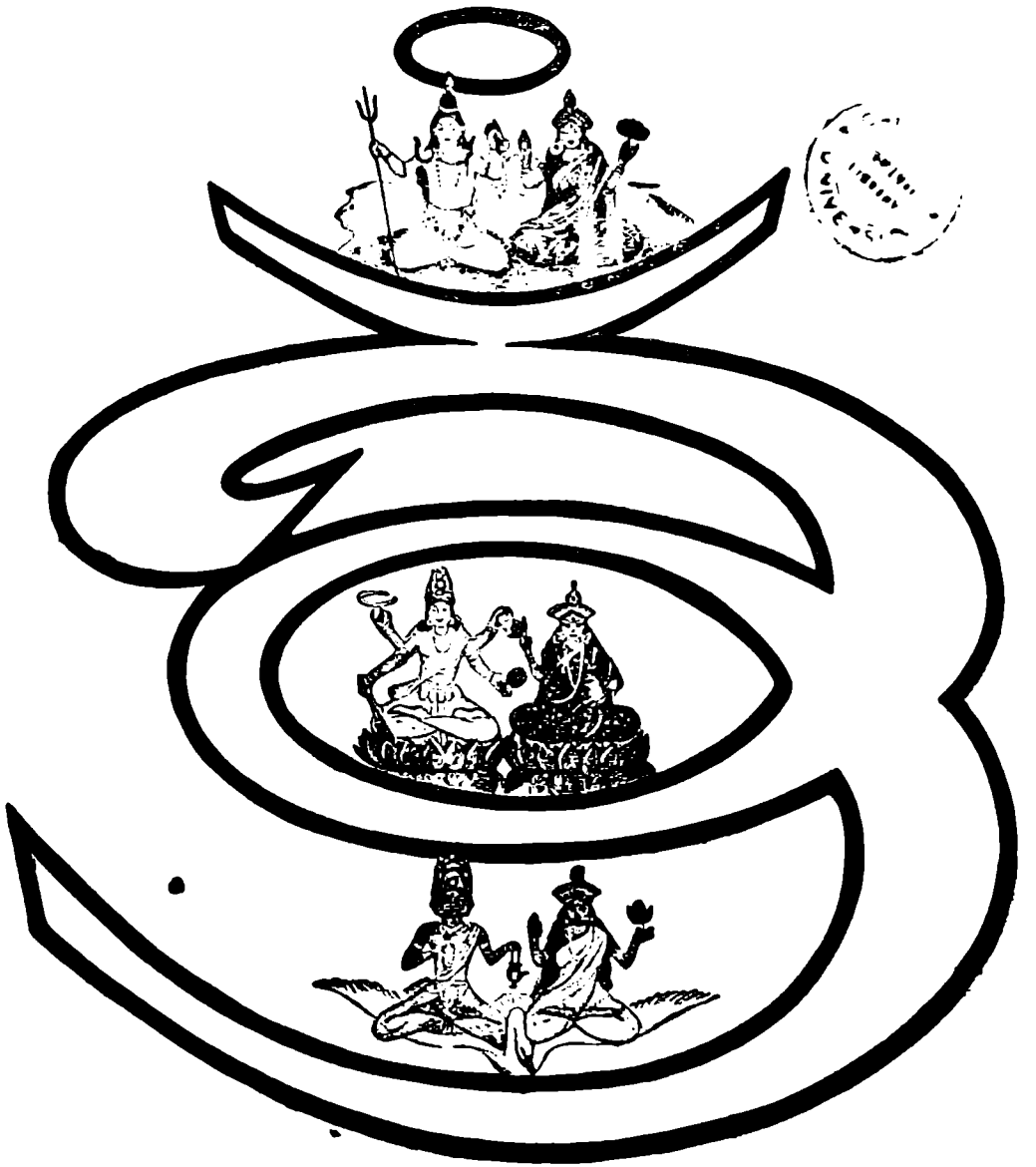

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

প্রবর্ত্তিত

৺৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ ॥

ওঙ্কার মঠ

৯।৩।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

ধর্ম্ম সংস্থাপন করবার জন্য আমি যুগে যুগে আবির্ভূত হই। দেবর্ষি নারদ শ্বেতদ্বীপে আমায় দর্শন করবার জন্য গমন করত বিশত নামের দ্বারা আমার স্তব করেন। আমি তাকে দর্শন দিয়ে আমার স্বরূপ ব'লেছিলাম—বাসুদেব হ'তে সঙ্কর্ষণ সঙ্কর্ষণ হ'তে প্রদ্যুম্ন ও প্রদ্যুম্ন হ'তে অনিরুদ্ধের আবির্ভাব হ'য়েছে,—এ সমস্তই আমি। বার বার উৎপন্ন এই সৃষ্টি বিস্তার আরাই। আমার অনিরুদ্ধমূর্ত্তির নাভিকমল হ'তে ব্রহ্মা উৎপন্ন হ'য়েছেন তাঁ হ'তে চরাচর সর্ব্বভূত সঞ্জাত হ'য়েছে।

হে নারদ! তুমি আমার অবতার সকলের নাম শোন—মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নরসিংহ, বামন, পরশুরাম, শ্রীরাম, বলরাম শ্রীকৃষ্ণ ও কল্কি এই দশ অবতার। প্রথমে মৎস্যরূপে প্রকট হ'য়ে প্রজাগণকে

১২শ বর্ষ, ভাদ্রমাস, ১৩৮০] তৃতীয়সংখ্যা দক্ষিণদ্বারীয়া যাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্—

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

• • •

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে

• •

যুগ্ম-সম্পূজক

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম-এ, ডি-লিট
শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পূজক সঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জয়গুরু সঙ্ঘদায়)

যুগ্ম-কর্ম্মকিঙ্কর :—
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, এম-বি,
ডি. ও. এম. এস্, ডি.পি.এইচ.,
ডি.টি.এম্. এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।
এফ.আর.এস্.টি.এম এণ্ড এইচ (লণ্ডন)
কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় :—
৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৪০৮)

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা]

নিয়মাবলি

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ১৫·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১·৫০ নঃ পঃ ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২·০০ টাকা মাত্র গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়

এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে তাহার পরও দেবী-ভাগবতাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

২। মাসিকপত্রের মুদ্রণ-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ থাকিলে "সম্পূজক, আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত পত্রাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬" এই ঠিকানায় জানাইবেন। ফোন নং ৩৪-৪৪০৮

মণি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৪ ও ৫ নং নিয়মাবলি পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে

সম্পূজক— আর্য্যশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড
কলিকাতা—৩৫

১। মন্বাদি সমস্ত স্মৃতিসংহিতা— ২২·৫০
২। শ্রীবাল্মীকিরামায়ণ— ৩০·০০
৩। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ— ৯·০০
৪। শ্রীমদ্ভাগবত— ৪৫·০০

সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[রাজ্যস্য সংরক্ষণ- সংবর্দ্ধনোপায়কথনম্।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

রাষ্ট্রগুপ্তিঞ্চ মে রাজন্ রাষ্ট্রস্যৈব তু সংগ্রহম্।
সমাগ্‌জিজ্ঞাসমানায় প্রব্রূহি ভরতর্ষভ ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ।

রাষ্ট্রগুপ্তিঞ্চ তে সম্যগ্ রাষ্ট্রস্যৈব তু সংগ্রহম্।
হন্ত সর্বং প্রবক্ষ্যামি তত্ত্বমেকমনাঃ শৃণু ॥ ২

গ্রামস্যাধিপতিঃ কার্য্যো দশগ্রাম্যস্তথা পরঃ।
দ্বিগুণায়াঃ শতস্যৈবং সহস্রস্য চ কারয়েৎ ॥ ৩

গ্রামীয়ান্ গ্রামদোষাংশ্চ গ্রামিকঃ প্রতিভাবয়েৎ।
তান্ ক্রয়াদ্ দশপায়াসৌ স তু বিংশতিপায় বৈ ॥ ৪

সোঽপি বিংশত্যধিপতির্বৃত্তং জানপদে জনে।
গ্রামাণাং শতপালায় সর্বমেব নিবেদয়েৎ ॥ ৫

যানি গ্রাম্যাণি ভোজ্যানি গ্রামিকস্তান্যুপাশ্রিয়াৎ।
দশপস্তেন ভর্তব্যস্তেনাপি দ্বিগুণাধিপঃ ॥ ৬

গ্রামঃ গ্রামশতাধ্যক্ষো ভোক্তুমর্হতি সংকৃতঃ।
মহান্তং ভরতশ্রেষ্ঠ সুস্ফীতং জনসঙ্কুলম্ ॥ ৭

তত্র ভুনেকপায়ত্তং রাজ্ঞো ভবতি ভারত।
শাখানগরমর্হস্তু সহস্রপতিরুত্তমঃ ॥ ৮

ধান্যৈরণ্যোপভোগেন ভোক্তুং রাষ্ট্রিয়সঙ্গতঃ।
তেষাং সংগ্রামকৃত্যঞ্চ স্যাদ্ গ্রামকৃত্যঞ্চ তেষু যৎ ॥ ৯

ধর্মজ্ঞঃ সচিবঃ কশ্চিৎ তৎ তৎপশ্যেদতন্দ্রিতঃ।
নগরে নগরে বা স্যাদেকঃ সর্বার্থচিন্তকঃ ॥ ১০

উচ্চৈঃ স্থানে ঘোররূপো নক্ষত্রাণামিব গ্রহঃ।
ভবেৎ স তান্ পরিক্রামেৎ সর্বানেব সভাসদঃ।
তেষাং বৃত্তিং পরিণয়েৎ কশ্চিদ্ রাষ্ট্রেষু তচ্চরঃ ॥ ১১

জিঘাংসবঃ পাপকামাঃ পরস্বাদায়িনঃ শঠাঃ।
রক্ষাভ্যধিকৃতা নাম তেভ্যো রক্ষেদিমাঃ প্রজাঃ ॥ ১২

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়।

[রাজ্যের সংরক্ষণ ও সংবর্দ্ধনের উপায়কথন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন—ভরতশ্রেষ্ঠ রাজন্! আমি রাজ্যরক্ষার উপায় এবং নূতন রাজ্য বৃদ্ধির উপায় যথাযথভাবে জানিতে ইচ্ছা করিতেছি, আপনি তাহা আমার নিকট বলুন। ১

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! আমি তোমার নিকট রাজ্য রক্ষার উপায় ও নূতন রাজ্য বৃদ্ধির উপায়সকল যথাযথভাবে বলিতেছি, তাহা তুমি একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। ২

রাজা এক গ্রামের একজন অধিপতি (প্রধান) করিবেন, তাঁহার উপরে দশ গ্রামের একজন, এইরূপে বিংশতি গ্রামের একজন এবং সহস্র গ্রামের একজন অধিপতি করিবেন। ৩

যিনি এক গ্রামের অধিপতি, তিনি যদি এইরূপ মনে করেন যে, এই গ্রামের দোষসকল আমি নিবারণ করিতে পারিব না, তাহা হইলে তিনি তাহা দশ গ্রামের অধিপতিকে জানাইবেন, এইভাবে দশ গ্রামের অধিপতি আবার তাহা বিংশতি গ্রামের অধিপতিকে বিজ্ঞাপিত করিবেন।৪

সেই বিংশতি গ্রামের অধিপতি আবার সেই সকল দেশস্থিত লোকের বৃত্তান্ত শত গ্রামের অধিপতির নিকট সব কিছুই নিবেদন করিবেন।৫

এক গ্রামে যে সকল খাদ্যবস্তু উৎপন্ন হইবে, এক গ্রামাধিপতি তাহার ন্যায্য অংশ বেতনরূপে ভোগ করিবেন, এইরূপ দশগ্রামাধিপতি সেই দশগ্রামে উৎপন্ন দ্রব্যের ন্যায্য অংশ বেতনরূপে পাইবেন এবং বিংশতি গ্রামাধিপতিও এই নিয়মেই বিংশতি গ্রামে উৎপন্ন দ্রব্যের ন্যায্য অংশ বেতনরূপে লাভ করিবেন। ৬

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! শত গ্রামের অধিপতি সকলের দ্বারা আদৃত হইয়া কোন একখানি জনবসতিপূর্ণ ও সুসমৃদ্ধ বিশাল গ্রামে উৎপন্ন দ্রব্যের অংশ বেতনরূপে ভোগ করিতে পারিবেন। ৭

ভরতনন্দন! সর্ব্বপ্রধান সহস্র গ্রামের অধিপতি সেই রাজ্যমধ্যে শত গ্রামাধিপতির অধীন কোন একটী শাখা নগরে উৎপন্ন দ্রব্যের অংশ বেতনরূপে পাইবার যোগ্য হইবেন। ৮

সেই সহস্র গ্রামাধিপতি রাজ্যের প্রধান শাসনকর্ত্তার সহিত মিলিত হইয়া ধন ও ধান্যের অংশ বেতনরূপে ভোগ করিতে পারিবেন আর সেই সব গ্রামে ধনধান্য উৎপন্ন হইবে, তাহাদ্বারা তাহাদের তত্রত্য যুদ্ধকার্য্য এবং সেই গ্রামের কূপখননাদি কার্য্য সম্পাদিত হইবে। ৯

কোন একজন ধার্ম্মিক মন্ত্রী নিরলস হইয়া সেই সকল কার্য্য পরিদর্শন করিবেন, কিংবা এক এক নগরে এক একজন করিয়া সর্ব্ববিষয়পরিদর্শক হইবেন। ১০

ভয়ঙ্করমূর্ত্তি কোনও গ্রহ যেমন নক্ষত্রগণের উপরে থাকিয়া পরিভ্রমণ করে, তেমন সেই সর্ব্ববিষয়পরিদর্শক গুরুগম্ভীর মূর্ত্তিতে

বিক্রয়ং ক্রয়মধ্বানং ভক্তঞ্চ সপরিচ্ছদম্ ।
যোগক্ষেমঞ্চ সম্প্রেক্ষ্য বণিজাং কারয়েৎ করান্ ॥ ১৩
উৎপত্তিং দানবৃত্তিঞ্চ শিল্পং সম্প্রেক্ষ্য চাসকৃৎ
শিল্পং প্রতি করানেবং শিল্পিনঃ প্রতি কারয়েৎ ॥ ১৪
উচ্চাবচকরা দাপ্যা মহারাজ্ঞা যুধিষ্ঠির
যথা যথা ন সীদেরংস্তথা কুর্য্যান্মহীপতিঃ ॥১৫
ফলং কর্ম্ম চ সম্প্রেক্ষ্য ততঃ সর্বং প্রকল্পয়েৎ ।
ফলং কর্ম্ম চ নির্হেতু ন কশ্চিৎ সম্প্রবর্ত্ততে ॥ ১৬
যথা রাজ্ঞা চ কর্ত্তা চ স্যাতাং কর্ম্মণি ভাগিনৌ ।
সমবেক্ষ্য তু তথা রাজ্ঞা প্রণেয়াঃ সততং করাঃ ॥ ১৭
নোচ্ছিন্দ্যাদাত্মনো মূলং পরেষাঞ্চাপি তৃষ্ণয়া ।
ঈহাদ্বারাণি সংরুধ্য রাজা সম্প্রীতদর্শনঃ ॥ ১৮
প্রদ্বিষন্তি পরিখ্যাতং রাজানমতিখাদিনম্ ।
প্রদ্বিষ্টস্য কুতঃ শ্রেয়ো নাপ্রিয়ো লভতে ফলম্ ॥ ১৯
বৎসোপম্যেন দোগ্ধব্যং রাষ্ট্রমক্ষীণবুদ্ধিনা
ভূতো বৎসো জাতবলঃ পীড়াং সহতি ভারত ॥২০
ন কর্ম্ম কুরুতে বৎসো ভৃশং দুগ্ধো যুধিষ্ঠির ।
রাষ্ট্রমপাতিদুগ্ধং হি ন কর্ম্ম কুরুতে মহৎ ॥ ২১
যো রাষ্ট্রমনুগৃহ্লাতি পরিরক্ষন্ স্বয়ং নৃপঃ ।
সজ্ঞাতমুপজীবন্ স লভতে সুমহৎ ফলম্ ॥ ২২
আপদর্থঞ্চ নির্য্যাতং রাজ্ঞা ন ইহ বিদ্যতে ।
রাষ্ট্রঞ্চ কোশভৃত্তং স্যাৎ কোশো বেশ্মগতস্তথা । ২৩
পৌরজানপদান্ সর্বান্ সংশ্রিতোপাশ্রিতাস্তথা ।
যথাশক্ত্যনুকম্পেত সর্বান্ স্বল্পধনানপি ॥ ২৪
বাহ্যং জনং ভেদয়িত্বা ভোক্তব্যো মধ্যমঃ সুখম্ ।
এবং নাস্য প্রকুপ্যন্তি জনাঃ সুখিতদুঃখিতাঃ ॥২৫

উচ্চস্থানে থাকিয়া সেই সমস্ত সভাসদ্‌গণের নিকটে পরিভ্রমণ করিবেন, আর তাঁহার দ্বারা নিযুক্ত কোন গুপ্তচর রাজ্যমধ্যে পরিভ্রমণ করিয়া সেই সভাসদ্‌গণের ব্যবহার অবগত হইবে। ১১

রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত রক্ষী ব্যক্তিগণ প্রায়ই হিংস্রস্বভাব, পরের অনিষ্টকামী, পরধনহারী ও শঠ হইয়া থাকে ; সুতরাং সেই সর্ব্ববিষয়পরিদর্শক তাহাদের নিকট হইতে প্রজাগণকে রক্ষা করিবেন। ১২

রাজা বণিক্‌দিগের ক্রয়, বিক্রয়, পথ, অন্ন ও পরিচ্ছদের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহাদের কর নির্দ্ধারণ করিবেন। ১৩

কি প্রকার শিল্প, কিরূপ শিল্প দ্রব্যসকল উৎপন্ন হয়, শিল্পীর করদানের ক্ষমতা কিরূপ আছে, এই সমস্ত বার বার পর্য্যালোচনা করিয়া রাজা শিল্পিগণের কর নিরূপণ করিবা দিবেন। ১৪

যুধিষ্ঠির ! রাজা প্রজাদের নানাবিধ কর নির্দ্ধারণ করিবেন ; কিন্তু প্রজারা যাহাতে অবসন্ন হইয়া না পড়ে, রাজা সেইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। ১৫

রাজা প্রজাদের কার্য্যের ফল ও কার্য্য দেখিয়া তাহার পর সর্ব্বপ্রকার কর নির্দ্ধারণ করিবেন ; কারণ, কার্য্যের ফল ও কার্য্য উভয়ই যদি নিষ্প্রয়োজন হয়, তবে কেহই সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না। ১৬

যাহাতে রাজা ও কর্ম্মকর্ত্তা উভয়ই কার্য্যের গুণদোষভাগী হন, সেইভাবে রাজা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সর্ব্বদা প্রজাদের উপরে কর নিরূপণ করিবেন। ১৭

রাজা লোভবশতঃ নিজের বা পরের মূলচ্ছেদ করিবেন না এবং লোভের সর্ব্ববিধ কারণকে সংযত করিয়া সকলের প্রিয়দর্শন হইবেন। ১৮

রাজা বহুভোজী বলিয়া যদি প্রসিদ্ধ হইয়া পড়েন, তবে প্রজারা তাঁহার উপরে বিদ্বেষ করে, সুতরাং সেই লোকবিদ্বিষ্ট রাজার কি করিয়া মঙ্গল হয়, আর লোকের অপ্রিয় সেই রাজা কোন প্রকার ফল লাভও করিতে পারেন না।১৯

ভরতনন্দন ! পূর্ণ বৃদ্ধি সহকারে রাজা গোবৎসের ন্যায় রাজ্য দোহন করিবেন। কারণ, গো-বৎস পরিপুষ্ট ও বলবান্ হইয়া উঠিতে পারিলে, তবেই সে যথাকালে গুরুতর ভারবহনের ব্যথাও সহ্য করিতে পারে। ২০

যুধিষ্ঠির ! যেরূপ ধেনুকে অধিক দোহন করিলে বৎস দুর্ব্বল হইয়া যায় এবং সে কোন কার্য্য করিতে পারে না ; এইরূপ রাজ্যকেও অধিক দোহন করিলে, সে রাজ্য গুরুতর কার্য্য করিতে পারে না।২১

যে রাজা নিজেই প্রজাপালন করিতে থাকিয়া রাজ্যের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করেন, তিনি সে রাজ্যকে উপজীব্য করিয়া রাজ্যোৎপন্ন প্রচুর ফল লাভ করেন।২২

রাজা আপদ্‌নিবারণের জন্য যে ধন ব্যয় করিয়া ফেলিয়াছেন, সে ধন আর তিনি ফিরাইয়া পান না। তখন তাঁহার রাজ্যই কোশস্বরূপ হইয়া যায়, আর শূন্য রাজকোশ রাজার ভবনেই থাকে। ২৩

রাজা শক্তি অনুসারে পুরবাসী, দেশবাসী, সম্পর্কবশতঃ আশ্রিত এবং দরিদ্র সকলেরই প্রতি দয়া করিবেন ॥ ২৪

রাজা নিকৃষ্ট লোকদিগকে দূরে সরাইয়া দিয়া মাধ্যমিক লোকদিগকে যথাসুখে পালন করিবেন। এইরূপ করিলে সুখী বা দুঃখী কোন লোকই সেই রাজার প্রতি ক্রুদ্ধ হন না ॥ ২৫

প্রাগেব তু ধনাদানমনুভাষ্য ততঃ পুনঃ।
সন্নিপত্য স্ববিষয়ে ভয়ং রাষ্ট্রে প্রদর্শয়েৎ ॥ ২৬
ইয়মাপৎ সমুৎপন্না পরচক্রভয়ং মহৎ
অপি চাস্তায় কল্পন্তে বেণোরিব ফলাগমাঃ ॥ ২৭
অরয়ো মে সমুত্থায় বহুভির্দস্যুভিঃ সহ
ইদমাত্মবধায়ৈব রাষ্ট্রমিচ্ছন্তি বাধিতুম্ ॥ ২৮
অস্যামাপদি ঘোরায়াং সম্প্রাপ্তে দারুণে ভয়ে।
পরিত্রাণায় ভবতঃ প্রার্থয়িষ্যে ধনানি বঃ ॥ ২৯
প্রতিদাস্যে চ ভবতাং সর্বঞ্চাহং ভয়ক্ষয়ে।
নারয়ঃ প্রতিদাস্যন্তি যদ্ধরেয়ুর্বলাদিতঃ ॥ ৩০
কলত্রমাদিতঃ কৃত্বা সর্বং বো বিনশেদিতি।
অপি চেৎ পুত্রদারার্থমথসঞ্চয় ইষ্যতে ॥ ৩১
নন্দামি বঃ প্রভাবেণ পুত্রাণামিব চোদয়ে

রাজা প্রথমেই 'ধন গ্রহণ করিব' বলিয়া প্রজাদের মধ্যে ঘোষণা করত তাহার পরে আপন রাজ্যমধ্যে যাইয়া সেই প্রজাদের নিকট রাজ্য-সম্বন্ধে ভয়ের কথা প্রকাশ করিবেন ॥ ২৬

এই বিপদ আসিয়াছে; শত্রু কর্তৃক আক্রমণের মহাভয় উপস্থিত হইয়াছে। বংশের ফলোৎপত্তির ন্যায় আপনাদের এই সমৃদ্ধি আপনাদের ও আমার ধ্বংস ঘটাইতে পারে ॥ ২৭

আমার শত্রুগণ বহুসংখ্যক দস্যুর সহিত মিলিত হইয়া বিশেষ উদ্যোগ করিয়া নিজেদের বিনাশের জন্যই আমার এই রাজ্যকে উৎপীড়িত করিবার ইচ্ছা করিতেছে ॥ ২৮

সুতরাং এই ভয়ঙ্কর বিপদে এবং দারুণ ভয়ের সময়ে আমি আপনাদের রক্ষা করিবার জন্যই আপনাদের নিকট ধন প্রার্থনা করিতেছি ॥ ২৯

এই ভয় দূরীভূত হইলে আমি আপনাদের সমস্ত ধনই আপনাদিগকে ফিরাইয়া দিব, কিন্তু শত্রুরা বলপূর্বক আপনাদের নিকট হইতে যে ধন হরণ করিবে, তাহা আর ফিরাইয়া দিবে না। (অতএব আমাকে ধনদান করাই আপনাদের উচিত বলিয়াই আমি মনে করি) ॥ ৩০

যদিও আপনারা স্ত্রী-পুত্রাদির ভরণ-পোষণ করার জন্যই অর্থ-সঞ্চয় করা উচিত বলিয়া মনে করেন; তাহা হইলেও আপনাদের সেই স্ত্রী-পুত্রাদি সমস্তই বিনষ্ট হইতে বসিয়াছে ॥ ৩১

যথাশক্ত্যুপগৃহ্যামি রাষ্ট্রস্যাপীড়য়া চ বঃ ॥ ৩২
আপৎস্বেব চ বোদ্ধব্যা ভবদ্ভিঃ পুঙ্গবৈরিব
ন চ প্রিয়তরং কার্য্যং ধনং কস্যাঞ্চিদাপদি ॥ ৩৩
ইতি বাচা মধুরয়া শ্লক্ষ্ণয়া সোপচারয়া
স্বরশ্মীনভ্যবসৃজেদ্ যোগমাধায় কালবিৎ ॥ ৩৪
প্রকারং ভৃত্যভরণং ব্যয়ং সংগ্রামতো ভয়ম্।
যোগক্ষেমঞ্চ সম্প্রেক্ষ্য গোমিনঃ কারয়েৎ করম্ ॥ ৩৫
উপক্ষিতা হি নশ্যেয়ুর্গোমিনোঽরণ্যবাসিনঃ
তস্মাৎ তেষু বিশেষেণ মৃদুপূর্বং সমাচরেৎ ॥ ৩৬
সান্ত্বনং রক্ষণং দানমবস্থা চাপ্যভীক্ষ্ণশঃ।
গোমিনাং পার্থ কর্তব্যঃ সংবিভাগঃ প্রিয়াণি চ ॥ ৩৭
অজস্রমুপযোক্তব্যং ফলং গোমিষু ভারত।
প্রভাবয়ন্তি রাষ্ট্রঞ্চ ব্যবহারং কৃষিং তথা ॥ ৩৮

পুত্রগণের উন্নতির ন্যায় আপনাদের এই সমৃদ্ধিতে আমি আনন্দ অনুভব করিতেছি, কিন্তু বর্তমান সময়ে রাজ্যের উপদ্রব উপস্থিত হওয়ায় আপনাদের নিজ নিজ সামর্থ্যানুসারেই আমি আপনাদের নিকট হইতে ধন গ্রহণ করিব ॥ ৩২

বৃষগণ যেরূপ ভার বহন করে, সেইরূপ আপদ্ নিবারণ করিবার জন্যই আপনাদের ধন বহন করা উচিত কিন্তু কোনও আপদ্ উপস্থিত হইলে পর ধনকে প্রিয় করা আপনাদের উচিত নহে ॥ ৩৩

কালজ্ঞ রাজা এইরূপ মধুর, কোমল ও অনুনয়যুক্ত বাক্য দ্বারা ধনগ্রহণের উপায় স্থির করিয়া নিজের আদায়কারী কর্মচারী-দিগকে সেই প্রজাদের নিকটে পাঠাইয়া দিবেন ॥ ৩৪

অনন্তর রাজা প্রাচীর নির্মাণ, সৈন্যদের ভরণ-পোষণ, অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি ও প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষা প্রভৃতির ব্যয় এবং যুদ্ধের ভয় দেখাইয়া বৈশ্যদের নিকট হইতেও ধন গ্রহণ করিবেন ॥ ৩৫

যুধিষ্ঠির! বনবাসী গো-পালক বৈশ্যগণকে উপেক্ষা করিলে তাহারা বিনষ্ট হইয়া যায়। অতএব রাজা তাহাদের উপর বিশেষ কোমল ব্যবহার করিবেন ॥ ৩৬

পৃথানন্দন! রাজা সেই গো-পালক বৈশ্যগণ-সম্বন্ধে মধুর বাক্য, রক্ষণাবেক্ষণ, পারিতোষিক দান, নিকটে যাইয়া অবস্থান, ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ব্যবস্থা ও প্রীতিকর আচরণ করিবেন ॥ ৩৭

ভরতনন্দন! রাজা সর্বদাই সেই বৈশ্যগণের উন্নতি সম্পাদন করিবেন, যেহেতু তাহারাই রাজ্য, বাণিজ্য ও কৃষিকার্যের উন্নতিসাধন করিয়া থাকে ॥ ৩৮

তস্মাদ্ গোমিষু যত্নেন প্রীতিং কুর্য্যাদ্ বিচক্ষণঃ।
দয়াবানপ্রমত্তশ্চ করান্ সম্প্রণয়ন্ মৃদূন্ ॥ ৩৯
সর্বত্র ক্ষেমচরণং সুলভং নাম গোমিষু।
ন হ্যতঃ সদৃশং কিঞ্চিদ্ বরমস্তি যুধিষ্ঠির ॥ ৪০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি রাষ্ট্রগুপ্ত্যাদিকথনে সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৭

সেইহেতু বিচক্ষণ রাজা দয়ালু ও সাবধান হইয়া কোমল ব্যবহারে কর নিরূপণ পূর্বক যত্নসহকারে বৈশ্যগণের প্রীতিবিধান করিবেন। ৩৯

যুধিষ্ঠির! সর্ব্ব সময়ে বৈশ্যগণের নিকটে অনায়াসে মঙ্গল লাভ করা যায়, সুতরাং ইহার তুল্য রাজ্যের উন্নতিসাধক আর কোন উপায় নাই। ৪০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্ব্বে রাজ্যরক্ষাদিবর্ণনবিষয়ক সপ্তাশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

(প্রজাভ্যঃ করগ্রহণ-ধনসংগ্রহোপায়-কথনম্।)

যুধিষ্ঠির উবাচ।

যদা রাজা সমর্থোঽপি কোশার্থী স্যান্মহামতে।
কথং প্রবর্তেত তদা তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ।

যথাদেশং যথাকালং যথাবুদ্ধি যথাবলম্।
অনুশিষ্যাৎ প্রজা রাজা ধর্মার্থী তদ্ধিতে রতঃ ॥ ২
যথা তাসাঞ্চ মন্যেত শ্রেয় আত্মন এব চ।
তথা কর্মাণি সর্বাণি রাজা রাষ্ট্রেষু বর্তয়েৎ ॥ ৩
মধুদোহং দুহেদ্ রাষ্ট্রং ভ্রমরা ইব পাদপম্।
বৎসাপেক্ষী দুহেচ্ছৈব স্তনাংশ্চ ন বিকৃন্তয়েৎ ॥ ৪
জলৌকাবৎ পিবেদ্ রাষ্ট্রং মৃদুনৈব নরাধিপঃ।
ব্যাঘ্রীব চ হরেৎ পুত্রান্ সন্দশেন্ন চ পীড়য়েৎ ॥ ৫
যথা শল্যকবানাখুঃ পদং ধুনয়তে সদা।
অতীক্ষ্ণেনাভ্যুপায়েন তথা রাষ্ট্রং সমাপিবেৎ ॥ ৬
অল্পেনাল্পেন দেয়েন বর্ধমানং প্রদাপয়েৎ।
ততো ভূয়স্ততো ভূয়ঃ ক্রমবৃদ্ধিং সমাচরেৎ ॥ ৭

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়।

(প্রজাগণের নিকট হইতে করগ্রহণ ও ধন সংগ্রহের উপায় কথন।)

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মহামতি পিতামহ! যদি রাজা গৃহস্থিত ধন দ্বারা সমস্ত কার্য্যসম্পাদন করিতে সমর্থ হইয়াও কোশবৃদ্ধি করিবার ইচ্ছা করেন, তবে তিনি কিভাবে চলিবেন, তাহা আপনি আমার নিকট বলুন। ১

ভীষ্ম বলিলেন,—ধর্মার্থী রাজা প্রজাদের হিতসাধনে নিরত থাকিয়া দেশ, কাল, বুদ্ধি ও শক্তি অনুসারে সেই প্রজাগণকে শাসন করিবেন। ২

যাহাতে প্রজাদের এবং নিজের মঙ্গললাভ হয়, সেইভাবে রাজা রাজ্যের সমস্ত কার্য্য পরিচালনা করিবেন। ৩

যেমন ভ্রমরগণ মধুপ্রদ বৃক্ষ হইতে মধু গ্রহণ করে, সেইরূপ রাজা ধনপ্রদ রাজ্য হইতে ধন গ্রহণ করিবেন এবং গোপাল যেমন বৎসের অপেক্ষা রাখিয়া ধেনু দোহন করে, কিন্তু তাহার স্তন-চ্ছেদন করে না, সেইরূপ রাজাও প্রজাদের অপেক্ষা রাখিয়া রাজ্য হইতে ধন গ্রহণ করিবেন, কিন্তু সে প্রজাদিগকে নিঃস্ব করিয়া ফেলিবেন না। ৪

জলৌকা (জোঁক) যেমন ধীরে ধীরে মানুষ প্রভৃতির রক্ত পান করে, তেমন রাজাও কোমল উপায়েই প্রজাদের নিকট হইতে ধন গ্রহণ করিবেন এবং ব্যাঘ্রী যেমন তাহার পুত্রদের দন্তের দ্বারা কামড়াইয়া ধরিয়া সেগুলিকে স্থানান্তরে লইয়া যায়, কিন্তু তাহাদিগকে পীড়ন করে না; রাজাও তেমন প্রজা-গণের নিকট হইতে ধন গ্রহণ করিবেন, কিন্তু তাহাদিগকে পীড়ন করিবেন না। ৫

তীক্ষ্ণদন্ত হইয়াও মূষিক যেমন কোমলভাবে নিদ্রিত ব্যক্তির চরণের মাংস ভক্ষণ করিতে থাকে; তখন সেই নিদ্রিত ব্যক্তি কেবল চরণ সঞ্চালন করে, কিন্তু তাহার কোন পীড়ার জ্ঞান হয় না; তেমন রাজাও কোমল উপায়ে প্রজাদের নিকট হইতে কর আদায় করিবেন, যাহাতে প্রজারা কোনরূপ দুঃখী না হয়। ৬

রাজা প্রথমে অল্প অল্প কর আদায় করিতে থাকায় প্রজারা উন্নতি লাভ করিতে থাকে; সুতরাং তা'রপর বেশী, তারপর বেশী এইভাবে ক্রমশঃ রাজা প্রজাদের করবৃদ্ধি করিবেন। ৭

দময়ন্নিব দম্যানি শনৈর্ ভারং বিবর্ধয়েৎ
মৃদুপূর্বং প্রযত্নেন পাশানভ্যবহারয়েৎ ॥ ৮
সকৃৎপাশাবকীর্ণাস্তে ন ভবিষ্যন্তি দুর্দমাঃ।
উচিতেনৈব ভোক্তব্যাস্তে ভবিষ্যন্তি যত্নতঃ ॥ ৯
তস্মাৎ সর্বসামরম্ভো দুর্লভঃ পুরুষং প্রতি।
যথামুখ্যান্ সান্ত্বয়িত্বা ভোক্তব্য ইতরো জনঃ ॥১০
ততস্তান্ ভেদয়িত্বা তু পরস্পরবিবক্ষিতান্
ভুঞ্জীত সান্ত্বয়ংশ্চৈব যথাসুখমযত্নতঃ ॥ ১১
ন চাস্থানে ন চাকালে করাংস্তেভ্যো নিপাতয়েৎ।
আনুপূর্ব্যেণ সান্ত্বেন যথাকালং যথাবিধি ॥ ১২
উপায়ান্ প্রব্রবীম্যেতান্ ন মে মায়া বিবক্ষিতা।
অনুপায়েন দমনম্ প্রকোপয়তি বাজিনঃ ॥ ১৩
পানাগারনিবেশাংশ্চ বেশ্যাঃ প্রাপণিকাস্তথা।
কুশীলবাঃ সক্রিয়বা যে চান্যে কেচিদীদৃশাঃ ॥ ১৪
নিয়ম্যাঃ সর্ব এবৈতে যে রাষ্ট্রস্যোপঘাতকাঃ।
এতে রাষ্ট্রেঽভিতিষ্ঠন্তো বাধন্তে ভদ্রিকাঃ প্রজাঃ ॥১৫
ন কেনচিদ্ যাচিতব্যঃ কশ্চিৎ কস্যাঞ্চিদাপদি।
ইতি ব্যবস্থা ভূতানাং পুরস্তাদ্মনুনা কৃতা ॥ ১৬
সর্বে তথানুজীবেয়ুর্ কুর্য্যুঃ কর্ম চেদিহ।
সর্ব এব ইমে লোকা ন ভবেয়ুরসংশয়ম্ ॥ ১৭
প্রভুর্নিয়মনে রাজা য এতান্ ন নিযচ্ছতি।
ভুঙ্‌ক্তে স তস্য পাপস্য চতুর্ভাগমিতি শ্রুতিঃ ॥ ১৮
ভোক্তা তস্য তু পাপস্য সুকৃতস্য যথা তথা।
নিয়ন্তব্যাঃ সদা রাজ্ঞা পাপা যে স্যুর্নরাধিপ ॥ ১৯
কৃতপাপস্তসৌ রাজা য এতান্ ন নিযচ্ছতি।
তথা কৃতস্য ধর্মস্য চতুর্ভাগমুপাশ্নুতে ॥ ২০

যেরূপ গো-বৎসগণকে ক্রমশঃ অধিক অধিক ভারবহনের শিক্ষা দেওয়া হয়, সেইরূপ রাজাও ক্রমশঃ অধিক অধিক কর দেওয়াইয়া প্রজাদের অধিক করদানের শিক্ষা দিবেন এবং গো-পালক যেমন প্রথমে কোমলভাবে সযত্নে গো-বৎসের কণ্ঠে রজ্জুবন্ধন করে, সেইরূপ রাজাও কোমলভাবে যত্নসহকারে প্রজাদের উপর কর ধার্য্য করিবেন।৮

একবার গলদেশে রজ্জুবন্ধন করিতে পারিলে গো-বৎস যেমন আর দুর্দমনীয় হইবে না, তেমন একবার কর ধার্য্য করিতে পারিলে প্রজারা আর দুর্দমনীয় হইবে না। তাহার পর রাজা উপযুক্ত উপায়ে যত্নসহকারে সেই প্রজাগণকে ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন। ৯

অতএব প্রথমেই প্রজাদের উপরে অধিক কর নির্দ্ধারণ করা দুষ্কর; সুতরাং প্রজাদের মধ্যে যাহারা প্রধান, তাহাদিগকে যথানিয়মে মধুর বাক্যে বশীভূত করিয়া পরে অপ্রধান লোকদিগকে রাজা ভোগ করিবেন ॥ ১০

রাজা প্রথমে সেই প্রধান ব্যক্তিগণ দ্বারা করভার বহনেচ্ছু ইতর লোকদিগের মধ্যে পরস্পর ভেদ জন্মাইয়া মধুর বাক্যে তাহাদিগকে প্রসন্ন করিতে থাকিয়া যথাসুখে ও অনায়াসে ভোগ করিতে থাকিবেন। ১১

রাজা অস্থানে বা অসময়ে প্রজাদের উপরে করভার অর্পণ করিবেন না; কিন্তু যথাকালে যথাবিধানে প্রধানক্রমে মধুর বাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক তাহাদের উপরে করভার অর্পণ করিবেন। ১২

যুধিষ্ঠির! আমি এই সব প্রজাদের সঙ্ঘ-ভেদের সদুপায় বলিলাম, কিন্তু আমি ঐ বিষয়ে কূটকৌশল বলিতে ইচ্ছা করি না কারণ, মানুষ নিকৃষ্ট উপায়ে দমন করিতে যাইয়া অশ্বদিগকে ক্রুদ্ধ করিয়া থাকে ॥ ১৩

মদ্যপায়ী, বেশ্যা, কুৎসিত নিয়মে ক্রয়-বিক্রয়কারী, নট, দ্যূতকারী এবং অন্য যে কেহ এইরূপ মন্দলোক, আর যাহারা রাজ্যের অনিষ্টকারী, তাহাদের সকলকেই রাজা দমন করিবেন। কেননা, ইহারা রাজ্যে থাকিয়া ভাল লোকদিগের পীড়া উৎপাদন করে ॥ ১৪-১৫

কোন রাজা বা কোন অধমর্ণই কোন বিপদেই কোন প্রজাকে বা উত্তমর্ণকে কর বা ঋণ প্রার্থনা করিবেন না, পূর্ব্বকালেই মনু মনুষ্যগণের এই ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন ॥১৬

এই জগতে সকলেই যদি কর্ম্ম না করিত, তবে তাহারা এক প্রার্থনাই অনুসরণ করিত। এমন হইলে এই সমস্ত লোকই আর জীবন ধারণ করিতে পারিত না, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥১৭

(সে যাহা হউক) যে রাজা প্রজাগণকে নিয়ন্ত্রিত করিতে সমর্থ হইয়াও তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করেন না, তিনি সেই প্রজাকৃত পাপের চতুর্থাংশ ভোগ করেন, ইহা আমাদের শুনা আছে। ১৮

নরনাথ! প্রজানিয়ন্ত্রণকারী রাজা যেরূপ সেই প্রজাকৃত পুণ্যের চতুর্থাংশভাগী হইয়া থাকেন, সেইরূপ প্রজাদিগকে নিয়ন্ত্রিত না করিলেও তিনি পাপের চতুর্থাংশভাগী হইয়া থাকেন। অতএব যাহারা পাপকার্য্য করিবে, রাজা সর্ব্বদা তাহাদিগকে স্বশাসনে রাখিবেন। ১৯

যে রাজা পাপ করিতে উদ্যত প্রজাগণকে সংযত না করিবেন তিনিও তেমনই পাপকারী হইবেন এবং রাজা যদি প্রজাগণকে নিয়ন্ত্রিত করেন, তিনিও প্রজাকৃত পুণ্যের চতুর্থাংশভাগী হইয়া থাকেন। ২০

স্থানান্যেতানি সংযম্য প্রসক্তো ভূতিনাশনঃ।
কামে প্রসক্তঃ পুরুষঃ কিমকার্য্যং বিবর্জয়েৎ ॥২১
মদ্যমাংসপরস্বানি তথা দারা ধনানি চ
আহরেদ্ রাগবশগস্তথা শাস্ত্রং প্রদর্শয়ে· ॥ ২২
আপদ্ভ্য তু যাচন্তে যেষাং নাস্তি পরিগ্রহঃ।
দাতব্যং ধর্মতস্তেভ্যস্তুক্রোশাদ্ ভয়ান্ন তু ॥ ২৩
মা তে রাষ্ট্রে যাচকা ভূবন্মা চাপি দস্যবঃ
এষাং দাতার এবৈতে নৈতে ভূতস্য ভাবকাঃ ॥ ২৪
যে ভূতান্যনুগৃহ্ণন্তি বর্ধয়ন্তি চ যে প্রজাঃ
তে তে রাষ্ট্রেষু বর্তন্তাং মা ভূতানামভাবকাঃ ॥ ২৫
দণ্ড্যাস্তে চ মহারাজ ধনাদানপ্রয়োজকাঃ।
প্রয়োগং কারয়েয়ুস্তান্ যথাবলিকরাংস্তথা ২৬
কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং যচ্চান্যৎ কিঞ্চিদীদৃশম্।
পুরুষৈঃ কারয়েৎ কর্ম বহুভিঃ কর্মভেদতঃ ॥ ২৭

মরস্তেৎ কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং চাপ্যনুষ্ঠিতঃ।
সংশয়ং লভতে কিঞ্চিৎ তেন রাজা বিগর্হ্যতে ॥ ২৮
ধনিনঃ পূজয়েন্নিত্যং পানাচ্ছাদনভোজনৈঃ।
বক্তব্যাশ্চানুগৃহ্ণীধ্বং প্রজাঃ সহ ময়েতি বৈ ॥ ২৯
অঙ্গমেতন্মহদ্ রাজ্যে ধনিনো নাম ভারত।
কুরুদং সর্বভূতানাং ধনস্থো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩০
প্রাজ্ঞঃ শূরো ধনস্থশ্চ স্বামী ধার্মিক এব চ।
তপস্বী সত্যবাদী চ বুদ্ধিমাংশ্চাপি রক্ষতি ॥ ৩১
তস্মাৎ সর্বেষু ভূতেষু প্রীতিমান্ ভব পার্থিব।
সত্যমার্জবমক্রোধমানৃশংস্যঞ্চ পালয় ॥ ৩২
এবং দণ্ডঞ্চ কোশঞ্চ মিত্রং ভূমিঞ্চ লপ্স্যসি।
সত্যার্জবপরো রাজন্ মিত্রকোশবলান্বিতঃ ॥ ৩৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি কোশসঞ্চয়-প্রকারকথনে অষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৮

রাজা এই স্থানগুলিকে সংযত করিয়া রাখিবেন, না হইলে তিনি স্বয়ংও সেই গুলিতে আসক্ত হইয়া সম্পত্তি বিনষ্ট করিতে থাকিবেন, কারণ, কামে অতিশয় আসক্ত মানুষ কোন্ অকার্য্য ত্যাগ করিতে পারে? ২১

মদ্যপান, অভক্ষ্য মাংসভক্ষণ, পরধনাপহরণ, পরস্ত্রীগমন এবং অবৈধ উপায়ে ধন উপার্জন—মানুষ রাগের বশবর্ত্তী হইয়া এই সব কার্য্য করিয়া থাকে; সুতরাং রাজা তখন এইগুলির নিষেধক শাস্ত্র দেখাইবেন। ২২

যাহাদের ধন না থাকিলে, তাহারাই বিপদের সময় পরের নিকট উহা প্রার্থনা করিবে, আবার দাতারাও ভয়ে নহে দয়া-বশতই ধর্ম্মানুসারে তাহাদিগকে ধন দান করিবেন। ২৩

যুধিষ্ঠির! তোমার রাজ্যে যেন ভিক্ষাকারী বা দস্যুরা থাকে না কেননা, ইহারা প্রজাদের ধনই কেবল হরণ করে, তাহারা ইহাদের ঐশ্বর্য্যবর্দ্ধক হয় না। ২৪

যাহারা প্রাণিগণের প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং প্রজাদের উন্নতিসাধন করিয়া থাকেন, তাঁহারাই যেন তোমার রাজ্যে বাস করেন। কিন্তু প্রাণিগণের বিনাশকারীরা নহে। ২৫

মহারাজ! যে রাজকর্ম্মচারীরা নির্দ্দিষ্ট কর অপেক্ষা অধিক কর আদায় করে বা করাইয়া থাকে; তুমি তাহাদের দণ্ড বিধান করিবে। পরে প্রজারা যাহাতে সেই নির্দ্দিষ্ট কর দান করে, তাহার জন্য তুমি নূতন লোক নিযুক্ত করিবে। ২৬

কৃষি, গো-পালন, বাণিজ্য এবং অন্য যে কিছু এইরূপ বহু জনহিতকর কর্ম্ম আছে, তাহা বহু লোক দ্বারাই রাজা করাইবেন। না হইলে এই সকল কার্য্য নষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে। ২৭

যদি মানুষ কৃষি, গো-পালন কিংবা বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করিয়া দস্যু-তস্করাদি হইতে সংশয় প্রাপ্ত হয়, তবে তাহাতে রাজার নিন্দা হইয়া থাকে। ২৮

রাজা সর্ব্বদা পান, বসন ও ভোজন দ্বারা ধনিগণের সম্মান করিবেন এবং তাঁহাদিগকে বলিবেন যে, 'আপনারা আমার সহিত প্রজাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন'। ২৯

ভরতনন্দন! কারণ, এই ধনিগণ রাজ্যের একটী প্রধান অঙ্গ এবং এই ধনবান্ পুরুষ সমস্ত প্রাণীদের মধ্যেই প্রধান, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। ৩০

বিদ্বান্, বীর, ধনী, নেতা, ধার্ম্মিক, তপস্বী, সত্যবাদী এবং বুদ্ধিমান্ লোকও রাজার সহায়করূপে রাজ্য রক্ষা করেন। ৩১

রাজন্! অতএব তুমি সমস্ত প্রাণীর উপরেই সন্তুষ্ট থাক এবং সত্য, সরলতা, শান্ততা এবং কোমলতা প্রভৃতি সদ্ধর্ম্মসকল পালন কর। ৩২

রাজন্! তুমি এইভাবে সত্য ও সরলতাসম্পন্ন এবং মিত্র, কোশ ও শক্তিসমন্বিত হইয়া দমনের শক্তি, বর্দ্ধিত কোশ, মিত্র এবং নূতন নূতন রাজ্য লাভ করিতে পারিবে। ৩৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে কোশসঞ্চয়প্রকারবর্ণন বিষয়ক অষ্টাশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোননবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[রাজ্ঞঃ কর্ত্তব্যস্য বর্ণনম্।]

ভীষ্ম উবাচ।

বনস্পতীন্ ভক্ষ্যফলান্ ন চ্ছিন্দ্যাদ্বিষয়ে তব।
ব্রাহ্মণানাং মূলফলং ধর্ম্যমাহুর্মনীষিণঃ॥ ১
ব্রাহ্মণেভ্যোঽতিরিক্তঞ্চ ভুঞ্জীরন্নিতরে জনাঃ।
ন ব্রাহ্মণাপরাধেন হরেদস্যঃ কথঞ্চন॥ ২
বিপ্রশ্চেৎ ত্যাগমাতিষ্ঠেদাত্মার্থে বৃত্তি কর্শিতঃ।
পরিকল্প্যাস্য বৃত্তিঃ স্যাৎ সদারস্য নরাধিপ॥৩
স চেন্নোপনিবর্ত্তেত বাচ্যো ব্রাহ্মণসংসদি
কস্মিন্নিদানীং মর্য্যাদাময়ং লোকঃ করিষ্যতি॥ ৪
অসংশয়ং নিবর্ত্তেত ন চেদ্ বক্ষ্যত্যতঃ পরম্।
পূর্ব্বং পরোক্ষং কর্ত্তব্যমেতৎ কৌন্তেয় শাশ্বতম্॥ ৫
আহুরেতজ্জনা ব্রহ্মন্ ন চৈতচ্ছ্রদ্দধাম্যহম্।
নিমন্ত্র্যাশ্চ ভবেদ্ ভোগৈরবৃত্ত্যা চ তদাচরেৎ॥ ৬
কৃষি-গোরক্ষ্য-বাণিজ্যং লোকানামিহ জীবনম্।
ঊর্দ্ধং চৈব ত্রয়ী বিদ্যা সা ভূতান্ ভাবয়ত্যুত॥ ৭
তস্যাং প্রবর্ত্তমানায়াং যে স্যুস্তংপরিপন্থিনঃ।
দস্যবস্তদ্বধায়েহ ব্রহ্মা ক্ষত্রমথাসৃজৎ॥ ৮
শত্রূন্ জয় প্রজা রক্ষ যজস্ব ক্রতুভির্নৃপ।
যুধ্যস্ব সমরে বীরো ভূত্বা কৌরবনন্দন॥ ৯
সংরক্ষ্যান্ পালয়েদ্ রাজা স রাজা রাজসত্তমঃ।
যে কেচিৎ তান্ ন রক্ষন্তি তৈরর্থো নাস্তি কশ্চন॥ ১০
সদৈব রাজ্ঞা যোদ্ধব্যং সর্বলোকাদ্ যুধিষ্ঠির।
তস্মাদ্ধেতোর্হি বৃণীত মনুষ্যানেব মানবঃ॥ ১১

একোননবতিতম অধ্যায়।

(রাজার কর্ত্তব্য বর্ণন।)

ভীষ্ম বলিলেন যে সকল বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করা হয়, সে সকল বৃক্ষ যেন তোমার রাজ্যমধ্যে কেহই ছেদন না করে এবং ব্রাহ্মণদের ফল-মূলও যেন কেহ নষ্ট না করে; ইহাকেই জ্ঞানী পুরুষগণ ধর্ম্ম বলিয়া থাকেন। ১

ব্রাহ্মণগণের ভোগের পর যাহা উদ্বৃত্ত থাকিবে, তাহাই অন্য লোকে ভোগ করিবে। কিন্তু অন্য লোক ব্রাহ্মণদিগকে বঞ্চনা করিয়া কোন প্রকারেই যেন ভোগ্য বস্তু হরণ করে না। ২

নরনাথ! যদি কোনও ব্রাহ্মণ আপন বৃত্তিতে নিজের সংসারের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে না পারিয়া নিজের ভরণ-পোষণের জন্যই রাজা ত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে রাজা পরিবার বর্গের সহিত সেই ব্রাহ্মণের বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দিবেন।৩

তাহাতেও যদি সেই ব্রাহ্মণ নিবৃত্ত না হন, তাহা হইলে ব্রাহ্মণসভায় তাঁহাকে বলিতে হইবে যে, এই বহুজনসমাজ এইরূপ হইলে কি ভাবে ব্রাহ্মণদের মর্য্যাদা রক্ষা করিবে? ৪

কুন্তীনন্দন! এইরূপ বলিলে নিশ্চয়ই সেই ব্রাহ্মণ নিবৃত্ত হইবেন; যদি নিবৃত্ত না-ই হন, তবে ইহার পর তাঁহাকে বলিতে হইবে যে, ভগবন্! আপনি পূর্ব্ববৃত্তান্ত বিস্মৃত হউন। ইহা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। ৫

ব্রাহ্মণ! 'ভোগ্যবস্তু না পাওয়ায় ভোগার্থী হইয়া ব্রাহ্মণ যদি রাজ্য ত্যাগ করিতে থাকেন; তাহা হইলে রাজা ভোগদানের আশ্বাস দিয়া থাকিবার জন্য সেই ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিবেন এবং জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে না থাকায় জীবিকার্থী হইয়া ব্রাহ্মণ যদি রাজ্য ত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হন, তবে রাজা বৃত্তিদানের আশ্বাস দিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিয়া আনিবেন' ইহা লোকে বলিয়া থাকে; কিন্তু আমি ইহা বিশ্বাস করি না। ৬

এই জগতে কৃষি, গো-পালন ও বাণিজ্য মানুষের জীবিকা নির্ব্বাহের উপায়। আর বেদবিদ্যা জীবিকানির্ব্বাহের এক শ্রেষ্ঠ উপায়। কেননা, সেই বেদবিদ্যা মানুষকে উন্নত করে॥ ৭

সেই বেদবিদ্যা প্রচলিত থাকিলে যে সকল দস্যু তাঁর বিরোধিতা করিবে, তাহাদিগকে বধ করিবার জন্যই ব্রহ্মা জগতে ক্ষত্রিয়কে সৃষ্টি করিয়াছেন॥ ৮

কৌরবনন্দন নৃপ! অতএব তুমি শত্রুদিগকে জয় কর, প্রজাগণকে রক্ষা কর, নানাবিধ যজ্ঞ কর এবং বীর হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ কর ৯

যে রাজা রক্ষণীয় সকল ব্যক্তিকে রক্ষা করেন, সেই রাজাই রাজশ্রেষ্ঠ; আর যাঁহারা রক্ষণীয় ব্যক্তিগণকে রক্ষা করেন না, তাঁহাদের দ্বারা কোন প্রয়োজনই সিদ্ধ হয় না॥ ১০

যুধিষ্ঠির! রাজা সমস্ত লোকের হিতের জন্য (প্রয়োজন অনুসারে) সর্ব্বদাই যুদ্ধ করিবেন। সেইহেতু জগতে মানুষ মানুষের সুখ-ভোগের কারণ হইয়া থাকে॥১১

আন্তরেভ্যঃ পরান্ রক্ষন্ পরেভ্যঃ পুনরান্তরান্।
পরান্ পরেভ্যঃ স্বান্ স্বেভ্যঃ সর্বান্ পালয় নিত্যদা ॥১২
আত্মানং সর্বতো রক্ষন্ রাজন্ রক্ষস্ব মেদিনীম্
আত্মমূলমিদং সর্বমাহুর্বৈ বিদুষো জনাঃ ॥ ১৩
কিং ছিদ্রং কো নু সঙ্গো
মে কিং বাস্ত্যবিনিপাতিতম্।
কুতো মামাশ্রয়েদ্ দোষ ইতি নিত্যং বিচিন্তয়েৎ ॥ ১৪
অতীতদিবসে বৃত্তং প্রশংসন্তি ন বা পুনঃ।
গুপ্তৈশ্চারৈরনুমতৈঃ পৃথিবীমনুসারয়েৎ ॥ ১৫
জানীয়ুর্যদি তে বৃত্তং প্রশংসন্তি ন বা পুনঃ।
কচ্চিদ্ রোচেচ্জনপদে কচ্চিদ্ রাষ্ট্রে চ মে যশঃ ॥ ১৬
ধর্মজ্ঞানাং ধৃতিমতাং সংগ্রামেষ্বপলায়িনাম্।
রাষ্ট্রে তু যেঽনুজীবন্তি যে তু রাজ্ঞোঽনুজীবিনঃ ॥১৭
অমাত্যানাঞ্চ সর্বেষাং মধ্যস্থানাঞ্চ সর্বশঃ।
যে চ ত্বাভিপ্রশংসেয়ুর্নিন্দেয়ুরথবা পুনঃ ॥ ১৮
একান্তেন হি সর্বেষাং ন শক্যং তাত রোচিতুম্।
মিত্রামিত্রমধ্যো মধ্যঃ সর্বভূতেষু ভারত ॥ ১৯

যুধিষ্ঠির উবাচ।

তুল্যবাহুবলানাঞ্চ তুল্যানাঞ্চ গুণৈরপি
কথং স্যাদধিকঃ কশ্চিৎ স চ ভুঞ্জীত মানবান্ ॥ ২০

ভীষ্ম উবাচ।

যচ্চরা হ্যচরানত্যুদংষ্ট্রান্ দংষ্ট্রিণস্তথা।
আশীবিষা ইব ক্রুদ্ধা ভুঞ্জঙ্গান্ ভুজগা ইব ॥ ২১
এতেভ্যশ্চাপ্রমত্তঃ স্যাৎ সদা শত্রোর্যুধিষ্ঠির।
ভারুণ্ডসদৃশা হ্যেতে নিপতন্তি প্রমাদ্যতঃ ॥ ২২
কচ্চিৎ তে বণিজো রাষ্ট্রে নোদ্বিজন্তি করাদিতাঃ।
ক্রীণন্তো বহুনাল্পেন কান্তারকৃতবিশ্রমাঃ। ২৩
কচ্চিৎ কৃষিকরা রাষ্ট্রং ন জহত্যতিপীড়িতাঃ।
যে বহন্তি ধুরং রাজ্ঞাং তে ভরন্তীতরানপি ॥ ২৪

যুধিষ্ঠির! তুমি সর্ব্বদা পুত্রাদি অন্তরঙ্গ হইতে অন্যদিগকে, অন্যদের নিকট হইতে পুত্রাদিকে, অন্য হইতে অন্যকে এবং আত্মীয় হইতে আত্মীয়কে রক্ষা করিতে থাকিয়া সকলকেই রক্ষা কর ॥১২

রাজন্! তুমি নিজেকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতে থাকিয়া পৃথিবীকে রক্ষা কর। কেননা, জ্ঞানী পুরুষগণ বলেন এই সমস্তই আত্মমূলক ॥ ১৩

আমার কি ছিদ্র আছে? কোন্ ব্যসনে আমার আসক্তি জন্মিতেছে? আমার কোন্ শত্রু নিপাতিত হয় নাই এবং কোথা হইতে দোষ আসিয়া আমাকে আশ্রয় করিতেছে? এইরূপ সর্ব্বদাই রাজা চিন্তা করিবেন ॥ ১৪

গত দিবসে আমার যে কার্য্য হইয়া গিয়াছে, লোকে তাহার প্রশংসা করে কি না? রাজা ইহা নিজের অভিমত গুপ্তচর দ্বারা রাজ্যমধ্যে অনুসন্ধান করিবেন ॥ ১৫

যদি প্রজারা আমার বৃত্তান্ত জানে, তবে তাহারা তাঁহার প্রশংসা করে কি না? এবং আমার যশ দেশবাসী ও রাজ্যবাসী ধর্ম্মজ্ঞ ও ধৈর্য্যশীল বীরগণের অভিপ্রেত হইতেছে কিনা? (গুপ্তচর দ্বারা রাজা ইহারও অনুসন্ধান করিবেন) ॥ ১৬

যুধিষ্ঠির! তোমার রাজ্যমধ্যে যাহারা নিজ নিজ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে, যাহারা রাজার অনুগ্রহে জীবনধারণ করিতেছে এবং সমস্ত অমাত্য ও সকল উদাসীনের মধ্যে যাহারা তোমার প্রশংসা বা নিন্দা করে, তুমি তাঁহাদের সকলকেই সমাদর করিবে ॥ ১৭-১৮

বৎস ভরতনন্দন! মিত্র, অমিত্র ও মধ্যবর্ত্তী এই সকল লোকের মধ্যে সকলেরই অত্যন্ত প্রিয় হওয়া যায় না ॥ ১৯

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—যাহাদের বাহুবল সমান এবং যাহারা গুণেও তুল্য, তাহাদের মধ্যে কোন লোক কি করিয়া শ্রেষ্ঠ হইয়া যায়? এবং কি করিয়াই বা সে অন্যান্য লোককে আপন বশে রাখে? ২০

ভীষ্ম বলিলেন—জঙ্গম প্রাণীরা যেমন স্থাবর প্রাণিগণকে, এবং ক্রুদ্ধ তীক্ষ্ণবিষ সর্পগণ যেমন বিষহীন সর্পকে ভক্ষণ করে, তেমন সমান বাহুবল ও সমান গুণশালী ব্যক্তিগণের মধ্যে কোন ব্যক্তি কিঞ্চিৎ বিশেষ কারণবশতঃই অধিক হইয়া থাকে ॥ ২১

যুধিষ্ঠির! মানুষ শত্রুর ন্যায় এই দন্তযুক্ত কুম্ভীর প্রভৃতির নিকটে সর্ব্বদাই সাবধান হইয়া থাকিবে। না হইলে এই সব প্রাণীরা শ্যেনপক্ষীর ন্যায় অসাবধান লোকের উপরে যাইয়া পতিত হয় ॥ ২২

যাহারা দূরদেশে যাইয়া বহুমূল্যে বা অল্পমূল্যে দ্রব্যসকল ক্রয় করিয়া আসিবার সময় বিশাল বনমধ্যে বিশ্রাম করে, সেই বণিক্‌গণ তোমার রাজ্যে করভারে পীড়িত হইয়া উদ্বিগ্নচিত্তে বাস করে না ত? ২৩

যুধিষ্ঠির! যে কৃষকেরা রাজাদের ভার বহন করে, তাহারা

ইতো দত্তেন জীবন্তি দেবাঃ পিতৃগণাস্তথা
মানুষোরগরক্ষাংসি বয়াংসি পশবস্তথা ॥ ২৫
এষা তে রাষ্ট্রবৃত্তিশ্চ রাজ্ঞাং গুপ্তিশ্চ ভারত।
এতমেবার্থমাশ্রিত্য ভূয়ো বক্ষ্যামি পাণ্ডব ॥ ২৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি রাষ্ট্রগুপ্তৌ
একোননবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৯

অন্যান্য লোকদিগেরও ভরণপোষণ করিয়া থাকে। অতএব এই সব কৃষকেরা করভারে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া তোমার রাজ্য পরিত্যাগ করে না ত ? ২৪

এই মর্ত্যলোক হইতে যে সকল হবি ও অন্ন প্রভৃতি দেওয়া হয়, সেই সমস্তেরই দ্বারা দেব ও পিতৃগণ এবং মনুষ্য, নাগ, রাক্ষস, পক্ষী ও পশুগণ জীবনধারণ করেন ॥ ২৫

হে ভারত ! এই আমি তোমার নিকটে রাজ্যের অবস্থা ও রাজাদের রক্ষার উপায় বলিলাম, পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির ! এই বিষয় লইয়াই আমি পুনরায় তোমাকে আরও কিছু বলিব ॥ ২৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্বে রাজ্যরক্ষাবিষয়ক একোননবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

নবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[মান্ধাতৃে উতথ্যস্যোপদেশ—রাজ্ঞো ধর্মপালনস্যাবশ্যকতা।]

ভীষ্ম উবাচ।
যানঙ্গিরাঃ ক্ষত্রধর্মানুতথ্যো ব্রহ্মবিত্তমঃ
মান্ধাতৃে যৌবনাশ্বায় প্রীতিমানভ্যভাষত ॥ ১
স যথানুশশাসৈনমুতথ্যো ব্রহ্মবিত্তমঃ।
তৎ তে সর্বং প্রবক্ষ্যামি নিখিলেন যুধিষ্ঠির ॥ ২
উতথ্য উবাচ।
ধর্মায় রাজা ভবতি ন কামকরণায় তু।
মান্ধাতরিতি জানীহি রাজা লোকস্য রক্ষিতা ॥ ৩
রাজা চরতি চেদ্ ধর্মং দেবত্বায়ৈব কল্পতে।
স চেদধর্মং চরতি নকায়ৈব গচ্ছতি ॥ ৪
ধর্মে তিষ্ঠন্তি ভূতানি ধর্মো রাজনি তিষ্ঠতি।
তং রাজা সাধু যঃ শাস্তি স রাজা পৃথিবীপতিঃ ॥ ৫
রাজা পরমধর্মাত্মা লক্ষ্মীবান্ ধর্ম উচ্যতে
দেবাশ্চ গর্হাং গচ্ছন্তি ধর্মো নাস্তীতি চোচ্যতে ॥ ৬
স্বধর্মে বর্তমানানামর্থসিদ্ধিঃ প্রদৃশ্যতে।
তদেব মঙ্গলং লোকঃ সর্বঃ সমনুবর্ততে ॥ ৭

নবতিতম অধ্যায়।

[মান্ধাতাকে উতথ্যের উপদেশ—রাজার পক্ষে ধর্মপালনের আবশ্যকতা।]

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্ ! ব্রহ্মবিদ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অঙ্গিরাপুত্র উতথ্য যুবনাশ্বসুত মান্ধাতাকে প্রীতি সহকারে যে ক্ষত্রিয়-ধর্মের কথা বলিয়াছিলেন—উহা শ্রবণ কর ॥ ১

যুধিষ্ঠির ! ব্রহ্মজ্ঞানিগণের মধ্যে প্রধান উতথ্য যে ভাবে সেই উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই সব প্রসঙ্গ পূর্ণরূপে তোমাকে বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর ॥ ২

উতথ্য বলিলেন,—মান্ধাতঃ ! রাজা ধর্মের পালন ও প্রচার করিবার জন্যই উৎপন্ন হন, বিষয়সুখ উপভোগ করিবার জন্য নহে। তোমার ইহা জানা উচিত যে, রাজা সমস্ত জগতের রক্ষক ॥ ৩

যদি রাজা ধর্মাচরণ করেন, তবে তিনি দেবতা হইয়া যান, আর যদি তিনি অধর্মাচরণ করেন, তবে তিনি নরকে গমন করেন ॥ ৪

সমস্ত প্রাণীই ধর্মের আশ্রয়ে অবস্থিত এবং ধর্ম রাজার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। যে রাজা উত্তমরূপে ধর্মের পালন এবং ধর্মানুসারে শাসন করেন, তিনি বহুকাল ধরিয়া এই পৃথিবীর অধিপতি হইয়া অবস্থান করেন ॥ ৫

অতিশয় ধর্মাত্মা ও ঐশ্বর্যশালী রাজাকেই সাক্ষাৎ ধর্মের স্বরূপ বলা হয়। যদি এই ধর্মপালন না করেন, তবে দেবতারাও নিন্দিত হন এবং ধর্ম নাই—ইহা সকলে বলিতে থাকে ॥ ৬

যাঁহারা নিজ ধর্ম পালনে তৎপর থাকেন, তাঁহাদেরই অভীষ্ট মনোরথ সিদ্ধ হইতে দেখা যায়। সকল লোকই সেই মঙ্গলময় ধর্মের অনুসরণ করিয়া থাকে ॥ ৭

উচ্ছিদ্যতে ধর্মবৃত্তমধর্মো বর্ততে মহান্
ভয়মাহুর্দিবারাত্রং যদা পাপো ন বার্যতে ॥ ৮
মমেদমিতি নৈবৈতৎ সাধুনাং তাত ধর্মতঃ।
ন বৈ ব্যবস্থা ভবতি যদা পাপো ন বার্যতে ॥৯
নৈব ভার্যা ন পশবো ন ক্ষেত্রং ন নিবেশনম্।
সংদৃশ্যেত মনুষ্যাণাং যদা পাপবলং ভবেৎ ॥ ১০
দেবাঃ পূজাং ন জানন্তি ন স্বধাং পিতরস্তদা।
ন পূজ্যন্তে অতিথয়ো যদা পাপো ন বার্যতে ॥ ১১
ন বেদানধিগচ্ছন্তি ব্রতবন্তো দ্বিজাতয়ঃ।
ন যজ্ঞাংস্তন্বতে বিপ্রা যদা পাপো ন বার্যতে ॥ ১২
বৃদ্ধানামিব সত্ত্বানাং মনো ভবতি বিহ্বলম্।
মনুষ্যাণাং মহারাজ যদা পাপো ন বার্যতে ॥ ১৩
উভৌ লোকাবভিপ্রেক্ষ্য রাজানমসৃজৎ স্বয়ম্।
অসৃজন্ সুমহদ্ ভূতময়ং ধর্মো ভবিষ্যতি ॥ ১৪

যস্মিন্ ধর্মে বিরাজেত তং রাজানং প্রচক্ষতে।
যস্মিন্ বিলীয়তে ধর্মস্তং দেবা বৃষলং বিদুঃ ॥ ১৫
বৃষো হি ভগবান্ ধর্মো যস্তস্য কুরুতে হলম্।
বৃষলং তং বিদুর্দেবাস্তস্মান্ধর্মং বিবর্ধয়েৎ ॥ ১৬
ধর্মে বর্ধতি বর্ধন্তি সর্বভূতানি সর্বদা।
তস্মিন্ হ্রসতি হ্রীয়ন্তে তস্মাদ্ ধর্মং ন লোপয়েৎ ॥ ১৭
ধনাৎ স্রবতি ধর্মো হি ধারণাদ্ ইতি নিশ্চয়ঃ।
অকার্যাণাং মনুষ্যেন্দ্র স সীমান্তকরঃ স্মৃতঃ ॥১৮
প্রভবার্থং হি ভূতানাং ধর্মঃ সৃষ্টঃ স্বয়ম্ভুবা।
তস্মাৎ প্রবর্তয়েদ্ ধর্মং প্রজানুগ্রহকারণাৎ ॥ ১৯
তস্মাদ্ধি রাজশার্দূল ধর্মঃ শ্রেষ্ঠতরঃ স্মৃতঃ।
স রাজা যঃ প্রজাঃ শাস্তি সাধুকৃৎ পুরুষর্ষভ ॥ ২০
কামক্রোধাবনাদৃত্য ধর্মমেবানুপালয়।
ধর্মঃ শ্রেয়স্করতমো রাজ্ঞাং ভরতসত্তম ॥ ২১

যখন পাপকে নিবারণ করা হয় না, তখন জগতে ধর্মময় ব্যবহার নষ্ট হইয়া যায় এবং চারিদিকে অধর্মই অবস্থান করে, ইহাতে প্রজারা দিবারাত্র ভয়ের কথা বলিতে থাকে। ৮

তাত! যদি পাপ প্রবৃত্তিকে নিবারণ করিতে না পারা যায়, তবে 'এই বস্তু আমার' এই কথা সজ্জনদিগের পক্ষে বলা অসম্ভব হইয়া পড়ে এবং সেই সময় কোনও ধর্মীয় ব্যবস্থাই থাকিতে পারে না।৯

যখন মনুষ্যগণের মধ্যে প্রবল পাপ চলিতে থাকে, তখন ভার্যা, পশু, ক্ষেত্র গৃহাদি বস্তুসকল কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিরই স্থির থাকিতে দেখা যায় না। ১০

যখন পাপকে নিবারণ করা যাইবে না, তখন দেবগণ পূজা জানিতে পারিবেন না এবং পিতৃগণও স্বধা (শ্রাদ্ধ) অনুভব করিতে সমর্থ হইবেন না। সেই সময় অতিথিগণও কোন সম্মান লাভ করিতে পারিবে না। ১১

যখন পাপকে নিবারণ করা যাইবে না, তখন ব্রহ্মচর্য ব্রতপালনকারী দ্বিজগণ বেদাধ্যয়ন পরিত্যাগ করিবেন এবং ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞকার্য করিতে পারিবেন না। ১২

মহারাজ! যখন পাপ নিবারিত হইবে না, তখন বৃদ্ধ প্রাণিগণের ন্যায় মনুষ্যদেরও মন দুর্বল হইয়া পড়িবে। ১৩

ইহলোক ও পরলোক—এই উভয় লোক লক্ষ্য করিয়াই ঋষিগণ 'রাজা' নামক মহাশক্তিশালী মনুষ্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। ইনিই সাক্ষাৎ ধর্মস্বরূপ হইবেন। ১৪

অতএব যাহার মধ্যে ধর্ম বিরাজমান আছেন, তাঁহাকেই 'রাজা' বলা হয় এবং যাহার মধ্যে ধর্ম (তপস্যা, সত্য, দয়া ও দান এই চতুষ্পাদপূর্ণ বৃষ) লয় হইয়া গিয়াছে, তাহাকেই দেবগণ 'বৃষল' (শূদ্র) বলিয়া থাকেন। ১৫

বৃষই হইলেন সাক্ষাৎ ভগবান্ ধর্ম। যে সেই ধর্মকে 'অলম্' নিষেধ করিয়া থাকে, তাহাকে দেবগণ 'বৃষল' মনে করেন, অতএব সকল মানুষই সর্বদা ধর্মের বৃদ্ধিই করিবেন। ১৬

ধর্মের বৃদ্ধি হইলে সমস্ত প্রাণিদের অভ্যুদয় হইয়া থাকে এবং তাঁহার হ্রাস হইলে পর সকলেই হ্রাস পাইয়া থাকে; অতএব কোন সময়েই ধর্মের লোপ করিবে না। ১৭

হে নরেন্দ্র! ধন হইতেই ধর্মের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সকলকেই ধারণ করেন বলিয়াই তিনি 'ধর্ম' নামে নিশ্চিতরূপে কথিত হন। এই ধর্মই অকর্তব্যের (পাপের) সীমার অন্তকারী বলিয়া বর্ণিত হন। ১৮

স্বয়ং বিধাতা প্রাণিগণের কল্যাণের জন্য ধর্মের সৃষ্টি করিয়াছেন, সেইজন্য রাজার কর্তব্য হইল—প্রজাদিগের প্রতি করুণা করিবার জন্য নিজ রাজ্যে ধর্মের প্রচার করা। ১৯

রাজশ্রেষ্ঠ! এই কারণে ধর্মকেই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। পুরুষপ্রধান! যিনি সদ্ধর্মপালন পূর্বক প্রজাদিগকে শাসন করেন, তিনিই রাজা। ২০

হে ভরতবংশশ্রেষ্ঠ! তুমিও কাম এবং ক্রোধকে অবহেলা করত নিরন্তর ধর্ম পালন কর। ধর্মই হইলেন রাজার পক্ষে সর্বাপেক্ষা অধিক কল্যাণকারী। ২১

ধর্মস্য ব্রাহ্মণো যোনিস্তস্মাৎ তান্ পূজয়েৎ সদা।
ব্রাহ্মণানাঞ্চ মান্ধাতঃ কুর্য্যাৎ কামানমৎসরী ॥২২
তেষাং সুকামকরণাদ্ রাজ্ঞঃ সঞ্জায়তে ভয়ম্।
মিত্রাণি ন চ বর্ধন্তে তথামিত্রীভবন্ত্যপি ॥ ২৩
ব্রাহ্মণানাং সদাসূয়াদ্ বাল্যাদ্ বৈরোচনো বলিঃ।
অথাস্মাচ্ছ্রীরপাক্রামদ্ যাস্মিন্নাসীৎ প্রতাপিনী ॥ ২৪
ততস্তস্মাদপাক্রম্য সাগচ্ছৎ পাকশাসনম্
অথ সোঽব্রতপৎ পশ্চাচ্ছ্রিয়ং দৃষ্ট্বা পুরন্দরে ॥ ২৫
এতৎ ফলমসূয়ায়া অভিমানস্য বা বিভো।
তস্মাদ্ বুধ্যস্ব মান্ধাতর্মা ত্বাং জহ্যাৎ প্রতাপিনী ॥ ২৬
দর্পো নাম শ্রিয়ঃ পুত্রো জজ্ঞেঽধর্মাদিতি শ্রুতিঃ।
তেন দেবাসুরা রাজন্ নীতাঃ সুবহবো ব্যয়ম্ ॥ ২৭
রাজর্ষয়শ্চ বহবস্তথা বুধ্যস্ব পার্থিব।
রাজা ভবতি তং জিত্বা দাসস্তেন পরাজিতঃ ॥ ২৮
স যথা দর্পসহিতমধর্মং নানুসেবতে।
তথা বর্তস্ব মান্ধাতশ্চিরং চেৎ স্থাতুমিচ্ছসি ॥ ২৯
মত্তাৎ প্রমত্তাৎ পৌগণ্ডাদুন্মত্তাচ্চ বিশেষতঃ।
তদভ্যাসাদুপাবর্ত সংহিতানাঞ্চ সেবনাৎ ॥ ৩০
নিগৃহীতাদমাত্যাচ্চ স্ত্রীভ্যশ্চৈব বিশেষতঃ
পর্বতাদ্ বিষমাদ্ দুর্গাদ্ধস্তিনোঽশ্বাৎ সরীসৃপাৎ ॥ ৩১
এতেভ্যো নিত্যয়ুক্তঃ স্যান্নক্তঞ্চর্য্যাঞ্চ বর্জয়েৎ।
অত্যাগং চাভিমানঞ্চ দম্ভং ক্রোধঞ্চ বর্জয়েৎ ॥ ৩২
অবিজ্ঞাতাসু চ স্ত্রীষু ক্লীবাসু স্বৈরিণীষু চ
পরভার্য্যাসু কন্যাসু নাচরেন্মৈথুনং নৃপঃ ॥৩৩
কুলেষু পাপরক্তাংসি জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাৎ।
অপুমাংসোঽঙ্গহীনাশ্চ স্থূলজিহ্বা বিচেতসঃ ॥৩৪

মান্ধাতঃ! ধর্ম্মের মূল হইলেন ব্রাহ্মণ, সেইজন্য ব্রাহ্মণকে সর্ব্বদা সম্মান করিতে হয়। ব্রাহ্মণদের সকল কামনা বিদ্বেষহীন হইয়া পূর্ণ করা উচিত ॥ ২২

তাঁহাদের কামনা পূর্ণ না হইলে রাজগণের উপর ভয় আসিয়া উপস্থিত হয়। রাজার মিত্রগণের বৃদ্ধি হয় না, পরন্তু শত্রুতাই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে ॥ ২৩

বিরোচনপুত্র বলি বাল্যকাল হইতেই সর্ব্বদা ব্রাহ্মণগণের উপর দোষারোপ করিতে থাকেন; সেইজন্য তাঁহার শত্রুসন্তাপদায়িনী রাজলক্ষ্মী তাঁহার নিকট হইতে অপসৃত হইয়াছিলেন ॥ ২৪

বলির নিকট হইতে চলিয়া গিয়া সেই রাজলক্ষ্মী দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট গমন করিলেন। তারপর ইন্দ্রের নিকটে সেই রাজলক্ষ্মীকে দেখিয়া রাজা বলি পরে অনুতাপ করিতে লাগিলেন ॥ ২৫

প্রভো! ইহা অভিমান কিংবা অসূয়ার ফল। মান্ধাতঃ! অতএব তুমি সাবধান হও, যাহাতে তোমারও শত্রুর তাপদায়িনী লক্ষ্মী তোমাকে ছাড়িয়া না যায় ॥ ২৬

রাজন্! সম্পত্তির পুত্র হইল দর্প। এই দর্প অধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে—ইহা শ্রুতির বচন! এই দর্প বহু দেবতা, অসুর ও রাজর্ষিগণকে বিনাশ করিয়াছে। ভূপাল! অতএব তুমি এখনও সাবধান হও। যে দর্পকে জয় করিয়াছে, সে রাজা হইতে সমর্থ এবং যে দর্পের দ্বারা পরাজিত হইয়াছে, সেই ব্যক্তি তাহার দাস হইয়া যায় ॥ ২৭-২৮

মান্ধাতঃ! যদি তুমি দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত রাজসিংহাসনে অবস্থান করিতে ইচ্ছুক হও, তবে এইরূপ আচরণ কর, যাহাতে তোমার দ্বারা দর্প ও অধর্ম্ম সেবিত না হয় ॥ ২৯

মদমত্ত, প্রমত্ত, বালক ও উন্মত্তের নিকট হইতে নিজেকে রক্ষা কর। ইহাদের সম্পর্ক হইতেও দূরে অবস্থান কর এবং যদি ইহারা একসঙ্গে থাকিয়া সেবা করিতে আসে, তবে তাহা হইতেও নিজেকে রক্ষা করিবে ॥ ৩০

যাহাকে একবার বন্দী করা হইয়াছে, সেরূপ মন্ত্রী, বিশেষতঃ প্রিয়তমা স্ত্রীগণ, উচ্চাবচ (উঁচু-নীচু) ও দুর্গম পর্ব্বত এবং হস্তী, অশ্ব ও সর্পগণের নিকট হইতে নিজেকে রক্ষা করিয়া রাজার অবস্থান করা উচিত। ইহাদের নিকট হইতে সর্ব্বদা সাবধানে থাকিবে এবং রাত্রিতে পরিভ্রমণ বর্জন করিবে। কার্পণ্য, অভিমান, দম্ভ এবং ক্রোধও সযত্নভাবে পরিত্যাগ করিবে ॥ ৩১-৩২

অপরিচিতা স্ত্রী, বন্ধ্যা স্ত্রী, ক্লেশা স্ত্রী, পরস্ত্রী এবং কুমারী কন্যাগণের সহিত রাজা কখনও মৈথুন করিবে না ॥৩৩

যখন রাজা ধর্ম্মের দিকে অসাবধান থাকেন, তখন বর্ণসঙ্করতাবশতঃ উত্তম বংশেও পাপী এবং রাক্ষসগণ জন্মগ্রহণ করে নপুংসক, অন্ধ, মূক (বোবা), বধির ও বুদ্ধিহীন বালকগণের

এতে চান্যে চ জায়ন্তে যদা রাজা প্রমাদ্যতি।
তস্মাদ্ রাজ্ঞা বিশেষেণ বর্তিতব্যং প্রজাহিতে ॥ ৩৫
ক্ষত্রিয়স্য প্রমত্তস্য দোষঃ সঞ্জায়তে মহান্
অধর্ম্মা সম্প্রবর্ধন্তে প্রজাসঙ্করকারকাঃ ॥ ৩৬
অশীতে বিদ্যতে শীতং শীতে শীতং ন বিদ্যতে
অবৃষ্টিরতিবৃষ্টিশ্চ ব্যাধিশ্চাপ্যাবিশেৎ প্রজাঃ ॥ ৩৭
নক্ষত্রাণ্যুপতিষ্ঠন্তি গ্রহা ঘোরাস্তথাগতে।
উৎপাতাশ্চাত্র দৃশ্যন্তে বহবো রাজনাশনাঃ ॥ ৩৮
অরক্ষিতাত্মা যো রাজা প্রজাশ্চাপি ন রক্ষতি
প্রজাশ্চ তস্য ক্ষীয়ন্তে ততঃ সোঽনুবিনশ্যতি ॥ ৩৯
দ্বাবাদদাতে হ্যেকস্য দ্বয়োঃ সুবহবোঽপরে
কুমার্য্যাঃ সম্প্রলুপ্যন্তে তদাহুর্ব্যসনং মহৎ ॥৪০
মমেদমিতি নৈকস্য মনুষ্যেষ্ববতিষ্ঠতি।
ত্যক্ত্বা ধর্ম্মং যদা রাজা প্রমাদমনুতিষ্ঠতি ॥ ৪১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি উতথ্যগীতাসু
নবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯০

উৎপত্তি হইতে থাকে ইহারা এবং আরও অন্যান্য বহু কুৎসিত সন্তানগণ জন্মগ্রহণ করে সেইজন্য সবিশেষ ধর্ম্মপরায়ণ ও সাবধান হইয়া প্রজাগণের হিতসাধনে রাজার তৎপর হওয়া উচিৎ। ৩৪-৩৫

রাজা প্রমাদ (অনবধান) হইতে গুরুতর দোষসকল উৎপন্ন হইয়া থাকে তখন বর্ণসঙ্করের জন্মদাতা পাপকর্ম্মসমূহের বৃদ্ধি হয়। ৩৬

গ্রীষ্মকালে শীত থাকে এবং শীতকালে গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব হয়। কখনও বৃষ্টিই হয় না সব শুকাইয়া যায় কখনও আবার অধিক বৃষ্টি হইয়া থাকে এবং প্রজাগণের মধ্যে নানাপ্রকার রোগসকল বিস্তৃত হইয়া পড়ে ॥ ৩৭

আকাশে ভয়ানক গ্রহ এবং ধূমকেতু প্রভৃতি তারাসকল উদিত হয় ও রাষ্ট্রের বিনাশসূচক বহুসংখ্যক উৎপাত দেখা যায়। ৩৮

যে রাজা নিজেকে রক্ষা করিতে পারেন না, সেই রাজা প্রজাদিগকেও রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না প্রথমে তাঁহার প্রজারা ক্ষীণ হইয়া যায়, পরে সেই রাজা স্বয়ও নষ্ট হইয়া থাকেন ॥ ৩৯

যখন দুই ব্যক্তি মিলিত হইয়া অন্য কোন এক ব্যক্তির বস্তু কাড়িয়া লয়, বহু ব্যক্তি মিলিত হইয়া দুই জনের বস্তু অপহরণ করে এবং কুমারী কন্যাগণের উপর বলাৎকার করে, সেই সময় এই সব অপরাধের প্রকৃত কারণ রাজাকেই বলা হইয়া থাকে ॥৪০

যখন রাজা ধর্ম্ম পরিত্যাগ করত প্রমাদগ্রস্ত হন্, তখন মনুষ্যগণের মধ্যে একজনও নিজের ধনকে 'ইহা আমার ধন' এইরূপ বুঝিয়া স্থির থাকিতে পারে না ॥৪১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে উতথ্য গীতাবিষয়ক নবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[উতথ্যোপদেশে ধর্ম্মাচরণস্য মহত্ত্বস্য রাজধর্ম্মস্য চ বর্ণনম্।]

উতথ্য উবাচ

কালবর্ষী চ পর্জন্যো ধর্মচারী চ পার্থিবঃ।
সম্পদ্ যদেষা ভবতি সা বিভর্তি সুখং প্রজাঃ॥ ১
যো ন জানাতি হর্তুং বা বস্ত্রাণাং রজকো মলম্।
রক্তানাং বা শোধয়িতুং যথা নাস্তি তথৈব সঃ॥ ২
এবমেতদ্ দ্বিজেন্দ্রাণাং ক্ষত্রিয়াণাং বিশাং তথা।
শূদ্রশ্চতুর্থো বর্ণানাং নানাকর্মস্ববস্থিতঃ॥ ৩
কর্ম শূদ্রে কৃষির্বৈশ্যে দণ্ডনীতিশ্চ রাজনি।
ব্রহ্মচর্য্যং তপো মন্ত্রাঃ সত্যঞ্চাপি দ্বিজাতিষু॥ ৪
তেষাং যঃ ক্ষত্রিয়ো বেদ বস্ত্রাণামিব শোধনম্।
শীলদোষান্ বিনির্হর্তুং স পিতা স প্রজাপতিঃ॥ ৫
কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিশ্চ ভরতর্ষভ
রাজবৃত্তানি সর্বাণি রাজৈব যুগমুচ্যতে॥ ৬
চাতুর্বর্ণ্যং তথা বেদাশ্চাতুরাশ্রম্যমেব চ।
সর্বং প্রমুহ্যতে হ্যেতদ্ যদা রাজা প্রমাদ্যতি॥ ৭
অগ্নিত্রেতা ত্রয়ী বিদ্যা যজ্ঞাশ্চ সহদক্ষিণাঃ
সর্ব এব প্রমাদ্যন্তি যদা রাজা প্রমাদ্যতি॥ ৮
রাজৈব কর্তা ভূতানাং রাজৈব চ বিনাশকঃ
ধর্মাত্মা যঃ স কর্তা স্যাদধর্মাত্মা বিনাশকঃ॥ ৯
রাজ্ঞো ভার্য্যাশ্চ পুত্রাশ্চ বান্ধবাঃ সুহৃদস্তথা
সমেত্য সর্বে শোচন্তি যদা রাজা প্রমাদ্যতি॥ ১০
হস্তিনোঽশ্বাশ্চ গাবশ্চাপ্যষ্ট্রাশ্চৈবতরগর্দভাঃ
অধর্মভূতে নৃপতৌ সর্বে সীদন্তি জন্তবঃ॥ ১১
দুর্বলার্থং বলং সৃষ্টং ধাত্রা মান্ধাতরুচ্যতে।
অবলং তু মহদ্ভূতং যাস্মিন্ সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্॥ ১২

একনবতিতম অধ্যায়।

[উতথ্যের উপদেশে ধর্ম্মাচরণের মহত্ত্ব এবং রাজধর্ম্মের বর্ণন।]

উতথ্য বলিলেন,—রাজন্! রাজা ধর্ম্মের আচরণ করিবে এবং মেঘ যথাকালে বর্ষণ করিবে। এইভাবে যে সম্পত্তি বর্দ্ধিত হইবে, উহা সুখের সহিত প্রজাবর্গকে ভরণ-পোষণ করিতে থাকে। ১

যদি রজক (ধোবা) বস্ত্রসকলের মল (ময়লা) পরিষ্কার করিতে না জানে অথবা রক্তে রঞ্জিত বস্ত্রসমূহ শোধন করিতে ও উজ্জ্বল করিতে না জানে, তবে সেরূপ রজক থাকিয়াও না থাকারই ন্যায় হইয়া যায়॥ ২

এইরূপ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং চতুর্থ শূদ্র বর্ণের মনুষ্য যদি নিজেদের পৃথক্ পৃথক্ কর্মসকল জানিয়াও সেই সব কর্মে নিরত না হন্, তবে তাঁহাদের থাকা না থাকা উভয়ই সমান। ৩

শূদ্রে দ্বিজগণের সেবা, বৈশ্যে কৃষি-ব্যাণিজ্য, রাজা বা ক্ষত্রিয়ে দণ্ডনীতি এবং ব্রাহ্মণে ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, বেদমন্ত্র ও সত্য নিজ নিজ কর্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। ৪

ইহাদের মধ্যে যে ক্ষত্রিয় বস্ত্রের মলশোধনকারী রজকের ন্যায় নিজের চরিত্রদোষকে দূর করিতে জানেন, তিনিই প্রজাগণের পিতা এবং তিনিই প্রজাগণের অধিপতি। ৫

ভরতশ্রেষ্ঠ সত্যযুগ, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগ—এ সমস্তই রাজার আচরণে স্থিত। রাজাই যুগের প্রবর্তক বলিয়া 'যুগ' নামে কথিত হন্।" ৬

যখন রাজা প্রমত্ত থাকেন, তখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিবেদ এবং ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চারি আশ্রম মোহগ্রস্ত হইয়া পড়ে।

যখন রাজা প্রমাদে পূর্ণ থাকেন, তখন গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণাগ্নি—এই তিন অগ্নি, ঋক্, সাম ও যজুঃ এই তিন বেদ এবং দক্ষিণাসহ সমস্ত যজ্ঞও বিকৃত হইয়া হইয়া যায়॥ ৮

রাজাই প্রাণিগণের কর্তা (জীবনদাতা) এবং রাজাই তাহাদের বিনাশকারী। যে রাজা ধর্ম্মাত্মা, তিনি প্রাণিগণের জীবনদাতা, আর যিনি পাপাত্মা তিনি তাহাদের বিনাশকর্তা। ৯

যখন রাজা প্রমত্ত হন্, তখন তাঁহার স্ত্রী, পুত্র, বান্ধব ও সুহৃদ্গণ সকলে মিলিত হইয়া শোক করিতে থাকেন॥ ১০

রাজা পাপপরায়ণ হইয়া পড়িলে তাঁহার হস্তী, অশ্ব, গরু, উষ্ট্র, খচ্চর ও গর্দ্দভাদি জন্তুগণ দুঃখ পাইয়া থাকে॥ ১১

মান্ধাতঃ! বিধাতা দুর্ব্বল প্রাণিগণের রক্ষার জন্য বলশালী রাজার সৃষ্টি করিয়াছেন—ইহা কথিত হইয়াছে। নির্ব্বল প্রাণিগণের বিশাল সমুদায় রাজার বলেই প্রতিষ্ঠিত থাকে॥ ১২

যচ্চ ভূতং সমুজ্জতে যে চ ভূতাস্তদন্বয়াঃ
অধর্মস্থে হি নৃপতৌ সর্বে শোচন্তি পার্থিব ॥ ১৩
দুর্বলস্য চ যচ্চক্ষুর্মুনেরাশীবিষস্য চ
অবিষহ্যতমং মন্যে মা স্ম দুর্বলমাসদঃ ॥ ১৪
দুর্বলাংস্তাত বুধ্যেথা নিত্যমেবাবিমানিতান্।
মা ত্বাং দুর্বলচক্ষুংষি প্রদহেয়ুঃ সবান্ধবম্ ॥ ১৫
ন হি দুর্বলদগ্ধস্য কুলে কিঞ্চিৎ প্ররোহতি।
আমূলং নিঃসমুদ্ধারো মা স্ম দুর্বলমাসদঃ ॥ ১৬
অবলা বৈ বলাচ্ছ্রেয়ো যচ্চাতিবলবদ্ বলম্।
বলস্যাবলদগ্ধস্য ন কিঞ্চিদবশিষ্যতে ॥ ১৭
বিমানিতো হতঃ ক্রুষ্টস্ত্রাতারং চেন্ন বিন্দতি।
অমানুষকৃতস্তত্র দণ্ডো হন্তি নরাধিপম্ ॥ ১৮
মা স্ম তাত রণে স্থিত্বা ভুঞ্জীথা দুর্বলং ধনম্।
মা ত্বাং দুর্বলচক্ষুংষি দহন্তগ্নিরিবাশ্রয়ম্ ॥ ১৯
যানি মিথ্যাভিশস্তানাং পতন্ত্যশ্রূণি রোদতাম্।
তানি পুত্রান্ পশূন্ ঘ্নন্তি তেষাং মিথ্যাভিশংসনাৎ ॥ ২০
যদি নাত্মনি পুত্রেষু ন চেৎ পৌত্রেষু নপ্তৃষু।
ন হি পাপং কৃতং কর্ম সদ্যঃ ফলতি গৌরিব ॥ ২১
যত্রাবলো বধ্যমানস্ত্রাতারং নাধিগচ্ছতি।
মহান্ দৈবকৃতস্তত্র দণ্ডঃ পততি দারুণঃ ॥ ২২
যুক্তা যদা জানপদা ভিক্ষন্তে ব্রাহ্মণা ইব।
অভীক্ষ্ণং ভিক্ষুরূপেণ রাজানং ঘ্নন্তি তাদৃশাঃ ॥ ২৩
রাজ্ঞো যদা জনপদে বহবো রাজপূরুষাঃ।
অনয়েনোপবর্তন্তে তদ্ রাজ্ঞঃ কিল্বিষং মহৎ ॥ ২৪
যদা যুক্ত্যা নয়েদর্থান্ কামাদর্থবশেন বা।
কৃপণং যাচমানানাং তদ্ রাজ্ঞো বৈশসং মহৎ ॥ ২৫

ভূপাল! রাজা যে প্রাণিগণকে অন্নাদি দান করত তাহাদের সেবা করেন এবং যে সকল প্রাণী রাজার সহিত সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া চলে, তাহারা সকলেই রাজা অধর্মপরায়ণ হইলে পর শোক প্রকাশ করিতে থাকে ॥ ১৩

দুর্বল মনুষ্য, মুনি ও বিষধর সর্প—এই সকলের দৃষ্টিকে আমি অত্যন্ত দুঃসহ বলিয়া মনে করি; সেইজন্য তুমি কোন দুর্বল প্রাণীকে অবজ্ঞা করিও না ॥ ১৪

তাত! তুমি দুর্বল প্রাণীদিগকে সর্ব্বদাই অপমানের পাত্র বলিয়া মনে করিও না, দুর্বল প্রাণিগণের চক্ষু বন্ধু-বান্ধববর্গের সহিত তোমাকে প্রজ্বলিত করিয়া যেন ভস্মীভূত করিয়া না দেয়—সেইজন্য সর্ব্বদা সাবধান থাকিবে ॥ ১৫

দুর্বল মানুষ যাহাকে নিজের ক্রোধাগ্নিতে প্রজ্বলিত করিয়া ভস্মীভূত করে, তাহার বংশে আর কোন অঙ্কুরই উদ্গত হয় না। সে আদি মূল পর্য্যন্ত দগ্ধ করিয়া দেয়, অতএব তুমি দুর্বলকে কখনও অপমান করিও না ॥ ১৬

দুর্বল প্রাণী বলবান্ হইতে শ্রেষ্ঠ; কারণ, যে অত্যন্ত বলবান্ তাহার বল অপেক্ষা দুর্বলের বল অধিক। দুর্বল প্রাণীকর্ত্তৃক ভস্মীভূত বলবান্ প্রাণীর কিছুই আর অবশিষ্ট থাকে না। ১৭

যদি অপমানিত, হতাহত ও কটুবাক্যে তিরস্কৃত দুর্বল মানুষ রাজাকে নিজের রক্ষকরূপে উপলব্ধি করিতে না পারে, তবে সেস্থলে দৈবকর্ত্তৃক প্রদত্ত দণ্ড রাজাকে বিনাশ করিয়া থাকে ॥১৮

তাত! তুমি যুদ্ধ করিতে থাকিয়া দুর্বল মানুষের নিকট হইতে কর গ্রহণ করত তাহাকে নিজের উপভোগের বিষয় করিবে না। যেরূপ অগ্নি আশ্রয়ভূত কাষ্ঠকে প্রজ্বলিত করে, সেইরূপ দুর্বল প্রাণিগণের চক্ষু তোমাকে যেন দগ্ধ করিয়া না দেয় ॥ ১৯

মিথ্যা অপরাধে অপরাধী করিলে পর ক্রন্দনরত দীন-দুর্বল মনুষ্যগণের নেত্র হইতে যে অশ্রু নির্গত হইয়া থাকে, উহা মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ করিবার ফলে সেই অপরাধে অপরাধীদিগের পুত্র এবং পশুগণকে নাশ করিয়া থাকে ॥ ২০

যদি পাপের ফল নিজে ভোগ করিতে না পায় এবং পুত্রও না পায়, তবে উহা পৌত্র ও নাতীদের অবশ্যই করিতে হইবে। যেরূপে ভূমিতে রোপিত বীজ অতিসত্বর ফলদান করে না, সেইরূপ কৃত পাপও তৎক্ষণাৎ ফলদান করে না (সময় আসিলে উহার ফললাভ হইয়া থাকে) । ২১

তিরস্কৃত বা প্রহৃত দুর্বল মনুষ্য যেস্থানে নিজের জন্য কোন রক্ষক না পায়, সেস্থানে তিরস্কারকারী বা প্রহারকারী সেই পাপীর উপর দৈবপ্রদত্ত ভয়ঙ্কর দণ্ড পতিত হইয়া থাকে ॥ ২২

যখন গ্রামের মানুষ একত্রে দলবদ্ধ হইয়া ভিক্ষুকরূপে ব্রাহ্মণগণের ন্যায় ভিক্ষা করিতে থাকে, তখন এইরূপ সব মানুষ একদিন রাজাকে বিনাশ করিয়া ফেলে ॥ ২৩

যখন রাজার বহুসংখ্যক কর্ম্মচারী দেশে অন্যায়পূর্ণ ব্যবহার করিতে থাকে, তখন এই মহাপাপ রাজাকেও স্পর্শ করে ॥ ২৪

যদি কোন রাজকীয় কর্ম্মচারী দীনভাব সহিত ভিক্ষাকারী প্রজাদিগের সেই প্রার্থনায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করিয়া স্বেচ্ছায় অথবা

মহান্ বৃক্ষো জায়তে বর্ধতে চ
তং চৈব ভূতানি সমাশ্রয়ন্তি।
যদা বৃক্ষশ্ছিদ্যতে দহ্যতে চ
তদাশ্রয়া অনিকেতা ভবন্তি ॥ ২৬

যদা রাষ্ট্রে ধর্মমগ্র্যং চরন্তি
সংস্কারং বা রাজগুণং ব্রুবাণাঃ।
তৈরেষাধর্মশ্চরিতো ধর্মমোহাৎ
তূর্ণং জহ্যাৎ সুকৃতং দুষ্কৃতঞ্চ ॥ ২৭

যত্র পাপা জায়মানাশ্চরন্তি
সন্তাং কলির্বিন্দতে তত্র রাজ্ঞঃ।
যদা রাজা শাস্তি নরানশিষ্টাং-
স্তদা রাজ্যং বর্ধতে ভূমিপস্য ॥ ২৮

যশ্চামাত্যান্ মানয়িত্বা যথার্থং
মন্ত্রে চ যুদ্ধে চ নৃপো নিযুঞ্জ্যাৎ।
বিবর্ধতে তস্য রাষ্ট্রং নৃপস্য
ভুঙ্‌ক্তে মহীং চাপ্যখিলাং চিরায় ॥২৯

যচ্চাপি সুকৃতং কর্ম বাচং চৈব সুভাষিতাম্।
সমীক্ষ্য পূজয়ন্ রাজা ধর্মং প্রাপ্নোত্যনুত্তমম্ ॥ ৩০

সংবিভজ্য যদা ভুঙ্‌ক্তে নামাত্যানবমন্যতে।
নিহন্তি বলিনঃ দৃপ্তঃ স রাজ্ঞো ধর্ম উচ্যতে ॥ ৩১

ত্রায়তে হি যদা সর্বং বাচা কায়েন কর্মণা।
পুত্রস্যাপি ন মৃষ্যেচ্চ স রাজ্ঞো ধর্ম উচ্যতে ॥ ৩২

সংবিভজ্য যদা ভুঙ্‌ক্তে নৃপতির্দুর্বলান্ নরান্।
তদা ভবন্তি বলিনঃ স রাজ্ঞো ধর্ম উচ্যতে ॥ ৩৩

যদা রক্ষতি রাষ্ট্রাণি যদা দস্যূনপোহতি।
যদা জয়তি সংগ্রামে স রাজ্ঞো ধর্ম উচ্যতে ॥ ৩৪

পাপমাচরতো যত্র কর্মণা ব্যাহৃতেন বা।
প্রিয়স্যাপি ন মৃষ্যেত স রাজ্ঞো ধর্ম উচ্যতে ॥৩৫

ধনের লোভবশতঃ কোন না কোন যুক্তি দেখাইয়া ধনের অপহরণ করিয়া থাকে, তবে উহা রাজার পক্ষে গুরুতর ধ্বংসের কারণ হয় ॥ ২৫

যখন কোন এক বিশাল বৃক্ষ উৎপন্ন হয় এবং ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে, তখন বহুসংখ্যক পক্ষী আসিয়া উহার উপর আশ্রয় গ্রহণ করে। তারপর যখন সেই বৃক্ষকে ছেদন করা বা প্রজ্বলিত করা হয়, তখন তাহার উপর বাসকারী সকল প্রাণীই নিরাশ্রয় হইয়া পড়ে ॥ ২৬

যখন রাজ্যমধ্যে অবস্থিত সকল মানুষ রাজার গুণগান করিতে করিতে বৈদিক-সংস্কারসমূহের সহিত উত্তম ধর্ম আচরণ করিতে থাকে, তখন রাজা পাপমুক্ত হন্ এবং যখন এই সব মানুষ ধর্ম-বিষয়ে মোহিত হইয়া পড়ায় অধর্মাচরণ করিতে থাকে, তখন সেই রাজা অতিসত্বর পুণ্যহীন হইয়া যান ॥ ২৭

যেস্থানে পাপী মানুষ সকলের জ্ঞাত অবস্থায় প্রকাশ্যভাবে নির্ভয়ে বিচরণ করিতে থাকে, সেস্থানে সৎপুরুষগণের দৃষ্টিতে জানা যায় কলিযুগ রাজাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে; কিন্তু যখন রাজা দুষ্ট মানুষকে দণ্ডদান করেন, তখন তাঁহার রাজ্য সর্বতোভাবে উন্নত হইতে থাকে ॥ ২৮

যে রাজা নিজের মন্ত্রীদিগকে যথার্থভাবে সম্মান করত তাঁহাদিগকে মন্ত্রণা অথবা যুদ্ধের কার্যে নিযুক্ত করেন, তখন তাঁহার রাজ্য দিনে দিনে বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং তিনি সুদীর্ঘকাল সমগ্র পৃথিবীর রাজ্য ভোগ করিয়া থাকেন ॥ ২৯

যে রাজা নিজের কর্মচারী অথবা প্রজাদের পুণ্যকর্ম দেখিয়া এবং তাহাদের সুন্দর বাক্য শ্রবণ করত সকলকে যথাযোগ্য সম্মান করেন, তিনি সর্বোত্তম ধর্মপ্রাপ্ত হন ॥ ৩০

যখন রাজা সকলকে যথাযোগ্য বিভাগ করিয়া দিয়া স্বয়ং বিষয়াদি উপভোগ করেন, মন্ত্রিমণ্ডলীকে অনাদর করেন না এবং বলদর্পে দর্পিত দুষ্ট পুরুষ বা শত্রুদিগকে বধ করেন, তখন তাঁহার সেই সব কার্যকে ধর্ম অর্থাৎ রাজকার্য বলা হয় ॥ ৩১

যখন রাজা মন, বাক্য ও দেহের দ্বারা সকলকে রক্ষা করেন এবং পুত্রের অপরাধও ক্ষমা করেন না, তখন সেই রাজার উক্ত আচরণকে 'রাজধর্ম' বলা হয় ॥ ৩২

যখন রাজা দুর্বল মনুষ্যদিগকে প্রয়োজনীয় বস্তুসকল প্রদান করত পরে স্বয়ং ভোজন করেন, তখন সেই সব দুর্বল মনুষ্য বলবান্ হইয়া যায়। রাজার এই দানকে 'রাজধর্ম' বলা হইয়াছে ॥ ৩৩

যখন রাজা সমগ্র রাজ্যকে রক্ষা করেন, যখন দস্যুদিগকে শাসন করেন এবং যুদ্ধে জয়লাভ করেন, তখন রাজার এই সব কার্যকে 'রাজধর্ম' বলিয়া বর্ণনা করা হয় ॥ ৩৪

প্রিয় হইতে প্রিয় ব্যক্তিও যদি কার্য বা বাক্যের দ্বারা পাপানুষ্ঠান করে, তাহা হইলে রাজার কর্তব্য হইল উহাকে ক্ষমা

যদা শারণিকান্ রাজা পুত্রবৎ পরিরক্ষতি ।
তিনস্তি চ ন মর্য্যাদাং স রাজ্ঞো ধর্ম উচ্যতে ॥ ৩৬

যদাঽঽপ্তদক্ষিণৈর্যজ্ঞৈর্যজতে শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ ।
কাম-দ্বেষাবনাদৃত্য স রাজ্ঞো ধর্ম উচ্যতে ॥ ৩৭

কৃপণানাথ-বৃদ্ধানাং যদাশ্রু পরিমার্জতি ।
হর্ষং সঞ্জনয়ন্ নৃণাং স রাজ্ঞো ধর্ম উচ্যতে ॥ ৩৮

বিবর্ধয়তি মিত্রাণি তথারীংশ্চাপি কর্ষতি ।
সম্পূজয়তি সাধূংশ্চ স রাজ্ঞো ধর্ম উচ্যতে ॥ ৩৯

সত্যং পালয়তি প্রীত্যা নিত্যং ভূমিং প্রযচ্ছতি ।
পূজয়েদতিথীন্ ভৃত্যান্ স রাজ্ঞো ধর্ম উচ্যতে ॥ ৪০

নিগ্রহানুগ্রহৌ চোভৌ যত্র স্যাতাং প্রতিষ্ঠিতৌ ।
অস্মিন্ লোকে পরে চৈব রাজা স প্রাপ্নুতে ফলম্ ॥৪১

যমো রাজা ধার্মিকাণাং মান্ধাতঃ পরমেশ্বরঃ ।
সংযচ্ছন্ ভবতি প্রাণানসংযচ্ছংস্তু পাতুকঃ ॥ ৪২

ঋত্বিক্‌পুরোহিতাচার্য্যান্ সংকৃত্যানবমন্য চ ।
যদা সম্যক্ প্রগৃহ্নাতি স রাজ্ঞো ধর্ম উচ্যতে ॥৪৩

যমো যচ্ছতি ভূতানি সর্বাণ্যেবাবিশেষতঃ ।
তথা রাজ্ঞানুকর্তব্যং যস্তব্যা বিধিবৎ প্রজাঃ ॥ ৪৪

সহস্রাক্ষেণ রাজ্ঞা হি সর্বথৈবোপমীয়তে ।
স পশ্যতি চ যং ধর্মং স ধর্মঃ পুরুষর্ষভ ॥ ৪৫

অপ্রমাদেন শিক্ষেথাঃ ক্ষমাং বুদ্ধিং ধৃতিং মতিম্ ।
ভূতানাং চৈব জিজ্ঞাসা সাধ্বসাধু চ সর্বদা ৪৬

সংগ্রহঃ সর্বভূতানাং দানঞ্চ মধুরং বচঃ ।
পৌরজানপদাশ্চৈব গোপ্তব্যাস্তে যথাসুখম্ ॥ ৪৭

না করা অর্থাৎ তাহাকেও যথাযোগ্য দণ্ডদান করিতে হইবে। রাজার এই যে কর্তব্য, উহাকেই 'রাজধর্ম' বলা হয় ॥ ৩৫

যখন রাজা শরণাগত ব্যক্তিদিগকে বা আশ্রিতদিগকে পুত্রের ন্যায় রক্ষা করেন এবং ধর্মের মর্য্যাদা ভঙ্গ না করেন, তখন ইহাকেও 'রাজধর্ম' বলা হয় ॥ ৩৬

যখন রাজা কামনা দ্বেষকে অনাদর করত প্রভূত দক্ষিণাবিশিষ্ট যজ্ঞসকলের দ্বারা শ্রদ্ধাপূর্বক যজ্ঞ করেন, তখন উহাকে 'রাজধর্ম' বলা হয় ॥ ৩৭

যখন রাজা দীন, অনাথ ও বৃদ্ধদিগের অশ্রুমোচন করেন এবং এইরূপ কার্য্যের দ্বারা সকল লোকের হৃদয়ে হর্ষ উৎপন্ন করেন, তখন তাঁহার এই সদ্ভাবকে 'রাজধর্ম' বলা হয় ॥ ৩৮

যখন রাজা মিত্রগণের বৃদ্ধি করেন, শত্রুদিগকে বিনাশ করেন এবং সৎপুরুষবৃন্দের সমাদর করেন, তখন রাজার সেই কার্য্যকে 'রাজধর্ম' বলিয়া কীর্তন করা হয় ॥ ৩৯

যে রাজা প্রীতিসহকারে সত্যের পালন করেন, প্রতিদিন ভূমিদান করেন এবং অতিথি ও ভরণ-পোষণযোগ্য ব্যক্তিদিগকে সমাদরের সহিত প্রতিপালন করেন, সেই রাজার এই সব কার্য্যকে 'রাজধর্ম' রূপে বর্ণনা করা হয় ॥ ৪০

যাঁহার মধ্যে নিগ্রহ (দুষ্টদিগকে দণ্ডদান করিবার স্বভাব ও অনুগ্রহ, দীন-দুঃখী ও স্বজন পুরুষদের প্রতি দয়া এবং সহানুভূতি) এই উভয়ই প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই রাজা ইহলোক এবং পরলোকে মনোবাঞ্ছিত ফল লাভ করিয়া থাকেন । ৪১

মান্ধাতঃ ! রাজা দুষ্টদিগকে দণ্ডদান করেন বলিয়া তাহাদের নিকট যম এবং ধার্মিক পুরুষগণকে অনুগ্রহ করেন বলিয়া তাঁহাদের নিকট পরমেশ্বররূপে প্রতীত হন । যখন রাজা নিজের ইন্দ্রিয়বর্গকে সংযত করিয়া রাখেন, তখন তিনি রাজ্য শাসন করিতে সমর্থ হন এবং যখন তিনি ইন্দ্রিয়বর্গকে সংযত করিতে পারেন না, তখন অধঃপতিত হন ॥ ৪২

যখন রাজা ঋত্বিক্, পুরোহিত ও আচার্য্যকে অবজ্ঞা না করিয়া সমাদরসহকারে যথোচিত আচরণ করত স্বপক্ষে আনয়ন করেন, তখন রাজার সেই কার্য্যকে 'রাজধর্ম' বলা হয় ॥ ৪৩

যেরূপ যমরাজ সকল প্রাণীর প্রতি সমানভাবে শাসন করেন, সেইরূপ রাজাও কোনরূপ ভেদভাব না রাখিয়া সমস্ত প্রজার প্রতি বিধি-অনুসারে নিজের নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখিবেন ॥ ৪৪

পুরুষপ্রবর ! রাজার উপমা সর্বপ্রকারে সহস্রলোচন ইন্দ্রের সহিতই দেওয়া যায় ; অতএব রাজা যে ধর্মকে উত্তমরূপে বুঝিয়া নিশ্চিত করেন, উহাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলিয়া মনে করা হয় ॥ ৪৫

রাজন্ ! তুমি সাবধান থাকিয়া ক্ষমা, বিবেক, ধৃতি ও বুদ্ধির শিক্ষা গ্রহণ কর । সমস্ত প্রাণীর শক্তি ও ভাল-মন্দ সদা বুঝিবার জন্য যত্ন কর ॥ ৪৬

সমস্ত প্রাণীদিগকে নিজের অনুকূল করিয়া রাখা, নানাবিধ প্রয়োজনীয় বস্তু দান করা এবং মধুর বাক্য বলা একান্ত কর্তব্য । নগর ও গ্রামে অবস্থিত লোকদিগকে তোমার এরূপে রক্ষা করা উচিত, যাহাতে তাহাদের সুখলাভ হইতে পারে ॥ ৪৭

ন জাতদক্ষো নৃপতিঃ প্রজাঃ শক্নোতি রক্ষিতুম্।
ভারো হি সুমহাংস্তাত রাজ্যং নাম সুদুষ্করম্ ॥ ৪৮

তদ্দণ্ডবিদ্ নৃপঃ প্রাজ্ঞঃ শূরঃ শক্নোতি রক্ষিতুম্।
ন হি শক্যমদণ্ডেন ক্লীবেনাবুদ্ধিনাপি বা ॥ ৪৯

অভিরূপৈঃ কুলে জাতৈর্দক্ষৈর্ভক্তৈর্বহুশ্রুতৈঃ।
সর্বা বুদ্ধীঃ পরীক্ষেথাস্তাপসাশ্রমিণামপি ॥ ৫০

অতস্ত্বং সর্বভূতানাং ধর্মং বেৎস্যসি বৈ পরম্।
স্বদেশে পরদেশে বা ন তে ধর্মো বিনঙ্ক্ষ্যতি ॥ ৫১

তস্মাদর্থাচ্চ কামাচ্চ ধর্ম এবোত্তরো ভবেৎ।
অস্মিল্লোকে পরে চৈব ধর্মাত্মা সুখমেধতে ॥ ৫২

ত্যজন্তি দারান্ পুত্রাংশ্চ মনুষ্যাঃ পরিপূজিতাঃ।
সংগ্রহৈশ্চৈব ভূতানাং দানঞ্চ মধুরা চ বাক্ ॥ ৫৩

অপ্রমাদশ্চ শৌচঞ্চ রাজ্ঞো ভূতিকরং মহৎ।
এতেভ্যশ্চৈব মান্ধাতঃ সততং মা প্রমাদিথাঃ ॥ ৫৪

অপ্রমত্তো ভবেদ্ রাজা ছিদ্রদর্শী পরাত্মনোঃ।
নাস্যাচ্ছিদ্রং পরঃ পশ্যেচ্ছিদ্রেষু পরমন্বিয়াৎ ॥ ৫৫

এতদ্ বৃত্তং বাসবস্য যমস্য বরুণস্য চ।
রাজর্ষীণাঞ্চ সর্বেষাং তৎ ত্বমপ্যনুপালয় ॥ ৫৬

তৎ কুরুষ মহারাজ বৃত্তং রাজর্ষিসেবিতম্।
আতিষ্ঠ দিব্যং পন্থানমহ্নায় পুরুষর্ষভ ॥ ৫৭

ধর্মবৃত্তং হি রাজানং প্রেত্য চেহ চ ভারত।
দেবর্ষি-পিতৃ-গন্ধর্বাঃ কীর্তয়ন্তি মহৌজসঃ ॥ ৫৮

ভীষ্ম উবাচ।

স এবমুক্তো মান্ধাতা তেনোতথ্যেন ভারত।
কৃতবানবিশঙ্কশ্চ একঃ প্রাপ চ মেদিনীম্ ॥৫৯

তাত! যে রাজা দক্ষ নন, তিনি কখনও প্রজাদিগকে রক্ষা করিতে পারেন না; কারণ, রাজাসঞ্চালনরূপ অত্যন্ত দুষ্কর কার্য্য এক গুরুতর ভারস্বরূপ। ৪৮

সেই রাজাই রাজ্য রক্ষা করিতে পারেন, যিনি বুদ্ধিমান্, সৌর্য্যশালী বীর এবং দণ্ডদান করিবার নীতি জানেন। যে রাজা দণ্ডদান করিতে পারেন না ও বুদ্ধিহীন, সেই নপুংসক (তুল্য অসমর্থ) রাজা কখনও রাজ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হন না। ৪৯

তুমি রূপবান্, কুলীন, কার্য্যদক্ষ, রাজভক্ত এবং বহু বিষয়ে অভিজ্ঞ মন্ত্রীদের সহিত অবস্থান করত তাপস ও আশ্রমবাসী মনুষ্যদেরও সর্বপ্রকার বুদ্ধিকে (নানারূপ বিচারশক্তিকে) পরীক্ষা করিবে। ৫০

এইরূপ করিলে পর তোমার সম্পূর্ণ ভূতগণের পরম ধর্মবিষয়ে জ্ঞান হইয়া যাইবে; তখন তুমি স্বদেশেই থাক বা পরদেশেই থাক, কখনও তোমার ধর্ম নষ্ট হইবে না। ৫১

এইরূপ বিচার করিলে পর অর্থ ও কাম অপেক্ষা ধর্মই শ্রেষ্ঠ ইহা সিদ্ধ হইয়া যাইবে। ধর্মাত্মা পুরুষ ইহলোক ও পরলোকেও সুখভোগ করিয়া থাকেন। ৫২

যদি মনুষ্যগণকে সম্মান করা যায়, তবে তাহারা সম্মানদাতার হিতের জন্য নিজেদের পুত্র ও ভার্য্যাদিগকেও পরিত্যাগ করিয়া থাকে। সমস্ত প্রাণীকেই নিজের পক্ষে করিয়া রাখা, দান করা, মধুর ভাষণ, প্রসাদ পরিহার করা এবং বাহিরে ও অন্তরে পবিত্র থাকা—এই সমস্ত হইল রাজার ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধিকারী সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। মান্ধাতঃ! তুমি এই বিষয়ে কখনও অনবধান হইও না। ৫৩-৫৪

রাজা সর্বদা সাবধান থাকিবেন। তিনি শত্রুর এবং নিজেরও ছিদ্র লক্ষ্য করিবেন। আর এরূপ প্রযত্ন করিয়া চলিবেন, যাহাতে কোনও শত্রু তাঁহার কোনরূপ ছিদ্র দেখিতে না পায়; কিন্তু শত্রুর ছিদ্র (দুর্বলতা) যদি রাজা জানিতে পারেন, তবে তিনি সেই শত্রুর উপর আক্রমণ করিবেন। ৫৫

ইন্দ্র, যম, বরুণ এবং সমস্ত রাজর্ষিগণেরও এইরূপই চরিত্র। তুমিও ইহা নিয়ত পালন কর। ৫৬

পুরুষপ্রধান মহারাজ! রাজর্ষিগণকর্তৃক সেবিত সেই আচারকে তুমিও পালন কর এবং অতিসত্বর প্রকাশমান দিব্য মার্গ অবলম্বন কর। ৫৭

ভারত! মহাতেজস্বী দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণ এবং গন্ধর্বগণ ইহলোক ও পরলোকেও ধর্মপরায়ণ রাজার যশোগান করিতে থাকেন। ৫৮

ভীষ্ম বলিলেন,—ভরতবংশধর যুধিষ্ঠির! উতথ্য এইভাবে উপদেশ দান করিলে পর মান্ধাতা নিঃশঙ্ক হইয়া তাঁহার আজ্ঞা পালন করিলেন এবং সমগ্র পৃথিবীর একচ্ছত্র রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। ৫৯

---

* উতথ্য রাজা মান্ধাতাকে এই সব উপদেশ করিয়াছিলেন। মান্ধাতা সূর্যবংশের নরপতি ছিলেন, সেইজন্য তাঁহার উদ্দেশে যদিও 'ভারত' এই সম্বোধন পদ প্রয়োগ ঠিক হয় নাই, তথাপি এই প্রসঙ্গ ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে শুনাইতেছিলেন এবং তাঁহারই উদ্দেশে তিনি 'ভারত' এই বিশেষণ পদ প্রয়োগ করিয়াছেন।

ভবানপি তথা সম্যঙ্ মান্ধাতেব মহীপতে।
ধর্মং কৃত্বা মহীং রক্ষ স্বর্গে স্থানমবাপ্স্যসি ॥ ৬০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি উতথ্যগীতাসু একনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯১

হে ভূপতে! মান্ধাতার ন্যায় তুমিও উত্তমরূপে ধর্মপালন করিতে করিতে এই পৃথিবীকে রক্ষা কর; তাহা হইলে তুমিও স্বর্গে স্থানলাভ করিতে সমর্থ হইবে। ৬০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে উতথ্যগীতাবিষয়ক একনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ধর্ম্মানুসারেণ রাজ্ঞ আচারবিষয়ে রাজ্ঞে বসুমনসে মহর্ষি-বামদেবস্যোপদেশদানম্]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কথং ধর্মে স্থাতুমিচ্ছন্ রাজা বর্তেত ধার্মিকঃ।
পৃচ্ছামি ত্বাং কুরুশ্রেষ্ঠ তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ।

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্
গীতং দৃষ্টার্থতত্ত্বেন বামদেবেন ধীমতা ॥ ২
রাজা বসুমনা নাম জ্ঞানবান্ ধৃতিমান্ শুচিঃ।
মহর্ষিং পরিপপ্রচ্ছ বামদেবং তপস্বিনম্ ॥ ৩
ধর্মার্থসহিতৈর্বাক্যৈর্ভগবন্ননুশাধি মাম্।
যেন বৃত্তেন বৈ তিষ্ঠন্ ন হায়েয়ং স্বধর্মতঃ ॥ ৪

তমব্রবীদ্ বামদেবস্তেজস্বী তপতাং বরঃ।
হেমবর্ণং সুখাসীনং যযাতিমিব নাহুষম্ ॥ ৫

বামদেব উবাচ।

ধর্মমেবানুবর্তস্ব ন ধর্মাদ্ বিদ্যতে পরম্।
ধর্মে স্থিতা হি রাজানো জয়ন্তি পৃথিবীমিমাম্ ॥ ৬
অর্থসিদ্ধেঃ পরং ধর্মং মন্যতে যো মহীপতিঃ।
বুদ্ধ্যাঞ্চ কুরুতে বুদ্ধিং স ধর্মেণ বিরাজতে ॥ ৭
অধর্মদর্শী যো রাজা বলাদেব প্রবর্ততে।
ক্ষিপ্রমেবাপয়াত্যেনাদ্ভ্যো প্রথম-মধ্যমৌ ॥ ৮
অসৎপাপিষ্ঠসচিবো বধ্যো লোকস্য ধর্মহা।
সহৈব পরিবারেণ ক্ষিপ্রমেবাবসীদতি ॥ ৯

দ্বিনবতিতম অধ্যায়।

[ধর্ম্মানুসারে রাজার আচার বিষয়ে রাজা বসুমনাকে মহর্ষি বামদেবের উপদেশ দান।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—কুরুশ্রেষ্ঠ পিতামহ! ধর্মাত্মা রাজা যদি ধর্মে অবস্থান করিতে ইচ্ছুক হয়, তবে তাঁহার কিরূপ আচরণ-করা উচিত? ইহা আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি আমাকে বলুন। ১

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! এই বিষয়ে সজ্জনগণ তত্ত্বজ্ঞানী মহাত্মা বামদেব কর্ত্তৃক কথিত উপদেশরূপ এক প্রাচীন ইতিহাস উদাহরণ দিয়া থাকেন। ২

বসুমনা নামে এক প্রসিদ্ধ রাজা জ্ঞানবান্ ও পবিত্র আচার-পরায়ণ ছিলেন। তিনি একদিন তপস্বী মহর্ষি বামদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ৩

ভগবন্! আমি কিরূপ আচরণ পালন করিয়া যাইব, যাহাতে আমি কখনও ধর্ম হইতে বিচ্যুত হইব না? আপনি স্বীয় অর্থ ও ধর্মযুক্ত বাক্যের দ্বারা আমাকে সেই বিষয়ে উপদেশ প্রদান করুন। ৪

তখন তাপসগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তেজস্বী মহর্ষি বামদেব নহুষপুত্র যযাতির ন্যায় সুখে উপবিষ্ট সুবর্ণসদৃশ কান্তিমান্ রাজা বসুমনাকে বলিলেন। ৫

বামদেব বলিলেন,—রাজন্! তুমি ধর্মেরই অনুসরণ কর। ধর্ম হইতে শ্রেষ্ঠ কোন বস্তুই নাই; কারণ, ধর্মে অবস্থিত রাজা এই সমগ্র ধরণীকে জয় করিতে পারেন। ৬

যে ভূপতি ধর্মকে অর্থসিদ্ধি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করেন এবং তাঁহারই বুদ্ধিতে নিজের মন ও বুদ্ধিকে অভিনিবিষ্ট করিয়া থাকেন, তিনি ধর্মবশতঃ অতিশয় শোভা প্রাপ্ত হন। ৭

ইহার বিপরীত যে রাজা অধর্মের উপর দৃষ্টি রাখিয়া বলপূর্ব্বক তাহাতেই প্রবৃত্ত হন। তাঁহাকে ধর্ম ও অর্থ এই উভয় পুরুষার্থই সত্বর পরিত্যাগ করিয়া যায়॥ ৮

যে রাজা দুষ্ট ও পাপিষ্ঠ মন্ত্রিগণের সহায়তায় ধর্মের হানি

অর্থানামননুষ্ঠাতা কামচারী বিকত্থনঃ।
অপি সর্বাং মহীং লব্ধ্বা ক্ষিপ্রমেব বিনশ্যতি ॥ ১০
অথাদদানঃ কল্যাণমনসূয়ুর্জিতেন্দ্রিয়ঃ।
বর্ধতে মতিমান্ রাজা স্রোতোভিরিব সাগরঃ ॥ ১১
ন পূর্ণোঽস্মীতি মন্যেত ধর্মতঃ কামতোঽর্থতঃ।
বুদ্ধিতো মিত্রতশ্চাপি সততং বসুধাধিপঃ ॥ ১২
এতেষ্বেব হি সর্বেষু লোকযাত্রা প্রতিষ্ঠিতা।
এতানি শৃণ্বন্নভতে যশঃ কীর্তিং শ্রিয়ং প্রজাঃ ॥ ১৩
এবং যো ধর্মসংরম্ভী ধর্মার্থপরিচিন্তকঃ।
অর্থান্ সমীক্ষ্য ভজতে স ধ্রুবং মহদশ্নুতে ॥ ১৪
অদাতা ঘৃণসংস্নেহো দণ্ডেনাবর্তয়ন্ প্রজাঃ।
সাহসপ্রকৃতী রাজা ক্ষিপ্রমেব বিনশ্যতি ॥ ১৫

অথ পাপকৃতং বুদ্ধ্যা ন চ পশ্যত্যবুদ্ধিমান্।
অকীর্ত্যাভিসমাযুক্তো ভূয়ো নরকমশ্নুতে ॥ ১৬
অথ মানয়িতুর্দাম্নঃ শ্লক্ষ্নস্য বশবর্তিনঃ।
ব্যসনং স্বমিবোৎপন্নং বিজিঘাংসন্তি মানবাঃ ॥ ১৭
যস্য নাস্তি গুরুর্ধর্মে ন চান্যানপি পৃচ্ছতি।
সুখতন্ত্রোঽর্থলাভেষু ন চিরং সুখমশ্নুতে ॥ ১৮
গুরুপ্রধানো ধর্মেষু স্বয়মর্থানবেক্ষিতা।
ধর্মপ্রধানো লাভেষু স চিরং সুখমশ্নুতে ॥ ১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি বামদেবগীতাসু ত্রিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯২

করেন, সেই রাজা অন্যের বধ্য হন এবং স্বীয় পরিবারের সহিত অতি সত্বর সঙ্কটে পতিত হইয়া থাকেন ॥ ৯

যে রাজা অর্থসিদ্ধির চেষ্টা করেন না এবং স্বেচ্ছাচারী হইয়া আত্মশ্লাঘাপূর্ণ বাক্য বলিতে থাকেন, তিনি সমগ্র পৃথিবীর রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াও শীঘ্রই বিনষ্ট হন ॥ ১০

কিন্তু যে রাজা কল্যাণকারী গুণসকল গ্রহণ করেন, অনিন্দুক, জিতেন্দ্রিয় ও বুদ্ধিমান্, তিনি সেইরূপ বৃদ্ধিলাভ করেন, যেরূপ নদীসকলের প্রবাহে সমুদ্র বৃদ্ধি পাইয়া থাকে ১১

রাজার কর্তব্য হইল—সর্বদা ধর্ম, অর্থ, কাম, বুদ্ধি ও মিত্র-সকলে সম্পন্ন হইয়াও কখনও নিজেকে পূর্ণ বলিয়া মনে না করা সর্বদা এই সকলের সংগ্রহ বৃদ্ধি করা ॥ ১২

রাজার জীবনযাত্রা এই সবেরই উপর অবলম্বিত। এই সব বিষয় শ্রবণ ও গ্রহণ করিলে রাজার যশ, কীর্তি, লক্ষ্মী ও প্রজাসকলের প্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥ ১৩

যে ব্যক্তি এইরূপে ধর্মের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেন, ধর্ম ও অর্থ বিষয়ে বিশেষ চিন্তা করেন এবং অর্থ বিষয়ে উত্তমরূপে বিচার বিবেচনা করিয়া উহার সেবা করেন, তিনি নিশ্চয়ই মহৎ ফল লাভে সমর্থ হন ॥ ১৪

যে রাজা দুঃসাহসী, দান করেন না, স্নেহশূন্য এবং দণ্ডের দ্বারা প্রজাগণকে বারবার উৎপীড়িত করেন, তিনি শীঘ্রই বিনাশ প্রাপ্ত হন ॥ ১৫

যে বুদ্ধিহীন রাজা পাপ করিয়াও নিজের বুদ্ধির দ্বারা নিজেকে পাপী বলিয়া বুঝিতে পারেন না, তিনি এ জগতে অপযশে কলঙ্কিত হইয়া পরলোকে নরক ভোগ করিয়া থাকেন ॥ ১৬

যিনি সকলকেই মান্য করেন, দানী, স্নেহযুক্ত এবং অপরের বশবর্তী হইয়া অবস্থান করেন, তাঁহার উপর যদি কোন সঙ্কট পতিত হয়, তবে সকল মানুষই সেই সঙ্কটকে নিজের সঙ্কট বলিয়া মনে করত উহার মোচনের চেষ্টা করেন ॥ ১৭

যাহার ধর্মবিষয়ে শিক্ষাদান করিবার কোনই গুরু নাই এবং যে ব্যক্তি অপর কাহারও নিকটে কিছু জিজ্ঞাসাও করে না এবং ধনলাভ হইলে কেবল সুখভোগেই আসক্ত হইয়া পড়ে, তাহার দীর্ঘকাল পর্যন্ত সুখ ভোগ হয় না ॥ ১৮

যে ব্যক্তি ধর্মবিষয়ে গুরুকেই প্রধান মনে করিয়া তাঁহার উপদেশ অনুসারে চলেন, যিনি অর্থসম্বন্ধীয় সমগ্র কার্য স্বয়ং পর্যবেক্ষণ করেন এবং সর্বপ্রকার লাভে ধর্মকেই প্রধান লাভ বলিয়া মনে করেন, তিনি বহুকাল ধরিয়া সুখভোগ করিয়া থাকেন ॥ ১৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্বে বামদেবগীতাবিষয়ক ত্রিনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[মহর্ষি-বামদেবেন রাজোচিত-ব্যবহারাণাং বর্ণনম্।]

বামদেব উবাচ।

যত্রাধর্মং প্রণয়তে দুর্বলে বলবত্তরঃ।
তাং বৃত্তিমুপজীবন্তি যে ভবন্তি তদন্বয়াঃ ॥ ১
রাজানমনুবর্তন্তে তং পাপাভিপ্রবর্তকম্।
অবিনীত-মনুষ্যং তৎ ক্ষিপ্রং রাষ্ট্রং বিনশ্যতি ॥ ২
যদ্ বৃত্তমুপজীবন্তি প্রকৃতিস্থস্য মানবাঃ।
তদেব বিষমস্থস্য স্বজনোঽপি ন মৃষ্যতে ॥ ৩
সাহসপ্রকৃতির্যত্র কিঞ্চিদুদ্ধণমাচরেৎ।
অশাস্ত্রলক্ষণো রাজা ক্ষিপ্রমেব বিনশ্যতি ॥ ৪
যোঽত্যন্তাচরিতাং বৃত্তিং ক্ষত্রিয়ো নানুবর্ততে।
জিতানামজিতানাঞ্চ ক্ষত্রধর্মাদপৈতি সঃ ॥ ৫
দ্বিষন্তং কৃতকল্যাণং গৃহীত্বা নৃপতিং রণে।
যো ন মানয়তে দ্বেষাৎ ক্ষত্রধর্মাদপৈতি সঃ ॥ ৬
শক্তঃ স্যাৎ সুসুখো রাজা কুর্য্যাৎ করণমাপদি।
প্রিয়ো ভবতি ভূতানাং ন চ বিভ্রশ্যতে শ্রিয়ঃ ॥ ৭
অপ্রিয়ং যস্য কুর্বীত ভূয়স্তস্য প্রিয়ং চরেৎ।
নচিরেণ প্রিয়ঃ স স্যাদ্ যোঽপ্রিয়ঃ প্রিয়মাচরেৎ ॥ ৮
মৃষাবাদং পরিহরেৎ কুর্য্যাৎ প্রিয়মযাচিতঃ।
ন কামান্ন চ সংরম্ভান্ন দ্বেষাদ্ ধর্মমুৎসৃজেৎ ॥ ৯
(অমায়য়ৈব বর্তেত ন চ সত্যং ত্যজেদ্ বুধঃ।
দমং ধর্মঞ্চ শীলঞ্চ ক্ষত্রধর্মং প্রজাহিতম্ ॥)
নাপত্রপেত প্রশ্নেষু নাবিভাব্যাং গিরং সৃজেৎ।
ন ত্বরেত ন চাসূয়েৎ তথা সংগৃহ্যতে পরঃ ॥ ১০

ত্রিনবতিতম অধ্যায়।

[মহর্ষি বামদেব কর্তৃক রাজোচিত ব্যবহারসকলের বর্ণন।]

বামদেব বলিলেন,—রাজন্! যে রাজ্যে অত্যন্ত বলশালী রাজা দুর্ব্বল প্রজাদের উপর অধর্ম্ম বা অত্যাচার করিতে থাকেন, সেখানে তাঁহার অনুচরগণও সেই কার্য্যকেই নিজেদের জীবিকার সাধনরূপে গ্রহণ করে। ১

তাহারা সেই পাপপ্রবর্ত্তক রাজারই অনুসরণ করিয়া চলে; অতএব উদ্ধত পুরুষগণে পূর্ণ সেই রাষ্ট্র অতি সত্বর বিনষ্ট হইয়া যায়॥ ২

উত্তম অবস্থায় অবস্থানের সময় মানুষের যে ব্যবহারকে অন্য মানুষগণও আশ্রয় করে, সঙ্কটে পতিত হইলে পর তাহার সেই ব্যবহারকে স্বজনও সহ্য করিতে পারে না॥ ৩

দুঃসাহসপ্রকৃতি যে রাজা যেখানে যাহা কিছু ঔদ্ধত্যপূর্ণ ব্যবহার করেন, ইহাতে সেখানে শাস্ত্রোক্ত মর্য্যাদালঙ্ঘনকারী সেই রাজা অতি সত্বর বিনাশ প্রাপ্ত হন॥৪

যে ক্ষত্রিয় রাজা রাজ্যে অবস্থিত বিজিত ও অবিজিত মনুষ্যগণের অত্যন্ত আচরণের দ্বারা আচরিত বৃত্তির অনুবর্ত্তন করেন না (অর্থাৎ তাহাদের নিজ নিজ পরম্পরাগত আচার-বিচার পালন করিতে দেন না), সেই ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হন॥ ৫

যদি কোন রাজা পূর্ব্বে উপকার করিয়াছেন এবং পরে কোন কারণবশতঃ বর্ত্তমানকালে দ্বেষ করিতে আরম্ভ করেন, তবে সেই যে ভূপতি তাঁহাকে যুদ্ধে বন্দী করিয়া দ্বেষবশতঃ তাঁহার সম্মান করেন না, তিনিও ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম হইতে চ্যুত হন॥ ৬

রাজা যদি সমর্থ হন, তবে উত্তম সুখ অনুভব করিবেন ও করাইবেন এবং বিপদে পতিত হইলে উহার নিবারণে যত্নবান্ হইবেন। এরূপ করিলে তিনি সকল প্রাণীরই প্রিয় হইয়া উঠিবেন এবং রাজলক্ষ্মী হইতে ভ্রষ্ট হইবেন না॥ ৭

রাজার কর্ত্তব্য হইল—যদি তিনি কখনও কাহারও অপ্রিয় করেন, তবে পরে তাহার প্রিয় কার্য্যও করিবেন। এইভাবে অপ্রিয় পুরুষও প্রিয় কার্য্য করিতে থাকেন, তবে অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি প্রিয় হইয়া উঠিবেন॥ ৮

মিথ্যা কথা বলা পরিত্যাগ করিবে, কোনরূপ যাচ্ঞা বা প্রার্থনা না করিলেও অপরের প্রিয় কার্য্য করিবে। কোনও কামনাবশতঃ, ক্রোধ ও দ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া কখনও ধর্ম্মত্যাগ করিবে না॥ ৯

(বিদ্বান্ রাজা ছল-কপটতা পরিত্যাগ করত আচরণ করিয়া যাইবেন। কখনও সত্য পরিত্যাগ করিবেন না। ইন্দ্রিয়-সংযম, ধর্ম্মাচরণ, সুশীলতা, ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম ও প্রজার হিত কখনও পরিহার করিবেন না।) যদি কেহ কোন কিছু জিজ্ঞাসা করেন, তবে তাহার উত্তর দান করিতে সঙ্কোচবোধ করিবেন না। কোন কিছু না ভাবিয়া কথা বলিবেন না, কোনও কার্য্যে সত্বরতা

প্রিয়ে নাতিভৃশং হৃষ্যেদপ্রিয়ে ন চ সংজ্বরেৎ।
ন তপ্যেদর্থকৃচ্ছ্রেষু প্রজাহিতমনুস্মরন্ ॥ ১১
যঃ প্রিয়ং কুরুতে নিত্যং গুণতো বসুধাধিপঃ।
তস্য কর্মাণি সিধ্যন্তি ন চ সম্ভাজ্যতে শ্রিয়া ॥ ১২
নিযুক্তং প্রতিকূলেষু বর্তমানমনুপ্রিয়ে।
ভক্তং ভজেত নৃপতিঃ সদৈব সুসমাহিতঃ ॥ ১৩
অপ্রকীর্ণেন্দ্রিয়গ্রামমত্যন্তানুগতং শুচিম্।
শক্তং চৈবানুরক্তঞ্চ যুঞ্জ্যান্মহতি কর্মণি ॥ ১৪
এবমেতৈর্গুণৈর্যুক্তো যোঽনুরজ্যতি ভূমিপম্।
ভর্তুরর্থেষ্বপ্রমত্তং নিযুঞ্জ্যাদর্থকর্মণি ॥ ১৫
মূঢ়মৈন্দ্রিয়কং লুব্ধমনার্যাচরিতং শঠম্।
অনতীতোপধং হিংস্রং দুর্বুদ্ধিমবহুশ্রুতম্ ॥ ১৬
ত্যক্তোদাত্তং মদ্যরতং দ্যূতস্ত্রীমৃগয়াপরম্
কার্য্যে মহতি যুঞ্জানো হীয়তে নৃপতিঃ শ্রিয়া ॥ ১৭
রক্ষিতায়া চ যো রাজা রক্ষ্যান্ যশ্চানুরক্ষতি।
প্রজাশ্চ তস্য বর্ধন্তে ধ্রুবঞ্চ মহদশ্নুতে ॥ ১৮
যে কেচিদ্ ভূমিপতয়ঃ সর্বাংস্তানন্ববেক্ষয়েৎ।
সুহৃদ্ভিরনভিখ্যাতৈস্তেন রাজাতিরিচ্যতে ॥ ১৯
অপকৃত্য বলস্থস্য দূরস্থোঽস্মীতি নাশ্বসেৎ
শ্যেনাভিপতনেরেতে নিপতন্তি প্রমাদ্যতঃ ॥ ২০
দৃঢ়মূলস্বদুষ্টাত্মা বিদিত্বা বলমাত্মনঃ
অবলানভিযুঞ্জীত ন তু যে বলবত্তরাঃ ॥ ২১
বিক্রমেণ মহীং লব্ধ্বা প্রজা ধর্মেণ পালয়েৎ।
আহবে নিধনং কুর্য্যাদ্ রাজা ধর্মপরায়ণঃ ॥২২
মরণান্তমিদং সর্বং নেহ কিঞ্চিদনাময়ম্।
তস্মাদ্ ধর্মে স্থিতো রাজা প্রজা ধর্মেণ পালয়েৎ ॥২৩

করিবেন না এবং কাহারও নিন্দা করিবেন না, এরূপ আচরণ করিলে শত্রুও নিজের বশীভূত হইয়া যাইবে ॥ ১০

যদি নিজের কোন প্রিয় হয়, তবে রাজা অতিশয় হৃষ্ট হইবেন না এবং যদি অপ্রিয় হয়, তবে বিশেষ চিন্তা করিবেন না। যদি আর্থিক সঙ্কট আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে প্রজাগণের হিত চিন্তা করিতে করিতে অল্পও সন্তপ্ত হইবেন না। ১১

যে ভূপতি নিজের গুণসমূহের দ্বারা সর্ব্বদা সকলের প্রিয় করেন, তাঁহার সকল কর্ম্মই সফল হয় এবং ধনসম্পদ কখনও তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যায় না। ১২

রাজা সাবধান থাকিয়া সর্ব্বদা নিজের সেবককে নিজের পক্ষে রাখিবেন; যাহাতে সে প্রতিকূল কার্য্যসকল হইতে নিবৃত্ত থাকে এবং রাজার নিরন্তর প্রিয় করিতে থাকে ॥১৩

জিতেন্দ্রিয়, অত্যন্ত অনুগত, পবিত্রচিত্ত, শক্তিশালী ও অনুরক্ত পুরুষকে মহৎ কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন। ১৪

এইরূপ যাহার মধ্যে এই সব গুণসকল বিদ্যমান আছে, যে রাজাকে প্রসন্ন রাখিতে পারে এবং প্রভুর কার্য্য সাধন করিতে সতত সাবধান থাকে, তাহাকে অর্থ আগমবিষয়ক কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন। ১৫

মূর্খ, ইন্দ্রিয়লোলুপ, লোভী, দুরাচারী, শঠ, কপটাচারী, হিংসুক, দুর্বুদ্ধি, বহু শাস্ত্রের জ্ঞানশূন্য, উচ্চ ভাবনাহীন, মদ্যপায়ী, অক্ষক্রীড়াপরায়ণ, স্ত্রৈণলম্পট ও মৃগয়াসক্ত পুরুষকে যে রাজা মহত্বপূর্ণ কার্য্যে নিয়োগ করেন, তিনি লক্ষ্মীহীন হইয়া যান। ১৬-১৭

যে রাজা নিজের স্নেহ রক্ষা করিয়া রক্ষণীয় পুরুষদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা করেন, তাঁহার প্রজারা অভ্যুদয় লাভ করে এবং এই রাজাও নিশ্চয়ই মহৎ ফল ভোগ করিয়া থাকেন। ১৮

যে রাজা নিজের অপ্রসিদ্ধ সুহৃদ্গণের দ্বারা গুপ্তচরূপে অন্য ভূপতিগণের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করেন, তিনি নিজের এই আচরণের দ্বারা জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়া যান। ১৯

কোন বলবান্ শত্রুর অপকার করিয়া আমি দূরে যাইয়া বাস করিব, এরূপ মনে করত নিশ্চিন্ত হইবেন না; কারণ, যেরূপ বাজপক্ষী দূর হইতে লক্ষ্য বস্তু লক্ষ্য করিয়া দ্রুতবেগে পতিত হয়, সেইরূপ সেই দূরস্থ শত্রুও অসাবধান অবস্থায় আক্রমণ করিয়া থাকে। ২০

রাজা নিজেকে দৃঢ়মূল (স্বীয় রাজধানী সুরক্ষিত) করিয়া, বিরোধী লোকদিগকে দূরে রাখিয়া এবং নিজের শক্তি জানিয়া স্বীয় অপেক্ষা দুর্ব্বল শত্রুর উপর আক্রমণ করিবেন। যে শত্রু নিজের অপেক্ষা প্রবল, তাহাকে আক্রমণ করিবেন না ২১

পরাক্রমের দ্বারা এই পৃথিবীর রাজ্য লাভ করত ধর্ম্মপরায়ণ রাজা প্রজাদিগকে ধর্ম্মানুসারে পালন করিবেন এবং যুদ্ধে শত্রুদিগকে বধ করিবেন। ২২

রাজন্! এই জগতে সকল পদার্থই অন্তে বিনষ্ট হইয়া যায়; এস্থানে কোন বস্তুই নীরোগ ও অবিনাশী নহে। সেইজন্য ধর্ম্মেই অবস্থান করত রাজা প্রজাদিগকে ধর্ম্মানুসারে পালন করিবেন। ২৩

রক্ষাধিকরণং যুদ্ধং তথা ধর্ম্মানুশাসনম্।
মন্ত্রচিন্তা সুখং কালে পঞ্চভির্বর্ধতে মহী ॥ ২৪

এতানি যস্য গুপ্তানি স রাজা রাজসত্তমঃ।
সততং বর্তমানোঽত্র রাজা ধত্তে মহীমিমাম্ ॥ ২৫

নৈতাঞ্জ্যেকেন শক্যানি সাতত্যেনানুবীক্ষিতুম্।
তেষু সর্বং প্রতিষ্ঠাপ্য রাজা ভুঙ্‌ক্তে চিরং মহীম্ ॥ ২৬

দাতারং সংবিভক্তারং মার্দবোপগতং শুচিম্।
অসন্ত্যক্তমনুষ্যঞ্চ তং জনাঃ কুর্বতে নৃপম্ ॥ ২৭

যস্তু নিঃশ্রেয়সং শ্রুত্বা জ্ঞানং তৎ প্রতিপদ্যতে।
আত্মানো মতমুৎসৃজ্য তং লোকোঽনুবিধীয়তে ॥ ২৮

যোঽর্থকামস্য বচনং প্রাতিকূল্যান্ন মৃষ্যতে।
শৃণোতি প্রতিকূলানি সর্বদা বিমনা ইব ॥ ২৯

অগ্রাম্যচরিতাং বৃত্তিং যো ন সেবেত নিত্যদা।
জিতানামজিতানাঞ্চ ক্ষত্রধর্মাদপৈতি সঃ ॥ ৩০

নিগৃহীতাদমাত্যাচ্চ স্ত্রীভ্যশ্চৈব বিশেষতঃ।
পর্বতাদ্ বিষমাদ্ দুর্গাদ্ধস্তিনোঽশ্বাৎ সরীসৃপাৎ।
এতেভ্যো নিত্যযুক্তঃ সন্ রক্ষেদাত্মানমেব তু ॥ ৩১

মুখ্যানমাত্যান্ যো হিত্বা নিহীনান্ কুরুতে প্রিয়ান্।
স বৈ ব্যসনমাসাদ্য গাধমার্তো ন বিন্দতি ॥ ৩২

যঃ কল্যাণগুণান্ জ্ঞাতীন্ প্রদ্বেষান্নো বুভূষতি।
অদৃঢ়াত্মা দৃঢ়ক্রোধঃ স মৃত্যোর্বসতেঽন্তিকে ॥ ৩৩

অথ যো গুণসম্পন্নান্ হৃদয়স্যাপ্রিয়ানপি।
প্রিয়েণ কুরুতে বশ্যাংশ্চিরং যশসি তিষ্ঠতি ॥ ৩৪

নাকালে প্রণয়েদর্থান্নাপ্রিয়ে জাতু সংস্তবং।
প্রিয়ে নাতিভৃশং তুষ্যেদ্ যুজ্যেতারোগ্যকর্মণি ॥ ৩৫

রক্ষার স্থান দুর্গ প্রভৃতি, যুদ্ধ, ধর্ম্মানুসারে রাজ্য শাসন, মন্ত্রচিন্তা এবং যথাসময়ে সকলকে সুখ প্রদান করা—এই পাঁচটির দ্বারা রাজ্যের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ২৪

যাঁহার এই সব বিষয় গুপ্ত বা সুরক্ষিত থাকে, সেই রাজা সমস্ত রাজগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হন। ইহাদের পালনে সর্ব্বদা নিরত নরপতিই এই পৃথিবীকে রক্ষা করিতে পারেন। ২৫

একই পুরুষ সব বিষয়ের উপর সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতে সমর্থ হয় না, সেইজন্য এই সমস্তের ভার সুযোগ্য অধিকারিগণের উপর সমর্পণ করিয়া রাজা দীর্ঘকাল এই ভূতলের রাজ্য ভোগ করিতে সমর্থ হন। ২৬

যে ব্যক্তি দাতা, সকলকে আবশ্যক সব কিছু বস্তু বিভাগ করিয়া বিতরণ করেন, মৃদুলস্বভাব, শুদ্ধাচারী এবং কোন মানুষকে পরিত্যাগ করেন না, তাঁহাকেই সকলে 'রাজা' করিয়া থাকে। ২৭

যিনি কল্যাণকারী উপদেশ শ্রবণ করত স্বীয় মতের আগ্রহ পরিহারপূর্ব্বক জ্ঞানাহরণ করেন, সকল লোকে তাঁহারই অনুগামী হইয়া থাকে। ২৮

যে ব্যক্তি মনের প্রতিকূল হওয়ায় নিজেরই প্রয়োজন সম্পন্ন করিতে অভিলাষী সুহৃদের বাক্য সহ্য করিতে পারে না এবং নিজের প্রয়োজনসিদ্ধির বিপরীত বাক্যও শুনিয়া থাকে, সর্ব্বদা বিমনা হইয়া থাকে, যে ব্যক্তি বুদ্ধিমান্ শিষ্ট পুরুষগণের আচরিত ব্যবহার সতত আচরণ করিতে ইচ্ছুক হয় এবং পরাজিত বা অপরাজিত ব্যক্তিদিগকে তাহাদের পরম্পরাগত আচারকে পালন করিতে দেয় না, সেই ব্যক্তি ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হয়। ২৯-৩০

যাহাকে কোন সময়ে বন্দী করা হইয়াছিল, এরূপ মন্ত্রী, বিশেষতঃ স্ত্রীগণ, বিষম পর্ব্বত, দুর্গম স্থান, হস্তী, অশ্ব ও সর্পগণ হইতে সর্ব্বদা সাবধানে থাকিয়া রাজা নিজেকে রক্ষা করিবেন। ৩১

যিনি প্রধান মন্ত্রীদিগকে ত্যাগ করত নিম্নশ্রেণীর মন্ত্রিগণকে নিজের প্রিয় করিয়া থাকেন, তিনি সঙ্কটের ভয়ঙ্কর সমুদ্রে পতিত ও পীড়িত হইয়া নিজের কোন আশ্রয় পান না। ৩২

যে ব্যক্তি দ্বেষবশতঃ কল্যাণকারী গুণযুক্ত নিজের সজাতীয় বন্ধুবর্গকে এবং জ্ঞাতিবর্গকে সম্মান করে না, যাহার চিত্ত চঞ্চল ও যে ব্যক্তি ক্রোধকে দৃঢ়তার সহিত ধরিয়া রাখে, সেই ব্যক্তি সর্ব্বদা মৃত্যুর নিকটে বাস করে। ৩৩

যে রাজা মনের প্রিয় না হইলেও গুণবান্ সজ্জনগণকে প্রীতিপূর্ণ ব্যবহারের দ্বারা বশীভূত করিয়া রাখেন, তিনি দীর্ঘকাল যশস্বী হইয়া অবস্থান করেন। ৩৪

রাজার কর্ত্তব্য ইহা—তিনি অসময়ে কারো সাহায্যে ধন সংগ্রহের চেষ্টা করিবেন না। কোন অপ্রিয় কার্য্য হইয়া যাইলে কখনও চিন্তাক্লিষ্ট হইবেন না এবং কোন প্রিয় কার্য্য সম্পন্ন হইলে আনন্দে অধীর হইয়া পড়িবেন না। সর্ব্বদা দেহকে নীরোগ করিয়া রাখিবার কার্য্যে তৎপর থাকিবেন। ৩৫

কে বানুরক্তা রাজানঃ কে ভয়াৎ সমুপাশ্রিতাঃ।
মধ্যস্থদোষাঃ কে চৈষামিতি নিত্যং বিচিন্তয়েৎ ॥ ৩৬
ন জাতু বলবান্ ভূত্বা দুর্বলে বিশ্বসেৎ ক্বচিৎ।
ভারুণ্ডসদৃশা হ্যেতে নিপতন্তি প্রমাদ্যতঃ ॥ ৩৭
অপি সর্বগুণৈর্যুক্তং ভর্তারং প্রিয়বাদিনম্।
অভিদ্রুহ্যতি পাপাত্মা ন তস্মাদ্ বিশ্বসেজ্জনাৎ। ৩৮

রাজার সর্বদা এই বিষয়ে চিন্তা রাখা আবশ্যক যে, কোন্ রাজারা আমার অনুরক্ত এবং কাহারা ভীত হইয়া আমার আশ্রয় লইয়াছে? ইহাদের মধ্যে কোন্ জন আবার মধ্যস্থ এবং কোন্ কোন্ ব্যক্তি আমার শত্রু। ৩৬

রাজা স্বয়ং বলবান্ হইয়াও কখনও নিজের দুর্বল শত্রুকে বিশ্বাস করিবেন না কারণ, সেই শত্রু অসাবধান অবস্থায় রাজপক্ষীর ন্যায় হঠাৎ আক্রমণ করিয়া বসে। ৩৭

যে পাপাত্মা দুষ্ট নিজের সর্বগুণসম্পন্ন ও সর্বদা প্রিয়ভাষী প্রভুকেও অকারণ দ্রোহ করে, তাহার প্রতি কখনও বিশ্বাস করিবে না। ৩৮

এবং রাজোপনিষদং যযাতিঃ স্মাহ নাহুষঃ।
মনুষ্যবিষয়ে যুক্তো হন্তি শত্রূনসংশয়ম্ ॥ ৩৯

নহুষপুত্র রাজা যযাতি মানুষমাত্রেরই হিতে তৎপর থাকিয়া রাজোপনিষদ বর্ণন করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি তাহাতে নিষ্ঠা রাখিয়া তদনুসারে চলিয়া থাকেন, তিনি শক্তিশালী প্রধান প্রধান শত্রুদিগকে বিনাশ করিতে সমর্থ হন

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি বামদেবগীতাসু ত্রিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্বে বামদেব-গীতাবিষয়ক ত্রিনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[বামদেবোপদেশে রাজ্ঞো রাজ্ঞস্য চ কল্যাণকর-মার্গস্য বর্ণনম]

বামদেব উবাচ।

অযুদ্ধেনৈব বিজয়ং বর্ধয়েদ্ বসুধাধিপঃ।
জঘন্যমাহুর্বিজয়ং যুদ্ধেন চ নরাধিপ ॥ ১
ন চাপ্যলব্ধং লিপ্সেত মূলে নাতিদৃঢ়ে সতি।
ন হি দুর্বলমূলস্য রাজ্ঞো লাভো বিধীয়তে ॥২
যস্য স্ফীতো জনপদঃ সম্পন্নঃ প্রিয়রাজকঃ।
সন্তুষ্টপুষ্টসচিবো দৃঢ়মূলঃ স পার্থিবঃ ॥ ৩
যস্য যোধাঃ সুসন্তুষ্টাঃ সান্ত্বিতাঃ সুপধাস্থিতাঃ
অল্পেনাপি স দণ্ডেন মহীং জয়তি পার্থিবঃ ॥ ৪
(দণ্ডো হি বলবান্ যত্র তত্র সাম প্রযুজ্যতে।
প্রদানং সামপূর্বঞ্চ ভেদমূলং প্রশস্যতে ॥

চতুর্নবতিতম অধ্যায়।

[বামদেবের উপদেশে রাজা ও রাজ্যের পক্ষে কল্যাণকর মার্গের বর্ণন।]

বামদেব বলিলেন,—নরেশ্বর! রাজা যুদ্ধ ব্যতীত অন্য যে কোনও উপায়ে প্রথমে নিজের বিজয়-বৃদ্ধির চেষ্টা করিবেন; যুদ্ধের দ্বারা যে বিজয়লাভ হইয়া থাকে, উহা নিকৃষ্ট বলিয়া কথিত হয়। ১

যদি রাজ্যের মূল (বক্ষ্যমাণ জনপদাদি) সুদৃঢ় না থাকে, তবে রাজার অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি এবং অনধিকৃত দেশসকলের উপর অধিকারের কামনা করা উচিত হইবে না; কারণ, যাহার মূলেই দুর্বলতা, সেই রাজার তাদৃশ লাভ হওয়া সম্ভব নহে। ২

যে রাজার দেশ সমৃদ্ধিশালী, ধনধান্যে সম্পন্ন, রাজার প্রিয় মনুষ্যে পরিপূর্ণ এবং হৃষ্ট-পুষ্ট মন্ত্রিগণে সুশোভিত, সেই ভূপতিকে দৃঢ়মূল বলিয়া জানিবে। ৩

যাঁহার সৈন্যগণ সন্তুষ্ট, রাজার দ্বারা সান্ত্বনাপ্রাপ্ত এবং শত্রুদিগকে প্রতারণা করিতে সমর্থ, সেই ভূপতি অল্প সৈন্যের দ্বারাও পৃথিবী জয় করিতে সমর্থ হন্। ৪

(যেস্থলে শত্রুপক্ষের সৈন্যবাহিনী অধিক প্রবল, সেস্থলে প্রথমে সামনীতিরই প্রয়োগ করা উচিত। যদি উহাতেও কার্যসিদ্ধি না হয়, তবে শান্তিপূর্ণ ভাবে ধন বা উপহার দানের নীতি গ্রহণ করিতে হয়। এই দান নীতির মূলেও যদি ভেদ নীতির প্রয়োগ করা হয় অর্থাৎ শত্রুদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা হয়, তবে উহাই উত্তম নীতি বলিয়া ধরা হয়

ত্রয়াণাং বিফলং কর্ম যদা পশ্যেত ভূমিপঃ
রন্ধ্রং জ্ঞাত্বা ততো দণ্ডং প্রযুঞ্জীতাবিচারয়ন্ ॥)

পৌরজানপদা যস্য ভূতেষু চ দয়ালবঃ।
সধনা ধান্যবন্তশ্চ দৃঢ়মূলঃ স পার্থিবঃ ॥ ৫

(রাষ্ট্রকর্মকরা হ্যেতে রাষ্ট্রস্য চ বিরোধিনঃ
দুর্বিনীতা বিনীতাশ্চ সর্বে সাধ্যাঃ প্রযত্নতঃ ॥

চাণ্ডালম্লেচ্ছজাত্যাশ্চ পাষণ্ডাশ্চ বিকর্মিণঃ।
বলিনশ্চাশ্রমাশ্চৈব তথা গায়ক-নর্তকাঃ ॥

যস্য রাষ্ট্রে বসন্ত্যেতে ধান্যোপচয়কারিণঃ।
আয়বৃদ্ধৌ সহায়াশ্চ দৃঢ়মূলঃ স পার্থিবঃ ॥)

প্রতাপকালমধিকং যদা মন্যেত চাত্মনঃ।
তদা লিপ্সেত মেধাবী পরভূমিধনান্যুত ॥৬

ভোগেষূদয়মানস্য ভূতেষু চ দয়াবতঃ।
বর্ধতে ত্বরমাণস্য বিষয়ো রক্ষিতাত্মনঃ ॥ ৭

তক্ষেদাত্মানমেবং স বনং পরশুনা যথা।
যঃ সম্যগ্ বর্তমানেষু স্বেষু মিথ্যা প্রবর্ততে ॥ ৮

নৈব দ্বিষন্তো হীয়ন্তে রাজ্ঞো নিত্যমনিয়তঃ।
ক্রোধং নিহন্তুং যো বেদ তস্য দ্বেষ্টা ন বিদ্যতে ॥ ৯

যদার্য্যজনবিদ্বিষ্টং কর্ম তন্নাচরেদ্ বুধঃ।
যৎ কল্যাণমভিধ্যায়েৎ তত্রাত্মানং নিয়োজয়েৎ ॥ ১০

নৈনমন্যোঽবজানন্তি নাত্মনা পরিতপ্যতে।
কৃত্যশেষেণ যো রাজা সুখান্যনুবুভূষতি ॥ ১১

ইদং বৃত্তং মনুষ্যেষু বর্ততে যো মহীপতিঃ।
উভৌ লোকৌ বিনির্জিত্য বিজয়ে সম্প্রতিষ্ঠতে ॥১০

যদি রাজা সাম, দান ও ভেদ—এই তিন নীতির প্রয়োগ করিয়া উহা নিষ্ফল হইতে দেখেন, তবে শত্রুর দুর্বলতার সুযোগ সন্ধান করত মনে অন্য কোন রূপ বিচার বিবেচনা না করিয়াই দণ্ডনীতির প্রয়োগ করিবেন—শত্রুর সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিবেন।)

যাঁহার নগর ও জনপদসমূহে অবস্থিত সমস্ত মানুষই সকল প্রাণীর প্রতিই দয়াপরায়ণ এবং ধন-ধান্য-সম্পন্ন, সেই ভূপাল দৃঢ়মূল বলিয়া কথিত হন্। ৫

(যে নগর ও জনপদসমূহের অধিবাসী মনুষ্যগণ রাজ্যের কার্য্যসিদ্ধিকারী ও রাজ্যের বিরোধী, দুর্বিনীত এবং বিনীত, তাহাদের সকলকে রাজা নিজের বশে আনিবেন।

চণ্ডাল, ম্লেচ্ছ, পাষণ্ড, শাস্ত্র-বিরুদ্ধকর্মকারী, বলবান্, সকল আশ্রমের অধিবাসী, গায়ক এবং নর্ত্তক—এই সকলকে যত্নসহকারে রাজা নিজের বশীভূত করিবেন। যাঁহার রাজ্য-মধ্যে এই সব লোক ধন-ধান্যের বৃদ্ধিকারী ও আয়বৃদ্ধিতে সহায়ক হইয়া বাস করে, সেই রাজার মূল সুদৃঢ়।)

বুদ্ধিমান্ রাজা যখন নিজের প্রতাপকে প্রকাশিত করিবার উপযুক্ত সময় বলিয়া মনে করিবেন, তখনই তিনি অপরের রাজ্য ও ধন গ্রহণ করিবার অভিলাষী হইবেন। ৬

যাঁহার বৈভব-ভোগ দিনে দিনে বর্দ্ধিত হইতে থাকে, যিনি সকল প্রাণীর প্রতিই দয়াবান্, সর্ব্ববিধ কার্য্যে ত্বরাযুক্ত এবং নিজের দেহকে রক্ষা করিবার বিষয়ে সচেষ্ট থাকেন, সেই রাজার রাজ্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। ৭

যে ব্যক্তি সদ্ব্যবহারপরায়ণ স্বজনগণের প্রতি মিথ্যা ব্যবহার করে, সেই ব্যক্তি তাদৃশ আচরণে কুঠারের দ্বারা ছিন্ন বনের ন্যায় নিজেরই উচ্ছেদ করিতে থাকে। ৮

যদি রাজা কখনও কোন দ্বেষকারীকে দণ্ডদান না করেন, তবে তাহাতে দ্বেষকারীর কোন হানি হয় না; কিন্তু যিনি ক্রোধকে নষ্ট করিবার কৌশল জানেন, তাঁহার কোন দ্বেষকারী থাকে না। ৯

যাহাকে শ্রেষ্ঠ পুরুষ নিকৃষ্ট বলিয়া মনে করেন, বুদ্ধিমান্ রাজা সেরূপ কর্ম কখনও করিবেন না। তিনি যে কার্য্যকে সকলের পক্ষে কল্যাণকর বলিয়া মনে করিবেন, সেই কার্য্যে নিজেকেই নিজে নিয়োগ করিবেন। ১০

যে রাজা নিজের কর্ত্তব্য কর্ম পূর্ণ করিয়াই সুখ অনুভব করিতে অভিলাষী হন, তাঁহাকে অপর কেহই অনাদর করে না এবং তিনি নিজেও কখনও সন্তপ্ত হন না। ১১

যে রাজা প্রজাগণের প্রতি এরূপ ব্যবহার করেন, তিনি ইহলোক ও পরলোক এই উভয় লোক জয় করিয়া বিজয়ে চিরপ্রতিষ্ঠিত হন। ১১

ভীষ্ম উবাচ

ইত্যুক্তো বামদেবেন সর্বং তৎ কৃতবান্ নৃপঃ
তথা কুর্বংস্ত্বমপ্যেতৌ লোকৌ জেতা ন সংশয়ঃ ॥ ১৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি বামদেবগীতাসু
চতুর্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৪

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! মহর্ষি বামদেব এইরূপ উপদেশ দান করিলে পর রাজা বসুমনা সকল কার্য্যই সেইরূপে করিতে লাগিলেন। যদি তুমিও এইরূপ আচরণ কর, তাহা হইলে তুমি ইহলোক ও পরলোক নিঃসন্দেহে জয় করিতে সমর্থ হইবে ১৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্বে বামদেব-গীতাবিষয়ক চতুর্নবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

পঞ্চনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[বিজয়াভিলাষিণো রাজ্ঞো ধর্ম্মানুকূলব্যবহারস্য যুদ্ধনীতেশ্চ বর্ণনম্]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

অথ যো বিজিগীষেত ক্ষত্রিয়ঃ ক্ষত্রিয়ং যুধি।
কস্তস্য বিজয়ে ধর্মো হ্যেতং পৃষ্টো বদস্ব মে ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ।

সসহায়োঽসহায়ো বা রাষ্ট্রমাগম্য ভূমিপঃ।
ক্রয়াদহং বো রাজেতি রক্ষিষ্যামি চ বঃ সদা ॥ ২
মম ধর্মবলিং দত্ত কিংবা মাং প্রতিপদ্যত।
তে চেৎ তমাগতং তত্র বৃণুয়ুঃ কুশলং ভবেৎ ॥ ৩
তে চেদক্ষত্রিয়াঃ সন্তো বিরুধ্যেরন্ কথঞ্চন।
সর্বোপায়ৈর্নিয়ন্তব্যা বিকর্মস্থা নরাধিপ ॥ ৪

অশস্ত্রং ক্ষত্রিয়ং মত্বা শস্ত্রং গৃহ্নাদ্ যথাপরঃ।
ত্রাণায়াপ্যসমর্থং তং মন্যমানমতীব চ ॥ ৫

যুধিষ্ঠির উবাচ।

অথ যঃ ক্ষত্রিয়ো রাজা ক্ষত্রিয়ং প্রত্যুপাব্রজেৎ।
কথং সম্প্রতি যোদ্ধব্যস্তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ৬

ভীষ্ম উবাচ।

নৈবাসন্নদ্ধকবচো যোদ্ধব্যঃ ক্ষত্রিয়ো রণে
এক একেন বাচ্যশ্চ বিসৃজেতি ক্ষিপামি চ ॥ ৭

পঞ্চনবতিতম অধ্যায়।

[বিজয়াভিলাষী রাজার ধর্ম্মানুকূল ব্যবহার এবং যুদ্ধনীতির বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! যদি কোন ক্ষত্রিয় রাজা অপর ক্ষত্রিয় রাজাকে যুদ্ধে জয় করিতে ইচ্ছুক হন, তবে তাঁহার নিজের জয়লাভের জন্য কোন্ ধর্ম্ম পালন করা উচিত? আমি ইহা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি ইহার উত্তর দান করুন ।১

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! প্রথমে রাজা সহায়কগণের সহিত অথবা বিনা সহায়কেই যাহাকে জয় করিতে ইচ্ছুক হন, তিনি সেই রাজ্যবাসী প্রজাগণকে বলিবেন—আমি তোমাদের রাজা এবং সর্ব্বদা তোমাদের রক্ষা করিব, আমাকে ধর্ম্মানুসারে কর প্রদান কর অথবা আমার সহিত যুদ্ধ কর। তিনি এই কথা বলিলেন পর যদি সেই সব প্রজারা সমাগত উক্ত রাজাকে নিজেদের রাজারূপে বরণ করিয়া লয়, তবে সকলের কুশলই হইবে। ২-৩

নরেশ্বর! যদি তাহারা ক্ষত্রিয় না হইয়াও কোনরূপ বিরোধিতা করে, তবে বর্ণের বিপরীত কর্ম্মকারী সেই সব মনুষ্যগণকে সর্ব্বপ্রকার উপায়ের দ্বারা দমন করিবে। ৪

যদি সেই দেশের ক্ষত্রিয় অস্ত্রহীন হইয়া পড়েন এবং নিজেকে রক্ষা করিতে নিজেই অতিশয় অসমর্থ হন, তবে সেই দেশের ক্ষত্রিয় ব্যতীত অন্য বর্ণের মনুষ্যগণও দেশকে রক্ষা করিবার জন্য অস্ত্র ধারণ করিতে পারেন। ৫

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! যদি কোন ক্ষত্রিয় রাজা অপর কোন ক্ষত্রিয় রাজার উপর আক্রমণ করেন, তাহা হইলে সেই সময় ঐ রাজার সহিত কিভাবে যুদ্ধ করিতে হয়, তাহা আমাকে বলুন। ৬

ভীষ্ম বলিলেন—রাজন্! যে ক্ষত্রিয় যোদ্ধা কবচবন্ধন করেন নাই, তাহার সহিত রণাঙ্গনে যুদ্ধ করা উচিত নয়। যুদ্ধে এক যোদ্ধা অপর এক যোদ্ধাকে বলিবেন, তুমি আমার উপর অস্ত্র নিক্ষেপ কর, আমিও তোমার উপর অস্ত্র নিক্ষেপ করিব। ৭

স চেৎ সন্নদ্ধ আগচ্ছেৎ সন্নদ্ধব্যঃ ততো ভবেৎ।
স চেৎ সসৈন্য আগচ্ছেৎ সসৈন্যস্তমথাহ্বয়েৎ ॥ ৮
স চেন্নিকৃত্যা যুধ্যেত নিকৃত্যা প্রতিযোধয়েৎ।
অথ চেদ্ ধর্মতো যুধ্যেদ্ ধর্মেণৈব নিবারয়েৎ ॥ ৯
নাশ্বেন রথিনং যায়াদ্ রথিনং রথী।
ব্যসনে ন প্রহর্তব্যং ন ভীতায় জিতায় চ ॥ ১০
ইষুলিপ্তো ন কর্ণী স্যাদসতামেতদায়ুধম্
যথার্থমেব যোদ্ধব্যং ন ক্রুধ্যেত জিঘাংসতঃ ॥ ১১
সাধূনাং তু মিথো ভেদাৎ সাধুশ্চেদ্ ব্যসনী ভবেৎ।
নিষ্প্রাণো নাভিহন্তব্যো নানপত্যঃ কথঞ্চন ॥ ১২
ভগ্নশস্ত্রো বিপন্নশ্চ কৃত্তজ্যো হতবাহনঃ
চিকিৎস্যঃ স্যাৎ স্ববিষয়ে প্রাপ্যো বা স্বগৃহে ভবেৎ॥১৩
নির্ব্রণশ্চ স মোক্তব্য এষ ধর্মঃ সনাতনঃ

তস্মাদ্ ধর্মেণ যোদ্ধব্যমিতি স্বায়ম্ভুবোঽব্রবীৎ ॥ ১৪
সৎসু নিত্যঃ সতাং ধর্মস্তমাস্থায় ন নাশয়েৎ।
যো বৈ জয়ত্যধর্মেণ ক্ষত্রিয়ো ধর্মসঙ্করঃ ॥ ১৫
আত্মানমাত্মনা হন্তি পাপো নিকৃতিজীবনঃ।
কর্ম চৈতদসাধুনামসাধূন্ সাধুনা জয়েৎ ॥ ১৬
ধর্মেণ নিধনং শ্রেয়ো ন জয়ঃ পাপকর্মণা।
নাধর্মশ্চরিতো রাজন্ সদ্যঃ ফলতি গৌরিব ॥ ১৭
মূলানি চ প্রশাখাশ্চ দহন্ সমধিগচ্ছতি।
পাপেন কর্মণা বিত্তং লব্ধ্বা পাপঃ প্রহৃষ্যতি ॥১৮
স বর্ধমানঃ স্তেয়েন পাপঃ পাপে প্রসজ্জতি।
ন ধর্মোঽস্তীতি মন্যানঃ শুচীনবহসন্নিব ॥ ১৯
অশ্রদ্দধানশ্চ ভবেদ্ বিনাশমুপগচ্ছতি।
সম্বদ্ধো বারুণৈঃ পাশৈরমর্ত্য ইব মন্যতে ॥ ২০

যদি সেই যোদ্ধা কবচ বন্ধন করিয়া সম্মুখে উপস্থিত হয়, তবে স্বয়ংও সেই ক্ষেত্রে কবচ ধারণ করিবে। যদি সেই শত্রু সসৈন্যে আসিয়া থাকে, তবে নিজেও সৈন্যের সহিত আসিয়া শত্রুকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিবে। ৮

যদি সেই শত্রু ছলের দ্বারা যুদ্ধ করে, তবে নিজেও সেই রীতিতেই ছলের দ্বারা যুদ্ধ করিবে। যদি সে ধর্মানুসারে যুদ্ধ আরম্ভ করে, তবে ধর্মানুসারেই তাহার সহিত যুদ্ধ করিবে। ৯

অশ্বের দ্বারা রথী যোদ্ধার উপর আক্রমণ করিবে না। রথীর সহিত রথী হইয়াই যুদ্ধ করিতে হয়। যদি শত্রু কোনরূপ সঙ্কটে পতিত হয়, তবে তাহার উপর প্রহার করিবে না। ভীত ও পরাজিত শত্রুর উপরেও কখনও প্রহার করিতে নাই। ১০

যুদ্ধে বিষলিপ্ত ও কর্ণী বাণের প্রয়োগ করা উচিত নয় কারণ, এই সব অস্ত্র হইল দুষ্টগণের। যথার্থ রীতিতেই যুদ্ধ করা কর্তব্য। যদি কোন ব্যক্তি যুদ্ধে কাহাকেও বধ করিতে অভিলাষ হয়, তবে তাহার উপর ক্রোধ করিতে নাই। (কিন্তু যথাযোগ্য তাহার প্রতীকার করিতে মনোনিবেশ করিবে।) ১১

যদি শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের মধ্যে পরস্পর বিভেদ সৃষ্টি হইলে কোন শ্রেষ্ঠ পুরুষ সঙ্কটে পতিত হয়, তবে তাহার উপর প্রহার করা উচিত নয়। যে যোদ্ধা বলহীন এবং সন্তানহীন, তাহাকে কোনরূপ প্রাণান্তকর আঘাত করিবে না। ১২

যাহার অস্ত্র ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, যে বিপদে পতিত হইয়াছে, যাহার ধনুর গুণ ছিন্ন হইয়াছে এবং যাহার বাহন নিহত হইয়াছে, এরূপ যোদ্ধার উপর প্রহার করা কর্তব্য নহে। এরূপ যোদ্ধা যদি নিজের রাজ্যে বা অধিকারে আসে, তবে তাহার ক্ষতের চিকিৎসা করাইবে অথবা তাহাকে তাহার গৃহে পাঠাইয়া দিবে। ১৩

চিকিৎসার পর তাহার ক্ষত সারিয়া গেলে, তাহাকে ছাড়িয়া দিবে —ইহাই সনাতন ধর্ম। অতএব ধর্মানুসারে যুদ্ধ করা উচিত, ইহা স্বায়ম্ভুব মনু বলিয়াছেন। ১৪

সৎপুরুষগণের ধর্ম সৎপুরুষগণের মধ্যে রহিয়াছে। অতএব তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করত তাঁহাকে নাশ করিবে না। ধর্মযুদ্ধে নিরত যে ক্ষত্রিয় অধর্মের দ্বারা জয়লাভ করে, ছল কপটতার দ্বারা জীবিকা অর্জনকারী সেই পাপী স্বয়ংই নিজেকে নিজের বিনাশ সাধন করে। ১৫½

এই কর্ম হইল অসদ্‌গণের। সৎপুরুষের কর্তব্য হইল— দুষ্টগণকেও ধর্মযুদ্ধের দ্বারাই জয় করা। ধর্মানুসারে যুদ্ধ করিতে করিতে মৃত্যুবরণ করাও শ্রেয়, কিন্তু পাপ কর্মের দ্বারা জয়লাভ করা উচিত নয়। ১৬½

রাজন্! যেরূপ ভূমিতে রোপিত বীজ তৎক্ষণাৎ ফলদান করে না, সেইরূপ কৃত পাপের ফল তৎক্ষণাৎ পাওয়া যায় না; কিন্তু যখন সেই পাপ ফল দান করে, তখন মূল ও শাখা সবই দগ্ধ করিয়া দেয়। ১৭½

পাপী মানুষ পাপকর্মের দ্বারা ধন লাভ করত হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া উঠে। এই পাপী চুরি করিয়াই বর্দ্ধিত হইয়া পাপেই আসক্ত হয় এবং 'ধর্ম নাই' এরূপ মনে করিয়া পবিত্রচিত্ত সৎপুরুষগণকে উপহাস করিতে থাকে। ধর্মে তাহার অল্পও শ্রদ্ধা থাকে না

মহাদৃতিরিবাধ্মাতঃ সুকৃতে নৈব বর্ততে
ততঃ সমূলো ছিদ্যতে নদ্যাঃ কূলাদিব দ্রুমঃ ॥ ২১
অথৈনমভিনিন্দন্তি ভিন্নঃ কুম্ভমিবাশ্মনি।
তস্মাদ্ ধর্মেণ বিজয়ং কোষং লিপ্সেত ভূমিপঃ ॥ ২২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি বিজিগীষমাণবৃত্তে
পঞ্চনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৫

ও পাপেরই দ্বারা সে বিনাশের মুখে আসিয়া পতিত হয় সে নিজেকে দেবতার ন্যায় অজর অমর মনে করে, কিন্তু সে বরুণের পাশে সর্বতোভাবে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। ১৮-২০

যেরূপ চর্মের বিশাল থলি বায়ুর দ্বারা ফুলিয়া উঠে, সেইরূপ পাপী পাপেরই দ্বারা ফুলিয়া উঠে। সে কখনও পুণ্য কর্মে প্রবৃত্ত হয় না। তারপর যেরূপ নদীর উভয় তীরে স্থিত বৃক্ষ সে স্থানে সমূলে উৎপাটিত হইয়া নদীতে বহিয়া যায়, সেইরূপ ঐ পাপীও সমূলে নষ্ট হইয়া ধ্বংসের দিকেই চলিয়া যায়। ২১

প্রস্তরে পতিত হইয়া ভগ্ন কুম্ভের ন্যায় সে খণ্ড খণ্ড হইয়া যায় এবং সকল লোকেই তাহার নিন্দা করিতে থাকে; অতএব রাজার কর্তব্য হইল—তিনি ধর্মানুসারেই ধন ও জয়লাভ করিবার ইচ্ছা করিবেন। ২২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্বে জয়াভিলাষী রাজার আচরণ-বিষয়ক পঞ্চনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষণ্ণবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[রাজ্ঞো নিশ্ছল-ধর্মযুক্তব্যবহারস্য প্রশংসা]

ভীষ্ম উবাচ।

নাধর্মেণ মহীং জেতুং লিপ্সেত জগতীপতিঃ
অধর্মবিজয়ং লব্ধ্বা কো নু মন্যেত ভূমিপঃ ॥ ১
অধর্মযুক্তো বিজয়ো হ্রুবোঽস্বর্গ্য এব চ।
সাদয়ত্যেষ রাজানং মহীঞ্চ ভরতর্ষভ ॥ ২
বিশীর্ণকবচং চৈব তবাস্মীতি চ বাদিনম্
কৃতাঞ্জলিং ন্যস্তশস্ত্রং গৃহীত্বা ন হি হিংসয়েৎ ॥

বলেন বিজিতো যশ্চ ন তং যুধ্যেত ভূমিপঃ।
সংবৎসরং বিপ্রণয়েৎ তস্মাজ্জাতঃ পুনর্ভবেৎ ॥ ৪
নার্বাক্সংবৎসরাৎ কন্যা প্রষ্টব্যা বিক্রমাহৃতা
এবমেব ধনং সর্বং যচ্চান্যৎ সহসাঽঽহৃতম্ ॥ ৫
ন তু বধ্যধনং তিষ্ঠেৎ পিবেয়ুর্ব্রাহ্মণাঃ পয়ঃ।
যুঞ্জীরন্নপ্যনড়ুহঃ ক্ষন্তব্যং বা তদা ভবেৎ ॥ ৬

ষণ্ণবতিতম অধ্যায়

[রাজার ছলনাহীন ধর্মযুক্ত ব্যবহারের প্রশংসা।

ভীষ্ম বলিলেন,—কোনও ভূপতিই অধর্মের দ্বারা পৃথিবীকে জয় করিতে ইচ্ছা করিবেন না। অধর্মের দ্বারা জয়লাভ করিয়া কোন্ রাজা সম্মানিত হইতে পারেন? ১

অধর্মের দ্বারা প্রাপ্ত জয়লাভ স্বর্গ হইতে বিচ্যুত করিয়া দেয় এবং সেই জয় অস্থায়ী হয়। ভরতশ্রেষ্ঠ! এরূপ জয় রাজা ও রাজ্য উভয়কেই পাতিত করে॥ ২

যাহার কবচ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছে, যে 'আমি আপনারই' এই কথা বলিতে থাকে, যে কৃতাঞ্জলি হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে এবং যে অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছে, এরূপ বিপক্ষ যোদ্ধাকে বন্দী করিয়া বধ করিবে না॥ ৩

যাহাকে বলের দ্বারা পরাজিত করা হইয়াছে, তাহার সহিত কখনও রাজা যুদ্ধ করিবেন না। তাহাকে বন্দী করিয়া একবৎসর পর্যন্ত অনুকূল থাকিবার শিক্ষা দিবেন, তখন তাহার পুনর্জন্ম হইবে। সে বিজয়ী রাজার নিকট পুত্রের ন্যায় হইয়া যায় (এই কারণে এক বৎসর পর তাহাকে ছাড়িয়া দিতে হয়)॥ ৪

যদি রাজা কোন কন্যাকে নিজ পরাক্রমে হরণ করিয়া আনেন, তবে এক বৎসরকাল তাহাকে কোন প্রশ্ন করিবেন না (এক বৎসরের পর জিজ্ঞাসা করিলে সেই কন্যা যদি অন্য কাহাকেও বরণ করিতে ইচ্ছুক হয়, তবে তাহাকে রাজা ফিরাইয়া দিবেন)। এইভাবে সহসা ছলের দ্বারা অপহৃত সমস্ত ধন সম্বন্ধেও জানিতে হইবে (উহাও এক বৎসরের পর তাহার প্রভুকে (মালিককে) ফিরাইয়া দেওয়া উচিত)॥ ৫

চোরাদি অপরাধিগণের যদি ধন নেওয়া হয়, তবে উহা নিজের নিকটে রাখিবে না (কোন সার্বজনীন কার্যে তাহা ব্যয় করিবে) এবং যদি গরু অপহরণ করিয়া আনা হয়, তবে উহার দুধ স্বয়ং

রাজ্ঞা রাজ্ঞৈব যোদ্ধব্যস্তথা ধর্ম্মো বিধীয়তে
নান্যো রাজানমভ্যসেদরাজন্যঃ কথঞ্চন ॥ ৭
অনীকয়োঃ সংহতয়োর্যদীয়াদ্ ব্রাহ্মণোঽন্তরা
শান্তিমিচ্ছন্নুভয়তো ন যোদ্ধব্যঃ তদা ভবেৎ ॥ ৮
মর্য্যাদাং শাশ্বতীং ভিন্দ্যাদ্ ব্রাহ্মণং যোঽভিলঙ্ঘয়েৎ।
অথ চেল্লঙ্ঘয়েদেব মর্য্যাদাং ক্ষত্রিয়ব্রুবঃ ॥ ৯
অসংখ্যেয়স্তদূর্দ্ধ্বং স্যাদনাদেয়শ্চ সংসদি
যস্তু ধর্মবিলোপেন মর্য্যাদাভেদনেন চ ॥ ১০
তাং বৃত্তিং নানুবর্তেত বিজিগীষুর্মহীপতিঃ।
ধর্মলব্ধাদ্ধি বিজয়াল্লাভঃ কোঽন্যাধিকো ভবেৎ ॥ ১১
সহসানার্য্যভূতানি ক্ষিপ্রমেব প্রসাদয়েৎ।
সান্ত্বেন ভোগদানেন স রাজ্ঞাং পরমো নয়ঃ ॥১২

ভুজ্যমানা হ্যযোগেন স্বরাষ্ট্রাদভিতাপিতাঃ।
অমিত্রাস্তমুপাসীরন্ বাসনৌঘপ্রতীক্ষিণঃ ॥ ১৩
অমিত্রোপগ্রহং চাস্য তে কুর্য্যুঃ ক্ষিপ্রমাপদি।
সন্তুষ্টাঃ সর্বতো রাজন্ রাজব্যসনকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ১৪
নামিত্রো বিনিকর্তব্যো নাতিচ্ছেদ্যঃ কথঞ্চন।
জীবিতং হ্যপ্যতিচ্ছিন্নঃ সন্ত্যজেচ্চ কদাচন ॥ ১৫
অল্পেনাপি সংযুক্তস্তুষ্যতেব নরাধিপঃ।
শুষ্কং জীবিতমেবাপি তাদৃশো বহু মন্যতে ॥ ১৬
যস্য স্ফীতো জনপদঃ সম্পন্নঃ প্রিয়রাজকঃ।
সন্তুষ্টভৃত্যসচিবো দৃঢ়মূলঃ স পার্থিবঃ ॥ ১৭
ঋত্বিক্‌পুরোহিতাচার্য্যা যে চান্যে শ্রুতসম্মতাঃ।
পূজার্হাঃ পূজিতা যস্য স বৈ লোকবিদুচ্যতে ॥ ১৮

পান না করিয়া ব্রাহ্মণগণকে পান করাইবে। যদি বলীবর্দ্দ (বলদ) গরু হয়, তাহা হইলে উহা ব্রাহ্মণের যানেই (গাড়ীতেই) যোজনা করিবে অথবা ঐসব অপহৃত বস্তু বাধনের স্বামী আসিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করে, তবে তাহাকে ক্ষমা করিয়া তাহার ধন ফিরাইয়া দিবে। ৬

রাজার রাজার সহিতই যুদ্ধ করা উচিত। তাঁহার পক্ষে ইহাই ধর্ম্ম। যে রাজা বা রাজকুমার নহে, তাহারও কোনরূপেই রাজার উপর অস্ত্রপ্রয়োগ করা উচিত নয়। ৭

উভয় পক্ষের সৈন্যরা যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া পড়িলে যদি সেই সময় উহাদের মধ্যে কোন ব্রাহ্মণ সন্ধি করাইবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে তৎক্ষণাৎ উভয় পক্ষেরই যুদ্ধ বন্ধ করা উচিত। ৮

ইহাদের মধ্যে যে কোনও পক্ষ যদি সেই ব্রাহ্মণকে লঙ্ঘন করিয়া থাকে, তাহা হইলে সেই পক্ষ অনাদিকাল হইতে প্রচলিত সনাতন মর্য্যাদাকেই অতিক্রম করে। যদি নিজেকে ক্ষত্রিয় বলিয়া অভিহিতকারী কোন অধম যোদ্ধা সেই মর্য্যাদাকে লঙ্ঘন করে, তবে তাহার পর তাহাকে আর ক্ষত্রিয় মধ্যে গণনা করা উচিত হইবে না এবং কোন ক্ষত্রিয় সভায় তাহাকে স্থানও দেওয়া উচিত হইবে না। ৯-১

যদি কেহ ধর্ম্মের লোপ ও মর্য্যাদা ভঙ্গ করত জয়লাভ করে, তবে তাহার সেই আচরণ কোনও জয়াভিলাষী নরপতির অনুসরণ করা কর্ত্তব্য নহে। ধর্ম্মের দ্বারা প্রাপ্ত জয়লাভ হইতে শ্রেষ্ঠ আর অন্য কি লাভ আছে? ১০-১১

বিজয়ী রাজার কর্ত্তব্য হইল—তিনি মধুর বাক্য বলিয়া এবং উপভোগের বস্তু সকল প্রদান করিয়া অনার্য্য স্নেহাদি প্রজাদিগকে অতিসত্বর প্রসন্ন করিবেন। ইহাই রাজার সর্ব্বোত্তম নীতি। ১২

যদি এরূপ না করিয়া অনুচিত কঠোরতার দ্বারা তাহাদিগকে শাসন করা হয়, তবে তাহারা দুঃখিত হইয়া নিজেদের দেশ হইতে চলিয়া যাইবে এবং শত্রু হইয়া বিজয়ী রাজার বিপদের পর বিপদ দেখিবার জন্য প্রতীক্ষা করত অন্য কোন স্থানে অবস্থান করিতে থাকে। ১৩

রাজন্! যখন বিজয়ী রাজার উপর কোন বিপদ আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন সেই রাজার বিপদাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ সর্ব্বপ্রকারে সন্তুষ্ট হইয়া শত্রুর পক্ষ গ্রহণ করিয়া থাকে। ১৪

শত্রুর সহিত ছলনা করিতে নাই। তাহাকে কোন রূপেই সর্ব্বতোভাবে উচ্ছেদ করাও যুক্তিযুক্ত নহে। অত্যন্ত ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিলে পর সে কোন সময়ে নিজের জীবন ত্যাগও করিতে পারে। ১৫

যে রাজা অল্প লাভে সংযুক্ত হইলেই সন্তুষ্ট থাকেন, এরূপ নরপতি নির্দোষ জীবনকেই অধিক মহত্ত্ব বলিয়া মনে করেন। ১৬

যে রাজার দেশ সমৃদ্ধিশালী, ধন-ধান্যে সম্পন্ন এবং রাজভক্ত, যাঁহার সেবক ও মন্ত্রিগণ সন্তুষ্ট থাকেন, সেই ভূপাল দৃঢ়মূল বলিয়া পরিচিত। ১৭

যে রাজা ঋত্বিক্, পুরোহিত, আচার্য্য ও অন্যান্য পূজ্যযোগ্য শাস্ত্রজ্ঞগণের সর্ব্বতোভাবে পূজা করেন, সেই রাজাকে লোকগতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ বলিয়া বলা হয়। ১৮

এতেনৈব চ বৃত্তেন মহীং প্রাপ সুরোত্তমঃ।
অনেন চেন্দ্রবিষয়ং বিজিগীষন্তি পার্থিবাঃ ॥ ১৯
ভূমিবর্জং ধনং রাজা জিত্বা রাজন্ মহাহবে।
অপি চান্নৌষধীঃ শশ্বদাজহার প্রতর্দনঃ ॥ ২০
অগ্নিহোত্রাগ্নিশেষঞ্চ হবির্ভোজনমেব চ।
আজহার দিবোদাসস্ততো বিপ্রকৃতোঽভবৎ ॥ ২১
সরাজকানি রাষ্ট্রাণি নাভাগো দক্ষিণাং দদৌ
অন্যত্র শ্রোত্রিয়স্বাচ্চ তাপসার্থাচ্চ ভারত ॥ ২২

উচ্চাবচানি বিত্তানি ধর্মজ্ঞানাং যুধিষ্ঠির।
আসন্ রাজ্ঞাং পুরাণানাং সর্বং তন্মম রোচতে ॥ ২৩
সর্ববিত্তাতিরেকেণ জয়মিচ্ছেন্মহীপতিঃ।
ন মায়য়া ন দম্ভেন য ইচ্ছেদ্ ভূতিমাত্মনঃ ॥ ২৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি বিজিগীষমাণবৃত্তে
ষন্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৬

এইরূপ আচরণের দ্বারাতেই দেবরাজ ইন্দ্র রাজ্যলাভ করিয়াছেন এবং এইরূপ আচরণেই নৃপতিগণ স্বর্গরাজ্য জয় করিতে সমর্থ হন ॥ ১৯

রাজন্! পুরাকালে রাজা প্রতর্দন মহাযুদ্ধে জয়লাভ করত পরাজিত রাজার কেবল ভূমি পরিত্যাগ করত অবশিষ্ট সমস্ত ধন, অন্ন ও ওষধিসমূহ নিজের রাজধানীতে লইয়া আসিয়াছিলেন ॥ ২০

রাজা দিবোদাস অগ্নিহোত্র যজ্ঞের অবশিষ্ট হবিস্ত এবং ভোজনও আহরণ করিয়া আনিয়াছিলেন। ইহাতে তিনি তিরস্কৃত হইয়াছিলেন ॥ ২১

হে ভারত! রাজা নাভাগ শ্রোত্রিয় ও তাপসগণের ধন পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট সম্পূর্ণ রাষ্ট্রকেই দক্ষিণারূপে ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ২২

যুধিষ্ঠির! প্রাচীন ধর্মজ্ঞ রাজাদের নিকট যে সমস্ত নানা প্রকার ধন ছিল, সেই সব আমারও অতিশয় রুচিকর ছিল ॥ ২৩

যে রাজার নিজের বৈভব বৃদ্ধির ইচ্ছা আছে, তিনি সমস্ত বিদ্যার উৎকর্ষের দ্বারা জয়লাভ করিতে অভিলাষী হইবেন, দম্ভ বা মায়ার দ্বারা নহে ॥ ২৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্বে বিজয়াভিলাষী রাজার আচরণবিষয়ক ষন্নবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[বীরবর-ক্ষত্রিয়াণাং কর্তব্যসা, তেষামাত্মশুদ্ধেঃ, সদ্-গতেশ্চ বর্ণনম্।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ক্ষত্রধর্মাদ্ধি পাপীয়ান্ ধর্মোঽস্তি নরাধিপ
অপযানেন যুদ্ধেন রাজা হন্তি মহাজনম্ ॥ ১
অথ স্ম কর্মণা কেন লোকান্ জয়তি পার্থিবঃ
বিদ্বন্ জিজ্ঞাসমানায় প্রব্রূহি ভরতর্ষভ ॥ ২

ভীষ্ম উবাচ

নিগ্রহেণ চ পাপানাং সাধূনাং সংগ্রহেণ চ
যজ্ঞৈর্দানৈশ্চ রাজানো ভবন্তি শুচয়োমলাঃ ॥ ৩
উপরুন্ধন্তি রাজানো ভূতানি বিজয়ার্থিনঃ।
ন এব বিজয়ং প্রাপ্য বর্ধয়ন্তি পুনঃ প্রজাঃ ॥ ৪
অপবিধ্যন্তি পাপানি দানযজ্ঞতপোবলৈঃ।
অনুগ্রহায় ভূতানাং পুণ্যমেষাং বিবর্ধতে ॥ ৫

যথৈব ক্ষেত্রনির্য্যাতা নির্য্যাতং ক্ষেত্রমেব চ।
হিনস্তি ধান্যং কক্ষঞ্চ ন চ ধান্যং বিনশ্যতি ॥ ৬
এবং শস্ত্রাণি মুঞ্চন্তো ঘ্নন্তি বধ্যানেকধা।
তস্যৈষাং নিষ্কৃতিঃ কৃৎস্না ভূতানাং ভাবনঃ পুনঃ ॥ ৭
যো ভূতানি ধনাক্রান্ত্যা বধাৎ ক্লেশাচ্চ রক্ষতি।
দস্যুভ্যঃ প্রাণদানাৎ স ধনদঃ সুখদো বিরাট্ ॥ ৮
স সর্বযজ্ঞৈরীজানো রাজাথাভয়দক্ষিণৈঃ।
অনুভূয়েহ ভদ্রাণি প্রাপ্নোতীন্দ্রসলোকতাম্ ॥ ৯
ব্রাহ্মণার্থে সমুৎপন্নে যোঽরিভিঃ সৃত্য যুধ্যতি।
আত্মানং যূপমুৎসৃজ্য স যজ্ঞোঽনন্তদক্ষিণঃ ॥ ১০
অভীতো বিকিরন্ শত্রূন্ প্রতিগৃহ্য শরাংস্তথা।
ন তস্মাদ্বিদ্যতে শ্রেয়ো ভুবি পশ্যন্তি কিঞ্চন ॥ ১১

সপ্তনবতিতম অধ্যায়।

[বীরবর ক্ষত্রিয়গণের কর্তব্য, তাঁহাদের আত্মশুদ্ধি এবং সদ্গতি বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন—নরেশ্বর! ক্ষত্রিয়ধর্ম হইতে অধিক পাপপূর্ণ অন্য কোন আর দ্বিতীয় ধর্ম নাই; কারণ, রাজা কোন দেশের উপর আক্রমণের দ্বারা এবং যুদ্ধের দ্বারা প্রভূত জনসংহার করিয়া থাকেন ॥ ১

বিদ্বন্! ভরতশ্রেষ্ঠ! এখন আমি ইহাই জানিতে চাই যে, এরূপ অবস্থায় রাজার কোন্ কর্মের দ্বারা পুণ্য লোকপ্রাপ্তি হয়; অতএব আপনি উহাই আমাকে বলুন ॥ ২

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! পাপিগণকে দণ্ডদান এবং সকল পুরুষকে স্বপক্ষে সাদরপূর্বক আনয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান ও দানকর্ম করিলে পর রাজারা সর্বপ্রকারে দোষসকল হইতে মুক্ত হইয়া নির্মল এবং শুদ্ধ হইয়া যান ॥ ৩

যে রাজা জয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া যুদ্ধের সময় প্রাণিগণকে কষ্ট দান করেন, তিনিই জয়লাভের পর পুনরায় প্রজাদিগকে সর্বতোভাবে উন্নতিবিধান করিয়া থাকেন ॥ ৪

তিনি দান, যজ্ঞ ও তপস্যার প্রভাবে সমস্ত পাপ দূরীভূত করেন। তারপর প্রাণিগণের প্রতি অনুগ্রহ করিবার ফলে তাঁহার পুণ্যেরও বৃদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৫

যেরূপ নিড়াইতে ইচ্ছুক কোন কৃষক জমি নিড়াইবার সময় ঘাস প্রভৃতির সহিত কত ধানগাছও কাটিয়া ফেলে, তথাপি ধান নষ্ট হয় না পরন্তু নিড়াইবার ফলে সেই ধানের আরও গোছ বৃদ্ধি হয়, সেইরূপ যে রাজা যুদ্ধে নানাপ্রকার অস্ত্রসকল প্রহার করিয়া রাজসৈন্যদের বধ করিবার যোগ্য শত্রুসৈন্যদের নানাভাবে বধ করে, রাজার সেই কর্মের ইহাই পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত যে, সেই যুদ্ধের পর সেই রাজ্যের প্রাণিগণের পুনরায় সর্বপ্রকারে উন্নতি সাধন করা ॥ ৬-৭

যে রাজা সমস্ত প্রজাদের ধনক্ষয়, প্রাণনাশ ও দুঃখসকল হইতে রক্ষা করেন এবং দস্যুদের নিকট হইতে রক্ষা করিয়া জীবন দান করেন, সেই রাজা প্রজাগণের সুখ ও ধনদাতা পরমেশ্বর বলিয়া কথিত হন্ ॥ ৮

এই রাজা সমস্ত যজ্ঞসমূহের দ্বারা শ্রীভগবানের আরাধনা করত প্রাণিগণকে অভয় দান করিতে করিতে ইহলোকে সুখভোগ করেন এবং পরলোকেও ইন্দ্রতুল্য স্বর্গলোকের অধিকারী হন ॥ ৯

ব্রাহ্মণকে রক্ষা করিবার সুযোগ আসিলে যিনি অগ্রসর হইয়া শত্রুদের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করেন এবং নিজের দেহকে যূপের ন্যায় উৎসর্গ করিয়া থাকেন, তাঁহার এই ত্যাগ অনন্ত দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞের সদৃশ ॥ ১০

যিনি নির্ভয় হইয়া শত্রুদের উপর বাণসমূহ বর্ষণ করেন এবং স্বয়ংও বাণসকলের আঘাত সহ্য করেন, সেই ক্ষত্রিয়ের ঐ কর্ম হইতে শ্রেষ্ঠ এ জগতে অন্য কোন কল্যাণকারী কর্ম দেবতারাও দেখিতে পান না ॥ ১১

তস্য শস্ত্রাণি যাবন্তি ত্বচং ভিন্দন্তি সংযুগে।
তাবতঃ সোঽশ্নুতে লোকান্ সর্বকামদুহোঽক্ষয়ান্ ॥১২
যদস্য রুধিরং গাত্রাদাহবে সম্প্রবর্ততে
সহ তেনৈব রক্তেন সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১৩
যানি দুঃখানি সহতে ক্ষত্রিয়ো যুধি তাপিতঃ।
তেন তেন তপো ভূয় ইতি ধর্মবিদো বিদুঃ ॥ ১৪
পৃষ্ঠতো ভীরবঃ সংখ্যে বর্তন্তেঽধর্মপুরুষাঃ।
শূরাচ্ছরণমিচ্ছন্তঃ পর্জন্যাদিব জীবনম্ ॥ ১৫
যদি শূরস্তথা ক্ষেমং প্রতিরক্ষেদ্ যথাভয়ে।
প্রতিরূপং জনং কুর্য্যান্ন চেৎ তদ্বর্ততে তথা ॥ ১৬
যদি তে কৃতমাজ্ঞায় নমস্যুর্যুঃ সদৈবতম্।
যুক্তং ন্যায্যঞ্চ কুর্য্যুস্তে ন চ তদ্ বর্ততে তথা ॥ ১৭
পুরুষাণাং সমানানাং দৃশ্যতে মহদন্তরম্।
সংগ্রামেঽনীকবেলায়ামুৎক্রুষ্টেঽভিপতন্তাত ॥ ১৮
পতত্যভিমুখঃ শূরঃ পরান্ ভীরুঃ পলায়তে।
আস্থায় স্বর্গ্যমধ্বানং সহায়ান্ বিষমে ত্যজেৎ ॥ ১৯
মা স্ম তাংস্তাদৃশাত্তাত জনিষ্ঠাঃ পুরুষাধমান্।
যে সহায়ান্ রণে হিত্বা স্বস্তিমন্তো গৃহান্ যযুঃ ॥ ২০
অস্বস্তি তেভ্যঃ কুর্বন্তি দেবা ইন্দ্রপুরোগমাঃ।
ত্যাগেন যঃ সহায়ানাং স্বান্ প্রাণাংস্ত্রাতুমিচ্ছতি ॥২১
তং হন্যুঃ কাষ্ঠলোষ্টৈর্বা দহেয়ুর্বা কটাগ্নিনা।
পশুবন্মারয়েয়ুর্বা ক্ষত্রিয়া যে স্যুরীদৃশাঃ ॥ ২২
অধর্মঃ ক্ষত্রিয়স্যৈষ যচ্ছয্যামরণং ভবেৎ।
বিসৃজন্ শ্লেষ্মমূত্রাণি কৃপণং পরিদেবয়ন্ ॥ ২৩
অবিক্ষতেন দেহেন প্রলয়ং যোঽধিগচ্ছতি।
ক্ষত্রিয়ো নাস্য তৎ কর্ম প্রশংসন্তি পুরাবিদঃ ॥২৪

যুদ্ধস্থলে যত সংখ্যক অস্ত্র সেই বীর যোদ্ধার ত্বক্ (চামড়া) বিদীর্ণ করে, তিনি ততসংখ্যক সর্বকামনাপূরক অক্ষয় লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ১২

সমরাঙ্গণে তাঁহার দেহে যে রক্ত প্রবাহিত হইতে থাকে, সেই রক্তের সহিতই তিনি সমস্ত পাপসমূহ হইতে মুক্ত হইয়া যান। ১৩

যুদ্ধে যাপসমূহে পীড়িত ক্ষত্রিয় যে সকল দুঃখ সহ্য করেন, সেই সব কষ্টের দ্বারা তাঁহার তপস্যাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে থাকে—ইহাই ধর্মজ্ঞ পুরুষগণ জানেন। ১৪

যেরূপ সমস্ত প্রাণী মেঘ হইতে জীবনদায়ক জলের কামনা করে, সেইরূপ বীর যোদ্ধা হইতে নিজের রক্ষার্থী ভীত ও নীচ শ্রেণীর মানুষ যুদ্ধে বীর যোদ্ধাগণেরই পশ্চাতে অবস্থান করে।১৫

অভয়কাল সদৃশ সেই ভয়ের কালেও যদি কোন বীর যোদ্ধা সেই ভীরু পুরুষকে কুশলের সহিত রক্ষা করেন, তবে তাহার প্রতি সেই যোদ্ধা নিজের অনুরূপ উপকার ও পুণ্য কার্য করিয়া থাকেন। যদি পৃষ্ঠবর্তী পুরুষকে সেই যোদ্ধা নিজের ন্যায় রক্ষা করিতে না পারেন, তাহা হইলেও তিনি পূর্ব কথিত পুণ্যভাগী হইয়া থাকেন। ১৬

সেই রক্ষিত মানুষসকল কৃতজ্ঞ হইয়া সর্বদাই উক্ত বীর যোদ্ধার সম্মুখে নতমস্তক হইয়া অবস্থান করিবে এবং তাহার প্রতি উচিত ও ন্যায়সঙ্গত কর্তব্য পালন করিবে, অন্যথা তাহাদের স্থিতি ইহার বিপরীত হইয়া যাইবে। ১৭

সকল পুরুষই দেখিতে সমান হইলেও যুদ্ধস্থলে যখন সৈন্যগণের পরস্পর মিলিত হইবার সময় আসিবে এবং চারিদিকে বীর-যোদ্ধাদের আহ্বান হইতে থাকিবে, সেই সময় তাহাদের মধ্যে অতিশয় পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয়। এক শ্রেণীর বীর ত' নির্ভয় হইয়াই শত্রুদের উপর আক্রমণ করেন, আর অন্য এক শ্রেণীর বীর নিজেদের প্রাণ রক্ষার চিন্তায় আক্রান্ত হন। ১৮

বীরবর যোদ্ধা শত্রুর দিকে সবেগে অগ্রসর হইতে থাকেন এবং ভীরু পুরুষ পলায়ন করিতে আরম্ভ করে। এই যোদ্ধা স্বর্গলোকের পথে উপস্থিত হইয়াও নিজের সহায়কগণকে সেই সঙ্কটের সময়ও একাকী পরিত্যাগ করে ॥ ১৯

তাত! যে ব্যক্তিগণ রণাঙ্গনে নিজের সহায়কদিগকে পরিত্যাগ করিয়া সকুশলে নিজের গৃহে ফিরিয়া আসে, সেই নরাধম পুরুষগণকে তুমি কখনও জন্মাইতে দিবে না ॥ ২০

ইন্দ্রাদিদেবগণও তাহাদের অমঙ্গল করেন। যে যোদ্ধা নিজের সহায়কগণকে পরিত্যাগ করিয়া বীর প্রাণরক্ষার ইচ্ছা করে, এরূপ কাপুরুষকে তাহার সঙ্গী ক্ষত্রিয়গণ কাষ্ঠ ও লোষ্ট (ঢিল)-সকলের দ্বারা আঘাত করিবে অথবা তৃণরাশির অগ্নিতে দগ্ধ করিবে কিংবা পশুর ন্যায় গলা টিপিয়া বধ করিবে। ২১-২২

শয্যায় শয়ন করত মৃত্যুবরণ করা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অধর্ম। যে ক্ষত্রিয় কফ ও মলমূত্র ত্যাগ করে এবং দুঃখী হইয়া বিলাপ করিতে করিতে অক্ষত দেহে মৃত্যুলাভ করে, তাহার এই কর্মকে প্রাচীন ধর্মে অভিজ্ঞ বিদ্বান্ পুরুষ প্রশংসা করেন না ॥২৩-২৪

ন গৃহে মরণং তাত ক্ষত্রিয়াণাং প্রশস্যতে।
শৌটীরাণামশৌটীর্যমধর্ম্যং কৃপণঞ্চ তৎ ॥ ২৫
ইদং দুঃখং মহৎ কষ্টং পাপীয় ইতি নিষ্টনন্।
প্রতিধ্বস্তমুখঃ পূতিরমাত্যাননুশোচয়ন্ ॥ ২৬
অরোগাণাং স্পৃহয়তে মুহুর্মুহুস্ত্বামপীচ্ছতি।
বীরো দৃপ্তোঽভিমানী চ নেদৃশং মৃত্যুমর্হতি ॥ ২৭
রণেষু কদনং কৃত্বা জ্ঞাতিভিঃ পরিবারিতঃ।
তীক্ষ্ণৈঃ শস্ত্রৈরভিক্লিষ্টঃ ক্ষত্রিয়ো মৃত্যুমর্হতি ॥ ২৮
শূরো হি কাম-মন্যুভ্যামাবিষ্টো যুধ্যতে ভৃশম্
হন্যমানানি গাত্রাণি পরৈর্নৈবাববুধ্যতে ॥ ২৯

তাত! কারণ, বীর ক্ষত্রিয়গণের গৃহে মৃত্যু হউক, ইহা তাঁহাদের পক্ষে প্রশংসার বিষয় নহে। বীরবৃন্দের পক্ষে কাতরতা ও দীনতা প্রকাশ অধর্ম্য কার্য্য ॥ ২৫

'ইহা অতিশয় দুঃখের বিষয়, অত্যন্ত পীড়া হইতেছে এবং ইহা আমার কোন মহাপাপের সূচক' এরূপ আর্ত্তনাদ করা, বিকৃত মুখ হইয়া যাওয়া, দুর্গন্ধপূর্ণ দেহ মন্ত্রীদের জন্য সর্ব্বদা শোক করা, নীরোগ মানুষের ন্যায় অবস্থান করিবার কামনা করা এবং বর্ত্তমান রুগ্নাবস্থায় বারংবার মৃত্যুর ইচ্ছা প্রকাশ করা—এরূপ মৃত্যু কোন স্বাভিমানী বীরের যোগ্য নয়। ২৬-২৯

ক্ষত্রিয়গণের কর্ত্তব্য হইল—নিজের সজাতীয় বন্ধুবর্গে পরিপূর্ণ সমরাঙ্গণে শত্রুদের সংহার করিতে করিতে তাহাদের তীক্ষ্ণ অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারা অত্যন্ত পীড়িত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করা, কারণ, ক্ষত্রিয় এরূপ মৃত্যুরই যোগ্য ॥ ২৮

স সংখ্যে নিধনং প্রাপ্য প্রশস্যং লোকপূজিতম্।
স্বধর্মং বিপুলং প্রাপ্য শক্রসোতি সলোকতাম্ ॥ ৩০
সর্বোপায়ৈ রণমুখমাতিষ্ঠংস্ত্যক্তজীবিতঃ
প্রাপ্নোতীন্দ্রস্য সালোক্যং শূরঃ পৃষ্ঠমদর্শয়ন্ ॥ ৩১
যত্র যত্র হতঃ শূরঃ শক্রভিঃ পরিবারিতঃ।
অক্ষয়াল্লভতে লোকান্ যদি দৈন্যং ন সেবতে ॥ ৩১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি
সপ্তনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৭

শৌর্য্যশালী বীর ক্ষত্রিয় বিজয়কামনা ও শত্রুর প্রতি রোষযুক্ত হইয়া তীব্রবেগে যুদ্ধ করিয়া থাকেন শত্রুগণের দ্বারা অস্ত্রাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হইতে থাকিলেও তাঁহার কোন বোধ থাকে না। ২৯

তিনি যুদ্ধে লোকপূজিত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মৃত্যু ও বিপুল স্বধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্রলোকে গমন করেন। ৩০

বীর যোদ্ধা প্রাণের মোহ পরিত্যাগ করত যুদ্ধের সম্মুখভাগে অবস্থান করত সর্ব্ববিধ উপায়ে যুদ্ধ করিতে থাকেন এবং শত্রুকে কখনও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করান না; এরূপ বীর ইন্দ্রতুল্য লোকের অধিকারী হন্ ॥ ৩১

শত্রুগণে পরিবৃত বীর যোদ্ধা যদি মনে দীনতা না আনেন, তবে তিনি যে অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করুন না কেন অক্ষয় লোক তিনি অবশ্যই লাভ করেন ॥ ৩২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে সপ্তনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ইন্দ্রাম্বরীষয়োঃ সংবাদে নদী যজ্ঞরূপকাণাং বর্ণনম্, সমরাঙ্গণে যুদ্ধং কুর্ব্বতাং মৃত্যুবরণকারিণাং যোধানামুত্তম-লোকপ্রাপ্তিকথনঞ্চ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ

কে লোকা যুধ্যমানানাং শূরাণামনিবর্ত্তিনাম্
ভবন্তি নিহতং প্রাপ্য জন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ।

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
অম্বরীষস্য সংবাদমিন্দ্রস্য চ যুধিষ্ঠির ॥ ২

অম্বরীষো হি নাভাগিঃ স্বর্গং গত্বা সুদুর্লভম্
দদর্শ সুরলোকস্থং শক্রেণ সচিবং সহ ॥ ৩

সর্বতেজোময়ং দিব্যং বিমানবরমাস্থিতম্।
উপর্যুপরি গচ্ছন্তং স্বং বৈ সেনাপতিং প্রভুম্ ॥৪

স দৃষ্ট্বোপরি গচ্ছন্তং সেনাপতিমুদারধীঃ।
ঋদ্ধিং দৃষ্ট্বা সুদেবস্য বিস্মিতঃ প্রাহ বাসবম্ ॥ ৫

অম্বরীষ উবাচ।

সাগরান্তাং মহীং কৃৎস্নামনুশাস্য যথাবিধি
চাতুর্বর্ণ্যে যথাশাস্ত্রং প্রবৃত্তো ধর্মকাম্যয়া ॥ ৬

ব্রহ্মচর্য্যেণ ঘোরেণ গুর্বাচারেণ সেবয়া
বেদানধীত্য ধর্মেণ রাজশাস্ত্রঞ্চ কেবলম্ ॥ ৭

অতিথীনন্নপানেন পিতৃংশ্চ স্বধয়া তথা
ঋষীন্ স্বাধ্যায়দীক্ষাভির্দেবান্ যজ্ঞৈরনুত্তমৈঃ ॥ ৮

ক্ষত্রধর্মে স্থিতো ভূত্বা যথাশাস্ত্রং যথাবিধি।
উদীক্ষমাণঃ পৃতনাঃ জয়ামি যুধি বাসব ॥ ৯

দেবরাজ সুদেবোঽয়ং মম সেনাপতিঃ পুরা
আসীদ্ যোধঃ প্রশান্তাত্মা সোঽয়ং কস্মাদতীব মাম্ ॥১০

অনেন ক্রতুভির্মুখ্যৈর্নেষ্টং নাপি দ্বিজাতয়ঃ।
তর্পিতা বিধিবচ্ছক্র সোঽয়ং কস্মাদতীব মাম্ ॥ ১১

অষ্টনবতিতম অধ্যায়।

[ইন্দ্র ও অম্বরীষের সংবাদে নদী এবং যজ্ঞের রূপকসকলের বর্ণন এবং সমরাঙ্গণে যুদ্ধ করিতে করিতে মৃত্যুবরণকারী যোদ্ধা-গণের উত্তমলোকসকল প্রাপ্তিকথন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! যে সব বীর যোদ্ধা শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে থাকেন এবং কখনও যুদ্ধ হইতে পলায়ন করেন না, উহারা রণাঙ্গনে মৃত্যুবরণ করত কোন্ লোকে গমন করেন, তাহা আমাকে বলুন। ১

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! জ্ঞানিগণ এ বিষয়ে অম্বরীষ ও ইন্দ্রের সংবাদরূপ এক প্রাচীন ইতিহাসের উদাহরণ দিয়া থাকেন। ২

নাভাগপুত্র অম্বরীষ অত্যন্ত দুর্লভ স্বর্গলোকে গমন করত দর্শন করিলেন, তাঁহার সেনাপতি দেবলোকে ইন্দ্রের সহিত বিরাজমান আছেন। ৩

তিনি সম্পূর্ণ তেজস্বী, দিব্য ও শ্রেষ্ঠ বিমানে আরোহণ করত তাঁহার উপরে উপরে গমন করিতেছিলেন। নিজের শক্তিশালী সেনাপতিকে তাঁহা হইতে উপরে যাইতে দেখিয়া সুদেবের সেই সমৃদ্ধি প্রত্যক্ষ দর্শন করত উদারবুদ্ধি রাজা অম্বরীষ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং ইন্দ্রকে বলিলেন। ৪-৫

অম্বরীষ বলিলেন,—দেবরাজ! আমি সমুদ্রপর্য্যন্ত সমগ্র পৃথিবীকে বিধি অনুসারে শাসন ও সংরক্ষণ করিয়াছি। শাস্ত্রের বাক্যানুসারে ধর্ম কামনা করিয়া ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের পালনে তৎপর ছিলাম। ৬

আমি কঠোর ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করত গুরু কর্তৃক উপদিষ্ট আচার ও গুরুসেবা দ্বারা যথানুসারে বেদসকল অধ্যয়ন করিয়া রাজশাস্ত্রও বিশেষভাবে শিক্ষা করিয়াছি। ৭

অন্ন-পানাদির দ্বারা অতিথিগণকে, শ্রাদ্ধ-কর্মের দ্বারা পিতৃগণকে, স্বাধ্যায়ে ব্রতী হইয়া ঋষিগণকে এবং সর্ব্বোত্তম যজ্ঞসমূহের দ্বারা দেবতাগণকে পূজা করিয়াছি। ৮

দেবেন্দ্র! আমি শাস্ত্রোক্ত বিধি-অনুসারে ক্ষত্রিয়-ধর্মে অবস্থান করত সৈন্যদিগকে পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে যুদ্ধে শত্রুদিগকে জয় করিয়াছি। ৯

দেবরাজ! এই সুদেব প্রথমে আমার সেনাপতি ছিল সে অতিশয় শান্তচিত্তের যোদ্ধা ছিল, সুতরাং সে আমাকে লঙ্ঘন করিয়া কিরূপে যাইতেছে? ১০

হে ইন্দ্র! এই সুদেব প্রধান প্রধান যজ্ঞসমূহের অনুষ্ঠান করে নাই এবং বিধি অনুসারে ব্রাহ্মণগণকে তৃপ্তও করে নাই। সেই এই সুদেব আজ আমাকে লঙ্ঘন করিয়া আমার উপরে উপরে কিভাবে যাইতেছে? ১১

শক্র উবাচ

ঐশ্বর্য্যমীদৃশং প্রাপ্তঃ সর্বদেবৈঃ সুদুর্লভম্
যদনেন কৃতং কর্ম প্রত্যক্ষং তে মহীপতে ॥
পুরা পালয়তঃ সম্যক্ পৃথিবীং ধর্মতো নৃপ
শত্রবো নির্জিতাঃ সর্বে যে তবাহিতকারিণঃ ॥
সংযমো বিরমশ্চৈব সুযমশ্চ মহাবলঃ।
রাক্ষসা দুর্জয়া লোকে ত্রয়স্তে যুদ্ধদুর্মদাঃ ॥
পুত্রাস্তে শতশৃঙ্গস্য রাক্ষসস্য মহীপতে ॥
অথ তস্মিন্ শুভে কালে তব যজ্ঞং বিতন্বতঃ।
অশ্বমেধং মহাযাগং দেবানাং হিতকাম্যয়া।
তস্য তে খলু বিঘ্নার্থং আগতা রাক্ষসাস্ত্রয়ঃ
কোটীশতপরীবারাঃ রাক্ষসানাং মহাচমূম্।
পরিগৃহ্য ততঃ সর্বাঃ প্রজা বন্দীকৃতাস্তব ॥
বিহ্বলাশ্চ প্রজাঃ সর্বাঃ সর্বে চ তব সৈনিকাঃ।
নিরাকৃতত্বয়া চাসীৎ সুদেবঃ সৈন্যনায়কঃ ॥

তত্রামাত্যবচঃ শ্রুত্বা নিরস্তঃ সর্বকর্মসু ॥
শ্রুত্বা তেষাং বচো ভূয়ঃ সোপধং বসুধাধিপ।
সর্বসৈন্যসমাযুক্তঃ সুদেবঃ প্রেরিতস্ত্বয়া ॥
রাক্ষসানাং বধার্থায় দুর্জয়ানাং নরাধিপ।
নাজিত্বা রাক্ষসীং সেনাং পুনরাগমনং তব ॥
বন্দীমোক্ষমকৃত্বা চ ন চাগমনমিষ্যতে।
সুদেবস্তদ্বচঃ শ্রুত্বা প্রস্থানমকরোন্নৃপ ॥
সম্প্রাপ্তশ্চ স তং দেশং যত্র বন্দীকৃতাঃ প্রজাঃ।
পশ্যতি স্ম মহাঘোরাং রাক্ষসানাং মহাচমূম্ ॥
দৃষ্ট্বা সঞ্চিন্তয়ামাস সুদেবো বাহিনীপতিঃ।
নেয়ং শক্যা চমূর্জেতুমপি সেন্দ্রৈঃ সুরাসুরৈঃ ॥
নাস্যরীষঃ কলামেকামেষাং ক্ষপয়িতুং ক্ষমঃ।
দিব্যাস্ত্রবলভূয়িষ্ঠঃ কিমহং পুনরীদৃশঃ ॥
ততঃ সেনাং পুনঃ সর্বাং প্রেষয়ামাস পার্থিব।
যত্র ত্বং সহিতঃ সর্বৈর্মন্ত্রিভিঃ সোপধৈর্নৃপ ॥

সুদেব এরূপ ঐশ্বর্য্য কোথা হইতে পাইল, যাহা সমস্ত দেবগণের পক্ষেও অত্যন্ত দুর্লভ? ইন্দ্র বলিলেন,—ভূপতে! নৃপ! পূর্ব্বে যখন আপনি ধর্ম্মানুসারে এই পৃথিবীকে ভালভাবে পালন করিয়া যাইতেছিলেন, সেই সময় সুদেব যে পরাক্রম করিয়াছিল, তাহা আপনি প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন।

মহীপাল! সেই সময় আপনার তিনজন শত্রু ছিল—সংযম, বিযম ও মহাবল সুযম। ইহারা সকলেই আপনার অহিত করিত। ইহারা শতশৃঙ্গ নামক রাক্ষসের পুত্র ছিল। জগতে এই তিন রণদুর্ম্মদ রাক্ষসকে জয় করা অতিশয় কঠিন ছিল। সুদেব ইহাদের সকলকে পরাজিত করিয়াছিল।

এক সময় যখন আপনি দেবগণের হিতকামনায় শুভমুহূর্ত্তে অশ্বমেধ নামক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন, সেই সময় আপনার এই যজ্ঞে বিঘ্নসৃষ্টি করিবার জন্য ঐ তিন রাক্ষস সংযম, বিযম ও সুযম সে স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

তাহারা শতকোটি রাক্ষসের বিশাল সৈন্যে পরিবৃত হইয়া তখন আক্রমণ করিয়াছিল এবং আপনার সমস্ত প্রজাগণকে ধরিয়া বন্দী করিয়াছিল। ইহাতে আপনার সমস্ত প্রজারা ও সমস্ত সৈন্যবাহিনী ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

সেই দিন সেনাপতির বিরুদ্ধ মন্ত্রিগণের কথা শুনিয়া আপনি সেনাপতি সুদেবকে অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া সমস্ত কার্য্য হইতে পৃথক্ করিয়া দিয়াছিলেন।

পৃথিবীনাথ! নরেশ্বর! পুনরায় সেই মন্ত্রিগণের কপটতা-পূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া আপনি সেই দুর্জয় রাক্ষসদিগকে বধ করিবার জন্য সৈন্যসহ সুদেবকে যুদ্ধে যাইবার অনুমতি করেন।

তাহার গমনের সময় আপনি বলিয়াছিলেন—রাক্ষস-সৈন্যদের পরাজিত করিয়া বন্দী প্রজা ও সৈন্যদিগকে উদ্ধার না করিয়া তুমি ফিরিয়া আসিবে না।

হে নৃপ! আপনার এই কথা শ্রবণ করত সুদেব অতি সত্বর প্রস্থান করিল এবং সেস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল, যেস্থানে আপনার প্রজারা বন্দী হইয়াছিল। সেস্থানে সুদেব রাক্ষসদের মহাভয়ঙ্কর বিশাল সৈন্য দেখিতে পাইল।

এই রাক্ষস-সৈন্য দেখিয়া সুদেব চিন্তা করিল—এই বিশাল রাক্ষস-বাহিনী ত' ইন্দ্রাদি দেবগণ এবং অসুরগণও জয় করিতে সমর্থ হইবেন না। মহারাজ অম্বরীষ দিব্য অস্ত্র ও দিব্য বলশালী, কিন্তু তিনিও এই সৈন্য-বাহিনীর ষোলভাগের এক ভাগও সংহার করিতে সমর্থ হইবেন না। যখন তাঁহারই এই অবস্থা, তখন আমার ন্যায় একজন সাধারণ সৈন্য এই সৈন্যদের কিরূপ জয় লাভ করিবে?

রাজন্! ইহা চিন্তা করিয়া সুদেব পুনরায় সেই সব সৈন্য-দিগকে সেস্থানে পাঠাইয়া ছিল, যেস্থানে আপনি সেই কপট মন্ত্রিগণের সহিত বিরাজমান ছিলেন।

ততো রুদ্রং মহাদেবং প্রপন্নো জগতঃ পতিম্
শ্মশাননিলয়ং দেবং তুষ্টাব বৃষভধ্বজম্ ॥
স্তুত্বা শাস্ত্রং সমাদায় স্বশিরশ্ছেত্তুমুদ্যতঃ
কারুণ্যাদ্ দেবদেবেন গৃহীতস্তস্য দক্ষিণঃ ॥
সপাণিঃ সহ শস্ত্রেণ দৃষ্টো চেদমুবাচ হ

রুদ্র উবাচ।

কিমিদং সাহসং পুত্র কর্তুকামো বদস্ব মে।

ইন্দ্র উবাচ।

স উবাচ মহাদেবং শিরসা ত্ববনীং গতঃ ॥
ভগবন্ বাহিনীমেনাং রাক্ষসানাং সুরেশ্বর।
অশক্তোঽহং রণে জেতুং তস্মাৎ ত্যক্ষ্যামি জীবিতম্ ॥
গতির্ভব মহাদেব মমার্তস্য জগৎপতে
নাগন্তব্যমজিত্বা চ মামাহ জগতীপতিঃ ॥
অম্বরীষো মহাদেব ক্ষারিতঃ সাচিবৈঃ সহ
তমুবাচ মহাদেবঃ সুদেবং পতিতং ক্ষিতৌ।
অধোমুখং মহাত্মানং সত্ত্বানাং হিতকাম্যয়া ॥

ধনুর্বেদং সমাহূয় সগুণং সহবিগ্রহম্
রথনাগাশ্বকলিলং দিব্যাস্ত্রসমলঙ্কৃতম্ ॥
রথঞ্চ সুমহাভাগং যেন তৎ ত্রিপুরং হতম্।
ধনুঃ পিনাকং খড়্গঞ্চ রৌদ্রমস্ত্রঞ্চ শঙ্করঃ ॥
নিজঘানাসুরান্ সর্বান্ যেন দেবত্রয়ন্বকঃ
উবাচ চ মহাদেবঃ সুদেবং বাহিনীপতিম্ ॥

রুদ্র উবাচ

রথাদস্মাৎ সুদেব ত্বং দুর্জয়স্তু সুরাসুরৈঃ
মায়য়া মোহিতো ভূমৌ ন পদং কর্তুমর্হসি ॥
অত্রস্থস্ত্রিদশান্ সর্বান্ জেষ্যসে সর্বদানবান্।
রাক্ষসাশ্চ পিশাচাশ্চ ন শক্তা দ্রষ্টুমীদৃশম্ ॥
রথং সূর্য্যসহস্রাভং কিমু যোদ্ধুং ত্বয়া সহ

ইন্দ্র উবাচ

স জিত্বা রাক্ষসান্ সর্বান্ কৃত্বা বন্দীবিমোক্ষণম্।
ঘাতয়িত্বা চ তান্ সর্বান্ বাহুযুদ্ধে ত্বয়ং হতঃ ॥
বিষমং প্রাপ্য ভূপাল বিষমশ্চ নিপাতিতঃ ॥)

তদনন্তর সুদেব শ্মশানবাসী মহাদেব জগদীশ্বর রুদ্রদেবের শরণ গ্রহণ করিল এবং ভগবান্ বৃষভধ্বজের স্তব করিতে লাগিল।

স্তুতি করত তিনি হস্তে খড়্গ ধারণ করিয়া নিজের মস্তক ছেদন করিতে উদ্যত হইল। তখন দেবাধিদেব মহাদেব করুণা-বশতঃ সুদেবের খড়্গ সহ দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া ফেলিলেন এবং তাহার দিকে স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে দর্শন করত এই কথা বলিলেন।

রুদ্রদেব বলিলেন,—পুত্র! তুমি এরূপ সাহস করিতে কেন উদ্যত হইয়াছ? আমাকে তাহা বল।

ইন্দ্র বলিলেন,—রাজন্! তখন সুদেব মহাদেবকে ভূমিতে মস্তক নত করিয়া প্রণাম করিল এবং এইরূপ বলিল,—ভগবন্! সুরেশ্বর! আমি এই রাক্ষসসৈন্যদিগকে যুদ্ধে জয় করিতে সমর্থ নহি; সেইজন্য এই জীবনকে ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছি। মহাদেব জগৎপতে! আপনি আর্ত আমাকে শরণদান করুন। মন্ত্রিগণের সহিত মহারাজ অম্বরীষ আমার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। তিনি স্পষ্টরূপে এই আজ্ঞা দিয়াছেন যে, তুমি এই সৈন্যদের পরাজিত করিয়া ফিরিয়া আসিবে না। তখন মহাদেব ভূতলের দিকে মুখ অবনত করিয়া পতিত মহাত্মা সুদেবকে সমস্ত প্রাণি-গণের হিত কামনা করিয়া কিছু বলিতে ইচ্ছুক হইলেন। প্রথমে তিনি গুণ ও শরীরের সহিত ধনুর্বেদকে আহ্বান করিয়া রথ, হস্তী ও অশ্বগণে পরিপূর্ণ সৈন্য-বাহিনীকে আহ্বান করিলেন। এই বাহিনী দিব্য অস্ত্রসমূহে বিভূষিত ছিল। তাহার পর তিনি সেই মহাভাগ্যশালী রথকেও সে স্থানে উপস্থিত করাইলেন, যাহার দ্বারা তিনি পুরে ত্রিপুরাসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন। তারপর পিনাকনামক ধনু, স্বীয় খড়্গ ও অস্ত্রও ভগবান্ শঙ্কর তাহাকে প্রদান করিলেন, যে অস্ত্রের দ্বারা সেই ভগবান্ ত্রিলোচন সমস্ত অসুরদিগকে সংহার করিয়াছিলেন। তদনন্তর মহাদেব সেনাপতি সুদেবকে এইরূপ বলিলেন।

রুদ্রদেব বলিলেন,—সুদেব! তুমি এই রথের জন্য দেবতা ও অসুরদিগেরও দুর্জয় হইয়া উঠিবে, কিন্তু কোন মায়ায় মুগ্ধ হইয়া তুমি নিজের পদ ভূমিতে রাখিবে না। এই রথের উপরেই যদি বসিয়া থাক, তবে দেবতা এবং দানবগণকেও জয় করিতে পারিবে। এই রথ সহস্র সূর্যতুল্য তেজস্বী। রাক্ষস এবং দেবতা পিশাচেরা ইহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেও সমর্থ হইবে না, সুতরাং তোমার সহিত যুদ্ধ করিবার কথা আর কি বলিবার আছে?

ইন্দ্র বলিলেন,—রাজন্! তাহার পর সুদেব সেই রথের দ্বারা সমস্ত রাক্ষসগণকে জয় করত বন্দী প্রজাদিগকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দিল এবং সমস্ত শত্রুদিগকে সংহার করত

ইন্দ্র উবাচ।

এতস্য বিততস্যাত সুদেবস্য বভূব হ।
সংগ্রামযজ্ঞঃ সুমহান্ যশ্চান্যো যুধ্যতে নরঃ॥ ১২
সন্নদ্ধো দীক্ষিতঃ সর্বো যোধঃ প্রাপ্য চমূমুখম্
স হ্যযজ্ঞাধিকারস্থো ভবতীতি বিনিশ্চয়ঃ॥ ১৩

অম্বরীষ উবাচ

কানি যজ্ঞে হবীংষ্যস্মিন্ কিমাজ্যং কা চ দক্ষিণা।
ঋত্বিজশ্চাত্র কে প্রোক্তাস্তন্মে ব্রূহি শতক্রতো॥১৪

ইন্দ্র উবাচ।

ঋত্বিজঃ কুঞ্জরাস্তত্র বাজিনোঽধ্বর্য্যবস্তথা।
হবীংষি পরমাংসানি রুধিরং ত্বাজ্যমুচ্যতে॥ ১৫
শৃগাল-গৃধ্র-কাকোলাঃ সদস্যাস্তত্র পক্ষিণঃ।
আজ্যশেষং পিবন্ত্যেতে হবিঃ প্রাশ্নন্তি চাধ্বরে॥ ১৬
প্রাস-তোমরসঙ্ঘাতাঃ খড়্গ-শক্তি-পরশ্বধাঃ।
জ্বলন্তো নিশিতাঃ পীতাঃ স্রুচস্তস্যাথ সত্রিণঃ॥ ১৭
চাপবেগায়তস্তীক্ষ্ণঃ পরকায়াবভেদনঃ।
ঋজুঃ সুনিশিতঃ পীতঃ সায়কশ্চ স্রুবো মহান্॥ ১৮
দ্বীপিচর্মাবনদ্ধশ্চ নাগদন্তকৃতসরুঃ
হস্তিহস্তহরঃ খড়্গঃ স্ফ্যো ভবেৎ তস্য সংযুগে॥ ১৯
জ্বলিতৈর্নিশিতৈঃ প্রাস-শক্ত্যষ্টি-সপরশ্বধৈঃ।
শৈক্ষ্যায়সময়ৈস্তীক্ষ্ণৈরভিঘাতো ভবেদ্ বসু॥ ২০
সংখ্যাসমরবিস্তীর্ণমভিজাতোদ্ভবং বহু।
আবেগাদ্ যচ্চ রুধিরং সংগ্রামে স্রবতে ভুবি॥ ২১
সাস্য পূর্ণাহুতির্হোমে সমৃদ্ধা সর্বকামধুক্
ছিন্ধি ভিন্ধীতি যঃ শব্দঃ শ্রূয়তে বাহিনীমুখে॥ ২২
সামানি সামগাস্তস্য গায়ন্তি যমসাদনে।
হবির্ধানং তু তস্যাহুঃ পরেষাং বাহিনীমুখম্॥ ২৩
কুঞ্জরাণাং হয়ানাঞ্চ বর্মিণাঞ্চ সমুচ্চয়ঃ।
অগ্নিঃ শ্যেনচিতো নাম স চ যজ্ঞে বিধীয়তে॥ ২৪

বিবমের সহিত বাহুযুদ্ধ করিতে করিতে স্বয়ংও নিহত হয় এবং সেই সঙ্গে বিবমকেও যুদ্ধে বধ করে।)

ইন্দ্র বলিলেন,—তাত! এই সুদেব অতিশয় বিস্তারের সহিত বিশাল এক রণযজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছে অন্য যে মানুষ যুদ্ধ করিয়া থাকে, তাহার দ্বারাও এইরূপ রণযজ্ঞ সম্পাদিত হইয়া থাকে। ১২

কবচ ধারণ করত যুদ্ধের দীক্ষা গ্রহণ পূর্বক প্রত্যেক যোদ্ধা সৈন্যদের সম্মুখভাগে গমন করিয়া এইরূপ রণযজ্ঞের অধিকারী হইয়া থাকে ইহাই আমার নিশ্চিত মত। ১৩

অম্বরীষ বলিলেন,—শতযজ্ঞকারী দেবরাজ! এই রণযজ্ঞে কোন বস্তুসকল হবিষ্য ছিল? ঘৃতই বা কি? ইহার দক্ষিণাই বা কি? এবং ইহাতে কোন্ কোন্ ঋত্বিক্ কথিত হইয়াছেন? ইহা আমাকে বলুন। ১৪

ইন্দ্র বলিলেন,—রাজন্! এই যুদ্ধে হস্তিগণই হইল ঋত্বিক্, অশ্বসকল অধ্বর্যু, শত্রুদের মাংসই হবিষ্য এবং তাহাদের রক্তই হইল ঘৃত। ১৫

শৃগাল, শকুনি, কাক ও অন্য সব মাংসভক্ষী পক্ষী সেই যজ্ঞশালার সদস্য। ইহারা যজ্ঞাবশিষ্ট ঘৃত পান ও সেই যজ্ঞে অর্পিত হবিষ্য (মাংস) ভক্ষণ করিতেছিল। ১৬

প্রাস, তোমরসমূহ, খড়্গ, শক্তি, পরশুপ্রভৃতি নির্মল, তীক্ষ্ণ ও পীতবর্ণের অস্ত্রসকল যজ্ঞকর্তার পক্ষে স্রুকের (কুশীর) কার্য্য করিতেছিল। ১৭

ধনুর বেগে দূর পর্যন্ত গমন করায় যাহারা বিশাল আকার ধারণ করিয়াছিল, শত্রুর দেহ বিদীর্ণ করিতে সমর্থ তীক্ষ্ণ, সরলগামী, অতিশয় ধারযুক্ত ও পীতবর্ণের বাণসমূহই যজমানের হস্তে স্থিত বিশাল স্রুব (যজ্ঞপাত্রবিশেষ)। ১৮

যে খড়্গ ব্যাঘ্র চর্মের কোষে বদ্ধ, যাহার মুষ্টি হস্তিদন্ত-নির্মিত ছিল এবং যে হস্তীর শুণ্ডদণ্ড ছেদন করিতে সমর্থ ছিল, সেই খড়্গ এই যুদ্ধে স্ফ্য (ভূতলে রেখা করিবার কাষ্ঠবিশেষ) কার্য্য করিত। ১৯

উজ্জ্বল, তেজস্বী, তীক্ষ্ণধার, সম্পূর্ণ লৌহে নির্মিত ও তীক্ষ্ণ প্রাস, শক্তি, ঋষ্টি এবং পরশুপ্রভৃতি অস্ত্রসকলের দ্বারা যে আঘাত করা হইত, উহাই সেই যুদ্ধ-যজ্ঞের বহুসংখ্যক, অধিক সময়-সাধ্য ও কুলীন পুরুষগণ কর্তৃক সংগৃহীত নানাবিধ দ্রব্য। ২০½

বীরগণের দেহ হইতে রণাঙ্গনে তীব্রবেগে যে রক্তের ধারা প্রবাহিত হইতেছিল, উহাই সেই যুদ্ধযজ্ঞের হোম সমস্ত কামনা পূর্ণ করিতে সমর্থা সমৃদ্ধিশালিনী পূর্ণাহুতি। ২১½

সৈন্যদের সম্মুখভাগে 'ছেদন কর, বিদীর্ণ কর' এইরূপ যে ভয়ঙ্কর শব্দ শুনা যাইতেছিল, উহাই হইল সামগান। সৈন্যরূপী শত্রুসৈন্যদের সম্মুখভাগ সেই বীর যজমানের পক্ষে হবির্ধান (হবিষ্য রাখিবার পাত্র) বলিয়া কথিত হইয়াছে। ২২-২৩

হস্তী, অশ্ব ও কবচধারী বীর পুরুষগণের সজ্ঞই সেই যুদ্ধ-যজ্ঞের 'শ্যেনচিত' নামক অগ্নি। ২৪

উত্তিষ্ঠতে কবন্ধোঽত্র সহস্রে নিহতে তু যঃ
স যূপস্তস্য শূরস্য খাদিরোঽষ্টাস্রিরুচ্যতে ॥ ২৫
ইড়োপহূতাঃ ক্রোশন্তি কুঞ্জরাস্ত্বস্কুশেরিতাঃ
ব্যাঘুষ্টতলনাদেন বষট্কারেণ পার্থিব ॥ ২৬
উদ্গাতা তত্র সংগ্রামে ত্রিসামা দুন্দুভির্নৃপ
ব্রহ্মত্বে হ্রিয়মাণে তু ত্যক্ত্বা যুদ্ধে প্রিয়াং তনুম্ ॥ ২৭
আত্মানং যূপমুৎসৃজ্য স যজ্ঞোঽনন্তদক্ষিণঃ।
ভর্তুরর্থে চ যঃ শূরো বিক্রমেদ্ বাহিনীমুখে ॥ ২৮
ন ভয়াদ্ বিনিবর্তেত তস্য লোকা যথা মম।
নীলচর্মাবৃতৈঃ খড়্গৈর্বাহুভিঃ পরিঘোপমৈঃ ॥ ২৯
যস্য বেদিরুপস্তীর্ণা তস্য লোকা যথা মম।
যস্তু নাপেক্ষতে কঞ্চিৎ সহায়ং বিজয়ে স্থিতঃ ॥ ৩০

বিগাহ্য বাহিনীমধ্যং তস্য লোকা যথা মম
যস্য শোণিতসম্ভবাতা ভেরী-মণ্ডূক-কচ্ছপা ॥ ৩১
বীরাস্থিশর্করা দুর্গা মাংস-শোণিত-কর্দমা।
অসি-চর্মপ্লবা ঘোরা কেশশৈবল-শাদ্বলা ॥ ৩২
অশ্ব-নাগ-রথৈশ্চৈব সংচ্ছিন্নৈঃ কৃতসংক্রমা
পতাকাধ্বজবানীরা হতবারণবাহিনী ॥ ৩৩
শোণিতোদা সুসম্পূর্ণা দুস্তরা পারগৈর্নরৈঃ।
হতনাগমহানক্রা পরলোকবহাশিবা ॥ ৩৪
ঋষ্টিখড়্গমহানৌকা গৃধ্র-কঙ্ক-বল-প্লবা।
পুরুষাদানুচরিতা ভীরূণাং কশ্মলাবহা ॥ ৩৫
নদী যোধস্য সংগ্রামে তদস্যাবভৃথং স্মৃতম্।
বেদির্যস্য ত্বমিত্রাণাং শিরোভিশ্চ প্রকীর্য্যতে ॥ ৩৬

সহস্র সহস্র বীর নিহত হওয়ায় যে সমস্ত কবন্ধ দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখা যাইতেছিল, উহাই যেন সেই শৌর্য্যশালী বীরের যজ্ঞে খদিরকাষ্ঠনির্ম্মিত অষ্টকোণ-যুক্ত যূপকাষ্ঠ বলিয়া অভিহিত হইতেছিল। ২৫

রাজন্! বাক্যের দ্বারা আহ্বান এবং যাহুতগণের দ্বারা অঙ্কুশের আঘাত পাইয়া হস্তীদিগের যে চীৎকার, কোলাহল ও করতলধ্বনির সহিত উদ্ভূত চীৎকার শব্দ সেই যজ্ঞে বষট্কার। হে নৃপ! সংগ্রামে দুন্দুভির যে গম্ভীর শব্দ উহাই সামবেদের তিনটি যজ্ঞের গায়ক উদ্গাতা। ২৬½

যখন দস্যুরা ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করে, সেই সময় বীর পুরুষ তাহার সহিত কৃত যুদ্ধে নিজের প্রিয় দেহকে ত্যাগ করিবার জন্য যে উদ্যম করে অথবা দেহরূপ যূপ উৎসর্গ করত যে প্রহার করে, তাহার এই যুদ্ধ অনন্ত দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞনামে উক্ত হয়। ২৭½

যে বীর যোদ্ধা নিজের প্রভুর জন্য সৈন্যদের সম্মুখভাগে অবস্থান করত পরাক্রম প্রকাশ করে এবং ভয়ে কখনও পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে না, তাহার আমার ন্যায় লোকসকল প্রাপ্তি হয়। ২৮½

যাহার যুদ্ধযজ্ঞের বেদী নীলচর্ম্মের দ্বারা নির্ম্মিত কোষের মধ্যে স্থিত তরবারিসমূহ এবং পরিঘসদৃশ স্থূল (মোটা) বাহু-সকলের দ্বারা আস্তীর্ণ হইয়া থাকে, সেই বীরও আমার তুল্য লোকসকল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ২৯½

যে বীর জয় লাভের জন্য যুদ্ধে অবস্থান করত শত্রুসৈন্যদের মধ্যে প্রবিষ্ট হয় এবং অপর কোন সহায়কগণের অপেক্ষা করে না, তাহারও আমার ন্যায় লোকসকল প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ৩০½

যে যোদ্ধার যুদ্ধরূপী যজ্ঞে রক্তের নদী প্রবাহিত হইতে থাকে, তাহার পক্ষে উহা অবভৃত স্নান-সদৃশ পুণ্যজনক। রক্তই এই নদীর জলরাশি, ভেরী হইল ভেক (ব্যাঙ) ও কচ্ছপ-সদৃশ, বীরগণের অস্থিসকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাঁকর এবং বালুকা ইহার মধ্যে প্রবেশ করা অতিশয় কঠিন, মাংস ও রক্ত এই নদীর কর্দ্দম, ঢাল এবং তরবারি ঐ নদীর নৌকা, এই ভয়ানক নদী কেশরূপ শেওলা ও তৃণে আবৃত। ছিন্ন অশ্ব, হস্তী এবং রথসকলই এই নদীতে নামিবার সোপান (সিঁড়ি), ধ্বজ পতাকাসমূহ এই নদীর তীরবর্ত্তী বেতসলতা, মৃত হস্তীদিগকেও এই নদী বহন করিয়া লইয়া যাইতেছিল, রক্তরূপী জলের দ্বারা এই নদী সর্ব্বতোভাবে পূর্ণ ছিল। পরপারে যাইতে ইচ্ছুক মনুষ্যগণের নিকট এই নদী দুস্তর ছিল। মৃত হস্তিগণ ইহার সর্প ও বিশাল মকর ছিল, পরলোক অভিমুখে প্রবাহিতা এই নদী সদা অমঙ্গল-ময়ী বলিয়া প্রতীতা হইয়া থাকে ঋষ্টি ও খড়্গসকল এই নদী পার হইবার বিশাল নৌকা-সদৃশ ছিল। শকুনি ও কাকের দল এই নদীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকা। ইহার চারি পার্শ্বে রাক্ষসগণ বিচরণ করিয়া থাকে এবং ইহা ভীরু পুরুষগণকে মোহে পাতিত করে। ৩১-৩৫½

যাহার যুদ্ধ-যজ্ঞের বেদী শত্রুগণের মস্তকসমূহ, অস্থিসকল এবং হস্তীদিগের স্কন্ধসমূহ, সেই বীরের আমার ন্যায় লোকসকল প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ৩৬½

অশ্বস্কন্ধৈর্গজস্কন্ধৈস্তস্য লোকা যথা মম
পত্নীশালা কৃতা যস্য পরেষাং বাহিনীমুখম্ ॥ ৩৭

হবির্ধানং স্ববাহিন্যাস্তদস্যাহুর্মনীষিণঃ।
সদস্যা দক্ষিণা যোধা আগ্নীধ্রশ্চোত্তরাং দিশম্ ॥ ৩৮

শত্রুসেনাকলত্রস্য সর্বলোকা ন দূরতঃ
যদা তূভয়তো ব্যূহে ভবত্যাকাশমগ্রতঃ ॥৩৯

সাস্য বেদিস্তদা যজ্ঞৈর্নিত্যং বেদাস্ত্রয়োঽগ্নয়ঃ
যস্তু যোধঃ পরাবৃত্তঃ সপ্তন্তো হন্যতে পরৈঃ ॥ ৪০

অপ্রতিষ্ঠঃ স নরকং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ
যস্য শোণিতবেগেন বেদিঃ স্যাৎ সম্পরিপ্লুতা ॥ ৪১

কেশ-মাংসাস্থিসম্পূর্ণা স গচ্ছেৎ পরমাং গতিম্।
যস্তু সেনাপতিং হত্বা তদ্‌ধ্বানমধিরোহতি ॥ ৪২

স বিষ্ণুবিক্রমক্রামী বৃহস্পতিসমঃ প্রভুঃ।
নায়কং তৎকুমারং বা যো বা স্যাদ্ যত্র পূজিতঃ ॥৪৩

জীবগ্রাহং প্রগৃহ্লাতি তস্য লোকা যথা মম।
আহবে তু হতং শূরং ন শোচেত কথঞ্চন ॥ ৪৪

অশোচ্যো হি হতঃ শূরঃ স্বর্গলোকে মহীয়তে
ন হ্যস্য নোদকং তস্য ন স্নানং নাপ্যশৌচকম্ ॥ ৪৫

হতস্য কর্তুমিচ্ছন্তি তস্য লোকান্ শৃণুষ্ব মে
বরাপ্সরঃসহস্রাণি শূরমায়োধনে হতম্ ॥ ৪৬

ত্বরমাণাভিধাবন্তি মম ভর্তা ভবেদিতি।
এতৎ তপশ্চ পুণ্যঞ্চ ধর্ম্যঞ্চৈব সনাতনম্ ॥ ৪৭

চতুরশ্চাশ্রমাংস্তস্য যো যুদ্ধমনুপালয়েৎ
বৃদ্ধ-বালৌ ন হন্তব্যৌ ন চ স্ত্রী নৈব পৃষ্ঠতঃ ॥ ৪৮

যে বীর শত্রুসৈন্যদের সম্মুখভাগকে পত্নীগৃহ করিয়া থাকে, মনীষী পুরুষগণ তাহার পক্ষে নিজের সৈন্যবাহিনী অন্য ভাগকে যুদ্ধ-যজ্ঞের হবনীয় পদার্থসমূহের রাখিবার পাত্র বলিয়া অভিহিত করেন ॥ ৩৭½

যে বীরের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত যোদ্ধারা সদস্য, উত্তর দিক্‌স্থিত যোদ্ধাগণ আগ্নীধ্র (ঋত্বিক্) এবং শত্রুসৈন্যবাহিনী পত্নী-স্বরূপ তাহার নিকট সমস্ত পুণ্যলোক দূরে নহে ॥ ৩৮½

যখন নিজের সৈন্য ও শত্রুসৈন্যগণ পরস্পর পরস্পরের সম্মুখে ব্যূহ নির্মাণ করত উপস্থিত হয়, সেই সময় উভয়ের মধ্যে যাহার সম্মুখভাগ কেবল জনশূন্য আকাশই থাকে, সেই নির্জন আকাশই সেই বীরের পক্ষে যুদ্ধযজ্ঞের বেদী। সেই স্থানে যেন সর্ব্বদা যজ্ঞ হইতেছে এবং তিন বেদ ও ত্রিবিধ অগ্নি সতত প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন ॥ ৩৯½

যে যোদ্ধা ভীত হইয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করত পলাইয়া যায় এবং সেই অবস্থায় শত্রুগণের দ্বারা নিহত হয়, সে অন্য কোথাও আর না থাকিয়া অবশ্যই নরকে গমন করে—ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ৪০½

যাহার রক্তের বেগে কেশ, মাংস ও অস্থিতে পূর্ণ রণযজ্ঞের বেদী আপ্লাবিত হইয়া উঠে, সেই বীর যোদ্ধা পরম গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৪১½

যে যোদ্ধা শত্রুর সেনাপতিকে বধ করিয়া তাহার রথে আরোহণ করেন, সেই যোদ্ধা ভগবান্ বিষ্ণুর ন্যায় পরাক্রমশালী, বৃহস্পতিসদৃশ বুদ্ধিমান্ এবং শক্তিশালী বলিয়া জানিবে ॥ ৪২½

যে শত্রুপক্ষের সেনাপতি, তাঁহার পুত্র অথবা সেই পক্ষের সেনাপতি, তাঁহার পুত্র অথবা সেই পক্ষের কোনও সম্মানিত বীরকে জীবিত অবস্থায় ধরিতে পারে, তাহার আমার সদৃশ লোকসকল লাভ হইয়া থাকে ॥ ৪৩½

যুদ্ধস্থলে নিহত শৌর্য্যশালী বীরের জন্য কোনরূপ শোক করা উচিত নয়। সেই নিহত বীর স্বর্গলোকে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে, অতএব কদাপি শোকের যোগ্য নহে ॥ ৪৪½

যুদ্ধে নিহত বীরের আত্মীয় স্বজন তাহার জন্য (অশুদ্ধি-নাশক) স্নান করিবে না, কোনরূপ অশৌচ পালন করিবে না, অন্নদান (শ্রাদ্ধ) করিবার ইচ্ছা করিবে না, জলদানও (তর্পণও) করিবে না; কারণ, যুদ্ধে সম্মুখসমরে নিহত বীর যোদ্ধার যে পুণ্যলোক প্রাপ্তি হয়, তাহা তুমি আমার নিকট শ্রবণ কর ॥ ৪৫½

যুদ্ধস্থলে নিহত শৌর্য্যশালী বীরের দিকে সহস্র সহস্র সুন্দরী অপ্সরা এই আশা লইয়া অতিশয় ত্বরাসহকারে ধাবিত হইয়া যায় যে, ইনি আমার পতি হইবেন ॥ ৪৬½

যে যোদ্ধা নিরন্তর যুদ্ধধর্ম পালন করে, তাহার পক্ষে ইহাই তপস্যা পুণ্য, সনাতন ধর্ম এবং চারিবর্ণের আশ্রম নিয়ম পালন ॥ ৪৭½

যুদ্ধে বৃদ্ধ, বালক ও স্ত্রীগণকে বধ করা উচিত নয়, পলায়মান কোন যোদ্ধার পৃষ্ঠেও আঘাত করা কর্ত্তব্য নহে, যে মুখে তৃণ লইয়া শরণ গ্রহণ করে এবং বলিতে থাকে যে, আমি আপনার, তাহাকেও বধ করা ন্যায় সঙ্গত নয় ॥ ৪৮½

তৃণপূর্ণমুখশ্চৈব তবাস্মীতি চ যো বদেৎ
জম্ভং বৃত্রং বলং পাকং শতমায়ং বিরোচনম্ ॥ ৪৯
দুর্বার্য্যং চৈব নমুচিং নৈকমায়ঞ্চ শম্বরম্।
বিপ্রচিত্তিঞ্চ দৈতেয়ং দনোঃ পুত্রাংশ্চ সর্বশঃ।
প্রহ্লাদঞ্চ নিহত্যাজৌ ততো দেবাধিপোঽভবম্ ॥ ৫০

ভীষ্ম উবাচ।
ইত্যেতদ্বজ্রবচনং নিশম্য প্রতিগৃহ্য চ।
যোধানামাত্মনঃ সিদ্ধিমম্বরীষোঽভিপন্নবান্ ॥ ৫১
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি ইন্দ্রাম্বরীষসংবাদে অষ্টনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৮

জম্ভ, বৃত্রাসুর, বলাসুর, পাকাসুর, শত শত মায়ার অধিজ বিরোচন, দুর্জয় বীর নমুচি, বিবিধ মায়াবিৎ শম্বরাসুর, দৈত্যবংশধর বিপ্রচিত্তি, সমস্ত দানবগণ এবং প্রহ্লাদকেও যুদ্ধে বধ করিয়া আমি দেবরাজের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছি ॥ ৪৯-৫০

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! ইন্দ্রের এই কথা শ্রবণ করত রাজা অম্বরীষ মনে মনেই ইহা স্বীকার করিয়া লইলেন এবং তিনি ইহাও মানিয়া লইলেন যে, যোদ্ধাগণের স্বতঃই সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে ॥ ৫১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্বে ইন্দ্র ও অম্বরীষের সংবাদ-বিষয়ক অষ্টনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

নবনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[বীরাণাং স্বর্গপ্রাপ্তি-বিষয়ে কাপুরুষাণাঞ্চ নরকপ্রাপ্তি-বিষয়ে মিথিলেশ্বর-জনকস্যেতিহাসবর্ণনম্।]

ভীষ্ম উবাচ।
অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
প্রতর্দনো মৈথিলশ্চ সংগ্রামং যত্র চক্রতুঃ ॥ ১
যজ্ঞোপবীতী সংগ্রামে জনকো মৈথিলো যথা।
যোধানুদ্ধর্ষয়ামাস তন্নিবোধ যুধিষ্ঠির ॥ ২
জনকো মৈথিলো রাজা মহাত্মা সর্বতত্ত্ববিৎ।
যোধান্ স্বান্ দর্শয়ামাস স্বর্গং নরকমেব চ ॥ ৩
অভীরূণামিমে লোকা ভাস্বন্তো হন্ত পশ্যত।
পূর্ণা গন্ধর্বকন্যাভিঃ সর্বকামদুহোঽক্ষয়াঃ ॥ ৪
ইমে পলায়মানানাং নরকাঃ প্রত্যুপস্থিতাঃ
অকীর্তিঃ শাশ্বতী চৈব যত্তিতব্যমনন্তরম্ ॥ ৫
তান্ দৃষ্ট্বারীন্ বিজয়ত ভূত্বা সন্ত্যাগবুদ্ধয়ঃ
নরকস্যাপ্রতিষ্ঠস্য মা ভূত বশবর্তিনঃ ॥ ৬

নবনবতিতম অধ্যায়।

[বীরগণের স্বর্গপ্রাপ্তি ও কাপুরুষগণের নরকপ্রাপ্তিবিষয়ে মিথিলেশ্বর জনকের ইতিহাস বর্ণন।]

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! এই বিষয়ে মহাত্মাগণ এক প্রাচীন ইতিহাস উদাহরণ দিয়া থাকেন, যাহাতে জানা যায়—কোন এক সময়ে রাজা প্রতর্দন ও মিথিলেশ্বর জনক পরস্পর সংগ্রাম করিয়াছিলেন ॥ ১

যুধিষ্ঠির! যজ্ঞোপবীতধারী মিথিলাপতি জনক রণাঙ্গনে স্বীয় যোদ্ধাদিগকে যেরূপ উৎসাহিত করিয়াছিলেন, তাহা তুমি শ্রবণ কর ॥ ২

মিথিলার রাজা জনক সর্বতত্ত্বে অভিজ্ঞ মহাত্মা ছিলেন। তিনি যোগবলে স্বীয় যোদ্ধাদিগকে স্বর্গ ও নরক প্রত্যক্ষ দর্শন করাইয়াছিলেন (এবং তাঁহাদিগকে এই কথা বলিয়াছিলেন) ॥ ৩

বীরগণ! দেখ, এই যে তেজস্বী লোকসকল দেখা যাইতেছে, উহা নির্ভয় হইয়া যুদ্ধকারী বীরবৃন্দের জন্য। এই অবিনাশী লোকসকল অসংখ্য গন্ধর্বকন্যায় পরিপূর্ণ এবং সর্বপ্রকার কামনার বস্তু প্রদান করিয়া থাকে ॥ ৪

আরও দেখ, এই যে তোমাদের সম্মুখে নরক উপস্থিত হইয়াছে, উহা যুদ্ধ হইতে পলায়নকারী যোদ্ধাগণের প্রাপ্য। যুদ্ধ হইতে পলায়ন করিলে এ জগতে তাহার চিরকালস্থায়ী অপকীর্তি লাভ হয়, অতএব তোমরা যুদ্ধে জয়লাভের জন্য সর্বতোভাবে সচেষ্ট হও ॥ ৫

স্বর্গ ও নরক এই উভয়বিধ লোক দর্শন করত তোমরা যুদ্ধে প্রাণবিসর্জনের দৃঢ়নিশ্চয় করিয়া অবস্থান কর এবং শত্রুদিগকে জয় কর। যাহার কোথাও কোনও প্রতিষ্ঠা নাই, সেই নরকের অধীন তোমরা হইও না ॥ ৬

ত্যাগমূলং হি শূরাণাং স্বর্গদ্বারমনুত্তমম্ ।
ইত্যুক্তাস্তে নৃপতিনা যোধাঃ পরপুরঞ্জয় ॥ ৭
অজয়ন্ত রণে শত্রূন্ হর্ষয়ন্তো নরেশ্বরম্ ।
তস্মাদাত্মবতা নিত্যং স্থাতব্যং রণমূর্দ্ধনি ॥ ৮
গজানাং রথিনো মধ্যে রথানামনু সাদিনঃ ।
সাদিনামন্তরে স্থাপ্যঃ পাদাতমপি দংশিতম্ ॥ ৯
য এবং ব্যূহতে রাজা স নিত্যং জয়তি দ্বিষঃ
তস্মাদেবং বিধাতব্যং নিত্যমেব যুধিষ্ঠির ॥ ১০
সর্বে স্বর্গতিমিচ্ছন্তি সুযুদ্ধেনাতিমন্যবঃ ।
ক্ষোভয়েয়ুর্যথা নীকানি সাগরং মকরা যথা ॥ ১১
হর্ষয়েয়ুর্বিষণ্ণাংশ্চ ব্যবস্থাপ্য পরস্পরম্
জিতাঞ্চ ভূমিং রক্ষেত ভগ্নান্ নাত্যনুসারয়েৎ ॥ ১২
পুনরাবর্তমানানাং নিরাশানাঞ্চ জীবিতে ।
বেগঃ সুদুঃসহো রাজংস্তস্মান্নাত্যনুসারয়েৎ ॥ ১৩
ন হি প্রহর্তুমিচ্ছন্তি শূরাঃ প্রদ্রবতো ভৃশম্ ।
তস্মাৎ পলায়মানানাং কুর্য্যান্নাত্যনুসারণম্ ॥ ১৪
চরাণামচরা ভক্ষমদংষ্ট্রা দংষ্ট্রিণামপি ।
আপঃ পিপাসতামন্নমন্নং শূরস্য কাতরাঃ ॥ ১৫
সমানপৃষ্ঠোদরপাণিপাদাঃ
পরাভবং ভীরবো বৈ ব্রজন্তি ।
অতো ভয়ার্তাঃ প্রণিপত্য ভূয়ঃ
কৃতাঞ্জলীনুপাতিষ্ঠন্তি শূরান্ ॥ ১৬
শূরবাহুষু লোকোঽয়ং লম্বতে পুত্রবৎ সদা ।
তস্মাৎ সর্বাস্ববস্থাসু শূরঃ সম্মানমর্হতি ॥ ১৭
ন হি শৌর্য্যাৎ পরং কিঞ্চিৎ ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে ।
শূরঃ সর্বং পালয়তি সর্বং শূরে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি বিজিগীষমাণবৃত্তে
নবনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৯

বীর যোদ্ধাগণের যে সর্ব্বোত্তম স্বর্গলোকের দ্বার প্রাপ্তি হয়, উহাতে তাঁহাদের ত্যাগই মূল কারণ। শত্রুনগরবিজয়ী যুধিষ্ঠির! রাজা জনক এই কথা বলিলে পর সেই যোদ্ধারা রণাঙ্গনে নিজেদের মহারাজের হর্ষবর্দ্ধন করিতে করিতে তাঁহার শত্রুদিগকে জয় করিলেন। অতএব মনস্বী বীরের সর্ব্বদা যুদ্ধের সম্মুখভাগে অবস্থান করা উচিত। ৭-৮

গজারোহী যোদ্ধাদের মধ্যে রথী যোদ্ধাদিগকে, রথিগণের পশ্চাতে অশ্বারোহী সৈন্য এবং ইহাদের মধ্যে কবচ ও অস্ত্রসমূহে সুসজ্জিত পদাতি সৈন্যদিগকে সন্নিবেশিত করিবে। ৯

যে রাজা নিজের সৈন্যদের এইভাবে ব্যূহবদ্ধ করিয়া থাকেন, তিনি সর্ব্বদা শত্রুদিগকে জয় করেন; যুধিষ্ঠির! অতএব তুমিও সদা এইরূপে ব্যূহ রচনা করিবে। ১০

সকল ক্ষত্রিয়ই উত্তম যুদ্ধের দ্বারা স্বর্গলোক লাভ করিতে অভিলাষ করেন যেরূপ মকরগণ সমুদ্রে ক্ষোভ উৎপন্ন করিয়া থাকে, সেইরূপ তাঁহারা অত্যন্ত কুপিত হইয়া শত্রুদিগকে বিক্ষুব্ধ করিয়া দিবেন। ১১

যদি নিজের সৈন্যরা বিষাদগ্রস্ত বা শিথিল হইয়া পড়েন, তবে তাঁহাদের পূর্ব্বের ন্যায় ব্যূহবদ্ধ করিয়া পরস্পর স্থাপিত করিবেন এবং সমস্ত যোদ্ধাগণের হর্ষ ও উৎসাহ বর্দ্ধন করিবেন। যে ভূমি জয় করা হইয়াছে, উহাকে রক্ষা করিবে; কিন্তু শত্রুদের যে সব সৈন্য পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে থাকে, বহুদূর পর্য্যন্ত তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিবে না। ১২

রাজন্! যাহারা জীবনে নিরাশ হইয়া পুনরায় যুদ্ধের জন্য ফিরিয়া আসে, তাহাদের বেগ অত্যন্ত দুঃসহ হইয়া থাকে; অতএব পলায়নকারীদের পশ্চাতে অধিক দূর পর্য্যন্ত ধাবিত হইয়া যাইবে না। ১৩

বীর যোদ্ধারা দ্রুত ধাবিত হইয়া পলায়মান যোদ্ধাগণের উপর প্রহার করিতে ইচ্ছা করেন না, অতএব পলায়নপর সৈন্যদের পশ্চাতে অধিক দূর পর্য্যন্ত অনুগমন করিবে না। ১৪

গমনশীল প্রাণিগণের অন্ন হইল স্থাবর, দন্তযুক্ত প্রাণিগণের অন্ন হইল দন্তহীন প্রাণীরা, পিপাসু ব্যক্তিদিগের অন্ন জল এবং বীর যোদ্ধাদের অন্ন হইল কাপুরুষগণ। ১৫

বীর ও কাপুরুষগণের পৃষ্ঠ, উদর, হস্ত ও পদ সমানই হইয়া থাকে, তথাপি কাপুরুষেরা জগতে অপমান প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব ভয়াতুর মনুষ্যগণ কৃতাঞ্জলি হইয়া বারংবার প্রণাম করিতে করিতে বীর পুরুষবৃন্দের শরণাপন্ন হয়। ১৬

যেরূপ পুত্র সর্ব্বদা পিতাকেই অবলম্বন করিয়া থাকে, সেইরূপ এই সম্পূর্ণ জগৎ বীর পুরুষগণের বাহুবলেই অবলম্বন করত অবস্থান করে; সেইজন্য সর্ব্ববিধ অবস্থায় বীর পুরুষগণ সম্মান পাইবার যোগ্য। ১৭

এই ত্রিভুবনে বীরত্ব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অপর কোনও বস্তু নাই। বীর পুরুষ সকলকেই পালন করেন এবং সব কিছুই বীর পুরুষেই প্রতিষ্ঠিত আছে। ১৮

শ্রীবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্ব্বে বিজয়াভিলাষী রাজার আচরণবিষয়ক নবনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

শততমোঽধ্যায়ঃ।

(সৈন্যসঞ্চালনস্য রীতি-নীতিবর্ণনম্ ।)

যুধিষ্ঠির উবাচ।

যথা জয়ার্থিনঃ সেনাং নয়ন্তি ভরতর্ষভ।
ঈষদ্ ধর্মং প্রপীড্যাপি তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ

সত্যেন হি স্থিতো ধর্ম উপপত্ত্যা তথা পরে।
সাধ্বাচারতয়া কেচিৎ তথৈবৌপয়িকাদপি ॥ ২
উপায়ধর্মান্ বক্ষ্যামি সিদ্ধার্থানর্থধর্ময়োঃ।
নির্মর্য্যাদা দস্যবস্তু ভবন্তি পরিপন্থিনঃ ॥ ৩
তেষাং প্রতিবিধাতার্থং প্রবক্ষ্যাম্যথ নৈগমম্
কার্য্যাণাং সর্বসিদ্ধ্যর্থং তানুপায়ান্ নিবোধ মে ॥ ৪
উভে প্রজ্ঞে বেদিতব্যে ঋজ্বী বক্রা চ ভারত।
জানন্ বক্রাং ন সেবেত প্রতিঘাতেত চাগতাম্ ॥ ৫

অমিত্রা এব রাজানং ভেদেনোপচরন্ত্যুত।
তাং রাজা নিকৃতিং জানন্ যথামিত্রান্ প্রবাধতে ॥ ৬
গজানাং পার্থ বর্মাণি গোবৃষাজগরাণি চ।
শল্য-কণ্টক-লোহানি তনুত্র-চমরাণি চ ॥ ৭
সিত-পীতানি শস্ত্রাণি সন্নাহাঃ পীত-লোহিতাঃ।
নানারঞ্জনরক্তাঃ স্যুঃ পতাকাঃ কেতবশ্চ হ ॥ ৮
যষ্টয়স্তোমরাঃ খড়্গা নিশিতাশ্চ পরশ্বধাঃ।
ফলকান্যথ চর্মাণি প্রতিকল্প্যান্যনেকশঃ ॥ ৯
অনীকানি শস্ত্রাণি যোধাশ্চ কৃতনিশ্চয়াঃ
চৈত্র্যাং বা মার্গশীর্ষ্যাং বা সেনাযোগঃ প্রশস্যতে ॥ ১০
পক্বশস্যা হি পৃথিবী ভবত্যুদুমতী তদা।
নৈবাতিশীতো নাত্যুষ্ণঃ কালো ভবতি ভারত ॥ ১১

শততম অধ্যায়।

[সৈন্য-সঞ্চালনের রীতি-নীতি বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ পিতামহ! বিজয়াভিলাষী রাজা যেভাবে ধর্ম্মের ঈষৎ হানি করিয়া নিজের সৈন্যদের লইয়া যান, তাহা আমাকে বলুন ॥ ১

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! কাহারও মত হইল—ধর্ম্ম সত্যেই স্থির থাকেন। অপর বহু লোকের অভিমত হইল—যুক্তিবাদের দ্বারাই ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা স্বীকার করা হইয়াছে। কাহারও মত হইল সৎ আচরণের মধ্যেই ধর্ম্ম অবস্থিত এবং বহু লোক আবার যথা-সম্ভব সাম-দানাদি উপায়সমূহের অবলম্বনেই ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা স্বীকার করেন ॥ ২

যুধিষ্ঠির! এখন আমি অর্থসিদ্ধির সাধনভূত ধর্ম্মসমূহের বর্ণনা করিব। যদি দস্যু-তস্করগণ অর্থ ও ধর্ম্মের মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করিতে থাকে, তবে তাহাদের বিনাশের জন্য বেদে যে সব উপায় বর্ণিত আছে, আমি এখন সেই সব বলিব। তুমি কার্য্যসকলের সর্ব্বতোভাবে সিদ্ধির জন্য সেই সমস্ত শ্রবণ কর ॥ ৩-৪

হে ভারত! বুদ্ধি দুই প্রকার বলিয়া জানিবে। এক সরল এবং দ্বিতীয় কুটিল। রাজার এই দুই প্রকারের বুদ্ধিই জানা আবশ্যক। যতদূর সম্ভব জানিয়া শুনিয়া কুটিল বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করিবে না। যদি উহা স্বতই আসিয়া যায়, তবে উহা বাধা-দান করিবে ॥ ৫

যাহারা প্রকৃত মিত্র নহে, তাহারা রাজার অজ্ঞাতসারে (ভিতরে ভিতরে) রাজার অন্তরঙ্গ ব্যক্তিদিগের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিতে করিতে বহির্ভাবে (উপরে উপরে) তাঁহার সেবা করিতে থাকে। রাজা তাহাদের শঠতা বুঝিতে সচেষ্ট থাকিবেন এবং শত্রুদেরই ন্যায় উহাদের প্রতিরোধ করিবেন ॥ ৬

কুন্তীনন্দন! রাজার কর্ত্তব্য হইল—তিনি গরু, বৃষ ও অজগরের চর্ম্মসকলের দ্বারা হস্তীদিগের রক্ষা করিবার জন্য বর্ম্ম নির্ম্মাণ করিবেন। ইহা ব্যতীত লৌহের শল্কু, লৌহ-কবচ, চামর এবং শুভ্র ও পীতবর্ণের অস্ত্র, পীত ও রক্তবর্ণের কবচ, বহু বর্ণের ধ্বজ-পতাকা, যষ্টি, তোমর, খড়্গ, তীক্ষ্ণ পরশু, ফলক ও ঢাল—এই সমস্ত বহুসংখ্যক প্রস্তুত করাইয়া সর্ব্বদা নিজের পার্শ্বে রাখিবেন ॥ ৭-৯

যদি অস্ত্র প্রস্তুত থাকে এবং যোদ্ধারাও শত্রুদের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইতে দৃঢ়নিশ্চয় করিয়া থাকেন, তবে চৈত্র ও অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমায় সৈন্যদিগের যুদ্ধের জন্য প্রস্থিত হওয়া উত্তম বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে ॥ ১০

কারণ, এই সময় পৃথিবীর শস্যক্ষেত্রসমূহ পক্ক শস্যে পূর্ণ থাকে এবং ভূতলে জলও সর্ব্বত্র থাকে। হে ভারত! এই সময়ে অতিশয় শীত থাকে না এবং অতিশয় গ্রীষ্ম (গরম) থাকে না ॥ ১১

তস্মাৎ তদা যোজয়েত্ত পরেষাং ব্যসনেঽথবা ।
এতে হি যোগাঃ সেনায়াঃ প্রশস্তাঃ পরবাধনে ॥ ১২
জলবাংস্তৃণবান্ মার্গঃ সমো গম্যঃ প্রশস্যতে ।
চারৈঃ সুবিদিতাভ্যাসঃ কুশলৈর্বনগোচরৈঃ ॥ ১৩
ন হ্যরণ্যেন শক্যেত গন্তুং মৃগগণৈরিব ।
তস্মাৎ সেনাস্তু তানেব যোজয়ন্তি জয়ার্থিনঃ ॥ ১৪
অগ্রতঃ পুরুষানীকং শক্তং চাপি কুলোদ্ভবম্ ।
আবাসস্তোয়বান্ দুর্গঃ পর্য্যাকাশঃ প্রশস্যতে ॥১৫
পরেষামুপসর্পাণাং প্রতিষেধস্তথা ভবেৎ ।
আকাশাৎ তু বনাভ্যাশং মন্যন্তে গুণবত্তরম্ ॥ ১৬
বহুভির্গুণজাতৈশ্চ যে যুদ্ধকুশলা জনাঃ ।
উপন্যাসো ভবেৎ তত্র বলানাং নাতিদূরতঃ ॥ ১৭

সেইজন্য এই সময়ে আক্রমণ করিবে অথবা যে সময়ে শত্রু সঙ্কটে পতিত হয়, সেই সময় আক্রমণ করিবে। শত্রুসৈন্যদের মধ্যে বাধা সৃষ্টি করিবার ইহাই সুবর্ণ সুযোগ বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥ ১২

যুদ্ধের জন্য যাত্রা করিবার সময় পথ সমতল ও সুগম হওয়া এবং সেখানে জল ও তৃণাদি সুলভে পাওয়া সর্ব্বোত্তম বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। বনে বিচরণকারী গুপ্তচরগণের দ্বারা পথের সকল বিষয় সর্ব্বতোভাবে জানিয়া লইবে ॥ ১৩

বনজাত পশুগণের ন্যায় মানুষেরা বনের মধ্যে দিয়া অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারে না; সেইজন্য জয়াকাঙ্ক্ষী রাজারা সৈন্যদের পথ দেখাইবার জন্য সেই সব গুপ্তচরদিগকে নিযোগ করিয়া থাকে ॥ ১৪

সৈন্যদের সর্ব্বাগ্রে কুলীন ও শক্তিশালী পদাতি সৈন্যদের স্থাপন করিতে হয়। শত্রুগণের নিকট হইতে আত্মরক্ষার জন্য সৈন্যদের আবাস স্থান শিবির এরূপ হওয়া উচিত, যেখানে উপস্থিত হওয়া অতিশয় কঠিন, যাহার চারিদিক্ জলে পূর্ণ থাকে ও (আকাশচুম্বী) অত্যুচ্চ প্রসাদ থাকিবে এবং তাহার চারিদিকে আকাশ অনাবৃত থাকিবে ॥ ১৫

সেইস্থানে শত্রুদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবারও সেইরূপ ব্যবস্থা করিয়া রাখিতে হইবে। যুদ্ধ-নিপুণ ব্যক্তিগণ সৈন্য-শিবির স্থাপন করিবার জন্য অনাবৃত স্থান অপেক্ষা বহুগুণবিশিষ্ট বনের নিকটবর্ত্তী স্থানকেই অধিক লাভদায়ক মনে করেন। সুতরাং সেই বনেরই নিকট সৈন্যশিবির স্থান করিবে ॥ ১৬-১৭

সে স্থানে ব্যূহ নির্ম্মাণ করিবার জন্য রথ ও বাহনসকল হইতে অবতরণ করা এবং সৈন্যদিগকে গোপনে রাখা সম্ভব হইবে। সেস্থানে থাকিয়াই শত্রুদের আঘাতের প্রত্যাঘাত করিবার জন্য সুযোগ পাওয়া যাইবে এবং বিপদের সময় লুকাইয়া পড়িবারও সুবিধা হইবে ॥ ১৮

উপন্যাসাবতরণং পদাতীনাঞ্চ গূহনম্ ।
অথ শত্রুপ্রতীঘাতমাপদর্থং পরায়ণম্ ॥ ১৮
সপ্তর্ষীন্ পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা যুধ্যেয়ুরচলা ইব ।
অনেন বিধিনা শত্রূন্ জিগীষেতাপি দুর্জয়ান্ ॥ ১৯
যতো বায়ুর্যতঃ সূর্য্যো যতঃ শুক্রস্ততো জয়ঃ ।
পূর্বং পূর্বং জ্যায় এষাং সন্নিপাতে যুধিষ্ঠির ॥ ২০
অকর্দমামম্বুদকামমর্য্যাদামলোষ্টকাম্ ।
অশ্বভূমিং প্রশংসন্তি যে যুদ্ধকুশলা জনাঃ ॥ ২১
অপঙ্কা গর্তরহিতা রথভূমিঃ প্রশস্যতে ।
নীচক্ষমা মহাকক্ষা সোদকা হস্তিযোধিনাম্ ॥ ২২
বহুদুর্গা মহাকক্ষা বেণুবেত্রসমাকুলা ।
পদাতীনাং ক্ষমা ভূমিঃ পর্বতোপবনানি চ ॥ ২৩

সেইস্থানে থাকিয়াই শত্রুদের আঘাতের প্রত্যাঘাত করিবার জন্য সুযোগ পাওয়া যাইবে এবং বিপদের সময় লুকাইয়া পড়িবারও সুবিধা হইবে ॥ ১৮

যোদ্ধাদের কর্ত্তব্য হইল—তাঁহারা সপ্তর্ষিগণকে পশ্চাতে রাখিয়া অবিচলভাবে যুদ্ধ করিবেন। এই বিধি অনুসারে আক্রমণকারী রাজা দুর্জয় শত্রুদিগকেও জয় করিবার আশা করিতে পারেন ॥ ১৯

যে দিকে বায়ু, যে দিকে সূর্য্য এবং যে দিকে শুক্র বিদ্যমান থাকে, সেই দিকে পৃষ্ঠভাগ রাখিয়া যুদ্ধ করিলে যুদ্ধে জয় লাভ হইয়া থাকে। যুধিষ্ঠির ! এই তিনটি বস্তু যদি ভিন্ন ভিন্ন দিকে বর্ত্তমান থাকে, তবে ইহাদের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বস্তু শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ বায়ুকে পশ্চাতে রাখিয়া অবশিষ্ট দুইটিকে সম্মুখে রাখিয়াও যুদ্ধ করা যাইতে পারে ॥ ২০

অশ্বারোহী সৈন্যদের পক্ষে যুদ্ধনিপুণ পুরুষগণ সেই ভূমিকে প্রশংসা করেন, যে ভূমিতে কর্দ্দম, জল, বাঁধ ও মৃত্তিকার স্তূপ (টিলা) নাই ॥ ২১

রথ-সৈন্যদের পক্ষে সেই ভূমি সর্ব্বোত্তম বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, যেস্থানে কর্দ্দম ও গর্ত্ত নাই। যে ভূমিতে বহু নীচু বৃক্ষ, তৃণ-নির্ম্মিত বড় বড় কুটীর ও জলাশয় রহিয়াছে, উহা গজারোহী যোদ্ধাদের পক্ষে অনুকূল বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥ ২২

যে ভূমি অত্যন্ত দুর্গম, অধিক তৃণাদিনির্ম্মিত কক্ষসকল আছে; বাঁশ ও বেত্রে পূর্ণ এবং পর্ব্বত ও উপবনসমূহে সংযুক্ত, উহা পদাতিসৈন্যদের যোগ্য ॥ ২৩

পদাতিবহুলা সেনা দৃঢ়া ভবতি ভারত।
রথাশ্ববহুলা সেনা সুদিনেষু প্রশস্যতে ॥ ২৪
পদাতিনাগবহুলা প্রাবৃট্‌কালে প্রশস্যতে।
গুণানেতান্ প্রসংখ্যায় দেশ-কালৌ প্রযোজয়েৎ ॥২৫
এবং সঞ্চিন্ত্য যো যাতি তিথি-নক্ষত্রপূজিতঃ।
বিজয়ং লভতে নিত্যং সেনাং সম্যক্ প্রযোজয়ন্।
প্রসুপ্তাংস্ত্বাযতান্ শ্রান্তান্ প্রকীর্ণান্ নাভিঘাতয়েৎ ॥২৬
মোক্ষে প্রযানে চলনে পান-ভোজনকালয়োঃ।
অতিক্ষিপ্তান্ ব্যতিক্ষিপ্তান্ নিহতান্ প্রতনূকৃতান্ ॥ ২
সুবিশ্রব্ধান্ কৃতারম্ভানুপন্যাসান্ প্রতাপিতান্।
বহিশ্চরানুপন্যাসান্ কৃতবেশ্মানুসারিণঃ ॥ ২৮
পারম্পর্য্যাগতে দ্বারে যে কেচিদনুবর্তিনঃ।

হে ভারত! যে সৈন্যবাহিনীমধ্যে পদাতি সৈন্য সংখ্যায় অধিক, সেই বাহিনী দৃঢ় হইয়া থাকে। যে বাহিনীমধ্যে রথ ও অশ্বগণের সংখ্যা অধিক, সেই বাহিনী উত্তম দিনে (বর্ষা যখন হয় না) শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হয় ॥ ২৪

বর্ষাকালে সেই সৈন্য শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হয়, যে সৈন্য মধ্যে পদাতি এবং হস্তীর সংখ্যা অধিক। এই সব গুণের বিষয় বিচার করত দেশ ও কাল নির্ণয় পূর্ব্বক সৈন্যসকালন করিতে হয়। ২৫

যে রাজা এই সব বিষয় বিচার করিয়া শুভ তিথি ও শ্রেষ্ঠ নক্ষত্রসমূহে যুক্ত হইয়া শত্রুদের উপর আক্রমণ করেন, তিনি সৈন্যদের যথার্থ রীতিতে সকালন করত সদাই জয় লাভ করিয়া থাকেন। যাহারা নিদ্রিত, পিপাসিত, পরিশ্রান্ত অথবা এদিক্ ওদিকে পলায়ন করিতে থাকে, তাহাদের উপর আঘাত করিবে না ॥ ২৬

অস্ত্র ও কবচ ত্যাগ করিলে পর, যুদ্ধস্থানে গমন করিবার সময়, পরিশ্রমণের সময় এবং পান ও ভোজনের সময়ে কাহাকেও বধ করিবে না। এইরূপ যাহারা অতিশয় বিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে, যাহারা উন্মত্ত, যাহারা গুরুতর আহত হওয়ায় নিহত-প্রায়, যাহারা দুর্ব্বল, যাহারা নিশ্চিন্ত হইয়া উপবিষ্ট, যাহারা অন্য কোন কর্ম্মে নিরত, যাহারা লেখার কার্য্যে ব্যাপৃত, যাহারা পীড়ায় সন্তপ্ত, যাহারা বাহিরে সিঞ্চন করে, যাহারা একজনের বস্ত্র লইয়া অপর একজনের নিকট লইয়া যাওয়ার কার্য্য করিয়া থাকে অথবা যাহারা শিবির অভিমুখে গমন করিতে থাকে, তাহাদের উপরেও প্রহার করিতে নাই ॥ ২৭ ২৮

পরিচর্য্যাবতো দ্বারে যে চ কেচন বর্গিণঃ ॥২৯
অনীকং যে বিভিন্দন্তি ভিন্নং সংস্থাপয়ন্তি চ।
সমানাশনপানাস্তে কার্য্যাঃ দ্বিগুণবেতনাঃ ॥৩০
দশাধিপতয়ঃ কার্য্যাঃ শতাধিপতয়স্তথা।
ততঃ সহস্রাধিপতিং কুর্য্যাচ্ছূরমতন্দ্রিতম্ ॥৩১
যথামুখ্যান্ সংনিপাত্য বক্তব্যাঃ সংশপামহে।
বিজয়ার্থং হি সংগ্রামে ন ত্যক্ষ্যামঃ পরস্পরম্ ॥ ৩২
ইহৈব তে নিবর্ত্তন্তাং যে চ কেচন ভীরবঃ।
যে ঘাতয়েয়ুঃ প্রবরং কুর্বাণাস্তুমুলং প্রতি ॥ ৩৩
ন সন্নিপাতে প্রবরং বধং বা কুর্য্যুরীদৃশাঃ।
আত্মানঞ্চ স্বপক্ষঞ্চ পালয়ন্ হন্তি সংযুগে ॥ ৩৪

যাহারা পরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত রাজদ্বার রক্ষাদি সেবা কার্য্য করে অথবা যে সমস্ত রাজসেবক মন্ত্রী প্রভৃতির দ্বার রক্ষা করে এবং যাহারা কোন দলের অধিপতি, তাহাদেরও বধ করিতে নাই ॥ ২৯

যাহারা শত্রু-সৈন্যদের ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া থাকেন এবং নিজের ছিন্ন-ভিন্ন সৈন্যদের পুনরায় সংগঠিত করিয়া দৃঢ়তা সহকারে স্থাপিত করিবার শক্তি রাখেন, এরূপ লোকদিগকে রাজা নিজেরই সমান ভোজন পানের সুবিধা দান করত সম্মানিত করিবেন এবং দ্বিগুণ বেতন প্রদান করিবেন। ৩০

সৈন্যদের মধ্যে কিছু লোককে দশ দশ সৈন্যের নায়ক করিবেন, কিছু লোককে শত সৈন্যের এবং কোন প্রধান ও আলস্যহীন বীরকে এক হাজার যোদ্ধার অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবেন। ৩১

তাহার পর মুখ্য মুখ্য বীরবৃন্দকে একত্রে সমবেত করিয়া এই প্রতিজ্ঞা করাইবেন যে, আমরা যুদ্ধে জয়লাভ করিবার জন্য প্রাণ থাকিতে একে অপরকে পরিত্যাগ করিয়া যাইব না। ৩২

যে সকল লোক ভীরু, তাহারা এই স্থান হইতেই ফিরিয়া যাউক এবং যাহারা ভয়ানক সংগ্রাম করিতে করিতে শত্রুপক্ষে প্রধান বীরগণকে বধ করিতে পারেন, তাঁহারা এ স্থানে অবস্থান করুন। ৩৩

কারণ, এরূপ ভীরু মনুষ্যগণকে তুমুল যুদ্ধে শত্রুদিগকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া বিতাড়িত করিতে সমর্থ হয় না এবং তাহাদের বধ করিতেও পারে না। বীর পুরুষগণই যুদ্ধে নিজেকে এবং স্বপক্ষের অন্যান্য যোদ্ধাদিগকে রক্ষা করিতে থাকিয়া শত্রুগণকে সংহার করিতে পারেন। ৩৪

অর্থনাশো বধোঽকীর্তিরযশশ্চ পলায়নে।
অমনোজ্ঞাসুখা বাচঃ পুরুষসা পলায়নে ॥ ৩৫
প্রতিশ্রুতোষ্ঠদন্তস্য ন্যস্তসর্বায়ুধস্য চ।
অমিত্রৈরবরুদ্ধস্য দ্বিষতামস্তু নঃ সদা ॥ ৩৬
মনুষ্যাপসদা হ্যেতে যে ভবন্তি পরাঙ্‌মুখাঃ।
রাশিবর্ধনমাত্রাস্তে নৈব তে প্রেত্য নো ইহ ॥৩৭
অমিত্রা হৃষ্টমনসঃ প্রত্যুদ্‌যান্তি পলায়িনম্
জয়িনস্তু নরাস্তাত চন্দনৈর্মণ্ডনেন চ ॥ ৩৮
যস্য স্ম সংগ্রামগতা যশো বৈ হন্তি শত্রবঃ
তদসজ্জতরং দুঃখমহং মন্যে বধাদপি ॥ ৩৯
জয়ং জানীত ধর্মস্য মূলং সর্বসুখস্য চ।
যা ভীরূণাং পরা গ্লানিঃ শূরস্তামধিগচ্ছতি ॥ ৪০

তে বয়ং স্বর্গমিচ্ছন্তঃ সংগ্রামে ত্যক্তজীবিতাঃ।
জয়ন্তো বধ্যমানা বা প্রাপ্নুয়াম চ সদ্গতিম্ ॥৪১
এবং সংশপ্তশপথাঃ সমভিত্যক্তজীবিতাঃ।
অমিত্রবাহিনীং বীরাঃ প্রতিগাহন্ত্যভীরবঃ ॥ ৪২
অগ্রতঃ পুরুষানীকমসিচর্মবতাং ভবেৎ।
পৃষ্ঠতঃ শকটানীকং কলত্রং মধ্যতস্তথা ॥ ৪৩
পরেষাং প্রতিঘাতার্থং পদাতীনাঞ্চ বৃংহণম্।
অপি তস্মিন্ পুরে বৃদ্ধা ভবেয়ুর্যে পুরোগমাঃ ॥ ৪৪
যে পুরস্তাদভিমতাঃ সত্ত্ববন্তো মনস্বিনঃ।
তে পূর্বমভিবর্তেরংশ্চৈত্তানেবেতরে জনাঃ ॥ ৪৫
অপি চোদ্ধর্ষণং কার্য্যং ভীরূণামপি যত্নতঃ।
স্কন্ধদর্শনমাত্রাস্তু তিষ্ঠেয়ুর্বা সমীপতঃ ॥ ৪৬

সৈন্যদের জানিয়ে দেওয়া আবশ্যক যে, যুদ্ধস্থল হইতে পলায়ন করিলে কতপ্রকার দোষ হইয়া থাকে, এক—নিজের প্রয়োজন ও ধন নাশ হইয়া থাকে, দুই—পলায়ন করিবার সময় শত্রুদের হস্তে মৃত্যু হইবার ভয় থাকে, তিন—পলায়নকারীকে সকলে নিন্দা করে এবং চারিদিকে তাহার অপযশ ছড়াইয়া পড়ে। ইহা ব্যতীত যুদ্ধ হইতে পলায়ন করিলে অন্যান্য লোকসকলের মুখ হইতে মধ্যে মধ্যে নানাবিধ অপ্রিয় ও দুঃখদায়ক বাক্যও শুনিতে হয়। ৩৫

যাহার ওষ্ঠ এবং দন্ত বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে, যে ব্যক্তি সমস্ত অস্ত্রসকল পরিত্যাগ করিয়াছে এবং যাহাকে শত্রুগণ চারিদিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, এরূপ যোদ্ধা সর্ব্বদা আমাদের শত্রুদের মধ্যেই থাকুক। ৩৬

যে সকল ব্যক্তি যুদ্ধে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, তাহারা অধম এবং কেবল যোদ্ধাগণের সংখ্যাই তাহারা বর্দ্ধিত করে। তাহারা ইহলোক ও পরলোক কোথাও সুখলাভ করিতে পারে না। ৩৭

বৎস! শত্রুরা প্রসন্নচিত্ত হইয়া পলায়নকারী যোদ্ধার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া থাকে এবং বিজয়ী মনুষ্যগণ চন্দন ও আভরণ-সমূহের দ্বারা পূজিত হন। ৩৮

সংগ্রামস্থলে উপস্থিত শত্রুগণ যাহার যশের নাশ করিয়া থাকে, তাহার পক্ষে সেই দুঃখ আমি মৃত্যু অপেক্ষাও অসহ্য বলিয়াই মনে করি। ৩৯

বীরগণ! তোমরা যুদ্ধে জয়লাভকেই ধর্ম্ম ও সকল সুখের মূল বলিয়া জানিবে। ভীরু ব্যক্তিগণের যাহার দ্বারা অতিশয় গ্লানি উপস্থিত হয়, বীর পুরুষগণ কিন্তু সেই অস্ত্রপ্রহার ও মৃত্যুকে সহর্ষে গ্রহণ করিয়া থাকেন। ৪০

অতএব তোমরা এই নিশ্চয় করিয়া লও যে, আমরা স্বর্গ কামনা করিয়া প্রাণের মোহ ত্যাগ করত যুদ্ধ করিব। যুদ্ধে হয় জয়লাভ করিব, নতুবা যুদ্ধে নিহত হইয়া সদ্গতি লাভ করিব। ৪১

যাহারা এইভাবে শপথ গ্রহণ করত জীবনে মায়া পরিত্যাগ করেন, সেই বীরগণ নির্ভয় হইয়া শত্রুসৈন্যদের মধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হন। ৪২

সৈন্যদের গমনাগমনের সময় সর্ব্বাগ্রে অসি ও ঢালধারী পুরুষগণের বাহিনীকে স্থাপিত করিতে হয়। পশ্চাদ্‌ভাগে রথী সৈন্যদিগকে স্থাপিত করিবে এবং মধ্যভাগে রাজস্ত্রীগণকে স্থাপিত করিতে হয়। ৪৩

সেই নগরে যে সব বৃদ্ধ পুরুষ অগ্রসর হইয়া আসিবেন, তাঁহারা শত্রুদিগের সম্মুখীন হইবেন ও তাহাদের বিনাশের জন্য পদাতি সৈন্যসকলকে প্রোৎসাহিত এবং বর্দ্ধিত করিবেন। ৪৪

যাহারা পূর্ব্ব হইতেই নিজের শৌর্য্যের জন্য সম্মানিত, ধৈর্য্যশালী ও মনস্বী, তাঁহারা অগ্রে থাকিবেন এবং অন্য সব যোদ্ধারা পশ্চাতে থাকিবেন। ৪৫

যে সব সৈন্য ভীরু, তাহাদিগেরও যত্নসহকারে উৎসাহ বর্দ্ধন করা উচিত অথবা তাহারা সৈন্যবাহিনীর বিশেষ দলকেই দর্শন করিবার জন্য সমীপেই অবস্থান করিতে থাকিবে। ৪৬

সংহতান্ যোধয়েদল্পান্ কামং বিস্তারয়েদ্ বহূন্ ।
সূচীমুখমনীকং স্যাদল্পানাং বহুভিঃ সহ ॥ ৪৭
সম্প্রযুক্তে নিকৃষ্টে বা সত্যং বা যদি বানৃতম্ ।
প্রগৃহ্য বাহূন্ ক্রোশেত ভগ্না ভগ্নাঃ পরে ইতি ॥ ৪৮
আগতং মে মিত্রবলং প্রহরধ্বমভীতবৎ ।
সম্ভবস্তোঽভিধাবেয়ুঃ কূর্বন্তো ভৈরবান্ রবান্ ॥ ৪৯
ক্ষেড়াঃ কিলকিলাশব্দাঃ ক্রকচা গোবিষাণিকাঃ ।
ভেরী-মৃদঙ্গ-পণবান্ নাদয়েয়ুঃ পুরঃসরান্ ॥ ৫০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি সেনানীতিকথনে শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০০

যদি নিজের নিকট অল্পও সৈন্য থাকে, তবে তাহাদের সকলকে একত্রে সঙ্ঘবদ্ধ করত যুদ্ধ করিবার জন্য আদেশদান করিবে এবং যদি বহু সৈন্য থাকে, তবে তাহাদিগকে বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত করিয়া রাখিবে। যদি অল্প সৈন্যকে বহু সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে হয়, তবে সেস্থলে তাহাদের পক্ষে সূচীমুখ ব্যূহই উপযোগী হইয়া থাকে। ৪৭

নিজের সৈন্যরা অনুকূল অবস্থায় থাকুক বা প্রতিকূল অবস্থায় থাকুক, সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, সর্বপ্রকার অবস্থায় হস্ত উপরে উত্তোলিত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে থাকিবে যে, ঐ শত্রুরা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতেছে এবং আমাদের মিত্রবাহিনী আসিয়া পড়িয়াছে। অতএব এখন নির্ভয় হইয়া যুদ্ধ কর। ৪৮½

এই কথা শ্রবণ করিয়াই ধৈর্যবান্ ও শক্তিশালী বীর যোদ্ধা সকল সিংহনাদ করিতে করিতে শত্রুসৈন্যের উপর আক্রমণ করিবেন। ৪৯

যে সব সৈন্য-বাহিনী অগ্রে থাকিবে, তাহারা তর্জন গর্জন করিতে করিতে এবং কিলকিলা শব্দ করিতে করিতে ক্রকচ, নরসিংহ, ভেরী, মৃদঙ্গ ও তোলাদি বাদ্যসমূহ বাজাইতে থাকিবে। ৫০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্বে সৈন্যনীতি-কথনবিষয়ক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

একাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[নানাদেশীয়যোধানাং স্বভাব-রূপ-বলাচার-লক্ষণানাং বর্ণনম্।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কিংশীলাঃ কিংসমাচারা কথংরূপাশ্চ ভারত।
কিংসন্নাহাঃ কথংশস্ত্রা জনাঃ স্যুঃ সঙ্গরে ক্ষমাঃ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ।

যথাঽঽচরিতমেবাত্র শস্ত্রং পত্রং বিধীয়তে
আচারাদ্ বীরপুরুষস্তথা কর্মসু বর্ততে॥ ২
গান্ধারাঃ সিন্ধু-সৌবীরা নখরপ্রাসযোধিনঃ।
অভীরবঃ সুবলিনস্তদ্বলং সর্বপারগম্॥ ৩
সর্বশস্ত্রেষু কুশলাঃ সত্ত্ববন্তো হ্যশীনরাঃ।
প্রাচ্যা মাতঙ্গযুদ্ধেষু কুশলাঃ কূটযোধিনঃ॥ ৪
তথা যবন-কাম্বোজা মথুরামভিতশ্চ যে।
এতে নিযুদ্ধকুশলা দাক্ষিণাত্যাসিপাণয়ঃ॥ ৫
সর্বত্র শূরা জায়ন্তে মহাসত্ত্বা মহাবলাঃ।
প্রায় এব সমুদ্দিষ্টা লক্ষণানি তু মে শৃণু॥ ৬
সিংহ-শার্দূলবাঙ্নেত্রাঃ সিংহ-শার্দূলগামিনঃ।
পারাবতকুলিঙ্গাক্ষাঃ সর্বে শূরাঃ প্রমাথিনঃ॥৭
মৃগস্বরা দ্বীপিনেত্রা ঋষভাক্ষাস্তরস্বিনঃ।
প্রমাদিনশ্চ মন্দাশ্চ ক্রোধনাঃ কিঙ্কিনীস্বনাঃ॥ ৮
মেঘস্বনাঃ ক্রোধমুখাঃ কেচিৎ করভসন্নিভাঃ।
জিহ্মনাসাগ্রজিহ্বাশ্চ দূরগা দূরপাতিনঃ॥ ৯
বিড়াল-কুব্জতনবস্তনুকেশাস্তনুত্বচঃ।
শীঘ্রাশ্চপলবৃত্তাশ্চ তে ভবন্তি দুরাসদাঃ॥ ১০
গোধানির্মীলিতাঃ কেচিন্মৃদুপ্রকৃতয়স্তথা।
তরঙ্গগতিনির্ঘোষাস্তে নরাঃ পারয়িষ্ণবঃ॥ ১১

একাধিক শততম অধ্যায়।

[ভিন্ন ভিন্ন দেশের যোদ্ধাগণের স্বভাব, রূপ, বল, আচরণ ও লক্ষণসমূহ বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে ভারত! যুদ্ধস্থলে কিরূপ স্বভাব, কিরূপ আচরণ এবং কীদৃশ রূপবিশিষ্ট যোদ্ধাগণ যুদ্ধ করিতে সমর্থ হন? তাঁহাদের কবচ ও অস্ত্রসকলও কিরূপ হইবে? ১

ভীষ্ম বলিলেন,—অস্ত্র ও বাহনাদি যোদ্ধাগণের দেশ এবং কুলের আচারের অনুরূপই হইবে। বীর পুরুষ নিজের পরম্পরা-আচারের অনুসরণ করত সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। ২

গান্ধার, সিন্ধু, ও সৌবীর দেশের যোদ্ধারা নখর ও প্রাসের দ্বারা যুদ্ধ করিয়া থাকেন। এই সব যোদ্ধারা অতিশয় বলবান্ ও নির্ভীক। ইঁহারা সমস্ত সৈন্যকে লঙ্ঘন করিতে পারেন। ৩

উশীনর-দেশের বীরগণ সর্ব্ববিধ অস্ত্রসমূহে কুশল এবং অত্যন্ত বলশালী। পূর্ব্বদেশের যোদ্ধারা হস্তীতে আরোহণ করত যুদ্ধ করিতে অতিশয় নিপুণ ও ইঁহারা কপট-যুদ্ধেও অভিজ্ঞ। ৪

যবন, কাম্বোজ, ও মথুরার নিকটবর্ত্তী দেশবাসী যোদ্ধারা মল্লযুদ্ধে নিপুণ এবং দক্ষিণ দেশের অধিবাসী সৈন্যগণ হস্তে তরবারি ধারণ করিয়া থাকেন অর্থাৎ তাঁহারা তরবারি-যুদ্ধে অত্যন্ত। ৫

প্রায়শঃ সকল দেশেই অধিক ধৈর্য্যবান্, মহাবলশালী এবং বীর বহু যোদ্ধা উৎপন্ন হন। ইঁহাদের সকলের উল্লেখ আমি পূর্ব্বেই করিয়াছি। এখন তুমি আমার নিকট হইতে তাঁহাদের লক্ষণসকল শ্রবণ কর। ৬

যাঁহাদের বাক্য, নেত্র ও গতি সিংহ এবং ব্যাঘ্রের ন্যায় ও যাঁহাদের নয়ন পারাবত (পায়রা) ও সর্পের ন্যায়, ইঁহারা সকলেই শৌর্য্যশালী এবং শত্রুসৈন্যদিগকে মথিত করিতে সমর্থ। ৭

যাহাদের কণ্ঠস্বর মৃগ-কণ্ঠস্বরতুল্য, নেত্র ব্যাঘ্রনেত্র ও বৃষনেত্র-সদৃশ, এই সব বীরগণ, বেগশালী, অসাবধান ও দুষ্ট। যাহাদের কণ্ঠস্বর কিঙ্কিনীর শব্দের ন্যায়, তাহাদের স্বভাব অতিশয় ক্রোধী॥ ৮

যাহাদের গর্জ্জন মেঘবৎ, মুখ ক্রোধযুক্ত, দেহ হস্তীর ন্যায় এবং মুখ ও জিহ্বা বক্র, তাহারা বহুদূর পর্য্যন্ত ধাবিত হইতে পারে এবং অতিশয় দূরবর্ত্তী লক্ষ্যকেও ভূপাতিত করিতে সমর্থ॥৯

যাহাদের দেহ বিড়ালের ন্যায় কুব্জ এবং মস্তকের কেশ ক্ষুদ্র ও শরীরের চর্ম্ম মসৃণ, তাহারা অতিদ্রুত অস্ত্র চালাইতে পারেন, চঞ্চল এবং দুর্জ্জয় হইয়া থাকেন॥ ১০

যাঁহারা গোসাপের ন্যায় চক্ষু বন্ধ করিয়া থাকেন, যাঁহাদের স্বভাব কোমল এবং যাঁহারা চলিলে অশ্বের ক্ষুরশব্দের ঘট্‌ঘট্ শব্দ হইতে থাকে, সেই সব মনুষ্য যুদ্ধের পরপারে যাইতে সমর্থ হন। ১১

সুসংহতাঃ সুতনবো বৃঢ়োরস্কাঃ সুসংস্থিতাঃ।
প্রবাদিতেষু কুপ্যন্তি হৃষ্যন্তি কলহেষু চ ॥ ১২
গম্ভীরাক্ষা নিঃসৃতাক্ষাঃ পিঙ্গাক্ষা ভ্রুকুটীমুখাঃ।
নকুলাক্ষাস্তথা চৈব সর্বে শূরাস্তমুত্যজঃ ॥ ১৩
জিহ্মাক্ষাঃ প্রললাটাশ্চ নির্মাংসহনবোঽপি চ।
বজ্রবাহ্বঙ্গুলীচক্রাঃ কৃশা ধমনিসন্ততাঃ ॥ ১৪
প্রবিশন্তি চ বেগেন সাম্পরায়ে হ্যাপস্থিতে।
বারণা ইব সম্মত্তাস্তে ভবন্তি দুরাসদাঃ ॥ ১৫
দীপ্তস্ফুটিতকেশান্তাঃ স্থূলপার্শ্বহনুমুখাঃ।
উন্নতাংসাঃ পৃথুগ্রীবা বিকটাঃ স্থূলপিণ্ডিকাঃ ॥ ১৬
উদ্ধতা ইব সুগ্রীবা বিনতাবিহগা ইব
পিণ্ডশীর্ষাতিবক্ত্রাশ্চ বৃষদংশমুখাস্তথা ॥ ১৭
উগ্রস্বরা মনুষ্যমন্তো যুদ্ধেষ্বারাবসারিণঃ।
অধর্মজ্ঞাবলিপ্তাশ্চ ঘোরা রৌদ্রপ্রদর্শনাঃ ॥ ১৮
ত্যক্তাত্মানঃ সর্ব এতে অন্ত্যজা ধ্বনিবর্তিনঃ।
পুরস্কার্য্যাঃ সদা সৈন্যে হন্যন্তে ঘ্নন্তি চাপি যে ॥ ১৯
অধার্মিকা ভিন্নবৃত্তাঃ সাম্বেনৈষাং পরাভবঃ।
এবমেব প্রকুপ্যন্তি রাজ্ঞোঽপোতে হ্যভীক্ষ্ণশঃ ॥ ২০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি বিজিগীষমাণবৃত্তে
একাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০১

যাহাদের দেহের গঠন দৃঢ়, দেখিতে দেহ সুন্দর, বক্ষঃস্থল বিশাল এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও অতিশয় দৃঢ়, সেই সব বীর যুদ্ধের কথা শুনিয়া কুপিত হইয়া উঠেন এবং তাঁহারা সকল যুদ্ধেই আনন্দিত হন ॥ ১২

যাহাদের চক্ষু গম্ভীর অথবা বৃহৎ বলিয়া যেন বাহির হইয়া গিয়াছে,—মনে হয়, যাহাদের নেত্র পিঙ্গলবর্ণ এবং যাহাদের নয়ন নকুল-নেত্রতুল্য ও মুখ ভ্রূকুটিপূর্ণ, এরূপ লক্ষণবিশিষ্ট মনুষ্যগণ বীর এবং রণাঙ্গনে শরীর ত্যাগ করিয়া থাকেন ॥ ১৩

যাহাদের চক্ষু বক্র, ললাট উচ্চ এবং হনু মাংসহীন, যাহাদের বাহুতে বজ্র ও অঙ্গুলিতে চক্রের চিহ্ন আছে, যাহারা কৃশ ও যাহাদের নাড়ী প্রভৃতি দেখা যায়, তাহারা যুদ্ধে উপস্থিত হইয়াই তীব্রবেগে শত্রুদের সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হয় এবং মদমত্ত হস্তিগণের ন্যায় শত্রুদের পক্ষে দুর্জয় হইয়া উঠে ॥ ১৪-১৫

যাহাদের কেশাগ্রভাগ প্রদীপ্ত ও খণ্ড খণ্ড, হনু ও মুখ লম্বা এবং স্থূল (মোটা), স্কন্ধ উচ্চ, গ্রীবা (ঘাড়) স্থূল ও মাংসল, যাহারা দেখিতে বিকট, সুগ্রীব জাতীয় অশ্বসদৃশ ও গরুড়-পক্ষিতুল্য উদ্ধতস্বভাব, যাহাদের মস্তক বর্তুল (গোলাকার) এবং বিশাল, যাহারা বিড়ালের ন্যায় মুখবিশিষ্ট, যাহাদের স্বরে কঠোরতা থাকে, তাহারা অতিশয় ক্রোধী এবং যুদ্ধে গর্জন করিতে করিতে বিচরণ করিয়া থাকে। তাহাদের কোন ধর্মজ্ঞান থাকে না। তাহারা গর্বিত ও অত্যন্ত ভীষণ এবং দেখিতেও অতিশয় ভয়ঙ্কর ॥ ১৬-১৮

ইহারা সকলেই অন্ত্যজ (কোল-ভীলাদি) যাহারা যুদ্ধ হইতে কখনও পশ্চাদপসরণ করে না এবং দেহের মায়া ত্যাগ করিয়া সংগ্রাম করিয়া থাকে। সৈন্যদের মধ্যে এরূপ লোকদিগকে সর্ব্বদা পুরস্কার দেওয়া উচিত ও ইহাদের সর্ব্বদা অগ্রে অগ্রে রাখা আবশ্যক, কারণ ইহারা বৈষ্য সহকারে শত্রুদের প্রহার সহ্য করিতে পারে এবং তাহাদের প্রহারও করিতে পারে ॥ ১৯

ইহারা অধার্মিক এবং ধর্ম্মের নীতি ভঙ্গ করে। এইরূপ ইহারা বারংবার রাজার উপরেও ক্রুদ্ধ হইয়া থাকে ; অতএব ইহাদের সান্ত্বনাপূর্ণ বাক্যে সব সময় আয়ত্ত করিয়া রাখা আবশ্যক ॥ ২০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে বিজয়াভিলাষী রাজার আচরণবিষয়ক একাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্ব্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

(বিজয়সূচকশুভাশুভলক্ষণানাং নিরূপণম্, উৎসাহিনাং বলবতাং সৈন্যানাং বর্ণনম্, রাজ্ঞো যুদ্ধসম্বন্ধীয়-নীতিকথনঞ্চ)

যুধিষ্ঠির উবাচ।

জয়িত্র্যাঃ কানি রূপাণি ভবন্তি ভরতর্ষভ।
পৃতনায়াঃ প্রশস্তানি তানি চেচ্ছামি বেদিতুম্ ॥১

ভীষ্ম উবাচ

জয়িত্র্যা যানি রূপাণি ভবন্তি ভরতর্ষভ।
পৃতনায়াঃ প্রশস্তানি তানি বক্ষ্যামি সর্বশঃ ॥ ২
দৈবে পূর্বং প্রকুপিতে মানুষে কালচোদিতে।
তদ্বিদ্বাংসোঽনুপশ্যন্তি জ্ঞানদিব্যেন চক্ষুষা ॥ ৩
প্রায়শ্চিত্তবিধিং চাত্র জপহোমাংশ্চ তদ্বিদঃ।
মঙ্গলানি চ কুর্বন্তি শময়ন্ত্যহিতানি চ ॥ ৪
উদীর্ণমনসো যোধা বাহনানি চ ভারত।
যস্যাং ভবন্তি সেনায়াং ধ্রুবং তস্যাং পরো জয়ঃ ॥ ৫
অন্বেতান্ বায়বো যান্তি তথৈবেন্দ্রধনূংষি চ।
অনুপ্লবন্তো মেঘাশ্চ তথাঽঽদিত্যস্য রশ্ময়ঃ ॥ ৬
গোমায়বশ্চানুকূলা বলগৃধ্রাশ্চ সর্বশঃ।
অর্হয়েয়ুর্যদা সেনাং তদা সিদ্ধিরনুত্তমা ॥ ৭
প্রসন্নভাঃ পাবকস্যোর্ধ্বরশ্মিঃ
প্রদক্ষিণাবর্তশিখো বিধূমঃ।
পুণ্যা গন্ধাশ্চাহুতীনাং ভবন্তি
জয়স্যৈতদ্ ভাবিনো রূপমাহুঃ ॥ ৮
গম্ভীরশব্দাশ্চ মহাস্বনাশ্চ
শঙ্খাশ্চ ভের্যশ্চ নদন্তি যত্র।
যুযুৎসবশ্চাপ্রতীপা ভবন্তি
জয়স্যৈতদ্ ভাবিনো রূপমাহুঃ ॥ ৯
ইষ্টা মৃগাঃ পৃষ্ঠতো বামতশ্চ
সম্প্রস্থিতানাঞ্চ গমিষ্যতাঞ্চ।
জিঘাংসতাং দক্ষিণাঃ সিদ্ধিমাহু-
র্যৌদ্ধপ্রতস্তে প্রতিষেধয়ন্তি ॥ ১০

দ্ব্যধিকশততম অধ্যায়।

[বিজয়সূচক শুভাশুভ লক্ষণসমূহ নিরূপণ, উৎসাহী বলবান্ সৈন্যদের বর্ণন এবং রাজার যুদ্ধসম্বন্ধীয় নীতিকথন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ পিতামহ! বিজয়ী সৈন্যদের কিরূপ শুভ লক্ষণসমূহ প্রকাশ পায়, ইহাই আমি জানিতে অভিলাষী হইয়াছি। ১

ভীষ্ম বলিলেন—ভরতবংশভূষণ! বিজয়ী সৈন্যদের নিকট যে সব শুভলক্ষণ প্রকাশিত হয়, সেই সমস্ত বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ২

কালপ্রেরিত মনুষ্যের উপর প্রথমে দৈবের কোপ আসিয়া উপস্থিত হয়। উহা জ্ঞানী পুরুষ যখন জ্ঞানময়ী দিব্য দৃষ্টির দ্বারা দেখিয়া থাকেন, তখন তাহার প্রতীকারসম্বন্ধে অভিজ্ঞ পুরুষগণ তাহার প্রায়শ্চিত্তের বিধান—জপ, হোমাদি মাঙ্গলিক কৃত্য করিয়া থাকেন এবং সেই অহিতকারক দৈবী উপদ্রব শান্ত করিয়া থাকেন ॥ ৩-৪

হে ভারত! যে সকল যোদ্ধা ও বাহন মনে মনে প্রসন্ন ও উৎসাহযুক্ত থাকে, তাহাদের উত্তম জয় অবশ্যই হইয়া থাকে ॥ ৫

যদি সৈন্যদের যুদ্ধযাত্রার সময় সৈন্যদের পশ্চাতে মন্দ মন্দ বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকে, সম্মুখে ইন্দ্রধনুর উদয় হয়, বায়ংবার মেঘের ছায়া হইতে থাকে, সূর্যের কিরণও প্রকাশিত হয় এবং শৃগাল, কাক ও শকুনিগণও অনুকূল দিকে আসিয়া সৈন্যদের সংবর্দ্ধনা করে, তবে সেই সৈন্যদের পরম সিদ্ধিলাভ হয়। ৬-৭

যদি বিনা ধূমে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, তাহার প্রভা নির্মল হয় এবং শিখা উপরে উত্থিত হইতে থাকে অথবা সেই অগ্নিশিখা দক্ষিণ দিকে যাইতে দেখা যায় এবং আহুতির পবিত্র গন্ধ প্রকাশিত হয়, তবে এই সবকে ভাবী বিজয়ের শুভ চিহ্ন বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে ॥ ৮

যেস্থানে শঙ্খে গম্ভীর ধ্বনি এবং রণভেরীর প্রচণ্ড শব্দ উত্থিত হইতে থাকে, যুদ্ধাভিলাষী সৈন্যরা সর্বতোভাবে অনুকূলেই থাকে, তবে ইহাও সেস্থলে ভাবী বিজয়সূচক শুভ লক্ষণ কথিত হইয়াছে ॥ ৯

সৈন্যরা যুদ্ধে প্রস্থান করিবার সময় অথবা প্রস্থান করিবার জন্য প্রস্তুত হইবার সময় যদি প্রিয় শ্বাপদাদি পশুগণ পশ্চাতে ও বামভাগে আসিয়া থাকে, তবে উহা ঈপ্সিত ফল দান করে। যদি যুদ্ধ করিবার সময় ইহারা দক্ষিণ দিকে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে উহা সিদ্ধির সূচনা বলিয়া বলা হয়। কিন্তু ইহারা যদি সম্মুখে পড়ে, তবে সেইস্থলে যুদ্ধে যাত্রা করিতে নিষেধ করা হইয়াছে ॥ ১০

মাঙ্গল্যশব্দান্ শকুনা বদন্তি
হংসাঃ ক্রৌঞ্চাঃ শতপত্রাশ্চ চাষাঃ।
হৃষ্টা যোধাঃ সত্ত্ববন্তো ভবন্তি
জয়স্যৈতদ্ ভাবিনো রূপমাহুঃ ॥ ১১

শস্ত্রৈর্যন্ত্রৈঃ কবচৈঃ কেতুভিশ্চ
সুভানুভির্মুখবর্ণৈশ্চ যূনাম্।
ভ্রাজিষ্ণবী দুষ্প্রতিবীক্ষণীয়া
যেষাং চমূস্তেঽভিভবন্তি শত্রূন্ ॥ ১২

শুশ্রূষবশ্চানভিমানিনশ্চ
পরস্পরং সৌহৃদমাস্থিতাশ্চ।
যেষাং যোধাঃ শৌচমনুষ্ঠিতাশ্চ
জয়স্যৈতদ্ ভাবিনো রূপমাহুঃ ॥ ১৩

শব্দাঃ স্পর্শাস্তথা গন্ধা বিচরন্তি মনঃপ্রিয়াঃ।
ধৈর্য্যং চাবিশতে যোধান্ বিজয়স্য মুখঞ্চ তৎ ॥ ১৪

ইষ্টো বামঃ প্রবিষ্টস্য দক্ষিণঃ প্রবিবিক্ষতঃ।
পশ্চাৎ সংসাধয়ত্যর্থং পুরস্তাচ্চ নিষেধতি ॥ ১৫

সম্ভৃত্য মহতীং সেনাং চতুরঙ্গাং যুধিষ্ঠির
সাম্নৈব বর্তয়েঃ পূর্বং প্রযতেথাস্ততো যুধি ॥ ১৬

জঘন্য এষ বিজয়ো যদ্ যুদ্ধং নাম ভারত।
যাদৃচ্ছিকো যুধি জয়ো দৈবো বেতি বিচারণম্ ॥ ১৭

অপামিব মহাবেগস্তস্তা ইব মহামৃগাঃ।
দুর্নিবার্য্যতমা চৈব প্রভগ্না মহতী চমূঃ ॥ ১৮

ভগ্না ইত্যেব ভজ্যন্তে বিদ্বাংসোঽপি ন কারণম্।
উদারসারা মহতী রুরুসঙ্ঘোপমা চমূঃ ॥ ১৯

পরস্পরজ্ঞাঃ সংসৃষ্টাস্ত্যক্তপ্রাণাঃ সুনিশ্চিতাঃ।
অপি পঞ্চাশতঃ শূরা নিঘ্নন্তি পরবাহিনীম্ ॥ ২০

অপি বা পঞ্চ ষট্ সপ্ত সংহতাঃ কৃতনিশ্চয়াঃ।
কুলীনাঃ পূজিতাঃ সম্যগ্ বিজয়ন্তীহ শাত্রবান্ ॥ ২১

যখন হংস, ক্রৌঞ্চ, শতপত্র ও নীলকণ্ঠাদি পক্ষিগণ মঙ্গল সূচক শব্দ করিতে থাকে এবং সৈন্যদিগকে হর্ষ ও উৎসাহসম্পন্ন দেখা যায়, তবে ইহাকেও ভাবী জয়লাভের শুভলক্ষণ বলিয়া কথিত হইয়াছে। ১১

যাহাদের সৈন্যবাহিনী নানাবিধ অস্ত্র, কবচ, যন্ত্র এবং ধ্বজসমূহে সুশোভিত থাকে, যে সব নবযুবক সৈন্যদের মুখের সুন্দর প্রভাময়ী কান্তিতে সৈন্যবাহিনী প্রকাশিত হইয়া থাকে, সেই সব সৈন্যদের অভিমুখে শত্রুগণের দৃষ্টিপাত করিবারও সাহস থাকে না; তাহারা নিশ্চয় ইশত্রুদলকে পরাজিত করিতে সমর্থ হয়॥ ১২

যাহাদের যোদ্ধারা প্রভুর সেবায় উৎসাহী, নিরহঙ্কারী, পরস্পর পরস্পরের হিতাকাঙ্ক্ষী এবং শৌচাচার পালন করিতে থাকে, ইহাই তাহাদের ভাবী বিজয়ের শুভ লক্ষণ বলিয়া কথিত হইয়াছে। ১৩

যদি যোদ্ধাগণের মনের প্রিয় শব্দ, স্পর্শ ও গন্ধ সর্ব্বদিকে বিস্তৃত থাকে এবং ধৈর্য্য যোদ্ধাদিগের অন্তঃকরণে সঞ্চারিত হইতে থাকে, তবে ইহাকে জয়লাভের দ্বার বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ১৪

যদি যোদ্ধা যুদ্ধে প্রবেশ করিবার সময় শৃগাল দক্ষিণভাগে এবং প্রবিষ্ট হইবার পর শৃগাল বামভাগে আসিয়া থাকে, তবে উহা শুভ হয়। পশ্চাদ্ভাগে আসিলেও সিদ্ধিকারক হয়, কিন্তু সম্মুখে আসিলে উহা জয়লাভের বাধক হইয়া থাকে। ১৫

যুধিষ্ঠির! হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি—এই বিশাল চতুরঙ্গবাহিনী একত্রিত করিবার পরও প্রথমে শত্রুর সহিত সামনীতি অনুসারে সন্ধি করিবার চেষ্টা করা তোমার আবশ্যক। যদি ইহাতে সফল না হও, তবে যুদ্ধের জন্য উদ্যোগী হইবে। ১৬

হে ভারত! যুদ্ধ করিয়া যে জয়লাভ হয়, উহা নিকৃষ্ট বলিয়া অভিহিত হয়। যুদ্ধে জয়লাভ যদৃচ্ছাক্রমে বা দৈবেচ্ছায় হয়, উহা বিচার করা প্রয়োজন। ১৭

যদি বিশাল সৈন্যবাহিনীর মধ্যে ভাঙ্গনের সৃষ্টি হয়, তবে তাহা জলের প্রবল বেগের ন্যায় এবং ভীত দীর্ঘাকৃতি মৃগের ন্যায় নিরোধ করা অতিশয় দুষ্কর হইয়া উঠে। ১৮

বিশাল সৈন্যবাহিনী মৃগের দলের ন্যায় জানিবে। সেই বাহিনীতে কত বলবান্ বীর বিদ্যমান থাকে, কিন্তু কিছু সৈন্য পলায়ন করিতেছে, ইহা দেখিয়া অন্য সব সৈন্যরাও পলায়ন করিতে আরম্ভ করে; তখন যুদ্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও উহাদিগকে সংস্থাপিত করিতে সক্ষম হন না। ১৯

পরস্পর পরস্পরকে জানে, হর্ষ ও উৎসাহে পূর্ণ, প্রাণের মোহ ত্যাগ করিতে সমর্থ এবং মারিব, না হয় মরিব' এরূপ দৃঢ়নিশ্চয়কারী পঞ্চাশ জন বীর যোদ্ধাও সম্পূর্ণ শত্রু-সৈন্যদিগকে বিনাশ করিতে পারে। ২০

উত্তম বংশেজাত, পরস্পর সংগঠিত এবং রাজার দ্বারা সম্মানিত পাঁচ, ছয় বা সাতজন বীরও যদি দৃঢ়তার সহিত যুদ্ধে বিদ্যমান

সংনিপাতো ন মন্তব্যঃ শক্যে সতি কথঞ্চন।
সান্ত্বভেদপ্রদানানাং যুদ্ধমুত্তরমুচ্যতে ॥ ২২
সন্দর্শে নৈব সেনায়া ভয়ং ভীরূন্ প্রবাধতে।
বজ্রাদিব প্রজ্বলিতাদিয়ং কু নু পতিষ্যতি ॥ ২৩
অভিপ্রয়াতাং সমিতিং জ্ঞাত্বা যে প্রতিযান্ত্যথ।
তেষাং সান্ত্বানি গাত্রাণি যোধানাং বিজয়স্য চ ॥ ২৪
বিষয়ো বাধতে রাজন্ সর্বঃ সস্থাণুজঙ্গমঃ।
অস্য প্রতাপতপ্তানাং মজ্জা সীদতি দেহিনাম্ ॥ ২৫
তেষাং সান্ত্বং ক্রূরমিশ্রং প্রণেতব্যং পুনঃ পুনঃ।
সম্পীড্যমানা হি পরৈর্যোগমায়ান্তি সর্বতঃ ॥ ২৬
আস্তরাণাঞ্চ ভেদার্থং চরানভ্যবচারয়েৎ।
যশ্চ তস্মাৎ পরো রাজা তেন সন্ধিঃ প্রশস্যতে ॥ ২৭

নহি তস্যান্যথা পীড়া শক্যা কর্তুং তথাবিধা।
যথা সার্ধমমিত্রেণ সর্বতঃ প্রতিবাধনম্ ॥ ২৮
ক্ষমা বৈ সাধুমায়াতি ন হ্যসাধূন্ ক্ষমা সদা।
ক্ষমায়াশ্চাক্ষমায়াশ্চ পার্থ বিদ্ধি প্রয়োজনম্ ॥ ২৯
বিজিত্য ক্ষমমাণস্য যশো রাজ্ঞো বিবর্ধতে।
মহাপরাধে ক্ষপ্যস্মিন্ বিশ্বসন্ত্যপি শত্রবঃ ॥ ৩০
মন্যতে কর্ষয়িত্বা তু ক্ষমা সাধ্বীতি শম্বরঃ।
অসন্তপ্তং তু যদ্ দারু প্রত্যেতি প্রকৃতিং পুনঃ ॥ ৩১
নৈতৎ প্রশংসন্ত্যাচার্য্যা ন চ সাধুনিদর্শনম্।
অক্রোধেনাবিনাশেন নিয়ন্তব্যাঃ স্বপুত্রবৎ ॥ ৩২
যেষ্যো ভবতি ভূতানামুগ্রো রাজা যুধিষ্ঠির।
মৃদুমপ্যবমন্যন্তে তস্মাদুভয়মাচরেৎ ॥ ৩৩

থাকে, তবে যুদ্ধে সম্যগ্‌রূপেই শত্রুদিগকে জয় করিতে পারা যায়। ২১

যতক্ষণ যে কোনরূপে সন্ধি হইবার সম্ভাবনা থাকে, ততক্ষণ যুদ্ধ করিতে নাই। প্রথমে সামনীতি অনুসারে বুঝাইবে। ইহাতে যদি কার্য্যসিদ্ধি না হয়, তবে ভেদনীতির দ্বারা শত্রুদের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি করিবে। ইহার দ্বারাও যদি সফলতা না আসে, তাহা হইলে দান নীতির প্রয়োগ করিবে। এই তিন উপায়েও যদি কোন রূপেই কার্য্যসিদ্ধি না হয়, তখন সর্ব্বশেষে যুদ্ধের আশ্রয় গ্রহণ করিবে। ২২

শত্রু-সৈন্যদের দেখিবামাত্রই ভয় ভীরু-পুরুষদিগকে পীড়িত করে; তখন মনে হয়, তাহার উপর প্রজ্বলিত বজ্র পতিত হইতেছে। তাহারা চিন্তা করে—না জানি এই সৈন্য কাহার উপর পতিত হইবে? ২৩

যুদ্ধ উপস্থিত জানিয়া যাহারা সেই যুদ্ধের দিকে ধাবিত হয়, সেই বীরগণের দেহে বিজয়ের আশায় আনন্দজনিত ঘর্মবিন্দু উৎপন্ন হইয়া থাকে। ২৪

রাজন্! যুদ্ধ উপস্থিত হইলে পর স্থাবর-জঙ্গম প্রাণিগণের সহিত সমস্ত দেশ ব্যথিত হইয়া উঠে এবং অস্ত্রসকলের প্রতাপে সন্তপ্ত হইয়া দেহধারী প্রাণীদিগের মজ্জাও অবসন্ন হইয়া পড়ে। ২৫

তখন সেই দেশবাসিগণের প্রতি কঠোরতার সহিত সান্ত্বনাপূর্ণ মধুর বাক্য বারংবার প্রয়োগ করা উচিত; অন্যথা কেবল কঠোর বাক্যে পীড়িত হইয়া তাহারা চারিদিকে গমন করত শত্রুর সহিত মিলিত হয়। ২৬

শত্রুর মিত্রদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিবার জন্য গুপ্তচর প্রেরণ করা আবশ্যক এবং সেই শত্রু অপেক্ষাও যিনি বলবান্ রাজা, তাঁহার সহিত সন্ধি করাই উত্তম উপায়। ২৭

অন্যথা তাঁহাকে সেরূপ পীড়িত করিতে পারা যাইবে না, যেরূপ পীড়া সন্ধি স্থাপন করিলে দেওয়া যাইবে। যুদ্ধ সেইভাবে করা আবশ্যক, যাহাতে শত্রুপক্ষ সর্ব্বতোভাবে সঙ্কটে পতিত হয়। ২৮

কুন্তীনন্দন! সৎপুরুষদিগকেই সদা ক্ষমা করিতে হয়, দুষ্টদিগকে নহে। ক্ষমা করা ও না করার প্রয়োজন-বিষয়ে বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর এবং বুঝিয়া গ্রহণ কর। ২৯

যে রাজা শত্রুকে জয় করিবার পর তাহার অপরাধ ক্ষমা করেন, তাঁহার যশ বর্দ্ধিত হয়। তখন তিনি যদি কোন গুরুতর অপরাধও করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও শত্রুরা তাঁহাকে বিশ্বাস করে। ৩০

শম্বরাসুরের অভিমত হইল—প্রথমে শত্রুকে পীড়ার দ্বারা অতিশয় দুর্ব্বল করিয়া পরে তাহাকে ক্ষমা করা ভাল; কারণ, যদি বক্র কাষ্ঠকে তপ্ত না করিয়াই সরল করিতে যাওয়া হয়, তবে উহা পুনরায় সরল না হইয়া বক্রই হইয়া যায়। ৩১

কিন্তু আচার্য্যগণ এই বাক্যের প্রশংসা করেন না; যেহেতু উহা সৎপুরুষগণের দৃষ্টান্ত নয়। রাজার কর্ত্তব্য হইল—তিনি পুত্রের ন্যায় বিনা ক্রোধেই শত্রুকে বশীভূত করিবেন, তাহার বিনাশসাধন করিবেন না। ৩২

যুধিষ্ঠির! রাজা যদি উগ্রস্বভাবসম্পন্ন হন, তবে তিনি সমস্ত প্রাণীরই বিদ্বেষের পাত্র হইয়া থাকেন এবং সর্ব্বদা কোমলস্বভাব-

প্রহরিষ্যন্ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ প্রহরন্নপি ভারত।
প্রহৃত্য চ কৃপায়ীত শোচন্নিব রুদন্নিব ॥ ৩৪
ন মে প্রিয়ং যন্নিহতাঃ সংগ্রামে মামকৈর্নরৈঃ।
ন চ কুর্বন্তি মে বাক্যমুচ্যমানাঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ৩৫
অহো জীবিতমাকাঙ্ক্ষেন্নেদৃশো বধমর্হতি
সুদুর্লভাঃ সুপুরুষাঃ সংগ্রামেষ্বপলায়িনঃ ॥ ৩৬
কৃতং মমাপ্রিয়ং তেন যেনায়ং নিহতো মৃধে
ইতি বাচা বদন্ হন্তূন্ পূজয়েত রহোগতঃ ॥ ৩৭
হন্তৃণামাহতানাঞ্চ যৎ কুর্য্যুরপরাধিনঃ।
ক্রোশেদ্ বাহুং প্রগৃহ্যাপি চিকীর্ষন্ জনসংগ্রহম্ ॥ ৩৮

এবং সর্বাস্ববস্থাসু সান্ত্বপূর্বং সমাচরেৎ।
প্রিয়ো ভবতি ভূতানাং ধর্মজ্ঞো বীতভীর্নৃপঃ ॥ ৩৯
বিশ্বাসং চাত্র গচ্ছন্তি সর্বভূতানি ভারত।
বিশ্বস্তঃ শক্যতে ভোক্তুং যথাকামমুপস্থিতঃ ॥ ৪০
তস্মাদ্ বিশ্বাসয়েদ্ রাজা সর্বভূতান্যমায়য়া।
সর্বতঃ পরিরক্ষেচ্চ যো মহীং ভোক্তুমিচ্ছতি ॥৪১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি সেনানীতিকথনে
দ্ব্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০২

বিশিষ্ট হন, তাহা হইলে সকলেই তাঁহাকে অবজ্ঞা করেন, অতএব প্রয়োজনবোধে রাজা উগ্রতা ও কোমলতা উভয়ই অবলম্বন করিবেন। ৩৩

হে ভারত! রাজা শত্রুর উপর প্রহার করিবার পূর্ব্বে এবং প্রহার করিবার সময়েও প্রিয় বাক্যই বলিবেন। প্রহার করিবার পরেও শোক প্রকাশ করিতে করিতে ও রোদন করিতে করিতে তাহার প্রতি দয়া দেখাইবেন। ৩৪

তিনি শত্রুকে শুনাইতে শুনাইতে এইরূপ বলিবেন,—অহহ! এই যুদ্ধে আমার সৈন্যরা যে এত বীরকে নিহত করিয়াছে, উহা আমার প্রিয় নহে; কিন্তু আমি কি করিব? আমি বারংবার বলিলেও তাহারা আমার কথা পালন করে নাই। ৩৫

অহো! সকল লোকই নিজ নিজ প্রাণ রক্ষা করিতে অভিলাষী হয়, অতএব এরূপ ব্যক্তিগণকে বধ করা উচিত নয়। সংগ্রামে পলায়ন করে না, এতাদৃশ সৎপুরুষগণ অতিশয় দুর্লভ। আমার যে সব সৈন্যরা এই যুদ্ধে শ্রেষ্ঠ বহু বীরকে বধ করিয়াছে, তাহার দ্বারা আমার অতিশয় কার্য্য হইয়াছে। শত্রুপক্ষের সম্মুখে বাক্যের দ্বারা এরূপ খেদ প্রকাশ করিতে করিতে রাজা নির্জন স্থানে গমন করত নিজের সেই বীর যোদ্ধাগণের প্রশংসা করিবেন, যাহারা শত্রুপক্ষের প্রধান বীরগণকে বধ করিয়াছে। ৩৬-৩৭

এই শত্রুপক্ষের বিনাশক স্বীয় পক্ষের বীরগণের মধ্যে যাহারা হতাহত হইয়াছে, তাহাদের গুরু অপরাধীর ন্যায় সেইভাবে দুঃখ প্রকাশ করিবেন। জনমতকে নিজের অনুকূলে আনিবার বাসনায় যাহার হানি হইয়াছে, তাহার বাহু ধারণ করত সহানুভূতি প্রকাশ করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিবেন এবং বিলাপ করিবেন। ৩৮

এইরূপ সর্ব্বপ্রকার অবস্থাতেই যিনি সান্ত্বনাপূর্ণ আচরণ করেন, সেই ধর্ম্মজ্ঞ রাজা সকল লোকের প্রিয় হন এবং নির্ভয় হইয়া যান। ৩৯

হে ভারত! তাঁহার উপর সকল প্রাণীই বিশ্বাস করিতে থাকে। একবার বিশ্বাসের পাত্র হইয়া যাইলে পর সেই রাজা সকলেরই নিকট অবস্থান করত সম্পূর্ণ রাজ্যকে ইচ্ছানুসারে ভোগ করিতে সমর্থ হন। ৪০

অতএব যে রাজা এই পৃথিবীকে ভোগ করিতে বাসনা করিবেন, তাঁহার কর্ত্তব্য হইল যে, তিনি ছল-কপটতা পরিত্যাগ করত নিজের উপর সকল প্রাণীর বিশ্বাস উৎপন্ন করিবেন এবং এই পৃথিবীকে সর্ব্বতোভাবে পূর্ণরূপে রক্ষা করিবেন। ৪১

শ্রীময়হর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে সৈন্যনীতি-বর্ণনবিষয়ক দ্ব্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্র্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

(শত্রুং বশীভূতং কর্ত্তুং রাজ্ঞা কা নীতিরবলম্বনীয়া, কথং দুষ্টান্ জ্ঞাতুং শক্রায়াদিত্যত্রেন্দ্র-বৃহস্পতিসংবাদশ্চ।)

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কথং মৃদৌ কথং তীক্ষ্ণে মহাপক্ষে চ পার্থিব।
আদৌ বর্ত্তেত নৃপতিস্তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
বৃহস্পতেশ্চ সংবাদমিন্দ্রস্য চ যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ২

বৃহস্পতিং দেবপতিরভিবাদ্য কৃতাঞ্জলিঃ।
উপসঙ্গম্য পপ্রচ্ছ বাসবঃ পরবীরহা ॥ ৩

ইন্দ্র উবাচ।

অহিতেষু কথং ব্রহ্মন্ প্রবর্তেয়মতন্দ্রিতঃ।
অসমুচ্ছিদ্য চৈবৈতান্ নিযচ্ছেয়মুপায়তঃ ॥ ৪

সেনয়োর্ব্যতিষঙ্গেণ জয়ঃ সাধারণো ভবেৎ।
কিংকুর্বাণং ন মাং জহ্যাজ্জলিতা শ্রীঃ প্রতাপিনী ॥ ৫

ততো ধর্মার্থকামানাং কুশলঃ প্রতিভানবান্।
রাজধর্মবিধানজ্ঞঃ প্রত্যুবাচ পুরন্দরম্ ॥ ৬

বৃহস্পতিরুবাচ।

ন জাতু কলহেনেচ্ছেন্নিয়ন্তুমপকারিণঃ
বালৈরাসেবিতং হ্যেতদ্ যদমর্ষো যদক্ষমা ॥ ৭

ন শত্রুবিবৃতঃ কার্য্যো বধমস্যাভিকাঙ্ক্ষতা।
ক্রোধং ভয়ঞ্চ হর্ষঞ্চ নিয়ম্য স্বয়মাত্মনি ॥ ৮

অমিত্রমুপসেবেত বিশ্বস্তবদবিশ্বসন্।
প্রিয়মেব বদেন্নিত্যং নাপ্রিয়ং কিঞ্চিদাচরেৎ ॥ ৯

বিরমেচ্ছুষ্কবৈরেভ্যঃ কণ্ঠায়াসাংশ্চ বর্জয়েৎ।
যথা বৈতংসিকো যুক্তো দ্বিজানাং সদৃশস্বনঃ ॥ ১০

তান্ দ্বিজান্ কুরুতে বশ্যাংস্তথা যুক্তো মহীপতিঃ।
বংশং চোপনয়েচ্ছত্রূন্ নিহন্যাচ্চ পুরন্দর ॥ ১১

ত্র্যধিকশততম অধ্যায়।

[শত্রুকে বশীভূত করিবার জন্য রাজার কোন নীতিতে কার্য্য করা উচিত এবং দুষ্টগণকে কিভাবে জানিতে পারা যাইবে —এ বিষয়ে ইন্দ্র ও বৃহস্পতির সংবাদ বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! ভূপাল! যাহার পক্ষ প্রবল ও বিশাল, সেই শত্রু যদি কোমল স্বভাবের হয়, তবে তাহার সহিত কিরূপ আচরণ করা আবশ্যক? আর যদি শত্রু তীক্ষ্ণ স্বভাবের হয়, তাহার সহিত প্রথমে কিরূপ আচরণ করা রাজার কর্ত্তব্য, তাহা আমাকে বলুন॥ ১

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! এবিষয়ে বিদ্বান্ পুরুষগণ বৃহস্পতি ও ইন্দ্রের সংবাদরূপ এক প্রাচীন ইতিহাস উদাহরণ দিয়া থাকেন॥ ২

পুরাকালে কোন এক সময়ে শত্রুবীর-সংহারকারী দেবরাজ ইন্দ্র বৃহস্পতির নিকটে গমন করত কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রণাম পূর্ব্বক ইহা জিজ্ঞাসা করিলেন॥ ৩

ইন্দ্র বলিলেন,—ব্রহ্মন্! আমি নিরলস হইয়া নিজের শত্রুদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিব? তাহাদের সমূলে উচ্ছেদ না করিয়াই কোন্ উপায়ের দ্বারা তাহাদের বশীভূত করিব? ৪

উভয় পক্ষের সৈন্যদের মধ্যে পরস্পর যুদ্ধে ব্যাপৃত হইয়া যাইলে পর বিজয় উভয় পক্ষেরই নিকট সাধারণ বস্তু হইয়া যায় (এই পক্ষের জয় হইবে—এরূপ নিয়ম থাকে না।), অতএব আমার কি করা কর্ত্তব্য, যাহাতে শত্রুদিগের সন্তাপদায়িনী দেদীপ্যমানা রাজলক্ষ্মী আমাকে কখনও পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন না॥ ৫

দেবরাজ ইন্দ্র এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে পর ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের প্রতিপাদনে কুশল, প্রতিভাশালী এবং রাজধর্ম্মের বিধান সম্বন্ধে অভিজ্ঞ বৃহস্পতি তাঁহাকে এই উত্তর দিয়াছিলেন॥ ৬

বৃহস্পতি বলিলেন,—রাজন্! কোনও রাজা কখনও কলহ বা যুদ্ধের দ্বারা অপকারকারী শত্রুদিগকে বশীভূত করিতে ইচ্ছা করিবেন না। সহ্যশক্তি ত্যাগ করা বা ক্ষমা না করা—ইহা ত' বালক কিংবা মূর্খগণের দ্বারা সেবিত পথ॥ ৭

শত্রুকে বধ করিতে অভিলাষী রাজার কর্ত্তব্য হইল—তিনি ক্রোধ, ভয় ও হর্ষকে নিজের মনেই সংযত করিয়া রাখিবেন এবং শত্রুকে শত্রুতা প্রকাশ করিতে বাধ্য করিবেন না॥ ৮

অন্তরে বিশ্বাস না করিলেও বাহিরে বিশ্বস্ত পুরুষের ন্যায় নিজের ভাব দেখাইতে দেখাইতে শত্রুর সেবা করিতে হয়। সর্ব্বদা তাহার সহিত প্রিয়বাক্য বলিবে, কখনও কোনও অপ্রিয় আচরণ করিবে না॥ ৯

শত্রুনগরভেদকারী ইন্দ্র! শুষ্ক শত্রুতা হইতে বিরত থাকিবে, কণ্ঠকে পীড়িতকারী বাদ-বিবাদ পরিত্যাগ করিবে, যেরূপ ব্যাধ নিজের কার্য্যে সাবধানে নিরত থাকিয়া পক্ষিগণকে ধরিবার জন্য তাহাদেরই সমান শব্দ করিতে থাকে এবং সুযোগ

ন নিত্যং পরিভূয়ারীন্ সুখং স্বপিতি বাসব।
জাগর্ত্যেব হি দুষ্টাত্মা সন্ধরেঽগ্নিরিবোত্থিতঃ ॥ ১২
ন সন্নিপাতঃ কর্তব্যঃ সামান্তে বিজয়ে সতি।
বিশ্বাস্যৈবোপসন্ধার্থী বশে কৃত্বা রিপুঃ প্রভো ॥১৩
সম্প্রধার্য্য সহামাত্যৈর্মন্ত্রবিদ্ভির্মহাত্মভিঃ।
উপেক্ষ্যমাণোঽবজ্ঞাতো হৃদয়েনাপরাজিতঃ ॥ ১৪
অথাস্য প্রহরেৎ কালে কিঞ্চিদ্বিচলিতে পদে।
দণ্ডঞ্চ দূষয়েদস্য পুরুষৈরাপ্তকারিভিঃ ॥ ১৫
আদি-মধ্যাবসানজ্ঞঃ প্রচ্ছন্নঞ্চ বিধারয়েৎ।
বলানি দূষয়েদস্য জানন্নেব প্রমাণতঃ ॥ ১৬
ভেদেনোপপ্রদানেন সংসৃজেদ্দৌষধৈস্তথা।
ন ত্বেবং খলু সংসর্গং রোচয়েদরিভিঃ সহ ॥১৭
দীর্ঘকালমপীক্ষেত নিহন্যাদেব শাত্রবান্।
কালাকাঙ্ক্ষী হি ক্ষপয়েদ্ যথা বিস্রম্ভমাপ্নুয়ুঃ ॥১৮
ন সদ্যোঽরীন্ বিহন্যাচ্চ দ্রষ্টব্যো বিজয়ো ধ্রুবঃ।
ন শল্যং বা ঘটয়তি ন বাচা কুরুতে ব্রণম্ ॥ ১৯
প্রাপ্তে চ প্রহরেৎ কালে ন চ সংবর্ততে পুনঃ।
হন্তুকামস্য দেবেন্দ্র পুরুষস্য রিপূন্ প্রতি ॥ ২০
যো হি কালো ব্যতিক্রামেৎ পুরুষং কালকাঙ্ক্ষিণম্।
দুর্লভঃ স পুনস্তেন কালঃ কর্মচিকীর্ষুণা ॥ ২১
ওজশ্চ জনয়েদেব সংগৃহ্নন্ সাধুসম্মতম্।
অকালে সাধয়েন্নিত্যং ন চ প্রাপ্তে প্রপীড়য়েৎ ॥ ২২

আসিলেই পক্ষিগণকে বশীভূত করিয়া থাকে, সেইরূপ উদ্যোগী রাজা ধীরে ধীরে শত্রুদিগকে বশীভূত করিবেন। তাহার পর তাহাদিগকে বিনাশ করিবেন ॥ ১০-১১

ইন্দ্র! যে সর্ব্বদা শত্রুদিগকে তিরস্কারই করিতে থাকে, সেই ব্যক্তি কোনরূপ সুখে নিদ্রা যাইতে পারে না। সেই দুষ্টাত্মা নরপতি বংশ ও তৃণাদিতে প্রজ্বলিত হইয়া চটচট শব্দকারী অগ্নির ন্যায় সর্ব্বদা জাগরিতই থাকে ॥ ১২

প্রভাবশালী ইন্দ্র! যখন যুদ্ধে জয়লাভ এক সাধারণ বস্তু (যে কোন পক্ষেরই উহা লাভ হইতে পারে), তখন তাহার জন্য প্রথমেই যুদ্ধ করা উচিত নয়, কিন্তু শত্রুতে উত্তমরূপে বিশ্বাস-স্থাপন করিয়া বশীভূত করিবার পর সুযোগ বুঝিয়া তাহার যাবতীয় ধন-বলাদি নষ্ট করিয়া দিবে ॥ ১৩

শত্রুর দ্বারা উপেক্ষিত বা অবহেলিত হইলেও রাজা নিজের মনে বিশ্বাস হারাইবেন না। তিনি মন্ত্রিমণ্ডলী ও মন্ত্রবেত্তা মহা-পুরুষগণের সহিত কর্ত্তব্য-সম্বন্ধে পরামর্শ করত সময় আসিলেই যখন শত্রুর অবস্থা কিছু বিভ্রান্তিকর হইবে, তখন তাহার উপর প্রহার করিবে এবং বিশ্বাসের পাত্র মহাপুরুষগণকে প্রেরণ করিয়া তাঁহাদের দ্বারা শত্রুসৈন্যমধ্যে বিভেদের সৃষ্টি করিবে ॥ ১৪-১৫

রাজা শত্রুর রাজ্যের আদি, মধ্য ও অন্তিম সীমা জানিয়া গুপ্তরূপে মন্ত্রিগণের সহিত উপবিষ্ট হইয়া নিজের কর্ত্তব্য স্থির করিবেন এবং শত্রুসৈন্যের সংখ্যা কত, তাহা সর্ব্বতোভাবে জানিয়া তাহাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিতে সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিবেন ॥ ১৬

রাজার কর্ত্তব্য হইল—তিনি দূরে থাকিয়াই গুপ্তচরগণের দ্বারা শত্রুর সৈন্যদের মধ্যে মতভেদ উৎপন্ন করিবেন। ধনাদি প্রদান করত লোকসকলকে নিজের পক্ষে আনিবার জন্য চেষ্টা করিবেন কিংবা তাহাদের উপর বিভিন্ন ঔষধসমূহ প্রয়োগ করিবেন; কিন্তু কোনরূপেই শত্রুর সহিত প্রকাশ্যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ স্থাপন করিবার ইচ্ছা রাখিবেন না ॥ ১৭

অনুকূল সময় পাইবার জন্য কালক্ষেপ করিয়া যাইবে। তাহার পক্ষে দীর্ঘকাল ধরিয়া অপেক্ষা করাই সঙ্গত হইবে, ইহাতে শত্রুদের ভালভাবে বিশ্বাস হইয়া যাইবে। তারপর সুযোগ পাইয়াই তাহাকে বধ করিবে ॥ ১৮

রাজা শত্রুগণের উপর তৎক্ষণাৎ আক্রমণ করিবেন না, অবশ্যম্ভাবী বিজয়ের উপায় বিষয়ে পর্য্যালোচনা করিবেন, তাহাদের উপর বিষ প্রয়োগও করিবেন না এবং তাহাদের কঠোর বাক্যে আঘাতও করিবেন না ॥ ১৯

দেবেন্দ্র! যে ব্যক্তি শত্রুদিগকে বধ করিতে অভিলাষী হয়, তাহার পক্ষে বারংবার কোন সুযোগ আসে না; অতএব যখন কোনও একবার সুযোগ আসিবে, সেই সময়েই তাহার উপর প্রহার করিবে ॥ ২০

সময়ের প্রতীক্ষাকারী পুরুষের নিকট যখন উপযুক্ত সময় আসিয়াও চলিয়া যায়, সেই অভীষ্ট কার্য্য করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তির পুনরায় সেরূপ সুযোগ আসা অতিশয় দুর্লভ হইয়া উঠে ॥ ২১

শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের সম্মতি গ্রহণপূর্ব্বক রাজা নিজের বলকে সর্ব্বদা বর্দ্ধিত করিতে থাকিবেন। যতক্ষণ না অনুকূল সময় আসিবে, ততক্ষণ মিত্রগণের সংখ্যা বর্দ্ধিত করিয়া যাইবেন এবং শত্রু-দিগকেও পীড়িত করিবেন না; কিন্তু যদি সময় আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে শত্রুদের উপর প্রহার করিতে বিলম্ব করিবেন না ॥ ২২

বিহায় কামং ক্রোধঞ্চ তথাহঙ্কারমেব চ।
যুক্তো বিবরমন্বিচ্ছেদহিতানাং পুনঃ পুনঃ ॥২৩
মার্দবং দণ্ড আলস্যং প্রমাদশ্চ সুরোত্তম।
মায়াঃ সুবিহিতাঃ শক্র সাদয়ন্ত্যাবিচক্ষণম্ ॥ ২৪
নিহত্যৈতানি চত্বারি মায়াং প্রতিবিধায় চ।
ততঃ শক্রোতি শত্রূণাং প্রহর্তুমবিচারয়ন্ ॥ ২৫
যদৈবৈকেন শক্যেত গুহ্যং কর্তুং তদাচরেৎ।
যচ্ছন্তু সাচিব্য গুহ্যং মিথো বিশ্রাবয়ন্ত্যপি ॥ ২৬
অশক্যমিতি কৃত্বা বা ততোঽন্যৈঃ সংবিদং চরেৎ।
ব্রহ্মদণ্ডমদৃষ্টেষু দৃষ্টেষু চতুরঙ্গিণীম্ ॥ ২৭
ভেদঞ্চ প্রথমং যুঞ্জ্যাৎ তূষ্ণীং দণ্ডং তথৈব চ।
কালে প্রয়োজয়েদ্ রাজা তস্মিংস্তস্মিংস্তদা তদা ॥২৮

প্রণিপাতঞ্চ গচ্ছেত্ত কালে শত্রোর্বলীয়সঃ।
যুক্তোঽস্য বধমন্বিচ্ছেদপ্রমত্তঃ প্রমাদ্যতঃ ॥ ২৯
প্রণিপাতেন দানেন বাচা মধুরয়া ক্রবন্।
অমিত্রমপি সেবেত ন চ জাতু বিশঙ্কয়েৎ ॥ ৩০
স্থানানি শঙ্কিতানাঞ্চ নিত্যমেব বিবর্জয়েৎ।
ন চ তেষ্বাশ্বসেদ্ রাজা জাগ্রতীহ নিরাকৃতাঃ ॥ ৩১
ন হ্যতো দুষ্করং কর্ম কিঞ্চিদস্তি সুরোত্তম।
যথা বিবিধবৃত্তানামৈশ্বর্য্যমমরাধিপ ॥৩২
তথা বিবিধবৃত্তানামপি সন্তব উচ্যতে।
যততে যোগমাস্থায় মিত্রামিত্রং বিচারয়েৎ ॥ ৩৩
মৃদুমপ্যবমন্যন্তে তীক্ষ্ণাদুদ্বিজতে জনঃ।
মা তীক্ষ্ণো মা মৃদুর্ভূস্তং তীক্ষ্ণো ভব মৃদুর্ভব ॥৩৪

রাজা কাম, ক্রোধ ও অহঙ্কারকে পরিত্যাগ করত সাবধানতার সহিত বারংবার শত্রুদের ছিদ্র অন্বেষণ করিয়াই যাইবেন ॥ ২৩

সুরোত্তম ইন্দ্র! কোমলতা, দণ্ড, আলস্য, অসাবধানতা এবং শত্রুদের দ্বারা উত্তমরূপে প্রযুক্ত মায়া (কূট কৌশল)—এ সমস্তই অনভিজ্ঞ রাজাকে অতিশয় কষ্ট দান করে ॥২৪

কোমলতা, দণ্ড, আলস্য ও প্রমাদ—এই চারিটিকে নষ্ট করিয়া শত্রুর প্রযুক্ত মায়ারও প্রতিকার করিবেন। তারপর কোনরূপ বিচার না করিয়াই রাজা শত্রুর উপর প্রহার করিবেন ॥ ২৫

রাজা একাকীই যে গুপ্ত কার্য্য করিতে পারিবেন, তাহা অবশ্যই তিনি সম্পন্ন করিবেন; কারণ, মন্ত্রিগণ কখনও কখনও গুপ্তবিষয়কেও প্রকাশিত করিয়া দেয় অথবা নিজেরাই পরস্পর পরস্পরকে শুনাইতে থাকে ॥ ২৬

যে কার্য্য করা একাকী অসম্ভব, তাহার জন্য অপর যোগ্য ব্যক্তিগণের সহিত অবশ্যই মন্ত্রণা করিবে। যদি শত্রু দূরে থাকায় দৃষ্টিগোচর না হয়, তবে তাহার উপর ব্রহ্মদণ্ডের প্রয়োগ করিবে এবং যদি শত্রু নিকটে থাকে বলিয়া দৃষ্টিগোচর হয়, তবে তাহার উপর হস্তি, অশ্ব, রথ ও পদাতি এই চতুরঙ্গিণী সৈন্যবাহিনী পাঠাইয়া আক্রমণ করিবে ॥ ২৭

রাজা শত্রুর প্রতি প্রথমে ভেদনীতির প্রয়োগ করিবেন। তাহার পর তিনি উপযুক্ত সময় আসিলে পরে নীরবে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে দণ্ডনীতির প্রয়োগ করিবেন ॥ ২৮

যদি বলবান্ শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হন এবং সেই শত্রুরই সময় তখন অনুকূল থাকে, তবে রাজা নতমস্তক হইয়া প্রণত হইবেন। তারপর সেই শত্রু যখন অসাবধান হইয়া পড়িবে, তখন তিনি স্বয়ং সাবধানে থাকিয়া ও উদ্যোগী হইয়া তাহার বধের উপায় অন্বেষণ করিবেন ॥ ২৯

রাজার কর্ত্তব্য হইল—তিনি মস্তক নত করিয়া, দানের দ্বারা এবং মধুর বাক্যের দ্বারা শত্রুকেও মিত্রেরই ন্যায় সেবা করিবেন তাহার মনে কখনও কোনরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইতে দিবেন না ॥ ৩০

যে শত্রুর মনে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে অবস্থান করা কিংবা যাতায়াত সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবেন। রাজা তাহার উপর কখনও বিশ্বাস করিবেন না; কারণ, এ জগতে তাহার দ্বারা তিরস্কৃত বা ক্ষতিগ্রস্ত শত্রুরা সর্ব্বদা প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য উদ্যত থাকে ॥ ৩১

দেবরাজ! সুরোত্তম! নানাবিধ ব্যবহারে নিপুণ লোক সকলের ঐশ্বর্য্যের উপর শাসন করা যেরূপ কঠিন কার্য্য, সেরূপ আর কোন দুষ্কর কার্য্য—এ জগতে নাই ॥ ৩২

এরূপ ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহারচতুর লোকসকলের ঐশ্বর্য্যের উপরেও শাসন করা তখনই সম্ভব বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যখন রাজা মনোযোগের সহিত সর্ব্বদা এবিষয়ে যত্নশীল থাকেন এবং কোন্ ব্যক্তি মিত্র ও কোন্ ব্যক্তি শত্রু ইহা বিচার করিতে থাকেন ॥ ৩৩

মানুষ কোমলস্বভাববিশিষ্ট রাজাকে অপমান করে এবং অত্যন্ত কঠোর স্বভাবসম্পন্ন রাজা হইতে উদ্বিগ্ন হয়; অতএব তুমি কঠোরও হইও না এবং কোমলও হইও না। তবে সময়ে সময়ে কখনও কঠোরতা এবং কখনও কোমলতা অবলম্বন করিবে ॥ ৩৪

যথা বপ্রে বেগবতি সর্বতঃ সম্প্লুতোদকে।
নিত্যং বিবরণাদ্ বাধস্তথা রাজ্যং প্রমাদ্যতঃ ॥ ৩৫
ন বহূনভিযুঞ্জীত যৌগপদ্যেন শাত্রবান্।
সাম্না দানেন ভেদেন দণ্ডেন চ পুরন্দর ॥ ৩৬
একৈকমেষাং নিষ্পিষ্য শিষ্টেষু নিপুণং চরেৎ।
ন তু শক্তোঽপি মেধাবী সর্বানেবারভেন্নৃপঃ ॥ ৩৭
যদা স্যান্মহতী সেনা হয়-নাগ-রথাকুলা।
পদাতিযন্ত্রবহুলা অনুরক্তা ষড়ঙ্গিনী ॥ ৩৮
যদা বহুবিধাং বৃদ্ধিং মন্যেত প্রতিলোমতঃ।
তদা বিবৃত্য প্রহরেদ্ দস্যূনামবিচারয়ন্ ॥ ৩৯
ন সামদণ্ডোপনিষৎ প্রশস্যতে
ন মার্দবং শত্রুষু যাত্রিকং সদা।
ন শস্যঘাতো ন চ সঙ্করক্রিয়া
ন চাপি ভূয়ঃ প্রকৃতেরবিচারণা ॥ ৪০

যেরূপ জলের প্রবাহ তীব্রবেগে বহিয়া যায় এবং চারিদিকেই জলে জলময় হইয়া যায়, সেই সময় নদীর তীর বিদীর্ণ হইয়া যাইবার সর্বদা ভয় থাকে, সেইরূপ রাজা যদি সাবধান না থাকেন, তবে তাঁহার রাজ্য নষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে ॥ ৩৫

পুরন্দর! বহুসংখ্যক শত্রুর উপর একই সঙ্গে আক্রমণ করা উচিত নয়। সাম, দান, ভেদ ও দণ্ডের দ্বারা সেই সব শত্রুগণের মধ্যে এক একজনকে বারে বারে নিষ্পেষিত করিয়া অবশিষ্ট শত্রুকে পেষণ করিবার জন্য নিপুণতার সহিত চেষ্টা আরম্ভ করিবে। বুদ্ধিমান্ রাজা শক্তিশালী হইয়াও সকল শত্রুকে একই সঙ্গে নিষ্পেষিত করিবার কার্য্য আরম্ভ করিবেন না ॥ ৩৬-৩৭

যখন সৈন্যবাহিনী হস্তী, অশ্ব ও রথসমূহে পূর্ণ থাকিবে এবং বহু পদাতি সৈন্য থাকিবে ও যন্ত্রসকল (কামানাদি অস্ত্রসমূহ), হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি, কোষ ও ধনী বৈশ্য এই ষড়ঙ্গ বিশাল সৈন্য রাজার প্রতি অনুরক্ত থাকিবে, যখন শত্রু অপেক্ষা নিজের নানা প্রকারে উন্নতি পরিলক্ষিত হইবে, সেই সময় রাজা অন্য কোনরূপ বিচার না করিয়াই প্রকাশ্যভাবে দস্যু ও তস্করাদিকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিবেন ॥ ৩৮-৩৯

শত্রুর প্রতি সামনীতির প্রয়োগ উত্তম বলিয়া কথিত হয় নাই, পক্ষান্তরে সেস্থলে গুপ্তভাবে দণ্ডনীতির প্রয়োগই শ্রেষ্ঠ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। শত্রুদের প্রতি কোমল ব্যবহার এবং সর্বদা তাহাদের উপর আক্রমণ করা উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। তাহাদের ক্ষেত্রে শস্যসমূহ বিধ্বস্ত করা এবং সেখানকার জলে বিষপ্রয়োগ করাও উত্তম বলিয়া কথিত হয়

মায়াবিভেদানুপসর্জনানি
তথৈব পাপং ন যশঃপ্রয়োগাৎ।
আর্যৈর্মনুষ্যৈরুপচারয়েত
পুরেষু রাষ্ট্রেষু চ সম্প্রযুক্তান্ ॥ ৪১
পুরাপি চৈষামনুসৃত্য ভূমিপাঃ
পুরেষু ভোগানখিলান্ জয়ন্তি।
পুরেষু নীতিং বিহিতাং যথাবিধি
প্রয়োজয়ন্তো বলবৃত্রসূদন ॥ ৪২
প্রদায় গূঢ়ানি বসূনি রাজন্
প্রচ্ছিদ্য ভোগানবধায় চ স্বান্।
দুষ্টান্ স্বদোষৈরিতি কীর্তয়িত্বা
পুরেষু রাষ্ট্রেষু চ যোজয়ন্তি ॥ ৪৩

নাই। ইহা ব্যতীত রাজা, অমাত্য, সুহৃৎ, কোষ, রাষ্ট্র, দুর্গ ও বল (সৈন্য) এই সপ্ত প্রকৃতির উপর বিচার করাও প্রশস্ত নহে (অতএব এরূপ স্থলে গুপ্ত দণ্ড প্রয়োগই শ্রেষ্ঠ) ॥ ৪০

রাজা বিশ্বস্ত মনুষ্যগণের দ্বারা শত্রুর নগর এবং রাজ্যে নানা-প্রকার ছল-চাতুরী ও পরস্পর বৈরীভাবের সৃষ্টি করাইবেন। এইভাবে ছদ্মবেশে সেই সেই স্থানে নিজের গুপ্তচরগণকেও নিযুক্ত করিবেন; কিন্তু নিজের যশ রক্ষার জন্য সেস্থানে নিজের পক্ষ হইতে চুরি কিংবা গুপ্তহত্যাদি কোন পাপকার্য্য হইতে দিবেন না ॥ ৪১

বল এবং বৃত্রাসুরের বিনাশকারী ইন্দ্র! পৃথিবীপালনকারী রাজারা প্রথমে সেই শত্রুগণের সকল নগরে বিধি অনুসারে ব্যবহারোপযোগী নীতির প্রয়োগ করিয়া দেখাইবেন। এইভাবে তাহাদের অনুকূল ব্যবহার করত তাঁহারা শত্রুদের রাজধানীসমূহে সমস্ত ভোগ্য বস্তুর উপর নিজেদের অধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৪২

দেবরাজ! রাজা নিজেরই লোকজনদের বিষয়ে এই প্রচার করিয়া দেন যে, এই সব লোক দোষে দূষিত হইয়া গিয়াছে, অতএব আমি এই দুষ্টগণকে রাজ্য হইতে বহিষ্কার করিয়া দিয়াছি। ইহারা অপর দেশে চলিয়া গিয়াছে। এইরূপ করিয়া সেই রাজারা শত্রুদের রাজ্যে ও নগরসমূহের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিবার কার্য্যে তাহাদিগকে নিযুক্ত করিয়া থাকেন। বাহ্যভাবে তাঁহারা ইহাদের সমস্ত ভোগসামগ্রী কাড়িয়া লইলেও গুপ্তভাবে তাহাদের প্রচুর ধন অর্পিত করিয়া তাহাদের কিছু অন্য আত্মীয়-জনকেও নিযুক্ত করিয়া থাকেন ॥ ৪৩

তথৈব চাস্যৈরপি শাস্ত্রবেদিভিঃ
স্বলঙ্কৃতৈঃ শাস্ত্রবিধানদৃষ্টিভিঃ।
সুশিক্ষিতৈর্ভাষ্যকথাবিশারদৈঃ
পরেষু কৃত্যামুপধারয়েচ্চ ॥৪৪

ইন্দ্র উবাচ।

কানি লিঙ্গানি দুষ্টস্য ভবন্তি দ্বিজসত্তম।
কথং দুষ্টং বিজানীয়ামেতৎ পৃষ্টো বদস্ব মে ॥ ৪৫

বৃহস্পতিরুবাচ।

পরোক্ষমগুণানাহ সদ্‌গুণানভ্যসূয়তে।
পরৈর্বা কীর্ত্যমানেষু তূষ্ণীমাস্তে পরাঙ্‌মুখঃ ॥ ৪৬
তূষ্ণীম্ভাবেঽপি বিজ্ঞেয়ং ন চেদ্ ভবতি কারণম্।
নিঃশ্বাসং চোষ্ঠসন্দংশং শিরসশ্চ প্রকম্পনম্ ॥ ৪৭
করোত্যভীক্ষ্ণং সংসৃষ্টমসংসৃষ্টশ্চ ভাষতে।
অদৃষ্টিতো ন কুরুতে দৃষ্টো নৈবাভিভাষতে ॥ ৪৮
পৃথগেত্য সমশ্নাতি নেদমদ্য যথাবিধি।
আসনে শয়নে যানে ভাবা লক্ষ্যা বিশেষতঃ ॥ ৪৯
আতিরার্তে প্রিয়ে প্রীতিরেতাবন্মিত্রলক্ষণম।
বিপরীতং তু বোদ্ধব্যমরিলক্ষণমেব তৎ ॥ ৫০
এতান্যেব যথোক্তানি বুধ্যেথাস্ত্রিদশাধিপ।
পুরুষাণাং প্রদুষ্টানাং স্বভাবো বলবত্তরঃ ॥ ৫১
ইতি দুষ্টস্য বিজ্ঞানমুক্তং তে সুরসত্তম।
নিশম্য শাস্ত্রতত্ত্বার্থং যথাবদমরেশ্বর ॥ ৫২

ভীষ্ম উবাচ।

স তদ্বচঃ শক্রনিবর্হণে রত-
স্তথা চকারাবিতথং বৃহস্পতেঃ।
চচার কালে বিজয়ায় চারিহা
বশঞ্চ শক্রননয়ৎ পুরন্দরঃ ॥ ৫৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি ইন্দ্রবৃহস্পতিসংবাদে ত্র্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৩

এইরূপ অন্যান্য শাস্ত্রজ্ঞ শাস্ত্রীয় বিধিসমূহে অভিজ্ঞ, সুশিক্ষিত এবং ভাষ্যকথাবিশারদ বিদ্বান্ পুরুষদিগকে বস্ত্রালঙ্কারসমূহে অলঙ্কৃত করিয়া তাঁহাদের দ্বারা শত্রুদের উপর কৃত্যার (শত্রু-নাশক শাস্ত্রীয় যাগবিশেষ) প্রয়োগ করাইবেন। ৪৪

ইন্দ্র বলিলেন,—দ্বিজশ্রেষ্ঠ! দুষ্টের কি কি লক্ষণসমূহ আছে? আমি দুষ্টকে কিভাবে চিনিতে পারিব? আমি ইহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি আমাকে উহার উত্তর দান করুন। ৪৫

বৃহস্পতি বলিলেন,—যে ব্যক্তি পরোক্ষে কোন ব্যক্তির কেবল দোষসকলই কীর্তন করে, তাহার সদ্‌গুণসকলেও দোষারোপ করিতে থাকে এবং যদি অপর লোক তাহার গুণসমূহ বর্ণনা করে, তবে যে মুখ ফিরাইয়া নীরবে বসিয়া থাকে, উহাকেই দুষ্ট বলা হয়। ৪৬

নীরবে বসিয়া থাকিলেও সেই ব্যক্তির দুষ্টতাকে এইভাবে জানা যাইতে পারে,—নিঃশ্বাস ফেলিবার কোন কারণ না থাকিলেও যে ব্যক্তি তাহারও গুণকীর্তনের সময় দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে, ওষ্ঠদংশন করিতে থাকে এবং মস্তক কাঁপাইতে থাকে, তাহাকে দুষ্ট বলা হয়। ৪৭

যে বারংবার আসিয়া সম্পর্ক স্থাপন করে, দূরে যাইলে দোষ কীর্তন করে, কোন কার্য্য করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াও দৃষ্টির অগোচর হইলেই উহা আর সম্পন্ন করে না এবং দৃষ্টিগোচর হইলে সে বিষয়ে আর কোন কথা বলে না, তাহাকে দুষ্ট বলিয়া জানিবে। ৪৮

যে ব্যক্তি কোনস্থান হইতে একসঙ্গে আসিয়া পৃথক্‌ভাবে বসিয়া ভোজন করে এবং এই কথা বলে যে, আজ যেরূপ ভোজন হওয়া উচিত, সেরূপ প্রস্তুত হয় নাই (সেই ব্যক্তিও দুষ্ট)। এইরূপে উপবেশন, শয়ন ও গমনাগমনাদিতে দুষ্ট ব্যক্তির দুষ্টতাপূর্ণ ভাব বিশেষরূপে দেখা যায়। ৪৯

যদি মিত্র পীড়িত হইলে পর কাহারও নিজেরই পীড়া হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় এবং মিত্র প্রসন্ন থাকিলে তাহার মনও প্রসন্ন থাকে, ইহাই হইল মিত্রের লক্ষণ। ইহার বিপরীত যে ব্যক্তি কাহাকেও পীড়িত হইতে দেখিয়া প্রসন্ন হয় এবং প্রসন্ন থাকিতে দেখিয়া পীড়া অনুভব করে, তবে বুঝিতে হইবে ইহা শত্রুর লক্ষণ। ৫০

স্বর্গাধিপতি ইন্দ্র! এইরূপ যে মনুষ্যগণের লক্ষণসমূহ কথিত হইয়াছে, উহা দেখিয়াই বুঝিয়া লইতে হইবে। দুষ্ট পুরুষগণের স্বভাব অতিশয় প্রবল হইয়া থাকে। ৫১

সুরশ্রেষ্ঠ! দেবেশ্বর! শাস্ত্রের সিদ্ধান্তকে যথাযথরূপে বিচার করত এই আমি তোমাকে দুষ্ট পুরুষ চিনিবার লক্ষণ বলিলাম। ৫২

ভীষ্ম বলিলেন, যুধিষ্ঠির! শত্রুদের বিনাশসাধন করিতে উদ্যত শত্রুনাশক ইন্দ্র বৃহস্পতির এই যথার্থ বাক্য শ্রবণ করিয়া উহা পালন করিলেন। তিনি উপযুক্ত সময়ে জয়লাভ করিবার জন্য যাত্রা করিলেন এবং সমস্ত শত্রুদিগকে নিজের অধীনস্থ করিয়া লইলেন। ৫৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে ইন্দ্র ও বৃহস্পতির সংবাদ-বিষয়ক ত্র্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুরধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

(রাজ্য-ধন-সৈন্যাদিরহিতায়াসহায়ায় রাজ্ঞে ক্ষেমদর্শিনে কালকবৃক্ষীয়মুনেরুপদেশদানম্।)

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ধার্মিকোঽর্থানসম্প্রাপ্য রাজামাত্যৈঃ প্রবাধিতঃ।
চ্যুতঃ কোশাচ্চ দণ্ডাচ্চ সুখমিচ্ছন্ কথং চরেৎ ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ।

অত্রায়ং ক্ষেমদর্শীয় ইতিহাসোঽনুগীয়তে।
তৎ তেঽহং সম্প্রবক্ষ্যামি তন্নিবোধ যুধিষ্ঠির ॥ ২
ক্ষেমদর্শী নৃপসুতো যত্র ক্ষীণবলঃ পুরা।
মুনিং কালকবৃক্ষীয়মাজগামেতি নঃ শ্রুতম্।
তং পপ্রচ্ছানুসংগৃহ্য কৃচ্ছ্রামাপদমাস্থিতঃ ॥ ৩

রাজোবাচ।

অর্থেষু ভাগী পুরুষ ঈহমানঃ পুনঃ পুনঃ।
অলব্ধ্বা মন্বিধো রাজ্যং ব্রহ্মন্ কিং কর্ত্তুমর্হতি ॥ ৪

অন্যত্র মরণাদ্ দৈন্যাদন্যত্র পরসংশ্রয়াৎ।
ক্ষুদ্রাদন্যন্ন চাচারাৎ তন্মমাচক্ষ্ব সত্তম ॥ ৫
ব্যাধিনা চাভিপন্নস্য মানসেনেতরেণ বা।
ধর্ম্মজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ ত্বদ্‌বিধঃ শরণং ভবেৎ ॥ ৬
নির্বিদ্যতি নরঃ কামান্নির্বিদ্য সুখমেধতে।
ত্যক্ত্বা প্রীতিঞ্চ শোকঞ্চ লব্ধ্বা বুদ্ধিময়ং বসু ॥ ৭
সুখমর্থাশ্রয় যেষামনুশোচামি তানহম্।
মম হ্যর্থাঃ সুবহবো নষ্টা স্বপ্ন ইবাগতাঃ ॥ ৮
দুষ্করং বত কুর্বন্তি মহত্তোঽর্থাংস্ত্যজন্তি যে।
বয়ং ত্বেতান্ পরিত্যক্তুমসতোঽপি ন শক্নুমঃ ॥ ৯
ইমামবস্থাং সম্প্রাপ্তং দীনমার্তং শ্রিয়া চ্যুতম্।
যদন্যৎ সুখমস্তীহ তদ্ ব্রহ্মন্ননুশাধি মাম্ ॥ ১০

চতুরধিক শততম অধ্যায়।

[রাজা, ধন ও সৈন্যপ্রভৃতি হইতে বঞ্চিত অসহায় রাজা ক্ষেমদর্শীর প্রতি কালকবৃক্ষীয় মুনির বৈরাগ্যপূর্ণ উপদেশ।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! যদি রাজা ধর্ম্মাত্মা হইয়া উদ্যোগ করিতে থাকিলেও কোন ধন না পাইয়া থাকেন, সেই অবস্থায় মন্ত্রীরা যদি তাঁহাকে কষ্ট দিতে আরম্ভ করে এবং তাঁহার নিকট ধনাগার ও সৈন্য যদি না থাকে, তবে সুখকামনাকারী সেই রাজার কিরূপে কার্য্যসাধন করিতে হয়? ১

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! এ বিষয়ে এই ক্ষেমদর্শীর ইতিহাস জগতে বার বার কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। উহাই আমি তোমাকে বলিব, তুমি একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। ২

আমরা শুনিয়াছি যে, প্রাচীনকালে একবার কোশলরাজকুমার ক্ষেমদর্শী অতিশয় গুরুতর বিপদের সম্মুখীন হইয়াছিলেন। তাঁহার সম্পূর্ণ সৈন্যশক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। সেই সময় তিনি কালকবৃক্ষীয় মুনির নিকট গমন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া তিনি সেই বিপদ হইতে মুক্তি পাইবার উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। ৩

রাজা ক্ষেমদর্শী বলিলেন,—ব্রহ্মন্! মানুষ ধনের ভাগী বলিয়া কথিত হয়; কিন্তু আমার ন্যায় পুরুষ বারংবার উদ্যোগ করিয়াও যদি রাজ্য পাইতে সমর্থ না হয়, তবে এ অবস্থায় কি করা উচিত? ৪

সজ্জনশ্রেষ্ঠ! আত্মহত্যা করা, দীনতা দেখান, অপরের শরণ গ্রহণ করা এবং ইহা হইতেও অধিক আরও নীচকর্ম্ম করিবার কথা পরিত্যাগ করত অন্য কোন বিশেষ উপায় যদি থাকে, তবে তাহা আমাকে বলুন। ৫

যে ব্যক্তি শারীরিক ও মানসিক রোগে পীড়িত, এইরূপ মানুষকে আপনার ন্যায় ধর্ম্মজ্ঞ ও কৃতজ্ঞ মহাত্মাই শরণদান করিয়া থাকেন। ৬

মানুষের যখন কোন বিষয়ভোগে বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়, তখন বিরক্ত হইয়া সে হর্ষ ও শোক পরিত্যাগ করে এবং জ্ঞানময় ধন লাভ করত নিজ সুখ অনুভব করিতে থাকে। ৭

যাহাদের সুখের আধার ধন অর্থাৎ যাহারা ধনের দ্বারাই সুখলাভ হয় বলিয়া মনে করে, সেই মনুষ্যদের জন্য আমি নিরন্তর শোক প্রকাশ করি; কারণ, আমার নিকট বহু ধন ছিল, কিন্তু সেই সমস্ত স্বপ্নে প্রাপ্ত বস্তুর ন্যায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ৮

আমার মতে যাহারা নিজের বিশাল সম্পদকে পরিত্যাগ করিতে পারে, তাহারা অত্যন্ত দুষ্কর কার্য্য করিয়া থাকে; কারণ, আমার নিকট এখন কিছুই ধন নাই, তথাপি আমি সেই ধনের মোহ ত্যাগ করিতে পারিতেছি না। ৯

ব্রহ্মন্! আমি রাজলক্ষ্মী হইতে ভ্রষ্ট, দীন ও আর্ত্ত হইয়া এই শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হইয়াছি। এ জগতে ধন হইতে অতিরিক্ত যে সুখ আছে, উহাই আমাকে উপদেশ করুন। ১০

কৌশল্যেনৈবমুক্তস্তু রাজপুত্রেণ ধীমতা
মুনিঃ কালকবৃক্ষীয়ঃ প্রত্যুবাচ মহাদ্যুতিঃ ॥ ১১

মুনিরুবাচ।

পুরস্তাদেব তে বুদ্ধিরিয়ং কার্য্যা বিজানতা।
অনিত্যং সর্বমেবৈতদহঞ্চ মম চাস্তি যৎ ॥ ১২

যৎ কিঞ্চিন্মন্যসেঽস্তীতি সর্বং নাস্তীতি বিদ্ধি তৎ।
এবং ন ব্যথতে প্রাজ্ঞঃ কৃচ্ছ্রামপ্যাপদং গতঃ ॥ ১৩

যদ্ধি ভূতং ভবিষ্যচ্চ সর্বং তন্ন ভবিষ্যতি।
এবং বিদিতবেদ্যত্বমধর্মেভ্যঃ প্রমোক্ষ্যসে ॥ ১৪

যচ্চ পূর্বং সমাহারে যচ্চ পূর্বং পরে পরে।
সর্বং তন্নাস্তি তে চৈব তজ্জ্ঞাত্বা কোঽনুসংজ্বরেৎ ॥১৫

ভূত্বা চ ন ভবত্যেতদভূত্বা চ ভবিষ্যতি।
শোকে ন হ্যস্তি সামর্থ্যং শোকং কুর্য্যাৎ কথঞ্চন ॥১৬

ক নু তেঽদ্য পিতা রাজন্ ক নু তেঽদ্য পিতামহঃ।
ন ত্বং পশ্যসি তানদ্য ন ত্বাং পশ্যন্তি তেঽপি চ ॥ ১৭

আত্মনোঽপ্রুবতাং পশ্যংস্তাংস্ত্বং কিমনুশোচসি।
বুদ্ধ্যা চৈবানুবুদ্ধ্যস্ব ধ্রুবং হি ন ভবিষ্যসি ॥ ১৮

অহঞ্চ ত্বঞ্চ নৃপতে সুহৃদঃ শত্রবশ্চ তে।
অবশ্যং ন ভবিষ্যামঃ সর্বঞ্চ ন ভবিষ্যতি ॥ ১৯

যে তু বিংশতিবর্ষা বৈ ত্রিংশদ্বর্ষাশ্চ মানবাঃ।
অর্বাগেব হি তে সর্বে মরিষ্যন্তি শরচ্ছতাৎ ॥ ২০

অপি চেন্মহতো বিত্তান্ন প্রমুচ্যেত পূরুষঃ।
নৈতন্মমেতি তন্মত্বা কুর্বীত প্রিয়মাত্মনঃ ॥ ২১

অনাগতং যন্ন মমেতি বিদ্যা-
দতিক্রান্তং যন্ন মমেতি বিদ্যাৎ।
দিষ্টং বলীয় ইতি মন্যমানা-
স্তে পণ্ডিতাস্তৎসতাং স্থানমাহুঃ ॥ ২২

বুদ্ধিমান্ কোশলরাজকুমার এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে পর মহাতেজস্বী কালকবৃক্ষীয় মুনি এই উত্তর প্রদান করিলেন ॥ ১১

কালকবৃক্ষীয় মুনি বলিলেন,—রাজকুমার! তুমি বুঝিতে সমর্থ; অতএব তোমার প্রথমেই নিজের বুদ্ধির দ্বারা এরূপই নিশ্চয় করা উচিত ছিল। এ জগতে 'আমি' ও 'আমার' বলিয়া যাহা কিছু বুঝা বা গ্রহণ করা হয়, সেই সমস্তই অনিত্য। ১২

তুমি যে কোন বস্তুকে যদি মনে কর যে, এই বস্তু আছে, তবে সর্ব্বাগ্রে ইহা অবগত হও যে, সেই বস্তু নাই। এরূপ নিত্যানিত্য বস্তু বুঝিতে সমর্থ বিদ্বান্ পুরুষ গুরুতর বিপদে পতিত হইয়াও ব্যথিত হন না। ১৩

যে বস্তু পূর্ব্বে ছিল ও ভবিষ্যতে হইবে, সেই সব বস্তু ছিলও না এবং হইবেও না। এইরূপ জানিবার যোগ্য তত্ত্ব তুমি জানিয়া লইলে সমস্ত অধর্ম্ম হইতে মুক্তি পাইবে। ১৪

যে বস্তু পূর্ব্বে কোন বিশাল সম্প্রদায়ের অধীনে (গণতন্ত্রে) ছিল এবং যাহা একের পর অন্যের এইভাবে পরস্পরের অধীন হইয়া আসিতেছে, সেই সমস্তও তোমার নহে; এই বিষয় ভালভাবে জানিতে পারিলে পর কাহার বারংবার চিন্তা হইবে? ১৫

এই রাজলক্ষ্মী তোমার হইয়াও রহিল না এবং যাহার উহা ছিল না, তাহার নিকট যাইয়া এই রাজলক্ষ্মী উপস্থিত হইল; কিন্তু শোকের সেরূপ সামর্থ্য নাই যে, সে অন্যত্র গত রাজলক্ষ্মীকে পুনরায় ফিরাইয়া আনিবে; অতএব কোনরূপেই উহার জন্য শোক করা উচিত নয়। ১৬

রাজন্! বল ত' এখন, তোমার পিতা আজ কোথায়? তোমার পিতামহই বা কোথায় চলিয়া গিয়াছেন? আজ তুমি তাঁহাদের দেখিতে পাইতেছ না এবং তাঁহারাও তোমায় দেখিতে পাইতেছেন না। ১৭

এই শরীর অনিত্য, ইহা তুমি দেখিতে ও বুঝিতে পারিতেছ, তথাপি তুমি পূর্ব্বজ-গণের জন্য কেন নিরন্তর শোক করিতেছ? বুদ্ধি দ্বারা বুঝিবার চেষ্টা কর যে, নিশ্চয়ই তুমিও একদিন থাকিবে না। ১৮

হে নৃপতে! আমি, তুমি, তোমার মিত্রগণ এবং শত্রুরা—এই আমরা সকলেই একদিন থাকিব না। এ সমস্তই একদিন নষ্ট হইয়া যাইবে। ১৯

এই সময়ে যে সমস্ত মানুষ বিংশতিবর্ষ বা ত্রিংশদ্বর্ষ বয়স্ক রহিয়াছে, তাহারা সকলেই শতবৎসর বয়সের পূর্ব্বেই নিহত হইবে। ২০

এরূপ অবস্থায় যদি মানুষ অতি বিশাল সম্পত্তি হইতে বিচ্যুত হয়, তবে উহাকে 'ইহা আমার নহে' এইরূপ বুঝিয়া নিজের কল্যাণসাধন অবশ্যই করা উচিত। ২১

যে বস্তু ভবিষ্যতে পাওয়া যাইবে, উহাকে এরূপ মনে করিতে হইবে যে, উহা আমার নয় এবং যাহা বিলিতভাবে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, ইহার বিষয়ে এরূপ ভাব স্থির রাখা আবশ্যক যে, ইহা আমার ছিল না। যাঁহারা ইহা মনে করেন যে, প্রারব্ধই সর্বাপেক্ষা

অনাঢ্যাশ্চাপি জীবন্তি রাজ্যং চাপ্যনুশাসতি।
বুদ্ধি-পৌরুষসম্পন্নাস্ত্বয়া তুল্যাধিকা জনাঃ ॥ ২৩
ন চ ত্বমিব শোচন্তি তস্মাৎ ত্বমপি মা শুচঃ।
কিং নু ত্বং দৈবনৈরৈঃ শ্রেয়াংস্তুল্যো বা বুদ্ধিপৌরুষৈঃ ॥ ২৪

রাজোবাচ।

যাদৃচ্ছিকং সর্বমাসীৎ তদ্ রাজ্যমিতি চিন্তয়ে।
ছ্রিয়তে সর্বমেবেদং কালেন মহতা দ্বিজ ॥ ২৫
তস্যৈব ছ্রিয়মাণস্য স্রোতসেব তপোধন।
ফলমেতৎ প্রপশ্যামি যথালব্ধেন বর্তয়ন্ ॥ ২৬

মুনিরুবাচ।

অনাগতমতীতঞ্চ যথাতত্ত্ববিনিশ্চয়াৎ।
নানুশোচেত কৌশল্য সর্বার্থেষু তথা ভব ॥ ২৭
অবাপ্যান্ কাময়ন্নর্থান্ নানবাপ্যান্ কদাচন।
প্রত্যুৎপন্নানুভবন্ মা শুচস্ত্বমনাগতান্ ॥ ২৮
যথালব্ধোপপন্নার্থৈস্তথা কৌশল্য রংস্যসে।
কচ্চিচ্ছুদ্ধস্বভাবেন শ্রিয়া হীনো ন শোচসি ॥ ২৯
পুরস্তাদ্ ভূতপূর্বত্বাদ্ধীনভাগ্যো হি দুর্মতিঃ
ধাতারং গর্হতে নিত্যং লব্ধার্থশ্চ ন মৃষ্যতে ॥ ৩০
অনর্হানপি চৈবাত্মান্মন্যতে শ্রীমতো জনান্
এতস্মাৎ কারণাদেতদ্ দুঃখং ভূয়োঽনুবর্ততে ॥ ৩১
ঈর্ষ্যাভিমানসম্পন্না রাজন্ পুরুষমানিনঃ।
কচ্চিৎ ত্বং ন তথা রাজন্ মৎসরী কৌশলাধিপ ॥ ৩২
সহস্ব শ্রিয়মন্যেষাং যদ্যপি ত্বয়ি নাস্তি সা।
অন্যত্রাপি সতীং লক্ষ্মীং কুশলা ভুঞ্জতে সদা ॥ ৩৩
অভিনিষ্যন্দতে শ্রীহি সত্যাপি দ্বিষতো জনম্।
শ্রিয়ঞ্চ পুত্র-পৌত্রঞ্চ মনুষ্যা ধর্মচারিণঃ।
যোগধর্মবিদো ধীরাঃ স্বয়মেব ত্যজন্ত্যুত ॥ ৩৪

প্রবল, তাঁহারা বিদ্বান্ এবং তাঁহারা সৎপুরুষগণের আশ্রয় বলিয়া কথিত হইয়াছেন। ২২

যাঁহারা ধনাঢ্য নহেন, তাঁহারাও জীবিত থাকেন এবং রাজ্যও শাসন করেন। ইঁহাদের কিছু ব্যক্তি তোমার ন্যায় বুদ্ধিবিশিষ্ট ও পৌরুষসম্পন্ন এবং অনেকে তোমা অপেক্ষা আবার অধিক শ্রেষ্ঠ। কিন্তু ইঁহারাও তোমার ন্যায় শোক প্রকাশ করেন না, অতএব তুমি শোক করিও না। তুমি কি বুদ্ধি ও পুরুষার্থে সেই সব মনুষ্যগণ হইতে শ্রেষ্ঠ বা সমান নও? ২৩-২৪

রাজা ক্ষেমদর্শী বলিলেন,—ব্রাহ্মণ! আমি ত' ইহাই মনে করি যে, এই রাজ্য স্বতই আমার অনায়াসেই লাভ হইয়াছে এবং মহাশক্তিশালী কাল এই সব কিছুই আমার কাড়িয়া লইয়াছেন। ২৫

তপোধন! যেরূপ জলের প্রবাহ কোন বস্তুকে বহন করিয়া লইয়া যায়, সেইরূপ কালের বেগে আমার রাজ্য অপহৃত হইয়াছে। তাহারই ফলস্বরূপ আমি শোক অনুভব করিতেছি এবং যে কোন প্রকারে যাহা কিছু পাওয়া যায়, উহাতেই জীবননির্বাহ করিতেছি। মুনি কালবৃক্ষীয় বলিলেন,—কোশলরাজকুমার! যথার্থতত্ত্বকে নিশ্চিতরূপে জানিতে পারিলে মানুষ ভবিষ্যতের ও অতীতের কোন বস্তুরই জন্য শোক করে না। অতএব তুমিও সেই সব পদার্থের জন্য এইভাবে শোকমুক্ত হইয়া যাও। ২৬-২৭

মানুষ লাভ করিবার যোগ্য বস্তুই কামনা করে। অপ্রাপ্য বস্তু কখনও কামনা করে না। সেইজন্য তুমিও যাহা কিছু প্রাপ্ত হইয়াছ, তৎসমস্তই উপভোগ করিতে থাকিয়া অপ্রাপ্ত বস্তুর জন্য কোনরূপ শোকপ্রকাশ করিও না। ২৮

কোশলরাজ! তুমি কি দৈববশতঃ যাহা কিছু পাওয়া যাইবে, তাহাতেই সেইভাবে আনন্দে থাকিতে পারিবে না, যেরূপ পূর্বে ছিলে? আজ রাজলক্ষ্মী হইতে বঞ্চিত হইয়াও তুমি কি শুদ্ধহৃদয়ে শোক ত্যাগ করিতে সমর্থ হইবে না? ২৯

যখন পূর্বে সম্পদ প্রাপ্ত হইয়া পরে নষ্ট হইয়া যায়, তখন সেইজন্য নিজেকে ভাগ্যহীন বলিয়া গণনাকারী দুর্বুদ্ধি মনুষ্য সর্বদা বিধাতার নিন্দা করিতে থাকে এবং প্রারব্ধবশতঃ প্রাপ্ত পদার্থসমূহের দ্বারা তাহার সন্তোষ লাভ হয় না। ৩০

সে অন্য ধনী মনুষ্যগণকে ধনলাভের অযোগ্য বলিয়া মনে করে। এই কারণে তাহার উক্ত ঈর্ষ্যাজনক দুঃখ সর্বদা তাহার অনুসরণ করিয়া থাকে। ৩১

রাজন্! নিজেকে পুরুষ বলিয়া অভিমানকারী বহু মানুষ ঈর্ষ্যা ও অহঙ্কারে পূর্ণ থাকে। কোশলরাজ! তুমি ত' এরূপ ঈর্ষ্যাপরায়ণ নও? ৩২

যদিও তোমার নিকট রাজলক্ষ্মী বর্তমানে নাই, তথাপি তুমি অপরের ধনসম্পদ দেখিয়া সহ্য করিয়া যাও; কারণ, চতুর মানুষেরা অপরের নিকট স্থিত সম্পত্তিরও সদা উপভোগ করিয়া থাকে এবং যে সব মানুষ দ্বেষ করে, উহাদের নিকট যদি সম্পদ থাকে, তবে উহা শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায়। ৩৩½

যোগধর্ম-সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ধর্মাত্মা বীর মনুষ্যগণ নিজেদের সম্পত্তি এবং পুত্র পৌত্রাদিগকে স্বয়ংই ত্যাগ করিয়া দেন। ৩৪

(ত্যক্তং স্বায়ম্ভুবে বংশে শুভেন ভরতেন চ ।
নানারত্নসমাকীর্ণং রাজ্যং স্ফীতমিতি শ্রুতম্ ॥
তথান্যৈর্ভূমিপালৈশ্চ ত্যক্তং রাজ্যং মহোদয়ম্ ।
ত্যক্ত্বা রাজ্যানি সর্বে চ বনে বন্য-ফলাশনাঃ ॥
গতাশ্চ তপসঃ পারং দুঃখস্যান্তঞ্চ ভূমিপাঃ)

বহুসঙ্কল্পকং দৃষ্ট্বা বিধিৎসাসাধনেন চ ।
তথান্যে সন্ত্যজন্ত্যেব মত্বা পরমদুর্লভম্ ॥ ৩৫

ত্বং পুনঃ প্রাজ্ঞরূপঃ সন্ কৃপণং পরিতপ্যসে ।
অকাম্যান্ কাময়ানোঽপ্যান্ পরাধীনানুপদ্রবান্ ॥ ৩৬

তাং বুদ্ধিমুপজিজ্ঞাসুস্ত্বমেবৈতান্ পরিত্যজ
অনর্থাশ্চার্থরূপেণ দুর্থাশ্চানর্থরূপিণঃ ॥ ৩৭

অর্থায়ৈব হি কেষাঞ্চিদ্ ধননাশো ভবত্যুত ।
আনন্ত্যং তৎসুখং মত্বা শ্রিয়মন্যঃ পরীপ্সতি ॥ ৩৮

রমমাণঃ শ্রিয়া কশ্চিন্নান্যচ্ছ্রেয়োঽভিমন্যতে ।
তথা তস্যোহমানস্য সমারম্ভো বিনশ্যতি ॥ ৩৯

কৃচ্ছ্রাল্লব্ধমভিপ্রেতং যদি কৌশল্য নশ্যতি ।
তদা নির্বিদ্যতে সোঽর্থাৎ পরিভগ্নক্রমো নরঃ ॥ ৪০

(অনিত্যাং তাং শ্রিয়ং মত্বা শ্রিয়ং বা কঃ পরীপ্সতি)

ধর্মমেকেঽভিপদ্যন্তে কল্যাণাভিজনা নরাঃ ।
পরত্র সুখমিচ্ছন্তো নির্বিদ্যেষুশ্চ লৌকিকাৎ ॥ ৪১

জীবিতং সন্ত্যজন্ত্যেকে ধনলোভপরা জনাঃ ।
ন জীবিতার্থং মন্যন্তে পুরুষাহি ধনাদৃতে ॥ ৪২

পশ্য তেষাং কৃপণতাং পশ্য তেষামবুদ্ধিতাম্ ।
অধ্রুবে জীবিতে মোহাদর্থদৃষ্টিমুপাশ্রিতাঃ ॥ ৪৩

সঙ্কল্পে চ বিনাশান্তে মরণান্তে চ জীবিতে ।
সংযোগে চ বিয়োগান্তে কো নু বিপ্রণয়েন্মনঃ ॥ ৪৪

(স্বায়ম্ভুব মনুর বংশে উৎপন্ন শুভ আচার-বিচারসম্পন্ন রাজা ভরত নানাবিধ রত্নসম্পন্ন নিজের সমৃদ্ধিশালী রাজ্য ত্যাগ করিয়া দিয়াছিলেন, ইহা আমি শ্রবণ করিয়াছি।

এইরূপ অন্যান্য ভূপতিগণও অতিশয় অভ্যুদয়সম্পন্ন রাজ্য পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। রাজ্য পরিত্যাগকরত এই সমস্ত ভূপতি বনে বনজাত ফলমূল খাইয়া বাস করিতেন। সেখানেই তাঁহারা তপস্যা ও দুঃখের পরপারে উপস্থিত হইয়াছিলেন।)

নিরন্তর প্রচেষ্টায় নিরত থাকিলে ধনলাভ হইয়া থাকে, তারপর উহা অত্যন্ত অস্থির, ইহা দেখিয়া এবং উহা অতিশয় দুর্লভ মনে করিয়া অপর লোকেরা উহাকে ত্যাগ করিয়া থাকে ॥ ৩৫

কিন্তু তুমি বিজ্ঞ পুরুষ, তোমার বোধশক্তিও আছে, ভোগ প্রারব্ধের অধীন ও অস্থির, তথাপি তুমি কামনার অযোগ্য সেই সব বস্তুকে কামনা করিতেছ এবং দীনতা দেখাইতে দেখাইতে শোকপ্রকাশ করিতেছ ॥ ৩৬

তুমি পূর্বোক্ত বুদ্ধিকে বুঝিবার চেষ্টা কর এবং এই সব ভোগকে পরিত্যাগ কর। তোমার অর্থরূপে যাহা প্রতীত হইতেছে, উহা অনর্থ; কারণ বাস্তবিকপক্ষে সমস্ত ভোগই অনর্থস্বরূপ ॥ ৩৭

এই অর্থ বা ভোগের জন্যই কত লোকের ধননাশ হইয়া থাকে। অন্য লোক সম্পত্তিকেই অক্ষয় সুখ মনে করিয়া উহাকে লাভ করিবার ইচ্ছা করে ॥ ৩৮

কোন কোন মানুষ ধনসম্পত্তিতে এরূপ আসক্ত হইয়া পড়ে যে, যেন উহা অপেক্ষা সুখের সাধন আর কিছুই তাহার জানা নাই। অতএব সে ধনোপার্জনেরই চেষ্টায় নিরত থাকে। কিন্তু দেখা যায়—দৈববশতঃ সেই মানুষের সকল উদ্যোগ অকস্মাৎ নষ্ট হইয়া গিয়াছে ॥ ৩৯

কোশলরাজ! অতিশয় কষ্টে প্রাপ্ত সেই অভীষ্ট ধন যদি নষ্ট হইয়া যায়, তবে তাহার সকল উদ্যোগ ক্রমে ক্রমে ভাঙ্গিয়া যায় এবং সে ধনে বিরক্ত হইয়া উঠে। এইরূপ সেই ধনকে অনিত্য মনে করিয়া কোন ব্যক্তি উহা লাভ করিবার চেষ্টা করে? ৪০

উত্তম কুলে উৎপন্ন কিছু মানুষ এরূপ আছে যে, তাহারা ধর্মকেই আশ্রয় করিয়া থাকে এবং পরলোকে সুখের কামনা করিয়া সমস্ত লৌকিক ব্যবহার হইতে বিরত হইয়া যায় ॥ ৪১

কিছু লোক এরূপ আছে, যাহারা ধনের লোভে পড়িয়া নিজের প্রাণ পর্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া থাকে। এরূপ মানুষ ধন ব্যতীত জীবনের আর কোন্ প্রয়োজন আছে বলিয়া বুঝিতে পারে না ॥ ৪২

তাহাদের দীনতা দেখ এবং তাহাদের মূর্খতাও দেখ, যাহারা অনিত্য জীবনের জন্য মোহবশতঃ ধনেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া দেয় ॥ ৪৩

যখন সঙ্কল্পের অন্ত বিনাশ, জীবনের অন্ত মৃত্যু এবং যখন সংযোগের অন্ত বিয়োগেই হইয়া থাকে, তখন সেই বিষয়ের দিকে কোন্ ব্যক্তি মনঃসংযোগ করিবে? ৪৪

ধনং বা পুরুষো রাজন্ পুরুষং বা পুনর্ধনম্।
অবশ্যং প্রজহাত্যেব তদ্ বিদ্বান্ কোঽনুসংজ্বরেৎ ॥ ৪৫
(অস্যত্রোপনতা হ্যাপৎ পুরুষং তোষয়ত্যুত।
তেন শান্তিং ন লভতে নাহমেবেতি কারণাৎ ॥)
অন্যেষামপি নশ্যন্তি সুহৃদশ্চ ধনানি চ।
পশ্য বুদ্ধ্যা মনুষ্যাণাং রাজন্নাপদমাত্মনঃ ॥ ৪৬
নিযচ্ছ যচ্ছ সংযচ্ছ ইন্দ্রিয়াণি মনো গিরম্।
প্রতিষেদ্ধা ন চাপ্যেষু দুর্বলেষ্বহিতেষ্বপি ॥ ৪৭
প্রাপ্তিসৃষ্টেষু ভাবেষু ব্যপকৃষ্টেষসম্ভবে।
প্রজ্ঞানতৃপ্তো বিক্রান্তস্ত্বদ্বিধো নানুশোচতি ॥ ৪৮
অল্পমিচ্ছন্নচপলো মৃদুর্দান্তঃ সুনিশ্চিতঃ।
ব্রহ্মচর্য্যোপপন্নশ্চ ত্বদ্বিধো নৈব শোচতি ॥ ৪৯
ন ত্বেব জাল্মীং কাপালীং বৃত্তিমেষিতুমর্হসি।
নৃশংসবৃত্তিং পাপিষ্ঠাং দুষ্টাং কাপুরুষোচিতাম্ ॥ ৫০
অপি মূল-ফলাজীবো রমস্বৈকো মহাবনে।
বাগ্‌যতঃ সংগৃহীতাত্মা সর্বভূতদয়ান্বিতঃ ॥ ৫১
সদৃশং পণ্ডিতস্যৈতদীষাদন্তেন দন্তিনা।
যদেকো রমতেঽরণ্যেষ্বারণ্যো নৈব তুষ্যতি ॥ ৫২
মহাহ্রদঃ সংক্ষুভিত আত্মনৈব প্রসীদতি।
(ইত্থং নরোঽপ্যাত্মনৈব কৃতপ্রজ্ঞঃ প্রসীদতি।)
এতদেবংগতস্যাহং সুখং পশ্যামি জীবিতুম্ ॥ ৫৩
অসম্ভবে শ্রিয়ো রাজন্ হীনস্য সচিবাদিভিঃ।
দৈবে প্রতিনিবিষ্টে চ কিং শ্রেয়ো মন্যতে ভবান্ ॥৫৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি কালকবৃক্ষীয়ে চতুরধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৪

রাজন্! হয় মানুষ ধনকে ত্যাগ করে অথবা ধনই মানুষকে ত্যাগ করিয়া যায়। একদিন অবশ্যই এরূপ হইবে। সুতরাং এবিষয়ে অভিজ্ঞ কোন্ মানুষ ধনের জন্য চিন্তা করিবে? ৪৫

(অপরের উপরে পতিত আপদ মূর্খ মানুষকে সন্তোষ দান করে। আর সে নিজে বুঝিতে থাকে যে, আমি এই সঙ্কটে পতিত হই নাই। এই ভেদদৃষ্টির জন্য সে কখনও শান্তিলাভ করিতে পারে না।)

রাজন্! অন্য পুরুষগণেরও ধনরাশি এবং বন্ধুবর্গ নষ্ট হইয়া যায়; অতএব বুদ্ধির দ্বারা বিচার করিয়া দেখ যে, অপর মানুষেরই সমান তোমার নিজের বিপদও। ৪৬

ইন্দ্রিয়দিগকে সংযমে রাখ, মনকে বশীভূত কর এবং বাক্যকে সংযত করিয়া মৌন হইয়া অবস্থান কর। এই মন, বাক্য ও ইন্দ্রিয়গণ দুর্বল বা অহিতকারক, ইহাদের বিষয় অভিমুখে গতিকে রুদ্ধ করিতে অন্য কেহ আর নাই। ৪৭

যখন ধনাদি সমস্ত পদার্থ কাহারও সম্পর্কে আসে, তখনই দৃষ্টিগোচর হয়। আর দূরে থাকিলে উহার দর্শন সম্ভব হয় না। এরূপ অবস্থায় জ্ঞান ও বিজ্ঞানে তৃপ্ত এবং পরাক্রমশালী তোমার ন্যায় পুরুষ উহার জন্য শোক করে না। ৪৮

তোমার ইচ্ছা অল্প। তোমার মধ্যে চপলতা (চঞ্চলতা) দোষ নাই, তোমার হৃদয় কোমল এবং বুদ্ধি একই নিশ্চয়ে দৃঢ় ভাবে স্থিত এবং তুমি জিতেন্দ্রিয় ও ব্রহ্মচর্য্যসম্পন্ন; অতএব তোমার ন্যায় পুরুষের শোক করা উচিত নয়। ৪৯

হাতে ভিক্ষাপাত্র লইয়া ভিক্ষাকারী এবং নিন্দ্য পুরুষগণের সেই কপটতাপূর্ণ বৃত্তির ইচ্ছা তোমার করা উচিত নয়, কারণ, এই বৃত্তি অত্যন্ত পাপপূর্ণা, অনেক দোষে দূষিতা এবং কাপুরুষগণের যোগ্যা। ৫০

তুমি ফলমূলে জীবন নির্বাহ করিতে করিতে বিশাল বনে একাকী বিচরণ কর। বাক্যকে সংযত রাখিয়া মন ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া রাখ এবং সমস্ত প্রাণিগণের উপর দয়াভাব অক্ষুন্ন রাখ। ৫১

তোমার ন্যায় বিদ্বান্ পুরুষের কার্য্য হইল—ঈষাদন্তের তুল্য বড় বড় দন্তযুক্ত বন্য হস্তীর ন্যায় বনে একাকী বিচরণ করা এবং বনেরই পত্র, পুষ্প এবং ফলমূল ভক্ষণে সন্তুষ্ট থাকা। ৫২

যেরূপ অতিশয় ক্ষুব্ধ বিশাল সরোবরও স্বয়ংই পরে নির্মল হইয়া যায়, সেই প্রকার বিশুদ্ধবুদ্ধি মনুষ্য ক্ষুব্ধ হইলেও পরে স্বয়ং নির্মল হইয়া যান। রাজকুমার! অতএব এই অবস্থায় তোমার মনে এই বিশুদ্ধভাবের উদয় হওয়া শুভ। এইভাবে আমি জীবনকেই সুখময় বলিয়া মনে করি। ৫৩

রাজন্! তোমার পক্ষে এখন ধনসম্পত্তি লাভের কোন সম্ভাবনা নাই। তুমি মন্ত্রী প্রভৃতি হইতেও বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছ এবং দৈব তোমার প্রতিকূল, এরূপ অবস্থায় তুমি নিজের পক্ষে কোন্ পথের অবলম্বনকে উত্তম বলিয়া মনে কর? ৫৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্বে কালকবৃক্ষীয় মুনির উপদেশ-বিষয়ক চতুরধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

কালকমুনিনা কথিতস্য রাজ্যপ্রাপ্ত্যেনানাবিধোপায়স্য বর্ণনম্।)

মুনিরুবাচ।

অথ চেৎ পৌরুষং কিঞ্চিৎ ক্ষত্রিয়াত্মনি পশ্যসি।
ব্রবীমি ত্বাং তু তে নীতিং রাজ্যস্য প্রতিপত্তয়ে ॥ ১
ত্বাং চেচ্ছক্নোষি নির্মাতুং কর্ম চৈব করিষ্যসি
শৃণু সর্বমশেষেণ যৎ ত্বাং বক্ষ্যামি তত্ত্বতঃ ॥ ২
আচরিষ্যসি চেৎ কর্ম মহতোঽর্থানবাপ্স্যসি।
রাজ্যং রাজ্যস্য মন্ত্রং বা মহতীং বা পুনঃ শ্রিয়ম্ ॥ ৩
অথৈতদ্ রোচতে রাজন্ পুনর্ব্রূহি ব্রবীমি তে

রাজোবাচ।

ব্রবীতু ভগবান্ নীতিমুপপন্নোঽস্ম্যহং প্রভো ॥ ৪
অমোঘোঽয়ং ভবদ্ভদ্ত্বয়া সহ সমাগমঃ।
হিত্বা দম্ভং চ কামং চ ক্রোধং হর্ষং ভয়ং তথা ॥৫

মুনিরুবাচ।

অপামিত্রাণি সেবস্ব প্রণিপত্য কৃতাঞ্জলিঃ।
তমুত্তমেন শৌচেন কর্মণা চাভিধারয় ॥ ৬
দাতুর্মহতি তে বিত্তং বৈদেহঃ সত্যসঙ্গরঃ।
প্রমাণং সর্বভূতেষু প্রগ্রহঞ্চ ভবিষ্যসি ॥ ৭
ততঃ সহায়ান্ সোৎসাহাঁল্লপ্স্যসেঽব্যসনান্ শুচীন্।
বর্তমানঃ স্বশাস্ত্রেণ সংযতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৮
অভ্যুদ্ধরতি চাত্মানং প্রসাদয়তি চ প্রজাঃ।
তেনৈব ত্বং ধৃতিমতা শ্রীমতা চাভিসংকৃতঃ ॥ ৯
প্রমাণং সর্বভূতেষু গত্বা চ গ্রহণং মহৎ
ততঃ সুহৃদ্বলং লব্ধ্বা মন্ত্রয়িত্বা সুমন্ত্রিভিঃ ॥১০
আপ্তৈরৈভেদয়িত্বারীন্ বিত্তং বিত্তেন ভেদয়।
পরৈর্বা সংবিদং কৃত্বা বলমপ্যস্য ঘাতয় ॥১১
অলভ্যা যে শুভা ভাবাঃ স্ত্রিয়শ্চাচ্ছাদনানি চ।
শয্যাসনানি যানানি মহার্হাণি গৃহাণি চ ॥ ১২

পঞ্চাধিকশততম অধ্যায়।

[কালকবৃক্ষীয় মুনিকর্তৃক কথিত রাজ্য প্রাপ্তির বিভিন্ন উপায় বর্ণন।]

মুনি কালকবৃক্ষীয় বলিলেন, রাজকুমার! যদি তুমি নিজের মধ্যে কিছু পুরুষার্থ দেখিয়া থাক, তবে আমি তোমাকে রাজ্য-প্রাপ্তির পক্ষে এক নীতি বর্ণনা করিব। ১

যদি তুমি তাহাকে কার্য্যরূপে পরিণত করিতে পার, তাহার অনুসরণ করত সকল কার্য্য সম্পন্ন কর, তবে আমি সেই নীতির যথার্থরূপে বর্ণনা করিব। তুমি উহা পূর্ণরূপে শ্রবণ কর। ২

যদি তুমি আমার কথিত নীতি অনুসারে কার্য্য কর, তবে তুমি পুনরায় মহাবৈভব, রাজ্য, রাজ্যের মন্ত্রণা এবং বিশাল সম্পত্তি লাভ করিতে পারিবে। রাজন্! যদি আমার এই কথা তোমার ভাল লাগে, তবে পুনরায় বল তোমাকে এ বিষয়ে কিছু তথ্য বর্ণনা করিব। ৩½

রাজা ক্ষেমদর্শী বলিলেন—প্রভো! আপনি অবশ্যই সেই নীতি বর্ণনা করুন। আমি আপনার শরণ গ্রহণ করিলাম। আপনার সহিত আজ যে এই আমার সমাগম উহা যেন ব্যর্থ না হয়। ৪½

মুনি কালকবৃক্ষীয় বলিলেন—রাজন্! তুমি দম্ভ, কাম, ক্রোধ, হর্ষ ও ভয় ত্যাগ করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া মস্তক নত করত শত্রু-দিগেরও সেবা কর। ৫½

তুমি পবিত্র ব্যবহার ও উত্তম কর্মের দ্বারা নিজের প্রতি বিদেহরাজের বিশ্বাস উৎপন্ন কর। বিদেহরাজ জনক সত্য-প্রতিজ্ঞ; অতএব অবশ্যই তিনি তোমাকে ধন প্রদান করিবেন। যদি এরূপ সম্ভব হয়, তবে তুমি সমস্ত প্রাণিগণের প্রমাণভূত (বিশ্বাসপাত্র) এবং রাজার দক্ষিণ হস্ত হইতে পারিবে ॥৬-৭

তারপর তুমি বহুসংখ্যক শুভহৃদয়, দুর্ব্যসনরহিত ও উৎসাহী সহায়ক লাভ করিতে পারিবে। যে মানুষ শাস্ত্রের অনুকূল আচরণ করিতে করিতে নিজের মন ও ইন্দ্রিয়দিগকে বশীভূত করিয়া রাখে, সে নিজেকে ত' উদ্ধার করে-ই আবার প্রজাগণকেও প্রসন্ন করিয়া থাকে। ৮½

রাজা জনক অতিশয় বীর এবং শ্রীসম্পন্ন। যখন তিনি তোমার সৎকার করিবেন, তখন তুমি সকল লোকের বিশ্বাসের পাত্র হইয়া অত্যন্ত গৌরবান্বিত হইবে। সেই অবস্থায় তুমি মিত্রদের সৈন্যগণকে লাভ করিয়া উত্তম মন্ত্রিবৃন্দের সহিত পরামর্শ করত অন্তরঙ্গ ব্যক্তিগণের দ্বারা শত্রুদলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করত বিত্তের দ্বারা বিত্তকে ছেদন কর (শত্রুর সহযোগে শত্রুকে ধ্বংস কর)। ৯-১০½

অথবা অপর ব্যক্তিগণের সহিত মিলিত হইয়া তাহাদেরই দ্বারা শত্রুর বলকে নাশ করাও। রাজকুমার! যে সব শুভ পদার্থ অলভ্য, স্ত্রীগণ, আচ্ছাদন-বস্ত্রসকল এবং উত্তম পালঙ্ক, আসন বাহন,

পক্ষিণো মৃগজাতানি রস-গন্ধাঃ ফলানি চ।
তেষেব সজ্জয়েথাস্ত্বং যথা নশ্যত্বয়ং পরঃ ॥ ১৩
যত্তেবং প্রতিষেদ্ধব্যো যদ্যপেক্ষ্যমর্হতি।
ন জাতু বিবৃতঃ কার্য্যঃ শত্রুঃ সুনয়মিচ্ছতা ॥ ১৪
রমস্ব পরমামিত্রে বিষয়ে প্রাজ্ঞসম্মতঃ।
ভজস্ব শ্বেতকাকীয়ৈর্মিত্রধর্মমনর্থকৈঃ ॥ ১৫
আরম্ভাংশ্চাস্য মহতো দুষ্করাংশ্চ প্রয়োজয়।
নদীবচ্চ বিরোধাংশ্চ বলবদ্ভির্বিরুধ্যতাম্ ॥ ১৬
উদ্যানানি মহার্হাণি শয়নান্যাসনানি চ।
প্রতিভোগসুখেনৈব কোষমস্য বিরেচয় ॥ ১৭
যজ্ঞদানে প্রশাধ্যস্মৈ ব্রাহ্মণানুবর্ত্য তান্।
তে ত্বাং প্রতিকরিষ্যন্তি তং ভোক্ষ্যন্তি বৃকা ইব ॥ ১৮
অসংশয়ং পুণ্যশীলঃ প্রাপ্নোতি পরমাং গতিম্।
ত্রিবিষ্টপে পুণ্যতমং স্থানং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ১৯
কোশক্ষয়ে ত্বমিত্রাণাং বশং কৌশল্য গচ্ছতি।
উভয়ত্র প্রযুক্তস্য ধর্মেণাধর্ম এব চ ॥ ২০
ফলার্থমূলং বৃাচ্ছিন্ত্যেৎ তেন নশ্যন্তি শত্রবঃ।
ন চাস্মৈ মানুষং কর্ম দৈবমস্যোপবর্ণয় ॥ ২১
অসংশয়ং দৈবপরঃ ক্ষিপ্রমেব বিনশ্যতি।
যাজয়ৈনং বিশ্বজিতা সর্বস্বেন বিযুজ্য তম্ ॥ ২২
ততো গচ্ছসি সিদ্ধার্থঃ পীড্যমানং মহাজনম্।
যোগধর্মবিদং পুণ্যং কঞ্চিদস্যোপবর্ণয়েৎ ॥ ২৩
অপি ত্যাগং বুভূষেত কশ্চিদ্ গচ্ছেদনাময়ম্
সিদ্ধেনৌষধিযোগেন সর্বশত্রুবিনাশিনা
নাগানশ্বান্ মনুষ্যাংশ্চ কৃত্বৈকরূপষাণ্ডবেৎ ॥ ১৪

বহুমূল্য গৃহ, পক্ষী, পশু, রস, গন্ধ ও ফলসকল—এই সব বস্তুতে শত্রুকে সেইভাবে আসক্ত কর, যাহাতে সেই শত্রু ধীরে ধীরে ধনহীন হইয়া স্বতই নষ্ট হইয়া যায় ॥ ১১-১৩

যদি এইরূপ করিবার সময় কখনও শত্রুকে সেই ব্যসনের দিকে যাইতে নিবৃত্ত করা বা নিষিদ্ধ করার আবশ্যকতা দেখা যায়, তবে তাহাও করিবে অথবা যদি উপেক্ষা করার যোগ্য হয়, তবে উপেক্ষাই করিয়া যাইবে; কিন্তু উত্তম নীতির ফলকামী রাজার কর্তব্য হইল—তিনি কোনও অবস্থাতেই নিজের মনোভাব প্রকাশ করিবেন না ॥ ১৪

তুমি বিদ্বান্‌গণের বিশ্বাসভাজন হইয়া নিজ মহাশত্রুর রাজ্য-মধ্যে সানন্দে বিচরণ কর এবং শ্বেত-কাকের ন্যায় কপট ব্যবহার করিতে করিতে সর্বত্র অবস্থান করত নিরর্থক আচরণের দ্বারা বিদেহরাজ জনকের প্রতি মিত্র ধর্মপালন কর ॥ ১৫

শত্রুকে বহু ব্যয়সাধ্য বৃহৎ বৃহৎ এরূপ কার্য করিতে প্রেরণা দিবে, যাহার পূর্ণ হওয়া অত্যন্ত কঠিন এবং বলবান্ রাজাদের সহিত শত্রুর এরূপ বিরোধ লাগাইয়া দাও, যাহা কোন বিশাল নদীর সমান অত্যন্ত দুস্তর ॥ ১৬

বৃহৎ বৃহৎ উদ্যান নির্মাণ করাইয়া, বহুমূল্য পালঙ্কশয্যা এবং ভোগবিলাসের অন্য সব উপকরণে ব্যয় করাইয়া তাহার সম্পূর্ণ ধনাগার শূন্য করিয়া দাও ॥ ১৭

তুমি মিথিলার প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণগণের প্রশংসা করিয়া তাঁহাদের দ্বারা বিদেহরাজকে মহাযজ্ঞসমূহ ও দান করিবার উপদেশ প্রদান করাও। নিত্যই সেই ব্রাহ্মণগণ তোমার উপকার করিবেন এবং বিদেহরাজ জনককে বৃক-(চিতাবাঘ)গণের ন্যায় ভক্ষণ করিতে থাকিবেন ॥ ১৮

ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই যে, পুণ্যশীল মানুষ পরম গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তিনি মৃত্যুর পর স্বর্গলোকেও পরম পবিত্র স্থান প্রাপ্ত হইবেন ॥ ১৯

কোশলরাজ! ধর্ম অথবা অধর্ম—এই উভয়েই প্রবৃত্ত রাজার ধনাগার নিশ্চয়ই শূন্য হইয়া যায়। ধনাগার শূন্য হইলেই রাজা নিজের শত্রুগণের স্বতঃই বশীভূত হইয়া পড়েন ॥ ২০

শত্রুর রাজ্যমধ্যে যে সব ফলমূল ও ক্ষেত্রাদি আছে, উহা গুপ্তরূপে নষ্ট করাইয়া দাও। ইহাতে তাহার শত্রুগণ প্রসন্ন হইয়া যাইবে। এই কার্য কোন্ মানুষের দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে, তাহা বলিবে না। দৈবী ঘটনা বলিয়া উহা বর্ণনা করিবে ॥ ২১

ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই যে, দৈব কর্তৃক নিহত মানুষ সত্বর নষ্ট হইয়া যায়। পার যদি শত্রুকে দিয়া 'বিশ্বজিৎ' নামক যজ্ঞ করাও এবং সেই যজ্ঞে দক্ষিণারূপে তাহার সর্বস্ব দান করাইয়া তাহাকে নিঃস্ব করাইয়া দাও ॥ ২২

ইহার দ্বারা তোমার মনোরথ সিদ্ধ হইবে। তখনস্বর কোন শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষের দুরবস্থা এবং যোগধর্মে অভিজ্ঞ কোন পুণ্যাত্মা পুরুষের মহিমা রাজার নিকট তোমার বর্ণনা করা উচিত, যাহাতে শত্রু রাজা নিজের রাজ্যকে ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন। যদি কখনও তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া যান, তাঁহার উপর বৈরাগ্যের প্রভাব পতিত না হয়, তবে নিজের দ্বারা নিযুক্ত পুরুষগণের

এতে চান্যে চ বহবো দণ্ডযোগাঃ সুচিন্তিতাঃ।
শক্যা বিষহতা কর্ত্তুং পুরুষেণ কৃতাত্মনা ॥ ২৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্ব্বণি রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বণি কালকবৃক্ষীয়ে পঞ্চাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৮

সাহায্যে সর্ব্বশত্রুবিনাশক সিদ্ধ ঔষধের প্রয়োগে শত্রুর হস্তী, অশ্ব এবং মনুষ্যগণকে বিনষ্ট করাইবে। ১৩-২৪

রাজকুমার! নিজের মনকে বশীভূত রাখিতে সমর্থ পুরুষ যদি ধর্ম্মবিরুদ্ধ আচরণ করিতে ইচ্ছা করেন তবে ইহা এবং আরও যে সব সুচিন্তিত কপটতাপূর্ণ প্রয়োগ আছে, তাহাও তিনি করিতে পারেন। ২৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে কালকবৃক্ষীয়মুনির উপদেশ-বিষয়ক পঞ্চাধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

ষড়ধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[কালবৃক্ষীয়মুনিনা বিদেহরাজকোশলরাজকুমারয়োর্মিলনম্, বিদেহরাজেন জামাতৃরূপেণ কোশলরাজস্য গ্রহণঞ্চ]

রাজোবাচ

ন নিকৃত্যা ন দম্ভেন ব্রহ্মন্নিচ্ছামি জীবিতুম্।
নাধর্ম্মযুক্তানিচ্ছেয়মর্থান্ সুমহতোঽপ্যহম্ ॥ ১
পুরস্তাদেব ভগবন্ ভয়ৈতদপবর্জিতম্।
যেন মাং নাভিশঙ্কেত যেন কৃৎস্নং হিতং ভবেৎ ॥ ২
আনৃশংস্যেন ধর্ম্মেণ লোকে ঽস্মিন্ জিজীবিষুঃ।
নাহমেতদলং কর্ত্তুং নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে ॥ ৩

মুনিরুবাচ।

উপপন্নমুমেতেন যথা ক্ষত্রিয় ভাষসে
প্রকৃত্যা হ্যুপপন্নোঽসি বুদ্ধ্যা বা বহুদর্শনঃ ॥ ৪
উভয়োরেব বামর্থে যতিষ্যে তব তস্য চ।
সংশ্লেষং বা করিষ্যামি শাশ্বতং হ্রনপায়িনম্ ॥ ৫
ত্বাদৃশং হি কুলে জাতমনৃশংসং বহুশ্রুতম্।
অমাত্যং কো ন কুর্ব্বীত রাজ্যপ্রণয়কোবিদম্ ॥ ৬
যস্ত্বং প্রচ্যাবিতো রাজ্যাদ্ বাসনং চোত্তমং গতঃ।
আনৃশংস্যেন বৃত্তেন ক্ষত্রিয়েচ্ছসি জীবিতুম্ ॥ ৭
আগস্তা মদ্গৃহং তাত বৈদেহঃ সত্যসঙ্গরঃ।
অথাহং তং নিধোক্ষ্যামি তৎ করিষ্যত্যসংশয়ম্ ॥ ৮

ষড়ধিক শততম অধ্যায়।

[কালবৃক্ষীয় মুনি কর্ত্তৃক বিদেহরাজ ও কোশলরাজকুমারের মধ্যে মিলন এবং কোশলরাজকে বিদেহরাজের নিজের জামাতারূপে গ্রহণ।

রাজা ক্ষেমদর্শী বলিলেন,—ব্রহ্মন্! আমি কপটতা ও দম্ভের আশ্রয় লইয়া জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করি না। অধর্ম্মের সহযোগে বিশাল সম্পদ লাভ করিতেও আমি ইচ্ছা করি না। ১

ভগবন্! আমি ত' পূর্ব্ব হইতেই এই দুর্গুণ পরিত্যাগ করিয়া দিয়াছি, যাহাতে কাহারও আমার উপর সন্দেহ না হয় এবং সকলেরই সম্পূর্ণরূপে হিত হয়। ২

আমি দয়া ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করত এ জগতে জীবিত থাকিতে বাসনা করি আমার দ্বারা এরূপ অধর্ম্মাচরণ কদাপি সম্ভব নহে এবং এরূপ উপদেশ দেওয়া আপনারও শোভা পায় না। ৩

মুনি কালবৃক্ষীয় বলিলেন,—রাজকুমার! তুমি যেরূপ বলিতেছ, তিনি সেইরূপই গুণসম্পন্ন। তুমি ধার্ম্মিক স্বভাবে যুক্ত এবং নিজের বুদ্ধির দ্বারা অনেক কিছু দেখিবার ও বুঝিবার শক্তি তোমার আছে। ৪

আমি তুমি ও রাজা জনক—এই উভয়েরই হিতের জন্য এখন স্বয়ংই প্রচেষ্টা করিব এবং তোমাদের উভয়ের মধ্যে এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত করিব, যাহা অচ্ছেদ্য এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে। ৫

তোমার জন্ম উচ্চকুলে হইয়াছে। তুমি দয়ালু, বহুশাস্ত্রে অভিজ্ঞ এবং রাজ্যপরিচালনা বিদ্যায় নিপুণ। তোমার ন্যায় যোগ্য ব্যক্তিকে কোন রাজা না মন্ত্রী করিবেন? ৬

রাজকুমার! তোমাকে রাজ্য হইতে অপসারিত করা হইয়াছে। তুমি ভয়ঙ্কর সঙ্কটে পতিত হইয়াছ, তথাপি তুমি ক্রূরতার আশ্রয় গ্রহণ কর নাই, তুমি দয়াযুক্ত ব্যবহারের দ্বারা জীবনযাপন করিতে বাসনা করিতেছ। ৭

তাত! সত্যপ্রতিজ্ঞ বিদেহরাজ জনক যখন আমার আশ্রমে আসিতেন, সেই সময় আমি তাঁহাকে যাহাই করিতে আদেশ করিব, তিনি নিঃসন্দেহে তাহা পূর্ণ করিবেন। ৮

ততঃ আহূয় বৈদেহং মুনির্বচনমব্রবীৎ।
অয়ং রাজকুলে জাতো বিদিতাভ্যন্তরো মম ॥ ৯
আদর্শ ইব শুদ্ধাত্মা শারদশ্চন্দ্রমা যথা।
নাস্মিন্ পশ্যামি বৃজিনং সর্বতো মে পরীক্ষিতঃ ॥ ১০
তেন তে সন্ধিরেবাস্তু বিশ্বসাস্মিন্ যথা ময়ি।
ন রাজ্যমনমাত্যেন শক্যং শাস্তুমপি ত্রাহম্ ॥ ১১
অমাত্যঃ শূর এব স্যাদ্ বুদ্ধিসম্পন্ন এব বা
তাভ্যাং চৈবোভয়ং রাজন্ পশ্য রাজ্যপ্রয়োজনম্ ॥ ১২
ধর্মাত্মনাং কচিল্লোকে নাস্ত্যন্তি গতিরীদৃশী।
মহাত্মা রাজপুত্রোঽয়ং সতাং মার্গমনুষ্ঠিতঃ ॥ ১৩
সুসংগৃহীতস্ত্বেবৈষ ত্বয়া ধর্মপুরোগমঃ।
সংসেব্যমানঃ শক্রংস্তে গৃহ্নীয়ান্মহতো গণান্ ॥ ১৪
যস্তয়ঃ প্রতিযুধ্যেত ত্বাং স্বকর্ম ক্ষত্রিয়স্য তৎ
জিগীষমাণস্তা যুদ্ধে পিতৃপৈতামহে পদে ॥ ১৫
ত্বং চাপি প্রতিযুধ্যেথা বিজিগীষুব্রতে স্থিতঃ
অযুধ্যন্নেব নিয়োগাত্মে বশে কুরুহিতে স্থিতঃ ১৬
স ত্বং ধর্মমবেক্ষস্ব হিত্বা লোভমসাম্প্রতম্।
ন চ কামান্ন চ দ্রোহাৎ স্বধর্মং হাতুমর্হসি ॥ ১৭
নৈব নিত্যং জয়স্তাত নৈব নিত্যং পরাজয়ঃ।
তস্মাদ্ ভোক্তব্যিতব্যশ্চ ভোক্তব্যশ্চ পরো জনঃ ॥ ১৮
আত্মন্যপি চ সন্দৃশ্যাবুভৌ জয়-পরাজয়ৌ।
নিঃশেষকারিণাঃ তাত নিঃশেষকারণাদ্ ভয়ম্ ॥ ১৯
ইত্যুক্তঃ প্রত্যুবাচেদং বচনং ব্রাহ্মণর্ষভম্।
প্রতিপূজ্যাভিসংকৃত্য পূজার্হমনুমান্য চ ॥ ২০

তাহার পর মুনি বিদেহরাজ জনককে আহ্বান করিয়া আনাইয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন—রাজন্! এই রাজকুমার রাজবংশে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহার আন্তরিক অভিপ্রায় আমি সবই বিদিত আছি। ৯

ইহার হৃদয় দর্পের ন্যায় শুদ্ধ এবং শরৎকালের চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল। আমি ইহাকে সর্বপ্রকারে পরীক্ষা করিয়াছি। আমি ইহার মধ্যে কোন পাপ বা দোষ দেখিতে পাইতেছি না। ১০

অতএব ইহার সহিত আপনার অবশ্যই সন্ধি হউক। আপনি যেরূপ আমাকে বিশ্বাস করেন, সেরূপ বিশ্বাস ইহার উপরেও করুন। কোনও রাজা মন্ত্রী বিনা তিন দিন চলিতে পারে না। ১১

মন্ত্রী সেই ব্যক্তিই হইতে পারে, যে বীর অথবা বুদ্ধিমান্। শৌর্য ও বুদ্ধি দ্বারা মানুষ ইহলোক এবং পরলোক এই উভয় লোকই জয় করিতে পারে। রাজন্! উভয় লোকের সিদ্ধির জন্য রাজ্যের প্রয়োজন, ইহা তুমি অবগত হও। ১২

জগতে ধর্মাত্মা রাজাগণের জন্য উত্তম মন্ত্রিতুল্য আর দ্বিতীয় কোন উপায় নাই। এই রাজপুত্র মহাত্মা এবং সে সৎপুরুষগণের পথ অবলম্বন করিয়াছে। ১৩

যদি তুমি ধর্মকে সম্মুখে রাখিয়া ইহাকে সম্মানের সহিত গ্রহণ কর, তবে এই রাজকুমার তোমার দ্বারা সেবিত হইয়া তোমার বিশাল শত্রুদলকেও সংযত করিতে পারিবে। ১৪

যদি এই কুমার নিজের পিতৃ-পিতামহ অনুশাসিত রাজ্যের জন্য জয় করিতে ইচ্ছুক হইয়া তোমার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দেয়, তবে ক্ষত্রিয়ের পক্ষে উহা স্বধর্মপালনই হইবে। ১৫

সেই সময় তুমিও বিজয়াভিলাষী রাজার ব্রতে অবস্থান করত ইহার সহিত যুদ্ধই করিবে। অতএব আমার আদেশ মানিয়া ইহার হিতসাধনে তুমি তৎপর হও এবং বিনা যুদ্ধেই ইহাকে বশীভূত কর। ১৬

অনুচিত লোভ পরিত্যাগ করত তুমি ধর্মের দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখ, কামনা অথবা দ্রোহবশতঃ নিজের ধর্ম ত্যাগ করিবে না। ১৭

তাত! কাহারও সর্বদা জয় লাভ হয় না এবং নিত্য কাহারও পরাজয়ও হয় না। যেরূপ রাজা অপর মনুষ্যগণকে জয় করত তাহাদিগকে এবং তাহাদের সকল সম্পত্তি উপভোগ করে, সেইরূপ অপরকেও নিজের সম্পত্তি ভোগ করিবার সুযোগ দেওয়া উচিত। ১৮

বৎস! নিজেরও জয় এবং পরাজয় উভয়ই দেখা আবশ্যক। যে অন্যের সম্পত্তি অপহরণ করত তাহার নিকট কিছুই অবশিষ্ট রাখে না, তাহার সেই সর্বস্বাপহারী পাপের দ্বারা নিজেরও জন্য সর্বদা ভয় পোষণ করা উচিত। ১৯

মুনি কালকবৃক্ষীয় এই কথা বলিলে পর রাজা জনক সেই পূজনীয় ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ মহর্ষিকে পূজা ও আদর সৎকার করত তাঁহার কথা অনুমোদন করিয়া এইরূপ উত্তর প্রদান করিলেন। ২০

যথা ক্রয়াদ্ধ্যপ্রজ্ঞো যথা ক্রয়াদ্ধ্যহাশ্রুতঃ।
শ্রেয়স্কামো যথা ক্রয়াদ্ভয়োরেব তৎ ক্ষমম্ ॥ ২১
যদ্ যদ্ বচনমুক্তোঽস্মি করিষ্যামি চ তৎ তথা
এতদ্ধি পরমং শ্রেয়ো ন মেঽত্রাস্তি বিচারণা ॥ ২২
ততঃ কৌশল্যমাহূয় মৈথিলো বাক্যমব্রবীৎ।
ধর্মতো নীতিতশ্চৈব লোকাংশ্চ বিজিতো ময়া ॥ ২৩
অহং ত্বয়া চাপ্তগুণৈর্জিতঃ পার্থিবসত্তম
আত্মানমনবজ্ঞায় জিতবদ্ বর্ততাং ভবান্ ॥ ২৪
নাবমংস্যামি তে বুদ্ধিং নাবমন্যে চ পৌরুষম্।
নাবমন্যে জয়ামীতি জিতবদ্ বর্ততাং ভবান্ ॥ ২৫

অতিশয় বুদ্ধিমান্ কোন ব্যক্তি যে কথা বলিয়া থাকেন, কোন অত্যন্ত বিদ্বান্ যেরূপ বাক্য বলিতে পারেন এবং অপরের কল্যাণকামী মহাপুরুষ যাদৃশ উপদেশ দিয়া থাকেন, সেইরূপ বাক্যই আপনি বলিয়াছেন। (ইহা আমাদের উভয়ের পক্ষেই শিরোধার্য করা উচিত)। ২১

ভগবন্! আপনি আমাকে যাহা যাহা আদেশ করিয়াছেন, সেই সমস্তই আমি তদনুসারে পালন করিব। ইহা আমার পক্ষে পরম কল্যাণকর বিষয়। এবিষয়ে আমার আর অন্য কিছু বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। ২২

তদনন্তর মিথিলাধিপতি জনক কোশলরাজকুমার ক্ষেমদর্শীকে নিজের নিকট আহ্বান করিয়া আনিয়া বলিলেন,—নৃপশ্রেষ্ঠ! আমি ধর্ম ও নীতি অবলম্বন করত সম্পূর্ণ জগৎকে জয় করিয়াছি, কিন্তু আজ তুমি নিজের গুণসমূহের দ্বারা আমাকেও জয় করিয়াছ। অতএব তুমি নিজেকে অবজ্ঞা না করিয়া এক বিজয়ী বীরের ন্যায় আচরণ কর। ২৩-২৪

যথাবৎ পূজিতো রাজন্ গৃহং গন্তাসি মে ভৃশম্।
ততঃ সম্পূজ্য তৌ বিপ্রং বিশ্বস্তৌ জগ্মতুর্গৃহান্ ॥ ২৬
বৈদেহস্ত্বথ কৌশল্যাং প্রবেশ্য গৃহমঞ্জসা।
পাদ্যার্ঘ্যমধুপর্কৈস্তং পূজার্হং প্রত্যপূজয়ৎ ॥ ২৭
দদৌ দুহিতরং চাস্মৈ রত্নানি বিবিধানি চ।
এষ রাজ্ঞাং পরো ধর্মোঽনিত্যো জয় পরাজয়ৌ ॥২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি কালকবৃক্ষীয়ে ষড়ধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৬

আমি তোমার বুদ্ধির অনাদর করি না, তোমার পুরুষার্থকেও অবহেলা করি না এবং আমি 'জয় করিয়াছি' এই মনে করিয়া তোমাকে তিরস্কারও করি না; অতএব তুমি একজন বিজয়ী বীরের ন্যায় আচরণ কর। ২৫

রাজন্! তুমি আমার দ্বারা সর্বতোভাবে সম্মানিত হইয়া আমার গৃহে গমন কর। এই কথা বলিয়া তাঁহারা পরস্পর বিশ্বস্ত হইলেন এবং সেই ব্রহ্মর্ষি কালকবৃক্ষীয়কে পূজা করত গৃহ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ২৬

বিদেহরাজ জনক কোশলরাজকুমার ক্ষেমদর্শীকে নিজের অন্তঃপুরে লইয়া যাইয়া পূজনীয় সেই অতিথিকে পাদ্য, অর্ঘ্য আচমনীয় ও মধুপর্কের দ্বারা পূজা করিলেন। ২৭

তারপর তাঁহার সহিত নিজের কন্যার বিবাহ দিলেন এবং উপহাররূপে নানাবিধ রত্ন দান করিলেন। ইহাই রাজগণের পরম ধর্ম জয় ও পরাজয়ও এজগতে অনিত্য। ২৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্বে কালকবৃক্ষীয়মুনির উপদেশবিষয়ক ষড়ধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

(গণতন্ত্ররাজ্যস্য বর্ণনম্, তস্য নীতিকথনঞ্চ)

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ
ধর্মবৃত্তঞ্চ বিত্তঞ্চ বৃত্ত্যুপায়াঃ ফলানি চ ॥ ১
রাজ্ঞাং বিত্তঞ্চ কোশঞ্চ কোশসঞ্চয়নং জয়ঃ
অমাত্যগুণবৃত্তিশ্চ প্রকৃতীনাং চ বর্ধনম্ ॥ ২
ষাড্‌গুণ্যগুণকল্পশ্চ সেনাবৃত্তিস্তথৈব চ।
পরিজ্ঞানঞ্চ দুষ্টস্য লক্ষণঞ্চ সতামপি ॥ ৩
সমহীনাধিকানাঞ্চ যথাবল্লক্ষণঞ্চ যৎ।
মধ্যমস্য চ দুষ্ট্যর্থং যথা স্যেয়া বিবর্ধতা ॥ ৪
ক্ষীণগ্রহণবৃত্তিশ্চ যথাধর্মং প্রকীর্তিতম্।
লঘুনা দেশরূপেণ গ্রন্থযোগেন ভারত ॥ ৫
বিজিগীষোস্তথা বৃত্তমুক্তং চৈব তথৈব তে
গণানাং বৃত্তিমিচ্ছামি শ্রোতুং মতিমতাং বর ॥ ৬

যথা গণাঃ প্রবর্ধন্তে ন ভিদ্যন্তে চ ভারত।
অরীংশ্চ বিজিগীষন্তে সুহৃদঃ প্রাপ্নুবন্তি চ ॥ ৭
ভেদমূলো বিনাশো হি গণানামুপলক্ষয়ে।
মন্ত্রসংবরণং দুঃখং বহূনামিতি মে মতিঃ ॥ ৮
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং নিখিলেন পরন্তপ।
যথা চ তে ন ভিদ্যেরংস্তচ্চ মে বদ পার্থিব ॥ ৯

ভীষ্ম উবাচ।

গণানাঞ্চ কুলানাঞ্চ রাজ্ঞাং ভরতসত্তম
বৈরসন্দীপনাবেতৌ লোভামর্ষৌ নরাধিপ ॥ ১০
লোভমেকো হি বৃণুতে ততোঽমর্ষমনন্তরম্।
তৌ ক্ষয়-ব্যয়সংযুক্তাবন্যোন্যঞ্চ বিনাশিনৌ ॥ ১১
চারমন্ত্রবলাদানৈঃ সামদানবিভেদনৈঃ।
ক্ষয়ব্যয়ভয়োপায়ৈঃ প্রকর্ষন্তীতরেতরম্ ॥ ১২

সপ্তাধিক শততম অধ্যায়।

[গণতন্ত্র রাজ্যের বর্ণন এবং তাহার নীতি।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—শত্রুতাপন ভরতবংশধর পিতামহ! আপনি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণের ধর্মময় আচার, ধন, জীবিকার উপায় এবং ধর্ম প্রভৃতির ফল বর্ণনা করিলেন। রাজাদের ধন, কোশ, কোশ সংগ্রহ, শত্রুবিজয়, মন্ত্রিগণের গুণ ও ব্যবহার, প্রজাদের উন্নতি, সন্ধি-বিগ্রহাদি ছয় গুণের প্রয়োগ, সৈন্যদের আচরণ, দুষ্টগণের লক্ষণ, সৎপুরুষসকলের লক্ষণ, যাহারা নিজের তুল্য, নিজ অপেক্ষা হীন এবং নিজ হইতে উৎকৃষ্ট—কেই সব লোকের লক্ষণ, মধ্যমবর্গকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য উন্নতিশীল রাজার কি ভাবে অবস্থান করা উচিত—ইহার নির্দেশ, দুর্বল পুরুষগণকে নিজের বলিয়া গ্রহণ করা এবং তাহার জন্য জীবিকার ব্যবস্থা করিবার আবশ্যকতা—এই সমস্ত বিষয় আপনি দেশাচার ও শাস্ত্রানুসারে সংক্ষেপে ধর্মের অনুকূলে প্রতিপাদন করিয়াছেন। ১-৫

বুদ্ধিমান্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পিতামহ! আপনি বিজয়াভিলাষী রাজার আচরণও বর্ণনা করিয়াছেন। এখন আমি গণসকলের (গণতন্ত্র রাজ্যসমূহের) আচরণ ও বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। ৬

ভারত! গণতন্ত্ররাজ্যের জনতা যেভাবে নিজেদের উন্নতি করে, যেভাবে নিজেদের মধ্যে মতভেদ বা বিভেদ সৃষ্টি হইতে দেয় না, যেভাবে শত্রুদের উপরে জয়লাভ করিতে অভিলাষী হয় এবং যে উপায়ে তাহারা সুহৃদ্ লাভ করিয়া থাকে—এই সব বিষয় আমি শুনিতে অভিলাষী হইয়াছি। ৭

আমি দেখিতেছি,—সঙ্ঘবদ্ধ (গণতন্ত্র) রাজ্যের বিনাশের মূল কারণ হইল পারস্পরিক ভেদ। আমার বিশ্বাস—বহুসংখ্যক মানুষের যে সমুদায়, তাহার পক্ষে কোন গুপ্তমন্ত্রণা বা বিচার গোপন রাখা কঠিন। ৮

শত্রুতাপন ভূপাল! এই সমস্ত বিষয় আমি পূর্ণরূপে শ্রবণ করিতে চাই। কিভাবে এই সঙ্ঘ বা গণ পরস্পর বিভেদগ্রস্ত হয় না, ইহা আমাকে বলুন। ৯

ভীষ্ম বলিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ! নরাধিপ! গণসকলের মধ্যে, বংশমধ্যে ও রাজাদের মধ্যে শত্রুতার অগ্নি প্রজ্বলিত করিবার দুইটি দোষ আছে—লোভ ও অমর্ষ (ক্রোধ)। ১০

প্রথমে একজন মানুষ লোভকে বরণ করে (লোভবশতঃ অপরের ধনগ্রহণ করিতে অভিলাষী হয়), তদনন্তর দ্বিতীয় ব্যক্তির মনে অমর্ষের উদ্ভব হয়; তারপর ইহারা উভয়ে লোভ ও অমর্ষে প্রভাবিত হইয়া ব্যক্তিসমুদায়, ধন ও জনের গুরুতর হানি করিতে করিতে পরস্পরের বিনাশক হইয়া থাকে। ১১

উহারা ভেদসৃষ্টির জন্য গুপ্তচরদিগকে প্রেরণ করে, গুপ্ত মন্ত্রণা

তত্রাদানে ভিদ্যন্তে গণাঃ সঙ্ঘাতবৃত্তয়ঃ।
ভিন্না বিমনসঃ সর্বে গচ্ছন্ত্যারিবশং ভয়াৎ ॥ ১৩
ভেদে গণা বিনেশুহি ভিন্নাস্তু সুজয়াঃ পরৈঃ
তস্মাৎ সঙ্ঘাতযোগেন প্রযতেরন্ গণাঃ সদা ॥ ১৪
অর্থাস্তৈরবাধিগম্যন্তে সঙ্ঘাতবলপৌরুষৈঃ
বাহ্যাশ্চ মৈত্রীং কুর্বন্তি তেষু সঙ্ঘাতবৃত্তিষু ॥ ১৫
জ্ঞানবৃদ্ধাঃ প্রশংসন্তি শুশ্রূষন্তঃ পরস্পরম্
বিনিবৃত্তাভিসন্ধানাঃ সুখমেধন্তি সর্বশঃ ॥ ১৬
ধর্মিষ্ঠান্ ব্যবহারাংশ্চ স্থাপয়ন্তশ্চ শাস্ত্রতঃ
যথাবৎ প্রতিপশ্যন্তো বিবর্ধন্তে গণোত্তমাঃ ॥ ১৭
পুত্রান্ ভ্রাতৄন্ নিগৃহ্নন্তো বিনয়ন্তশ্চ তান্ সদা।
বিনীতাংশ্চ প্রগৃহ্নন্তো বিবর্ধন্তে গণোত্তমাঃ ॥ ১৮
চারমন্ত্রবিধানেষু কোশসংনিচয়েষু চ
নিত্যযুক্তা মহাবাহো বর্ধন্তে সর্বতোগণাঃ ॥ ১৯
প্রাজ্ঞান্ শূরান্ মহোৎসাহান্ কর্মসু স্থিরপৌরুষান্।
মানয়ন্তঃ সদা যুক্তা বিবর্ধন্তে গণা নৃপ ॥ ২০
দ্রবাবন্তশ্চ শূরাশ্চ শস্ত্রজ্ঞাঃ শাস্ত্রপারগাঃ
কৃচ্ছ্রাস্বাপৎসু সম্মূঢ়ান্ গণাঃ সন্তারয়ন্তি তে ॥ ২১
ক্রোধো ভেদো ভয়ং দণ্ডঃ কর্ষণং নিগ্রহো বধঃ।
নয়ন্ত্যরিবশং সদ্যো গণান্ ভরতসত্তম ॥ ২২
তস্মান্মানয়িতব্যাস্তে গণমুখ্যাঃ প্রধানতঃ।
লোকযাত্রা সমায়ত্তা ভূয়সী তেষু পার্থিব ॥ ২৩

করিতে থাকে এবং সৈন্যসমাবেশ করিতে আরম্ভ করে। সাম, দান ও ভেদ নীতির প্রয়োগ করিতে থাকে এবং জনসংহার, অপার ধনরাশির ব্যয় ও নানাপ্রকারে ভয় উপস্থিত করিতে সমর্থ বহুবিধ উপায়সমূহের দ্বারা পরস্পরকে দুর্বল করিতে থাকে। ১২

সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া জীবননির্ব্বাহকারী গণরাজ্যের সৈন্যরাও যদি যথাসময়ে ভোজন ও বেতন না পায়, তবে তাহারাও বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইলে সকলের মন পরস্পরের বিপরীত হইয়া যায় এবং তাহারা সকলে ভয়বশতঃ শত্রুর অধীনস্থ হইয়া পড়ে। ১৩

পরস্পরের মধ্যে বিভেদ সংঘটিত হইলেই সঙ্ঘ বা গণরাজ্য নষ্ট হইয়া যায়। মতভেদ ঘটিলেই শত্রুরা অনায়াসে তাহাদিগকে জয় করিয়া লয়; অতএব গণসকলের কর্ত্তব্য হইল—তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ—একমত হইয়াই বিজয়লাভের জন্য চেষ্টা করিবে। ১৪

যাহারা সামগ্রিক বল ও পৌরুষসম্পন্ন, তাহারা অনায়াসেই অভীষ্ট পদার্থসকল প্রাপ্ত হয়। সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া জীবননির্ব্বাহকারী লোকসকলের সহিত সঙ্ঘের বাহিরের লোকেরাও মৈত্রী স্থাপিত করে। ১৫

জ্ঞানবৃদ্ধ পুরুষগণ গণরাজ্যের নাগরিকদের প্রশংসা করিয়া থাকেন। সঙ্ঘবদ্ধ লোকদের মনে পরস্পরের মধ্যে প্রতারণা করিবার দুর্ভাবনা থাকে না। তাহারা সকলে পরস্পরের সেবা করিতে করিতে সুখের সহিত উন্নতি করিতে থাকে। ১৬

গণরাজ্যের শ্রেষ্ঠ নাগরিকেরা শাস্ত্রানুসারে ধর্ম্মানুকূল ব্যবহার-সকল স্থাপিত করে। তাহারা যথোচিত দৃষ্টিতে পরস্পরকে দেখিতে থাকিয়া উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। ১৭

গণরাজ্যের শ্রেষ্ঠ পুরুষেরা পুত্র ও ভ্রাতৃগণও যদি কুপথে চলে, তবে তাহাদিগকেও দণ্ডদান করিয়া থাকে। সর্ব্বদা উত্তম শিক্ষা-দান করে এবং শিক্ষিত হইলে পর অতিশয় আদরের সহিত তাহাদের গ্রহণ করিয়া থাকে। সেই কারণে তাহারা বিশেষ উন্নতি লাভ করে। ১৮

মহাবাহু যুধিষ্ঠির! গণরাজ্যের নাগরিকেরা গুপ্তচর বা দূতের কার্য্য করা, রাজ্যের হিতের জন্য গুপ্ত মন্ত্রণা করা, বিধান উদ্ভাবনা করা এবং রাজ্যের জন্য কোষসংগ্রহ করা প্রভৃতি নানাবিধ কার্য্যে সর্ব্বদা উদ্যুক্ত থাকে, সেইজন্য সর্ব্বতোভাবে তাহারা অভ্যুদয় লাভ করে। ১৯

হে নৃপ! সঙ্ঘরাজ্যের সদস্যরা সদা বুদ্ধিমান্, শৌর্য্যশালী বীর, অতিশয় উৎসাহবান্ এবং সকল কার্য্যে দৃঢ়পুরুষার্থের পরিচয়দাতা লোকদিগকে সর্ব্বদা সম্মান করিতে করিতে রাজ্যের উন্নতির জন্য উদ্যোগশীল থাকে। সেইজন্য তাহারা সতত বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ২০

গণরাজ্যের সকল নাগরিক ধনবান্, বীর, অস্ত্রসমূহে অভিজ্ঞ এবং শাস্ত্রপারদর্শী বিদ্বান্ হয়। তাহারা কঠিন সঙ্কটে পতিত হইয়া মোহিত লোকসকলকে উদ্ধার করিয়া থাকে। ২১

ভরতশ্রেষ্ঠ! সঙ্ঘরাজ্যের লোকসকলের মধ্যে যদি ক্রোধ, ভেদ, ভয়, দণ্ডপ্রহার, অপরকে দুর্বল করা, বন্ধনকরা ও হত্যা করিবার প্রবৃত্তি উদ্‌ভূত হয়, তবে সত্বর তাহারা শত্রুগণের বশীভূত হইয়া পড়ে। ২২

রাজন্! এই কারণে গণরাজ্যের যাহারা প্রধান প্রধান অধিকারী, তাহাদিগকে তোমার সম্মান করা উচিত; যেহেতু লোকযাত্রার প্রকৃত ভার ইহাদের উপর ন্যস্ত থাকে। ২৩

মন্ত্রগুপ্তিঃ প্রধানেষু চারশ্চামিত্রকর্ষণ।
ন গণাঃ কৃৎস্নশো মন্ত্রং শ্রোতুমর্হন্তি ভারত ॥ ২৪
গণমুখ্যৈস্তু সংভূয় কার্য্যং গণহিতাং মিথঃ।
পৃথগ্‌গণস্য ভিন্নস্য বিততস্য ততোঽন্যথা ॥ ২৫
অর্থাঃ প্রত্যবসীদন্তি তথানর্থা ভবন্তি চ
তেষামন্যোন্যভিন্নানাং স্বশক্তিমনুতিষ্ঠতাম্ ॥ ২৬
নিগ্রহঃ পণ্ডিতৈঃ কার্য্যঃ ক্ষিপ্রমেব প্রধানতঃ।
কুলেষু কলহা জাতাঃ কুলবৃদ্ধৈরুপেক্ষিতাঃ ॥ ২৭
গোত্রস্য নাশং কুর্বন্তি গণভেদস্য কারকম্
আভ্যন্তরং ভয়ং রক্ষ্যমসাধ্যং বাহ্যতো ভয়ম্ ২৮

আভ্যন্তরং ভয়ং রাজন্ সদ্যো মূলানি কৃন্ততি
অকস্মাৎ ক্রোধ-মোহাভ্যাং লোভাদ্ বাপি স্বভাবজাৎ ২৯
অন্যোন্যং নাভিভাষন্তে তৎপরাভবলক্ষণম্।
জাত্যা চ সদৃশাঃ সর্বে কুলেন সদৃশাস্তথা ॥ ৩০
ন চোদ্যোগেন বুদ্ধ্যা বা রূপদ্রব্যেণ বা পুনঃ।
ভেদাচ্চৈব প্রদানাচ্চ ভিদ্যন্তে রিপুভির্গণাঃ ॥ ৩১
তস্মাৎ সঙ্ঘাত্মকেবাহুর্গণানাং শরণং মহৎ ॥ ৩২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি গণবৃত্তে
সপ্তাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৭

শত্রুসূদন! ভারত! গণের বা সঙ্ঘের সকল লোকই গুপ্ত-মন্ত্রণা শুনিবার অধিকারী নহে। মন্ত্রণা গোপন রাখিতে এবং গুপ্তচরগণের নিযুক্তির কার্য্য প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগেরই অধীন থাকে ॥ ২৪

গণের মুখ্য মুখ্য ব্যক্তিরা পরস্পর মিলিত হইয়া সমস্ত গণ-রাজ্যের হিতসাধন করিবে। যদি সঙ্ঘমধ্যে ভেদসৃষ্টি হওয়ায় পৃথক্ পৃথক্ বহুদলের বিস্তার হইয়া যায়, তবে তাহাদের সকল কার্য্যই নষ্ট হয় এবং বহু অনর্থ আসিয়া উপস্থিত হয় ॥ ২৫½

পরস্পর ভিন্নমতাবলম্বী হইয়া পৃথক্ পৃথক্ নিজ শক্তির প্রয়োগকারী লোকসকলের যাহারা মুখ্য মুখ্য নেতা, তাহাদিগকে বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ অতিসত্বর দমন করিবেন ॥ ২৬½

বংশে যে সমস্ত কলহ উপস্থিত হয়, উহা যদি বৃদ্ধ পুরুষগণ উপেক্ষা করে, তবে সেই সব কলহ গণসকলের মধ্যে ভেদসৃষ্টি করত সমস্ত কুলকেই নষ্ট করিয়া থাকে ॥ ২৭½

অভ্যন্তরের ভয় দূর করত সঙ্ঘকে রক্ষা উচিত। যদি সঙ্ঘমধ্যে একতা ঠিক থাকে, তবে তাহার পক্ষে বাহিরের ভয় অসার হইয়া যায় (উহা কোন কার্য্যই নষ্ট করিতে পারে না)। রাজন্! অভ্যন্তরের ভয় সদ্যই সঙ্ঘরাজ্যের মূল ছেদন করিয়া দেয় ॥ ২৮½

অকস্মাৎ উৎপন্ন ক্রোধ বা মোহ অথবা স্বাভাবিক লোভের দ্বারা যখন সঙ্ঘের মধ্যে পারস্পরিক বাক্যালাপ বন্ধ হইয়া থাকে, তখন উহাই তাহার (গণতন্ত্রের) পরাজয়ের লক্ষণ ॥ ২৯½

জাতিতে ও কুলে সঙ্ঘবদ্ধ লোকেরা এক সমান হইতে পারে, কিন্তু উদ্যোগ, বুদ্ধি ও রূপসম্পত্তিতে সকলের এক সমান হওয়া অসম্ভব। শত্রুরা গণরাজ্যের মধ্যে ভেদবুদ্ধির সৃষ্টি করিয়া থাকে এবং উহাদের মধ্যে কিছু লোককে ধনদান করিয়াও গণের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করে; অতএব সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া থাকাই গণরাজ্যের নাগরিকগণের পরম আশ্রয় বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥ ৩০-৩২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্বে গণতন্ত্রের বৃত্তান্তবিষয়ক
সপ্তাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

অষ্টাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

(মাতাপিত্রোর্গুরুসেবায়াশ্চ মহত্ত্বকথনম্।)

যুধিষ্ঠির উবাচ।

মহানয়ং ধর্মপথো বহুশাখশ্চ ভারত
কিংস্বিদেবেহ ধর্মাণামনুষ্ঠেয়তমং মতম্ ॥ ১
কিং কার্য্যং সর্বধর্মাণাং গরীয়ো ভবতো মতম্।
যথাহং পরমং ধর্মমিহ চ প্রেত্য চাপ্নুয়াম্ ॥ ২

ভীষ্ম উবাচ।

মাতাপিত্রোর্গুরূণাঞ্চ পূজা বহুমতা মম।
ইহ যুক্তো নরো লোকান্ যশশ্চ মহদশ্নুতে ॥ ৩
যচ্চ তেঽভ্যনুজানীয়ুঃ কর্ম তাত সুপূজিতাঃ।
ধর্মাধর্মবিরুদ্ধং বা তৎ কর্তব্যং যুধিষ্ঠির ॥ ৪
ন চ তৈরভ্যনুজ্ঞাতো ধর্মমন্যং সমাচরেৎ।
যচ্চ তেঽভ্যনুজানীয়ুঃ স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ ॥ ৫

অষ্টাধিক শততম অধ্যায়।

[মাতা-পিতা ও গুরুসেবার মহত্ত্ব কথন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভারত! ধর্মের এই পথ অতিশয় বৃহৎ এবং ইহার শাখাও বহু আছে। এই ধর্মসকলের মধ্যে আপনি কাহাকে বিশেষরূপে আচরণের যোগ্য বলিয়া মনে করেন? ১

সমস্ত ধর্মসমূহের মধ্যে কোন্ কার্য্যকে আপনি শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন, যাহার অনুষ্ঠান করত আমি ইহলোক ও পরলোকেও পরম ধর্মফল লাভ করিতে পারিব? ২

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! আমার ত' মাতা-পিতা এবং শ্রীগুরুর (মন্ত্রদাতার) পূজাই অধিক মহত্ত্বের বস্তু বলিয়া মনে হয়। এই লোকে এই পুণ্যকার্য্যে নিরত হইয়া মানুষ যশ ও শ্রেষ্ঠ লোক লাভ করিয়া থাকে। ৩

বৎস যুধিষ্ঠির! উত্তমরূপে পূজিত মাতা-পিতা ও শ্রীগুরু যে কার্য্যের জন্য আদেশ করিবেন, তাহা যদি ধর্মের অনুকূল বা বিরুদ্ধও হয়, তবে উহা পালন করা উচিত। ৪

যে ব্যক্তি তাঁহাদের আজ্ঞাপালনে নিরত থাকে, তাহার পক্ষে অন্য কোন ধর্মের আচরণের আবশ্যকতা নাই। যে কার্য্যের জন্য তাঁহারা আদেশ করিবেন, উহাই ধর্ম; ইহাই ধর্মাত্মাগণের সিদ্ধান্ত। ৫

এই মাতা-পিতা ও গুরুজনই তিন লোক—ইহলোক, পরলোক ও ব্রহ্মলোক, ইঁহারাই ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থ—এই তিন আশ্রম এবং তাঁহারাই গার্হপত্য, আহবনীয়, দক্ষিণ ও এই তিন অগ্নি, ইঁহারাই ঋগ্, যজু ও সাম এই তিন বেদ ॥ ৬

পিতা গার্হপত্য অগ্নি, মাতা দক্ষিণ অগ্নি এবং শ্রীগুরু আহবনীয় অগ্নি। লৌকিক অগ্নিসকল হইতে মাতা-পিতাদি ত্রিবিধ অগ্নির গৌরব অধিক। ৭

যদি তুমি এই তিনজনের সেবাতে কোনরূপ অসাবধান না হও, তবে তুমি তিনলোক জয় করিতে সমর্থ হইবে। পিতার সেবায় ইহলোক, মাতার সেবায় পরলোক এবং নিয়ম অনুসারে শ্রীগুরুর সেবায় তুমি ব্রহ্মলোকও অতিক্রম করিতে পারিবে ॥৮½

হে ভারত! সেইজন্য তুমি ত্রিবিধ লোকস্বরূপ এই পিতা, মাতা ও শ্রীগুরুর প্রতি উত্তম আচরণ কর। তোমার কল্যাণ হউক। এরূপ করিলে তুমি যশ ও মহৎ ফলদাতা ধর্মকে লাভ করিতে সমর্থ হইবে। ৯½

এই তিনজনের আজ্ঞা কখনও উল্লঙ্ঘন করিবে না, ইঁহাদের ভোজন করাইবার পূর্ব্বে স্বয়ং ভোজন করিবে না, ইঁহাদের উপর কোনরূপ দোষারোপ করিবে না এবং সর্ব্বদা ইঁহাদের সেবায় তুমি নিরত থাকিবে। ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম পুণ্যকর্ম। নৃপশ্রেষ্ঠ! ইঁহাদের সেবায় তুমি কীর্ত্তি, পবিত্র যশ ও উত্তম লোক সব কিছুই প্রাপ্ত হইবে ॥ ১০-১১

সর্বে তস্যাদৃতা লোকা যস্যৈতে ত্রয় আদৃতাঃ
অনাদৃতাস্তু যস্যৈতে সর্বাস্তস্যাফলাঃ ক্রিয়াঃ ১১
ন চায়ং ন পরো লোকস্তস্য চৈব পরন্তপ
অমানিতা নিত্যমেব যস্যৈতে গুরবস্ত্রয়ঃ ॥ ১৩
ন চাস্মিন্নপরে লোকে যশস্তস্য প্রকাশতে।
ন চান্যদপি কল্যাণং পরত্র সমুদাহৃতম্ ॥ ১৪
তেভ্য এব হি যৎ সর্বং কৃত্বা চ বিসৃজাম্যহম্
তদাসাম্যে শতগুণং সহস্রগুণমেব চ ॥ ১৫
তস্মাদ্যে সম্প্রকাশন্তে ত্রয়ো লোকা যুধিষ্ঠির
দশৈব তু সদাচার্যাঃ শ্রোত্রিয়ানতিরিচ্যতে ॥ ১৬
দশাচার্যান্নুপাধ্যায় উপাধ্যায়ান্ পিতা দশ
পিতৃন্ দশ তু মাতৈকা সর্বা বা পৃথিবীমপি ॥১৭
গুরুত্বেনাভিভবতি নাস্তি মাতৃসমো গুরুঃ।
গুরুর্গরীয়ান্ পিতৃতো মাতৃতশ্চেতি মে মতিঃ ১৮
উভৌ হি মাতাপিতরৌ জন্মনোবোপযুজ্যতঃ
শরীরমেব সৃজতঃ পিতা মাতা চ ভারত ॥ ১৯
আচার্যশিষ্টা যা জাতিঃ সা দিব্যা সাজরামরা।
অবধ্যা হি সদা মাতা পিতা চাপ্যপকারিণৌ ॥ ২০
ন সংদূষয়তি তৎ কৃত্বা ন চ তে দূষয়ন্তি তম্।
ধর্মায় যতমানানাং বিদুর্দেবা মহর্ষিভিঃ ॥ ২১
যশ্চাবৃণোত্যবিতথেন কর্মণা
শ্রুতং ব্রুবন্নৃতং সম্প্রযচ্ছন্।
তং বৈ মন্যেত পিতরং মাতরঞ্চ
তস্মৈ ন দ্রুহ্যেৎ কৃতমস্য জানন্ ॥২২
বিদ্যাং শ্রুত্বা যে গুরুং নাভিয়ন্তে
প্রত্যাসন্না মনসা কর্মণা বা।
তেষাং পাপং ভ্রূণহত্যাবিশিষ্টং
নান্যেভ্যঃ পাপকৃদস্তি লোকে
যথৈব তে গুরুভির্ভাবনীয়া-
স্তথা তেষাং গুরবোঽভ্যর্চনীয়াঃ ॥ ২৩

যে ব্যক্তি এই তিন গুরুজনের আদর করে, তাহার দ্বারা সম্পূর্ণ লোকসমূহ আদৃত হইয়া থাকে এবং যে ব্যক্তি ইঁহাদের অনাদর করে, তাহার সমস্ত শুভফল নিষ্ফল হইয়া যায়। ১২

শত্রুতাপন যুধিষ্ঠির! যে ব্যক্তি এই তিন গুরুজনকে সর্বদা অপমান করে, তাহার ইহলোক সুখপ্রদ হয় না এবং পরলোকেও সুখপ্রদ হয় না॥ ১৩

তাহার ইহলোকে ও পরলোকে যশও প্রকাশিত হয় না। পরলোকে যে অভিবিধ কল্যাণময় সুখের প্রাপ্তি উল্লিখিত হইয়াছে, উহাও তাহার সুলভ হয় না॥ ১৪

আমি ত' সমস্ত শুভ কর্ম করিয়া এই তিন গুরুজনকেই সমর্পণ করিয়া দিয়াছি। ইহাতে আমার সেই সব শুভ কর্ম-সকলের পুণ্য শতগুণ ও সহস্রগুণ বর্দ্ধিত হইয়া গিয়াছে যুধিষ্ঠির! সেইহেতু আমার দৃষ্টিতে তিন লোক সমানভাবে প্রকাশিত (জ্ঞানগোচর) হইতেছে॥ ১৫½

আচার্য(১) সর্বদা দশ শ্রোত্রিয়(২) হইতে অধিক। এইরূপ উপাধ্যায় (অধ্যাপক) দশ আচার্য হইতে অধিক, পিতা দশ উপাধ্যায় হইতে অধিক এবং মাতার মহত্ব দশ পিতা হইতেও অধিক। ইনি একাকিনীই নিজ গৌরবের দ্বারা সম্পূর্ণ পৃথিবীকেও অভিভূত করিয়া থাকেন অতএব মাতার তুল্য অন্য কোন গুরু নাই॥ ১৬-১৭½

কিন্তু আমার অভিমত হইল—গুরু পিতা ও মাতা হইতেও শ্রেষ্ঠ; কারণ পিতা এবং মাতা কেবল এই দেহের জন্মদান করিতেই উপযুক্ত॥ ১৮½

ভারত! পিতা ও মাতা কেবল এই শরীরকেই জন্মদান করেন; কিন্তু ধর্মাচরণপরায়ণ শ্রীগুরুর উপদেশ প্রাপ্ত হইলে যে দ্বিতীয় জন্ম হয়, উহা অলৌকিক, অজর ও অমর॥১৯½

পিতা-মাতা যদি কোন অপরাধও করেন, তথাপি তাঁহারা অবধ্য; পুত্র বা শিষ্য পিতা-মাতা এবং গুরুর অপরাধ করিলেও ইঁহাদের দৃষ্টিতে তাহারা নির্দোষই থাকে। এই গুরুজনগণ পুত্র বা শিষ্যের উপর স্নেহবশতঃ দোষারোপণ করেন না; পরন্তু ধর্মপথেই পরিচালিত করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া থাকেন। পিতা-মাতা প্রভৃতি গুরুজনগণের এরূপ মহত্ব মহর্ষিগণ সহ দেবতারাও জানেন। ২০-২১

যিনি সত্য কর্মের (ও যথার্থ উপদেশের) দ্বারা পুত্র বা শিষ্যকে কবচের ন্যায় আবৃত করিয়া রাখেন, সত্যস্বরূপ বেদের উপদেশ দান করেন এবং অসত্যকে রুদ্ধ করেন, সেই গুরুকেই পিতা ও মাতা বলিয়া জানিবে এবং তাঁহার উপকার অবগত হইয়া তাঁহাকে কখনও দ্রোহ করিবে না॥ ২২

যে ব্যক্তি বিদ্যা শিক্ষা করিয়া শ্রীগুরুকে আদর করে না, নিকটে থাকিয়া মন, বাক্য ও ক্রিয়া দ্বারা শ্রীগুরুর সেবা করে না, তাহার

(১) উপনীয় দদদ্ বেদমাচার্যঃ স উদাহৃতঃ।
(২) যজন-যাজনাধ্যয়নাধ্যাপন-দান-প্রতিগ্রহরূপ-ষট্‌কর্মনিরতো বেদবিদ্ ব্রাহ্মণঃ।
(৩) উপাধ্যায়ো বেদাদ্যধ্যাপকঃ।

তস্মাৎ পূজয়িতব্যাশ্চ সংবিভজ্যাশ্চ যত্নতঃ।
গুরবোঽর্চয়িতব্যাশ্চ পুরাণং ধর্মমিচ্ছতা ॥ ২৪
যেন প্রীণাতি পিতরং তেন প্রীতঃ প্রজাপতিঃ
প্রীণাতি মাতরং যেন পৃথিবী তেন পূজিতা ॥ ২৫
যেন প্রীণাত্যুপাধ্যায়ং তেন স্যাদ্ ব্রহ্ম পূজিতম্।
মাতৃতঃ পিতৃতশ্চৈব তস্মাৎ পূজ্যতমো গুরুঃ ॥২৬
ঋষয়শ্চ হি দেবাশ্চ প্রীয়ন্তে পিতৃভিঃ সহ।
পূজ্যমানেষু গুরুষু তস্মাৎ পূজ্যতমো গুরুঃ ॥ ২৭
কেনচিন্ন চ বৃত্তেন হ্যবজ্ঞেয়ো গুরুর্ভবেৎ।
ন চ মাতা ন চ পিতা মন্যতে যাদৃশো গুরুঃ ॥২৮
ন তেঽবমানমর্হন্তি ন তেষাং দূষয়েৎ কৃতম্।
গুরুণামেব সৎকারং বিদুর্দেবা মহর্ষিভিঃ ॥ ২৯
উপাধ্যায়ং পিতরং মাতরঞ্চ
যেঽভিদ্রুহ্যন্তে মনসা কর্মণা বা।
তেষাং পাপং ভ্রূণহত্যাবিশিষ্টং
তস্মান্নাস্তঃ পাপকৃদস্তি লোকে ॥ ৩০
ভৃতো বৃদ্ধো যো ন বিভর্তি পুত্রঃ
স্বযোনিজ্ঞঃ পিতরং মাতরঞ্চ।
তদ্ বৈ পাপং ভ্রূণহত্যা বিশিষ্টং
তস্মান্নাস্তঃ পাপকৃদস্তি লোকে ॥ ৩১
মিত্রদ্রুহঃ কৃতঘ্নস্য স্ত্রীঘ্নস্য গুরুঘাতিনঃ।
চতুর্ণাং বয়মেতেষাং নিষ্কৃতিং নানুশুশ্রুম ॥৩২
এতৎসর্বমনির্দেশ্যৈনৈবমুক্তং
যৎ কর্তব্যং পুরুষেণেহ লোকে।
এতচ্ছ্রেয়ো নাস্তদস্মাদ্ বিশিষ্টং
সর্বান্ ধর্মানুপ্সূত্যৈতদুক্তম্ ॥ ৩৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি মাতৃপিতৃগুরুমাহাত্ম্যে অষ্টাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৮

ভ্রূণহত্যা হইতেও অধিক পাপ হয়। যেরূপ গুরুগণের কার্য্য হইল, শিষ্যদিগকে আত্মোন্নতির পথে পরিচালিত করা, সেইরূপ শিষ্যদেরও ধর্ম্ম হইল গুরুগণের পূজা করা ॥ ২৩

অতএব যে ব্যক্তি পুরাতন (সনাতন) ধর্ম্মের ফললাভ করিতে অভিলাষী, তাহার কর্ত্তব্য হইল—গুরুজনগণের পূজা-অর্চ্চনা করা এবং যত্ন সহকারে তাঁহাদের আবশ্যক দ্রব্যসমূহ যথাযথভাবে বিভাগপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সমর্পণ করা ॥ ২৪

মানুষ যে কর্ম্মের দ্বারা পিতাকে প্রসন্ন করে, সেই কর্ম্মের দ্বারা প্রজাপতি ব্রহ্মাও প্রসন্ন হন এবং যে কর্ম্মের দ্বারা মাতাকে প্রসন্ন করে, সেই কর্ম্মের দ্বারা সম্পূর্ণ পৃথিবীর পূজা হইয়া যায় ॥২৫

যে কর্ম্মের দ্বারা শিষ্য উপাধ্যায় (বিদ্যাগুরু)-কে প্রসন্ন করে, সেই কর্ম্মের দ্বারা পরব্রহ্ম পরমাত্মার পূজা সম্পন্ন হইয়া থাকে ; অতএব গুরু মাতা-পিতা হইতেও অধিক পূজনীয় ॥২৬

গুরুগণ পূজিত হইলে পর পিতৃগণের সহিত দেবতা ও ঋষিসকলও প্রসন্ন হন ; সেইজন্য গুরু পরম পূজনীয় ॥২৭

কোনও ব্যবহারের দ্বারা গুরু অপমানের যোগ্য নন্। এইরূপ মাতা এবং পিতাও কখনও অনাদরের যোগ্য নহেন। যেরূপ গুরু মাননীয় মনে করা হয়, সেইরূপ মাতা-পিতাকেও মাননীয় বলিয়া জানিবে ॥ ২৮

মাতা, পিতা ও গুরু কখনও অপমানের যোগ্য নন্। তাঁহাদের কোন কার্য্যের দোষাবিষ্কার করিবে না। গুরুজনগণের এই সৎকারকে মহর্ষিগণের সহিত সকল দেবতা নিজেদেরই সৎকার বলিয়া মনে করেন ॥ ২৯

অধ্যাপক, পিতা ও মাতার প্রতি বাক্য, মন এবং ক্রিয়ার দ্বারা যাহারা দ্রোহ করিয়া থাকে, তাহাদের ভ্রূণহত্যা হইতেও অধিক পাপ হয়। সংসারে সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অন্য কেহ অধিকপাপকারী ব্যক্তি নাই। ৩০

যে মাতা-পিতার ঔরসজাত পুত্র এবং তাঁহারা যাঁহাকে পালন-পোষণ করিয়া বর্দ্ধিত করিয়াছেন, সেই পুত্র যদি নিজের মাতা-পিতার ভরণ-পোষণ না করে, তবে তাহার ভ্রূণহত্যা হইতেও অধিক পাপ হয় এবং জগতে তাহা অপেক্ষা অধিক পাপাত্মা আর কেহ নাই ॥ ৩১

মিত্রদ্রোহী, কৃতঘ্ন, স্ত্রীহত্যাকারী ও গুরুঘাতী—এই চারিজনের প্রায়শ্চিত্ত আমরা কখনও শ্রবণ করি নাই ॥ ৩২

এই সমস্ত বিষয় যাহা এ জগতে মানুষের দ্বারা পালনীয়, এস্থলে তাহা সবিস্তারে কথিত হইল। ইহাই সকলের কল্যাণকর পথ। ইহা অপেক্ষা অন্য কোন পথ নাই। সর্ব্ববিধ ধর্ম্মের অনুসরণ করত এস্থানে আমি সকলের সার বর্ণনা করিয়াছি ॥ ৩৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে মাতা, পিতা ও গুরুর মাহাত্ম্যবিষয়ক অষ্টাধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

নবাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

(সত্যাসত্যবিচারঃ, ধর্ম্মস্য লক্ষণম্, ব্যাবহারিক-নীতিশ্চেতি বর্ণনম্।)

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কথং ধর্ম্মে স্থাতুমিচ্ছন্ নরো বর্ত্তেত ভারত।
বিদ্বন্ জিজ্ঞাসমানায় প্রব্রূহি ভরতর্ষভ ॥ ১
সত্যং চৈবানৃতং চোভে লোকানাবৃত্য তিষ্ঠতঃ।
তয়োঃ কিমাচরেদ্ রাজন্ পুরুষো ধর্ম্মনিশ্চিতঃ ॥ ২
কিংস্বিৎ সত্যং কিমনৃতং কিংস্বিদ্ ধর্ম্যং সনাতনম্।
কস্মিন্ কালে বদেৎ সত্যং কস্মিন্ কালেঽনৃতং বদেৎ ॥

ভীষ্ম উবাচ

সত্যস্য বচনং সাধু ন সত্যাদ্ বিদ্যতে পরম্।
যত্তু লোকেষু দুর্জ্ঞানং তৎ প্রবক্ষ্যামি ভারত ॥ ৪
ভবেৎ সত্যং ন বক্তব্যং বক্তব্যমনৃতং ভবেৎ।
যত্রানৃতং ভবেৎ সত্যং সত্যং চাপ্যনৃতং ভবেৎ ॥ ৫
তাদৃশো বধ্যতে বালো যত্র সত্যমনিষ্ঠিতম্।
সত্যানৃতে বিনিশ্চিত্য ততো ভবতি ধর্ম্মবিৎ ॥ ৬
অপ্যনার্য্যোঽকৃতজ্ঞঃ পুরুষোঽপ্যতিদারুণঃ
সুমহৎ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যং বলাকোঽন্ধবধাদিব ॥ ৭
কিমাশ্চর্য্যঞ্চ যন্মূঢ়ো ধর্ম্মকামোঽপ্যধর্ম্মবিৎ।
সুমহৎ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যং গঙ্গায়ামিব কৌশিকঃ ॥ ৮
তাদৃশোঽয়মনুপ্রশ্নো যত্র ধর্ম্মঃ সুদুর্লভঃ
দুষ্করঃ প্রতিসংখ্যাতুং তৎ কেনাত্র ব্যবস্যতি ॥ ৯
প্রভবার্থায় ভূতানাং ধর্ম্মপ্রবচনং কৃতম্।
যঃ স্যাৎ প্রভবসংযুক্তঃ স ধর্ম্ম ইতি নিশ্চয়ঃ ॥ ১০

নবাধিকশততম অধ্যায়।

[সত্য-অসত্যের বিচার, ধর্ম্মের লক্ষণ এবং ব্যবহারিক নীতির বর্ণনা।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে ভারত! ধর্ম্মে অবস্থান করিতে ইচ্ছুক মনুষ্য কিরূপ আচরণ করিবে? হে বিদ্বন্! হে ভরতশ্রেষ্ঠ! ইহা আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি আমাকে উহা সর্ব্বতোভাবে উপদেশ করুন। ১

রাজন্! সত্য ও অসত্য—এই উভয়ই সম্পূর্ণ জগতকে ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিত; কিন্তু ধর্ম্মে বিশ্বাসকারী মানুষ এই উভয়ের মধ্যে কাহার আচরণ করিবে? ২

সত্য কি? এবং অসত্যই বা কি? কোন্ কার্য্য সনাতন ধর্ম্মের অনুকূল? কোন্ সময়ে সত্য কথা বলিতে হয় ও কোন্ সময়েই বা মিথ্যা কথা বলিতে হয়? ৩

ভীষ্ম বলিলেন, ভারত! সত্য কথা বলা সর্ব্বোত্তম। সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আর কিছুই নাই; পরন্তু এই সত্যকে জানা জগতে অত্যন্ত কঠিন বিষয়, আমি উহাই বিস্তৃতি সহকারে তোমাকে বলিব। ৪

যেস্থানে মিথ্যা সত্য হয় (কোন প্রাণীকে সঙ্কট হইতে রক্ষা করে) কিংবা সত্যই মিথ্যা হইয়া যায় (কোন প্রাণীর জীবনকে সংশয়াপন্ন করিয়া তুলে), সেই স্থানে সত্য বলা উচিত নয়। তখন মিথ্যা কথাই বলিতে হইবে। *

যাহার মধ্যে সত্য স্থির নাই, এরূপ মূর্খ মনুষ্যই মৃত্যুকবলিত হয়। সত্য ও অসত্য নির্ণয় করত সত্যপালনকারী পুরুষকেই ধর্ম্মজ্ঞ বলা হয়। ৬

যে ব্যক্তি নীচ, যাহার বুদ্ধি শুদ্ধ নহে এবং যে অত্যন্ত ক্রূরস্বভাববিশিষ্ট, সেই মনুষ্যও কখনও কখনও অন্ধ পশুহত্যাকারী বলাকনামক ব্যাধের ন্যায় (কর্ণপর্ব্বের ৬৯ অধ্যায়ে ৩৮ শ্লোক হইতে ৪৫ শ্লোক পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য।) অতিশয় পুণ্যলাভ করিয়া থাকে। ৭

কিরূপ আশ্চর্য্য বিষয় ইহা যে, ধর্ম্মাভিলাষী কোন এক মূর্খ তপস্বী সত্য কথা বলিয়াও অধর্ম্মের ফলপ্রাপ্ত হইয়াছিল (কর্ণ পর্ব্বের ৬৯ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।) এবং গঙ্গার তীরে অবস্থিত পেচকের ন্যায় হিংসা করত* অতিশয় পুণ্য প্রাপ্ত হইয়াছিল। ৮

যুধিষ্ঠির! তোমার এই দ্বিতীয় প্রশ্নও এইরূপই। তদনুসারে ধর্ম্মের স্বরূপ বিবেচনা করা বা বুঝা অত্যন্ত কঠিন, এই কারণে উহার প্রতিপাদন করাও দুষ্কর; অতএব ধর্ম্মের বিষয়ে কে কিরূপ নিশ্চয় করিতে পারে? ৯

প্রাণিগণের অভ্যুদয় ও কল্যাণের জন্যই ধর্ম্মের প্রবচন করা

* গঙ্গার তীরে কোন এক সরিৎ এক হাজার ডিম উৎপন্ন করিয়া রাখিয়া যায়। তারপর কোন এক পেচক সেগুলিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া নষ্ট করে। ইহাতে সেই পেচক মহাপুণ্যের ফল প্রাপ্ত হয়; অন্যথায় সেই সব ডিম হইতে হাজার বিষাক্ত সর্প উৎপন্ন হইয়া কত লোককে বিনাশ করিত।

ধারণাদ্ ধর্মমিত্যাহুর্ধর্মেণ বিধৃতাঃ প্রজাঃ।
যঃ স্যাদ্ ধারণসংযুক্তঃ স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ ॥ ১১
অহিংসার্থায় ভূতানাং ধর্মপ্রবচনং কৃতম্।
যঃ স্যাদহিংসাসম্পৃক্তঃ স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ ॥ ১২
(অহিংসা সত্যমক্রোধস্তপো দানং দমো ঘৃণা।
অনসূয়াপ্যমাৎসর্যমনীর্ষ্যা শীলমেব চ ॥
এষ ধর্মঃ কুরুশ্রেষ্ঠ কথিতঃ পরমেষ্ঠিনা।
ব্রহ্মণা দেবদেবেন অয়ং চৈব সনাতনঃ ॥
অস্মিন্ ধর্মে স্থিতো রাজন্ নরো ভদ্রাণি পশ্যতি।)
শ্রুতিধর্ম ইতি হ্যেকে নেত্যাহুরপরে জনাঃ।
ন চ তৎপ্রত্যসূয়ামো ন হি সর্বং বিধীয়তে ॥ ১৩
যেঽস্যায়েন জিহীর্ষন্তো ধনমিচ্ছন্তি কস্যচিৎ।
তেভ্যস্তু ন তদাখ্যেয়ং স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ ॥ ১৪

হইয়াছে অর্থাৎ ঋষিগণকর্তৃক স্পষ্টভাষায় ধর্ম নিরূপিত হইয়াছে ; অতএব যাহা এই উদ্দেশযুক্ত অর্থাৎ যাহা দ্বারা অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স সিদ্ধ হয়, উহাই ধর্ম ; এরূপই শাস্ত্রজ্ঞগণের সিদ্ধান্ত ॥১০

সকলকে 'ধারণ' করেন বলিয়া 'ধর্ম' নামে উক্ত হন (অর্থাৎ যিনি অধোগতি হইতে রক্ষা করেন এবং জীবনকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখেন, তিনিই ধর্ম।) ধর্মই এই সমস্ত প্রজাগণকে ধারণ করিয়া আছেন ; অতএব যাহার দ্বারা ধারণ ও পোষণ কার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহাই ধর্ম—ইহাই শাস্ত্রজ্ঞগণের নিশ্চয় ॥ ১১

প্রাণিগণের যাহাতে হিংসা না হয়, সেই উদ্দেশ্যেই ধর্ম্মের উপদেশ করা হইয়াছে, অতএব যাহা অহিংসাযুক্ত, উহাই ধর্ম, ইহাই ধার্ম্মিকগণের সিদ্ধান্ত ॥ ১২

(রাজন্ ! কুরুশ্রেষ্ঠ ! অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, তপস্যা, দান, মন ও ইন্দ্রিয়সংযম, বিশুদ্ধবুদ্ধি, কাহারও দোষ না দেখা, মাৎসর্য্য না দেখান, ঈর্ষ্যা না করা এবং উত্তমশীল-স্বভাবের পরিচয় দেওয়া—ইহাই ধর্ম। দেবাধিদেব পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা এই সবকেই সনাতন ধর্ম বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন। যে মানুষ এই সনাতন ধর্মে অবস্থিত, সে-ই সর্ব্ববিধ কল্যাণ দর্শন করে।)

বেদে যাহার প্রতিপাদন করা হইয়াছে, উহাই 'ধর্ম'—ইহা একশ্রেণী বিদ্বান্‌গণের অভিমত, কিন্তু অন্য বহু বিদ্বান্ ইহা স্বীকার করেন না। আমি কাহারও মতে দোষারোপণ করিতেছি না। তবে ইহা ঠিক যে, বেদে সর্ব্ব বিষয়ের বিধান নাই ॥ ১৩

যাহারা অন্যায় উপায়ে অপহরণ করিতে ইচ্ছা করিয়া যদি কোন এক ধনীর ধনের গুপ্তস্থান জানিতে ইচ্ছা করে তবে সেই

অকূজনেন চেন্মোক্ষো নাবকূজেৎ কথঞ্চন।
অবশ্যং কূজিতব্যে বা শঙ্কেরন্ বাপ্যকূজনাৎ ॥ ১৫
শ্রেয়স্তত্রানৃতং বক্তুং সত্যাদিতি বিচারিতম্।
যঃ পাপৈঃ সহ সম্বন্ধাদ্ মুচ্যতে শপথাদপি ॥ ১৬
ন তেভ্যোঽপি ধনং দেয়ং শক্যে সতি কথঞ্চন।
পাপেভ্যো হি ধনং দত্তং দাতারমপি পীড়য়েৎ ॥ ১৭
স্বশরীরোপরোধেন ধনমাদাতুমিচ্ছতঃ।
সত্যসম্প্রতিপত্ত্যর্থং যদ্ ব্রূয়ুঃ সাক্ষিণঃ কচিৎ ॥ ১৮
অমুক্ত্বা তত্র তদ্বাচ্যং সর্বে তেঽনৃতবাদিনঃ।
প্রাণাত্যয়ে বিবাহে চ বক্তব্যমনৃতং ভবেৎ ॥ ১৯
অর্থস্য রক্ষণার্থায় পরেষাং ধর্মকারণাৎ।
পরেষাং সিদ্ধিমাকাঙ্ক্ষন্ নীচঃ স্যাদ্ ধর্মভিক্ষুকঃ ॥ ০

সব দস্যুকে উহাবলা উচিত নয়, ইহাই ধর্ম, জ্ঞানিগণের এই সিদ্ধান্ত ॥১৪

যদি না বলিলে ধনীর ধন রক্ষা হইয়া থাকে, তবে কিছুই সেস্থলে বলিবে না ; কিন্তু যদি বলা অনিবার্য্য হইয়া উঠে এবং না বলিলে দস্যুদের মনে সন্দেহ উৎপন্ন হয়, তবে সেস্থলে সত্য বলা অপেক্ষা মিথ্যা বলাই কল্যাণকর, ইহাই এবিষয়ে বিচার করত নির্ণয় করা হইয়াছে ॥ ১৫½

যদি শপথ করিলেও সেই সব পাপীর হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, তবে তাহাই করিবে যতক্ষণ পারা যায়, ততক্ষণই পাপীদিগকে ধন না দিয়া থাকিবে ; কারণ, পাপী ব্যক্তিগণকে ধনদান করিলে দাতাকেও পীড়িত করিয়া থাকে ॥ ১৬-১৭

যাহারা ঋণ গ্রহীতাদিগকে নিজেদের অধীনস্থ করিয়া তাহাদিগের দ্বারা শারীরিক সেবা করাইয়া ধন পরিশোধ করিয়া লইতে অভিলাষী হয়, তাহাদের এই সব বিষয়ে যদি কিছু স্বাক্ষরাদি করিবার জন্য সাক্ষীর প্রয়োজন হয় এবং এরূপ স্থলে যদি সাক্ষীরা নিজেদের কথনযোগ্য সত্য বাক্য না বলে, তবে তাহারা সকলে মিথ্যাবাদী হয় ॥ ১৮½

কিন্তু প্রাণসঙ্কটের সময়, বিবাহ, ধন রক্ষা করিবার জন্য এবং ধর্ম রক্ষা করিবার নিমিত্ত মিথ্যা কথা বলা যাইতে পারে ॥ ১৯½

কোন নীচ মানুষও যদি অপরের কার্য্য সিদ্ধির ইচ্ছায় ধর্ম্মের জন্য ভিক্ষা করিতে আসে, তবে তাহাকে ধনদানের প্রতিজ্ঞা করিলে পর ধন অবশ্যই দিবে। এইরূপ ধর্ম্মোপার্জ্জনকারী যদি

প্রতিশ্রুত্য প্রদাতব্যঃ স্বকার্য্যন্তু বলাৎকৃতঃ।
যঃ কশ্চিদ্ ধর্মসময়াৎ প্রচ্যুতো ধর্মসাধনঃ॥ ২১
দণ্ডেনৈব স হন্তব্যস্তং পন্থানং সমাশ্রিতঃ।
চ্যুতঃ সদৈব ধর্মেভ্যোঽমানবং ধর্মমাস্থিতঃ॥ ২২
শঠঃ স্বধর্মমুৎসৃজ্য তমিচ্ছেদুপজীবিতুম্
সর্বোপায়ৈর্নিহন্তব্যঃ পাপো নিকৃতিজীবনঃ॥ ২৩
ধনমিত্যেব পাপানাং সর্বেষামিহ নিশ্চয়ঃ।
অবিষহ্যা হ্রসন্তোজ্যা নিকৃত্যা পতনং গতাঃ॥ ২৪
চ্যুতা দেব-মনুষ্যেভ্যো যথা প্রেতাস্তথৈব তে।
নির্যজ্ঞাস্তপসা হীনা মা স্ম তৈঃ সহ সঙ্গমঃ॥ ২৫
ধননাশাদ্ দুঃখতরং জীবিতাদ্ বিপ্রয়োজনম্।
অয়ং তে রোচতাং ধর্ম ইতি বাচ্যঃ প্রযত্নতঃ॥ ২৬

ন কশ্চিদস্তি পাপানাং ধর্ম ইত্যেষ নিশ্চয়ঃ।
তথাগতঞ্চ যো হন্যান্নাসৌ পাপেন লিপ্যতে॥ ২৭
স্বকর্মণা হতঃ হন্তি হত এব স হন্যতে।
তেষু যঃ সময়ং কশ্চিৎ কুর্বীত হতবুদ্ধিষু॥ ২৮
যথা কাকাশ্চ গৃধ্রাশ্চ তথৈবোপধিজীবিনঃ
ঊর্ধ্বং দেহবিমোক্ষাৎ তে ভবন্ত্যেতাসু যোনিষু॥ ২৯
যস্মিন্ যথা বর্ততে যো মনুষ্য—
স্তস্মিংস্তথা বর্তিতব্যং স ধর্মঃ।
মায়াচারো মায়য়া বাধিতব্যঃ
সাধ্বাচারঃ সাধুনা প্রত্যুপেয়ঃ॥ ৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি সত্যানৃতকবিভাগে
নবাধিকশততমোঽধ্যায়॥ ১০৯

কপটতা পূর্ণ ব্যবহার করিয়া থাকে, তবে সে দণ্ডের পাত্র হয়॥ ২০½

যদি কোন ধর্মসাধক মানুষ ধার্মিক আচার হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পাপপথ আশ্রয় করে, তবে তাহাকে অবশ্যই দণ্ডের দ্বারা বধ করিবে॥ ২১½

যে ব্যক্তি ধর্মপথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া আসুরী প্রকৃতিতে সংসক্ত থাকে এবং স্বধর্ম পরিত্যাগ করত পাপের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তবে কপটতার দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহকারী এই পাপাত্মাকে সর্ব্বপ্রকার উপায়ে বিনাশ করিবে; কারণ, সকল পাপীর এরূপ নিশ্চয় থাকে যে, যে ভাবেই হউক ধন অপহরণ করিতেই হইবে॥ ২২-২৩½

এরূপ ব্যক্তিরা অপরের পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠে। ইহাদের অন্ন কেহ ভোজন করে না এবং অন্যেরাও ইহাদিগকে অন্ন ভোজন করিতে দেয় না; কারণ, ইহারা নিজেদের ছল-কপটতার দ্বারা অধঃপতিত হইয়া গিয়াছে এবং দেবলোক ও মনুষ্যলোক এই উভয় লোক হইতে বঞ্চিত হইয়া প্রেততুল্য হইয়া পড়িয়াছে। কেবল ইহাই নহে, তাহারা যজ্ঞ ও তপস্যা হইতেও চ্যুত হয়, অতএব তুমি কখনও ইহাদের সংসর্গ করিবে না॥ ২৪-২৫

'কাহারও ধননাশ হইতে অধিক দুঃখদায়ক হইল—জীবননাশ, অতএব তুমি ধর্ম্মেই প্রীতি রাখিবে', এই কথা তুমি যত্নসহকারে দুষ্টদিগকে বলিবে এবং বুঝাইয়া দিবে॥ ২৬

পাপিগণের এই সিদ্ধান্ত থাকে যে, ধর্ম্ম বলিয়া কিছুই নাই এরূপ লোকসকলকে যে ব্যক্তি বধ করে, তাহার কোন পাপ হয় না॥ ২৭

পাপী মানুষ নিজের কর্ম্মের দ্বারাই নিহত হইয়া যায়, অতএব তাহাকে যে বধ করে, সে মৃত মানুষকেই বধ করে। তাহাকে বিনাশ করিলে কোন পাপ হয় না, অতএব যে কোনও মানুষ এই হতবুদ্ধি পাপীদিগকে বধ করিবার শপথ গ্রহণ করিতে পারে॥ ২৮

যেরূপ কাক ও শকুনিরা হইয়া থাকে, সেইরূপই হইয়া থাকে যাহারা কপটতা করিয়া জীবিকা অর্জন করে। তাহারা মৃত্যুর পর কাক ও শকুনি যোনিতেই জন্মগ্রহণ করে॥ ২৯

যে মানুষ যাহার সহিত যেরূপ আচরণ করে, সেই মানুষের সহিত সেইরূপ আচরণই করিতে হয়—ইহাই ধর্ম (ন্যায়)। কপটতাপূর্ণ আচরণকারীদিগকে কপটতাপূর্ণ আচরণ করিয়াই দমন করিতে হয় এবং সদাচারীদিগকে সদ্ব্যবহারের দ্বারা আপ্যায়ন করা কর্ত্তব্য॥ ৩০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্ব্বে সত্যানৃতাদিবিভাগবিষয়ক নবাধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

(সদাচারেশ্বরভক্তিপ্রভৃতীনাং দুঃখমুক্তেরুপায়রূপেণ নির্দ্ধারণম্)

যুধিষ্ঠির উবাচ

ক্লিশ্যমানেষু ভূতেষু তৈস্তৈর্ভাবৈস্ততস্ততঃ।
দুর্গাণ্যতিতরেদ্ যেন তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ।

আশ্রমেষু যথোক্তেষু যথোক্তং যে দ্বিজাতয়ঃ।
বর্ত্তন্তে সংযতাত্মানো দুর্গাণ্যতিতরন্তি তে ॥ ২

যে দম্ভান্নাচরন্তি স্ম যেষাং বৃত্তিশ্চ সংযতা
বিষয়াংশ্চ নিগৃহ্নন্তি দুর্গাণ্যতিতরন্তি তে ॥ ৩

প্রত্যাহুর্নোচ্যমানা যে ন হিংসন্তি চ হিংসিতাঃ।
প্রযচ্ছন্তি ন যাচন্তে দুর্গাণ্যতিতরন্তি তে ॥ ৪

বাসয়ন্ত্যতিথীন্ নিত্যং নিত্যং যে চানসূয়কাঃ
নিত্যং স্বাধ্যায়শীলাশ্চ দুর্গাণ্যতিতরন্তি তে ॥ ৫

মাতাপিত্রোশ্চ যে বৃত্তিং বর্ত্তন্তে ধর্ম্মকোবিদাঃ।
বর্জ্জয়ন্তি দিবা স্বপ্নং দুর্গাণ্যতিতরন্তি তে ॥ ৬

যে বা পাপং ন কুর্ব্বন্তি কর্ম্মণা মনসা গিরা।
নিক্ষিপ্তদণ্ডা ভূতেষু দুর্গাণ্যতিতরন্তি তে ॥ ৭

যে ন লোভান্নয়ন্ত্যর্থান্ রাজানো রাজসাশ্রিতাঃ
বিষয়ান্ পরিরক্ষন্তি দুর্গাণ্যতিতরন্তি তে ॥ ৮

স্বেষু দারেষু বর্ত্তন্তে ন্যায়বৃত্তিমৃতাবৃতৌ।
অগ্নিহোত্রপরাঃ সন্তো দুর্গাণ্যতিতরন্তি তে ॥ ৯

আহবেষু চ যে শূরাস্ত্যক্ত্বা মরণজং ভয়ম্।
ধর্ম্মেণ জয়মিচ্ছন্তি দুর্গাণ্যতিতরন্তি তে ॥ ১০

যে বদন্তীহ সত্যানি প্রাণত্যাগেঽপ্যুপস্থিতে।
প্রমাণভূতা ভূতানাং দুর্গাণ্যতিতরন্তি তে ॥ ১১

দশাধিকশততম অধ্যায়।

[সদাচার ও ঈশ্বরভক্তি প্রভৃতিকে দুঃখ হইতে মুক্তি পাইবার উপায়রূপে নির্দ্ধারণ।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন, পিতামহ! জগতের জীব ভিন্ন ভিন্ন ভাবসমূহের দ্বারা যেখানে সেখানে নানারূপ কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে; অতএব যে উপায়ের দ্বারা মানুষ সেই সব দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পায়, উহা আমাকে বলুন ॥ ১

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! যে সকল দ্বিজ নিজেদের মনকে সংযত রাখিয়া শাস্ত্রোক্ত চারি আশ্রমে অবস্থান করত আশ্রমানুসারে যথার্থ আচরণসমূহপালন করিতে থাকেন, তাঁহারা দুঃখসকল হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন ॥ ২

যাঁহারা দম্ভপূর্ণ আচরণ করেন না, যাঁহাদের জীবিকা নিয়মানুকূলে চলিতে থাকে এবং যাঁহারা বিষয়সমূহ হইতে নিজের ইচ্ছাকে সংযত করিয়া রাখেন, তাঁহারা সকল দুঃখকে অতিক্রম করিয়া যান ॥ ৩

অপরে কটুবাক্য শুনাইতে কিংবা নিন্দা করিতে থাকিলেও যাঁহারা স্বয়ং তাহাদের কোন উত্তর দান করেন না, প্রহার খাইয়াও কাহাকেও প্রহার করে না অথবা অন্যে হিংসা করিতে থাকিলেও যাঁহারা অপরকে হিংসা করেন না এবং নিজেরা দান করেন, পরন্তু অন্য কাহারও নিকট কিছু ভিক্ষা করেন না, তাঁহারাই দুর্গম সঙ্কট হইতে মুক্তি পাইয়া থাকেন ॥ ৪

যাঁহারা প্রতিদিন নিজেদের গৃহে অতিথিগণকে সৎকারের সহিত বাস করান, কখনও কাহার দোষদর্শন করেন না এবং নিত্য নিয়মপূর্ব্বক বেদাদি সদ্গ্রন্থসকল পাঠ করেন; তাঁহারা দুর্গম দুঃখসমূহ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন ॥ ৫

যে সব ধর্ম্মজ্ঞ পুরুষ সর্ব্বদা মাতা-পিতার সেবায় নিরত থাকেন এবং দিনের বেলা নিদ্রা যাওয়া পরিত্যাগ করেন, তাঁহারা সকল দুঃখ অতিক্রম করিয়া যান ॥ ৬

যাঁহারা মন, বাক্য ও ক্রিয়ার দ্বারা কখনও পাপ করেন না এবং কোন প্রাণীকেই কষ্ট দেন না, তাঁহারাও সঙ্কটসকল হইতে উদ্ধার হইয়া যান ॥ ৭

রজোগুণসম্পন্ন যে সকল রাজা লোভবশতঃ প্রজাদের ধন অপহরণ করেন না এবং নিজের রাজ্যকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করেন, তাঁহারা সকল দুঃখ হইতে মুক্তি পাইয়া থাকেন। ৮

যে সব গৃহস্থ প্রতিদিন অগ্নিহোত্র কার্য্য সম্পন্ন করেন এবং ঋতুকালে নিজেরই স্ত্রীর সহিত ধর্ম্মানুকূল সমাগম করেন, তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার দুঃখ অতিক্রম করিয়া যাইতে সমর্থ হন ॥ ৯

যে সব বীরগণ যুদ্ধস্থলে মৃত্যুভয় পরিহার করত ধর্ম্মানুসারে বিজয় লাভ করিতে বাসনা করেন, ইঁহারাও সকল দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকেন ॥ ১০

যে ব্যক্তিগণ প্রাণত্যাগের কাল উপস্থিত হইলেও সত্যভাষণ

কর্মাণ্যকুহকার্থানি যেষাং বাচশ্চ সূনৃতাঃ।
যেষামর্থাশ্চ সম্বদ্ধা দুর্গাণ্যতিতরন্তি তে ॥ ১২
অনধ্যায়েষু যে বিপ্রাঃ স্বাধ্যায়ং নেহ কুর্বতে।
তপোনিষ্ঠাঃ সুতপসো দুর্গাণ্যতিতরন্তি তে ॥ ১৩
যে তপশ্চ তপস্যন্তি কৌমারব্রহ্মচারিণঃ
বিদ্যাবেদব্রতস্নাতা দুর্গাণ্যতিতরন্তি তে ॥ ১৪
যে চ সংশান্তরজসঃ সংশান্ততমসশ্চ যে।
সত্ত্বে স্থিতা মহাত্মানো দুর্গাণ্যতিতরন্তি তে ॥ ১৫
যেষাং ন কশ্চিৎ ত্রসতি ন ত্রসন্তি হি কস্যচিৎ।
যেষামাত্মসমো লোকো দুর্গাণ্যতিতরন্তি তে ॥ ১৬
পরস্ত্রিয়া ন তপ্যন্তি যে সন্তঃ পুরুষর্ষভাঃ।
গ্রাম্যাদর্থান্নিবৃত্তাশ্চ দুর্গাণ্যতিতরন্তি তে ॥ ১৭
সর্বান্ দেবান্ নমস্যন্তি সর্বধর্মাংশ্চ শৃণ্বতে
যে শ্রদ্দধানাঃ শান্তাশ্চ দুর্গাণ্যতিতরন্তি তে ॥ ১৮
যে ন মানিত্বমিচ্ছন্তি মানয়ন্তি চ যে পরান্।
মান্যমানান্ নমস্যন্তি দুর্গাণ্যতিতরন্তি তে ॥ ১৯
যে চ শ্রাদ্ধানি কুর্বন্তি তিথ্যাং তিথ্যাং প্রজাধিনঃ
সুবিশুদ্ধেন মনসা দুর্গাণ্যতিতরন্তি তে ॥ ২০
যে ক্রোধং সংনিযচ্ছন্তি ক্রুদ্ধান্ সংশময়ন্তি চ।
ন চ কুপ্যন্তি ভূতানাং দুর্গাণ্যতিতরন্তি তে ॥ ২১
মধু মাংসঞ্চ যে নিত্যং বর্জয়ন্তীহ মানবাঃ।
জন্মপ্রভৃতি মদ্যঞ্চ দুর্গাণ্যতিতরন্তি তে ॥ ২২
যাত্রার্থং ভোজনং যেষাং সন্তানার্থঞ্চ মৈথুনম্।
বাক্ সত্যবচনার্থায় দুর্গাণ্যতিতরন্তি তে ॥ ২৩
ঈশ্বরং সর্বভূতানাং জগতঃ প্রভবাপ্যয়ম্।
ভক্ত্যা নারায়ণং দেবং দুর্গাণ্যতিতরন্তি তে ॥ ২৪

ত্যাগ করেন না, তাঁহারা সকল প্রাণীর বিশ্বাসভাজন হইয়া দুঃখসমূহ হইতে মুক্ত হন্। ১১

যাঁহাদের শুভ কর্মসকল দেখাইবার জন্য অনুষ্ঠিত হয় না, যাঁহারা সর্ব্বদা মধুর বাক্য বলেন এবং যাঁহাদের ধন সৎকর্মসমূহে নিয়ন্ত্রিত থাকে, তাঁহারা দুর্গম সঙ্কট হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন। ১২

যাঁহারা অনধ্যায় সময়সমূহে বেদের অধ্যয়নাদি করেন না এবং তপস্যাতেই সংযুক্ত থাকেন, সেই সব উত্তম তপস্বী ব্রাহ্মণগণ দুস্তর বিপদ হইতে মুক্ত হন। ১৩

যাঁহারা তপস্যা করেন, কুমার-বয়সে ব্রহ্মচর্য্যপালনে রত থাকেন এবং বিদ্যা ও বেদসমূহের অধ্যয়ন সম্পর্কযুক্ত রত পূর্ণ করত স্নাতক হইয়াছেন, তাঁহারা দুস্তর দুঃখ হইতে অতিক্রম করিতে সমর্থ হন্। ১৪

যাঁহাদের রজোগুণ ও তমোগুণ শান্ত হইয়াছে এবং যাঁহারা বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণে অবস্থিত, সেই সব মহাত্মারা দুর্লঙ্ঘ্য সঙ্কটকেও অতিক্রম করিয়া যান। ১৫

যাঁহাদের নিকট হইতে কেহ ভীত হন না, যাঁহারা কাহাদের নিকট হইতে ভয় পান না এবং যাঁহাদের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ জগৎ আত্মারই তুল্য, তাঁহারা দুস্তর সঙ্কট হইতে মুক্ত হন। ১৬

যাঁহারা অপরের সম্পত্তি দেখিয়া ঈর্ষ্যায় সন্তাপ ভোগ করেন না এবং যাঁহারা গ্রাম্য-বিষয়ভোগ হইতে নিবৃত্ত হইয়াছেন, মনুষ্যগণের মধ্যে এই সব সাধুপুরুষগণ দুরতিক্রমণীয় সর্ব্ববিধ সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হন। ১৭

যাঁহারা সকল দেবতাকে নমস্কার করেন এবং সর্ব্ববিধ ধর্ম্মের কথা শ্রবণ করেন, যাঁহাদের মধ্যে শ্রদ্ধা ও শান্তি বিদ্যমান থাকে, তাঁহারা সমস্ত দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকেন। ১৮

যাঁহারা অপরের নিকট হইতে সম্মানকামনা করেন না, পরন্তু অন্যসকলকে সর্ব্বদা সম্মান করেন এবং সম্মাননীয় পুরুষদিগকে নমস্কার করেন, তাঁহারা দুর্গম দুঃখসকল অতিক্রম করিতে সমর্থ হন। ১৯

যাঁহারা সন্তান কামনা করিয়া প্রত্যেক তিথিতে বিশুদ্ধহৃদয়ে পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করেন, তাঁহারা দুর্গম বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকেন। ২০

যাঁহারা ক্রোধকে সংযত করিয়া রাখেন, ক্রোধী মনুষ্যদিগকে শান্ত করিতে থাকেন এবং স্বয়ং কাহারও প্রতি ক্রুদ্ধ হন না, তাঁহারা দুর্লঙ্ঘ্য সঙ্কট হইতে অতিক্রম করিয়া যান। ২১

যে সকল মানব জন্ম হইতেই চিরকালের জন্য মধু, মাংস ও মদ ত্যাগ করিয়া দেন, তাঁহারা দুস্তর দুঃখরাশি হইতে মুক্তি পান। ২২

যাঁহাদের ভোজন কেবল আস্বাদগ্রহণের জন্য নহে, পরন্তু জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য, বিষয়বাসনা তৃপ্তির জন্য নহে, সন্তানের জন্যই যাঁহারা মৈথুনে প্রবৃত্ত হন এবং যাঁহাদের বাক্য কেবল সত্য বলিবার জন্য, তাঁহারা সমস্ত সঙ্কটের পরপারে গমন করেন। ২৩

যাঁহারা সমস্ত প্রাণীর অধিপতি এবং জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের হেতুভূত ভগবান্ নারায়ণে ভক্তিভাব পোষণ করত তাঁহার ভজনা করেন, তাঁহারা সকল দুঃখের পারগামী হন। ২৪

য এষ পদ্মরক্তাক্ষঃ পীতবাসা মহাভুজঃ।
সুহৃদ্ ভ্রাতা চ মিত্রঞ্চ সম্বন্ধী চ তথাচ্যুতঃ॥ ২৫
য ইমান্ সর্বলোকাংশ্চর্মবৎ পরিবেষ্টয়েৎ
ইচ্ছন্ প্রভূরচিন্ত্যাত্মা গোবিন্দঃ পুরুষোত্তমঃ॥ ২৬
স্থিতঃ প্রিয়হিতে জিষ্ণোঃ স এষ পুরুষোত্তমঃ।
রাজংস্তব চ দুর্ধর্ষো বৈকুণ্ঠঃ পুরুষর্ষভ॥ ২৭
য এনং সংশ্রয়ন্তীহ ভক্ত্যা নারায়ণং হরিম্।
তে তরন্তীহ দুর্গাণি ন চাত্রাস্তি বিচারণা॥ ২৮
(অস্মিন্নর্পিতকর্মাণঃ সর্বভাবেন ভারত।
কৃষ্ণে কমলপত্রাক্ষে দুর্গাণ্যতিতরন্তি তে॥
ব্রহ্মাণং লোককর্তারং যে নমস্যন্তি সৎপতিম্।
যষ্টব্যং ক্রতুভির্দেবং দুর্গাণ্যতিতরন্তি তে॥
যং বিষ্ণুরিন্দ্রঃ শম্ভুশ্চ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ
স্তবন্তি বিবিধৈঃ স্তোত্রৈর্দেবদেবং মহেশ্বরম্॥
তমর্চয়ন্তি যে শশ্বদ্ দুর্গাণ্যতিতরন্তি তে॥)
দুর্গাতিতরণং যে চ পঠন্তি শ্রাবয়ন্তি চ
কথয়ন্তি চ বিপ্রেভ্যো দুর্গাণ্যতিতরন্তি তে॥ ২৯
ইতি কৃত্যসমুদ্দেশঃ কীর্তিতস্তে ময়ানঘ।
তরন্তে যেন দুর্গাণি পরত্রেহ চ মানবাঃ॥ ৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি দুর্গাতিতরণং নাম
দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১১০

যুধিষ্ঠির! এই যে পদ্মপুষ্পসদৃশ ঈষৎ রক্তবর্ণ নয়নযুগোভিত পীতাম্বরধারী আজানুলম্বিতবাহু শ্রীকৃষ্ণ বিরাজমান আছেন, যিনি তোমাদের সুহৃৎ, ভ্রাতা, মিত্র ও সম্বন্ধী, ইনিই সাক্ষাৎ নারায়ণ। ২৫

ইঁহার স্বরূপ অচিন্তনীয়। এই পুরুষোত্তম ভগবান্ গোবিন্দ ইচ্ছা করিলে চর্মের ন্যায় সমস্ত লোকসমূহকে পরিবেষ্টিত করিয়া রহিয়াছেন। ২৬

পুরুষপ্রবর যুধিষ্ঠির! এই দুর্দ্ধর্ষ বীর পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠধামনিবাসী শ্রীবিষ্ণু রাজন্! ইনি বর্ত্তমানে তোমার ও অর্জুনের প্রিয় এবং হিতসাধনে নিরত আছেন। ২৭

যে সকল ভক্ত এই ভগবান্ শ্রীহরি নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করেন, তাঁহারা দুস্তর সঙ্কটসমূহ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া যাইবেন এ বিষয়ে কোনও সংশয় নাই। ২৮

(হে ভারত! যাঁহারা পদ্মপত্রসদৃশ আয়তনেত্র শ্রীকৃষ্ণে সম্পূর্ণ ভক্তিভাবে নিজের সমস্ত কর্ম সমর্পিত করিয়া থাকেন, তাঁহারা দুর্গম বিপদসকল অতিক্রম করিয়া যান।

যিনি যজ্ঞসমূহের দ্বারা আরাধনার যোগ্য, সেই সৎপ্রতিপালক বিশ্ববিধাতা ভগবান্ ব্রহ্মাকে যাঁহারা নমস্কার করেন, তাঁহারা সমস্ত দুঃখ হইতে মুক্তি পান।

বিষ্ণু ইন্দ্র, শিব ও লোকপিতামহ ব্রহ্মা নানাবিধ স্তবসমূহের দ্বারা যাঁহার স্তব করেন, সেই দেবাদিদেব মহেশ্বরের যাঁহারা আরাধনা করেন, তাঁহারা দুর্গম সঙ্কটরাশি হইতে মুক্ত হন।)

যাঁহারা এই 'দুর্গাতিতরণ' নামক অধ্যায় পাঠ করেন এবং ব্রাহ্মণগণের নিকটে এই অধ্যায়ের চর্চা করেন, তাঁহারা দুর্গম সর্ব্ববিধ বিপদ হইতে অতিক্রম করিয়া যান। ২৯

নিষ্পাপ যুধিষ্ঠির! এইরূপে আমি এই স্থানে সংক্ষেপে সেই কর্ত্তব্যের প্রতিপাদন করিয়াছি, যাহা পালন করিলে পর মানুষ ইহলোক ও পরলোকে সমস্ত দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করেন॥ ৩০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্ব্বে দুর্গাতিতরণনামক দশাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

একাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[মনুষ্যস্বভাব-পরিচয়প্রদাত্রোঃ ব্যাঘ্র-শৃগালয়োঃ কথাবর্ণনম্।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

অসৌম্যাঃ সৌম্যরূপেণ সৌম্যাশ্চাসৌম্যদর্শনাঃ।
ঈদৃশান্ পুরুষাংস্তাত কথং বিদ্যামহে বয়ম্ ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্
ব্যাঘ্র-গোমায়ুসংবাদং তং নিবোধ যুধিষ্ঠির ॥ ২
পুরিকায়াং পুরি পুরা শ্রীমত্যাং পৌরিকো নৃপঃ।
পরহিংসারতিঃ ক্রূরো বভূব পুরুষাধম ॥ ৩
স ত্বায়ুষি পরিক্ষীণে জগামানীপ্সিতাং গতিম্।
গোমায়ুত্বঞ্চ সম্প্রাপ্তো দূষিতঃ পূর্বকর্মণা ॥ ৪
সংস্মৃত্য পূর্বভূতিঞ্চ নির্বেদং পরমং গতঃ।
ন ভক্ষয়তি মাংসানি পরৈরুপহৃতান্যপি ॥ ৫
অহিংস্রঃ সর্বভূতেষু সত্যবাক্ সদৃঢ়ব্রতঃ।
স চকার যথাকালমাহারং পতিতৈঃ ফলৈঃ ॥ ৬
(পর্ণাহারঃ কদাচিচ্চ নিয়মব্রতবানপি
কদাচিত্তূদকেনাপি বর্তয়ন্নযুযুক্তিতঃ ॥)
শ্মশানে তস্য চাবাসো গোমায়োঃ সম্মতোঽভবৎ।
জন্মভূম্যাসুরোধাচ্চ নান্যত্রাসমরোচয়ৎ ॥ ৭
তস্য শৌচমমুষ্যন্তস্তে সর্বে সহজাতয়ঃ।
চালয়ন্তি স্ম তাং বুদ্ধিং বচনৈঃ প্রশ্রয়োত্তরৈঃ ॥ ৮
বসন্ পিতৃবনে রৌদ্রে শৌচে বর্তিতুমিচ্ছসি।
ইয়ং বিপ্রতিপত্তিস্তে যদা ত্বং পিশিতাশনঃ ॥ ৯
তৎসমানো ভবাস্মাভির্ভোজ্যং দাস্যামহে বয়ম্।
ভুঙ্ক্ষ্ব শৌচং পরিত্যজ্য যদি ভুক্তং সদাস্ত তে ॥ ১০

একাদশাধিকশততম অধ্যায়।

[মানুষের স্বভাবের পরিচয়প্রদানকারী ব্যাঘ্র ও শৃগালের কথা বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—তাত! ক্রূরস্বভাববিশিষ্ট বহু মানুষ উপরে কোমল ও শান্তভাব দেখাইয়া থাকে এবং কোমল-স্বভাবের বহু লোক আবার বাহিরে কঠোরতা দেখাইয়া থাকে, এরূপ মানবগণকে কিভাবে আমি যথার্থ বুঝিতে পারিব? ১

ভীষ্ম বলিলেন, যুধিষ্ঠির! এ বিষয়ে অভিজ্ঞ পুরুষগণ এক ব্যাঘ্র ও শৃগালের সংবাদ উদাহরণ দিয়া থাকেন। সেই পুরাতন উপাখ্যান তুমি একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। ২

বহু পূর্ব্বেকার বৃত্তান্ত, প্রচুর ধনধান্যসম্পন্ন 'পুরিকা' নামে নগরীতে পৌরিক নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন। তিনি অতিশয় ক্রূর ও নরাধম ছিলেন এবং অপর প্রাণিগণের হিংসাতেই নিরত থাকিতেন। ৩

ধীরে ধীরে তাঁহার আয়ু শেষ হইয়া আসিল এবং তিনি এরূপ এক গতি প্রাপ্ত হইলেন, যাহা কোন প্রাণীরই অভীষ্ট নহে। তিনি নিজের পূর্ব্ব কর্মদোষে দূষিত হইয়া পরজন্মে শৃগাল হইলেন। ৪

সেই সময় নিজের পূর্ব্ব জন্মের বৈভব স্মরণ করত সেই শৃগালের অতিশয় খেদ ও বৈরাগ্য উপস্থিত হইল। অতএব সে অপরের দেওয়া মাংসও ভক্ষণ করিত না। ৫

তখন সে অন্য জীবের হিংসা পরিত্যাগ করিল, সত্য কথা বলিবার নিয়ম গ্রহণ করিল এবং দৃঢ়তাসহকারে নিজের ব্রতপালন করিতে লাগিল। এই সময় সে যথাসময়ে বৃক্ষসকল হইতে পতিত ফলসমূহ আহার করিত। ৬

(ব্রত ও নিয়মপালনে তৎপর হইয়া কখনও পাতা ভক্ষণ করিত এবং কখনও কেবল জলই খাইয়া থাকিত। ইহাতে তাহার জীবন তখন সংযমে আবদ্ধ হইয়া পড়িল।)

সে শ্মশানভূমিতে বাস করিতে লাগিল। সেস্থানে তাহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া তাহার সেই স্থানই ভাল লাগিত। তাহার আর কোন স্থানে যাইয়া বাস করিবার অভিপ্রায় রহিল না। ৭

এই শৃগালকে সেইভাবে পবিত্র আচার-বিচার পালন করিতে দেখিয়া তাহার সকল সহজাতিরা উহা সহ্য করিতে পারিল না; সেই কারণে তাহারা প্রেম ও বিনয়পূর্ণ বাক্য বলিতে বলিতে তাহার বুদ্ধি বিচলিত করিতে লাগিল। ৮

তাহারা বলিল,—তুমি মাংসাহারী জীব এবং ভয়ঙ্কর শ্মশান-ভূমিতে বাস কর, অথচ তুমি পবিত্র আচার-বিচারপরায়ণ হইয়া থাকিতে অভিলাষী হইয়াছ—ইহা তোমার বিপরীত সিদ্ধান্ত। ৯

অতএব তুমি আমাদের সমান হইয়াই বাস কর। তোমাকে ভোজন আমরাই আনিয়া দি তুমি এই সব শৌচাচারের নিয়ম ত্যাগ করিয়া নীরবে ভোজন করিতে থাক। তোমার জাতির যাহা চিরকালের ভোজন, উহা তোমারও হউক। ১০

ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা প্রত্যুবাচ সমাহিতঃ।
মধুরৈঃ প্রস্তুতৈর্বাক্যৈর্হেতুমদ্ভিরনিষ্ঠুরৈঃ ॥ ১১
অপ্রমাণা প্রসূতির্মে শীলতঃ ক্রিয়তে কুলম্।
প্রার্থয়ামি চ তৎ কর্ম যেন বিত্তীর্যতে যশঃ ॥১২
শ্মশানে যদি মে বাসঃ সমাধির্মে নিশমাতাম্।
আত্মা ফলতি কর্মাণি নাশ্রমো ধর্মকারণম্ ॥ ১৩
আশ্রমে যো দ্বিজং হন্যাদ্ গাং বা দদ্যাদনাশ্রমে।
কিং তু তৎপাতকং ন স্যাৎ তদ্বা দত্তং বৃথা ভবেৎ ॥১৪
ভবন্তঃ স্বার্থলোভেন কেবলং ভক্ষণে রতাঃ।
অদুষ্টবন্ধে ত্রয়ো দোষাংস্তান্ ন পশ্যন্তি মোহিতাঃ ॥১৫
অপ্রত্যয়কৃতাং গর্হ্যামর্থাপনয়দূষিতাম্।
ইহ চামুত্র চানিষ্টাং তস্মাদ্ বৃত্তিং ন রোচয়ে ॥ ১৬
তং শুচিং পণ্ডিতং মত্বা শার্দূলঃ খ্যাতবিক্রমঃ
কৃত্বাত্মসদৃশীং পূজাং সাচিব্যেঽবরয়ৎ স্বয়ম্ ॥ ১৭

তাহাদের এই কথা শ্রবণ করত শৃগাল একাগ্রচিত্ত হইয়া মধুর, বিস্তৃত, যুক্তিযুক্ত এবং কোমল বাক্যসমূহের দ্বারা এইরূপ বলিল ॥ ১১

নিজেদের আচরণসমূহে আমার জাতির কোন বিশ্বাস নাই। উত্তম স্বভাব ও আচরণসকলের দ্বারা কুলের প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে; অতএব আমিও উহাই করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি, যাহার দ্বারা নিজের বংশের যশ বর্দ্ধিত হইবে ॥ ১২

যদি আমার নিবাসভূমি শ্মশানই হয়, তবে আমি এবিষয়ে যাহা সমাধানমূলক বিষয় বলিব, উহা তোমরা শ্রবণ কর আত্মাই শুভ কর্মসকলের জন্য প্রেরণ দিয়া থাকেন, কিন্তু কোন আশ্রমই ধর্মের কারণ হইতে পারে না।

যদি কেহ আশ্রমে থাকিয়া প্রাণহত্যা করে, তবে কি তাহার কোন পাপ হইবে না এবং যদি কেহ আশ্রমে না থাকিয়া গোদান করে, কি উহা ব্যর্থ হইয়া যাইবে? ১৪

তোমরা কেবল স্বার্থেরই লোভে মাংসভক্ষণে নিরত আছ। উহার পরিণামস্বরূপ যে (নিয়োক্ত) ত্রিবিধ দোষ আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহার দিকে তোমরা মোহবশতঃ দৃষ্টি দিতে পারিতেছ না ॥ ১৫

তোমাদের জীবিকা মাংসভক্ষণরীতি অন্যের অবিশ্বাসবশতঃ নিন্দনীয়, ধর্মের হানিকর বলিয়া দূষিত এবং ইহলোক ও পরলোকে অনিষ্টফল দান করিয়া থাকে, সেইজন্য উহাতে আমার রুচি নাই ॥ ১৬

শৃগালের এই পবিত্র আচার-বিচারের চর্চা চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িলে কোন এক প্রখ্যাত পরাক্রমশালী ব্যাঘ্র তাহাকে

শার্দূল উবাচ।
সৌম্য বিজ্ঞাতরূপস্ত্বং গচ্ছ যাত্রাং ময়া সহ
ক্রিয়ন্তামীপ্সিতা ভোগাঃ পরিহার্য্যাশ্চ পুষ্কলাঃ ॥ ১৮
তীক্ষ্ণা ইতি বয়ং খ্যাতা ভবন্তং জ্ঞাপয়ামহে।
মৃদুপূর্বং হিতং চৈব শ্রেয়শ্চাধিগমিষ্যসি ॥ ১৯
অথ সম্পূজ্য তদ্ বাক্যং মৃগেন্দ্রস্য মহাত্মনঃ।
গোমায়ুঃ সংশ্রিতং বাক্যং বভাষে কিঞ্চিদানতঃ ॥ ২০
গোমায়ুরুবাচ
সদৃশং মৃগরাজৈতৎ তব বাক্যং মদন্তরে।
যৎ সহায়ান্ মৃগয়সে ধর্মার্থকুশলান্ শুচীন্ ॥ ২১
ন শক্যং জনমাত্যেন মহত্ত্বমনুশাসিতুম্।
দুষ্টামাত্যেব বা বীর শরীরপরিপন্থিনা ॥ ২২
সহায়ানসুরক্তাংশ্চ নয়জ্ঞানুপসংহিতান্।
পরস্পরমসংসৃষ্টান্ বিজিগীষুনলোলুপান্ ॥ ২৩

বিদ্বান্ ও বিশুদ্ধস্বভাবসম্পন্ন মনে করিয়া তাহাকে নিজের অনুরূপ পূজা করত স্বয়ংই মন্ত্রী হইবার জন্য বরণ করিল ॥ ১৭

ব্যাঘ্র বলিল,—সৌম্য! আমি তোমার স্বভাব পরিচিত আছি। তুমি আমার সহিত গমন কর এবং নিজের রুচি অনুসারে প্রভূত ভোগসমূহ উপভোগ কর। যে সকল বস্তু তোমার প্রিয় নয়, সেই সমস্ত পরিত্যাগ কর ॥ ১৮

কিন্তু একটি বিষয় তোমাকে জানিয়ে দিতেছি—সম্পূর্ণ জগতে এই কথা প্রসিদ্ধ আছে যে, আমাদের জাতির স্বভাব ক্রূর; অতএব তুমি কোমলতাপূর্ণ ব্যবহার করিতে করিতে যদি আমার হিতসাধনে নিরত থাক, তবে অবশ্যই কল্যাণভাগী হইবে ॥ ১৯

মহাত্মা পশুরাজ ব্যাঘ্রের সেই কথা সর্বতোভাবে সমাদর করত শৃগাল ঈষৎ আনত হইয়া বিনয়পূর্ণ বাক্যে বলিল ॥ ২০

শৃগাল বলিল,—মৃগরাজ! আপনি আমার জন্য যে কথা বলিলেন, উহা আপনার যোগ্য কথা এবং আপনি যে ধর্ম ও অর্থ-সাধনে নিপুণ এবং শুদ্ধস্বভাববিশিষ্ট সহায়কগণের (মন্ত্রিগণের) অন্বেষণ করিতেছ, উহাই আপনার উচিত কার্য্য ॥ ২১

বীর! মন্ত্রী ব্যতীত একাকী রাজা বিশাল রাজ্য শাসন করিতে সমর্থ হন না যদি দেহের পরিপন্থী কোন দুষ্ট মন্ত্রী থাকে, তবে তাহার দ্বারাও শাসনকার্য্য চালান সম্ভব হয় না ॥২২

মহাভাগ! এই কারণে আপনার উচিত হইল, যাহারা আপনার অনুরক্ত, যাহারা নীতি সকলে অভিজ্ঞ, সদ্ভাবসম্পন্ন, পরস্পর গোষ্ঠীবদ্ধ হইয়া না থাকে, জয়লাভ করিতে অভিলাষী, নির্লোভ, কপটনীতিতে কুশল, বুদ্ধিমান্, স্বামীর হিতসাধনে

অনতীতোপধান্ প্রাজ্ঞান্ হিতে যুক্তান মনস্বিনঃ.
পূজয়েথা মহাভাগ যথাচার্য্যান্ যথা পিতৃন্ ॥ ২৪
ন ত্বেব মম সন্তোষাদ্ রোচতেঽন্যন্মৃগাধিপ।
ন কাময়ে সুখান্ ভোগানৈশ্বর্য্যঞ্চ তদাশ্রয়ম্ ॥ ২৫
ন যোক্ষ্যন্তি হি মে শীলং তব ভৃত্যৈঃ পুরাতনৈঃ।
তে ত্বাং বিভেদয়িষ্যন্তি দুঃশীলাশ্চ মদন্তরে ॥ ২৬
সংশ্রয়ঃ শ্লাঘনীয়স্ত্বমন্যেষামপি ভাস্বতাম্
কৃতাত্মা সুমহাভাগঃ পাপকেষ্বপ্যদারুণঃ ॥ ২৭
দীর্ঘদর্শী মহোৎসাহঃ স্থূললক্ষ্যো মহাবলঃ।
কৃতী চামোঘকর্ত্তাসি ভাগৈশ্চ সমলঙ্কৃতঃ ॥ ২৮
কিং তু স্বেনাস্মি সন্তুষ্টো দুঃখবৃত্তিরসুস্থিতা।
সেবায়ং চাপি নাভিজ্ঞঃ স্বচ্ছন্দেন বনেচরঃ ॥ ২৯
রাজোপক্রোশদোষাশ্চ সর্বে সংশ্রয়বাসিনাম্।
ব্রতচর্য্যা তু নিঃসঙ্গা নির্ভয়া বনবাসিনাম্ ॥ ৩০
নৃপেণাহূয়মানস্য যৎ তিষ্ঠতি ভয়ং হৃদি
ন তৎ তিষ্ঠতি তুষ্টানাং বনে মূল-ফলাশিনাম্ ॥৩১
পানীয়ং বা নিরায়াসং স্বাদ্বন্নং বা ভয়োত্তরম্।
বিচার্য্য খলু পশ্যামি তৎসুখং যত্র নির্বৃতি ॥ ৩২
অপরাধৈর্ন তাবন্তো ভৃত্যাঃ শিষ্টা নরাধিপৈঃ
উপঘাতৈর্যথা ভৃত্যা দূষিতা নিধনং গতাঃ ॥ ৩৩
যদি ত্বেতন্ময়া কার্য্যং মৃগেন্দ্র যদি মন্যসে।
সময়ং কৃতমিচ্ছামি বর্ত্তিতব্যং যথা ময়ি ॥ ৩৪
মদীয়া মাননীয়াস্তে শ্রোতব্যাশ্চ হিতং বচঃ
কল্পিতা যা চ মে বৃত্তিঃ সা ভবেৎ ত্বয়ি সুস্থিরা ॥ ৩৫
ন মন্ত্রয়েয়মন্যৈস্তে সচিবৈঃ সহ কর্হিচিৎ।
নীতিমন্তঃ পরীক্ষন্তো বৃথা ক্রুয়ুঃ পরে ময়ি ॥ ৩৬
এক একেন সঙ্গম্য রহো ক্রুয়াঃ হিতং বচঃ।
ন চ তে জ্ঞাতিকার্য্যেষু প্রষ্টব্যোঽহং হিতাহিতে ॥৩৭

তৎপর এবং মনকে বশীভূত রাখিতে সমর্থ, এরূপ ব্যক্তিদিগকে আপনি সহায়ক বা মন্ত্রী করিয়া পিতা ও গুরুর ন্যায় তাহাদের সম্মান করুন ॥ ২৩-২৪

পশুরাজ! আমার ত সন্তোষ ব্যতীত অন্য আর কোন বস্তুই রুচিকর নহে। আমি সুখ ভোগ ও তাহার আধারভূত ঐশ্বর্য্য কামনা করি না। ২৫

আপনার পুরাতন সেবকগণের সহিত আমার শীল-স্বভাবের কোনরূপ মিলই হইবে না। তাহারা দুষ্ট স্বভাবের জীব, অতএব আমার জন্য তাহারা আপনাকে বিদ্বাগ্রস্ত করিতে থাকিবে। ২৬

আপনি অন্যান্য প্রাণিগণেরও স্পৃহণীয় আশ্রয়। আপনার বুদ্ধি সুশিক্ষিত। আপনি মহাভাগ্যশালী ও অপরাধীদিগের প্রতিও দয়ালু ॥ ২৭

আপনি দূরদর্শী, মহাউৎসাহশালী, স্থূললক্ষ্য (উদ্দেশ্য স্পষ্ট), মহাবল, কৃতার্থ, সফলতাপূর্ব্বক কার্য্যকারী এবং সৌভাগ্যশালী। ২৮

অন্যদিকে আমি নিজেকে নিজেই সন্তুষ্ট। আমি এরূপ জীবিকাই গ্রহণ করিয়াছি, যাহা অত্যন্ত দুঃখজনক আমি রাজসেবাকার্য্যে অনভিজ্ঞ এবং বনে স্বচ্ছন্দতা পূর্ব্বক বিচরণ করিয়া থাকি। ২৯

যাহারা রাজার আশ্রয়ে বাস করে, তাহাদের সকলের উপর রাজার সর্ব্ববিধ তিরস্কার পতিত হইয়া থাকে। আর অন্যদিকে আমার ন্যায় বনবাসীর ব্রতচর্য্যা সর্ব্বথা অসঙ্গ এবং নির্ভয়। ৩০

রাজা যাহাকে নিজের নিকটে আহ্বান করিলেন, তাহার হৃদয়ে তখন যে ভয় থাকে, তাহা বনে ফল-মূল খাইয়া জীবন ধারণপূর্ব্বক সদা সন্তুষ্ট ব্যক্তিগণের নাই। ৩১

একস্থানে নির্ভয়ে কেবল জল পাওয়া যায় এবং অন্য স্থানে ভয় সহকারে স্বাদিষ্ট অন্ন প্রাপ্ত হওয়া যায়—এই উভয়কে বিচার করিয়া আমি দেখিতেছি যে, সেখানেই সুখ, যেখানে কোন ভয় নাই। ৩২

লোকসকলের দ্বারা মিথ্যাদোষে কলঙ্কিত হইয়া কত ভৃত্য নৃপতিগণের দ্বারা নিহত হইয়া থাকে, আবার রাজারা বাস্তবিক বহু অপরাধের জন্য কত ভৃত্যকে দণ্ড দান ও করেন না। ৩৩

পশুরাজ! যদি আপনি আমাকে মন্ত্রিত্ব করিবার কার্য্যে গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করেন, তবে আমি আপনাকে একটি শর্ত্ত করাইতে চাই, তদনুসারে আপনার আমার সহিত ব্যবহার করিতে হইবে। ৩৪

আমার আত্মীয়-স্বজনদিগকে আপনার সম্মান করিতে হইবে। আমার কথিত হিতকর বাক্য আপনাকে শুনিতে হইবে। আমার জন্য আপনি যে জীবিকার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন, উহা আপনারই নিকট সুস্থির ও সুরক্ষিত থাকিবে। ৩৫

আমি আপনার অন্য মন্ত্রিগণের সহিত বসিয়া কখনও কোন মন্ত্রণা করিব না; কারণ, অন্য সব নীতিজ্ঞ মন্ত্রীরা আমার উপর ঈর্ষ্যা করিয়া আমার প্রতি ব্যর্থতার কথা বলিতে থাকিবে। ৩৬

আমি একান্তে একাকী আপনার সহিত মিলিত হইয়া

ময়া সম্মন্ত্র্য পশ্চাচ্চ ন হিংস্যাঃ সচিবাস্ত্বয়া।
মদীয়ানাঞ্চ কুপিতো মা ত্বং দণ্ডং নিপাতয়েঃ ॥ ৩৮
এবমস্ত্বিতি তেনাসৌ মৃগেন্দ্রেণাভিপূজিতঃ।
প্রাপ্তবান্ মতিসাচিব্যং গোমায়ুর্ব্যাঘ্রযোনিতঃ ॥ ৩৯
তং তথা সুকৃতং দৃষ্ট্বা পূজ্যমানং স্বকর্মসু।
প্রাদ্বিষন্ কৃতসঙ্ঘাতাঃ পূর্বভৃত্যা মুহুর্মুহুঃ ॥ ৪০
মিত্রবুদ্ধ্যা চ গোমায়ুং সান্ত্বয়িত্বা প্রসাদ্য চ।
দোষৈস্তু সমতাং নেতুমৈচ্ছন্নশুভবুদ্ধয়ঃ ॥ ৪১
অন্যথা হ্যাশিতাঃ পূর্বং পরদ্রব্যাভিহারিণঃ
অশক্তাঃ কিঞ্চিদাদাতুং দ্রব্যং গোমায়ুযন্ত্রিতাঃ ॥ ৪২
ব্যুত্থানঞ্চ বিকাঙ্ক্ষন্তি কথাভিঃ প্রতিলোভ্যতে।
ধনেন মহতা চৈব বুদ্ধিরস্য বিলোভ্যতে ॥ ৪৩
ন চাপি স মহাপ্রাজ্ঞস্তস্মাদ্ ধৈর্যাচ্চচাল হ

আপনার হিত কথা বলিব। আপনিও আপনার জ্ঞাতিগণের কার্যে আমাকে হিতাহিতের কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না। আমার সহিত পরামর্শ করিবার পর যদি আপনার পূর্বমন্ত্রিগণের ভ্রম প্রমাণিত হইয়া যায়, তবে তাহাদিগকে প্রাণদণ্ড দিবেন না এবং কখনও ক্রুদ্ধ হইয়া আগমন করত আমার আত্মীয়স্বজনদিগকেও প্রহার করিবে না। ৩৭-৩৮

'আচ্ছা তাহাই হইবে' এই কথা বলিয়া সেই পশুরাজ ব্যাঘ্র তাহার অতিশয় সম্মান করিল। শৃগাল ব্যাঘ্ররাজের বুদ্ধিদায়ক মন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত হইল। ৩৯

শৃগাল বহু উত্তম কার্যসকল করিতে লাগিল এবং তাহার নিজের সর্বাধিক কার্যে অতিশয় প্রশংসা পাইতে থাকিল। এইভাবে তাহাকে সম্মানিত হইতে দেখিয়া পূর্বেকার রাজসেবকগণ সংগঠিত হইয়া বারংবার তাহাকে দ্বেষ করিতে আরম্ভ করিল। ৪০

সেই দুর্মতি রাজসেবকগণ মিত্রভাবে শৃগালের নিকট আসিতে আরম্ভ করে এবং তাহাকে সান্ত্বনাদান করিয়া প্রসন্ন করত নিজেদের সমান দোষপথে চালাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। ৪১

তাহার অসিবার পূর্বে এই সব রাজসেবকেরা একভাবে ছিল। তাহারা অন্যের ধন অপহরণ করিত, পরন্তু এখন তাহারা আর সেই সব কার্য করিতে পারিতেছে না। শৃগাল তাহাদের সকলের উপর তীক্ষ্ণ নিয়ম প্রবর্তন করিয়া তাহাদিগকে নিয়ম শৃঙ্খলায় আবদ্ধ করিল, এই কারণে তাহারা অন্যের দ্রব্য গ্রহণে অসমর্থ হইয়া যাইল। ৪২

অথাস্য সময়ং কৃত্বা বিনাশায় তথা পরে ॥ ৪৪
ঈপ্সিতং তু মৃগেন্দ্রস্য মাংসং যৎ যত্র সংস্কৃতম্
অপনীয় স্বয়ং তদ্ধি তৈর্নীতং তস্য বেশ্মনি ॥ ৪৫
যদর্থং চাপ্যপহৃতং যেন তচ্চৈব মন্ত্রিতম্।
তস্য তদ্ বিদিতং সর্বং কারণার্থঞ্চ মন্ত্রিতম ॥ ৪৬
সময়োঽয়ং কৃতস্ত্বেন সাচিব্যমুপগচ্ছতা।
নোপঘাতস্ত্বয়া কার্য্যো রাজন্ মৈত্রীমিহেচ্ছতা ॥ ৪৭

ভীষ্ম উবাচ।

ক্ষুধিতস্য মৃগেন্দ্রস্য ভোক্তুমভ্যুত্থিতস্য চ।
ভোজনায়োপহর্তব্যং তন্মাংসং নোপদৃশ্যতে ॥ ৪৮
মৃগরাজেন চাজ্ঞপ্তং দৃশ্যতাং চোর ইত্যুত।
কৃতকৈশ্চাপি তন্মাংসং মৃগেন্দ্রায়োপবর্ণিতম্ ॥ ৪৯

তাহাদের এই ইচ্ছা ছিল যে, শৃগালও কুপিত হউক, সেইজন্য তাহারা নানাবিধ কথার দ্বারা তাহাকে প্রলোভিত করিতে লাগিল এবং প্রকৃত ধনদানের লোভ দেখাইয়া তাহার বুদ্ধিকে লুব্ধ করিতে আরম্ভ করিল। ৪৩

কিন্তু শৃগাল অতিশয় বুদ্ধিমান্, অতএব সে তাহাদের প্রলোভনে পড়িয়া ধৈর্যচ্যুত হইল না। তখন অন্যান্য সেবকগণও সকলে মিলিত হইয়া তাহার বিনাশের জন্য প্রতিজ্ঞা করিল এবং তদনুসারে চেষ্টা আরম্ভ করিয়া দিল। ৪৪

একদিন সেই সব সেবকগণ পশুরাজের ভোজনের জন্য যে মাংস প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া গিয়াছিল, উহা সেই স্থান হইতে লইয়া গিয়া শৃগালের গৃহে রাখিয়া আসিল। ৪৫

যে রাজসেবক তাহার জন্য সেই মাংস অপহরণ করিয়াছিল এবং যে উহা করিবার জন্য পরামর্শ দিয়াছিল, তাহা সব কিছুই শৃগালের জ্ঞাত হইয়া যাইলেও কোন বিশেষ কারণবশতঃ শৃগাল তৎসমস্ত সহ্য করিয়া যাইল। ৪৬

মন্ত্রীর পদে আসিবার সময় শৃগাল এই শর্ত করাইয়া লইয়াছিল যে, রাজন্! যদি আপনি আমার মৈত্রী কামনা করেন, তবে কাহারও দুষ্ট পরামর্শে আমাকে বিনাশ করিবেন না। ৪৭

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! অন্যদিকে যখন ব্যাঘ্রের ক্ষুধা উপস্থিত হইল এবং সে ভোজনের জন্য উঠিল, তখন তাহার জন্য যে সব উপহার রাখা হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে সেই মাংস সে দেখিতে পাইল না। ৪৮

তখন মৃগরাজ সেবকগণকে আজ্ঞা দিল যে, চোরের অনুসন্ধান

সচিবেনাপনীতং তে বিদুষা প্রাজ্ঞমানিনা।
সরোষস্ত্বথ শার্দূলঃ শ্রুত্বা গোমায়ুচাপলম্ ॥ ৫০
বভূবামর্ষিতো রাজা বধং চাস্য ব্যরোচয়ৎ
ছিদ্রং তু তস্য তদ্ দৃষ্ট্বা প্রোচুস্তে পূর্বমন্ত্রিণঃ ॥ ৫১
সর্বেষামেব সোঽস্মাকং বৃত্তিভঙ্গে প্রবর্ততে।
নিশ্চিত্যৈব পুনস্তস্য তে কর্মাণ্যপি বর্ণয়ন্ ॥ ৫২
ইদং তস্যেদৃশং কর্ম কিং তেন ন কৃতং ভবেৎ।
শ্রুতঞ্চ স্বামিনা পূর্বং যাদৃশো নৈব তাদৃশঃ ॥ ৫৩
বাত্মাত্রেণৈব ধর্মিষ্ঠঃ স্বভাবেন তু দারুণঃ
ধর্মচ্ছদ্মা হ্যয়ং পাপো বৃথাচারপরিগ্রহঃ ॥ ৫৪
কার্যার্থং ভোজনার্থেষু ব্রতেষু কৃতবান্ শ্রমম্
যদি বিপ্রত্যয়ো হ্যেষ তদিদং দর্শয়াম তে ॥ ৫৫
তন্মাংসং চৈব গোমায়োস্তৈঃ ক্ষণাদাশু চৌদ্ধৃতম্

মাংসাপনয়নং জ্ঞাত্বা ব্যাঘ্রঃ শ্রুত্বা চ তদ্বচঃ ॥৫৬
অজ্ঞাপয়ামাস তদা গোমায়ুর্বধ্যতামিতি।
শার্দূলস্য বচঃ শ্রুত্বা শার্দূলজননী ততঃ ॥ ৫৭
মৃগরাজং হিতৈর্বাক্যৈঃ সম্বোধয়িতুমাগমৎ
পুত্র নৈতৎ ত্বয়া গ্রাহ্যং কপটারম্ভসংযুতম ॥ ৫৮
কর্মসঙ্ঘর্ষজৈর্দোষৈর্দুষ্যন্তাশুচিভিঃ শুচিঃ
নোচ্ছ্রিতং সহতে কশ্চিৎ প্রক্রিয়া বৈরকারিকা ॥৫৯
শুচেরপি হি যুক্তস্য দোষ এব নিপাত্যতে।
মুনেরপি বনস্থস্য স্বানি কর্মাণি কুর্বতঃ ॥ ৬০
উৎপাদ্যন্তে ত্রয়ঃ পক্ষা মিত্রোদাসীনশত্রবঃ।
লুব্ধানাং শুচয়ো দ্বেষ্যাঃ কাতরাণাং তরস্বিনঃ ৬১
মূর্খাণাং পণ্ডিতা দ্বেষ্যা দরিদ্রাণাং মহাধনাঃ
অধার্মিকাণাং ধর্মিষ্ঠা বিরূপাণাং সুরূপিণঃ ॥ ৬২

করা। তখন যাহারা সেই সব কার্য করিয়াছিল, তাহারা সেই মাংসসম্বন্ধে ব্যাঘ্রকে বলিল মহারাজ! আপনার অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ এবং নিজেকে পণ্ডিত বলিয়া অহংকারকারী সেই মন্ত্রী শৃগাল এই মাংস অপহরণ করিয়াছে। ৪৯½

শৃগালের সেই চপলতা শ্রবণ করিয়া ব্যাঘ্র রোষাবিষ্ট হইয়া উঠিল। রাজা তাহার সেই কার্য কোনরূপেই সহ্য করিতে পারিল না; মৃগরাজ তখন তাহাকে বধ করিতে ইচ্ছা করিল।৫০½

তাহার এই ছিদ্র দেখিয়া পূর্বের মন্ত্রিগণ পরস্পর বলিতে লাগিল, আমাদের সকলের জীবিকা সে নষ্ট করিয়া দিয়াছিল, অতএব আমরাও তাহার প্রতিশোধ লইব, এরূপ নিশ্চয় করত তাহারা পুনরায় শৃগালের দোষসকল বর্ণনা করিতে লাগিল।৫১-৫২

মহারাজ! যখন তাহার দ্বারা এরূপ কার্য সম্পাদিত হইতে পারে, তখন সে আর কি না করিতে পারে? প্রভু আপনি পূর্বে ইহার সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহা সেইরূপ নয়। ৫৩

সে বাক্যেই ধর্মাত্মা হইয়াছে, স্বভাবে ত' অতিশয় ক্রূর। সে পাপী, কিন্তু উপরে উপরে ছলপূর্বক ধর্মাত্মার আবরণ গ্রহণ করিয়া রাখিয়াছে। তাহার সকল আচার বিচার বৃথা এবং উহা কেবল দেখাইবার জন্যই। ৫৪

সে নিজের কার্যসিদ্ধির জন্য এবং উদরপূর্তির জন্যই ব্রত করিবার পরিশ্রম করিয়াছে। যদি আপনার বিশ্বাস না হয়, তবে আমরা এখনই তাহার গৃহ হইতে মাংস আনিয়া দেখাইব। ৫৫

এই কথা বলিয়া তাহারা ক্ষণকালের মধ্যেই শৃগালের গৃহ হইতে সেই মাংস লইয়া আসিল। মাংসের অপহরণের কথা শুনিয়া এবং সেই সকল সেবকগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্যাঘ্র সেই সময় এই আজ্ঞা দিল যে, শৃগালকে বধ কর। ৫৬½

ব্যাঘ্রের এই কথা শ্রবণ করিয়া তাহার মাতা হিতকর বাক্য-সমূহের দ্বারা তাহাকে বুঝাইবার জন্য নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং বলিল—পুত্র! এ বিষয়ে কপটতাপূর্ণ ষড়যন্ত্র আছে বলিয়া মনে হইতেছে, অতএব তুমি ইহাতে বিশ্বাস করত উহা গ্রাহ্য করিও না। ৫৭-৫৮

কর্মসকলের পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাতে যাহাদের মনে শুদ্ধভাব নাই, তাহারাই নির্দোষ ব্যক্তির উপর দোষারোপ করিয়া থাকে। কাহাকেও নিজ হইতে উচ্চাবস্থায় দেখিয়া কেহ কেহ ঈর্ষাবশতঃ উহা সহ্য করিতে পারে না। ইহাই হইল শত্রুতা উৎপাদনকারিণী এক বিশেষ প্রক্রিয়া। ৫৯

যে যতই শুদ্ধ ও উদ্যোগী হউক না কেন মানুষ তাহার উপর দোষারোপ করিয়া থাকে। নিজ ধর্মোচিত কার্যে আসক্ত বনবাসী মুনিরও সেই সব কর্ম শত্রু, মিত্র ও উদাসীন (নিরপেক্ষ) —এই তিন পক্ষের উদ্ভব করে। ৬০½

লোভী মানুষ নির্লোভ ব্যক্তিগণের সহিত, কাতর পুরুষেরা বলবান্দিগের সহিত, মূর্খগণ বিদ্বান্ পুরুষসকলের সহিত, অধার্মিকগণ ধার্মিক ব্যক্তিগণের সহিত, দরিদ্রেরা অতিশয় ধনবান্ ব্যক্তিদের সহিত এবং কুরূপগণ সুন্দর রূপবিশিষ্ট ব্যক্তিসকলের সহিত দ্বেষ করিয়া থাকে। ৬১-৬২

বহবঃ পণ্ডিতা মূর্খা লুব্ধা মায়োপজীবিনঃ।
কৃষ্ণা দোষমদোষজ্ঞা বৃহস্পতিমতেরপি ॥৬৩
শূন্যাৎ তচ্চ গৃহান্মাংসং যদ্যপ্যপহৃতং তব।
নেচ্ছতে দীয়মানঞ্চ সাধু তাবদ্ বিমৃশ্যতাম্ ॥ ৬৪
অসভ্যাঃ সভ্যসঙ্কাশাঃ সভ্যাশ্চাসভ্যদর্শনাঃ।
দৃশ্যন্তে বিবিধা ভাবাস্তেষু যুক্তং পরীক্ষণম্ ॥ ৬৫
তলবদ্ দৃশ্যতে ব্যোম খদ্যোতো হব্যবাড়িব।
ন চৈবাস্তি বলং ব্যোম্নি খদ্যোতে ন হুতাশনঃ ॥ ৬৬
তস্মাৎ প্রত্যক্ষদৃষ্টোঽপি যুক্তো হ্যর্থঃ পরীক্ষিতুম্।
পরীক্ষ্য জ্ঞাপয়ন্নর্থান্ন পশ্চাৎ পরিতপ্যতে ॥ ৬৭
ন দুষ্করমিদং পুত্র যৎ প্রভুর্ঘাতয়েৎ পরম্।
শ্লাঘনীয়া যশস্যা চ লোকে প্রভবতাং ক্ষমা ॥ ৬৮
স্থাপিতোঽয়ং ত্বয়া পুত্র সামন্তেষ্বপি বিশ্রুতঃ।
দুঃখেনাসাদ্যতে পাত্রং ধার্য্যতামেষ তে সুহৃৎ ॥ ৬৯
দূষিতং পরদোষৈর্হি গৃহ্যতে যোঽন্যথা শুচিম্।
স্বয়ং সংদূষিতামাত্যঃ ক্ষিপ্রমেব বিনশ্যতি ॥ ৭০
তস্মাদপ্যরিসঙ্ঘাতাদ্ গোমায়োঃ কশ্চিদাগতঃ।
ধর্মাত্মা তেন চাখ্যাতং যথৈতৎ কপটং কৃতম্ ॥ ৭১
ততো বিজ্ঞাতচরিতঃ সৎকৃত্য স বিমোক্ষিতঃ।
পরিষ্বক্তশ্চ সস্নেহং মৃগেন্দ্রেণ পুনঃ পুনঃ ॥ ৭২
অনুজ্ঞাপ্য মৃগেন্দ্রং তু গোমায়ুর্নীতিশাস্ত্রবিৎ।
তেনামর্ষেণ সন্তপ্তঃ প্রায়মাসিষ্টুমৈচ্ছত ॥ ৭৩
শার্দূলস্তং তু গোমায়ুং স্নেহাৎ প্রোৎফুল্ললোচনঃ।
অবারয়ৎ স ধর্মিষ্ঠং পূজয়া প্রতিপূজয়ন্ ॥ ৭৪
তং স গোমায়ুরালোক্য স্নেহাদাগতসম্ভ্রমম্।
উবাচ প্রণতো বাক্যং বাষ্পগদ্গদয়া গিরা ॥ ৭৫

বিদ্বান্ পুরুষগণের মধ্যেও এরূপ বহু অবিবেকী, লোভী ও কপটী পুরুষ আছে, যাহারা বৃহস্পতিসদৃশ বুদ্ধিমান্ নির্দোষ ব্যক্তির দোষ অন্বেষণ করিতে থাকে। ৬৩

একদিকে তোমার শূন্য গৃহ হইতে মাংস অপহৃত হইয়াছে, আর অন্যদিকে একজনকে মাংস দিলেও সে মাংস ভক্ষণ করিতে ইচ্ছুক হয় না,—এই দুই বিষয়ের উপর তুমি বিচার কর। ৬৪

জগতে বহু অসভ্য প্রাণীকে সভ্য প্রাণীর ন্যায় এবং বহু সভ্য লোককে অসভ্য লোকের ন্যায় দেখা যায়। এইরূপ বহু প্রকারের ভাব দেখা যায়, সুতরাং এই সব বিষয়ে পরীক্ষা করা উচিত। ৬৫

আকাশ অন্ধকারবৎ বলিয়া তাহাকে কটাহের তলবৎ দেখা যায় এবং জোনাকী পোকা অগ্নিসদৃশ দৃষ্টিগোচর হয়; পরন্তু আকাশের কোন তল নাই ও জোনাকী পোকাতেও অগ্নি নাই। ৬৬

এই কারণে প্রত্যক্ষ দৃষ্ট বস্তুরও পরীক্ষা করা উচিত যে পরীক্ষা করত ভালভাবে বুঝিয়া কোন কার্য্যের জন্য অনুমতি করে, তাহাকে পরে আর অনুতাপ করিতে হয় না। ৬৭

পুত্র! যদি শক্তিশালী রাজা কাহাকেও বধ করাইয়া থাকে, তবে তাহার পক্ষে উহা কঠিন কার্য্য নহে; কিন্তু যদি শক্তিশালী পুরুষগণের মধ্যে ক্ষমাভাব থাকে, তাহা হইলে জগতে তাঁহারা প্রশংসনীয় হইয়া থাকেন এবং তাহাতে রাজাদের যশও বর্দ্ধিত হয়। ৬৮

পুত্র! তুমিই এই শৃগালকে মন্ত্রীর পদে বসাইয়াছ এবং তোমার সামন্তগণের মধ্যে ইহার খ্যাতি বাড়িয়া গিয়াছে। কোন সৎপাত্র ব্যক্তিকে অতিশয় কষ্টের সহিত পাওয়া যায়। এই শৃগাল তোমার হিতৈষী সুহৃৎ, অতএব তুমি ইহাকে রক্ষা কর। ৬৯

যে অপরের দ্বারা মিথ্যা কলঙ্ক দোষ আরোপিত হইলে নির্দোষ ব্যক্তিকে দণ্ডদান করে, দুষ্ট মন্ত্রিপরিবেষ্টিত সেই রাজা অতিসত্বর নষ্ট হইয়া যায়। ৭০

তদনন্তর সেই শত্রুসমূহের মধ্য হইতে কোন ধর্মাত্মা শৃগাল আসিয়া (যে ব্যাঘ্রের গুপ্তচরের কার্য্য করিত) শৃগালের সহিত যে সমস্ত ছল কপটতা করা হইয়াছিল, সেই সমস্ত ব্যাঘ্রকে বলিল। ৭১

ইহাতে সেই ব্যাঘ্র শৃগালের সচ্চরিত্রতার পরিচয় পাইল এবং সে তখন সেই শৃগালের সৎকার করত অভিযোগ হইতে মুক্ত করিয়া দিল। কেবল ইহাই নহে, মৃগরাজ স্নেহ সহকারে বারংবার নিজের মন্ত্রী শৃগালকে আলিঙ্গন করিতে লাগিল। ৭২

তাহার পর নীতিশাস্ত্রে অভিজ্ঞ শৃগাল মৃগরাজের আজ্ঞা গ্রহণ করত অমর্ষে সন্তপ্ত হইয়া উপবাসপূর্ব্বক প্রাণ পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা করিল। ৭৩

ব্যাঘ্র ধর্মাত্মা শৃগালকে সবিশেষ সমাদর করিয়া তাহাকে উপবাস হইতে নিবৃত্ত করাইল। সেই সময় তাহার নেত্র স্নেহে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল। ৭৪

শৃগাল দেখিল রাজার হৃদয় স্নেহে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে, তখন সে তাহাকে প্রণাম করত অশ্রু গদ্গদ্ বাক্যে এই কথা বলিল। ৭৫

পূজিতোঽহং ত্বয়া পূর্বং পশ্চাচ্চৈব বিমানিতঃ।
পরেষামাস্পদং নীতো বস্তুং নার্হাম্যহং ত্বয়ি ॥ ৭৬
অসন্তুষ্টাশ্চ্যুতাঃ স্থানান্মানাৎ প্রত্যবরোপিতাঃ।
স্বয়ং চোপহৃতা ভৃত্যা যে চাপ্যুপহিতাঃ পরৈঃ ॥ ৭৭
পরিক্ষীণাশ্চ লুব্ধাশ্চ ক্রুদ্ধা ভীতাঃ প্রতারিতাঃ।
হৃতস্বা মানিনো যে চ ত্যক্তাদানা মহেশ্বরঃ ॥ ৭৮
সন্তাপিতাশ্চ যে কেচিদ্ ব্যসনৌঘপ্রতীক্ষিণঃ।
অন্তর্হিতাঃ সোপহিতাস্তে সর্বে পরসাধনাঃ ॥ ৭৯
অবমানেন যুক্তস্য স্থানভ্রষ্টস্য বা পুনঃ।
কথং যাস্যসি বিশ্বাসমহং তিষ্ঠামি বা কথম্ ॥ ৮০
সমর্থ ইতি সংগৃহ্য স্থাপয়িত্বা পরীক্ষিতঃ।
কৃতঞ্চ সময়ং ভিত্ত্বা ত্বয়াহমবমানিতঃ ॥ ৮১

প্রথমং যঃ সমাখ্যাতঃ শীলবানিতি সংসদি।
ন বাচ্যং তস্য বৈগুণ্যং প্রতিজ্ঞাং পরিরক্ষতা ॥ ৮২
এবং চাবমতস্যেহ বিশ্বাসং মে ন যাস্যসি।
ত্বয়ি চাপেতবিশ্বাসে মমোদ্বেগো ভবিষ্যতি ॥ ৮৩
শঙ্কিতত্বমহং ভীতঃ পরচ্ছিদ্রানুদর্শিনঃ।
অস্মিংশ্চৈব দুস্তোষ্যাঃ কর্ম চৈতদ্ বহুচ্ছলম্ ॥ ৮৪
দুঃখেন শ্লিষ্যতে ভিন্নং শ্লিষ্টং দুঃখেন ভিদ্যতে।
ভিন্না শ্লিষ্টা তু যা প্রীতির্ন সা স্নেহেন বর্ততে ॥ ৮৫
কশ্চিদেব হিতে ভর্তুর্দৃশ্যতে ন পরাত্মনোঃ।
কার্য্যাপেক্ষা হি বর্ততে ভাবসন্ধাঃ সুদুর্লভাঃ ॥ ৮৬
সুদুঃখং পুরুষজ্ঞানং চিত্তং জ্ঞেয়াং চলাচলম্।
সমর্থো বাপ্যশক্তো বা শতেষ্বেকোঽধিগম্যতে ॥ ৮৭

মহারাজ! প্রথমে আপনি আমাকে সম্মান দিয়াছিলেন এবং পরে আমাকে অপমানিত করেন এবং শত্রুর পর্য্যায়ে পাতিত করেন (অথবা অন্যের অধীন করিয়া দিয়াছেন), অতএব এখন আমি আপনার সহিত বাস করিতে পারি না। ৭৬

যাহারা নিজ পদ হইতে বিচ্যুত হওয়ায় অসন্তুষ্ট হইয়াছে, যাহাদিগকে অপমানিত করা হইয়াছে, যাহারা স্বয়ং রাজার দ্বারা পুরস্কৃত হইয়াও অপরের দ্বারা কলহ লিপ্ত হওয়ায় আদর হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, যাহারা ক্ষীণ, লোভী, ক্রোধী, ভীত ও প্রতারিত, যাহাদের সর্ব্বস্ব অপহরণ করা হইয়াছে, যাহারা মানী, যাহাদের আধ নষ্ট হইয়া গিয়াছে, যাহারা অন্যের উপর বহু বিপদ পতিত হইবার জন্য প্রতীক্ষা করে, যাহারা উচ্চপদ লাভ করিতে ইচ্ছুক, যাহাদিগকে কোন ভাবে সন্তাপিত করা হইয়াছে, যাহারা গোপনে অবস্থান করে এবং মনে কপটভাব পোষণ করে, এই সব সেবক শত্রুগণের কার্য্য করিতে থাকে। ৭৭-৭৯

যখন আমি একবার নিজ পদ হইতে ভ্রষ্ট ও অপমানিত হইয়াছি, তখন আপনি আমার উপর আবার কিভাবে বিশ্বাস স্থাপন করিবেন? অথবা আমিই বা আপনার নিকট কিভাবে বাস করিব? ৮০

আপনি আমাকে যোগ্য বুঝিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং মন্ত্রীর পদে বসাইয়া আমাকে পরীক্ষা করিয়াছেন। ইহার পর আপনি নিজ পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া আমার অপমান করিয়াছেন। ৮১

পূর্ব্বে পরিপূর্ণ সভামধ্যে শীলবান্ বলিয়া যাহার পরিচয় দিয়াছিলেন, প্রতিজ্ঞা পালনকারী কোন পুরুষের পক্ষেই পরে তাহার দোষ বর্ণন করা উচিত নহে। ৮২

যখন আমি এইভাবে একবার অপমানিত হইয়াছি, তখন আপনার উপর আমার আর বিশ্বাস হইবে না। এরূপ অবস্থায় আপনার জন্য সদা আমাকে উদ্বিগ্ন হইয়া থাকিতে হইবে। ৮৩

আপনি আমার উপর সন্দেহ করিবেন এবং আমি আপনাকে ভয় করিব, অন্যদিকে পরের দোষ অন্বেষণকারী আপনার সেবকগণও উপস্থিত থাকিবে। আমার প্রতি ইহাদের অল্পও স্নেহ নাই এবং ইহাদের সন্তুষ্ট রাখাও আমার পক্ষে অতিশয় কঠিন ব্যাপার। আর এই মন্ত্রীর কার্য্যও নানাবিধ ছলকপটতায় পূর্ণ। ৮৪

প্রেমের বন্ধন অতি কষ্টে ছিন্ন হয়, কিন্তু যখন উহা একবার ছিন্ন হইয়া যায়, তখন অতিশয় কষ্টে আবার আবদ্ধ হয়। যে প্রেম বারংবার ছিন্ন হয় এবং আবদ্ধ হয়, সেই প্রেমে স্নেহ নাই। ৮৫

এরূপ মানুষ একজনই হয়, যে নিজের কিংবা পরের হিতে নিরত না থাকিয়া প্রভুরই হিতসাধনে সংলগ্ন আছে, ইহা দেখা যায়। কারণ, নিজের কার্য্যের অপেক্ষা রাখিয়া স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্য লইয়া প্রেমাবদ্ধ মানুষ বহু আছে, কিন্তু শুদ্ধভাবে স্নেহ রাখিয়া প্রেমাবদ্ধ মানুষ অতিশয় দুর্লভ। ৮৬

যোগ্য মানুষকে চিনিতে পারা রাজার পক্ষে অত্যন্ত দুষ্কর; কারণ, তাঁহাদের চিত্ত চঞ্চল। শত শত মানুষকে পাওয়া যায়, যিনি সর্ব্বপ্রকারে সুযোগ্য হইয়াও সন্দেহের অতীত। ৮৭

অকস্মাৎ প্রক্রিয়া নৃণামকস্মাচ্চাপকর্ষণম্
শুভাশুভে মহত্ত্বঞ্চ প্রকর্তুং বুদ্ধিলাঘবম্ ॥ ৮৮
এবংবিধং সান্ত্বমুক্ত্বা ধর্মকামার্থহেতুমৎ।
প্রসাদয়িত্বা রাজানং গোমায়ুর্বনমভ্যগাৎ ॥ ৮৯

অগৃহ্যানুনয়ং তস্য মৃগেন্দ্রস্য চ বুদ্ধিমান্
গোমায়ুঃ প্রায়মাস্থায় ত্যক্ত্বা দেহং দিবং যযৌ ॥ ৯০
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি ব্যাঘ্রগোমায়ু-
সংবাদে একাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১১

মনুষ্যগণের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ (উন্নতি ও অবনতি) অকস্মাৎ হইয়া থাকে কাহারও উপকার করিয়া মঙ্গল করা এবং কাহাকেও মহত্ত্ব দান করত অধঃপাতিত করা বুদ্ধির পরিণাম ।৮৮

এইরূপ ধর্ম, অর্থ, কাম এবং যুক্তিসমূহে পূর্ণ সান্ত্বনাযুক্ত বাক্য বলিয়া শৃগাল ব্যাঘ্ররাজাকে প্রসন্ন করত তাহার অনুমতি লইয়া বনে গমন করিল । ৮৯

এই শৃগাল অতিশয় বুদ্ধিমান্ ছিল, অতএব ব্যাঘ্রের অনুনয় বিনয় না মানিয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত অনশনে থাকিবার ব্রত গ্রহণ করত একস্থানে উপবিষ্ট হইল এবং অন্তে দেহ ত্যাগ করত স্বর্গধামে গমন করিল । ৯০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্বে ব্যাঘ্র ও শৃগালের সংবাদ-বিষয়ক একাদশাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

দ্বাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

[কস্যাচিৎ তপস্বিন উষ্ট্রস্যালস্যকুপরিণামস্য রাজ্ঞঃ কর্ত্তব্যস্য চ বর্ণনম্ ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

কিং পার্থিবেন কর্তব্যং কিঞ্চ কৃত্বা সুখী ভবেৎ
এতদাচক্ষ তত্ত্বেন সর্বধর্মভৃতাং বর ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ ।

হন্ত তেঽহং প্রবক্ষ্যামি শৃণু কার্য্যৈকনিশ্চয়ম্
যথা রাজ্ঞেহ কর্তব্যং যচ্চ কৃত্বা সুখী ভবেৎ ॥ ২
ন চৈবং বক্তিতব্যং স্ম যথেদমনুশুশ্রুম।
উষ্ট্রস্য তু মহদ্ বৃত্তং তন্নিবোধ যুধিষ্ঠির ॥ ৩

জাতিস্মরো মহানুষ্ট্রঃ প্রাজাপত্যে যুগেঽভবৎ
তপঃ সুমহদাতিষ্ঠদরণ্যে সংশিতব্রতঃ ॥ ৪
তপসস্তস্য চান্তেঽথ প্রীতিমানভবদ্ বিভুঃ।
বরেণ চ্ছন্দয়ামাস ততশ্চৈনং পিতামহঃ ॥ ৫

উষ্ট্র উবাচ ।

ভগবংস্ত্বৎপ্রসাদান্মে দীর্ঘা গ্রীবা ভবেদিয়ম্।
যোজনানাং শতং সাগ্রং গচ্ছামি চরিতুং বিভো ॥ ৬
এবমস্ত্বিতি চোক্তঃ স বরদেন মহাত্মনা।
প্রতিলভ্য বরং শ্রেষ্ঠং যযাবুষ্ট্রঃ স্বকং বনম্ ॥ ৭

দ্বাদশাধিক শততম অধ্যায় ।

[কোন এক তপস্বী উটের আলস্যের কুপরিণাম ও রাজার কর্ত্তব্য বর্ণন ।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—সমস্ত ধর্মাত্মাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পিতামহ ! রাজার কি করা কর্ত্তব্য ? কোন্ কার্য্য করিলে তিনি সুখী হইবেন ? ইহা আমাকে বলুন । ১

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজার যাহা কর্ত্তব্য এবং যে কার্য্য করিলে তিনি সুখী হইবেন, সেই কার্য্য আমি নির্ণয় করিয়া তোমাকে বলিতেছি, উহা শ্রবণ কর । ২

যুধিষ্ঠির ! আমি এক উটের যে মহৎ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছি, উহা তুমি শ্রবণ কর । রাজার সেরূপ কার্য্য করা উচিত নয় । ৩

প্রাজাপত্যযুগে (সত্যযুগে) এক বিশাল উট ছিল । তাহার পূর্ব্ব জন্মের বৃত্তান্ত স্মরণ ছিল সেইজন্য সে কঠোর ব্রতপালনের নিয়ম গ্রহণ করত বনে অতিশয় উগ্র তপস্যা আরম্ভ করিল । ৪

তাহার তপস্যার শেষে পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা অতিশয় প্রসন্ন হইলেন । তিনি সেই উটকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন । ৫

উট বলিল,—ভগবন্ ! আপনার কৃপায় আমার এই গ্রীবা অত্যন্ত দীর্ঘ হউক, যখন আমি আহার করিবার জন্য যাইব, তখন যাহাতে শতযোজন দূর পর্য্যন্ত স্থানে স্থিত খাদ্য বস্তু গ্রহণ করিতে পারি । ৬

বরদায়ক মহাত্মা ব্রহ্মা 'এইরূপই হউক' এই কথা বলিয়া তাহার প্রার্থিত বরদান করিলেন । এই উত্তম বর লাভ করত সেই উট নিজের বনে চলিয়া গেল । ৭

স চকার তদালস্যাৎ বরদানাৎ সুদুর্মতিঃ।
ন চৈচ্ছচ্চরিতুং গন্তুং দুরাত্মা কালমোহিতঃ॥ ৮
স কদাচিৎ প্রসার্য্যৈব তাং গ্রীবাং শতযোজনম্।
চচারাশ্রান্তহৃদয়ো বাতশ্চাগাৎ ততো মহান্॥ ৯
স গুহায়াং শিবো গ্রীবাং নিধায় পশুরাত্মনঃ।
আস্তে তু বর্ষমভ্যাগাৎ সুমহৎ প্লাবয়জ্জগৎ॥ ১০
অথ শীতপরীতাঙ্গো জম্বুকঃ ক্ষুচ্ছ্রমান্বিতঃ।
সদারস্তাং গুহামাশু প্রবিবেশ জলার্দিতঃ॥ ১১
স দৃষ্ট্বা মাংসজীবী তু সুভৃশং ক্ষুচ্ছ্রমান্বিতঃ।
অভক্ষয়ৎ ততো গ্রীবামুষ্ট্রস্য ভরতর্ষভ॥ ১২
যদা ত্ববুধ্যতাত্মানং ভক্ষ্যমাণং স বৈ পশুঃ।
তদা সঙ্কোচনে যত্নমকরোদ্ দুঃখদুঃখিতঃ॥ ১৩
যাবদূর্দ্ধমধশ্চৈব গ্রীবাং সংক্ষিপতে পশুঃ।
তাবৎ তেন সদারেণ জম্বুকেন স ভক্ষিতঃ॥ ১৪
স হত্বা ভক্ষয়িত্বা চ তমুষ্ট্রং জম্বুকস্তদা।
বিগতে বাতবর্ষে তু নিশ্চক্রাম গুহামুখাৎ॥ ১৫
এবং দুর্বুদ্ধিনা প্রাপ্তমুষ্ট্রেণ নিধনং তদা
আলস্যস্য ক্রমাৎ পশ্য মহাস্তং দোষমাগতম্॥ ১৬
ত্বমপ্যেবংবিধং হিত্বা যোগেন নিয়তেন্দ্রিয়ঃ।
বর্ত্তস্ব বুদ্ধিমূলং তু বিজয়ং মনুরব্রবীৎ॥ ১৭
বুদ্ধিশ্রেষ্ঠানি কর্ম্মাণি বাহুমধ্যানি ভারত।
তানি জঙ্ঘাজঘন্যানি ভারপ্রত্যবরাণি চ ১৮
রাজাং তিষ্ঠতি দক্ষস্য সংগৃহীতেন্দ্রিয়স্য চ।
আর্তস্য বুদ্ধিমূলং হি বিজয়ং মনুরব্রবীৎ॥ ১৯
গুহ্যং মন্ত্রং শ্রুতবতঃ সুসহায়স্য চানঘ।
পরীক্ষ্যকারিণো গুপ্তাস্তিষ্ঠন্তীহ বুধিষ্ঠির।
সহায়যুক্তেন মহী কৃৎস্না শক্যা প্রশাসিতুম্॥ ২০

অতিশয় নীচমতি সেই উট বরলাভ করিয়া কোথাও যাওয়া-আসা বিষয়ে আলস্য করিতে লাগিল। সেই দুরাত্মা উট কালের দ্বারা মোহিত হইয়া চরিবার জন্য কোথাও যাইতে ইচ্ছা করিল না॥ ৮

সে কোন একদিন নিজের শত যোজন দীর্ঘ গ্রীবা বিস্তার করিয়া চরিতেছিল, এই সময় তাহার মনে কোন শ্রান্ত হওয়ার ভাব ছিল না। হঠাৎ এই সময়ে প্রচণ্ড ঝড় উঠিল॥ ৯

সেই পশু কোন এক গুহায় নিজের গ্রীবা রাখিয়া চরিতেছিল, এই সময় সম্পূর্ণ জগৎকে প্লাবিত করিতে করিতে ভয়ঙ্কর জল বর্ষণ হইতে লাগিল॥ ১০

বর্ষা আরম্ভ হইলে পর ক্ষুধা ও পরিশ্রমে কাতর এক শৃগাল নিজের স্ত্রীর সহিত অতি সত্বর সেই গুহায় আসিয়া প্রবিষ্ট হইল। এই সময় শৃগাল জলে পীড়িত ছিল এবং শীতে তাহার সর্ব্বাঙ্গ অভিভূত ছিল॥ ১১

ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই মাংসজীবী শৃগাল অত্যন্ত ক্ষুধাবশতঃ কষ্ট পাইতেছিল, অতএব সে উটের গ্রীবার মাংস ছেদন করিতে করিতে খাইতে আরম্ভ করিল॥ ১২

যখন সেই পশু বুঝিতে পারিল যে, তাহার গ্রীবা ভক্ষিত হইতেছে, তখন সে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া তাহাকে সঙ্কুচিত করিতে চেষ্টা করিল॥ ১৩

সেই পশু যখন নিজের গ্রীবাকে উপরে ও নিচে সঙ্কুচিত করিতে আরম্ভ করিল, সেই সময়ের মধ্যেই স্ত্রীর সহিত সেই শৃগাল তাহাকে খাইয়া ফেলিল॥ ১৪

এই উটকে বিনাশ করত ভক্ষণ করিবার পর যখন ঝড় ও বৃষ্টি বন্ধ হইয়া যাইল, তখন সেই শৃগাল গুহার মুখ হইতে নির্গত হইল॥ ১৫

এইভাবে সেই মূর্খ উটের মৃত্যুর হইল দেখ, তাহার আলস্যের ক্রমে কিরূপ ভয়ঙ্কর দোষ উপস্থিত হইল॥ ১৬

সেইজন্য তোমরাও এতাদৃশ আলস্য ত্যাগ করত ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া বুদ্ধিসহকারে অবস্থান কর। মনু বলিয়াছেন—বিজয়ের মূল হইল বুদ্ধি॥ ১৭

ভারত! বুদ্ধি অনুসারে অনুষ্ঠিত কার্য্য শ্রেষ্ঠ, বাহুবলে কৃতকার্য্য মধ্যম, জঙ্ঘা অর্থাৎ পদের বলে কৃতকার্য্য অধম এবং মস্তকের দ্বারা ভারবহন কার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর॥ ১৮

যে রাজা জিতেন্দ্রিয় এবং কার্য্যদক্ষ, তাঁহার রাজ্য স্থির থাকে। মনু বলিয়াছেন সঙ্কটে পতিত রাজার বিজয়ের মূল হইল বুদ্ধির বল॥ ১৯

নিষ্পাপ যুধিষ্ঠির! যিনি সচিবাদিকৃত গুপ্ত শুনিয়া থাকেন, যাঁহার সহায়কগণ সৎ এবং যিনি পরীক্ষা নিরীক্ষণ করিয়া তবে কোন কার্য্য করিয়া থাকেন, তাঁহারই নিকট ধন স্থির থাকে। সহায়কগণ-পরিবৃত নরপতিই সমগ্র ধরণীকে শাসন করিতে সমর্থ হন॥ ২০

ইদং হি সন্তিঃ কথিতং বিধিজ্ঞৈঃ
পুরা মহেন্দ্রপ্রতিমপ্রভাব
ময়াপি চোক্তং তব শাস্ত্রদৃষ্ট্যা
যথৈব বুদ্ধ্যা প্রচরস্ব রাজন্ ॥ ২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি উষ্ট্রগ্রীবোপাখ্যানে দ্বাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১২

মহেন্দ্রতুল্য প্রভাবশালী যুধিষ্ঠির! পুরাকালে রাজা সঞ্চালনের বিধিসমূহে অভিজ্ঞ সৎপুরুষগণ এই কথা বলিয়াছেন আমিও শাস্ত্রীয় দৃষ্টি অনুসারে তোমাকে সেই কথা বর্ণনা করিলাম। রাজন্! ইহা উত্তমরূপে বুঝিয়া ইহারই অনুসারে যথাযথভাবে চল ॥ ২১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্ব্বে উষ্ট্রের গ্রীবার উপাখ্যান-বিষয়ক দ্বাদশাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রয়োদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[শক্তিশালি-শত্রুসমীপে বেতসবন্নতিবিধেয়েতি উপদেষ্টুঃ সরিৎ-সমুদ্রোপাখ্যানবর্ণনম্]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

রাজা রাজ্যমনুপ্রাপ্য দুর্লভং ভরতর্ষভ।
অমিত্রসাতিবৃদ্ধস্য কথং তিষ্ঠেদসাধনঃ ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ।

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
সরিতাং চৈব সংবাদং সাগরস্য চ ভারত ॥ ২
সুরারিনিলয়ঃ শশ্বৎ সাগরঃ সরিতাম্পতিঃ।
পপ্রচ্ছ সরিতঃ সর্বাঃ সংশয়ং জাতমাত্মনঃ ॥ ৩

সাগর উবাচ।

সমূলশাখান্ পশ্যামি নিহতান্ কায়িনো দ্রুমান্।
যুষ্মাভিরিহ পূর্ণাভির্নদ্যস্তত্র ন বেতসম্ ॥ ৪
অকায়শ্চাল্পসারশ্চ বেতসঃ কূলজশ্চ বঃ
অবজ্ঞয়া বা নানীতঃ কিং বা তেন বঃ কৃতম্ ॥ ৫
তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি সর্বাসামেব বো মতম্
যথা চেমানি কূলানি হিত্বা নায়াতি বেতসঃ ॥ ৬
তত্র প্রাহ নদী গঙ্গা বাক্যমুত্তমমর্থবৎ।
হেতুমদ্ গ্রাহকং চৈব সাগরং সরিতাম্পতিম্ ॥ ৭

ত্রয়োদশাধিকশততম অধ্যায়।

[শক্তিশালী শত্রুর নিকটে বেতের ন্যায় নতি হইবার বিধান প্রসঙ্গে উপদেশ দানের জন্য নদীসকলের সহিত সাগরের উপাখ্যান বর্ণনা।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ! রাজা এক দুর্লভ রাজ্য পাইয়াও সৈন্য ও কোষাদি সাধন (সহায়)-রহিত হইয়া অতিশয় উন্নত শত্রুর সম্মুখে কি ভাবে অবস্থান করিবেন ॥ ১

ভীষ্ম বলিলেন, ভারত! এবিষয়ে জ্ঞানী পুরুষগণ নদী-সকলের সহিত সাগরের সংবাদরূপ এক প্রাচীন ইতিহাস উদাহরণ দিয়া থাকেন ॥ ২

একদিন দৈত্যগণের নিবাসস্থান ও নদী-সকলের অধিপতি সাগর সকল নদীরই নিকট নিজের মনে কোন এই সন্দেহের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৩

সাগর বলিলেন,—নদীগণ! আমি দেখিতেছি, যখন তোমাদের বৃদ্ধি হয়, তখন তোমরা জলে পূর্ণ হইয়া বিশালকায় বৃক্ষসকলকে মূল ও শাখাসমূহের সহিত উৎপাটিত করিয়া জলে ভাসাইয়া লইয়া যাও; কিন্তু সেস্থলে বেতসলতার কোন হানিই হয় না ॥ ৪

বেতসলতার দেহ অতিশয় কৃশ। উহার সারও অতি অল্প এবং সে তোমাদের তীরেই উৎপন্ন হয়, তথাপি কেন তোমরা তাহাকে বহন করিয়া লইয়া যাও না? তোমরা কি অবজ্ঞা-বশতঃ তাহাকে আন নাই, কিংবা সে তোমাদের কোন উপকার করিয়াছে? ৫

এবিষয়ে তোমাদের সকলের অভিমত আমি শুনিতে ইচ্ছা করি, যে জন্য এই বেতস তোমায় তীর ত্যাগ করিয়া চলিয়া না আসে? ৬

এইরূপ প্রশ্ন করিলে পর গঙ্গানদী নদীসকলের অধিপতি সমুদ্রকে এই উত্তম অর্থপূর্ণ, যুক্তিযুক্ত এবং হৃদয়গ্রাহী বাক্য বলিলেন ॥ ৭

গঙ্গোবাচ।

তিষ্ঠন্ত্যেতে যথাস্থানং নগা হ্যেকনিকেতনাঃ
তে ত্যজন্তি ততঃ স্থানং প্রাতিলোম্যান্ন বেতসঃ ॥ ৮

বেতসো বেগমায়ান্তং দৃষ্ট্বা নমতি নাপরে।
সরিদ্‌বেগেঽব্যতিক্রান্তে স্থানমাসাদ্য তিষ্ঠতি ॥ ৯

কালজ্ঞ সময়জ্ঞশ্চ সদা বশ্যশ্চ নোদ্ধতঃ।
অনুলোমস্তথাগুদ্ধস্তেন নাভ্যেতি বেতসঃ ॥ ১০

মারুতোদকবেগেন যে নমন্ত্যুন্নমন্তি চ।
ওষধ্যঃ পাদপা গুল্মা ন তে যান্তি পরাভবম্ ॥ ১১

গঙ্গা বলিলেন,—এই সকল বৃক্ষ একই স্থানে নিজ নিজ স্থান অধিকার করত বর্ত্তমান আছে এবং আমাদের প্রবাহের সম্মুখে মস্তক নত করে না। এই প্রতিকূল আচরণের জন্য নষ্ট হইয়া তাহাদের নিজ নিজ স্থান ত্যাগ করিতে হয়; কিন্তু বেতস সেরূপ নয়। ৮

বেতস নদীর জলবেগ আসিতে দেখিয়া নত হইয়া যায়, কিন্তু অন্য বৃক্ষেরা তাহা করে না; এই কারণে বেতস নদীসকলের বেগ শান্ত হইয়া যাইলে পর পুনরায় নিজের স্থানেই অবস্থান করে। ৯

বেতস সময়সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, সে তদনুসারে ব্যবহার করিতেও জানে, সর্ব্বদা আমাদের বশীভূত থাকে, কখনও উদ্ধত হয় না, আমাদের অনুকূল আচরণই করে এবং বিরোধিতা করিলেও নীরবে অবস্থান করে, সেইজন্য তাহাকে স্থানত্যাগ করিয়া আসিতে হয় না। ১০

ভীষ্ম উবাচ।

যো হি শত্রোর্বিবৃদ্ধস্য প্রভোর্বৈরবিনাশনে।
পূর্বং ন সহতে বেগং ক্ষিপ্রমেব বিনশ্যতি ॥
সারাসারং বলং বীর্য্যমাত্মনো দ্বিষতশ্চ যঃ।
জানন্ বিচরতি প্রাজ্ঞো ন স যাতি পরাভবম্ ॥ ১৩
এবমেব যদা বিদ্বান্ মন্যতেঽতিবলং রিপুম্।
সংশ্রয়েদ্ বৈতসীং বৃত্তিমেতৎ প্রজ্ঞানলক্ষণম্ ॥ ১৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্ব্বণি রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বণি সরিৎসাগরসংবাদে ত্রয়োদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৩

যে সকল ওষধি, বৃক্ষ এবং লতা-গুল্ম বায়ু ও জলের বেগে নত হইয়া যায়, তারপর বেগ শান্ত হইলে পুনরায় উত্থিত হয়, তাহারা কখনও পরাভূত হয় না। ১১

ভীষ্ম বলিলেন,—এইরূপ যে রাজা বলশালী, বন্ধন করিতে ও বধ করিতে সমর্থ শত্রুর প্রথম বেগ মস্তক নত করিয়া সহ্য না করেন, তিনি সত্বর নষ্ট হইয়া যান। ১২

যে বুদ্ধিমান্ রাজা নিজের এবং শত্রুর সার ও অসার, বল-পরাক্রম জানিয়া তদনুসারে আচরণ করেন, তাঁহার কখনও পরাজয় হয় না। ১৩

এইরূপ বিদ্বান্ রাজা শত্রুর বলকে যখন নিজের অপেক্ষা অধিক বুঝিবেন, তখন বেতসের আচরণ গ্রহণ করিবেন অর্থাৎ শত্রুর সম্মুখে নত হইবেন। ইহাই হইল বুদ্ধিমানের লক্ষণ। ১৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে নদীসকল ও সাগরের সংবাদবিষয়ক ত্রয়োদশাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[দুষ্টমনুষ্যগণকৃতনিন্দাসহনেন লাভকথনম্]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

বিদ্বান্ মূর্খপ্রগল্‌ভেন মৃদুতীক্ষ্ণেন ভারত।
আক্রুশ্যমানঃ সদাসু কথং কুর্য্যাদরিন্দম ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ।

শ্রূয়তাং পৃথিবীপাল যথৈষোঽর্থোঽনুগীয়তে
সদা সুচেতাঃ সহতে নরস্তেনান্নমেধসঃ ॥ ২
অরুন্তুদ ক্রুশ্যমানস্য সুকৃতং নাম বিন্দতি।
দুষ্কৃতং চাস্যনো মর্ম্মী রুন্ত্যেবাপমার্ষ্টি বৈ ॥ ৩
টিট্টিভং তমুপেক্ষেত বাশমানমিবাতুরম্
লোকবিদ্বেষমাপন্নো নিষ্ফলং প্রতিপদ্যতে ॥ ৪
ইতি সংশ্লাঘতে নিত্যং তেন পাপেন কর্ম্মণা।
ইদমুক্তো ময়া কশ্চিৎ সম্মতো জনসংসদি ॥ ৫
স তত্র ব্রীড়িতঃ শুষ্কো মৃতকল্পোঽবতিষ্ঠতে।
শ্লাঘন্নশ্লাঘনীয়েন কর্ম্মণা নিরপত্রপঃ ॥ ৬
উপেক্ষিতব্যো যত্নেন তাদৃশঃ পুরুষাধমঃ।
যদ্ যদ্ ব্রূয়াদলমতিস্তত্তদস্য সহেদ্ বুধঃ ॥ ৭
প্রাকৃতো হি প্রশংসন্ বা নিন্দন্ বা কিং করিষ্যতি।
বনে কাক ইবাবুদ্ধির্বাশমানো নিরর্থকম্ ॥ ৮
যদি বাগ্‌ভিঃ প্রয়োগঃ স্যাৎ প্রয়োগে পাপকর্ম্মণঃ।
বাগেবার্থো ভবেৎ তস্য ন জ্ঞেবার্থো জিঘাংসতঃ ॥ ৯
নিষেকং বিপরীতং স আচষ্টে বৃত্তচেষ্টয়া।
ময়ূর ইব কৌপীনং নৃত্যং সন্দর্শয়ন্নিব ॥ ১০
যস্যাবাচ্যং ন লোকেঽস্তি নাকার্য্যং চাপি কিঞ্চন।
বাচং তেন ন সন্দধ্যাচ্ছুচিঃ সংশ্লিষ্টকর্ম্মণা ॥ ১১

চতুর্দ্দশাধিক শততম অধ্যায়।

দুষ্ট মনুষ্যগণের দ্বারা কৃত নিন্দা সহ্য করিলে লাভকথন।

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—শত্রুদমন ভারত! যদি কোন মূর্খ মধুর বা তীক্ষ্ণ শব্দসকলের দ্বারা পূর্ণ সভামধ্যে কোন বিদ্বান্ পুরুষের নিন্দা করিতে থাকে, তবে তাহার সহিত কিরূপ আচরণ করিতে হয়?

ভীষ্ম বলিলেন,—ভূপাল! শ্রবণ কর, এবিষয়ে সর্ব্বদা যেরূপ কথা বলা হইয়া থাকে, উহা বলিতেছি। বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি এজগতে সর্ব্বদা মূর্খ মনুষ্যগণের কঠোর বাক্য সহ্য করিয়া থাকেন। ২

যে ব্যক্তি নিন্দাকারী পুরুষের উপর ক্রোধ করেন না, তিনি নিন্দাকারীর পুণ্য লাভ করেন। এই সহনশীল ব্যক্তি নিজের সমস্ত পাপ ক্রোধী পুরুষের উপর ক্ষালিত করিয়া থাকেন। ৩

উত্তম পুরুষের কর্ত্তব্য হইল—তিনি টিট্টিভ ও রোগীর ন্যায় উৎকট শব্দকারী নির্লজ্জ ব্যক্তিকে উপেক্ষা করিয়া যাইবেন। ইহাতে সেই নিন্দকারী সকল লোকেরই রোষের পাত্র হইয়া থাকেন এবং তাহার সমস্ত সৎকর্ম্ম নিষ্ফল হইয়া যায়। ৪

এই মূর্খ সেই পাপ কর্ম্মের দ্বারা সর্ব্বদা নিজের প্রশংসা করিতে করিতে বলিতে থাকে যে, আমি অমুক সম্মানিত ব্যক্তিকে জনপূর্ণ সভামধ্যে এমন এমন কথা শুনাইয়াছি যে, সে অতিশয় লজ্জিত হইয়া গিয়াছে; এইরূপ নিন্দনীয় কর্ম্ম করিয়া সে নিজের প্রশংসা করিতে থাকে এবং অল্পও লজ্জিত হয় না॥ ৫-৬

এরূপ নরাধমকে যত্নসহকারে উপেক্ষা করা উচিত। মূর্খ মানুষ যাহা কিছু বলিবে, বিদ্বান্ ব্যক্তি তৎসমস্তই সহ্য করিয়া যাইবেন॥ ৭

যেরূপ বনমধ্যে কাক বৃথা 'কা কা' শব্দ করিয়া থাকে, সেইরূপ মূর্খ মানুষও অকারণই নিন্দা করিতে থাকে। সে প্রশংসা করুক বা নিন্দা করুক, ইহাতে সে কাহার কি ভাল বা মন্দ করিতে পারে? অর্থাৎ সে কিছু করিতে পারে না॥ ৮

যদি পাপকর্ম্মকারী ব্যক্তি কটুবাক্য বলিলে পর তাহার প্রতিশোধের জন্য উহাকেও কটুবাক্য প্রয়োগ করা হয়, তবে তাহাতে কেবল বাক্যের দ্বারা কলহমাত্রই হইবে। যে হিংসা করিতে ইচ্ছুক, তাহাকে কটুবাক্য বলিলে কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে? ৯

ময়ূর যখন নৃত্য করে, সে যেমন তখন নিজের গুপ্ত অঙ্গও দেখাইয়া থাকে, সেইরূপ যে মূর্খ অনুচিত আচরণ করে, সে নিজের সেই কুচেষ্টার দ্বারা গুপ্ত স্ব-দোষসকল প্রকাশ করিয়া থাকে॥ ১০

জগতে যাহার পক্ষে কোন কিছু বলা কিংবা নিষ্পাদন করা অসম্ভব নহে, এরূপ মানুষ সেই সৎপুরুষের কথাও মান্য করে না, যিনি নিজের সৎকর্ম্মের দ্বারা বিশুদ্ধ বলিয়া পরিচিত আছেন। ১১

প্রত্যক্ষং গুণবাদী যঃ পরোক্ষে চাপি নিন্দকঃ।
স মানবঃ শ্ববল্লোকে নষ্টলোকপরাবরঃ ॥ ১২
তাদৃগ্‌জনশতস্যাপি যদ্‌দদাতি জুহোতি চ।
পরোক্ষেণাপবাদী যত্তৎ নাশয়তি তৎক্ষণাৎ ॥১৩
তস্মাৎ প্রাজ্ঞো নরঃ সন্তস্তাদৃশং পাপচেতসম্।
বর্জয়েৎ সাধুভির্বর্জ্যং সারমেয়ামিষং যথা ॥ ১৪
পরিবাদং ব্রুবাণো হি দুরাত্মা বৈ মহাজনে।
প্রকাশয়তি দোষাংস্তু সর্পঃ ফণমিবোচ্ছ্রিতম্ ॥ ১৫
তং স্বকর্মাণি কুর্বাণং প্রতিকর্তুং য ইচ্ছতি।
ভস্মকূট ইবাবুদ্ধিঃ খরো রজসি সজ্জতি ॥ ১৬
মনুষ্যশালাবৃকমপ্রশান্তং
জনাপবাদে সততং নিবিষ্টম্।
মাতঙ্গযূথস্যমিবোন্নদন্তং
ত্যজেত তং শ্বানমিবাতিরৌদ্রম্ ॥ ১৭
অধীরজুষ্টে পথি বর্তমানং
দমাদপেতং বিনয়াচ্চ পাপম্।
অরিব্রতং নিত্যমভূতিকামং
ধিগস্তু তং পাপমতিং মনুষ্যম্ ॥ ১৮
প্রত্যুচ্যমানস্তভিভূয় এভি—
র্নিশাম্য মা ভূত্বমথার্তরূপঃ
উচ্চস্য নীচেন হি সম্প্রয়োগং
বিগর্হয়ন্তি স্থিরবুদ্ধয়ো যে ॥ ১৯
ক্রুদ্ধো দশার্ধেন হি তাড়য়েদ্ বা
স পাংশুভির্বা বিকিরেৎ তুষৈর্বা।
বিবৃত্য দন্তাংশ্চ বিভীষয়েদ্ বা
সিদ্ধং হি মূঢ়ে কুপিতে নৃশংসে ॥ ২০
বিগর্হণাং পরমদুরাত্মনা কৃতাং
সহেত যঃ সংসদি দুর্জনানরঃ।
পঠেদিদং চাপি নিদর্শনং সদা
ন বাচ্যয়ং স লভতি কিঞ্চিদপ্রিয়ম্ ॥২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি (টিট্টিভকং নাম) চতুর্দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৪

যে ব্যক্তি সম্মুখে আসিলে গুণগান করে এবং অসাক্ষাতে নিন্দা করিতে থাকে, তাহার ইহলোক এবং পরলোক উভয়ই নষ্ট হইয়া যায় ॥ ১২

পরোক্ষে পরনিন্দাকারী মানুষ শত শত মনুষ্যকে যাহা কিছু দান করে এবং হোম করে, সেই সব নিজের কর্মকে সে তৎক্ষণাৎ নষ্ট করিয়া থাকে ॥ ১৩

সেইজন্য বুদ্ধিমান্ মানুষের কর্তব্য হইল, তিনি সেইরূপ পাপপূর্ণ অভিপ্রায়যুক্ত ব্যক্তিকে তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিবেন ; কারণ, এরূপ ব্যক্তি কুকুরের মাংসের ন্যায় সর্বদা ত্যাজ্য ॥১৪

যেরূপ সর্প নিজের ফণাকে উপরে তুলিয়া প্রকাশিত করিয়া থাকে, সেইরূপ জনসমুদায়ে কোন মহাপুরুষের নিন্দাকারী দুরাত্মা নিজের দোষসমূহ প্রকাশ করিয়া ফেলে ॥ ১৫

যে ব্যক্তি পরনিন্দারূপ নিজের কর্মকারী দুষ্ট পুরুষের প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে অভিলাষী হয়, সেই মূর্খ ভস্মস্তূপে গর্দভের ন্যায় কেবল দুঃখেই নিমগ্ন হয় ॥১৬

যে ব্যক্তি সর্বদা মানুষের নিন্দায় রত থাকে, সেই ব্যক্তি মানুষের দেহরূপ গৃহে স্থিত কুকুর। সে সর্বদা অশান্ত থাকে। মদমত্ত হস্তীর ন্যায় সে চীৎকার করে এবং কুকুরের ন্যায় অত্যন্ত ধাবিত হইতে থাকে। শ্রেষ্ঠ পুরুষের কর্তব্য হইল—উহাকে চিরকালের জন্য ত্যাগ করা ॥ ১৭

সে মূর্খগণের দ্বারা সেবিত পথে গমন করে, ইন্দ্রিয় সংযম ও বিনয়হীন হইয়া যায়, শত্রুতার ব্রত গ্রহণ করে এবং সে সর্বদা সকলের অবনতি কামনা করে, সেই পাপাত্মা ও পাপমতি মনুষ্যকে ধিক্ ॥ ১৮

যদি এরূপ দুষ্ট মানুষ তাহারও উপর আক্রমণ করত তাহার নিন্দা করিতে আরম্ভ করে এবং উহা শুনিয়া কোন সজ্জন তাহার উত্তর দিবার জন্য উদ্যত হন, তবে তাঁহাকে নিবারণ করত বলিতে হইবে যে, আপনি দুঃখিত হইবেন না , কারণ, যাহাদের বুদ্ধি স্থির, সেই মহাত্মাগণ সব উচ্চ পুরুষগণের নীচদিগের সহিত সংযোগের নিন্দা করিয়া থাকেন ॥ ১৯

যদি ক্রূরস্বভাবের মূর্খ মানুষ কুপিত হইয়া উঠে, তবে সে হস্তের দ্বারা প্রহার করিতে পারে, মুখের উপর ধূলি নিক্ষেপ করিতে পারে এবং দাঁত বাহির করিয়া ভয় দেখাইতে পারে। তাহার পক্ষে সকল প্রকার কুচেষ্টা হওয়া সম্ভব ॥ ২০

যে ব্যক্তি এই দৃষ্টান্ত সদা পাঠ করেন এবং যে ব্যক্তি মনুষ্য সভামধ্যে কোন অত্যন্ত দুরাত্মা দ্বারা কৃত নিন্দা সহ্য করিতে পারেন, সেই ব্যক্তি দুর্জন মনুষ্য হইতে কখনও বাক্যদ্বারা উৎপন্ন নিন্দাজনিত কিঞ্চিন্মাত্র দুঃখেরও ভাগী হন না ॥ ২১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের শান্তিপর্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্বে চতুর্দশাধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[রাজ্ঞো রাজসেবকানাঞ্চাবশ্যকগুণাবলিনিরূপণম্।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

পিতামহ মহাপ্রাজ্ঞ সংশয়ো মে মহানয়ম্।
সংছেত্তব্যস্ত্বয়া রাজন্ ভবান্ কুলকরো হি নঃ॥ ১

পুরুষাণাময়ং তাত দুর্বৃত্তানাং দুরাত্মনাম্।
কথিতো বাক্যসঞ্চারস্ততো বিজ্ঞাপয়ামি তে॥ ২

যদ্ধিতং রাজ্যতন্ত্রস্য কুলস্য চ সুখোদয়ম্
আয়ত্যাঞ্চ তদাত্বে চ ক্ষেমবৃদ্ধিকরঞ্চ যৎ॥ ৩

পুত্রপৌত্রাভিরামঞ্চ রাষ্ট্রবৃদ্ধিকরঞ্চ যৎ।
অন্নপানে শরীরে চ হিতং যত্তদ্ ব্রবীহি মে॥ ৪

অভিষিক্তো হি যো রাজা রাষ্ট্রস্থো মিত্রসংবৃতঃ।
সমুহ্যৎসমুপেতো বা স কথং রঞ্জয়েৎ প্রজাঃ॥ ৫

যো হ্যসৎপ্রগ্রহরতিঃ স্নেহরাগবলাৎকৃতঃ।
ইন্দ্রিয়াণামনীশত্বাদসজ্জনবুভূষকঃ॥ ৬

তস্য ভৃত্যা বিগুণতাং যান্তি সর্বে কুলোদ্গতাঃ।
ন চ ভৃত্যফলৈরর্থৈঃ স রাজা সম্প্রযুজ্যতে॥ ৭

এতন্মে সংশয়স্যাস্য রাজধর্মান্ সুদুর্বিদান্।
বৃহস্পতিসমো বুদ্ধ্যা ভবান্ শংসিতুমর্হতি॥ ৮

শংসিতা পুরুষব্যাঘ্র ত্বন্নঃ কুলহিতে রতঃ।
ক্ষত্তা চৈকো মহাপ্রাজ্ঞো যো নঃ শংসতি সর্বদা॥ ৯

ত্বত্তঃ কুলহিতং বাক্যং শ্রুত্বা রাজ্যহিতোদয়ম্।
অমৃতস্যাব্যয়স্যেব তৃপ্তঃ স্বপ্স্যাম্যহং সুখম্॥ ১০

কীদৃশাঃ সংনিকর্ষস্থা ভৃত্যাঃ সর্বগুণান্বিতাঃ।
কীদৃশৈঃ কিং কুলীনৈর্বা সহ যাত্রা বিধীয়তে॥ ১১

ন হ্যেকো ভৃত্যরহিতো রাজা ভবতি রক্ষিতা।
রাজ্যং চেদং জনঃ সর্বস্তৎকুলীনোঽভিকাঙ্ক্ষতি॥ ১২

পঞ্চদশাধিক শততম অধ্যায়।

[রাজা এবং রাজসেবকগণের আবশ্যক গুণাবলিনিরূপণ।

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মহাপ্রাজ্ঞ পিতামহ! আমার মনে এক তীব্র সংশয় আছে রাজন্! আপনি আমার সেই সংশয় নিবারণ করুন; কারণ, আপনিই আমাদের বংশের প্রবর্তক। ১

তাত! আপনি দুরাত্মা ও দুরাচারী ব্যক্তিগণের কথাবার্তা আলোচনা করিলেন, সেইজন্য আমি আপনাকে কিছু নিবেদন করিব। ২

আপনি আমাকে এরূপ কোন উপায় বলুন, যাহা আমাদের এই রাজতন্ত্রের পক্ষে হিতকর, কুলের পক্ষে সুখদায়ক, বর্তমান ও ভবিষ্যতেও কল্যাণ বৃদ্ধিকারী, পুত্র-পৌত্র পরম্পরাক্রমে প্রীতিপদ রাষ্ট্রের উন্নতিকারক এবং অন্ন, জল ও শরীরের পক্ষে লাভজনক হইবে। ৩-৪

যে রাজা রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া দেশে মিত্রগণে পরিবৃত থাকেন এবং যিনি হিতৈষী সুহৃদ্বর্গের দ্বারাও পরিবেষ্টিত থাকেন, তিনি কিভাবে নিজের প্রজাদিগের অনুরঞ্জন করেন? ৫

যিনি অসদ্ বস্তুসমূহ সংগ্রহ করিতে অনুরক্ত থাকেন, স্নেহ ও রাগের বশীভূত, ইন্দ্রিয়সকলের উপর স্ব-শক্তি প্রয়োগের সামর্থ্য না থাকায় সজ্জন হইতে চেষ্টা করেন না, সেই রাজার উত্তম কুলোৎপন্ন সমস্ত সেবকগণও বিপরীত গুণবান্ হইয়া যায়। এরূপ অবস্থায় সেবকগণকে রাখিবার ফল যে, ধনের বৃদ্ধি প্রভৃতি, তাহা হইতেও রাজা সর্বথা বঞ্চিত হইয়া যান। ৬-৭

আমার এই সংশয় নিবারণ করত আপনি দুর্বোধ রাজধর্মসমূহ বর্ণন করুন; কারণ, আপনি বুদ্ধিতে সাক্ষাৎ বৃহস্পতিসদৃশ। ৮

পুরুষশ্রেষ্ঠ! আমাদের বংশের হিতসাধনে নিরত আপনিও আমাকে তাদৃশ উপদেশ দান করিতে সমর্থ। দ্বিতীয়তঃ আমাদের হিতৈষী মহাজ্ঞানী বিদুরও আমাদিগকে সর্বদা সদুপদেশ দিয়া থাকেন। ৯

আপনার নিকট হইতে কুলের পক্ষে হিতকর ও রাজ্যের পক্ষে কল্যাণকারী উপদেশ শ্রবণ করত আমি অক্ষয় অমৃতে তৃপ্ত হওয়ার ন্যায় সুখে নিদ্রা যাইব। ১০

কিরূপ সর্বগুণসম্পন্ন সেবকগণ রাজার নিকটে অবস্থান করে এবং কোন কুলে উৎপন্ন কীদৃশ সৈন্যবৃন্দের সহিত রাজার যুদ্ধযাত্রা করা উচিত? ১১

ভৃত্যহীন একাকী রাজা রাজ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হন না; কারণ, উত্তমকুলে উৎপন্ন সকল লোক এই রাজ্য অভিলাষ করিয়া থাকে। ১২

ভীষ্ম উবাচ।

ন চ প্রশাস্তুং রাজ্যং হি শক্যমেকেন ভারত।
অসহায়বতা তাত নৈবার্থাঃ কেচিদপ্যুত ॥ ১৩
লব্ধুং লব্ধা তথাপি সদা রক্ষিতুং ভরতর্ষভ।
যস্য ভৃত্যজনঃ সর্বো জ্ঞানবিজ্ঞানকোবিদঃ ॥ ১৪
হিতৈষী কুলজঃ স্নিগ্ধঃ স রাজ্যফলমশ্নুতে ॥ ১৫
মন্ত্রিণো যস্য কুলজা অসংহার্য্যাঃ সহোষিতাঃ।
নৃপতের্মতিদাঃ সন্তঃ সম্বদ্ধজ্ঞানকোবিদাঃ ॥ ১৬
অনাগতবিধাতারঃ কালজ্ঞানবিশারদাঃ।
অভিক্রান্তমশোচন্তঃ স রাজ্যফলমশ্নুতে ॥ ১৭
সমদুঃখসুখা যস্য সহায়াঃ প্রিয়কারিণঃ।
অর্থচিন্তাপরাঃ সত্যাঃ স রাজ্যফলমশ্নুতে ॥ ১৮
যস্য নার্তো জনপদঃ সংনিকর্ষগতঃ সদা।
অক্ষুদ্রঃ সংপথাদেষ্টা স রাজা রাজ্যভাগ্ ভবেৎ ॥ ১৯
কোশাধ্যক্ষপটলং যস্য কোশবৃদ্ধিকরৈর্নরৈঃ।
আপ্তৈস্তুষ্টৈশ্চ সততং চীয়তে স নৃপোত্তমঃ ॥ ২০
কোষ্ঠাগারমসংহার্য্যৈরাপ্তৈঃ সঞ্চয়তৎপরৈঃ।
পাত্রভূতৈরলুব্ধৈশ্চ পাল্যমানং গুণী ভবেৎ ॥ ২১
ব্যবহারশ্চ নগরে যস্য কর্মফলোদয়ঃ।
দৃশ্যতে শঙ্খলিখিতঃ স ধর্মফলভাঙ্ নৃপঃ ॥ ২২
সংগৃহীতমনুষ্যশ্চ যো রাজা রাজধর্মবিৎ।
ষড়্বর্গঃ প্রতিগৃহ্যাতি স ধর্মফলমশ্নুতে ॥ ১৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি পঞ্চদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫

ভীষ্ম বলিলেন,—তাত ভরতনন্দন! কেহই সহায়কগণ না থাকিলে রাজ্য পরিচালনা করিতে সমর্থ হন না। কেবল রাজ্য কেন? সহায়কগণ না থাকিলে কাহার কোনরূপ অর্থপ্রাপ্তিও হয় না। যদি বা প্রাপ্তি হয়, কিন্তু উহা রক্ষা করা সর্ব্বথা অসম্ভব হইয়া পড়ে (অতএব সেবক বা সহায়কগণের অবশ্যই প্রয়োজন আছে) যাঁহার সমস্ত সেবক জ্ঞান-বিজ্ঞানে কুশল, হিতৈষী, সৎকুলজাত এবং স্নেহপ্রবণ, সেই রাজার রাজ্যফল ভোগ হইয়া থাকে ॥ ১৩-১৫

যাঁহার মন্ত্রিগণ সদ্বংশজাত, ধনলোভে বিভেদগ্রস্ত হন না, উত্তম বুদ্ধিদাতা, সৎপুরুষ, সম্বন্ধজ্ঞানসম্পন্ন, ভবিষ্যৎ কালের উত্তম পরিকল্পনা রচয়িতা, সময়সম্বন্ধে অভিজ্ঞ এবং অতীত-বিষয় লইয়া শোকপ্রকাশ করেন না, সেই রাজাই রাজ্যের ফলভোগ করিয়া থাকেন ॥ ১৬-১৭

যে সহায়কগণ রাজার সুখে নিজের সুখ এবং তাঁহার দুঃখে নিজের দুঃখ বলিয়া মনে করেন, সর্ব্বদা রাজার প্রিয়কারী, রাজার কিভাবে ধনবৃদ্ধি হয়, সেই চিন্তায় আবিষ্ট এবং সত্যাশ্রয়ী সেই রাজা রাজ্যের ফলভোগ করেন ॥ ১৮

যাঁহার দেশ উৎপীড়িত হয় না এবং সর্ব্বদা নিকটবর্ত্তী থাকে, যিনি স্বয়ং নীচমনা না হইয়া সদা সৎপথ অবলম্বন করেন, সেই রাজা রাজ্যের ফলভোগ করেন ॥ ১৯

বিশ্বাসপাত্র, সন্তুষ্ট ও কোষবৃদ্ধি করিতে সতত সচেষ্ট কোষগ্রাহক মনুষ্যগণকর্তৃক যাঁহার কোষ (ধনাগার) সর্ব্বদা বর্দ্ধিত হইতে থাকে, তিনি নৃপসকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ॥ ২০

লোভবশতঃ যাঁহারা বিভেদগ্রস্ত হন না, সেরূপ বিশ্বাসভাজন, ধনাদি সঞ্চয়নিপুণ, সৎপাত্র এবং নির্লোভ মনুষ্যগণ যদি অন্নাদি ভাণ্ডার রক্ষায় তৎপর থাকেন, তবে তাঁহার বিশেষ উন্নতি হয় ॥ ২১

যাঁহার নগরে কর্ম্মানুসারে ফলপ্রাপ্তি প্রতিপাদনকারী শঙ্খলিখিত মুনিকর্তৃক বিরচিত ন্যায় ব্যবহার প্রতিপালিত হয়, সেই রাজা ধর্ম্মের ফলভাগী হইয়া থাকেন ॥ ২২

যে রাজা রাজধর্ম্ম জানেন, নিজের রাজনীতিতে উত্তম মনুষ্যগণকে সংগ্রহ করিয়া নানাবিধ কর্ম্মে নিয়োগ করিয়া রাখেন এবং সময় অনুসারে সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধীভাব এবং সমাশ্রয়নামক ছয়টি গুণ ব্যবহার করেন, তিনি ধর্ম্মের ফলভাগী হন ॥ ২৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে পঞ্চদশাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষোড়শাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

(সজ্জনানাং চরিত্রবিষয়ে দৃষ্টান্তরূপেণ মহর্ষি-সারমেয়বৃত্তান্তবর্ণনম্ ।

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

(ন সন্তি কুলজা যত্র সহায়াঃ পার্থিবস্য তু ।
অকুলীনাশ্চ কর্তব্যা ন বা ভরতসত্তম ॥)

ভীষ্ম উবাচ ।

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্
নিদর্শনং পরং লোকে সজ্জনাচরিতে সদা ॥ ১
অস্যৈবার্থস্য সদৃশং যচ্ছ্রুতং মে তপোবনে ।
জামদগ্ন্যস্য রামস্য যদুক্তমৃষিসত্তমৈঃ ॥ ২
বনে মহতি কস্মিংশ্চিদমনুষ্যনিষেবিতে ।
ঋষির্মূলফলাহারো নিয়তো নিয়তেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৩
দীক্ষাদমপরঃ শান্তঃ স্বাধ্যায়পরমঃ শুচিঃ ।
উপবাসবিশুদ্ধাত্মা সততং সত্ত্বমাস্থিতঃ ॥ ৪
তস্য সংদৃশ্য সদ্ভাবমুপবিষ্টস্য ধীমতঃ ।
সর্বে সত্ত্বাঃ সমীপস্থা ভবন্তি বনচারিণঃ ॥ ৫
সিংহ ব্যাঘ্রগণাঃ ক্রূরা মত্তাশ্চৈব মহাগজাঃ ।
দ্বীপিনঃ খড়্গ-ভল্লুকা যে চান্যে ভীমদর্শনাঃ ॥ ৬
তে সুখপ্রশ্নদাঃ সর্বে ভবন্তি ক্ষতজাশনাঃ ।
তস্যর্ষেঃ শিষ্যবচ্চৈব স্বগৃ ভূতাঃ প্রিয়কারিণঃ ॥ ৭
দত্ত্বা চ তে সুখপ্রশ্নং সর্বে যান্তি যথাগতম্ ।
গ্রাম্যস্ত্বেকঃ পশুস্তত্র নাজহাৎ স মহামুনিম্ ॥ ৮
ভক্তোঽনুরক্তঃ সততমুপবাসকৃশোঽবলঃ
ফলমূলোদকাহারঃ শান্তঃ শিষ্টাকৃতির্যথা ॥ ৯
তস্যার্ষেরুপবিষ্টস্য পাদমূলে মহামতে ।
মনুষ্যবদ্গতো ভাবো স্নেহবদ্ভোঽভবদ্ ভৃশম্ ॥ ১০

ষোড়শাধিকশততম অধ্যায়।

(সজ্জনগণের চরিত্রবিষয়ে দৃষ্টান্তরূপে এক মহর্ষি ও কুকুরের বৃত্তান্ত বর্ণন।)

(যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ! যেস্থলে রাজার নিকট উত্তমকুলোৎপন্ন সহায়কগণ নাই, সেস্থলে নীচকুলোৎপন্ন মনুষ্যগণকে সহায়ক করিতে পারা যায় কি না? ১)

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! এ বিষয়ে অভিজ্ঞ পুরাবিদ্গণ এক প্রাচীন ইতিহাস উদাহরণ প্রদান করেন, যাহা জগতে সৎপুরুষসকলের আচরণসম্বন্ধে সর্ব্বদা উত্তম আদর্শ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। ১

আমি এই বিষয়ে তপোবনে অনুরূপ এক বৃত্তান্ত শুনিয়াছি, যাহা শ্রেষ্ঠ মহর্ষিগণ জমদগ্নিনন্দন পরশুরামকে বলিয়াছিলেন। ২

কোন এক বিশাল নির্জ্জন বনে ফলমূল আহার করত অবস্থানকারী নিয়মপরায়ণ জিতেন্দ্রিয় মহর্ষি বাস করিতেছিলেন। ৩

তিনি উত্তম ব্রতের দীক্ষা গ্রহণ করত ইন্দ্রিয়সংযম ও মনোনিগ্রহ করিতে করিতে প্রতিদিন পবিত্রভাবে বেদশাস্ত্রের স্বাধ্যায় করিতে লাগিলেন। উপবাসে তাঁহার অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল এবং তিনি সতত সত্ত্বগুণে অবস্থিত ছিলেন। ৪

একদিন কোন একস্থানে উপবিষ্ট সেই বুদ্ধিমান্ মহর্ষির সদ্ভাব দেখিয়া সমস্ত বনচারী জীব-জন্তু তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। ৫

ক্রূরস্বভাব সিংহ ও ব্যাঘ্রগণ, মদমত্ত বিশাল বহু হস্তী, চিতাবাঘ, গণ্ডার, ভল্লুক এবং আরও অন্যান্য দেখিতে ভয়ঙ্কর প্রাণীরা সকলেই তাঁহার নিকটে আসিতে আরম্ভ করিল। ৬

যদিও ইহারা সকলেই দলকে দল মাংসাহারী হিংস্র প্রাণী ছিল, তথাপি তাহারা সেই ঋষির শিষ্যের ন্যায় মস্তক অবনত করিয়া তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিল, তাঁহার সুখ ও স্বাস্থ্যের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল এবং সর্ব্বদা তাঁহার প্রিয় কার্য্য করিতে থাকিল। ৭

এই সব জীব-জন্তু ঋষিকে তাঁহার কুশল সমাচার জিজ্ঞাসা করিবার জন্য যেভাবে আসিয়াছিল, সেইভাবে চলিয়া যাইল। কিন্তু এক গ্রামজাত কুকুর সেই মহামুনিকে ত্যাগ করিয়া গমন করিল না। ৮

সে এই মহামুনির ভক্ত ও অনুরক্ত ছিল এবং উপবাস করিতে থাকায় দুর্ব্বল ও কৃশ হইয়া যাইল। সে-ও ফল-মূল এবং জল আহার করিত, মনকে সংযত করিয়া রাখিত এবং সৎপুরুষের ন্যায় জীবন-যাপন করিতে লাগিল। ৯

মহামতি যুধিষ্ঠির! সেই মহর্ষির চরণপ্রান্তে উপবিষ্ট সেই কুকুরের মনে মনুষ্যের ন্যায় ভাব (স্নেহ) উৎপন্ন হইল। সে মহর্ষির প্রতি অত্যন্ত স্নেহে আবদ্ধ হইয়া পড়িল। ১০

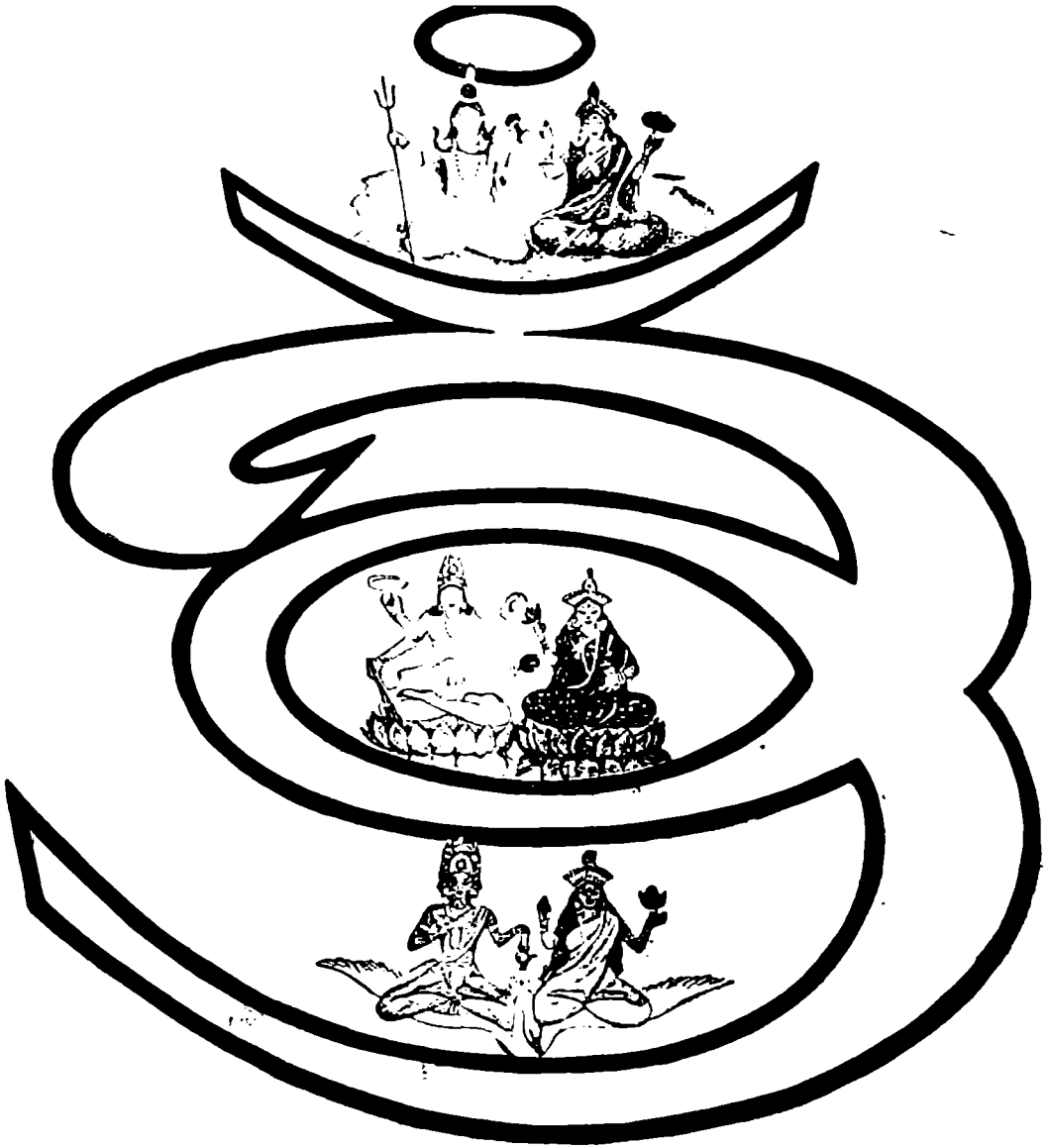

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

প্রবর্ত্তিত

৺শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ ॥

ওঙ্কার মঠ

১১।৩।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

আমি যুগে যুগে ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য অবতীর্ণ হই। প্রজাপতি ব্রহ্মা ভগবান্ রুদ্রদেবকে ব'লেছিলেন—হে সাধুশিরোমণি! সেই বিরাট্ পুরুষ যেরূপ সনাতন অধিকারী অবিনাশী অপ্রমেয় এবং সর্ব্বব্যাপী আমি তা ব'ল্‌ছ। তুমি বা আমি অথবা অন্য কেহই সেই নির্গুণ সগুণ বিশ্বাত্মা পুরুষকে এই চর্ম্মচক্ষু দ্বারা দেখ্‌তে সমর্থ হয় না, তিনি জ্ঞানদৃশ্য বলে স্মৃত হন। তিনি স্থূল সূক্ষ্ম এবং কারণ তিন দেহরহিত হ'য়েও সকলের শরীরে নিবাস করেন এবং সেই শরীর সকলে নিবাস করেও কখনও তাদের কর্ম্মের দ্বারা লিপ্ত হন্ না। তিনি তোমার আমার এবং অন্য দেহধারী জীবগণের অন্তরাত্মা সকলের সাক্ষী পুরুষোত্তম কখন কারও দ্বারা গ্রাহ্য নন, সম্পূর্ণ বিশ্বই তাঁর মস্তক বাহু চরণ নয়ন এবং নাসিকা। স্বচ্ছন্দ বিহারকারী একমাত্র পুরুষোত্তম সমুদয় ক্ষেত্রে সুখে বিচরণ করেন। সেই

১২শ বর্ষ, আশ্বিনমাস. ১৩৮০ চতুর্থসংখ্যা রামপার্শ্বীয়া যাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম—

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

• • •

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

•

যুগ্ম-সম্পূজক

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম-এ, ডি-লিট
শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পূজক সঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাকৃষণ
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(ভারতীয় সঙ্ঘসম্প্রদায়)

যুগ্ম-কর্ম্মাধ্যক্ষ :—
ডা: শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, এম্-বি,
ডি. ও. এম . এস্, ডি.পি.এইচ.,
ডি.টি.এম্. এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।
এফ .আর.এস্.টি.এম এণ্ড এইচ (লণ্ডন)
কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় :—
৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৪০৮)

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা]

নিয়মাবলি

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ১৫·· টাকা, প্রতি সংখ্যা ১·৫০ নঃ পঃ, অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০·· টাকা, প্রতি সংখ্যা ২·· টাকা মাত্র গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়

এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে তাহার পরও দেবী-ভাগবতাদি যাবতীয় আর্ষশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

মাসিকপত্রের মুদ্রণ-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ থাকিলে "সম্পূজক, আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত পত্রাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬" এই ঠিকানায় জানাইবেন। ফোন নং ৩৪-৮৪০৮

মণি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন

আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলি পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড
কলিকাতা—৩৫

১। মন্বাদি সমস্ত স্মৃতিসংহিতা— ২২·৫০
২। শ্রীবাল্মীকিরামায়ণ— ৩০·০০
৩। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ— ৯·০০
৪। শ্রীমদ্ভাগবত— ৪৫·০০

ততোঽভ্যায়ান্মহাবীর্য্যো দ্বীপী ক্ষতজভোজন: ।
স্বার্থমত্যন্তসন্তপ্ত: ক্রূরকাল ইবাপর: ॥ ১১
লেলিহ্যমানস্তৃষিত: পুচ্ছাস্ফোটনতৎপর:
ব্যাদিতাস্য: ক্ষুধাভুগ্ন: প্রার্থয়ানস্তদামিষম্ ॥ ১২
দৃষ্ট্বা তং ক্রূরমায়ান্তং জীবিতার্থী নরাধিপ ।
প্রোবাচ শ্বা মুনিং তত্র তচ্ছৃণুষ্ব বিশাম্পতে ॥ ১৩
শক্রর্ভগবন্নেষ দ্বীপী মাং হন্তুমিচ্ছতি ।
ত্বৎপ্রসাদাদ্ ভয়ং ন স্যাদস্মাকম্ মহামুনে ॥ ১৪
তথা কুরু মহাবাহো সর্বজ্ঞস্ত্বং ন সংশয়: ।
স মুনিস্তস্য বিজ্ঞায় ভাবজ্ঞো ভয়কারণম্ ।
কৃতজ্ঞ: সর্বসত্ত্বানাং তমৈশ্বর্য্যসমন্বিত: ॥১৫

মুনিরুবাচ ।

ন ভয়ং দ্বীপিন: কার্য্যং মৃত্যুস্তস্তে কথঞ্চন ।
এষ স্বরূপরহিতো দ্বীপী ভবসি পুত্রক ॥ ১৬
ততঃ শ্বা দ্বীপিতাং নীতো জাম্বুনদনিভাকৃতি: ।
চিত্রাঙ্গো বিস্ফুরদ্দংষ্ট্রো বনে বসতি নির্ভয়: ॥ ১৭
তং দৃষ্ট্বা সম্মুখে দ্বীপী আত্মন: সদৃশং পশুম্
অবিরুদ্ধস্তত্তস্তস্য ক্ষণেন সমপদ্যত ॥ ১৮
ততোঽভ্যায়ান্মহারৌদ্রো ব্যাদিতাস্য: ক্ষুধান্বিত: ।
দ্বীপিনং লেলিহদ্ বক্ত্রো ব্যাঘ্রো রুধিরলালস: ১৯
ব্যাঘ্রং দৃষ্ট্বা ক্ষুধাভুগ্ন: দংষ্ট্রিণং বনগোচরম্ ।
দ্বীপী জীবিতরক্ষার্থমৃষিং শরণমেয়িবান্ ॥ ২০
সংবাসজং পরং স্নেহমৃষিণা কুর্বতা তদা ।
স দ্বীপী ব্যাঘ্রতাং নীতো রিপূণাং বলবত্তর: ॥ ২১
ততো দৃষ্ট্বা স শার্দূলো নাহনৎ তং বিশাম্পতে ।
স তু শ্বা ব্যাঘ্রতাং প্রাপ্য বলবান্ পিশিতাশন: ॥ ২২

তদনন্তর একদিন কোন মহাবল রক্তভোজী চিতাবাঘ অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া সেই কুকুরটি ধরিবার জন্য ক্রূর কাল এবং যমরাজের ন্যায় সেস্থানে আসিল । ১১

সে বারংবার নিজের দুই ওষ্ঠপ্রান্ত জিহ্বার দ্বারা চাটিতে লাগিল এবং পুচ্ছের শব্দ করিতে আরম্ভ করিল এবং তৃষ্ণায় ব্যাকুল হইয়া উঠিল । এই ব্যাঘ্র নিজের মুখ তখন বিস্তার করিয়া রাখিয়াছিল, ক্ষুধায় কাতর হইয়া পড়িয়াছিল এবং সে কুকুরের মাংস ভোজন করিবার জন্য বাসনা করিতে লাগিল । ১২

প্রজানাথ ! নরেশ্বর ! সেই ক্রূর চিতাবাঘকে আসিতে দেখিয়া নিজের প্রাণরক্ষা করিতে অভিলাষী কুকুর মুনিকে যাহা কিছু বলিয়াছিল, সেই সমস্ত শ্রবণ কর । ১৩

ভগবন্ ! এই চিতাবাঘ সকলের শত্রু এবং আমাকে বধ করিতে অভিলাষী হইয়াছে । মহামুনে ! মহাবাহো ! আপনি এরূপ করুন, যাহাতে আপনার কৃপায় এই চিতাবাঘ হইতে আমার কোন ভয় না হয় । আপনি সর্বজ্ঞ, ইহাতে কোনও সংশয় নাই । (অতএব আমার প্রার্থনা শ্রবণ করত উহা অবশ্যই পূর্ণ করিবেন ।) ॥ ১৪½

সেই সিদ্ধির ঐশ্বর্যশালী মুনি সকলের মনের ভাব জানিতে পারিতেন এবং সকল জীবেরই ভাষা বুঝিতে পারিতেন । তিনি কুকুরের ভয়ের কারণ জানিয়া তাহাকে এই কথা বলিলেন ॥ ১৫

মুনি বলিলেন,—পুত্র ! নিজেরই পক্ষে মৃত্যুস্বরূপ এই চিতাবাঘকে তুমি কোনরূপ ভয় করিও না । তুমি বর্তমানে কুকুররূপরহিত হইয়া চিতাবাঘ হও ॥ ১৬

তদনন্তর মুনি কুকুরকে চিতাবাঘ করিয়া দিলেন । তাহার আকৃতি সুবর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল । তাহার সর্বাঙ্গে নানারূপ চিত্র দেখা যাইল এবং বড় বড় দাঁতগুলি প্রস্ফুরিত হইতে লাগিল । সে তখন নির্ভয় হইয়া বনে বাস করিতে থাকিল ॥ ১৭

তারপর চিতাবাঘ যখন দেখিল, তাহার সম্মুখে তাহারই ন্যায় একটি জীব অবস্থিত, তখন তাহার বিরোধী ভাব ক্ষণকালের মধ্যেই নষ্ট হইয়া যাইল ॥ ১৮

তদনন্তর অন্য একদিন মহাভয়ঙ্কর অপর একটি ক্ষুধিত ব্যাঘ্র তাহার রক্তপান করিবার ইচ্ছায় মুখবিস্তার করত নিজের দুই ওষ্ঠপ্রান্ত লেহন করিতে করিতে সেই চিতাবাঘের পশ্চাদ্ধাবন করিল ॥ ১৯

দন্তযুক্ত বনচারী ব্যাঘ্রকে ক্ষুধায় কুটিলভাব ধারণ করিতে দেখিয়া সেই চিতাবাঘ (কুকুর হইতে ঋষির কৃপায় চিতাবাঘে পরিণত) নিজের জীবন রক্ষার জন্য পুনরায় ঋষির শরণ গ্রহণ করিল । ২০

তখন সহবাসজনিত উত্তম স্নেহনিবন্ধন করিতে করিতে মহর্ষি সেই চিতাবাঘকে ব্যাঘ্রে রূপান্তরিত করিয়া দিলেন । এই ব্যাঘ্র নিজের শত্রুর পক্ষে অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিল । ২১

প্রজানাথ ! তদনন্তর সেই ব্যাঘ্র তাহাকে নিজের সমান রূপবিশিষ্ট দেখিয়া বধ করিল না । অন্যদিকে সেই কুকুর ঋষির কৃপায় বলবান্ ব্যাঘ্র হইয়া মাংস আহার করিতে আরম্ভ করিল । ২২

ন মূল-ফলভোগেষু স্পৃহামস্যাকরোৎ তদা।
যথা মৃগপতির্নিত্যং প্রকাঙ্ক্ষতি বনৌকসঃ
তথৈব স মহারাজ ব্যাঘ্রঃ সম্ভবৎ তদা ॥ ২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি ঋষিসংবাদে
ষোড়শাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৬

মহারাজ! এখন ত' তাহার ফলমূল খাইবার কোন ইচ্ছাই জাগরিত হয় না। যেরূপ বনরাজ সিংহ প্রতিদিন জন্তুগণের মাংস খাইতে অভিলাষ করে, সেইরূপ এই ব্যাঘ্রও সেই সময় মাংসভোজী হইয়া উঠিল। ২৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্বে কুকুর ও ঋষির সংবাদ-বিষয়ক ষোড়শাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[স্বযোনিতঃ শরভযোনিং গতস্য সারমেয়স্য মহর্ষি শাপেন পুনঃ কুক্কুরযোনৌ প্রত্যাবর্ত্তনম্।]

ভীষ্ম উবাচ।

ব্যাঘ্রশ্চোটজমূলস্থস্তৃপ্তঃ সুপ্তো হতৈর্মৃগৈঃ
নাগশ্চাগাৎ তমুদ্দেশং মত্তো মেঘ ইবোদ্ধতঃ ॥ ১

প্রভিন্নকরটঃ প্রাংশুঃ পদ্মী বিততকুম্ভকঃ।
সুবিষাণো মহাকায়ো মেঘগম্ভীরনিঃস্বনঃ ॥ ২

তং দৃষ্ট্বা কুঞ্জরং মত্তমায়ান্তং বলগর্বিতম্
ব্যাঘ্রো হস্তিভয়াৎ ত্রস্তস্তমৃষিং শরণং যযৌ ॥ ৩

ততোঽনয়ৎ কুঞ্জরত্বং ব্যাঘ্রং তমৃষিসত্তমঃ
মহামেঘনিভং দৃষ্ট্বা স ভীতো দ্রুতবদ্ গজঃ ॥৪

ততঃ কমলষণ্ডানি শল্লকীগহনানি চ।
ব্যচরৎ স মুদাযুক্তঃ পদ্মরেণুবিভূষিতঃ ॥ ৫

কদাচিদ্ ভ্রমমাণস্য হস্তিনঃ সম্মুখং তদা
ঋষেস্তস্যোটজস্থস্য কালোঽগচ্ছন্নিশানিশম্ ॥ ৬

অথাজগাম তং দেশং কেশরী কেশরারুণঃ।
গিরিকন্দরজো ভীমঃ সিংহো নাগকুলান্তকঃ ॥ ৭

তং দৃষ্ট্বা সিংহমায়ান্তং নাগঃ সিংহভয়ার্দিতঃ।
ঋষিং শরণমাপেদে বেপমানো ভয়াতুরঃ ॥ ৮

স ততঃ সিংহতাং নীতো নাগেন্দ্রো মুনিনা তদা।
বন্যং নাগশরৎ সিংহং তুল্যজাতিসমন্বয়াৎ ॥ ৯

সপ্তদশাধিক শততম অধ্যায়

[কুকুর হইতে শরভযোনিতে গমন করত পুনরায় ঋষিশাপে কুকুরযোনিতে প্রত্যাবর্ত্তন।]

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! সেই ব্যাঘ্র (ঋষির কৃপায় কুকুর-যোনি হইতে ব্যাঘ্র-যোনিতে উপনীত) নিজের দ্বারা নিহত মৃগগণের মাংস ভক্ষণ করত তৃপ্ত হইয়া মহর্ষির কুটীরের পার্শ্বেই শয়ন করিত। এই সময়ে সেস্থানে উচ্চ হইয়া উত্থিত মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণের এক মদোন্মত্ত হাতী আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ১

তাহার গণ্ডস্থল হইতে মদধারা নিঃসৃত হইতেছিল এবং কুম্ভস্থল অতিশয় বিস্তৃত ছিল। তাহার উপরে পদ্মের চিহ্ন ছিল ও দন্তগুলি সুন্দর ছিল। এই বিশাল দেহ উচ্চ হস্তী মেঘের ন্যায় গম্ভীর গর্জন করিতে লাগিল। ২

সেই বলগর্বিত মদমত্ত গজরাজকে আসিতে দেখিয়া সেই ব্যাঘ্র হস্তিভয়ে পুনরায় ঋষির শরণ গ্রহণ করিল। ৩

তখন সেই মুনিশ্রেষ্ঠ ঐ ব্যাঘ্রকে হাতী করিয়া দিলেন। সেই মহামেঘসদৃশ বিশাল হাতীকে দেখিয়া বনজাত পূর্ব্ব হাতী ভীত হইয়া পলায়ন করিল। ৪

তদনন্তর সেই হাতী কমলসকলের পরাগে বিভূষিত ও আনন্দিত হইয়া পদ্মবনে এবং শল্লকী লতাসকলের উপবনে বিচরণ করিতে লাগিল। ৫

কখনও কখনও আশ্রমবাসী ঋষির সম্মুখেও বিচরণ করিতে থাকিল। এইভাবে তাহার রাত্রির বহুলাংশই অতিবাহিত হইল। ৬

তদনন্তর সেই প্রদেশে একটি কেশরযুক্ত সিংহ আসিয়া উপস্থিত হইল। সিংহের কেশরসমূহের বর্ণ ঈষৎ রক্তিম ছিল। পর্ব্বত-গুহায় উৎপন্ন সেই ভয়ানক সিংহ গজবংশবিনাশী কালসদৃশ ছিল ॥ ৭

সেই সিংহকে আসিতে দেখিয়া উক্ত হস্তী তাহার ভয়ে পীড়িত এবং ভয়বিহ্বল হইয়া কাঁপিতে লাগিল এবং ঋষির শরণ গ্রহণ করিল ॥ ৮

তখন মুনি সেই গজরাজকে সিংহ করিয়া দিলেন। তখন সে

দৃষ্ট্বা চ সোঽভবৎ সিংহো বন্যো ভয়সমন্বিতঃ।
স চাশ্রমেঽবসৎ সিংহস্তস্মিন্নেব মহাবনে ॥ ১০
তস্ত্রাৎ পশবো নান্যে তপোবনসমীপতঃ।
ব্যদৃশ্যন্ত তদা ত্রস্তা জীবিতাকাঙ্ক্ষিণস্তথা ॥ ১১
কদাচিৎ কালযোগেন সর্বপ্রাণিবিহিংসকঃ।
বলবান্ ক্ষতজাহারো নানাসত্ত্বভয়ঙ্করঃ ॥ ১২
অষ্টপাদূর্ধ্বনয়নঃ শরভো বনগোচরঃ
তং সিংহং হন্তুমাগচ্ছন্মুনেস্তস্য নিবেশনম্ ॥১৩
(তং দৃষ্ট্বা শরভং যান্তং সিংহঃ পরভয়াতুরঃ।
ঋষিং শরণমাপেদে বেপমানঃ কৃতাঞ্জলিঃ ॥)
তং মুনিঃ শরভং চক্রে বলোৎকটমরিন্দম।
ততঃ স শরভো বন্যো মুনেঃ শরণমগ্রতঃ ॥ ১৪
দৃষ্ট্বা বলিনমভ্যগ্রং দ্রুতং সম্প্রাদ্রবদ্ বনাৎ।
স এবং শরভস্থানে সংস্থাপ্তো মুনিনা তদা ॥ ১৫

মুনেঃ পার্শ্বগতো নিত্যং শরভঃ সুখমাপ্তবান্।
ততঃ শরভসন্ত্রস্তাঃ সর্বে মৃগগণাস্তদা ॥ ১৬
দিশঃ সম্প্রাদ্রবন্ রাজন্ ভয়াজ্জীবিতকাঙ্ক্ষিণঃ।
শরভোঽপ্যতিসংহৃষ্টো নিত্যং প্রাণিবধে রতঃ ॥ ১৭
ফলমূলাশনং কর্তুং নৈচ্ছৎ স পিশিতাশনঃ।
ততো রুধিরবর্ষেণ বলিনা শরভোঽস্থিতঃ ॥ ১৮
ইয়েষ তং মুনিং হন্তুমকৃতজ্ঞঃ স্বযোনিজঃ।
(চিন্তয়ামাস চ তদা শরভঃ স্থানপূর্বকঃ
অস্য প্রভাবাৎ সম্প্রাপ্তো বাঙ্মাত্রেণ তু কেবলম্ ॥
শরভত্বং সুদুষ্প্রাপং সর্বভূতভয়ঙ্করম্।
অস্মেঽপ্যত্র ভয়ত্রস্তাঃ সন্তি হস্তিভয়াদিতাঃ ॥
মুনিমাশ্রিত্য জীবন্তো মৃগাঃ পক্ষিগণাস্তথা
তেষামপি কদাচিচ্চ শরভত্বং প্রযচ্ছতি ॥

নিজের সমান জাতি বলিয়া বনজাত সেই সিংহকে কোনরূপ গণ্যই করিল না ॥ ৯

উহা দেখিয়া বনজাত সিংহ নিজেই ভীত হইয়া পড়িল। তারপর সেই সিংহরূপধারী কুকুর মহাবনে সেই আশ্রমেই বাস করিতে লাগিল ॥ ১০

তাহার ভয়ে বনের অন্য সব পশুরা ভীত হইয়া উঠিল এবং নিজেদের প্রাণ রক্ষা করিবার ইচ্ছায় তপোবনের সমীপে কখনও দেখা দিত না ॥ ১১

তদনন্তর কালক্রমে সেস্থানে সমস্ত বনবাসী প্রাণীর হিংসক বলবান্ এক শরভ আসিয়া উপস্থিত হইল। রক্তপানকারী এই জন্তুর আটটি পদ ও উপরের দিকে নেত্র ছিল এবং বনজাত নানাপ্রকার জন্তুগণের মনে ভয় উৎপাদন করিতেছিল সে সেই সিংহকে বধ করিবার জন্য ঋষির আশ্রমসমীপে আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ১২-১৩

(এই শরভকে আসিতে দেখিয়া সিংহ অত্যন্ত ভয়ে ব্যাকুল-চিত্তে কাঁপিতে কাঁপিতে কৃতাঞ্জলি হইয়া ঋষির শরণ গ্রহণ করিল।)

শত্রুদমন যুধিষ্ঠির! তখন সেই মুনি তাহাকে বলোন্মত্ত শরভ করিয়া দিলেন। তখন বনজাত সেই শরভ মুনিসৃষ্ট অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও বলবান্ শরভকে সম্মুখে দেখিয়া ভীত মনে অতিদ্রুত সেই বন হইতে পলায়ন করিল ॥ ১৪½

এইভাবে সেই মুনি উক্ত কুকুরকে সেই সময় শরভের স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিলেন। এই শরভ প্রতিদিন মুনির নিকটে সুখে বাস করিতে লাগিল ॥ ১৫½

রাজন্! এই শরভ হইতে ভীত বনের সকল পশুই নিজেদের প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য ভয়বশতঃ চারিদিকে পলাইয়া যাইল ১৬½

শরভও অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া সর্বদা প্রাণিগণকে বধ করিবার কার্যে নিরত রহিল। সেই মাংসভোজী জীব ফল-মূল খাইবার আর বাসনা করিল না ॥ ১৭½

তদনন্তর কুকুর জাতি হইতে ক্রমানুসারে শরভে পরিণত এই অকৃতজ্ঞ পশু একদিন প্রবল রক্তের পিপাসায় পীড়িত হইয়া সেই মুনিকেই বিনাশ করিতে ইচ্ছুক হইল ॥ ১৮½

(পূর্বে যে কুকুর ছিল এবং পরে যে শরভ হইয়াছে, সেই পশু চিন্তা করিতে লাগিল যে, এই মহর্ষির প্রভাবে– ইনি কেবল বাক্যের দ্বারা বলিবামাত্রই আমি অতিশয় দুর্লভ শরভ-জন্ম প্রাপ্ত হইয়াছি। এই শরভ সমস্ত প্রাণিগণের পক্ষেই ভয়ঙ্কর।

এই মুনীশ্বরের শরণ গ্রহণ করিয়া আরও বহু মৃগ ও পক্ষী বাস করিতেছে, তাহারা হাতী ও অন্য ভয়ানক জন্তুগণের দ্বারা ভীত হইয়া বাস করে। যদি সম্ভব হয়, তবে এই মুনি যদি কোনদিন তাহাদিগকে তাদৃশ শরভ হইবার বর দান করেন, যাহার মধ্যে জগতের সকল প্রাণিগণ হইতে শ্রেষ্ঠ বল প্রতিষ্ঠিত আছে।

ইনি যদি ইচ্ছা করেন, তবে পক্ষিগণকে গরুড়ের বল দান করিতে পারেন। অতএব দয়ায় বশীভূত হইয়া এই মুনি যতক্ষণ

সর্বলক্ষোত্তমং লোকে বলং যত্ত প্রতিষ্ঠিতম্
পক্ষিণামপ্যয়ং দত্তাৎ কদাচিদ্ গারুডং বলম্ ॥
যাবদেনাসা সম্প্রীতঃ কারুণ্যাক্ষ সমাশ্রিতঃ।
ন দদাতি বলং তুষ্টঃ সত্ত্বস্যানাস্য কস্যচিৎ ॥
তাবদেনমহং বিপ্রং বধিষ্যামি চ শীঘ্রতঃ।
স্থাতুং ময়া শক্যমিহ মুনিঘাতাগ্র সংশয়ঃ ॥ ।
ততস্তেন তপঃ শক্ত্যা বিদিতো জ্ঞানচক্ষুষা ॥ ১৯
বিজ্ঞায় স মহাপ্রাজ্ঞো মুনিঃ শ্বানং তমুক্তবান্।
শ্বা ত্বং দ্বীপিত্বমাপন্নো দ্বীপী ব্যাঘ্রত্বমাগতঃ ॥ ২০
ব্যাঘ্রোগ্রাসো মদপটুনাগঃ সিংহত্বমাগতঃ।
সিংহত্বং বলমাপন্নো ভূয়ঃ শরভতাং গতঃ ॥ ২১
ময়া স্নেহপরীতেন বিসৃষ্টো ন কুলাধমঃ।
যস্মাদেবমপাপং মাং পাপ হিংসিতুমিচ্ছসি
তস্মাৎ স্বযোনিমাপন্নঃ শ্বৈব ত্বং হি ভবিষ্যসি ॥ ২২
ততো মুনিজনদ্বেষ্টা দুষ্টাত্মা প্রাকৃতোঽবুধঃ।
ঋষিণা শরভঃ শপ্তস্তদ্রূপং পুনরাপ্তবান্ ॥ ২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি ঋষিসংবাদে সপ্তদশাধিকশততমোঽধ্যায় ॥ ১১৭

না এতাদৃশ বল অন্য কাহার উপরে স্থাপিত করেন, সেই সময়ের মধ্যেই আমি এই ব্রহ্মর্ষিকে সংহার করিব। মুনি নিহত হইলে পর আমি এস্থানে নিরুদ্বেগে বাস করিতে পারিব, ইহাতে কোনও সংশয় নাই।)

জ্ঞাননেত্রসম্পন্ন সেই মুনীশ্বর নিজের তপঃশক্তির প্রভাবে শরভের সেই মনোভাবের কথা জানিতে পারিলেন। উহা জানিয়াই সেই মহাজ্ঞানী মুনি কুকুরকে বলিলেন ॥ ১৯

অরে! তুমি ত' পূর্ব্বে কুকুর ছিলে, তারপর আমি তোমাকে চিতাবাঘ করি, তারপর সেই চিতা হইতে ব্যাঘ্র, ব্যাঘ্র হইতে মদোন্মত্ত হস্তী, হস্তী হইতে সিংহ-যোনিতে আসিয়াছ এবং বলবান্ সিংহ হইয়া পরে পুনরায় এই শরভ-দেহ প্রাপ্ত হইয়াছ ॥ ২০-২১

যদিও তুমি নীচকুলে উৎপন্ন হইয়াছিলে, তথাপি আমি তোমাকে স্নেহবশতঃ পরিত্যাগ করি নাই। রে পাপী কুকুর! তোমার উপর আমার মনে কখনও পাপভাব উদয় হয় নাই, তথাপি তুমি এইরূপে আমাকে হত্যা করিতে ইচ্ছুক হইয়াছ। অতএব তুমি পুনরায় নিজ যোনিতেই আসিয়া কুকুর হইয়া যাও ॥২২

মহর্ষি এইভাবে শাপ দান করিলে পর সেই মুনিজনদ্রোহী দুষ্টাত্মা নীচ ও মূর্খ শরভ পুনরায় কুকুররূপে পরিণত হইল ॥ ২৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্বে কুকুর ও ঋষির সংবাদ-বিষয়ক সপ্তদশাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[রাজ্ঞঃ, তৎসেবক-সচিব-সেনাপতি প্রভৃতীনাম্ উত্তমগুণানাঞ্চ বর্ণনম্, ততো লাভবিষয়নিরূপণঞ্চ]

ভীষ্ম উবাচ।

স চ্বা প্রকৃতিমাপন্নঃ পরং দৈন্যমুপাগতঃ।
ঋষিণা হুড়কৃতঃ পাপস্তপোবনবহিষ্কৃতঃ ॥ ১
এবং রাজ্ঞা মতিমতা বিদিত্বা সত্যশৌচতাম্।
আর্জবং প্রকৃতিং সত্যং শ্রুতং বৃত্তং কুলং দমম্ ॥ ২
অনুক্রোশং বলং বীর্য্যং প্রভাবং প্রশ্রয়ং ক্ষমাম্।
ভৃত্যা যে যত্র যোগ্যাঃ স্যুস্তত্র স্থাপ্যাঃ সুরক্ষিতাঃ ॥ ৩
নাপরীক্ষ্য মহীপালঃ সচিবং কর্তুমর্হতি।
অকুলাননরাকীর্ণো ন রাজা সুখমেধতে ॥ ৪
কুলজঃ প্রাকৃতো রাজ্ঞা স্বকুলীনতয়া সদা।
ন পাপে কুরুতে বুদ্ধিং ভিদ্যমানোঽপ্যনাগসি ॥ ৫
অকুলীনস্তু পুরুষঃ প্রাকৃতঃ সাধুসংশ্রয়াৎ।
দুর্লভৈশ্বর্য্যভাগ্ প্রাপ্তো নিন্দিতঃ শত্রুতাং ব্রজেৎ ॥ ৬
কুলীনং শিক্ষিতং প্রাজ্ঞং জ্ঞানবিজ্ঞানপারগম্।
সর্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞং সহিষ্ণুং দেশজং তথা ॥ ৭
কৃতজ্ঞং বলবন্তঞ্চ ক্ষান্তং দান্তং জিতেন্দ্রিয়ম্।
অলুব্ধং লব্ধসন্তুষ্টং স্বামিমিত্রবৃতৃষকম্ ॥ ৮
সচিবং দেশকালজ্ঞং সত্ত্বসংগ্রহণে রতম্।
সততং যুক্তমনসং হিতৈষিণমতন্দ্রিতম্ ॥ ৯
যুক্তচারং স্ববিষয়ে সন্ধিবিগ্রহকোবিদম্।
রাজ্ঞাস্ত্রবর্গবেত্তারং পৌরজানপদপ্রিয়ম্ ॥ ১০
খাতকব্যূহতত্ত্বজ্ঞং বলহর্ষণকোবিদম্।
ইঙ্গিতাকারতত্ত্বজ্ঞং যাত্রাজ্ঞানবিশারদম্ ॥

অষ্টাদশাধিক শততম অধ্যায়।

[রাজা, তাঁহার সেবক সচিব ও সেনাপতি প্রভৃতি এবং উত্তম গুণসকলের বর্ণন ও উহা হইতে লাভের বিষয় নিরূপণ।]

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! এইরূপে নিজের যোনিতে আসিয়া সেই কুকুর দীনদশা প্রাপ্ত হইল। ঋষি হুঙ্কার দিয়া সেই পাপীকে তপোবন হইতে বহিষ্কার করিয়া দিলেন ॥ ১

সেইরূপ বুদ্ধিমান্ রাজার কর্তব্য হইল—প্রথমে নিজের সেবকগণের সত্য, শুদ্ধতা, সরলতা, স্বভাব, শাস্ত্রজ্ঞান, সদাচার, কুলীনতা, জিতেন্দ্রিয়তা, দয়া, বল, পরাক্রম, প্রভাব, বিনয় এবং ক্ষমা প্রভৃতি গুণসকল পরীক্ষা করিয়া যে সেবক যে কার্যের যোগ্য বলিয়া মনে হইবে, তাহাকে সেই কার্যে নিযুক্ত করিবেন এবং তাহাদের সর্বতোভাবে রক্ষার ব্যবস্থা করিবেন ॥ ২-৩

ভূপতি পরীক্ষা না করিয়া কাহাকেও নিজের মন্ত্রী করিবেন না; কারণ, নীচ কুলে উৎপন্ন মন্ত্রণাগণের সান্নিধ্যে রাজা কখনও সুখলাভ করিতে পারেন না এবং তাঁহার কোন উন্নতিও হয় না ॥ ৪

কুলীন পুরুষ যদি কখনও রাজা কর্তৃক বিনা অপরাধে তিরস্কৃত হন এবং লোকে যদি তাঁহার রাজার সহিত বিভেদের চেষ্টাও করে, তথাপি তিনি নিজের কুলীনতাবশতঃ রাজার অনিষ্ট করিবার কথা মনেও আনিতে পারেন না ॥ ৫

কিন্তু নীচকুলের মানুষ সাধুস্বভাব রাজার আশ্রয় গ্রহণ করত যদিও দুর্লভ ঐশ্বর্য ভোগ করিবার সুযোগ পায়, তথাপি যদি একবারও রাজা তাহার নিন্দা করেন, তবে সে তাঁহার শত্রু হইয়া যায় ॥ ৬

অতএব রাজা তাঁহাকেই মন্ত্রী করিবেন, যিনি কুলীন, সুশিক্ষিত, বিদ্বান্, জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শী, সকল শাস্ত্রের তত্ত্বজ্ঞ, সহনশীল, স্বদেশবাসী, কৃতজ্ঞ, বলবান্, ক্ষমাশীল, মনকে দমন করিতে সমর্থ, জিতেন্দ্রিয়, নির্লোভ, যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতেই সন্তুষ্ট, প্রভু ও তাঁহার মিত্রগণের উন্নতিকামী, দেশ কালসম্বন্ধে অভিজ্ঞ, প্রয়োজনীয় বস্তুসকলের সংগ্রহে নিপুণ, সদা মনকে বশীভূত করিয়া রাখিতে সমর্থ, প্রভুহিতৈষী, আলস্য-রহিত, নিজ রাজ্যে গুপ্তচর নিয়োগকারী, সন্ধি ও বিগ্রহের (যুদ্ধের) সময় বুঝিতে সমর্থ, রাজার ধর্ম, অর্থ ও কর্মের উন্নতির উপায়-সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, নগর ও গ্রামবাসী সকলের প্রিয়, খাত ও পরখনিখাণ এবং ব্যূহনিখাণের বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, নিজের সৈন্যদের উৎসাহবর্ধন করিতে প্রবীণ, ইঙ্গিত ও চেষ্টা দেখিয়াই মনের যথার্থ ভাব বুঝিতে সমর্থ, শত্রুদের উপর আক্রমণ করিবার সময় বুঝিতে বিশেষ চতুর, হস্তিশিক্ষায় নিপুণ, অহঙ্কারহীন, নির্ভীক, উদার, সংযমী, বলবান্, উচিত কার্যকারী, শুদ্ধ, শুদ্ধ-পুরুষযুক্ত, প্রসন্নমুখ, প্রিয়দর্শন, নেতা, নীতিকুশল, শ্রেষ্ঠ গুণ ও উত্তম চেষ্টাসমূহে সংযুক্ত, ঔদ্ধত্যহীন, বিনয়শীল,

হস্তিশিক্ষাসু তত্ত্বজ্ঞমহঙ্কারবিবর্জিতম্
প্রগল্‌ভং দক্ষিণং দান্তং বলিনং যুক্তকারিণম্ ॥ ১১
চৌক্ষং চৌক্ষজনাকীর্ণং সুমুখং সুখদর্শনম্ ।
নায়কং নীতিকুশলং গুণচেষ্টাসমন্বিতম্ ॥ ১৩
অস্তব্ধং প্রশ্রিতং শ্লক্ষ্ণং মৃদুবাদিনমেব চ
ধীরং শূরং মহদ্বিত্ত দেশকালোপপাদকম্ ॥ ১৪
সচিবং যঃ প্রকুরুতে ন চৈনমবমন্যতে ।
তস্য বিস্তীর্য্যতে রাজ্যং জ্যোৎস্না গ্রহপতেরিব ॥১৫
এতৈরেব গুণৈর্যুক্তো রাজা শাস্ত্রবিশারদঃ ।
এষ্টব্যো ধর্মপরমঃ প্রজাপালনতৎপরঃ ॥ ১৬
ধীরো মর্ষী শুচিস্তীক্ষ্ণঃ কালে পুরুষকারবিৎ ।
শুশ্রূষুঃ শ্রুতবান্ শ্রোতা উহাপোহবিশারদঃ ॥ ১৭
মেধাবী ধারণাযুক্তো যথান্যায়োপপাদকঃ ।
দান্তঃ সদা প্রিয়াভাষী ক্ষমাবাংশ্চ বিপর্য্যয়ে ॥১৮
দানাচ্ছেদে স্বয়ংকারী শ্রদ্ধালুঃ সুখদর্শনঃ
আর্তহস্তপ্রদো নিত্যমাপ্তামাত্যো নয়ে রতঃ ॥ ১৯
নাহংবাদী ন নির্ব্বন্ধো ন যৎকিঞ্চনকারকঃ ।
কৃতে কর্মণ্যমাত্যানাং কর্তা ভৃত্যজনপ্রিয়ঃ ॥ ২০
সংগৃহীতজনোঽনুদ্ধতঃ প্রসন্নবদনঃ সদা ।
সদা ভৃত্যজনাপেক্ষী ন ক্রোধী সুমহামনাঃ ॥ ২১
যুক্তদণ্ডো ন নির্দণ্ডো ধর্মকার্য্যানুশাসনঃ
চারনেত্রঃ প্রজাবেক্ষী ধর্মার্থকুশলঃ সদা ॥ ২২
রাজা গুণশতাকীর্ণ এষ্টব্যস্তাদৃশো ভবেৎ ।
যোধাশ্চৈব মনুষ্যেন্দ্র সর্বে গুণগণৈর্বৃতাঃ ॥ ২৩
অন্বেষ্টব্যাঃ সুপুরুষাঃ সহায়া রাজ্যধারণে
ন বিমানয়িতব্যাস্তে রাজ্ঞা বৃদ্ধিমভীপ্সতা ॥ ২৪
যোধাঃ সমরশৌটীরাঃ কৃতজ্ঞাঃ শস্ত্রকোবিদাঃ ।
ধর্মশাস্ত্রসমাযুক্তাঃ পদাতিজনসংবৃতাঃ ॥ ২৫
অভয়া গজপৃষ্ঠস্থা রথচর্য্যাবিশারদাঃ ।
ইষ্বস্ত্রকুশলা যস্য তস্যেয়ং নৃপতে মহী ॥ ২৬

স্নেহপরায়ণ, মৃদুভাষী, ধীর, শ্রৌর্য্যশালী বীর, মহৎ ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন এবং দেশ ও কালের নিয়ম অনুসারে সর্ব্ববিধ কার্য্য করিতে সক্ষম ॥ ৭-১৪

যে রাজা এরূপ যোগ্য ব্যক্তিকে নিজের সচিব করেন এবং তাঁহার কখনও অনাদর করেন না, তাঁহার রাজ্য চন্দ্রের জ্যোৎস্নার ন্যায় চারিদিকে বিস্তৃত হয় ॥ ১৫

রাজারও এতাদৃশ গুণবান্ হওয়া আবশ্যক। এই সঙ্গে তাঁহার মধ্যে শাস্ত্রজ্ঞান, ধর্ম্মপরায়ণতা ও প্রজাপালনে তৎপরতা থাকা উচিত ; এরূপ রাজাই প্রজাগণের পক্ষে বাঞ্ছনীয় ॥ ১৬

রাজা ধীর, ক্ষমাশীল, পবিত্র, প্রয়োজনস্থলে সময়ে সময়ে উগ্র স্বভাবধারী, পুরুষার্থ বিষয়ে অভিজ্ঞ, শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক, বেদজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞানযুক্ত এবং তর্ক-বিতর্কে কুশল হইবেন ॥ ১৭

তিনি মেধাবী, ধারণী-শক্তিসম্পন্ন, যথোচিত কার্য্য করিতে সক্ষম, ইন্দ্রিয়সংযমী, প্রিয়ভাষী এবং শত্রুকে ক্ষমাকারী হইবেন ॥ ১৮

রাজা দানপরম্পরাকে স্বয়ং উচ্ছেদ করিবেন না। তিনি শ্রদ্ধালু, দর্শনমাত্রেই সুখপ্রদাতা, দীন ও পীড়িতদিগকে হস্তের আশ্রয় প্রদানকারী, বিশ্বাসযোগ্য মন্ত্রিগণে পরিবৃত এবং নীতিপরায়ণ হইবেন ॥ ১৯

রাজা অহঙ্কার পরিত্যাগ করিবেন, বন্ধে প্রভাবিত হইবেন না, যাহা মনে উদয় হইবে, তাহাই নির্বিচারে সম্পন্ন করিবেন না, মন্ত্রিগণের কৃত কর্ম্মসকল অনুমোদন করিবেন এবং সেবক-দিগের প্রীতিকারক হইবেন ॥ ২০

উত্তম মনুষ্যদিগকে সংগ্রহ করিবেন, জড়তা ত্যাগ করিবেন, সর্ব্বদা প্রসন্নবদনে থাকিবেন, ভৃত্যগণের কথা সতত মনে রাখিবেন, কাহারও উপর ক্রোধ করিবেন না এবং অতিশয় উদারহৃদয় হইবেন ॥ ২১

ন্যায়োচিত দণ্ডদান করিবেন, দণ্ড কখনও ত্যাগ করিবেন না, ধর্ম্মকার্য্যের উপদেশ দিবেন, গুপ্তচররূপী নেত্রের দ্বারা রাজ্য রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন, প্রজাগণের প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখিবেন এবং সর্ব্বদা অর্থ ও ধর্ম্মের উপার্জ্জনবিষয়ে নৈপুণ্যের সহিত সচেষ্ট থাকিবেন ॥ ২২

এইরূপ শত শত গুণসমূহে সম্পন্ন রাজাই প্রজাগণের বাঞ্ছনীয় হন। নরেন্দ্র! রাজ্যের রক্ষায় সহায়তাকারী সমস্ত সৈন্যগণও এইরূপ শ্রেষ্ঠ গুণসমূহে সম্পন্ন হইবেন। এই কার্য্যে সৎপুরুষদিগেরই অন্বেষণ করা উচিত এবং নিজের উন্নতিকামী রাজাও কখনও স্বীয় সৈন্যগণকে অপমান করিবেন না ॥ ২৩-২৪

যাঁহার যোদ্ধাগণ যুদ্ধে বীরত্ব দেখাইয়া থাকেন, কৃতজ্ঞ, অস্ত্রচালন-বিদ্যায় নিপুণ, ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, পদাতি সৈন্যবাহিনী পরিবেষ্টিত, নির্ভয়, হস্তীর পৃষ্ঠে উপবেশন করত যুদ্ধ করিতে সমর্থ, রথচর্য্যায় নিপুণ এবং ধনুর্বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ, সেই রাজার অধীনে এই সম্পূর্ণ ভূমণ্ডলের রাজ্য থাকে ॥ ২৫-২৬

(জ্ঞাতীনামনবজ্ঞানং ভৃত্যেষ্বশঠতা সদা।
নৈপুণ্যং চার্থচর্য্যাসু যস্যৈতে তস্য সা মহী॥
আলস্যং চৈব নিদ্রা চ ব্যসনান্যতিহাস্যতা।
যস্যৈতানি ন বিদ্যন্তে তস্যৈব সুচিরং মহী॥
বৃদ্ধসেবী মহোৎসাহো বর্ণানাং চৈব রক্ষিতা
ধর্মচর্য্যাঃ সদা যস্য তস্যেয়ং সুচিরং মহী॥
নীতিমার্গানুসরণং নিত্যমুত্থানমেব চ
বিপুণামনবজ্ঞানং তস্যেয়ং সুচিরং মহী॥
উত্থানং চৈব দৈবঞ্চ তয়োর্নানাত্বমেব চ
মনুনা বর্ণিতং পূর্বং বক্ষ্যে শৃণু তদেব হি॥
উত্থানং হি নরেন্দ্রাণাং বৃহস্পতিরভাষত।
নয়ানয়বিধানজ্ঞঃ সদা ভব কুরূদ্বহ॥
দুর্হৃদাং ছিদ্রদর্শী যঃ সুহৃদামুপকারবান্।
বিশেষবিচ্চ ভৃত্যানাং স রাজ্যফলমশ্নুতে॥)
সর্বসংগ্রহণে যুক্তো নৃপো ভবতি যঃ সদা।
উত্থানশীলো মিত্রাঢ্যঃ স রাজা রাজসত্তমঃ॥ ১৭
শক্যা চাশ্বসহস্রেণ বীরারোহেণ ভারত।
সংগৃহীতমনুষ্যেণ কৃৎস্না জেতুং বসুন্ধরা॥ ১৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি ঋষিসংবাদে
অষ্টাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১১৮

(যিনি জ্ঞাতিবর্গকে অপমান ও সেবকগণের প্রতি কখনও শঠতা করেন না এবং কার্যসাধনে কুশল, সেই রাজার অধিকারে এই পৃথিবী অবস্থিত থাকে।

যে রাজার মধ্যে আলস্য, নিদ্রা, দুর্ব্যসন এবং অত্যন্ত হাস্যপ্রিয়তা এই সব দুর্গুণ নাই, তাঁহার অধিকারে এই পৃথিবী দীর্ঘকাল থাকে।

যিনি বৃদ্ধগণের সেবা করেন, অতিশয় উৎসাহশালী, চারি বর্ণের রক্ষক এবং সর্বদা ধর্মাচরণ করেন, তাঁহার অধিকারে এই পৃথিবী দীর্ঘকাল সুস্থির থাকে।

যে রাজা নীতিমার্গের অনুসরণ করেন, সর্বদাই উদ্যোগী থাকেন এবং শত্রুগণকে অবহেলা করেন না, তাঁহার অধিকারে দীর্ঘকাল এই পৃথিবী থাকে।

পুরাকালে মনু পুরুষার্থ, দৈব এবং এই উভয়ের অনেক ভেদ বর্ণনা করিয়াছেন তাহা বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর।

কুরুশ্রেষ্ঠ! বৃহস্পতি রাজাদের সর্বদা উদ্যোগী হইতে উপদেশ করিয়াছেন তুমি সতত নীতি ও অনীতির বিধান জানিতে উৎসুক হইবে।

যিনি শত্রুদিগের ছিদ্র দর্শন করেন, সুহৃদ্‌বর্গের উপকার করেন এবং সেবকগণের বৈশিষ্ট্য বুঝেন, তিনি রাজ্যফল ভোগ করেন।)

যে রাজা সর্বদা সকলকে সংগ্রহ করেন অর্থাৎ নিজের অনুকূলে আনয়ন করেন, উদ্যোগপরায়ণ হন এবং মিত্রগণে পরিবেষ্টিত থাকেন, তিনি সমস্ত রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ১৭

ভারত! যিনি পূর্বোক্ত মনুষ্যগণকে সংগ্রহ করেন, তিনি কেবল এক সহস্র অশ্বারোহী বীরের দ্বারা এই পৃথিবীকে জয় করিতে সমর্থ হন। ১৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্বে কুকুর ও ঋষির সংবাদ-বিষয়ক অষ্টাদশাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

(রাজ্যপরিচালনবিষয়ে রাজ্ঞঃ কর্ত্তব্যবর্ণনম্ ।)

ভীষ্ম উবাচ

এবং গুণযুতান্ ভৃত্যান্ স্বে স্বে স্থানে নরাধিপঃ।
নিযোজয়তি কৃত্যেষু স রাজ্ঞাফলমশ্নুতে ॥ ১

ন শ্বা স্বং স্থানমুৎক্রম্য প্রমাণমভিসংকৃতঃ।
আরোপ্যঃ শ্বা স্বকাৎ স্থানাদুৎক্রম্যান্যৎ প্রমাদ্যতি ॥ ২

স্বজাতিগুণসম্পন্নাঃ স্বেষু কর্মসু সংস্থিতাঃ
প্রকর্তব্যা ন্নমাত্যাস্তু নাস্থানে প্রক্রিয়া ক্ষমা ॥ ৩

অনুরূপাণি কর্মাণি ভৃত্যেভ্যো যঃ প্রযচ্ছতি।
স ভৃত্যগুণসম্পন্নো রাজ্ঞা ফলমুপাশ্নুতে ॥ ৪

শরভঃ শরভস্থানে সিংহঃ সিংহ ইবোজিতঃ।
ব্যাঘ্রো ব্যাঘ্র ইব স্থাপ্যো দ্বীপী দ্বীপী যথা তথা ॥ ৫

কর্মস্বিহানুরূপেষু যুক্ত্বা ভৃত্যা যথাবিধি।
প্রতিলোমং ন ভৃত্যাস্তে স্থাপ্যাঃ কর্মফলৈষিণা ॥ ৬

যঃ প্রমাণমতিক্রম্য প্রতিলোমং নরাধিপঃ।
ভৃত্যান্ স্থাপয়তেঽবুদ্ধির্ন স রঞ্জয়তে প্রজাঃ ॥ ৭

ন বালিশা ন চ ক্ষুদ্রা নাপ্রাজ্ঞা নাজিতেন্দ্রিয়াঃ।
নাকুলীনা নরাঃ সর্বে স্থাপ্যা গুণগবৈষিণা ॥ ৮

সাধবঃ কুলজাঃ শূরা জ্ঞানবন্তোঽনসূয়কাঃ
অক্ষুদ্রাঃ শুচয়ো দক্ষাঃ স্মৃর্নরাঃ পারিপার্শ্বিকাঃ ॥ ৯

নাগ্নভূতাস্তৎপরাঃ শাস্ত্রাস্তৌক্ষাঃ প্রকৃতিজৈঃ শুভাঃ।
স্বস্থানানপকৃষ্টা যে তে স্যু রাজ্ঞাঃ বহিশ্চরাঃ ॥ ১০

একোনবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

[রাজ্যপরিচালনা-বিষয়ে রাজার কর্ত্তব্য বর্ণন।]

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! এইরূপ যে রাজা গুণবান্ ভৃত্যদিগকে নিজ নিজ যোগ্য স্থানে নিযুক্ত করিয়া নানাবিধ কার্য্যে আবদ্ধ রাখেন, তিনি রাজ্যের যথার্থ ফলভাগী হইয়া থাকেন। ১

পূর্ব্বোক্ত ইতিহাস হইতে ইহাই জানা যায় যে, কুকুর স্বস্থান ত্যাগ করিয়া উচ্চ স্থানে আরোহণ করিলেও বিশ্বাসের যোগ্য হয় না এবং কখনও তাহার সৎকারও করা হয় না। কুকুরকে তাহার নিজ স্থান হইতে উঠাইয়া কখনও উচ্চে স্থাপিত করিবে না; কারণ, সে অজ্ঞ উচ্চস্থানে উঠিয়া প্রমাদগ্রস্ত হইয়া পড়ে (এইরূপ হীন-বংশে উৎপন্ন মানুষকেও যদি তাহার যোগ্যতা ও মর্য্যাদা হইতে উচ্চস্থানে স্থাপিত করা হয়, তবে সে অহঙ্কারবশতঃ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যায়।)। ২

যাঁহারা স্বজাতি-গুণসম্পন্ন এবং নিজ নিজ বর্ণোচিত কর্ম্মে নিরত থাকেন, তাঁহাদের মন্ত্রী করিবেন কিন্তু তাঁহাদের কাহাকেও যোগ্যতার বাহিরে কোন কার্য্যে নিযুক্ত করা উচিত নয়। ৩

যে রাজা নিজের সেবকদিগকে তাহাদের যোগ্যতা অনুরূপ কার্য্যের ভার অর্পণ করেন, তিনি ভৃত্যগণের গুণসম্পন্ন হইয়া উত্তম ফলভাগী হন। ৪

শরভকে শরভ স্থানে, বলবান্ সিংহকে সিংহের স্থানে, ব্যাঘ্রকে ব্যাঘ্রের স্থানে এবং চিতাবাঘকে চিতাবাঘের স্থানে নিযুক্ত করা উচিত। (ইহার তাৎপর্য্য হইল—ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের মানুষকে তাঁহাদের মর্য্যাদা অনুরূপ কার্য্যের ভার দেওয়া উচিত।)। ৫

সমস্ত সেবককেই তাহাদের যোগ্যকার্য্যে নিয়মানুসারে নিযুক্ত করিবেন। কর্ম্মফল লাভ করিতে অভিলাষী রাজার কর্ত্তব্য হইল—তিনি নিজের সেবকদিগকে এরূপ কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন না, যাহা তাহাদের যোগ্যতা ও মর্য্যাদার প্রতিকূল হইবে। ৬

যে বুদ্ধিহীন নরপতি মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করিয়া নিজের ভৃত্যদিগকে প্রতিকূল কার্য্যে নিযুক্ত করেন, তিনি প্রজাগণকে প্রসন্ন রাখিতে সমর্থ হন না। ৭

উত্তম গুণসমূহের অভিলাষী নরপতির কর্ত্তব্য হইল—তিনি এই সব মনুষ্যদিগকে কোন কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন না, যাহারা মূর্খ, নীচ, বুদ্ধিহীন, অজিতেন্দ্রিয় এবং নিন্দিত কুলে উৎপন্ন হইয়াছে। ৮

সাধু, কুলীন, শৌর্য্যশালী বীর, জ্ঞানবান্, অদোষদর্শী, উত্তম স্বভাববিশিষ্ট, পবিত্র ও কার্য্যদক্ষ মনুষ্যদিগকেই রাজা নিজের পার্শ্ববর্ত্তী সেবক করিবেন। ৯

যাঁহারা বিনীত, কার্য্যপরায়ণ, শান্তস্বভাব, চতুর, স্বাভাবিক শুভ গুণসম্পন্ন এবং নিজ নিজ পদে অনিন্দিত, তাঁহারাই রাজাদের বাহ্য সেবক হইবার যোগ্য। ১০

সিংহস্য সততং পার্শ্বে সিংহ এবানুগো ভবেৎ।
অসিংহঃ সিংহসহিতঃ সিংহবল্লভতে ফলম্ ॥ ১১
যস্তু সিংহ ইতিঃ কীর্ণঃ সিংহকর্মফলে রতঃ।
ন স সিংহফলং ভোক্তুং শক্তঃ শ্বভিরুপাসিতঃ ॥ ১২
এবমেতন্মনুষ্যেন্দ্র শূরৈঃ প্রাজ্ঞৈর্বহুশ্রুতৈঃ।
কুলীনৈঃ সহ শক্যেত কৃৎস্না জেতুং বসুন্ধরা ॥ ১৩
নাবিদ্বো নানৃজুঃ পার্শ্বে নাপ্রাজ্ঞো নামহাধনঃ।
সংগ্রাহ্যো বসুধাপালৈর্ভৃত্যো ভৃত্যবতাং বর ॥ ১৪
বাণবদ্বিসৃতা যান্তি স্বামিকার্য্যপরা নরাঃ।
যে ভৃত্যাঃ পার্থিবহিতাস্তেষাং সান্ত্বং প্রয়োজয়েৎ ॥১৫
কোষশ্চ সততং রক্ষ্যো যত্নমাস্থায় রাজভিঃ।
কোষমূলা হি রাজানঃ কোষো বৃদ্ধিকরো ভবেৎ ॥ ১৬
কোষ্ঠাগারঞ্চ তে নিত্যং স্ফীতৈর্ধান্যৈঃ সুসংবৃতম্।
সদাস্তু সৎসু সংন্যস্তং ধনধান্যপরো ভব ॥ ১৭
নিত্যযুক্তাশ্চ তে ভৃত্যা ভবন্তু রণকোবিদাঃ
বাজিনাঞ্চ প্রয়োগেষু বৈশারদ্যমিহেষ্যতে ॥ ১৮
জ্ঞাতিবন্ধুজনাবেক্ষী মিত্রসম্বন্ধিসংবৃতঃ।
পৌরকার্য্যহিতান্বেষী ভব কৌরবনন্দন ॥ ১৯
এষা তে নৈষ্টিকী বুদ্ধিঃ প্রজাস্বভিহিতা ময়া
শুনো নিদর্শনং তাত কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ২০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি ঋষিসংবাদে
একোনবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৯

সিংহের পার্শ্বে সর্ব্বদা সিংহই সেবক থাকে। যদি সিংহের নিকটে সিংহ ভিন্ন অন্য প্রাণী থাকে, তবে সেই প্রাণীও সিংহের সদৃশ তুল্য ফলভোগ করে ॥ ১১

কিন্তু যে সিংহ কুকুরদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিয়া সিংহোচিত কর্ম্ম ও ফলে অনুরক্ত থাকে, তবে সেই সিংহ কুকুরের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকায় সিংহোচিত কর্ম্মফলের উপভোগ করিতে পারে না ॥ ১২

নরেন্দ্র! এইরূপ বীর, বিদ্বান্, বহু শাস্ত্রে অভিজ্ঞ এবং কুলীন পুরুষগণের সহিত অবস্থান করিয়াই এই সম্পূর্ণা পৃথিবীকে জয় করিতে পারা যায় ॥ ১৩

ভৃত্যবান্দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! ভূপতিগণের কর্ত্তব্য হইল—তিনি এরূপ ভৃত্যবৃন্দকে সংগ্রহ করিবেন না, যাহারা বিদ্যাহীন, সরলতা-রহিত, মূর্খ এবং দরিদ্র ॥ ১৪

যে সব মানুষ প্রভুর কার্য্যে তৎপর থাকে, তাহারা ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত বাণসকলের ন্যায় লক্ষ্যসিদ্ধির জন্য অগ্রে অগ্রে ধাবিত হইতে থাকে। যে সেবকগণ রাজার হিতসাধনে নিরত থাকে, রাজা মধুর বাক্য বলিয়া তাহাদের উৎসাহিত করিবেন ॥ ১৫

সকল রাজার কর্ত্তব্য হইল—তাঁহারা বিশেষ প্রচেষ্টা দ্বারা নিজেদের কোষ (ধনাগার) রক্ষা করিবেন; কারণ, কোষই হইল তাঁহাদের মূল এবং কোষই হইল তাঁহাদের অভ্যুদয়ের কারণ ॥ ১৬

যুধিষ্ঠির! তোমার অন্ন-ভাণ্ডার সর্ব্বদা পুষ্টিকারক ধান্যাদিতে পূর্ণ করিয়া রাখিবে এবং তাহাদের রক্ষার ভার শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের হস্তে ন্যস্ত করিবে। তুমি সতত ধন-ধান্যের বৃদ্ধিকারী হও ॥ ১৭

তোমার সকল সেবক সর্ব্বদা উদ্যোগশীল এবং যুদ্ধ-বিদ্যায় পারদর্শী হউক অশ্বগণকে পরিচালিত করিতে অথবা তাহাদের উপর আরোহণ করিতে সেবকগণের বিশেষ দক্ষতা থাকা আবশ্যক ॥ ১৮

কৌরবনন্দন! তুমি জ্ঞাতি ও বন্ধু-বান্ধবগণের কথা সর্ব্বদা স্মরণে রাখিবে, মিত্র ও সম্বন্ধিবর্গের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিবে নগরবাসীদিগের কার্য্য ও হিতসিদ্ধির উপায় অন্বেষণ করিতে সচেষ্ট হইবে? ১৯

বৎস যুধিষ্ঠির! এই আমি তোমার নিকট প্রজাপালন-বিষয়ক স্থির বুদ্ধি প্রতিপাদিত করিলাম এবং কুকুরের দৃষ্টান্ত সম্মুখে উপস্থাপিত করিলাম। এখন তুমি আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর? ২০

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্ব্বে কুকুর ও ঋষির সংবাদ-বিষয়ক একোনবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

(রাজধর্ম্মস্য সারবর্ণনম্।)

যুধিষ্ঠির উবাচ

রাজবৃত্তান্তনেকান্ত্বয়া প্রোক্তানি ভারত।
পূর্বৈঃ পূর্বনিযুক্তানি রাজধর্মার্থবেদিভিঃ॥ ১
তদেব বিস্তরেণোক্তং পূর্বদৃষ্টং সতাং মতম্।
প্রণেয়ং রাজধর্মাণাং প্রব্রূহি ভরতর্ষভ॥ ২

ভীষ্ম উবাচ।

রক্ষণং সর্বভূতানামিতি ক্ষাত্রং পরং মতম্।
তদ্ যথা রক্ষণং কুর্য্যাৎ তথা শৃণু মহীপতে॥৩
যথা বর্হাণি চিত্রাণি বিভর্তি ভুজগাশনঃ।
তথা বহুবিধং রাজা রূপং কুর্বীত ধর্মবিৎ॥ ৪
ঔক্ষ্ণ্যং জিহ্মত্বমাদাল্ভ্যং সত্যমার্জবমেব চ।
মধ্যস্থঃ সত্ত্বমাতিষ্ঠংস্তথা বৈ সুখমৃচ্ছতি॥ ৫
যস্মিন্নর্থে হিতং যৎ স্যাৎ তত্তর্ণং রূপমাদিশেৎ।
বহুরূপস্য রাজ্ঞো হি সূক্ষ্মোঽপ্যর্থো ন সীদতি॥ ৬
নিত্যং রক্ষিতমন্ত্রঃ স্যাদ্ যথা মূকঃ শরচ্ছিখী।
শ্লক্ষ্ণাক্ষরতনুঃ শ্রীমান্ ভবেচ্ছাস্ত্রবিশারদঃ॥ ৭
আপদ্দ্বারেষু যুক্তঃ স্যাজ্জলপ্রস্রবণেষ্বিব।
শৈলবর্ষোদকানীব দ্বিজান্ সিদ্ধান্ সমাশ্রয়েৎ।
অর্থকামঃ শিখাং রাজা কুর্য্যাদ্ধর্মধ্বজোপমাম্॥ ৮
নিত্যমুদ্যতদণ্ডঃ স্যাদাচরেদপ্রমাদতঃ।
লোকে চায়-ব্যয়ৌ দৃষ্ট্বা বৃহদ্বৃক্ষমিবাশ্রবৎ॥৯

বিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

[রাজধর্ম্মের সারবর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভরতবংশধর! রাজধর্ম্মের তত্ত্ব সম্বন্ধে অভিজ্ঞ পূর্ব্ববর্ত্তী রাজারা পুরাকালে যাহার অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন, সেই বহুবিধ রাজোচিত ব্যবহারের বৃত্তান্ত আপনি বলিয়াছেন। ১

ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনি পূর্ব্বপুরুষগণ কর্ত্তৃক আচরিত ও সজ্জন-সম্মত যে সব শ্রেষ্ঠ রাজধর্ম্ম সবিস্তরে বর্ণনা করিয়াছেন, উহাদের সারতত্ত্ব এরূপ সংক্ষিপ্ত করিয়া বলুন, যাহাতে সেই সব বিশেষ-রূপে পালন করিতে পারা যায়। ২

ভীষ্ম বলিলেন,—ভূপাল! ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সমস্ত প্রাণিগণকে রক্ষা করাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে। সুতরাং সেই রক্ষা কার্য্য কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, উহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৩

যেরূপ সর্পভক্ষী ময়ূর বিচিত্র পক্ষ ধারণ করিয়া থাকে, সেইরূপ ধর্ম্মজ্ঞ রাজাও সময়ে সময়ে নিজেকে বহুরূপে প্রকটিত করিবেন। ৪

রাজা মধ্যস্থভাবে থাকিয়া তীক্ষ্ণতা, কুটিল নীতি, অভয়-দান, সত্য, সরলতা ও শ্রেষ্ঠ ভাব অবলম্বন করিবেন। ৫

যে কার্য্যে যাহা হিতকর হইবে, সেই কার্য্যে উহাই তদ্রূপে প্রকটিত করিবে (যেমন অপরাধীকে দণ্ডদান করিবার সময় উগ্ররূপ এবং দীনের উপর অনুগ্রহ করিবার সময় শান্ত ও দয়ালু রূপ ধারণ করিবে হয়)। এইভাবে বহু রূপ ধারণকারী রাজার কোন ক্ষুদ্র কার্য্যও বিকৃত হয় না। ৬

যেরূপ শরৎকালের ময়ূর নীরব থাকে, সেইরূপ রাজাও নীরবে থাকিয়া সর্ব্বদা রাজকীয় গুপ্ত বিচারসকল সুরক্ষিত রাখিবেন। তিনি মধুর বাক্য বলিবেন, শান্তরূপে থাকিবেন, শোভা সম্পন্ন হইবেন এবং শাস্ত্রসকলের বিশেষ জ্ঞান লাভ করিবেন। ৭

বন্যার সময় যে দিক্ দিয়া জল আসিয়া গ্রামাদি প্লাবিত করিবার বিপদ উপস্থিত করে, সেই স্থানে সকল লোক যেরূপ শক্ত বাঁধ নির্ম্মাণ করে, সেইরূপ যে সব দ্বার দিয়া বিপদ আসিবার সম্ভাবনা থাকিবে, উহা সুদৃঢ় করিতে এবং বন্ধ করিতে রাজা সতত সাবধান হইয়া অবস্থান করিবেন। যেরূপ পর্ব্বতসকলের উপর বৃষ্টি হইলে পর সমস্ত জল একত্রে হইয়া নদী বা পুষ্করিণী-রূপে অবস্থিত থাকে এবং উহা ব্যবহার করিবার জন্য মানুষ সেই নদী বা পুষ্করিণী আশ্রয় করে, সেইরূপ রাজার সিদ্ধ ব্রাহ্মণগণকে আশ্রয় করা উচিত ও যেরূপ ধর্ম্মধ্বজী ব্যক্তি মস্তকে জটাধারণ করে, সেইরূপ রাজারও নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য উচ্চ লক্ষণ-সমূহ ধারণ করিবেন। ৮

তিনি সর্ব্বদা অপরাধীদিগকে দণ্ডদান করিতে উদ্যত থাকিবেন, প্রত্যেক কার্য্য সাবধানতার সহিত সম্পন্ন করিবেন এবং সকল ব্যক্তির আয়-ব্যয়ের তথ্য জানিয়া যেরূপ তাল বা খর্জ্জুর বৃক্ষ হইতে রস নিঃসারণ করা হয়, সেইরূপ তাহাদের নিকট হইতে ধনরূপ রস নিঃসারণ করিয়া লইবেন। (অর্থাৎ

মৃজাবান্ স্যাৎ স্বযুধ্যেষু ভৌমানি চরণৈঃ ক্ষিপেৎ।
জাতপক্ষঃ পরিস্পন্দেৎ প্রেক্ষেদ্ বৈকল্যমাত্মনঃ ॥ ১০

দোষান্ বিবৃণুয়াচ্ছত্রোঃ পরপক্ষান্ বিধূনয়েৎ।
কাননেষ্বিব পুষ্পাণি বহিরর্থান্ সমাচরন্ ॥ ১১

উচ্ছ্রিতান্ নাশয়েৎ স্ফীতান্ নরেন্দ্রানচলোপমান্।
শ্রয়েচ্ছায়ামবিজ্ঞাতাং গুপ্তং রণমুপাশ্রয়েৎ ॥ ১২

প্রাবৃষীবাসিতগ্রীবো মজ্জেত নিশি নির্জনে।
ময়ূরেণ গুণেনৈব স্ত্রীভিশ্চালক্ষিতশ্চরেৎ ॥ ১৩

ন জহ্যাচ্চ তনুত্রাণং রক্ষেদাত্মানমাত্মনা।
চারভূমিষ্বভিগতান্ পাশাংশ্চ পরিবর্জয়েৎ ॥ ৪

প্রণয়েদ্ বাপিং তাঃ ভূমিং প্রণশ্যেদ্ গহনে পুনঃ।
হন্যাৎ ক্রুদ্ধানতিবিষাংস্তান্ জিহ্মগতয়োঽহিতান্ ॥ ৫

নাশয়েদ্ বলবর্হাণি সংনিবাসান্ নিবাসয়েৎ
সদা বহিনিভঃ কামং প্রশস্তং কৃতমাচরেৎ ॥
সর্বতশ্চাদদেৎ প্রজ্ঞাং পতঙ্গং গহনেষ্বিব ॥ ১৬

এবং ময়ূরবদ্ রাজা স্বরাজ্যং পরিপালয়েৎ।
আত্মবৃদ্ধিকরীং নীতিং বিদধীত বিচক্ষণঃ ॥ ১৭

আত্মসংযমনং বুদ্ধ্যা পরবুদ্ধ্যাবধারণম্।
বুদ্ধ্যা চাত্মগুণপ্রাপ্তিরেতচ্ছাস্ত্রনিদর্শনম্ ॥ ১৮

পরং বিশ্বাসয়েৎ সাম্না স্বশক্তিং চোপলক্ষয়েৎ।
আত্মনঃ পরিমর্শেন বুদ্ধিং বুদ্ধ্যা বিচারয়েৎ ॥ ৯

যেরূপ ডালসহ গ্রহণ করিতে হইলে তাল বৃক্ষকে সম্পূর্ণ ছেদন করিতে হয় না, সেইরূপ প্রজাদিগকেও সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ করিবেন না)। ৯

রাজা নিজের দলের লোকজনদের প্রতি বিশুদ্ধ ব্যবহার করিবেন। শত্রুদের রাজ্যে যে সব ক্ষেত্র (চাষযোগ্য জমী) আছে, সেই সব নিজের দলের অশ্বাদি বা গবাদি পশুর পদের দ্বারা বিধ্বস্ত করাইয়া দিবেন। নিজের পক্ষ বলবান্ হইলে পর শত্রুপক্ষের উপর আক্রমণ করিবেন। নিজের কোথায় কিরূপ দুর্বলতা আছে, উহা সর্বতোভাবে পর্য্যালোচনা করিবেন। ১০

শত্রুর দোষসকল প্রকাশিত করিয়া দিবেন এবং শত্রুপক্ষের লোকজনকে নিজের দলে আনিবার জন্য বিচলিত করিবেন। যেরূপ মানুষ বনের পুষ্পসমূহ চয়ন করিয়া থাকে, সেইরূপ রাজা বাহির হইতে অর্থ সংগ্রহ করিবেন। ১১

পর্ব্বতের ন্যায় মস্তক উন্নত করিয়া অবিচলভাবে অবস্থিত ধনী নরপতিগণকে বিনাশ করিবেন তাঁহাদিগকে না জানাইয়াই তাঁহাদের ছায়ার আশ্রয় গ্রহণ করিবেন অর্থাৎ তাঁহাদের প্রধান কর্ম্মচারীদিগের সহিত মিলিত হইয়া বিভেদের সৃষ্টি করিবেন এবং গুপ্তরূপে সময় দেখিয়া তাঁহাদের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিবেন। ১২

যেরূপ ময়ূর অর্দ্ধরাত্রির সময় একান্ত স্থানে আত্মগোপন করিয়া থাকে, সেইরূপ রাজা বধাকালে শত্রুর উপর আক্রমণ না করিয়া অদৃশ্যভাবে থাকিবেন এবং ময়ূরের গুণ অবলম্বন করত স্ত্রীগণের অলক্ষিত থাকিয়া বিচরণ করিবেন। ১৩

রাজা নিজের কবচ কখনও পরিত্যাগ করিবেন না। স্বয়ংই নিজের দেহকে রক্ষা করিবেন। বিচরণস্থানসমূহে শত্রুরা যে জাল পাতিয়া রাখে, উহার নিবারণ করিবেন। ১৪

রাজা যদি নিজের সুবিধা বুঝেন, তবে শত্রুর জালপাতা বিচরণ-ভূমিতে নিজেকে লইয়া যাইবেন। যদি সঙ্কটের সম্ভাবনা থাকে, তবে গহন-বনে আত্মগোপন করিবেন এবং যে শত্রুরা কূট কৌশল অবলম্বন করে, রাজা তাহাদিগকে ক্রুদ্ধ অত্যন্ত বিষাক্ত সর্পগণের ন্যায় বিনাশ করিবেন। ১৫

রাজা শত্রুসৈন্যদের পাখা ছেদন করিয়া দিবেন অর্থাৎ তাহাদিগকে দুর্ব্বল করিয়া দিবেন। যাহারা শ্রেষ্ঠ পুরুষ, তাঁহাদিগকে নিকটে বসাইবেন। ময়ূরের ন্যায় স্বেচ্ছানুসারে উত্তম কার্য্য সম্পন্ন করিবেন অর্থাৎ ময়ূর যেমন নিজের পাখা বিস্তার করে, সেইরূপ রাজা নিজের পক্ষ (সৈন্য ও সহায়কগণকে) বিস্তার করিবেন। সকলের নিকট হইতে বুদ্ধি—সবিচার গ্রহণ করিবেন এবং পতঙ্গদল বনমধ্যে যে বৃক্ষে যাইয়া বসে, তাহার যেরূপ একটি পাতাও অবশিষ্ট না রাখিয়া সব নিঃশেষ করিয়া দেয়, সেইরূপ রাজা শত্রুর উপর আক্রমণ করিয়া তাহার কিছুই অবশেষ রাখিবেন না এবং সমূলে তাহাকে নষ্ট করিয়া দিবেন। ১৬

এইরূপ বুদ্ধিমান্ রাজা নিজের স্থান রক্ষাকারী ময়ূরের ন্যায় নিজের রাজ্যকে উত্তমরূপে পালন করিবেন এবং নিজের উন্নতির সহায়ক নীতি অবলম্বন করিবেন। ১৭

কেবল নিজের বুদ্ধির দ্বারাই মনকে বশীভূত করা যায়। মন্ত্রীপ্রভৃতি অন্য ব্যক্তিগণের বুদ্ধির সহযোগে কর্ত্তব্য নিশ্চয় করিতে হয় এবং শাস্ত্রীয় বুদ্ধির দ্বারাই আত্মগুণ লাভ করা যায় এই কারণে শাস্ত্রের প্রয়োজন হয়। ১৮

রাজা মধুর বাক্যে নিজের প্রতি অন্যের বিশ্বাস উৎপাদন করিবেন, নিজের শক্তিও দেখাইবেন এবং নিজের বিচার ও বুদ্ধির দ্বারা কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবেন। ১৯

সাম্বযোগমতি: প্রাজ্ঞ: কার্য্যাকার্য্যপ্রয়োজক: ।
নিগূঢ়বুদ্ধের্ধীরস্য বক্তব্যে বা কৃতং তথা ॥ ২০
স নিকৃষ্টাং কথাং প্রাজ্ঞো যদি বৃদ্ধ্যা বৃহস্পতি: ।
স্বভাবমেষ্যতে তপ্তং কৃষ্ণায়সমিবোদকে ॥ ২১
অনুযুঞ্জীত কৃত্যানি সর্বাণ্যেব মহীপতি: ।
আগমৈরুপদিষ্টানি স্বস্য চৈব পরস্য চ ॥ ২২
মৃদুশীলং তথা প্রাজ্ঞং শূরং চার্থবিধানবিৎ ।
স্বকর্মণি নিযুঞ্জীত যে চান্যে চ বলাধিকা: ॥ ২৩
অথ দৃষ্ট্বা নিযুক্তানি স্বানুরূপেষু কর্মসু ।
সর্বাংস্তাননুবর্তেত স্বরাংস্তন্ত্রীরিবায়ত্তা ॥ ২৪
ধর্মাণামবিরোধেন সর্বেষাং প্রিয়মাচরেৎ ।
মমায়মিতি রাজা য: স পর্বত ইবাচল: ॥ ২৫
ব্যবসায়ং সমাধায় সূর্য্যো রশ্মীনিবায়তান্ ।
ধর্মমেবাভিরক্ষেত কৃত্বা তুল্যে প্রিয়াপ্রিয়ে ॥ ২৬
কুলপ্রকৃতিদেশানাং ধর্মজ্ঞান্ মৃদুভাষিণ: ।
মধ্যে বয়সি নির্দোষান্ হিতে যুক্তানবিক্লবান্ ॥ ২৭
অলুব্ধান্ শিক্ষিতান্ দান্তান্ ধর্মেষু পরিনিষ্ঠিতান্ ।
স্থাপয়েৎ সর্বকার্যেষু রাজা ধর্মার্থরক্ষিণ: ॥২৮
এতেন চ প্রকারেণ কৃত্যানামাগতিং গতিম্ ।
যুক্ত: সমনুতিষ্ঠেত তুষ্টৈশ্চারৈরুপস্কৃত: ॥ ২৯
অমোঘক্রোধহর্ষস্য স্বয়ং কৃত্যাবেক্ষিতু: ।
আত্মপ্রত্যয়কোশস্য বসুধৈব বসুন্ধরা ॥ ৩০
ব্যক্তশ্চানুগ্রহো যস্য যথার্থশ্চাপি নিগ্রহ: ।
গুপ্তাত্মা গুপ্তরাষ্ট্রশ্চ স রাজা রাজধর্মবিৎ ॥ ৩১
নিত্যং রাষ্ট্রমবেক্ষেত গোভি: সূর্য্য ইবোদিত: ।
চরান্ স্বনুচরান্ বিদ্যাৎ তথা বৃদ্ধ্যা স্বয়ং চরেৎ ॥৩২

রাজার সকলকে বুঝাইয়া যুক্তির দ্বারা কার্য্য সম্পন্ন করিবার বুদ্ধি থাকা আবশ্যক। তিনি নিজেই জানাজানি করিবেন এবং অপরকে কর্ত্তব্যের প্রেরণা দিবেন ও অকর্ত্তব্য হইতে অন্যকে নিবৃত্ত করিবেন। যাঁহার বুদ্ধি গূঢ় বা গম্ভীর, সেই ধীর পুরুষকে উপদেশ দিবার কি আবশ্যকতা আছে? ২০

সেই বুদ্ধিমান্ রাজা বুদ্ধিতে বৃহস্পতি-তুল্য হইয়াও কোন কারণবশতঃ যদি নিম্নশ্রেণীর ন্যায় বাক্য বলিয়া থাকেন, তবে তাঁহার কর্ত্তব্য হইল—যেরূপ তপ্ত লৌহ জলে পাতিত হইলে শান্ত হইয়া যায়, সেইরূপ তিনি নিজের শান্ত স্বভাব গ্রহণ করিবেন। ২১

রাজা নিজেকে এবং অন্যান্য সকল ব্যক্তিকে শাস্ত্র-কথিত কার্য্যসমূহ সম্পন্ন করাইতে নিযুক্ত করিবেন। ২২

কার্য্যসাধনের উপায়সম্বন্ধে অভিজ্ঞ রাজা নিজের কার্য্যেই কোমল স্বভাব, বিদ্বান্ ও বীর মনুষ্যগণকে এবং অন্যান্য ব্যক্তিদিগকে নিযুক্ত করিবেন। ২৩

যেরূপ বীণার বিস্তৃত তার সপ্ত স্বরকেই অনুসরণ করে, সেইরূপ রাজা নিজের কর্ম্মচারিদিগকে যোগ্যতানুসারে স্ব স্ব কর্ম্মে সংলগ্ন থাকিতে দেখিয়া তাহাদের সকলের প্রতি অনুকূল ব্যবহার করিবেন। ২৪

রাজা ধর্ম্মের কোনরূপ বাধা সৃষ্টি না করিয়া অপরের প্রিয় আচরণ করিবেন। প্রজাগণকে (ইহারা আমার প্রিয়জন) এরূপ মনে করিয়া রাজা পর্ব্বতসদৃশ অবিচল থাকিবেন। ২৫

যেরূপ সূর্য্যদেব নিজের বিস্তৃত কিরণাবলি গ্রহণ করত সকলকে রক্ষা করিয়া থাকেন, সেইরূপ রাজা প্রিয় ও অপ্রিয়কে সমান বুঝিয়া দৃঢ় উদ্যোগ অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মকেই রক্ষা করিবেন। ২৬

যাঁহারা কুল, স্বভাব ও দেশ—এই সকলের ধর্ম্ম জানেন, যাঁহারা মধুরভাষী, যুবাবস্থায় যাঁহাদের জীবন নিষ্কলঙ্ক থাকে, যাঁহারা নিজের ও পরের হিতসাধনে নিরত থাকেন, যাঁহাদের চিত্ত বিভ্রান্ত হয় না, যাঁহাদের মধ্যে লোভ নাই, যাঁহারা শিক্ষিত, জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মনিষ্ঠ এবং ধর্ম্ম ও অর্থকে রক্ষা করেন তাঁহাদিগকেই রাজা নিজের সর্ব্ববিধ কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন। ২৭-২৮

এইভাবে রাজা সতত সাবধানে থাকিয়া রাজ্যের প্রত্যেক কার্য্য আরম্ভ ও সমাপন করিবেন। নিজে সন্তুষ্ট থাকিয়া রাজা গুপ্তচরগণের দ্বারা রাজ্যের সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইবেন। ২৯

যাঁহার হর্ষ ও ক্রোধ কখনও নিষ্ফল হয় না, যিনি স্বয়ংই সকল কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন এবং আত্মবিশ্বাসই যাঁহার ধনাগার, সেই রাজার পক্ষে এই পৃথিবী ধনদায়িনী হইয়া থাকেন। ৩০

যাঁহার অনুগ্রহ সকলের উপরই স্পষ্টরূপে প্রতীত হয় এবং যাঁহার নিগ্রহ (দণ্ডদান) প্রকৃত কারণেই ব্যবহৃত হয়, যিনি নিজেকে এবং রাজ্যকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করেন, সেই রাজাই রাজধর্ম্ম জানেন। ৩১

যেরূপ সূর্য্যদেব উদিত হইয়া প্রতিদিন নিজের কিরণাবলির দ্বারা সম্পূর্ণ জগৎকে প্রকাশিত করিয়া থাকেন, সেইরূপ রাজা সর্ব্বদা নিজের স্বচক্ষেই সম্পূর্ণ রাজ্যকে পর্য্যবেক্ষণ করিবেন।

কালং প্রাপ্তমুপাদদ্যাল্লার্থং রাজা প্রপূচয়েৎ।
অহন্যহনি সংদুহ্যাদ্গোঃ গামিব বুদ্ধিমান্ ॥ ৩৩
যথা ক্রমেণ পুষ্পেভ্যশ্চিনোতি মধু ষট্পদঃ।
তথা দ্রব্যমুপাদায় রাজা কুর্বীত সঞ্চয়ম্ ॥ ৩৪
যদ্ধি গুপ্তাবশিষ্টং স্যাৎ তদ্বিত্তং ধর্ম-কাময়োঃ।
সঞ্চয়ান্ন বিসর্গী স্যাদ্ রাজা শাস্ত্রবিদাত্মবান্ ॥ ৩৫
নার্থমল্পং পরিভবেন্নাবমন্যেত শাত্রবান্।
বুদ্ধ্যা তু বুধ্যেদাত্মানং ন চাবুদ্ধিষু বিশ্বসেৎ ॥ ৩৬
ধৃতির্দাক্ষ্যং সংযমো বুদ্ধিরাত্মা
ধৈর্য্যং শৌর্য্যং দেশ-কালাপ্রমাদঃ
অল্পস্য বা বহুনো বা বিবৃদ্ধৌ
ধনস্যৈতান্যষ্ট সমিন্ধনানি ॥ ৩৭
অগ্নিঃ স্তোকো বর্ধতেঽপ্যাজ্যসিক্তো
বীজং চৈকং রোহসহস্রমেতি।
আয়-ব্যয়ৌ বিপুলৌ সংনিশাম্য
তস্মাদল্পং নাবমন্যেত বিত্তম্ ॥৩৮
বালোঽপ্যবালঃ স্থবিরো রিপুর্যঃ
সদা প্রমত্তং পুরুষং নিহন্যাৎ
কালেনান্যস্তস্য মূলং হরেত
কালজ্ঞাতা পার্থিবানাং বরিষ্ঠঃ ॥ ৩৯
হরেৎ কীর্তিং ধর্মমস্যোপরুন্ধ্যা-
দর্থে দীর্ঘং বীর্যামাস্যোপহন্যাৎ।
রিপুর্জ্যেষ্ঠো দুর্বলো বা বলী বা
তস্মাচ্ছত্রোর্নৈব হীয়েদ্ যতাত্মা ॥ ৪০
ক্ষয়ং বৃদ্ধিং পালনং সঞ্চয়ং বা
বুদ্ধ্বাপ্যুভৌ সংহতৌ সর্বকামৌ।
ততশ্চান্যন্মতিমান্ সন্দধীত
তস্মাদ্ রাজা বুদ্ধিমন্তাং শ্রয়েত ॥৪১

গুপ্তচরগণকে বারংবার প্রেরিত করিয়া রাজ্যের সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইবেন এবং স্বয়ংই নিজের বুদ্ধির দ্বারা সব কিছু বিচার বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিবেন। ৩২

বুদ্ধিমান্ রাজা সময় আসিলেই প্রজাগণের নিকট হইতে ধন গ্রহণ করিবেন। নিজের অর্থসংগ্রহের নীতি কাহারও নিকট প্রকটিত করিবেন না। যেরূপ বুদ্ধিমান্ মানুষ গাভীকে রক্ষা করিতে থাকিয়াই তাঁহার দুগ্ধ দোহন করেন, সেইরূপ রাজা পৃথিবীকে পালন করিতে করিতে তাঁহাকে দোহন করিবেন। ৩৩

যেরূপ মধুমক্ষিকাগণ ক্রমশঃ বহু পুষ্প হইতে রস গ্রহণ করিয়া মধু সঞ্চয় করে, সেইরূপ রাজা সমস্ত প্রজাগণের নিকট হইতে অল্প অল্প ধন গ্রহণ করত উহা সঞ্চয় করিবেন। ৩৪

যে ধন রাজা রক্ষা করিবার পর অবশিষ্ট থাকিবে, উহাই ধর্ম ও উপভোগ বিষয়ে ব্যয় করিবেন। শাস্ত্রজ্ঞ ও মনস্বী রাজা-কোষাগারে সঞ্চিত ধন হইতে ব্যয় করিবেন না।৩৫

যদি অল্প ধন পাওয়াও যায়, তবে উহার তত্ত্ব তিরস্কার করিবেন না, শত্রু যদি শক্তিহীন হয়, তথাপি তাহাকে অবহেলা করা উচিত নয়। বুদ্ধির দ্বারা নিজের স্বরূপ এবং অবস্থা বুঝিয়া সতর্ক থাকিবেন এবং যাহারা বুদ্ধিহীন, তাহাদিগকে কখনও বিশ্বাস করিবেন না। ৩৬

ধারণাশক্তি, নিপুণতা, সংযম, বুদ্ধি, শরীর, ধৈর্য্য, শৌর্য্য এবং দেশ-কালের পরিস্থিতি বিষয়ে অসাবধান না থাকা এই আটটি গুণ অল্প বা অধিক ধনবৃদ্ধি করিবার মুখ্য সাধন অর্থাৎ ধনরূপী অগ্নি প্রজ্বলিত করিবার কাষ্ঠবিশেষ। ৩৭

অল্পও অগ্নিতে যদি ঘৃত নিক্ষেপ করা হয়, তবে উহাও বর্দ্ধিত হইয়া উঠে একটি ক্ষুদ্র বীজ বপন করিলেও উহা হইতেই পরে যেমন সহস্র সহস্র বীজ উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেইরূপ বিপুল আয়-ব্যয় বিষয়ে বিচার করত অল্প ধনকেও অনাদর করিবেন না।৩৮

শত্রু বালক, যুবক ও বৃদ্ধ যাহাই হউক না কেন, সর্বদা সাবধানে না থাকিলে উহা বিনাশ করে। অপর কোন ধন-সম্পন্ন শত্রু অনুকূল সময়ের সংযোগিতা পাইয়া রাজার মূল্য পর্য্যন্ত নষ্ট করিয়া দেয়। এই কারণে যে নৃপতি সময়কে জানেন, তিনিই সমস্ত রাজাদের শ্রেষ্ঠ। ৩৯

দ্বেষকারী শত্রু দুর্বল হউক বা বলবান্ হউক, সে রাজার কীর্তি নষ্ট করিয়া দেয়, তাঁহার ধর্মে বাধা সৃষ্টি করে এবং অর্থোপার্জনে তাঁহার বর্দ্ধিত শক্তিকেও বিনষ্ট করে, সেইজন্য মনকে বশীভূত রাখিতে সমর্থ রাজা শত্রু হইতে অসাবধান থাকিবেন না। ৪০

ক্ষতি ও বৃদ্ধি (লাভ), রক্ষা ও সঞ্চয় এবং সর্বদা পরস্পর সম্বন্ধবিশিষ্ট ঐশ্বর্য্য ও ভোগ উত্তমরূপে বুঝিয়া বুদ্ধিমান্ রাজার শত্রুর সহিত সন্ধি বা বিগ্রহ করা উচিত ; এই বিষয় বিচার করিবার জন্য বুদ্ধিমান্দিগের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। ৪১

বুদ্ধির্দীপ্তা বলবন্তং হিনস্তি
বলং বুদ্ধ্যা পাল্যতে বর্ধমানম্
শত্রুর্বুদ্ধ্যা সীদতে বর্ধমানো
বুদ্ধেঃ পশ্চাৎ কর্ম যত্তৎ প্রশস্তম্ ॥ ৪২

সর্বান্ কামান্ কাময়ানো হি ধীরঃ
সত্ত্বেনাল্পেনাপ্নুতে হীনদোষঃ।
যচ্চাত্মানং প্রার্থয়তেঽর্থমানৈঃ
শ্রেয়ঃ পাত্রং পূরয়তে চ নাল্পম্ ॥ ৪৩

তস্মাদ্ রাজা প্রগৃহীতঃ প্রজাসু
মূলং লক্ষ্যাঃ সর্বশো হ্লাদদীত।
দীর্ঘং কালং হ্যপি সম্পীড্যমানো
বিদ্যুৎসম্পাতমপি বা নোজ্জিতঃ স্যাৎ ॥ ৪৪

বিদ্যা তপো বা বিপুলং ধনং বা
সর্বং হ্যেতদ্ ব্যবসায়েন শক্যম্।
বুদ্ধ্যায়ত্তং তন্নিবসেদ্ দেহবৎসু
তস্মাদ্ বিদ্বান্ ব্যবসায়ং প্রভূতম্ ॥ ৪৫

যত্রাসতে মতিমন্তো মনস্বিনঃ
শক্রো বিষ্ণুর্যত্র সরস্বতী চ।
বসন্তি ভূতানি চ যত্র নিত্যং
তস্মাদ্ বিদ্বান্ নাবমন্যেত দেহম্ ॥ ৪৬

লুব্ধং হন্যাৎ সম্প্রদানেন নিত্যং
লুব্ধস্তৃপ্তিং পরবিত্তস্য নৈতি।
সর্বো লুব্ধঃ কর্মগুণোপভোগে
যোঽর্থৈর্হীনো ধর্ম-কামৌ জহাতি ॥ ৪৭

ধনং ভোগ্যাঃ পুত্রদারাং সমৃদ্ধিং
সর্বং লুব্ধঃ প্রার্থয়তে পরেষাম্
লুব্ধে দোষাঃ সম্ভবন্ত্যীহ সর্বে
তস্মাদ্ রাজা প্রগৃহ্নীত লুব্ধম্ ॥ ৪৮

সন্দর্শনেন পুরুষং জঘন্যমপি চোদয়েৎ।
আরম্ভান্ দ্বিষতাং প্রাজ্ঞঃ সর্বার্থাংশ্চ প্রসূদয়েৎ ॥ ৪৯

প্রতিভান্বিতা বুদ্ধি বলবান্ ব্যক্তিকেও পরাভূত করে। বুদ্ধির দ্বারা বিনাশোন্মুখ বলও রক্ষিত হয় বর্দ্ধিত শত্রুও বুদ্ধির দ্বারা পরাজিত হইয়া কষ্ট ভোগ করে। বুদ্ধির দ্বারা বিচার করিয়া যে কর্ম সম্পন্ন করা হয়, উহাই সর্বোত্তম হইয়া থাকে ॥ ৪২

যিনি সর্বপ্রকার দোষ ত্যাগ করিয়া দিয়াছেন, সেই ধীর রাজা যদি কোন বস্তু কামনা করেন, তবে তিনি অল্প বল অবলম্বনেই সমস্ত কাম্য বস্তু প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যিনি আবশ্যক বস্তুসমূহে সম্পন্ন থাকিয়াও নিজের আরও কিছু কামনা করেন, সেই লোভী ও অহঙ্কারী নরপতি নিজের শ্রেয়ের ক্ষুদ্র পাত্রও পূর্ণ করিতে সমর্থ হন না ॥ ৪৩

সেইজন্য রাজার কর্তব্য হইল—তিনি সকল প্রজার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিতে করিতেই তাহাদের নিকট হইতে 'কর' গ্রহণ করিবেন। তিনি দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত প্রজাগণকে বিশেষভাবে পীড়িত করিয়া তাহাদের উপর বিদ্যুৎসদৃশ পতিত হইয়া নিজের প্রভাব দেখাইবেন না ॥ ৪৪

বিদ্যা, তপস্যা এবং প্রচুর ধন এ সমস্তই উদ্যোগের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই উদ্যোগ প্রাণীদিগের বুদ্ধির অধীন হইয়া থাকে; অতএব উদ্যোগকেই সমস্ত কার্যের সিদ্ধি-বিষয়ে পর্য্যাপ্ত সাধন বলিয়া জানিবে ॥ ৪৫

অতএব যেস্থানে জ্ঞানেন্দ্রিয়সকলে বুদ্ধিমান্ ও মনস্বী মহর্ষিগণ নিবাস করেন *, যাহার মধ্যে ইন্দ্রিয়বর্গের অধিষ্ঠাতা দেবতারূপে ইন্দ্র, বিষ্ণু ও সরস্বতীর নিবাস এবং যাহার মধ্যে সদা সম্পূর্ণ প্রাণীরা বাস করে অর্থাৎ যে দেহ সমস্ত প্রাণিগণের জীবন নির্বাহের আধার, বিদ্বান্ পুরুষের কর্তব্য হইল—সেই মানব-দেহকে কোনরূপেই অবহেলা না করা ॥ ৪৬

রাজা লুব্ধ মানুষকে সর্বদাই কিছু ধনাদি দিয়া বাধাইয়া রাখেন; কারণ, লোভী মানুষ অপরের ধনে কখনও তৃপ্ত হয় না। সৎকর্মসমূহের ফলস্বরূপ সুখ উপভোগ করিবার জন্য ত' সকলেই লুব্ধ; কিন্তু যে লোভী ধনহীন; সে ধর্ম ও অর্থ উভয়ই ত্যাগ করিয়া দেয় ॥ ৪৭

লোভী মানুষ অপরের ধন, ভোগ্যসামগ্রী, স্ত্রী-পুত্র ও সমৃদ্ধি সবই লাভ করিতে অভিলাষী হয়। লোভী ব্যক্তির সর্ববিধ দোষ প্রকাশিত হয়; অতএব রাজা তাহাকে নিজের কোনস্থানে কার্যের জন্য নিযুক্ত করিবেন না ॥ ৪৮

বুদ্ধিমান্ রাজা নীচ মানুষকে দেখিতে দেখিতেই নিজের স্থান

---

* "ইমাবেব গৌতম-ভরদ্বাজৌ" ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে সম্পূর্ণ জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহের গৌতম, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র প্রভৃতি মহর্ষিগণের সহিত সম্বন্ধ সূচিত হয়।

ধর্মাত্মিতেষু বিজ্ঞাতা মন্ত্রী গুপ্তশ্চ পাণ্ডব।
আপ্তো রাজা কুলীনশ্চ পর্য্যাপ্তো রাজসংগ্রহে ॥৫০

বিধিপ্রযুক্তান্ নরদেবধর্মা-
ন্মুক্তান্ সমাসেন নিবোধ বৃদ্ধ্যা।
ইমান্ বিদধ্যাদ্ ব্যতিসৃত্য যো বৈ
রাজা মহীং পালয়িতুং স শক্তঃ ॥ ৫১

অনীতিজং যস্য বিধানজং সুখং
হঠপ্রণীতং বিধিবৎ প্রদৃশ্যতে।
ন বিদ্যতে তস্য গতির্মহীপতে-
র্ন বিদ্যতে রাজ্যসুখং হ্যনুত্তমম্ ॥ ৫২

ধনৈর্বিশিষ্টান্ মতিশীলপূজিতান্
গুণোপপন্নান্ বুধি দৃষ্টবিক্রমান্।
গুণেষু দৃষ্ট্বা ন চিরাদিবাত্মবান্
যতোঽভিসন্ধায় নিহন্তি শাত্রবান্ ॥ ৫৩

পশ্যেদুপায়ান্ বিবিধৈঃ ক্রিয়াপথৈ-
র্ন চানুপায়েন মতিং নিবেশয়েৎ।
শ্রিয়ং বিশিষ্টাং বিপুলং যশো ধনং
ন দোষদর্শী পুরুষঃ সমশ্নুতে ॥ ৫৪

প্রীতিপ্রবৃত্তৌ বিনিবর্ত্তিতৌ যথা
সুহৃৎসু বিজ্ঞায় নিবৃত্ত্য চোভয়োঃ।
যদেব মিত্রং গুরুভারমাবহেৎ
তদেব সুস্নিগ্ধমুদাহরেদ্ বুধঃ ॥৫৫

এতান্ ময়োক্তাংশ্চর রাজধর্মান্
নৃপাঞ্চ গুপ্তৌ মতিমাদধৎস্ব।
অবাপ্সসে পুণ্যফলং সুখেন
সর্বো হি লোকো নৃপ ধর্মমূলঃ ॥ ৫৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি রাজধর্মকথনে
বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২০

হইতে দূরে সরাইয়া দিবেন এবং যদি তাঁহার সামর্থ্য চলে, তবে তিনি শত্রুদের সমস্ত উদ্যোগ এবং কার্যসকল ধ্বংস করিয়া দিবেন ॥ ৪৯

পাণ্ডুনন্দন! ধর্মাত্মা পুরুষগণের মধ্যে যিনি বিশেষরূপে সমস্ত বিষয়ে অভিজ্ঞ, তাঁহাকে রাজা মন্ত্রী করিবেন এবং তাঁহাকে রক্ষা করিবারও বিশেষ ব্যবস্থা করিবেন। প্রজাগণের বিশ্বাসপাত্র ও কুলীন রাজা অন্য নৃপতিদিগকে স্ববশে আনিতে সমর্থ হন ॥ ৫০

রাজার যাহা শাস্ত্রোক্ত ধর্ম, উহাই আমি সংক্ষেপে এস্থলে বলিলাম। তুমি নিজ বুদ্ধির দ্বারা বিচার করত উহা হৃদয়ে ধারণ কর। যিনি এই রাজধর্ম গুরুর নিকট শিক্ষা করত হৃদয়ে ধারণ করেন এবং আচরণ করেন, সেই রাজা নিজের রাজ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হন ॥ ৫১

যাহা অন্যায়ে উপার্জিত, হঠকারিতায় প্রাপ্ত এবং বিধান অনুসারে উপলব্ধ সুখ বিধি অনুসারে প্রাপ্ত হওয়ার ন্যায় দেখা যায়, রাজধর্মে অনভিজ্ঞ সেই রাজার কোন গতি নাই (তাঁহার স্বর্গলাভ হয় না) এবং তাঁহার সর্বোত্তম রাজ্যসুখ চিরস্থায়ী হয় না ॥ ৫২

উক্ত রাজধর্ম অনুসারে সন্ধি-বিগ্রহাদি গুণসকলের প্রয়োগে সতত সাবধানচিত্ত নরপতি ধনসম্পন্ন, বুদ্ধি ও শীলের দ্বারা সম্মানিত, গুণবান এবং যুদ্ধে যাহাদের পরাক্রম দেখা গিয়াছে সেই বীর শত্রুগণকেও কূটকৌশলপূর্বক নষ্ট করিতে পারেন ॥ ৫৩

রাজা নানাপ্রকারের কার্যপদ্ধতির দ্বারা শত্রুবিজয়ের নানাবিধ উপায় অন্বেষণ করিবেন। তিনি অযোগ্য উপায়ে কার্য নিষ্পন্ন করিবার চিন্তা করিবেন না। যে মানুষ নির্দোষ ব্যক্তিরও দোষ দর্শন করে, সেই মানুষ বিশিষ্ট সম্পত্তি, প্রভূত যশ ও প্রচুর ধন লাভ করিতে পারে না ॥ ৫৪

সুহৃদ্‌গণের মধ্যে যে দুইজন মিত্র প্রেমপূর্বক একসঙ্গে একই কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে এবং একই সঙ্গে উভয়ে নিবৃত্ত হয়, পরস্পর পরস্পরকে উত্তমরূপে জানিয়া সেই দুইজনের মধ্যে যে মিত্র ফিরিয়া আসিয়া অন্য মিত্রের গুরুতর ভার বহন করিয়া থাকে, তাহাকে বিদ্বান্ পুরুষ অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ মিত্র মনে করিয়া অপরের নিকট তাঁহার উদাহরণ দিবেন ॥ ৫৫

হে নৃপ! আমার দ্বারা কথিত এই রাজধর্ম আচরণ কর এবং প্রজাপালনে মনকে সংযুক্ত কর। ইহাতে তুমি সুখের সহিত পুণ্য ফল লাভ করিতে পারিবে; কারণ, সমস্ত জগতের মূল হইলেন—ধর্ম ॥ ৫৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্বে রাজধর্মকথনবিষয়ক বিংশত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

(দণ্ডস্য স্বরূপ-নাম-লক্ষণ-প্রভাব-প্রয়োগাণাং বর্ণনম্।)

যুধিষ্ঠির উবাচ।

অয়ং পিতামহেনোক্তো রাজধর্মঃ সনাতনঃ।
ঈশ্বরশ্চ মহাদণ্ডো দণ্ডে সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১

দেবতানামৃষীণাঞ্চ পিতৃণাঞ্চ মহাত্মনাম্।
যক্ষ-রক্ষঃ-পিশাচানাং সাধ্যানাঞ্চ বিশেষতঃ ॥ ২

সর্বেষাং প্রাণিনাং লোকে তির্যগ্‌যোনিনিবাসিনাম্।
সর্বব্যাপী মহাতেজা দণ্ডঃ শ্রেয়ানিতি প্রভো ॥ ৩

ইত্যেবমুক্তং ভবতা দণ্ডে বৈ সচরাচরম্।
পশ্যতা লোকমাসক্তং সসুরাসুরমানুষম্।
এতদিচ্ছাম্যহং জ্ঞাতুং তত্ত্বেন ভরতর্ষভ ॥ ৪

কো দণ্ডঃ কীদৃশো দণ্ডঃ কিংরূপঃ কিংপরায়ণঃ।
কিমাত্মকঃ কথংভূতঃ কথংমূর্তিঃ কথং প্রভো ॥ ৫

জাগর্তি চ কথং দণ্ডঃ প্রজাস্ববহিতাত্মকঃ।
কশ্চ পূর্বাপরমিদং জাগর্তি প্রতিপালয়ন্ ॥ ৬

কশ্চ বিজ্ঞায়তে পূর্বং কো বরো দণ্ডসংজ্ঞিতঃ।
কিংসংস্থশ্চ ভবেদ্ দণ্ডঃ কা বাস্য গতিরুচ্যতে ॥ ৭

ভীষ্ম উবাচ।

শৃণু কৌরব্য যো দণ্ডো ব্যবহারো যথা চ সঃ।
যস্মিন্ হি সর্বমায়ত্তং স দণ্ড ইহ কেবলঃ ॥ ৮

ধর্মস্যাখ্যা মহারাজ ব্যবহার ইতীষ্যতে।
তস্য লোপঃ কথং ন স্যাল্লোকেঽবহিতাত্মনঃ ॥ ৯

ইত্যেবং ব্যবহারস্য ব্যবহারত্বমিষ্যতে।
অপি চৈতৎ পুরা রাজন্ মনুনা প্রোক্তমাদিতঃ ১০

সুপ্রণীতেন দণ্ডেন প্রিয়াপ্রিয়সমাত্মনা।
প্রজা রক্ষতি যঃ সম্যক্ স ধর্ম এব স কেবলঃ ॥১১

একবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

[দণ্ডের স্বরূপ, নাম, লক্ষণ, প্রভাব এবং প্রয়োগের বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! আপনি এই সনাতন রাজধর্ম বর্ণনা করিয়াছেন। এতদনুসারে মহাদণ্ডই সকলের ঈশ্বর এবং দণ্ডেই সব কিছু প্রতিষ্ঠিত আছে। ১

প্রভো! দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণ এবং মহাত্মা, যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ ও সাধ্যগণ এবং পশু-পক্ষি-যোনিতে নিবাসকারী জগতের সমস্ত প্রাণিগণেরই পক্ষে সর্বব্যাপী মহাতেজস্বী দণ্ডই কল্যাণের সাধন। ২-৩

দেব, অসুর ও মনুষ্যগণের সহিত এই সম্পূর্ণ বিশ্বকে আপনি যেন প্রত্যক্ষ দেখিতে দেখিতেই বলিলেন যে, দণ্ডেই চরাচর জগৎ প্রতিষ্ঠিত আছে। ভরতশ্রেষ্ঠ! আমি যথাযথভাবে এই সব জানিতে অভিলাষী হইয়াছি। ৪

দণ্ড কি এবং কিরূপ? তাহার স্বরূপ কি প্রকার ও তাহার স্থিতি কোন আধারে আছে? প্রভো! তাহার উপাদান কি? তাহার উৎপত্তি কিভাবে হইয়াছে? তাহার আকারই কিরূপ? ৫

এই দণ্ড কিভাবে সাবধানে থাকিয়া সমস্ত প্রাণিগণের উপর নিজের শাসন স্থির রাখিবার জন্য উদ্যুক্ত থাকে? কোন্ দণ্ড এই পূর্বাপর জগৎকে প্রতিপালন করিবার জন্য সর্বদা উদ্যোগী থাকে? ৬

প্রথমে ইহাকে কোন্ নামে জানা যাইত? কোন্ দণ্ড প্রসিদ্ধ? দণ্ডের আধার কি? এবং উহার গতি কাহাকে বলা হইয়াছে? ৭

ভীষ্ম বলিলেন,—কুরুনন্দন! যাহা দণ্ডের স্বরূপ এবং যেভাবে উহার 'ব্যবহার' হয়, সেই সমস্ত আমি তোমাকে বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। এ জগতে সব কিছু যাহার অধীন, সেই অদ্বিতীয় পদার্থকেই 'দণ্ড' বলা হয়। ৮

মহারাজ! ধর্মের অপর নাম 'ব্যবহার'। জগতে যাহাতে সাবধানে অবস্থিত মানুষের যাহাতে কোনরূপে ধর্মের লোপ না হয়, সেইজন্যই দণ্ডের প্রয়োজন এবং এইরূপে তাহার ব্যবহারের ব্যবহারত্ব দেখা যায় অর্থাৎ "বিগতঃ অবহারঃ ধর্মস্য যেন সঃ ব্যবহারঃ"। যাহার দ্বারা ধর্মের অবহার (লোপ) নিরুদ্ধ হয়, তাহাই ব্যবহার অতএব এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে ধর্মকে লুপ্ত হইয়া যাওয়া হইতে রক্ষা করাই হইল ব্যবহারের ব্যবহারত্ব। ৯

রাজন্! পুরাকালে ভগবান্ মনু এই উপদেশ করিয়াছেন যে, রাজা প্রিয় ও অপ্রিয় ব্যক্তির প্রতি সমান ভাব রাখিবেন—কাহারও প্রতি পক্ষপাত না করিয়া দণ্ডের যথাযথ প্রয়োগ করিতে করিতে প্রজাদিগকে সর্বতোভাবে রক্ষা করিবেন, তাঁহার এই কার্যই কেবল ধর্ম। ১০-১১

যথোক্তমেতদ্ বচনং প্রাগেব মনুনা পুরা
যন্ময়োক্তং মনুষ্যেন্দ্র ব্রহ্মণো বচনং মহৎ ॥ ১২
প্রাগিদং বচনং প্রোক্তমতঃ প্রাগ্বচনং বিদুঃ।
ব্যবহারস্য চাখ্যানাদ্ ব্যবহার ইহোচ্যতে ॥ ১৩
দণ্ডে ত্রিবর্গঃ সততং সুপ্রণীতে প্রবর্ততে।
দৈবং হি পরমো দণ্ডো রূপতোঽগ্নিরিবোত্থিতঃ ॥ ১৪

নরেন্দ্র! পূর্বোক্ত এই বাক্য বহু পূর্বেই উপদেশ করিয়াছেন এবং আমি যে কথা এখন বলিতেছি, উহা ব্রহ্মার সর্বশ্রেষ্ঠ বাণী। এই বচন মনুকর্তৃক পূর্বেই কথিত হইয়াছে, সেইজন্য ইহাকে 'প্রাগ্‌বচন' নামেও মহাত্মাগণ জানেন। ইহাতে শিষ্ট ব্যবহারের কথা উপদেশ থাকায় এস্থলে উহাকে 'ব্যবহার' নামে উল্লেখ করিলাম ॥ ১২-১৩

দণ্ডের যথাযথ প্রয়োগ হইলে পরই রাজার ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের সিদ্ধি হইয়া থাকে। এই কারণে দণ্ডই পরম দেবতা এবং তিনি অগ্নিতুল্য তেজস্বীরূপে সর্বদা প্রকাশিত আছেন ॥ ১৪

ইঁহার দেহের কান্তি নীল, পদ্মের ন্যায় শ্যামবর্ণ এবং ইঁহার চারিটি দন্ত ও চারিটি হস্ত আছে। ইঁহার পদ আটটি এবং নেত্র অনেক। ইঁহার কর্ণদ্বয় শঙ্কু (খোঁটা বা পেরেক)-সদৃশ এবং রোমগুলি ঊর্দ্ধদিকে উত্থিত* ॥ ১৫

* পাপের বর্ণ শ্যাম বলিয়া সেই পাপের নিবারণকারী দণ্ডও শ্যামলরূপে কল্পিত হইয়াছে।

চতুর্দংষ্ট্র—অর্থাৎ অপরাধীর চারিপ্রকার ক্ষতিকারী। যথা ধনহরণ (জরিমানা), কারাগারে নিক্ষেপ, দেশান্তরে নির্বাসন এবং অঙ্গ ও প্রাণহানি।

চতুর্ভুজ—অপরাধীকে স্বগৃহ হইতে আনয়ন, পরগৃহ হইতে আনয়ন, গুপ্ত স্থান হইতে ও জল হইতে আনয়ন করেন বলিয়া দণ্ডের চারিটি হস্ত নিরূপিত হইয়াছে।

অষ্টপাৎ—দণ্ড-শব্দে মোকদ্দমাও বুঝায়, সুতরাং এস্থলে দণ্ডের অর্থ হইল মোকদ্দমা। তাহার আটটি পদ অর্থাৎ আটটি অংশ যথা—ভাষা (আর্জি), উত্তর (বর্ণনা), সাক্ষ্য (সাক্ষী দেওয়ান) এবং লেখ্য (দলিলপত্র দেখান) এই চারিটি বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েরই দ্বারা প্রযুক্ত হয়। আর শ্রবণ (বাদী ও প্রতিবাদীর উক্তি-প্রত্যুক্তি শোনা), প্রশ্ন (জেরা করা), তর্ক (জুরীদের সহিত বা মনে মনে বিচার করা) এবং সিদ্ধান্ত (রায়

নীলোৎপলদলশ্যামশ্চতুর্দংষ্ট্রশ্চতুর্ভুজঃ।
অষ্টপাদ্নৈকনয়নঃ শঙ্কুকর্ণোর্ধ্বরোমবান্ ॥ ১৫
জটী দ্বিজিহ্বস্তাম্রাস্যো মৃগরাজতনুচ্ছদঃ।
এতদ্ রূপং বিভর্ত্যুগ্রং দণ্ডো নিত্যং দুরাধরঃ ॥ ১৬
অসির্ধনুর্গদা শক্তিস্ত্রিশূলং মুদ্গরঃ শরঃ।
মুসলং পরশুশ্চক্রং পাশো দণ্ডষ্টি-তোমরাঃ ॥ ১৭

ইঁহার মস্তকে জটা, মুখে দুইটি জিহ্বা, মুখের বর্ণ তাম্রতুল্য এবং শরীরকে আবৃত রাখিবার জন্য তিনি ব্যাঘ্রচর্ম ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। এইরূপে দুর্ধর্ষ দণ্ড সর্বদা এই ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিয়া অবস্থিত আছেন। (মহাভারতের প্রখ্যাত টীকাকার মহামতি নীলকণ্ঠ ১৫ ও ১৬ সংখ্যক শ্লোকে ব্যাবহারিক দণ্ডের বিশেষণরূপেও ইহাদের অর্থসঙ্গতি করিয়াছেন এবং এই সকল বিশেষণকে 'রূপক' বোধে অর্থ করিয়াছেন) ॥ ১৬

খড়্গ, ধনু, গদা, শক্তি, ত্রিশূল, মুদ্গর, বাণ, মুসল, পরশু, চক্র, পাশ, দণ্ড, ষ্টি, তোমর ও অন্যান্য আরও বহুবিধ যে সব প্রহার প্রকাশ করা)—এই চারিটি বিচারক কর্তৃক প্রযুক্ত হয় সুতরাং দণ্ড (মোকদ্দমা) অষ্টপদসমন্বিত।

নৈকনয়ন—বহুনয়ন অর্থাৎ বহু বিষয় দেখিতে হয় বলিয়া দণ্ড নৈকনয়ন।

শঙ্কুকর্ণ—শঙ্কুসদৃশ (লোহার পেরেক) সূক্ষ্ম অগ্রভাগযুক্ত কর্ণদ্বয় সমন্বিত। অর্থাৎ পেরেক দিয়া আঘাত করিলে (খোঁচা দিলে) যেরূপ অঙ্গে ও মনে ব্যথা লাগে, সেইরূপ অর্থাদি দণ্ড করায় মনে ব্যথা লাগে এবং বেত্রাঘাতাদি দণ্ড দিলে অঙ্গে ব্যথা লাগে।

ঊর্দ্ধরোমবান্—উচ্চৈঃস্বরে তর্ক-বিতর্ক করিতে হয় বলিয়া দণ্ড ঊর্দ্ধরোমযুক্ত।

জটী—জটা যেরূপ মস্তকের উপরে থাকে, সেইরূপ বিচারক সর্বোপরি থাকেন বলিয়া দণ্ডকে জটাধারী বলা হইয়াছে।

দ্বিজিহ্ব—বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েরই রস গ্রহণকারী বলিয়া দণ্ড দ্বিজিহ্ব।

তাম্রাস্য—বিচারক যখন দণ্ডবিধান করেন, তখন ক্রোধে তাঁহার মুখ তাম্রবর্ণ হইয়া থাকে বলিয়া দণ্ড তাম্রাস্য।

সিংহতুল্য চর্মযুক্ত—যেরূপ সিংহের চর্ম দর্শন করিলে মনে ভয় হয়, সেইরূপ এই দণ্ড দর্শন করিলে দর্শকের ভয় হইয়া থাকে

সর্বপ্রহরণীয়ানি সন্তি যানীহ কানিচিৎ।
দণ্ড এব স সর্বাত্মা লোকে চরতি মূর্তিমান্ ॥ ১৮
ভিন্দংশ্ছিন্দন্ রুজন্ কৃন্তন্ দারয়ন্ পাটয়ংস্তথা।
যাতয়ন্নভিধাবংশ্চ দণ্ড এব চরত্যুত ॥ ১৯
অসিবিশসনো ধর্ম্মস্তীক্ষ্ণবর্ম্মা দুরাধরঃ
শ্রীগর্ভো বিজয়ঃ শাস্তা ব্যবহারঃ সনাতনঃ ॥ ২০
শাস্ত্রং ব্রাহ্মণমন্ত্রাশ্চ শাস্তা প্রাগ্বদতাং বরঃ।
ধর্ম্মপালোঽক্ষরো দেবঃ সত্যগো নিত্যগোঽগ্রজঃ ॥২১
অসঙ্গে রুদ্রতনয়ো মনুর্জ্যেষ্ঠঃ শিবঙ্করঃ
নামান্যেতানি দণ্ডস্য কীর্তিতানি যুধিষ্ঠির ॥ ২২
দণ্ডো হি ভগবান্ বিষ্ণুর্দণ্ডো নারায়ণঃ প্রভুঃ।
শশ্বদ্ রূপং মহদ্ বিভ্রন্মহান্ পুরুষ উচ্যতে ॥ ২৩
তথোক্তা ব্রহ্মকন্যেতি লক্ষ্মীর্বৃত্তিঃ সরস্বতী
দণ্ডনীতির্জগদ্ধাত্রী দণ্ডো হি বহুবিগ্রহঃ ॥ ২৪
অর্থানর্থৌ সুখং দুঃখং ধর্ম্মাধর্ম্মৌ বলাবলে।
দৌর্ভাগ্যং ভাগধেয়ঞ্চ পুণ্যাপুণ্যে গুণাগুণৌ ॥ ২৫
কামাকামাবৃতুর্মাসঃ শর্বরী দিবসঃ ক্ষণঃ।
অপ্রমাদঃ প্রমাদশ্চ হর্ষ-ক্রোধৌ শমো দমঃ ॥ ২৬
দৈবং পুরুষকারশ্চ মোক্ষামোক্ষৌ ভয়াভয়ে।
হিংসাহিংসে তপো যজ্ঞঃ সংযমোঽথ বিষাবিষম্ ॥ ২৭
অস্তশ্চাদিশ্চ মধ্যঞ্চ কৃত্যানাঞ্চ প্রপঞ্চনম্।
মদঃ প্রমাদো দর্পশ্চ দম্ভো ধৈর্য্যং নয়ানয়ৌ ॥ ২৮
অশক্তিঃ শক্তিরিত্যেবং মান-স্তম্ভৌ ব্যয়াব্যয়ৌ।
বিনয়শ্চ বিসর্গশ্চ কালাকালৌ চ ভারত ॥ ২৯
অনৃতং জ্ঞানিতা সত্যং শ্রদ্ধাশ্রদ্ধে তথৈব চ।
ক্লীবতা ব্যবসায়শ্চ লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ ॥ ৩০
তীক্ষ্ণতা মৃদুতা মৃত্যুরাগমানাগমৌ তথা।
বিরোধশ্চাবিরোধশ্চ কার্য্যাকার্য্যে বলাবলে ॥৩১
অসূয়া চানসূয়া চ ধর্ম্মাধর্ম্মৌ তথৈব চ।
অপত্রপানপত্রপে স্ত্রীশ্চ সম্পদ্‌বিপৎপদম্ ॥ ৩২
তেজঃ কর্ম্মাণি পাণ্ডিত্যং বাক্‌শক্তিস্তত্ত্ববুদ্ধিতা।
এবং দণ্ডস্য কৌরব্য লোকেঽস্মিন্ বহুরূপতা ॥ ৩৩
ন স্যাদ্ যদীহ দণ্ডো বৈ প্রমথেয়ুঃ পরস্পরম্।
ভয়াদ্ দণ্ডস্য নান্যোন্যং ঘ্নন্তি চৈব যুধিষ্ঠির ॥৩৪
দণ্ডেন রক্ষ্যমাণা হি রাজন্নহরহঃ প্রজাঃ।
রাজানং বর্ধয়ন্তীহ তস্মাদ্ দণ্ডঃ পরায়ণম্ ॥ ৩৫

করিবার যোগ্য অস্ত্রসকল আছে, সেই সমস্ত রূপে সর্ব্বাত্মা দণ্ডই মূর্ত্তিমান্ হইয়া জগতে বিচরণ করিতেছেন। ১৭-১৮

তিনি অপরাধীদিগকে ভিন্ন, ছিন্ন, রুগ্ন, খণ্ডিত, বিদীর্ণ, উৎপাটিত ও বিনাশিত করিতে করিতে চারিদিকে দৌড়াইতেছেন এবং এই দণ্ড স্বয়ং সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছেন ॥ ১৯

ভরতবংশধর যুধিষ্ঠির! অসি, বিশসন, ধর্ম্ম, তীক্ষ্ণবর্ম্মা, দুরাধর, শ্রীগর্ভ, বিজয়, শাস্তা, ব্যবহার, সনাতন, শাস্ত্র, ব্রাহ্মণ, মন্ত্র, শাস্তা, প্রাগ্‌বদতাংবর, ধর্ম্মপাল, অক্ষর, দেব, সত্যগ, নিত্যগ, অগ্রজ, অসঙ্গ, রুদ্রতনয়, মনু, জ্যেষ্ঠ শিবঙ্কর—এ সকল দণ্ডেরই নাম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। ২০-২২

দণ্ড সর্ব্বত্র ব্যাপক বলিয়া ভগবান্ বিষ্ণু এবং নরগণের অয়ন অর্থাৎ আশ্রয় বলিয়া নারায়ণ নামে কথিত হন্। ইনি প্রভাবশালী বলিয়া প্রভু ও সতত মহৎ রূপ ধারণ করিয়া থাকেন, সেই কারণে 'মহাপুরুষ' রূপে তিনি কথিত হন ॥ ২৩

এইরূপ দণ্ডনীতিও ব্রহ্মার কন্যা বলিয়া উল্লিখিতা হইয়াছেন। লক্ষ্মী, বৃত্তি, সরস্বতী ও জগদ্ধাত্রীও তাঁহারই নাম। এইভাবে দণ্ড বহু রূপ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন ॥ ২৪

অর্থ-অনর্থ, সুখ-দুঃখ, ধর্ম্ম-অধর্ম্ম, বল-অবল, দৌর্ভাগ্য-সৌভাগ্য, পুণ্য-পাপ, গুণ-অবগুণ, কাম-অকাম, শুক্ল-ম্লান, দিন-রাত্রি, ক্ষণ, প্রমা-অপ্রমাদ, হর্ষ-ক্রোধ, শম-দম, দৈব-পুরুষার্থ, বন্ধ-মোক্ষ, ভয়-অভয়, হিংসা-অহিংসা, তপ-যজ্ঞ, সংযম, বিষ-অবিষ, আদি, অন্ত, মধ্য, কার্য্যবিস্তার, মদ, অসাবধানতা, দর্প, দম্ভ, ধৈর্য্য, নীতি-অনীতি, শক্তি-অশক্তি, মান, স্তব্ধতা, ব্যয়-অব্যয়, বিনয়, দান, কাল-অকাল, সত্য-অসত্য, জ্ঞান, শ্রদ্ধা-অশ্রদ্ধা, অকর্ম্মণ্যতা, উদ্যোগ, লাভ-হানি, জয়-পরাজয়, তীক্ষ্ণতা-মৃদুতা, মৃত্যু, আসা-যাওয়া, বিরোধ-অবিরোধ, কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্য, সরলতা-নির্ব্বলতা, অসূয়া-অনসূয়া, ধর্ম্ম-অধর্ম্ম, লজ্জা-অলজ্জা, সম্পত্তি-বিপত্তি, স্থান, তেজ, কর্ম্ম, পাণ্ডিত্য, বাক্‌শক্তি এবং তত্ত্ববোধ—এ সমস্তই জগতে দণ্ডের অনেক নাম ও রূপ বলিয়া জানিবে ॥২৫-৩৩

যুধিষ্ঠির! যদি জগতে দণ্ডের ব্যবস্থা না থাকিত, তবে সকল লোক পরস্পর পরস্পরকে নষ্ট করিয়া ফেলিত। দণ্ডেরই ভয়ে মানুষ পরস্পরকে বিনাশ করে না ॥ ৩৪

রাজন্! দণ্ডের দ্বারা সুরক্ষিত থাকিয়া সকল প্রজা এ-জগতে

ব্যবস্থাপয়তি ক্ষিপ্রমিমং লোকং নরেশ্বর।
সত্যে ব্যবস্থিতো ধর্মো ব্রাহ্মণেষ্ববতিষ্ঠতে ॥ ৩৬
ধর্মযুক্তা দ্বিজশ্রেষ্ঠা বেদযুক্তা ভবন্তি চ।
বভূব যজ্ঞো বেদেভ্যো যজ্ঞঃ প্রীণাতি দেবতাঃ ॥৩৭
প্রীতাশ্চ দেবতা নিত্যমিন্দ্রে পরিবদন্ত্যপি।
অন্নং দদাতি শক্রশ্চাপ্যনুগৃহ্ণন্নিমাঃ প্রজাঃ ॥ ৩৮
প্রাণাশ্চ সর্বভূতানাং নিত্যমন্নে প্রতিষ্ঠিতাঃ।
তস্মাৎ প্রজাঃ প্রতিষ্ঠন্তে দণ্ডো জাগর্তি তাসু চ ॥ ৩৯
এবংপ্রয়োজনশ্চৈব দণ্ডো ক্ষত্রিয়তাং গতঃ।
রক্ষন্ প্রজাঃ স জাগর্তি নিত্যং স্ববহিতোঽক্ষরঃ ॥ ৪০
ঈশ্বরঃ পুরুষঃ প্রাণঃ সত্ত্বং চিত্তং প্রজাপতিঃ।
ভূতাত্মা জীব ইত্যেবং নামভিঃ প্রোচ্যতেঽষ্টভিঃ ॥৪১
অদদদ্ দণ্ডমেবাস্মৈ ধৃতমৈশ্বর্য্যমেব চ
বলেন যশ্চ সংযুক্তঃ সদা পঞ্চবিধাত্মকঃ ॥ ৪২
কুলং বহুধনাঢ্যাঃ প্রজ্ঞা প্রোক্তা বলানি তু।
আহার্য্যমষ্টকৈর্দ্রব্যৈর্বলমস্যদ্ যুধিষ্ঠির ॥ ৪৩
হস্তিনোঽশ্বা রথাঃ পত্তিনাবো বিষ্টিস্তথৈব চ।
দৈশিকাশ্চাবিকাশ্চৈব তদষ্টাঙ্গং বলং স্মৃতম্ ॥ ৪৪
অথবাঙ্গস্য যুক্তস্য রথিনো হস্তিযায়িনঃ
অশ্বারোহাঃ পদাতাশ্চ মন্ত্রিণো রসদাশ্চ যে ॥ ৪৫
ভিক্ষুকাঃ প্রাড্‌বিবাকাশ্চ মৌহূর্তা দৈবচিন্তকাঃ।
কোশো মিত্রাণি ধান্যঞ্চ সর্বোপকারণানি চ ॥৪৬
সপ্তপ্রকৃতি চাষ্টাঙ্গং শরীরমিহ যদ্ বিদুঃ
রাজ্যস্য দণ্ডমেবাঙ্গং দণ্ডঃ প্রভব এব চ ॥ ৪৭
ঈশ্বরেণ প্রযত্নেন কারণাৎ ক্ষত্রিয়স্য চ।
দণ্ডো দত্তঃ সমানাত্মা দণ্ডো হীদং সনাতনম্ ॥ ৪৮

নিজ নিজ রাজাকে প্রতিদিন ধনধান্য-সম্পন্ন করিতে থাকে। সেইহেতু দণ্ডই হইলেন সকলের আশ্রয়দাতা। ৩৫

নরেশ্বর! দণ্ডই এই লোককে সত্বর সত্যে স্থাপিত করিয়া থাকেন। সত্যেই ধর্মের স্থিতি এবং ধর্ম ব্রাহ্মণগণে অবস্থিত আছেন। ৩৬

ধর্মযুক্ত শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ বেদের স্বাধ্যায়ে নিরত থাকেন। বেদ হইতেই যজ্ঞ আবির্ভূত হইয়াছেন। সেই যজ্ঞ দেবগণকে তৃপ্ত করেন। তৃপ্ত দেবগণ প্রজাদিগের জন্য প্রতিদিন ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা করেন, ইহাতে ইন্দ্র প্রজাগণের প্রতি অনুগ্রহ করত তাহাদিগকে (যথাসময়ে জলবর্ষণ করিয়া ক্ষেত্রে উৎপন্ন) অন্ন দান করেন। আর সমস্ত প্রাণিগণের প্রাণ সদা অন্নেই প্রতিষ্ঠিত আছে। এই কারণে দণ্ডেই প্রজাগণ প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং দণ্ডও এই সব প্রজাগণে সর্বদা উদ্‌যুক্ত রহিয়াছেন। ৩৭-৩৯

এইভাবে রক্ষারূপ প্রয়োজনসিদ্ধকারী দণ্ডই ক্ষত্রিয়ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন। সেই অবিনাশী দণ্ড সতত সাবধানে থাকিয়া প্রজাদের রক্ষার জন্য উদ্যোগী রহিয়াছেন। ৪০

ঈশ্বর, পুরুষ, প্রাণ, সত্ত্ব, চিত্ত, প্রজাপতি, ভূতাত্মা ও জীব দণ্ডই এই অষ্টবিধ নামে উক্ত হইয়াছেন। ৪১

যিনি সদা সৈন্যদলে বেষ্টিত এবং যিনি ধর্ম, ব্যবহার, দণ্ড, ঈশ্বর ও জীব—এই পাঁচ রূপ (কাহারও মতে প্রজার জীবন, ধন, স্থান, স্থান্য ও ন্যায় রক্ষা করেন বলিয়া রাজার স্বরূপ পাঁচ) ধারণ করেন, সেই রাজাতেই ঈশ্বর দণ্ডনীতি ও নিজের ঐশ্বর্য প্রদান করিয়াছেন। ৪২

যুধিষ্ঠির! রাজার বল দুই প্রকার এক—প্রাকৃত, দ্বিতীয়—আহার্য। এই উভয়ের মধ্যে কুল, প্রচুর ধন, মন্ত্রী ও বুদ্ধি—এই চারিটি প্রাকৃত 'বল' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে এবং আহার্য 'বল' এই সব হইতে ভিন্ন। উহা নিম্নপ্রদর্শিত অষ্টবিধ বস্তুর দ্বারা অষ্ট প্রকার বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৪৩

হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি, নৌকা, বিষ্টি (বেতনগ্রাহী ভৃত্য) দেশের প্রজারা ও ভেড়া প্রভৃতি পশু—এই অষ্ট অঙ্গবিশিষ্ট বলকে 'আহার্য' বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। ৪৪

অথবা অঙ্গসংযুক্ত রথী, গজারোহী, অশ্বারোহী, পদাতি, মন্ত্রী, বৈদ্য, ভিক্ষুক, প্রাড্‌বিবাক (উকিল), জ্যোতিষী, দৈবজ্ঞ, কোষ, মিত্র, ধান্য ও অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী, রাজার সপ্ত প্রকৃতি (রাজা, অমাত্য, সুহৃৎ, কোষ, রাষ্ট্র, দুর্গ ও সেনা) ও পূর্বোক্ত অষ্ট অঙ্গযুক্ত বল—এই সমস্তকে রাজ্যের শরীর বলা হইয়াছে। এই সকলের মধ্যে দণ্ডই প্রধান অঙ্গ; কারণ, দণ্ডই সকলের উৎপত্তির কারণ। ৪৫-৪৭

ঈশ্বর যত্নসহকারে ধর্ম রক্ষা করিবার জন্য ক্ষত্রিয়ের হস্তে তাহার সমজাতিসম্পন্ন দণ্ডকে সমর্পণ করিয়াছেন; এইজন্য দণ্ডই এই সনাতন ব্যবহারের কারণ। ৪৮

রাজ্ঞাং পূজ্যতমো নান্যো যথা ধর্ম্মঃ প্রদর্শিতঃ।
ব্রহ্মণা লোকরক্ষার্থং স্বধর্মস্থাপনায় চ ॥ ৪৯
ভর্তৃপ্রত্যয় উৎপন্নো ব্যবহারস্তথাপরঃ।
তস্মাদ্ যঃ স হিতো দৃষ্টো ভর্তৃপ্রত্যয়লক্ষণঃ ॥ ৫০
ব্যবহারস্তু বেদাত্মা বেদপ্রত্যয় উচ্যতে।
মৌলশ্চ নরশার্দূল শাস্ত্রোক্তশ্চ তথা পরঃ ॥ ৫১
উক্তো যশ্চাপি দণ্ডোঽসৌ ভর্তৃপ্রত্যয়লক্ষণঃ।
জ্ঞেয়ো নঃ স নরেন্দ্রস্থো দণ্ডঃ প্রত্যয় এব চ ॥৫২
দণ্ডঃ প্রত্যয়দৃষ্টোঽপি ব্যবহারাত্মকঃ স্মৃতিঃ।
ব্যবহারঃ স্মৃতো যশ্চ স বেদবিষয়াত্মকঃ ॥ ৫৩
যশ্চ বেদপ্রসূতাত্মা স ধর্ম্মো গুণদর্শনঃ।
ধর্মপ্রত্যয় উদ্দিষ্টো যথাধর্মং কৃতাত্মভিঃ ॥ ৫৪
ব্যবহারঃ প্রজাগোপ্তা ব্রহ্মদিষ্টো যুধিষ্ঠির
ত্রীন্ ধারয়তি লোকান্ বৈ সত্যাত্মা ভূতিবর্ধনঃ ॥ ৫৫

যশ্চ দণ্ডঃ স দৃষ্টো নো ব্যবহারঃ সনাতনঃ।
ব্যবহারশ্চ দৃষ্টো যঃ স বেদ ইতি নিশ্চিতম্ ॥৫৬
যশ্চ বেদঃ স বৈ ধর্ম্মো যশ্চ ধর্মঃ স সৎপথঃ।
ব্রহ্মা পিতামহঃ পূর্বং বভূবাথ প্রজাপতিঃ ॥৫৭
লোকানাং স হি সর্বেষাং সসুরাসুর-রক্ষসাম্।
সমনুষ্যোরগবতাং কর্তা চৈব স ভূতকৃৎ ॥ ৫৮
ততোঽন্যো ব্যবহারোঽয়ং ভর্তৃপ্রত্যয়লক্ষণঃ।
তস্মাদিদমথোবাচ ব্যবহারনিদর্শনম্ ॥ ৫৯

মাতা পিতা চ ভ্রাতা চ ভার্য্যা চৈব পুরোহিতঃ।
নাদণ্ড্যো বিদ্যতে রাজ্ঞো যঃ স্বধর্মে ন তিষ্ঠতি ॥ ৬০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি দণ্ডস্বরূপাধিকথনে একবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২১

ব্রহ্মা লোকরক্ষা ও স্বধর্ম স্থাপনের জন্য যে ধর্মের প্রদর্শন (উপদেশ) করিয়াছেন, উহা দণ্ডই। রাজাদের পক্ষে তাহা হইতে অধিক পরম পূজনীয় দ্বিতীয় ধর্ম নাই ॥ ৪৯

স্বামী অথবা বিচারকের বিশ্বাস অনুসারে যে ব্যবহার উৎপন্ন হইয়া থাকে, উহা (বাদী-প্রতিবাদী কর্তৃক উত্থাপিত বিবাদ হইতে উৎপন্ন ব্যবহার অপেক্ষা) ভিন্ন। উহার দ্বারা যে দণ্ড দেওয়া হয়, তাহার নাম হইল 'ভর্তৃপ্রত্যয়-লক্ষণ'। ইহা সম্পূর্ণ জগতের পক্ষেই হিতকর বলিয়া পরিলক্ষিত হইয়াছে (ইহা প্রথম ভেদ) ॥৫০

নরশ্রেষ্ঠ! বেদপ্রতিপাদিত দোষসকলের আচরণকারী অপরাধীদের জন্য যে ব্যবহার বা বিচার হয়, উহাকে 'বেদপ্রত্যয়' বলা হয় (ইহা দ্বিতীয় ভেদ) এবং কুলাচার ভঙ্গ করিলে সেই অপরাধের উপর যে বিচার বা ব্যবহার করা হয়, উহাকে 'মৌল' বলে (ইহা তৃতীয় ভেদ)। এই সকলের মধ্যেও শাস্ত্রোক্ত দণ্ডেরই বিধান করা হইয়াছে ॥ ৫১

প্রথমে যে 'ভর্তৃপ্রত্যয়লক্ষণ' দণ্ড কথিত হইয়াছে, উহা আমাদের ন্যায় রাজগণের মধ্যেই স্থিত বলিয়া জানিবে, কারণ, এই বিশ্বাস ও দণ্ড রাজাকেই অবলম্বন করিয়া থাকে ॥ ৫২

যদিও প্রভূত বিশ্বাসের আধারের উপরেই এই দণ্ড দৃষ্ট হয়, তথাপি উহাকেও ব্যবহারস্বরূপ বলিয়াই গ্রহণ করা হয়। যাহাকে ব্যবহাররূপে গণ্য করা হয়, উহাও বেদোক্ত বিষয় হইতে ভিন্ন নহে ॥ ৫৩

যাহার স্বরূপ বেদ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তিনিই হইলেন ধর্ম। এই ধর্ম নিজের গুণ (লোভ) দেখাইয়া থাকেন। পুণ্যাত্মা পুরুষগণ ধর্মানুসারেই ধর্মবিশ্বাসমূলক দণ্ডের প্রতিপাদন করিয়াছেন ॥ ৫৪

যুধিষ্ঠির! ব্রহ্মাকর্তৃক উপদিষ্ট প্রজারক্ষকরূপ যে ব্যবহার, উহা সত্যস্বরূপ ও ঐশ্বর্যবৃদ্ধিকারী। এই ব্যবহারই তিন লোক ধারণ করিয়া আছে ॥ ৫৫

যাহা দণ্ড, উহাই হইল আমাদের দৃষ্টিতে সনাতন ব্যবহার। যে ব্যবহার দেখা গিয়াছে, উহাই বেদ, ইহা নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে ॥ ৫৬

যাহা বেদ, উহাই ধর্ম এবং যাহা ধর্ম, উহা সৎপুরুষগণের সৎপথ। সৎপুরুষ হইলেন লোকপিতামহ প্রজাপতি ব্রহ্মা। ইনি সর্বাপেক্ষা প্রথমে আবির্ভূত হইয়াছেন ॥৫৭

ইনিই দেব, মনুষ্য, নাগ, অসুর ও রাক্ষসগণের সহিত সম্পূর্ণ লোকসকলের কর্তা এবং সমস্ত প্রাণীদিগের স্রষ্টা ॥ ৫৮

এই ব্রহ্মা হইতেই 'ভর্তৃপ্রত্যয়' নামক এই অপর এক দণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে; সেইহেতু তিনিই এই ব্যবহারের জন্য এরূপ এক আদর্শ বাক্য উপদেশ করিয়াছেন ॥ ৫৯

মাতা, পিতা, ভ্রাতা, স্ত্রী ও পুরোহিত যে কেহই হউন না কেন, যিনি নিজ ধর্মে স্থির থাকিবেন না, রাজা অবশ্যই তাঁহাকে দণ্ড দান করিবেন। রাজার নিকট কেহই অদণ্ডনীয় নহে ॥ ৬০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্বে দণ্ডের স্বরূপবর্ণনবিষয়ক একবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[দণ্ডোৎপত্তিঃ, ক্ষত্রিয়োপরি তস্য ন্যাসবিষয়ে পূর্ব্বপরম্পরা বর্ণনঞ্চ।]

ভীষ্ম উবাচ

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
অঙ্গেষু রাজা দ্যুতিমান্ বসুহোম ইতি শ্রুতঃ॥ ১
স রাজা ধর্মবিন্নিত্যং সহ পত্ন্যা মহাতপাঃ।
মুঞ্জপৃষ্ঠং জগামাথ পিতৃদেবর্ষিপূজিতম্॥ ২
তত্র শৃঙ্গে হিমবতো মেরৌ কনকপর্বতে।
যত্র মুঞ্জাবটে রামো জটাহরণমাদিশৎ॥ ৩
তদাপ্রভৃতি রাজেন্দ্র ঋষিভিঃ সংশিতব্রতৈঃ।
মুঞ্জপৃষ্ঠ ইতি প্রোক্তঃ স দেশো রুদ্রসেবিতঃ॥ ৪
স তত্র বহুভির্যুক্তস্তদা শ্রুতিময়ৈর্গুণৈঃ।
ব্রাহ্মণানামনুমতো দেবর্ষিসদৃশোঽভবৎ॥ ৫
তং কদাচিদদীনাত্মা সখা শক্রস্য মানিতঃ।
অভ্যগচ্ছন্মহীপালে মান্ধাতা শক্রকর্শনঃ॥ ৬

দ্বাবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

[দণ্ডের উৎপত্তি এবং ক্ষত্রিয়ের উপর উহার ন্যস্ত হইবার পূর্ব্ব পরম্পরা বর্ণন।]

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! এই দণ্ডের বিষয়ে অভিজ্ঞ জ্ঞানিগণ এক প্রাচীন ইতিহাস উদাহরণ দিয়া থাকেন। উহা তুমি শ্রবণ কর। অঙ্গদেশে বসুহোম নামে প্রসিদ্ধ এক তেজস্বী রাজা রাজ্য করিতেছিলেন॥ ১

সেই মহাতেজস্বী ধর্মজ্ঞ নরপতি নিজের পত্নীর সহিত দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণ কর্ত্তৃক পূজিত মুঞ্জপৃষ্ঠ নামক তীর্থস্থানে আসিয়াছিলেন॥ ২

রাজেন্দ্র! সেই স্থান সুবর্ণময় পর্ব্বত সুমেরুর নিকটবর্ত্তী হিমালয়ের শিখরের উপর অবস্থিত। যেস্থানে মুঞ্জাবটে পরশুরাম নিজের জটা বাঁধিবার আদেশ করিয়াছিলেন। তখন হইতেই কঠোর ব্রতপালনকারী ঋষিগণ সেই রুদ্রসেবিত প্রদেশকে মুঞ্জপৃষ্ঠ নাম দিয়াছিলেন॥ ৩-৪

এই স্থানে রাজা বসুহোম বহুসংখ্যক বেদোক্ত গুণসমূহে যুক্ত হইয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। সেই তপস্যার প্রভাবেই তিনি দেবর্ষিতুল্য হইয়া যাইলেন। ব্রাহ্মণগণের মধ্যে তাঁহার অতিশয় সম্মান হইতে লাগিল॥ ৫

একদিন দেবরাজ ইন্দ্রের সম্মানিত সখা উদারহৃদয় শক্রসূদন রাজা মান্ধাতা তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য গমন করিলেন॥ ৬

সোপসৃত্য তু মান্ধাতা বসুহোমং নরাধিপম্।
দৃষ্ট্বা প্রকৃষ্টতপসং বিনতোঽগ্রেঽব্যতিষ্ঠত॥ ৭
বসুহোমোঽপি রাজ্ঞো বৈ পাদ্যমর্ঘ্যং ন্যবেদয়ৎ।
সপ্তাঙ্গস্য তু রাজ্যস্য পপ্রচ্ছ কুশলাবায়ে॥ ৮
সন্তিরাচরিতং পূর্বং যথাবদনুযায়িনম্।
অপৃচ্ছদ্ বসুহোমস্তং রাজন্ কিং করবাণি তে॥ ৯
সোঽব্রবীৎ পরমপ্রীতো মান্ধাতা রাজসত্তমম্।
বসুহোমং মহাপ্রাজ্ঞমাসীনং কুরুনন্দন॥ ১০

মান্ধাতোবাচ।

বৃহস্পতের্মতং রাজন্নধীতং সকলং ত্বয়া।
তথৈবৌশনসং শাস্ত্রং বিজ্ঞাতং তে নরোত্তম॥ ১১
তদহং জ্ঞাতুমিচ্ছামি-দণ্ড উৎপদ্যতে কথম্
কিং চাস্য পূর্বং জাগর্তি কিং বা পরমমুচ্যতে॥ ১২

রাজা মান্ধাতা উত্তম তপস্বী অঙ্গপতি বসুহোমের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে দর্শন করত তাঁহার সম্মুখে বিনীতভাবে দণ্ডায়মান হইলেন॥ ৭

বসুহোমও রাজা মান্ধাতাকে পাদ্য ও অর্ঘ্য নিবেদন করিলেন এবং তাঁহার সপ্ত অঙ্গযুক্ত রাজ্যের কুশল সমাচার জিজ্ঞাসা করিলেন॥ ৮

পুরাকালে সৎপুরুষগণ যে পথের অনুসরণ করিয়াছিলেন, সেই পথেরই যথাযথভাবে নিরন্তর অনুগমনকারী মান্ধাতাকে বসুহোম জিজ্ঞাসা করিলেন—রাজন্! আমি আপনার কি সেবা করিব?॥ ৯

কুরুনন্দন! তখন অতিশয় প্রসন্ন রাজা মান্ধাতা সেই স্থানে উপবিষ্ট মহাজ্ঞানী নৃপশ্রেষ্ঠ বসুহোমকে বলিলেন॥ ১০

মান্ধাতা বলিলেন,- রাজন্! নরশ্রেষ্ঠ! আপনি বৃহস্পতির সম্পূর্ণ মত অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং শুক্রাচার্য্যের নীতিশাস্ত্রও আপনি ভালভাবে জানেন॥ ১১

অতএব আমি আপনার নিকট জানিতে ইচ্ছা করি যে, কিভাবে দণ্ডের উৎপত্তি হইয়াছে? ইহার পূর্ব্বে কোন বস্তু জাগরূক ছিল? এবং এই দণ্ডকে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট কেন বলা হয়?॥ ১২

কথং ক্ষত্রিয়সংস্থশ্চ দণ্ডঃ সম্প্রত্যবস্থিতঃ।
ব্রূহি মে সুমহাপ্রাজ্ঞ দদাম্যাচার্যাবেতনম্ ॥১৩

বসুহোম উবাচ

শৃণু রাজন্ যথা দণ্ডঃ সম্ভূতো লোকসংগ্রহঃ।
প্রজাবিনয়রক্ষার্থং ধর্মস্যাত্মা সনাতনঃ ॥ ১৪

ব্রহ্মা ঋষিঃ স্বয়ম্ভূর্ভগবান্ সর্বলোকপিতামহঃ।
ঋত্বিজং নাত্মনস্তুল্যং দদর্শেতি হি নঃ শ্রুতম্ ॥ ১৫

স গর্ভং শিরসা দেবো বহ্বর্ষাণ্যধারয়ৎ।
পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু স গর্ভঃ ক্ষুবতোঽপতৎ ॥ ১৬

স ক্ষুপো নাম সম্ভূতঃ প্রজাপতিরিবাপরঃ।
ঋত্বিগাসীন্মহারাজ যজ্ঞে তস্য মহাত্মনঃ ॥ ১৭

তস্মিন্ প্রবৃত্তে সত্রে তু ব্রহ্মণঃ পার্থিবর্ষভ।
দৃষ্টরূপপ্রধানত্বাদ্ দণ্ডঃ সোঽন্তর্হিতোঽভবৎ ॥ ১৮

তস্মিন্নন্তর্হিতে চাপি প্রজানাং সঙ্করোঽভবৎ।
নৈব কার্য্যং ন বাকার্য্যং ভোজ্যাভোজ্যে ন বিদ্যতে ॥১৯

পেয়াপেয়ে কুতঃ সিদ্ধির্হিংসন্তি চ পরস্পরম্।
গম্যাগম্যং তদা নাসীৎ স্বং পরস্বঞ্চ বৈ সমম ॥ ২০

পরস্পরং বিলুম্পন্তি সারমেয়া যথামিষম্।
অবলান্ বলিনো ঘ্নন্তি নির্মর্য্যাদমবর্তত ॥ ২১

ততঃ পিতামহো বিষ্ণুং ভগবন্তং সনাতনম্।
সম্পূজ্য বরদং দেবং মহাদেবমথাব্রবীৎ ॥ ২২

অত্র ত্বমনুকম্পাং বৈ কর্তুমর্হসি শঙ্কর।
সঙ্করো ন ভবেদত্র যথা তদ্ বৈ বিধীয়তাম্ ॥ ২৩

ততঃ স ভগবান্ ধ্যাত্বা চিরং শূলবরায়ুধঃ।
আত্মানমাত্মনা দণ্ডং সসৃজে দেবসত্তমঃ ॥ ২৪

তস্মাচ্চ ধর্মচরণান্নীতির্দেবী সরস্বতী।
সসৃজে দণ্ডনীতিং সা ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতা ॥ ২৫

ভূয়ঃ স ভগবান্ ধ্যাত্বা চিরং শূলবরায়ুধঃ।
তস্য তস্য নিকায়স্য চকারৈকৈকমীশ্বরম্ ॥ ২৬

এই দণ্ড কিভাবে ক্ষত্রিয়ের উপর ন্যস্ত হইয়াছে? মহামতে! এই সমস্তই আপনি আমাকে বলুন। আমি আপনাকে গুরু-দক্ষিণা প্রদান করিব। ১৩

বসুহোম বলিলেন, রাজন্! দণ্ড সম্পূর্ণ জগৎকে নিয়মের মধ্যে আবদ্ধ রাখে। দণ্ডই ধর্মের সনাতন স্বরূপ। প্রজাদিগকে ঔদ্ধত্য হইতে রক্ষা করিবার জন্যই এই দণ্ডের উৎপত্তি হইয়াছে। আপনি সেই দণ্ডের যেভাবে উৎপত্তি হইয়াছে, উহা শ্রবণ করুন। ১৪

আমরা শুনিয়াছি যে, সর্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা কোন এক সময় যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি নিজের যোগ্য কোন ঋত্বিক্ দেখিতে পাইলেন না। ১৫

তখন তিনি বহু বৎসর ধরিয়া নিজের মস্তকে এক গর্ভ ধারণ করিলেন। যখন এক হাজার বৎসর অতিক্রান্ত হইল, তখন ব্রহ্মার হাঁচি উপস্থিত হইল এবং তিনি হাঁচিলে পর সেই বেগে উক্ত গর্ভ পতিত হয়। ১৬

শত্রুদমন রাজন্! উহা হইতে যে বালক উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তাঁহার নাম 'ক্ষুপ' রাখা হয়। মহারাজ! মহাত্মা ব্রহ্মার সেই যজ্ঞে প্রজাপতি ক্ষুপই ঋত্বিক্ হইয়াছিলেন। ১৭

নৃপশ্রেষ্ঠ! ব্রহ্মার সেই যজ্ঞ আরম্ভ হইতেই সেস্থানে প্রত্যক্ষরূপে অবস্থিত যজ্ঞের প্রাধান্য হইতে থাকিলে ব্রহ্মার সেই দণ্ড অন্তর্হিত হইয়া যাইলেন। ১৮

দণ্ড লুপ্ত হইতেই প্রজাগণের মধ্যে বর্ণসঙ্করের উদ্ভব হইল। তখন কর্তব্যাকর্তব্য কিছুই রহিল না এবং ভক্ষ্যাভক্ষ্যের বিচারও থাকিল না। ১৯

সুতরাং পেয়াপেয়ের বিচার কোথায় থাকিবে? সকল লোকই পরস্পরকে হিংসা করিতে লাগিল। সেই সময় গম্যাগম্যেরও কিছু বিচার রহিল না। নিজের এবং পরের ধনকে সকলে সমান বলিয়াই বুঝিতে লাগিল। ২০

যেরূপ কুকুরের দল মাংসের জন্য পরস্পর বিবাদ করে, সেইরূপ মনুষ্যগণও পরস্পর বিবাদ করিতে থাকে। বলবান্ মানুষেরা দুর্বলদিগকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিল। সর্বত্র উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা যাইল। ২১

এরূপ অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হইলে পর পিতামহ ব্রহ্মা সনাতন ভগবান্ বিষ্ণুর পূজা করত বরদাতা দেবতা মহাদেবকে বলিলেন,—শঙ্কর! এই পরিস্থিতিতে আপনি কৃপা করুন। যাহাতে সংসারে বর্ণসঙ্কর বিস্তৃত হইয়া না পড়ে, সেইরূপ এক উপায় উদ্ভাবন করুন। ২২-২৩

তখন শূলনামক শ্রেষ্ঠ অস্ত্রধারী সুরশ্রেষ্ঠ মহাদেব বহুকাল চিন্তা করিয়া স্বয়ংই নিজেকে নিজে দণ্ডরূপে প্রকাশিত করিলেন।

ইহার দ্বারা ধর্মাচরণ হইতে দেখিয়া নীতিস্বরূপা দেবী সরস্বতী সেইরূপ এক দণ্ডনীতির রচনা করিলেন, যাহা ত্রিলোকে বিখ্যাত। ২৪-২৫

ভগবান্ শূলপাণি পুনরায় দীর্ঘকাল চিন্তা করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দলের মধ্যে এক-একজনকে রাজা করিলেন। ২৬

দেবানামীশ্বরঃ চক্রে দেবং দশশতেক্ষণম্।
যমং বৈবস্বতং চাপি পিতৃণামকরোৎ প্রভুম্ ॥ ২৭
ধনানাং রাক্ষসানাঞ্চ কুবেরমপি চেশ্বরম্
পর্বতানাং পতিং মেরুং সরিতাঞ্চ মহোদধিম্ ॥ ২৮
অপাং রাজোঽসুরাণাঞ্চ বিদধে বরুণং প্রভুম্।
মৃত্যুং প্রাণেশ্বরমথো তেজসাঞ্চ হুতাশনম্ ॥ ২৯
রুদ্রাণামপি চেশানং গোপ্তারং বিদধে প্রভুম্।
মহাত্মানং মহাদেবং বিশালাক্ষং সনাতনম্ ॥ ৩০
বশিষ্ঠমীশং বিপ্রাণাং বসূনাং জাতবেদসম্
তেজসাং ভাস্করং চক্রে নক্ষত্রাণাং নিশাকরম্ ॥ ৩১
বীরুধামংশুমন্তঞ্চ ভূতানাঞ্চ প্রভুং বরম্
কুমারং দ্বাদশভুজং স্কন্দং রাজানমাদিশৎ ॥ ৩২
কালং সর্বেশমকরোৎ সংহারবিনয়াত্মকম্।
মৃত্যোশ্চতুর্বিভাগস্য দুঃখস্য চ সুখস্য চ ॥ ৩৩
ঈশ্বরঃ সর্বদেবস্তু রাজরাজো নরাধিপ।

তিনি সহস্রলোচন ইন্দ্রদেবকে দেবগণের ঈশ্বর করিলেন এবং সূর্যপুত্র যমকে পিতৃগণের প্রভু (ঈশ্বর) করিয়া দিলেন। ২৭

তিনি কুবেরকে ধন ও রাক্ষসগণের ঈশ্বর করিলেন, মেরুকে পর্বতসকলের পতি এবং মহাসাগরকে নদীসমূহের পতি করিলেন। ২৮

শক্তিশালী ভগবান্ বরুণকে জল ও অসুরগণের রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তিনি মৃত্যুকে প্রাণের এবং অগ্নিদেবকে তেজের আধিপত্য প্রদান করিলেন। ২৯

বিশাললোচন সনাতন মহাত্মা মহাদেব নিজেকে রুদ্রগণের অধীশ্বর ও শক্তিশালী সংরক্ষক করিলেন। ৩০

তিনি বশিষ্ঠকে ব্রাহ্মণগণের, জাতবেদা অগ্নিকে বসুসকলের, সূর্যকে তেজস্বী গ্রহসমূহের ও চন্দ্রকে নক্ষত্রদের অধিপতি করিয়া দিলেন। ৩১

অংশুমান্‌কে লতাসমূহের এবং দ্বাদশবাহুসমন্বিত শক্তিশালী কুমার স্কন্দকে ভূতগণের শ্রেষ্ঠ রাজারূপে নিযুক্ত করিলেন। ৩২

সংহার ও বিনয় (উৎপাদন) যাঁহার স্বরূপ, সেই সর্বেশ্বর কালকে রোগজ, আঘাতজ, পতনজ ও বন্ধনজ এই চারিপ্রকার মৃত্যু, সুখ ও দুঃখের অধিপতি করিলেন।৩৩

সকলের দেবতা, রাজাদেরও রাজা ও বসুসমূহগণের অধিপতি শূলপাণি ভগবান্ শিব স্বয়ং রুদ্রগণের অধীশ্বর হইলেন—ইহ শুনা যায়। ৩৪

সর্বেষামেব রুদ্রাণাং শূলপাণিরিতি শ্রুতিঃ ॥ ৩৪
তমেনং ব্রহ্মণঃ পুত্রমনুজাতং ক্ষুপং দদৌ।
প্রজানামধিপং শ্রেষ্ঠং সর্বধর্মভৃতামপি ॥ ৩৫
মহাদেবস্ততস্তস্মিন্ বৃত্তে যজ্ঞে যথাবিধি।
দণ্ডং ধর্মস্য গোপ্তারং বিষ্ণবে সংকৃতং দদৌ ॥৩৬
বিষ্ণুরঙ্গিরসে প্রাদাদঙ্গিরা মুনিসত্তমঃ
প্রাদাদিন্দ্র-মরীচিভ্যাং মরীচির্ভৃগবে দদৌ ॥ ৩৭
ভৃগুর্দদাবৃষিভ্যস্তু দণ্ডং ধর্মসমাহিতম্।
ঋষয়ো লোকপালেভ্যো লোকপালাঃ ক্ষুপায় চ ॥ ৩৮
ক্ষুপস্তু মনবে প্রাদাদাদিত্যায়নায় চ
পুত্রেভ্যঃ শ্রাদ্ধদেবস্তু সূক্ষ্মধর্মার্থকারণাৎ ॥ ৩৯
বিভজ্য দণ্ডঃ কর্তব্যো ধর্মেণ ন যদৃচ্ছয়া
দুষ্টানাং নিগ্রহো দণ্ডো হিরণ্যাং বাহ্যতঃ ক্রিয়া ॥ ৪০
ব্যঙ্গত্বঞ্চ শরীরস্য বধো নাঙ্গস্য কারণাৎ।
শরীরপীড়ান্তাংস্তাংশ্চ দেহত্যাগো বিবাসনম্ ॥ ৪১

ব্রহ্মার কনিষ্ঠ পুত্র ক্ষুপকে তিনি সমস্ত প্রজা ও সম্পূর্ণ ধর্ম ধারীদিগের শ্রেষ্ঠ অধিপতি করিলেন। ৩৫

তদনন্তর ব্রহ্মার সেই যজ্ঞ যখন বিধি অনুসারে সম্পন্ন হইয়া গেল, তখন মহাদেব ধর্মরক্ষক ভগবান্ বিষ্ণুকে সংকৃত করিয়া তাঁহাকে এই দণ্ড সমর্পণ করিলেন। ৩৬

ভগবান্ বিষ্ণু উহা অঙ্গিরামুনিকে প্রদান করিলেন মুনিবর অঙ্গিরা পরে ইন্দ্র ও মরীচিকে দান করেন এবং মরীচি ভৃগুকে সমর্পণ করেন ॥ ৩৭

ভৃগু ধর্মসংরক্ষক সেই দণ্ড মহর্ষিগণকে প্রদান করেন। ঋষিরা লোকপালদিগকে, লোকপালগণ ক্ষুপকে, ক্ষুপ সূর্যপুত্র মনু (শ্রাদ্ধদেব)-কে এবং শ্রাদ্ধদেব সেই সূক্ষ্ম ধর্ম ও অর্থকে রক্ষা করিবার জন্য নিজ পুত্রকে সমর্পণ করিয়াছিলেন। ৩৮-৩৯

অতএব ধর্মানুসারে ন্যায়-অন্যায় বিচার করিয়াই দণ্ডের বিধান করা উচিত, নিজের ইচ্ছানুসারে নহে। দুষ্টদিগকে দমন করাই দণ্ডের মুখ্য উদ্দেশ্য। স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণ করত কোষ পূর্ণ করিবার জন্য নহে। দণ্ডদান করত স্বর্ণগ্রহণ করা ত' রাজার—গৌণ কর্ম। ৪০

কোন অল্প অপরাধের জন্য প্রজার অঙ্গ ভঙ্গ করা, তাহাকে বধ করা, নানাভাবে দৈহিক যাতনা দেওয়া এবং তাহাকে দেহ-ত্যাগ করিতে বিবশ করা অথবা দেশ থেকে বিতাড়িত করা উচিত নয়। ৪১

তং দদৌ সূর্য্যপুত্রস্তু মনুর্বৈ রক্ষণার্থকম্।
আনুপূর্ব্যাচ্চ দণ্ডোঽয়ং প্রজা জাগর্ত্তি পালয়ন্ ॥ ৪২

ইন্দ্রো জাগর্ত্তি ভগবানিন্দ্রাদগ্নির্বিভাবসুঃ।
অগ্নের্জাগর্ত্তি বরুণো বরুণাচ্চ প্রজাপতিঃ ॥৪৩

প্রজাপতেস্ততো ধর্ম্মো জাগর্ত্তি বিনয়াত্মকঃ।
ধর্ম্মাচ্চ ব্রাহ্মণঃ পুত্রো ব্যবসায়ঃ সনাতনঃ ॥ ৪৪

ব্যবসায়াৎ তত্তেজো জাগর্ত্তি পরিপালয়ৎ।
ওষধ্যস্তেজসস্তস্মাদোষধীভ্যশ্চ পর্ব্বতাঃ ॥ ৪৫

পর্ব্বতেভ্যশ্চ জাগর্ত্তি রসো রসগুণাৎ তথা।
জাগর্ত্তি নির্ঋতির্দেবী জ্যোতীংষি নির্ঋতেরপি ॥ ৪৬

বেদাঃ প্রতিষ্ঠা জ্যোতির্ভ্যস্ততো হয়শিরাঃ প্রভুঃ।
ব্রহ্মা পিতামহস্তস্মাজ্জাগর্ত্তি প্রভুরব্যয়ঃ ॥ ৪৭

পিতামহাত্মহাদেবো জাগর্ত্তি ভগবান্ শিবঃ।
বিশ্বেদেবাঃ শিবাচ্চাপি বিশ্বেভ্যশ্চ ঋষর্ষয়ঃ ॥ ৪৮

ঋষিভ্যো ভগবান্ সোমঃ সোমাদ্ দেবাঃ সনাতনাঃ।
দেবেভ্যো ব্রাহ্মণা লোকে জাগ্রতীত্যুপধারয় ॥ ৪৯

ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ রাজন্যা লোকান্ রক্ষন্তি ধর্ম্মতঃ।
স্থাবরং জঙ্গমং চৈব ক্ষত্রিয়েভ্যঃ সনাতনম্ ॥ ৫০

প্রজা জাগর্ত্তি লোকেঽস্মিন্ দণ্ডো জাগর্ত্তি তাসু চ।
সর্ব্বং সংক্ষিপতে দণ্ডঃ পিতামহসমপ্রভঃ ॥ ৫১

জাগর্ত্তি কালঃ পূর্ব্বঞ্চ মধ্যে চান্তে চ ভারত।
ঈশ্বরঃ সর্ব্বলোকস্য মহাদেবঃ প্রজাপতিঃ ॥ ৫২

দেবদেবঃ শিবঃ সর্ব্বো জাগর্ত্তি সততং প্রভুঃ।
কপর্দী শঙ্করো রুদ্রঃ শিবঃ স্থাণুরুমাপতিঃ ॥ ৫৩

ইত্যেষ দণ্ডো বিখ্যাত আদৌ মধ্যে তথাবরে।
ভূমিপালো যথান্যায়ং বর্ত্তেতানেন ধর্ম্মবিৎ ॥ ৫৪

সূর্য্যপুত্র মনু (শ্রাদ্ধদেব) প্রজাগণকে রক্ষা করিবার জন্যই নিজের পুত্রদিগের উপর দণ্ড সমর্পণ করিয়াছিলেন। উহাই ক্রমশঃ উত্তরোত্তর অধিকারী ব্যক্তিগণের হস্তে যাইয়া প্রজাপালন করিতে করিতে জাগরিত রহিয়াছে ॥ ৪২

ভগবান্ ইন্দ্র দণ্ডের বিধান করিতে সর্ব্বদা জাগরূক থাকেন ইন্দ্র হইতে দেদীপ্যমান অগ্নি, অগ্নি হইতে বরুণ এবং বরুণ হইতে প্রজাপতি সেই দণ্ড প্রাপ্ত হইয়া তাহার যথাযথ প্রয়োগের জন্য সদা জাগরিত আছেন ॥ ৪৩

যিনি সমগ্র জগৎকে শিক্ষা দিয়া থাকেন, সেই ধর্ম্ম প্রজাপতি হইতে দণ্ড গ্রহণ করত প্রজার রক্ষার জন্য সর্ব্বদা জাগরূক রহিয়াছেন। ব্রহ্মপুত্র সনাতন ব্যবসায় সেই দণ্ড ধর্ম্ম হইতে গ্রহণ করিয়া লোকরক্ষার জন্য সর্ব্বদা সচেতন আছেন ॥ ৪৪

ব্যবসায় হইতে দণ্ড গ্রহণ করত তেজ জগৎকে রক্ষা করিতে করিতে জাগরিত আছেন। তেজ হইতে ওষধিসকল, ওষধিসকল হইতে পর্ব্বতসমূহ, পর্ব্বতসমূহ হইতে রস, রস হইতে নির্ঋতি এবং নির্ঋতি হইতে জ্যোতিঃসমূহ ক্রমশঃ সেই দণ্ড গ্রহণ করত লোকরক্ষার জন্য জাগরূক রহিয়াছেন ॥ ৪৫-৪৬

জ্যোতিঃসমূহ হইতে দণ্ড প্রাপ্ত হইয়া বেদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। বেদসকল হইতে ভগবান্ হয়গ্রীব এবং হয়গ্রীব হইতে অবিনাশী প্রভু ব্রহ্মা সেই দণ্ড লাভ করত লোকরক্ষার জন্য সর্ব্বদা সচেতন আছেন ॥ ৪৭

পিতামহ ব্রহ্মা হইতে দণ্ড ও রক্ষার ভারপ্রাপ্ত হইয়া মহাদেব ভগবান্ শিব জাগরিত রহিয়াছেন। শিব হইতে বিশ্বেদেবগণ, বিশ্বেদেবগণ হইতে ঋষিরা, ঋষিদের নিকট হইতে ভগবান্ সোম, সোম হইতে সনাতন দেবগণ এবং দেবগণ হইতে ব্রাহ্মণেরা সেই দণ্ড গ্রহণ করত লোকরক্ষার জন্য সর্ব্বদা জাগরূক আছেন। ইহা তুমি সর্ব্বতোভাবে অবগত হও ॥ ৪৮-৪৯

তদনন্তর ব্রাহ্মণগণ হইতে দণ্ডধারণের অধিকার প্রাপ্ত হইয়া ক্ষত্রিয়েরা ধর্ম্মানুসারে সম্পূর্ণ জগৎ রক্ষা করিতেছেন। ক্ষত্রিয়দিগের দ্বারাই এই সনাতন চরাচর জগৎ সুরক্ষিত হইতেছে ॥ ৫০

এই জগতে প্রজারা জাগরিত থাকে এবং তাহাদের মধ্যে দণ্ডও জাগরূক থাকেন। পিতামহ ব্রহ্মাসদৃশ তেজস্বী এই দণ্ড সকলকে একটি মর্য্যাদার (নিয়মের) মধ্যে আবদ্ধ রাখেন ॥ ৫১

ভরতবংশধর! এই কালরূপ দণ্ড সৃষ্টির আদিতে, মধ্যে এবং অন্তেও জাগরিত থাকেন। ইনিই সর্ব্বলোকেশ্বর মহাদেবের স্বরূপ এবং ইনিই সমস্ত প্রজাগণের পালক ॥ ৫২

এই দণ্ডের রূপে দেবাধিদেব কল্যাণস্বরূপ সর্ব্বাত্মা প্রভু জটাজূটধারী উমাবল্লভ দুঃখহারী স্থাণুস্বরূপ লোকমঙ্গলকারী ভগবান্ নিজেই সর্ব্বদা জাগরিত আছেন ॥ ৫৩

এইভাবে সেই দণ্ড আদি, মধ্য ও অন্তে বিখ্যাত হইয়াছেন। ধর্ম্মজ্ঞ রাজার কর্ত্তব্য হইল—ইহার দ্বারা ন্যায়োচিত ব্যবহার করা ॥ ৫৪

ভীষ্ম উবাচ।

ইত্যেতদ্ বসুহোমস্য শৃণুয়াদ্ যো মতং নরঃ।
শ্রুত্বা সম্যক্ প্রবর্তেত সর্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥ ৫৫
ইতি তে সর্বমাখ্যাতং যো দণ্ডো মনুজর্ষভ।
নিয়ন্তা সর্বলোকস্য ধর্মাক্রান্তস্য ভারত ॥ ৫৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি দণ্ডোৎপত্ত্যুপাখ্যানে দ্বাবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২২

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! যে নরপতি এইভাবে কথিত বসুহোমের এই মত শ্রবণ করেন ও শ্রবণ করত যথাযথ ব্যবহার করেন, তিনি সমস্ত কামনা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৫৫

নরশ্রেষ্ঠ! ভরতনন্দন যুধিষ্ঠির! যে দণ্ড সম্পূর্ণ ধার্মিক জগৎকে নিয়মের মধ্যে আবদ্ধ রাখেন, সেই দণ্ড সম্বন্ধে যত বিষয় আছে, তৎসমস্তই আমি তোমাকে বলিলাম। ৫৬

শ্রীযুক্তমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্বে দণ্ডের উৎপত্তিবিষয়ক দ্বাবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

ত্রয়োবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ত্রিবর্গাণাং বিচারঃ, পাপেন পদচ্যুতস্য রাজ্ঞঃ পুনরুত্থানবিষয়ে আজগরিষ্ঠকামন্দকবৃত্তান্তবর্ণনঞ্চ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

তাত ধর্মার্থকামানাং শ্রোতুমিচ্ছামি নিশ্চয়ম্।
লোকযাত্রা হি কার্ৎস্ন্যেন তিষ্ঠেৎ কেষু প্রতিষ্ঠিতা ॥১
ধর্মার্থকামাঃ কিংমূলাস্ত্রয়াণাং প্রভবশ্চ কঃ।
অন্যোন্যং চানুষজ্যন্তে বর্তন্তে চ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ২

ভীষ্ম উবাচ।

যদা তে স্যুঃ সুমনসো লোকে ধর্মার্থনিশ্চয়ে।
কালপ্রভবসংস্থাসু সজ্জন্তে চ ত্রয়স্তদা ॥ ৩
ধর্মমূলঃ সদৈবার্থঃ কামোঽর্থফলমুচ্যতে।
সঙ্কল্পমূলাস্তে সর্বে সঙ্কল্পো বিষয়াত্মকঃ ॥ ৪
বিষয়াশ্চৈব কার্ৎস্ন্যেন সর্ব আহারসিদ্ধয়ে।
মূলমেতৎ ত্রিবর্গস্য নিবৃত্তির্মোক্ষ উচ্যতে ॥ ৫
ধর্মাচ্ছরীরসংগুপ্তির্ধর্মার্থং চার্থ উচ্যতে
কামো রতিফলশ্চাত্র সর্বে তে চ রজস্বলাঃ ॥ ৬
সংনিকৃষ্টাংশ্চরেদেতান্ ন চৈতান্ মনসা ত্যজেৎ।
বিমুক্তস্তপসা সর্বান্ ধর্মাদীন্ কামনৈষ্ঠিকান্ ॥ ৭

ত্রয়োবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

[ত্রিবর্গের বিচার এবং পাপের জন্য পদচ্যুত রাজার পুনরুত্থান-বিষয়ে আজগরিষ্ঠ ও কামন্দকের বৃত্তান্ত বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—তাত! আমি ধর্ম, অর্থ ও কামের বিষয়ে আপনার নিশ্চিত অভিমত শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। কাহাদের উপর অবলম্বন করিলে পর লোকযাত্রা পূর্ণরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে? ১

ধর্ম, অর্থ ও কামের মূল কি? এই তিনটির উৎপত্তির কারণই বা কি? ইহারা কোন স্থলে একত্রে মিলিতভাবে এবং কোন স্থলে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে কেন অবস্থান করে? ২

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! সংসারে যখন মনুষ্যগণের চিত্ত শুদ্ধ থাকে এবং তাঁহারা ধর্মানুসারে কোন অর্থপ্রাপ্তির নিশ্চয় করিয়া কর্মে প্রবৃত্ত হন, সেই সময় উচিত কাল, কারণ ও কর্মানুষ্ঠান-বশতঃ ধর্ম, অর্থ এবং কাম একসঙ্গে মিলিত হইয়া অবস্থিত থাকে। ৩

ইহাদের মধ্যে ধর্মই সর্ব্বদা অর্থপ্রাপ্তির কারণ এবং কাম সেই অর্থের ফল বলিয়া কথিত হয় কিন্তু এই তিনটিরই মূল কারণ হইল সঙ্কল্প এবং সেই সঙ্কল্প হইল বিষয়স্বরূপ। ৪

সমস্ত বিষয় পূর্ণভাবে ইন্দ্রিয়গণের উপভোগে আনিবার জন্যই হইয়া থাকে। ইহাই ধর্ম, অর্থ ও কামের মূল. ইহা হইতে নিবৃত্ত হওয়াই 'মোক্ষ' বলিয়া উক্ত হয়। ৫

ধর্ম হইতে শরীর রক্ষিত হইয়া থাকে, ধর্ম উপার্জন করিবার জন্যই অর্থের আবশ্যকতা আছে বলিয়া কথিত হয় এবং কামের ফল রতি। এ সবই রজোগুণময়। ৬

এই ধর্ম, অর্থ ও কাম যেভাবে সন্নিকৃষ্ট অর্থাৎ নিজের বাস্তবিক হিত করিয়া থাকে, সেইভাবেই তাহাদের সেবা করিবে অর্থাৎ ইহাদিগকে কল্যাণসাধনের উপায়রূপে ব্যবহার করিবে। মনের দ্বারাও ইহাদের ত্যাগ করিবে না, সুতরাং স্বরূপতঃ দেহের দ্বারা ত্যাগ করার কথা আর কি বলিবার আছে? কেবল তপ অথবা বিচারের দ্বারাই উহাদের নিকট হইতে নিজেকে মুক্ত

শ্রেষ্ঠে বুদ্ধিত্রিবর্গস্য যদয়ঃ প্রাপ্নুয়ান্নরঃ।
কর্মণা বুদ্ধিপূর্বেণ ভবত্যর্থো ন বা পুনঃ ॥ ৮
অর্থার্থমন্যদ্ ভবতি বিপরীতমথাপরম্।
অনর্থার্থমবাপ্যার্থমন্যত্রাদ্যোপকারকম্
বুদ্ধ্যাবুদ্ধিরিহার্থে ন তদজ্ঞাননিকৃষ্টয়া ॥ ৯
অপধ্যানমলো ধর্মো মলোঽর্থস্য নিগূহনম্
সম্প্রমোদমলঃ কামো হ্যয়ঃ স্বগুণবর্জিতঃ ॥ ১০
অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
কামন্দকস্য সংবাদমাঙ্গরিষ্ঠস্য চোভয়োঃ ॥ ১১
কামন্দমৃষিমাসীনমভিবাদ্য নরাধিপঃ।
আঙ্গরিষ্ঠোঽথ পপ্রচ্ছ কৃত্বা সময়পর্যয়ম্ ॥ ১২
যঃ পাপং কুরুতে রাজা কাম-মোহবলাৎকৃতঃ।
প্রত্যাসন্নস্য তস্যার্ষে কিং স্যাৎ পাপপ্রশাসনম্ ॥ ১৩

অধর্মং ধর্ম ইতি চ যোঽজ্ঞানাদাচরেন্নরঃ।
তং চাপি প্রথিতং লোকে কথং রাজা নিবর্তয়েৎ ॥১৪

কামন্দক উবাচ।

যো ধর্মার্থৌ পরিত্যজ্য কামমেবানুবর্ততে।
স ধর্মার্থপরিত্যাগাৎ প্রজ্ঞানাশমিহার্চ্ছতি ॥১৫
প্রজ্ঞানাশাত্মকো মোহস্তথা ধর্মার্থনাশকঃ।
তস্মান্নাস্তিকতা চৈব দুরাচারশ্চ জায়তে ॥ ১৬
দুরাচারান্ যদা রাজা প্রদুষ্টান্ ন নিযচ্ছতি।
তস্মাদুদ্বিজতে লোকঃ সর্পাদ্ বেশ্মগতাদিব ॥ ১৭
তং প্রজা নানুবর্তন্তে ব্রাহ্মণা ন চ সাধবঃ
ততঃ সংশয়মাপ্নোতি তথা বধ্যত্বমেতি চ ॥ ১৮
অপধ্বস্তত্ববমতো দুঃখং জীবিতমচ্ছতি।
জীবেচ্চ যদপধ্বস্তস্তচ্ছুদ্ধং মরণং ভবেৎ ॥ ১৯

রাখিবে অর্থাৎ আসক্তি ও ফল ত্যাগ করত এই সব ধর্ম, অর্থ ও কামের সেবা করা উচিত। ৭

আসক্তি ও ফলেচ্ছা ত্যাগ করত ত্রিবর্গের যদি উপভোগ করা হয়, তবে উহাতে শেষে কল্যাণই হইয়া থাকে। যদি মানুষ এই ত্রিবর্গ প্রাপ্ত হয়, তবে উহা অতিশয় সৌভাগ্যের কথা। অর্থসিদ্ধির জন্য বুদ্ধিসহকারে ধর্মানুষ্ঠান করিলে পরও কখনও অর্থসিদ্ধি হয় আবার কখনও অর্থসিদ্ধি হয়ও না।৮

ইহা ব্যতীত কখনও অন্য অন্য উপায়ও অর্থের সাধক হইয়া থাকে এবং অর্থসাধক কার্যও আবার বিপরীত ফল দিয়া থাকে। কোন সময়ে ধন পাইয়া মানুষ অনর্থকারী কার্যে প্রবৃত্ত হয় এবং ধন হইতে ভিন্ন অন্য যে সব সাধন আছে, উহারা ধর্মের সহায়ক হইয়া যায়। অতএব ধর্ম হইতে ধন ও ধন হইতে ধর্ম, এই বিচার বিষয়ে অজ্ঞানময়ী নিকৃষ্ট বুদ্ধির দ্বারা মোহিত মূর্খ মানুষ বিশ্বাস রাখিতে পারে না, সেইজন্য তাহার এই উভয়ের ফল সুলভ হয় না ॥ ৯

ফলকামনা হইল ধর্মের মল (দোষ), সংগৃহীত করিয়া সঞ্চয় রাখা হইল অর্থের মল এবং আমোদ-প্রমোদ হইল কামের মল; কিন্তু এই ত্রিবর্গ (ধর্ম, অর্থ ও কাম) যদি নিজ নিজ দোষ হইতে মুক্ত থাকে, তবে উহা কল্যাণকারক হয়। ১০

এ বিষয়ে অভিজ্ঞ মহাত্মাগণ রাজা অঙ্গরিষ্ঠ ও কামন্দক মুনির সংবাদরূপ এক প্রাচীন ইতিহাস উদাহরণ দিয়া থাকেন। ১১

কোন এক সময়ে কামন্দক ঋষি নিজের আশ্রমে বসিয়া আছেন। সেই সময় তাঁহাকে প্রণাম করত রাজা আঙ্গরিষ্ঠ প্রশ্নের উপযুক্ত সময় দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। ১২

মহর্ষি! যদি কোন রাজা কাম ও মোহের বশীভূত হইয়া পাপ করিয়া থাকেন, কিন্তু পরে তাঁহার অনুতাপ হইলে পর সেই পাপ দূর করিবার জন্য তিনি কি প্রায়শ্চিত্ত করিবেন? ১৩

যিনি অজ্ঞানভাবশতঃ অধর্মকে ধর্ম মনে করিয়া তাহার আচরণ করেন, সেই লোকবিখ্যাত ও সম্মানিত ব্যক্তিকে রাজা কিভাবে সেই অধর্ম হইতে দূরে রাখিবেন? ১৪

কামন্দক বলিলেন,—রাজন্! যে ব্যক্তি ধর্ম ও অর্থ পরিত্যাগ করত কেবল কামেরই সেবা করে, তাহার এই উভয় পরিত্যাগে বুদ্ধি নষ্ট হইয়া যায়। ১৫

বুদ্ধির নাশ হইল—মোহ। উহা ধর্ম ও অর্থ উভয়কেই নাশ করিয়া থাকে। ইহাতে মনুষ্যের মধ্যে নাস্তিকতা আসিয়া উপস্থিত হয় এবং সে দুরাচার হইয়া যায় ॥ ১৬

যখন রাজা দুষ্ট ও দুরাচারীদিগকে দণ্ড দান করিয়া দমন না করিবেন, তখন সমস্ত প্রজা গৃহে স্থিত সর্পের ন্যায় সেই রাজা হইতে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠে। ১৭

এই অবস্থায় প্রজারা সেই রাজার অনুগামী হয় না। সাধু এবং ব্রাহ্মণগণও তাঁহার অনুসরণ করেন না। তখন সেই রাজার জীবন সংশয়াপন্ন হইয়া পড়ে এবং প্রজাদের হস্তে তিনি নিহতই হইয়া থাকেন। ১৮

তিনি নিজ পদ হইতে ভ্রষ্ট ও অপমানিত হইয়া দুঃখময় জীবন

অত্রৈতদাহুরাচার্য্যাঃ পাপস্য পরিগর্হণম্
সেবিতব্যা ত্রয়ী বিদ্যা সংকারো ব্রাহ্মণেষু চ ॥ ১০
মহামনা ভবেদ্ ধর্মে বিবহেচ্চ মহাকুলে।
ব্রাহ্মণাংশ্চাপি সেবেত ক্ষমাযুক্তান্ মনস্বিনঃ ॥ ১১
জপেদুদকশীলঃ স্যাৎ সততং সুখমাস্থিতঃ
ধর্মাধিষ্ঠান্ সম্প্রবিশেদ্ বহিঃ কৃত্বেহ দুষ্কৃতান্ ॥ ১২
প্রসাদয়েন্মধুরয়া বাচা বাপ্যথ কর্মণা।
ভবাম্যহমিতি বদেন্নিত্যং পরেষাং কীর্তয়ন্ গুণান্ ॥ ২৩

অপাপো জ্ঞেবমাচারঃ ক্ষিপ্রং বহুমতো ভবেৎ
পাপান্যপি হি কৃচ্ছ্রাণি সময়েন্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৪
গুরবো হি পরং ধর্মং যং ব্রুয়ুস্তং তথা কুরু
গুরূণাং হি প্রসাদাদ্ বৈ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যসি ॥ ২৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি কামন্দকাঙ্গিরিষ্টসংবাদে ত্রয়োবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২৩

অতিবাহিত করেন। যদি পদভ্রষ্ট হইয়া জীবিতও থাকেন, তবে সেই জীবন স্পষ্টতঃ মরণই বলিয়া গণ্য হয়। ১০

এই অবস্থায় আচার্য্যগণ তাঁহার পক্ষে এই কর্তব্য বলিয়াছেন —তিনি নিজ পাপসমূহের নিন্দা করিবেন, বেদসকলের নিয়ত স্বাধ্যায় করিবেন এবং ব্রাহ্মণগণকে সমাদর করিবেন। ২০

তিনি ধর্মাচরণে বিশেষভাবে মনঃসংযোগ করিবেন, উত্তম বংশে বিবাহ করিবেন এবং উদার ও ক্ষমাশীল ব্রাহ্মণগণের সেবায় নিরত থাকিবেন। ২১

তিনি জলে অবস্থান করত গায়ত্রী জপ করিবেন, সদা প্রসন্ন থাকিবেন এবং পাপীদিগকে রাজ্য হইতে বহিষ্কার করিয়া দিয়া ধর্মাত্মা পুরুষগণের সঙ্গ করিবেন। ২২

মধুর বাক্য ও উত্তম কর্মের দ্বারা সকলকে প্রসন্ন রাখিবেন, অপর ব্যক্তিদিগের গুণসকল কীর্তন করিয়া সকলকেই বলিতে থাকিবেন—আমি আপনার (আপনি আমাকে আপনারই বলিয়া জানুন)। ২৩

যে রাজা এইভাবে নিজের আচার পালন করিয়া থাকেন, তিনি শীঘ্রই নিষ্পাপ হইয়া সকলের সম্মানের পাত্র হন। তিনি নিজের কঠিন হইতেও কঠিন পাপসকল নষ্ট করিতে সমর্থ হইবেন —ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ২৪

রাজন্! গুরুজনগণ তোমার পক্ষে যাহা উত্তম ধর্মের উপদেশ করিবেন, তুমি সেই সব সেইভাবেই পালন করিবে গুরুজনগণের কৃপায় তাহা হইলে তুমি পরম কল্যাণভাগী হইবে। ২৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্বে কামন্দক ও আঙ্গিরিষ্টের সংবাদবিষয়ক ত্রয়োবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

চতুর্বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ইন্দ্র-প্রহ্লাদবৃত্তান্তপ্রসঙ্গে শীলস্য প্রভাবঃ, শীলস্যাভাবেন ধর্ম্ম-সত্য-সদাচার-বল-লক্ষ্মীণাঞ্চাভাববিষয়বর্ণনঞ্চ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ইমে জনা নরশ্রেষ্ঠ প্রশংসন্তি সদা ভুবি।
ধর্ম্মস্য শীলমেবাদৌ ততো মে সংশয়ো মহান্ ॥ ১
যদি তচ্ছক্যমস্মাভির্জ্ঞাতুং ধর্ম্মভৃতাং বর।
শ্রোতুমিচ্ছামি তৎ সর্বং যথৈতদুপলভ্যতে ॥ ২
কথং তৎ প্রাপ্যতে শীলং শ্রোতুমিচ্ছামি ভারত।
কিংলক্ষণঞ্চ তৎ প্রোক্তং ব্রূহি মে বদতাং বর ॥ ৩

ভীষ্ম উবাচ।

পুরা দুর্য্যোধনেনেহ ধৃতরাষ্ট্রস্য মানদ।
আখ্যাতং তপ্যমানেন শ্রিয়ং দৃষ্ট্বা তথাগতাম্ ॥ ৪
ইন্দ্রপ্রস্থে মহারাজ তব সভ্রাতৃকস্য হ।
সভায়াং চাহ বচনং তৎ সর্বং শৃণু ভারত ॥ ৫
তবতস্তাং সভাং দৃষ্ট্বা সমৃদ্ধিং চাপ্যনুত্তমাম্।
দুর্য্যোধনস্তদাঽঽসীনঃ সর্বং পিত্রে ন্যবেদয়ৎ ॥ ৬
শ্রুত্বা হি ধৃতরাষ্ট্রশ্চ দুর্য্যোধনবচস্তদা
অব্রবীৎ কর্ণসহিতং দুর্য্যোধনমিদং বচঃ ॥ ৭

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

কিমর্থং তপ্যসে পুত্র শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ।
শ্রুত্বা ত্বামনুনেষ্যামি যদি সম্যগ্ ভবিষ্যতি ॥ ৮
ত্বয়া চ মহদৈশ্বর্য্যং প্রাপ্তঃ পরপুরঞ্জয়।
কিঙ্করা ভ্রাতরঃ সর্বে মিত্রসম্বন্ধিনঃ সদা ॥ ৯
আচ্ছাদয়সি প্রাবারানশ্নাসি পিশিতৌদনম্।
আজানেয়া বহন্ত্যশ্বাঃ কেনাসি হরিণঃ কৃশঃ ॥ ১০

দুর্য্যোধন উবাচ।

দশ তানি সহস্রাণি স্নাতকানাং মহাত্মনাম্।
ভুঞ্জতে রুক্মপাত্রীভির্যুধিষ্ঠিরনিবেশনে ॥ ১১
দৃষ্ট্বা চ তাং সভাং দিব্যাং দিব্যপুষ্পফলান্বিতাম্।
অশ্বাংস্তিত্তিরিকল্মাষান্ বস্ত্রাণি বিবিধানি চ ॥ ১২

চতুর্বিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

[ইন্দ্র ও প্রহ্লাদের বৃত্তান্ত প্রসঙ্গে শীলের প্রভাব, শীলের অভাবে ধর্ম্ম, সত্য, সদাচার, বল এবং লক্ষ্মীরও অভাবের বিষয় বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বললেন—নরশ্রেষ্ঠ! পিতামহ! ভূতলের এই সকল মানুষই সর্ব্বপ্রথম ধর্ম্মের অনুরূপ শীলেরই অধিক প্রশংসা করিয়া থাকেন, অতএব এ বিষয়ে আমার অতিশয় সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। ১

ধর্ম্মত্যাগিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ! যদি আমি উহা জানিতে সমর্থ হই, তবে যেভাবে আমার সেই শীলের উপলব্ধি হইবে, সেই সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিতে বাসনা করি। ২

ভারত! সেই শীল কিভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায়? উহা শ্রবণ করিতে আমার ইচ্ছা জাগরিত হইয়াছে। বক্তাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পিতামহ! উহার লক্ষণ কিভাবে কথিত হইয়াছে? তাহা আমাকে বলুন। ৩

ভীষ্ম বলিলেন,—মানপ্রদ মহারাজ যুধিষ্ঠির! পূর্ব্বে ইন্দ্রপ্রস্থে রাজসূয়-যজ্ঞের সময় ভ্রাতৃগণের সহিত তোমার তাদৃশ অদ্ভুত শ্রী-সম্পত্তি, সেই সর্ব্বোত্তম সভা ও সমৃদ্ধি দেখিয়া সন্তপ্ত দুর্য্যোধন কৌরবসভায় উপবেশন করত পিতা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট নিজের গভীর চিন্তার কথা প্রকাশ করিয়াছিল—সমস্ত মনোবাধা বলিয়া শুনাইয়াছিল। ভারত! সে সভামধ্যে যে সব কথা বলিয়াছিল, তুমি সেই সব শ্রবণ কর। ৪-৬

সেই সময় ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনের কথা শ্রবণ করত কর্ণের সহিত তাহাকে এইভাবে বলিয়াছিল। ৭

ধৃতরাষ্ট্র বলিল,—পুত্র! তুমি কিজন্য সন্তপ্ত হইতেছ? তাহা আমি যথাযথভাবে শুনিতে ইচ্ছা করি। উহা শ্রবণ করত যদি উচিত বলিয়া বুঝিতে পারি, তবে তোমাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিব। ৮

শত্রুনগরবিজয়ী বীর! তুমিও প্রভূত ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছ। তোমার সমস্ত ভ্রাতারা, মিত্র ও সম্বন্ধিগণ সতত তোমার সেবায় নিরত আছে। ৯

তুমি উত্তম উত্তম বস্ত্র ও চাদর প্রভৃতি আচ্ছাদন করিতেছ, পিশিতৌদন (মাংসযুক্ত অন্ন) ভোজন করিতেছ এবং 'আজানেয়' অশ্ব-(আরবী-অশ্ব)-গণ তোমার রথ বহন করে, তবে তুমি কেন শ্বেতবর্ণ ও দুর্ব্বল হইয়া যাইতেছ? ১০

দুর্য্যোধন বলিল,—পিতঃ! যুধিষ্ঠিরের অন্তপুরে দশ হাজার মহাত্মা স্নাতক ব্রাহ্মণ প্রতিদিন স্বর্ণের পাত্রে ভোজন করেন। ১১

দিব্য পুষ্পসমূহে সুশোভিত সেই দিব্য সভা তিত্তিরিপক্ষির তুল্য নানা বর্ণবিশিষ্ট বিচিত্র অশ্ব ও নানাবিধ দিব্য বস্ত্র-(আমার

দৃষ্ট্বা তাং পাণ্ডবেয়ানাময়ুদ্ধিং বৈশ্রবণীং শুভাম্
অমিত্রাণাং সুমহতীমনুশোচামি ভারত ॥ ১৩

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

যদীচ্ছসি শ্রিয়ং তাত যাদৃশীং সা যুধিষ্ঠিরে।
বিশিষ্টাং বা নরব্যাঘ্র শীলবান্ ভব পুত্রক ॥ ১৪
শীলেন হি ত্রয়ো লোকাঃ শক্যা জেতুং ন সংশয়ঃ।
ন হি কিঞ্চিদসাধ্যং বৈ লোকে শীলবতাং ভবেৎ ॥১৫
একরাত্রেণ মান্ধাতা ত্র্যহেণ জনমেজয়ঃ।
সপ্তরাত্রেণ নাভাগঃ পৃথিবীং প্রতিপেদিরে ॥ ১৬
এতে হি পার্থিবাঃ সর্বে শীলবন্তো দয়ান্বিতাঃ।
অতস্তেষাং গুণক্রীতা বসুধা স্বয়মাগতা ॥ ১৭

দুর্যোধন উবাচ

কথং তৎ প্রাপ্যতে শীলং শ্রোতুমিচ্ছামি ভারত।
যেন শীলেন তৈঃ প্রাপ্তা ক্ষিপ্রমেব বসুন্ধরা ॥ ১৮

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।

নিকট উহা কোথায়? এই সব) সকল দেখিয়া নিজের শত্রু পাণ্ডবদের সেই কুবেরসদৃশ শুভ ও বিশাল ঐশ্বর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া আমি নিরন্তর শোকে নিমগ্ন হইতেছি। ১২-১৩

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—বৎস! নরশ্রেষ্ঠ! পুত্র! যুধিষ্ঠিরের নিকট যেরূপ সম্পত্তি আছে, সেরূপ বা তাহা হইতেও অধিক যদি রাজলক্ষ্মী লাভ করিতে চাও, তবে তুমি শীলবান্ হও। ১৪

ইহাতে কোনও সংশয় নাই যে, শীলের (সৎস্বভাবের) দ্বারা তিনলোক জয় করিতে পারা যায়। শীলবান্‌গণের পক্ষে এ জগতে কিছুই অসাধ্য নয়। ১৫

মান্ধাতা এক দিনে, জনমেজয় তিন দিনের এবং নাভাগ সাত দিনে এই সমগ্র পৃথিবীর রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৬

এই সব রাজাই শীলবান্ ও দয়ালু ছিলেন। অতএব তাঁহাদের দ্বারা গুণরূপ মূল্যে ক্রীতা হইয়া এই পৃথিবী স্বয়ংই তাঁহাদের পার্শ্বে গিয়াছিলেন। ১৭

দুর্যোধন বলিল,—তাত! যাহার দ্বারা এই রাজারা অতি-সত্বর সমগ্র ভূমণ্ডলের রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই 'শীল' কিরূপে লাভ করিতে পারা যায়? উহা আমি শুনিতে অভিলাষী হইয়াছি। ১৮

ধৃতরাষ্ট্র বলিল, ভরতবংশজাত দুর্যোধন! এ বিষয়ে

নারদেন পুরা প্রোক্তং শীলমাশ্রিত্য ভারত। ১৯
প্রহ্লাদেন হৃতং রাজ্যং মহেন্দ্রস্য মহাত্মনঃ
শীলমাশ্রিত্য দৈত্যেন ত্রৈলোক্যঞ্চ বশে কৃতম্ ॥ ২০
ততো বৃহস্পতিং শক্রঃ প্রাঞ্জলিঃ সমুপস্থিতঃ
তমুবাচ মহাপ্রাজ্ঞঃ শ্রেয় ইচ্ছামি বেদিতুম্ ॥ ২১
ততো বৃহস্পতিস্তস্মৈ জ্ঞানং নৈঃশ্রেয়সং পরম্
কথয়ামাস ভগবান্ দেবেন্দ্রায় কুরূদ্বহ ॥ ২২
এতাবচ্ছ্রেয় ইত্যেব বৃহস্পতিরভাষত।
ইন্দ্রস্তু ভূয়ঃ পপ্রচ্ছ কো বিশেষো ভবেদিতি ॥ ২৩

বৃহস্পতিরুবাচ

বিশেষোঽস্তি মহাংস্তাত ভার্গবস্য মহাত্মনঃ।
অত্রাগময় ভদ্রং তে ভূয় এব সুরর্ষভ ॥ ২৪
আত্মনস্তু ততঃ শ্রেয়ো ভার্গবাৎ সুমহাতপাঃ
জ্ঞানমাগময়ৎ প্রীত্যা পুনঃ স পরমদ্যুতিঃ ॥ ২৫

মহাত্মাগণ এক প্রাচীন ইতিহাস উদাহরণ দিয়া থাকেন, যাহা নারদ পূর্ব্বে শীল-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন। ১৯

দৈত্যরাজ প্রহ্লাদ শীলের আশ্রয় গ্রহণ করত মহাত্মা দেবরাজ ইন্দ্রের রাজ্য অপহরণ করিয়াছিলেন এবং তিনলোককেও নিজের বশীভূত করিয়াছিলেন। ২০

তখন মহাবুদ্ধিমান্ ইন্দ্র কৃতাঞ্জলি হইয়া বৃহস্পতির সেবায় উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন,—ভগবন্! আমি নিজের কল্যাণের উপায় জানিতে ইচ্ছা করি। ২১

কুরুশ্রেষ্ঠ! তখন ভগবান্ বৃহস্পতি সেই দেবেন্দ্রকে কল্যাণ-কারী পরম জ্ঞানের উপদেশ করিলেন। ২২

এইরূপই হইল শ্রেয় (কল্যাণের উপায়), এই কথা বৃহস্পতি বলিলেন। তখন ইন্দ্র পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—ইহা হইতে বিশেষ বস্তু কি? ২৩

বৃহস্পতি বলিলেন, তাত! সুরশ্রেষ্ঠ! ইহা হইতেও বিশেষ মহত্বপূর্ণ বস্তুর জ্ঞান মহাত্মা শুক্রাচার্য্যের রহিয়াছে। তোমার কল্যাণ হউক। তুমি তাঁহার নিকট গমন করত পুনরায় সেই বস্তুর জ্ঞানলাভ কর। ২৪

তখন পরম তেজস্বী মহাতপস্বী ইন্দ্র প্রীতিসহকারে শুক্রাচার্য্যের নিকট হইতে পুনরায় নিজের জন্য শ্রেয়োজ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন। ২৫

তেনাপি সমনুজ্ঞাতো ভার্গবেণ মহাত্মনা
শ্রেয়োঽস্তীতি পুনর্ভূয়ঃ শুক্রমাহ শতক্রতুঃ ॥ ২৬
ভার্গবস্ত্বাহ সর্ব্বজ্ঞঃ প্রহ্লাদস্য মহাত্মনঃ
জ্ঞানমস্তি বিশেষেণেত্যুক্তো হৃষ্টশ্চ সোঽভবৎ ॥ ২৭
স ততো ব্রাহ্মণো ভূত্বা প্রহ্লাদং পাকশাসনঃ।
গত্বা প্রোবাচ মেধাবী শ্রেয় ইচ্ছামি বেদিতুম্ ॥ ২৮
প্রহ্লাদস্ত্বব্রবীদ্ বিপ্রং ক্ষণো নাস্তি দ্বিজর্ষভ।
ত্রৈলোক্যরাজ্যসক্তস্য ততো নোপদিশামি তে ॥ ২৯
ব্রাহ্মণস্ত্বব্রবীদ্ রাজন্ যস্মিন্ কালে ক্ষণো ভবেৎ।
তদোপাদেষ্টুমিচ্ছামি যদাচয়মনুত্তমম্ ॥ ৩০
ততঃ প্রীতোঽভবদ্ রাজা প্রহ্লাদো ব্রহ্মবাদিনঃ
তথেত্যুক্ত্বা শুভে কালে জ্ঞানতত্ত্বং দদৌ তদা ॥ ৩১
ব্রাহ্মণোঽপি যথান্যায়ং গুরুবৃত্তিমনুত্তমাম্।
চকার সর্ব্বভাবেন যদস্য মনসেপ্সিতম্ ॥ ৩২

ত্রৈলোক্যরাজ্যং ধর্ম্মজ্ঞ কারণং তদ্ ব্রবীহি মে।
প্রহ্লাদোঽপি মহারাজ ব্রাহ্মণং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৩৩

প্রহ্লাদ উবাচ

নাসূয়ামি দ্বিজান্ বিপ্র রাজাস্মীতি কদাচন।
কাব্যানি বদতাং তেষাং সংযচ্ছন্তি চ মাং সদা ॥ ৩৪
তে বিশ্রব্ধাঃ প্রভাষন্তে সংযচ্ছামি চ মাং সদা।
তে মাং কাব্যপথে যুক্তং শুশ্রূষুমনসূয়কম্ ॥ ৩৫
ধর্ম্মাত্মানং জিতক্রোধং নিয়তং সংযতেন্দ্রিয়ম্
সমাসিঞ্চন্তি শাস্তারঃ ক্ষৌদ্রং মধ্বিব মক্ষিকাঃ ॥ ৩৬
সোঽহং বাগগ্রবিদ্বাংসাং রসানামবলেহিতা।
স্বজাত্যানবিতিষ্ঠামি নক্ষত্রাণীব চন্দ্রমাঃ ॥ ৩৭
এতৎ পৃথিব্যামুত্তমেতচ্চক্ষুরনুত্তমম্।
যদ্ ব্রাহ্মণমুখে কাব্যমেতচ্ছ্রুত্বা প্রবর্ত্ততে ॥ ৩৮

মহাত্মা ভার্গব যখন তাঁহাকে উপদেশ দান করিলেন, তখন ইন্দ্র পুনরায় শুক্রাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা হইতেও কি কোন বিশেষ শ্রেয়ঃ বস্তু আছে ? ২৬

তখন সর্ব্বজ্ঞ শুক্রাচার্য্য বলিলেন,—মহাত্মা প্রহ্লাদের ইহা হইতেও বিশেষ শ্রেয় জ্ঞান আছে। ইহা শুনিয়া ইন্দ্র অতিশয় প্রসন্ন হইলেন। ২৭

তদনন্তর বুদ্ধিমান্ ইন্দ্র ব্রাহ্মণের রূপধারণ করত প্রহ্লাদের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন—রাজন্! আমি শ্রেয় জানিতে অভিলাষী হইয়াছি। ২৮

প্রহ্লাদ ব্রাহ্মণকে বলিলেন,—দ্বিজশ্রেষ্ঠ! ত্রিলোকের রাজ্য-পরিচালনা বিষয়ে অতিশয় ব্যস্ত থাকায় আমার সময় নাই, অতএব আমি আপনাকে উপদেশ দিতে পারিব না। ২৯

ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ বলিলেন,—রাজন্! যখন আপনার সময় হইবে, সেই সময়েই আমি আপনার নিকট হইতে সর্ব্বোত্তম আচরণীয় ধর্ম্মের উপদেশ গ্রহণ করিতে বাসনা করি। ৩০

ব্রাহ্মণের এই বাক্যে রাজা প্রহ্লাদ অতিশয় প্রসন্ন হইলেন। তিনি 'তথাস্তু' বলিয়া তাঁহার বাক্য স্বীকার করিলেন এবং শুভ সময়ে তাঁহাকে জ্ঞানতত্ত্বের উপদেশ দিলেন। ৩১

ব্রাহ্মণও তাঁহার প্রতি যথাযোগ্য সর্ব্বোত্তম শুভভক্তিপূর্ণ ব্যবহার করত তাঁহার মনের ইচ্ছানুসারে সর্ব্বপ্রকারে তাঁহার সেবা করিলেন। ৩২

ব্রাহ্মণ প্রহ্লাদকে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন,—ধর্ম্মজ্ঞ! আপনি কি প্রকারে এই ত্রিলোকের উত্তম রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? ইহার কারণ আমাকে বলুন। মহারাজ! তখন প্রহ্লাদও ব্রাহ্মণকে এই কথা বলিলেন। ৩৩

প্রহ্লাদ বলিলেন,—বিপ্রবর! 'আমি রাজা' এই অভিমানে অভিমানী হইয়া কখনও ব্রাহ্মণগণকে নিন্দা করি না; কারণ, যখন তাঁহারা আমাকে শুক্রাচার্য্যকথিত নীতির উপদেশ দান করিতেন তখন আমি সংযম সহকারে তাঁহাদের সেই সব উপদেশবাক্য শ্রবণ করিতাম এবং তাঁহাদের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিতাম। ৩৪

সেই ব্রাহ্মণগণ বিশ্বস্ত হইয়া আমাকে নীতিপথের উপদেশ দান করিতেন এবং সদা সংযমে রাখিতেন। আমি সর্ব্বদাই যথাশক্তি শুক্রাচার্য্যকথিত নীতিপথে গমন করি, ব্রাহ্মণগণের সেবা করি, কাহারও দোষদর্শন করি না এবং ধর্ম্মে মনকে সংযুক্ত করিয়া রাখি। ক্রোধকে জয় করত মন ও ইন্দ্রিয়দিগকে সংযত করিয়া রাখিয়াছি। অতএব যেরূপ মৌমাছিরা পুষ্পসকলের স্তবক হইতে রস গ্রহণ করত তাহার দ্বারা মধুচক্রকে সিক্তিত করিয়া থাকে, সেইরূপ উপদেশ দাতা ব্রাহ্মণগণ আমাকে শাস্ত্রের অমৃতময় বাণী-সমূহের দ্বারা সিক্ত করিয়া থাকেন। ৩৫-৩৬

আমি তাঁহাদের নীতি বিভার রস আস্বাদন করি এবং যেরূপ চন্দ্র নক্ষত্রদিগকে শাসন করেন, সেইরূপ আমিও আমার জ্ঞাতি বন্ধুদের মধ্যে রাজ্য করি। ৩৭

ব্রাহ্মণের মুখে শুক্রাচার্য্যের যে নীতিবাক্য বিদ্যমান আছে,

এতাবচ্ছ্রেয় ইত্যাহ প্রহ্লাদো ব্রহ্মবাদিনম্।
শুশ্রূষিতস্তেন তদা দৈত্যেন্দ্রো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৩৯
যথাবদ্ গুরুবৃত্ত্যা তে প্রীতোঽস্মি দ্বিজসত্তম।
বরং বৃণীষ্ব ভদ্রং তে প্রদাতাস্মি ন সংশয়ঃ ॥ ৪০
কৃতমিত্যেব দৈত্যেন্দ্রমুবাচ স চ বৈ দ্বিজঃ।
প্রহ্লাদস্ত্বব্রবীৎ প্রীতো গৃহ্যতাং বর ইত্যুত ॥ ৪১

ব্রাহ্মণ উবাচ

যদি রাজন্ প্রসন্নস্ত্বং মম চেদিচ্ছসি প্রিয়ম্
ভবতঃ শীলমিচ্ছামি প্রাপ্তুমেষ বরো মম ॥ ৪২
ততঃ প্রীতস্তু দৈত্যেন্দ্রো ভয়মস্যাভবন্মহৎ।
বরে প্রদিষ্টে বিপ্রেণ নাল্পতেজায়মিত্যুত ॥ ৪৩
এবমস্ত্বিতি স প্রাহ প্রহ্লাদো বিস্মিতস্তদা।
উপাকৃত্য তু বিপ্রায় বরং দুঃখান্বিতোঽভবৎ ॥ ৪৪

দত্তে বরে গতে বিপ্রে চিন্তাসীন্মহতী তদা।
প্রহ্লাদস্য মহারাজ নিশ্চয়ং ন চ জগ্মিবান্ ॥ ৪৫
তস্য চিন্তয়তস্তাবচ্ছায়াভূতং মহাদ্যুতি।
তেজো বিগ্রহবৎ তাত শরীরমজহাৎ তদা ॥ ৪৬
তমপৃচ্ছন্মহাকায়ঃ প্রহ্লাদঃ কো ভবানিতি।
প্রত্যাহৃতং তু শীলোঽস্মি ত্যক্তো গচ্ছাম্যহং ত্বয়া ॥ ৪৭
তস্মিন্ দ্বিজোত্তমে রাজন্ বৎস্যাম্যহমনিন্দিতে।
যোঽসৌ শিষ্যত্বমাগম্য ত্বয়ি নিত্যং সমাহিতঃ ॥ ৪৮
ইত্যুক্ত্বান্তর্হিতং তদ্ বৈ শক্রং চাবাবিশৎ প্রভো।
তস্মিংস্তেজসি যাতে তু তাদৃগ্রূপস্ততোঽপরঃ ॥ ৪৯
শরীরান্নিঃসৃতস্তস্য কো ভবানিতি চাব্রবীৎ।
ধর্মং প্রহ্লাদ মাং বিদ্ধি যত্রাসৌ দ্বিজসত্তমঃ ॥ ৫০

উহাই এই ভূতলে অমৃত, ইহাই সর্বোত্তম চক্ষু। রাজা ইহা শ্রবণ করত তদনুসারে আচরণ করিবেন ॥ ৩৮

ইহাই হইল শ্রেয়, এই কথাই প্রহ্লাদকে ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণকে বলিয়াছিলেন। ইহার পরও তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিলে দৈত্যরাজ প্রহ্লাদ তাঁহাকে এই কথা বলিলেন ॥ ৩৯

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমি তোমার দ্বারা যথাযথভাবে কৃত গুরু-সেবাতে অতিশয় প্রীত হইয়াছি। তোমার কল্যাণ হউক। তুমি কোন বর প্রার্থনা কর। আমি উহা তোমাকে প্রদান করিব—ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ৪০

তখন সেই ব্রাহ্মণ দৈত্যরাজ প্রহ্লাদকে বলিলেন,—আপনি আমার সমস্ত বাসনা পূর্ণ করিয়া দিন। ইহা শ্রবণ করত প্রহ্লাদ আরও প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বলিলেন—তুমি কোন বর অবশ্যই প্রার্থনা কর ॥ ৪১

ব্রাহ্মণ বলিলেন—রাজন্! যদি আপনি প্রসন্ন হন্ এবং আমার প্রিয় করিতে আপনার বাসনা থাকে, তবে আমি আপনার 'শীল' (এই অধ্যায়ের৬৬ শ্লোক হইতে শীলের ব্যাখ্যা আছে) লাভ করিতে অভিলাষী, ইহাই হইল আমার বর ॥ ৪২

ইহা শ্রবণ করত দৈত্যরাজ প্রহ্লাদ প্রসন্ন হইলেন, কিন্তু তাঁহার মনে অতিশয় ভয় উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণ বর প্রার্থনা করিলে পর তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এই ব্যক্তি কোন সাধারণ তেজস্বী পুরুষ নয় ॥৪৩

তারপর 'এবমস্তু' এই কথা বলিয়া প্রহ্লাদ সেই বর দান করিলেন। কিন্তু সেই সময় তাঁহার অতিশয় বিস্ময় উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণকে সেই বর দিয়া তিনি নিজে দুঃখিত হইয়া পড়িলেন ॥৪৪

মহারাজ! বরদান করিবার পর যখন সেই ব্রাহ্মণ চলিয়া যাইলেন, তখন তাঁহার অতিশয় চিন্তা হইতে লাগিল। তিনি ভাবিলেন, এখন কি করা উচিত? কিন্তু কোন এক নিশ্চয়ে তিনি উপস্থিত হইতে পারিলেন না ॥ ৪৫

তাত! যখন তিনি এই চিন্তা করিতেছিলেন, তখন তাঁহার দেহ হইতে পরম কান্তিমান্ ছায়াময় এক তেজ মূর্তিমান্ হইয়া প্রাদুর্ভূত হইলেন। তিনি নিজের দেহ ত্যাগ করিয়া দিয়াছিলেন ॥ ৪৬

প্রহ্লাদ সেই বিশালকায় পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি কে? তিনি উত্তর দিলেন—আমি 'শীল'। তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া দিয়াছ, সেজন্য আমি চলিয়া যাইতেছি ॥ ৪৭

রাজন্! এখন আমি যিনি প্রতিদিন তোমার প্রিয় শিষ্য হইয়া এস্থানে অতিশয় সাবধানতার সহিত বাস করিতেন, সেই অনিন্দিত শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের শরীরে বাস করিব ॥৪৮

প্রভো! এই কথা বলিয়া 'শীল' অদৃশ্য হইয়া যাইলেন এবং ইন্দ্রের শরীরে প্রবিষ্ট হইলেন। সেই তেজ চলিয়া যাইলে পর প্রহ্লাদের দেহ হইতে অপর এক তেজ প্রাদুর্ভূত হইলেন। তখন প্রহ্লাদ জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি কে? তিনি উত্তর দিলেন—প্রহ্লাদ! তুমি আমাকে 'ধর্ম' বলিয়া জান। যে স্থানে সেই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ রহিয়াছেন, আমি সে স্থানে যাইব। দৈত্যরাজ! যে স্থানে 'শীল' থাকে, সেস্থানে আমিও অবস্থান করি ॥ ৪৯-৫০½

তত্র যাস্যামি দৈত্যেন্দ্র যতঃ শীলং ততো হ্যহম্
ততোঽপরো মহারাজ প্রজ্বলন্নিব তেজসা ॥ ৫১
শরীরান্নিঃসৃতস্তস্য প্রহ্লাদস্য মহাত্মনঃ।
কো ভবানিতি পৃষ্টশ্চ তমাহ স মহাদ্যুতিঃ ॥ ৫২
সত্যং বিদ্ধ্যসুরেন্দ্রাদ্য প্রায়শো ধর্মমন্বহম্।
তস্মিন্নুগতে সত্যে মহান্ বৈ পুরুষোঽপরঃ ॥ ৫৩
নিশ্চক্রাম ততস্তস্মাৎ পৃষ্টশ্চাহ মহাবলঃ।
বৃত্তং প্রহ্লাদ মাং বিদ্ধি যতঃ সত্যং ততো হ্যহম্ ॥৫৪
তস্মিন্ গতে মহাশব্দঃ শরীরাৎ তস্য নির্যযৌ
পৃষ্টশ্চাহ বলং বিদ্ধি যতো বৃত্তমহং ততঃ ॥ ৫৫
ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ তত্র যতো বৃত্তং নরাধিপ।
ততঃ প্রভাময়ী দেবী শরীরাৎ তস্য নির্যযৌ ॥ ৫৬
তামপৃচ্ছৎ স দৈত্যেন্দ্রঃ সা শ্রীরিত্যেনমব্রবীৎ।
উষিতাস্মি স্বয়ং বীর ত্বয়ি সত্যপরাক্রম ॥ ৫৭

ত্বয়া ত্যক্তা গমিষ্যামি বলং হ্যনুগতা হ্যহম্।
ততো ভয়ং প্রাদুরাসীৎ প্রহ্লাদস্য মহাত্মনঃ ॥ ৫৮
অপৃচ্ছৎ স ততো ভূয়ঃ ক্ব যাসি কমলালয়ে।
ত্বং হি সত্যব্রতা দেবী লোকস্য পরমেশ্বরী।
কশ্চাসৌ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠস্তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্ ॥ ৫৯

শ্রীরুবাচ।

স শক্রো ব্রহ্মচারী যত্ত্বত্তশ্চৈবোপশিক্ষিতঃ
ত্রৈলোক্যে তে যদৈশ্বর্য্যং তৎ তেনাপহৃতং প্রভো ॥৬০
শীলেন হি ত্রয়ো লোকাস্ত্বয়া ধর্মজ্ঞ নির্জিতাঃ।
তদ্বিজ্ঞায় সুরেন্দ্রেণ তব শীলং হৃতং প্রভো ॥ ৬১
ধর্মঃ সত্যং তথা বৃত্তং বলং চৈব তথাঽহম্
শীলমূলা মহাপ্রাজ্ঞ সদা নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৬২

ভীষ্ম উবাচ।

এবমুক্ত্বা গতা শ্রীস্তু তে চ সর্বে যুধিষ্ঠির।
দুর্য্যোধনস্তু পিতরং ভূয় এবাব্রবীদ্ বচঃ ॥ ৬৩

মহারাজ! তদনন্তর মহাত্মা প্রহ্লাদের দেহ হইতে এক তৃতীয় পুরুষ আবির্ভূত হইলেন, যিনি স্বীয় তেজে যেন প্রজ্বলিত হইতেছিলেন ॥ ৫১½

আপনি কে? এই ভাবে জিজ্ঞাসিত হইয়া সেই মহাতেজস্বী তাঁহাকে উত্তর দিয়া বলিলেন—অসুরেন্দ্র! তুমি আমাকে 'সত্য' বলিয়া জান। এখন আমি ধর্মের অনুগমন করিব ॥৫২½

'সত্য' চলিয়া যাইলে পর প্রহ্লাদের দেহ হইতে অপর এক মহাপুরুষ প্রাদুর্ভূত হইলেন। পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে পর সেই মহাবল উত্তর দিলেন যে, প্রহ্লাদ! তুমি আমাকে 'সদাচার' বলিয়া জানিও। যেস্থানে 'সত্য' থাকেন, আমিও সেই স্থানেই বাস করি ॥ ৫৩-৫৪

তিনি চলিয়া যাইলে পর প্রহ্লাদের দেহ হইতে প্রচণ্ড শব্দ করিতে করিতে পুনরায় এক পুরুষ প্রকটিত হইলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে পর বলিলেন—আমাকে 'বল' বলিয়া জানিও। যেস্থানে 'সদাচার' বিদ্যমান থাকে, উহা আমারও স্থান ॥ ৫৫

হে নরাধিপ! এই কথা বলিয়া 'বল' 'সদাচারে'র পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিতে লাগিলেন তারপর প্রহ্লাদের দেহ হইতে এক প্রভাময়ী দেবী আবির্ভূতা হইলেন। দৈত্যরাজ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি কে? তখন তিনি বলিলেন—আমি 'লক্ষ্মী'। সত্যপরাক্রমী বীর! আমি স্বয়ংই আসিয়া তোমার দেহে বাস করিতেছি, কিন্তু এখন তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়াছ, সেই জন্য আমি চলিয়া যাইতেছি; কারণ, আমি 'বলে'র অনুগামিনী ॥ ৫৬-৫৭½

তখন মহাত্মা প্রহ্লাদের অতিশয় ভয় উপস্থিত হইল। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—কমলালয়ে! তুমি কোথায় যাইতেছ? তুমি ত' সত্যব্রতা দেবী এবং সম্পূর্ণ জগতের পরমেশ্বরী। সেই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ কে ছিলেন? উহা আমি যথাযথ ভাবে জানিতে ইচ্ছা করি ॥ ৫৮-৫৯

লক্ষ্মীদেবী বলিলেন,—প্রভাবশালী প্রহ্লাদ! তুমি যাঁহাকে উপদেশ দিয়াছ, সেই ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণের বেশে সাক্ষাৎ ইন্দ্র ছিলেন। তিন লোকে তোমার যে ঐশ্বর্য্যের বিস্তার হইয়াছিল, উহা তিনি হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছেন ॥ ৬০

ধর্মজ্ঞ! তুমি শীলের দ্বারাই তিন লোক জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলে। প্রভো! ইহা জানিতে পারিয়াই সুরেন্দ্র তোমার শীল অপহরণ করিয়াছেন ॥ ৬১

মহাপ্রাজ্ঞ! ধর্ম, সত্য, সদাচার, বল ও আমি (লক্ষ্মী) ইহারা সকলে সদা শীলেরই আধারে বিদ্যমান থাকেন। শীলই হইলেন এই সকলের মূল, ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ৬২

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! এই কথা বলিয়া লক্ষ্মী ও সেই শীল প্রভৃতি সমস্ত সদ্‌গুণসমূহ ইন্দ্রের নিকট গমন করিলেন। এই কথা শ্রবণ করত দুর্য্যোধন পুনরায় নিজের পিতা ধৃতরাষ্ট্রকে

শীলস্য তত্ত্বমিচ্ছামি বেত্তুং কৌরবনন্দন
প্রাপ্যতে চ যথা শীলং তচ্চোপায়ং বদস্ব মে ॥ ৬৪

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ

সোপায়ং পূর্বমুদ্দিষ্টং প্রহ্লাদেন মহাত্মনা।
সংক্ষেপেণ তু শীলস্য শৃণু প্রাপ্তিং নরেশ্বর ॥ ৬৫
অদ্রোহঃ সর্বভূতেষু কর্মণা মনসা গিরা।
অনুগ্রহশ্চ দানঞ্চ শীলমেতৎ প্রশস্যতে ॥ ৬৬
যদন্যেষাং হিতং ন স্যাদাত্মনঃ কর্ম পৌরুষম্।
অপত্রপেত বা যেন ন তৎ কুর্য্যাৎ কথঞ্চন ॥ ৬৭
তত্ত্ব কর্ম তথা কুর্য্যাদ্ যেন শ্লাঘ্যেত সংসদি।
শীলং সমাসেনৈতৎ তে কথিতং কুরুসত্তম ॥ ৬৮

বলিলেন—কৌরবনন্দন! আমি শীলের তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করি। শীল যেভাবে লাভ করা যায়, তাহার উপায় আমাকে বলুন ॥ ৬৩-৬৪

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—নরেশ্বর! শীলের স্বরূপ ও তাহার লাভের উপায়—এই উভয়ই মহাত্মা প্রহ্লাদ পূর্বেই বলিয়া গিয়াছেন। আমি সংক্ষেপে শীলের প্রাপ্তির উপায় মাত্র বলিতেছি, উহা শ্রবণ কর ॥ ৬৫

মন, বাক্য ও ক্রিয়ার দ্বারা কোন প্রাণীর দ্রোহ না করা, সকলের উপর দয়া করা এবং যথাশক্তি দান করা—ইহাকে 'শীল' বলা হয়। সকলেই ইহার প্রশংসা করিয়া থাকে ॥ ৬৬

নিজের যে কোন পুরুষার্থ ও কর্ম অপরের পক্ষে হিতকর হইবে না অথবা যাহা করিলে মনে সঙ্কোচের অনুভব হয়, উহা কোনরূপেই করিবে না ॥ ৬৭

যস্তপ্যশীলা নৃপতে প্রাপ্নুবন্তি শ্রিয়ং ক্বচিৎ।
ন ভুঞ্জতে চিরং তাত সমূলাশ্চ ন সন্তি তে ॥ ৬৯

এতদ্ বিদিত্বা তত্ত্বেন শীলবান্ ভব পুত্রক।
যদীচ্ছসি শ্রিয়ং তাত সুবিশিষ্টাং যুধিষ্ঠিরাৎ ॥ ৭০

ভীষ্ম উবাচ।

এতৎ কথিতবান্ পুত্রে ধৃতরাষ্ট্রো নরাধিপঃ।
এতৎ কুরুষ কৌন্তেয় ততঃ প্রাপ্স্যসি তৎ ফলম্ ॥ ৭১

যে কর্ম যেভাবে করিলে জনপূর্ণ সভামধ্যে তাহার প্রশংসা হইবে, উহা সেইভাবেই সম্পাদন করিবে। কুরুশ্রেষ্ঠ! এই আমি তোমাকে সংক্ষেপে শীলের কথা বলিলাম ॥ ৬৮

তাত! নরেশ্বর! যদিও কোন কোন স্থানে শীলহীন মানুষও রাজলক্ষ্মী লাভ করিয়া থাকে, তথাপি সে দীর্ঘকাল ধরিয়া উহা উপভোগ করিতে পারে না এবং মূলসহ সে নষ্ট হইয়া যায় ॥ ৬৯

পুত্র! যদি তুমি যুধিষ্ঠির হইতেও উত্তম সম্পত্তি লাভ করিতে বাসনা কর, তবে এই উপদেশ যথাযথভাবে বুঝিয়া শীলবান্ হও ॥ ৭০

ভীষ্ম বলিলেন,—কুন্তীনন্দন! রাজা ধৃতরাষ্ট্র নিজের পুত্র দুর্যোধনকে এই উপদেশ দিয়াছিল। তুমিও ইহার আচরণ কর, ইহাতে তুমি সেই ফলই প্রাপ্ত হইবে ॥ ৭১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিত্যায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি শীলবর্ণনং নাম চতুর্বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্বে শীলবর্ণনবিষয়ক চতুর্বিংশত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[যুধিষ্ঠিরকর্ত্তৃকাশাবিষয়কপ্রশ্নস্যোত্তর প্রসঙ্গে রাজ্ঞঃ সুমিত্রস্য ঋষভমুনেশ্চেতিহাসারম্ভঃ, তত্র মৃগমনু রাজ্ঞঃ সুমিত্রস্য ধাবনঞ্চ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

শীলং প্রধানং পুরুষে কথিতং তে পিতামহ।
কথং ত্বাশা সমুৎপন্না বা চাশা তদ্ বদস্ব মে ॥ ১
সংশয়ো মে মহানেষ সমুৎপন্নঃ পিতামহ।
ছেত্তা চ তস্য নান্যোঽস্তি ত্বত্তঃ পরপুরঞ্জয় ॥ ২
পিতামহাশা মহতী মামাসীদ্ধি সুযোধনে।
প্রাপ্তে যুদ্ধে তু তদ্ যুক্তং তত কর্ত্তায়মিতি প্রভো ॥৩
সর্বস্যাশা সুমহতী পুরুষস্যোপজায়তে।
তস্যাং বিহন্যমানায়াং দুঃখো মৃত্যুর্ন সংশয়ঃ ॥ ৪
সোঽহং হতাশো দুর্বুদ্ধিঃ কৃতস্তেন দুরাত্মনা।
ধার্তরাষ্ট্রেণ রাজেন্দ্র পশ্য মন্দাত্মতাং মম ॥ ৫
আশাং মহত্তরাং মন্যে পর্বতাদপি সক্রমাৎ।
আকাশাদপি বা রাজন্নপ্রমেয়ৈব বা পুনঃ ॥ ৬
এষা চৈব কুরুশ্রেষ্ঠ দুর্বিচিন্ত্যা সুদুর্লভা।
দুর্লভত্বাচ্চ পশ্যামি কিমন্যদ্ দুর্লভং ততঃ ॥ ৭

ভীষ্ম উবাচ।

অত্র তে বর্তয়িষ্যামি যুধিষ্ঠির নিবোধ তৎ।
ইতিহাসং সুমিত্রস্য নিবৃত্তমৃষভস্য চ ॥ ৮
সুমিত্রো নাম রাজর্ষির্হৈহয়ো মৃগয়াং গতঃ।
সসার স মৃগং বিদ্ধ্বা বাণেনানতপর্বণা ॥ ৯
স মৃগো বাণমাদায় যযাবমিতবিক্রমঃ।
স চ রাজা বলাৎ তূর্ণং সসার মৃগযূথপম্ ॥ ১০
ততো নিম্নং স্থলং চৈব স মৃগোঽভ্রবদাশুগঃ।
মুহূর্তমিব রাজেন্দ্র সমেন স পথাগমৎ ॥১১

পঞ্চবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

[যুধিষ্ঠিরের আশাবিষয়ক প্রশ্নের উত্তরে রাজা সুমিত্র ও ঋষভ নামক ঋষির ইতিহাস আরম্ভ, এই প্রসঙ্গে মৃগের পশ্চাতে রাজা সুমিত্রের ধাবন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! আপনি পুরুষের মধ্যে শীলই প্রধান বলিয়া বর্ণনা করিলেন। এখন আমি ইহা জানিতে চাই যে, আশার উৎপত্তি কিভাবে হইয়াছে? আশা কি? ইহা আমাকে বলুন। শত্রুনগরবিজয়ী পিতামহ! আমার মনে এই তীব্র সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। এই সংশয় ছেদন করিতে আপনি ব্যতীত অপর আর কেহ নাই। ১-২

পিতামহ! দুর্য্যোধনের উপর আমার অতিশয় আশা ছিল যে, যুদ্ধের সময় উপস্থিত হইলে পর সে উচিত কার্য্যই করিবে। প্রভো! আমি মনে করিতাম যে, সে যুদ্ধ বিনাই আমাকে অর্দ্ধরাজ্য প্রদান করিবে। ৩

প্রায় প্রতি মানুষেরই হৃদয়ে কোন না কোন প্রবল আশা উত্থিত হইয়া থাকে। সেই আশা ভঙ্গ হইলে পর দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হয়, আবার কাহারও কাহারও আশা ভঙ্গ হইলে মৃত্যুও হইয়া থাকে - ইহাতে কোনও সংশয় নাই।৪

রাজেন্দ্র! সেই দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্য্যোধনের দুর্বুদ্ধি আমাকে হতাশ করিয়া দিয়াছে। দেখুন, আমি কিরূপ মন্দভাগ্য। ৫

রাজন্! আমি আশাকে বৃক্ষসহ পর্ব্বত হইতেও অধিক বলিয়া মনে করি অথবা সে আকাশ হইতেও অধিক অপ্রমেয়। ৬

কুরুশ্রেষ্ঠ! এই আশা অচিন্ত্যনীয়া ও অতিশয় দুর্লভ—ইহাকে জয় করা কঠিন কার্য্য। উহা দুর্লভ বা দুর্জয় হওয়ার কারণবশতঃই আমি তাহাকে এরূপ বৃহৎ দেখিতেছি ও বুঝিতে পারিতেছি। অহো! এই আশা হইতে অধিক দুর্লভ আর কি আছে? ৭

ভীষ্ম বলিলেন, যুধিষ্ঠির! এ বিষয়ে আমি রাজা সুমিত্র ও ঋষভমুনির পূর্ব্ব সংঘটিত এক ইতিহাস তোমাকে বলিব। উহা সাবধানে শ্রবণ কর। ৮

রাজর্ষি সুমিত্র হৈহয়বংশীয় রাজা ছিলেন। একদিন তিনি মৃগয়া করিবার জন্য বনে গিয়াছিলেন। তিনি আনতপর্ব্বযুক্ত একটি বাণে কোন এক মৃগকে বিদ্ধ করত তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিতে লাগিলেন ॥ ৯

সেই মৃগ অতিশয় বেগে দৌড়াইতেছিল। সে রাজার বাণ লইয়া পলায়ন করিতেছিল। রাজাও বলসহকারে অতিদ্রুত সেই মৃগযূথপতির পশ্চাদ্ধাবন করিতে লাগিলেন। ১০

রাজেন্দ্র! শীঘ্র পলায়নকারী সেই মৃগ সেস্থান হইতে নিম্ন ভূমির দিকে দৌড়াইতে লাগিল। তারপর সে মুহূর্তকালের মধ্যেই সমতলভূমি দিয়া পলাইয়া যাইল। ১১

ততঃ স রাজা তারুণ্যাদৌরসেন বলেন চ।
সসার বাণাসনভৃৎ সখড়্গোঽসৌ তদুত্রবান্ ॥১১
ততো নদান্ নদীশ্চৈব পল্বলানি বনানি চ।
অতিক্রম্যাভ্যতিক্রম্য সসারৈকো বনেচরঃ ॥ ১৩
স তু কামাত্মৃগো রাজন্নাসাদ্যাসাদ্য তং নৃপম্।
পুনরভ্যেতি জবনো জবেন মহতা ততঃ ॥ ১৪
স তস্য বাণৈর্বহুভিঃ সমভ্যস্তো বনেচরঃ।
প্রক্রীড়ন্নিব রাজেন্দ্র পুনরভ্যেতি চান্তিকম্ ॥১৫
পুনশ্চ জবমাস্থায় জবনো মৃগযূথপঃ।
অতীত্যাতীত্য রাজেন্দ্র পুনরভ্যেতি চান্তিকম্ ॥ ১৬

রাজাও নবযুবক বলিয়া অতিশয় শক্তিশালী ও দৃঢ়তাসম্পন্ন ছিলেন। তিনি কবচ বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। অতএব ধনুর্বাণধারী এই রাজা তরবারি ধারণ পূর্ব্বক তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিতে লাগিলেন ॥ ১২

অন্যদিকে সেই বনে বিচরণকারী মৃগও একাকী বহু নদী, নদ, গর্ত্ত ও বনভূমি বারংবার লঙ্ঘন করত অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন ॥ ১৩

রাজন্! সেই বেগশালী মৃগ নিজের ইচ্ছায় রাজার নিকট আগমন করত পুনরায় দ্রুতবেগে অগ্রে অগ্রে পলাইতে থাকিল ॥ ১৪

রাজেন্দ্র! যদ্যপি রাজার বহু বাণ সেই মৃগের শরীরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, তথাপি এই বনচারী মৃগ যেন ক্রীড়া করিতে করিতেই বারংবার তাঁহার নিকটে আসিতে লাগিল ॥ ১৫

তস্য মর্ম্মচ্ছিদং ঘোরং তীক্ষ্ণং চামিত্রকর্শনঃ।
সমাদায় শরং শ্রেষ্ঠং কার্ম্মুকে তু তথাসৃজৎ ॥ ১৭
ততো গব্যূতিমাত্রেণ মৃগযূথপযূথপঃ
তস্য বাণপথং মুক্ত্বা তস্থিবান্ প্রহসন্নিব ॥ ১৮
তস্মিন্ নিপতিতে বাণে ভূমৌ স্খলিততেজসি।
প্রবিবেশ মহারণ্যং মৃগো রাজাপ্যথাদ্রবৎ ॥ ১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি ঋষভগীতাসু
পঞ্চবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২৫

রাজেন্দ্র! এই মৃগ মৃগদলের মধ্যে প্রধান ছিল ইহার বেগও ছিল অতিশয় তীব্র সে পুনঃ পুনঃ দ্রুতগতিতে পলায়ন করিতে লাগিল, আবার বহুদূরের ভূমি লঙ্ঘন করিতে করিতে পুনরায় তাঁহার নিকটে আসিতে লাগিল ॥ ১৬

তখন শত্রুনাশক নরপতি মর্ম্মস্থল বিদীর্ণ করিতে সমর্থ এক অতিশয় ভয়ঙ্কর তীক্ষ্ণ শ্রেষ্ঠ বাণ গ্রহণ করত ধনুতে স্থাপন করিয়া নিক্ষেপ করিলেন ॥ ১৭

ইহা দেখিয়া মৃগদলের সেই যূথপতি রাজার বাণমার্গ পরিত্যাগ করত দুই ক্রোশ দূরে যাইয়া উপস্থিত হইল এবং হাস্য করিতে করিতে সেস্থানে অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ১৮

যখন রাজার সেই তেজস্বী বাণ ভূতলে পতিত হইল, তখন মৃগ এক বিশাল বনে প্রবেশ করিল। রাজা তখনও তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে ধাবিত হইতে লাগিল ॥ ১৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্ব্বে ঋষভগীতাবিষয়ক পঞ্চবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ড্‌বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[মৃগান্বেষণং কুর্ব্বতো রাজ্ঞঃ সুমিত্রস্য তপস্বি-মুনীনামাশ্রমে গমনম্, তেষাং সমীপে আত্মবিষয়ক-প্রশ্নশ্চ।]

ভীষ্ম উবাচ।

প্রবিশ্য স মহারণ্যং তাপসানামথাশ্রমম্।
আসসাদ ততো রাজা শ্রান্তস্তস্যোপাবিশৎ তদা ॥ ১
তং কার্ষ্ণ্যকৃশং দৃষ্ট্বা শ্রমার্তং ক্ষুধিতং তদা।
সমেত্য ঋষয়স্তস্মিন্ পূজাং চক্রুর্যথাবিধি ॥ ২
স পূজামৃষিভির্দত্তাং সম্প্রগৃহ্য নরাধিপঃ।
অপৃচ্ছৎ তাপসান্ সর্বাংস্তপসো বৃদ্ধিমুত্তমাম্ ॥ ৩
তে তস্য রাজ্ঞো বচনং সম্প্রগৃহ্য তপোধনাঃ।
ঋষয়ো রাজশার্দূলং তমপৃচ্ছন্ প্রয়োজনম্ ॥ ৪
কেন তেঽদ্য সুখার্থেন সম্প্রাপ্তোঽসি তপোবনম্।
পদাতির্বদ্ধনিস্ত্রিংশো ধন্বী বাণী নরেশ্বর ॥ ৫
এতদিচ্ছামহে শ্রোতুং কুতঃ প্রাপ্তোঽসি মানদ।
কস্মিন্ কুলে তু জাতস্ত্বং কিংনামা চাসি ব্রূহি নঃ ॥৬
ততঃ স রাজা সর্বেভ্যো দ্বিজেভ্যঃ পুরুষর্ষভ।
আচচক্ষে যথান্যায়ং পরিচর্য্যাঞ্চ ভারত ॥ ৭
হৈহয়ানাং কুলে জাতঃ সুমিত্রো মিত্রনন্দনঃ।
চরামি মৃগযূথানি নিঘ্নন্ বাণৈঃ সহস্রশঃ ॥ ৮
বলেন মহতা গুপ্তঃ সামাত্যঃ সাবরোধনঃ।
মৃগস্তু বিদ্ধো বাণেন ময়া সরতি শল্যবান্ ॥ ৯
তং দ্রবন্তমনুপ্রাপ্তো বনমেতদ্ যদৃচ্ছয়া।
ভবৎসকাশং নষ্টশ্রীর্হতাশঃ শ্রমকর্শিতঃ ॥ ১০
কিং নু দুঃখমতোঽন্যদ্ বৈ যদহং শ্রমকর্শিতঃ।
ভবতামাশ্রমং প্রাপ্তো হতাশো ভ্রষ্টলক্ষণঃ ॥ ১১

ষড়্‌বিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

[মৃগের অন্বেষণ করিতে করিতে রাজা সুমিত্রের তপস্বী মুনিগণের আশ্রমে গমন ও তাঁহাদের নিকট আত্মবিষয়ক প্রশ্ন।]

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! সেই বিশাল বনে প্রবেশ করত রাজা সুমিত্র তাপসগণের আশ্রমে যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং শ্রান্ত হইয়া সেস্থানে উপবেশন করিলেন। ১

তখন তিনি পরিশ্রমে পীড়িত ও ক্ষুধায় ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই অবস্থায় ধনুর্দ্ধারী রাজা সুমিত্রকে দেখিয়া বহু ঋষি তাঁহার নিকটে আসিলেন এবং সকলে মিলিত ভাবে বিধি অনুসারে তাঁহার স্বাগত-সৎকার করিলেন। ২

ঋষিগণের দ্বারা কৃত সেই স্বাগত-সৎকার গ্রহণ করত রাজাও সেই সব তাপসগণের তপস্যার সর্ব্বাঙ্গীক বৃদ্ধি সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ৩

সেই তপরূপ ধনশালী মহর্ষিগণ রাজার বাক্যকে সাদরে গ্রহণ করত সেই নৃপশ্রেষ্ঠ সেস্থানে আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ৪

কল্যাণময় নরেশ্বর! কোন সুখের জন্য আপনি তরবারি বন্ধন পূর্ব্বক ধনু ও বাণ ধারণ করত এই তপোবনে পদব্রজে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ৫

মানদ! আমরা সকলে ইহা শুনিতে বাসনা করি যে, আপনি কোন স্থান হইতে এখানে আগমন করিয়াছেন ও কোন্ কুলে আপনার জন্ম হইয়াছে? আপনার নাম কি? এসমস্তই আপনি আমাদের বলুন। ৬

পুরুষপ্রবর ভরতনন্দন! তদনন্তর রাজা সুমিত্র সেই সমস্ত ব্রাহ্মণগণকে যথোচিত বাক্য বলিলেন এবং নিজের কার্য্যক্রম বলিতে লাগিলেন। ৭

তপোধনগণ! হৈহয়কুলে আমার জন্ম হইয়াছে। আমি মিত্রগণের আনন্দবর্দ্ধনকারী রাজা সুমিত্র এবং সংখ্য সহস্র বাণ-সমূহের আঘাতে মৃগদিগকে বিনাশ করিতে করিতে বিচরণ করিতেছি। ৮

আমার সহিত বিশাল সৈন্যবাহিনী ছিল। তাহাদের দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া আমি মন্ত্রী ও অন্তঃপুর-স্ত্রীগণের সহিত আসিয়াছিলাম; কিন্তু আমার বাণে বিদ্ধ হইয়া এক মৃগ বাণসহ এদিকে পলাইয়া আসিয়াছে। ৯

সেই পলায়মান মৃগের পশ্চাদ্ধাবন করিতে করিতে আমি অকস্মাৎ এই বনে আপনাদের সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। আমার সমস্ত শোভা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আমি হতাশ হইয়া অতিশয় পরিশ্রমে কষ্ট পাইতেছি। ১০

আমি পরিশ্রমের জন্য যে এত কষ্ট পাইতেছি এবং নিজের রাজচিহ্নসমূহ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া এক হতাশ ব্যক্তির ন্যায় আপনাদের আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছি। ইহা হইতে আর কি দুঃখ হইতে পারে? ১১

ন রাজলক্ষণত্যাগো ন পুরস্য তপোধনাঃ।
দুঃখং করোতি তৎ তীব্রং যথাশা বিহতা মম ॥১২
হিমবান্ বা মহাশৈলঃ সমুদ্রো বা মহোদধিঃ।
মহত্ত্বান্নাবপদ্যেতাং নভসো বাপ্যুরুং তথা ॥ ১৩
আশায়াস্তপসি শ্রেষ্ঠাস্তথা নাস্তমহং গতঃ।
ভবতাং বিদিতং সর্বং সর্বজ্ঞা হি তপোধনাঃ ॥ ১৪
ভবন্তঃ সুমহাভাগাস্তস্মাৎ পৃচ্ছামি সংশয়ম্।
আশাবান্ পুরুষো যঃ স্যাদন্তরিক্ষমথাপি বা ॥ ১৫
কিংস্বিজ্জ্যায়স্তরং লোকে মহত্ত্বাৎ প্রতিভাতি বঃ।
এতদিচ্ছামি তত্ত্বেন শ্রোতুং কিমিহ দুর্লভম্ ॥ ১৬

যদি গুহ্যং ন বো নিত্যং তদা প্রব্রূত মা চিরম্।
ন গুহ্যং শ্রোতুমিচ্ছামি যূয়ন্ত্বো দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ১৭
ভবৎতপোবিঘাতো বা যদি স্যাদ্ বিরমে ততঃ।
যদি বাস্তি কথাযোগো যোঽয়ং প্রশ্নো ময়েরিতঃ ॥ ১৮
এতৎ কারণসামর্থ্যং শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ।
ভবন্তোঽপি তপোনিত্যা ব্রূয়ুরেতৎ সমন্বিতাঃ ॥ ১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি ঋষভগীতাসু
ষড়্‌বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৬

তপোধনগণ! নগর ও রাজচিহ্নসমূহের পরিত্যাগ আমাকে যেরূপ তীব্র কষ্ট দিতে পারিতেছে না, যেরূপ আমার ভগ্ন আশা আমাকে কষ্ট দান করিতেছে। ১২

পর্বতশ্রেষ্ঠ হিমালয় অথবা অগাধ জলরাশিপূর্ণ সমুদ্র নিজ নিজ বিশালতার দ্বারা আশার সমানতা করিতে পারে না। তপস্যায় শ্রেষ্ঠ তপোধনগণ! যেরূপ আকাশের কোনই অন্ত দেখা যায় না, সেইরূপ আমি আশারও কোন অন্ত দেখিতে পাইতেছি না। আপনারা ত' সবকিছুই জানেন; কারণ, তপোধন মুনিগণ হইলেন সর্বজ্ঞ। ১৩-১৪

আপনার মহাসৌভাগ্যশালী তপস্বী; সেইজন্য আপনাদের নিকটেই আমি আমার মনের সন্দেহ জিজ্ঞাসা করিতেছি একদিকে আশাবান্ পুরুষ এবং অন্যদিকে অনন্ত আকাশ যদি থাকে, তবে এই জগতে মহত্ত্বের দৃষ্টিতে আপনারা কাহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করেন? আমি ইহা যথাযথভাবে শুনিতে ইচ্ছা করি। আমি আরও শুনিতে বাসনা করি যে, এসংসারে আসিয়া কোন বস্তু দুর্লভ থাকে? ১৫-১৬

যদি আপনাদের নিকট ইহা গোপন রাখিবার কোন প্রয়োজন না থাকে, তবে বিলম্ব না করিয়া উহা আমার নিকট বর্ণন করুন। বিপ্রবরগণ! আমি আপনাদের নিকট হইতে এরূপ কোন বিষয় শুনিতে অভিলাষী নই, যাহা আপনাদের গোপনীয় রহস্য। ১৭

যদি আমার এই প্রশ্নে আপনাদের তপস্যার কোন বিঘ্নসৃষ্টি করে, তবে আমি ইহা হইতে বিরত হইলাম এবং যদি আপনাদের নিকটে কথাবার্তা বলিবার সময় থাকে, তবে আমি যে প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছি, আপনারা তাহার সমাধান করুন। আমি এই আশার কারণ ও সামর্থ্যের বিষয়ে সব কিছু যথাযথ ভাবে শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। আপনারা সর্বদা তপস্যায় নিরত আছেন, অতএব সকলে সমবেতভাবে এই প্রশ্নের উত্তরদান করুন। ১৮-১৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্বে ঋষভগীতাবিষয়ক ষড়্‌বিংশত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ঋষভেণ রাজ্ঞঃ সুমিত্রস্য সমীপে বীরদ্যুম্নস্য তদ্ভুমুনেশ্চ বৃত্তান্তকথনম্]

ভীষ্ম উবাচ

ততস্তেষাং সমস্তানামৃষীণামৃষিসত্তমঃ।
ঋষভো নাম বিপ্রর্ষিবিস্ময়ন্নিদমব্রবীৎ ॥ ১

পুরাহং রাজশার্দূল তীর্থান্যনুচরন্ প্রভো।
সমাসাদিতবান্ দিব্যং নর-নারায়ণাশ্রমম্ ॥ ২

যত্র সা বদরী রম্যা দ্রুদো বৈহায়সস্তথা।
যত্র চাশ্বশিরা রাজন্ বেদান্ পঠতি শাশ্বতান্ ॥৩

তস্মিন্ সরসি কৃত্বাহং বিধিবৎ তর্পণং পুরা।
পিতৃণাং দেবতানাঞ্চ ততোঽহমশ্রমমিয়াং তদা ॥ ৪

যেনাস্তে যত্র তৌ নিত্যং নর-নারায়ণাবৃষী
অদূরাদাশ্রমং কঞ্চিদ্ বাসার্থমগমং তদা ॥ ৫

তত্র চীরাজিনধরং কৃশমুচ্চমতীব চ।
অদ্রাক্ষমৃষিমায়ান্তং তদ্ভুং নাম তপোধনম্ ॥ ৬

অঙ্গৈর্নরৈর্মহাবাহো বপুষাষ্টগুণাধিকম্।
কৃশতা চাপি রাজর্ষে ন দৃষ্টা তাদৃশী ক্বচিৎ ॥ ৭

শরীরমপি রাজেন্দ্র তস্য কানিষ্ঠিকাসমম্।
গ্রীবা বাহূ তথা পাদৌ কেশাশ্চাস্তুতদর্শনাঃ ॥ ৮

শিরঃ কায়ানুরূপঞ্চ কর্ণৌ নেত্রে তথৈব চ
তস্য বাক্চৈব চেষ্টা চ সামান্যে রাজসত্তম ॥ ৯

দৃষ্ট্বাহং তং কৃশং বিপ্রং ভীতঃ পরমদুর্মনাঃ।
পাদৌ তস্যাভিবাদ্যাথ স্থিতঃ প্রাঞ্জলিরগ্রতঃ ॥
নিবেদ্য নাম-গোত্রে চ পিতরঞ্চ নরর্ষভ
প্রদিষ্টে চাসনে তেন শনৈরহমুপাবিশম্ ॥ ১১

ততঃ স কথয়ামাস কথাং ধর্মার্থসংহিতাম্।
ঋষিমধ্যে মহারাজ তদ্ভুর্ধর্মভৃতাং বরঃ ॥ ১২

সপ্তবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

[ঋষভ কর্তৃক রাজা সুমিত্রের নিকটে বীরদ্যুম্ন ও তদ্ভুমুনির বৃত্তান্ত কথন।]

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! তদনন্তর সেই সমস্ত ঋষিগণের মধ্যে মুনিশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মর্ষি ঋষভ বিস্মিত হইয়া এই কথা বলিলেন। ১

নৃপশ্রেষ্ঠ! পুরাকালের ঘটনা, আমি একদিন সমস্ত তীর্থে বিচরণ করিতে করিতে ভগবান্ নর-নারায়ণের দিব্য আশ্রমে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। ২

রাজন্! যেস্থানে সেই রমণীয় বদরী বৃক্ষ (কুল গাছ) ছিল, যেস্থানে বৈহায়স * কুণ্ড এবং যেস্থানে অশ্বশিরা (হয়গ্রীব) সনাতন বেদসমূহের পাঠ করেন (সেই স্থানই নর-নারায়ণ আশ্রম।)। ৩

আমি সেই বৈহায়সকুণ্ডে স্নান করত বিধি অনুসারে দেবতা ও পিতৃগণের তর্পণ করিলাম। তারপর সেই আশ্রমে প্রবেশ করিলাম, যেস্থানে মুনিবর নর ও নারায়ণ নিত্য আনন্দসহকারে বাস করেন। ৪-৫

* 'বিহায়সা গচ্ছন্ত্যা মন্দাকিন্যা বৈহায়স্যা অয়ং বৈহায়সঃ' অর্থাৎ আকাশপথে গমনকারিণী মন্দাকিনী বা আকাশ-গঙ্গার নাম হইল বৈহায়সী। সেই স্থানেরই জলে পূর্ণ হওয়ায় এই কুণ্ড বৈহায়স নামে প্রসিদ্ধ। বদরিকাশ্রমে গঙ্গার নাম হইল অলকানন্দা।

তত্র চীর (বস্ত্রখণ্ড কৌপিন) ও মৃগচর্ম ধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহার শরীর অতিশয় উন্নত এবং অত্যন্ত দুর্বল ছিল ॥ ৫-৬

মহাবাহো! এই মহর্ষির দেহ অন্য মনুষ্যগণ অপেক্ষা অষ্টগুণ লম্বা ছিল। রাজর্ষে! আমি তাঁহার ন্যায় শরীরের কৃশতা আর অন্যত্র কোথাও দেখি নাই। ৭

রাজেন্দ্র! তাঁহার শরীর কনিষ্ঠ অঙ্গুলির ন্যায় কৃশ (ক্ষীণ) ছিল। তাঁহার গ্রীবা, বাহুদ্বয়, পদযুগল ও মস্তকের কেশসমূহ দেখিতে অদ্ভুত ছিল। ৮

দেহের অনুরূপই তাঁহার মস্তক, কর্ণদ্বয় এবং নেত্রদ্বয় ছিল। নৃপশ্রেষ্ঠ! তাঁহার বাক্য ও চেষ্টা (কার্য্যোদ্যম) সাধারণ ছিল। ৯

আমি সেই কৃশ অথচ লম্বা ব্রাহ্মণকে দেখিয়া ভীত হইয়া পড়িলাম এবং মনে মনে অতিশয় দুঃখিত হইলাম। তারপর তাঁহার চরণে প্রণাম করত কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলাম ॥ ১০

নরশ্রেষ্ঠ! তাঁহার সম্মুখে নিজের নাম, গোত্র এবং পিতার পরিচয় প্রদান করত তাঁহারই দেওয়া আসনে ধীরে ধীরে উপবেশন করিলাম। ১১

মহারাজ! তদনন্তর ধর্মাত্মাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তদ্ভু ঋষিদিগের

কিয়ৎকাল পরে সেস্থান হইতে নিকটেই অন্য এক আশ্রমে আমি বাস করিবার জন্য গমন করিলাম। সেস্থানে আমি তদ্ভু-নামক এক তপোধন ঋষিকে আসিতে দেখিলাম। তিনি তখন

তস্মিংস্তু কথয়ত্যেব রাজা রাজীবলোচনঃ।
উপায়াজ্জবনৈরশ্বৈঃ সবলঃ সাবরোধনঃ॥ ১৩
স্মরন্ পুত্রমরণ্যে বৈ নষ্টং পরমদুর্মনাঃ।
ভূরিদ্যুম্নপিতা শ্রীমান্ বীরদ্যুম্নো মহাযশাঃ॥ ১৪
ইহ দ্রক্ষ্যাম তং পুত্রং দ্রক্ষ্যামীহেতি পার্থিবঃ।
এবমাশাহৃতো রাজা চরন্ বনমিদং পুরা॥ ১৫
দুর্লভঃ স ময়া দ্রষ্টুং নূনং পরমধার্মিকঃ
একঃ পুত্রো মহারণ্যে নষ্ট ইত্যসকৃৎ তদা॥ ১৬
দুর্লভঃ স ময়া দ্রষ্টুমাশা চ মহতী মম।
তয়া পরীতগাত্রোঽহং মুমূর্ষুর্নাত্র সংশয়ঃ॥ ১৭
এতচ্ছ্রুত্বা তু ভগবা'স্তদা মুর্নিবরোত্তমঃ
অবাক্‌শিরা ধ্যানপরো মুহূর্তমিব তস্থিবান্॥ ১৮
তমনুধ্যান্তমালক্ষ্য রাজা পরমদুর্মনাঃ।
উবাচ বাক্যং দীনাত্মা মন্দং মন্দমিবাসকৃৎ॥ ১৯

মধ্যে উপবেশন করত ধর্ম ও অর্থপূর্ণ এই কথা বলিতে লাগিলেন॥ ১২

তাঁহার সেই কথা বলিবার সময়েই পদ্মতুল্য-নেত্রসুশোভিত এক নরপতি বেগগামী অশ্বগণের দ্বারা নিজের সৈন্য ও অন্তঃপুর-গণের সহিত সেস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ১৩

তাঁহার পুত্র বনমধ্যে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। তাহার কথা স্মরণ করিয়া রাজা মনে মনে অতিশয় দুঃখ ভোগ করিতেছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম ছিল ভূরিদ্যুম্ন ও ভূরিদ্যুম্নের পিতার নাম ছিল মহাযশস্বী শ্রীমান্ বীরদ্যুম্ন। ১৪

সেস্থানে পুত্র ভূরিদ্যুম্নকে অবশ্যই দেখিতে পাইব—এই আশায় আকৃষ্ট হইয়া নৃপতি রাজা বীরদ্যুম্ন সেই বনে তখন বিচরণ করিতেছিলেন॥ ১৫

রাজা বীরদ্যুম্ন অতিশয় ধার্মিক ছিলেন, এখন তাঁহার দর্শন পাওয়া আমার পক্ষে দুর্লভ। আমার একটি মাত্র পুত্র ছিল, সে-ও এই বিশাল বনে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে, এই কথা আমার বারংবার স্মরণ হইতেছিল॥ ১৬

আমার পক্ষে তাঁহাকে দেখা দুর্লভ, তথাপি আমার মনে প্রবল আশার সঞ্চার হইয়াছে। সেই আশা আমার সমস্ত শরীর ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে, সুতরাং ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, আমি তাঁহার জন্য মৃত্যু পর্যন্তও স্বীকার করিতে পারি॥ ১৭

রাজা বীরদ্যুম্নের এই কথা শ্রবণ করত মুনিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ

দুর্লভং কিং নু দেবর্ষে আশায়াশ্চৈব কিং মহৎ।
ব্রবীতু ভগবানেতদ্ যদি গুহ্যং ন তে মরি॥ ২০

মুনিরুবাচ।

মহর্ষির্ভগবাংস্তেন পূর্বমাসীদ্ বিমানিতঃ
বালিশাং বুদ্ধিমাস্থায় মন্দভাগ্যতয়াত্মনঃ॥ ২১
অর্থয়ন্ কলসং রাজন্ কাঞ্চনং বল্কলানি চ
অবজ্ঞাপূর্বকেনাপি ন সম্পাদিতবাংস্ততঃ।
নির্বিণ্ণঃ স তু বিপ্রর্ষিনিরাশঃ সমপদ্যত॥ ২২
এবমুক্তোঽভিবাদ্যাথ তমৃষিং লোকপূজিতম্।
শ্রান্তোঽবসীদদ্ ধর্মাত্মা যথা ত্বং নরসত্তম॥ ২৩
অর্ঘ্যং ততঃ সমানীয় পাদ্যং চৈব মহানৃষিঃ
আরণ্যেনৈব বিধিনা রাজ্ঞে সর্বং ন্যবেদয়ৎ॥ ২৪
ততস্তে মুনয়ঃ সর্বে পরিবার্য্য নরর্ষভম্।
উপাবিশন্ নরব্যাঘ্র সপ্তর্ষয় ইব ধ্রুবম্॥ ২৫

ভগবান্ তদ্ধ নতমস্তক ও ধ্যানমগ্ন হইয়া মুহূর্তকাল নীরবে অবস্থান করিলেন॥ ১৮

তাঁহাকে চিন্তা করিতে দেখিয়া অতিশয় বিষণ্ণচিত্ত রাজা বীরদ্যুম্ন দীনহৃদয়ে মন্দ মন্দ বাক্যে এই কথা বলিতে লাগিলেন॥ ১৯

দেবর্ষে! কোন্ বস্তু দুর্লভ? এবং আশা হইতেও অধিক কোন্ বস্তু আছে? যদি ইহা আমার নিকট গোপন রাখিবার বিষয় না হয়, তবে আমাকে উহা বলুন॥ ২০

মুনি তদ্ধ বলিলেন,—রাজন্! আপনার এই পুত্র ভূরিদ্যুম্ন পূর্বে কোন এক সময় মূঢ় বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিজের দুর্ভাগ্যবশতঃ এক পূজনীয় মহর্ষির অপমান করিয়াছিল॥ ২১

রাজন্! তিনি রাজপুত্রের নিকট একটি সুবর্ণময় কলস ও বল্কল প্রার্থনা করিয়াছিলেন। আপনার পুত্র ভূরিদ্যুম্ন অবজ্ঞা করিয়াই সেই মহর্ষির ইচ্ছা পূর্ণ করিল না; ইহাতে সেই বিপ্র ঋষি অত্যন্ত বিষণ্ণ ও নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন॥ ২২

(শুনত বলিলেন) নরশ্রেষ্ঠ! তিনি এই কথা বলিলে পর সেই লোকপূজিত মহর্ষিকে প্রণাম করত ধর্মাত্মা রাজা বীরদ্যুম্ন তোমারই ন্যায় পরিশ্রান্ত হইয়া অবসাদগ্রস্ত হইলেন॥ ২৩

তাহার পর সেই মহর্ষি তপোবনে প্রচলিত শিষ্টাচার বিধি অনুসারে রাজাকে পাদ্য ও অর্ঘ্য প্রভৃতি বস্তু সমর্পণ করিলেন॥ ২৪

নরশ্রেষ্ঠ! তখন সেই সব মুনিগণ নরপ্রধান রাজা বীরদ্যুম্নকে সকলদিকে পরিবেষ্টিত করিয়া তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন।

অপৃচ্ছংশ্চৈব তং তত্র রাজানমপরাজিতম্ ।
প্রয়োজনমিদং সর্বমাশ্রমস্য নিবেশনে ॥ ২৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি ঋষভগীতাসু
সপ্তবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায় ॥ ১২৭

ইহাতে মনে হইল—সপ্তর্ষিগণ যেন ঋষভরাজকে বেষ্টন করিয়া শোভা পাইতেছেন ॥ ২৫

সেই সব মহর্ষিরা সে স্থানে এই অপরাজিত বীর বীরদ্যুম্নকে আশ্রমে আসিবার সমস্ত কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ২৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে ঋষভগীতাবিষয়ক সপ্তবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

অষ্টাবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

(রাজ্ঞো বীরদ্যুম্নস্য সমীপে তত্রমুনিনা আশায়াঃ স্বরূপকথনম্, ঋষভোপদেশেন রাজ্ঞঃ সুমিত্রস্যাশাপরিত্যাগশ্চ ।)

রাজোবাচ

বীরদ্যুম্ন ইতি খ্যাতো রাজাহং দিক্ষু বিশ্রুতঃ
ভূরিদ্যুম্নং সুতং নষ্টমন্বেষ্টুং বনমাগতঃ ॥ ১
একঃ পুত্রঃ স বিপ্রাগ্র্য বাল এব চ মেহনঘ
ন দৃশ্যতে বনে চাস্মিংস্তমন্বেষ্টুং চরাম্যহম্ ॥ ২

ঋষভ উবাচ ।

ইত্যেবমুক্তে বচনে রাজ্ঞা মুনিরধোমুখঃ ।
তূষ্ণীমেবাভবৎ তত্র ন চ প্রত্যুক্তবান্ নৃপম্ ॥ ৩
স হি তেন পুরা বিপ্রো রাজ্ঞা নাত্যর্থমানিতঃ ।
আশাকৃতঞ্চ রাজেন্দ্র তপো দীর্ঘং সমাশ্রিতঃ ॥ ৪
প্রতিগ্রহমহং রাজ্ঞাং ন করিষ্যে কথঞ্চন ।
অন্যেষাং চৈব বর্ণানামিতি কৃত্বা ধিয়ং তদা ॥ ৫
আশা হি পুরুষং বালমুত্থাপয়তি দুর্মতী ।
তামহং ব্যপনেষ্যামি ইতি কৃত্বা ব্যবস্থিতঃ ।
বীরদ্যুম্নস্তু তং ভূয়ঃ পপ্রচ্ছ মুনিসত্তমম্ ॥ ৬

রাজোবাচ ।

আশায়াঃ কিং কৃশত্বঞ্চ কিং চেহ দুর্বি দুর্লভম্
ব্রবীতু ভগবানেতৎ ত্বং হি ধর্মার্থদর্শিবান্ ॥ ৭
ততঃ সংস্মৃত্য তৎ সর্বং স্মারয়িষ্যন্নিবাব্রবীৎ ।
রাজানং ভগবান্ বিপ্রস্ততঃ কৃশতনুস্তদা ॥ ৮

ঋষিরুবাচ ।

কৃশত্বেন সমং রাজন্নাশায়া বিদ্যতে নৃপ ।
তস্যা বৈ দুর্লভত্বাচ্চ প্রার্থিতাঃ পার্থিবা ময়া ॥ ৯

অষ্টাবিংশত্যধিক শততম অধ্যায় ।

(রাজা বীরদ্যুম্নের নিকট তত্রমুনি কর্তৃক আশার স্বরূপ কথন এবং ঋষভের উপদেশে রাজা সুমিত্রের আশা পরিত্যাগ ।)

রাজা বলিলেন,—আমি চারিদিকে বিখ্যাত বীরদ্যুম্ন নামক রাজা এবং আমার নিরুদ্দিষ্ট পুত্র ভূরিদ্যুম্নের অন্বেষণ করিবার জন্য এই বনে আসিয়াছি ॥ ১

নিষ্পাপ বিপ্রবর ! আমার একটি মাত্রই পুত্র ছিল, তাও আবার বালক । সে এই বনে আসিলে পর আর কোথাও দেখিতে পাইতেছি না ; আমি তাহাকেই অন্বেষণ করিবার জন্য চারিদিকে বিচরণ করিতেছি ॥ ২

ঋষভ বলিলেন,—রাজন্ ! রাজা বীরদ্যুম্ন এই কথা বলিলে পর সেই মুনি তত্র অধোমুখ হইয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন । রাজাকে কিছুই উত্তর দান করিতে পারিলেন না ॥ ৩

রাজেন্দ্র ! পুরাকালে এই রাজা কোন এক সময়ে সেই ঋষিকে বিশেষ আদর করেন নাই । তাঁহার আশা ভঙ্গ করিয়া দিয়াছিলেন । ইহাতে সেই মুনি 'আমি কোন প্রকারেই কোন রাজা বা অন্য বর্ণের লোক কর্তৃক প্রদত্ত দান গ্রহণ করিব না' এরূপ নিশ্চয় করত দীর্ঘকাল ধরিয়া তপস্যা করিতেছিলেন ॥ ৪-৫

বহুকাল পর্য্যন্ত অবস্থিত হইয়া আশা মূর্খ মানুষকেই উন্মত্তপ্রায় করিয়া থাকে আমি তাহাকে দূর করিয়া দিব এরূপ নিশ্চয় করিয়া তিনি তপস্যার আরম্ভ করিয়াছিলেন । অন্যদিকে বীরদ্যুম্ন পুনরায় সেই মুনিশ্রেষ্ঠকে প্রশ্ন করিলেন ॥ ৬

রাজা বীরদ্যুম্ন বলিলেন, বিপ্রবর ! আপনি ধর্ম্ম ও অর্থ-নীতি বিষয়ে অভিজ্ঞ, অতএব আপনি ইহা বলুন যে, আশা হইতে অধিক দুর্বলতা কি আছে ? এবং এই পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা দুর্লভ বস্তু কি আছে ? ॥ ৭

তখন সেই দুর্ব্বলদেহ পূজ্যপাদ ঋষি তত্র পুরাকালের সকল বিষয় স্মরণ করত রাজাকেও যেন স্মরণ করাইতে করাইতে এই কথা বলিলেন ॥ ৮

ঋষি তত্র বলিলেন,—হে নৃপ ! আশার তত্র দুর্লভ হয় বলিয়া

রাজোবাচ।

কৃশাকৃশে ময়া ব্রহ্মন্ গৃহীতে বচনাৎ তব
দুর্লভত্বঞ্চ তস্যৈব বেদবাক্যমিব দ্বিজ ॥ ১০
সংশয়স্তু মহাপ্রাজ্ঞ সঞ্জাতো হৃদয়ে মম
তন্মূলে মম তত্ত্বেন বক্তুমর্হসি পৃচ্ছতঃ ॥ ১১
কৃশতঃ কৃশতরং কিং নু ব্রবীষ্যু ভগবানিদম্।
যদি গুহ্যং ন তে কিঞ্চিদ্ বিদ্যতে মুনিসত্তম ॥ ১২

কৃশ উবাচ।

দুর্লভোঽপ্যথবা নাস্তি যোঽর্থী ধৃতিমবাপ্নুয়াৎ।
স দুর্লভতরস্তাত যোঽধিনং নাবমন্যতে ॥ ১৩
সৎকৃত্য নোপকুরুতে পরং শক্ত্যা যথার্হতঃ।
যা সক্তা সর্বভূতেষু সাঽঽশা কৃশতরী ময়া ॥ ১৪

আশাবানের দুর্ব্বলতাতুল্য আর কোন দুর্ব্বলতা নাই যে বস্তুর আশা করা যায়, উহার দুর্লভতার জন্যই আমি বহু রাজাকে ইহা প্রার্থনা করিয়াছিলাম। ৯

রাজা বীরদ্যুম্ন বলিলেন,—ব্রহ্মন্! আমি আপনার বাক্যানুসারে ইহা বুঝিতে পারিলাম যে, যে ব্যক্তি আশাতে বদ্ধ, সে দুর্ব্বল এবং যে ব্যক্তি আশাকে জয় করিয়াছে, সে পুষ্ট। হে দ্বিজ! আপনার এই বাক্যকে আমি বেদবাক্য-তুল্য গ্রহণ করিলাম। যে বস্তুর আশা করা হয়, উহা অত্যন্ত দুর্লভ হইয়া যায়। ১০

মহাপ্রাজ্ঞ! মুনে! কিন্তু আমার মনে এক সংশয় আছে, যাহা আমি এখন জিজ্ঞাসা করিতেছি। আপনি উহা যথাযথ ভাবে আমাকে বলুন। ১১

মুনিশ্রেষ্ঠ! যদি কোন বস্তু আপনার পক্ষে গোপনীয় না হয়, তবে আপনি আমাকে বলুন যে, আপনা হইতে অত্যন্ত দুর্ব্বল বস্তু আর কি আছে? ১২

দুর্ব্বলদেহ তপোমুনি বলিলেন,—বৎস! যে যাচক ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারেন অর্থাৎ কোন বস্তুর আবশ্যকতা হইলে পরও যিনি উহা কাহারও নিকট প্রার্থনা না করেন, তিনি দুর্লভ এবং যিনি যাচ্ঞাকারী যাচককে অবহেলা না করেন—সমাদরের সহিত তাহার ইচ্ছা পূর্ণ করেন, এরূপ পুরুষ সংসারে অত্যন্ত দুর্লভ। ১৩

যখন মানুষ সৎকার করত যাচকের আশা জাগরিত করিয়া শক্তি অনুসারে যথাযোগ্য উপকার না করে, সেই পরিস্থিতিতে

কৃতঘ্নেষু চ যা সক্তা নৃশংসেষলসেষু চ।
অপকারিষু চাসক্তা সাঽঽশা কৃশতরী ময়া ॥ ১৫
একপুত্রঃ পিতা পুত্রে নষ্টে বা প্রোষিতেঽপি বা।
প্রবৃত্তিং যো ন জানাতি সাঽঽশা কৃশতরী ময়া ॥ ১৬
প্রসবে চৈব নারীণাং বৃদ্ধানাং পুত্রকারিতা।
তথা নরেন্দ্র ধনিনাং সাঽঽশা কৃশতরী ময়া ॥ ১৭
প্রদানকাঙ্ক্ষিণীনাঞ্চ কন্যানাং বয়সি স্থিতে।
শ্রুত্বা কথান্তথাবৃত্তাঃ সাঽঽশা কৃশতরী ময়া ॥ ১৮
এতচ্ছ্রুত্বা ততো রাজন্ স রাজা সাবরোধনঃ।
সংস্পৃশ্য পাদৌ শিরসা নিপপাত দ্বিজর্ষভম্ ১৯

রাজোবাচ।

প্রসাদয়ে ত্বাং ভগবন্ পুত্রেণেচ্ছামি সঙ্গমম্।
যদেতদুক্তং ভবতা সম্প্রত্যি দ্বিজসত্তম ॥ ২০

সমস্ত ভূতগণের মনে যে আশার সঞ্চার হয়, উহা আমা হইতেও অত্যন্ত কৃশ হইয়া থাকে। ১৪

কৃতঘ্ন, নৃশংস, আলস্যপরায়ণ এবং অন্যের অপকারকারী ব্যক্তিদিগের মধ্যে যে আশা উত্থিত হয়, তাহা (কখনও পূর্ণ না হওয়ায় চিন্তায় দুর্ব্বল করিয়া দেয় সেইজন্য উহা) আশা হইতেও অত্যন্ত কৃশ। ১৫

পিতার একটিমাত্র পুত্র, সেই পুত্র যদি নিরুদ্দেশ হয় কিংবা বিদেশে যায়, তবে পিতা তাহার কোন বৃত্তান্ত না জানিতে পারিলে যে আশা জাগরিত হয়, উহা আমা অপেক্ষা কৃশ। ১৬

নরেন্দ্র! বৃদ্ধা নারীগণের হৃদয়ে যে পুত্র জন্মাইবার আশা সঞ্চারিত থাকে এবং ধনী ব্যক্তিদের মনে যে ক্রমবর্দ্ধমান ধনের আশা বিদ্যমান থাকে, তাহা আমা হইতেও অত্যন্ত কৃশ। ১৭

তরুণ বয়স হইলে পর বিবাহের কথাবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া বিবাহ করিতে ইচ্ছুক কন্যাগণের হৃদয়ে যে আশা বর্ত্তমান থাকে, উহা আমা অপেক্ষাও অত্যন্ত কৃশ (আশাকে অত্যন্ত কৃশ বলিবার তাৎপর্য্য হইল যে, আশা মানুষকে অত্যন্ত কৃশ করিয়া দেয়।)। ১৮

রাজন্! ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ সেই ঋষির বাক্য শ্রবণ করত রাজা স্বীয় রাণীর সহিত তাঁহার চরণদ্বয় মস্তক দিয়া স্পর্শ করত সেস্থানে ভূতলে পতিত হইলেন। ১৯

রাজা বলিলেন,—ভগবন্! আমি আপনাকে প্রসন্ন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। পুত্রের সহিত মিলিত হইবার আমার প্রবল ইচ্ছা জাগিয়াছে। দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আপনি আমাকে এই সময়

সত্যমেতন্ন সন্দেহো যদেতদ্ ব্যাহৃতং ত্বয়া।
ততঃ প্রহস্য ভগবাংস্তদুর্ধর্মভৃতাং বরঃ ॥ ২১

পুত্রমস্যানয়ৎ ক্ষিপ্রং তপসা চ শ্রুতেন চ।
স সমানীয় তৎপুত্রং তমুপালভ্য পার্থিবম্ ॥ ২২

আত্মানং দর্শয়ামাস ধর্মং ধর্মভৃতাং বরঃ।
স দর্শয়িত্বা চাত্মানং দিব্যমদ্ভুতদর্শনম্।
বিপাপ্মা বিগতক্রোধশ্চচার বনমন্তিকাৎ ॥ ২৩

এতদ্ দৃষ্টং ময়া রাজংস্তথা চ বচনং শ্রুতম্।
আশামপনয়স্বাশু ততঃ কৃশতরীমিমাম্ ॥ ২৪

ভীষ্ম উবাচ।

স তথোক্তস্তদা রাজন্ ঋষভেণ মহাত্মনা।
সুমিত্রোঽপনয়ৎ ক্ষিপ্রমাশাং কৃশতরীং ততঃ ॥ ২৫

এবং ত্বমপি কৌন্তেয় শ্রুত্বা বাণীমিমাং মম।
স্থিরো ভব মহারাজ হিমবানিব পর্বতঃ ॥ ২৬

ত্বং হি প্রষ্টা চ শ্রোতা চ কৃচ্ছ্রেষ্বনুগতেষ্বিহ
শ্রুত্বা মম মহারাজ ন সন্তপ্তুমিহার্হসি ॥ ২৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি ঋষভগীতাসু
অষ্টাবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২৮

যাহা কিছু উপদেশ করিলেন, তৎ সমস্তই সত্য,—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ২০½

তখন ধর্মাত্মাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভগবান্ তন্তু হাস্য করত নিজের তপস্যা ও শাস্ত্রজ্ঞানের প্রভাবে রাজপুত্র ভূরিদ্যুম্নকে অতিশয় সত্বর সেস্থানে আনয়ন করিলেন। ২১½

এইভাবে সেই রাজপুত্রকে সেস্থানে আনাইয়া এবং রাজা বীরদ্যুম্নকে তিরস্কার করিয়া ধর্মাত্মাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তন্তু মুনি তাঁহাকে নিজের সাক্ষাৎ ধর্ম-স্বরূপকে দর্শন করাইলেন ॥২২½

দিব্য ও দেখিতে অদ্ভুত নিজের স্বরূপ তাঁহাকে দর্শন করাইয়া ক্রোধ ও পাপহীন তন্তুমুনি নিকটবর্ত্তী বনে গমন করিলেন। ২৩

ঋষভ মুনি (রাজা সুমিত্রকে) বলিলেন,—রাজন্! আমি এই সব কিছুই স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং তন্তু মুনির এই সব কথাও স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়াছি। এইরূপ তুমিও শরীরকে অত্যন্ত কৃশকারী সেই মৃগবিষয়ক দুরাশা পরিত্যাগ কর। ২৪

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! মহাত্মা ঋষভ এই কথা বলিলে পর সুমিত্র শরীরকে অত্যন্ত দুর্ব্বলকারী সেই আশাকে অতি সত্বর ত্যাগ করিলেন। ২৫

মহারাজ! কুন্তীনন্দন! তুমিও আমার এই কথা শ্রবণ করত আশা পরিত্যাগ কর এবং হিমালয় পর্ব্বতসদৃশ স্থির হইয়া যাও। ২৬

মহারাজ! এরূপ সঙ্কট উপস্থিত হইলে পরও তুমি উপযুক্ত প্রশ্ন করিতেছ এবং তাহার যোগ্য উত্তরও শুনিতেছ; সেইজন্য দুর্য্যোধনের সহিত তোমার সন্ধি স্থাপিত হওয়ায় তাহার জন্য তুমি সন্তপ্ত হইও না। ২৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্ব্বে ঋষভ-গীতাবিষয়ক অষ্টাবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

(যম-গৌতমযোর্বৃত্তান্তবর্ণনম্।)

যুধিষ্ঠির উবাচ।

নামৃতস্যেব পর্য্যাপ্তির্মমাস্তি ক্রবতি ত্বয়ি
যথা হি স্বাত্মবৃত্তিস্তথা তৃপ্তোঽস্মি ভারত ॥ ১

তস্মাৎ কথয় ভূয়স্ত্বং ধর্ম্মমেব পিতামহ
ন হি তৃপ্তিমহং যামি পিবন্ ধর্ম্মামৃতং হি তে ॥ ২

ভীষ্ম উবাচ

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
গৌতমস্য চ সংবাদং যমস্য চ মহাত্মনঃ ॥ ৩

পারিযাত্রং গিরিং প্রাপ্য গৌতমস্যাশ্রমো মহান্।
উবাস গৌতমো যত্র কালং তমপি মে শৃণু ॥ ৪

ষষ্টিং বর্ষসহস্রাণি সোঽতপ্যদ্ গৌতমস্তপঃ
তমুগ্রতপসা যুক্তং ভাবিতং সুমহামুনিম্ ॥ ৫

উপযাতো নরব্যাঘ্র লোকপালো যমস্তদা।
তমপশ্যৎ সুতপসমৃষিং বৈ গৌতমং তদা ॥ ৬

স তং বিদিত্বা ব্রহ্মর্ষির্যমমাগতমোজসা
প্রাঞ্জলিঃ প্রয়তো ভূত্বা উপবিষ্টস্তপোধনঃ ॥ ৭

তং ধর্ম্মরাজো দৃষ্ট্বৈব সৎকৃত্যৈব দ্বিজর্ষভম্।
সুখমব্রূয়ত ধর্ম্মেণ ক্রিয়তাং কিমিতি ব্রুবন্ ॥ ৮

গৌতম উবাচ।

মাতাপিতৃভ্যামানৃণ্যং কিং কৃত্বা সমবাপ্নুয়াৎ।
কথঞ্চ লোকানাপ্নোতি পুরুষো দুর্লভান্ শুচীন্ ॥ ৯

যম উবাচ

তপঃশৌচবতা নিত্যং সত্যধর্ম্মরতেন চ।
মাতাপিত্রোরহরহঃ পূজনং কার্য্যমঞ্জসা ॥ ১০

একোনত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়

[যম ও গৌতমের বৃত্তান্ত বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভারত! যেরূপ অমৃত পান করিতে থাকিলেও উহার পান-বাসনা পূর্ণ হয় না এবং আরও পান করিবার ইচ্ছা বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ যখন আপনি উপদেশ করিতে থাকেন, সেই সময় উহা শ্রবণ করিয়া আমার মন পূর্ণ হয় না। যেরূপ পরমাত্মার ধ্যানে নিমগ্ন যোগী পরমানন্দে তৃপ্ত হইয়া যায়, সেইরূপ আমিও অত্যন্ত তৃপ্তি অনুভব করিতেছি। ১

পিতামহ! অতএব আপনি পুনরায় ধর্ম্মের কথাই বলুন। আপনার ধর্ম্মোপদেশ রূপ অমৃত পান করিবার সময় আমার এই অনুভব হয় না যে, এখন তৃপ্তিতে পূর্ণ হইয়া যাইলাম. কিন্তু শুনিবার বাসনা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ২

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! এই ধর্ম্ম-বিষয়ে বিজ্ঞ পুরুষগণ গৌতম ও মহাত্মা যমের সংবাদরূপ এক প্রাচীন ইতিহাস উদাহরণ দিয়া থাকেন। ৩

পারিযাত্রনামক পর্ব্বতের উপরে মহর্ষি গৌতমের এক বিশাল আশ্রম ছিল। এই আশ্রমে গৌতম যে সময় পর্য্যন্ত অবস্থান করিয়াছিলেন, তাহাও তুমি আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর। ৪

গৌতম এই আশ্রমে ষাট্ হাজার বৎসর পর্য্যন্ত তপস্যা করিয়াছিলেন। নরশ্রেষ্ঠ! একদিন উগ্রতপস্যায় নিরত পবিত্র মহাত্মা মহামুনি এই গৌতমের নিকট লোকপাল যম স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলেন তিনি সেস্থানে আসিয়া উত্তম তপস্বী গৌতম মুনিকে দর্শন করিলেন। ৫-৬

ব্রহ্মর্ষি গৌতম সেই স্থানে উপস্থিত যমরাজকে তাঁহার তেজের দ্বারাই জানিতে পারিলেন তারপর সেই তপোধন মুনি কৃতাঞ্জলি হইয়া সংযতচিত্তে তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন। ৭

ধর্ম্মরাজ যম বিপ্রবর গৌতমকে দেখিয়াই তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন এবং বলিলেন আপনার কি সেবা করিব? এই কথা বলিলে পর তিনি ধর্ম্মালোচনা করিবার জন্য সম্মতি প্রদান করিলেন। ৮

তখন গৌতম মুনি বলিলেন,—ভগবন্! মনুষ্য কোন্ কর্ম্ম করিয়া মাতা-পিতার ঋণ হইতে মুক্ত হইয়া যায়? এবং কিভাবে তাহার দুর্লভ ও পবিত্র লোকসকল প্রাপ্ত হইয়া থাকে? ৯

যম বলিলেন,—ব্রহ্মন্! মনুষ্য তপস্যা করিবে, অন্তরে ও বাহিরে পবিত্র থাকিবে এবং সর্ব্বদা সত্যভাষণরূপ ধর্ম্মপালনে তৎপর হইবে। এই সব করিতে করিতেই তাহার নিত্য মাতা-পিতার সেবা-পূজা করা আবশ্যক। ১০

অশ্বমেধৈশ্চ যষ্টব্যং বহুভিঃ স্বাপ্তদক্ষিণৈঃ।
তেন লোকানবাপ্নোতি পুরুষোঽদ্ভুতদর্শনান্ ॥ ১১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি যমগৌতম-সংবাদে একোনত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২৯

প্রভূত দক্ষিণাযুক্ত অনেক অশ্বমেধ যজ্ঞও রাজার করা উচিত। এরূপ করিলে পর মানুষ অদ্ভুত দৃশ্যসমূহে সম্পন্ন পুণ্যলোক লাভ করিতে সমর্থ হয়। ১১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্বে যম ও গৌতমের সংবাদ-বিষয়ক একোনত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

(আপৎকালে রাজধর্মবর্ণনম্।)

যুধিষ্ঠির উবাচ।

মিত্রৈঃ প্রহীয়মাণস্য বহ্বমিত্রস্য কা গতিঃ
রাজ্ঞঃ সংক্ষীণকোশস্য বলহীনস্য ভারত ॥ ১
দুষ্টামাত্যসহায়স্য চ্যুতমন্ত্রস্য সর্বতঃ।
রাজ্যাৎ প্রচ্যবমানস্য গতিমগ্র্যামপশ্যতঃ ॥ ২
পরচক্রাভিযাতস্য পররাষ্ট্রাণি মৃদ্গতঃ।
বিগ্রহে বর্ত্তমানস্য দুর্বলস্য বলীয়সা ॥ ৩
অসংবিহিতরাষ্ট্রস্য দেশকালাবজানতঃ।
অপ্রাপ্যঞ্চ ভবেৎ সান্ত্বং ভেদো বাপ্যতিপীড়নাৎ।
জীবিতং বার্থহেতুর্বা তত্র কিং সুকৃতং ভবেৎ ॥ ৪

ভীষ্ম উবাচ।

গুহ্যং ধর্মজ মা প্রাক্ষীরতীব ভরতর্ষভ।
অপৃষ্টো নোৎসহে বক্তুং ধর্মমেতং যুধিষ্ঠির ॥ ৫
ধর্মো সুণীয়ান্ বচনাদ্ বুদ্ধিশ্চ ভরতর্ষভ।
শ্রুত্বোপাস্য সদাচারৈঃ সাধুর্ভবতি স ক্বচিৎ ॥ ৬
কর্মণা বুদ্ধিপূর্বেণ ভবত্যাঢ্যো ন বা পুনঃ।
তাদৃশোঽয়মনুপ্রশ্নঃ সংব্যবস্যঃ স্বয়া ধিয়া ॥ ৭
উপায়ং ধর্মবহুলং যাত্রার্থং শৃণু ভারত।
নাহমেতাদৃশং ধর্মং ব্রূয়ে ধর্মকারণাৎ ॥ ৮

ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

[আপদ্‌কালীন রাজার ধর্ম বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভারত! যদি রাজার শত্রু বহু হইয়া যায়, মিত্ররা তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে থাকে, ধনাগার ও শেষ হইয়া যায় এবং শক্তিহীন হইয়া পড়েন, তবে তাঁহার পক্ষে কোন্ পথ কল্যাণকর হইবে? ১

দুষ্ট মন্ত্রীরা যাঁহার সহায়ক, সেইজন্য যিনি উত্তম পরামর্শ হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন, রাজ্য হইতে যাঁহার বিচ্যুত হইবার সম্ভাবনা আছে এবং যিনি নিজের উন্নতির কোন শ্রেষ্ঠ উপায় দেখিতে পান না, তাঁহার পক্ষে কি করা কর্তব্য? ২

যিনি শত্রু-সৈন্যদের উপর আক্রমণ করিয়া শত্রুর রাজ্যকে বিধ্বস্ত করিতে থাকেন; এই সময়ে যদি কোন বলবান্ রাজা তাঁহার উপর আক্রমণ করেন, তবে তাঁহার সহিত যুদ্ধরত সেই দুর্বল রাজার আশ্রয় কি? ৩

যিনি নিজের রাজ্য রক্ষা করিতে পারেন নাই, যাঁহার দেশ ও কালের জ্ঞান নাই, অত্যন্ত পীড়া দেওয়ায় যাঁহার পক্ষে সাম অথবা ভেদনীতির প্রয়োগ অসম্ভব, তাঁহার কি করা কর্তব্য? তিনি জীবন রক্ষা করিবেন বা ধনের সাধন রক্ষা করিবেন? তাঁহার পক্ষে কি করা কল্যাণকর? ৪

ভীষ্ম বলিলেন,—ধর্মনন্দন! ভরতশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! তুমি ত' ইহা আমাকে অতিশয় গোপনীয় কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ। যদি তোমার দ্বারা কোন প্রশ্ন উত্থাপিত না হইত, তবে বর্তমানে এই সঙ্কটকালীন ধর্মের বিষয়ে কিছুই বলিতে পারিতাম না। ৫

ভরতভূষণ! ধর্মের বিষয় অতিশয় সূক্ষ্ম, শাস্ত্রবাক্যসমূহের অনুশীলনে উহার জ্ঞান হয়। শাস্ত্র শ্রবণ করিবার পর নিজের সদাচরণসমূহের দ্বারা তাঁহার সেবা করত সদ্ভাবে জীবনাযাপনকারী পুরুষ কোথাও কোথাও বিরল হইয়া থাকে। ৬

বুদ্ধি পূর্বক কৃত কার্য্যের দ্বারা মানুষ ধনশালী হইতে পারে কিংবা ধনশালী না হইতেও পারে। এরূপ প্রশ্নের উপর তুমি স্বয়ং বুদ্ধি দ্বারা বিচার করত কোন এক সিদ্ধান্তে উপনীত হইবে। ৭

ভারত! পূর্বোক্ত সঙ্কটের সময় রাজাদের জীবন রক্ষার জন্য আমি এরূপ এক উপায় বলিব, যাহাতে ধর্মেরই প্রাচুর্য্য আছে।

দুঃখাদান ইহ হ্যেষ স্যাৎ তু পশ্চাৎ ক্ষয়োপমঃ।
অভিগম্যমতীনাং হি সর্বাসামেব নিশ্চয়ঃ ॥ ৯

যথা যথা হি পুরুষো নিত্যং শাস্ত্রমবেক্ষতে।
তথা তথা বিজানাতি বিজ্ঞানমথ রোচতে ॥ ১০

অবিজ্ঞানাদযোগো হি পুরুষস্যোপজায়তে।
বিজ্ঞানাদপি যোগশ্চ যোগো ভূতিকরঃ পরঃ ॥ ১১

অশঙ্কমানো বচনমনসূয়ুরিদং শৃণু।
রাজ্ঞঃ কোশক্ষয়াদেব জায়তে বলসংক্ষয়ঃ ॥ ১২

কোশঞ্চ জনয়েদ্ রাজা নির্জলেভ্যো যথা জলম্
কালং প্রাপ্যানুগৃহ্ণীয়াদেষ ধর্মঃ সনাতনঃ
উপায়ধর্মং প্রাপোমং পূর্বৈরাচরিতং জনৈঃ ॥ ১৩

তুমি উহা নিবিষ্টচিত্তে শ্রবণ কর। কিন্তু আমি ধর্মাচরণের উদ্দেশ্যেই এরূপ ধর্মকে গ্রহণ করিতে অভিলাষী নহি। ৮

বিপদের সময়েও যদি প্রজাগণকে দুঃখ দান করত রাজা ধন গ্রহণ করেন, তবে উহা রাজার পক্ষে বিনাশের তুল্যই সিদ্ধ হইয়া থাকে। আশ্রয়গ্রহণযোগ্য সদ্‌বৃত্তি সম্পন্ন যত লোক আছে, সেই সমস্তের ইহাই সিদ্ধান্ত ॥ ৯

মানুষ প্রতিদিন যেরূপ যেরূপ শাস্ত্রের স্বাধ্যায় করিবে, তাহার সেইরূপ সেইরূপ জ্ঞান বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে; অতঃপর তাহার বিশেষ জ্ঞানলাভ করিবার জন্য বাসনা জাগরিত হয়। ১০

জ্ঞান না হইলে পর মানুষের সঙ্কটকালে তাহা হইতে রক্ষা পাইবার কোন যোগ্য উপায় বুঝিতে পারে না, কিন্তু জ্ঞানেরই দ্বারা সে উপায় জ্ঞাত হইতে পারে। উচিত উপায়ই ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিবার শ্রেষ্ঠ সাধন। ১১

তুমি আমার বাক্যে কোন সন্দেহ না করিয়াই দোষদৃষ্টি পরিত্যাগ করত আমার উপদেশ শ্রবণ কর। রাজার ধনাগার নষ্ট হইয়া যাইলে পরই তাঁহার বলও নষ্ট হইয়া যায়। ১২

যেরূপ মানুষ নির্জল স্থানেও খনন করিয়া জল বাহির করিয়া থাকে, সেইরূপ রাজা সঙ্কটকালেও নির্ধন প্রজাগণের নিকট হইতে যথাসাধ্য ধন গ্রহণ করত নিজের কোষ পূর্ণ করিবেন। তারপর যোগ্য কাল উপস্থিত হইলে পর সেই ধনের দ্বারা রাজা প্রজাদের উপর অনুগ্রহ করিবেন। ইহাই অনাদিকাল হইতে প্রচলিত সনাতন ধর্ম। পূর্ববর্ত্তী রাজারাও বিপদকালে এই উপায়-ধর্ম প্রাপ্ত হইয়া ইহার আচরণ করিয়াছেন। ১৩

অন্যো ধর্মঃ সমর্থানামাপৎস্বন্যশ্চ ভারত।
প্রাকৃকোশাৎ প্রাপ্যতে ধর্মো বৃত্তির্ধর্মাদ্ গরীয়সী ॥১৪

ধর্মং প্রাপ্য ন্যায়বৃত্তিং ন বলীয়ান্ ন বিন্দতি।
যস্মাদ্ বলস্তোপপত্তিরেকান্তেন ন বিদ্যতে ॥ ১৫

তস্মাদাপৎস্বধর্মোঽপি শ্রূয়তে ধর্মলক্ষণঃ।
অধর্মো জায়তে তস্মিন্নিতি বৈ কবয়ো বিদুঃ ॥ ১৬

অনন্তরং ক্ষত্রিয়স্য তত্র কিং বিচিকিৎস্যতে।
যথাস্য ধর্মো ন গ্লায়েন্নেয়াচ্ছ্রুবশং যথা।
তৎ কর্তব্যমিহেত্যাহুর্নাত্মানমবসাদয়েৎ ॥ ১৭

সর্বাত্মনৈব ধর্মস্য ন পরস্য ন চাত্মনঃ
সর্বোপায়ৈরুজ্জিহীর্ষেদাত্মানমিতি নিশ্চয়ঃ ॥ ১৮

ভারত! সামর্থ্যশালী পুরুষগণের ধর্ম হইল অন্য প্রকার এবং বিপন্ন মনুষ্যদিগের ধর্ম আবার অন্যপ্রকার। প্রথমে কোষ সংগ্রহ করিবার পূর্বেই রাজার পক্ষে আপদ্ধর্মাদির দ্বারা ধর্মপালন করিবার সুযোগ আসে। জগতে জীবননির্বাহ করিবার সাধনলাভ করা ধর্ম হইতে অধিক। ১৪

দুর্বল মানুষ ধর্মপ্রাপ্ত হইয়াও ন্যায়োচিত জীবিকা লাভ করিতে সমর্থ হয় না। ধর্মাচরণ করিলে পর অবশ্যই বলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে; এরূপ কথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না, সেইজন্য আপদ্‌কালে অধর্মও ধর্মরূপে শ্রুত হয়। কিন্তু বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ এরূপ মনে করেন যে, আপৎকালেও ধর্মবিরুদ্ধ আচরণ করিলে পর অধর্মই হইয়া থাকে। ১৫-১৬

বিপদ চলিয়া যাইবার পর ক্ষত্রিয়ের পক্ষে কি করা কর্তব্য? তিনি তখন প্রায়শ্চিত্ত করিবেন কিংবা প্রজাগণের নিকট হইতে কর গ্রহণ করা বন্ধ করিয়া দিবেন; এই সংশয় উপস্থিত হয়। তাহার সমাধান এই যে, তিনি এরূপ আচরণ করিবেন, যাহাতে ধর্মের হানি না হয় এবং তাহাকে শত্রুর অধীন হইতে না হয়। বিদ্বান্ পুরুষগণ তাঁহার পক্ষে ইহাই কর্তব্য বলিয়া উপদেশ করেন যে, তিনি কোনরূপেই নিজেকে সঙ্কটাপন্ন করিবেন না। ১৭

সঙ্কটকালে মানুষ নিজের অথবা পরের ধর্মের দিকে দৃষ্টিপাত করিবে না; পরন্তু সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া সর্বতোভাবে নিজেকে সেই সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিবার ইচ্ছা করিবে; ইহাই ধার্মিকগণের সিদ্ধান্ত। ১৮

তত্র ধর্মবিদাং তাত নিশ্চয়ো ধর্মনৈপুণম্
উদ্যমো নৈপুণং ক্ষাত্রে বাহুবীর্য্যাদিতি শ্রুতিঃ ॥ ১৯
ক্ষত্রিয়ো বৃত্তিসংরোধে কস্য নাদাতুমর্হতি।
অন্যত্র তাপসস্বাচ্চ ব্রাহ্মণস্বাচ্চ ভারত ॥ ২০
যথা বৈ ব্রাহ্মণঃ সীদন্নযাজ্যামপি যাজয়েৎ।
অভোজ্যান্নানি চাশ্নীয়াৎ তথেদং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২১
পীড়িতস্য কিমদ্বারমুৎপথো বিধৃতস্য চ।
অদ্বারতঃ প্রদ্রবতি যদা ভবতি পীড়িতঃ ॥ ২২
যস্য কোশবলগ্লান্যা সর্বলোকপরাভবঃ।
ভৈক্ষ্যচর্য্যা ন বিহিতা ন চ বিট্ শূদ্রজীবিকা ॥ ২৩
স্বধর্মানন্তরা বৃত্তির্জ্যায়ানন্যুপজীবতঃ।
জহতঃ প্রথমং কল্পমনুকল্পেন জীবনম্ ॥ ২৪

তাত! ধর্মজ্ঞ পুরুষগণের সিদ্ধান্ত যেরূপ তাঁহার ধর্মবিষয়ক নিপুণতাই সূচিত করিয়া থাকে, সেইরূপ নিজের বাহুবলে নিজের উন্নতির জন্য উদ্যোগী হওয়া ক্ষত্রিয়ের নিপুণতার সূচক হয়; ইহাই শ্রুতিনির্ণয়। ১৯

হে ভারত! ক্ষত্রিয় যদি নিজের জীবিকা হইতে পরিত্যক্ত হয়, তবে তাঁহার তপস্বীর ধন ও ব্রাহ্মণের ধন ব্যতীত অন্যের ধন কি গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবেন না? (অর্থাৎ সকলেরই ধন গ্রহণ করিবেন)। ২০

যেরূপ ব্রাহ্মণ যদি জীবিকার অভাবে কষ্ট পাইতে থাকেন, তবে তিনি যেমন যজ্ঞের অনধিকারী ব্যক্তিদিগকেও যজ্ঞ করাইতে পারেন এবং প্রাণরক্ষার জন্য খাওয়ার অযোগ্য অন্নও ভোজন করিয়া থাকেন, সেইরূপ এই পূর্বোক্ত শ্লোকেও ক্ষত্রিয়ের পক্ষে কর্তব্যের নির্দেশ করা হইয়াছে। ২১

বিপদাপন্ন মানুষের পক্ষে কোন্ দ্বার তাহার নহে? অর্থাৎ যেদিক দিয়া বিপদমুক্ত হইতে পারিবে, তাহাই তাহার নিকট দ্বার-স্বরূপ হইবে। বন্দীর পক্ষে কুপথ বলিয়া কি আছে? অর্থাৎ সে যদি কুপথে গিয়াও আত্মরক্ষা করিতে পারে, তবে উহা দূষণীয় বলা যায় না। মানুষ যদি বিপদগ্রস্ত হয়, তবে সে অদ্বার দিয়াও পলায়ন করিতে পারে। ২২

ধনাগার ও সৈন্য না থাকায় যে ক্ষত্রিয়ের সর্ব লোকের নিকট হইতে পরাভব প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহারই পক্ষে পূর্বোক্ত বাক্য বলা হইয়াছে। ভিক্ষা করা এবং বৈশ্য বা শূদ্রের জীবিকা গ্রহণ করা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে বিহিত হয় নাই। ২৩

কিন্তু যখন নিজের জাতির জন্য প্রতিপাদিত ধর্ম অবলম্বন

আপদ্গতেন ধর্মাণামন্যায়েনোপজীবনম্।
অপি হ্যেতদ্ ব্রাহ্মণেষু দৃষ্টং বৃত্তিপরিক্ষয়ে ॥ ২৫
ক্ষত্রিয়ে সংশয়ঃ কস্মাদিত্যেবং নিশ্চিতং সদা।
আদদীত বিশিষ্টেভ্যো নাবসীদেৎ কথঞ্চন ॥ ২৬
হন্তারং রক্ষিতারঞ্চ প্রজানাং ক্ষত্রিয়ং বিদুঃ।
তস্মাৎ সংরক্ষতা কার্য্যমাদানং ক্ষত্রবন্ধুনা ॥ ২৭
অন্যত্র রাজন্ হিংসায়া বৃত্তির্নেহাস্তি কস্যচিৎ।
অপ্যারণ্যসমুত্থস্য একস্য চরতো মুনেঃ ॥ ২৮
ন ললাটলিখিতাং বৃত্তিং শক্যমাস্থায় জীবিতুম্।
বিশেষতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ প্রজাপালনমীপ্সয়া ॥ ২৯
পরস্পরং হি সংরক্ষ্য রাজা রাষ্ট্রং চ পালয়েৎ।
নিত্যমেব হি কর্তব্যা এষ ধর্মঃ সনাতনঃ ॥ ৩০

করিয়া কাহারও জীবন নির্বাহ হইবে না, তখনই তাহার স্বধর্ম হইতে বিপরীত বৃত্তি গ্রহণও কথিত হইয়াছে; কারণ, আপৎ-কালে প্রথম কল্প অর্থাৎ স্বধর্মানুকূল বৃত্তি ত্যাগকারী পুরুষের নিজ হইতেও নীচবর্ণের বৃত্তি দ্বারা জীবিকা চালাইবার বিধান আছে। ২৪

যে ব্যক্তি বিপদাপন্ন হইয়াছে, সেই ব্যক্তি ধর্মের বিপরীত আচরণ করিয়া জীবন-নির্বাহ করিতে পারে। জীবিকা ক্ষীণ হইয়া যাইলে পর ব্রাহ্মণগণের মধ্যেও এরূপ ব্যবহার দেখা যায়। ২৫

সুতরাং সে বিষয়ে ক্ষত্রিয়ের পক্ষে আর কিরূপে সন্দেহ করা যাইতে পারে? তাঁহার জন্যও সর্বদা এই নিশ্চিতই আছে যে, তিনি আপত্তিকালে বিশিষ্ট অর্থাৎ ধনবান্ পুরুষগণের নিকট হইতে সবলে ধন গ্রহণ করিবেন। ধনের অভাবে তিনি কোন-ভাবেই কষ্টভোগ করিবেন না। ২৬-২৭

রাজন্! এ জগতে কাহারও এরূপ বৃত্তি নাই, যাহা হিংসা-শূন্য হইতে পারে। অন্যের কথা আর কি বলিবার আছে? বনে অবস্থান করত একাকী বিচরণকারী তপস্বী মুনিরও বৃত্তি সর্বথা হিংসারহিত নহে। ২৮

কুরুশ্রেষ্ঠ! কোনও ব্যক্তি ললাটে লিখিত বৃত্তির দ্বারা জীবন-নির্বাহ করিতে সমর্থ হয় না; অতএব প্রজাপালন করিতে ইচ্ছুক রাজার ভাগ্য সহায় করিয়া জীবন-নির্বাহ করা ত' সর্বথা অসম্ভব। ২৯

সেইজন্য আপৎকালে রাজা ও রাজ্যের প্রজাসকল উভয়েই উভয়কে রক্ষা করা কর্তব্য—ইহাই হইল অনাদিকাল প্রচলিত সনাতন ধর্ম। ৩০

রাজা রাষ্ট্রং যথাঽঽপৎসু দ্রব্যৌঘৈরপি রক্ষতি
রাষ্ট্রেণ রাজা ব্যসনে রক্ষিতব্যস্তথা ভবেৎ ॥ ৩১
কোষং দণ্ডং বলং মিত্রং যদন্যদপি সঞ্চিতম্
ন কুর্যাত্তান্তরং রাষ্ট্রে রাজা পরিগতঃ ক্ষুধা ॥ ৩২
বীজং ভক্ষেন সম্পাদ্যমিতি ধর্মবিদো বিদুঃ।
অত্রৈতচ্চ্বপরস্যাহুর্মহামায়স্য দর্শনম্ ॥ ৩৩
ধিক্ তস্য জীবিতং রাজ্ঞো রাষ্ট্রং যস্যাবসীদতি।
অবৃত্ত্যাদ্যমনুষ্যোঽপি যো বৈদেশিক ইত্যপি ॥ ৩৪
রাজ্ঞঃ কোষবলং মূলং কোষমূলং পুনর্বলম্।
তন্মূলং সর্বধর্মাণাং ধর্মমূলাঃ পুনঃ প্রজাঃ ॥ ৩৫
নান্যানপীড়য়িত্বেহ কোষঃ শক্যঃ কুতো বলম্।
তদপীড়য়িত্বা চ দোষঃ প্রাপ্তুং ন সোঽর্হতি ॥ ৩৬
আকার্যামপি যজ্ঞার্থং ক্রিয়তে যজ্ঞকর্মসু।
এতস্মাৎ কারণাদ্ রাজা ন দোষং প্রাপ্তুমর্হতি ॥ ৩৭
অর্থার্থমন্যদ্ ভবতি বিপরীতমথাপরম্।
অনর্থার্থমথাপ্যন্যৎ তৎ সর্বং স্যুর্থকারণম্
এবং বুদ্ধ্যা সম্প্রপশ্যেন্মেধাবী কার্যনিশ্চয়ম্ ॥৩৮
যজ্ঞার্থমন্যদ্ ভবতি যজ্ঞোঽন্যার্থস্তথা পরঃ
যজ্ঞস্যার্থার্থমেবান্যৎ তৎ সর্বং যজ্ঞসাধনম্ ॥ ৩৯
উপমামত্র বক্ষ্যামি ধর্মতত্ত্বপ্রকাশিনীম্।
যূপঃ ছিন্দন্তি যজ্ঞার্থং তত্র যে পরিপন্থিনঃ ॥ ৪০
দ্রুমাঃ কেচন সামন্তা ধ্রুবং ছিন্দন্তি তানপি।
তে চাপি নিপতন্তোঽন্যান্ নিঘ্নন্ত্যেব বনস্পতীন্ ॥ ৪১
এবং কোষস্য মহতো যে নরাঃ পরিপন্থিনঃ
তানহত্বা ন পশ্যামি সিদ্ধিমত্র পরন্তপ ॥ ৪২

যেরূপ রাজা সঙ্কটকালে রাজ্যকে অর্থাৎ রাজ্যবাসী প্রজাদিগকে রাশি রাশি নানা দ্রব্যসম্ভার ব্যয় করিয়া রক্ষা করেন, সেইরূপ রাজার উপর সঙ্কট পতিত হইলে রাজ্যবাসী প্রজাদের তাঁহাকে রক্ষা করা উচিত ॥ ৩১

রাজা ক্ষুধায় পীড়িত হইলে পরও—জীবিকার জন্য কষ্ট পাইলেও কোষ, রাজদণ্ড, সেনা, মিত্র এবং অন্য সঞ্চিত সাধনসমূহ কখনও রাজা হইতে দূরে রাখিবেন না ॥ ৩২

ধর্মজ্ঞ মহাত্মাগণ বলেন যে, সকল মানুষ নিজেদের ভোজনের জন্য সঞ্চিত অন্নসকল হইতেও বীজ রক্ষা করিয়া রাখিবে। এবিষয়ে অত্যন্ত মায়াবী শম্বরাসুরেরও অভিমত এইরূপই ॥ ৩৩

যাঁহার রাজ্যের প্রজারা এবং সেখানে উপস্থিত বিদেশবাসী ব্যক্তিরা জীবিকা না পাইয়া কষ্টভোগ করিতে থাকে, সেই রাজার জীবনকে ধিক্কার ॥ ৩৪

রাজার মূল হইল সৈন্যবাহিনী ও কোষ (ধনাগার)। ইহাদের মধ্যে কোষ সৈন্যবাহিনীর মূল। সৈন্যবাহিনী সমস্ত ধর্মের রক্ষার মূল কারণ এবং ধর্ম প্রজাদের মূল ॥ ৩৫

অপরকে পীড়া না দিয়া ধন সংগ্রহ হয় না এবং ধনসংগ্রহ না হইলে কিরূপে সৈন্যসংগ্রহ করিতে পারা যাইবে? অতএব আপৎকালে কোষসংগ্রহ করিবার জন্য যদি প্রজাদিগকে পীড়া দিয়াও থাকেন, তবে রাজা দোষের ভাগী হন না ॥ ৩৬

যেরূপ যজ্ঞকার্যসমূহে যজ্ঞের জন্য অকার্যও করা হইয়া থাকে (পরন্তু উহাতে কোন দোষ হয় না), সেইরূপ আপৎকালে প্রজাপীড়ন করিলেও রাজার কোন দোষ হয় না।

আপৎকালে প্রজাপীড়ন অর্থসাধনরূপ প্রয়োজন সাধিত হওয়ায় অর্থকারক হয়, সেইরূপ ইহার বিপরীত উহার পীড়ন না করিলে অনর্থকারক হইয়া যায়। এইরূপ যে অন্যপ্রকার অনর্থকারী (ব্যয়বৃদ্ধিকর সৈন্যসংগ্রহাদি) কার্য আছে, উহাও যুদ্ধের সঙ্কট উপস্থিত হইলে পর অর্থকারী (বিজয়সাধক) সিদ্ধ হইয়া থাকে। বুদ্ধিমান্ পুরুষ এইভাবে বুদ্ধির দ্বারা বিচার করত কর্তব্যের সিদ্ধান্ত করিবেন ॥ ৩৮

যেরূপ অন্যান্য সামগ্রীসমূহ যজ্ঞে সিদ্ধির জন্য হইয়া থাকে, উত্তম যজ্ঞ আরও কোন প্রয়োজনের জন্য হইয়া থাকে, যজ্ঞসম্বন্ধী অন্যান্য বিষয়ও কোন না কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই হইয়া থাকে এবং এ সব কিছুই যজ্ঞেরই সাধন ॥ ৩৯

এখন আমি এস্থলে ধর্মের তত্ত্বপ্রকাশকারী এক উপমা বলিতেছি। রাজগণ যজ্ঞের যূপ নির্মাণ করিবার জন্য বৃক্ষ ছেদন করিয়া থাকেন, সেই বৃক্ষকে ছেদন করত বাহির করিবার সময় পার্শ্ববর্তী যে যে বৃক্ষ উহার বাধক হয়, তাহাদের সকলকেও নিশ্চয়ই তাঁহারা ছেদন করেন। ছিন্ন বৃক্ষ পতিত হইবার সময়েও অন্য বড় বড় বৃক্ষকেও প্রায়শঃ খণ্ড খণ্ড করিয়া থাকে ॥ ৪০-৪১

শত্রুতাপন! এইভাবে যে সব মানুষ (প্রজা রক্ষার জন্য কৃত) প্রভূত কোষসংগ্রহে বাধার সৃষ্টি করে, তাহাকে বধ না করিলে আমি সেই কার্যের সফলতা দেখিতে পাইতেছি না ॥ ৪২

ধনেন জয়তে লোকাবুভৌ পরমিমং তথা।
সত্যঞ্চ ধর্মবচনং যথা নাস্ত্যধনস্তথা ॥ ৪৩
সর্বোপায়ৈরাদদীত ধনং যজ্ঞপ্রয়োজনম্।
ন তুল্যদোষঃ স্যাদেবং কার্য্যাকার্য্যেষু ভারত ॥ ৪৪
নৈতৌ সম্ভবতো রাজন্ কথঞ্চিদপি পার্থিব।
ন হ্যরণ্যেষু পশ্যামি ধনবৃদ্ধানহং কচিৎ ॥৪৫
যদিদং দৃশ্যতে বিত্তং পৃথিব্যামিহ কিঞ্চন।
মমেদং স্যান্মমেদং স্যাদিত্যেবং কাঙ্ক্ষতে জনঃ ॥ ৪৬
ন চ রাজ্যসমো ধর্মঃ কশ্চিদস্তি পরন্তপ
ধর্মঃ সংশব্দিতো রাজ্ঞামাপদর্থমতোঽন্যথা ॥ ৪৭

দানেন কর্মণা চান্যে তপসান্যে তপস্বিনঃ।
বুদ্ধ্যা দাক্ষ্যেণ চৈবান্যে বিদন্তি ধনসঞ্চয়ান্ ॥ ৪৮
অধনং দুর্বলং প্রাহুর্ধনেন বলবান্ ভবেৎ।
সর্বং ধনবতা প্রাপ্যং সর্বং তরতি কোষবান্ ॥ ৪৯
কোষেন ধর্মঃ কামশ্চ পরলোকস্তথা ত্রয়ম্।
তস্ক ধর্মেণ লিপ্সেত নাধর্মেণ কদাচন ॥ ৫০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি
ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩০

ধনের দ্বারা মানুষ ইহলোক ও পরলোক এই উভয় লোকই জয় করিয়া থাকে এবং সত্য ও ধর্ম প্রতিপালন করিতে পারে, কিন্তু নির্ধন ব্যক্তির এই সব কার্যে তাদৃশ সফলতা লাভ হয় না। তাহার অস্তিত্ব না থাকারই ন্যায় হইয়া যায়। ৪৩

হে ভারত! যজ্ঞ করিবার উদ্দেশ্য লইয়া সর্ব্ববিধ উপায়ে ধন সংগ্রহ করিবে; এইভাবে কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য কর্ম নিষ্পন্ন হইলে পর কর্ত্তার অন্য সব সময়েও তুল্য দোষ হয় না ॥ ৪৪

রাজন্! পৃথ্বীনাথ! ধনের সংগ্রহ ও তাহার ত্যাগ—এই উভয় এক ব্যক্তির মধ্যে একই সঙ্গে কোনরূপেই থাকিতে পারে না; কারণ, আমি বনবাসী ত্যাগী মহাত্মাগণকে কোথাও ধনে সমৃদ্ধিশালী দেখিতে পাই নাই। ৪৫

এ জগতে যাহা কিছুও ধন দেখা যায়, 'ইহা আমার হউক, ইহা আমার হউক' এরূপ অভিলাষ সকল লোকেই করিয়া থাকে। ৪৬

শত্রুতাপন! রাজার পক্ষে রাজ্যরক্ষা-সদৃশ অন্য কোনও ধর্ম নাই, এস্থলে যে ধর্মের আলোচনা করা হইয়াছে, উহা কেবল রাজাদের পক্ষে আপৎকালেই আচরণযোগ্য, অন্যথা নহে ॥ ৪৭

কিছু লোক দানের দ্বারা, কিছু লোক যজ্ঞ-কর্মের দ্বারা, কিছু তপস্বী তপস্যার দ্বারা, কিছু লোক বুদ্ধির দ্বারা এবং অন্য বহু মানুষ নিজ নিজ নিপুণতার দ্বারা ধনরাশি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥৪৮

জ্ঞানিগণ নির্ধন মানুষকে দুর্বল বলেন; কারণ, ধনের দ্বারা মানুষ বলবান্ হয়। ধনবান্ ব্যক্তি সব কিছুই লাভ করিতে পারে। যাহার নিকট ধন সঞ্চিত আছে, সে সমস্ত সঙ্কট উত্তীর্ণ হইতে পারে ॥ ৪৯

ধনসঞ্চয়ের দ্বারাই ধর্ম, কাম, ইহলোক ও পরলোক সবই সিদ্ধ হইয়া থাকে। সেই ধন ধর্মানুসারেই লাভ করিবার ইচ্ছা করিবে, অধর্মের দ্বারা কখনই নহে ॥৫০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্বে ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

(বিপদাপন্ন-রাজ্ঞঃ কর্ত্তব্যবর্ণনম্ ।)

যুধিষ্ঠির উবাচ

ক্ষীণস্য দীর্ঘসূত্রস্য সোদ্যুক্রোশস্য বন্ধুষু ।
পরিশঙ্কিতবৃত্তস্য শ্রুতমন্ত্রস্য ভারত ॥১
বিভক্তপুররাষ্ট্রস্য নির্দ্রব্যনিচয়স্য চ ।
অসম্ভাবিতমিত্রস্য দুর্ব্বলস্য বলীয়সা
আপন্নচেতসো ব্রূহি কিং কার্য্যমবশিষ্যতে ॥ ৩

ভীষ্ম উবাচ ।

বাহ্যশ্চেদ্ বিজিগীষুঃ স্যাদ্ ধর্ম্মার্থকুশলঃ শুচিঃ ।
জবেন সন্ধিং কুর্বীত পূর্ব্বভুক্তান্ বিমোচয়েৎ ॥ ৪
যোঽধর্ম্মবিজিগীষুঃ স্যাদ্ বলবান্ পাপনিশ্চয়ঃ ।
আত্মনঃ সংনিরোধেন সন্ধিং তেনাপি রোচয়েৎ ॥ ৫
অপাস্য রাজধানীং বা তরেদ্ দ্রব্যেণ চাপদম্ ।
তদ্ভাবযুক্তো দ্রব্যাণি জীবন্ পুনরুপার্জ্জয়েৎ ॥ ৬
যাস্তু কোষ-বলত্যাগাচ্ছক্যাস্তরিতুমাপদঃ
কস্তত্রাধিকমাত্মানং সম্ভাজেদর্থধর্মবিৎ ॥ ৭
অবরোধান্ জুগুপ্সেত কা সপত্নধনে দয়া ।
ন ত্বেবাত্মা প্রদাতব্যঃ শক্যো সতি কথঞ্চন ॥ ৮

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

আভ্যন্তরে প্রকুপিতে বাহ্যে চোপনিপীড়িতে ।
ক্ষীণে কোষে শ্রুতে মন্ত্রে কিং কার্য্যমবশিষ্যতে ॥ ৯

(আপদ্ধর্ম্ম পর্ব্ব ।

একত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

[বিপদাপন্ন রাজার কর্ত্তব্য বর্ণন ।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে ভারত ! যাঁহার সৈন্য ও ধন সম্পত্তি ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে, যিনি আলস্যপরায়ণ, বন্ধু-বান্ধবগণের উপর অধিক দয়া প্রদর্শনবশতঃ তাঁহার নাশের আশঙ্কায় যিনি তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে পারেন না, যিনি মন্ত্রী প্রভৃতির চরিত্রের উপর সন্দেহ করেন অথবা যাঁহার চরিত্র স্বয়ংই শঙ্কাস্পদ, যাঁহার মন্ত্রণা গুপ্ত থাকে না, উহা অপরে শ্রবণ করিয়া থাকে, যাঁহার নগর ও রাজ্যের কোন কোন ভাগকে বিভক্ত করিয়া শত্রুরা নিজেদের অধীন করিয়া লয়, ইহার জন্য যাঁহার নিকট কোন দ্রব্যেরও সংগ্রহ নাই, দ্রব্যাভাবের জন্যই সমাদর না পাওয়ায় যাঁহার মিত্রের সহিত বিচ্ছেদ হইয়া গিয়াছে, যাঁহার মন্ত্রীরাও শত্রুর দ্বারা বিভেদগ্রস্ত হইয়াছেন, যাঁহার উপর শত্রুদলের আক্রমণ হইয়াছে, যিনি দুষ্ট হইয়া বলবান্ শত্রুর দ্বারা পীড়িত হইয়াছেন, এবং বিপদে পতিত হইয়া যাঁহার চিত্ত বিভ্রান্ত হইয়াছে, তাঁহার পক্ষে কোন্ কার্য্য অবশিষ্ট থাকে ?—এই সঙ্কট হইতে মুক্তি পাইবার জন্য তাঁহার কি করা উচিত ? ১-৩

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্ ! যদি জয়লাভ করিতে অভিলাষী হইয়া আক্রমণকারী রাজা বাহিরের হন, তাঁহার আচার বিচার শুদ্ধ হয় এবং অর্থনীতিতে তিনি যদি কুশল হন, তাহা হইলে অতি সত্বর তাঁহার সহিত সন্ধি স্থাপন করা উচিত এবং যে সকল গ্রাম ও নগর নিজের পূর্ব্বজগণের অধিকারে ছিল, সেই সব যদি আক্রমণকারীর অধিকারে চলিয়া যায়, তবে তাহার সহিত মধুর বাক্যে আলোচনা করিয়া উহা ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিবে ।৪

যে বিজয়কামী শত্রু অধার্ম্মিক এবং বলবান্ বলিয়া পাপপূর্ণ সিদ্ধান্তকারী, তাহার সহিত নিজের কোন কিছু ক্ষতি স্বীকার করিয়া সন্ধিস্থাপন করিবে । ৫

অথবা প্রয়োজন হইলে নিজের রাজধানীও পরিত্যাগ করিয়া বহু দ্রব্য দান করত সেই বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইবেন। যদি আক্রান্ত রাজা জীবিত থাকেন, তবে তিনি রাজোচিত গুণে যুক্ত হইয়া পুনরায় ধন উপার্জ্জন করিতে পারিবেন । ৬

কোষ ও সৈন্যদের ত্যাগ করিলেই যে স্থলে বিপদ হইতে পার হওয়া যাইবে, এরূপ পরিস্থিতিতে অর্থ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে অভিজ্ঞ কোন্ ব্যক্তি নিজের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্যবান্ বস্তু শরীরকে ত্যাগ করিবেন ? ৭

শত্রুর দ্বারা অবরোধ সৃষ্টি হইলে পর রাজার সর্ব্বাগ্রে নিজের অন্তঃপুর রক্ষা করিবার প্রচেষ্টা করা আবশ্যক। যদি সেস্থান শত্রুর অধিকারে চলিয়া যায়, তবে তাহা হইতে মোহ যথাসম্ভব অপসারণ করিয়া লইবে ; কারণ, শত্রুর দ্বারা অধিকৃত ধন ও পরিবারের উপর দয়া দেখাইয়া কি লাভ হইবে ? যতদূর সম্ভব, নিজেকে কোনরূপেই শত্রুর হস্তে সমর্পিত হইতে দিবে না । ৮

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ ! যদি বাহিরের রাজ্য ও দুর্গ প্রভৃতির উপর আক্রমণ করত শত্রু তাহাদিগকে পীড়িত করিতে থাকে এবং অভ্যন্তরে মন্ত্রী আদিও কুপিত হইয়া উঠে,

ভীষ্ম উবাচ।

ক্ষিপ্রং বা সন্ধিকামঃ স্যাৎ ক্ষিপ্রং বা তীক্ষ্ণবিক্রমঃ।
তদাপনয়নং ক্ষিপ্রমেতাবৎ সাম্পরায়িকম্ ॥ ১০
অসুরক্তেন চেষ্টেন হৃষ্টেন জগতীপতিঃ।
অল্পেনাপি হি সৈন্যেন মহীং জয়তি ভূমিপঃ ॥ ১১
হতো বা দিবমারোহেদ্ধত্বা বা ক্ষিতিমাবসেৎ।
যুদ্ধে হি সন্ত্যজন্ প্রাণান্ শক্রস্যৈতি সলোকতাম্ ॥১২
সর্বলোকাগমং কৃত্বা মৃদুত্বং গন্তুমেব চ।
বিশ্বাসাদ্ বিনয়ং কুর্য্যাদ্ বিশ্বসেচ্চাপ্যুপায়তঃ ॥ ১৩
অপচিক্রমিষুঃ ক্ষিপ্রং সান্ত্বা বা পরিসান্ত্বয়ন্।
বিলঙ্ঘয়িত্বা মন্ত্রেণ ততঃ স্বয়মুপক্রমেৎ ॥ ১৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি আপদ্ধর্মপর্বণি একত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩১

কোষ শূন্য হইয়া যায় এবং রাজার গুপ্ত রহস্য সকলের কর্ণগোচর হইয়া থাকে, তবে সেই রাজার কি করা কর্ত্তব্য ? ৯

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! সেই অবস্থায় রাজা অতি সত্বর সন্ধির ব্যবস্থা করিয়া লইবেন অথবা অতিদ্রুত দুঃসহ পরাক্রম প্রকাশ করত শত্রুকে রাজ্য হইতে বহিষ্কার করিয়া দিবেন এরূপ উদ্যোগ করিবার সময় যদি কদাচিৎ মৃত্যুও হইয়া থাকে, তবে উহা পরলোকে মঙ্গলকারী হইবে ॥ ১০

যদি সৈন্যরা প্রভুর প্রতি অনুরক্ত থাকে, প্রিয় ও হৃষ্ট-পুষ্ট হয়, তবে ভূপতি অল্প সৈন্যের দ্বারাও পৃথিবীকে জয় করিতে পারেন ॥ ১১

যদি তিনি নিহত হন্, তবে স্বর্গে আরোহণ করিবেন অথবা যদি শত্রুকে বধ করিতে পারেন, তবে তিনি পৃথিবীর রাজ্য ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন। যিনি যুদ্ধে প্রাণ পরিত্যাগ করেন, তিনি ইন্দ্রলোকে গমন করিয়া থাকেন ॥ ১২

অথবা দুর্ব্বল রাজা শত্রুর মনে কোমল ভাব আনিবার জন্য বিপক্ষের লোকদিগকে সন্তুষ্ট করত তাহাদের বিশ্বাস উৎপাদন পূর্ব্বক তাহাদিগকে যুদ্ধ বন্ধ করিবার জন্য অনুনয়-বিনয় করিবেন এবং স্বয়ং উপায় সহকারে তাঁহাদের উপর বিশ্বাসস্থাপন করিবেন ॥ ১৩

অথবা তিনি মধুর-বাক্যে বিরোধী দলের মন্ত্রী প্রভৃতিকে প্রসন্ন করত দুর্গ হইতে পলায়ন করিবার চেষ্টা করিবেন। তদনন্তর কিছুকাল অতিবাহিত করিয়া শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের সম্মতি গ্রহণ করত নিজের সম্পত্তি অথবা রাজ্যকে পুনরায় লাভ করিতে সচেষ্ট হইবেন ॥ ১৪

শ্রীবরহরি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত আপদ্ধর্মপর্ব্বে একত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

(ব্রাহ্মণানাং নৃপশ্রেষ্ঠানাঞ্চ ধর্ম্মকথনম্, ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মগতিনিরূপণঞ্চ।)

যুধিষ্ঠির উবাচ।

হীনে পরমকে ধর্ম্মে সর্বলোকাভিসংহিতে।
সর্বস্মিন্ দস্যুসাদ্‌ভূতে পৃথিব্যামুপজীবনে॥
কেনস্বিদ্ ব্রাহ্মণো জীবেজ্জঘন্যে কাল আগতে।
অসন্ত্যজন্ পুত্র-পৌত্রানযুক্রোশাৎ পিতামহ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ।

বিজ্ঞানবলমাস্থায় জীবিতব্যং তথাগতে।
সর্বং সাধ্বর্থমেবেদমসাধ্বর্থং ন কিঞ্চন॥ ২
অসাধুভ্যোঽর্থমাদায় সাধুভ্যো যঃ প্রযচ্ছতি।
আত্মানং সংক্রমং কৃত্বা কৃচ্ছ্রধর্মবিদেব সঃ॥ ৪
আকাঙ্ক্ষন্নাত্মনো রাজ্যং রাজ্যে স্থিতিমকোপয়ন্।
অদত্তমেবাদদীত দাতুর্বিত্তং মমেতি চ॥ ৫
বিজ্ঞানবলপুতো যো বর্ততে নিন্দিতেষ্বপি
বৃত্তিবিজ্ঞানবান্ ধীরঃ কস্তং বা বক্তুমর্হতি॥ ৬
যেষাং বলকৃতা বৃত্তিস্তেষামন্যা ন রোচতে
তেজসাভিপ্রবর্তন্তে বলবন্তো যুধিষ্ঠির॥ ৭
যদৈব প্রাকৃতং শাস্ত্রমবিশেষেণ বর্ততে।
তদৈবমভ্যসেদ্ধীরঃ মেধাবী বাপ্যথোত্তরম্॥ ৮
ঋত্বিক্‌পুরোহিতাচার্য্যান্ সংকৃতানভিসংকৃতান্।
ন ব্রাহ্মণান্ ঘাতয়ীত দোষান্ প্রাপ্নোতি ঘাতয়ন্। ৯
এতৎ প্রমাণং লোকস্য চক্ষুরেতৎ সনাতনম্।
তৎ প্রমাণোঽবগাহেত তেন তৎ সাধ্বসাধু বা॥ ১০

দ্বাত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়

[ব্রাহ্মণ ও শ্রেষ্ঠ রাজগণের ধর্ম্মকথন এবং ধর্ম্মের সূক্ষ্মগতি নিরূপণ।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! যদি রাজার সম্পূর্ণ লোক-সকলের রক্ষায় অবলম্বিত পরম ধর্ম্ম ক্ষীণ হইয়া যায় এবং পৃথিবীর সকল জীবিকাব্যবস্থা দস্যুদের অধিকারে চলিয়া যায়, তাহা হইলে এরূপ জঘন্য সঙ্কটকাল উপস্থিত হইলে পর যদি ব্রাহ্মণ দয়াবশতঃ নিজের পুত্র ও পৌত্রগণকে পরিত্যাগ করিতে না পারেন, তবে তিনি কোন বৃত্তির দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করিবেন? ১-২

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! এরূপ পরিস্থিতিতে ব্রাহ্মণের নিজের বিজ্ঞান-বলের আশ্রয় গ্রহণ করত জীবন-নির্ব্বাহ করিতে হইবে। এ জগতে যাহা কিছু ধন দেখা যায়, সেই সব কিছুই শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের জন্য, দুষ্টদিগের জন্য নহে। ৩

যিনি নিজেকে সেতু করিয়া দুই পুরুষগণের নিকট হইতে ধন গ্রহণ করত শ্রেষ্ঠ পুরুষদিগকে দান করেন, তিনিই আপৎকল্প জানেন। ৪

যিনি নিজ রাজ্যকে সুস্থির রাখিতে অভিলাষী, সেই রাজার উচিত হইল—তিনি রাজ্যের ব্যবস্থার উপর কোনরূপ ব্যাঘাত সৃষ্টি না করিয়াই ব্রাহ্মণাদি প্রজাগণকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে 'রাজ্যের ধনী ব্যক্তিদের ধন আমারই' এইরূপ মনে করিয়া তাহাদের দ্বারা প্রদত্ত না হইলেও বল পূর্ব্বক উহা গ্রহণ করিবেন। ৫

যিনি তত্ত্বজ্ঞানের প্রভাবে পবিত্র এবং কোন বৃত্তির দ্বারা কাহার জীবিকা-নির্ব্বাহ হইতে পারে, ইহা যিনি উত্তমরূপে জানেন, সেই বীর নরপতি যদি রাজ্যকে সঙ্কট হইতে মুক্ত করিবার জন্য নিন্দিত কর্ম্মেও প্রবৃত্ত হন, তবে কোন্ ব্যক্তি তাঁহার নিন্দা করিবেন? ৬

যুধিষ্ঠির! যিনি বল ও পরাক্রমের দ্বারাই জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতে থাকেন, তাঁহার অন্য বৃত্তি ভাল লাগে না। বলবান্ পুরুষ নিজের তেজেই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। ৭

যখন আপৎকালোপযোগী প্রকৃত শাস্ত্রই সামান্যরূপে চলিয়া যায়, সেই আপৎকালে 'নিজের অথবা অপরের রাজ্য হইতে যেরূপেই সম্ভব হইবে, ধন গ্রহণ করত কোষ পূর্ণ করা উচিত, ইত্যাদি বাক্যানুসারে রাজা জীবন-নির্ব্বাহ করিবেন কিন্তু যিনি মেধাবী, তিনি ইহা হইতেও অগ্রসর হইয়া যাহারা উত্তর রাজ্যে বাসকারী ধনী, কৃপণ অথবা অসদাচরণের দ্বারা দণ্ড পাইবার যোগ্য, তাহাদের নিকট হইতেও ধন গ্রহণ করিবে' ইত্যাদি বিশেষ শাস্ত্র অবলম্বন করিবেন। ৮

যেরূপ বিপদই আসুক না কেন, ঋত্বিক্, পুরোহিত, আচার্য্য এবং সৎকৃত বা অসৎকৃত ব্রাহ্মণগণকে তাঁহারা ধনী হইলেও তাঁহাদের ধন গ্রহণ করত পীড়া দিবেন না। যদি রাজা তাঁহাদের ধনাপহরণ দ্বারা কষ্ট দিতে থাকেন, তবে তিনি পাপী হইবেন। ৯

ইহা আমি তোমাকে সকল লোকের জন্য প্রমাণস্বরূপ বাক্য বলিতেছি। ইহা সনাতন দৃষ্টি। রাজা ইহাকে প্রমাণ মানিয়া

বহবো গ্রামবাস্তব্যা রোষাদ্ ব্রূয়ুঃ পরস্পরম্
ন তেষাং বচনাদ্ রাজা সৎকুর্য্যাদ্ ঘাতয়ীত বা ॥১১
ন বাচ্যঃ পরিবাদোঽয়ং ন শ্রোতব্যঃ কথঞ্চন।
কর্ণাবথ পিধাতব্যৌ প্রস্থেয়ং চান্যতো ভবেৎ ॥ ১২
অসতাং শীলমেতদ্ বৈ পরিবাদোঽথ পৈশুনম্।
গুণানামেব বক্তারঃ সন্তঃ সৎসু নরাধিপ ॥ ১৩
যথা সুমধুরো দম্যো সুদান্তৌ সাধুবাহিনৌ।
ধুরমুদ্বহ্য বহতস্তথা বর্তেত বৈ নৃপঃ ॥ ১৪
যথা যথাস্য বহবঃ সহায়াঃ স্যুস্তথা পরে
আচারমেব মন্যন্তে গরীয়ো ধর্মলক্ষণম্ ॥ ১৫
অপরে নৈবমিচ্ছন্তি যে শঙ্খলিখিতপ্রিয়াঃ।
মাৎসর্য্যাদথবা লোভান্ন ব্রূর্যুরাকামীদৃশম্ ॥১৬
আর্ষমপ্যত্র পশ্যন্তি বিকর্মস্থস্য পাতনম্।
ন তাদৃক্সদৃশং কিঞ্চিৎ প্রমাণং দৃশ্যতে কচিৎ ॥ ১৭
দেবতাশ্চ বিকর্মস্থং পাতয়ন্তি নরাধমম্।
ব্যাজেন রিপ্সন্ বিত্তং হি ধর্মাৎ স পরিহীয়তে ॥১৮
সর্বতঃ সংকৃতঃ সদ্ভির্ভূতিপ্রবরকারণৈঃ।
হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাতো যো ধর্মস্তং ব্যবস্যতি ॥ ১৯
যশ্চতুর্গুণসম্পন্নং ধর্মং ব্রূয়াৎ স ধর্মবিৎ
অহেরিব হি ধর্মস্য পদং দুঃখং গবেষিতুম্ ॥২০
যথা মৃগস্য বিদ্ধস্য পদমেকং পদং নয়েৎ।
লক্ষেদ্ রুধিরলেপেন তথা ধর্মপদং নয়েৎ ॥ ২১
এবং সদ্ভির্বিনীতেন পথা গন্তব্যমিত্যুত।
রাজর্ষীণাং বৃত্তমেতদবগচ্ছ যুধিষ্ঠির ॥ ২২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি আপদ্ধর্মপর্বণি রাজর্ষিবৃত্তং নাম দ্বাত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩২

ব্যবহারক্ষেত্রে প্রবেশ করিবেন এবং তদনুসারে আপদকালে তাহার সৎ বা অসৎ কর্মের নির্ণয় করা উচিত ॥ ১০

যদি বহুসংখ্যক গ্রামবাসী মানুষ পরস্পর রোষবশতঃ রাজার নিকট আসিয়া পরস্পরের নিন্দা-স্তুতি করিতে থাকে, তবে রাজা কেবল তাহাদের কথানুসারেই কাহাকেও দণ্ডদানও করিবেন না এবং কাহাকেও সম্মানও করিবেন না ॥ ১১

কাহারও নিন্দা করা উচিত নয় এবং নিন্দা কোন প্রকারে শ্রবণ করাও উচিত নয়। যদি কেহ অপরের নিন্দা করে, তবে সেস্থানে নিজের কর্ণ বন্ধ করিয়া দিবে অথবা সেস্থান হইতে উঠিয়া অন্যত্র গমন করিবে ॥ ১২

নরেশ্বর! অপরের নিন্দা করা এবং হিংসা করা দুষ্টগণের স্বভাব। সৎপুরুষগণ ত' সজ্জনসমূহের নিকটে অপরের গুণগানই করিয়া থাকেন ॥ ১৩

যেরূপ মনোহর আকৃতিবিশিষ্ট, সুশিক্ষিত এবং উত্তমরূপে ভার বহন করিতে সমর্থ (নবযুবক) বৃষদ্বয় স্কন্ধে ভার উত্থাপিত করিয়া সুন্দর রীতিতে বহন করিতে থাকে, সেইরূপ রাজাও নিজের রাজ্যভার উত্তমরূপে বহন করিবেন ॥ ১৪

যেরূপ যেরূপ আচরণ করিলে রাজার বহুসংখ্যক অন্য সহায়ক হইবেন, সেইরূপ আচরণই রাজার করা উচিত। ধর্মজ্ঞ পুরুষ আচারকেই ধর্মের প্রধান লক্ষণ বলিয়া মনে করেন ॥ ১৫

কিন্তু যাহারা শঙ্খ ও লিখিত মুনির অনুরাগী তাঁহাদের মতের অনুসরণকারী, তাহারা এই সব ভিন্ন মত (ক্ষত্রিয় প্রভৃতিকে দণ্ড না দেওয়া প্রভৃতি) স্বীকার করেন না। তাঁহারা ঈর্ষ্যা বা লোভবশতঃ এরূপ কথা বলেন না। ধর্ম মনে করিয়াই বলিয়া থাকেন ॥ ১৬

শাস্ত্রবিপরীত কর্মকারীর প্রতি দণ্ডদানের যে কথা এস্থলে আসিয়া পড়ে, উহাতে আর্ষপ্রমাণও দেখা যায়। ঋষিগণের বাক্য-সদৃশ অন্য কোনও প্রমাণও দেখা যায় না ॥ ১৭

দেবতারাও বিপরীত কর্মে সংযুক্ত অধম মানুষকে নরকে পাতিত করেন; অতএব যে ব্যক্তি ছলনা করিয়া ধনপ্রাপ্ত হয়, সেই ধর্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া যায় ॥ ১৮

ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তি বিষয়ে যাহা শ্রেষ্ঠ কারণ, শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ যাহাকে সর্ব্ব-প্রকারে সমাদর করেন এবং হৃদয় দিয়া তাঁহারা যাহার অনুমোদন করেন, রাজা সেই ধর্মেরই অনুষ্ঠান করিবেন ॥ ১৯

যাহা বেদবিহিত, স্মৃতি দ্বারা অনুমোদিত, সজ্জনগণ কর্তৃক সেবিত এবং নিজের প্রিয়, উহাকে চতুর্গুণসম্পন্ন ধর্ম বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। যিনি সেই ধর্মের উপদেশ করেন, তিনি ধর্মজ্ঞ। সর্পের পদচিহ্নের ন্যায় ধর্মের যথার্থ স্বরূপ নির্ণয় করা অতিশয় কঠিন কার্য্য ॥ ২০

যেরূপ বাণে বিদ্ধ মৃগের এক পদ ভূতলে রক্তের লেপ দিয়া দেওয়ায় ব্যাধকে মৃগের বাসস্থানের লক্ষিত করাইয়া তাহাকে সেস্থানে উপস্থিত করিতে দেয়, সেইরূপ উক্ত চতুর্গুণ সম্পন্ন ধর্মও ধর্মের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করাইয়া থাকেন ॥ ২১

যুধিষ্ঠির! এইরূপ শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ যে পথ দিয়া গমন করিয়াছেন, তুমিও সেই পথ দিয়াই গমন কর। ইহাকেই তুমি রাজর্ষিগণের সদাচার ধর্ম বলিয়া জানিবে ॥ ২২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত আপদ্ধর্মপর্বে রাজর্ষিগণের চরিত্রবিষয়ক দ্বাত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রয়স্ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

(রাজ্ঞঃ কৃতে কোষসংগ্রহস্যাবশ্যকতা, মর্য্যাদাস্থাপনম্, নির্মর্য্যাদ-দস্যুবৃত্তেনিন্দা চ।)

ভীষ্ম উবাচ।

স্বরাষ্ট্রাৎ পররাষ্ট্রাচ্চ কোষং সঞ্জনয়েন্নৃপঃ।
কোষাদ্ধি ধর্ম্ম কৌন্তেয় রাজ্যমূলঞ্চ বর্দ্ধতে ॥ ১
তস্মাৎ সঞ্জনয়েৎ কোষং সংকৃত্য পরিপালয়েৎ
পরিপাল্যানুতনুয়াদেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥ ২
ন কোষঃ শুদ্ধশৌচেন ন নৃশংসেন জাতুচিৎ
মধ্যমং পদমাস্থায় কোষসংগ্রহণং চরেৎ ॥ ৩
অবলস্য কুতঃ কোষো হ্যকোষস্য কুতো বলম্।
অবলস্য কুতো রাজ্যমরাজ্ঞঃ শ্রীর্ভবেৎ কুতঃ ॥ ৪
উচ্চৈর্বৃত্তেঃ শ্রিয়ো হানির্যথৈব মরণং তথা।
তস্মাৎ কোষং বলং মিত্রমথ রাজা বিবর্দ্ধয়েৎ ॥ ৫

ত্রয়স্ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

[রাজার পক্ষে কোষসংগ্রহের আবশ্যকতা, মর্য্যাদা স্থাপন ও অমর্য্যাদাপূর্ণ দস্যুবৃত্তির নিন্দা।]

ভীষ্ম বলিলেন—যুধিষ্ঠির! রাজার কর্ত্তব্য হইল—তিনি নিজের এবং শত্রুর রাজ্য হইতে ধন লইয়া কোষ পূর্ণ করিবেন। কোষেরই দ্বারা ধর্ম্মের বৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং রাজ্যের মূলও বর্দ্ধিত হয় অর্থাৎ সুদৃঢ় হয়। ১

এইজন্য রাজা কোষ সংগ্রহ করিবেন, সংগ্রহের পর উহা সাদরে রক্ষা করিবেন এবং রক্ষা করত নিরন্তর উহাকে বর্দ্ধিত করিবেন। ইহাই হইল রাজার অনাদিকাল প্রচলিত সনাতন ধর্ম্ম। ২

যিনি বিশুদ্ধ আচার বিচারে বর্ত্তমান থাকেন, তিনি উহার দ্বারা কখনও কোষ সংগ্রহ করিতে পারেন না। যিনি অত্যন্ত ক্রূর, তিনিও কদাপি ইহাতে সফল হইতে সমর্থ হন না, অতএব মধ্যম পন্থা অবলম্বন করত কোষ (ধনরাশি) সংগ্রহ করিবেন। ৩

যদি রাজা বলহীন হন, তবে তাঁহার নিকট কোষ কিভাবে সঞ্চিত থাকিবে? কোষহীন রাজার নিকটে সৈন্যবাহিনীই বা কিভাবে থাকিবে? যাঁহার নিকটে সৈন্য নাই, তাঁহার রাজ্য কিরূপে সুস্থির থাকিবে? এবং রাজ্যহীনের নিকটে লক্ষ্মী (ধনসম্পত্তি) কিভাবে থাকিবেন? ৪

যিনি ধনের জন্য উচ্চ ও মহত্ত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তাঁহার যদি ধনক্ষয় হইয়া যায়, তবে তাঁহার মৃত্যু তুল্যই কষ্ট হইতে থাকে। অতএব রাজার কোষ, সেনা ও মিত্রের সংখ্যা বর্দ্ধিত করা কর্ত্তব্য। ৫

হীনকোষং হি রাজানমবজানন্তি মানবাঃ।
ন চাস্যান্নেন তুষ্যন্তি কার্য্যমপ্যুৎসহন্তি চ ॥ ৬
শ্রিয়ো হি কারণাদ্ রাজা সৎক্রিয়াং লভতে পরাম্
সাস্য গৃহ্ণাতি পাপানি বাসো গুহ্যমিব স্ত্রিয়াঃ ॥ ৭
ঋদ্ধিমস্যানু তপ্যন্তে পুরা বিপ্রকৃতা নরাঃ
শালাবৃকা ইবাজস্রং ক্ষিপ্তাংস্তুমেব বিন্দতি ॥ ৮
ঈদৃশস্য কুতো রাজ্ঞঃ সুখং ভবতি ভারত।
উদ্যচ্ছেদেব ন নমেদুদ্যমো হ্যেব পৌরুষম্ ॥ ৯
অপ্যপর্বণি ভজ্যেত ন নমেতেহ কস্যচিৎ
অপ্যরণ্যং সমাশ্রিত্য চরেন্মৃগগণৈঃ সহ ॥ ১০

যে রাজার নিকটে ধনভাণ্ডার নাই, তাঁহাকে সাধারণ মানুষেরাও অবহেলা করিয়া থাকেন। তাঁহার নিকট হইতে অল্প ধন লইয়া সন্তুষ্ট হন না এবং তাঁহার কোন কার্য্য করিতেও সেই সব মানুষ উৎসাহ বোধ করেন না। ৬

লক্ষ্মীর (ধনরাশির) জন্যই রাজা সর্ব্বত্র অতিশয় সমাদৃত হইয়া থাকেন। যেরূপ বস্ত্র নারীর গুপ্ত অঙ্গ আবৃত করিয়া রাখে, সেইরূপ লক্ষ্মী রাজার সমস্ত দোষ গোপন করিয়া রাখেন। ৭

পূর্ব্বে তিরস্কৃত মনুষ্যগণ এই রাজার বর্দ্ধিত সমৃদ্ধি দেখিয়া জ্বলিতে থাকে এবং নিজের বধ কামনা করিয়া সেরূপ কপটতা পূর্ব্বক সেই রাজারই আশ্রয় গ্রহণ করত তাঁহার সেবা করে, যেরূপ কুকুর নিজেরই ঘাতক চণ্ডালের সেবা করিয়া থাকে। ৮

ভারত! এরূপ নরপতির কিভাবে সুখ মিলিবে? অতএব রাজার সর্ব্বদা উদ্যম করা আবশ্যক, কাহারও সম্মুখে নত হইবে না, কারণ, উদ্যমই হইল পুরুষত্ব। যেরূপ শুষ্ক কাষ্ঠ বিনা গ্রন্থিতেই ভাঙ্গিয়া যায়, কিন্তু নত হয় না, সেইরূপ রাজা নষ্ট হইয়া যাইবেন, তথাপি কখনও তিনি নত হইবেন না। ৯½

রাজা বনের আশ্রয় গ্রহণ করত মৃগগণের সহিত বিচরণ করিবেন, তথাপি তিনি মর্য্যাদাভঙ্গকারী দস্যুদের সহিত বাস করিবেন না। ১০½

ন ত্বেবোজ্ঝিতমর্য্যাদৈর্দস্যুভিঃ সহিতশ্চরেৎ
দস্যূনাং সুলভা সেবা রৌদ্রকর্মসু ভারত ॥ ১১
একান্ততো হ্যমর্য্যাদাৎ সর্বোঽপ্যুদ্বিজতে জনঃ।
দস্যবোঽপ্যভিশঙ্কন্তে নিরনুক্রোশকারিণঃ ॥১২
স্থাপয়েদেব মর্য্যাদাং জনচিত্তপ্রসাদিনীম্।
অল্পেঽপ্যর্থে চ মর্য্যাদা লোকে ভবতি পূজিতা ॥ ১৩
নায়ং লোকোঽস্তি ন পর ইতি ব্যবসিতো জনঃ
নালং গন্তুং হি বিশ্বাসং নাস্তিকে ভয়শঙ্কিতে ॥ ১৪
যথা সন্তিঃ পরাদানমহিংসা দস্যুভিঃ কৃতা
অনুরজ্যন্তি ভূতানি সমর্য্যাদেষু দস্যুষু ॥ ১৫
অযুধ্যমানস্য বধো দারামর্ষঃ কৃতঘ্নতা।
ব্রহ্মবিত্তস্য চাদানং নিঃশেষকরণং তথা ॥ ১৬

ভারত! দস্যুগণের চৌর্য্য ও হিংসাদি ভয়ানক কার্য্য-সকলের জন্য অনায়াসেই সৈন্য লাভ হয়। সর্ব্বথা মর্য্যাদাজ্ঞানহীন মনুষ্যের দ্বারা সকল লোক উদ্বিগ্ন হইয়া উঠে। কেবল নির্দয়তা-পূর্ণ কর্ম্মচারী মানুষের নিকট হইতে দস্যুরাও ভীত হইয়া থাকে ॥ ১১-১২

রাজার এরূপ মর্য্যাদা স্থাপিত করা আবশ্যক, যাহা সকল-লোকের চিত্ত প্রসন্ন করিতে পারে ;কারণ, এ জগতে অল্প কার্য্যের জন্যও মর্য্যাদা রক্ষা করিলে উহা প্রশংসিত হইয়া থাকে ॥ ১৩

সংসারে এরূপ মানুষও আছে, যে এতাদৃশ সিদ্ধান্ত করিয়া থাকে—ইহলোক ও পরলোক বলিয়া কিছুই নাই। এরূপ পাপভয়াশঙ্কাহীন নাস্তিকের প্রতি কখনও বিশ্বাস করিবে না ॥ ১৪

দস্যুদের মধ্যেও মর্য্যাদা থাকে, যেরূপ বহু দস্যু অপরের ধন হরণ করে, কিন্তু হিংসা করে না (কাহারও চরিত্র হনন করে না)। যাহারা মর্য্যাদার কথা চিন্তা করে, সেই দস্যুদিগকেও অনেক প্রাণী স্নেহ করে। (কারণ, তাহাদের দ্বারা অনেক প্রাণী রক্ষিত থাকে) ॥ ১৫

অযুদ্ধকারীকে বধ করা, পরস্ত্রী ধর্ষণ করা, কৃতঘ্নতা, ব্রাহ্মণের

স্ত্রিয়া মোষঃ পতিস্থানং দস্যুঘ্নেতদ্ বিগর্হিতম্।
সংশ্লেষঞ্চ পরস্ত্রীভির্দস্যুঘ্নেতানি বর্জয়েৎ ॥ ১৭
অভিসন্দধতে যে চ বিশ্বাসায়াস্য মানবাঃ।
অশেষমেবোপলভ্য কুর্বন্তীতি বিনিশ্চয়ঃ ॥ ১৮
তস্মাৎ সশেষং কর্ত্তব্যং স্বাধীনমপি দস্যুভিঃ।
ন বলস্থোঽহমস্মীতি নৃশংসানি সমাচরেৎ ॥ ১৯
স শেষকারিণস্তত্র শেষং পশ্যন্তি সর্বশঃ।
নিঃশেষকারিণো নিত্যং নিঃশেষকরণাদ্ ভয়ম্ ॥ ২০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি আপদ্ধর্মপর্বণি
ত্রয়স্ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩৩

ধন অপহরণ, কাহারও সর্ব্বস্বহরণ, কুমারী কন্যা অপহরণ এবং কোনও গ্রামাদি আক্রমণ করত স্বয়ং তাহার প্রভু হওয়া—এই সব বিষয়ও দস্যুদের মধ্যে নিন্দিত বলিয়া মান্য করা হইয়াছে। দস্যুদেরও পরস্ত্রী-স্পর্শ ও পূর্ব্বোক্ত সকল পাপ পরিত্যাগ করা উচিত ॥ ১৬-১৭

যাহার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হয়, সেই মানুষ অপহরণকারী দস্যুদের সহিত মিলিত হইবে এবং তাহাদের বিশ্বাসবৃদ্ধির চেষ্টা করিবে এবং তাহাদের বাসস্থানাদি জানিয়া তাহাদের সর্ব্বস্ব নষ্ট করিয়া দিবে ইহাই মহাত্মাগণের সিদ্ধান্ত ॥ ১৮

সেইজন্য দস্যুদেরও উচিত হইল—তাহারা অপরের ধন নিজের অধিকারে পাইয়াও কিছু অবশিষ্ট রাখিয়া দিবে, সর্ব্বস্বই লুণ্ঠন করিবে না। 'আমি বলবান্' এরূপ বুঝিয়া ক্রূরতাপূর্ণ আচরণ করিবে না ॥ ১৯

যে দস্যু অপরের ধনের কিছু অবশিষ্ট রাখিয়া দেয়, সে সর্ব্বদিকেই নিজেরও ধনের কিছু অবশেষ দেখিতে পায় এবং যে অপরের ধনের কিছুই অবশিষ্ট রাখে না, সে সর্ব্বদা নিজেরও ধনের নিঃশেষ হইয়া যাইবার ভয় করিতে থাকে ॥ ২০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত আপদ্ধর্মপর্ব্বে ত্রয়স্ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুস্ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

[বলস্য মহত্ত্বম্, পাপেভ্যো মুক্তয়ে প্রায়শ্চিত্তঞ্চ]

ভীষ্ম উবাচ।

অত্র ধর্মানুবচনং কীর্তয়ন্তি পুরাবিদঃ
প্রত্যক্ষাবেব ধর্মার্থৌ ক্ষত্রিয়স্য বিজানতঃ ॥ ১
তত্র ন ব্যবধাতব্যং পরোক্ষা ধর্মযাপনা।
অধর্মো ধর্ম ইত্যেতদ্ যথা ব্যকপদং তথা ॥ ২
ধর্মাধর্মফলে জাতু দদর্শেহ ন কশ্চন।
বুভূষেদ্ বলমেবৈতৎ সর্বং বলবতো বশে ॥ ৩
শ্রিয়ো বলমমাত্যাশ্চ বলবানিহ বিন্দতি।
যো হ্যনাঢ্যঃ স পতিতস্তুচ্ছিষ্টঃ যদল্পকম্ ॥ ৪
বহ্বপথ্যং বলবতি ন কিঞ্চিৎ ক্রিয়তে ভয়াৎ।
উভৌ সত্যাধিকারস্থৌ ত্রায়েতে মহতো ভয়াৎ ॥ ৫

অতিধর্মাদ্ বলং মন্যে বলাদ্ ধর্মঃ প্রবর্ততে।
বলে প্রতিষ্ঠিতো ধর্মো ধরণ্যামিব জঙ্গমম্ ॥ ৬
ধূমো বায়োরিব বশে বলং ধর্মোঽনুবর্ততে।
অনীশ্বরো বলে ধর্মো ক্রমে বল্লীব সংশ্রিতা ॥ ৭
বশে বলবতাং ধর্মঃ সুখং ভোগবতামিব।
নাস্ত্যসাধ্যং বলবতাং সর্বং বলবতাং শুচি ॥ ৮
দুরাচারঃ ক্ষীণবলঃ পরিত্রাণং ন গচ্ছতি।
অথ তস্মাদুদ্বিজতে সর্বো লোকো বৃকাদিব ॥ ৯
অপধ্বস্তো হ্যবমতো দুঃখং জীবতি জীবিতম্।
জীবিতং যদপক্রুষ্টং যথৈব মরণং তথা ॥ ১০
যদেবমাহুঃ পাপেন চারিত্রেণ বিবর্জিতঃ।
সুভৃশং তপ্যতে তেন বাক্‌শল্যেন পরিক্ষতঃ ॥ ১১

চতুস্ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

[বলের মহত্ত্ব ও পাপ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য প্রায়শ্চিত্ত।]

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! প্রাচীনকালের বৃত্তান্তসম্বন্ধে অভিজ্ঞ বিদ্বানগণ এবিষয়ে যে ধর্মের প্রবচন করিয়া থাকেন, উহা হইল এইরূপ—বিজ্ঞ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্ম ও অর্থ এই উভয়ই প্রত্যক্ষ। ১

ধর্ম ও অধর্মের সমস্যা রাখিয়া কাহারও কর্তব্যের ব্যবধান করা উচিত নহে; কারণ, ধর্মের ফল প্রত্যক্ষ নহে। যেরূপ চিতাবাঘের পদচিহ্ন দেখিয়া কাহারও এই নিশ্চয় হয় না যে, ইহা ব্যাঘ্রের পদচিহ্ন বা কুকুরের পদচিহ্ন, সেইরূপ ধর্ম ও অধর্মের বিষয়ে নির্ণয় করাও অতিশয় কঠিন। ২

ধর্ম ও অধর্মের ফল কেহ এ-সংসারে প্রত্যক্ষ দর্শন করেন নাই। অতএব রাজা বলপ্রাপ্তির জন্য চেষ্টা করিবেন; কারণ, এই সমগ্র জগৎ বলবানেরই অধীন। ৩

বলবান্ পুরুষ এ জগতে সম্পত্তি, সৈন্য ও মন্ত্রী সব কিছুই লাভ করিতে পারে। যে দরিদ্র, তাহাকে পতিত বলিয়া মনে করা হয় এবং তাহার নিকটে যে অতি অল্প ধন থাকে, উহা উচ্ছিষ্ট বলিয়া গণ্য করা হয়। ৪

বলবান্ পুরুষের নিকট যদিও বহু অপথ্য থাকে, তথাপি ভয়-বশতঃ কেহই তাহার সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে সাহস করে না। যদি বল ও ধর্ম উভয়ই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, তবে উহা মানুষকে মহাভয় হইতে রক্ষা করে। ৫

আমি অধিক ধর্ম হইতে ও বলকেই শ্রেষ্ঠ মনে করি; কারণ, বল হইতেই ধর্মের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। যেরূপ গমনাগমনকারী সকল প্রাণী পৃথিবীতে অবস্থিত থাকে, সেইরূপ ধর্ম বলের উপরেই প্রতিষ্ঠিত থাকে। ৬

যেরূপ ধূম বায়ুর অধীন হইয়া গমন করে, সেরূপ ধর্মও বলেরই অনুসরণ করে; অতএব লতা যেমন কোন বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া বিস্তারলাভ করে, সেই প্রকার নির্বল ধর্ম বলেরই আশ্রয়ে সদা স্থির থাকেন। ৭

যেরূপ ভোগসামগ্রীসম্পন্ন পুরুষগণের অধীনে সুখ-ভোগ হইয়া থাকে, সেইরূপ ধর্ম বলবান্‌গণের অধীনেই বিদ্যমান থাকেন। বলবান্‌গণের পক্ষে কিছুই অসাধ্য নাই। বলবান্‌গণের সমগ্র বস্তুই শুদ্ধ ও নির্দোষ হয়। ৮

যাহার বল নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সে দুরাচারী, উহার ভয় উপস্থিত হইলে পর কোন রক্ষক পায় না। দুর্বল মানুষ হইতে সকল লোক সেইরূপ ভীত হইয়া থাকে, যেরূপ চিতাবাঘ হইতে মানুষ ভীত হয়। ৯

দুর্বল নিজের সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হয়, সকলের অপমান ও উপেক্ষার পাত্র হয় এবং দুঃখময় জীবন ব্যতীত করে। যে জীবন নিন্দিত হইয়া যায়, উহা মৃত্যুরই তুল্য হইয়া থাকে। ১০

দুর্বল মানুষের বিষয়ে লোক এইরূপ বলিতে আরম্ভ করে—অয়ে! এ ব্যক্তি ত' নিজের পাপাচরণবশতঃ বন্ধু-বান্ধবগণের

অত্রৈতদাহুরাচার্য্যাঃ পাপস্য পরিমোক্ষণে
ত্রয়ীং বিদ্যামবেক্ষেত তথোপাসীত বৈ দ্বিজান্ ॥ ১২
প্রসাদয়েন্মধুরয়া বাচা চাপ্যথ কর্ম্মণা
মহামনাশ্চাপি ভবেদ্ বিবহেচ্চ মহাকুলে ॥ ১৩
ইত্যাত্মীতি বদেদেবং পরেষাং কীর্ত্তয়েদ্ গুণান্।
জপেদুদকশীলঃ স্যাৎ পেশলো নাতিভল্লকঃ ॥ ১৪
ব্রহ্মক্ষত্রং সম্প্রবিশেদ্ বহু কৃত্বা সুদুষ্করম্।
উচ্যমানো হি লোকেন বহুকৃৎ তদচিন্তয়ন্ ॥ ১৫
অপাপো হ্যেবমাচারঃ ক্ষিপ্রং বহুমতো ভবেৎ।
সুখঞ্চ চিত্রং ভুঞ্জীত কৃতেনৈকেন গোপয়েৎ ॥ ১৬
লোকে চ লভতে পূজাং পরত্রেহ মহৎ ফলম্ ॥ ১৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্ব্বণি আপদ্ধর্ম্মপর্ব্বণি
চতুস্ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩৪

দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়াছে। এইভাবে এতাদৃশ বাক্যবাণে আহত সেই ব্যক্তি অতিশয় সন্তপ্ত হইয়া উঠে। ১১

যেস্থলে অধর্ম্মপূর্ব্বক ধনের উপার্জ্জন করিলে যে পাপ হয়, উহা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য আচার্য্যগণ এই এই উপায় উপদেশ করিয়াছেন—উক্ত পাপে লিপ্ত রাজা তিন বেদের স্বাধ্যায় করিবেন, ব্রাহ্মণগণের সেবায় উপস্থিত থাকিবেন, মধুর বাক্য ও সৎকর্ম্মসকলের দ্বারা তাঁহাদের প্রসন্ন করিবেন, নিজের মনকে উদার করিবেন এবং উচ্চ বংশে বিবাহ করিবেন।১২-১৩

আমি অমুক নামযুক্ত আপনার সেবক, এইভাবে নিজের পরিচয় দিয়া অপরের গুণসকল কীর্ত্তন করিবেন, প্রতিদিন স্নান করত ইষ্টমন্ত্র জপ করিবেন, উত্তম স্বভাবসম্পন্ন হইবেন, অধিক কথা বলিবেন না, লোকে তাহাকে অতিশয় পাপাচারী বলিয়া নিন্দা করিলেও কোনরূপ উহা গণ্য করিবেন না এবং অত্যন্ত দুষ্কর ও বহু পুণ্যকর্ম্মসকলের অনুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের সমাজে প্রবেশ করিবেন ॥ ১৪-১৫

এরূপ আচারবিশিষ্ট পুরুষ সত্বর পাপহীন হইয়া বহুসংখ্যক মানুষের সমাদরের পাত্র হইয়া যান। তিনি তখন নানাপ্রকার সুখ উপভোগ করেন এবং নিজের কৃত এক সৎকর্ম্মের প্রভাবেই তিনি নিজের রক্ষা নিজেই করিয়া থাকেন। জগতে সর্ব্বত্র তাঁহার সমাদর হইতে থাকে এবং তিনি ইহলোক ও পরলোক উভয়লোকেই মহৎ ফল লাভ করিতে সমর্থ হন। ১৬-১৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত আপদ্ধর্ম্মপর্ব্বে চতুস্ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

[মর্য্যাদাপালনকারিণঃ কায়ব্যদস্যোঃ সদ্গতিবর্ণনম্।]

ভীষ্ম উবাচ।

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
যথা দস্যুঃ সমর্য্যাদঃ প্রেত্যভাবে ন নশ্যতি ॥১
প্রহর্ত্তা মতিমান্ শূরঃ শ্রুতবাননৃশংসবান্
রক্ষন্নাশ্রমিণাং ধর্ম্মং ব্রহ্মণ্যো গুরুপূজকঃ ॥ ২
নিষাদ্যাং ক্ষত্রিয়াজ্জাতঃ ক্ষত্রধর্ম্মানুপালকঃ
কায়ব্যো নাম নৈষাদির্দস্যুত্বাৎ সিদ্ধিমাপ্তবান্ ॥৩
অরণ্যে সায়ং পূর্ব্বাহ্ণে মৃগযূথপ্রকোপিতা।
বিধিজ্ঞো মৃগজাতীনাং নৈষাদানাঞ্চ কোবিদঃ ॥৪

পঞ্চত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

[মর্য্যাদাপালনকারী কায়ব্যনামক দস্যুর সদ্গতি বর্ণন।]

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! যে দস্যু মর্য্যাদা পালন করে, সে মৃত্যুর পর দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না। এবিষয়ে বিদ্বান্ পুরুষগণ এক প্রাচীন ইতিহাস উদাহরণ দিয়া থাকেন। ১

কায়ব্যনামে এক নিষাদপুত্র দস্যু হইলেও সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। সে প্রহারনিপুণ, বীর, বুদ্ধিমান্, শাস্ত্রজ্ঞ, ক্রূরতাহীন, আশ্রম-বাসিগণের ধর্ম্মরক্ষক, ব্রাহ্মণভক্ত ও গুরুপূজক ছিল। সে ক্ষত্রিয় পিতা হইতে নিষাদ-জাতির এক স্ত্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল; অতএব সে নিরন্তর ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম পালন করিতে লাগিল। ২-৩

কায়ব্য প্রতিদিন প্রাতঃকালে ও সায়ংকালের সময় বনে যাইয়া মৃগসমূহের দলকে উত্তেজিত করিয়া দিত। সে বিভিন্ন জাতির মৃগগণের স্বভাবের সহিত পরিচিত ও তাহাদের বশে রাখিবার বিদ্যায় অভিজ্ঞ ছিল। নিষাদগণের মধ্যে সে সর্ব্বাপেক্ষা দক্ষ ছিল। ৪

সর্বকাননদেশজ্ঞঃ পারিযাত্রচরঃ সদা।
ধর্মজ্ঞঃ সর্বভূতানামযোঘেষুর্দৃঢ়ায়ুধঃ॥ ৫
অপ্যনেকশতাং সেনামেক এব জিগায় সঃ।
স বৃদ্ধান্ধ-বধিরৌ মহারণ্যেঽভ্যপূজয়ৎ॥ ৬
মধুমাংসৈর্মূলফলৈরন্নৈরুচ্চাবচৈরপি।
সৎকৃত্য ভোজয়ামাস মান্যান্ পরিচচার চ॥ ৭
আরণ্যকান্ প্রব্রজিতান্ ব্রাহ্মণান্ পরিপূজয়ন্।
অপি তেভ্যো গৃহান্ গত্বা নিনায় সততং বনে॥ ৮
যেঽস্মান্ন প্রতিগৃহ্ণন্তি দস্যুভোজনশঙ্কয়া।
তেষামাসজ্য গেহেষু কল্য এব স গচ্ছতি॥ ৯
বহূনি চ সহস্রাণি গ্রামণীত্বেঽভিষিক্তবান্।
নির্মর্য্যাদানি দস্যূনাং নিরনুক্রোশবর্তিনাম্॥

দস্যব ঊচুঃ।

মুহূর্তদেশকালজ্ঞঃ প্রাজ্ঞঃ শূরো দৃঢ়ব্রতঃ।
গ্রামণীর্ভব নো মুখ্যঃ সর্বেষামেব সম্মতঃ॥ ১১
যথা যথা বক্ষ্যসি নঃ করিষ্যামস্তথা তথা
পালয়াস্মান্ যথান্যায়ং যথা মাতা যথা পিতা॥ ১২

কায়ব্য ঊবাচ।

মা বধীস্ত্বং স্ত্রিয়ং ভীরুং মা শিশুং মা তপস্বিনম্
নাযুধ্যমানো হন্তব্যো ন চ প্রাজ্ঞা বলাৎ স্ত্রিয়ঃ॥ ১৩
সর্বথা স্ত্রী ন হন্তব্যা সর্বসত্ত্বেষু কেনচিৎ।
নিত্যং তু ব্রাহ্মণে স্বস্তি যোদ্ধব্যঞ্চ তদর্থতঃ॥ ১৪
শস্যঞ্চ চাপি হর্তব্যং সারবিঘ্নঞ্চ মা কৃথাঃ।
পূজ্যন্তে যত্র দেবাশ্চ পিতরোঽতিথয়স্তথা॥ ১৫
সর্বভূতেষ্বপি চ বৈ ব্রাহ্মণো মোক্ষমর্হতি।
কার্য্যা চোপচিতিস্তেষাং সর্বস্বেনাপি যা ভবেৎ॥ ১৬
যস্য হ্যেতে সম্প্ররুষ্টা মন্ত্রয়ন্তি পরাভবম্
ন তস্য ত্রিষু লোকেষু ত্রাতা ভবতি কশ্চন॥ ১৭

বনের সমস্ত প্রদেশের জ্ঞান তাহার ছিল। সে সর্বদা পারিযাত্র-পর্বতের উপর বিচরণ করিত এবং সমস্ত প্রাণীরই ধর্মের বিষয় জানিত। তাহার বাণ লক্ষ্যবিদ্ধ করিতে অব্যর্থ ছিল এবং তাহার সমস্ত অস্ত্রই সুদৃঢ় ছিল। ৫

সে শত শত মনুষ্য-সৈন্যকে একাই জয় করিতে পারিত এবং সেই মহাবনে বাস করত অন্ধ ও বধির মাতা পিতার সেবা-পূজা করিত। ৬

সেই নিষাদ মধু, মাংস, ফল, মূল ও নানাপ্রকার অন্নের দ্বারা মাতা-পিতার সৎকার পূর্বক তাঁহাদিগকে ভোজন করাইত এবং অন্যান্য মাননীয় পুরুষদিগেরও সেবা-পূজা করিত। ৭

সে বনে অবস্থিত বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণগণের পূজা করিত এবং প্রতিদিন তাঁহাদের বাসস্থানে যাইয়া তাঁহাদের অন্নাদি বস্তুসকল প্রদান করিত। ৮

যাঁহারা দস্যুর গৃহের ভোজনের আশঙ্কায় তাহার হস্ত হইতে অন্ন গ্রহণ করিত না, এই নিষাদ তাঁহাদের প্রত্যেকের বাসস্থানে যাইয়া বড় বড় পাত্রে করিয়া অন্ন ও ফল পুষ্প রাখিয়া আসিত। ৯

একদিন মর্য্যাদা অতিক্রমকারী ও নানাবিধ ক্রূরতাপূর্ণ কার্য্যকারী কয়েক হাজার দস্যু তাহাকে নিজেদের নেতা করিবার জন্য প্রার্থনা করিল। ১০

দস্যুরা বলিল,—তুমি দেশ, কাল ও মুহূর্ত বিষয়ে অভিজ্ঞ, বিদ্বান্, বীর ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সেইজন্য আমাদের সকলের সম্মতি অনুসারে তুমি আমাদের অগ্রগামী মুখ্য নেতা হও। ১১

তুমি আমাদের যেরূপ যেরূপ আজ্ঞা দিবে, সেই সমস্তই আমরা পালন করিব তুমি মাতা-পিতার ন্যায় আমাদের যথানিয়মে রক্ষা কর। ১২

কায়ব্য তাহাদের বলিল, তোমরা কখনও স্ত্রী, ভীত, বালক ও তপস্বীকে হত্যা করিও না যে তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিবে না, তাহাদিগকেও তোমরা বধ করিও না। আর স্ত্রীগণকে কখনও বলপূর্বক গ্রহণ করিবে না। ১৩

তোমাদের মধ্যে কেহই যেন সকল প্রাণীরই স্ত্রীবর্গকে কোন রূপেই হত্যা না করে ব্রাহ্মণগণের সর্বদা হিত চিন্তা করিবে, যদি প্রয়োজন হয়, তবে তাঁহাদের জন্য যুদ্ধও করিবে। ১৪

ক্ষেত্রের শস্য হরণ করিবে না, বিবাহাদি উৎসবে বিঘ্নসৃষ্টি করিবে না, যেস্থানে দেবতা, অতিথি ও পিতৃগণের পূজা হয়, সেস্থানে কোনও উপদ্রব করিবে না। ১৫

সমস্ত প্রাণিগণের মধ্যে বিশেষতঃ ব্রাহ্মণই দস্যুর হাত হইতে নিস্তার পাইবার অধিকারী। নিজের সর্বস্ব দিয়াও তোমরা উঁহাদের সেবা-পূজা অবশ্য করিবে। ১৬

দেখ, ব্রাহ্মণগণ কুপিত হইয়া যাহার পরাভব চিন্তা করিবেন, তাহার ত্রিভুবনে আর কেহই রক্ষক থাকে না। ১৭

যো ব্রাহ্মণান্ পরিবদেদ্ বিনাশং চাপি রোচয়েৎ।
সূর্য্যোদয় ইব ধ্বান্তে ধ্রুবং তস্য পরাভবঃ ॥ ১৮

ইহৈব ফলমাসীনঃ প্রত্যাকাঙ্ক্ষেত সর্বশঃ।
যে যে নো ন প্রদাস্যন্তি তাংস্তাংস্তেনাভিযাস্যসি ॥১৯

শিষ্ট্যর্থং বিহিতো দণ্ডো ন বৃদ্ধ্যর্থং বিনিশ্চয়ঃ।
যে চ শিষ্টান্ প্রবাধন্তে দণ্ডস্তেষাং বধঃ স্মৃতঃ ॥ ২০

যে চ রাষ্ট্রোপরোধেন বৃদ্ধিং কুর্বন্তি কেচন।
তদৈব তেঽনুমার্য্যন্তে কৃণপে কৃময়ো যথা ॥ ২১

যে পুনর্ধর্মশাস্ত্রেণ বর্তেরন্নিহ দস্যবঃ।
অপি তে দস্যবো ভূত্বা ক্ষিপ্রং সিদ্ধিমবাপ্নুয়ুঃ ॥ ২২

যে ব্রাহ্মণগণের নিন্দা করে এবং তাঁহাদের বিনাশ কামনা করে, সূর্য্যোদয় হইলে যেরূপ অন্ধকার নাশ হয়, সেইরূপ অবশ্যই তাহার পতন হইয়া থাকে। ১৮

তোমরা এস্থানে বসিয়া বসিয়াই দস্যুবৃত্তির যে ফল, উহা লাভ করিবার চেষ্টা কর। যে সমস্ত ব্যবসায়ীরা আমাদের স্বেচ্ছায় ধনদান করিবে না, তাহাদের সকলের উপর তোমরা দল বাঁধিয়া আক্রমণ কর। ১৯

দণ্ডের বিধান হইল—দুষ্টগণের দমন, নিজের ধন বৃদ্ধির জন্য নহে। যাহারা শিষ্ট পুরুষগণকে পীড়িত করে, তাহাদের বধই তাহাদের দণ্ড বলিয়া কথিত হয়। ২০

যাহারা রাষ্ট্রের হানি করত নিজের উন্নতির জন্য চেষ্টা করে, তাহাদিগকে মৃতদেহে উৎপন্ন কৃমিসকলের ন্যায় উৎক্ষণাৎ মারিয়া ফেলিতে হয়। ২১

যাহারা দস্যু-জাতিতে উৎপন্ন হইয়াও ধর্মশাস্ত্রানুসারে আচরণ করে, তাহারা দস্যু হইলেও অতিসত্বর সিদ্ধিলাভ করিয়া

ভীষ্ম উবাচ

তে সর্বমেবানুচক্রুঃ কায়ব্যস্যানুশাসনম্।
বৃত্তিঞ্চ লেভিরে সর্বে পাপেভ্যশ্চাপ্যুপারমন্ ॥ ২৩

কায়বাঃ কর্মণা তেন মহতীং সিদ্ধিমাপ্তবান্।
সাধূনামাচরন্ ক্ষেমং দস্যূন্ পাপান্নিবর্তয়ন্ ॥ ২৪

ইদং কায়ব্যচরিতং যো নিত্যমনুচিন্তয়েৎ।
নারণ্যেভ্যো হি ভূতেভ্যো ভয়ং প্রাপ্নোতি কিঞ্চন ॥২৫

ন ভয়ং তস্য ভূতেভ্যঃ সর্বেভ্যশ্চৈব ভারত।
নাসতো বিদ্যতে রাজন্ স হ্যরণ্যেষু গোপতিঃ ॥ ২৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি আপদ্ধর্মপর্বণি কায়ব্যচরিতে ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩৫

থাকে। (এই সব আচরণ যদি তোমরা গ্রহণ কর, তবে আমি তোমাদের নেতা হইবে।)। ২২

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! ইহা শ্রবণ করত সেই সব দস্যু কায়বোর সকল আদেশ গ্রহণ করিল এবং সর্বদা তাহার অনুসরণ করিতে লাগিল। ইহাতে তাহাদের সকলের উন্নতি হইল এবং তাহারা পাপ-কর্ম হইতে নিবৃত্ত হইল। ২৩

কায়বা সেই পুণ্য কর্মের দ্বারা উত্তম সিদ্ধি লাভ করিল; কারণ, সে সাধুপুরুষগণের কল্যাণ করিতে করিতে সেই সব দস্যুকে পাপ-কর্ম হইতে নিবৃত্ত করিয়াছিল। ২৪

যে ব্যক্তি প্রতিদিন কায়ব্যের এই চরিত্রের কথা চিন্তা করে, তাহার বনবাসী প্রাণীদের নিকট হইতে কিছুমাত্রও ভয়প্রাপ্তি হয় না। ২৫

ভারত! তাহার সম্পূর্ণ প্রাণিগণ হইতেও ভয় থাকে না। রাজন্! কোন দুষ্ট ব্যক্তির নিকট হইতেও তাহার ভয় হয় না। সে বনমধ্যে পশুগণের অধিপতি হইয়া থাকে। ২৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত আপদ্ধর্মপর্বে কায়ব্যচরিত্রবিষয়ক পঞ্চত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্‌ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[রাজা কস্য ধনং গ্রহণীয়ম্, কস্য ধনং ন গ্রহণীয়মিতি, কেন সহ কীদৃশো ব্যবহারঃ করণীয় ইতি চ বিচারঃ]

ভীষ্ম উবাচ।

অত্র গাথা ব্রহ্মগীতাঃ কীর্তয়ন্তি পুরাবিদঃ।
যেন মার্গেণ রাজা বৈ কোষং সঞ্জনয়ত্যুত ॥ ১
ন ধনং যজ্ঞশীলানাং হার্য্যং দেবস্বমেব চ।
দস্যূনাং নিষ্ক্রিয়াণাঞ্চ ক্ষত্রিয়ো হর্তুমর্হতি ॥ ২
ইমাঃ প্রজাঃ ক্ষত্রিয়াণাং রাজ্যভোগাশ্চ ভারত
ধনং হি ক্ষত্রিয়স্যৈব দ্বিতীয়স্য ন বিদ্যতে ॥ ৩
তদস্য স্যাদ্ বলার্থং বা ধনং যজ্ঞার্থমেব চ।
অভোগ্যান্নৌষধীশ্ছিত্ত্বা ভোগ্যা এব পচন্ত্যুত ॥ ৪
যো বৈ ন দেবান্ ন পিতৄন্ ন মর্ত্যান্ হবিষার্চতি।
অনর্থকং ধনং তত্র প্রাহুর্ধর্মবিদো জনাঃ ॥ ৫
হরেৎ তদ্ দ্রবিণং রাজন্ ধার্মিকঃ পৃথিবীপতিঃ।
ততঃ প্রীণয়তে লোকং ন কোষং তদ্বিধং নৃপঃ ॥ ৬
অসাধুভ্যোঽর্থমাদায় সাধুভ্যো যঃ প্রযচ্ছতি।
আত্মানং সংক্রমং কৃত্বা কৃৎস্নধর্মবিদেব সঃ ॥ ৭
তথা তথা জয়েল্লোকান্ শক্ত্যা চৈব যথা যথা
উদ্ভিজ্জা জন্তবো যদ্বচ্ছুক্লজীবা যথা যথা ॥ ৮
অনিমিত্তাৎ সম্ভবন্তি তথা যজ্ঞঃ প্রজায়তে ॥৯
যথৈব দংশমশকং যথা চাণ্ডপিপীলিকম্
সৈব বৃত্তিরযজ্ঞেষু যথা ধর্মো বিধীয়তে ॥ ১০
যথা হ্যকস্মাদ্ ভবতি ভূমৌ পাংশুবিলোলিতঃ।
তথৈবেহ ভবেদ্ ধর্মঃ সূক্ষ্মঃ সূক্ষ্মতরস্তথা ॥ ১১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি আপদ্ধর্মপর্বণি
ষট্‌ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩৬

ষট্‌ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

[রাজা কাহার ধন গ্রহণ করিবেন এবং কাহার ধন গ্রহণ করিবেন না ও কাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবেন—ইহার বিচার]

ভীষ্ম বলিলেন—যুধিষ্ঠির! যে মার্গের দ্বারা বা উপায়ে রাজা নিজের ধনাগার সঞ্চিত করেন, সেই বিষয়ে প্রাচীন ইতিহাসে অভিজ্ঞ বিদ্বান্‌গণ ব্রহ্মাকর্তৃক কথিত কিছু গাথা কীর্তন করেন।১

যজ্ঞানুষ্ঠানকারী দ্বিজগণের ধন রাজার গ্রহণ করা উচিত নয়। এইরূপ তাঁহার দেবসম্পত্তিও গ্রহণ করা কর্তব্য নহে। তিনি দস্যুদের ও নিষ্ক্রিয় মনুষ্যদের ধন গ্রহণ করিবেন। ২

হে ভারত! এই সমস্ত প্রজাই ক্ষত্রিয়গণের। রাজ্যভোগও ক্ষত্রিয়দেরই জন্য এবং সম্পূর্ণ ধনও তাঁহাদের; অপরের নহে। কিন্তু এই সব ধন তাঁহার সৈন্যদের জন্য এবং যজ্ঞানুষ্ঠান করিবার জন্য। ৩৷

রাজন্! যাহা ভোজনের যোগ্য নহে, সেই সব ওষধি বা বৃক্ষ ছেদন করত মনুষ্যগণ উহাদের দ্বারা ভোজনযোগ্য ওষধিসকল পাক করিয়া থাকে। এইরূপে যাহারা দেবতা, পিতৃগণ ও মনুষ্যগণকে হবিস্ দ্বারা পূজা করে না, তাহাদের ধনকে ধর্মজ্ঞ পুরুষেরা ব্যর্থ বলিয়া বর্ণনা করেন। অতএব ধর্মাত্মা রাজা এরূপ ধনকে গ্রহণ করিবেন এবং উহার দ্বারা প্রজাপালন করিবেন, কিন্তু ঐ সব ধনের দ্বারা রাজা নিজের কোষ পূর্ণ করিবেন না। ৪-৬

যে রাজা দুষ্টগণের নিকট হইতে ধন গ্রহণ করিয়া শ্রেষ্ঠ পুরুষদিগকে বিভাগপূর্বক প্রদান করেন, তিনি নিজেকে নিজেই সেতুরূপে পরিণত করিয়া সকলকে উত্তীর্ণ করিয়া থাকেন। তিনি সমস্ত ধর্মসম্বন্ধে অভিজ্ঞ বলিয়াই উক্ত হন। ৭

ধর্মজ্ঞ রাজা নিজের শক্তি অনুসারে সেইভাবে সেইভাবে সকল লোককে জয় করিয়া থাকেন, যেরূপ উদ্ভিজ্জ জন্তু (পিপীলিকা প্রভৃতি) নিজের শক্তি অনুসারে অগ্রসর হইতে থাকে এবং যেরূপ বস্ত্রকীটাদি ক্ষুদ্র জীবসকল বিনা নিমিত্তেই উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেইরূপ বিনা কারণেই যজ্ঞহীন কর্তব্যবিরোধী বহু মনুষ্যও রাজ্যে উৎপন্ন হয়, অতএব রাজার কর্তব্য হইল যাহা, ডাঁস ও অণ্ড পিপীলিকাদি কীটের সহিত যেরূপ আচরণ করা হয়, তিনি সেইরূপ সৎকর্মবিরোধীদের সহিত আচরণ করিবেন, যাহাতে ধর্মের প্রচার হইতে থাকে।৮-১০

যেভাবে অকস্মাৎ পৃথিবীর ধূলি লইয়া শিলাতে পিষ্ট করা হইলে, উহা যেরূপ আরও মসৃণ হইয়া যায়, সেইরূপ বিচার করিলে পর ধর্মের স্বরূপ উত্তরোত্তর সূক্ষ্ম বলিয়াই বোধ হয়। ১১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত আপদ্ধর্মপর্বে ষট্‌ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

[ভাবি-সঙ্কটতঃ সাবধানে স্থাতুং দূরদর্শী, তৎকালজ্ঞঃ, দীর্ঘসূত্রী চেতি মৎস্যত্রয়াণাং দৃষ্টান্তোপন্যাপনম্ ।]

ভীষ্ম উবাচ ।

অনাগতবিধাতা চ প্রত্যুৎপন্নমতিশ্চ যঃ ।
দ্বাবেব সুখমেধেতে দীর্ঘসূত্রী বিনশ্যতি ॥ ১

অত্রৈব চেদমব্যগ্রঃ শৃণুষ্বাখ্যানমুত্তমম্ ।
দীর্ঘসূত্রমুপাশ্রিত্য কার্য্যাকার্য্যবিনিশ্চয়ে ॥ ২

নাতিগাধে জলাধারে সুহৃদঃ কুশলাশ্রয়ঃ
প্রভূতমৎস্যে কৌন্তেয় বভূবুঃ সহচারিণঃ ॥ ৩

তত্রৈকো দীর্ঘকালজ্ঞ উৎপন্নপ্রতিভোঽপরঃ ।
দীর্ঘসূত্রশ্চ তত্রৈকস্ত্রয়াণাং সহচারিণাম্ ॥ ৪

কদাচিৎ তং জলস্থায়ং মৎস্যবন্ধাঃ সমন্ততঃ ।
নিস্রাবয়ামাসুরথো নিম্নেষু বিবিধৈর্মুখৈঃ ॥ ৫

প্রক্ষ্যায়মাণং তং দৃষ্ট্বা জলস্থায়ং ভয়াগমে ।
অব্রবীদ্ দীর্ঘদর্শী তু তাবুভৌ সুহৃদৌ তদা ॥ ৬

ইয়মাপৎ সমুৎপন্না সর্বেষাং সলিলৌকসাম্
শীঘ্রমত্র গচ্ছাম পন্থা যাবন্ন তুধ্যতি ॥ ৭

অনাগতমনর্থং হি সুনয়ৈর্যঃ প্রবাধয়েৎ ।
স ন সংশয়মাপ্নোতি রোচতাং ভো ব্রজামহে ॥ ৮

দীর্ঘসূত্রস্তু যত্তত্র সোঽব্রবীৎ সম্যগুচ্যতে ।
ন তু কার্য্যা ত্বরা তাবদিতি মে নিশ্চিতা মতিঃ ॥ ৯

অথ সম্প্রতিপত্তিজ্ঞঃ প্রাব্রবীদ্ দীর্ঘদর্শিনম্ ।
প্রাপ্তে কালে ন মে কিঞ্চিন্ন্যায়তঃ পরিহাস্যতে ॥ ১০

এবং শ্রুত্বা নিরাক্রম্য দীর্ঘদর্শী মহামতিঃ ।
জগাম স্রোতসা তেন গম্ভীরং সলিলাশয়ম্ ॥ ১১

সপ্তত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

[ভাবী সঙ্কট হইতে সাবধানে থাকিবার জন্য দূরদর্শী, তৎকালজ্ঞ এবং দীর্ঘসূত্রী—এই তিন মৎস্যের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন।]

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির ! যে ব্যক্তি সঙ্কট আসিবার পূর্ব্বেই নিজের রক্ষার উপায় স্থির করেন, তাঁহাকে 'অনাগতবিধাতা' বলে এবং যাঁহার যথাসময়ে আত্মরক্ষার উপায় বোধ হয়, তাঁহাকে 'প্রত্যুৎপন্নমতি' বলে। এই উভয়বিধ ব্যক্তিই সুখের সহিত নিজের উন্নতি করিতে পারেন ; কিন্তু যে ব্যক্তি প্রত্যেক কার্য্যে অনাবশ্যক বিলম্ব করে, এই 'দীর্ঘসূত্রী' মানুষ স্বতই নষ্ট হইয়া যায় ॥ ১

কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্যে নিশ্চয়ে যে ব্যক্তি দীর্ঘসূত্রী হয়, তাহার সম্বন্ধে আমি এক সুন্দর উপাখ্যান শুনিয়াছি, তুমি স্বস্থচিত্ত হইয়া উহা শ্রবণ কর ॥ ২

কুন্তীনন্দন ! যাহা অতিশয় গভীর ছিল না, এরূপ একটি জলাধার ছিল। ইহাতে বহু মৎস্য বাস করিত। এই জলাশয়ে তিনটি কার্য্যদক্ষ মৎস্যও ছিল, যাহারা একসঙ্গে বিচরণ করিত এবং পরস্পর পরস্পরের সুহৃদ্ ছিল ॥ ৩

এই তিন সহচারী মৎস্যগণের মধ্যে একটি (ছিল অনাগত-বিধাতা, যে) মৎস্য দীর্ঘকালের বিষয়ও জানিতে পারিত। অপর একটি প্রত্যুৎপন্নমতি ছিল, যাহার প্রতিভা যথাসময়ে কার্য্য করিত এবং তৃতীয় মৎস্য ছিল দীর্ঘসূত্রী (যে প্রত্যেক কার্য্যে অনাবশ্যক বিলম্ব করিত) ॥৪

একদিন কিছু মৎস্যগ্রাহী ধীবর (জেলে) সেই জলাশয়ের চারিদিকে নালী প্রস্তুত করিয়া অনেক দ্বার দিয়া তাহার জল পার্শ্বভাগস্থিত নিম্ন ভূমিতে নিষ্কাশন করিতে লাগিল ॥ ৫

জলাশয়ের জলক্ষীণ হইয়া যাইতে দেখিয়া ভয় আসিবার সম্ভাবনা বুঝিয়া দূরবর্ত্তী বিষয় বুঝিতে সমর্থ মৎস্য নিজের সেই দুই বন্ধুকে বলিল ॥ ৬

মনে হইতেছে, এই জলাশয়ে স্থিত সকল প্রাণীর উপরেই সঙ্কট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, সেইজন্য যতক্ষণ না আমাদের বাহির হইয়া যাইবার পথ দূষিত হয়, ততক্ষণের মধ্যেই অতিসত্বর আমাদের এই স্থান হইতে বাহির হইয়া অন্যত্র যাইতে হইবে ॥ ৭

যে অনাগত সঙ্কট আসিবার পূর্ব্বেই নিজের উত্তম নীতির দ্বারা উহাকে বাধা দিয়া থাকে, সে কখনও প্রাণ নষ্ট হইবার সংশয়ে পতিত হয় না। যদি তোমাদের আমার কথা ভাল লাগে, তবে চল আমরা অন্য জলাশয়ে চলিয়া যাইব ॥ ৮

ইহার পর সেখানে যে দীর্ঘসূত্রী ছিল, সে বলিল—মিত্র ! তুমি ঠিক কথাই বলিয়াছ, কিন্তু আমার এই দৃঢ় বিচার যে, এখনই আমাদের ত্বরা করিবার আবশ্যক নাই ॥ ৯

তদনন্তর প্রত্যুৎপন্নমতি দূরদর্শীকে বলিল—মিত্র ! যখন সময় আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন আমার বুদ্ধি স্বাভাবতঃ কোন যুক্তি অন্বেষণে কখনও আলস্য করে না ॥ ১০

এই কথা শ্রবণ করত অতিশয় বুদ্ধিমান্ দীর্ঘদর্শী (অনাগত-বিধাতা) সেস্থান হইতে নির্গত হইয়া এক নালীর পথ দিয়া গভীর জলাশয়ে চলিয়া যাইল ॥ ১১

ততঃ প্রসৃততোয়ং তং প্রসমীক্ষ্য জলাশয়ম্।
ববন্ধুর্বিবিধৈর্যোগৈর্মৎস্যান্ মৎস্যোপজীবিনঃ ॥ ১১
বিলোড্যমানে তস্মিংস্তু স্রুততোয়ে জলাশয়ে।
অগচ্ছদ্ বন্ধনং তত্র দীর্ঘসূত্রঃ সহাপরৈঃ ॥ ১২
উদ্যানে ক্রিয়মাণে তু মৎস্যানাং তত্র রজ্জুভিঃ।
প্রবিশ্যান্তরমেতেষাং স্থিতঃ সম্প্রতিপত্তিমান্ ॥ ১৪
গৃহ্যমেব তদুদ্যানং গৃহীত্বা তং তথৈব সঃ।
সর্বানেব চ তাংস্তত্র তে বিদুর্গ্রথিতানিতি ॥ ১৫
ততঃ প্রক্ষাল্যমানেষু মৎস্যেষু বিপুলে জলে
মুক্ত্বা রজ্জুং প্রমুক্তোঽসৌ শীঘ্রং সম্প্রতিপত্তিমান্ ॥১৬
দীর্ঘসূত্রস্তু মন্দাত্মা হীনবুদ্ধিরচেতনঃ।
মরণং প্রাপ্তবান্ মূঢ়ো যথৈবোপহতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১৭

তদনন্তর মৎস্যদের দ্বারা জীবিকার্জনকারী ধীবরগণ যখন দেখিল যে, জলাশয়ের জল প্রায় বাহির হইয়া গিয়াছে। তখন তাহারা নানা উপায়ে সে স্থানের সকল মৎস্যকে জালবদ্ধ করিতে লাগিল। ১২

যাহার জল বাহিরে নিঃসরণ করা হইয়াছে, সেই জলাশয় যখন মথিত হইতে লাগিল, তখন দীর্ঘসূত্রী মৎস্যটিও অন্যান্য মৎস্যের সহিত ধীবরের জালে বদ্ধ হইয়া পড়িল। ১৩

যখন মৎস্যজীবিগণ রজ্জুর দ্বারা আকর্ষণ করিয়া মৎস্যপূর্ণ সেই জালকে উঠাইতে লাগিল, তখন প্রত্যুৎপন্নমতিও সেই সব মৎস্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া জালে আবদ্ধ হইল। ১৪

সেই জাল মুখের দ্বারা গ্রহণযোগ্য ছিল; অতএব তাহার জালকে মুখে লইয়া সে-ও অন্যান্য মৎস্যদের ন্যায় আবদ্ধ বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল। মৎস্যজীবীরা সেই সব মৎস্যকে সেখানে জালে আবদ্ধ বলিয়াই মনে করিতে থাকিল। ১৫

তদনন্তর সেই জাল লইয়া যখন মৎস্যজীবীরা অন্য এক অগাধ জলাশয়ের নিকট গমন করিল এবং মৎস্যদিগকে ধৌত করিতে লাগিল, তখন সেই সময় প্রত্যুৎপন্নমতি মুখে ধৃত জালের রজ্জু পরিত্যাগ করত উহার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যাইল এবং জলে প্রবিষ্ট হইল। ১৬

কিন্তু বুদ্ধিহীন ও অলস মূর্খ দীর্ঘসূত্রী অচেতন হইয়া সেইভাবে মৃত্যু বরণ করিল, যেরূপ কোন প্রাণী ইন্দ্রিয়বর্গ নষ্ট হইলে নষ্ট হইয়া যায়। ১৭

এবং প্রাপ্তক্ষমং কালং যো মোহান্নাববুধ্যতে।
স বিনশ্যতি বৈ ক্ষিপ্রং দীর্ঘসূত্রো যথা ঝষঃ ॥ ১৮
আদৌ ন কুরুতে শ্রেয়ঃ কুশলোঽস্মীতি যঃ পুমান্
স সংশয়মবাপ্নোতি যথা সম্প্রতিপত্তিমান্ ॥ ১৯
অনাগতবিধাতা চ প্রত্যুৎপন্নমতিশ্চ যঃ
দ্বাবেব সুখমেধেতে দীর্ঘসূত্রো বিনশ্যতি ॥ ২০
কাষ্ঠাঃ কলা মুহূর্তাশ্চ দিবা রাত্রিস্তথা লবাঃ।
মাসাঃ পক্ষাঃ ষড়্ ঋতবঃ কল্পঃ সংবৎসরস্তথা ॥ ২১
পৃথিবী দেশ ইত্যুক্তঃ কালঃ স চ ন দৃশ্যতে
অভিপ্রেতার্থসিদ্ধ্যর্থং ধ্যায়তে যচ্চ তত্তথা। ২২
এতৌ ধর্মার্থশাস্ত্রেষু মোক্ষশাস্ত্রেষু চর্ষিভিঃ
প্রধানাবিতি নির্দিষ্টৌ কামে চাভিমতৌ নৃণাম্ ॥ ২৩

এইরূপ যে মানুষ মোহবশতঃ নিজের মস্তকে পতিত কালকে বুঝিতে পারে না সেই মানুষ দীর্ঘসূত্রী মৎস্যের ন্যায় নষ্ট হইয়া যায়। ১৮

যে মানুষ ইহা মনে করে যে, আমি অতিশয় কর্মদক্ষ, সেইজন্য প্রথমেই নিজের কল্যাণের উপায় স্থির করে না, সেই মানুষ প্রত্যুৎপন্ন মৎস্যের ন্যায় প্রাণসংশয় পরিস্থিতিতে পতিত হয়। ১৯

যে ব্যক্তি সঙ্কট আসিবার পূর্বেই নিজের রক্ষার উপায় স্থির করিয়া থাকে, সেই ব্যক্তি অনাগতবিধাতা ও যে যথাসময়ে আত্মরক্ষার উপায় বুঝিতে সমর্থ—এই উভয়ের ন্যায় সুখের সহিত নিজের উন্নতি করে, কিন্তু প্রত্যেক কার্যে অনাবশ্যক বিলম্বকারী 'দীর্ঘসূত্রী' নষ্ট হইয়া যায়। ২০

কাষ্ঠা, কলা, মুহূর্ত, দিন, রাত্রি, লব, মাস, পক্ষ, ছয় ঋতু, সংবৎসর ও কল্প ইহাদের 'কাল' বলা হয় এবং পৃথিবীকে 'দেশ' বলা হয়। ইহাদের মধ্যে দেশকে দেখা যায়, কিন্তু 'কাল' দৃষ্টি-গোচর হয় না। অভীষ্ট মনোরথ সিদ্ধির জন্য যে দেশ ও কালকে উপযোগী মনে করিয়া উহার বিচার করে, উহাকে যথাযথভাবে গ্রহণ করা উচিত। ২১-২২

ঋষিগণ ধর্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র ও মোক্ষশাস্ত্রে এই দেশ এবং কালকেই কার্য-সিদ্ধির প্রধান উপায় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। মানুষের কামনাসিদ্ধি বিষয়েও এই দেশ এবং কালই প্রধান বলিয়া অভিমত প্রকাশ করা হইয়াছে। ২৩

পরীক্ষ্যকারী যুক্তশ্চ স সম্যগুপপাদয়েৎ।
দেশকালাবভিপ্রেত্য তাভ্যাং ফলমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি আপদ্ধর্মপর্বণি শাকুলোপাখ্যানে
সপ্তত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩৭

যে ব্যক্তি বুঝিয়া ও জানিয়া কার্য করেন এবং সতত সাবধানে থাকেন, তিনিই অভীষ্ট দেশ ও কালের যথাযথ ব্যবহার করেন এবং তাহাদের সহযোগিতায় ইচ্ছানুসারে ফল লাভ করেন। ১৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত আপদ্ধর্মপর্বে শাকুলোপাখ্যানবিষয়ক সপ্তত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[শত্রুপরিবেষ্টিত-রাজ্ঞঃ কর্তব্যবিষয়ে বিড়াল-মূষিকয়োরুপাখ্যানম্]

যুধিষ্ঠির উবাচ

সর্বত্র বুদ্ধিঃ কথিতা শ্রেষ্ঠা তে ভরতর্ষভ।
অনাগতা তথোৎপন্না দীর্ঘসূত্রা বিনাশিনী ১
তদিচ্ছামি পরাং শ্রোতুং বুদ্ধিং তে ভরতর্ষভ।
যথা রাজা ন মুহ্যেত শত্রুভিঃ পরিবারিতঃ ॥ ২
ধর্মার্থকুশলো রাজা ধর্মশাস্ত্রবিশারদঃ।
পৃচ্ছামি ত্বাং কুরুশ্রেষ্ঠ তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৩
শত্রুভির্বহুভির্গ্রস্তো যথা বর্তেত পার্থিবঃ।
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং সর্বমেব যথাবিধি ॥ ৪

বিষমস্থং হি রাজানং শত্রবঃ পরিপন্থিনঃ।
বহবোঽপ্যেকমুদ্ধর্তুং যতন্তে পূর্বতাপিতাঃ ॥ ৫
সর্বত্র প্রার্থ্যমানেন দুর্বলেন মহাবলৈঃ।
একেনৈবাসহায়েন শক্যং স্থাতুং ভবেৎ কথম্ ॥ ৬
কথং মিত্রমরিং চাপি বিন্দতে ভরতর্ষভ।
চেষ্টিতব্যং কথঞ্চাত্র শত্রোর্মিত্রস্য চান্তরে ॥ ৭
প্রজ্ঞাতলক্ষণে মিত্রে তথৈবামিত্রতাং গতে।
কথং তু পুরুষঃ কুর্যাৎ কৃত্বা কিংবা সুখী ভবেৎ ॥ ৮

অষ্টত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

[শত্রু-পরিবেষ্টিত রাজার কর্তব্য বিষয়ে বিড়াল ও ইঁদুরের উপাখ্যান।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনি সর্বত্র অনাগত (সঙ্কট আসিবার পূর্বেই আত্মরক্ষার ব্যবস্থাকারী) এবং প্রত্যুৎপন্ন (সময় আসিলে রক্ষা পাইবার উপায়বিষয়ে চিন্তাকারী) বুদ্ধিকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন ও প্রত্যেক কার্যে আলস্যবশতঃ বিলম্বকারী বুদ্ধিকে বিনাশকর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ১

ভরতশ্রেষ্ঠ! অতএব এখন আমি সেই শ্রেষ্ঠ বুদ্ধির বিষয়ে আপনাকে শুনাইতে ইচ্ছা করি যে, যাহার আশ্রয় গ্রহণ করিলে ধর্ম ও অর্থে কুশল এবং ধর্মবিশারদ রাজা শত্রুদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিলেও মোহে পতিত হন না, কুরুশ্রেষ্ঠ! সেই বুদ্ধির বিষয়ে আমি আপনাকে প্রশ্ন করিতেছি, অতএব আপনি সেই বিষয়ে ব্যাখ্যা করুন। ২-৩

বহুসংখ্যক শত্রু আক্রমণ করিলে পর রাজার কিরূপ আচরণ করা উচিত? এই সব কিছুই আমি বিধি অনুসারে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। ৪

পূর্বে সন্তাপিত দস্যু প্রভৃতি শত্রুরা যখন রাজাকে সঙ্কটে পতিত হইতে দেখে, তখন তাহারা বহুসংখ্যক মিলিত হইয়া অসহায় রাজাকে উৎপাটিত করিতে যত্ন করে। ৫

যখন অনেক মহাবল শত্রু কোন দুর্বল রাজাকে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিবার চেষ্টা করে, তখন সেই একাকী অসহায় নরপতি সেই পরিস্থিতির কিভাবে সম্মুখীন করিতে সমর্থ হইবেন? ৬

রাজা কিভাবে মিত্র ও শত্রুদিগকে নিজের বশে আনিবেন? এবং তিনি মিত্রের মধ্যে অবস্থান করত কিরূপ চেষ্টা করিয়া যাইবেন? ৭

পূর্বে লক্ষণসমূহের দ্বারা যাহাকে মিত্র বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে, সেই মনুষ্য যদি শত্রু হইয়া যায়, তখন তাহার সহিত কোন্ পুরুষ কিরূপ আচরণ করিবে? অথবা কি করিয়া সে সুখী হইবে? ৮

বিগ্রহং কেন বা কুর্য্যাৎ সন্ধিং বা কেন যোজয়েৎ।
কথং বা শত্রুমধ্যস্থো বর্তেত বলবানপি ॥ ৯
এতদ্ বৈ সর্বকৃত্যানাং পরং কৃত্যং পরন্তপ।
নৈতস্য কশ্চিদ্ বক্তাস্তি শ্রোতা বাপি সুদুর্লভঃ ॥ ১০
ঋতে শান্তনবাদ্ ভীষ্মাৎ সত্যসন্ধাজ্জিতেন্দ্রিয়াৎ।
তদস্মিন্ মহাভাগ সর্বমেতদ্ বদস্ব মে ॥ ১১

ভীষ্ম উবাচ।

ত্বদ্‌যুক্তোঽয়মনুপ্রশ্নো যুধিষ্ঠির সুখোদয়ঃ।
শৃণু মে পুত্র কার্ৎস্ন্যেন গুহ্যমাপৎসু ভারত ॥ ১২
অমিত্রো মিত্রতাং যাতি মিত্রং চাপি প্রদুষ্যতি।
সামর্থ্যযোগাৎ কার্য্যাণামনিত্যা বৈ সদা গতিঃ ॥ ১৩
তস্মাদ্ বিশ্বসিতব্যঞ্চ বিগ্রহঞ্চ সমাচরেৎ।
দেশং কালঞ্চ বিজ্ঞায় কার্য্যাকার্য্যবিনিশ্চয়ে ॥ ১৪
সন্ধাতব্যং বুধৈর্নিত্যং ব্যবসা চ হিতার্থিভিঃ।
অমিত্রৈরপি সন্ধেয়ং প্রাণা রক্ষ্যা হি ভারত ॥ ১৫
যো হ্যমিত্রৈর্নরো নিত্যং ন সন্দধ্যাদপণ্ডিতঃ।
ন সোঽর্থং প্রাপ্নুয়াৎ কিঞ্চিৎ ফলান্যপি চ ভারত ॥ ৬
যস্ত্বমিত্রেণ সন্দধ্যান্মিত্রেণ চ বিরুদ্ধ্যতে
অর্থযুক্তিং সমালোক্য সুমহদ্ বিন্দতে ফলম্ ॥ ১৭
অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
মার্জারস্য চ সংবাদং ন্যগ্রোধে মূষিকস্য চ ॥ ১৮
বনে মহতি কস্মিংশ্চিন্ন্যগ্রোধঃ সুমহানভূৎ।
লতাজালপরিচ্ছিন্নো নানাদ্বিজগণান্বিতঃ ॥ ১৯
স্কন্ধবান্ মেঘসঙ্কাশঃ শীতচ্ছায়ো মনোরমঃ।
অরণ্যমভিতো জ্ঞাতঃ স তু ব্যালমৃগাকুলঃ ॥ ২০
তস্য মূলং সমাশ্রিত্য কৃত্বা শতমুখং বিলম্।
বসতি স্ম মহাপ্রাজ্ঞঃ পলিতো নাম মূষিকঃ ॥ ২১

কাহার সহিত বিগ্রহ (যুদ্ধ) করিবে? অথবা কাহার সহিত সন্ধি করিবে? এবং বলবান্ পুরুষও যদি শত্রুর মধ্যে অবস্থান করে, তবে তাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবে? ৯

পরন্তপ পিতামহ! এই কার্য্য সমস্ত কার্য্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সত্যপ্রতিজ্ঞ জিতেন্দ্রিয় শান্তনুনন্দন ভীষ্ম ব্যতীত অপর কোন্ ব্যক্তি এই বিষয় বলিতে সমর্থ হইবে? ইহার শ্রোতাও দুর্লভ। অতএব মহাভাগ! আপনি ইহার অনুসন্ধান করত এই সমগ্র বিষয় আমাকে উপদেশ করুন। ১০-১১

ভীষ্ম বলিলেন,—ভরতনন্দন পুত্র যুধিষ্ঠির! তোমার এই সবিষয়ে প্রশ্ন করা যথার্থ হইয়াছে। ইহা সুখপ্রাপ্তিকারক। বিপদের সময় কি করা উচিত? এই বিষয় গোপনীয় বলিয়া সকলের বোধগম্য নয়। তুমি এই সব রহস্য আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর। ১২

ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের এতাদৃশ প্রভাব প্রতিফলিত হয় যে, যাহার জন্য কখনও শত্রুও মিত্র হইয়া যায়, আবার কখনও মিত্রের মন দ্বেষভাবে দূষিত হইয়া উঠে। প্রকৃতপক্ষে শত্রু-মিত্রের পরিস্থিতি সর্বত্র সমান নহে। ১৩

অতএব দেশ-কাল বুঝিয়া কর্তব্য-অকর্তব্য নিশ্চয় করত কাহারও উপর বিশ্বাস করিবে এবং কাহারও সহিত যুদ্ধ করিবে। ১৪

ভারত! কর্তব্যের বিচার করত সদা হিতকামী বিদ্বান্ মিত্রগণের সহিত সন্ধি স্থাপন করা আবশ্যক এবং প্রয়োজন হইলে শত্রুদেরও সহিত সন্ধি করা উচিত; কারণ, প্রাণিগণকে রক্ষা করাই সর্বদা কর্তব্য। ১৫

ভারত! যে অজ্ঞান মূর্খ মানুষ শত্রুদের সহিত কখনও কোন অবস্থাতেই সন্ধি করে না, সেই মানুষ কোন সময়েই নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে সমর্থ হয় না এবং কোন ফললাভও করিতে পারে না। ১৬

যে ব্যক্তি স্বার্থসিদ্ধির সুযোগ দেখিয়াই শত্রুর সহিত সন্ধি স্থাপন করিতে পারে এবং মিত্রের সহিত বিরোধ সৃষ্টি করে, সেই ব্যক্তি অতিশয় মহৎ ফললাভ করিয়া থাকে

এই বিষয়ে বিদ্বান্ পুরুষ বটবৃক্ষের আশ্রয়ে অবস্থানকারী এক বিড়াল ও ইঁদুরের সংবাদ-রূপ এক প্রাচীন ইতিহাস দৃষ্টান্ত দিয়া থাকেন। ১৮

কোন এক গভীর বনে এক বিশাল বটবৃক্ষ ছিল, যাহা লতাসমূহে আচ্ছাদিত ও নানাবিধ পক্ষিগণে সুশোভিত ছিল। ১৯

এই বৃক্ষ নিজ বিশাল বিশাল শাখাসমূহে পূর্ণ থাকায় মেঘসদৃশ দেখাইতেছিল। উহার ছায়া শীতল এই মনোরম বৃক্ষ বনের নিকটে থাকায় বহু সংখ্যক সর্প ও পশুর আশ্রয় ছিল। ২০

তাহার মূলে শত দ্বারবিশিষ্ট একটি বিল (গর্ত) নির্মাণ করিয়া পলিত নামে এক অতিশয় বুদ্ধিমান্ ইঁদুর বাস করিত। ২১

শাখাং তস্য সমাশ্রিত্য বসতি স্ম সুখং পুরা।
লোমশো নাম মার্জ্জারঃ পক্ষিসঙ্ঘাতঘাতকঃ ॥ ২২
তত্র চাগত্য চাণ্ডালো হ্যরণ্যে কৃতকেতনঃ
প্রয়োজয়তি চেন্মাথং নিত্যমস্তংগতে রবৌ ॥ ২৩
তত্র স্নায়ুময়ান্ পাশান্ যথাবৎ সংবিধায় সঃ
গৃহং গত্বা সুখং শেতে প্রভাতামেতি শর্ব্বরীম্ ॥ ২৪
তত্র স্ম নিত্যং বধ্যন্তে নক্তং বহুবিধা মৃগাঃ।
কদাচিদত্র মার্জ্জারস্তৎপ্রমত্তো ব্যবধ্যত ॥ ২৫
তস্মিন্ বদ্ধে মহাপ্রাণে শত্রৌ নিত্যাততায়িনি
তং কালং পলিতো জ্ঞাত্বা প্রচচার সুনির্ভয়ঃ ॥ ২৬
তেনানুচরতা তস্মিন্ বনে বিস্রব্ধচারিণা।
ভক্ষ্যাং মৃগয়মাণেন চিরাদ্ দৃষ্টঃ তদামিষম্ ॥ ২৭
স তমুদ্ধাথমারুহ্য তদামিষমভক্ষয়ৎ ॥ ২৮

এই বটবৃক্ষেরই শাখায় প্রথমে লোমশ নামক এক বিড়ালও অতিশয় সুখের সহিত বাস করিত পক্ষিসমূহই তাহার ভোজন ছিল। ২২

এই বনে এক চণ্ডালও গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিত। সে প্রতিদিন সায়ংকালে সূর্য্যাস্ত হইলে পর সেস্থানে আসিয়া পশু পক্ষী ধরিবার জন্য একপ্রকার কূট যন্ত্র পাতিয়া রাখিত এবং নাড়ীময় বহু জালও যথাস্থানে সংযোজন করত গৃহে যাইয়া সুখে শয়ন করিত; তারপর সকাল হইলে সেস্থানে আগমন করিত। ২৩-২৪

রাত্রিতে প্রতিদিনই সেই জালে বহু পশু বদ্ধ হইয়া থাকিত। (এই কারণে সে প্রতিদিন সকালে আসিত।) একদিন নিজে সাবধানে থাকিয়াও পূর্ব্বোক্ত বিড়াল সেই জালে আবদ্ধ হইল। ২৫

সেই মহাশক্তিশালী ও নিত্য আততায়ী (প্রাণিবধকারী) শত্রু (বিড়াল) জালবদ্ধ হইয়া গিয়াছে ইহা জানিতে পারিয়া পলিত গর্ত্ত হইতে বাহির হইয়া আসিয়া নির্ভয় চারিদিকে বিচরণ করিতে লাগিল। ২৬

সেই বনে বিশ্বস্ত হইয়া বিচরণ করিতে করিতে এবং আহার অন্বেষণ করিতে করিতে সেই ইঁদুর বহুক্ষণ পরে একখণ্ড মাংস দেখিতে পাইল, যাহা জালে আবদ্ধ ছিল। মূষিক (ইঁদুর) তখন জালের উপর আরোহণ করিয়া সেই মাংস ভক্ষণ করিতে লাগিল ॥২৭-২৮

জালের উপর মাংসভক্ষণরত সেই ইঁদুর নিজের শত্রুর

তস্যোপরি সপত্নস্য বুদ্ধস্য মনসা হসন্।
আমিষে তু প্রসক্তঃ স কদাচিদবলোকয়ন্ ॥ ২৯
অপশ্যদপরং ঘোরমাত্মনঃ শত্রুমাগতম্।
শরপ্রসূনসঙ্কাশং মহীবিবরশায়িনম্ ॥ ৩০
নকুলং হরিণং নাম চপলং তাম্রলোচনম্।
তেন মূষিকগন্ধেন ত্বরমাণমুপাগতম্ ॥ ৩১
ভক্ষ্যার্থং সংলিহানং তং ভূমাবূর্ধ্বমুখং স্থিতম্।
শাখাগতমরিং চান্যমপশ্যৎ কোটরালয়ম্ ॥ ৩২
উলূকং চন্দ্রকং নাম তীক্ষ্ণতুণ্ডং ক্ষপাচরম্।
গতস্য বিষয়ং তত্র নকুলোলূকয়োস্তথা ॥ ৩৩
অথাসীদীদৃশং চিন্ত্যং তৎ প্রাপ্য সুমহদ্ ভয়ম্।
আপন্নস্যাং সুকষ্টায়াং মরণে প্রত্যুপস্থিতে ॥ ৩৪

দিকে লক্ষ্য করিয়া মনে মনে হাস্য করিতেছিল। এই সময়ে কখনও আবার তাহার দৃষ্টি দূরে ক্ষিপ্ত হইতেছিল ।২৯

তারপর সে সেস্থলে অপর এক ভয়ঙ্কর সেইরূপ শত্রুকে সেস্থানে আসিতে দেখিল, যে শরপুষ্পের ন্যায় শুভ্র বর্ণের ছিল এবং ভূতলে গর্ত্ত করিয়া তাহার মধ্যে শয়ন করিত। ৩০

সে জাতিতে নকুল ছিল। তাম্রবর্ণচক্ষুবিশিষ্ট এই নকুল হরিণ নামে প্রসিদ্ধ ছিল এবং ইঁদুরের গন্ধ পাইয়াই অতিদ্রুত সেস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। ৩১

এক দিকে এই নকুল নিজের আহার গ্রহণ করিবার জন্য জিহ্বা লপ্ লপ্ করিতে করিতে উপর দিকে মুখ করিয়া ভূতলে অবস্থান করিতেছিল এবং অন্যদিকে বটবৃক্ষের শাখায় অবস্থিত অপর একটি শত্রু উলূককে (পেচককে) সে দেখিতে পাইল। সে বৃক্ষের শাখার মধ্যেই বাস করিত। তাহার নাম ছিল চন্দ্রক। ইহার চঞ্চু অতি তীক্ষ্ণ ছিল এবং সে রাত্রিতে চারিদিকে বিচরণ করিত। ৩২½

নকুল ও উলূক এই উভয়ের লক্ষ্যভূত সেই ইঁদুর অতিশয় ভীত হইয়া পড়িল। তখন তাহার এরূপ চিন্তা হইতে লাগিল। ৩৩½

অহো! এই কষ্টদায়ক বিপদ আজ মৃত্যুর নিকট উপস্থিত হইয়াছে। চারিদিকেই ভয় উৎপন্ন হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় নিজের হিতাকাঙ্ক্ষী সেই প্রাণীর কোন্ উপায় অবলম্বন করা উচিত? ৩৪½

সমন্তাদ্ ভয় উৎপন্নে কথং কার্য্যং হিতৈষিণা।
স তথা সর্বতো রুদ্ধঃ সর্বত্র ভয়দর্শনঃ ॥ ৩৫
অভবদ্ ভয়সন্তপ্তশ্চক্রে চ পরমাং মতিম্।
আপদ্‌বিনাশভূয়িষ্ঠং গতৈঃ কার্য্যং হি জীবিতম্ ॥ ৩৬
সমন্তাৎ সংশয়াৎ সৈষা তস্মাদাপদুপস্থিতা।
গন্তং মাং সহসা ভূমিং নকুলো ভক্ষয়িষ্যতি ॥ ৩৭
উলূকশ্চেহ তিষ্ঠন্তং মার্জারঃ পাশসংক্ষয়াৎ।
ন ত্বেবাত্মদ্‌বিধঃ প্রাজ্ঞঃ সম্মোহং গন্তুমর্হতি ॥ ৩৮
করিষ্যে জীবিতে যত্নং যাবদ্ যুক্ত্যা প্রতিগ্রহাৎ
ন হি বুদ্ধ্যান্বিতঃ প্রাজ্ঞো নীতিশাস্ত্রবিশারদঃ ॥ ৩৯
নিমজ্জত্যাপদং প্রাপ্য মহতীং দারুণামপি ॥ ৪০
ন ত্বস্যামিহ মার্জারাদ্ গতিং পশ্যামি সাম্প্রতম্।
বিষমস্থো হ্যয়ং শত্রুঃ কৃত্যং চাস্য মহন্ময়া ॥ ৪১

জীবিতার্থী কথং ত্বন্ত শত্রুভিঃ প্রার্থিতস্ত্রিভিঃ।
তস্মাদেনমহং শত্রুং মার্জারং সংশ্রয়ামি বৈ ॥ ৪২
নীতিশাস্ত্রং সমাশ্রিত্য হিতমস্যোপবর্ণয়ে।
যেনেমং শত্রুসঙ্ঘাতং মতিপূর্বেণ বঞ্চয়ে ॥ ৪৩
অয়মত্যন্তশত্রুর্মে বৈষম্যং পরমং গতঃ
মূঢ়ো গ্রাহয়িতুং স্বার্থং সঙ্গত্যা যদি শক্যতে ॥ ৪৪
কদাচিদ্ ব্যসনং প্রাপ্য সন্ধিং কুর্য্যান্ময়া সহ।
বলিনা সংনিকৃষ্টস্য শত্রোরপি পরিগ্রহঃ ॥ ৪৫
কার্য্য ইত্যাহুরাচার্য্যা বিষমে জীবিতার্থিনা।
শ্রেষ্ঠো হি পণ্ডিতঃ শত্রুর্ন চ মিত্রমপণ্ডিতঃ ॥ ৪৬
মম ত্বমিত্রে মার্জারে জীবিতং সম্প্রতিষ্ঠিতম্।
হন্তাস্মৈ সম্প্রবক্ষ্যামি হেতুমাত্মাভিরক্ষণে ৪৭

এইভাবে চারিদিকেই তাহার মার্গ অবরুদ্ধ হইয়া যাইল। চারিদিকে সে ভয়ই দেখিতে লাগিল এবং এই ভয়ে সে সন্তপ্ত হইয়া উঠিল। ইহার পর সে পুনরায় শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি অবলম্বন করত চিন্তা আরম্ভ করিল। ৩৫½

বিপদে পতিত হইয়া বিনাশের নিকটে উপস্থিত প্রাণিগণের ও নিজেদের প্রাণ রক্ষার জন্ত যত্ন করা উচিত। আজ চারিদিকেই প্রাণসংশয় উপস্থিত হইয়াছে, অতএব এই আমার উপর অতিশয় বিপদ পতিত হইয়াছে। ৩৬½

যদি আমি ভূতলে নামিয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করি, তবে এই নকুল সহসা আসিয়া আমাকে ধরিয়া ভক্ষণ করিবে। আর যদি এস্থানেই অবস্থান করি, তবে উলূক চঞ্চু দ্বারা আঘাত করত আমাকে বিনাশ করিবে এবং যদি জাল ছেদন করত মধ্যে প্রবেশ করি, তবে বিড়াল আমাকে জীবিত রাখিবে না। ৩৭½

তথাপি আমার ন্যায় বুদ্ধিমানের বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়। অতএব যে পর্য্যন্ত যুক্তি কার্য্যে আসিবে, সেই পর্য্যন্ত আমি পরস্পর সহযোগিতার আদান-প্রদান করিয়া জীবন রক্ষার চেষ্টা করিয়া যাইব। ৩৮½

বুদ্ধিমান্, বিদ্বান্ ও নীতিশাস্ত্রে নিপুণ পুরুষ গুরুতর ও ভয়ঙ্কর বিপদে পতিত হইয়াও উহাতে মগ্ন হইয়া পড়েন না, পরন্তু উহা হইতে মুক্তি পাইবার জন্ত চেষ্টা করিয়া যান। ৩৯-৪০

আমি এই সময় বিড়ালের আশ্রয় গ্রহণ করা ব্যতীত অন্ত কোন উপায় দেখিতে পাইতেছি না। যদিও এই বিড়াল আমার অতিশয় শত্রু, তথাপি এই সময় সে নিজেই ঘোরতর বিপদে পতিত হইয়াছে। আমার দ্বারা ইহারও আজ মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। ৪১

অন্ত দিকে আমিও জীবন রক্ষা করিতে ইচ্ছুক; তিনজন শত্রু আমাকে লাভ করিতে অভিলাষী হইয়াছে, অতএব কেন আমি আজ আমার শত্রু বিড়ালের আশ্রয় গ্রহণ করিব না? ৪২

আজ নীতিশাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করত ইহার হিত বর্ণনা করিব, যাহাতে বুদ্ধির দ্বারা এই শত্রুগণকে বঞ্চিত করিতে পারি। ৪৩

ইহাতে সন্দেহ নাই যে, বিড়াল আমার অত্যন্ত শত্রু, তথাপি এখন সে অতিশয় সঙ্কটে পতিত হইয়াছে। যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে এই মূঢ়কে কৌশল সহকারে স্বার্থসিদ্ধি বিষয়ে বুঝাইতে পারিব। ৪৪

হয় ত' সে এই বিপদে পড়িয়া আমার সহিত সন্ধি করিতেও পারে। আচার্য্যগণ বলিয়াছেন—সঙ্কট আসিয়া উপস্থিত হইলে পর জীবন রক্ষা করিতে ইচ্ছুক বলবান্ ব্যক্তিও নিজের নিকটবর্তী শত্রুর সহিত মিলিত হইয়া থাকেন। ৪৫½

বিদ্বান্ শত্রুও শ্রেষ্ঠ, কিন্তু মূর্খ মিত্রও উত্তম নহে। আমার জীবন ত' আজ আমার শত্রু বিড়ালের অধীন। ৪৬½

আচ্ছা, এখন আমি আত্মরক্ষার জন্ত এক যুক্তি বলিতেছি। যদি সম্ভব হয়, তবে এই শত্রু বর্তমানে আমার সহিত সংসর্গে বিদ্বান্ হইবে—বিবেক লাভ করত উহাদ্বারা কার্য্য সম্পন্ন করিতে উৎসুক হইবে। ৪৭½

অপীদানীময়ং শত্রুঃ সঙ্গতো পণ্ডিতে ভবেৎ।
এবং বিচিন্তয়ামাস মূষিকঃ শত্রুচেষ্টিতম্ ॥ ৪৮
ততোঽর্থগতিতত্ত্বজ্ঞঃ সন্ধি-বিগ্রহকালবিৎ।
সান্ত্বপূর্বমিদং বাক্যং মার্জারং মূষিকোঽব্রবীৎ ৪৯
সৌহৃদেনাভিভাষে ত্বাং কচ্চিন্মার্জার জীবসি।
জীবিতং হি বরেচ্ছামি শ্রেয়ঃ সাধারণং হি নৌ ॥৫০
ন তে সৌম্য ভয়ং কার্য্যং জীবিষ্যসি যথাসুখম্।
অহং ত্বামুদ্ধরিষ্যামি যদি মাং ন জিঘাংসসি ॥ ৫১
অস্তি কশ্চিদুপায়োঽত্র দুষ্করঃ প্রতিভাতি মে।
যেন শক্যস্ত্বয়া মোক্ষঃ প্রাপ্তুং শ্রেয়স্তথা ময়া ॥ ৫২
ময়াপ্যুপায়ো দৃষ্টোঽয়ং বিচার্য্য মতিমাশ্রিতঃ
আত্মার্থঞ্চ তবার্থঞ্চ শ্রেয়ঃ সাধারণং হি নৌ ॥ ৫৩
ইদং হি নকুলোলূকং পাপবুদ্ধ্যাভিসংস্থিতম্।
ন ধর্ষয়তি মার্জার তেন মে স্বস্তি সাম্প্রতম্ ॥ ৫৪
কৃষ্ণঃশ্চপলনেত্রোঽয়ং কৌশিকো মাং নিরীক্ষতে।
নগশাখাগ্রগঃ পাপস্তস্যাহং ভৃশমুদ্বিজে ॥ ৫৫
সতাং সাপ্তপদং মৈত্রং স সখা মেঽসি পণ্ডিতঃ
সাংবাস্যাকং করিষ্যামি নাস্তি তে ভয়মন্তু বৈ ॥ ৫৬
ন হি শক্তোঽসি মার্জার পাশং ছেত্তুং ময়া বিনা
অহং ছেৎস্যামি পাশাংস্তে যদি মাং ত্বং ন হিংসসি ॥৫৭
ত্বমাশ্রিতো দ্রুমস্যাগ্রং মূলং ত্বহমুপাশ্রিতঃ
চিরোষিতাবুভাবাবাং বৃক্ষেঽস্মিন্ বিদিতঞ্চ তে ॥ ৫৮
যস্মিন্নাশ্বাসতে কশ্চিদ্ যশ্চ নাশ্বসিতি ক্বচিৎ।
ন তৌ ধীরাঃ প্রশংসন্তি নিত্যমুদ্বিগ্নমানসৌ ॥ ৫৯
তস্মাদ্ বিবর্ধতাং প্রীতিনিত্যং সঙ্গতমস্তু নৌ।
কালাতীতমিহার্থং তু ন প্রশংসন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ৬০

এইভাবে সেই মূষিক শত্রুর কার্য্যের উপর বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করিল। সে অর্থসিদ্ধির উপায়কে যথার্থরূপে জানে এবং সন্ধি ও যুদ্ধের প্রকৃত সময়ও সে বুঝিতে পারে সে বিড়ালকে সান্ত্বনা দিতে দিতে মধুর বাক্যে বলিল। ৪৮-৪৯

ভ্রাতঃ বিড়াল। আমি তোমার সহিত মৈত্রীভাব রাখিয়া কথাবার্ত্তা বলিতেছি। তুমি এখন জীবিত আছ ত'? আমি কামনা করি, তোমার জীবন সুরক্ষিত হউক; কারণ, ইহাতে তোমার এবং আমার উভয়েরই সমান মঙ্গল রহিয়াছে। ৫০

সৌম্য! তুমি ভীত হইও না, তুমি আনন্দের সহিত জীবিত থাকিতে পারিবে। যদি তুমি আমাকে বিনাশ করিবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ কর, তবে আমি তোমাকে এই সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিব। ৫১

একটি উপায় আছে, যাহার দ্বারা তুমি এই সঙ্কট হইতে মুক্তি পাইবে এবং আমিও কল্যাণভাগী হইব। যদিও সেই উপায় আমার নিকট অতিশয় দুষ্কর বলিয়া বোধ হইতেছে। ৫২

আমি নিজ বুদ্ধি অনুসারে সর্ব্বতোভাবে বিচার বিবেচনা করিয়া নিজের ও তোমার জন্য এক উপায় আবিষ্কার করিয়াছি, যাহার দ্বারা আমাদের উভয়েরই সমান মঙ্গল হইতে পারে। ৫৩

বিড়াল! দেখ, এই নকুল ও উলূক উভয়েই পাপবুদ্ধি লইয়া এস্থানে অবস্থান করিতেছে। ইহারা আমাকেই লক্ষ্য করিয়া অবস্থিত আছে। যতক্ষণ না তাহারা আমার উপর আক্রমণ করে, ততক্ষণই আমি কুশলে আছি। ৫৪

এই চঞ্চলনেত্র পাপী উলূক বৃক্ষের শাখায় থাকিয়া 'হু হু' করিতে করিতে আমারই দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে। ইহাতে আমার অতিশয় ভয় হইতেছে। ৫৫

সাধু পুরুষগণের সহিত যদি সাত পদ গমন হয়, তবে উহাতেই মিত্রতা স্থাপিত হইয়া যায় আমি ও তুমি এস্থানে সতত এক সঙ্গে বাস করিতেছি; অতএব তুমি আমার বিদ্বান্ মিত্র হও। আমি এতাবৎ কাল একসঙ্গে বসতি করায় নিজের মিত্রোচিত ধর্ম্ম অবশ্যই পালন করিব, সেইজন্য এখন তোমার কোনও ভয় নাই। ৫৬

বিড়াল! তুমি আমার সাহায্য ব্যতীত নিজের এই বন্ধন ছেদন করিতে সমর্থ হইবে না। যদি তুমি আমায় হিংসা না কর, তবে আমি তোমার সমস্ত ছেদন করিব। ৫৭

তুমি এই বৃক্ষের অগ্রে বাস কর আর আমি এই বৃক্ষের মূলে বাস করি। এইভাবে আমরা উভয়ে বহুকাল ধরিয়া এই বৃক্ষকে আশ্রয় করত বাস করিতেছি, এই বিষয় তোমার জানা আছে। ৫৮

যাহার উপর কোন বিশ্বাস নাই এবং যে স্বয়ং অন্য কাহাকেও বিশ্বাস করে না, এই উভয়েরই বীর পুরুষগণ প্রশংসা করেন না; কারণ, ইহাদের মনে সর্ব্বদা উদ্বেগ থাকে। ৫৯

সেই আমাদের উভয়ের মধ্যে প্রেম বর্দ্ধিত হউক এবং আমাদের দৈনন্দিন এই সম্মেলন চলিতে থাকুক। যখন কার্য্যের সময় অতিবাহিত হইয়া যায়, তাহার পর বিদ্বান্ পুরুষগণ আর উহার প্রশংসা করেন না। ৬০

অর্থযুক্তিমিমাং তত্র যথাভূতাং নিশাময়।
তব জীবিতমিচ্ছামি ত্বং মমেচ্ছসি জীবিতম্ ॥ ৬১
কশ্চিৎ তরতি কাষ্ঠেন সুগম্ভীরাং মহানদীম্
স তারয়তি তৎ কাষ্ঠং স চ কাষ্ঠেন তার্য্যতে ॥৬২
ঈদৃশো নৌ সমাযোগো ভবিষ্যতি সুবিস্তরঃ।
অহং ত্বাং তারয়িষ্যামি মাঞ্চ ত্বং তারয়িষ্যসি ॥ ৬৩
এবমুক্ত্বা তু পলিতস্তমর্থমুভয়োহিতম্।
হেতুমদ্ গ্রহণীয়ঞ্চ কালাপেক্ষী ন্যবেক্ষ্য চ ॥ ৬৪
অথ সুব্যাহৃতং শ্রুত্বা তস্য শত্রোর্বিচক্ষণঃ।
হেতুমদ্ গ্রহণীয়ার্থং মার্জারো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৬৫
বুদ্ধিমান্ বাক্যসম্পন্নস্তদ্বাক্যমনুবর্ণয়ন্।
স্বামবস্থাং সমীক্ষ্যাথ সান্ত্বেব প্রত্যপূজয়ৎ ॥ ৬৬
ততস্তীক্ষ্ণাগ্রদশনো মণিবৈদূর্য্যলোচনঃ।
মূষিকং মন্দমুদ্বীক্ষ্য মার্জারো লোমশোঽব্রবীৎ ॥ ৬৭
নন্দামি সৌম্য ভদ্রং তে যো মাং জীবিতুমিচ্ছসি।
শ্রেয়শ্চ যদি জানীষে ক্রিয়তাং মা বিচারয় ॥ ৬৮
অহং হি ভৃশমাপন্নস্ত্বমাপন্নতরো মম।
দ্বয়োরাপন্নয়োঃ সন্ধিঃ ক্রিয়তাং মা চিরায় চ ॥ ৬৯
বিধাস্যে প্রাপ্তকালং যৎ কার্য্যং সিদ্ধিকরং বিভো।
ময়ি কৃচ্ছ্রাদ্ বিনির্মুক্তে ন বিনঙ্ক্ষ্যতি তে কৃতম্ ॥৭০
ন্যস্তমানোঽস্মি ভক্তোঽস্মি শিষ্যবৃদ্ধিতকৃৎ তথা।
নিদেশবশবর্ত্তী চ ভবন্তং শরণং গতঃ ॥ ৭১
ইত্যেবমুক্তঃ পলিতো মার্জারং বশমাগতম্
বাক্যং হিতমুবাচেদমভিনীতার্থমর্থবিৎ ॥ ৭২
উদারং যদ্ ভবানাহ নৈতচ্চিত্রং ভবদ্বিধে।
বিহিতো যস্তু মার্গো মে হিতার্থং শৃণু তং মম ॥ ৭৩

বিড়াল! আমাদের উভয়েরই প্রয়োজনের এই যে তুল্য সংযোগ হইয়াছে, উহা যথার্থরূপে শ্রবণ কর। আমি তোমার জীবনের রক্ষা কামনা করিতেছি এবং তুমিও আমার জীবন রক্ষা করিতে বাসনা করিতেছ ॥ ৬১

কোন মানুষ যখন এক খণ্ড কাষ্ঠ আশ্রয় করত অগাধ ও বিশাল নদী পার হয়, তখন সেই কাষ্ঠখণ্ডকে সে বহন করিয়া লইয়া যায় এবং কাষ্ঠ খণ্ডও তাহার উত্তীর্ণ হইবার সহায়ক হয় ॥৬২

এইভাবে আমাদের উভয়ের পারস্পরিক মিলন চিরস্থায়ী হইবে। আমি তোমাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিব এবং তুমিও আমাকে বিপদ হইতে রক্ষা করিবে ॥ ৬৩

এইভাবে সেই পলিতনামক ইঁদুর উভয়েরই হিতকর, যুক্তিযুক্ত ও গ্রহণযোগ্য বাক্য বলিয়া উত্তর লাভের জন্য প্রতীক্ষা করিতে করিতে বিড়ালের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ৬৪

নিজের সেই শত্রুর এই যুক্তিযুক্ত ও গ্রহণযোগ্য সুন্দর বাক্য শ্রবণ করিয়া বুদ্ধিমান্ বিড়াল কিছু বলিতে উদ্যত হইল ॥ ৬৫

তাহার বুদ্ধি উত্তম ছিল এবং সে ভাল বলিতেও পারিত। প্রথমে সে মনে মনে ইঁদুরেরই কথা আলোচনা করিতে লাগিল। তারপর নিজের দশার উপর দৃষ্টিপাত করত সে সামনীতিতে সেই ইঁদুরের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিল ॥ ৬৬

তাহার পর যাহার দন্তের অগ্রভাগ অতিশয় তীক্ষ্ণ এবং দুই চক্ষু বৈদূর্য্যমণির ন্যায় ঝক্‌ঝকে ছিল, সেই লোমশনামক বিড়াল ইঁদুরের দিকে দৃষ্টিপাত করত এইরূপ বলিল ॥ ৬৭

সৌম্য! আমি তোমাকে অভিনন্দিত করিতেছি। তোমার কল্যাণ হউক; কারণ, তুমি আমার জীবন রক্ষা করিতে অভিলাষী হইয়াছ। যদি আমার কল্যাণের উপায় তুমি জানিয়া থাক, তবে তুমি উহা অবশ্যই কার্যে পরিণত কর। তাহার কোন অন্যথা করিও না ॥ ৬৮

আমি ঘোরতর বিপদের সম্মুখীন হইয়াছি এবং তুমিও মহাসঙ্কটে পতিত হইয়াছ। অতএব এইভাবে বিপদে পতিত আমাদের উভয়ের সন্ধি স্থাপন করা উচিত। ইহাতে বিলম্ব করা কর্তব্য নহে ॥ ৬৯

প্রভো! সময় আসিলে পর তোমার অভীষ্ট কার্যসিদ্ধি যাহা হইবে, আমি উহা অবশ্যই করিব। এই সঙ্কট হইতে মুক্ত হইয়া আমি তোমার কৃত উপকার বিস্মৃত হইব না; ইহার প্রত্যুপকার অবশ্যই করিব ॥ ৭০

এই সময় আমার মানভঙ্গ হইয়াছে। আমি তোমার ভক্ত ও শিষ্য হইয়াছি। তোমার হিতসাধন আমি অবশ্যই করিব এবং সর্বদা তোমার আজ্ঞাধীনে থাকিব। আমি সর্বপ্রকারে তোমার শরণাগত হইলাম ॥ ৭১

বিড়াল এই কথা বলিলে পর নিজের প্রয়োজন বুঝিতে সমর্থ পলিত বশীভূত সেই বিড়ালকে এই অভিপ্রায়পূর্ণ হিতকর বাক্য বলিল ॥ ৭২

ভ্রাতঃ বিড়াল! তুমি যে উদারতাপূর্ণ বাক্য বলিলে, উহা তোমার ন্যায় বুদ্ধিমানের পক্ষে বলা আশ্চর্যজনক নহে। আমি

অহং ত্বানুপ্রবেক্ষ্যামি নকুলান্মে মহদ্ ভয়ম্
ত্রাহি ত্বং মা বধীস্ত্বং শক্তোঽস্মি তব রক্ষণে ॥ ৭৪
উলূকশ্চৈব মাং রক্ষ ক্ষুদ্রঃ প্রার্থয়তে হি মাম্ ।
অহং ছেৎস্যামি তে পাশান্ সখে সত্যেন তে শপে ॥৭৫
তদ্বচঃ সঙ্গতং শ্রুত্বা লোমশো যুক্তমর্থবৎ ।
হর্ষাদ্বীক্ষ্য পলিতঃ স্বাগতেনাভ্যপূজয়ৎ ৭৬
তং সম্পূজ্যাথ পলিতং মার্জারঃ সৌহৃদে স্থিতঃ ।
স বিচিন্ত্যাব্রবীদ্ ধীরঃ প্রীতস্ত্বরিত এব চ ॥ ৭৭
শীঘ্রমাগচ্ছ ভদ্রং তে ত্বং মে প্রাণসমঃ সখা ।
তব প্রাজ্ঞ প্রসাদাদ্ধি প্রায়ঃ প্রাপ্স্যামি জীবিতম্ ॥৭৮
যদ্ যদেবংগতেনাদ্য শক্যাং কর্তুং ময়া তব ।
তদাজ্ঞাপয় কর্তাস্মি সঙ্কিরেবাস্তু নৌ সখে । ৭৯
অস্মাৎ তু সঙ্কটান্মুক্তঃ সমিত্রগণবান্ধবঃ ।
সর্বকার্য্যাণি কর্তাহং প্রিয়াণি চ হিতানি চ ॥৮০
মুক্তশ্চ ব্যসনাদস্মাৎ সৌম্যাহমপি নাম তে ।
প্রীতিমুৎপাদয়েয়ঞ্চ প্রীতিকর্তুশ্চ সৎক্রিয়াম্ ॥ ৮১
প্রত্যুপকুর্বন্ বহ্বপি ন তথা
পূর্বোপকারিণা তুল্যঃ
এক: করোতি হি কৃতে
নিষ্কারণমেব কুরুতেঽন্যঃ ॥ ৮২
ভীষ্ম উবাচ ।
গ্রাহয়িত্বা তু তং স্বার্থং মার্জারং মূষিকস্তথা
প্রবিবেশ তু বিশ্রব্ধো ক্রোড়মস্য কৃতাগসঃ ॥ ৮৩
এবমাশ্বাসিতো বিদ্বান্ মার্জারেণ স মূষিকঃ
মার্জারোরসি বিশ্রব্ধঃ সুষ্বাপ পিতৃমাতৃবৎ ॥ ৮৪
লীনস্তু তস্য গাত্রেষু মার্জারস্য চ মূষিকম্ ।
দৃষ্ট্বা তৌ নকুলোলূকৌ নিরাশৌ প্রত্যপদ্যতাম্ ॥ ৮৫

উভয়েরই হিতের জন্য যে বিষয় চিন্তা করিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছি, তাহা তুমি শ্রবণ কর। ৭৩

ভ্রাতঃ! এই নকুল হইতে আমার মহতিমহৎ ভয় হইতেছে। সেইজন্য আমি তোমার পশ্চাতে এই জালে প্রবেশ করিব; কিন্তু ভ্রাতঃ! তুমি আমাকে বিনাশ করিও না, রক্ষা করিও; কারণ, আমি জীবিত থাকিলেই তোমাকে রক্ষা করিতে পারিব। ৭৪

এদিকে এই নীচ উলূকও আমাকে ধরিতে ইচ্ছুক হইয়াছে। তুমি ইহার নিকট হইতেও আমাকে রক্ষা করিও। সখে! আমি সত্যের শপথ করিয়া তোমাকে বলিতেছি, তোমার জাল-বন্ধন আমি অবশ্যই ছেদন করিয়া দিব। ৭৫

ইঁদুরের এই যুক্তিযুক্ত, সুসঙ্গত ও অভিপ্রায়পূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া লোমশ তাহার দিকে হর্ষপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল এবং স্বাগত সংকারে তাহার ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিল। ৭৬

এইভাবে পলিতকে প্রশংসা ও পূজা করিয়া সৌহার্দে প্রতিষ্ঠিত ধীরবুদ্ধি বিড়াল উত্তররূপে চিন্তা করিয়া অতি সত্বর প্রসন্নতাপূর্ব্বক তাহাকে বলিল। ৭৭

ভ্রাতঃ! শীঘ্র এস। তোমার কল্যাণ হউক। তুমি ত' আমার প্রাণতুল্য প্রিয় সখা। বিদ্বন্! এই সময়ে তোমার কৃপায় প্রায়শঃ আমার জীবন প্রাপ্তি হইবে। ৭৮

সখে! সেই অবস্থায় পতিত সেবক আমার দ্বারা তোমার যে যে কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে পারিবে, উহার জন্য তুমি আমাকে অনুমতি কর, আমি অবশ্যই উহা পূর্ণ করিব। আমাদের উভয়ের সন্ধি স্থাপিত হউক। ৭৯

এই সঙ্কট হইতে মুক্ত হইতে পারিলে আমি আমার সকল মিত্র ও বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত তোমার সকল প্রিয় ও হিতকর কার্য্য করিতে থাকিব। ৮০

সৌম্য! এই বিপদ হইতে মুক্তি পাইবার পরও আমি তোমার হৃদয়ে প্রীতি উৎপন্ন করিব। তুমি আমার প্রিয় কার্য্য করিতে উৎসুক হইয়াছ, অতএব আমিও তোমার সর্ব্বতোভাবে আদর সৎকার করিব। ৮১

কোন ব্যক্তি কাহারও উপকারের পরিবর্ত্তে বহু প্রত্যুপকার করিয়াও সেরূপ শোভা পায় না, যেরূপ প্রথম উপকারকারী শোভা পাইয়া থাকে। কারণ, একজন উপকার করিবার পর তাহার পরিবর্ত্তে উপকার করে, আর অন্যজন কোন কারণ না থাকিলেও পূর্ব্বে তাহার উপকার করিয়াছে। ৮২

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! এইভাবে ইঁদুর বিড়ালকে নিজের অভিপ্রায় গ্রহণ করাইয়া স্বয়ংও তাহাকে বিশ্বাস করত সেই অপরাধী শত্রুর ক্রোড়ে যাইয়া উপবিষ্ট হইল। ৮৩

বিড়াল যখন সেই বিদ্বান্ ইঁদুরকে পূর্ব্বোক্তরূপে আশ্বাসদান করিল, তখন, সে মাতা-পিতার ক্রোড়ের ন্যায় সেই বিড়ালের বক্ষঃস্থলে যাইয়া নির্ভয়ে উপবিষ্ট হইল। ৮৪

ইঁদুরকে বিড়ালের অঙ্গে আত্মগোপন করিতে দেখিয়া নকুল ও উলূক এই উভয়েই নিরাশ হইয়া যাইল। ৮৫

তথৈব তৌ সুসন্ত্রস্তৌ দৃঢ়মাগতসম্ভ্রমৌ
দৃষ্ট্বা তয়োঃ পরাং প্রীতিং বিস্ময়ং পরমং গতৌ ॥৮৬
বলিনৌ মতিমন্তৌ চ সুবৃত্তৌ চাপ্যুপাসিতৌ।
অশক্তৌ তু নয়াৎ তস্মাৎ সম্প্রধর্ষয়িতুং বলাৎ ॥ ৮৭
কার্য্যার্থং কৃতসন্ধী তৌ দৃষ্ট্বা মার্জার-মূষিকৌ।
উলূকনকুলৌ তূর্ণং জগ্মতুস্তৌ স্বমালয়ম্ ॥ ৮৮
লীনঃ স তস্য গাত্রেষু পলিতো দেশকালবিৎ।
চিচ্ছেদ পাশান্ নৃপতে কালাপেক্ষী শনৈঃ শনৈঃ ॥৮৯
অথ বদ্ধপরিক্লিষ্টো মার্জারো বীক্ষ্য মূষিকম্।
ছিন্দন্তং বৈ তদা পাশানত্বরন্তং ত্বরান্বিতঃ ॥ ৯০
তমত্বরন্তং পলিতং পাশানাং ছেদনে তথা।
সঙ্ক্ষোদয়িতুমাবেতে মার্জারো মূষিকং তদা ॥ ৯১
কিং সৌম্য নাতিত্বরসে কিং কৃতার্থোঽবমন্যসে।
ছিন্ধি পাশানমিত্রঘ্ন পুরা শ্বাপদ এতি চ ॥ ৯২
ইত্যুক্তস্ত্বরতা তেন মতিমান্ পলিতোঽব্রবীৎ
মার্জারমকৃতপ্রজ্ঞং পথ্যমাত্মহিতং বচঃ ॥ ৯৩
তূষ্ণীং ভব ন তে সৌম্য ত্বরা কার্য্যা ন সম্ভ্রমঃ।
বয়মেবাত্র কালজ্ঞা ন কালঃ পরিহাস্যতে ॥ ৯৪
অকালে কৃত্যমারব্ধং কর্তুর্নার্থায় কল্পতে।
তদেব কাল আরব্ধং মহতেঽর্থায় কল্পতে ॥ ৯৫
অকালে বিপ্রমুক্তাস্মে ত্বত্ত এব ভয়ং ভবেৎ।
তস্মাৎ কালং প্রতীক্ষস্ব কিমিতি ত্বরসে সখে ॥ ৯৬
যদা পশ্যামি চাণ্ডালমায়ান্তং শস্ত্রপাণিনম্
ততশ্ছেৎস্যামি তে পাশান্ প্রাপ্তে সাধারণে ভয়ে ॥ ৯৭
তস্মিন্ কালে প্রমুক্তস্ত্বং তরুমেবাধিরোক্ষ্যসে।
ন হি তে জীবিতাদন্যৎ কিঞ্চিৎ কৃত্যং ভবিষ্যতি ॥ ৯৮

সেই সময় তাহাদের উভয়ের অতিশয় তন্দ্রা আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তাহারা অত্যন্ত ভীতও হইয়া পড়িল। তখন ইঁদুর ও বিড়ালের তাদৃশ পারস্পরিক প্রীতি দেখিয়া নকুল এবং উলূক অতিশয় বিস্মিত হইল। ৮৬

যদিও তাহারা বলবান্, বুদ্ধিমান্, সুন্দর আচরণকারী, কার্য্য-কুশল ও নিকটবর্ত্তী ছিল, তথাপি তাহারা সন্ধিনীতিতে কার্য্য করিতে থাকায় সেই ইঁদুর ও বিড়ালের উপর তাহারা বলপূর্ব্বক আক্রমণ করিতে সমর্থ হইল না। ৮৭

নিজ নিজ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য ইঁদুর ও বিড়াল পরস্পর সন্ধি স্থাপন করিল। ইহা দেখিয়া উলূক ও নকুল তৎক্ষণাৎ নিজ নিজ আবাস স্থানে ফিরিয়া যাইল। ৮৮

নৃপতে! ইঁদুর দেশ-কালের গতি উত্তমরূপে জানিত; সেইজন্য সে বিড়ালের অঙ্গে আত্মগোপন করিয়া চণ্ডালের আসিবার সময় প্রতীক্ষা করিতে করিতে ধীরে ধীরে সেই জাল ছেদন করিতে আরম্ভ করিল। ৮৯

বিড়াল সেই বন্ধনে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সে দেখিল, ইঁদুর জাল ছেদন করিতেছে বটে, কিন্তু সে এই কার্য্যে ব্যগ্রতা দেখাইতেছে না; তখন বিড়াল ত্বরান্বিত হইয়া বন্ধন ছেদনে অব্যগ্র সেই পলিতকে প্রেরণা দান করিতে করিতে বলিল। ৯০-৯১

সৌম্য! তুমি অতিশয় ত্বরা সহকারে বন্ধন ছেদন করিতেছ না কেন? তোমার কার্য্য সিদ্ধি হইয়াছে বলিয়া কি আমাকে অবহেলা করিতেছ? শত্রুঘ্ন! দেখ, এখন সেই চণ্ডাল আসিতেছে সে এস্থানে আসিবার পূর্ব্বেই তুমি আমার বন্ধন ছেদন করিয়া দাও। ৯২

অতিশয় ব্যগ্র বিড়াল এই কথা বলিলে পর বুদ্ধিমান্ পলিত বুদ্ধিসম্পন্ন সেই বিড়ালকে নিজের পক্ষে হিতকর ও লাভদায়ক এই কথা বলিল। ৯৩

সৌম্য! তুমি নীরবে থাক। তোমার ত্বরা করিবার কোন আবশ্যকতা নাই তুমি বিভ্রান্ত হইও না আমি সময়সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, যথার্থ সময় আসিলেই আমি সেই সময়কে ত্যাগ করিব না। ৯৪

অসময়ে কোন কার্য্য আরম্ভ করিলে উহা লাভদায়ক হয় না এবং সেই কার্য্য যদি উপযুক্ত সময় আসিলে অনুষ্ঠিত হয়, তবে উহা প্রভূত প্রয়োজন সাধিত করিয়া থাকে। ৯৫

যদি অসময়েই তুমি মুক্তি পাও, তবে তোমার দ্বারাই আমার ভয়প্রাপ্তির সম্ভবনা থাকবে। সেই জন্য মিত্র! তুমি আর কিছুকাল অপেক্ষা কর, কেন তুমি ত্বরা করিতেছ? ৯৬

যখন আমি দেখিব চণ্ডাল হস্তে অস্ত্র লইয়া এখানে আসিতেছে, তখন তোমার সাধারণ ভয় উপস্থিত হইলে পরই আমি সেই সময় তোমার বন্ধন সত্বর ছেদন করিয়া দিব। ৯৭

সে সময় তুমি দ্রুত ধাবিত হইয়া আবাসস্থান ঐ বৃক্ষে যাইয়া আরোহণ করিতে সমর্থ হইবে। নিজের প্রাণ রক্ষা ব্যতীত তখন আর অন্য কার্য্য তোমার আবশ্যক বলিয়া প্রতীত হইবে না। ৯৮

ততো ভবত্যপক্রান্তে ত্রস্তে ভীতে চ লোমশ।
অহং বিলং প্রবেক্ষ্যামি ভবান্ শাখাং ভজিষ্যতি ॥ ৯৯
এবমুক্তস্তু মার্জ্জারো মূষিকেণাক্ষনো হিতম্।
বচনং বাক্যতত্ত্বজ্ঞো জীবিতার্থী মহামতিঃ ॥ ১০০
অথাত্মকৃত্যে ত্বরিতঃ সমাক্ প্রশ্রিতমাচরন্।
উবাচ লোমশো বাক্যং মূষিকং চিরকারিণম্ ॥ ১০১
ন হ্যেবং মিত্রকার্য্যাণি প্রীত্যা কুর্বন্তি সাধবঃ।
যথা ত্বং মোক্ষিতঃ কৃচ্ছ্রাৎ ত্বরমাণেন বৈ ময়া ॥ ১০২
তথা হি ত্বরমাণেন ত্বয়া কার্য্যং হিতং মম।
যত্তু কুরু মহাপ্রাজ্ঞ যথা রক্ষাহ্যবয়োর্ভবেৎ ॥ ১০৩
অথবা পূর্ব্ববৈরং ত্বং স্মরন্ কালং জিহীর্ষসি
পশ্য দুষ্কৃতকর্মং ত্বং ব্যক্তমায়ুঃক্ষয়ং তব ॥ ১০৪

যদি কিঞ্চিন্ময়াজ্ঞানাৎ পুরস্তাদ্ দুষ্কৃতং কৃতম্।
ন তন্মনসি কর্ত্তব্যং ক্ষাময়ে ত্বাং প্রসীদ মে ॥ ১০৫
তমেবংবাদিনং প্রাজ্ঞঃ শাস্ত্রবুদ্ধিসমন্বিতঃ।
উবাচেদং বচঃ শ্রেষ্ঠং মার্জ্জারং মূষিকস্তদা ॥ ১০৬
শ্রুতং মে তব মার্জ্জার স্বমর্থং পরিগৃহ্যতঃ।
মমাপি ত্বং বিজানাসি স্বমর্থং পরিগৃহ্যতঃ ॥ ১০৭
যন্মিত্রং ভীতবৎসাধ্যং যন্মিত্রং ভয়সংহতম্।
সুরক্ষিতব্যং তৎ কার্য্যং পাণিঃ সর্পমুখাদিব ॥ ১০৮
কৃত্বা বলবতা সন্ধিমাত্মানং যেন রক্ষতি।
অপথ্যমিব তদ্ ভুক্তং তস্য নার্থায় কল্পতে ॥ ১০৯
ন কশ্চিৎ কস্যচিন্মিত্রং ন কশ্চিৎ কস্যচিদ্ রিপুঃ।
অর্থতস্তু নিবধ্যন্তে মিত্রাণি রিপবস্তথা ॥ ১১০

লোমশ! যখন তুমি ত্রাস ও ভয়ে আক্রান্ত হইয়া পলায়ন করিয়া যাইবে, সেই সময় আমিও দ্রুত বিলমধ্যে প্রবেশ করিব এবং তুমি বৃক্ষের শাখায় গিয়া আরোহণ করিবে। ৯৯

ইঁদুর বিড়ালকে এই কথা বলিলে পর বাক্যের মর্ম্মার্থ বুঝিতে সমর্থ ও নিজের জীবন রক্ষা করিতে অভিলাষী অতিশয় বুদ্ধিমান্ বিড়াল নিজের হিতের কথা বলিতে আরম্ভ করিল। ১০০

লোমশের স্বীয় কার্য্য সম্পাদনে ত্বরা ছিল, অতএব সে উত্তমরূপে বিনয়পূর্ণ ব্যবহার প্রদর্শন করিতে করিতে বিলম্বকারী ইঁদুরকে এই কথা বলিল। ১০১

সৎপুরুষগণ মিত্রের কার্য্যসকল অতিশয় প্রেম ও প্রসন্নতার সহিত সত্বর সম্পন্ন করিয়া থাকে, (তোমার ন্যায় বিলম্ব সহকারে নহে) যেরূপ আমি তোমাকে অতিদ্রুত সঙ্কট হইতে মুক্ত করিয়া দিয়াছি। ১০২

সেইভাবে তুমিও আমার হিত কার্য্য অতিশয় ত্বরাসহকারে নিষ্পন্ন কর। মহাপ্রাজ্ঞ! তুমি এরূপ প্রযত্ন কর, যাহাতে আমরা উভয়েই রক্ষিত হইতে পারি। ১০৩

অথবা যদি পূর্ব্বের শত্রুতার কথা স্মরণ করিয়া তুমি এস্থানে বৃথা সময় অতিবাহিত করিতে থাক, দুষ্কৃতকারী ইঁদুর! তবে দেখিবে, ইহার কিরূপ ফল তোমাকে ভোগ করিতে হইবে? নিশ্চয়ই তোমার আয়ু ক্ষীণ হইতে চলিয়াছে। ১০৪

যদি আমি অজ্ঞানভাবশতঃ পূর্ব্বে কখনও তোমার অপরাধ করিয়া থাকি, তবে উহা তোমার মনে করা কর্ত্তব্য নহে, আমি ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, তুমি আমার উপর প্রসন্ন হও। ১০৫

ইঁদুর অতিশয় বুদ্ধিমান্ ছিল এবং নীতি শাস্ত্রও জানিত। সেই সময় সে উক্ত বাক্যভাষী বিড়ালকে এই উত্তম কথা বলিল। ১০৬

ভ্রাতঃ বিড়াল! তুমি নিজের স্বার্থসিদ্ধির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া যাহা কিছু বলিলে, তৎসমস্তই আমি শ্রবণ করিয়াছি। আর আমিও নিজের প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য তোমাকে যাহা কিছু বলিয়াছি, তাহাও তুমি বিদিত আছ। ১০৭

কোন ভীত প্রাণীর দ্বারা যে মিত্রতা স্থাপিত হইয়াছে এবং যে স্বয়ংই ভীত হইয়া তাহার সহিত মিত্রতা স্থাপিত করিয়াছে—এই উভয় প্রকারই মিত্রতা রক্ষিত হওয়া আবশ্যক। যেরূপ ক্রীড়াকারী সাপুড়ে সর্পের মুখ হইতে হস্তকে রক্ষা করিয়াই সর্পকে ক্রীড়া করাইয়া থাকে, সেইরূপ তাহাদের পরস্পর বা পরস্পরকে রক্ষা করিতে থাকিয়া নিজ নিজ কার্য্য সম্পন্ন করা উচিত। ১০৮

যে ব্যক্তি বলবানের সহিত সন্ধি করত নিজের রক্ষার ব্যবস্থা করে না, তাহার সেই সন্ধি করা তখন ভুক্ত অপথ্য অন্নেরই ন্যায় হিতকর হয় না। ১০৯

কোন ব্যক্তি কাহারও মিত্র নহে, আবার কোন ব্যক্তি কাহার শত্রুও নহে। কেবল স্বার্থ লইয়াই পরস্পর পরস্পরের শত্রু ও মিত্র হইয়া থাকে। যেরূপ গৃহপালিত হস্তিগণের দ্বারা বনজাত হস্তিগণ ধৃত হইয়া থাকে, সেইরূপ অর্থের দ্বারাই অর্থ বদ্ধ হয়। ১১০½

অর্থৈরর্থা নিবদ্ধ্যন্তে গজৈর্বনগজা ইব।
ন চ কশ্চিৎ কৃতে কার্য্যে কর্ত্তারং সমবেক্ষতে ॥১১১
তস্মাৎ সর্ব্বাণি কার্য্যাণি সাবশেষাণি কারয়েৎ।
তস্মিন্ কালেঽপি চ ভবান্ দিবাকীর্ত্তিভয়ার্দ্দিতঃ ॥১১২
মম ন গ্রহণে শক্তঃ পলায়নপরায়ণঃ।
ছিন্নং তু তন্তুবাহুল্যাৎ তন্তুরেকোঽবশেষিতঃ ॥ ১১৩
হেৎস্যামাহং তমপ্যাশু নির্বৃতো ভব লোমশ।
তয়োঃ সংবদতোরেবং তথৈবাপন্নয়োর্দ্বয়োঃ ॥ ১১৪
ক্ষয়ং জগাম সা রাত্রির্লোমশং ত্বাবিশদ্ ভয়ম্।
ততঃ প্রভাতসময়ে বিকৃতঃ কৃষ্ণপিঙ্গলঃ ॥ ১১৫
স্থূলশ্চিগ্ বিকৃতো রূক্ষঃ শ্বযূথপরিবারিতঃ।
শঙ্কুকর্ণো মহাবক্ত্রো মলিনো ঘোরদর্শনঃ ॥ ১১৬
পরিষো নাম চাণ্ডালঃ শস্ত্রপাণিরদৃশ্যত।
তং দৃষ্ট্বা যমদূতাভং মার্জ্জারস্তচ্চেতনঃ ॥ ১১৭

উবাচ বচনং ভীতঃ কিমিদানীং করিষ্যসি।
অথ তাবপি সম্ভ্রান্তৌ তং দৃষ্ট্বা ঘোরসঙ্কুলম্ ॥ ১১৮
ক্ষণেন নকুলোলূকৌ নৈরাশ্যমুপজগ্মতুঃ।
বলিনৌ মতিমন্তৌ চ সজ্যাস্তে চাপ্যুপগতৌ ॥ ১১৯
অশক্তৌ সুনয়াৎ তস্মাৎ সম্প্রধর্ষয়িতুং বলাৎ।
কার্য্যার্থে কৃতসন্ধানৌ দৃষ্ট্বা মার্জ্জারমূষিকৌ ॥ ১২০
উলূক-নকুলৌ তত্র জগ্মতুঃ স্বং স্বমালয়ম্।
ততশ্চিচ্ছেদ তং পাশং মার্জ্জারস্য চ মূষিকঃ ॥ ১২১
বিপ্রমুক্তোঽথ মার্জ্জারস্তমেবাভ্যপতদ্ দ্রুতম্।
স তস্মাৎ সম্ভ্রমাবর্ত্তান্মুক্তো ঘোরেণ শক্রণা ॥ ১২২
বিলং বিবেশ পলিতঃ শাখাং লেভে স লোমশঃ।
উন্মাথমপাথাদায় চাণ্ডালো বীক্ষ্য সর্ব্বশঃ ॥ ১২৩
বিহতাশঃ ক্ষণেনাস্তে তস্মাদ্ দেশাদপাক্রমৎ।
জগাম স স্বভবনং চাণ্ডালো ভরতর্ষভ ॥ ১২৪

কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া যাইলে পর কোন ব্যক্তিই তাহার আর কৃতিকে দেখিতে পায় না—তাহার হিতের দিকে চিত্ত করে না, অতএব সমস্ত কার্য্যই কিছু অবশিষ্ট রাখিবে। ১১১½

যখন চণ্ডাল আসিয়া পড়িবে, তখন তুমি তাহারই ভয়ে পীড়িত হইয়া পলাইতে থাকিবে; পরন্তু আমাকে ধরিবার তোমার ক্ষমতা থাকিবে না। ১১২½

আমি বহু তন্তু ছেদন করিয়া দিয়াছি, কেবল একটি তন্তুই অবশিষ্ট আছে। উহাও সত্বর আমি ছেদন করিব, লোমশ। অতএব তুমি শান্ত হও, উদ্বিগ্ন হইও না। ১১৩½

এইভাবে সঙ্কটে পতিত তাহাদের পরস্পর কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে সেই রাত্রি অতিবাহিত হইল। তখন লোমশের মনে অতিশয় ভয়ের সঞ্চার হইল ॥ ১১৪½

তদনন্তর প্রাতঃকালে পরিঘনামক চণ্ডালকে হস্তে অস্ত্র লইয়া আসিতে দেখা যাইল। এই চণ্ডালের আকৃতি বিকরাল ছিল, তাহার শরীরের বর্ণ কৃষ্ণ ও পীত, বহু অঙ্গ বিকৃত, নিতম্বভাগ স্থূল এবং স্বভাব ভীক্ষ্ণ ছিল। সে বহু কুকুরে পরিবেষ্টিত, মলিন বেশধারী ও দেখিতে অতিশয় ভয়ঙ্কর ছিল। তাহার মুখ বিশাল এবং কর্ণদ্বয় শঙ্কুর ন্যায় (খুঁটির ন্যায় সোজা) ছিল ॥১১৫-১১৬½

যমদূতের ন্যায় চণ্ডালকে আসিতে দেখিয়া বিড়ালের চিত্ত ভয়ে ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সে ভীত হইয়া বলিল—তুমি এখন কি করিবে? ১১৭½

একদিকে উভয়েই ভয়ে ভীত ছিল, অন্য দিকে ভয়ানক প্রাণিগণে পরিবেষ্টিত সেই চণ্ডাল আসিতেছিল। তাহাদের সকলকে দেখিয়া নকুল ও উলূক ক্ষণকালের মধ্যেই নিরাশ হইয়া পড়িল ॥ ১১৮½

তাহারা উভয়ে বলবান্ ও বুদ্ধিমান্ ছিল। ইঁদুরের গর্ত্তের পার্শ্বেই তাহারা উপবিষ্ট ছিল; কিন্তু ইঁদুর ও বিড়াল পরস্পর উত্তম নীতিতে সঙ্ঘবদ্ধ ছিল বলিয়া তাহারা ইহাদের বলপূর্ব্বক আক্রমণ করিতে পারিল না ॥১১৯½

ইঁদুর ও বিড়ালকে নিজ নিজ কার্য্যবশতঃ সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইতে দেখিয়া উলূক ও নকুল উভয়েই নিজ নিজ নিবাস স্থানে চলিয়া যাইল ॥ ১২০½

তদনন্তর ইঁদুর বিড়ালের বন্ধন ছেদন করিয়া দিল। জাল মুক্ত হইতেই বিড়াল সেই বৃক্ষের দিকে দ্রুত ধাবিত হইতে লাগিল। সেই ভয়ঙ্কর শত্রু ও বিভ্রান্তিকর দুরবস্থা হইতে মুক্তি পাইয়া পলিত (ইঁদুর) নিজ গর্ত্তে প্রবিষ্ট হইল এবং লোমশ (বিড়াল) বৃক্ষের শাখায় গিয়া আরোহণ করিল ॥১২১-১২২½

ভরতশ্রেষ্ঠ! চণ্ডাল সেই জালকে তুলিয়া লইয়া এদিক ওদিক ঘুরাইয়া ফিরাইয়া নিরীক্ষণ করত নিরাশ হইয়া ক্ষণকালের মধ্যেই সেই স্থান হইতে চলিয়া যাইল এবং শেষে নিজ গৃহে গমন করিল ॥ ১২৩-১২৪

ততস্তস্মাদ্ ভয়াদ্‌মুক্তো দুর্লভং প্রাপ্য জীবিতম্।
বিলস্থং পাদপপ্রস্থঃ পলিতঃ লোমশোঽব্রবীৎ ॥ ১২৫
অকৃত্বা সংবিদং কাঞ্চিৎ সহসা সমবপ্লুতঃ।
কৃতজ্ঞঃ কৃতকর্মাণং কিচ্চিন্মাং নাভিশঙ্কসে ॥ ১২৬
গত্বা চ মম বিশ্বাসং দত্ত্বা চ মম জীবিতম্
মিত্রোপভোগসময়ে কিং মাং ত্বং নোপসর্পসি ॥ ১২৭
কৃত্বা হি পূর্বং মিত্রাণি যঃ পশ্চান্নানুতিষ্ঠতি।
ন স মিত্রাণি লভতে কৃচ্ছ্রাস্বাপৎসু দুর্মতিঃ ॥ ১২৮
সৎকৃতোঽহং ত্বয়া মিত্র সামর্থ্যাদাত্মনঃ সখে।
স মাং মিত্রত্বমাপন্নমুপভোক্তুং ত্বমর্হসি ॥ ১২৯
যানি মে সন্তি মিত্রাণি যে চ সম্বন্ধিবান্ধবাঃ।
সর্বে ত্বাং পূজয়িষ্যন্তি শিষ্যা গুরুমিব প্রিয়ম্ ॥ ১৩০
অহঞ্চ পূজয়িষ্যে ত্বাং সমিত্রগণবান্ধবম্।
জীবিতস্য প্রদাতারং কৃতজ্ঞঃ কো ন পূজয়েৎ ॥ ১৩১
ঈশ্বরো মে ভবানস্তু স্বশরীরগৃহস্য চ।
অর্থানাং চৈব সর্বেষামনুশাস্তা চ মে ভব ॥ ১৩২
অমাত্যো মে ভব প্রাজ্ঞ পিতেবেহ প্রশাধি মাম্।
ন তেঽস্তি ভয়মস্মত্তো জীবিতেনাত্মনঃ শপে ॥ ১৩৩
বুদ্ধ্যা ত্বমুশনা সাক্ষাদ্ বলেনাধিকৃতা বয়ম্।
ত্বং মন্ত্রবলযুক্তো হি দত্ত্বা জীবিতমদ্য মে ॥ ১৩৪
এবমুক্তঃ পরাং শান্তিং মার্জারেণ স মূষিকঃ।
উবাচ পরমপ্রজ্ঞঃ শ্লক্ষ্ণমাত্মহিতং বচঃ ॥ ১৩৫
যদ্ ভবানাহ তৎ সর্বং ময়া তে লোমশ শ্রুতম্।
মমাপি তাবদ্ ব্রুবতঃ শৃণু যৎ প্রতিভাতি মে ॥ ১৩৬
বেদিতব্যানি মিত্রাণি বিজ্ঞেয়াশ্চাপি শত্রবঃ।
এতৎ সুসূক্ষ্মং লোকেঽস্মিন্ দৃশ্যতে প্রাজ্ঞসম্মতম্ ॥ ১৩৭

সেই ভয় হইতে মুক্ত হইয়া ও জীবন লাভ করত বৃক্ষের শাখায় উপবিষ্ট লোমশ বিলের মধ্যে অবস্থিত ইঁদুরকে বলিল ॥ ১২৫

তুমি আমার সহিত কোনরূপ বার্তালাপ না করিয়াই এই-ভাবে বিলের মধ্যে সহসা কেন প্রবিষ্ট হইলে? আমি কৃতজ্ঞ, তোমার প্রাণরক্ষা করিয়াও আমি তোমার এক মহৎ কর্ম সম্পন্ন করিয়াছি, তথাপি তুমি আমার দিক্ দিয়া কোনরূপ ভীতি শোষণ করিতেছ না ত' ১২৬

মিত্র! তুমি বিপদের সময় আমাকে বিশ্বাস করিয়াছ এবং আমাকে জীবনদানও করিয়াছ এখন মৈত্রী সুখ অনুভব করিবার সময় আসিলেও তুমি কেন আমার নিকট আসিতেছ না? ১২৭

যে দুর্মতি, সে-ই প্রথমে সহজভাবে মিত্রতা স্থাপিত করিয়া পরে সেই মিত্রভাবে স্থির থাকে না, সেই ব্যক্তি পরে কষ্টদায়ক বিপদে পতিত হইলে মিত্রকে প্রাপ্ত হয় না অর্থাৎ তাহার আর কোন সাহায্য সে পায় না ॥ ১২৮

মিত্র! তুমি নিজ শক্তি অনুসারে আমার সৎকার করিয়াছ এবং আমি তোমার মিত্র হইয়াছি; সখে! অতএব আমার সহিত অবস্থান করত তুমিও মিত্রতা সুখ অনুভব কর ॥ ১২৯

আমার যে সব মিত্র, সম্বন্ধী ও বন্ধু-বান্ধব আছে, তাহারাও তোমার সেইভাবে সেবা-পূজা করিবে, যেরূপ শিষ্যগণ নিজ নিজ ইষ্ট গুরুদেবের সেবা-পূজা করিয়া থাকে ॥ ১৩০

আমিও মিত্র ও বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত তোমার সর্বদাই আদর-সৎকার করিতে থাকিব। জগতে এরূপ কোন্ পুরুষ আছে, যে নিজের জীবনদাতাকে পূজা না করিবে? ১৩১

তুমি আমার নিজ দেহের ও গৃহের প্রভু হইয়া যাও। আমার যাহা কিছু সম্পত্তি আছে, তৎ সমস্ত তোমারই হইল, তুমি আমার শাসক ও ব্যবস্থাপক হও ॥ ১৩২

প্রাজ্ঞ! তুমি আমার মন্ত্রী হও এবং পিতার ন্যায় আমাকে কর্তব্যের উপদেশ কর। আমি আমার জীবনের শপথ করত বলিতেছি যে, আমাদের দিক্ হইতে তোমার কোনও ভয় নাই ॥ ১৩৩

তুমি সাক্ষাৎ শুক্রাচার্যের ন্যায় বুদ্ধিমান্, অতএব তোমার মধ্যে মন্ত্রণার বল বিদ্যমান আছে। আজ তুমি আমাকে জীবন দান করত স্বীয় মন্ত্রণা বলে আমাদের সকলের হৃদয়ের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছ ॥ ১৩৪

বিড়ালের এইরূপ অতিশয় শান্তিপূর্ণ মধুর বাক্য শ্রবণ করত মন্ত্রণাবিষয়ে অভিজ্ঞ ইঁদুর মধুর বাক্যে নিজের পক্ষে হিতকর এই কথা বলিলেন ॥ ১৩৫

লোমশ! তুমি যাহা কিছু বলিলে, তৎ সমস্তই আমি শ্রবণ করিয়াছি। এখন আমার বুদ্ধিতে যে বিচার স্ফুরিত হইতেছে, উহা বলিতেছি, তুমি আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর ॥ ১৩৬

যেমন মিত্রদিগকে জানা উচিত এবং সেইরূপ শত্রুগণকেও ভালভাবে জানা উচিত। এ জগতে মিত্র ও শত্রুকে জানিতে

শত্রুরূপাং হি সুহৃদো মিত্ররূপাশ্চ শত্রবঃ।
সন্ধিতাস্তে ন বুধ্যন্তে ন কাম-ক্রোধবশং গতাঃ॥ ১৩৮
নাস্তি জাতু রিপুর্নাম মিত্রং নাম ন বিদ্যতে।
সামর্থ্যযোগাজ্জায়ন্তে মিত্রাণি রিপবস্তথা॥ ১৩৯
যো যস্মিন্ জীবতি স্বার্থং পশ্যেৎ পীড়াং ন জীবতি।
স তস্য মিত্রং তাবৎ স্যাদ্ যাবন্ন স্যাদ্ বিপর্যয়ঃ॥ ১৪০
নাস্তি মৈত্রী স্থিরা নাম ন চ ধ্রুবমসৌহৃদম্।
অর্থযুক্ত্যানুজায়ন্তে মিত্রাণি রিপবস্তথা॥ ১৪১
মিত্রঞ্চ শত্রুতামেতি কস্মিংশ্চিৎ কালপর্যয়ে
শত্রুশ্চ মিত্রতামেতি স্বার্থো হি বলবত্তরঃ॥ ১৪২
যো বিশ্বসিতি মিত্রেষু ন বিশ্বসিতি শত্রুষু।
অর্থযুক্তিমবিজ্ঞায় যঃ প্রীতৌ কুরুতে মনঃ॥ ১৪৩
মিত্রে বা যদি বা শত্রৌ তস্যাপি চলিতা মতিঃ।
ন বিশ্বসেদবিশ্বস্তে বিশ্বস্তে নাতিবিশ্বসেৎ॥ ১৪৪
বিশ্বাসাদ্ ভয়মুৎপন্নমপি মূলানি কৃন্তন্তি
অর্থযুক্ত্যা হি জায়ন্তে পিতা মাতা সুতস্তথা॥ ১৪৫
মাতুলা ভাগিনেয়াশ্চ তথা সম্বন্ধি-বান্ধবাঃ।
পুত্রং হি মাতাপিতরৌ ত্যজতঃ পতিতং প্রিয়ম্॥ ১৪৬
লোকো রক্ষতি চাত্মানং পশ্য স্বার্থস্য সারতাম্
সামান্যা নিষ্কৃতিঃ প্রাজ্ঞ যো মোক্ষাৎ প্রত্যনন্তরম্॥ ১৪৭
কৃতং মৃগয়সে শত্রুং সুখোপায়মসংশয়ম্।
অস্মিন্ নিলয় এব ত্বং ন্যগ্রোধাদবতারিতঃ॥ ১৪৮
পূর্বং নিবিষ্টমুন্মাথঃ চপলত্বান্ন বুদ্ধবান্
আত্মানশ্চপলো নাস্তি কুতোঽন্যেষাং ভবিষ্যতি॥ ১৪৯

অত্যন্ত সূক্ষ্ম বুদ্ধির প্রয়োজন হয়—ইহা দেখা যায় এবং জ্ঞানী ব্যক্তিগণের অভিমতও ইহাই। ১৩৭

কোন কোন বিশেষ সময়ে মিত্ররা শত্রু হইয়া যায় এবং শত্রুরাও মিত্র হইয়া যায়। পরস্পর সন্ধি করিয়া লইলেও যখন তাহারা কাম ও ক্রোধের বশীভূত হইয়া পড়ে, তখন ইহা জানা অসম্ভব হইয়া উঠে যে, তাহারা মিত্রভাবসম্পন্ন কিংবা শত্রু-ভাবাপন্ন?। ১৩৮

কেহ কাহারও কখনও শত্রু হয় না এবং কেহ কাহারও মিত্রও হয় না। প্রয়োজনীয় সামর্থ্যানুসারে কাহারা মিত্র হয় এবং কাহারা শত্রুও হইয়া থাকে। ১৩৯

যে জীবিত থাকিলে যে ব্যক্তি নিজের স্বার্থসিদ্ধি হইতে দেখে এবং যে মৃত হইলে নিজের হানি হইয়াছে বলিয়া যে ব্যক্তি মনে করে, সেই ব্যক্তি সেই পর্য্যন্তই তাহার মিত্র থাকে, যদি কখনও এই নিয়মের বিপর্য্যয় না ঘটে। ১৪০

মৈত্রী কোন স্থির বস্তু নহে এবং শত্রুতাও সর্ব্বদা স্থির থাকে না। স্বার্থের সম্বন্ধানুসারে কখনও মিত্র হইয়া থাকে। ১৪১

কখনও কখনও সময়ের বিপর্য্যয়ে মিত্র শত্রু হইয়া যায় এবং শত্রুও মিত্র হইয়া থাকে; কারণ, স্বার্থই সর্ব্বত্র অতিশয় বলবান্। ১৪২

যে ব্যক্তি স্বার্থের সম্বন্ধে বিচার না করিয়াই মিত্রদের উপর কেবল বিশ্বাস ও শত্রুদের উপর সতত অবিশ্বাস করে এবং যে ব্যক্তি শত্রু বা মিত্র সকলেরই প্রতি প্রেমভাব স্থাপিত করিতে আরম্ভ করে, তাহার বুদ্ধিও 'চঞ্চল' জানিতে হইবে। ১৪৩½

যে বিশ্বাসের পাত্র নহে, তাহাকে কখনও বিশ্বাস করিবে না এবং যে বিশ্বাসের পাত্র, তাহারও উপর অধিক বিশ্বাস করিবে না; কারণ, বিশ্বাস হইতে উৎপন্ন ভয় সকলের মূলোচ্ছেদ করিয়া থাকে। ১৪৪½

মাতা-পিতা, পুত্র, মাতুল, ভাগিনেয়, সম্বন্ধী ও বন্ধু-বান্ধব—এই সকলের মধ্যে স্বার্থসম্বন্ধবশতঃই স্নেহ বিদ্যমান থাকে।১৪৫½

নিজের প্রিয় পুত্রও যদি পতিত হয়, তবে মাতা-পিতা তাহাকে ত্যাগ করিয়া থাকেন এবং সকল ব্যক্তিই সর্ব্বদা নিজেকে রক্ষা করিয়াই থাকেন। অতএব এ জগতে স্বার্থের সারত্ব অবলোকন কর। ১৪৬½

বুদ্ধিমান্ লোমশ! যে তুমি আজ জালবন্ধন হইতে মুক্ত হইবার পরই কৃতজ্ঞতাবশতঃ আমার নিজের শত্রুদের সুখ-ভোগের জন্য নিঃসংশয়ে যে উপায় অন্বেষণ করিতেছ, তাহার কারণ কি? যে পর্য্যন্ত উপকারের প্রত্যুপকার করা সম্ভব, সেই পর্য্যন্ত তোমার ও আমার সমানই স্থিতি অর্থাৎ যদি আমি তোমাকে প্রাণ-সঙ্কট হইতে রক্ষা করিয়া থাকি, তবে তুমিও ত' আমাকে তাদৃশ বিপদ হইতেই রক্ষা করিয়াছ? এরূপ অবস্থায় আমি তোমার কিছুই করিতেছি না, তবে তুমি কেন উপকারের প্রত্যুপকার করিতে ব্যগ্র হইয়াছ? ১৪৭½

তুমি এ স্থানে এই বটবৃক্ষ হইতে নামিয়াছিলে এবং পূর্ব্ব হইতেই এস্থানে জাল পাতা ছিল; কিন্তু তুমি চঞ্চলতাবশতঃ উহা কোনরূপে বুঝিতে পার নাই; সুতরাং আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলে। ১৪৮½

চঞ্চল প্রাণী যখন নিজের জন্যই কল্যাণকারী হইতে পারে না, তখন সে অপরের কল্যাণ কি করিয়া করিবে? অতএব এবিষয়ে

তস্মাৎ সর্বাণি কার্য্যাণি চপলো হন্ত্যসংশয়ম্ ।
ব্রবীষি মধুরং যচ্চ প্রিয়ো মেঽস্তু ভবানিতি ॥ ১৫০
তত্রাত্র কারণং সর্বং বিস্তরেণাপি মে শৃণু
কারণাৎ প্রিয়তামেতি দ্বেষ্যো ভবতি কারণাৎ ॥১৫১
অর্থার্থী জীবলোকোঽয়ং ন কশ্চিৎ কস্যচিৎ প্রিয়ঃ ।
সখ্যং সোদর্য্যয়োর্ভ্রাত্রোর্দম্পত্যোর্বা পরস্পরম্ ॥১৫২
কস্যচিন্নাভিজানামি প্রীতিং নিষ্কারণামিহ
যদ্যপি ভ্রাতরঃ ক্রুদ্ধা ভার্য্যা বা কারণান্তরে ॥ ১৫৩
স্বভাবতস্তে প্রীয়ন্তে নেতরঃ প্রীয়তে জনঃ ।
প্রিয়ো ভবতি দানেন প্রিয়বাদেন চাপরঃ ॥ ১৫৪
মন্ত্র-হোম-জপৈরন্যঃ কার্য্যার্থং প্রীয়তে জনঃ ।
উৎপন্না কারণে প্রীতিরাসীন্নো কারণান্তরে ॥ ১৫৫

নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারা যায় যে, চঞ্চল ব্যক্তি সকল কার্য্যই নষ্ট করিয়া দেয় ॥ ১৫২½

ইহা ব্যতীত তুমি যে এখন মধুর মধুর বাক্য বলিতেছ, (আজ তুমি আমার অতিশয় প্রিয়) এ সবেরও কারণ আছে; মিত্র! সেই সমস্ত আমি সবিস্তারে বলিতেছি, শ্রবণ কর। এ জগতে কারণবশতঃই একে অন্যের প্রিয়পাত্র হয় এবং কারণ-বশতঃই একজন অপর-জনের বিদ্বেষভাজন হইয়া থাকে ॥ ১৫০-১৫১

এই জীবজগৎ স্বার্থান্বেষী কেহ কাহারও প্রিয় নহে। সহোদর দুই ভ্রাতার মধ্যে এবং পতি ও পত্নীর যে পরস্পর প্রেম, উহাও স্বার্থমূলক। এ জগতে কাহারও প্রেম নিষ্কারণ (স্বার্থরহিত) আছে, উহা আমি জানি না ॥ ১৫২½

কখনও কখনও স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইলে ভ্রাতাও কুপিত হয় অথবা পত্নীও ক্রুদ্ধ হইয়া থাকে। যদ্যপি ইহারা পরস্পর স্বভাবতঃ যেরূপ প্রেম করিয়া থাকে, তাহা অন্য কোন সাধারণ মানুষ করিতে পারে না ॥ ১৫৩½

কেহ দানের দ্বারা প্রিয় হইয়া থাকে, কেহ প্রিয় বাক্যের দ্বারা অপরের প্রীতিভাজন হয় এবং কোন কার্য্য সিদ্ধির জন্য মন্ত্র, হোম ও জপ করিলে কেহ আবার কাহারও প্রীতিপাত্র হইয়া থাকে ॥ ১৫৪½

কোন কারণ (স্বার্থ) লইয়া উৎপন্ন প্রীতি যতক্ষণ সেই কারণ থাকে, ততক্ষণই উহা বিদ্যমান থাকে। সেই কারণের আশ্রয় যদি নষ্ট হইয়া যায়, তবে তাহার জন্য কৃত কারণও স্বতই নিবৃত্ত হইয়া থাকে ॥ ১৫৫½

প্রধ্বস্তে কারণস্থানে সা প্রীতির্বিনিবর্ত্ততে
কিং নু তৎ কারণং মন্যে যেনাহং ভবতঃ প্রিয়ঃ ॥১৫৬
অনাত্মাভাবহারার্থং তত্রাপি চ বুধা বয়ম্ ।
কালো হেতুং বিকুরুতে স্বার্থস্তমনু বর্ত্ততে ॥ ১৫৭
স্বার্থং প্রাজ্ঞোঽভিজানাতি প্রাজ্ঞং লোকোঽনুবর্ত্ততে।
ন ত্বাদৃশং ত্বয়া বাচ্যং বিদুষি স্বার্থপণ্ডিতে ॥ ১৫৮
অকালে হি সমর্থস্য স্নেহহেতুরয়ং তব ।
তস্মান্নাহং চলে স্বার্থাৎ সুস্থিরঃ সন্ধিবিগ্রহে ॥ ১৫৯
অভ্রাণামিব রূপাণি বিকুর্বন্তি ক্ষণে ক্ষণে ।
অদ্যৈব হি রিপুর্ভূত্বা পুনরদ্যৈব মে সুহৃৎ ॥ ১৬০
পুনশ্চ রিপুরদ্যৈব যুক্তানাং পশ্য চাপলম্ ।
আসীন্মৈত্রী তু তাবন্নো যাবদ্ধেতুরভূৎ পুরা ॥১৬১

এখন আমার দেহকে ভোজন করা ব্যতীত অপর আর কি কারণ আছে, যাহার দ্বারা আমি বুঝিতে পারি যে, সত্যই আমার উপর তোমার প্রীতি আছে? এই সময় তোমার যে স্বার্থ, উহা আমি উত্তমরূপে জানি ॥ ১৫৬½

সময় কারণের স্বরূপ পরিবর্ত্তন করিয়া দেয় এবং স্বার্থ সেই সময়ের অনুসরণ করে। বিদ্বান্ পুরুষ সেই স্বার্থকে বুঝিতে পারেন, সেইজন্য সাধারণ মানুষ সেই বিদ্বান্ পুরুষের অনুগমন করে। ইহার তাৎপর্য্য হইল—আমি বিদ্বান্। সেই কারণে তোমার স্বার্থ সর্ব্বতোভাবে বুঝিতে পারিতেছি; অতএব তুমি আমার সহিত এরূপ বাক্যালাপ আর করিবে না ॥১৫৭-১৫৮

তুমি শক্তিশালী হইয়াও এই যে অসময়ে আমার উপর এতাদৃশ স্নেহ দেখাইতেছ, ইহাতে এই স্বার্থই হইল কারণ; অতএব আমিও নিজের স্বার্থ হইতে কখনও বিচলিত হইব না। সন্ধি ও বিগ্রহ (কলহ) বিষয়ে আমার বিচার সুনিশ্চিত ॥ ১৫৯

মিত্রতা ও শত্রুতার রূপ মেঘের ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। আজ তুমি আমার শত্রু হইয়া পুনরায় আজই তুমি আমার মিত্র হইয়া যাইতে পারিবে। দেখ, এই স্বার্থের সম্বন্ধ কিরূপ চঞ্চল? ১৬০½

পূর্ব্বে যখন উপযুক্ত কারণ ছিল, তখন আমাদের উভয়ের মধ্যে মৈত্রী স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু সময় যাহাকে উপস্থিত করিয়াছিল, সেই কারণ নিবৃত্ত হওয়ায় তাহার সহিত আমাদের মৈত্রীও চলিয়া গিয়াছে ॥ ১৬১½

সা গতা সহ তেনৈব কালযুক্তেন হেতুনা।
ত্বং হি মে জাতিতঃ শত্রুঃ সামর্থ্যান্মিত্রতাং গতঃ ॥১৬১
তৎ কৃত্যমভিনির্বর্ত্য প্রকৃতিঃ শত্রুতাং গতা।
সোঽহমেবং প্রণীতানি জ্ঞাত্বা শাস্ত্রাণি তত্ত্বতঃ ॥ ১৬৩
প্রবিশেয়ং কথং পাশং ত্বৎকৃতে তদ্ বদস্ব মে।
ত্বদ্বীর্য্যেণ প্রমুক্তোঽহং মদ্বীর্য্যেণ তথা ভবান্ ॥১৬৪
অন্যোন্যানুগ্রহে বৃত্তে নাস্তি ভূয়ঃ সমাগমঃ।
ত্বং হি সৌম্য কৃতার্থোঽদ্য নিবৃত্তার্থাস্তথা বয়ম্ ॥১৬৫
ন তেঽস্ত্যদ্য ময়া কৃত্যং কিঞ্চিদন্যত্র ভক্ষণাৎ।
অহমন্নং ভবান্ ভোক্তা দুর্বলোঽহং ভবান্ বলী ॥ ১৬৬
নাবয়োর্বিদ্যতে সন্ধির্বিযুক্তে বিষমে বলে
স মন্যেঽহং তব প্রজ্ঞাং যন্মোক্ষাৎ প্রত্যনন্তরম্ ॥ ১৬৭
ভক্ষ্যং মৃগয়সে নূনং সুখোপায়েন কর্মণা।

তুমি আমার জাতিগত শত্রু, কিন্তু কোন এক বিশেষ প্রয়োজনে মিত্র হইয়াছিলে। সেই প্রয়োজন সিদ্ধ হইবার পর তোমার প্রকৃতি এখন সেই সহজ শত্রুতায় পরিণত হইয়াছে ॥ ১৬২½

আমি এইভাবে গুরুাদি আচার্যগণের নীতি শাস্ত্রবাক্য-সমূহ যথাযথভাবে জানিয়াও তোমার জন্য সেই জালের মধ্যে কেন প্রবেশ করিয়াছিলাম ? ইহা তুমি আমাকে বল ॥ ১৬৩½

তোমার পরাক্রমে আমি প্রাণসঙ্কট হইতে মুক্ত হইয়াছি। যখন পরস্পর পরস্পরের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিবার কার্য্য পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, তখন পুনরায় আমাদের পরস্পর মিলিত হইবার কোনও আবশ্যকতা নাই ॥ ১৬৪½

সৌম্য ! এখন তোমার কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে এবং আমারও প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছে, অতএব এখন আমাকে ভোজন করা ব্যতীত আমার দ্বারা আর তোমার কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই ॥ ১৬৫½

আমি অন্ন, আর তুমি উহার ভোক্তা। আমি দুর্বল আর তুমি বলবান্। এইভাবে আমার ও তোমার বলের মধ্যে কোনই সাদৃশ্য নাই। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বহু। অতএব আমাদের উভয়ের মধ্যে সন্ধি হইতে পারে না ॥ ১৬৬½

আমি তোমার অভিসন্ধি জানিতে পারিয়াছি। নিশ্চয়ই তুমি জাল হইতে মুক্ত হইবার পর হইতে সহজ উপায় ও প্রযত্নের দ্বারা আহার অন্বেষণ করিতেছ ॥ ১৬৭½

আহারের অন্বেষণ করিতে বাহির হইয়াই তুমি জালে

ভক্ষ্যার্থং ত্বববদ্ধস্ত্বং স মুক্তঃ পীড়িতঃ ক্ষুধা ॥ ১৬৮
শাস্ত্রজ্ঞাং মতিমাস্থায় নূনং ভক্ষয়িতাদ্য মাম্।
জানামি ক্ষুধিতং তু ত্বামাহারসময়শ্চ তে ॥ ১৬৯
স ত্বং মামভিসন্ধায় ভক্ষ্যং মৃগয়সে পুনঃ।
ত্বং চাপি পুত্রদারস্থো যৎ সন্ধিং সৃজসে ময়ি ॥ ১৭০
শুশ্রূষাং যতসে কর্তুং সখে মম ন তৎ ক্ষমম্।
ত্বয়া মাং সহিতং দৃষ্ট্বা প্রিয়া ভার্য্যা সুতাশ্চ তে ॥ ১৭১
কস্মাৎ তে মাং ন খাদেয়ুর্দৃষ্টাঃ প্রণয়িনস্ত্বয়ি।
নাহং ত্বয়া সমেষ্যামি বৃত্তো হেতুঃ সমাগমে ॥১৭২
শিবং ধ্যায়স্ব মে স্বস্থঃ সুকৃতং স্মরসে যদি।
শত্রোরনার্য্যভূতস্য ক্লিষ্টস্য ক্ষুধিতস্য চ ॥ ১৭৩
ভক্ষ্যাং মৃগয়মাণস্য কঃ প্রাজ্ঞো বিষয়ং ব্রজেৎ
স্বস্তি তেঽস্তু গমিষ্যামি দূরাদপি তবোদ্বিজে ॥ ১৭৪

আবদ্ধ হইয়াছিল এবং এখন সেই জাল হইতে মুক্ত হইয়া তুমি ক্ষুধায় পীড়িত হইতেছ। নিশ্চয়ই শাস্ত্রীয় বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করত এখন তুমি আমাকে ভোজন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছ। আমি জানি, তুমি ক্ষুধিত এবং এখনই ভোজনের সময়, অতএব পুনরায় আমার সহিত সন্ধি করিয়া নিজের জন্য তুমি ভোজন অন্বেষণ করিতেছ ॥ ১৬৮-১৬৯½

সখে ! তুমি যে পুত্র-ভার্য্যাদির মধ্যে অবস্থান করত আমার সহিত সন্ধির ভাব দেখাইতেছ এবং আমার সেবা করিবার যত্ন করিতেছ, সেই সব আমার যোগ্য নহে ॥ ১৭০½

তোমার সহিত আমাকে দেখিয়া তোমার উপর প্রণয়াবদ্ধ তোমার প্রিয় পত্নী ও পুত্রগণ হৃষ্ট হইয়া কেন আমাকে ভোজন করিবে না ? ১৭১½

এখন আমি তোমার সহিত মিলিত হইব না। আমাদের উভয়ের মিলনের যে উদ্দেশ্য ছিল, উহা পূর্ণ হইয়াছে। যদি তোমার আমার শুভ কর্মের (উপকারের) স্মরণ হয়, তবে তুমি স্বয়ংই স্বস্থ হইয়া আমারও কল্যাণ চিন্তা কর ॥ ১৭২½

যে নিজের ভোজনের জন্য অনুসন্ধান করিতেছে, সে যদি শত্রু, দুষ্ট, কষ্টে পতিত এবং ক্ষুধিতও হয়, তবে তাহার সম্মুখে কোন্ বুদ্ধিমান্ গমন করিয়া থাকে ? ১৭৩½

তোমার কল্যাণ হউক। এখন আমি চলিয়া যাইব। দূর হইতেও আমার তোমাকে ভয় হয়। আমার গমন বিশ্বাস পূর্ব্বক হউক কিংবা প্রমাদবশতঃ হউক ; এই সময় ইহাই আমার

বিশ্বস্তং বা প্রমত্তং বা এতদেব কৃতং ভবেৎ।
বলবৎসন্নিকর্ষো হি ন কদাচিৎ প্রশস্যতে ॥ ১৭৫
নাহং ত্বয়া সমেষ্যামি নিবৃত্তো ভব লোমশ
যদি ত্বং সুকৃতং বেৎসি তৎ সখ্যমনুসারয় ॥ ১৭৬
প্রশাস্তাদপি মে পাদাদ্ ভেতব্যং বলিনঃ সদা।
যদি স্বার্থং ন তে কার্য্যং ব্রূহি কিং করবাণি তে ॥১১৭
কামং সর্বং প্রদাস্যামি ন ত্বাহমাত্মানং কদাচন।
আত্মার্থে সন্ততিস্ত্যাজ্যা রাজ্যং রত্নং ধনানি চ ॥ ১৭৮
অপি সর্বস্বমুৎসৃজ্য রক্ষেদাত্মানমাত্মনা।
ঐশ্বর্য্যধনরত্নানাং প্রত্যামিত্রে নিবর্ত্ততাম্ ॥ ১৭৯
দৃষ্টা হি পুনরাবৃত্তির্জীবতামিতি নঃ শ্রুতম্।
ন ত্বাত্মনঃ সম্প্রদানং ধনরত্নবদিষ্যতে ॥ ১৮০
আত্মা হি সর্বদা রক্ষ্যো দারৈরপি ধনৈরপি।

করণীয় বলবানের নিকট অবস্থান করা দুর্বল প্রাণীর পক্ষে উত্তম বলিয়া কথিত হয় নাই ॥ ১৭৪-১৭৫

লোমশ! এখন আমি তোমার সহিত কখনই মিলিত হইব না। যদি তুমি বুঝিয়া থাক যে, আমি তোমার উপকার করিয়াছি, তাহা হইলে তুমি আমার প্রতি সর্ব্বদা মৈত্রীভাব অনুসরণ করিয়া যাইবে ॥১৭৬

যে বলবান্ ও পাপী, সে শান্তভাবে থাকিলেও আমার তাহা হইতে সর্ব্বদা ভয় হওয়া উচিত। যদি আমার দ্বারা তোমার কোন স্বার্থসিদ্ধি করিতে না হয়, তবে বল, ইহার অতিরিক্ত তোমার আর কোন কার্য্য করিব? ১৭৭

আমি তোমাকে ইচ্ছানুসারে সব কিছুই দান করিতে পারি, কিন্তু আমি আমাকে কখনও তোমায় দিব না। আমি আমাকে রক্ষা করিবার জন্য সন্তান, রাজ্য, রত্ন ও ধনসকলও ত্যাগ করিতে সমর্থ। নিজের সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াও স্বয়ংই নিজেকে রক্ষা করা উচিত ॥ ১৭৮½

আমি শুনিয়াছি যে, যদি প্রাণী জীবিত থাকে, তবে সে শত্রু-কর্তৃক অধিকৃত ঐশ্বর্য্য, ধন ও রত্নসকল পুনরায় ফিরিয়া পাইতে পারে। এ বিষয় আমি প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছি ॥ ১৭৯½

ধন ও রত্নসমূহের ন্যায় নিজেকে নিজেই শত্রুর হস্তে অর্পণ করা অভীষ্ট নহে; যেহেতু ধনসকল এবং স্ত্রীর দ্বারাও অর্থাৎ এই সকল ত্যাগ করিয়াও সর্ব্বদা নিজেকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য ॥ ১৮০½

আত্মরক্ষণতন্ত্রাণাং সুপরীক্ষিতকারিণাম্ ॥ ১৮১
আপদো নোপপদ্যন্তে পুরুষাণাং স্বদোষজাঃ।
শত্রূন্ সম্যগ্ বিজানন্তি দুর্বলা যে বলীয়সঃ ॥ ১৮২
ন তেষাং চাল্যতে বুদ্ধিঃ শাস্ত্রার্থকৃতনিশ্চয়া।
ইত্যভিব্যক্তমেবং স পালিতেনাভিভর্ৎসিতঃ ॥ ১৮৩
মার্জারো ব্রীড়িতো ভূত্বা মূষিকং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১৮৪

লোমশ উবাচ।

সত্যং শপে ত্বয়াহং বৈ মিত্রদ্রোহো বিগর্হিতঃ।
তন্মন্যেঽহং তব প্রজ্ঞাং যত্ত্বং মম হিতে রতঃ ॥ ১৮৫
উক্তবানর্থতত্ত্বেন ময়াসন্নিন্নদর্শনঃ।
ন তু মামন্যথা সাধো ত্বং গ্রহীতুমিহার্হসি ॥ ১৮৬
প্রাণপ্রদানজং ত্বত্তো ময়ি সৌহৃদমাগতম্।
ধর্মজ্ঞোঽস্মি গুণজ্ঞোঽস্মি কৃতজ্ঞোঽস্মি বিশেষতঃ ॥১৮৭

যাহারা আত্মরক্ষায় তৎপর এবং সর্ব্বতোভাবে পরীক্ষা করিয়া নির্ণয় করত কার্য্যসম্পন্ন করে, এরূপ পুরুষগণ নিজেদেরই দোষে উৎপন্ন বিপদে পতিত হয় না ॥ ১৮১½

যাহারা দুর্বল, তাহারা যদি নিজেদের শত্রুদিগকে ভালভাবে জানিতে সমর্থ হয়, তবে তাহাদের শাস্ত্রের অর্থজ্ঞানের দ্বারা স্থিরীকৃত বুদ্ধি কখনও বিচলিত হয় না ॥ ১৮২½

পলিত (ইঁদুর) কর্তৃক যখন এইভাবে কঠোর ভাষায় স্পষ্টরূপে বিড়াল ভৎর্সিত হইল, তখন বিড়াল লজ্জিত হইয়া পুনরায় ইঁদুরকে এই কথা বলিল ॥১৮৩-১৮৪

লোমশ বলিল,—সখে! আমি তোমাকে সত্যের শপথ লইয়া বলিতেছি যে, মিত্রদ্রোহ করা অতিশয় ঘৃণিত কার্য্য। তুমি যে সর্ব্বদা আমার হিতে নিরত আছ, ইহাতে আমি তোমার উত্তম বুদ্ধির পরিণাম বুঝিতে পারিতেছি ॥ ১৮৫

তুমি যথাযথভাবে নীতিশাস্ত্রের সার আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছ। আমার মতের সহিত তোমার মতের কোনরূপই ভেদ নাই। সৎপুরুষ! কিন্তু তুমি আমাকে অন্যরূপে অর্থাৎ বিপরীতভাবে গ্রহণ করিও না ॥ ১৮৬

তুমি আমাকে প্রাণদান করিয়াছ। ইহার দ্বারা আমার উপর তোমার সৌহার্দের প্রভাব প্রতিফলিত হইয়াছে। আমি ধর্মকে জানি, গুণসকলের বিষয়ও বুঝি, বিশেষতঃ আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ, মিত্রবৎসল ও সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম বাক্য এই যে, আমি তোমার ভক্ত; অতএব সাধো! তুমি আমার সহিত সেইরূপ

মিত্রেষু বৎসলশ্চাস্মি ত্বত্তশ্চ বিশেষতঃ।
তস্মাদেবং পুনঃ সাধো ময্যাচরিতুমর্হসি ॥ ১৮৮
ত্বয়া হি বাচ্যমানোঽহং জহ্যাং প্রাণান্ সবান্ধবঃ
বিশ্রব্ধো হি বুধৈর্দৃষ্টো মদ্বিধেষু মনস্বিষু ॥ ১৮৯
ঔদেতর্দ্ ধর্মতত্ত্বজ্ঞ ন ত্বং শঙ্কিতুমর্হসি
ইতি সংস্তূয়মানোঽপি মার্জারেণ স মূষিকঃ ॥ ১৯০
মনসা ভাবগম্ভীরো মার্জারং বাক্যমব্রবীৎ।
সাধুর্ভবান্ শ্রুতার্থোঽস্মি প্রীয়ে চ ন চ বিশ্বসে ॥ ১৯১
সংস্তবৈর্বা ধনৈর্বাপি নাহং শক্যঃ পুনস্ত্বয়া
ন হ্যমিত্রে বশং যান্তি প্রাজ্ঞা নিষ্কারণং সখে ॥ ১৯২
অস্মিন্নর্থে চ গাথে দ্বে নিবোধোশনসা কৃতে।
শত্রুসাধারণে কৃত্যে কৃত্বা সন্ধিং বলীয়সা ॥ ১৯৩
সমাহিতশ্চরেদ্ যুক্ত্যা কৃতার্থশ্চ ন বিশ্বসেৎ।
ন বিশ্বসেদবিশ্বস্তে বিশ্বস্তে নাতিবিশ্বসেৎ ॥ ৯৪
নিত্যং বিশ্বাসয়েদন্যান্ পরেষাং তু ন বিশ্বসেৎ।
তস্মাৎ সর্বাস্ববস্থাসু রক্ষেজ্জীবিতমাত্মনঃ ॥ ১৯৫
দ্রব্যাণি সম্ভৃতিশ্চৈব সর্বং ভবতি জীবিতে।
সংক্ষেপো নীতিশাস্ত্রাণামবিশ্বাসঃ পরো মতঃ ॥ ১৯৬
নৃষু তস্মাদবিশ্বাসঃ পুরুষঃ হিতমাত্মনঃ
বধ্যন্তে হ্যবিশ্বস্তাঃ শত্রুভির্দুর্বলা অপি ॥ ১৯৭
বিশ্বস্তাস্তেষু বধ্যন্তে বলবন্তোঽপি দুর্বলৈঃ
তস্মিধেভ্যো ময়া হ্যাত্মা রক্ষ্যো মার্জার সর্বদা ॥ ১৯৮
রক্ষ ত্বমপি চাত্মানং চাণ্ডালাজ্জাতিবিস্মিতাৎ
স তস্য শ্রুবতত্ত্বেবং সংত্রাসাজ্জাতসাধ্বসঃ ॥ ১৯৯
শাখাং হিত্বা দ্রুবেনাশু মার্জারঃ প্রযযৌ ততঃ।
ততঃ শাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞো বুদ্ধিসামর্থ্যমাত্মনঃ ॥ ২০০

আচরণ কর—পরস্পর মিলিত হইয়া একত্রে আমার সহিত বিচরণ কর ॥ ১৮৭-১৮৮

যদি তুমি বল, তাহা হইলে আমি বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত তোমার জন্য নিজের প্রাণও ত্যাগ করিতে পারি। বিদ্বান্‌গণ আমার ন্যায় মনস্বী পুরুষদের উপর সর্বদা বিশ্বাস করিয়াছেন এবং বিশ্বস্ত বলিয়া দৃষ্টিপাত করিয়াছেন ॥ ১৮৯

ধর্মের তত্ত্বে অভিজ্ঞ পণ্ডিত! আমার উপর তোমার সন্দেহ করা উচিত নহে। বিড়ালকর্তৃক এইরূপ পুনঃপুনঃ প্রশংসিত হইলে পর ইঁদুর নিজের মনে গম্ভীরভাব ধারণ করিয়াছিল। সে পুনরায় বিড়ালকে বলিল,—সখে! সত্যই তুমি সৎপুরুষ, এই কথা আমি পূর্বেই শুনিয়াছি। উহাতে আমি প্রীতই হইয়াছি, কিন্তু তুমি আমাকে বিশ্বাস করিতে পার নাই। তুমি আমার যতই স্তব-স্তুতি কর এবং আমার জন্য যতই ধনরাশি দান কর, আমি এখন তোমার সহিত কোনরূপেই মিলিত হইতে পারিব না; কারণ, বুদ্ধিমান্ ও বিদ্বান্ পুরুষগণ কোন বিশেষ কারণ না থাকিলে নিজের শত্রুর বশীভূত হন্ না ॥ ১৯০-১৯২

এবিষয়ে শুক্রাচার্যের দুইটি উল্লিখিত গাথা আছে। উহা একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। যখন নিজের উপর ও শত্রুর উপর একই বিপদ আসিবে, তখন নির্বল ব্যক্তির সবল শত্রুর সহিত মিলিত হইয়া অতিশয় সাবধানতা ও যুক্তির সহিত নিজের কার্য সমাধা করিতে হয়। কার্যসমাধা হইলে পর পুনরায় সেই শত্রুর উপর আর বিশ্বাস করা উচিত নহে ॥ ১৯৩½

দ্বিতীয় গাথা হইল—যে বিশ্বাসের পাত্র নয়, তাহাকে বিশ্বাস করিবে না এবং যে বিশ্বাসভাজন, তাহার উপরও অধিক বিশ্বাস করিবে না। নিজের উপর অন্যের বিশ্বাস উৎপাদন করিবে, কিন্তু নিজে কাহাকেও বিশ্বাস করিবে না ॥ ১৯৪½

সেইজন্য সকল অবস্থায় নিজের জীবন রক্ষা করিবে; কারণ, জীবিত থাকিলে পরই প্রাণীর বহু ধন ও সম্পদ—সবই লাভ হইয়া থাকে ॥ ১৯৫½

সংক্ষেপে নীতিশাস্ত্রের সারও হইল ইহাই যে, কাহাকেও বিশ্বাস না করাই উত্তম মত। সেই কারণে অপরকে বিশ্বাস না করিলেই নিজের বিশেষ বিশেষ হিত হইয়া থাকে ॥ ১৯৬½

যাহারা কাহাকেও বিশ্বাস না করিয়া সাবধানে থাকে, তাহারা দুর্বল হইলেও শত্রুগণের দ্বারা নিহত হয় না। কিন্তু যাহারা কাহাকেও বিশ্বাস করে, তাহারা বলবান্ হইলেও দুর্বল শত্রুদের দ্বারা বিনষ্ট হইয়া যায় ॥ ১৯৭½

বিড়াল! তোমাদের ন্যায় প্রাণীর নিকট হইতে সর্বদা আমার নিজেকে রক্ষা করা উচিত এবং তুমিও নিজেকে তোমার জন্মজাত শত্রু চণ্ডাল হইতে রক্ষা কর ॥ ১৯৮½

ইঁদুর এই কথা বলিবার সময় চণ্ডালের নাম শুনিয়াই বিড়াল অতিশয় ভীত হইয়া উঠিল এবং সে তখন সেই শাখা ছাড়িয়া অতিদ্রুত অন্যদিকে পলাইয়া গেল ॥ ১৯৯½

তদনন্তর নীতিশাস্ত্রের অর্থ ও তত্ত্ব সম্বন্ধে অভিজ্ঞ বুদ্ধিমান্ পণ্ডিত নিজের বুদ্ধির সামর্থ্যের পরিচয়দান করত অপর গর্তে গমন করিল ॥ ২০০½

বিশ্রাব্য পলিতঃ প্রাজ্ঞো বিলমস্যজ্জগাম হ
এবং প্রজ্ঞাবতা বুদ্ধ্যা দুর্বলেন মহাবলাঃ ॥ ২০১
একেন বহবোঽমিত্রাঃ পলিতেনাভিসন্ধিতাঃ।
অরিণাপি সমর্থেন সন্ধিঃ কার্য্যস্তথা পণ্ডিতঃ ॥ ২০২
মূষিকশ্চ বিড়ালশ্চ মুক্তাবন্যোন্যসংশ্রয়াৎ।
ইত্যেবং ক্ষত্রধর্মস্য ময়া মার্গো নিদর্শিতঃ ॥ ২০৩
বিস্তরেণ মহারাজ সংক্ষেপমপি মে শৃণু।
অন্যোন্যকৃতবৈরৌ তু চক্রতুঃ প্রীতিমুত্তমাম্ ॥ ২০৪
অন্যোন্যমভিসন্ধাতুং সত্ত্বরূপ তয়োর্মতিঃ।
তত্র প্রাজ্ঞোঽভিসন্ধত্তে সম্যগ্ বুদ্ধিসমাশ্রয়াৎ ॥ ২০৫
অভিসন্ধীয়তে প্রাজ্ঞঃ প্রমাদাদপি বা বুধৈঃ।
তস্মাদভীতবদ্ ভীতো বিশ্বস্তবদবিশ্বসন্ ॥ ২০৬
ন হ্যপ্রমত্তশ্চলতি চলিতো বা বিনশ্যতি।
কালেন রিপুণা সন্ধিঃ কালে মিত্রেণ বিগ্রহঃ ॥ ২০৭
কার্য্য ইত্যেব সন্ধিজ্ঞাঃ প্রাহুর্নিত্যং নরাধিপ।
এতজ্ জ্ঞাত্বা মহারাজ শাস্ত্রার্থমভিগম্য চ ॥ ২০৮
অভিযুক্তোঽপ্রমত্তশ্চ প্রাগ্ ভয়াদ্ ভীতবচ্চরেৎ।
ভীতবৎ সন্নিধিঃ কার্য্যঃ প্রতিসন্ধিস্তথৈব চ ॥ ২০৯
ভয়াদুৎপদ্যতে বুদ্ধিরপ্রমত্তাভিযোগজা।
ন ভয়ং বিদ্যতে রাজন্ ভীতস্যানাগতে ভয়ে ॥ ২১০
অভীতস্য চ বিশ্রম্ভাৎ সুমহদ্ভয়মেতি ভয়ম্।
অভীশ্চরতি যো নিত্যং মন্ত্রাহৃদয়ৈঃ কথঞ্চন ॥ ২১১
অবিজ্ঞানাদ্ধি বিশ্রাম্ভো গচ্ছেদাস্পদদর্শিষু।
তস্মাদভীতবদ্ ভীতো বিশ্বস্তবদবিশ্বসন্ ॥ ২১২
কার্য্যাণাং গুরুতাং প্রাপ্য নানৃতং কিং চিদাচরেৎ
এবমেতন্ময়া প্রোক্তমিতিহাসং যুধিষ্ঠির ॥ ২১৩

এইভাবে দুর্ব্বল ও একাকী হইলে শত্রুও বুদ্ধিমান্ পণ্ডিত নিজ বুদ্ধিবলে বহুসংখ্যক নিজের শত্রুকে পরাজিত করিল, অতএব বিপদের সময় বিদ্বান্ পুরুষ বলবান্ শত্রুর সহিত সন্ধি করিবেন। দেখ, এই বিড়াল ও ইঁদুর পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া বিপদ হইতে মুক্ত হইয়াছিল। ২০১-২০২½

মহারাজ! এই দৃষ্টান্তের দ্বারা আমি তোমাকে সবিস্তারে ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের পথ দেখাইলাম। এখন সংক্ষেপে আরও কিছু কথা আমার নিকট শ্রবণ কর। ২০৩½

ইঁদুর ও বিড়াল পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন প্রাণী হইয়াও তাহারা সঙ্কটকালে পরস্পর উত্তম প্রীতি স্থাপিত করিয়াছিল। তারপর তাহাদের মধ্যে সন্ধি করিবার বুদ্ধি উৎপন্ন হইল। ২০৪½

এরূপ সময়ে জ্ঞানী পুরুষ উত্তম বুদ্ধি অবলম্বন করত সন্ধি স্থাপন করিয়া পরাভূত করিয়া থাকেন। এইভাবে বিদ্বান্ পুরুষ যদি অসাবধান থাকেন, তবে অল্প বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাঁহার সহিত সন্ধিস্থাপন পূর্ব্বক তাঁহাকে পরাজিত করেন। ২০৫½

এই কারণে মানুষ ভীত হইয়াও নির্ভয়তুল্য থাকিবে এবং কাহারও উপর বিশ্বাস না করিলেও বিশ্বাসকারীর ন্যায় আচরণ করিবে, তাহার কখনও অসাবধান হইয়া চলা উচিত নহে। যদি অসাবধানেই চলিতে থাকে, তবে নষ্ট হইয়া যাইবে। ২০৬½

হে নরাধিপ! সময়ানুসারে শত্রুর সহিত সন্ধি এবং মিত্রের সহিত যুদ্ধ করাও উচিত। সন্ধিসম্বন্ধে অভিজ্ঞ পুরুষগণ সর্ব্বদা এই কথাই বলিয়া থাকেন। ২০৭½

মহারাজ! এরূপ জানিয়া নীতিশাস্ত্রের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করত উদ্যোগী হইয়া ও সাবধানে অবস্থান করিয়া ভয় আসিবার পূর্ব্বেই ভীতের ন্যায় আচরণ করা উচিত। ২০৮½

বলবান্ শত্রুর নিকট ভীতের ন্যায় উপস্থিত হওয়া আবশ্যক। তাহার সহিত সেইভাবে সন্ধি স্থাপনও করা উচিত। সাবধান পুরুষ যদি সর্ব্বদা উদ্যোগী হয়, তবে তাহার স্বতই সঙ্কট হইতে রক্ষাকারিণী বুদ্ধি উৎপন্না হইয়া থাকে। ২০৯½

রাজন্! যে পুরুষ ভয় আসিবার পূর্ব্বেই তাহা হইতে ভীত হইয়া অবস্থান করে, তাহার আর কোন ভয় থাকে না; কিন্তু যে ব্যক্তি নিঃসঙ্গ হইয়া অপরকে বিশ্বাস করে, তাহাকে সহসা অতিশয় ভীতের সম্মুখীন হইতে হয়। ২১০½

যে মানুষ নিজেকে বুদ্ধিমান্ মনে করিয়া নির্ভয়ে সতত বিচরণ করে, তাহাকে কখনও কোন পরামর্শ দিবে না; কারণ, সে তখন অন্যের পরামর্শ শ্রবণ করে না। ভয় না জানা অপেক্ষা জানা ভাল; যেহেতু সে তখন সেই ভয় হইতে রক্ষা পাইবার জন্য উপায় জানিবার ইচ্ছায় পরিণামদর্শী মহাপুরুষগণের নিকটে গমন করে। ২১১½

সেইজন্য বুদ্ধিমান্ পুরুষের উচিত ভীত হইয়াও নির্ভয়ে ন্যায় অবস্থান করা অথবা অন্তরে বিশ্বাস না করিলেও বাহিরে বিশ্বস্ত পুরুষের তুল্য আচরণ করা। কার্য্যের কঠিনতা দেখিয়াও কোন মিথ্যাচরণ করা উচিত নহে। ২১২½

যুধিষ্ঠির! এইভাবে আমি তোমার সম্মুখে এই নীতিকথা বলিবার জন্য ইঁদুর ও বিড়ালের এই প্রাচীন ইতিহাস বর্ণনা করিলাম। ইহা শ্রবণ করত তুমি নিজের সুহৃদ্গণের মধ্যে যথাযোগ্য আচরণ কর। ২১৩½

শ্রুত্বা তং সুহৃদাং মধ্যে যথাবৎ সমুপাচর।
উপলভ্য মতিং চাগ্র্যামরিমিত্রান্তরং তথা ॥ ২১৪
সন্ধি-বিগ্রহকালৌ চ মোক্ষোপায়স্তথৈব চ।
শত্রুসাধারণে কৃত্যে কৃত্বা সন্ধিং বলীয়সা ॥ ২১৫
সমাগতশ্চরেদ্ যুক্ত্যা কৃতার্থো ন চ বিশ্বসেৎ।
অবিরুদ্ধাং ত্রিবর্গেণ নীতিমেতাং মহীপতে ॥ ২১৬
অভ্যুত্তিষ্ঠ শ্রুতাদস্মাদ্ ভূয়ঃ সংরক্ষন্ প্রজাঃ।
ব্রাহ্মণৈশ্চাপি তে সার্ধং যাত্রা ভবতু পাণ্ডব ॥ ২১৭
ব্রাহ্মণা বৈ পরং শ্রেয়ো দিবি চেহ চ ভারত।
এতে ধর্মস্য বেত্তারঃ কৃতজ্ঞাঃ সততং প্রভো ॥ ২১৮
পূজিতাঃ শুভকর্তারঃ পূজয়েৎ তান্ নরাধিপ।
রাজ্যং শ্রেয়ঃ পরং রাজন্ যশঃ কীর্তিশ্চ লপ্স্যসে ॥ ২১৯
কুলস্য সন্ততিং চৈব যথান্যায়ং যথাক্রমম্ ॥ ২২০
ত্বয়োরিমং ভারত সন্ধিবিগ্রহং
সুভাষিতং বুদ্ধিবিশেষকারকম্।
যথা ত্ববেক্ষ্য ক্ষিতিপেন সর্বদা
নিষেবিতব্যং নৃপ শত্রুমণ্ডলে ॥ ২২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি আপদ্ধর্মপর্বণি মার্জার-মূষিকসংবাদে
অষ্টত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩৮

রাজার মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ শ্রেষ্ঠ করিয়া বুদ্ধি অবলম্বন করত মিত্রের ভেদ, সন্ধি ও বিবাদের সময় জানিয়া বিপদ হইতে মুক্ত হইবার জ্ঞান লাভ করা উচিত ॥২১৪॥

নিজের ও শত্রুর প্রয়োজন যদি সমান হয়, তবে বলবান্ শত্রুর সহিত সন্ধি করত তাহার সহিত মিলিত হইয়া যুক্তি অনুসারে স্বীয় কার্য সম্পন্ন করিবে এবং কার্য সমাধা হইলে পর পুনরায় তাহাকে কোনরূপ বিশ্বাস করিবে না ॥ ২১৫॥

মহীপতে! এই নীতি ধর্ম, অর্থ ও কামের অনুকূল। তুমি ইহাকে অবলম্বন কর। আমার নিকট হইতে শ্রুত এই উপদেশ অনুসারে কর্তব্য পালনে তৎপর থাকিয়া সমস্ত প্রজাদিগকে রক্ষা করিতে করিতে তুমি নিজের উন্নতির জন্য উত্থিত হও ॥ ২১৬॥

পাণ্ডুনন্দন! তোমার জীবনযাত্রা ব্রাহ্মণগণের সহিত হওয়া উচিত। হে ভারত! কারণ, ব্রাহ্মণগণ ইহলোক ও পরলোকে পরম কল্যাণকারী ॥ ২১৭॥

প্রভাবশালী যুধিষ্ঠির! এই ব্রাহ্মণগণ ধর্মজ্ঞ এবং সতত কৃতজ্ঞ থাকেন। সম্মানিত হইলে পর ইঁহারা শুভকারক ও শুভচিন্তক হন্। হে নরাধিপ! অতএব ইঁহাদের সর্বদা আদর-সম্মান করা কর্তব্য ॥ ২১৮॥

রাজন্! তুমি ব্রাহ্মণগণের যথোচিত সৎকারের দ্বারা ক্রমশঃ রাজ্য, পরম কল্যাণ, যশ, কীর্তি ও বংশপরম্পরা রক্ষাকারী পুত্র-কন্যা সব কিছুই লাভ করিতে সমর্থ হইবে ॥২১৯-২২০॥

ভারত! ইঁদুর ও বিড়ালের এই যে সুন্দর উপাখ্যান কথিত হইল, ইহা সন্ধি ও বিগ্রহের জ্ঞান এবং বিশেষ বুদ্ধি উৎপন্ন করিয়া থাকে। হে নৃপ! ভূপতি সর্বদা এই উপাখ্যানে বর্ণিত নীতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া শত্রুগণের মধ্যে যথাযথভাবে ব্যবহার করিবেন ॥ ২২১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত আপদ্ধর্মপর্বে ইঁদুর ও বিড়ালের উপাখ্যান-বিষয়ক অষ্টত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

(শক্রতঃ সদা সাবধানতাবলম্বনবিষয়ে রাজ্ঞা ব্রহ্মদত্তস্য পূজন্যাশ্চ সংবাদবর্ণনম্)

যুধিষ্ঠির উবাচ।

উক্তো মন্ত্রো মহাবাহো বিশ্বাসো নাস্তি শত্রুষু।
কথং হি রাজা বর্তেত যদি সর্বত্র নাশ্বসেৎ ॥ ১
বিশ্বাসাদ্ধি পরং রাজন্ রাজ্ঞামুৎপদ্যতে ভয়ম্
কথং হি নাশ্বসন্ রাজা শত্রূন্ জয়তি পার্থিবঃ ॥ ২
এতন্মে সংশয়ং ছিন্ধি মতির্মে সম্প্রমুহ্যতি
অবিশ্বাসকথামেতামুপশ্রুত্য পিতামহ ॥ ৩

ভীষ্ম উবাচ।

শৃণুষ রাজন্ যদ্ বৃত্তং ব্রহ্মদত্তনিবেশনে।
পূজন্যা সহ সংবাদং ব্রহ্মদত্তস্য ভূপতেঃ ॥ ৪
কাম্পিল্যে ব্রহ্মদত্তস্য ভূপঃপুরনিবাসিনী।
পূজনী নাম শকুনির্দীর্ঘকালং সহোষিতা ॥ ৫
রুতজ্ঞা সর্বভূতানাং যথা বৈ জীবজীবকঃ।
সর্বজ্ঞা সর্বতত্ত্বজ্ঞা তির্যগ্‌যোনিং গতাপি সা ॥৬
অভিপ্রজাতা সা তত্র পুত্রমেকং সুবর্চসম্।
সমকালঞ্চ রাজ্ঞোঽপি দেব্যাং পুত্রো ব্যজায়ত ॥ ৭
তয়োরর্থে কৃতজ্ঞা সা খেচরী পূজনী সদা।
সমুদ্রতীরং সা গত্বা আজহার ফলদ্বয়ম্ ॥ ৮
পুষ্ট্যর্থঞ্চ স্বপুত্রস্য রাজপুত্রস্য চৈব হ
ফলমেকং সুতায়াদাদ্ রাজপুত্রায় চাপরম্ ॥ ৯
অমৃতাস্বাদসদৃশং বলতেজোঽভিবর্ধনম্।
আদায়াদায় সৈবাশু তয়োঃ প্রাদাৎ পুনঃ পুনঃ ॥ ১০
ততোঽগচ্ছৎ পরাং বৃদ্ধিং রাজপুত্রঃ ফলাশনাৎ।
ততঃ সা ধাত্র্যা ক্রোড়েন উহ্যমানো নৃপাত্মজঃ ॥১১
দদর্শ তং পক্ষিসুতং বাল্যাদাগত্য বালকঃ।
ততো বাল্যাচ্চ যত্নেন তেনাক্রীড়ত পক্ষিণা ॥ ১২

একোনচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

[শত্রুর নিকট হইতে সর্ব্বদা সাবধানতা অবলম্বন বিষয়ে রাজা ব্রহ্মদত্ত ও পূজনীর সংবাদ বর্ণন]

যুধিষ্ঠির বলিলেন;—মহাবাহো! আপনি এই পরামর্শ দিলেন যে, শত্রুদের উপর বিশ্বাস করা উচিত নহে। সঙ্গে সঙ্গে এই কথাও বলিলেন যে, কাহাকেও বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নয়। কিন্তু যদি রাজা সর্ব্বত্র অবিশ্বাসই করেন, তবে তিনি কিরূপে রাজ্য-পরিচালনা করিতে সমর্থ হইবেন? ১

রাজন্! যদি বিশ্বাসের দ্বারা রাজাদের মহাভয় উপস্থিত হয়, তবে সর্ব্বত্র অবিশ্বাসকারী ভূপাল নিজের শত্রুদিগকে কিভাবে জয় করিতে পারেন? ২

পিতামহ! আপনার এই অবিশ্বাস-কথা শ্রবণ করত আমার বুদ্ধির উপর মোহ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কৃপা করিয়া আমার এই সংশয়ের নিবারণ করুন। ৩

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! রাজা ব্রহ্মদত্তের গৃহে পূজনী পক্ষিণীর এক সংবাদ আছে, উহাই তোমার প্রশ্নের সমাধানের জন্য উত্থাপিত করিতেছি, শ্রবণ কর। ৪

কাম্পিল্য নগরে ব্রহ্মদত্তনামে এক রাজা রাজা করিতেন। তাঁহার অন্তঃপুরে পূজনী নামে প্রসিদ্ধ এক পক্ষিণী বাস করিত। সে দীর্ঘকাল তাঁহার সহিত ছিল। ৫

এই পক্ষিণী 'জীবজীবক' নামক বিশেষ পক্ষীর ন্যায় সমস্ত প্রাণিগণের রব (ভাষা) বুঝিতে পারিত এবং তির্য্যগ যোনিতে উৎপন্ন হইয়াও সর্ব্বজ্ঞ ও সমস্ত তত্ত্বে অভিজ্ঞ ছিল। ৬

একদিন এই পক্ষিণী একটি অতিশয় তেজস্বী পুত্র প্রসব করিল। এইদিনে একসময়ে রাজা ব্রহ্মদত্তের রাণীর গর্ভ হইতে এক বালক উৎপন্ন হইল। ৭

আকাশে বিচরণকারিণী সেই কৃতজ্ঞা পূজনী প্রতিদিন সমুদ্র-তীরে গমন করত সে স্থান হইতে সেই দুই সন্তানের জন্য দুইটি করিয়া ফল আনিত। ৮

সে নিজের পুত্রের পুষ্টির জন্য একটি ফল তাহাকে দিত এবং রাজপুত্রের পুষ্টির জন্য অপর ফলটি রাজকুমারকে অর্পণ করিত। ৯

পূজনীকর্তৃক আনীত সেই ফল অমৃতের ন্যায় স্বাদিষ্ট এবং বল ও তেজের বৃদ্ধিকারী ছিল। সে বারংবার সেই ফল আনিয়া অভিসত্বর সেই দুই পুত্রকে প্রদান করিতে লাগিল। ১০

রাজকুমার সেই ফল ভোজন করত অতিশয় হৃষ্ট-পুষ্ট হইল। একদিন ধাত্রী সেই রাজকুমারকে ক্রোড়ে লইয়া নিদ্রা যাইতেছিল। এই বালক রাজকুমার বাল-স্বভাববশতঃ আসিয়া পক্ষিশাবককে দেখিল এবং তাহার সহিত যত্নসহকারে খেলা করিতে লাগিল। ১১-১২

শূন্যে চ তমুপাদায় পক্ষিণং সমজাতকম্।
হত্বা তত্তঃ স রাজেন্দ্র ধাত্র্যা হন্তমুপাগতঃ ॥ ৩
অথ সা পূজনী রাজন্নাগমৎ ফলহারিণী।
অপশ্যন্নিহতং পুত্রং তেন বালেন ভূতলে ॥ ১৪
বাষ্পপূর্ণমুখী দীনা দৃষ্ট্বা তং রুদতী সুতম্।
পূজনী দুঃখসন্তপ্তা রুদতী বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১৫
ক্ষত্রিয়ে সঙ্গতং নাস্তি ন প্রীতির্ন চ সৌহৃদম্।
কারণাৎ সান্ত্বয়ন্ত্যেতে কৃতার্থাঃ সন্ত্যজন্তি চ ॥ ১৬
ক্ষত্রিয়েষু ন বিশ্বাসঃ কার্য্যঃ সর্বাপকারিষু।
অপকৃত্যাপি সততং সান্ত্বয়ন্তি নিরর্থকম্ ॥ ১৭
অহমস্য করোম্যদ্য সদৃশীং বৈরযাতনাম্।
কৃতঘ্নস্য নৃশংসস্য ভৃশং বিশ্বাসঘাতিনঃ ॥ ১৮
সহসঞ্জাতবৃদ্ধস্য তথৈব সহভোজিনঃ।
শরণাগতস্য চ বধস্ত্রিবিধং হ্যেব পাতকম্ ॥ ১৯

ইত্যুক্ত্বা চরণাভ্যাং তু নেত্রে নৃপসুতস্য সা।
ভিত্ত্বা স্বস্থা তত ইদং পূজনী বাক্যমব্রবীৎ ॥ ২০
ইহৈবেহ কৃতং পাপং সন্তপ্তং চোপসর্পতি।
কৃতং প্রতিকৃতং যেষাং ন নশ্যতি শুভাশুভম্ ॥ ২১
পাপং কর্ম কৃতং কিঞ্চিদ্ যদি তস্মিন্ ন দৃশ্যতে।
নৃপতে তস্য পুত্রেষু পৌত্রেষ্বপি চ নপ্তৃষু ॥ ২২
ব্রহ্মদত্তঃ সুতং দৃষ্ট্বা পূজন্যাহৃতলোচনম্
কৃতে প্রতিকৃতং মত্বা পূজনীমিদমব্রবীৎ ॥ ২৩

ব্রহ্মদত্ত উবাচ।

অস্তি বৈ কৃতমস্মাভিরস্তি প্রতিকৃতং ত্বয়া।
উভয়ং তৎ সমীভূতং বস পূজনী মা গমঃ ॥ ২৪

পূজন্যুবাচ

সকৃৎ কৃতাপরাধস্য তত্রৈব পরিলম্বতঃ।
ন তদ্ বুধাঃ প্রশংসন্তি শ্রেয়স্তত্রাপসর্পণম্ ॥ ২৫

রাজেন্দ্র! নিজের সহিত উৎপন্ন সেই পক্ষিবালককে শূন্যে তুলিয়া লইয়া রাজকুমার বধ করিল এবং তাহাকে বিনাশ করত ধাত্রীর ক্রোড়ে যাইয়া উপবিষ্ট হইল। ১৩

রাজন্! তদনন্তর যখন পূজনী ফল লইয়া ফিরিয়া আসিল, তখন সে দেখিল যে, রাজকুমার তাহার পুত্রকে বিনাশ করিয়াছে এবং সে ভূতলে পতিত রহিয়াছে। ১৪

নিজের পুত্রের সেইরূপ দুর্গতি দেখিয়া পূজনীর মুখের উপর অশ্রুধারা পতিত হইল এবং সে দুঃখে সন্তপ্ত হইয়া রোদন করিতে করিতে এই কথা বলিল। ১৫

ক্ষত্রিয়ের মধ্যে সঙ্গতি (মিলিয়া মিশিয়া থাকার সম্ভাব) নাই; প্রীতি নাই এবং সৌহার্দ্দও নাই। ইহারা কোন কারণে বা স্বার্থের জন্যই অন্যদের সান্ত্বনা-দান করে যখন ইহাদের কার্য্যসিদ্ধি হইয়া যায়, তখন ইহারা আশ্রিত ব্যক্তিদিগকেও পরিত্যাগ করে। ১৬

ক্ষত্রিয়েরা সকলের অপকারই করে; সুতরাং ইহাদের কখনও বিশ্বাস করিতে নাই। ইহারা অন্য ব্যক্তিগণের অপকার করিয়া বৃথাই তাহাদের সান্ত্বনা দেয়। ১৭

দেখ, এই রাজকুমার কিরূপ কৃতঘ্ন, অত্যন্ত ক্রূর ও বিশ্বাসঘাতক। আচ্ছা, আজ আমি এই শত্রুতার যোগ্য প্রতিশোধ লইব। ১৮

একসঙ্গে জাত, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, একসঙ্গে ভোজনকারী ও শরণাগত —এরূপ ব্যক্তিকে বধ করিলে পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকার পাপ হইয়া থাকে। ১৯

এই কথা বলিয়া পূজনী নিজের দুই চরণের দ্বারা রাজকুমারের দুই চক্ষু ভেদ করিয়া আকাশে অবস্থান করত এই কথা বলিল। ২০

এ জগতে স্বেচ্ছায় যে পাপ করা হয়, তাহার ফল তৎক্ষণাৎ সে প্রাপ্ত হইয়া থাকে যাহাদের পাপের প্রতিফল লাভ হয়, তাহাদের পূর্ব্বজন্মকৃত শুভাশুভ কর্ম নষ্ট হয় না। ২১

রাজন্! যদি এ জগতে কৃত পাপ-কর্ম্মের ফল পাপকারী না লাভ করে, তবে ইহা বুঝিতে হইবে যে, তাহার পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রগণ নাতীরা সেই পাপের ফল ভোগ করিবে। ২২

রাজা ব্রহ্মদত্ত দেখিলেন যে, পূজনী তাঁহার পুত্রের চক্ষুদ্বয় তুলিয়া লইয়াছে। তখন তিনি বুঝিলেন—রাজকুমার তাহার কৃতকর্ম্মেরই ফল লাভ করিয়াছে। এই কথা চিন্তা করত তিনি রোষ পরিত্যাগ করিলেন এবং পূজনীকে বলিলেন। ২৩

ব্রহ্মদত্ত বলিলেন,—পূজনী! আমরা তোমার অপরাধ করিয়াছিলাম, তুমি তাহার প্রতিশোধ লইয়াছ। এখন আমাদের উভয়ের কার্য্য পরস্পর সমান। সেই কারণে তুমি এ স্থানেই অবস্থান কর, কোন অন্য স্থানে যাইও না ২৪

পূজনী বলিল,—রাজন্! একবার কাহারও অপরাধ করিয়া পুনরায় তাহার আশ্রয় গ্রহণ করত অবস্থান করাকে বিদ্বান্ পুরুষগণ প্রশংসা করেন না। সে স্থান হইতে পলায়ন করিলেই তাহার কল্যাণ হয়। ২৫

সান্ত্বে প্রযুক্তে সততং কৃতবৈরে ন বিশ্বসেৎ।
ক্ষিপ্রং স বাধতে মূঢ়ো ন হি বৈরং প্রশাম্যতি ॥২৬

অন্যোন্যকৃতবৈরাণাং পুত্রপৌত্রং নিয়চ্ছতি।
পুত্রপৌত্রবিনাশে চ পরলোকং নিয়চ্ছতি ॥ ২৭

সর্বেষাং কৃতবৈরাণামবিশ্বাসঃ সুখোদয়ঃ।
একান্ততো ন বিশ্বাসঃ কার্য্যো বিশ্বাসঘাতকৈঃ ॥ ২৮

ন বিশ্বসেদবিশ্বস্তে বিশ্বস্তে নাতিবিশ্বসেৎ।
বিশ্বাসাদ্ ভয়মুৎপন্নমপি মূলং নিকৃন্ততি।
কামং বিশ্বাসয়েদন্যান্ পরেষাঞ্চ ন বিশ্বসেৎ ॥ ২৯

মাতা পিতা বান্ধবানাং বরিষ্ঠৌ
ভার্য্যা জরা বীজমাত্রং তু পুত্রঃ।
ভ্রাতা শত্রুঃ ক্লিন্নপাণির্ধনস্য
আত্মা স্বৈকঃ সুখ দুঃখস্য ভোক্তা ॥৩০

অন্যোন্যকৃতবৈরাণাং ন সন্ধিরুপপদ্যতে।
স চ হেতুরতিক্রান্তো যদর্থমহমাবসম্ ॥ ৩১

পূজিতস্যার্থমানাভ্যাং জন্তোঃ পূর্বাপকারিণঃ।
মনো ভবত্যবিশ্বস্তং কর্ম ত্রাসয়তেঽবলান্ ॥ ৩২

পূর্বং সম্মাননা যত্র পশ্চাচ্চৈব বিমাননা।
জন্তুস্তৎ সত্ত্ববান্ স্থানং ত্রোঃ সম্মানিতোঽপি সন্ ॥৩৩

উষিতাস্মি ভবাগারে দীর্ঘকালং সমর্চিতা।
তদিদং বৈরমুৎপন্নং সুখমাশু ব্রজাম্যহম্ ॥ ৩৪

ব্রহ্মদত্ত উবাচ।

যঃ কৃতে প্রতিকুর্য্যাদ্ বৈ ন স তত্রাপরাধ্যতি
অনৃণস্তেন ভবতি বস পূজনি মা গমঃ ॥ ৩৫

পূজন্যুবাচ।

ন কৃতস্য তু কর্তুশ্চ সখ্যঃ সন্ধীয়তে পুনঃ।
হৃদয়ং তত্র জানাতি কর্ত্তুশ্চৈব কৃতস্য চ ॥ ৩৬

যদি কাহার সহিত শত্রুতা করা হয়, তবে সে যদি নানা প্রকার সান্ত্বনাপূর্ণ বাক্যও বলে, তথাপি কখনও উহাকে বিশ্বাস করিবে না; কারণ, তাহার দ্বারা শত্রুতার শান্তি হয় না, বরং সেই বিশ্বাসকারী মূর্খ শীঘ্রই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ২৬

যাহারা পরস্পর শত্রুতাবদ্ধ হয়, তাহাদের সেই শত্রুতা পুত্র ও পৌত্রদিগকেও পীড়া দান করে। পুত্র-পৌত্রগণ বিনষ্ট হইলে পর পরলোকেও যাইয়া তাহাদিগকে পীড়িত করে। ২৭

যাহারা পরস্পর শত্রুতাবদ্ধ হয়, তাহাদের সকলের পক্ষে সুখপ্রাপ্তির উপায় হইল যে, তাহারা পরস্পর কাহাকেও বিশ্বাস করিবে না। বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তিদিগকে ত' কখনই বিশ্বাস করিতে নাই। ২৮

যে বিশ্বাসযোগ্য নহে, তাহাকে বিশ্বাস করিবে না। কোন ব্যক্তি বিশ্বাসযোগ্য হইলেও তাহাকে অধিক বিশ্বাস করিতে নাই; কারণ, বিশ্বাস হইতে উৎপন্ন ভয় বিশ্বাসকারীর মূলোচ্ছেদ করিয়া থাকে। নিজের প্রতি অন্যদের ভালভাবে বিশ্বাস উৎপাদন করিবে, কিন্তু স্বয়ং অন্য ব্যক্তিগণকে বিশ্বাস করিবে না। ২৯

মাতা ও পিতা স্বাভাবিক স্নেহসম্পন্ন বলিয়া বান্ধবগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, পত্নী বীর্য্য নাশ করে বলিয়া বৃদ্ধাবস্থার মূর্ত্তিমানরূপ, পুত্র নিজেরই অংশ মাত্র, ভ্রাতা ধনভাগের অধিকারী বলিয়া শত্রু এবং মিত্র সেই পর্য্যন্ত মিত্র থাকে, যতক্ষণ তাহার হস্ত ক্লিন্ন থাকে অর্থাৎ যতক্ষণ তাহার দান-মানাদিদ্বারা স্বার্থসিদ্ধি হইতে থাকে। অতএব আত্মাই সুখ ও দুঃখের ভোক্তা বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৩০

যখন পরস্পর শত্রুতাবদ্ধ হয়, তখন তাহাদের মধ্যে সন্ধিস্থাপন করা উচিত নহে। আমি এতকাল যে উদ্দেশ্যে এস্থানে ছিলাম, তাহা ত' শেষ হইয়া গিয়াছে। ৩১

যাহারা প্রথমে অপকার করিয়াছে, তাহারা যদি দান ও মান দ্বারা পূজিতও হয়, তথাপি তাহাদের মন বিশ্বাসযোগ্য হয় না। নিজের কৃত অনুচিত কার্য্যই দুর্ব্বল প্রাণীদিগকে ভীত করিতে থাকে। ৩২

যেস্থানে প্রথমে সম্মান পাওয়া যায়, সেস্থানে যদি পরে অপমান প্রাপ্তি হয়, তবে প্রত্যেক শক্তিশালী পুরুষের পরে সম্মান পাইলেও সেই শত্রুর স্থান পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। ৩৩

রাজন্! আমি আপনার গৃহে বহুকাল সমাদরের সহিত বাস করিয়াছি, কিন্তু এখন এই শত্রুতা উৎপন্ন হইয়াছে, সেইজন্য আমি অতি দ্রুত এ স্থান সুখের সহিত পরিত্যাগ করিয়া যাইব। ৩৪

ব্রহ্মদত্ত বলিলেন,—পূজনী! যে ব্যক্তি অন্যে অপরাধ করিলে পরই পরিবর্ত্তে স্বয়ংও কিছু করিয়া থাকে, সেই ব্যক্তি কোনও অপরাধ করে না অর্থাৎ তাহাকে অপরাধী বলিয়া গণ্য করা হয় না। ইহাতে ত' পূর্ব্বাপরাধকারী ঋণমুক্ত হইয়া যায়; সেই কারণে তুমি এ স্থানেই থাক, কোথাও যাইও না। ৩৫

পূজনী বলিল,—রাজন্! যাহার অপরাধ করা হয় এবং যে অপকার করে, এই উভয়ের মধ্যে পুনরায় সৌহার্দ্দ হয় না। যে

ব্রহ্মদত্ত উবাচ।

কৃতস্য চৈব কর্তুশ্চ সখ্যং সন্ধীয়তে পুনঃ।
বৈরস্যোপশমো দৃষ্টঃ পাপং নোপাশ্নুতে পুনঃ ॥ ৩৭

পূজন্যুবাচ।

নাস্তি বৈরমতিক্রান্তং সান্ত্বিতোঽস্মীতি নাশ্বসেৎ।
বিশ্বাসাদ্ বধ্যতে লোকে তস্মাচ্ছ্রেয়োঽপ্যদর্শনম্ ॥ ৩৮
তরসা যে ন শক্যন্তে শস্ত্রৈঃ সুনিশিতৈরপি।
সান্ত্বা তেঽপি নিগৃহ্যন্তে গজা ইব করেণুভিঃ ॥ ৩৯

ব্রহ্মদত্ত উবাচ।

সংবাসাজ্জায়তে স্নেহো জীবিতান্তকরেষ্বপি।
অন্যোন্যস্য চ বিশ্বাসঃ শ্বপচেন শুনো যথা ॥ ৪০
অন্যোন্যকৃতবৈরাণাং সংবাসাদ্ভ্রুতাং গতম্।
নৈব তিষ্ঠতি তদ্ বৈরং পুষ্করস্থমিবোদকম্ ॥ ৪১

অপরাধ করে এবং যাহার অপরাধ করে, এই উভয়ের হৃদয়ই উহা জানিতে পারে। ৩৬

ব্রহ্মদত্ত বলিলেন,—পূজনী! প্রতিশোধ গ্রহণ করিলে ত' শত্রুতা শান্ত হইয়া যায় এবং অপরাধকারীর তাহার ফল ভোগ করিতেও হয় না। অতএব অপরাধকারী ও অপরাধ সহকারী এই উভয়ের মধ্যে পুনরায় সৌহার্দ্দ স্থাপিত হইতে পারে। ৩৭

পূজনী বলিল,—রাজন্! এইভাবে কখনও শত্রুতার অবসান হয় না। 'শত্রু আমাকে সান্ত্বনাদান করিতেছে' এরূপ বুঝিয়া তাহার উপর কখনও বিশ্বাস করা উচিত নহে। এরূপ অবস্থায় বিশ্বাস করিলে পর জগতে নিজের বিনাশসাধন হইতে পারে, সেইজন্য সেস্থানে দর্শন না দেওয়াই কল্যাণকর হয়। ৩৮

যাহারা বলপূর্ব্বক তীক্ষ্ণ অস্ত্রসকলের দ্বারাও কখনও বশীভূত হয় না, হস্তিনীর সহায়তায় হস্তীকে বশীভূত করার ন্যায় তাহাদিগকে মধুর বাক্যে বশীভূত করা যাইতে পারে। ৩৯

ব্রহ্মদত্ত বলিলেন,—পূজনী! প্রাণনাশকারীরাও যদি পরস্পর একত্রে বাস করে, তবে তাহাদের মধ্যে পরস্পর স্নেহ উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং তাহারা পরস্পরকে বিশ্বাসও করিতে থাকে; যেরূপ চণ্ডালের সহিত বাস করিতে থাকায় কুকুরের তাহার প্রতি স্নেহ ও বিশ্বাস উৎপন্ন হয়। ৪০

যাহারা পরস্পর শত্রুতাবদ্ধ হইয়াছে, তাহাদের সেই শত্রুতাও একত্রে বাস করিলে পর ক্ষীণ হইয়া যায়; অতএব কমলের পত্রের উপর যেরূপ জল থাকে না, সেইরূপ সেই শত্রুতাও একত্রে থাকিতে পারে না। ৪১

পূজন্যুবাচ

বৈরং পঞ্চসমুত্থানং তচ্চ বুধ্যন্তি পণ্ডিতাঃ।
স্ত্রীকৃতং বাস্তুজং বাগ্‌জং সসাপত্ন পরাধজম্ ॥ ৪২
তত্র দাতা ন হন্তব্যঃ ক্ষত্রিয়েণ বিশেষতঃ।
প্রকাশং বাপ্রকাশং বা বুদ্ধ্বা দোষবলাবলম্ ॥ ৪৩
কৃতবৈরে ন বিশ্বাসঃ কার্য্যস্ত্বিহ সুহৃদ্ভপি।
হৃদ্যং সন্তিষ্ঠতে বৈরং গূঢ়োঽগ্নিরিব দারুষু ॥ ৪৪
ন বিত্তেন ন পারুষ্যৈর্ন সান্ত্বেন ন চ শ্রুতৈঃ
কোপাগ্নিঃ শাম্যতে রাজংস্তোয়াগ্নিরিব সাগরে ॥ ৪৫
ন হি বৈরাগ্নিরুদ্ভূতঃ কর্ম চাপ্যপরাধজম্।
শাম্যত্যদত্ত্বা নৃপতে বিনা হ্যেকতরক্ষয়াৎ ॥ ৪৬
সংকৃতস্যার্থমানাভ্যাং তত্র পূর্বাপকারিণঃ।
নাদেয়োঽমিত্রবিশ্বাসঃ কর্ম ত্রাসয়তেঽবলান্ ॥ ৪৭

পূজনী বলিল,—রাজন্! শত্রুতা পাঁচটি কারণে হইয়া থাকে; ১। স্ত্রীর জন্য, ২। গৃহ ও বাস্তু জমির জন্য, ৩। কঠোর বাক্যের জন্য, ৪। জাতিগত দ্বেষের কারণ এবং ৫। কোন সময়ে কৃত অপরাধের জন্য। ৪২

ইহাদের মধ্যেও যে ব্যক্তি দাতা অর্থাৎ পরোপকারী, তাহাকে প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে রাজার বধ করা উচিত নয়। প্রথমে তাহার অপরাধের গুরুত্ব ও অগুরুত্ব বিচার করিয়া পরে কর্ত্তব্য স্থির করিতে হয়। ৪৩

যে ব্যক্তি শত্রুতা করিয়াছে, এরূপ সুহৃদ্‌কেও এ জগতে বিশ্বাস করিবে না যেরূপ কাষ্ঠের মধ্যে অগ্নি গূঢ়ভাবে থাকে, সেইরূপ তাহার হৃদয়ে শত্রুতাও গুপ্তভাবে থাকে। ৪৪

রাজন্! যেরূপ বড়বানল সমুদ্রে কোনরূপেই শান্ত হয় না, সেইরূপ ক্রোধাগ্নিও কোনরূপেই না ধনের দ্বারা, না কঠোরতার দ্বারা, না মধুর বাক্যে এবং না শাস্ত্রজ্ঞানে শান্ত হয়। ৪৫

নৃপতে! প্রজ্বলিত শত্রুতারূপ অগ্নি একপক্ষকে দগ্ধ না করিয়া শান্ত হয় না এবং অপরাধজনিত কর্মও এক পক্ষকে ধ্বংস না করিয়া ক্ষান্ত হয় না। ৪৬

যে ব্যক্তি পূর্ব্বে অপকার করিয়াছে, তাহাকে যদি অপকৃত ব্যক্তি ধন ও মান দ্বারা সৎকার করিয়াও থাকে, তবে তাহার সেই শত্রুকে বিশ্বাস করা উচিত নহে; কারণ, নিজের কৃত পাপ কর্ম দুর্ব্বলগণকে ভীত করিয়া থাকে। ৪৭

নৈবাপকারে কস্মিংশ্চিদহং ত্বয়ি তথা ভবান্
ঊষিতাস্মি গৃহেঽহং তে নেদানীং বিশ্বসাম্যহম্ ॥ ৪৮

ব্রহ্মদত্ত উবাচ।

কালেন ক্রিয়তে কার্য্যং তথৈব বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ।
কালেনৈতে প্রবর্ত্তন্তে কঃ কস্যোহাপরাধ্যতি ॥ ৪৯

তুল্যং চোভে প্রবর্ত্তেতে মরণং জন্ম চৈব হ!
কার্য্যতে চৈব কালেন তন্নিমিত্তং ন জীবতি ॥৫০

বধ্যন্তে যুগপৎ কেচিদেকৈকস্য ন চাপরে।
কালো দহতি ভূতানি সম্প্রাপ্যাগ্নিরিবেন্ধনম্ ॥ ৫১

নাহং প্রমাণং নৈব ত্বমন্যোন্যং কারণং শুভে।
কালো নিত্যমুপাদত্তে সুখং দুঃখঞ্চ দেহিনাম্ ॥ ৫২

এবং বসেহ সস্নেহা যথাকামমহিংসিতা।
যৎ কৃতং তৎ তু মে ক্ষান্তং ক্ষন্তব্যঞ্চ বৈ ক্ষমং পুঞ্জনি ॥ ৫৩

পুঞ্জন্যুবাচ।

যদি কালঃ প্রমাণং তে ন বৈরং কস্যচিদ্ ভবেৎ।
কস্মাৎ ত্বপচিতিং যান্তি বান্ধবা বান্ধবৈর্হতৈঃ ॥ ৫৪

কস্মাদ্ দেবাসুরাঃ পূর্ব্বমন্যোন্যমভিজঘ্নিরে।
যদি কালেন নির্য্যাণং সুখং দুঃখং ভবাভবৌ ॥৫৫

ভিষজো ভৈষজং কর্ত্তুং কস্মাদিচ্ছন্তি রোগিণঃ।
যদি কালেন পচ্যন্তে ভেষজৈঃ কিং প্রয়োজনম্ ॥৫৬

প্রলাপঃ সুমহান্ কস্মাৎ ক্রিয়তে শোকমূচ্ছিতৈঃ।
যদি কালঃ প্রমাণং তে কস্মাদ্ ধর্ম্মোঽস্তি কর্ত্তৃষু ॥ ৫৭

তব পুত্রো ময়াপত্যং হতবান্ স হতো ময়া
অনন্তরং ত্বয়াহঞ্চ হন্তব্যা হি নরাধিপ ॥ ৫৮

অহং হি পুত্রশোকেন কৃতপাপা তবাগ্রতে।
যথা ত্বয়া প্রহর্ত্তব্যং তথা তত্ত্বঞ্চ মে শৃণু ॥ ৫৯

ভক্ষ্যার্থং ক্রীড়নার্থঞ্চ নরা বাঞ্ছন্তি পক্ষিণঃ।
তৃতীয়ো নাস্তি সংযোগো বধবন্ধাদৃতে ক্ষমঃ ॥৬০

এখন পর্য্যন্ত আমি আপনার কোন অপকার করি নাই এবং আপনিও আমার কোন ক্ষতি করেন নাই, সেই কারণে আমি আপনার অন্তঃপুরে বাস করিতেছিলাম, কিন্তু এখন আমি আপনাকে বিশ্বাস করিতে পারিব না। ৪৮

ব্রহ্মদত্ত বলিলেন,—পুঞ্জনী! কালই সমস্ত কার্য্য করেন এবং কালেরই প্রভাবে নানাবিধ ক্রিয়াসকল অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে কে কাহার অপরাধ করিয়া থাকে? ৪৯

জন্ম ও মৃত্যু—এই দুইটি ক্রিয়াই সমানরূপে চলিতে থাকে এবং কালই এই কার্য্য পরিচালনা করেন। এইজন্য কোন প্রাণী চিরকাল জীবিত থাকিতে পারে না। ৫০

কিছু প্রাণী একসঙ্গে নিহত হয়, কিছু প্রাণী একটি একটি করিয়া বিনষ্ট হয় এবং কিছু প্রাণী দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত নিহত হয় না। যেরূপ অগ্নি কাষ্ঠকে পাইয়া প্রজ্বলিত হয়, সেইরূপ কালই সমস্ত প্রাণীকে দগ্ধ করিয়া থাকে। ৫১

শুভে! পরস্পরের প্রতি কৃত অপরাধের জন্য তুমিও যথার্থ কারণ নও এবং আমিও বাস্তবিক হেতু নহি। কালই সদা সমস্ত দেহধারীদিগের সুখ-দুঃখকে গ্রহণ ও উৎপন্ন করেন। ৫২

পুঞ্জনী! আমি তোমার কোনরূপ হিংসা করিব না। তুমি এ স্থানে নিজের ইচ্ছানুসারে স্নেহসহকারে বাস কর। তুমি যাহা কিছু করিয়াছ, আমি উহা ক্ষমা করিয়া দিয়াছি এবং আমি যাহা কিছু করিয়াছি, তাহা তুমি ক্ষমা কর ॥ ৫৩

পুঞ্জনী বলিল,—রাজন্! যদি আপনি কালকেই সকল ক্রিয়ার কারণ বলিয়া মনে করেন, তবে ত' কাহারও অন্য কাহার সহিত শত্রুতা না হওয়ায় বান্ধবীয়। কিন্তু বন্ধু-বান্ধবগণ নিহত হইলে পর তাহার সুহৃদ্‌বর্গ কেন উহার প্রতিশোধ গ্রহণ করে? ৫৪

যদি কালেরই দ্বারা মৃত্যু, সুখ-দুঃখ ও উন্নতি-অবনতি প্রভৃতি সম্পাদিত হয়, তবে পুরাকালে দেবতা ও অসুরগণ কেন পরস্পর যুদ্ধ করত পরস্পরকে বধ করিয়াছিলেন? ৫৫

যদি কালই সকলকে পক্ব করেন, তবে বৈদ্যগণ কেন রোগীদিগের জন্য ঔষধ নির্ম্মাণ করিতে ইচ্ছা করে? এবং ঔষধেরই বা প্রয়োজন কি? ৫৬

যদি আপনি কালকেই প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন, তবে শোকে মূর্চ্ছিত হইয়া প্রাণীরা কেন অতিশয় প্রলাপ ও হাহাকার করে? আবার যাহারা কার্য্য করে, তাহাদের জন্য বিধি-নিষেধ রূপ ধর্ম্মপালনের নিয়ম কেন করা হইয়াছে? ৫৭

হে নরাধিপ! আপনার পুত্র আমার পুত্রকে বিনাশ করিয়াছে এবং আমিও তাহার নেত্রদ্বয় নষ্ট করিয়া দিয়াছি। ইহার পর এখন আপনি আমাকে বধ করিবেন। ৫৮

যেরূপ আমি পুত্রশোকে সন্তপ্ত হইয়া আপনার পুত্রের উপর পাপপূর্ণ আচরণ করিয়াছি, সেইরূপ আপনিও আমাকে প্রহার করিতে পারেন। এ বিষয়ে যাহা প্রকৃত ঘটনা, তাহা আপনি আমার নিকট হইতে শ্রবণ করুন। ৫৯

মনুষ্যগণ ভক্ষণের জন্য এবং খেলা করিবার জন্যই পক্ষীদিগকে

CALC
UNIVERSITY

বধ-বন্ধভয়াদেতে মোক্ষতন্ত্রমুপাশ্রিতাঃ
জনীমরণজং দুঃখং প্রাহুর্বৈদবিদো জনাঃ ॥ ৬১
সর্বস্য দয়িতাঃ প্রাণাঃ সর্বস্য দয়িতাঃ সুতাঃ
দুঃখাদুদ্বিজতে সর্বঃ সর্বস্য সুখমীপ্সিতম্ ॥ ৬২
দুঃখং জরা ব্রহ্মদত্ত দুঃখমর্থবিপর্যয়ঃ
দুঃখং চানিষ্টসংবাসো দুঃখমিষ্টবিয়োজনম্ ॥৬৩
বধবন্ধকৃতং দুঃখং স্ত্রীকৃতং সহজং তথা।
দুঃখং সুতেন সততং জনান্ বিপরিবর্ততে ॥ ৬৪
ন দুঃখং পরদুঃখে বৈ কেচিদাহুরবুদ্ধয়ঃ।
যো দুঃখং নাভিজানাতি স জল্পতি মহাজনে ॥ ৬৫
যস্তু শোচতি দুঃখার্তঃ স কথং বক্তুমুৎসহেৎ
রসজ্ঞঃ সর্বদুঃখস্য যথাঽঽত্মনি তথা পরে ॥ ৬৬
যৎ কৃতং তে ময়া রাজংস্ত্বয়া চ মম যৎ কৃতম্
ন তদ্ বর্ষশতৈঃ শক্যং ব্যপোহিতুমরিন্দম ॥ ৬৭
আবয়োঃ কৃতমন্যোন্যং পুনঃ সন্ধির্ন বিদ্যতে।
স্মৃত্বা স্মৃত্বা হি তে পুত্রং নবং বৈরং ভবিষ্যতি ॥৬৮
বৈরমস্তিকমাসাদ্য যঃ প্রীতিং কর্তুমিচ্ছতি
মৃন্ময়স্যেব ভগ্নস্য যথা সন্ধির্ন বিদ্যতে ॥ ৬৯
নিশ্চয়ঃ স্বার্থশাস্ত্রেষু বিশ্বাসশ্চাসুখোদয়ঃ।
উশনা চৈব গাথে দ্বে প্রহ্লাদায়াব্রবীৎ পুরা ॥ ৭০
যে বৈরিণঃ শ্রদ্দধতে সত্যো সত্যোত্তরেঽপি বা।
বধ্যন্তে শ্রদ্দধানাস্তু মধু শুষ্কতৃণৈর্যথা ॥ ৭১
ন হি বৈরাণি শাম্যন্তি কুলে দুঃখগতানি চ।
আখ্যাতারশ্চ বিদ্যন্তে কুলে বৈ ম্রিয়তে পুমান্ ॥ ৭২
উপগূহ্য তু বৈরাণি সান্ত্বয়ন্তি নরাধিপ।
অথৈনং প্রতিপিংষন্তি পূর্ণং ঘটমিবাশ্মনি ॥৭৩

কামনা করে। বধ করা বা বন্ধন করা ব্যতীত তৃতীয় অন্য কোন সম্পর্ক পক্ষিগণের সহিত তাহাদের নাই। ৬০

এই বধ ও বন্ধনের ভয়েই সকল মুমুক্ষু মোক্ষশাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন; কারণ, বেদজ্ঞ পুরুষগণ বলেন যে, জন্ম ও মরণের দুঃখ অসহ্য। ৬১

নিজ নিজ প্রাণ সকলেরই প্রিয়, নিজ নিজ পুত্রগণ সকলেরই প্রিয়, সকল প্রাণীই দুঃখে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠে এবং সুখলাভ করা সকলেরই অভীষ্ট। ৬২

মহারাজ ব্রহ্মদত্ত! দুঃখের অনেক রূপ আছে। বার্দ্ধক্য একরকম দুঃখ, ধননাশ এক প্রকার দুঃখ, অপ্রিয় ব্যক্তিগণের সহিত বাস করা অন্য একপ্রকার দুঃখ এবং প্রিয়জনগণের বিয়োগ আর একপ্রকার দুঃখ। ৬৩

বধ এবং বন্ধনে সকলেরই দুঃখ হয়। স্ত্রীর জন্য এবং স্বাভাবিক কারণেও দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হয়। পুত্র যদি নষ্ট হয় বা দুষ্ট হইয়া পলায়ন করে কিংবা উদ্ধত ও অবাধ্য হইয়া থাকে, তাহা হইলেও মনুষ্যগণের দুঃখ লাভ হয়। ৬৪

বুদ্ধিহীন বহু মূর্খ মানুষ বলে যে, পরের দুঃখে কাহারও দুঃখ লাভ হয় না; কিন্তু এরূপ কথা সেই মহাপুরুষের নিকট বলা যায়, যিনি কোন দুঃখ অনুভব করেন নাই। ৬৫

যিনি দুঃখে পীড়িত হইয়া শোক করেন এবং যিনি পরের ও নিজের সকল দুঃখের রস জানেন, তিনি এরূপ কথা কিভাবে বলিতে পারেন? ৬৬

শত্রুদমন রাজন্! আপনি যে আমার অপকার করিয়াছেন এবং আমি যে তাহার প্রতিশোধ লইয়াছি, উহা শতবর্ষেও বিস্মৃত হইবার নহে। ৬৭

এইভাবে পরস্পর অপকার করায় এখন আমরা উভয়ে পরস্পর মিলিত হইতে পারিব না। পুত্রকে স্মরণ করিয়া আপনার শত্রুতা নূতন করিয়া উত্থিত হইতে থাকিবে। ৬৮

এইভাবে মরণান্ত শত্রুতা প্রাপ্ত হইয়া যে ব্যক্তি প্রীতিভাব স্থাপন করিতে অভিলাষী হয়, তাহার সেই প্রীতিভাব স্থাপন করা সেইভাবে অসম্ভব হইয়া উঠে, যেরূপ মৃত্তিকার পাত্র একবার ভাঙ্গিয়া যাইলে পুনরায় সংযোগ হওয়া অসম্ভব হইয়া থাকে। ৬৯

বিশ্বাস দুঃখদান করে—ইহাই নীতিশাস্ত্রসমূহের সিদ্ধান্ত। প্রাচীনকালে শুক্রাচার্য্যও প্রহ্লাদকে এ বিষয়ে দুইটি গাথা বলিয়াছিলেন। ৭০

যেরূপ শুষ্ক তৃণসমূহে আচ্ছাদিত গর্ত্তের মধ্যে স্থিত মধু গ্রহণ করিতে অভিলাষী মানুষ নিহত হয়, সেইরূপ যে সব ব্যক্তি শত্রুতামূলক মিথ্যা বা সত্য বাক্যে বিশ্বাস করে, তাহারাও মৃত্যু বরণ করে। ৭১

যখন কোনবংশে দুঃখদায়ক শত্রুতা আরম্ভ হয়, তখন উহা আর সহজে শান্ত হয় না। সেই শত্রুতার বর্ণনাকারী বহু লোকই কুলে অবস্থান করে, অতএব যতকাল একজনও সেই বংশে জীবিত থাকিবে, ততকাল সেই শত্রুতা শান্ত হয় না। ৭২

হে নরাধিপ! দুষ্ট প্রকৃতির মানুষ মনে শত্রুতা লইয়া বাহিরে শত্রুকে মধুর বাক্যের শত্রুকে মধুর বাক্যে সান্ত্বনা-দান করিতে থাকে। তারপর সুযোগ পাইলেই সে শত্রুকে

সদা ন বিশ্বসেদ্ রাজন্ পাপং কৃত্বেহ কস্যচিৎ।
অকৃত্য পরেষাং হি বিশ্বাসাদ্ দুঃখমশ্নুতে ॥ ৭৪

ব্রহ্মদত্ত উবাচ

নাবিশ্বাসাদ্ বিন্দতেঽর্থানীহতে চাপি কিঞ্চন
ভয়াৎ ত্বেকতরান্নিত্যং মৃতকল্পা ভবন্তি চ ॥ ৭৫

পূজন্যুবাচ।

যস্যেহ ত্রিণিনৌ পাদৌ পদ্ভ্যাঞ্চ পরিসর্পতি।
খঞ্জেতে তস্য তৌ পাদৌ সুপ্তমিহ ধাবতঃ ॥ ৭৬
নেত্রাভ্যাং সরুজাভ্যাং যঃ প্রতিবাতমুদীক্ষতে।
তস্য বায়ুরুজাত্যর্থং নেত্রয়োর্ভবতি ধ্রুবম্ ॥ ৭৭
দুষ্টং পন্থানমাসাদ্য যো মোহাদনুপদ্রুতে।
আত্মনো বলমজ্ঞায় বদন্তং তস্য জীবিতম্ ॥ ৭৮
যস্তু বর্ষমবিজ্ঞায় ক্ষেত্রং কর্ষতি কর্ষকঃ।
হীনঃ পুরুষকারেণ শস্যং নৈবাপ্নুতে ততঃ ॥ ৭৯

সেইভাবে শেষণ করিয়া থাকে, যেরূপ কোন জলপূর্ণ কলসকে প্রস্তরের উপর নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করা হয়। ৭৩

রাজন্! সংসারে কাহারও অপরাধ করিয়া পুনরায় তাহাকে কখনও বিশ্বাস করিতে নাই। অপরের অপকার করিয়া তাহাকে বিশ্বাস করিলে পর বিশ্বাসকারীকে দুঃখ ভোগই করিতে হয়। ৭৪

ব্রহ্মদত্ত বলিলেন,—পূজনী! অবিশ্বাস করিলে পর ত' জগতে কোন মানুষই নিজের অভীষ্ট পদার্থসমূহ লাভ করিতে পারে না এবং কোন কার্য্যের জন্যও কেহ কোনরূপ চেষ্টা করিত না, যদি মনে কোন পক্ষে সর্ব্বদা ভয়ই থাকে, তবে সে ত' মৃতকল্প হইয়া যায়—তাহার জীবন নষ্ট হইয়া যায়। ৭৫

পূজনী বলিল,—রাজন্! যাহার দুই পদে ক্ষত (ব্রণ) হইয়াছে, অথচ সেই দুই পদের দ্বারা চলিতে থাকে, তাহাতে যতই সে পদদ্বয়কে রক্ষা করিয়া চলুক না কেন, দৌড়াইতে দৌড়াইতে পদদ্বয়ের ক্ষত পুনরায় বর্দ্ধিতই হইবে। ৭৬

যে ব্যক্তি নিজের দুই রোগগ্রস্ত নেত্রের দ্বারা বায়ুর দিকে দৃষ্টিপাত করিতে থাকিবে তাহার সেই নেত্রদ্বয়ে বায়ুর জন্য অবশ্যই অধিক পীড়া হইবে। ৭৭

যে ব্যক্তি নিজের শক্তি না বুঝিয়া মোহবশতঃ দুর্গম পথ প্রাপ্ত হইয়া সেই দিকেই গমন করে, তাহার জীবন সেস্থানেই শেষ হইয়া যায়। ৭৮

যে কৃষক বর্ষার সময় বিচার না করিয়াই ভূমি কর্ষণ করে, তাহার সেই পুরুষার্থ ব্যর্থ হইয়া যায় এবং সেই বর্ষণে তাহার

যস্তু তিক্তং কষায়ং বা স্বাদু বা মধুরং হিতম্।
আহারং কুরুতে নিত্যং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥ ৮০
পথ্যং মুক্ত্বা তু যো মোহাদ্ দুষ্টমশ্নাতি ভোজনম্।
পরিণামমবিজ্ঞায় তদন্তং তস্য জীবিতম্ ॥ ৮১
দৈবং পুরুষকারঞ্চ স্বিতাবদ্যোস্যসংশ্রয়াৎ।
উদারাণাং তু সৎকর্ম দৈবং ক্লীবা উপাসতে ॥ ৮২
কর্ম চাত্মহিতং কার্য্যং তীক্ষ্ণং বা যদি বা মৃদু।
প্রস্নুতেঽকর্মশীলস্য সদানর্থৈরকিঞ্চনঃ ॥ ৮৩
তস্মাৎ সর্বং ব্যপোহ্যার্থং কার্য্য এব পরাক্রমঃ।
সর্বস্বমপি সন্ত্যজ্য কার্য্যমাত্মহিতং নরৈঃ ॥ ৮৪
বিদ্যা শৌর্য্যঞ্চ দাক্ষ্যঞ্চ বলং ধৈর্য্যঞ্চ পঞ্চমম্।
মিত্রাণি সহজান্যাহুর্বর্তয়ন্তীহ তৈর্বুধাঃ ॥ ৮৫
নিবেশনঞ্চ কুপ্যঞ্চ ক্ষেত্রং ভার্য্যা সুহৃজ্জনঃ।
এতান্যুপহিতান্যাহুঃ সর্বত্র লভতে পুমান্ ॥ ৮৬

কোন শস্য হয় না। ৭৯

যে ব্যক্তি প্রতিদিন তিক্ত, কষায়, স্বাদিষ্ট অথবা মধুর, যেরূপই হউক, হিতকর ভোজন করে, সেই অন্ন তাহার পক্ষে অমৃততুল্য হইয়া থাকে। ৮০

কিন্তু যে ব্যক্তি পরিণামের কোন বিচার না করিয়াই মোহবশতঃ পথ্য ত্যাগ করিয়া অপথ্য ভোজন করে, তাহার জীবন সেস্থানে শেষ হইয়া যায়। ৮১

দৈব ও পুরুষার্থ এই উভয়ই উভয়কে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে, কিন্তু উদারহৃদয় মহাত্মাগণ সর্ব্বদা শুভ কর্ম করেন এবং নপুংসক দৈবকেই অবলম্বন করিয়া থাকেন। ৮২

কঠোর কিংবা কোমল, যাহাই নিজের পক্ষে হিতকর হইবে, সেই কর্ম অবশ্যই সম্পন্ন করিবে। যে ব্যক্তি কর্মকে ত্যাগ করিয়াছে, সে নির্ধন হইয়া কেবল অনর্থসমূহে আবৃত হইয়া পড়ে। ৮৩

অতএব কাল, দৈব ও স্বভাবাদি সমস্ত পদার্থসকলের আশা পরিত্যাগ করত পরাক্রম করাই উচিত। মনুষ্যগণের উচিত হইল—সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াও নিজের হিতসাধন করা। ৮৪

বিদ্যা, বীরত্ব, নৈপুণ্য, বল ও পঞ্চম ধৈর্য্য—এই পাঁচটি মানুষের স্বাভাবিক মিত্র বলিয়া কথিত হয়। জ্ঞানী মহাত্মাগণ এই পাঁচটির দ্বারাই সকল কার্য্যই সম্পন্ন করেন। ৮৫

গৃহ, তাম্রাদি ধাতু, ক্ষেত্র (জমী), স্ত্রী ও সুহৃজ্জন—এই পাঁচটিকে উপমিত্র বলা হয়। এ সকলকে মানুষ সর্ব্বত্র লাভ করিতে পারে। ৮৬

সর্বত্র রমতে প্রাজ্ঞঃ সর্বত্র চ বিরাজতে।
ন বিভীষয়তে কশ্চিদ্ ভীষিতো ন বিভেতি চ ॥ ৮৭
নিত্যং বুদ্ধিমতোঽপ্যর্থঃ স্বল্পকোঽপি বিবর্ধতে।
দাক্ষ্যেণ কুর্বতঃ কর্ম সংযমাৎ প্রতিতিষ্ঠতি ॥ ৮৮
গৃহস্নেহাববদ্ধানাং নরাণামল্পমেধসাম্।
কুস্ত্রী খাদতি মাংসানি মাষমাং সেগবা ইব ॥ ৮৯
গৃহং ক্ষেত্রাণি মিত্রাণি স্বদেশ ইতি চাপরে।
ইত্যেবমবসীদন্তি নরা বুদ্ধিবিপর্যয়ে ॥ ৯০
উৎপতেৎ সহজাদ্ দেশাদ্ ব্যাধিদুর্ভিক্ষপীড়িতাৎ।
অন্যত্র বস্তুং গচ্ছেদ্ বা বসেদ্ বা নিত্যমানিতঃ ॥ ৯১
তস্মাদন্যত্র যাস্যামি বস্তুং নাহমিহোৎসহে
কৃতমেতদনার্যা মে তব পুত্রে চ পার্থিব ॥ ৯২
কুভার্য্যাঞ্চ কুপুত্রঞ্চ কুরাজানং কুসৌহৃদম্।
কুসম্বন্ধং কুদেশঞ্চ দূরতঃ পরিবর্জয়েৎ ॥ ৯৩
কুপুত্রে নাস্তি বিশ্বাসঃ কুভার্য্যায়াঃ কুতো রতিঃ।
কুরাজ্যে নির্বৃতির্নাস্তি কুদেশে নাস্তি জীবিকা ॥ ৯৪
কুমিত্রে সঙ্গতির্নাস্তি নিত্যমস্থিরসৌহৃদে।
অমবানঃ কুসম্বন্ধে ভবত্যর্থবিপর্যয়ে ॥ ৯৫
সা ভার্য্যা যা প্রিয়ং ব্রূতে স পুত্রো যত্র নির্বৃতিঃ।
তন্মিত্রং যত্র বিশ্বাসঃ স দেশো যত্র জীব্যতে ॥ ৯৬
যত্র নাস্তি বলাৎকারঃ স রাজা তীব্রশাসনঃ।
ভীরবে নাস্তি সম্বন্ধো দরিদ্রং যো বুভূষতে ॥ ৯৭
ভার্য্যা দেশোঽথ মিত্রাণি পুত্রসম্বন্ধিবান্ধবাঃ।
এতে সর্বে গুণবতি ধর্মনেত্রে মহীপতৌ ॥ ৯৮
অধর্মজ্ঞস্য বিলয়ং প্রজা গচ্ছন্তি নিগ্রহাৎ।
রাজা মূলং ত্রিবর্গস্য স্বপ্রমত্তোঽনুপালয়েৎ ॥ ৯৯

বিদ্বান্ পুরুষ সর্বত্র আনন্দে অবস্থান করে এবং সর্বত্র তিনি শোভা প্রাপ্ত হন। কেহ তাঁহাকে ভয় দেখাইতে পারে না এবং ভয় দেখাইলেও তিনি কোথাও ভীত হন্ না। ৮৭

বুদ্ধিমানের নিকট যদি অল্প ধনও থাকে, তবে উহা সর্বদা বর্দ্ধিতই হয়। তিনি নিজের দক্ষতা সহকারে কার্য্য করিতে করিতে সংযমের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হন। ৮৮

যেরূপ কাঁকড়ী-মাতাকে তাহার সন্তানেরা নষ্ট করিয়া দেয়, সেইরূপ গৃহের আসক্তিতে আবদ্ধ মন্দবুদ্ধি মনুষ্যগণের মাংস কুটিল স্ত্রী ভক্ষণ করে অর্থাৎ তাহাকে নানাভাবে যাতনা দিতে থাকে। ৮৯

বুদ্ধি বিপরীত হইলে পর অপরাপর বহু মানুষ গৃহ, ক্ষেত্র, মিত্র ও নিজের দেশাদির চিন্তায় আকৃষ্ট হইয়া সর্বদা দুঃখ ভোগ করিতে থাকে। ৯০

নিজের জন্মস্থানও যদি রোগ ও দুর্ভিক্ষাদির দ্বারা পীড়িত হয়, তবে আত্মরক্ষার জন্য সেস্থান হইতে অন্যত্র চলিয়া যাওয়া উচিত। যদি সেস্থানে বাস করিতেই হয়, তবে সদা সম্মানের সহিত অবস্থান করিবে। ৯১

নৃপাল! আমি তোমার পুত্রের সহিত দুষ্টতাপূর্ণ ব্যবহার করিয়াছি, সেইজন্য আমি এ-স্থানে থাকিতে সাহস পাইতেছি না। আমি অন্যত্র চলিয়া যাইব। ৯২

দুষ্টা ভার্য্যা, দুষ্ট পুত্র, কুটিল রাজা, দুষ্ট মিত্র, দূষিত সম্বন্ধ এবং দুষ্ট দেশ—এ সকলকে দূর হইতেই পরিত্যাগ করা উচিত। ৯৩

কুপুত্রকে বিশ্বাস নাই। দুষ্টা ভার্য্যার উপর কিভাবে প্রীতি থাকিবে? কুটিল রাজার রাজ্যে কখনও শান্তি থাকে না এবং দুষ্ট দেশে (সজ্জনগণের) জীবননির্বাহ হইতে পারে না। ৯৪

কুমিত্রের স্নেহ কখনও স্থির থাকে না, সেই কারণ তাহার সহিত সব সময় সদ্ভাব অক্ষুণ্ণ থাকিবে—ইহা অসম্ভব এবং যেখানে দূষিত সম্বন্ধ থাকে, সেখানে স্বার্থের কোন হানি হইলেই অপমানিত হইতে হয়। ৯৫

সেই ভার্য্যাই ভার্য্যা, যিনি প্রিয়ভাষিণী হন। সেই পুত্রই পুত্র,যাহার দ্বারা সুখলাভ হইয়া থাকে। সেই মিত্রও প্রকৃত মিত্র, যাহার সহিত বিশ্বাস অবিচল থাকে এবং সেই দেশই দেশ, যেখানে জীবনযাত্রা নির্বাহ হইতে পারে। ৯৬

উগ্র শাসনকারী সেই রাজাই রাজা, যাঁহার রাজ্যে কোনরূপ বলাৎকার হয় না, কোনরূপ ভয় থাকে না, যিনি দরিদ্রদিগকে প্রতিপালন করিতে ইচ্ছুক এবং প্রজাদের সহিত যাঁহার পালা-পালক সম্বন্ধ সর্বদা স্থির থাকে। ৯৭

যে দেশের রাজা গুণবান্ ও ধর্মপরায়ণ হন, সে দেশের স্ত্রী, পুত্র, মিত্র, সম্বন্ধী ও দেশ এই সবই উত্তম গুণসম্পন্ন হইয়া থাকে। ৯৮

যে রাজা ধর্ম জানেন না, তাঁহার অত্যাচারে প্রজাদের নাশ হইয়া থাকে; কারণ, রাজাই ধর্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গের মূল। অতএব তিনি পূর্ণ সাবধানে থাকিয়া নিরন্তর নিজের প্রজাদিগকে পালন করিবেন। ৯৯

বলিষড়্‌ভাগমুদ্ধৃত্য বলিঃ সমুপযোজয়েৎ।
ন রক্ষতি প্রজাঃ সম্যগ্ যঃ স পার্থিবতস্করঃ॥ ১০০
দত্ত্বাভয়ং যঃ স্বয়মেব রাজা
ন তৎ প্রমাণং কুরুতেঽর্থলোভাৎ
স সর্বলোকাদুপলভ্য পাপং
সোঽধর্মবুদ্ধিনিরয়ং প্রয়াতি॥ ১০১
দত্ত্বাভয়ং স্বয়ং রাজা প্রমাণং কুরুতে যদি
স সর্বসুখকৃজ্ঞেয়ঃ প্রজা ধর্মেণ পালয়ন্॥ ১০২
মাতা পিতা গুরুর্গোপ্তা বাহ্নির্বৈশ্রবণো যমঃ।
সপ্ত রাজ্ঞো গুণানেতান্ মনুরাহ প্রজাপতিঃ॥ ১০৩
পিতা হি রাজা রাষ্ট্রস্য প্রজানাং যোঽনুকম্পনঃ।
তস্মিন্ মিথ্যাবিনীতো হি তির্যগ্ গচ্ছতি মানবঃ॥ ১০৪
সম্ভাবয়তি মাতেব দীনমপ্যুপপদ্যতে।
দহত্যগ্নিরিবানিষ্টান্ যময়ন্নসতো যমঃ॥ ১০৫

যিনি প্রজাদের আয়ের ছয় ভাগের এক ভাগ কররূপে গ্রহণ করত উহা উপভোগ করেন অথচ প্রজাদিগকে সর্বতোভাবে প্রতিপালন করেন না, তিনি ত' রাজাদের মধ্যে 'চোর'॥ ১০০

যিনি প্রজাদিগকে অভয় দান করত ধনের লোভে স্বয়ংই তাহাদের পালন করেন না, সেই পাপমতি রাজা সম্পূর্ণ জগতের পাপ গ্রহণ করত নরকে গমন করেন॥ ১০১

যিনি প্রজাদিগকে অভয় দান করত ধর্মানুসারে তাহাদের পালন করিতে করিতে স্বয়ংই নিজের প্রতিজ্ঞাকে সত্যে প্রমাণিত করিয়া থাকেন, সেই রাজাকে সকলের সুখদাতা বলিয়া জানিবে॥ ১০২

প্রজাপতি মনু রাজার সাতটি গুণের কথা বলিয়াছেন এবং তদনুসারেই তিনি তাঁহাকে মাতা, পিতা, গুরু, রক্ষক, অগ্নি, কুবের ও যমের সহিত উপমা দিয়া গিয়াছেন॥ ১০৩

যে রাজা প্রজাদের প্রতি সর্বদা কৃপা করেন, তিনি নিজ রাজ্যের পিতৃতুল্য হইয়া থাকেন। তাঁহার প্রতি যে মানুষ বিপরীত ভাব প্রদর্শন করে, সেই মনুষ্য পর জন্মে পশু-পক্ষীর যোনিতে জন্মগ্রহণ করে॥ ১০৪

রাজা দীন-দুঃখী প্রজাদিগকেও রাজ্যে বাস করান এবং তাহাদের সর্বতোভাবে প্রতিপালন করেন, এই কারণে তিনি মাতৃতুল্য। তিনি নিজের ও প্রজাদের অপ্রিয়গণকে সর্বদা তাপ দান করেন বলিয়া অগ্নি-সদৃশ এবং দুষ্টদিগকে রাজা দমন

ইষ্টেষু বিসৃজন্নর্থান্ কুবের ইব কামদঃ।
গুরুর্ধর্মোপদেশেন গোপ্তা চ পরিপালয়ন্॥ ১০৬
যস্তু রঞ্জয়তে রাজা পৌরজানপদান্ গুণৈঃ।
ন তস্য ভ্রমতে রাজ্যং স্বয়ং ধর্মানুপালনাৎ॥ ১০৭
স্বয়ং সমুপজানন্ হি পৌরজানপদার্চনম্
স সুখং প্রেক্ষতে রাজা ইহলোকে পরত্র চ॥ ১০৮
নিত্যোদ্বিগ্নাঃ প্রজা যস্য করভারপ্রপীড়িতাঃ।
অনর্থৈর্বিপ্লুপাস্তে স গচ্ছতি পরাভবম্॥ ১০৯
প্রজা যস্য বিবর্ধন্তে সরসীব মহোৎপলম্।
স সর্বফলভাগ্ রাজা স্বর্গলোকে মহীয়তে॥ ১১০
বলিনা বিগ্রহো রাজন্ ন কদাচিৎ প্রশস্যতে।
বলিনা বিগ্রহো যস্য কৃতো রাজ্যং কুতঃ সুখম্॥ ১১১

ভীষ্ম উবাচ।

সৈবমুক্ত্বা শকুনিকা ব্রহ্মদত্তং নরাধিপ।
রাজানং সমনুজ্ঞাপ্য জগামাভীপ্সিতাং দিশম্॥ ১১২

করত সংযমে রাখেন বলিয়া 'যম'-সদৃশ কথিত হন॥ ১০৫

রাজা প্রিয়জনদিগকে অর্থসকল দান করেন এবং তাহাদের সমস্ত কামনা পূর্ণ করেন বলিয়া 'কুবের'-তুল্য রূপে অভিহিত হন। তিনি ধর্মের উপদেশ করেন বলিয়া 'গুরু' এবং সকলকে সংরক্ষণ করেন বলিয়া 'রক্ষক' নামে কথিত হন॥ ১০৬

যে রাজা নিজের গুণসমূহের দ্বারা নগর ও জনপদের সমস্ত মানুষকে প্রীত রাখেন, তাঁহার রাজ্য কখনও উপদ্রুত হয় না, কারণ, তিনি স্বয়ং নিরন্তর ধর্ম পালন করেন॥ ১০৭

যিনি স্বয়ং নগর এবং গ্রামের লোকসকলকে সম্মান করিতে জানেন, সেই রাজা ইহলোক ও পরলোক সর্বত্র সুখই দর্শন করেন॥ ১০৮

যে রাজার প্রজারা সর্বদা করের ভারে পীড়িত হইয়া নিত্য উদ্বিগ্ন থাকে এবং নানাপ্রকার অনর্থের দ্বারা সর্বতোভাবে লুপ্ত হইতে থাকে, সেই রাজা পরাভব প্রাপ্ত হন॥ ১০৯

ইহার বিপরীত যাঁহার প্রজারা সরোবরে পদ্মের ন্যায় বিকাশ ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তিনি সর্বপ্রকারের পুণ্যফলভাগী হন এবং স্বর্গলোকেও সম্মানিত হন॥ ১১০

রাজন্! বলবানের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করা কখনও উচিত বলিয়া কথিত হয় না। যাহার বলবানের সহিত বিবাদ আরম্ভ হয়, তাহার রাজ্যই কোথায় এবং সুখই বা কোথায়?॥ ১১১

ভীষ্ম বলিলেন,—নরাধিপ! রাজা ব্রহ্মদত্তকে এই কথা

এতৎ তে ব্রহ্মদত্তস্য পূজন্যা সহভাষিতম্
ময়োক্তং নৃপতিশ্রেষ্ঠ কিমন্যচ্ছ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ১১৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি আপদ্ধর্মপর্বণি ব্রহ্মদত্ত-পূজন্যোঃ সংবাদ
একোনচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩৯

বলিয়া সেই পূজনী পক্ষী তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করত অভীষ্ট দিকে গমন করিল। ১১২

নৃপশ্রেষ্ঠ! রাজা ব্রহ্মদত্তের পূজনী পক্ষীর সহিত যে আলাপ-আলোচনা হইয়াছিল, উহা আমি তোমাকে বলিলাম এখন আর কি তুমি শুনিতে বাসনা কর? ১১৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত আপদ্ধর্মপর্ব্বে ব্রহ্মদত্ত ও পূজনীর সংবাদবিষয়ক একোনচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ভারদ্বাজ-কণিকেন সৌরাষ্ট্রদেশাধিপতি-শত্রুঞ্জয়ায় কূটনীতেরুপদেশদানম্]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

যুগক্ষয়াৎ পরিক্ষীণে ধর্মে লোকে চ ভারত
দস্যুভিঃ পীড্যমানে চ কথং স্থেয়ং পিতামহ ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ।

অত্র তে বর্তয়িষ্যামি নীতিমাপৎসু ভারত।
উৎসৃজ্যাপি ঘৃণাং কালে যথা বর্তেত ভূমিপঃ ॥ ২
অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্
ভারদ্বাজস্য সংবাদং রাজ্ঞঃ শত্রুঞ্জয়স্য চ ॥ ৩
রাজা শত্রুঞ্জয়ো নাম সৌবীরেষু মহারথঃ।
ভারদ্বাজমুপাগম্য পপ্রচ্ছার্থবিনিশ্চয়ম্ ॥ ৪
অলব্ধস্য কথং লিপ্সা লব্ধং কেন বিবর্ধতে
বর্ধিতং পালাতে কেন পালিতং প্রণয়েৎ কথম্ ॥ ৫
তস্মৈ বিনিশ্চিতার্থায় পরিপৃষ্টোঽর্থনিশ্চয়ম্।
উবাচ ব্রাহ্মণো বাক্যমিদং হেতুমদুত্তমম্ ॥ ৬
নিত্যমুদ্যতদণ্ডঃ স্যান্নিত্যাঃ বিবৃতপৌরুষঃ।
অচ্ছিদ্রশ্ছিদ্রদর্শী চ পরেষাং বিবরানুগঃ ॥ ৭
নিত্যমুদ্যতদণ্ডস্য ভূশমুদ্বিজতে নরঃ।
তস্মাৎ সর্বাণি ভূতানি দণ্ডেনৈব প্রসাধয়েৎ ॥ ৮

চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

[ভারদ্বাজ কণিক কর্তৃক সৌরাষ্ট্র দেশের রাজা শত্রুঞ্জয়কে কূটনীতির উপদেশ দান।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন, ভারত! পিতামহ! সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর—এই তিন যুগ প্রায় শেষ হইতে চলিল, সেইজন্য জগতে ধর্ম্মের ক্ষয় হইতেছে। দস্যুগণ ধর্ম্মে আরও বাধা দান করিতেছে, এরূপ অবস্থায় কি ভাবে অবস্থান করা উচিত? ১

ভীষ্ম বলিলেন,—ভরতবংশধর যুধিষ্ঠির! আমি এখন আপৎকালের সেই নীতি বলিতেছি, যখন ভূপতি দয়া-ভাব পরিত্যাগ করিয়া যথেচ্ছ আচরণ করিয়া যাইবেন। ২

এবিষয়ে ভরদ্বাজবংশজাত কণিক এবং রাজা শত্রুঞ্জয়ের সংবাদরূপ এক প্রাচীন ইতিহাসের উদাহরণ মহাত্মাগণ দিয়া থাকেন। ৩

সৌবীর দেশে শত্রুঞ্জয় নামে প্রসিদ্ধ এক মহারথী বীর রাজা ছিলেন। তিনি ভারদ্বাজ কণিকের নিকট গমন করত নিজের কর্ত্তব্য নিশ্চয় করিবার জন্য তাঁহাকে এই কথা বলিলেন। ৪

অপ্রাপ্ত বস্তুর কি ভাবে প্রাপ্তি হয়? প্রাপ্ত দ্রব্য কিরূপে বর্দ্ধিত হয়? বর্দ্ধিত দ্রব্যের রক্ষা কি ভাবে করিতে হয় এবং সেই সুরক্ষিত দ্রব্যের সদ্ব্যবহার কিরূপে করিতে হয়? ৫

রাজা শত্রুঞ্জয় শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নিশ্চিতরূপে জ্ঞাত ছিলেন। তিনি যখন কর্ত্তব্য নিশ্চয়ের জন্য প্রশ্ন উপস্থাপিত করিলেন, তখন ব্রাহ্মণ ভারদ্বাজ কণিক এই যুক্তিযুক্ত উত্তম বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন। ৬

রাজা সর্ব্বথা দণ্ডদান করিবার জন্য উদ্যত থাকিবেন এবং সর্ব্বদাই পুরুষার্থ প্রকাশ করিয়া যাইবেন রাজা নিজের ছিদ্র অর্থাৎ দুর্ব্বলতা রাখিবেন না, অথচ শত্রুপক্ষের ছিদ্র সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিবেন এবং যদি শত্রুপক্ষের দুর্ব্বলতার সুযোগ পান, তবে তাহাদের উপর আক্রমণ করিবেন। ৭

যে রাজা সর্ব্বদা দণ্ডদান করিবার জন্য উদ্যত থাকেন, তাঁহাকে প্রজারা অতিশয় ভয় করে; সেই হেতু সমস্ত প্রাণীদিগকে দণ্ডেরই দ্বারা বশীভূত করিয়া রাখিবেন। ৮

এবং দণ্ডঃ প্রশংসন্তি পণ্ডিতাস্তত্ত্বদর্শিনঃ।
তস্মাচ্চতুষ্টয়ে তস্মিন্ প্রধানো দণ্ড উচ্যতে ॥ ৯
ছিন্নমূলে দ্রুমস্থানে সর্বেষাং জীবনং হতম্।
কথং হি শাখাস্তিষ্ঠেয়ুশ্ছিন্নমূলে বনস্পতৌ ॥ ১০
মূলমেবাদিতশ্ছিন্দ্যাৎ পরপক্ষস্য পণ্ডিতঃ।
ততঃ সহায়ান্ পক্ষঞ্চ মূলমেবানুসাধয়েৎ ॥ ১১
সুমন্ত্রিতং সুবিক্রান্তং সুযুদ্ধং সুপলায়িতম্
আপদাস্পদকালে তু কুর্বীত ন বিচারয়েৎ ॥ ১২
বাঙ্মাত্রেণ বিনীতঃ স্যাদ্ধৃদয়েন যথা ক্ষুরঃ।
শ্লক্ষ্ণপূর্বাভিভাষী চ কাম-ক্রোধৌ বিবর্জয়েৎ ॥ ১৩
সপত্নসহিতে কার্য্যে কৃত্বা সন্ধিং ন বিশ্বসেৎ।
অপক্রামেৎ ততঃ শীঘ্রং কৃতকার্য্যো বিচক্ষণঃ ॥ ১৪

তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ এরূপ দণ্ডের প্রশংসা করেন। অতএব সাম, দানাদি চারিপ্রকার উপায় সকলের মধ্যে দণ্ডকেই প্রধান বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ৯

যদি মূল আধার নষ্ট হইয়া যায়, তবে উহার আশ্রয়ে জীবন নির্ব্বাহকারী সকল জীবেরই জীবন নষ্ট হইয়া যায়। যদি বৃক্ষের মূল ছেদন করা হয়, তবে তাহার শাখাসমূহ কিভাবে থাকিবে? ১০

বিদ্বান্ পুরুষ প্রথমে শত্রুপক্ষের মূলই উচ্ছেদ করিয়া দিবেন। অতঃপর তাহার সহায়ক ও পক্ষপাতী ব্যক্তিদিগকেও সেই মূলেরই পথের অনুসরণ করাইবেন। ১১

সঙ্কটকাল উপস্থিত হইলে পর রাজা সময়োপযোগী মন্ত্রণা, উত্তম পরাক্রম এবং সেরূপ কোন সময় আসিলে পর সুন্দর গতিতে পলায়নও করিবেন। আপৎকালের সময় আবশ্যক কর্মই করিতে হয়, কিন্তু কোনরূপ বিচার বিবেচনা করিবেন না। ১২

রাজা কেবল বাক্যালাপেই অত্যন্ত বিনয়শীল হইবেন, হৃদয়কে ক্ষুরের ন্যায় তীক্ষ্ণ রাখিবেন; ঈষৎ হাস্য সহকারে মধুর বাক্য বলিবেন এবং কাম-ক্রোধ পরিত্যাগ করিবেন। ১৩

শত্রুর সহিত বিবাদের পর ঐক্যমতস্থাপন প্রভৃতি কার্য্যে সন্ধি করিয়াও তাহার উপর বিশ্বাস করিবেন না। নিজের কার্য্য সিদ্ধ হইলে পর বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অতি সত্বর সেস্থান হইতে দূরে চলিয়া যাইবেন। ১৪

শত্রুকে তাহার মিত্র সাজিয়া শান্ত বাক্যে সান্ত্বনা দান করিবেন; কিন্তু যেরূপ সর্পযুক্ত গৃহ হইতে মানুষ ভীত হয়, শত্রুকে মিত্ররূপেও সাক্ষাৎভাবে বিশ্বাস করিবে না। নিত্যশঙ্কোদ্বিজেৎ তস্মাদ্ গৃহাৎ সর্পযুতাদিব ॥ ১৫
যস্য বুদ্ধিঃ পরিভ্রষ্টে ভয়তীতেন সান্ত্বয়েৎ।
অনাগতেন দুষ্প্রজ্ঞং প্রত্যুৎপন্নেন পণ্ডিতম্ ॥ ১৬
অঞ্জলিং শপথং সান্ত্বং প্রণম্য শিরসা বদেৎ।
অশ্রুপ্রমার্জনং চৈব কর্তব্যং ভূতিমিচ্ছতা ॥ ১৭
বহেদমিত্রং স্কন্ধেন যাবৎকালস্য পর্য্যয়ঃ।
প্রাপ্তকালং তু বিজ্ঞায় ভিন্দ্যাদ্ ঘটমিবাশ্মনি ॥ ১৮
মুহূর্তমপি রাজেন্দ্র তিন্দুকালাতবজ্জ্বলেৎ।
ন তুষাগ্নিরিবানর্চির্ধূমায়েত চিরং নরঃ ॥ ১৯
নানার্থিকোঽর্থসম্বন্ধং কৃতঘ্নেন সমাচরেৎ।
অর্থী তু শক্যতে ভোক্তুং কৃতকার্য্যোঽবমন্যতে।
তস্মাৎ সর্বাণি কার্য্যাণি সাবশেষাণি কারয়েৎ ॥ ২০

সেইরূপ সেই শত্রু হইতেও রাজা সদা উদ্বিগ্ন থাকিবেন। ১৫

যাহার বুদ্ধি সঙ্কটে পতিত হইয়া শোকাভিভূত হয়, তাহাকে অতীতকালের বৃত্তান্ত (রাজা নল ও ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র প্রভৃতির জীবন বৃত্তান্ত) শুনাইয়া সান্ত্বনা দান করিবেন। যাহার বুদ্ধি দুষ্ট, তাহাকে ভবিষ্যতে লাভের আশা দেখাইয়া এবং বিদ্বান্ ব্যক্তিকে তৎক্ষণাৎ ধনাদি দান করত শান্ত করিবেন। ১৬

ঐশ্বর্য্যকামী রাজার কর্তব্য হইল—তিনি সুযোগমত শত্রুর সম্মুখে কখনও কৃতাঞ্জলি হইবেন, কখনও তাহাকে আশ্বস্ত করিবেন এবং কখনও তাহার চরণে মস্তক নত করিয়া আলাপ-আলোচনা করিবেন। কেবল ইহাই নহে, শত্রুকে ধৈর্য্যদানপূর্ব্বক তাহার অশ্রু মার্জ্জনাও করিবেন। ১৭

যতক্ষণ না সময় পরিবর্ত্তিত হইয়া নিজের অনুকূল হয়, ততক্ষণ যদি শত্রুকে স্কন্ধে বসাইয়া বহন করিতেও হয়, তবে তাহাই করিবে, কিন্তু যখন অনুকূল সময় আসিবে, তখন তাহাকে সেইভাবে নষ্ট করিয়া দিবে, যেরূপ কলসকে প্রস্তরে নিক্ষেপ করিয়া বিদীর্ণ করা হয়। ১৮

রাজেন্দ্র! মুহূর্তকাল হইলেও মানুষ শত্রুর সম্মুখে তিন্দুক (গাব)-কাষ্ঠের মশালের ন্যায় প্রবল বেগে জ্বলিতে থাকিবে অর্থাৎ শত্রুর সম্মুখে ভয়ঙ্কর পরাক্রম প্রকাশ করিবে। আবার দীর্ঘকাল তুষের অগ্নির ন্যায় বিনা শিখায় ধূম উদ্গার করিবে না অর্থাৎ মন্দ পরাক্রমের পরিচয় দিবে না। ১৯

নানাবিধ প্রয়োজনাভিলাষী মানুষ কৃতঘ্নের সহিত আর্থিক

কোকিলস্য বরাহস্য মেরোঃ শূন্যস্য বেশ্মনঃ।
নটস্য ভক্তিমিত্রস্য যচ্ছ্রেয়স্তৎ সমাচরেৎ ॥ ২১
উত্থায়োত্থায় গচ্ছেত নিত্যযুক্তো রিপোর্গৃহান্
কুশলং চাস্য পৃচ্ছেত যদ্যপ্যকুশলং ভবেৎ ॥ ২২
নালসাঃ প্রাপ্নুবন্ত্যর্থান্ ন ক্লীবা নাভিমানিনঃ।
ন চ লোকরবাদ্ ভীতা ন বৈ শশ্বৎ প্রতীক্ষিণঃ ॥ ২৩
নাচ্ছিদ্রঃ রিপুবিচ্ছিদ্রাদ্ বিচ্ছিদ্রঃ পরস্য তু।
গূহেৎ কূর্ম ইবাঙ্গানি রক্ষেদ্ বিবরমাত্মনঃ ॥ ২৪
বৃকবচ্চিন্তয়েদর্থান্ সিংহবচ্চ পরাক্রমেৎ।
বৃকবচ্চাবলুম্পেত শরবচ্চ বিনিষ্পতেৎ ॥ ২৫
পানমক্ষাস্তথা নার্য্যো মৃগয়া গীতবাদিতম্।
এতানি যুক্তো সেবেত প্রসঙ্গো ন্যত্র দোষবান্ ॥ ২৬
কুর্য্যাৎ তৃণময়ং চাপং শয়ীত মৃগশায়িকাম্।
অন্ধঃ স্যাদন্ধবেলায়াং ব্যধির্যমপি সংশ্রয়েৎ ॥ ২৭
দেশ-কালৌ সমাসাদ্য বিক্রমেত বিচক্ষণঃ।
দেশকালব্যতীতো হি বিক্রমো নিষ্ফলো ভবেৎ ॥ ২৮
কালাকালৌ সম্প্রধার্য্য বলাবলমথাত্মনঃ
পরস্য চ বলং জ্ঞাত্বা তত্রাত্মানং নিয়োজয়েৎ ॥ ২৯
দণ্ডেনোপনতং শত্রুং যো রাজা ন নিযচ্ছতি
স মৃত্যুমুপগৃহ্যাতি গর্ভমশ্বতরী যথা ॥ ৩০
সুপুষ্পিতঃ স্যাদফলঃ ফলবান্ স্যাদ্ দুরারুহঃ।
আমঃ স্যাৎ পক্বসঙ্কাশো ন চ শীর্য্যেত কস্যচিৎ ॥ ৩১

সম্বন্ধ স্থাপন করিবে না, কাহারও কার্য্য পূর্ণ সমাধা করিবে না; কারণ, যে ব্যক্তি প্রয়োজনসিদ্ধিকামী, তাহাকে ত' বারংবার কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়; কিন্তু যাহার প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া যাইবে, সে নিজের উপকারকারী ব্যক্তিকে উপেক্ষা করে, সেইজন্য অপরের কোন কার্য্যই পূর্ণরূপে সমাধা করিবে না, তাহার কিছু অবশেষ রাখিয়াই দিবে। ২০

কোকিল, শূকর, সুমেরু পর্ব্বত, শূন্য গৃহ, নট এবং অনুরক্ত সুহৃদ্—ইহাদের মধ্যে যাহা যাহা শ্রেষ্ঠ গুণ ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহাই রাজা কামনা করিবেন। (কোকিলের শ্রেষ্ঠ গুণ হইল কণ্ঠস্বরের মধুরতা, শূকরের আক্রমণকে প্রতিরোধ করা কঠিন, মেরুর গুণ হইল-সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উন্নত হওয়া, শূন্য-গৃহের বৈশিষ্ট্য হইল—বহু ব্যক্তিকে আশ্রয় দেওয়া, নটের গুণ হইল—নিজের ক্রিয়া কৌশলের দ্বারা অপরকে সন্তুষ্ট করা এবং অনুরক্ত সুহৃদ্‌গণের বৈশিষ্ট্য হইল—হিতপরায়ণতা)। ২১

রাজার কর্ত্তব্য হইল—প্রতিদিন তিনি শয্যা হইতে উঠিয়া পূর্ণ সাবধানতার সহিত শত্রুর গৃহে যাইবেন এবং তাহার অমঙ্গল হইতে থাকিলেও সদা তাহার কুশল কামনা করিবেন এবং তাহার মঙ্গল প্রশ্ন করিবেন। ২২

যাহারা অলস, কাপুরুষ, অভিমানী, লোক-চর্চায় ভীত এবং সময়ের প্রতীক্ষা করত বসিয়া থাকে, এরূপ ব্যক্তিগণ নিজেদের অভীষ্ট অর্থ লাভ করিতে পারে না। ২৩

রাজা সেইভাবে সদা সতর্ক থাকিবেন, যাহাতে তাঁহার ছিদ্র শত্রুরা জানিতে না পারে, কিন্তু তিনি শত্রুর ছিদ্র সবসময় লক্ষ্য রাখিবেন। যেরূপ কচ্ছপ নিজের সকল অঙ্গকে সঙ্কুচিত করিয়া গোপন করে, সেইরূপ রাজা নিজের ছিদ্রকে গোপন রাখিবেন। ২৪

রাজা বকের ন্যায় একাগ্রচিত্ত হইয়া কর্ত্তব্য বিষয়ে চিন্তা করিবেন। তিনি সিংহের ন্যায় পরাক্রম প্রকাশ করিবেন এবং চিতাবাঘের তুল্য সহসা আক্রমণ করত শত্রুর ধন অপহরণ করিবেন এবং বাণের ন্যায় শত্রুর উপর পতিত হইবেন। ২৫

পান, পাশা, স্ত্রী, মৃগয়া ও গীত-বাদ্য-এ সমস্ত সংযম সহকারে অনাসক্তভাবে সেবন করিবেন; এই সবে আসক্তি হওয়া অনিষ্টকারক। ২৬

রাজা বাঁশের ধনু নির্ম্মাণ করিবেন, হরিণের ন্যায় শয়ন করিবেন, অন্ধ হইয়া থাকিবার যোগ্য সময়ে অন্ধের ভাব অবলম্বন করিবেন এবং সময়ানুসারে কখনও কখনও বধিরও হইবেন। ২৭

বুদ্ধিমান্ রাজা দেশ ও কালকে নিজের অনুকূলে পাইয়া পরাক্রম প্রকাশ করিবেন। দেশ-কালের অনুকূলতা না থাকিলে কৃত পরাক্রম নিষ্ফল হইয়া যায়। ২৮

বর্ত্তমান সময় নিজের পক্ষে উপযোগী বা অনুপযোগী, নিজের পক্ষ প্রবল কিংবা দুর্ব্বল? এই সব বিষয় সর্ব্বতোভাবে বিচার করিয়া স্থির করত এবং শত্রুর বলকে বুঝিয়া যুদ্ধ বা সন্ধিকার্য্যে নিজেকে নিয়োগ করিবে। ২৯

যে রাজা দণ্ডের দ্বারা নতমস্তক শত্রুকে প্রাপ্ত হইয়াও তাহাকে নষ্ট না করেন, তিনি নিজের মৃত্যুর জন্য গর্ভভীরু গর্ভ ধারণের ন্যায় নিজের মৃত্যুকে নিজেই আমন্ত্রিত করেন। ৩০

নীতিজ্ঞ রাজা সেইরূপ বৃক্ষের ন্যায় অবস্থান করিবেন, যে বৃক্ষে বহু পুষ্প থাকে, কিন্তু ফল একটিও থাকে না। ফল থাকিলেও সেইরূপ বৃক্ষের ন্যায় হইবেন, যে বৃক্ষে আরোহণ করা অতিশয় কঠিন কার্য্য। রাজা যদিও কাঁচা বৃক্ষের ন্যায় রহিবেন

আশাং কালবতীং কুর্য্যাৎ তাঞ্চ বিঘ্নেন যোজয়েৎ।
বিঘ্নং নিমিত্ততো ক্রয়ান্নিমিত্তং চাপি হেতুতঃ ॥ ৩১
ভীতবৎ সংবিধাতব্যং যাবদ্ ভয়মনাগতম্
আগতং তু ভয়ং দৃষ্ট্বা প্রহর্তব্যমভীতবৎ ॥ ৩২
ন সংশয়মনারুহ্য নরো ভদ্রাণি পশ্যতি।
সংশয়ং পুনরারুহ্য যদি জীবতি পশ্যতি ॥ ৩৪
অনাগতং বিজানীয়াদ্ যচ্ছেদ্ ভয়মুপস্থিতম্।
পুনর্বৃদ্ধিভয়াৎ কিঞ্চিদনিবৃত্তং নিশাময়েৎ ॥ ৩৫
প্রত্যুপস্থিতকালস্য সুখস্য পরিবর্জনম্।
অনাগতসুখাশা চ নৈব বুদ্ধিমতাং নয়ঃ ॥ ৩৬
যোঽরিণা সহ সন্ধায় সুখং স্বপিতি বিশ্বসন্।
স বৃক্ষাগ্রে প্রসুপ্তো বা পতিতঃ প্রতিবুধ্যতে ॥ ৩৭

কর্মণা যেন তেনৈব মৃদুনা দারুণেন চ।
উদ্ধরেদ্ দীনমাত্মানং সমর্থো ধর্মমাচরেৎ ॥৩৮
যে সপত্নাঃ সপত্নানাং সর্বাংস্তানুপসেবয়েৎ।
আত্মনশ্চাপি বোদ্ধব্যাশ্চারা বিনিহতাঃ পরৈঃ ॥৩৯
চারস্ত্বদিতঃ কার্য্য আত্মনোঽথ পরস্য চ।
পাষণ্ডাংস্তাপসাদীংশ্চ পররাষ্ট্রে প্রবেশয়েৎ ॥৪০
উদ্যানেষু বিহারেষু প্রপাস্থাবসথেষু চ।
পানাগারে প্রবেশেষু তীর্থেষু চ সভাসু চ ॥ ৪১
ধর্মাভিচারিণঃ পাপাশ্চৌরা লোকস্য কণ্টকাঃ।
সমাগচ্ছন্তি তান্ বুদ্ধ্বা নিযচ্ছেচ্ছময়ীত চ ॥ ৪২
ন বিশ্বসেদবিশ্বস্তে বিশ্বস্তে নাতিবিশ্বসেৎ
বিশ্বাসাদ্ ভয়মভ্যেতি নাপরীক্ষ্য চ বিশ্বসেদ্ ॥ ৪৩

তথাপি তিনি যেন পাকা বৃক্ষের ন্যায়ই সুদৃঢ় থাকেন এবং কোন কারণেই স্বয়ং জীর্ণ হইবেন না। ৩১

রাজা শত্রুর আশাকে পূর্ণ হইতে বিলম্ব করিয়া দিবেন এবং তাহাতে বিঘ্নসৃষ্টি করিবেন। কোন কোন কারণবশতঃ সেই বিঘ্নের কথা বলিয়া দিবেন এবং সেই কারণকে আবার যুক্তিসঙ্গত-রূপে প্রতিপন্ন করিবেন। ৩২

যতক্ষণ না নিজের উপর ভয় আসে, ততক্ষণ ভীতের ন্যায় উহাকে প্রতিরোধ করিতে থাকিবেন, কিন্তু যদি ভয়কে সম্মুখে উপস্থিত দেখিতে পান, তখন যেন নির্ভয় হইয়াই শত্রুর উহার প্রহার আরম্ভ করিবেন। ৩৩

প্রাণসংশয়রূপ কষ্ট স্বীকার না করিলে পর মানুষ কল্যাণ দর্শন করিতে পারে না। প্রাণসংশয়রূপ কষ্ট পতিত হইয়া সে যদি পুনরায় জীবিত থাকে, তবে সে নিজের কল্যাণ দর্শন করে। ৩৪

ভবিষ্যতে যে সঙ্কট আসিবে, উহাকে প্রথমে জানিবার চেষ্টা করিবে এবং যে ভয় সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে, উহাকে সর্ব্বতোভাবে প্রতিরোধ করিবে। প্রতিরুদ্ধ ভয় পুনরায় বৃদ্ধিলাভ করিতে পারে, এই ভয়ে সর্ব্বদা 'ভয় নিবৃত্ত হয় নাই' এইভাবে সাবধানে থাকিবে। ৩৫

যাহার সুলভ হওয়ার সময় আসিয়াছে, এরূপ সুখকে পরিত্যাগ করিবে এবং ভবিষ্যতে লাভ হইবার যোগ্য সুখেরই আশা করিতে হয়—ইহাই বুদ্ধিমানের নীতি। ৩৬

যে ব্যক্তি শত্রুর সহিত সন্ধি করিয়া বিশ্বাস সহকারে সুখে নিদ্রা যায়, সেই ব্যক্তি সেই মনুষ্যের ন্যায়, যে মানুষ বৃক্ষের শাখায় আরোহণ করিয়া গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হয়। এতাদৃশ ব্যক্তি নীচেতে পতিত হইলেই (শত্রুর দ্বারা সঙ্কটে পতিত হইলেই) সজাগ বা সচেতন হয়। ৩৭

মানুষ কোমল বা কঠোর যে কোন উপায়ে সম্ভব হউক, নিজেকে দীনদশা হইতে উদ্ধার করিবে। ইহার পর শক্তিশালী হইয়া পুনরায় ধর্মাচরণ করিবে। ৩৮

যাহারা শত্রুর শত্রু, তাহাদের সকলকে সেবা করিবে। নিজের উপর শত্রুগণ কর্তৃক নিযুক্ত গুপ্তচরদিগকে জানিবার জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিবে। ৩৯

নিজের এবং শত্রুর রাজ্যে এরূপ গুপ্তচরগণকে নিযুক্ত করিবে, যাহাদিগকে কেহই জানিতে পারিবে না। শত্রুর রাজ্যে পাষণ্ড-বেশধারী ও তপস্বী প্রভৃতিকেও গুপ্তচর করিয়া প্রেরণ করিবে। ৪০

সেই সব গুপ্তচর উদ্যান, বিচরণ স্থান, জলপান স্থান, ধর্মশালা, মদ্য বিক্রয়ের স্থান, নগরের প্রবেশ দ্বার, তীর্থস্থান ও সভাস্থান-সমূহে বিচরণ করিবেন। ৪১

কপটতাপূর্ণ ধর্মাচরণকারী, পাপাত্মা, চোর এবং জগতের পক্ষে কণ্টকস্বরূপ যে সব মানুষ ছদ্মবেশ ধারণপূর্ব্বক সেই সকল স্থানে আসিবে, তাহাদের সকলকে ভালভাবে বুঝিয়া বন্দী করিবে। অথবা ভয় দেখাইয়া তাহাদের পাপপ্রবৃত্তি শান্ত করিবে। ৪২

যে ব্যক্তি বিশ্বাসের পাত্র নহে তাহাকে কখনও বিশ্বাস করিবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি বিশ্বাসের যোগ্য, তাহাকেও অধিক বিশ্বাস করা উচিত নয়; কারণ, অধিক বিশ্বাস করিলে ভয় উৎপন্ন হয়, অতএব কোনরূপ কাহাকেও পরীক্ষা না করিয়া বিশ্বাস করিবে না। ৪৩

বিশ্বাসয়িত্বা তু পরং তত্ত্বভূতেন হেতুনা।
অথাস্য প্রহরেৎ কালে কিঞ্চিদ্ বিচলিতে পদে ॥৪৪
অনাশ্বস্যমপি শত্রুং মিত্রাৎ শত্রুং শঙ্কিতাৎ।
ভয়ং হ্যশঙ্কিতাজ্জাতং সমূলমপি কৃন্ততি ॥ ৪৫
অবধানেন মৌনেন কাষায়েণ জটাজিনৈঃ।
বিশ্বাসয়িত্বা ঘ্নেষ্টারমবলুম্পেদ্ যথা বৃকঃ ॥ ৪৬
পুত্রো বা যদি বা ভ্রাতা পিতা বা যদি বা সুহৃৎ।
অর্থস্য বিঘ্নং কুর্বাণা হন্তব্যা ভূতিমিচ্ছতা ॥ ৪৭
গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্যাকার্যমজানতঃ
উৎপথং প্রতিপন্নস্য দণ্ডো ভবতি শাসনম্ ॥ ৪৮
অভ্যুত্থানাভিবাদাভ্যাং সম্প্রদানেন কেনচিৎ।
প্রতিপুষ্পফলাঘাতী তীক্ষ্ণতুণ্ড ইব দ্বিজঃ ॥ ৪৯
নাহত্বা মৎস্যঘাতীব প্রাপ্নোতি মহতীং শ্রিয়ম্ ॥ ৫০
নাস্তি জাত্যা রিপুনাম মিত্রং বাপি ন বিদ্যতে।
সামর্থ্যযোগাজ্জায়ন্তে মিত্রাণি রিপবস্তথা ॥ ৫১
অমিত্রং নৈব মুঞ্চেত যদপ্যুঃ করুণান্যপি
দুঃখং তত্র ন কর্তব্যং হন্যাৎ পূর্বাপকারিণম্ ॥ ৫২
সংগ্রহানুগ্রহে যত্নঃ সদা কার্য্যোঽনসূয়তা।
নিগ্রহশ্চাপি যত্নেন কর্তব্যো ভূতিমিচ্ছতা ॥ ৫৩
প্রহরিষ্যন্ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ প্রহৃত্যাথ প্রিয়োত্তরম্।
অসিনাপি শিরশ্ছিত্ত্বা শোচেত চ রুদেত চ ॥ ৫৪
নিমন্ত্রয়েত সান্ত্বেন সম্মানেন তিতিক্ষয়া।
লোকারাধনমিত্যেতৎ কর্তব্যং ভূতিমিচ্ছতা ॥ ৫৫
ন শুষ্কবৈরং কুর্বীত বাহুভ্যাং ন নদীং তরেৎ
অনর্থকমনায়ুষ্যং গোবিষাণস্য ভক্ষণম্

কোন যথার্থ কারণের দ্বারা শত্রুর মনে বিশ্বাস উৎপাদন করত যখন তাহার চরণ স্খলিত হইতে থাকিবে, তখন তাহার উপর প্রহার আরম্ভ করিয়া দিবে ॥ ৪৩

যে ব্যক্তি সন্দেহের পাত্র নহে, এরূপ ব্যক্তিকেও সন্দেহ করিবে তাহার দিক্ দিয়াও সজাগ থাকিবে এবং যাহার দিক্ হইতে ভয়ের আশঙ্কা থাকে, তাহার দিক্ হইতে ত' সর্ব্বদাই সাবধানে থাকিতে হয়, কারণ, যাহার দিক্ হইতে কোনরূপ ভয়ের আশঙ্কা থাকে না, তাহার দিক্ হইতে যদি ভয় উৎপন্ন হয়, তবে উহা ত' মূলের সব নষ্ট করিয়া দেয় ॥ ৪৫

শত্রুর হিতের প্রতি মনোযোগ দেখাইয়া, মৌনব্রত গ্রহণ করিয়া, গেরুয়া বস্ত্র পরিধান করিয়া এবং জটা ও মৃগচর্ম্ম ধারণ করিয়া নিজের প্রতি অন্যের বিশ্বাস উৎপন্ন করিবে এবং যখন সেই বিশ্বাস জন্মিবে, তখন সুযোগ বুঝিয়া চিতাবাঘের ন্যায় শত্রুর উপর আক্রমণ করিবে ॥ ৪৬

পুত্র, ভ্রাতা, পিতা অথবা মিত্র যে কেহই হউক না কেন, কেহ যদি অর্থপ্রাপ্তিতে বিঘ্ন সৃষ্টি করে, তবে ঐশ্বর্য্যকামী রাজা তাহাকে অবশ্যই বধ করিবেন ॥ ৪৭

যদি গুরুও গর্ব্বিত হইয়া কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য বিষয় না বুঝেন এবং কুপথে গমন করেন, তবে তাঁহাকেও দণ্ডদান করিবেন; কারণ, দণ্ডই তাঁহাকে সৎপথে পরিচালিত করে ॥ ৪৮

শত্রু আসিলে পর উত্থিত হইয়া তাহাকে স্বাগত জানাইবে, তাহাকে প্রণাম করিবে এবং কোন অপূর্ব্ব বস্তু তাহাকে দান করিবে। এইসব আচরণের দ্বারা প্রথমে তাহাকে বশীভূত করিবে। তাহার পর তীক্ষ্ণ চঞ্চুবিশিষ্ট কোন পক্ষী যেরূপ বৃক্ষের প্রত্যেক ফল ও পুষ্পে চঞ্চুর আঘাত করে, সেইরূপ শত্রুর উপর আঘাত করিবে ॥ ৪৯

রাজা মৎস্যঘাতী ধীবরগণের ন্যায় অপরের মর্ম্মস্থল বিদীর্ণ না করিয়া, অত্যন্ত ক্রূরকর্ম্ম না করিয়া এবং বহু ব্যক্তির প্রাণহরণ না করিয়া বিশাল সম্পদ লাভ করিতে সমর্থ হন না ॥ ৫০

কেহই জন্ম হইতেই মিত্র এবং কেহ শত্রু হয় না নিজের কর্ম্মের ন্যায় প্রভাবেরই ফলে কেহ শত্রু এবং কেহ মিত্র হইয়া থাকে ॥ ৫১

শত্রু যদি করুণাজনক বাক্যও বলিতে থাকে, তবে তাহাকে বধ না করিয়া ছাড়িবে না যে ব্যক্তি পূর্ব্বে নিজের অপকার করিয়াছে, তাহাকে অবশ্যই বিনাশ করিবে এবং উহাতে দুঃখিত হইবে না ॥ ৫২

ঐশ্বর্য্যকামী রাজা শত্রুদৃষ্টি পরিত্যাগ করত সদা অস্ত্র লোক-সকলকে স্বপক্ষালম্বী করিয়া রাখিবেন, অপরের উপর অনুগ্রহ করিবার জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিবেন এবং যত্নসহকারে শত্রুদিগকে বা দুষ্টদিগকে দমনও করিবেন ॥ ৫৩

প্রহার করিতে উদ্যত হইয়াও প্রিয় বাক্য বলিবে, প্রহার করিবার পরও প্রিয় বাক্য বলিবে, তরবারির দ্বারা শত্রুর মস্তক ছেদন করিয়া শোক করিবে এবং রোদনও করিবে ॥ ৫৪

ঐশ্বর্য্যকামী রাজা মধুর বাক্য বলিয়া অপরকে সম্মান করত সহনশীল হইয়া সকল লোককে নিজের নিকটে আসিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিবেন, ইহাই লোকসকলের আরাধনা বা সাধারণ জনতার সম্মান। ইহা অবশ্যই করিতে হইবে ॥ ৫৫

শুষ্ক শত্রুতা করিবে না এবং দুই বাহুর সাহায্যে নদীসন্তরণ করিয়া যাইবে না। কুকুরের দ্বারা গরুর শৃঙ্গ চর্ব্বণের ন্যায় ইহা

দন্তাশ্চ পরিমৃজ্যন্তে রসশ্চাপি ন লভ্যতে ॥ ৫৬
ত্রিবর্গে ত্রিবিধা পীড়ানুবন্ধাস্ত্রয় এব চ
অনুবন্ধাঃ শুভা জ্ঞেয়াঃ পীড়াশ্চ পরিবর্জয়েৎ ॥৫৭
ঋণশেষমগ্নিশেষং শত্রুশেষং তথৈব চ
পুনঃ পুনঃ প্রবর্ধন্তে তস্মাচ্ছেষং ন ধারয়েৎ ॥ ৫৮
বর্ধমানমুপেক্ষেত পরিভূতাশ্চ শত্রবঃ
জনয়ন্তি ভয়ং তীব্রং ব্যাধয়শ্চাপ্যুপেক্ষিতাঃ ॥ ৫৯
নাসম্যক্কৃতকার্যী স্যাদপ্রমত্তঃ সদা ভবেৎ।
কণ্টকোঽপি হি দুশ্ছিন্নো বিকারং কুরুতে চিরম্ ।৬০
বধেন চ মনুষ্যাণাং মার্গণাং দূষণেন চ
অগারাণাং বিনাশৈশ্চ পররাষ্ট্রং বিনাশয়েৎ ॥ ৬১

নিরর্থক ও আত্মনাশক ; ইহার ফলে কেবল দন্তসকলই ঘর্ষিত হয়, পরন্তু কোন রস পাওয়া যায় না। ৫৬

ধর্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবিধ পুরুষার্থসেবনে লাভ, মূর্খতা ও দুর্বলতা—এই তিন প্রকারের বাধা উপস্থিত হয় সেইরূপ তাহার শান্তি, সর্বহিতকারী কর্ম ও উপভোগ এই তিন প্রকার ফলও লাভ হয়। এই তিন প্রকার ফল শুভ, কিন্তু উক্ত তিন প্রকারের বাধা হইতে যত্ন সহকারে নিজেকে রক্ষা করিবে।৫৭

ঋণ, অগ্নি ও শত্রু - এই তিনের শেষ থাকিলে উহা পুনঃপুনঃ বর্ধিত হইতে থাকে, সেই কারণে এই তিনের কিছুই অবশিষ্ট রাখিবে না। ৫৮

ক্রমবর্ধমান ঋণ যদি অবশিষ্ট থাকে, তিরস্কৃত শত্রু যদি জীবিত থাকে এবং উপেক্ষিত রোগ যদি স্বল্পও অবশিষ্ট থাকে, তবে উহা তীব্র ভয় উৎপন্ন করে। ৫৯

কোন কার্য উত্তমরূপে সম্পন্ন না করিয়া পরিত্যাগ করিবে না এবং সদা সাবধানে থাকিবে। শরীরে প্রবিষ্ট কণ্টকও যদি পূর্ণরূপে নিষ্কাষণ করা না হয় এবং উহার কিছু অংশ শরীরের মধ্যে ভগ্ন হইয়া থাকিয়া যায়, তবে উহা দীর্ঘকাল পর্যন্ত বিকার উৎপন্ন করে। ৬০

মনুষ্যগণকে বধ করিয়া, পংসকল বিধ্বস্ত করিয়া এবং গৃহসমূহ ধ্বংস করিয়া শত্রুর রাষ্ট্রকে বিনষ্ট করিবে। ৬১

গৃধ্রদৃষ্টির্বকালীনঃ স্বচেষ্টঃ সিংহবিক্রমঃ।
অনুদ্বিগ্নঃ কাকশঙ্কী ভুজঙ্গচরিতং চরেৎ ॥ ৬১
শূন্যমঞ্জলিপাতেন ভীরুং ভেদেন ভেদয়েৎ।
লুব্ধমর্থপ্রদানেন সমং তুল্যেন বিগ্রহঃ ॥৬০
শ্রেণীমুখ্যোপজাপেষু বল্লভানুনয়েষু চ
অমাত্যান্ পরিরক্ষেত ভেদসঙ্ঘাতয়োরপি ॥৬৪
মৃদুরিতাবজানন্তি তীক্ষ্ণ ইত্যুদ্বিজন্তি চ।
তীক্ষ্ণকা ন ভবেৎ তীক্ষ্ণা মৃদুকালে মৃদুর্ভবেৎ ॥ ৬৫
মৃদুনৈব মৃদুং হন্তি মৃদুনা হন্তি দারুণম্।
নাসাধ্যং মৃদুনা কিঞ্চিৎ তস্মাৎ তীক্ষ্ণতরো মৃদুঃ ॥ ৬৬

রাজা শকুনির ন্যায় দূর পর্যন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন, বকের ন্যায় লক্ষ্যের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিবেন, কুকুরের ন্যায় চেষ্টাযুক্ত থাকিবেন, সিংহের ন্যায় পরাক্রম প্রকাশ করিবেন, কোন সময়েই উদ্বিগ্ন হইবেন না, কাকের তুল্য সর্বদা শঙ্কিত থাকিয়া অপরের কার্যসকল লক্ষ্য রাখিবেন এবং অপরের গর্তে প্রবিষ্ট সর্পের ন্যায় শত্রুর ছিদ্র দেখিয়া তাহার উপর আক্রমণ করিবেন। ৬১

যে শত্রু নিজের অপেক্ষা বলবান্, রাজা তাহার নিকট অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া তাহাকে বশীভূত করিবেন। যে শত্রু ভীত, তাহাকে ভয় দেখাইয়া বিভেদগ্রস্ত করিবেন। যে শত্রু লোভী, তাহাকে ধন দান করত অধীনে আনিবেন এবং যে শত্রু নিজের সমান, তাহার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিবেন ॥ ৬৩

(অনেক জাতির মানুষ যে একটি কার্যসাধনের জন্য পরস্পর সংগঠিত হইয়া দল বদ্ধ হয়, সেই সব দলকে শ্রেণী বলে। এরূপ) শ্রেণীসকলের যিনি প্রধান, উহাদের মধ্যে যখন বিভেদ সৃষ্টি হইতে থাকে এবং নিজের মিত্রগণকে অনুনয়-বিনয় দ্বারা যখন অপর লোকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করিয়া থাকে, এই ভাবে যখন চারিদিকে ভেদনীতি ও দল সংগঠনের ভাব চলিতে থাকিবে, সেই সময়ে রাজা নিজের মন্ত্রীদের রক্ষা করিবেন (তাহা না হইলে মন্ত্রীরাও দ্বিধাগ্রস্ত হইবেন এবং নিজেরাই কোন দল গঠন করিয়া রাজার বিরুদ্ধ কার্য করিবেন। সেইজন্য রাজা এবিষয়ে সতত সাবধানে থাকিবেন।) ৬৪

রাজা যদি সতত কোমল থাকেন, তবে সকলেই তাঁহাকে অবহেলা করিবে এবং সর্বদা যদি তিনি কঠোর থাকেন, তবে সকল লোক উদ্বিগ্ন হইয়া উঠে। অতএব যখন কঠোরতা দেখাইবার সময় হইবে, তখন রাজা কঠোর হইবেন এবং যখন কোমলতাপূর্ণ ব্যবহার করিবার সময় হইবে, তখন তিনি কোমল হইবেন। ৬৫

বুদ্ধিমান্ রাজা কখনও কোমল উপায়ে কোমল শত্রুকে বিনাশ করিবেন, আবার কখনও কোমল উপায়েই কঠোর শত্রুকে সংহার করিবেন ; কারণ, কোমল উপায়ের দ্বারা কিছুই অসাধ্য থাকে না ; অতএব কোমল উপায়ই অত্যন্ত তীক্ষ্ণ উপায়। ৬৬

যোগাত্মা শ্রীহরি ক্ষেত্র নামক শরীরসমূহের এবং শুভাশুভ কর্ম্মরূপ তার কারণকেও জানেন,—এইজন্য তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ ব'লে কথিত হন। সমস্ত প্রাণীর কেহ জানতে পারে না, তিনি শরীর সকলে কিরূপে আসেন, কিরূপে যান। আমি ক্রমশঃ সাংখ্য ও যোগবিধি দ্বারা চিন্তা ক'রেও তা নির্ণয় ক'রতে পারিনি, তথাপি আমি যেরূপ সে সনাতন পুরুষকে অনুভব ক'রেছি তা বর্ণনা করবো। তাঁতে একত্ব ও মহত্ব বিদ্যমান, তিনিই একমাত্র পুরুষ, এক সনাতন শ্রীহরিই মহাপুরুষ নাম ধারণ করেন। যেমন একমাত্র অগ্নি অনেক রূপে প্রজ্বলিত ও প্রকাশিত হয়, সেরূপ একমাত্র সূর্য্যই সমস্ত জগৎকে তাপ এবং প্রকাশ দেন। তাপ অনেক প্রকার কিন্তু তার মূল এক মাত্রই। একমাত্র বায়ু জগতে বিবিধভাবে প্রবাহিত হয়, সমস্ত জলের উৎপত্তি ও লয়ের স্থান সমুদ্র, একমাত্র তদ্রূপ নির্গুণ বিশ্বরূপ পুরুষও এক অদ্বিতীয়, সেই নির্গুণ পুরুষে সকলের লয় হয়। দেহ ইন্দ্রিয়াদি নিখিল গুণময় পদার্থের মমতা ত্যাগ করে শুভাশুভ কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক এবং সত্য আর মিথ্যা দুইই পরিহার করত কোন সাধক নির্গুণ হন। যিনি চার সূক্ষ্মভাবযুক্ত ঐ নির্গুণ পুরুষকে অচিন্ত্য জেনে অহঙ্কারশূন্য হ'য়ে বিচরণ করেন, তিনি মঙ্গলময় পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হন এইরূপ কোন বিদ্বান্ আপনা হ'তে পৃথক্ পরমাত্মাকে পেতে ইচ্ছা করেন, কেহবা আপনা হ'তে অভিন্ন পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হ'তে বাঞ্ছা করেন এবং অপর জ্ঞানচক্ষুকগণ কেবল আত্মাকে জানতে ও পেতে চান। তন্মধ্যে যিনি পরমাত্মা তিনি নিত্য নির্গুণ বলে শ্রুত হন, তাঁকে নারায়ণ ব'লে জানবে, তিনিই সর্ব্বাত্মা পুরুষ। যেমন পদ্মপত্র জলে থেকেও জলের দ্বারা লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ পরমাত্মা কর্ম্মফলে নির্লিপ্ত থাকেন কিন্তু যিনি কর্ম্মের কর্ত্তা এবং মোক্ষ ও বন্ধনের সম্বন্ধ যোজনা করেন, তিনি জীবাত্মা। তাঁহতে ভিন্ন, তাঁর পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চভূত মন এবং বুদ্ধি এই সতেরো তত্ত্বের রাশিভূত সূক্ষ্ম শরীরে

সংযোগ হয়। তিনি কর্ম্মভেদে দেব ও তির্য্যক্ আদি ভাবসমূহ প্রাপ্ত হওয়ার কারণ, তাকে বহুবিধ বলা হ'য়েছে—এই প্রকার তোমাকে ঈশ্বর একতা এবং বহুরূপতার কথা ব'লুলাম। যিনি সম্পূর্ণ লোকত্রয়ের ধাম ও প্রকাশক, সেই পরম পুরুষই বেদনীয় পরমতত্ত্ব। তিনি জ্ঞাতা, তিনি জ্ঞাতব্য, তিনি মন্তা মন্তব্য, তিনি ভোক্তা এবং ভোগ্য পদার্থ, তিনি ঘ্রাতা এবং ঘ্রেয়, তিনি স্পর্শ এবং স্পর্শনীয়, তিনি দ্রষ্টা, তিনি দ্রষ্টব্য, তিনি শ্রোতা শ্রোতব্য, তিনি জ্ঞাতা জ্ঞেয়, তিনি সগুণ নির্গুণ। হে তাত! যাঁকে সম্যক্ প্রধান তত্ত্ব বলা হ'য়েছে তিনিই পুরুষ। আমার উৎপাদক অনিরুদ্ধ তাঁর প্রসন্নতার জন্য বৈদিক সৎকর্ম্ম করা হয় দেবগণ ও মুনিবৃন্দ যজ্ঞভাগের দ্বারা তাঁর অর্চ্চনা করেন। আমি তাঁহতে উৎপন্ন, চরাচর জগৎ ও বেদ-সকল আমা হতে সঞ্জাত। সেই চতুর্ব্যূহ পুরুষ ইচ্ছামত ক্রীড়া করেন এবং স্বীয় জ্ঞানের দ্বারা প্রতিবোধিত হন। আমাকে লাভ করবার উপায় শাস্ত্রীয় কর্ম্মসকল। শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মে যখন গ্লানি উপস্থিত হয়, তখন আমি আবির্ভূত হ'য়ে ধর্ম সংস্থাপন করি।

—:•:—

1974

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।১, পি.ডব্লিউ. ডি. রোড কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও শান্তভগবান্ প্রেস, মহামিলন মঠ, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা-৩৫ হইতে মুদ্রাপিত।

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

প্রবর্ত্তিত

৺শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ ॥

ওঙ্কার মঠ

১৮।৩।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

ধর্ম্মের হানি অধর্ম্মের বৃদ্ধি হ'লে আমি আমাকে সৃজন করি মূল বৈদিক ধর্ম্ম, বেদের সার উপনিষদ্, যখন উপনিষদ্ ধর্ম্মের হানি হয়, তখন আমায় ধরাধামে অবতরণ ক'র্‌তে হয়।

উপনিষদ্‌রূপে আমিই বলি যে অনিত্য বস্তুসকল পরমেশ্বর আমার দ্বারা আবৃত কর, ঐরূপ ত্যাগের দ্বারা আত্মাকে পালন কর। কারও ধনে লোভ ক'রো না তুমি যদি শত বৎসর বাঁচতে চাও ত শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম কর। দৃষ্টি প্রতিরোধক নিবিড় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন আসুরলোকে আত্মহত্যাকারীগণ গমন করে। আত্মজ্ঞান লাভে সচেষ্ট হও। আমিই সেই আত্মতত্ত্ব, আমি অচল, এক, মন হ'তে নিরতিশয় দ্রুতগামী। পূর্ব্বগামী ইন্দ্রিয়গণ আমাকে পায় না। বিশ্বব্যাপ্ত আমি স্থির থেকেও দ্রুত গমনশীল, সকলকে অতিক্রম ক'রে যাই। আমি আছি ব'লে সূত্রাত্মা কর্ম্ম সমুদয় আপনাতে ধারণ করে। আমি চলি, আমি চলি না, আমি দূরে, আমি নিকটে,

১২শ বর্ষ, বৈশাখমাস, ১৩৮১ [একাদশ সংখ্যা —চান্দনী যাত্রা

(আর্য্যশাস্ত্র)

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্—

(মহাভারতম্)

756.3
001/4

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

• • •

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

•

যুগ্ম-সম্পূজক

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম-এ, ডি-লিট্

শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পূজক সঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

প্রতিষ্ঠাত্রী :—

শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ

(অন্তর্ভুক্ত সঙ্ঘসমূহ)

যুগ্ম-কর্ম্মাধিকর্ত্তৃ :—

ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, এম. সি.
ডি. শ. এম এস্, ডি.পি.এইচ.,
ডি.টি.এম, এণ্ড এইচ (লণ্ডন)।
এফ .আর.এস্.টি.এম এণ্ড এইচ (লণ্ডন)
কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় :—

৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৪০৮)

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫'০০ টাকা

প্রতি সংখ্যা ১'৫০ টাকা]

নিয়মাবলি

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থময় মাসিক পত্র। প্রতিমাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ১৫·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১·৫০ নঃ পঃ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২·০০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়। নিম্ন ঠিকানায় বার্ষিক মূল্য পাঠাইবেন— সম্পাদক-'আর্য্যশাস্ত্র', ৩৮সি বিধান সরণি, কলিকাতা-৬

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পরও দেবী-ভাগবতাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। সকল প্রকার যোগাযোগ, অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত অভিযোগ পত্রাদি "সম্পাদক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬" এই ঠিকানায় জানাইবেন। ফোন নং ৩৪-৪৪০৮। মণি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্ট-ভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

মাসিকপত্রের কেবল মুদ্রণ-সংক্রান্ত কোন ভুল থাকিলে "সম্পূজক, আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলি পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড
কলিকাতা—৩৫

১। মন্বাদি সমস্ত স্মৃতিসংহিতা—	২২·৫০
২। শ্রীবাল্মীকিরামায়ণ—	৪০·০০
৩। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ—	৯·০০
৪। শ্রীমদ্ভাগবত—	৬০·০০

ব্যাধিতো দুঃখিতো দীনশ্চোরগ্রস্তো ভয়ার্দিতঃ
রাজকার্য্যাভিযুক্তো বা মুচ্যতে মহতো ভয়াৎ ॥১৯৫

অনেনৈব তু দেহেন গণানাং সমতাং ব্রজেৎ।
তেজসা যশসা চৈব যুক্তো ভবতি নির্মলঃ ॥ ১৯৬

ন রাক্ষসাঃ পিশাচা বা ন ভূতা ন বিনায়কাঃ
বিঘ্নং কুর্য্যুর্গৃহে তস্য যত্রায়ং পঠ্যতে স্তবঃ ॥ ১৯৭

শৃণুয়াচ্চৈব যা নারী ভক্তিযুক্তা ব্রহ্মচারিণী।
পিতৃপক্ষে মাতৃপক্ষে পূজ্যা ভবতি দেববৎ ॥ ১৯৮

শৃণুয়াদ্ যঃ স্তবং কৃৎস্নং কীর্তয়েদ্ বা সমাহিতঃ
তস্য সর্বাণি কর্মাণি সিদ্ধিং গচ্ছন্ত্যভীক্ষ্ণশঃ ॥ ১৯৯

মনসা চিন্তিতং যচ্চ যচ্চ বাচানুকীর্তিতম্।
সর্বং সম্পদ্যতে তস্য স্তবস্যাস্যানুকীর্তনাৎ ॥ ২০০

দেবস্য চ গৃহস্যাপি দেব্যা নন্দীশ্বরস্য চ
বলিং সুবিহিতং কৃত্বা দমেন নিয়মেন চ ॥ ২০১

ততস্তু যুক্তো গৃহ্ণীয়ান্নামান্যাশু যথাক্রমম্।
ঈপ্সিতান্নভতে সোঽর্থান্ ভোগান্ কামাংশ্চ
মানবঃ ॥ ২০২

মৃতশ্চ স্বর্গমাপ্নোতি তির্য্যক্ষু চ ন জায়তে
ইত্যাহ ভগবান্ ব্যাসঃ পরাশরসুতঃ প্রভুঃ ॥ ২০৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি দক্ষপ্রোক্তশিবসহস্রনামস্তবে
চতুরশীত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৮৪

রোগী, দুঃখী, দীন, চোরের কবলে পতিত, ভয়ভীত এবং রাজকার্য্যের অপরাধী মানুষও এই স্তোত্র পাঠ করিলে মহাভয় হইতে মুক্ত হইয়া যায়। ১৯৫

কেবল ইহাই নহে, সেই পুরুষ এই শরীরেই ভগবান্ শিবের গণসকলের সমানতা লাভ করে এবং তেজস্বী ও যশস্বী হইয়া নির্মল হয়। ১৯৬

যাহার গৃহে এই স্তোত্রের পাঠ হয়, তাহার গৃহে রাক্ষস, পিশাচ, ভূত ও বিনায়কগণ কখনও বিঘ্নসৃষ্টি করেন না। ১৯৭

যে নারী ভগবান্ শঙ্করে ভক্তিভাব রাখিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে করিতে এই স্তোত্র শ্রবণ করে, সেই নারী পিতৃকুল ও পতিকুলে দেবতার ন্যায় আদরণীয়া হইয়া থাকে। ১৯৮

যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্ত হইয়া এই সম্পূর্ণ স্তোত্র শ্রবণ করে এবং পাঠ করে, তাহার সমস্ত কার্য্যই সর্ব্বদা সিদ্ধ হয়। ১৯৯

সেই ব্যক্তি মনে মনে যে বস্তু লাভের চিন্তা করে অথবা বাক্যের দ্বারা যে মনোরথ প্রার্থনা করে, তাহার সমস্ত বাসনাই এই স্তোত্রের বারংবার পাঠে সিদ্ধ হইয়া যায়। ২০০

মানুষের কর্ত্তব্য হইল সে ইন্দ্রিয়দিগকে সংযত রাখিয়া শৌচ-সন্তোষাদি নিয়মসমূহ পালন করিতে করিতে মহাদেব, কার্ত্তিকেয়, পার্ব্বতীদেবী ও নন্দিকেশ্বরকে বিধি অনুসারে পূজোপহার সমর্পণ করিবে। তারপর একাগ্রচিত্ত হইয়া ক্রমশঃ এই সহস্র নাম পাঠ করিবে। এরূপ করিলে মানুষ অতি সত্বর মনোবাঞ্ছিত পদার্থ, ভোগ ও কামনাসমূহ লাভ করিয়া থাকে এবং মৃত্যুর পর স্বর্গলোকে গমন করে। তাহাকে আর পশু-পক্ষী প্রভৃতি যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না সর্ব্বসমর্থ পরাশরনন্দন ভগবান্ ব্যাসদেব এই স্তোত্রের এইরূপই মাহাত্ম্য বলিয়া গিয়াছেন। ২০১-২০৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বে দক্ষকৃত কথিত শিবসহস্রনাম-স্তোত্রবিষয়ক চতুরশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চাশীত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[অধ্যাত্মজ্ঞানস্য তৎফলস্য চ বর্ণনম্]

যুধিষ্ঠির উবাচ

অধ্যাত্মং নাম যদিদং পুরুষস্যেহ বিদ্যতে
যদধ্যাত্মং যতশ্চৈব তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ

সর্বজ্ঞানং পরং বুদ্ধ্যা যস্মাৎ ত্বমনুপৃচ্ছসি
তদ্ ব্যাখ্যাস্যামি তে তাত তস্য ব্যাখ্যামিমাঃ শৃণু ॥ ২
পৃথিবী বায়ুরাকাশমাপো জ্যোতিশ্চ পঞ্চমম্
মহাভূতানি ভূতানাং সর্বেষাং প্রভবাপ্যয়ৌ ৩
স তেষাং গুণসঙ্ঘাতঃ শরীরং ভরতর্ষভ।
সততং হি প্রলীয়ন্তে গুণাস্তে প্রভবন্তি চ ॥ ৪
ততঃ সৃষ্টানি ভূতানি তানি যান্তি পুনঃ পুনঃ।
মহাভূতানি ভূতেভ্য ঊর্ময়ঃ সাগরে যথা ॥ ৫
প্রসারিত্বেহাঙ্গানি কূর্মঃ সংহরতে যথা
তদ্বদ্ ভূতানি ভূতানামল্পীয়াংসি স্ববীয়সাম্ ॥ ৬
আকাশাৎ খলু যো ঘোষঃ সম্ভবত্তস্য মহীগুণঃ
বায়োঃ প্রাণো রসস্ত্বদ্ভ্যো রূপং তেজস উচ্যতে ॥ ৭
ইত্যেতন্ময়মেবৈতৎ সর্বং স্থাবর-জঙ্গমম্
প্রলয়ে চ তমভ্যেতি তস্মাদুদ্ভিদ্যতে পুনঃ ॥ ৮
মহাভূতানি পঞ্চৈব সর্বভূতেষু ভূতকৃৎ
বিনিয়ান কল্পয়ামাস যস্মিন্ যদনুপশ্যতি ॥ ৯
শব্দঃ শ্রোত্রং তথা খানি ত্রয়মাকাশযোনিজম্।
রসঃ স্নেহশ্চ জিহ্বা চ অপামেতে গুণাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১০
রূপং চক্ষুর্বিপাকশ্চ ত্রিবিধা জ্যোতিরুচ্যতে।
ঘ্রেয়ং ঘ্রাণং শরীরঞ্চ এতে ভূমিগুণাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১১
প্রাণঃ স্পর্শশ্চ চেষ্টা চ বায়োরেতে গুণা স্মৃতাঃ।
ইতি সর্বগুণা রাজন্ ব্যাখ্যাতাঃ পাঞ্চভৌতিকাঃ ॥ ১২

পঞ্চাশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়

[অধ্যাত্মজ্ঞান ও তাহার ফল বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! শাস্ত্রে পুরুষের পক্ষে যে এই অধ্যাত্মতত্ত্ব কথিত হইয়াছে, সেই অধ্যাত্ম কি? তাহার উৎপত্তি কোথা হইতে হইয়াছে? ইহা আমাকে বলুন। ১

ভীষ্ম বলিলেন,—তাত! তুমি আমাকে যে অধ্যাত্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতেছ, উহা বুদ্ধির দ্বারা সমস্ত বস্তুরই উত্তম জ্ঞান প্রদান করিয়া থাকে। আমি তোমার নিকট ইহার ব্যাখ্যা করিব, তুমি সেই ব্যাখ্যা শ্রবণ কর। ২

পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল ও তেজ—এই পঞ্চ মহাভূত সমস্ত প্রাণিগণের উৎপত্তি এবং প্রলয়ের স্থান। ৩

ভরতশ্রেষ্ঠ! প্রাণিগণের শরীর এই পঞ্চমহাভূতেরই কার্য-সমূহ। কার্যরূপে পরিণত এই সব ভূতগণ সর্বদা লীন হয় ও উৎপন্ন হয়। ৪

যেরূপ মহাভূতসকল সূক্ষ্মভূতগণ হইতে উৎপন্ন হয় ও তাহাতেই লয় প্রাপ্ত হয় এবং যেরূপ তরঙ্গসমূহ সমুদ্র হইতে উৎপন্ন হইয়া উহাতেই লয় হইয়া যায়, সেইরূপ পরমাত্মা হইতে সমস্ত প্রাণী উদ্ভূত হয় ও পুনরায় তাঁহাতেই লয় হইয়া থাকে। ৫

যেরূপ কচ্ছপ নিজের অঙ্গসকল প্রসারিত করিয়া পুনরায় সঙ্কুচিত করিয়া থাকে, সেইরূপ সমস্ত প্রাণিগণের শরীর আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত হইতে উৎপন্ন হয় এবং পুনরায় তাহাতেই লয় হইয়া যায়। ৬

দেহে যে শব্দ হয়, উহা আকাশের গুণ (কার্য)। এই স্থূলদেহের যে কঠিনাংশ, উহা পৃথিবীর কার্য। প্রাণ বায়ুর, রস জলের এবং রূপ তেজের কার্য বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৭

এইভাবে এই সমস্ত স্থাবর-জঙ্গম শরীর পঞ্চ ভূতময়। প্রলয়কালে এই সবই পরমাত্মায় লীন হইয়া যায় এবং সৃষ্টির আরম্ভে পুনরায় তাঁহা হইতেই উদ্ভূত হইয়া থাকে। ৮

সমস্ত ভূতগণের সৃষ্টিকারী ঈশ্বর সকল প্রাণীর মধ্যে পঞ্চ মহাভূতগণকেই বিভাগপূর্বক সমাবেশ করিয়াছেন। দেহের মধ্যে যে ভূত অবস্থান করিলে পর মানুষ যে কার্য দেখিতে পায়, উহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৯

শব্দ, শ্রোত্রেন্দ্রিয় (কর্ণ) ও ছিদ্রসকল—এই তিনটি আকাশের কার্য। রস, স্নেহ ও জিহ্বা—এই তিনটি জলের গুণ বা কার্য বলিয়া কথিত হইয়াছে। ১০

রূপ, নেত্র ও পরিপাক—এই তিনটি তেজেরই অবস্থিতি বলিয়া কথিত হয়। গন্ধ, ঘ্রাণ (নাসিকা) ও শরীর—এই তিনটি ভূমির গুণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ১১

প্রাণ, স্পর্শ ও চেষ্টা—এই তিনটি বায়ুর গুণ বলিয়া কথিত

সত্ত্বং রজস্তমঃ কালঃ কর্ম বুদ্ধিশ্চ ভারত।
মনঃষষ্ঠানি চৈতেষু ঈশ্বরঃ সমকল্পয়ৎ ॥ ১৩
যদূর্ধ্বং পাদতলয়োরবাঙ্মূর্ধ্নশ্চ পশ্যসি
এতস্মিন্নেব কৃৎস্নেয়ং বর্ততে বুদ্ধিরন্তরে ॥ ১৪
ইন্দ্রিয়াণি নরে পঞ্চ ষষ্ঠং তু মন উচ্যতে
সপ্তমীং বুদ্ধিমেবাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ পুনরষ্টমঃ ॥ ১৫
ইন্দ্রিয়াণি চ কর্তা চ বিচেতব্যানি ভাগশঃ।
তমঃ সত্ত্বং রজশ্চৈব তেঽপ্যেষাং ভাবাস্তদাশ্রয়াঃ ॥ ১৬
চক্ষুরালোচনায়ৈব সংশয়ং কুরুতে মনঃ
বুদ্ধিরধ্যবসানায় সাক্ষী ক্ষেত্রজ্ঞ উচ্যতে ॥
তমঃ সত্ত্বং রজশ্চেতি কালঃ কর্ম চ ভারত ॥ ১৭
গুণৈর্নেনীয়তে বুদ্ধির্বুদ্ধিরেনেন্দ্রিয়াণি চ
মনঃষষ্ঠানি সর্বাণি বুদ্ধ্যভাবে কুতো গুণাঃ ॥ ১৮
যেন পশ্যতি তচ্চক্ষুঃ শৃণ্বতী শ্রোত্রমুচ্যতে।
জিঘ্রতী ভবতি ঘ্রাণং রসতী রসনা রসান্ ॥ ১৯
স্পর্শনঃ স্পর্শতী স্পর্শান্ বুদ্ধিবিক্রিয়তেঽসকৃৎ
যদা প্রার্থয়তে কিঞ্চিৎ তদা ভবতি সা মনঃ ॥ ২১
অধিষ্ঠানানি বুদ্ধ্যা হি পৃথগেতানি পঞ্চধা
ইন্দ্রিয়াণীতি তান্যাহুস্তেষু দুষ্টেষু দুষ্যতি ॥ ২১
পুরুষে তিষ্ঠতী বুদ্ধিস্ত্রিষু ভাবেষু বর্ততে
কদাচিল্লভতে প্রীতিং কদাচিদপি শোচতি ॥ ২২
ন সুখেন ন দুঃখেন কদাচিদপি বর্ততে
সেয়ং ভাবাত্মিকা ভাবাংস্ত্রীনেতান্ পরিবর্ততে ॥ ২৩
সরিতাং সাগরো ভর্তা যথা বেলামিবোর্মিবান্
ইতি ভাবগতা বুদ্ধির্ভাবে মনসি বর্ততে ॥ ২৪

হয়। রাজন্! এইরূপে আমি সমস্ত পাঞ্চভৌতিক গুণসমূহের ব্যাখ্যা করিলাম। ১২

হে ভারত! ঈশ্বর এই সমস্ত প্রাণীরই শরীরে সত্ত্ব, রজ, তম, কাল, কর্ম, বুদ্ধি ও মনসহ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কল্পনা করিয়াছেন। ১৩

পদতলদ্বয় হইতে উর্ধ্ব মস্তক পর্যন্ত যে শরীর এবং মস্তক হইতে নিম্নভাগ পর্যন্ত যে শরীর, উহার মধ্যেই এই বুদ্ধি পূর্ণরূপে ব্যাপ্ত হইয়া বিদ্যমান আছে। ১৪

মানবদেহে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও ষষ্ঠরূপে মন কথিত হইয়াছে। বুদ্ধিকে সপ্তমী এবং ক্ষেত্রজ্ঞকে (জীবাত্মাকে) পুনরায় অষ্টম বলিয়া গণ্য করা হয়। ১৫

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও জীবাত্মা—এই সকলকে কার্য বিভাগ অনুসারে পৃথক্ পৃথক্ জানিতে হইবে। সত্ত্বগুণ, রজোগুণ, তমোগুণ এবং ইহাদের সাত্ত্বিক, রাজস ও তামসভাব জীবাত্মারই আশ্রিত। ১৬

নেত্রাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়সকল দর্শনাদি কার্যসমূহের জন্যই। মন সংশয় করে এবং বুদ্ধি সেই বিষয়ের যথার্থ নিশ্চয় করিয়া থাকে। ক্ষেত্রজ্ঞকে (জীবাত্মাকে) সাক্ষী বলা হয়। হে ভারত! সত্ত্ব, রজ, তম, কাল ও কর্ম—এই পঞ্চ গুণের দ্বারা বুদ্ধি বারংবার বিভিন্ন বিষয়ের দিকে সঞ্চালিত হয়। বুদ্ধি মনসহ সমস্ত ইন্দ্রিয়দিগকে পরিচালিত করে। এই বুদ্ধি যদি না থাকে, তবে এই সব ইন্দ্রিয়াদি কিরূপে কোন্ কার্য করিতে সমর্থ হইয়া থাকে? ১৭-১৮

বুদ্ধি যাহার দ্বারা দেখে, উহার নাম নেত্র বা দৃষ্টি। এই বুদ্ধিই যখন নিজের বৃত্তিবিশেষের দ্বারা শ্রবণ করিতে থাকে, তখন উহাকে শ্রোত্র বলা হয়। ঘ্রাণগ্রহণ করিবার সময় রসনা এবং স্পর্শ অনুভব করিবার সময় উহাই স্পর্শেন্দ্রিয় (ত্বক্) নাম ধারণ করে। এইরূপে বুদ্ধি বারংবার বিকৃত হইতে থাকে। যখন এই বুদ্ধি কিছু প্রার্থনা করে, তখন উহাই আবার মন হইয়া যায়। ১৯-২০

বুদ্ধির এই যে পৃথক্ পৃথক্ পঞ্চ অধিষ্ঠান, এই সকলকেই ইন্দ্রিয় বলা হয়। এই সব ইন্দ্রিয় দূষিত হইলে পর বুদ্ধিও দূষিত হইয়া যায়।

সাক্ষী আত্মার আশ্রয়ে স্থিতা বুদ্ধি সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস—এই তিন ভাবে (যথা: সুখ, দুঃখ ও মোহরূপে) অবস্থান করে, সেইজন্য কখনও (সত্ত্বগুণের উদ্রেকে) উহার আনন্দ লাভ হয় এবং কখনও (রজোগুণের আধিক্য হইলে) সে দুঃখ ও শোক অনুভব করে। ২১-২২

কখনও (তমোগুণের আধিক্যে) মোহাচ্ছন্ন হইয়া যাইলে পর উহা সুখভোগ করে না এবং দুঃখভোগও করে না (সে নিদ্রা ও আলস্যাদিতে মগ্ন থাকে)। এইরূপে এই ভাবাত্মিকা বুদ্ধি উক্ত তিন ভাবের অনুসরণ করে। ২৩

যেরূপ নদীসকলে পতি সমুদ্র উত্তাল তরঙ্গমালায় যুক্ত হইলে পরও নিজের তটভূমি উল্লঙ্ঘন করিয়া যায় না, সেইরূপ সাত্ত্বিকাদি ভাবসমূহে যুক্ত বুদ্ধি ত্রিগুণকে উল্লঙ্ঘন করে না। ভাবনাময় মনেই সর্বদা অবস্থান করে। ২৪

প্রবর্তমানঃ তু রজস্তদ্ভাবেনানুবর্ততে
প্রহর্ষঃ প্রীতিরানন্দঃ সুখং সংশান্তচিত্ততা ॥ ২৫
কথঞ্চিদুপপন্নস্তে পুরুষে সাত্ত্বিকা গুণাঃ
পরিদাহস্তথা শোকঃ সন্তাপোঽপূর্তিরক্ষমা ॥ ২৬
লিঙ্গানি রজসস্তানি দৃশ্যন্তে হেত্বহেতুভিঃ
অবিদ্যা রাগ-মোহৌ চ প্রমাদঃ স্তব্ধতা ভয়ম্ ॥২৭
অসমৃদ্ধিস্তথা দৈন্যং প্রমোহঃ স্বপ্নতন্দ্রিতা।
কথঞ্চিদুপবর্তন্তে বিবিধাস্তামসা গুণাঃ ২৮
তত্র যৎ প্রীতিসংযুক্তং কায়ে মনসি বা ভবেৎ।
বর্ততে সাত্ত্বিকো ভাব ইত্যুপেক্ষেত তৎ তথা ২৯
অথ যদ্ দুঃখসংযুক্তমপ্রীতিকরমাত্মনঃ
প্রবৃত্তং রজ ইত্যেব তদসংরম্ভা চিন্তয়েৎ। ৩০
অথ যন্মোহসংযুক্তং কায়ে মনসি বা ভবেৎ।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং তমস্তদুপধারয়েৎ ৩১
ইতি বুদ্ধিগতীঃ সর্বা ব্যাখ্যাতা সাবতীরিহ।
এতদ্ বুদ্ধ্বা ভবেদ্ বুদ্ধঃ কিমন্যদ্ বুদ্ধলক্ষণম্ ॥ ৩২
সত্ত্বক্ষেত্রজ্ঞয়োরেতদন্তরং বিদ্ধি সূক্ষ্ময়োঃ
সৃজতেঽত্র গুণানেকো ন সৃজতে গুণান্ ৩৩
পৃথগ্ভূতৌ প্রকৃত্যা তু সম্প্রযুক্তৌ চ সর্বদা।
যথা মৎস্যোঽম্ভিরেতস্থঃ স্যাৎ সম্প্রযুক্তো ভবেৎ তথা ॥৩৪
ন গুণা বিদুরাত্মানং স গুণান্ বেদ সর্বতঃ।
পরিদ্রষ্টা গুণানাং তু সংদ্রষ্টা মন্যতে যথা ॥ ৩৫
আশ্রয়ো নাস্তি সত্ত্বস্য গুণসর্গেণ চেতনা।
সত্ত্বমস্য সৃজত্যাশু গুণান্ বেদ কদাচন ॥ ৩৬
সৃজতে হি গুণান্ সত্ত্বং ক্ষেত্রজ্ঞঃ পরিপশ্যতি
সম্প্রয়োগস্তয়োরেষ সত্ত্বক্ষেত্রজ্ঞয়োর্ভবঃ ॥ ৩৭

যখন রজোগুণের প্রবৃত্তি হয়, তখন বুদ্ধি রাজসিক ভাবের অনুসরণ করে। যদি মানুষের যে কোনপ্রকারে অতিশয় হর্ষ, প্রীতি, আনন্দ, সুখ ও চিত্তে শান্তি উপলব্ধি হয়, তবে সেই সব সাত্ত্বিকগুণ বলিয়া জানিবে। ২৫½

যদি শরীর বা মনে কোন কারণে বা অকারণেই দাহ, শোক, সন্তাপ, অপূর্ণতা (লোভ-লিপ্সা) এবং অসহনশীলতা ভাব দেখা যায়, তবে সেই সবকে রজোগুণের চিহ্ন বলিয়া জানিবে। ২৬½

যদি কোনরূপে অবিদ্যা, রাগ, মোহ, প্রমাদ, স্তব্ধতা, ভয়, দরিদ্রতা, দীনতা প্রমোহ (মূর্চ্ছা) স্বপ্ন, নিদ্রা ও আলস্যাদি দোষ আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে এই সবকে তমোগুণেরই বিবিধ রূপ বলিয়া জানিতে হইবে। ২৭-২৮

এরূপ পরিস্থিতিতে শরীর অথবা মনের মধ্যে যদি কোন প্রীতিযুক্ত ভাব উদয় হয়, তবে উহা সাত্ত্বিক ভাব, এরূপ স্থির করিবে। ২৯

যখন নিজের পক্ষে অপ্রসন্নতার হেতু ও দুঃখযুক্ত ভাব অনুভব হইতে থাকিবে, তখন রজোগুণের প্রবৃত্তি হইয়াছে, এরূপ নিজের মনে বিচার করিবে এবং সেরূপ কোন কার্যের আরম্ভ না করিয়া তাহার দিক্ হইতে নিজের চিন্তাকে সরাইয়া লইবে। ৩০

এইভাবে শরীর বা মনে যে মোহযুক্ত ভাব অতর্কিতরূপেই হউক ও জ্ঞাতভাবেই হউক যদি উপস্থিত হয়, তবে সেই বিষয়ে এই নিশ্চয় করিতে হইবে যে, উহা তমোগুণ। ৩১

এইরূপ বুদ্ধির যতগুলি অবস্থা আছে সেই সবের ব্যাখ্যা আমি এস্থলে করিলাম। ইহা জানিয়া মানুষ জ্ঞানী হয়। ইহা ব্যতীত আর কি জ্ঞানীর লক্ষণ হইতে পারে? ৩২

বুদ্ধি ও ক্ষেত্রজ্ঞ (আত্মা) এই উভয়ই সূক্ষ্ম তত্ত্ব। এই উভয়ের মধ্যে যে পার্থক্য আছে, উহা জানিয়া লও। ইহাদের মধ্যে এক অর্থাৎ বুদ্ধি গুণসকলকে সৃষ্টি করে এবং অন্য অর্থাৎ আত্মা গুণসকল সৃষ্টি করেন না—কেবল সাক্ষী ভাবে সব কিছু নিরীক্ষণ করেন। ৩৩

এই দুই বুদ্ধি ও আত্মা স্বভাবতঃ পরস্পর ভিন্ন, তথাপি সর্বদা পরস্পর মিলিত বলিয়াই প্রতীত হয়। যেরূপ মৎস্য জল হইতে ভিন্ন হইলেও সদা উহার সহিত সংযুক্ত থাকে, সেইরূপ বুদ্ধি ও আত্মা পরস্পর ভিন্ন হইলেও অভিন্ন ভাবে অবস্থান করেন। ৩৪

সত্ত্বাদি গুণসকল জড় (অচেতন) বলিয়া আত্মাকে জানিতে পারে না, কিন্তু আত্মা চেতন, সেইজন্য সমস্ত গুণকে তিনি পূর্বরূপে জানেন। যদিও তিনি গুণসকলের সাক্ষী, তথাপি মূঢ় মানুষ তাঁহাকে গুণসংশ্লিষ্ট বলিয়াই মনে করে। ৩৫

যখন বুদ্ধি সত্ত্বাদি গুণসমূহ সৃষ্টি করে, সেই সময় জীবাত্মা তাহার আশ্রয় হন না। অন্য গুণসকলের সৃষ্টিও বুদ্ধি করিয়া থাকে এবং সেই সব গুণকে জীব কখনও কখনও জানিতে সমর্থ হয়। ৩৬

বুদ্ধি গুণসমূহ উৎপন্ন করে এবং আত্মা কেবল সেই সব দেখিতে থাকেন। বুদ্ধি এবং আত্মার এই সম্বন্ধ অনাদি। ৩৭

ইন্দ্রিয়ৈস্তু প্রদীপার্থঃ ক্রিয়তে বুদ্ধিরন্তরা।
নিশ্চক্ষুভিরজ্ঞানদ্ভিরিন্দ্রিয়াণি প্রদীপবৎ ॥ ৩৮
এবংস্বভাবমেবৈতৎ তদ্ বুদ্ধ্বা বিহরেন্নরঃ।
অশোচন্নপ্রহৃষ্যংশ্চ স বৈ বিগতমৎসরঃ ॥ ৩৯
স্বভাবসিদ্ধমেবৈতদ্ যদিমান্ সৃজতে গুণান্।
উর্ণনাভির্যথা সূত্রং বিজ্ঞেয়াস্তত্ত্ববদ্ গুণাঃ ॥ ৪০
প্রধ্বস্তা ন নিবর্তন্তে প্রবৃত্তির্নোপলভ্যতে
এবমেকে ব্যবস্যন্তি নিবৃত্তিরিতি চাপরে ॥ ৪১
ইতীদং হৃদয়গ্রন্থিং বুদ্ধিচিন্তাময়ং দৃঢ়ম্।
বিমুচ্য সুখমাসীত বিশোকশ্ছন্নসংশয়ঃ ॥ ৪১
তামোঘাং প্রচ্যুতাঃ পৃথ্বীং মোহপূর্ণাং নদীং নরাঃ।
যথা গাধমবিন্দাংসো বুদ্ধিযোগময়ং তথা ॥ ৪৩
নৈব তাম্যন্তি বিদ্বাংসঃ প্লবন্তঃ পারমন্তসঃ।
অধ্যাত্মবিদুষো ধীরা জ্ঞানং তু পরমং প্লবঃ ॥ ৪৪
ন ভবন্তি বিদুষাং মহদ্ভয়ং
যদবিদুষাং সুমহদ্ভয়ং ভবেৎ
ন হি গতিরধিকাস্তি কস্যচিৎ
সকৃদুপদর্শয়তীহ তুল্যতাম্ ॥ ৪৫
যৎ করোতি বহুদোষমেকতঃ
তচ্চ দূষয়তি যৎ পুরা কৃতম্।
নাপ্রিয়ং তদুভয়ং করোত্যসৌ
যচ্চ দূষয়তি যৎ করোতি চ ॥ ৪৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি পাঞ্চভৌতিকে
পঞ্চাশীত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৮৫

দৃষ্টিশক্তিহীন ও অজ্ঞান ইন্দ্রিয়গণ বস্তুসকলকে প্রকাশিত করিবার জন্য বুদ্ধিকে মধ্যস্থ করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়গণ সমস্ত বস্তুকে প্রকাশিত করিতে দীপের ন্যায় কেবল সহায়ক হয়। ৩৮

এইরূপ "আত্মা অসঙ্গ ও নির্লেপ" ইহা জানিয়া মানুষ শোক, হর্ষ ও দ্বেষ পরিত্যাগ করত বিচরণ করিতে থাকে। ৩৯

যেরূপ মাকড়সা জাল নির্মাণ করে, সেইরূপ বুদ্ধি সত্ত্বাদি গুণ-সকলকে সৃষ্টি করে—ইহা স্বভাবসিদ্ধ; অতএব গুণসকলকে জালের ন্যায় এবং বুদ্ধিকে মাকড়সার ন্যায় জানিবে। ৪০

এই সব গুণ নষ্ট হইলে পর পুনরায় ফিরিয়া আসে না কারণ, পুনর্ব্বার তাহাদের প্রবৃত্তির উপলব্ধি হয় না। এক শ্রেণীর বিদ্বান্‌গণের ইহাই অভিমত। অপর বিদ্বান্‌গণ আবার নষ্ট গুণসকলের পুনরাবৃত্তি স্বীকার করেন। ৪১

এইভাবে বুদ্ধির চিন্তারূপ এই সুদৃঢ় হৃদয়-গ্রন্থি ত্যাগ করত শোক ও সংশয়হীন হইয়া সুখের সহিত অবস্থান করিবে। ৪২

জলের গভীরতা সম্বন্ধে অজ্ঞ মানুষগণ যেরূপ নদীর তলদেশে যাইয়া দুঃখ অনুভব করে, সেইরূপ বুদ্ধিযোগে (জ্ঞানে) অনভিজ্ঞ সকল মানুষ এই মোহময় বিশাল সংসার-নদীতে পতিত হইয়া ক্লেশ ভোগ করিতে থাকে। ৪৩

যেরূপ যে সকল ব্যক্তি সন্তরণ করিতে জানে, তাহারাই সন্তরণ করিয়া অগাধ জল পার হইয়া যায়, তাহাদিগকে কোনরূপ কষ্টভোগ করিতে হয় না, সেইরূপ অধ্যাত্মতত্ত্বে অভিজ্ঞ ধীর পুরুষগণ অনায়াসে সংসারসাগর পার হইয়া যান, তাঁহাদের নিকট জ্ঞানই উত্তম নৌকা হয়। ৪৪

অজ্ঞান পুরুষগণের নিকট যে সংসার অতিশয় ভয়ঙ্করূপ হয়, জ্ঞানী পুরুষদিগের নিকট সেই গুরুতর ভয়ঙ্করূপ সংসারেও অল্প ভয়ও হয় না। জ্ঞানী পুরুষগণের মধ্যে কাহারও অধিক বা কাহারও ন্যূন (স্বল্প) গতি লাভ হয় না অর্থাৎ সকলের পক্ষেই সমান গতি লাভ হয়। "সকৃদ্ বিভাতো হ্যেষ ব্রহ্মলোক" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য এস্থলে জ্ঞানিগণের গতির সমানতা দেখাইয়া থাকেন। ৪৫

অজ্ঞানাবস্থায় মানুষ যে অনেক দোষযুক্ত কর্ম করে এবং সে পূর্ব্বে যে সব কর্ম করিয়াছে, সেই সবের জন্য শোক করিতে থাকে। ইহা ব্যতীত অজ্ঞান অবস্থায় যে সে অপরের কৃত অপ্রিয় কর্মকে দোষরূপে দেখে এবং রাগাদি দোষবশতঃ স্বয়ং যে দূষিত কর্ম করে, এই উভয় প্রকার কর্মই জ্ঞান হইবার পর আর করে না। ৪৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্ব্বে পাঞ্চভৌতিক তত্ত্বের বর্ণনা বিষয়ক পঞ্চাশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

ষড়শীত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ।

[সমঙ্গেন নারদসমীপে স্বস্য শোকহীনাবস্থায়া বর্ণনম ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ

শোকাদ্ দুঃখাচ্চ মৃত্যোশ্চ ত্রসন্তে প্রাণিনঃ সদা
উভয়ং নো যথা ন স্যাৎ তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ ।

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্ ।
নারদস্য চ সংবাদং সমঙ্গস্য চ ভারত ॥ ২

নারদ উবাচ

উরসেব প্রণমসে বাহুভ্যাং তরসেব চ
সম্প্রহৃষ্টমনা নিত্যং বিশোক ইব লক্ষ্যসে ॥ ৩
উদ্বেগং ন হি তে কিঞ্চিৎ সূক্ষ্মমপি লক্ষয়ে
নিত্যতৃপ্ত ইব স্বস্থো বালবচ্চ বিচেষ্টসে ॥ ৪

সমঙ্গ উবাচ

ভূতং ভব্যং ভবিষ্যঞ্চ সর্বমেতৎ তু মানদ ।
তেষাং তত্ত্বানি জানামি ততো ন বিমনা হ্যহম্ ॥ ৫
উপক্রমানহং বেদ পুনরেব ফলোদয়ান
লোকে ফলানি চিত্রাণি ততো ন বিমনা হ্যহম ॥ ৬
অগাধাশ্চাপ্রতিষ্ঠাশ্চ গতিমন্তশ্চ নারদ
অন্ধা জড়াশ্চ জীবন্তি পশ্যাস্মানপি জীবতঃ ॥ ৭
বিচিত্তেনৈব জীবন্তি অরোগাঙ্গা দিবৌকসঃ ।
বলবন্তোঽবলাশ্চৈব তস্মাদস্মান্ সভাজয় ॥ ৮
সহস্রিণোঽপি জীবন্তি জীবন্তি শতিনস্তথা ।
শাকেন চাপ্যে জীবন্তি পশ্যাস্মানপি জীবতঃ ॥ ৯
যদা ন শোচেমহি কিং নু নঃ স্যাদ্
ধর্মেণ বা নারদ কর্মণা বা
কৃতাস্তবশ্যানি যদা সুখানি
দুঃখানি বা যত্র বিধর্ষয়ন্তি ॥ ১০

ষড়শীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

[সমঙ্গকর্তৃক নারদের নিকট নিজের শোকহীন অবস্থার কথা বর্ণন ।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ ! সংসারের সকল প্রাণীই সর্ব্বদা শোক, দুঃখ ও মৃত্যুকে ভয় করে, অতএব আপনি এরূপ উপদেশ করুন, যাহাতে আমাদের এই উভয়ের ভয় থাকে না । ১

ভীষ্ম বলিলেন,—হে ভারত ! এ বিষয়ে বিদ্বান্ পুরুষগণ দেবর্ষি নারদ ও সমঙ্গের সংবাদরূপ এক প্রাচীন ইতিহাস এস্থলে উদাহরণ দিয়া থাকেন । ২

নারদ বলিলেন,—অন্য সকলে মস্তক নত করিয়া প্রণাম করে, কিন্তু আপনি হৃদয় দিয়া প্রণাম করিতেছেন। ইহাতে মনে হইতেছে - আপনি এই সংসারকে নিজের দুই হস্তে সন্তরণ করিয়া পার হইয়া যাইতেছেন। আপনার মন নিত্য প্রসন্ন থাকে এবং আপনি সর্ব্বদা শোক-শূন্যের ন্যায় পরিলক্ষিত হইতেছেন । ৩

আমি আপনার চিত্তে কখনও অল্পও উদ্বেগ পরিদর্শন করি নাই। আপনি নিত্য তৃপ্তের ন্যায় নিজের মধ্যে অবস্থান করত বালকতুল্য চেষ্টা করিতেছেন (ইহার কারণ কি ?) ৪

সমঙ্গ বলিলেন,—মানদ ! আমি অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এই সবেরই স্বরূপ এবং তত্ত্ব জানি ; সেইজন্য আমার মনে কোন উদ্বেগ নাই । ৫

আমি কর্ম্মসকলের আরম্ভ ও সেই সবের ফলোদয়ের কালও জানি এবং লোকে যে সমস্ত নানাবিধ বিচিত্র কর্ম্মফল প্রাপ্ত হয়, সেই সবও আমি জানি, এইজন্য আমি বিমনা হই না । ৬

হে নারদ ! আপনি দেখুন, যেরূপ জগতে মূর্খ, অপ্রতিষ্ঠিত, প্রগতিহীন, অন্ধ ও জড় মনুষ্যগণও জীবিত থাকে, সেইরূপ আমরাও জীবিত থাকি । ৭

নীরোগ দেহধারী দেবতাগণ, বলবান্ ও নির্ব্বল সকলেই নিজ নিজ প্রারব্ধের বিধিনিয়মানুসারে জীবন ধারণ করেন ; অতএব আমরাও প্রারব্ধকেই অবলম্বন করত কোন কার্য্য আরম্ভ করি নাই, সেইজন্য আপনি আমাদিগকে সম্মানিত করুন (অকর্ম্মণ্য মনে করিয়া আমাদের অনাদর করিবেন না) ॥ ৮

যাহাদের নিকট হাজার অর্থ আছে, তাহারাও জীবিত থাকে। যাহাদের নিকট শত অর্থ আছে, তাহারাও জীবন ধারণ করে। অন্য বহু লোক কেবল শাকের দ্বারা জীবন নির্ব্বাহ করে। সেইরূপ আমরাও জীবিত আছি—ইহা অবলোকন করুন । ৯

নারদ ! যখন অজ্ঞান নষ্ট হইয়া যাওয়ায় আমরা শোক করি না, তখন ধর্ম্ম বা লৌকিক কর্ম্মের দ্বারা আমাদের কোন্ প্রয়োজন সাধিত হইবে ? সমস্ত সুখ ও দুঃখ কালের অধীন হওয়ায় ক্ষণভঙ্গুর ; অতএব এই উভয়ে জ্ঞানী পুরুষকে পরাভূত করিতে পারে না । ১০

যস্মৈ প্রাজ্ঞাঃ কথয়ন্তে মনুষ্যাঃ
প্রজ্ঞামূলং হীন্দ্রিয়াণাং প্রসাদঃ
মুহ্যন্তি শোচন্তি তথেন্দ্রিয়াণি
প্রজ্ঞালাভো নাস্তি মূঢ়েন্দ্রিয়স্য ॥ ১১
মূঢ়স্য দর্পঃ স পুনর্মোহ এব
মূঢ়স্য নায়ং ন পরোঽস্তি লোকঃ।
ন স্তোক দুঃখানি সদা ভবন্তি
সুখস্য বা নিত্যশো লাভ এব ॥ ১২
ভবাঞ্চকং সম্পরিবর্তমানং
ন মাদৃশঃ সংজ্বরঃ জাতু কুর্য্যাৎ
ইষ্টান্ ভোগান্ নানুরুধ্যেৎ সুখং বা
ন চিন্তয়েদ্ দুঃখমত্যাগতং বা ॥ ১৩
সমাহিতো ন স্পৃহয়েৎ পরেষাং
নানাগতং চাভিনন্দেচ্চ লাভম্।

জ্ঞানী পুরুষগণ যখন বলেন যে, প্রজ্ঞার মূল হইল ইন্দ্রিয়গণের নির্মলতা, তখন ইন্দ্রিয়গণই শোকাচ্ছন্ন ও মোহে মগ্ন হয়। সেই মোহাচ্ছন্ন ইন্দ্রিয়বান্ পুরুষের কখনও প্রজ্ঞালাভ হয় না ॥ ১১

মূঢ় মানুষের গর্ব্ব হয়, এই গর্ব্ব পুনরায় মোহ বলিয়াই জানিবে। মূঢ় মানুষের ইহলোক ও পরলোক কোন লোকই সুখকর হয় না। কাহারও সর্ব্বদা দুঃখভোগ হয় না এবং কাহারও আবার নিত্য নিরন্তর সুখ লাভও হয় না ॥ ১২

সংসারের স্বরূপকে প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তিত হইতে দেখিয়া আমার ন্যায় মানুষ কখনও সন্তাপ করে না, অভীষ্ট ভোগ অথবা সুখেরও অনুসরণ করে না এবং দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হইলেও উহার জন্য চিন্তিতও হয় না ॥ ১৩

মহাপুরুষ অন্য ব্যক্তিগণের সুখের প্রতি যোগাঢ় অভিলাষ করেন না। ভবিষ্যতে প্রাপ্য অর্থলাভকেও তিনি অভিনন্দিত করেন না। বিপুল অর্থলাভ হইলেও হৃষ্ট হন না এবং ধননাশ হইলে পর বিপদগ্রস্ত হন না ॥ ১৪

বন্ধু-বান্ধব, ধন, উত্তমকুল, শাস্ত্রাধ্যয়ন, মন্ত্র ও পরাক্রম—এই সমস্ত মিলিত হইয়াও কাহাকেও দুঃখ হইতে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হয় না। পরলোকে সকল মানুষ নিজ নিজ উত্তম স্বভাবের
৮৬০

ন চাপি হৃষ্যেদ্ বিপুলেঽর্থলাভে
তথার্থনাশে চ ন বৈ বিষীদেৎ ॥ ১৪
ন বান্ধবা ন চ বিত্তং ন কৌল্যং
ন চ শ্রুতং ন চ মন্ত্রা ন বীর্য্যম্।
দুঃখাৎ ত্রাতুং সর্ব এবোৎসহন্তে
পরত্র শীলেন তু যান্তি শান্তিম্ ॥ ১৫
নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য নাযোগাদ্ বিদ্যতে সুখম্।
বৃত্তিশ্চ দুঃখত্যাগশ্চেত্যুভয়ং তু সুখং নৃপ ॥ ১৬
প্রিয়ং হি হর্ষজননং হর্ষ উৎসেকবর্ধনঃ
উৎসেকো নরকায়ৈব তস্মাৎ তান্ সন্ত্যজাম্যহম্ ॥ ১৭
এতান্ শোকভয়োৎসেকান্ মোহনান্ সুখদুঃখয়োঃ।
পশ্যামি সাক্ষিবল্লোকে দেহস্যাস্য বিচেষ্টনাৎ ॥ ১৮
অর্থ-কামৌ পরিত্যজ্য বিশোকো বিগতজ্বরঃ।
তৃষ্ণা-মোহৌ তু সন্ত্যজ্য চরামি পৃথিবীমিমাম্ ॥ ১৯
ন চ মৃত্যোর্ন চাধর্ম্মান্ন লোভান্ন কুতশ্চন।
পীতামৃতস্যেবাত্মস্তমিহ বামুত্র চ ভয়ম্ ॥ ২০

জন্তুই শান্তি লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১৫

যাহার চিত্ত যোগযুক্ত নয়, তাহার সমত্ব বুদ্ধি লাভ হয় না। যোগ ব্যতীত কেহ সুখলাভ করিতে পারে না হে নৃপ! দুঃখ-সকলের সম্বন্ধ ত্যাগ ও ধৈর্য্য—এই উভয়ই হইল সুখের কারণ।

প্রিয় বস্তু হর্ষজনক হয়। হর্ষ অভিমানকে বর্দ্ধিত করে এবং অভিমান নরকের কারণ হয়, সেই হেতু আমি এই তিনটিকেই পরিত্যাগ করিয়াছি ॥ ১৭

শোক, ভয় ও অভিমান—ইহারা সকল মানুষকে সুখ-দুঃখে পাতিত করিয়া মোহিত করে, সেইজন্য যতক্ষণ এই শরীর চেষ্টা করিতে থাকে, ততক্ষণ আমি এই সবকে সাক্ষীর ন্যায় দেখিতে থাকি ॥ ১৮

অর্থ ও কামকে পরিত্যাগ করিয়া এবং তৃষ্ণা ও মোহকে ত্যাগ করত আমি শোকহীন ও সন্তাপশূন্য হইয়া এই পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছি ॥ ১৯

যেরূপ অমৃতপানকারী মানুষ মৃত্যু হইতে ভীত হয় না, সেইরূপ আমারও ইহলোক ও পরলোকে মৃত্যু, অধর্ম, লোভ ও অন্য কিছু হইতে ভয় হয় না ॥ ২০

এতদ্ ব্রহ্মন্ বিজানামি মহৎ কৃত্বা তপোঽব্যয়ম্
তেন নারদ সম্প্রাপ্তো ন মাং শোকঃ প্রবাধতে ॥ ১১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি সমঙ্গনারদসংবাদে ষড়শীত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৮৬

ব্রহ্মন্! আমি অক্ষয় তপস্যা করিয়া পরব্রহ্মকে জানিতে পারিয়াছি নারদ! অতএব শোক আসিয়া উপস্থিত হইলেও আমাকে ব্যাকুল করিতে পারে না। ১১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে সমঙ্গ ও নারদের সংবাদবিষয়ক ষড়শীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তাশীত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[নারদেন গালবমুনয়ে শ্রেয়োলাভস্যোপদেশঃ]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

অতত্ত্বজ্ঞস্য শাস্ত্রাণাং সততং সংশয়াত্মনঃ।
অকৃতব্যবসায়স্য শ্রেয়ো ব্রূহি পিতামহ ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ।

গুরুপূজা চ সততং বৃদ্ধানাং পর্য্যুপাসনম্
শ্রবণং চৈব শাস্ত্রাণাং কৃটস্থং শ্রেয় উচ্যতে ॥ ২

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
গালবস্য চ সংবাদং দেবর্ষের্নারদস্য চ ॥ ৩

স্বাশ্রমং সমনুপ্রাপ্তং নারদং দেববর্চসম্।
বীতমোহক্রমং বিপ্রং জ্ঞানতৃপ্তং জিতেন্দ্রিয়ম্ ॥

শ্রেয়স্কামো যতাত্মানং নারদং গালবোঽব্রবীৎ ॥৪

যৈঃ কশ্চিৎ সম্মতো লোকে গুণৈশ্চ পুরুষো মুনে
ভবত্যনপগান্ সর্বাংস্তান্ গুণান্ ক্ষয়ামহে ॥ ৫

ভবানেবংবিধোঽস্মাকং সংশয়ং ছেত্তুমর্হতি
অমূঢ়শ্চিরমূঢ়ানাং লোকতত্ত্বমজানতাম্ ॥ ৬

জ্ঞানে হ্যেবং প্রবৃত্তিঃ স্যাৎ কার্য্যাণামবিশেষতঃ।
যৎ কার্য্যং ন ব্যবস্যামস্তদ্ ভবান্ বক্তুমর্হতি ॥ ৭

ভগবন্নাশ্রমাঃ সর্বে পৃথগাচারদর্শিনঃ
ইদং শ্রেয় ইদং শ্রেয় ইতি সর্বে প্রবোধিতাঃ ॥ ৮

সপ্তাশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

[নারদ কর্তৃক গালবমুনিকে শ্রেয়োলাভের উপদেশ।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! যে ব্যক্তি শাস্ত্রসকলের তত্ত্ব জানে না, যাহার মন সতত সংশয়াপন্ন, যে ব্যক্তি পরমার্থের জন্য কোন নিশ্চিত অধ্যবসায় অবলম্বন করে না, সেই ব্যক্তির কল্যাণ লাভ কিভাবে হয়? ইহা আমাকে বলুন। ১

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! সর্ব্বদা গুরুজনগণের পূজা, বৃদ্ধ পুরুষগণের সেবা ও শাস্ত্রসকল শ্রবণ—এই তিনটি কল্যাণের অমোঘ সাধন বলিয়া কথিত হয়। ২

এ বিষয়ে অভিজ্ঞ পুরুষগণ দেবর্ষি নারদ ও মহর্ষি গালবের সংবাদরূপ এক প্রাচীন ইতিহাস এ স্থলে উদাহরণ দিয়া থাকেন।৩

কল্যাণকামী জিতেন্দ্রিয় গালব মুনি নিজের আশ্রমে উপস্থিত, দেবোপম তেজস্বী, ব্রাহ্মণ, মোহ ও গ্লানিহীন, জ্ঞানানন্দে পরিপূর্ণ এবং মনকে বশীভূত করিতে সমর্থ দেবর্ষি নারদকে বলিলেন। ৪

মুনে! সংসারে কোনও মানুষ যে সব গুণের দ্বারা সম্মানিত হয়, সেই সমস্ত গুণই আমরা স্বাভিলাষে আপনার মধ্যে লক্ষ্য করিয়া থাকি। ৫

সর্ব্বগুণসম্পন্ন আপনার ন্যায় জ্ঞানী মহাত্মাই লোকতত্ত্বের জ্ঞানশূন্য ও চিরকাল হইতে অজ্ঞানে পতিত আমাদের তুল্য মন্দবুদ্ধিগণের সংশয় নিবারণ করিতে পারেন। ৬

মুনে! শাস্ত্রে বহু কর্ত্তব্য কর্ম্ম কথিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে অমুক কর্ম্ম এইভাবে কৃত হইলে জ্ঞানমার্গে প্রবৃত্তি হয়, আমরা ইহার বিশেষরূপে নিশ্চয় করিতে পারিতেছি না; অতএব আমাদের পক্ষে যাহা করণীয় এবং যাহার নির্দ্ধারণ আমরা করিতে পারিতেছি না, উহা আপনি আমাদের কৃপা করিয়া বলুন।৭

ভগবন্! সকল আশ্রমাশ্রয়ী ব্যক্তিগণ পৃথক্ পৃথক্ নিজ নিজ আচার দর্শন করাইয়া থাকেন এবং 'ইহা শ্রেষ্ঠ, ইহা শ্রেষ্ঠ' এরূপ উপদেশ দান করিতে করিতে (নিজ নিজ সিদ্ধান্তের প্রাধান্য প্রতিপাদন করিতে করিতে) সকল মানুষের মনে সেই সেই জ্ঞান জন্মাইয়া থাকেন। ৮

তাংস্তু বিপ্রস্থিতান্ দৃষ্ট্বা শাস্ত্রৈঃ শাস্ত্রাভিনন্দিনঃ
স্বশাস্ত্রৈঃ পরিতুষ্টাশ্চ শ্রেয়ো নোপলভামহে ॥ ৯
শাস্ত্রং যদি ভবেদেকং শ্রেয়ো ব্যক্তং ভবেৎ তদা।
শাস্ত্রৈশ্চ বহুভির্ভূয়ঃ শ্রেয়ো গুহ্যং প্রবেশিতম্ ॥ ১০
এতস্মাৎ কারণাচ্ছ্রেয়ঃ কলিলং প্রতিভাতি মে
ব্রবীতু ভগবাংস্তস্মে উপসন্নোঽস্ম্যহীহি ভোঃ ॥ ১১

নারদ উবাচ।

আশ্রমাস্তাত চত্বারো যথাসঙ্কল্পিতাঃ পৃথক্।
তান্ সর্বানুপশ্য ত্বং সমাশ্রিত্যেতি গালব ॥ ১২
তেষাং তেষাং তথা হি ত্বমাশ্রমাণাং ততস্ততঃ।
নানারূপগুণোদ্দেশঃ পশ্য বিপ্র স্থিতং পৃথক্ ॥ ১৩
ন যান্তি চৈব তে সম্যগভিপ্রেতমসংশয়ম্
অন্যেঽপশ্যংস্তথা সম্যগাশ্রমাণাং পরাং গতিম্ ॥ ১৪
যৎ তু নিঃশ্রেয়সং সম্যক্ তচ্ছ্রৈবাসংশয়াত্মকম্ ॥ ১৫
অনুগ্রহশ্চ মিত্রাণামমিত্রাণাঞ্চ নিগ্রহম্।
সংগ্রহশ্চ ত্রিবর্গস্য শ্রেয় আহুর্মনীষিণঃ ॥ ১৬
নিবৃত্তিঃ কর্মণঃ পাপাৎ সততং পুণ্যশীলতা।
সদ্ভিশ্চ সমুদাচারঃ শ্রেয় এতদসংশয়ম্ ॥ ১৭
মার্দবং সর্বভূতেষু ব্যবহারেষু চার্জবম্।
বাক্ চৈব মধুরা প্রোক্তা শ্রেয় এতদসংশয়ম্ ॥ ১৮
দৈবতেভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ সংবিভাগোঽতিথিষ্বপি
অসন্ত্যাগশ্চ ভৃত্যানাং শ্রেয় এতদসংশয়ম্ ॥ ১৯
সত্যস্য বচনং শ্রেয়ঃ সত্যজ্ঞানং তু দুষ্করম্
যদ্ ভূতহিতমত্যন্তমেতৎ সত্যং ব্রবীম্যহম্ ॥ ২০
অহঙ্কারস্য চ ত্যাগঃ প্রমাদস্য চ নিগ্রহঃ।
সন্তোষশ্চৈকচর্য্যা চ কূটস্থঃ শ্রেয় উচ্যতে ॥ ২১

যাহাদের মনে এইসব বিষয় অবস্থিত রহিয়াছে, সেই সব ব্যক্তিকে উক্ত শাস্ত্রসকলের উপদেশানুসারে নানাপ্রকার আচার মার্গে চলিতে এবং নিজ নিজ শাস্ত্রকে অভিনন্দিত করিতে দেখিয়া যেরূপ আমরা নিজের মান্যতায় সন্তুষ্ট, সেইরূপ তাহাদিগকেও সন্তুষ্ট দেখিয়া আমাদের মনে সংশয় উৎপন্ন হইয়াছে আমরা ইহা যথাযথভাবে নিশ্চয় করিতে পারিতেছি না যে, পরম কল্যাণপ্রাপ্তির সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় কি? ৯

যদি শাস্ত্র এক হইত, তবে শ্রেয়প্রাপ্তির উপায়ও এক হওয়ার কারণ উহা স্পষ্টভাবে বুঝা যাইত, কিন্তু বহু শাস্ত্র নানা প্রকারে বর্ণনা করিয়া শ্রেয়কে গুহ্য অবস্থায় লইয়া গিয়াছেন—অর্থাৎ শ্রেয়কে সর্বতোভাবে গোপন করিয়া দিয়াছেন। ১০

এই কারণে শ্রেয়ের স্বরূপকে আমার সংশয়াপন্ন বলিয়া মনে হইতেছে। ভগবন্! এখন আপনিই আমাকে উহার উপদেশ করুন। আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম, আমি আপনার শিষ্য, অতএব আপনি আমাকে শ্রেয় মার্গের উপদেশ করুন। ১১

নারদ বলিলেন,—তাত! ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চারি প্রকার আশ্রম। শাস্ত্রে এই সকলের পৃথক্ পৃথক্ ব্যবস্থা আছে। গালব! তুমি জ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করত সেই সবকে যথার্থ রূপে জান। ১২

বিপ্রবর! সেই সেই আশ্রমসমূহের যে নানাপ্রকার গুণসম্পন্ন ধর্ম কথিত হইয়াছে, উহা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে স্থিত আছে। এই বিষয় নিরীক্ষণ কর। ১৩

যাহারা সাধারণ মানুষ, তাহারা এই সব আশ্রমের বাস্তবিক অভিপ্রায় ভালভাবে নিঃসংশয়ে জানিতে পারে না, কিন্তু অন্য যাহারা তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ, তাঁহারা সকল আশ্রমের পরম তত্ত্ব যথাযথ ভাবে বুঝিতে পারেন। ১৪

যাহা সর্বোত্তম কল্যাণকর সাধন, উহা সর্বথা সংশয়হীনই হয়। বৃদ্ধগণের প্রতি শ্রদ্ধা করা, শত্রুভাবাপন্ন দুষ্টজনকে দণ্ডদান করা এবং ধর্ম, অর্থ ও কামের সংগ্রহ করা—ইহাদিগকে মনীষী পুরুষগণ শ্রেয় বলেন। ১৫-১৬

পাপকর্ম হইতে নিবৃত্তি, সতত পুণ্য কর্মসমূহে আসক্ত থাকা এবং সৎপুরুষগণের সঙ্গে থাকিয়া সদাচারভাবে সদাচার পালন করা—ইহাই হইল সংশয়হীন শ্রেয় অর্থাৎ কল্যাণকর পথ। ১৭

সমস্ত প্রাণীর প্রতি বিনয়পূর্ণ আচরণ করা, সর্বপ্রকার ব্যবহারে সরলতা দেখান এবং মধুর বাক্য বলা—এই সবও সংশয়রহিত কল্যাণকর পথ। ১৮

দেবতা ও পিতৃগণ এবং অতিথিদিগকে প্রাপ্য ভাগ অর্পণ করা ও ভরণ-পোষণযোগ্য ব্যক্তিবর্গকে ত্যাগ না করা—এইগুলি কল্যাণের নিশ্চিত সাধন। ১৯

সত্যকথা বলা কল্যাণকর, কিন্তু সত্যকে যথার্থ ভাবে জানা কঠিন। আমি তাহাকেই 'সত্য' বলিব, যাহার দ্বারা প্রাণিগণের অত্যন্ত হিত হইয়া থাকে। ২০

অহঙ্কার ত্যাগ, প্রমাদকে (অনবধানতাকে) সংযত রাখা, সন্তোষ ও একান্ত বাস—ইহা অবিকারী শ্রেয় বলিয়া কথিত হয়। ২১

ধর্মেণ বেদাধ্যয়নং বেদাস্তানাং তথৈব চ
জ্ঞানার্থানাঞ্চ জিজ্ঞাসা শ্রেয় এতদসংশয়ম্ ॥ ২২
শব্দরূপরসস্পর্শান্ সহ গন্ধেন কেবলান্
নাত্যর্থমুপসেবেত শ্রেয়সোঽর্থী কথঞ্চন ॥ ২৩
নক্তঞ্চর্য্যাং দিবাস্বপ্নমালস্যং পৈশুনং মদম্
অতিযোগময়োগঞ্চ শ্রেয়সোঽর্থী পরিত্যজেৎ ॥ ২৪
আত্মোৎকর্ষং ন মার্গেত পরেষাং পরিনিন্দয়া।
স্বগুণৈরেব মার্গেত বিপ্রকর্ষং পৃথগ্জনাৎ ॥ ২৫
নির্গুণাস্বেব ভূয়িষ্ঠমাত্মসম্ভাবিতা নরাঃ।
দোষৈরন্যান্ গুণবতঃ ক্ষিপন্ত্যাত্মগুণক্ষয়াৎ ॥ ২৬
অনুচ্যমানাস্তু পুনস্তে মনস্তে মন্যন্ত মহাজনাৎ
গুণবত্তরমাত্মানং স্বেন মানেন দর্পিতাঃ ॥ ২৭
অক্রবন্ কস্যচিন্নিন্দামাত্মপূজামবর্ণয়ন্

বিপশ্চিদ্ গুণসম্পন্নঃ প্রাপ্নোত্যেব মহদ্ যশঃ ॥ ২৮
অক্রবন্ বাতি সুরভির্গন্ধঃ সুমনসাং শুচিঃ।
তথৈবাব্যাহরন্ ভাতি বিমলো ভাস্করস্বরে ॥ ২৯
এবমাদীনি চান্যানি পরিত্যক্তানি মেধয়া।
জলন্তি যশসা লোকে যানি ন ব্যাহরন্তি চ ॥ ৩০
ন লোকে দীপ্যতে মূর্খঃ কেবলাত্মপ্রশংসয়া
অপি চাপিহিতঃ শ্বভ্রে কৃতবিদ্যঃ প্রকাশতে ॥ ৩১
অসদুচ্চৈরপি প্রোক্তঃ শব্দঃ সমুপশাম্যতি
দীপ্যতে ত্বেব লোকেষু শনৈরপি সুভাষিতম্ ॥ ৩২
মূঢ়ানামবলিপ্তানামসারং ভাষিতং বহু।
দর্শয়ত্যন্তরাত্মানমন্নিরূপমিবাংশুমান্ ॥ ৩৩
এতস্মাৎ কারণাৎ প্রজ্ঞাং মৃগয়ন্তে পৃথগ্বিধাম্
প্রজ্ঞালাভো হি ভূতানামুত্তমঃ প্রতিভাতি মে ॥ ৩৪

ধর্মাচরণ করিতে করিতে বেদ ও ব্যাকরণাদি বেদাঙ্গসমূহের স্বাধ্যায় করা এবং এই সবের সিদ্ধান্ত জানিবার ইচ্ছা জাগরূক রাখা নিঃসন্দেহে কল্যাণকর সাধন। ২২

যে ব্যক্তি কল্যাণকামী, সে ব্যক্তি কোনরূপেই শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—এই সব বিষয়ের অধিক সেবা (উপভোগ) করিবে না। ২৩

কল্যাণকামী পুরুষ রাত্রিতে বিচরণ, দিনের বেলায় নিদ্রা যাওয়া, আলস্য, পরনিন্দা, মাদকদ্রব্য সেবা, আহার-বিহারের অধিকমাত্রায় সেবন এবং উহার সর্ব্বথা ত্যাগ—এই সব পরিহার করিবে। ২৪

অপর ব্যক্তিগণের নিন্দা করিয়া নিজের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিবে না। সাধারণ মানুষ হইতে নিজের উৎকৃষ্টতা স্বীয় গুণসমূহের দ্বারাই প্রতিপন্ন করিবে (বাক্যের দ্বারা নহে)। ২৫

গুণহীন মানুষেরাই নিজেদের অতিশয় প্রশংসা করিতে থাকে। তাহারা নিজেদের মধ্যে গুণের স্বল্পতা দেখিয়া অন্য গুণবান্ পুরুষগণের সকল গুণের দোষ বলিয়া তাহাদের নিন্দা করে। ২৬

নিজ নিজ গর্ব্বে গর্বিত অশিক্ষিত লোকেরা পুনরায় নিজেকে নিজেই মহাপুরুষ হইতেও অধিক গুণবান্ বলিয়া মনে করে। ২৭

কিন্তু যাহারা অপর কাহারও নিন্দা এবং নিজেদের প্রশংসা করেন না, এরূপ উত্তম গুণসম্পন্ন বিদ্বান্ পুরুষগণই প্রকৃত যশের অধিকারী হইয়া থাকেন। ২৮

কিছু না বলিলেও পুষ্পসমূহের পবিত্র ও মনোরম সুগন্ধ প্রবাহিত হইতে থাকে। নির্মল সূর্য্য নিজের প্রশংসা না করিয়াই আকাশে প্রকাশিত হইতে থাকেন। ২৯

এইরূপ জগতে আরও বহু মানুষ আছে, যাহারা নিজেদের প্রশংসা করে না বটে, কিন্তু নিম্ন নিজ যশে চৌপ্যমান হয়। ৩০

মূর্খ মানুষ কেবল নিজেদের প্রশংসা করিয়াই জগতে খ্যাতি লাভ করিতে পারে না। বিদ্বান্ পুরুষ গুহাতে আত্মগোপন করিয়া থাকিলেও তাঁহার খ্যাতি সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ হইয়া যায়। ৩১

অসৎ কথা উচ্চৈঃস্বরে বলিতে থাকিলেও শূন্যে বিলীন হইয়া যায় এবং জগতে তাহার আদর থাকে না, কিন্তু উত্তম কথা ধীরে ধীরে বলিলেও উহা সংসারে প্রকাশিত হইতে থাকে—তাহার সমাদর হয় ও প্রভাব বাড়িতে থাকে। ৩২

পণ্ডিত মূর্খগণের কথিত অসার বাক্য তাহাদের দূষিত অন্তঃকরণই সেইভাবে প্রদর্শন করাইয়া থাকে, যেরূপ সূর্য্য সূর্য্যকান্ত মণির সহযোগে নিজের দাহক অগ্নিরূপকে প্রকাশিত করেন। ৩৩

সেই কারণে কল্যাণকামী ব্যক্তিগণ অনেক শাস্ত্রের অধ্যয়নে নানাপ্রকার প্রজ্ঞার (উত্তম বুদ্ধির) অন্বেষণ করিতে থাকেন। আমার ত' সকল প্রাণীদিগের পক্ষে প্রজ্ঞালাভই উত্তম বলিয়া মনে হয়। ৩৪

নাপৃষ্টঃ কস্যচিদ্ ব্রূয়াল্লাপ্যন্যায়েন পৃচ্ছতঃ
জানবানপি মেধাবী জড়বৎ সমুপাবিশেৎ ॥ ৩৫
তত্রো বাসং পরীক্ষেত ধর্মনিত্যেষু সাধুষু
মনুষ্যেষু বদান্যেষু স্বধর্মনিরতেষু চ ॥ ৩৬
চতুর্ণাং যত্র বর্ণানাং ধর্মব্যতিকরো ভবেৎ।
ন তত্র বাসং কুর্বীত শ্রেয়োঽর্থী বৈ কথঞ্চন ॥ ৩৭
নিরারম্ভোঽপ্যয়মিহ যথালব্ধোপজীবনঃ
পুণ্যং পুণ্যেষু বিমলং পাপং পাপেষু চাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৮
অপামগ্নেস্তথেন্দোশ্চ স্পর্শং বেদয়তে যথা
তথা পশ্যামহে স্পর্শমুভয়োঃ পুণ্য-পাপয়োঃ ॥ ৩৯
অপশ্যংস্তোঽনুবিষয়ং ভুঞ্জতে বিষয়াসিনঃ
ভুঞ্জানাশ্চাপ্যবিষয়ান্ বিষয়ান্ বিদ্ধি কর্মণাম্ ॥ ৪০
যত্রাগমময়মানানামসৎকারেণ পৃচ্ছতাম্
প্রব্রূয়াদ্ ব্রহ্মণো ধর্মং তাদৃক্তে তং দেশমাব্রজেৎ ॥ ৪১
শিষ্যোপাধ্যায়িকা বৃত্তির্যত্র স্যাৎ সুসমাহিতা
যথাবচ্ছাস্ত্রসম্পন্না কস্তং দেশং পরিত্যজেৎ ॥ ৪২
আকাশস্থা ধ্রুবং যত্র দোষং ব্রূয়ুর্বিপশ্চিতাম্।
আত্মপূজাভিকামো বৈ কো বসেৎ তত্র পণ্ডিতঃ ॥ ৪৩
যত্র সংলোড়িতা লুব্ধৈঃ প্রায়শো ধর্মসেতবঃ।
প্রদীপ্তমিব তৈলাদ্যং কস্তং দেশং ন সন্ত্যজেৎ ॥ ৪৪
যত্র ধর্মমনাশঙ্কাশ্চরেয়ুর্বীতমৎসরাঃ।
ভবেৎ তত্র বসেচ্ছৈব পুণ্যশীলেষু সাধুষু ॥ ৪৫
ধর্মমর্থনিমিত্তঞ্চ চরেয়ুর্যত্র মানবাঃ
ন তানুপসেচ্ছাত্তু তে হি পাপকৃতো জনাঃ ॥ ৪৬
কর্মণা যত্র পাপেন বর্ততে জীবিতোৎসবঃ
ব্যবধাবেৎ ততস্তূর্ণং সসর্পাচ্ছরণাদিব ॥ ৪৭

বুদ্ধিমান্ পুরুষ জানবান্ হইলেও কেহ জিজ্ঞাসা না করিলে কাহাকেও কোন উপদেশ করিবেন না। অন্যায় পূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেও কাহারও প্রশ্নের উত্তর দিবেন না, বরং জড়ের ন্যায় নীরবে বসিয়া থাকিবেন ॥ ৩৫

মানুষের সর্ব্বদা ধর্ম্মে আসক্ত সাধু মহাত্মাগণ এবং স্বধর্ম্ম-পরায়ণ উদার পুরুষগণের নিকটে বাস করিবার ইচ্ছা করা উচিত ॥ ৩৬

যেস্থানে চারি বর্ণের ধর্ম্মের উল্লঙ্ঘন হয়, সেস্থানে কল্যাণ-কামী মানুষের কোনক্রমে বাস করা উচিত নয় ॥ ৩৭

কোন কর্ম্মের যিনি আরম্ভ করেন না এবং যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহার দ্বারাই জীবননির্ব্বাহকারী পুরুষও যদি পুণ্যাত্মাগণের সমাজে অবস্থান করেন, তবে তাঁহার নির্ম্মল পুণ্য প্রাপ্তি হয় এবং পাপিদিগের সংসর্গে যদি বাস করেন, তাহা হইলে তিনি পাপভাগী হন ॥ ৩৮

যেরূপ জল, অগ্নি ও চন্দ্রের কিরণের সংসর্গে আসিলে পর মানুষ ক্রমশঃ শীত, উষ্ণ ও সুখদায়ক স্পর্শের অনুভব করে, সেইরূপ আমরা পুণ্যাত্মা ও পাপিগণের সংসর্গে পুণ্য এবং পাপ এই উভয়ের স্পর্শের প্রত্যক্ষ অনুভব করি ॥ ৩৯

যাহারা বিঘসাশী (ভৃত্যবর্গ ও অতিথি প্রভৃতি ভোজনের পর অবশিষ্ট অন্ন ভোজনকারী), তাঁহারা তিক্ত মধুর রস বা স্বাদের আলোচনা না করিয়াই অন্ন গ্রহণ করেন; কিন্তু যাহারা নিজ নিজ রসনার বিষয় মনে করিয়া স্বাদু ও অস্বাদু বিচার করিতে করিতে ভোজন করে, তাহাদিগকে কর্ম্মপাশে আবদ্ধ বলিয়াই জানিতে হইবে ॥ ৪০

যেস্থানে ব্রাহ্মণ অনাদর ও অন্যায় পূর্ব্বক ধর্ম্মশাস্ত্রবিষয়ক প্রশ্নকারী পুরুষগণকে ধর্ম্মের উপদেশ করেন, আত্মজ্ঞ সাধক সেই দেশ পরিত্যাগ করিবেন ॥ ৪১

যেস্থানে গুরু ও শিষ্যের ব্যবহার সুব্যবস্থিত, শাস্ত্রসম্মত এবং যথাযথভাবে চলিতে থাকে, কোন্ ব্যক্তি সেই দেশ পরিত্যাগ করিবে? ৪২

যেস্থানে মানুষ কোন অপরাধ ব্যতীতই বিদ্বান্ পুরুষগণের উপর নিশ্চিতরূপে দোষারোপণ করে, সেই স্থানে আত্মসম্মান কামী কোন্ পুরুষ বাস করিবে? ৪৩

যেস্থানে লুব্ধ মনুষ্যগণ প্রায়শই ধর্ম্মের মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করে, প্রজ্বলিত বস্ত্রের ন্যায় সেই দেশকে কোন ব্যক্তি ত্যাগ না করিবে? কিন্তু যেস্থানে সকল মানুষ মাৎসর্য্য ও শঠতাহীন হইয়া ধর্ম্মের আচরণ করে, সেস্থানে পুণ্যশীল সাধু পুরুষগণের নিকটে অবশ্যই বাস করিবে ৪৪-৪৫

যেস্থানে সকল মানুষ ধনের জন্য ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, সেস্থানে তাহাদের নিকটে কদাপি বাস করিবে না, কারণ, তাহারা সকলেই পাপাচারী মানুষ ॥ ৪৬

যেস্থানে জীবনরক্ষার জন্য মনুষ্যগণ পাপকর্ম্মের দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করে, সর্পযুক্ত গৃহের ন্যায় সেই স্থান হইতে অতিসত্বর দূরে চলিয়া যাইবে ॥ ৪৭

যেন খট্টযাং সমারূঢ়ঃ কর্ম্মণানুশয়ী ভবেৎ
আদিত্তত্তন্ন কর্ত্তব্যমিচ্ছতা ভবমাত্মনঃ ৪৮
যত্র রাজা চ রাজ্ঞশ্চ পুরুষাঃ প্রত্যনন্তরাঃ
কুটুম্বিনামগ্রভুজস্ত্যজেৎ তদ্ রাষ্ট্রমাত্মবান্ ৪৯
শ্রোত্রিয়াত্মগ্রভোক্তারো ধর্ম্মনিত্যাঃ সনাতনাঃ
যাজনাধ্যাপনে যুক্তা যত্র তদ্ রাষ্ট্রমাবসেৎ। ৫০
স্বাহাস্বধা-বষট্কারো যত্র সম্যগনুষ্ঠিতাঃ
অজস্রং চৈব বর্ত্তন্তে বসেৎ তত্রাবিচারয়ন্। ৫১
অশুচীন্ যত্র পশ্যেত ব্রাহ্মণান্ বৃত্তিকর্শিতান্
ত্যজেৎ তদ্ রাষ্ট্রমাসন্নমুপসৃষ্টমিবামিষম্ ৫২
প্রীয়মাণা নরা যত্র প্রযচ্ছেয়ুরযাচিতাঃ।
স্বস্থচিত্তো বসেৎ তত্র কৃতকৃত্য ইবাত্মবান্। ৫৩
দণ্ডো যত্রাবিনীতেষু সৎকারশ্চ কৃতাত্মসু
চরেৎ তত্র বসেচ্চৈব পুণ্যশীলেষু সাধুষু ॥ ৫৪

উপসৃষ্টেষু দাস্তেষু ছুরাচারেষু সাধুষু
অবিনীতেষু লুব্ধেষু সুমহদ্ দণ্ডধারণম্ ॥ ৫৫
যত্র রাজা ধর্ম্মনিত্যো রাজ্যং ধর্ম্মেণ পালয়েৎ
অপাস্য কামান্ কামেশো বসেৎ তত্রাবিচারয়ন্ ॥ ৫৬
যথাশীলা হি রাজানঃ সর্ব্বান্ বিষয়বাসিনঃ।
শ্রেয়সা যোজয়ত্যাশু শ্রেয়সি প্রত্যুপস্থিতে ॥ ৫৭
পৃচ্ছতস্তে ময়া তাত শ্রেয় এতদুদাহৃতম্।
ন হি শক্যং প্রধানেন শ্রেয়ঃ সংখ্যাতুমাত্মনঃ ॥ ৫৮
এবং প্রবর্ত্তমানস্য বৃত্তিঃ প্রাণিহিতাত্মনঃ।
তপসৈবেহ বহুলং শ্রেয়ো ব্যক্তং ভবিষ্যতি ॥ ৫৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্ব্বণি মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বণি শ্রেয়োবাচিকো নাম
সপ্তাশীত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৮৭

নিজের উন্নতিকামী সাধকের কর্ত্তব্য হইল—যে পাপকর্ম্মের সংস্কারে আরূঢ় মানুষ খট্‌টায় আরোহণ করিয়া অর্থাৎ তীব্র দুঃখগ্রস্ত হইয়া দুঃখভোগ করে, সেই কর্ম্মকে প্রথম হইতেই তিনি পরিহার করিয়া চলিবেন। ৪৮

যেস্থানে রাজা ও রাজার নিকটবর্ত্তী অন্য পুরুষগণ কুটুম্বিদিগের ভোজনের পূর্ব্বেই ভোজন করে, সেই রাজ্যকে মনস্বী পুরুষ অবশ্যই পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন। ৪৯

যে দেশে সদা ধর্ম্মপরায়ণ, যজ্ঞকার্য্য করাইতে ও অধ্যাপনায় নিযুক্ত সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী ব্রাহ্মণই সর্ব্বাগ্রে ভোজন প্রাপ্ত হন, সেই রাজ্যে অবশ্যই বাস করিবেন। ৫০

যে দেশে স্বাহা (অগ্নিহোত্র), স্বধা (শ্রাদ্ধকর্ম্ম) ও বষট্‌কার (পূজাদি) কার্য্য ভালভাবে অনুষ্ঠিত হয় এবং নিরন্তর এই সব ধর্ম্মকার্য্য সম্পন্ন হইতে থাকে, সেই দেশে বিনা বিচারেই বাস করিবে। ৫১

যেদেশে ব্রাহ্মণগণকে জীবিকার জন্য কষ্ট পাইতে এবং অপবিত্র অবস্থায় থাকিতে দেখিবেন, সেই রাজ্য নিকটবর্ত্তী হইলেও বিষমিশ্রিত ভোগ্যবস্তুর ন্যায় পরিত্যাগ করিবেন॥ ৫২

যেদেশে সকল মানুষ প্রসন্নমনে অযাচিতভাবে ভিক্ষা দান করেন, সেই দেশে মনস্বী পুরুষ কৃতকৃত্যের ন্যায় স্বস্থচিত্ত হইয়া বাস করিবেন। ৫৩

যে দেশে দুর্বিনীত পুরুষগণকে দণ্ডদান করা হয় এবং জিতেন্দ্রিয় পুরুষদিগকে সমাদর করা হয়, সেই দেশে পুণ্যশীল শ্রেষ্ঠ পুরুষসকলের মধ্যে বিচরণ করিবে ও বাস করিবে। ৫৪

যাহারা জিতেন্দ্রিয় পুরুষগণের প্রতি ক্রোধ ও শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের উপর অত্যাচার করে, সেই দুর্বিনীত ও লুব্ধ মানুষসকলকে যে দেশে অত্যন্ত কঠোর দণ্ডদান করা হয়, সেই দেশে বিনা বিচারে নিবাস করা উচিত। ৫৫

যে দেশে রাজা সদা ধর্ম্মপরায়ণ থাকিয়া ধর্ম্মানুসারেই রাজ্য পালন করেন এবং সমস্ত কামনার ঈশ্বর হইয়াও বিষয়ভোগ ত্যাগ করেন, সেই দেশে বিনা বিচারেই বাস করিবে। ৫৬

কারণ, রাজাদের শীল স্বভাব যেরূপ হয়, সেইরূপ প্রজারাও হইয়া থাকে। নিজের কল্যাণের সুযোগ উপস্থিত হইলে সমস্ত প্রজাগণেরও সত্বরই কল্যাণভাগী করিয়া থাকেন। ৫৭

বৎস! আমি তোমার প্রশ্নানুসারে এই শ্রেয়োমার্গের বর্ণন করিলাম। পুণ্যতপে ও' আত্মকল্যাণের পথ পরিগণনা করা যায় না। ৫৮

যে ব্যক্তি এইরূপ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করেন এবং প্রাণিগণের হিতে মনকে সংযুক্ত রাখেন, সেই ব্যক্তির স্বধর্ম্মরূপ তপস্যার অনুষ্ঠানে এই মনুষ্যলোকেই পরম কল্যাণের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হইয়া যায়। ৫৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বে শ্রেয়োমার্গের প্রতিপাদননামক সপ্তাশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাশীত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

। অরিষ্টনেমিনা রাজ্ঞে সগরায় বৈরাগ্যোৎপাদক-মোক্ষবিষয়কোপদেশদানম্

যুধিষ্ঠির উবাচ

কথং নু মুক্তঃ পৃথিবীং চরেদস্মিন্বিধো নৃপঃ
নিত্যং কৈশ্চ গুণৈর্যুক্তঃ সঙ্গপাশাদ্ বিমুচ্যতে ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ

অত্র তে বর্তয়িষ্যোঽহমিতিহাসং পুরাতনম্
অরিষ্টনেমিনা প্রোক্তং সাগরায়ানুপৃচ্ছতে ॥ ২

সগর উবাচ

কিং শ্রেয়ঃ পরমং ব্রহ্মন্ কৃত্বেহ সুখমশ্নুতে
কথং ন শোচেন্ ক্ষুভ্যেদেতদিচ্ছামি বেদিতুম্ ॥ ৩

ভীষ্ম উবাচ

এবমুক্তস্তদা তার্ক্ষ্যঃ সর্বশাস্ত্রবিদাং বরঃ
বিবুধাং সম্পদং চাগ্র্যাং সন্তাক্যমিদমব্রবীৎ ॥ ৪

সুখং মোক্ষসুখং লোকে ন চ মূঢ়োঽবগচ্ছতি।
প্রসক্তঃ পুত্রপশুষু ধনধান্যসমাকুলঃ ॥ ৫

সকৃদ্বুদ্ধিরশাস্ত্রাত্মা ন শক্যঃ তচ্চিকিৎসিতুম্
স্নেহপাশসিতো মূঢ়ো ন স মোক্ষায় কল্পতে ॥ ৬

স্নেহজানিহ তে পাশান্ বক্ষ্যামি শৃণু তান্ মম।
সকর্ণকেন শিরসা শক্যাঃ শ্রোতুং বিজানতা ॥ ৭

সম্ভাব্য পুত্রান্ কালেন যৌবনস্থান্ বিবশ্চ চ।
সমর্থান্ জীবনে জ্ঞাত্বা মুক্তশ্চর যথাসুখম্ ॥ ৮

ভার্যাং পুত্রবতীং বৃদ্ধাং ললিতাং পুত্রবৎসলাম্
জ্ঞাত্বা প্রজহি কালেন পরার্থমনুদৃশ্য চ ॥ ৯

সাপত্ন্যো নিরপত্ন্যো বা মুক্তশ্চর যথাসুখম্
ইন্দ্রিয়ৈরিন্দ্রিয়ার্থাংস্ত্বমনুভূয় যথাবিধি ॥ ১০

কৃতকৌতূহলস্তেষু মুক্তশ্চর যথাসুখম্।
উপপত্ত্যোপলব্ধেষু লোকেষু চ সমো ভব ॥ ১১

অষ্টাশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

[অরিষ্টনেমি কর্তৃক রাজা সগরকে বৈরাগ্যোৎপাদক মোক্ষ-বিষয়ক উপদেশ দান।]

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—আমার ন্যায় রাজা কিরূপ সাধন ও ব্যবহারযুক্ত হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিবেন এবং সর্বদা কোন্ সব গুণে সমাবৃত হইয়া আসক্তির বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যাইবেন? ১

ভীষ্ম বলিলেন,—এবিষয়ে রাজা সগর প্রশ্ন করিলে পর অরিষ্টনেমি যে উত্তর দিয়াছিলেন, সেই প্রাচীন ইতিহাস আমি তোমাকে বলিব। ২

সগর বলিলেন,—ব্রহ্মন্! এ জগতে মানুষ পরম কল্যাণকর কোন্ কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া সুখভাগী হয় এবং কিভাবে সে শোক বা ক্ষোভ প্রাপ্ত হইবে না? ইহা আমি জানিতে ইচ্ছা করি। ৩

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজা সগর এইরূপ প্রশ্ন করিলে পর সমস্ত শাস্ত্রজ্ঞগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তার্ক্ষ্য (অরিষ্টনেমি) তাঁহার মধ্যে সর্বোত্তম দৈবী সম্পদের গুণ জানিয়া এই সদুপদেশ দিয়াছিলেন। ৪

সগর! সংসারে মোক্ষের সুখই বাস্তবিক সুখ, কিন্তু যে ব্যক্তি ধন-ধান্য উপার্জনে ব্যগ্র এবং পুত্র ও পশুসকলে আসক্ত, সেই মূঢ় মানুষের চিকিৎসা উহার যথার্থ জ্ঞান হয় না। ৫

যাহার বুদ্ধি বিষয়মূঢ়ে আসক্ত, যাহার মন অশান্ত, এরূপ মানুষের চিকিৎসা করা যায় না কারণ, যে ব্যক্তি স্নেহপাশে আবদ্ধ, সেই মূর্খ ব্যক্তি মোক্ষলাভের যোগ্য নয়। ৬

আমি তোমাকে স্নেহজনিত বন্ধনসমূহের পরিচয় দান করিতেছি, তুমি সেই সব শ্রবণ কর। শ্রবণেন্দ্রিয়সম্পন্ন বুদ্ধিমান মানুষই এই সব বাক্য বুদ্ধিপূর্বক শ্রবণ করিতে পারিবে। ৭

সময়ানুসারে একাধিক পুত্র উৎপন্ন করিয়া যখন তাহারা যুবক হইবে, তখন তাহাদের বিবাহ দিবে এবং যখন ইহা জানিতে পারিবে যে, তাহারা কাহারও সাহায্য ব্যতীতই জীবননির্বাহ করিতে সমর্থ হইয়াছে, তখন তাহাদের স্নেহপাশ হইতে মুক্ত হইয়া সুখের সহিত বিচরণ করিবে। ৮

পত্নী পুত্রবতী হইয়া বৃদ্ধা হইয়া গিয়াছেন, এখন পুত্রগণ তাঁহাকে পালন করিতেছে ভিনিও পুত্রদের উপর পূর্ণ বাৎসল্যপরায়ণা আছেন, ইহা জানিয়া পরম পুরুষার্থ মোক্ষকে নিজের লক্ষ্য করিয়া যথাসময়ে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবে। ৯

শাস্ত্রবিধি অনুসারে ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা তাহাদের বিষয়সমূহ অনুভব করত যখন তুমি তাহাদের কৌতূহল পূর্ণ করিবে, তখন তোমার কোন সন্তান হউক বা না হউক উহাদের হইতে মুক্ত হইয়া সুখের সহিত বিচরণ করিবে। দৈবেচ্ছায় যাহা কিছু লৌকিক পরার্থ লাভ হইবে, উহাতে সমানভাব রাখিবে অর্থাৎ রাগ-দ্বেষ করিবে না। ১০-১১

এষ তাবৎ সমাসেন তব সংকীর্তিতো ময়া
মোক্ষার্থো বিস্তরোপেত ভূয়ো বক্ষ্যামি তচ্ছৃণু ॥ ১২
মুক্তা বীতভয়া লোকে চরন্তি সুখিনো নরাঃ
সক্তভাবা বিনশ্যন্তি নরাস্তত্র ন সংশয়ঃ ॥ ১৩
আহারসঙ্ক্ষয়াশ্চৈব তথা কীটপিপীলিকাঃ
অসক্তা সুখিনো লোকে সক্তাশ্চৈব বিনাশিনঃ ॥১৪
স্বজনে ন চ তে চিন্তা কর্তব্যা মোক্ষবুদ্ধিনা।
ইমে ময়া বিনাভূতা ভবিষ্যন্তি কথং ইতি ॥ ১৫
স্বয়মুৎপদ্যতে জন্তুঃ স্বয়মেব বিবর্ধতে
সুখদুঃখে তথা মৃত্যুং স্বয়মেবাধিগচ্ছতি ॥ ১৬
ভোজনাচ্ছাদনে চৈব মাত্রা পিত্রা চ সংগ্রহম্।
স্বকৃতেনাধিগচ্ছন্তি লোকে নান্যাকৃতং পুরা ॥ ১৭
ধাত্রা বিহিতভক্ষ্যাণি সর্বভূতানি মেদিনীম্।
লোকে বিপরিধাবন্তি রক্ষিতানি স্বকর্মভিঃ ॥ ১৮
স্বয়ং মৃৎপিণ্ডভূতস্য পরতন্ত্রস্য সর্বদা।
কো হেতুঃ স্বজনং পোষ্টুং রক্ষিতুং বাদৃঢ়াত্মনঃ ॥ ১৯
স্বজনং হি যদা মৃত্যুর্হরেত্তব পশ্যতঃ।
কৃতেঽপি যত্নে মহতি তত্র যোক্তব্যমাত্মনা ॥ ২০
জীবন্তমপি চৈবৈনং ভরণে রক্ষণে তথা
অসমাপ্তে পরিত্যজ্য পশ্চাদপি মরিষ্যসি ॥ ২১
যদা মৃতঞ্চ স্বজনং ন শ্রাস্যসি কদাচন।
সুখিতং দুঃখিতং বাপি নন্বু বোদ্ধব্যমাত্মনা ॥ ২২
মৃতে বা ত্বয়ি জীবে বা যদা ভোক্ষ্যন্তি বৈ জনঃ।
স্বকৃতং নন্বু বুদ্ধ্যৈবং কর্তব্যং হিতমাত্মনঃ ॥ ২৩
এবং বিজানল্লোকেঽস্মিন্ কঃ কস্যেত্যভিনিশ্চিতঃ।
মোক্ষে নিবেশয় মনো ভূয়শ্চাপ্যুপধারয় ॥ ২৪

এই আমি সংক্ষেপে তোমাকে মোক্ষের বিষয় বর্ণনা করিলাম। এখন আমি পুনরায় ইহার সবিস্তারে বর্ণনা করিব, তুমি শ্রবণ কর ॥ ১২

মুক্ত পুরুষগণ সুখী হন এবং সংসারে নির্ভয়ে বিচরণ করেন; কিন্তু যাহাদের চিত্ত বিষয়ে আসক্ত, তাহারা কীট ও পিপীলিকার ন্যায় আহার সংগ্রহ করিতে করিতেই নষ্ট হইয়া যায়, ইহাতে কোনও সংশয় নাই; অতএব যাহারা নিরাসক্ত তাঁহারাই সংসারে সুখী হইয়া থাকেন। আসক্ত মনুষ্যগণের ত' নাশই হইয়া থাকে ॥ ১৩-১৪

যদি তোমার বুদ্ধি মোক্ষে অনুরক্তা হয়, তবে তোমার স্বজনগণবিষয়ে এরূপ চিন্তা করা উচিত নয় যে, ইহারা আমাকে ত্যাগ করিয়া কিভাবে বাস করিবে? ১৫

প্রাণী স্বয়ংই জন্মগ্রহণ করে, বর্দ্ধিত হয় এবং স্বয়ংই সুখ-দুঃখ ও মৃত্যু লাভ করিয়া থাকে ॥ ১৬

মনুষ্যগণ পূর্বজন্মেরই কর্মানুসারে ভোজন, বস্ত্র ও মাতা-পিতার দ্বারা সংগৃহীত ধন প্রাপ্ত হয়। সংসারে যাহা কিছু লাভ হয়, তাহা পূর্বকৃত কর্মসকলের ফলের অতিরিক্ত বস্তু কিছুই নহে ॥ ১৭

সংসারে সকল প্রাণী নিজ নিজ কর্মসমূহের দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া পৃথিবীতে দৌড়াদৌড়ি করে এবং বিধাতা তাহাদের প্রারব্ধ অনুসারেই যে আহার নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, উহা লাভ করে ॥ ১৮

যে নিজেই শারীরিক দৃষ্টিতে মৃত্তিকার পিণ্ড মাত্র, সর্বদা পরতন্ত্র, সেই অদৃঢ়চিত্ত মানুষ স্বজনগণের পোষণ ও রক্ষণ করিতে কিরূপে সমর্থ হইবে? ১৯

যখন স্বজন ব্যক্তিকে তোমার সাক্ষাতেই মৃত্যু বিনাশ করে এবং তুমি তাহাকে জীবিত রাখিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিতে থাকিলেও সফল হইতে পার না, তখন এ বিষয়ে তোমার স্বয়ংই এই বিচার করা আবশ্যক যে, আমার কি শক্তি আছে? ২০

যদি এই স্বজন জীবিতও থাকে, তবে তাহার ভরণ-পোষণ ও সংরক্ষণ কার্য্য সমাপ্ত হইবার পূর্বেই তুমি তাহাকে ত্যাগ করিয়া স্বয়ংই পরে মৃত্যু বরণ করিবে ॥ ২১

অথবা যখন কোন স্বজন মৃত্যুবরণ করিয়া এই লোক হইতে চলিয়া যাইবে, তখন তাহার বিষয়ে তুমি কখনও ইহা জানিতে পারিবে না যে, সে সুখী কিংবা দুঃখী, অতএব এ বিষয়ে তোমার নিজেরই বিচার করা প্রয়োজন ॥ ২২

তুমি জীবিত থাক কিংবা মরিয়াই যাও; যখন তোমার প্রত্যেক স্বজন নিজ নিজ পূর্বকৃত কর্মেরই ফল ভোগ করিবে, তখন এই বিষয় জানিয়া তোমারও আত্মকল্যাণ সাধনে তৎপর হওয়া কর্তব্য ॥ ২৩

এরূপ জানিয়া, এ সংসারে কে কাহার—এই বিষয় ভালভাবে বিচার করত নিজের মনকে মোক্ষে নিযুক্ত কর এবং পুনরায় সেই বিষয় বুঝিবার চেষ্টা কর ॥ ২৪

ক্ষুৎপিপাসাদয়ো ভাবা চিন্তা যস্যেহ দেহিনঃ
ক্রোধো লোভস্তথা মোহঃ সত্ত্ববান্ মুক্ত এব সঃ ॥২৫
দ্যূতে পানে তথা স্ত্রীষু মৃগয়ায়াঞ্চ যো নরঃ
ন প্রমাদ্যতি সম্মোহাৎ সততং মুক্ত এব সঃ ॥ ২৬
দিবসে দিবসে নাম রাত্রৌ রাত্রৌ পুমান্ সদা।
ভোক্তব্যমিতি যঃ খিন্নো দোষবুদ্ধিঃ স উচ্যতে ॥ ২৭
আত্মভাবং তথা স্ত্রীষু মুক্তমেব পুনঃ পুনঃ
যঃ পশ্যতি সদা যুক্তো যথাবন্মুক্ত এব সঃ ॥২৮
সম্ভবঞ্চ বিনাশঞ্চ ভূতানাং চেষ্টিতং তথা
যস্তত্ত্বতো বিজানাতি লোকেঽস্মিন্ মুক্ত এব সঃ ॥ ২৯
প্রস্থং বাহসহস্রেষু যাত্রার্থং চৈব কোটিষু।
প্রাসাদে মস্তকং স্থানং যঃ পশ্যতি স মুচ্যতে
মৃত্যুনাভ্যাহতঃ লোকঃ ব্যাধিভিশ্চোপপীড়িতম।

যে সব দেহধারী মানুষ ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্রোধ, লোভ ও মোহাদি ভাবসমূহ জয় করিয়াছেন, সেই সত্ত্বসম্পন্ন পুরুষগণই সদা মুক্ত। ২৫

যে মানুষ মোহবশতঃ পাশাখেলা, মদ্যপান, পরস্ত্রী সংসর্গ এবং মৃগয়াদি দুর্ব্যসনে আসক্ত হইবার প্রমাদ করেন না, তিনিও সদা মুক্ত। ২৬

যে মানুষ সদা প্রত্যেক দিন ও প্রত্যেক রাত্রিতে ভোগ করিবার বা ভোজন করিবার চিন্তায় দুঃখিত থাকে, সেই মানুষ দোষবুদ্ধি-যুক্ত বলিয়া কথিত হয়। ২৭

যে ব্যক্তি সর্ব্বদা যোগযুক্ত থাকিয়া স্ত্রীগণের প্রতি নিজের ভাব (অনুরাগ বা আসক্তি)-কে নিবৃত্ত থাকিতে দেখেন অর্থাৎ স্ত্রীগণের প্রতি যাঁহার ভোগ্যবুদ্ধি থাকে না, তিনিই প্রকৃত পক্ষে মুক্ত। ২৮

যিনি প্রাণিগণের জন্ম, মৃত্যু ও চেষ্টা যথাযথভাবে জানেন, তিনিই এ-সংসারে মুক্ত পুরুষ। ২৯

যে ব্যক্তি হাজার ও কোটি যান-পূর্ণ অন্নের মধ্যে কেবল এক প্রস্থ (উদরপূর্তিকারক) অন্নকেই নিজের জীবননির্বাহের পক্ষে পর্য্যাপ্ত বলিয়া মনে করেন (উহা হইতে অধিক সংগ্রহ করিতে ইচ্ছুক হন না) এবং বড় বড় প্রাসাদের মধ্যে মস্তকপরিমাণ স্থানই নিজের পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া গণ্য করেন, তিনি মুক্ত হইয়া যান।৩০

যে ব্যক্তি এ জগৎকে রোগসমূহের দ্বারা পীড়িত, জীবিকার অভাবে দুর্ব্বল এবং মৃত্যুর আঘাতে নষ্ট বলিয়া দেখেন, তিনি মুক্ত হইয়া যান। ৩১

অবৃত্তিকর্শিতং চৈব যঃ পশ্যতি স মুচ্যতে ॥ ৩১
যঃ পশ্যতি স সন্তুষ্টো ন পশ্যাংশ্চ বিহন্যতে
যশ্চাপ্যল্পেন সন্তুষ্টো লোকেঽস্মিন্ মুক্ত এব সঃ ॥ ৩২
অগ্নীসোমাবিদং সর্বমিতি যশ্চানুপশ্যতি
ন চ সংস্পৃশ্যতে ভাবৈরদ্ভুতৈর্মুক্ত এব সঃ ॥ ৩৩
পর্য্যঙ্কশয্যা ভূমিশ্চ সমানে যস্য দেহিনঃ
শালয়শ্চ কদন্নঞ্চ যস্য স্যান্মুক্ত এব সঃ ॥ ৩৪
ক্ষৌমঞ্চ কৃশচীরঞ্চ কৌশেয়ং বল্কলানি চ
আবিকং চর্ম চ সমং যস্য স্যান্মুক্ত এব সঃ ॥ ৩৫
পঞ্চভূতসমুদ্ভূতং লোকং যশ্চানুপশ্যতি।
তথা চ বর্ততে দৃষ্টা লোকেঽস্মিন্ মুক্ত এব সঃ ॥ ৩৬
সুখ-দুঃখে সমে যস্য লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ইচ্ছা-দ্বেষৌ ভয়োদ্বেগৌ সর্বথা মুক্ত এব সঃ ।৩৭

যিনি একপ দেখেন, তিনি সন্তুষ্ট ও মুক্ত হন কিন্তু যে ব্যক্তি অভাবে দেখে না, সেই ব্যক্তি নষ্ট হইয়া যায় অর্থাৎ জন্ম মৃত্যুর চক্রে পতিত হয় যিনি অল্পলাভেই সন্তুষ্ট হন, তিনি এ জগতে মুক্ত পুরুষ। ৩২

যিনি এই সম্পূর্ণ জগৎকে অগ্নি ও সোমরূপেই (ভোক্তা ও ভোজ্যরূপেই) দেখেন এবং স্বয়ং উহা হইতে ভিন্ন বলিয়া মনে করেন তাঁহাকে মায়ার অদ্ভুত ভাব—সুখ-দুঃখাদি স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি সর্ব্বথা মুক্ত হইয়া যান। ৩৩

যে দেহধারী পুরুষের নিকট পালঙ্ক শয্যা ও ভূমি—এই উভয়ই সমান; যিনি শালিধান্যের তণ্ডুল (চাউল) এবং ক্ষুদ প্রভৃতিকে সমান বলিয়া মনে করেন, তিনি মুক্ত পুরুষ। ৩৪

যাঁহার নিকট ক্ষৌম বস্ত্র, কৃশচীর, রেশমী বস্ত্র, বল্কল, মেষলোমের বস্ত্র ও মৃগচর্ম- সব সমান, তিনি মুক্ত হইয়া যান। ৩৫

যিনি জগৎকে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম—এই পঞ্চভূতের দ্বারা উৎপন্ন দেখেন, তিনি এই লোকে মুক্ত পুরুষ হইয়া যান। ৩৬

যাঁহার দৃষ্টিতে সুখ দুঃখ, লাভ-ক্ষতি, জয়-পরাজয় সমান এবং যাঁহার ইচ্ছা-দ্বেষ, ভয় ও উদ্বেগ সর্ব্বথা নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তিনিই মুক্ত পুরুষ। ৩৭

হক্-মূত্র পুরীষাণাং দোষাণাং সঞ্চয়াংস্তথা।
শরীরং দোষবহুলং দৃষ্ট্বা চৈব বিমুচ্যতে ॥ ৩৮
বলীপলিতসংযোগে কার্শ্যং বৈবর্ণ্যমেব চ
কৃচ্ছ্রভাবঞ্চ জরয়া যঃ পশ্যতি স মুচ্যতে ॥ ৩৯
পুংস্ত্বোপঘাতং কালেন দর্শনোপরমং তথা
বাধির্য্যং প্রাণমন্দত্বং যঃ পশ্যতি স মুচ্যতে ॥ ৪০
গতানৃষীংস্তথা দেবানসুরাংশ্চ তথা গতান্
লোকাদস্মাৎ পরং লোকং যঃ পশ্যতি স মুচ্যতে ৪১
প্রভাবৈরধিতাস্তৈস্তৈঃ পার্থিবেন্দ্রাঃ সহস্রশঃ
যে গতাঃ পৃথিবীং ত্যক্ত্বা ইতি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে ॥৪২
অর্থাংশ্চ দুর্লভাল্লোকে ক্লেশাংশ্চ সুলভাংস্তথা
দুঃখং চৈব কুটুম্বার্থে যঃ পশ্যতি স মুচ্যতে ॥ ৪৩

অপত্যানাঞ্চ বৈগুণ্যং জনং বিগুণমেব চ
পশ্যন্ ভূয়িষ্ঠশো লোকে কো
মোক্ষং নাভিপূজয়েৎ ॥ ৪৪
শাস্ত্রাল্লোকাচ্চ যো বুদ্ধঃ সর্বং পশ্যতি মানবঃ।
অসারমিব মানুষ্যং সর্বথা মুক্ত এব সঃ ॥ ৪৫
এতচ্ছ্রুত্বা মম বচো ভবাংশ্চরতু মুক্তবৎ
গার্হস্থ্যে যদি বা মোক্ষে কৃতা বুদ্ধিরবিক্লবা ॥৪৬
তৎ তস্য বচনং শ্রুত্বা সম্যক্ চ পৃথিবীপতিঃ।
মোক্ষধৈশ্চ গুণৈর্যুক্তঃ পালয়ামাস চ প্রজাঃ ॥ ৪৭
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি সগরারিষ্টনেমিসংবাদে
অষ্টাশীত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৮৮

এই দেহ বহু দোষের ভাণ্ডার, ইহাতে রক্ত, মল-মূত্র এবং এবং অনেক দোষ সঞ্চিত থাকে, যিনি ইহা বুঝিতে পারেন, তিনি মুক্ত হইয়া যান। ৩৮

বার্দ্ধক্য আসিলে দেহে বলী (চর্মে কোঁচ) পড়িয়া, কেশ পাকিয়া যায়, দেহ দুর্বল, কৃশ ও কান্তিহীন হইয়া থাকে, কৃচ্ছ হইয়া যায়। এই সব বিষয়ের দিকে যাঁহার সতত দৃষ্টি থাকে, তিনি মুক্ত হইয়া যান। ৩৯

সময় আসিলে পুরুষত্বও নষ্ট হইয়া যায়, চক্ষুতে দেখিবার শক্তি থাকে না, কর্ণ বধির (কালা) হইয়া যায় এবং প্রাণ শক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া পড়ে। এই সব বিষয় যিনি সতত দেখেন ও এই সবের বিচার করেন, তিনি মুক্ত হইয়া যান। ৪০

কত ঋষি, দেবতা ও অসুরগণ এই লোক হইতে পরলোকে গমন করিয়াছেন। যিনি এই সব বিষয় জানেন, তিনি মুক্ত হইয়া যান। ৪১

সহস্র সহস্র প্রভাবশালী নরপতি এই পৃথিবীকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। এই বিষয় যিনি পর্য্যালোচনা করেন, তিনি মুক্ত হইয়া যান। ৪২

জগতে ধন দুর্লভ ও ক্লেশ সুলভ। কুটুম্বগণের ভরণ-পোষণের জন্যও এ সংসারে বহু দুঃখ ভোগ করিতে হয়, এই সব যাঁহার দৃষ্টিতে থাকে, তিনি মুক্ত হন। ৪৩

কেবল ইহাই নহে, এ জগতে নিজ নিজ সন্তানগণের গুণ-হীনতার দুঃখও আসিয়া থাকে। বিপরীত গুণযুক্ত মনুষ্যগণের সহিত সম্বন্ধও স্থাপিত হয়। এইরূপ যিনি অধিকাংশ কষ্টই দেখিতে পান, এরূপ কোন্ ব্যক্তি মোক্ষের সমাদর না করিবেন? ৪৪

যে মানুষ শাস্ত্রসমূহের অধ্যয়ন ও লৌকিক অনুভবের দ্বারাও জ্ঞানবান্ হইয়া সমস্ত মানব-জগৎকে সারহীন দেখেন, তিনি সর্বপ্রকারে মুক্ত হইয়া যান। ৪৫

আমার এই উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া তুমি নিজের বুদ্ধিকে নিরুদ্বিগ্ন করত গৃহস্থাশ্রম বা সন্ন্যাসাশ্রম যেখানে ইচ্ছা বাস করিয়া মুক্তের ন্যায় আচরণ কর। ৪৬

রাজা সগর অরিষ্টনেমির পূর্বোক্ত উপদেশ বাক্য ভালভাবে শ্রবণ করিয়া মোক্ষোপযোগী গুণসমূহে সংযুক্ত হইয়া প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। ৪৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে সগর ও অরিষ্টনেমির সংবাদবিষয়ক অষ্টাশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোননবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ভৃগুপুত্রোশনসশ্চরিত্রবর্ণনম্, তস্য শুক্রনামপ্রাপ্তিকথনঞ্চ

যুধিষ্ঠির উবাচ

ভিদ্যতে মে সদা তাত কৌতূহলমিদং হৃদি
তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি ত্বত্তঃ কুরুপিতামহ ॥ ১
কথং দেবর্ষিরুশনা সদা কাব্যো মহামতিঃ
অসুরাণাং প্রিয়করঃ সুরাণামপ্রিয়ে রতঃ ॥ ২
বর্ধয়ামাস তেজশ্চ কিমর্থমমিতৌজসাম্
নিত্যং বৈরিনিবদ্ধাশ্চ দানবাঃ সুরসত্তমৈঃ ॥ ৩
কথং চাপ্যুশনা প্রাপ শুক্রত্বমমরদ্যুতিঃ।
যদ্বিদ্বাঁ স কথং প্রাপ্তঃ সর্বমেতদ্ বদস্ব মে ॥ ৪
ন যাতি চ স তেজস্বী মধ্যেন নভসঃ কথম্।
এতদিচ্ছামি বিজ্ঞাতুং নিখিলেন পিতামহ ॥ ৫

ভীষ্ম উবাচ।

শৃণু রাজন্নবহিতঃ সর্বমেতদ্ যথাতথম্
যথামতি যথা চৈতচ্ছ্রুতপূর্বং ময়ানঘ ॥ ৬
এষ ভার্গবদায়দো মুনির্মান্যো দৃঢ়ব্রতঃ।
সুরাণাং বিপ্রিয়করো নিমিত্তে কারণাত্মকে ॥ ৭
ইন্দ্রোঽথ ধনদো রাজা যক্ষরক্ষোঽধিপঃ স্বয়া।
প্রভবিষ্ণুশ্চ কোশস্য জগতশ্চ তথা প্রভুঃ ॥ ৮
তস্যাত্মানমথাবিশ্য যোগসিদ্ধো মহামুনিঃ
রুদ্ধ্বা ধনপতিং দেবং যোগেন হৃতবান্ বসু ॥ ৯

একোননবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

[ভৃগুপুত্র উশনার চরিত্রবর্ণন এবং তাঁহার শুক্র-নামপ্রাপ্তি কথন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—তাত! কুরুকুলের পিতামহ! আমার হৃদয়ে দীর্ঘকাল হইতে এক কৌতূহলপূর্ণ প্রশ্ন জাগরিত আছে, যাহার সমাধান আমি আপনার নিকট হইতে শুনিতে বাসনা করি। ১

পরম বুদ্ধিমান্ কবিত্বসম্পন্ন দেবর্ষি উশনা কেন সদা অসুরগণের প্রিয় ও দেবতাদিগের অপ্রিয় করিতে নিরত ছিলেন। ২

তিনি অমিততেজস্বী দানবগণের তেজ কিজন্য বর্দ্ধিত করিতেন? দানবেরা ত' সর্ব্বদা শ্রেষ্ঠ দেবতাদিগের সহিত শত্রুতাবদ্ধ থাকিত। ৩

দেবোপম তেজস্বী মুনিবর উশনার নাম কেন শুক্র হইয়াছে? তিনি বুদ্ধি কিভাবে প্রাপ্ত হইয়াছেন? এই সব আমাকে বলুন। ৪

পিতামহ! দেবর্ষি উশনা তেজস্বী পুরুষ ছিলেন, তথাপি তিনি কেন আকাশের মধ্য দিয়া গমন করেন না? এই সব বিষয় আমি পূর্ণভাবে জানিতে বাসনা করি। ৫

ভীষ্ম বলিলেন,—নিষ্পাপ রাজন্ যুধিষ্ঠির! আমি এই সব বিষয় যেরূপ পূর্ব্বে শুনিয়াছি, সেই সব বৃত্তান্ত আমি নিজ বুদ্ধি অনুসারে যথাযথভাবে বলিতেছি, তুমি একাগ্রচিত্ত হইয়া উহা শ্রবণ কর। ৬

এই ভৃগুপুত্র মুনিবর উশনা সকলেরই মাননীয় এবং দৃঢ়ব্রত সহকারে উত্তম ব্রত পালন করেন। এক বিশেষ কারণ সংঘটিত হইয়া যাওয়ায় তিনি দেবতাদিগের বিরোধী হইয়াছেন। সেই সময় ইন্দ্র তিন লোকের অধীশ্বর ছিলেন এবং ধনদ রাজা যক্ষ ও রাক্ষসগণের অধিপতি প্রভাবশালী জগৎপতি রাজা তাঁহার কোষাধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। ৭-৮

যোগসিদ্ধ মহামুনি উশনা যোগবলে ধনাধ্যক্ষ কুবেরের মধ্যে প্রবেশ করত তাঁহাকে নিজের বশীভূত করিয়া লইলেন এবং তাঁহার সমস্ত ধন অপহরণ করিলেন। ৯

---

* শুনা যায়, কোন এক সময় অসুরগণ দেবতাদিগকে কষ্ট দান করিয়া ভৃগু-পত্নীর আশ্রমে যাইয়া আত্মগোপন করিয়া রহিল। অসুরগণ 'মাতা' বলিয়া তাঁহার শরণ গ্রহণ করিল এবং তিনি পুত্র স্নেহে তাহাদের সকলকে নির্ভয় করিয়া রাখিয়াছিলেন। দেবতারা যখন অসুরগণকে দণ্ডদান করিবার জন্য তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া আসিয়াছিলেন, তখন ভৃগুপত্নীর প্রভাবে তাঁহারা আশ্রমে প্রবেশ করিতে পারেন না। ইহা দেখিয়া দেবগণ ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। ভুবনপতি ভগবান্ বিষ্ণু দেবগণ ও দৈবী সম্পদ্ রক্ষা করিবার জন্য চক্র ধারণ করিলেন এবং অসুরগণ ও আসুরভাব উত্থানে যোগ দেওয়ায় ভৃগুপত্নীর শিরশ্ছেদ করিলেন। তখন অবশিষ্ট অসুরেরা ভৃগুপুত্র উশনার শরণ গ্রহণ করিল। উশনা মাতার মৃত্যুতে শোকগ্রস্ত ছিলেন, সেইজন্য তিনি অসুরসকলকে অভয় দান করিলেন। সেই হইতেই তিনি অসুরদের দ্বারা দেবগণের উন্নতিতে বাধা দিতে লাগিলেন।

হৃতে ধনে ততঃ শর্ম্ম ন লেভে ধনদস্তথা।
আপন্নমন্যুঃ সংবিগ্নঃ সোঽভ্যগাৎ সুরসত্তমম্ ॥ ১০
নিবেদয়ামাস তদা শিবায়ামিততেজসে
দেবশ্রেষ্ঠায় রুদ্রায় সৌম্যায় বহুরূপিণে ॥ ১১
যোগাত্মকেনোশনসা রুদ্ধ্বা মম হৃতং বসু
যোগেনাত্মগতং কৃত্বা নিঃসৃতশ্চ মহাতপাঃ। ১২
এতচ্ছ্রুত্বা ততঃ ক্রুদ্ধো মহাযোগী মহেশ্বরঃ
সংরক্তনয়নো রাজন্ শূলমাদায় তিষ্ঠবান্ ॥ ১৩
কাসৌ কাসাবিতি প্রাহ গৃহীত্বা পরমায়ুধম্
উশনা দূরতস্তস্য বভৌ জ্ঞাত্বা চিকীর্ষিতম্ ॥ ১৪
স মহাযোগিনো বুদ্ধ্বা তং রোষং বৈ মহাত্মনঃ
গতিমাগমনং বেত্তি স্থানা চৈব ততঃ প্রভুঃ ॥ ১৫
সঞ্চিন্ত্যোগ্রেণ তপসা মহাত্মানং মহেশ্বরম্
উশনা যোগসিদ্ধাত্মা শূলাগ্রে প্রত্যদৃশ্যত ॥ ১৬

বিজ্ঞাতরূপঃ স তদা তপঃসিদ্ধোঽথ ধন্বিনা
জ্ঞাত্বা শূলস্থ দেবেশঃ পাণিনা সমনাময়ৎ ॥ ১৭
আনতেনাথ শূলেন পাণিনামিততেজসা
পিনাকমিতি চোবাচ শূলমুগ্রায়ুধঃ প্রভুঃ ॥ ১৮
পাণিমধ্যগতং দৃষ্ট্বা ভার্গবং তমুমাপতিঃ।
আস্যাৎ বিবৃত্তা কবলী পাণিনা প্রাক্ষিপচ্ছনৈঃ ॥ ১৯
স তু প্রবিষ্ট উশনা কোষ্ঠং মাহেশ্বরং প্রভুঃ।
বাচরচ্চাপি তত্রাসৌ মহাত্মা ভৃগুনন্দনঃ ॥ ২০

যুধিষ্ঠির উবাচ

কিমর্থং বাচরদ্ রাজন্নুশনা তস্য বৈ মতঃ
জঠরে দেবদেবস্য কিং চাকার্ষীন্মহাদ্যুতিঃ ॥ ২১

ভীষ্ম উবাচ।

পুরা সোঽম্ভর্জলগতঃ স্থাণুভূতো মহাব্রতঃ।
বর্ষাণামভবদ্ রাজন্ প্রযুতান্যর্ব্বুদানি চ ॥ ২২

ধন অপহরণ হইয়া যাইলে পর কুবের শান্তি লাভ করিতে পারিলেন না। তিনি ক্রুদ্ধ ও উদ্বিগ্ন হইয়া দেবেশ্বর মহাদেবের নিকট গমন করিলেন।

সেই সময় তিনি অমিততেজস্বী, বহুরূপধারী, সৌম্য ও কল্যাণময় দেবেশ্বর রুদ্রকে এইরূপ নিবেদন করিলেন। ১১

প্রভো! মহর্ষি উশনা যোগবলে বলীয়ান্। তিনি নিজ শক্তিতে আমাকে রুদ্ধ করিয়া আমার সমস্ত ধন অপহরণ করিয়া লইয়াছেন। সেই মহাতপস্বী যোগবলে আমাকে নিজের বশীভূত করিয়া স্বীয় কার্য্য সম্পন্ন করত চলিয়া গিয়াছেন। ১২

রাজন্! ইহা শ্রবণ করত মহাযোগী মহেশ্বর কুপিত হইলেন এবং চক্ষু রক্তবর্ণ করত হস্তে ত্রিশূল লইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। ১৩

সেই উগ্রতম অস্ত্র গ্রহণ করিয়া তিনি সহসা বলিয়া উঠিলেন—কোথায়, কোথায় সেই উশনা? মহাদেব কি করিতে ইচ্ছুক, ইহা জানিয়া উশনা তাঁহা হইতে দূরে চলিয়া যাইলেন। ১৪

মহাযোগী মহাত্মা ভগবান্ শিবের সেই রোষ জানিতে পারিয়া তিনি তাঁহার নিকট হইতে দূরে চলিয়া গিয়াছিলেন, যোগসিদ্ধ উশনা গমন, আগমন ও অবস্থান জানিতে পারিতেন অর্থাৎ কখন চলিয়া যাইতে হয়, কখন আগমন করিতে হয় এবং কখন কোন অবস্থায় কোথাও অন্যত্র না যাইয়া নিজের স্থানে অবস্থান করিতে হয়, এই সব বিষয় তিনি ভালভাবে বুঝিতে পারিতেন। ১৫

যোগসিদ্ধাত্মা উশনা নিজের উগ্র তপস্যার দ্বারা মহাত্মা মহেশ্বরের চিন্তা করত তাঁহার ত্রিশূলের অগ্রভাগে দর্শন দিলেন। ১৬

তপঃসিদ্ধ শুক্রাচার্য্যকে সেইরূপে জানিতে পারিয়া দেবেশ্বর শিব তাঁহাকে শূলের উপরে স্থিত জানিয়া নিজের বহুমুক্ত হস্তের দ্বারা সেই শূলকে নত করিয়া দিলেন। ১৭

যখন অমিততেজস্বী শূল তাঁহার হস্তের দ্বারা নত হইয়া ধনুরূপে পরিণত হইয়া যাইল, তখন উগ্র ধনুর্দ্ধর ভগবান্ শিব পাণির (হস্তের দ্বারা আনত হওয়ায় সেই শূলকে 'পিনাক' বলিয়া অভিহিত করিলেন। ১৮

তাঁহার নত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভৃগুপুত্র উশনা তাঁহার হস্তে আসিয়া পড়িলেন উশনাকে হস্তমধ্যে আসিতে দেখিয়া দেবেশ্বর উমাবল্লভ ভগবান্ শিব মুখ বিস্তার করত হস্তের দ্বারা ধীরে ধীরে মুখের মধ্যে ঠেলিয়া দিলেন। ১৯

মহাদেবের উদরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া প্রভাববানী মহাত্মা ভৃগুনন্দন উশনা তাঁহার মধ্যে চারিদিকে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ২০

যুধিষ্ঠির বলিলেন, রাজন্! মহাতেজস্বী উশনা বুদ্ধিমান্ দেবা দেব মহাদেবের উদরে কিজন্য বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং তিনি সেস্থানে কি করিলেন? ২১

ভীষ্ম বলিলেন, রাজন্! পুরাকালে মহাব্রতধারী মহাদেব জলের মধ্যে সরল কাষ্ঠদণ্ডের ন্যায় স্থিরভাবে অবস্থান করত লক্ষ অর্ব্বুদ বর্ষকাল তপস্যা করিয়াছিলেন। ২২

উদতিষ্ঠৎ তপস্তপ্ত্বা দুশ্চরঞ্চ মহাহ্রদাৎ।
ততো দেবাতিদেবস্তং ব্রহ্মা বৈ সমসর্পত ॥ ২৩
তপোবৃদ্ধিমপৃচ্ছচ্চ কুশলং চৈবমব্যয়ঃ।
তপঃ সুচীর্ণমিতি চ প্রোবাচ বৃষভধ্বজঃ ॥ ২৪
তৎসংযোগেন বৃদ্ধিঃ চাপ্যপশ্যৎ স তু শঙ্করঃ
মহামতিরচিন্ত্যাত্মা সত্যধর্মরতঃ সদা ॥ ২৫
স তেনাঢ্যো মহাযোগী তপসা চ ধনেন চ।
ব্যরাজত মহারাজ ত্রিষু লোকেষু বীর্যবান্ ॥ ২৬
ততঃ পিনাকী যোগাত্মা ধ্যানযোগং সমাবিশৎ
উশনা তু সমুদ্বিগ্নো নিলিল্যে জঠরে ততঃ ॥ ২৭
তুষ্টাব চ মহাযোগী দেবং তত্রস্থ এব চ।
নিঃসারঃ কাল্যমাণঃ স তেন স্ম প্রতিহন্যতে ॥ ২৮
উশনা তু তথোবাচ জঠরস্থো মহামুনিঃ।
প্রসাদং মে কুরুষ্বেতি পুনঃ পুনররিন্দম ॥ ২৯

সেই দুষ্কর তপস্যা পূর্ণ করত যখন তিনি বিশাল সরোবর হইতে বহির্গত হইলেন, তখন দেবদেব ব্রহ্মা তাঁহার পার্শ্বে আগমন করিলেন ॥ ২৩

অবিনাশী ব্রহ্মা তাঁহার তপোবৃদ্ধির কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন ভগবান্ বৃষভধ্বজ শঙ্কর বলিলেন যে, আমার তপস্যা ভালভাবেই সম্পন্ন হইয়াছে ॥ ২৪

মহামতি, অচিন্তনীয় স্বরূপ ও সদা সত্যধর্মপরায়ণ মহাদেব নিজের তপস্যা সম্পর্কে উশনার তপস্যাও বৃদ্ধি হইতে দেখিলেন।

মহারাজ! মহাযোগী উশনা সেই তপস্যা এবং ধনের দ্বারা সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী হইয়া তিন লোকেই প্রকাশিত হইতে লাগিলেন ॥ ২৫-২৬

তদনন্তর পিনাকধারী যোগস্বরূপ মহাদেব ধ্যানযোগ আরম্ভ করিলেন। সেই সময় উশনা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া তাঁহার উদরেই বিলীন হইতে লাগিলেন ॥ ২৭

মহাযোগী উশনা সে স্থানেই থাকিয়া মহাদেবের স্তুতি করিলেন। তিনি নির্গত হইবার পথ অন্বেষণ করিতেছিলেন; কিন্তু মহাদেব তাঁহার গতি প্রতিহত করিয়া দিলেন ॥ ২৮

শত্রুদমন নরেশ! তখন উদরেই থাকিয়া মহামুনি উশনা মহাদেবের নিকট বারংবার প্রার্থনা করিলেন,—প্রভো! আমার উপর কৃপা করুন ॥ ২৯

তমুবাচ মহাদেবো গচ্ছ শিশ্নেন মোক্ষণম্
ইতি সর্বাণি স্রোতাংসি রুদ্ধ্বা ত্রিদশপুঙ্গবঃ ॥ ৩০
অপশ্যমানস্তদ্ দ্বারং সর্বতঃ পিহিতো মুনিঃ।
পর্যাক্রমাদ্ দহ্যমানঃ ইতশ্চেতশ্চ তেজসা ॥ ৩১
স বৈ নিষ্ক্রম্য শিশ্নেন শুক্রত্বমভিপেদিবান্
কার্যেণ তেন নভসো নাধিগচ্ছত মধ্যতঃ ॥ ৩২
বিনিষ্ক্রান্তং তু তং দৃষ্ট্বা জ্বলন্তমিব তেজসা।
ভবো রোষসমাবিষ্টঃ শূলোদ্যতকরঃ স্থিতঃ ॥ ৩৩
অবারয়ত তং দেবী ক্রুদ্ধং পশুপতিং পতিম্
পুত্রত্বমগমদ্ দেব্যা বারিতে শঙ্করে চ সঃ ॥ ৩৪

দেব্যুবাচ।

হিংসনীয়স্ত্বয়া নৈব মম পুত্রত্বমাগতঃ
ন হি দেবোদরাৎ কশ্চিন্নিঃসৃতো নাশমৃচ্ছতি ॥ ৩৫

তখন মহাদেব উশনাকে বলিলেন,—শিশ্নদ্বার (লিঙ্গদ্বার) দিয়াই তোমার উদ্ধার হইবে, অতএব সেই পথ দিয়া তুমি নির্গত হও। এই কথা বলিয়া দেবেশ্বর শিব অন্য সমস্ত দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন ॥ ৩০

সর্বদিক্ দিয়া আবৃত মুনিবর উশনা সেই শিশ্নদ্বার দেখিতে পাইতেছিলেন না। অতএব ভগবান্ শঙ্করের তেজে দগ্ধ হইতে হইতে তিনি উদরেই এদিক্ ওদিক্ পরিক্রমা করিতে লাগিলেন।

তাহার পর শিশ্নদ্বার দিয়া নির্গত হইয়া সহসা বাহির হইয়া আসিলেন। এই দ্বার দিয়া বহির্গত হওয়ায় তাঁহার নাম শুক্র (বীর্য) হইল। এই কারণেই তিনি আকাশের মধ্য দিয়াও যাইতে পারেন না ॥ ৩১-৩২

বহির্গত হইলে পর শুক্র স্বীয় তেজে যেন প্রজ্বলিত হইতেছিলেন। তাঁহাকে সেই অবস্থায় দেখিয়া হস্তে ত্রিশূল ধারণ করত ক্রোধায়মান শিব পুনরায় রোষাবিষ্ট হইয়া উঠিলেন ॥ ৩৩

সেই সময় দেবী পার্বতী ক্রুদ্ধ নিজের পতিদেব ভগবান্ পশুপতিকে নিবারিত করিলেন। দেবীর দ্বারা ভগবান্ শঙ্কর নিবারিত হইলে পর শুক্রাচার্য তাঁহার পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৩৪

দেবী পার্বতী বলিলেন,—প্রভো! এখন এই শুক্র আমার পুত্র হইয়া গিয়াছে, অতএব ইহাকে আপনার বিনাশ করা উচিত নয়। যে আপনার উদর হইতে নির্গত হইয়াছে, এরূপ কোন পুরুষই বিনাশপ্রাপ্ত হইতে পারে না ॥ ৩৫

ততঃ প্রীতো ভবো দেবাঃ প্রহসংশ্চেদমব্রবীৎ
গচ্ছত্বেষ যথাকামমিতি রাজন্ পুনঃ পুনঃ ॥ ৩৬

ততঃ প্রণম্য বরদং দেবং দেবীমুমাং তথা
উশনা প্রাপ তদ্ধীমান্ গতিমিষ্টাং মহামুনিঃ ॥ ৩৭

এতৎ তে কথিতং তাত ভার্গবস্য মহামুনিঃ।
চরিতং ভরতশ্রেষ্ঠ যস্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ॥ ৩৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি ভব-ভার্গবসমাগমে
একোননবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৮৯

রাজন্! এই কথা শ্রবণ করত মহাদেব পার্শ্বতীর উপর অতিশয় প্রসন্ন হইলেন এবং হাস্য করিতে করিতে এই কথা বলিলেন—এখন শুক্র ইচ্ছানুসারে অন্যত্র গমন করিতে পারে। ৩৬

তদনন্তর বুদ্ধিমান্ মহামুনি শুক্রাচার্য্য বরদায়ক দেব মহাদেব ও উমাদেবীকে প্রণাম করত অভীষ্ট গতি প্রাপ্ত হইলেন। ৩৭

ভরতশ্রেষ্ঠ তাত যুধিষ্ঠির! তুমি যেরূপ আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তদনুসারে আমি এই মহাত্মা ভৃগুপুত্র শুক্রাচার্য্যের চরিত্র তোমাকে বলিলাম। ৩৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বে মহাদেব ও শুক্রাচার্য্যের সমাগম-বিষয়ক একোননবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

নবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[পরাশরগীতারম্ভঃ—পরাশরমুনিনা রাজ্ঞে জনকায় কল্যাণপ্রাপ্তি-সাধনস্যোপদেশদানম্।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

অতঃ পরং মহাবাহো যচ্ছ্রেয়স্তদ্ বদস্ব মে।
ন তৃপ্যাম্যমৃতস্যেব বচস্তে পিতামহ ॥ ১
কিং কর্ম পুরুষঃ কৃত্বা শুভং পুরুষসত্তম।
শ্রেয়ঃ পরমবাপ্নোতি প্রেত্য চেহ চ তদ্ বদ ॥ ২

ভীষ্ম উবাচ

অত্র তে বর্তয়িষ্যামি যথাপূর্বং মহাযশাঃ
পরাশরং মহাত্মানং পপ্রচ্ছ জনকো নৃপঃ ॥ ৩
কিং শ্রেয়ঃ সর্বভূতানামস্মিঁল্লোকে পরত্র চ।
যদ্ ভবেৎ প্রতিপত্তব্যং তদ্ ভবান্ প্রব্রবীতু মে ॥৪
ততঃ স তপসা যুক্তঃ সর্বধর্মবিধানবিৎ
নৃপায়ানুগ্রহমনা মুনির্বাক্যমথাব্রবীৎ ॥৫

পরাশর উবাচ

ধর্ম এব কৃতঃ শ্রেয়ানিহ লোকে পরত্র চ।
তস্মাদ্ধি পরমং নাস্তি যথা প্রাহুর্মনীষিণঃ ॥ ৬
প্রতিপদ্য নরো ধর্মং স্বর্গলোকে মহীয়তে।
ধর্মাত্মকঃ কর্মবিধির্দেহিনাং নৃপসত্তম ॥ ৭

নবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

[পরাশরগীতারম্ভ—পরাশর মুনিকর্তৃক রাজা জনককে কল্যাণপ্রাপ্তির সাধনের উপদেশ দান।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মহাবাহো পিতামহ! অতঃপর যাহা কিছু কল্যাণ প্রাপ্তির উপায় আছে, তাহা আমাকে বলুন। যেরূপ অমৃতপানে তৃপ্তি হয় না, সেইরূপ আপনার বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার তৃপ্তি হইতেছে না। ১

পুরুষপ্রবর! সেইজন্য আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, মানুষ কোন্ শুভ কর্ম করিয়া ইহলোক ও পরলোকেও পরম কল্যাণলাভ করিতে সমর্থ হয়, ইহা আপনি আমাকে বলুন। ২

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! এ বিষয়েও আমি তোমাকে এক প্রাচীন ইতিহাস শুনাইব। এক সময় মহাযশস্বী রাজা জনক মহাত্মা পরাশর মুনিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ৩

মুনে! এরূপ কোন্ বস্তু আছে, যাহা সমস্ত প্রাণিগণের পক্ষে ইহলোক এবং পরলোকেও কল্যাণকর ও জানিবার যোগ্য? উহা আপনি আমাকে বলুন। ৪

তখন সমস্ত ধর্ম্মের বিধানবিষয়ে অভিজ্ঞ সেই তপস্বী মুনি রাজা জনককে অনুগ্রহ করিবার ইচ্ছায় এই কথা বলিলেন। ৫

পরাশর বলিলেন,—মনীষী পুরুষগণ বলেন যে, ধর্ম্ম যদি বিধি অনুসারে অনুষ্ঠিত হয়, তবে তিনি ইহলোক ও পরলোকে পরম কল্যাণকারী হন। উহা অপেক্ষা অন্য কোন শ্রেয়োলাভের উত্তম সাধন নাই। ৬

নৃপশ্রেষ্ঠ! ধর্ম্মকে জানিয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণকারী মানুষ স্বর্গলোকে সম্মানিত হন। বেদেতে যে 'সত্যং বদ, ধর্ম্মং চর,

তস্মিন্নাশ্রমিণঃ সন্তঃ স্বকর্মাণীহ কুর্বতে ॥ ৮
চতুর্বিধা হি লোকেঽস্মিন যাত্রা তাত বিধীয়তে
মর্ত্যা যত্রাবতিষ্ঠন্তে সা চ কামাৎ প্রবর্ততে ॥ ৯
সুকৃতাসুকৃতং কর্ম নিষেব্য বিবিধৈঃ ক্রমৈঃ।
দশার্দ্ধপ্রবিভক্তানাং ভূতানাং বহুধা গতিঃ ॥ ১০
সৌবর্ণং রাজতঞ্চাপি যথা ভাণ্ডং নিষিচ্যতে।
তথা নিষিচ্যতে জন্তুঃ পূর্বকর্মবশানুগঃ ॥ ১১
নাবীজাজ্জায়তে কিঞ্চিন্নাকৃত্বা সুখমেধতে
সুকৃতৈর্বিন্দতে সৌখ্যং প্রাপ্য দেহক্ষয়ং নরঃ ॥ ১২
দৈবং তাত ন পশ্যামি নাস্তি দৈবস্য সাধনম্
স্বভাবতো হি সংসিদ্ধা দেব-গন্ধর্ব-দানবাঃ ॥ ১৩

প্রেত্য জাতিকৃতং কর্ম ন স্মরন্তি সদা জনাঃ।
তে বৈ তস্য ফলপ্রাপ্তৌ কর্ম চাপি চতুর্বিধম্ ॥১৪
লোকযাত্রাশ্রয়শ্চৈব শব্দো বেদাশ্রয়ঃ কৃতঃ।
শান্ত্যর্থং মনসস্তাত নৈতদ্ বৃদ্ধানুশাসনম্ ॥ ১৫
চক্ষুষা মনসা বাচা কর্মণা চ চতুর্বিধম্
কুরুতে যাদৃশং কর্ম তাদৃশং প্রতিপদ্যতে ॥১৬
নিরন্তরঞ্চ মিশ্রঞ্চ লভতে কর্ম পার্থিব
কল্যাণং যদি বা পাপং ন তু নাশোঽস্য বিদ্যতে ১৭
কদাচিৎ সুকৃতং তাত কূটস্থমিব তিষ্ঠতি।
মজ্জমানস্য সংসারে যাবদ্ দুঃখাদ্ বিমুচ্যতে ॥ ১৮

যজেত, জুহুয়াৎ' ইত্যাদি বাক্যসমূহের দ্বারা দেহধারী মনুষ্যগণের কর্তব্য-বিধান করা হইয়াছে, উহাই হইল ধর্মের লক্ষণ। ৭

ব্রহ্মচর্য্যাদি সমস্ত আশ্রমবাসীরা এই ধর্মে অবস্থান করত এ জগতে নিজ নিজ কর্মসমূহ অনুষ্ঠান করে। ৮

তাত! এই সংসারে চারি প্রকার জীবিকার বিধান আছে (ব্রাহ্মণের পক্ষে যজ্ঞাদি করাইয়া দক্ষিণা গ্রহণ করা, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে কর গ্রহণ করা, বৈশ্যের পক্ষে কৃষিকর্ম ও শূদ্রের পক্ষে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই তিন বর্ণের সেবা।) মানুষ এই চারি প্রকার জীবিকা অবলম্বন করিয়া থাকে। এই জীবিকা দৈবেচ্ছায় পরিচালিত হয়। ৯

যে প্রাণী নানা প্রকার ক্রমানুসারে পুণ্য ও পাপ কর্মের সেবা করিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে অর্থাৎ স্থূল শরীর পরিত্যাগ করিয়া থাকে, সে নানাবিধ গতি লাভ করে। ১০

যেরূপ তাম্রাদি ভাণ্ডের উপর স্বর্ণ ও রৌপ্যের প্রলেপ (কলাই) দেওয়া হইলে তখন সে স্বর্ণাদি বলিয়াই দৃষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ পূর্বকৃত কর্মসমূহের বশীভূত প্রাণী পূর্বকৃত কর্মের দ্বারা লিপ্ত থাকে (পুণ্য কর্মের দ্বারা লিপ্ত থাকায় সুখী হয় এবং পাপ কর্মের দ্বারা লিপ্ত থাকায় উহাকে দুঃখ ভোগ করিতে হয়। ১১

যেরূপ বিনা বীজে কোনও অঙ্কুর উদ্গত হয় না, সেইরূপ পুণ্যকর্ম ব্যতীত কোন মানুষ সুখী বা সমৃদ্ধিশালী হয় না অতএব মানুষ দেহ ত্যাগের পর পুণ্যকর্মের ফলে সুখী হয়। ১২

তাত! এ বিষয়ে নাস্তিকেরা বলে—আমি প্রারব্ধকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই নাই এবং প্রারব্ধের অস্তিত্বসূচক কোন অনুমান প্রমাণও নাই। দেবতা, গন্ধর্ব ও দানবাদি পদপ্রাপ্তি ত' স্বভাবতই হইয়া থাকে। ১৩

উহার উত্তরে এই কথা বলা যায় যে, মৃত্যুর পর মানুষগণ পূর্ব জন্মে কৃত কর্মসকল সদা স্মরণ করিতে পারে না। কিন্তু যখন কেবল পূর্ব জন্মকৃত কর্মের ফল প্রাপ্ত হয়, তখন সেই ব্যক্তি সর্বদা (মন, বাক্য, নেত্র ও ক্রিয়ার দ্বারা অনুষ্ঠিত) চারি প্রকার কর্ম স্মরণ করে অর্থাৎ তখন সে বলে যে, আমি কোন এরূপ কার্য করিয়াছিলাম, যাহার ফল আমি এইভাবে প্রাপ্ত হইতেছি। ১৪

তাত! নাস্তিকগণ এই কথা বলে যে, লোকযাত্রা নির্বাহ ও মনের শান্তির জন্য বেদোক্ত শব্দসকলের প্রমাণ স্বীকার করা হয় অর্থাৎ বেদে যে সব কর্মের বিধান আছে, সেই সব ত অসমর্থ পুরুষগণের জীবিকা নির্বাহের জন্য এবং পূর্বজন্মের কৃত কর্ম-সকলের যে আলোচনা করা হয়, উহা ত দুঃখী মনুষ্যদিগের ধৈর্য ধারণ করাইবার জন্য পরন্তু এই মত ঠিক নহে; কারণ, পণ্ডিতগণ প্রভৃতি জ্ঞানবৃদ্ধ পুরুষগণ এরূপ উপদেশ করেন নাই (পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন—"তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ" অর্থাৎ জাতি, আয়ু ও সুখ-দুঃখরূপ ভোগ পূর্বকৃত কর্মের ফল)। ১৫

মানুষ নেত্র, মন, বাক্য ও ক্রিয়ার দ্বারা চারি প্রকার কর্ম করে এবং যেরূপ কর্ম করে, সেইরূপই উহার ফল প্রাপ্ত হয়। ১৬

রাজন্! মানুষ কর্মের ফলরূপে কখনও কেবল সুখ, কখনও সুখ-দুঃখ এক সঙ্গে লাভ করে। পুণ্য বা পাপ যে কোন কর্ম হউক না কেন ফল ভোগ ব্যতীত উহার ক্ষয় হয় না। ১৭

তাত! সংসার-সাগরে নিমজ্জমান মানুষের পুণ্য কর্ম সেই কাল পর্যন্ত স্থির থাকে, যতক্ষণ না তাহার দুঃখভোগ হইতে

ততো দুঃখক্ষয়ং কৃত্বা সুকৃতং কর্ম সেবেতে
সুকৃতক্ষয়াদ্ দুষ্কৃতং তদ্ বিদ্ধি মনুজাধিপ ॥ ১৯
দমঃ ক্ষমা ধৃতিস্তেজঃ সন্তোষঃ সত্যবাদিতা
হ্রীরহিংসাঽনসূয়িতা দাক্ষ্যং চেতি সুখাবহাঃ ॥ ২০
দুষ্কৃতে সুকৃতে চাপি ন গুপ্তনিয়তো ভবেৎ ;
নিত্যং মনঃ সমাধানে প্রযতেত বিচক্ষণঃ ॥ ২১
নায়ং পরস্য সুকৃতং দুষ্কৃতং চাপি সেবতে ।
করোতি যাদৃশং কর্ম তাদৃশং প্রতিপদ্যতে ॥ ২২
সুখ-দুঃখে সমাধায় পুমানেতেন গচ্ছতি
অন্যেনৈব জনঃ সর্বঃ সঙ্গতো যশ্চ পার্থিবঃ ॥ ২৩
পরেষাং যদসূয়েত ন তৎ কুর্যাৎ স্বয়ং নরঃ ।
যো হ্যসূয়ুস্তথাযুক্তঃ সোঽবহাসং নিষচ্ছতি ॥ ২৪

ভীরু রাজন্যো ব্রাহ্মণঃ সর্বভক্ষো
বৈশ্যোঽনীহাবান্ হীনবর্ণোঽলসশ্চ ।
বিদ্বাংশ্চাশীলো বৃত্তহীনঃ কুলীনঃ
সত্যাদ্ বিভ্রষ্টো ধার্মিকঃ স্ত্রী চ দুষ্টা ॥ ২৫
রাগী যুক্তঃ পচমানোঽন্নতেভ্যো-
মূর্খো বক্তা নৃপতীনশ্চ রাষ্ট্রম্ ।
এতে সর্বে শোচ্যতাং যান্তি রাজন্
যশ্চায়ুক্তঃ স্নেহহীনঃ প্রজাসু ॥ ২৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি পরাশরগীতায়াং
নবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯০

মুক্তি হয়। তারপর দুঃখভোগ শেষ করিয়া জীব নিজের পুণ্য কর্মের ফল উপভোগ করিতে আরম্ভ করে। আবার যখন পুণ্যেরও ক্ষয় হইয়া যায়, তখন সে পুনরায় পাপের ফল ভোগ করিতে থাকে। নরনাথ! এই বিষয় তুমি ভালভাবে বুঝিয়া লও ॥ ১৮-১৯

ইন্দ্রিয়-সংযম, ক্ষমা, ধৈর্য্য, তেজ, সন্তোষ, সত্যভাষণ, লজ্জা, অহিংসা, দুর্ব্ব্যসনে আসক্ত না হওয়া এবং দক্ষতা—এ সমস্তই সুখ প্রদান করে ॥ ২০

বুদ্ধিমান্ পুরুষ জীবন শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত পাপ বা পুণ্য কর্মে আসক্ত হইবেন না এবং নিজের মনকে পরমাত্মার ধ্যানে সতত নিযুক্ত রাখিবার চেষ্টা করিবেন ॥ ২১

জীব অপরের কৃত শুভ অথবা অশুভ কর্মের ফল ভোগ করে না ; সে স্বয়ং যেরূপ কর্ম করে, সেইরূপই ফল ভোগ করে ॥ ২২

বিবেকী পুরুষ সুখ ও দুঃখকে নিজের মধ্যে বিলীন করিয়া অন্য পথে অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপ্তির পথে গমন করেন। যে সব ব্যক্তি স্ত্রী, পুত্র ও ধনাদিতে আসক্ত, সেই সব সংসারী জীব এই মোক্ষ পথ হইতে ভিন্ন পথে চলে (অতএব তাহারা পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ ও মৃত্যুবরণ করে) ॥ ২৩

মানুষ অপরের যে কর্মের নিন্দা করে, উহা স্বয়ংও আচরণ করিবে না। যে ব্যক্তি অপরের নিন্দা করে, অথচ স্বয়ং সেই নিন্দনীয় কর্ম করিতে থাকে, সেই ব্যক্তি উপহাসের পাত্র হয় ॥ ২৪

রাজন্! ভীরু ক্ষত্রিয়, ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার না করিয়া সব কিছুই ভক্ষণকারী ব্রাহ্মণ, মনোপার্জ্জনের চেষ্টাহীন বৈশ্য, অলস শূদ্র, উত্তম গুণরহিত বিদ্বান্, সদাচার-পালনকারী কুলীন পুরুষ, সত্য হইতে ভ্রষ্ট ধার্মিক মানুষ, দুরাচারিণী স্ত্রী, বিষয়াসক্ত যোগী, কেবল নিজের অন্নাদি পাককারী মূঢ়, মূর্খ বক্তা, রাজহীন রাজ্য এবং অজিতেন্দ্রিয় ও প্রজাগণের প্রতি স্নেহশূন্য রাজা—ইহারা সকলেই শোকের যোগ্য অর্থাৎ ইহারা সকলেই নিন্দনীয় ॥ ২৫-২৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্ব্বে পরাশরগীতাবিষয়ক নবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একনবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[পরাশরগীতায়াং কর্ম্মফলস্যানিবার্য্যতায়াঃ পুণ্যকর্ম্মণা লাভস্য চ বর্ণনম্]

পরাশর উবাচ।

মনোরথরথং প্রাপ্য ইন্দ্রিয়াশ্বাহয়ং নরঃ
রশ্মিভির্জ্ঞানসম্ভূতৈর্যো গচ্ছতি স বুদ্ধিমান্ ॥ ১
সেবাশ্রিতেন মনসা বৃত্তিহীনস্য শস্যতে।
দ্বিজাতিহস্তাগ্নির্বৃত্তা ন তু তুল্যাৎ পরস্পরাৎ ॥ ২
আয়ুর্ন সুলভং লব্ধ্বা নাবকর্ষেদ্ বিশাম্পতে
উৎকর্ষার্থং প্রযতেত নরঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা ॥ ৩
বর্ণেভ্যো হি পরিভ্রষ্টো ন বৈ সম্মানমর্হতি।
ন তু যঃ সংক্রিয়াং প্রাপ্য রাজসং কর্ম সেবতে ॥ ৪
বর্ণেৎকর্ষমবাপ্নোতি নরঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা।
দুর্লভং সুমলব্ধ্বা হি হন্যাৎ পাপেন কর্ম্মণা ॥ ৫

একনবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়

[পরাশর গীতায় কর্ম্মফলের অনিবার্য্যতা এবং পুণ্য কর্ম্মের দ্বারা লাভ বর্ণন।]

পরাশর বলিলেন,—রাজন্! ইন্দ্রিয়গণরূপ অশ্বযুক্ত মনোময় সূক্ষ্ম শরীর হইল একটি রথ। জ্ঞানাকার বৃত্তিসমূহই এই রথের অশ্বগণের রশ্মি (লাগাম)। এই সব বস্তুতে পূর্ণ রথে আরোহণ করিয়া যে মানুষ গমন করেন, অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারা ইন্দ্রিয়দিগকে সংযত করত মোক্ষাভিলাষী হইয়া পরমব্রহ্মের দিকে গমন করেন, তিনি বুদ্ধিমান্। ১

যে মানুষ ইন্দ্রিয়গণের বাহ্য বৃত্তি রহিত হইয়া অর্থাৎ অন্তর্মুখ হইয়া ঈশ্বরের শরণাপন্ন মনের দ্বারা তাঁহার উপাসনা করেন, তাঁহার এই উপাসনা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বুঝিতে হইবে। এরূপ উপাসনা কোন বিদ্বান্ ও ভক্ত ব্রাহ্মণের মুখে হস্ত হইতেই উপলব্ধ হয়। সমান যোগ্যতাসম্পন্ন পরস্পর মনুষ্যগণের নিকট হইতে উহার প্রাপ্তি হয় না। ২

প্রজানাথ! মনুষ্য শরীরের আয়ু সুলভ নহে—উহা দুর্লভ বস্তু, উহাকে প্রাপ্ত হইয়া আত্মাকে অধঃপাতিত করিবে না অতএব মানুষমাত্রই পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা আত্মার উত্থানের জন্য সর্ব্বদা যত্ন করিবে। ৩

যে মানুষ দুষ্কর্ম করিয়া বর্ণসকল হইতে ভ্রষ্ট হইয়া যায়, সে কখনও সম্মান পাইবার যোগ্য হয় না। উহা ব্যতীত যে মানুষ সত্ত্বগুণের দ্বারা সৎকার প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় রাজসিক কর্ম অনুষ্ঠান করে, সেই মানুষও সম্মান পাইবার যোগ্য নহে। ৪

পুণ্য কর্ম্মের দ্বারাই মানুষ উত্তম বর্ণে জন্ম গ্রহণ করে। পাপীর পক্ষে উহা অত্যন্ত দুর্লভ। পাপ উহা প্রাপ্ত না হইয়া পাপ কর্ম্মের দ্বারা নিজেরই বিনাশ সাধন করে। ৫

না জানিয়া যে পাপ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তপস্যার দ্বারা উহাকে নষ্ট করিয়া দিবে কারণ, নিজের কৃত পাপ কর্ম পাপরূপ দুঃখ রূপে ফলিত হয় অতএব দুঃখময় ফলপ্রদ পাপকর্ম কখনও আচরণ করিবে না। ৬

পাপের সহিত সম্বন্ধযুক্ত যে কর্ম, উহা যত বড়ই লৌকিক সুখকর হউক না কেন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি উহার আচরণ করিবেন না যেরূপ পবিত্র মানুষ চণ্ডাল হইতে দূরে থাকেন, তিনিও সেইরূপ উক্ত কর্ম হইতে দূরে থাকিবেন। ৭

পাপকর্ম্মের ফল যে কি কষ্টকর, তাহা আমি দেখিতেছি অহো! পাপকর্ম্মে প্রবৃত্ত মানুষের আত্মচিন্তনও ভাল লাগে না। ৮

এ জগতে যে মূর্খ ব্যক্তির তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্তি হয় না, সংসার পথে যাইতে যাইতে অথবা পরলোকে যাইলে পরও সেই ব্যক্তিকে অতিশয় সন্তাপ ভোগ করিতে হয়। ৯

নরেন্দ্র! অরঞ্জিত বস্ত্র ধৌত করিলে পর নির্মল হইয়া যায় কিন্তু যে বস্ত্রকে কৃষ্ণ বর্ণে রঞ্জিত করা হইয়াছে, উহা প্রযত্ন করিলেও শুভ্র হয় না। পাপ সম্বন্ধেও এরূপ জানিও। উহাও সত্বর নষ্ট হয় না। ১০

স্বয়ং কৃত্বা তু যঃ পাপং শুভমেবানুতিষ্ঠতি
প্রায়শ্চিত্তং নরঃ কর্তুমুভয়ং সোঽশ্নুতে পৃথক্ ॥ ১১

অজ্ঞানাৎ তু কৃতাং হিংসামহিংসা ব্যপকর্ষতি।
ব্রাহ্মণাঃ শাস্ত্রনির্দেশাদিত্যাহুর্ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ১২

তথা কামকৃতং নাস্তি বিহিংসৈবানুকর্ষতি
ইত্যাহুর্ব্রহ্মশাস্ত্রজ্ঞা ব্রাহ্মণা ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ১৩

অহং তু তাবৎ পশ্যামি কর্ম যদ্ বর্ততে কৃতম্
গুণযুক্তং প্রকাশং বা পাপেনানুপসংহিতম্ ॥ ১৪

যথা সূক্ষ্মাণি কর্মাণি ফলন্তীহ যথাতথম্।
বুদ্ধিযুক্তানি তানীহ কৃতানি মনসা সহ ॥ ১৫

ভবত্যল্পফলং কর্ম সেবিতং নিত্যমুদ্যমম্
অবুদ্ধিপূর্বং ধর্মজ্ঞ কৃতমুগ্রেণ কর্মণা ॥ ১৬

কৃতানি যানি কর্মাণি দৈবতৈর্মুনিভিস্তথা।
ন চরেৎ তানি ধর্মাত্মা শ্রুত্বা চাপি ন কুৎসয়েৎ ॥ ১৭

সংচিন্ত্য মনসা রাজন্ বিদিত্বা শক্যমাত্মনঃ।
করোতি যঃ শুভং কর্ম স বৈ ভদ্রাণি পশ্যতি ॥ ১৮

নবে কপালে সলিলং সন্নাস্তং দীয়তে যথা।
নবেত্তরে তথাভাবং প্রাপ্নোতি সুখভাবিতম্ ॥ ১৯

সত্যোয়েঽন্যৎ তু যৎ তোয়ং তস্মিন্নেব প্রসিচ্যতে।
বৃদ্ধে বৃদ্ধিমবাপ্নোতি সলিলে সলিলং যথা ॥ ২০

এবং কর্মাণি যানীহ বুদ্ধিযুক্তানি পার্থিব
সমানি চৈব যানীহ তানি পুণ্যতমান্যপি ॥ ২১

রাজ্ঞা জেতব্যাঃ শত্রবশ্চোন্নতাশ্চ
সম্যক্ কর্তব্যং পালনঞ্চ প্রজানাম্।
অগ্নিশ্চেয়ো বুদ্ধিভিশ্চাপি যজ্ঞৈ-
রন্তো মধ্যে বা বনমাশ্রিত্য শ্রেয়ম্ ॥ ২২

যে ব্যক্তি স্বয়ং জানিয়া শুনিয়া পাপ করিবার পর উহার প্রায়শ্চিত্তের উদ্দেশ্যে শুভ কর্ম করে, সেই ব্যক্তিও শুভ ও অশুভ উভয় কর্মেরই ফল ভোগ করে। ১১

না জানিয়া যদি হিংসা কর্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তবে উহা অহিংসা ব্রতপালনের দ্বারা নষ্ট হইয়া যায়—ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণ শাস্ত্রের আজ্ঞানুসারে এরূপই বলেন। ১২

কিন্তু স্বেচ্ছায় কৃত হিংসাময় পাপকর্ম অহিংসাব্রতও নষ্ট করিতে পারে না। ইহাই বেদশাস্ত্রজ্ঞ ও বেদের উপদেষ্টা ব্রাহ্মণগণ বলেন। ১৩

কিন্তু আমি দেখিতেছি, যে কর্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছে, উহা পুণ্য হউক বা পাপ হউক; প্রকাশ্যে হউক কিংবা অপ্রকাশ্যে হউক (জানিয়া শুনিয়া হউক বা না জানিয়া হউক—উহা নিজের ফল অবশ্যই প্রদান করিয়া থাকে। ১৪

ধর্মজ্ঞ রাজা জনক! যেরূপ মনের দ্বারা বিচার-বিবেচনা করিয়া বুদ্ধির দ্বারা নিশ্চয় করত যে স্থূল বা সূক্ষ্ম কর্ম এ সংসারে করা হইয়া থাকে, সেই কর্ম যথাযোগ্য ফল অবশ্য দান করে, সেইরূপ হিংসাদি উগ্র কর্মের দ্বারা না জানিয়া কৃত ভয়ঙ্কর পাপ যদি সদা অনুষ্ঠিত হইতে থাকে, তবে উহার ফলও সেইরূপ লাভ হয়, পার্থক্য এই যে, জ্ঞানকৃত পাপ অপেক্ষা উহার ফললাভ অল্প হয়। ১৫-১৬

দেবতা ও মুনিগণের দ্বারা যে অনুচিত কর্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছে, শ্রদ্ধাবান মানুষ তাহার অনুকরণ করিবেন না এবং সেই সব কর্ম শ্রবণ করিয়া সেই দেবতাদিগণকে নিন্দাও করিবেন না। ১৭

যে মানুষ মনের দ্বারা ভালভাবে চিন্তা করিয়া 'অমুক কর্ম আমি করিতে সমর্থ হইব' এরূপ নিজের সামর্থ্য জানিয়া শুভ কর্মের অনুষ্ঠান করে, সে অবশ্যই নিজের কল্যাণ দেখিতে পায়। ১৮

যেরূপ নবনির্মিত অপক্ক (কাঁচা) কলসে স্থাপিত জল নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু পক্ক কলসে স্থাপিত জল ঠিক থাকে, সেইরূপ পরিপক্ক বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে সম্পাদিত সুখদায়ক শুভকর্ম নিশ্চল ভাবে অবস্থান করে। ১৯

রাজন্! সেই জলযুক্ত পক্ক কলসে যদি অন্য জল নিক্ষেপ করা যায়, তবে সেই পাত্রে পূর্ব্বস্থিত জল ও পরে নিক্ষিপ্ত জল উভয়ে মিলিত হইয়া বর্দ্ধিত হয় এবং এইভাবে সেই কলস অধিক জলযুক্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ এ সংসারে বিবেক সহকারে কৃত যে পুণ্য কর্ম সঞ্চিত আছে, তাহার তুল্য যে নব পুণ্য কর্ম করা হয়, এই উভয়ে মিলিত হইয়া অধিক পুণ্যতম কর্ম হইয়া যায়। এবং ইহার দ্বারা সেই মানুষ অতিশয় পুণ্যাত্মা হইয়া থাকে। ২০-২১

রাজার কর্তব্য হইল—তিনি বর্দ্ধিত শত্রুগণকে জয় করিবেন, প্রজাদিগকে ন্যায়ানুসারে পালন করিবেন, নানাপ্রকার যজ্ঞের দ্বারা অগ্নিদেবকে তৃপ্ত করিবেন এবং বৈরাগ্য আসিলে মধ্য বয়সে বা শেষ বয়সে বনে যাইয়া বাস করিবেন। ২২

দমান্বিতঃ পুরুষো ধর্মশীলো
ভূতানি চাত্মানমিবানুপশ্যেৎ
গরীয়সঃ পূজয়েদাত্মশক্ত্যা
সত্যেন শীলেন সুখং নরেন্দ্র ॥ ১০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি পরাশরগীতায়াম্
একনবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯১

নরেন্দ্র! প্রত্যেক মানুষ ইন্দ্রিয়সংযমী ও ধর্মাত্মা হইয়া সমস্ত প্রাণিগণকে নিজেরই সমান বোধ করিবে। যিনি বিদ্যা তপস্যা ও বয়সে নিজের অপেক্ষা অধিক অথবা যাঁহারা গুরুতুল্য ব্যক্তি, তাঁহাদের সকলকে যথাশক্তি পূজা করিবেন। সত্য ভাষণ ও উত্তম আচার বিচারের দ্বারা এ জগতে সুখলাভ হয়। ১০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে পরাশরগীতাবিষয়ক একনবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিনবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

(পরাশরগীতায়াম্—ধর্ম্মেণোপার্জিতধনস্য শ্রেষ্ঠতায়াঃ, অতিথিসৎকারমহত্ত্বস্য, পঞ্চবিধেভ্য ঋণেভ্যো মুক্তিলাভোপায়স্য, ভগবৎস্তুতিমাহাত্ম্যস্য চ কথনম্, সদাচারপালনেন তথা গুরুজনানাং সেবয়া মহাসৌভাগ্যলাভবর্ণনঞ্চ।)

পরাশর উবাচ।

কঃ কস্য চোপকুরুতে কশ্চ কস্মৈ প্রযচ্ছতি
প্রাণী করোত্যয়ং কর্ম সর্বমাত্মার্থমাত্মনা ॥ ১
গৌরবেণ পরিত্যক্তুং নিঃস্নেহং পরিবর্জয়েৎ
সৌদর্যাং ভ্রাতরমপি কিমুতান্যং পৃথগ্জনম্ ॥ ২
বিশিষ্টস্য বিশিষ্টাচ্চ তুল্যো দান-প্রতিগ্রহৌ
তয়োঃ পুণ্যতরং দানং তদ্ধি দ্বিজস্য প্রযচ্ছতঃ ॥ ৩
ন্যায়াগতং ধনং চৈব ন্যায়েনৈব বিবর্ধিতম্।
সংরক্ষ্যং যত্নমাস্থায় ধর্মার্থমিতি নিশ্চয়ঃ ॥ ৪

ন ধর্মার্থী নৃশংসেন কর্মণা ধনমর্জয়েৎ।
শক্তিতঃ সর্বকার্য্যাণি কুর্য্যান্নদ্ধিমনুস্মরেৎ ॥ ৫
অপো হি প্রথমতঃ শীতাস্তাপিতা জলনেন বা।
শক্তিতোঽতিথয়ে দত্ত্বা ক্ষুধার্তায়াপ্নুতে ফলম্ ॥ ৬
রন্তিদেবেন লোকেষ্টা সিদ্ধিঃ প্রাপ্তা মহাত্মনা
ফলপত্রৈরথো মূলৈর্মুনীনচিতবাংশ্চ সঃ ॥ ৭
তৈরেব ফলপত্রৈশ্চ স মাঠরমতোষয়ৎ
তস্মাল্লেভে পরং স্থানং শৈব্যোঽপি পৃথিবীপতিঃ ॥ ৮

দ্বিনবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়

[পরাশর গীতায়—ধর্ম্মানুসারে উপার্জিত ধনের শ্রেষ্ঠতা, অতিথি-সৎকারের মহত্ত্ব, পঞ্চবিধ ঋণ হইতে মুক্তি লাভের উপায় এবং ভগবৎস্তুতির মাহাত্ম্য কথন, সদাচার পালন ও গুরুজনগণের সেবায় মহাসৌভাগ্যলাভ বর্ণন।]

পরাশর বলিলেন,—রাজন্! কে কাহার উপকার করে? এবং কে কাহাকে দান করে? এই প্রাণী সকল কার্য্য নিজের জন্যই স্বয়ং করিয়া থাকে। ১

নিজের সহোদর ভ্রাতাও যদি স্বীয় শ্রেষ্ঠ স্বভাব ও স্নেহ পরিত্যাগ করে, তবে তাহাকেও মানুষ পরিত্যাগ করিয়া দেয়, সুতরাং অন্য সাধারণ মানুষের কথা আর কি বলিবার আছে? ২

শ্রেষ্ঠ পুরুষ কর্তৃক প্রদত্ত দান এবং শ্রেষ্ঠ পুরুষ হইতে প্রাপ্ত প্রতিগ্রহ—এই উভয়ের মহত্ত্ব যদিও সমান, তথাপি ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রতিগ্রহ স্বীকার করা অপেক্ষা দান করা অধিক পুণ্যময় বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৩

যে ধন ন্যায়ানুসারে লাভ হইয়াছে এবং ন্যায়ানুসারেই বর্দ্ধিত করা হইয়াছে, উহাকে যত্নসহকারে ধর্ম্মের উদ্দেশ্যেই রক্ষা করা উচিত। ইহাই ধর্ম্মশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। ৪

ধর্ম্মকামী মানুষ ক্রূর কর্ম্মের দ্বারা ধনোপার্জন করিবে না। নিজের শক্তি অনুসারে সমস্ত শুভ কর্ম্ম করিবে ধনবৃদ্ধি চিন্তা করিবে না। ৫

যে ব্যক্তি নিজের সামর্থ্যানুসারে পিপাসিত ও ক্ষুধিত অতিথিকে শীতল জল বা উষ্ণ জল ও অন্ন পবিত্রভাবে সমর্পণ করে, সেই ব্যক্তি উত্তম ফল লাভ করে। ৬

মহাত্মা রাজা রন্তিদেব ফলমূল ও পত্রসমূহের দ্বারা ঋষি-মুনিগণের পূজা করিয়াছিলেন। ইহার দ্বারা তিনি সেই সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যাহা সকলেই কামনা করে। ৭

পৃথিবীপতি মহারাজ শৈব্যও এই ফল ও পত্রসমূহের দ্বারাই মাঠর-মুনিকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন, যাহার দ্বারা তিনি উত্তম লোকলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। ৮

দেবতাতিথিভৃত্যেভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চাত্মনস্তথা
ঋণবান্ জায়তে মর্ত্যস্তস্মাদনৃণতাং ব্রজেৎ ॥ ৯
স্বাধ্যায়েন মহর্ষিভ্যো দেবেভ্যো যজ্ঞকর্মণা
পিতৃভ্যঃ শ্রাদ্ধদানেন নৃণামর্চ্যার্চনেন চ ॥ ১০
বাচা শেষাবহার্য্যেণ পালনেনাত্মনোঽপি চ।
যথাবদ্ ভৃত্যবর্গস্য চিকীর্ষেৎ কর্ম আদিতঃ ॥ ১১
প্রযত্নেন চ সংসিদ্ধা ধনৈরপি বিবর্জিতাঃ
সম্যগ্‌যুক্ত্বা হুতবহং মুনয়ঃ সিদ্ধিমাগতাঃ ॥ ১২
বিশ্বামিত্রস্য পুত্রত্বমৃচীকতনয়োঽগমৎ।
ঋগ্‌ভিঃ স্তুত্বা মহাবাহো দেবান্ বৈ যজ্ঞভাগিনঃ ॥ ১৩
গতঃ শুক্রত্বমুশনা দেবদেবপ্রসাদনাৎ।
দেবীং স্তুত্বা তু গগনে মোদতে যশসা বৃতঃ ॥ ১৪

কক্ষীবান্ জামদগ্ন্যশ্চ রামস্তাণ্ডস্তথাঙ্গবান্ ॥ ১৫
বশিষ্ঠো জমদগ্নিশ্চ বিশ্বামিত্রোঽত্রিরেব চ
ভরদ্বাজো হরিশ্মশ্রুঃ কুণ্ডধারঃ শ্রুতশ্রবাঃ ॥ ১৬
এতে মহর্ষয়ঃ স্তুত্বা বিষ্ণুমৃগ্‌ভিঃ সমাহিতাঃ।
লেভিরে তপসা সিদ্ধিং প্রসাদাৎ তস্য ধীমতঃ ॥ ১৭
অনর্হাশ্চার্হতাং প্রাপ্তাঃ সন্তঃ স্তুত্বা তমেব হ।
ন তু বুদ্ধিমিহাদ্যিচ্ছেৎ কর্ম কৃত্বা জুগুপ্সিতম্ ॥ ১৮
যেঽর্থা ধর্মেণ তে সত্যা যেঽধর্মেণ বিগর্হ্য তান্।
ধর্মং বৈ শাশ্বতং লোকে ন জহ্যাদ্ ধনকাঙ্ক্ষয়া ॥ ১৯
আহিতাগ্নিহি ধর্মাত্মা যঃ স পুণ্যকৃতত্তমঃ।
বেদা হি সর্বে রাজেন্দ্র স্থিতাগ্নিষ্বগ্নিষু প্রভো ॥ ২০
স চাপ্যগ্ন্যাহিতো বিপ্রঃ ক্রিয়া যস্য ন হীয়তে।
শ্রেয়ো জ্ঞানাহিতাগ্নিত্বমগ্নিহোত্রং ন নিষ্ক্রিয়ম্ ॥ ২১

প্রত্যেক মানুষ দেবতা, অতিথি, ভরণ-পোষণ যোগ্য আত্মীয় স্বজন, পিতৃগণ এবং নিজেকে নিজেও ঋণী হইয়া জন্মগ্রহণ করে; অতএব তাহার এই সব ঋণ হইতে মুক্ত হইবার জন্য চেষ্টা করা উচিত ॥ ৯

বেদশাস্ত্রসকলের অধ্যয়নের দ্বারা মহর্ষিগণের, যজ্ঞকর্মের দ্বারা দেবতাদিগের, শ্রাদ্ধ ও দানকর্মের দ্বারা পিতৃগণের এবং স্বাগত সৎকার ও সেবাদি দ্বারা অতিথিসকলের ঋণ হইতে মুক্ত হওয়া যায় ॥ ১০

এইরূপ বেদবাণীর পঠন, শ্রবণ ও মননের দ্বারা, যজ্ঞবিশিষ্ট অন্নভোজনের দ্বারা ও জীবগণের রক্ষণাবেক্ষণের দ্বারা মানুষ নিজের ঋণ হইতে মুক্ত হয়। ভরণীয় আত্মীয়গণের পালন-পোষণের কার্য্য আদি হইতেই করিবার ইচ্ছা করিবে। ইহার দ্বারা তাহাদের ঋণ হইতে মুক্তি হইবে ॥ ১১

ঋষি-মুনিগণ ধনহীন ছিলেন, তথাপি তাঁহারা নিজেদের প্রযত্নের দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। তাঁহারা বিধি অনুসারে অগ্নিহোত্র কার্য্য সম্পন্ন করিয়া সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ১২

মহাবাহো! ঋচীকের পুত্র যজ্ঞে ভাগগ্রহণকারী দেবতাগণের বেদমন্ত্রসমূহের দ্বারা স্তুতি করিয়া বিশ্বামিত্রের পুত্র হইয়াছিলেন।

মহর্ষি উশনা দেবাদিদেব মহাদেবকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার শুক্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া সেই নামেই প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন এবং পার্ব্বতীদেবীর স্তুতি করিয়া এই যশস্বী মুনি আকাশে গ্রহরূপে অবস্থান করত আনন্দভোগ করিতেছেন ॥ ১৩-১৪

অসিত, দেবল, নারদ, পর্ব্বত, কক্ষীবান্, জমদগ্নিনন্দন পরশুরাম, মনস্বী তাণ্ড্য, বশিষ্ঠ, জমদগ্নি, বিশ্বামিত্র, অত্রি, ভরদ্বাজ, হরিশ্মশ্রু, কুণ্ডধার ও শ্রুতশ্রবা—এই মহর্ষিগণ একাগ্রচিত্ত হইয়া বেদের ঋক্‌মন্ত্রসমূহের দ্বারা ভগবান্ বিষ্ণুর স্তব করত এই ধীমান্ শ্রীহরির কৃপায় তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন ॥ ১৫-১৭

যাঁহারা পূজনীয় ছিলেন না, তাঁহারাও ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর স্তুতি করত পূজনীয় সজ্জন হইয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই সংসারে নিন্দনীয় কার্য্য করিয়া কোনও ব্যক্তি নিজের অভ্যুদয়ের আশা করিবে না ॥ ১৮

ধর্মপালন করিতে করিতে যে ধন লাভ হইবে, উহাই সত্য ধন। যাহা অধর্ম্মের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই ধনে ধিক্ অর্থাৎ উহা নিন্দনীয় ধন। সংসারে ধনের আকাঙ্ক্ষায় সনাতন ধর্ম্ম কখনও পরিত্যাগ করিবে না ॥ ১৯

রাজেন্দ্র! যিনি প্রতিদিন অগ্নিহোত্র করেন, তিনিই পুণ্য-কর্ম্মকারী শ্রেষ্ঠ পুরুষ। প্রভো! সমস্ত বেদ দক্ষিণ, আহবনীয় ও গার্হপত্য এই তিন অগ্নিতে প্রতিষ্ঠিত আছেন ॥ ২০

যাঁহার সদাচার ও সৎকর্ম্ম কখনও লুপ্ত হয় না, সেই ব্রাহ্মণ (অগ্নিহোত্র না করিয়াও) অগ্নিহোত্রী। সদাচার যথাযথভাবে পালিত হইতে থাকিলে যদি অগ্নিহোত্র কার্য্য সম্পন্ন না হয়, তবে উহা বরং ভাল; কিন্তু সদাচার ত্যাগ করিয়া কেবল অগ্নিহোত্র কার্য্য করা কল্যাণকারী হয় না ॥ ২১

অগ্নিরাত্মা চ মাতা চ পিতা জনয়িতা তথা
গুরুশ্চ নরশার্দূল পরিচর্য্যা যথাতথম্ ॥ ১১
মানং ত্যক্ত্বা যো নরো বৃদ্ধসেবী
বিদ্বান্ ক্লীবঃ পশ্যতি প্রীতিযোগাৎ।
দাক্ষ্যেণ হীনো ধর্মযুক্তো নদাম্ভো
লোকেঽস্মিন্ বৈ পূজ্যতে সদ্ভিরার্যঃ ॥ ১২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি পরাশরগীতায়াং
ত্রিনবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯৩

পুরুষশ্রেষ্ঠ! অগ্নি, আত্মা, মাতা, জন্মদাতা পিতা এবং গুরু—ইঁহাদের সকলের যথাযোগ্য সেবা করা কর্ত্তব্য। ১১

যে মানুষ অভিমান ত্যাগ করিয়া বৃদ্ধ পুরুষগণের সেবা করেন, বিদ্বান্, কামক্রোধে অনাসক্ত হইয়া সকলের প্রতি প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে অবলোকন করেন, মনে কপটতা না রাখিয়া ধর্ম্মে আসক্ত থাকেন এবং অপরকে দমন বা হিংসা না করেন, সেই মানুষ এই লোকে শ্রেষ্ঠ ও সৎপুরুষগণ তাঁহার সমাদর করেন। ১২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বে পরাশরগীতাবিষয়ক ত্রিনবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিনবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[পরাশরগীতায়াং শূদ্রস্য সেবাবৃত্তেঃ প্রাধান্যম্, সৎসঙ্গস্য মহিমা, চতুর্ণাং বর্ণানাং ধর্ম্মপালনস্য মহত্ত্বকথনঞ্চ]

পরাশর উবাচ

বৃত্তিঃ সকাশাদ্ বর্ণেভ্যস্ত্রীভ্যো হীনস্য শোভনা
প্রীত্যোপনীতা নির্দিষ্টা ধর্মিষ্ঠান্ কুরুতে সদা ॥ ১
বৃত্তিশ্চেন্নাস্তি শূদ্রস্য পিতৃপৈতামহী ধ্রুবা
ন বৃত্তিং পরতো মার্গেচ্ছুশ্রূষাং তু প্রযোজয়েৎ ॥ ২
সদ্ভিস্তু সহ সংসর্গঃ শোভতে ধর্মদর্শিভিঃ
নিত্যং সর্বাশ্ববস্থাসু নাসদ্ভিরিতি মে মতিঃ ॥ ৩
যথোদয়গিরৌ দ্রব্যং সান্নিধ্যেন দীপ্যতে
তথা সৎসন্নিকর্ষেণ হীনবর্ণোঽপি দীপ্যতে ॥ ৪
যাদৃশেন হি বর্ণেন ভাব্যতে শুক্লমম্বরম্
তাদৃশং কুরুতে রূপমেতদেবমবেহি মে ॥ ৫
তস্মাদ্ গুণেষু রজ্যেথা মা দোষেষু কদাচন।
অনিত্যমিহ মর্ত্ত্যানাং জীবিতং হি চলাচলম্ ॥ ৬
সুখে বা যদি বা দুঃখে বর্তমানো বিচক্ষণঃ।
যশ্চিনোতি শুভান্যেব স তন্ত্রাণীহ পশ্যতি ॥ ৭

ত্রিনবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

[পরাশরগীতায় শূদ্রের পক্ষে সেবাবৃত্তির প্রাধান্য, সৎসঙ্গের মহিমা ও চারিবর্ণের ধর্ম্মপালনের মহত্ত্বকথন।]

পরাশর বলিলেন,—রাজন্! শূদ্রের ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের সেবার দ্বারা জীবননির্ব্বাহ করা উত্তম বৃত্তি। শূদ্রের জন্য নির্দ্দিষ্ট সেবাবৃত্তি যদি তাহারা প্রীতিসহকারে পালন করে, তবে সেই কর্ম্ম তাহাদিগকে ধর্ম্মিষ্ঠ করিয়া দেয়। ১

যদি শূদ্রের নিকট তাঁহার পিতা-পিতামহপ্রদত্ত কোন নিশ্চিত বৃত্তি না থাকে, তবে সে নিজের জন্য কোন বৃত্তির অনুসন্ধান করিবে না। তিন বর্ণের সেবাকেই নিজের জীবিকার ব্যবহারে প্রয়োগ করিবে। ২

ধর্ম্মদর্শী সৎপুরুষগণের সহিত সম্পর্ক স্থাপিত করিয়া অবস্থান করা শ্রেষ্ঠ; কিন্তু কোনও অবস্থায় কখনও দুষ্ট পুরুষসকলের সঙ্গ করা ভাল নয়, ইহাই আমার অভিমত। ৩

যেরূপ সূর্য্যের সান্নিধ্যে উদয়াচল পর্ব্বতের প্রত্যেক বস্তু উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, সেইরূপ সৎপুরুষগণের সান্নিধ্যে নীচবর্ণের মনুষ্যেরাও সদ্‌গুণে সুশোভিত হইয়া থাকে। ৪

শ্বেতবর্ণের বস্ত্রকে যেরূপ রঙে রাঙান হয়, উহা তদ্রূপই হইয়া যায়; সেইরূপ যাদৃশ সঙ্গ করা হয়, সেইরূপ গুণই নিজের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। তুমি আমার এই কথা ভালভাবে অবগত হও। ৫

এইজন্য তুমি গুণসমূহে অনুরাগী হও, দোষসকলে নহে, কারণ, এজগতে মনুষ্যগণের জীবন অনিত্য ও চঞ্চল। ৬

যে বিদ্বান্ ব্যক্তি সুখ অথবা দুঃখে থাকিয়াও সর্ব্বদা শুভ-কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করেন, তিনি এ সংসারে শাস্ত্রসমূহ দর্শন করেন এবং বুঝিয়া থাকেন অর্থাৎ তিনিই যথার্থ শাস্ত্রদর্শী পুরুষ। ৭

ধর্মাদপেতং যৎ কর্ম যদ্যপি স্যাদ্মহাফলম্
ন তৎ সেবেত মেধাবী ন তদ্ধিতমিহোচ্যতে ॥ ৮
(ধর্মেণ সহিতং যৎ তু তদেবল্পফলোদয়ম্
তৎ কার্যমবিশঙ্কেন কর্মাত্যন্তং সুখাবহম্ ॥)
যো হৃত্বা গোসহস্রাণি নৃপো দত্তাদরক্ষিতা।
স শস্ত্রমাত্রফলভাগ্ রাজা ভবতি তস্করঃ ॥ ৯
স্বয়ম্ভূরসৃজচ্চাগ্রে ধাতারং লোকসংকৃতম্
ধাতাসৃজৎ পুত্রমেকং লোকানাং ধারণে রতম্ ॥ ১০
তমর্চয়িত্বা বৈশ্যস্তু বৃধ্যাদত্যর্থমৃদ্ধিমৎ
রক্ষিতব্যাস্তু রাজন্যৈরুপযোজ্যাঃ দ্বিজাতিভিঃ ॥ ১১
অজিহ্মৈরশঠক্রোধৈর্বাকব্যাপ্রযোক্তৃভিঃ
শূদ্রৈর্নির্মার্জনং কার্যমেবং ধর্মো ন নশ্যতি ॥ ১২
অপ্রনষ্টে ততো ধর্মে ভবন্তি সুখিতা প্রজাঃ।

ধর্মের বিপরীত কর্ম যদি লৌকিক দৃষ্টিতে অভিশয় লাভদায়কও হয়, তথাপি বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি উহার আচরণ করিবেন না কারণ, উহাকে এজগতে হিতকর বলা হয় নাই ॥ ৮

যে কার্য্য ধর্মের অনুকূল, উহা অল্প লাভ দায়ক হইলেও নিঃসংশয়ে সম্পন্ন করিবার যোগ্য, যেহেতু ধর্মানুসারে অনুষ্ঠিত কর্ম শেষে অত্যন্ত সুখদান করিয়া থাকে যে রাজা অপরের হাজার হাজার গরু অপহরণ করিয়া দান করেন এবং প্রজাগণকে রক্ষা করেন না, তিনি নামমাত্রেই দাতা ও রাজা প্রকৃত পক্ষে তিনি ত' চোর ও দস্যু ॥ ৯

ঈশ্বর সর্ব্বপ্রথমে লোকপূজিত ব্রহ্মাকে সৃজন করিয়াছেন। ব্রহ্মা মাত্র এক পুত্র (পর্জন্য)-কে উৎপন্ন করেন। ইনি সমস্ত লোকসকলকে ধারণ করিবার কার্য্যে রত আছেন ॥ ১০

তাঁহাকে পূজা করিয়া বৈশ্য ক্ষেত্রকর্ষণ ও পশুপালনের দ্বারা নিজেকে অতিশয় সমৃদ্ধিশালী করিবে। রাজার তাহাকে রক্ষা করা উচিত এবং ব্রাহ্মণগণ কুটিলতা, শঠতা ও ক্রোধ পরিত্যাগ করত ন্যায়-কর্ম্মের প্রয়োগ করিতে করিতে সেই অন্ন-ধনকে যজ্ঞে (লোকহিতকর) কার্য্যে সদ্ব্যবহার করিবেন। শূদ্রদিগের যজ্ঞভূমি ও ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের গৃহসকল মার্জনাদি করিয়া পরিষ্কার রাখা কর্ত্তব্য। এরূপ করিলে ধর্ম্ম নাশপ্রাপ্ত হন না ॥ ১১-১২

ধর্ম্ম নষ্ট না হইয়া যদি পালিত হইতে থাকে, তবে সমস্ত প্রজাই সুখী হয়। রাজেন্দ্র! প্রজারা সুখী থাকিলে স্বর্গে দেবগণও প্রসন্ন থাকেন ॥ ১৩

সুখেন তাসাং রাজেন্দ্র মোদন্তে দিবি দেবতাঃ ॥ ১৩
তস্মাদ্ যো রক্ষতি নৃপ স ধর্মেণেতি পূজ্যতে
অধীতে চাপি যো বিপ্রো বৈশ্যো যশ্চার্জনে রতঃ ॥১৪
যশ্চ শুশ্রূষতে শূদ্রঃ সততং নিয়তেন্দ্রিয়ঃ।
অতোঽন্যথা মনুষ্যেন্দ্র স্বধর্মাৎ পরিহীয়তে ॥ ১৫
প্রাণসন্তাপনিদিষ্টাঃ কাকিনোঽপি মহাফলাঃ
ন্যায়েনোপার্জিতা দত্তাঃ কিমুতাঢ্যাঃ সহস্রশঃ ॥ ১৬
সৎকৃত্য হি দ্বিজাতিভ্যো যো দদাতি নরাধিপঃ।
যাদৃশং তাদৃশং নিত্যমশ্নাতি ফলমুত্তমম্ ॥ ১৭
অভিগম্য চ তৎ তুষ্টা দত্তমাহুরভিষ্টুতম্।
যাচিতেন তু যদ্ দত্তং তদাহুর্মধ্যমং বুধাঃ ॥ ১৮
অবজ্ঞয়া দীয়তে যৎ তথৈবাশ্রদ্ধয়াপি বা
তমাহুরধমং দানং মুনয়ঃ সত্যবাদিনঃ ॥ ১৯

যে রাজা ধর্ম্মানুসারে প্রজাগণকে রক্ষা করেন, তিনি এই ধর্ম্মাচরণের জন্যই সকল লোকে পূজিত হন। এইভাবে যে ব্রাহ্মণ ধর্ম্মানুসারে স্বাধ্যায় করেন, যে বৈশ্য ধর্ম্মানুসারে ধন উপার্জনে রত থাকেন এবং যে শূদ্র জিতেন্দ্রিয় থাকিয়া সর্ব্বদা দ্বিজাতিগণের সেবা করেন, ইঁহারা সকলেই নিজ নিজ ধর্ম্মাচরণের জন্য সকল লোকে সম্মানিত হন নরেন্দ্র! ইহার বিপরীত আচরণ করিলে পর সকল মানুষ নিজ নিজ ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া যায় ॥ ১৪-১৫

প্রাণকে কষ্ট দিয়াও যদি ন্যায় অনুসারে উপার্জিত তিনটি কড়িও (অল্প অর্থও) দান করা হয়, তবে উহা মহাফলপ্রদ হইয়া থাকে, কিন্তু অন্য সব বস্তু যদি হাজার হাজার সংখ্যায় দান করা হয়, তবে উহার কথা আর কি বলিবার আছে? ১৬

যে নরপতি ব্রাহ্মণগণকে সৎকার করিয়া উঁহাদিগকে যেরূপ দান করিয়া থাকেন, সেইরূপই উত্তম ফল তিনি সর্ব্বদা উপভোগ করেন ॥ ১৭

স্বয়ংই ব্রাহ্মণের নিকট গমন করত তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া যে দান করা হয়, উহা প্রশংসনীয়—উত্তম বলিয়া কথিত হইয়াছে এবং যাচ্ঞা করিলে পর যাহা কিছু প্রদত্ত হয়, উহাকে বিদ্বান্ পুরুষ মধ্যম শ্রেণীর দান বলিয়া থাকেন ॥ ১৮

অবজ্ঞা অথবা অশ্রদ্ধা করিয়া যাহা কিছু দান করা হয়, উহাকে সত্যবাদী মুনিগণ অধম শ্রেণীর দান বলেন। নিমজ্জমান মানুষ যেরূপ নানা প্রকার উপায়ে সমুদ্র পার হইয়া যায়, সেইরূপ

অতিক্রামেন্মজ্জমানো বিবিধেন নরঃ সদা।
তথা প্রযত্নঃ কুর্বীত যথা মুচ্যেত সংশ্রয়াৎ ॥ ২০
দমেন শোভতে বিপ্রঃ ক্ষত্রিয়ো বিজয়েন তু
ধনেন বৈশ্যঃ শূদ্রস্তু নিত্যং দাক্ষ্যেণ শোভতে ॥ ২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি পরাশরগীতায়াং
ত্রিনবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯৩

তোমারও সর্বদা এতাদৃশ যত্ন করা উচিত, যাহাতে তুমিও সংসার-সমুদ্র হইতে মুক্ত হইয়া যাইতে সমর্থ হইবে। ১৯-২০

ব্রাহ্মণ ইন্দ্রিয় সংযমের দ্বারা, ক্ষত্রিয় যুদ্ধে জয় লাভের দ্বারা, বৈশ্য ন্যায়ানুসারে উপার্জিত ধনের দ্বারা এবং শূদ্র সদা সেবা-কার্যে নৈপুণ্যের পরিচয় দান করিলে পর শোভাপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ২১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে পরাশরগীতাবিষয়ক ত্রিনবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্নবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[পরাশরগীতায়াং ব্রাহ্মণানাং শূদ্রাণাঞ্চ জীবিকা, নিন্দনীয়-কর্ম্মণাং পরিত্যাগায়াদেশদানম্, মনুষ্যেষু আসুর-ভাবোৎপত্তিঃ, ভগবতা শিবেন তস্য নিবারণম্, স্বধর্ম্মানুসারেণ কর্ত্তব্যপালনস্যাদেশদানঞ্চ]

পরাশর উবাচ।

প্রতিগ্রহাগতা বিপ্রে ক্ষত্রিয়ে যুধি নির্জিতাঃ।
বৈশ্যে ন্যায়ার্জিতাশ্চৈব শূদ্রে শুশ্রূষয়ার্জিতাঃ ॥ ১
স্বল্পার্থাঃ প্রশস্যন্তে ধর্মস্যার্থে মহাফলাঃ
নিত্যং ত্রয়াণাং বর্ণানাং শুশ্রূষুঃ শূদ্র উচ্যতে ॥ ২
ক্ষত্রধর্মা বৈশ্যধর্মা নাবৃত্তিঃ পততে দ্বিজঃ
শূদ্রধর্মা যদা তু স্যাৎ তদা পততি বৈ দ্বিজঃ ॥ ৩
বাণিজ্যং পাশুপাল্যঞ্চ তথা শিল্পোপজীবনম্
শূদ্রস্যাপি বিধীয়তে যদা বৃত্তির্ন জায়তে ॥ ৪
রঙ্গাবতরণং চৈব তথা রূপোপজীবনম্
মদ্যমাংসোপজীবঞ্চ বিক্রয়ং লোহ-চর্মণোঃ ॥ ৫
অপূর্বিণা ন কর্তব্যং কর্ম লোকে বিগর্হিতম্
কৃতপূর্বং তু ত্যজতো মহান্ ধর্ম ইতি শ্রুতিঃ ॥ ৬
সংসিদ্ধঃ পুরুষো লোকে যদাচরতি পাপকম্।
মদেনাভিপ্লুতমনাস্তচ্চ ন গ্রাহ্যমুচ্যতে ॥ ৭

চতুর্নবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়

[পরাশরগীতায়াং—ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের জীবিকা, নিন্দনীয় কর্ম্ম-সকল ত্যাগ করিতে আদেশ দান, মনুষ্যগণের মধ্যে আসুরভাবের উৎপত্তি, ভগবান্ শিবের দ্বারা উহার নিবারণ এবং স্বধর্মানুসারে কর্ত্তব্য পালনের আদেশ।]

পরাশর বলিলেন, রাজন্! ব্রাহ্মণের নিকট প্রতিগ্রহ করিয়া আনীত অর্থ, ক্ষত্রিয়ের গৃহে যুদ্ধে জয় করিয়া আনীত অর্থ, বৈশ্যের সমীপে ন্যায়ানুসারে ক্ষেত্রকর্ষণ-পশুপালনাদি হইতে অর্জিত অর্থ এবং শূদ্রের গৃহে সেবার দ্বারা আনীত অর্থ অল্প হইলেও উহাই প্রশংসিত হইয়া থাকে ও ধর্মকার্যে উহার ব্যবহার হইলে মহাফল দান করে। ১-২

শূদ্র ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের নিত্য সেবক বলিয়া কথিত হয়। যদি ব্রাহ্মণ জীবিকার অভাবে ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্যের ধর্মের (বৃত্তির) দ্বারা জীবন নির্বাহ করেন, তবে তিনি পতিত হন না; কিন্তু তিনি যখন শূদ্রের ধর্ম অবলম্বন করিবেন, তখনই পতিত হইয়া যান। ২-৩

যখন শূদ্র সেবাবৃত্তির দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতে সমর্থ হইবে না, তখন তাহার পক্ষেও বাণিজ্য, পশুপালন ও শিল্প কলাদির দ্বারা জীবননির্বাহের বিধান আছে। ৪

রঙ্গমঞ্চে স্ত্রীআদি বেশে উঠিয়া নৃত্য করা বা ক্রীড়া দেখান, বহুরূপীর কার্য করা, মদ্য ও মাংস বিক্রয় করিয়া জীবিকা চালান এবং লৌহ ও চর্ম বিক্রী করা এই সব কার্য (সকলের পক্ষেই) নিন্দনীয়। যাহার গৃহে পূর্বপরম্পরাক্রমে এই কার্য অনুষ্ঠিত হইয়া না আসে, সেই ব্যক্তি স্বয়ং ইহা আরম্ভ করিবে না। যাহার গৃহে পূর্ব হইতেই এই কার্য করিবার প্রথা চলিয়া আসিতেছে, সেই ব্যক্তি যদি ইহা পরিত্যাগ করে, তবে উহাতে তাহার মহান্ ধর্ম পালিত হইবে—ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। ৫-৬

যদি জগতে প্রসিদ্ধ কোন মানুষ গর্ববশতঃ বা মনে লোভ-বশতঃ পাপাচরণ করিতে থাকে, তবে তাহার সেই কার্য অনুকরণ করিবার যোগ্য হয় না। ৭

ত্রয়স্তে হি পুরাণেষু প্রজা ধিগ্‌দণ্ডশাসনাঃ
দান্তা ধর্ম্মপ্রধানাশ্চ ন্যায়ধর্ম্মানুবৃত্তিকাঃ ॥ ৮
ধর্ম্ম এব সদা নৃণামিহ রাজন্ প্রশস্যতে
ধর্ম্মবৃদ্ধা গুণানেব সেবন্তে হি নরা ভুবি ॥ ৯
তং ধর্ম্মমসুরান্তাত নামুষ্যন্ত জনাধিপ
বিবর্ধমানাঃ ক্রমশস্তত্র তেঽন্ববিশন্ প্রজাঃ ॥ ১০
তাসাং দর্পঃ সমভবৎ প্রজানাং ধর্ম্মনাশনঃ
দর্পাত্মনাং ততঃ পশ্চাৎ ক্রোধস্তাসামজায়ত ॥ ১১
ততঃ ক্রোধাভিভূতানাং বৃত্তং লজ্জাসমন্বিতম্।
হ্রীশ্চৈবাপ্যনশদ্ রাজংস্ততো মোহো ব্যজায়ত ॥ ১২
ততো মোহপরীতাস্তা নাপশ্যন্ত যথা পুরা
পরস্পরাবমর্দেন বর্ধয়ন্তো যথাসুখম্ ॥ ১৩
তাঃ প্রাপ্য তু স দিগ্‌দণ্ডো ন কারণমথোঽভবৎ
ততোঽভ্যগচ্ছন্ দেবাংশ্চ ব্রাহ্মণাংশ্চাবমন্য হ ॥ ১৪

পুরাণসকলে শুনা যায়, পূর্ব্বে অধিকাংশ মানুষ সংযমী ও ধার্ম্মিক ছিলেন এবং ন্যায়োচিত আচারই অনুসরণ করিতেন। সেই সময় অপরাধী ব্যক্তিগণের ধিক্কার (তিরস্কার)-দানরূপ দণ্ডই ছিল। ৮

রাজন্! এ জগতে সর্ব্বদা মনুষ্যগণের ধর্ম্মই প্রশংসিত হইয়া থাকে। ধর্ম্মে শ্রেষ্ঠ মনুষ্যসকল ভূতলে কেবল সদ্‌গুণসমূহই সেবন করেন। ৯

তাত! অনেশ্বর। কিন্তু এই ধর্ম্ম অসুরগণ সহ্য করিতে পারে না। তাহারা ক্রমশঃ বর্দ্ধনশীল প্রজাগণের শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া যায়। ১০

তখন প্রজাদিগের মধ্যে ধর্ম্মবিনাশকারী দর্প উৎপন্ন হয়। তারপর যখন প্রজাগণের মনে দর্প আসিয়া প্রবিষ্ট হয়, তখন ক্রোধও উদ্ভূত হইয়া থাকে। ১১

রাজন্! তদনন্তর ক্রোধে আক্রান্ত মনুষ্যগণের মধ্যে লজ্জা যুক্ত সদাচার লুপ্ত হইতে থাকে। তাহাদের সঙ্কোচও চলিয়া যায়। ইহার পর তাহাদের মনে মোহের উদ্ভব হয়। ১২

মোহে আচ্ছন্ন সেই মনুষ্যগণের আর পূর্ব্বের ন্যায় বিবেকপূর্ণ দৃষ্টি থাকে না, অতএব তাহারা পরস্পর পরস্পরকে বিনাশ করত নিজ নিজ সুখ বর্দ্ধিত করিবার চেষ্টা করে। ১৩

সেই বিকৃত মনুষ্যগণকে প্রাপ্ত হইয়া দিগ্‌দণ্ড তাহাদিগকে সৎপথে আনিতে সফল হয় না। তখন সকল মানুষই দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের অপমান করত স্বৈরাচারী পথে বিষয়ভোগসমূহ উপভোগ করিতে থাকে। ১৪

এরূপ অবস্থা উপস্থিত হইলে পর দেবগণ বহুরূপধারী, অধিক

এতস্মিন্নেব কালে তু দেবা দেববরং শিবম্
অগচ্ছন্ শরণং ধীরং বহুরূপং গুণাধিপম্ ॥ ১৫
তেন স্ম তে গগনগাঃ সপুরাঃ পাতিতাঃ ক্ষিতৌ
ত্রিধাপোক্ষেন বাণেন দেবাপায়িততেজসা ॥ ১৬
তেষামধিপতিস্ত্বাসীদ্ ভীমো ভীমপরাক্রমঃ
দেবতানাং ভয়করঃ স হতঃ শূলপাণিনা ॥ ১৭
তস্মিন্ হতেঽথ স্বং ভাবং প্রত্যাপদ্যন্ত মানবাঃ
প্রাপদ্যন্ত চ বেদান্ বৈ শাস্ত্রাণি চ যথা পুরা ॥ ১৮
ততোঽভিষিচ্য রাজ্যেন দেবানাং দিবি বাসবম্
সপ্তর্ষয়শ্চাদ্যযুঞ্জন্ নরাণাং দণ্ডধারণে ॥ ১৯
সপ্তর্ষীণামথোর্দ্ধ্বঞ্চ বিপৃথুর্নাম পার্থিবঃ
রাজ্ঞাং ক্ষত্রিয়াণ্যৈব মণ্ডলেষু পৃথক্ পৃথক্ ॥ ২০
মহাকুলেষু যে জাতা বৃদ্ধাঃ পূর্ব্বতরাশ্চ যে।
তেষামপ্যাসুরো ভাবো হৃদয়ান্নাপসর্পতি ॥ ২১

ভগবান্, বীর ও দেবশ্রেষ্ঠ ভগবান্ শিবের শরণ গ্রহণ করেন। ১৫
তখন শিব দেবতাগণের দ্বারা বর্দ্ধিত তেজে সংযুক্ত হইয়া একটি মাত্র শক্তিশালী বাণের দ্বারা তিনটি নগরসহ আকাশে বিচরণকারী অসুরসকলকে বিনাশ করিয়া ভূতলে পাতিত করিলেন। পক্ষান্তরে সেই ভগবান শঙ্কর অলৌকিক শক্তিশালী কেবল উপদেশ বাক্যরূপ বাণের দ্বারা অত্যুচ্চগামী অধিক, মধ্যম ও অল্পভেদে ত্রিবিধ কামাদিকে পুনরায় ভূতলে নিপাতিত করিলেন। ১৬

এই অসুরগণের অধিপতি ভয়ঙ্কর আকারবিশিষ্ট ও ভীষণ পরাক্রমশালী ছিল। দেবগণকে সে সর্ব্বদা ভীতি প্রদান করিত; কিন্তু ভগবান্ শূলপাণি তাহাকেও বিনাশ করিয়াছিলেন। ১৭

সেই অসুর নিহত হইলে পর সকল মানুষ প্রকৃতিস্থ হইল এবং তাহারা পূর্ব্বের ন্যায় পুনরায় বেদ ও শাস্ত্রজ্ঞান প্রাপ্ত হইল। ১৮

তাহার পর সপ্তর্ষিগণ ইন্দ্রকে স্বর্গে দেবতাদের রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন এবং তাঁহারা স্বয়ং মনুষ্যগণের দণ্ড ধারণে নিযুক্ত থাকিলেন। ১৯

সপ্তর্ষিগণের পর বিপৃথুনামক রাজা ভূতলে রাজা হইয়াছিলেন এবং আরও অন্যান্য ক্ষত্রিয়সকল ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের রাজা ছিলেন। ২০

সেই সময় যাঁহারা উচ্চ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, বয়সে বৃদ্ধ ছিলেন, গুণেও অধিক ছিলেন এবং যাঁহারা পূর্ব্ববর্ত্তী পুরুষ, তাঁহাদের হৃদয় হইতেও আসুরভাব পূর্ণরূপে নির্গত হয় নাই। ২১

তস্মাৎ তেনৈব ভাবেন সানুষঙ্গেণ পার্থিবাঃ।
আসুরাণ্যেব কর্মাণি নাসেবন ভীমবিক্রমাঃ ॥ ২১
প্রত্যাতিষ্ঠংশ্চ তেষ্বেব তান্যেব স্থাপয়ন্তুপি।
ভজন্তে তানি চাদ্যাপি যে বালিশতরা নরাঃ ॥ ২২
তস্মাদহং ব্রবীমি ত্বাং রাজন্ সঞ্চিন্ত্য শাস্ত্রতঃ।
সংসিদ্ধাধিগমঃ কুর্য্যাৎ কর্ম হিংসাত্মকং ত্যজেৎ ॥ ২৩
ন সঙ্করেণ দ্রবিণং প্রচিন্বীয়াদ্ বিচক্ষণঃ
ধর্মার্থং ন্যায়মুৎসৃজ্য ন তৎ কল্যাণমুচ্যতে ॥ ২৫
স ত্বমেবংবিধো দান্তঃ ক্ষত্রিয়ঃ প্রিয়বান্ধবঃ।
প্রজা ভৃত্যাংশ্চ পুত্রাংশ্চ স্বধর্মেণানুপালয় ॥ ২৬
ইষ্টানিষ্টসমাযোগো বৈরং সৌহার্দমেব চ।
অপ জাতিসহস্রাণি বহূনি পরিবর্ততে ॥ ২৭

তস্মাদ্ গুণেষু রজ্যেথা মা দোষেষু কথঞ্চন।
নির্গুণোঽপি হি দুর্বুদ্ধিরাত্মনঃ সোঽতিরজ্যতে ॥ ২৮
মানুষেষু মহারাজ ধর্মাধর্মৌ প্রবর্ততঃ
ন তথান্যেষু ভূতেষু মনুষ্যরহিতেষ্বিহ ॥ ২৯
ধর্মশীলো নরো বিদ্বানীহকোঽনীহকোঽপি বা।
আত্মভূতঃ সদা লোকে চরেদ্ ভূতান্যহিংসয়া ॥ ৩০
যদা বাপেতদ্বন্দ্বোষ্মা মনো ভবতি তস্য বৈ।
নানৃতং চৈব ভবতি তদা কল্যাণমৃচ্ছতি ॥ ৩১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি পরাশরগীতায়াং
চতুর্নবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯৪

অতএব সেই আনুষঙ্গিক আসুরভাবাপন্ন বহু ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী ভূপাল অসুরোচিত কর্মসকলই আচরণ করিতে লাগিলেন। ২২

যে সব মানুষ অত্যন্ত মূর্খ, তাহারা আজ পর্য্যন্ত সেই আসুরভাবেই অবস্থিত থাকে, উহাকেই স্থাপিত করে এবং উহাই সর্ব্বতোভাবে অবলম্বন করে। ২৩

রাজন্! অতএব আমি শাস্ত্রানুসারে বিশেষভাবে বিচার বিবেচনা করিয়া বলিতেছি যে, মানুষ সেই আসুরভাব নিবৃত্তির কারণ আত্মজ্ঞানলাভের জন্য সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিবে, কিন্তু হিংসাত্মক কার্য্য ত্যাগ করিয়া দিবে। ২৪

বিদ্বান্ ব্যক্তি ধর্ম্ম করিবার জন্য ন্যায়পথ পরিত্যাগ করিয়া পাপপুণ্যমিশ্রিত পথে ধন সংগ্রহ করিবেন না কারণ, উহা কল্যাণকর বলিয়া কথিত হয় না। ২৫

তুমিও এইরূপ জিতেন্দ্রিয় ক্ষত্রিয় হইয়া বন্ধু বান্ধবগণের প্রতি সৌহার্দভাব রাখিয়া প্রজা, ভৃত্য ও পুত্রগণকে স্বধর্ম্মানুসারে পালন কর। ২৬

ইষ্ট ও অনিষ্টের সংযোগ এবং শত্রুতা ও সৌহার্দ এই সব অনুভব করিতে করিতে জীবের বহু সহস্র জন্ম অতিবাহিত হইয়া যায়। ২৭

সেইজন্য তুমি সদ্‌গুণসমূহে অনুরাগী হইও, কোনরূপেই দোষসকলে নহে কারণ, গুণহীন ও দুর্বুদ্ধি মানুষও নিজের গুণসকলের অভিমানে অত্যন্ত সন্তুষ্ট থাকে। ২৮

মহারাজ! এ সংসারে মনুষ্যগণের মধ্যে যেভাবে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম নিবাস করে, সেইরূপ মনুষ্যেতর অন্য প্রাণীর মধ্যে নহে। ২৯

ধর্ম্মপরায়ণ বিদ্বান্ মানুষ সচেষ্ট বা নিশ্চেষ্ট হউন, তিনি সর্ব্বদা জগতে সকলের প্রতি আত্মভাব রাখিয়া কোন প্রাণীকে হিংসা না করিয়া সমভাবে ব্যবহার করিবেন। ৩০

যখন মানুষের মন কামনা ও কর্ম্মসংস্কারহীন হইয়া যায় এবং সে মিথ্যাচরণ করিবে না, সেই সময় তাহার ব্রহ্মানন্দরূপ কল্যাণলাভ হইয়া থাকে। ৩১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বে পরাশরগীতাবিষয়ক চতুর্নবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চনবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ।

[পরাশরগীতায়াং বিষয়াসক্তমানুষস্য পতনম্, তপোবলস্য শ্রেষ্ঠত্বা, দার্ঢ্যেন স্বধর্ম্মপালনায়োপদেশদানঞ্চ]

পরাশর উবাচ ।

এষ ধর্ম্মবিধস্তাত গৃহস্থস্য প্রকীর্ত্তিতঃ ।
তপোবিধিং তু বক্ষ্যামি তস্মে নিগদতঃ শৃণু ॥ ১

প্রায়েণ চ গৃহস্থস্য মমত্বং নাম জায়তে ।
সঙ্গাগতং নরশ্রেষ্ঠ ভাবৈ রাজস-তামসৈঃ ॥ ২

গৃহাণ্যাশ্রিত্য গাবশ্চ ক্ষেত্রাণি চ ধনানি চ ।
দারাঃ পুত্রাশ্চ ভৃত্যাশ্চ ভবন্ত্যস্য নরস্য বৈ ॥ ৩

এবং তস্য প্রবৃত্তস্য নিত্যমেবানুপশ্যতঃ ।
রাগ-দ্বেষৌ বিবর্দ্ধেতে হ্যনিত্যত্বমপশ্যতঃ ॥ ৪

রাগ-দ্বেষাভিভূতঞ্চ নরং দ্রব্যবশানুগম্
মোহজাতা রতির্নাম সমুপৈতি নরাধিপ ॥ ৫

কৃতার্থং ভোগিনং মত্বা সর্ব্বো রতিপরায়ণঃ ।
লাভং গ্রাম্যসুখাদন্যং রতিতো নানুপশ্যতি ॥ ৬

ততো লোভাভিভূতাত্মা সঙ্গাদ্ বর্দ্ধয়তে জনম্ ।
পুষ্টার্থঞ্চৈব তস্যেহ জনস্যার্থং চিকীর্ষতি ॥ ৭

স জানন্নপি চাকার্য্যমর্থার্থং সেবিতে নরঃ
বালস্নেহপরীতাত্মা তৎক্ষয়াচ্চানুতপ্যতে ॥ ৮

ততো মানেন সম্পন্নো রক্ষন্নাত্মপরাজয়ম্
করোতি যেন ভোগী স্যামিতি তস্মাদ্ বিনশ্যতি ॥ ৯

তথা হি বুদ্ধিযুক্তানাং শাশ্বতং ব্রহ্মবাদিনাম্ ।
অন্বিচ্ছতাং শুভং কর্ম্ম নরাণাং ত্যজতাং সুখম্ ॥ ১০

স্নেহায়তননাশাচ্চ ধননাশাচ্চ পার্থিব ।
আধিব্যাধিপ্রতাপাচ্চ নির্ব্বেদমুপগচ্ছতি ॥ ১১

পঞ্চনবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়

[পরাশরগীতায়—বিষয়াসক্ত মানুষের পতন, তপোবলের শ্রেষ্ঠতা ও দৃঢ়তাসহকারে স্বধর্ম্মপালনের জন্য আদেশ দান ।]

পরাশর বলিলেন,—তাত ! এই আমি গৃহস্থ মানুষের ধর্ম্মের বিধান বর্ণনা করিলাম। এখন আমি তপস্যার বিধির কথা বলিব, তুমি উহা আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর ॥ ১

নরশ্রেষ্ঠ ! গৃহস্থ মানুষের প্রায়শই রাজস ও তামসভাব-সমূহের সংসর্গবশতঃ পশার্থ এবং ব্যক্তিসকলের উপর মমতা জন্মিয়া থাকে ॥ ২

গৃহসমূহ আশ্রয় করিলেই মানুষের গরু, ক্ষেত্র, ধন, স্ত্রী, পুত্র ও ভরণ-পোষণযোগ্য অন্যান্য আত্মীয় স্বজনগণের সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া যায় ॥ ৩

এইভাবে প্রবৃত্তি মার্গে থাকিয়া সে নিত্যই এই সব বস্তু দেখে, কিন্তু ইহাদের অনিত্যতার উপর তাহার দৃষ্টি পতিত হয় না ; সেইজন্য তাহার মনে এই সবের প্রতি অনুরাগ ও দ্বেষ বর্দ্ধিত হইতে থাকে ॥ ৪

নরনাথ ! রাগ ও দ্বেষের বশীভূত হইয়া যখন মানুষ দ্রব্য-সমূহে আসক্ত হয়, তখন মোহের কন্যা রতি তাহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হয় ॥ ৫

তখন রতিপরায়ণ সকল মানুষ ভোগী পুরুষকেই কৃতার্থ মনে করিয়া রতির দ্বারা যে বিষয়-সুখ অনুভব হয়, উহা হইতে শ্রেষ্ঠ লাভ অন্য কিছুকেই মনে করে না ॥ ৬

তদনন্তর তাহার মনে লোভ আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে এবং সে আসক্তিবশতঃ নিজের পরিজনের সংখ্যা বাড়াইতে থাকে। ইহার পর সেই সব পরিজনের পালন-পোষণের জন্য মানুষের মনে ধনসংগ্রহের ইচ্ছা হয় ॥ ৭

যদিও মানুষ জানে যে, অমুক কার্য্য করা পাপ, তথাপি ধনের জন্য সে সেই কার্য্য করিতেই থাকে। বালক-বালিকাগণের স্নেহে তাহার মন আবিষ্ট থাকে এবং তাহাদের মধ্যে যদি কেহ নিহত হয়, তবে তাহার জন্য সে বারংবার অনুতাপ করে ॥ ৮

ধনের দ্বারা যখন মানুষের সম্মান বাড়ে, তখন সেই মানী মানুষ সদা নিজেকে অপমান হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করে এবং 'আমি ভোগী হইব' এই উদ্দেশ্য লইয়াই সে সমস্ত কার্য্য করে ও সেই চেষ্টা করিতে করিতেই সে একদিন নষ্ট হইয়া যায় ॥ ৯

কিন্তু যাঁহারা শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, অথচ উহা হইতে সুখলাভের আশা পরিত্যাগ করেন, এরূপ সমত্ববুদ্ধিযুক্ত ব্রহ্মবাদী পুরুষই সনাতন পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ১০

ভূপাল ! সংসারী মানুষের যদিও তাহার স্নেহের আধার-ভূত স্ত্রী-পুত্রাদির নাশ হয়, ধন নিঃশেষ হইয়া যায় এবং রোগ ও চিন্তায় কষ্টে সে পতিত হয়, তথাপি তাহার বৈরাগ্য হয় না ॥ ১১

নির্বেদাদাত্মসম্বোধঃ সম্বোধাচ্ছাস্ত্রদর্শনম্
শাস্ত্রার্থদর্শনাদ্ রাজংস্তপ এবানুপশ্যতি ॥ ১২
দুর্লভো হি মনুষ্যেন্দ্র নরঃ প্রত্যবমর্শবান্
যো বৈ প্রিয়-সুখে ক্ষীণে তপঃ কর্তুং ব্যবস্যতি ॥১৩
তপঃ সর্বগতং তাত হীনস্যাপি বিধীয়তে
জিতেন্দ্রিয়স্য দান্তস্য স্বর্গমার্গপ্রবর্তকম্ ॥ ১৪
প্রজাপতিঃ প্রজাঃ পূর্বমসৃজৎ তপসা বিভুঃ।
ক্বচিৎ ক্বচিদ্ ব্রহ্মপরো ব্রতান্যাস্থায় পার্থিব ॥১৫
আদিত্যা বসবো রুদ্রাস্তথৈবাগ্ন্যশ্বিমারুতাঃ
বিশ্বেদেবাস্তথা সাধ্যাঃ পিতরোঽথ মরুদ্গণাঃ ॥ ১৬
যক্ষ-রাক্ষস-গন্ধর্বাঃ সিদ্ধাশ্চান্যে দিবৌকসঃ
সংসিদ্ধাস্তপসা তাত যে চান্যে স্বর্গবাসিনঃ। ১৭
যে চাদৌ ব্রাহ্মণাঃ সৃষ্টা ব্রহ্মণা তপসা পুরা
তে ভাবয়ন্তঃ পৃথিবীং বিচরন্তি দিবং তথা ॥ ১৮
মর্ত্যলোকে চ রাজানো যে চান্যে গৃহমেধিনঃ।
মহাকুলেষু দৃশ্যন্তে তৎ সর্বং তপসঃ ফলম্ ॥১৯
কৌশিকানি চ বস্ত্রাণি শুভাস্তাভরণানি চ।
বাহনাসনপানানি তৎ সর্বং তপসঃ ফলম্ ॥ ২০
মনোঽনুকূলাঃ প্রমদা রূপবত্যঃ সহস্রশঃ।
বাসঃ প্রাসাদপৃষ্ঠে চ তৎ সর্বং তপসঃ ফলম্ ॥ ২১
শয়নানি চ মুখ্যানি ভোজ্যানি বিবিধানি চ
অভিপ্রেতানি সর্বাণি ভবন্তি শুভকর্মিণাম্ ॥ ২২
নাপ্রাপ্যং তপসঃ কিঞ্চিৎ ত্রৈলোক্যেঽপি পরন্তপ
উপভোগপরিত্যাগঃ ফলান্যকৃতকর্মণাম্ ॥ ২৩
সুখিতো দুঃখিতো বাপি নরো লোভং পরিত্যজেৎ
অবেক্ষ্য মনসা শাস্ত্রং বুদ্ধ্যা চ নৃপসত্তম ॥ ২৪
অসন্তোষোঽসুখায়েতি লোভাদিন্দ্রিয়সম্ভ্রমঃ
ততোঽস্য নশ্যতি প্রজ্ঞা বিদ্যেবাভ্যাসবর্জিতা ॥ ২৫
নষ্টপ্রজ্ঞো যদা তু স্যাৎ তদা ন্যায্যং ন পশ্যতি
তস্মাৎ সুখক্ষয়ে প্রাপ্তে পুমানুগ্রং তপশ্চরেৎ ॥ ২৬

রাজন্! বৈরাগ্যের দ্বারা মানুষের আত্মতত্ত্বের জিজ্ঞাসা হয়। জিজ্ঞাসা হইতে শাস্ত্রসকলের অধ্যয়নে মন লাগে এবং শাস্ত্রসমূহের অর্থ ও ভাবের জ্ঞান হইতে মানুষ তপস্যাকেই কল্যাণের সাধন বলিয়া বুঝিতে পারে।

নরেন্দ্র! জগতে এরূপ বিবেকী পুরুষ দুর্লভ, যিনি স্ত্রী পুত্রাদি প্রিয়জন হইতে প্রাপ্ত সুখভোগ না করিয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হইবার চেষ্টা করেন। ১৩

তাত! তপস্যার সকলেরই অধিকার আছে। জিতেন্দ্রিয় ও মনোনিগ্রহসম্পন্ন হীন বর্ণের পক্ষেও তপেরই বিধান আছে, কারণ, তপই মানুষকে স্বর্গের পথে লইয়া যায়। ১৪

ভূপাল! পুরাকালে শক্তিশালী প্রজাপতি তপস্যায় অবস্থান করত এবং কখনও কখনও ব্রহ্মপরায়ণ ব্রতে অবস্থিত হইয়া জগৎ সৃষ্টি করেন। ১৫

তাত! আদিত্য, বসু, রুদ্র, অগ্নি, অশ্বিনীকুমার, বায়ু, বিশ্বেদেব, সাধ্য ও পিতৃগণ এবং মরুৎ, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব, সিদ্ধ ও অন্যান্য যে সব স্বর্গবাসী দেবতা আছেন, ইঁহারা সকলেই তপস্যার দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। ১৬-১৭

ব্রহ্মা পুরাকালে মরীচি প্রভৃতি যে সব ব্রাহ্মণগণকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাঁহারা তপস্যার প্রভাবেই পৃথিবী ও আকাশকে পবিত্র করিতে করিতে বিচরণ করেন। ১৮

মর্ত্যলোকেও যে সব রাজা, মহারাজা এবং অন্যান্য গৃহস্থকে উচ্চ কুলে জন্মগ্রহণ করিতে দেখা যায়, এই সবও তাঁহাদের তপস্যারই ফল।

রেশমী বস্ত্র, সুন্দর আভরণ, বাহন, আসন এবং উত্তম পান পানীয়াদি সব কিছুই তপস্যারই ফল

মনের অনুকূল সহস্র সহস্র রূপবতী যুবতী ও প্রাসাদে বাস—এ সমস্তই তপস্যারই ফল। ২১

শ্রেষ্ঠ শয্যা, নানাবিধ উত্তম ভোজন এবং সমস্ত মনোবাঞ্ছিত পদার্থ পুণ্য কর্মকারী মনুষ্যগণেরই লাভ হইয়া থাকে

পরন্তপ! ত্রিভুবনে এরূপ কোন বস্তু নাই, যাহা তপস্যার দ্বারা পাওয়া না যাইবে কিন্তু যাঁহারা কাম্য অথবা নিষিদ্ধ কর্ম করেন নাই, তাঁহাদের তপস্যার ফল সুখভোগেরই পরিত্যাগ। ২৩

নৃপশ্রেষ্ঠ! মানুষ সুখে বা দুঃখে মন এবং বুদ্ধির দ্বারা শাস্ত্রের তত্ত্ব বুঝিয়া লোভকে পরিত্যাগ করিয়া দিবে ২৪

অসন্তোষ দুঃখেরই কারণ। লোভের দ্বারা মন ও ইন্দ্রিয়গণ চঞ্চল হইয়া উঠে, উহাতে মানুষের বুদ্ধি সেইভাবে নষ্ট হইয়া যায়, যেরূপ অভ্যাসের অভাবে বিদ্যা নষ্ট হইয়া যায়। ২৫

যখন মনুষ্যের বুদ্ধি নষ্ট হইয়া যায়, তখন সে ন্যায়কে দেখিতে পায় না অর্থাৎ কর্তব্য ও অকর্তব্য নির্ণয় করিতে সমর্থ হয় না, সেইজন্য সুখের ক্ষয় হইয়া যাইলে পর প্রত্যেক পুরুষের ঘোর তপস্যা করা কর্তব্য। ২৬

যদিষ্টং তৎ সুখং প্রাহুর্দ্বেষ্যং দুঃখমিহেষ্যতে।
কৃতাকৃতস্য তপসঃ ফলং পশ্যস্ব যাদৃশম্ ॥ ২৭

নিত্যং ভদ্রাণি পশ্যন্তি বিষয়াংশ্চোপভুঞ্জতে
প্রাকাশ্যঞ্চৈব গচ্ছন্তি কৃত্বা নিষ্কলষং তপঃ ॥ ২৮

অপ্রিয়াণ্যবমানাংশ্চ দুঃখং বহুবিধাত্মকম্।
ফলার্থী তৎ ফলং ত্যক্ত্বা প্রাপ্নোতি বিষয়াত্মকম্ ॥২৯

ধর্মে তপসি দানে চ বিচিকিৎসাস্য জায়তে।
স কৃত্বা পাপকান্যেব নিরয়ং প্রতিপদ্যতে ॥ ৩০

সুখে তু বর্ত্তমানো বৈ দুঃখে বাপি নরোত্তম
সুবৃত্তাদ্ যো ন চলতে শাস্ত্রচক্ষুঃ স মানবঃ ॥ ৩১

ইষুপ্রপাতমাত্রং হি স্পর্শযোগে রতিঃ স্মৃতা।
রসনে দর্শনে ঘ্রাণে শ্রবণে চ বিশাম্পতে ॥৩২

ততোঽস্য জায়তে তীব্রা বেদনা তৎক্ষয়াৎ পুনঃ
অবুধা ন প্রশংসন্তি মোক্ষং সুখমনুত্তমম্ ॥ ৩৩

যাহা নিজের প্রিয়, উহাকে সুখ বলে এবং যাহা মনের প্রতিকূল, উহাকে দুঃখ বলে তপস্যা করিলে সুখ লাভ হয় ও তপস্যা না করিলে দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হয় এইভাবে তপস্যা করিলে এবং না করিলে যেরূপ ফল লাভ হয়, উহা তুমি ভালভাবে বুঝিতে সচেষ্ট হও। ২৭

মানুষ ত্রুটীহীন তপস্যা করিয়া সদা নিজের কল্যাণই দেখিতে পায়। তখন সে মনোবাঞ্ছিত বিষয়সমূহ উপভোগ করিতে থাকে এবং জগতে তাহার খ্যাতি লাভ হয়। ২৮

মনের অনুকূল ফললাভ করিতে অভিলাষী মানুষ সকাম কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া অপ্রিয়, অপমান ও নানা প্রকার দুঃখ লাভ করে, কিন্তু কর্মের ফলের আশা যদি পরিত্যাগ করিয়া দেয়, তবে সেই মানুষই সমস্ত বিষয়ের আত্মস্বরূপ পরব্রহ্ম পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ২৯

যে ব্যক্তির ধর্ম, তপস্যা ও দানে সংশয় উৎপন্ন হয়, সেই পাপকর্মকারী ব্যক্তি নরকে পতিত হইয়া থাকে। ৩০

নরোত্তম! যে মানুষ সুখে অথবা দুঃখে কোন সময়েই সদাচার হইতে বিচলিত হন না, সেই মানুষ শাস্ত্রদর্শী। ৩১

প্রজানাথ! ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া ভূতলে পতিত হইতে বাণের যে সময় লাগে, সেইরূপ সময়ই স্পর্শেন্দ্রিয়, রসনা, নেত্র, নাসিকা ও কর্ণের বিষয় সুখ অনুভব করিতে লাগে অর্থাৎ বিষয়-সুখ ক্ষণিক। ৩২

তারপর সেই সুখ যখন নষ্ট হইয়া যায়, তখন তাহার জন্য মনে অতিশয় বেদনা হইতে থাকে। ইহাতেও অজ্ঞান মানুষ (বিষয়েই লিপ্ত থাকে, সে) সর্ব্বোত্তম মোক্ষসুখের প্রশংসা করে না অর্থাৎ উহা কামনা করে না। ৩৩

ততঃ ফলার্থং সর্বস্য ভবন্তি জ্যায়সে গুণাঃ
ধর্মবৃত্ত্যা চ সততং কামার্থাভ্যাং ন হীয়তে ॥ ৩৪

অপ্রযত্নাগতাঃ সেব্যা গৃহস্থৈর্বিষয়াঃ সদা।
প্রযত্নেনোপগম্যাশ্চ স্বধর্ম ইতি মে মতিঃ ॥ ৩৫

মানিনাং কুলজাতানাং নিত্যং শাস্ত্রার্থচক্ষুষাম্
ক্রিয়াধর্মবিমুক্তানামশক্ত্যা সংবৃতাত্মনাম্ ॥ ৩৬

ক্রিয়মাণং যদা কর্ম নাশং গচ্ছতি মানুষম্।
তেষাং নাস্তীহ তে লোকে তপসঃ কর্ম বিদ্যতে ॥ ৩৭

সর্বাত্মনানুকুর্বীত গৃহস্থঃ কর্মনিশ্চয়ম্।
দাক্ষ্যেণ হব্যকব্যার্থং স্বধর্মং বিচরন্ নৃপ। ৩৮

যথা নদীনদাঃ সর্বে সাগরে যান্তি সংস্থিতিম্।
এবমাশ্রমিণঃ সর্বে গৃহস্থে যান্তি সংস্থিতিম্ ॥ ৩৯

সেইজন্য গৃহস্থ মানুষগণের সদা বিনা চেষ্টায় স্বতই উপস্থিত বিষয়সমূহ উপভোগ করা উচিত এবং যত্ন সহকারে নিজের ধর্ম পালন করা উচিত,—ইহাই আমার অভিমত। ৩৫

যখন উত্তম কুলে উৎপন্ন, সম্মানিত, শাস্ত্রের অর্থদর্শী, অসামর্থ্যবশতঃ কর্ম ও ধর্মহীন এবং আত্মতত্ত্বে অনভিজ্ঞ মনুষ্যগণেরও সম্পাদিত লৌকিক কর্ম নষ্ট হইয়া যায়, তখন ইহাই বুঝিতে হইবে যে জগতে তপস্যা ব্যতীত অন্য আর কোন সৎকর্ম তাহাদের পক্ষে নাই। ৩৬-৩৭

হে নৃপ! গৃহস্থ ব্যক্তি সর্বোতোভাবে নিজের কর্তব্য নিশ্চয় করত স্বধর্মপালন করিতে করিতে দক্ষতার সহিত যজ্ঞ ও শ্রাদ্ধাদি কর্মসকল অনুষ্ঠান করিবে। ৩৮

যেরূপ সমস্ত নদ-নদী সমুদ্রে যাইয়া মিলিত হয়, সেইরূপ ব্রহ্মচর্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস - এই সমস্ত আশ্রমই গৃহস্থ আশ্রমেরই আশ্রয়ে অবস্থিত থাকে। ৩৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি পরাশরগীতায়াং পঞ্চনবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে পরাশরগীতাবিষয়ক পঞ্চনবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষণ্ণবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[পরাশরগীতায়া বর্ণবিশেষস্যোৎপত্তিরহস্যম্, তপোবলেনোৎকৃষ্টবর্ণপ্রাপ্তিঃ, বিভিন্নবর্ণানাং বিশেষ সামান্যধর্ম্মাঃ, সৎকর্ম্মণাং শ্রেষ্ঠতা, হিংসারাহিত্যস্য বর্ণধর্ম্মস্য বর্ণনঞ্চ]

জনক উবাচ।

বর্ণো বিশেষবর্ণানাং মহর্ষে কেন জায়তে
এতদিচ্ছাম্যহং জ্ঞাতুং তদ্ ব্রূহি বদতাং বর ॥ ১

যদেতজ্জায়তেঽপত্যং স এবায়মিতি শ্রুতিঃ
কথং ব্রাহ্মণতো জাতো বিশেষগ্রহণং গতঃ ॥ ২

পরাশর উবাচ

এবমেতন্মহারাজ যেন জাতঃ স এব সঃ
তপসস্তূপকর্ষেণ জাতিগ্রহণতাং গতঃ ॥ ৩

সুক্ষেত্রাচ্চ সুবীজাচ্চ পুণ্যো ভবতি সম্ভবঃ
অতোঽন্যতরতো হীনাদবরো নাম জায়তে ॥ ৪

বক্ত্রাদ্ ভুজাভ্যামূরুভ্যাং পদ্ভ্যাঞ্চৈবাথ জজ্ঞিরে
সৃজতঃ প্রজাপতের্লোকানিতি ধর্ম্মবিদো বিদুঃ ॥ ৫

মুখজা ব্রাহ্মণাস্তাত বাহুজাঃ ক্ষত্রিয়াঃ স্মৃতাঃ
উরুজা ধনিনো রাজন্ পাদজাঃ পরিচারকাঃ ॥ ৬

চতুর্ণামেব বর্ণানামাদ্যন্তে পুরুষর্ষভ
অতোঽন্যে ত্বতিরিক্তা যে তে বৈ সঙ্করজাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৭

ক্ষত্রিয়াত্তিরপাপেষ্ঠা উগ্রা বৈদেহকাস্তথা
শ্বপাকাঃ পুক্কসাঃ স্তেনা নিষ্পলাঃ সূত-মাগধাঃ ॥ ৮

অযোগাঃ করণা ব্রাত্যাশ্চাণ্ডালাশ্চ নরাধিপ।
এতে চতুর্ভ্যো বর্ণেভ্যো জায়ন্তে বৈ পরস্পরাৎ ॥ ৯

জনক উবাচ

ব্রহ্মণৈকেন জাতানাং নানাত্বং গোত্রতঃ কথম্
বহূনীহ হি লোকে বৈ গোত্রাণি মুনিসত্তম ॥ ১০

যত্র তত্র কথং জাতাঃ স্বযোনিষু মুনয়ো গতাঃ
শুদ্ধযোনৌ সমুৎপন্না বিযোনৌ চ তথা পরে ॥ ১১

ষণ্ণবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়

[পরাশরগীতায়—বর্ণবিশেষের উৎপত্তির রহস্য, তপোবলের দ্বারা উৎকৃষ্ট বর্ণপ্রাপ্তি, বিভিন্ন বর্ণসমূহের বিশেষ ও সামান্য ধর্ম, সৎকর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা এবং হিংসারহিত বর্ণধর্ম্মের বর্ণন।

জনক বলিলেন,—বক্তৃতাদাতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহর্ষে! ব্রাহ্মণাদি বিশেষ বিশেষ বর্ণসকলের যে বর্ণ, উহা কাহার দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে? ইহা আমি জানিতে ইচ্ছা করি। আপনি আমাকে এই বিষয় বলুন। ১

শ্রুতি বলেন, যাহার দ্বারা সন্তান উৎপন্ন হয়, উহাকে তদ্রূপেই জানিতে হইবে অর্থাৎ সন্তানরূপে জন্মদাতা পিতাই নূতন জন্ম ধারণ করেন। সেই কারণে প্রথমে ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন ব্রাহ্মণগণ হইতেই সকলের জন্ম হইয়াছে, তখন উহাদের ক্ষত্রিয়াদি বিশেষ সংজ্ঞা কিভাবে হইল? ২

পরাশর বলিলেন,—হে মহারাজ! ইহা সত্য যে, যাহার দ্বারা যে জন্মগ্রহণ করে, সে তাহারই স্বরূপই হয়, তথাপি তপস্যার প্রভাবে মানুষ নিকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হয়। ৩

উত্তম ক্ষেত্র (মাতা) ও উত্তম বীজ (পিতা) হইতে যে জন্ম হয়, উহা পবিত্রই হইয়া থাকে। যদি ক্ষেত্র (মাতা) এবং বীজের (পিতার) মধ্যে একজনও নিম্ন কোটীর হয়, তবে উহার দ্বারা হীন সন্তানেরই উৎপত্তি হইয়া থাকে। ৪

মনীষী পুরুষগণ ইহা জানেন যে, প্রজাপতি ব্রহ্মা যখন মানব-জগৎ সৃষ্টি করিতে লাগিলেন, সেই সময় তাঁহার মুখ, বাহু, জানু ও পদ এই অঙ্গসকল হইতে মনুষ্যগণের জন্ম হইয়াছিল। ৫

তাত! যাঁহারা মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলা হয়, বাহু হইতে উদ্ভূত মনুষ্যদিগকে ক্ষত্রিয় বলা হয়। রাজন্! জঙ্ঘা হইতে উৎপন্ন মনুষ্যগণকে ধনবান্ (বৈশ্য বলিয়া অভিহিত করা হয় এবং চরণ হইতে যাঁহাদের জন্ম হইয়াছে, তাঁহাদিগকে পরিচারক বলা হয় অর্থাৎ শূদ্ররূপে পরিচয় দেওয়া হয়। ৬

পুরুষপ্রবর! এই ব্রহ্মার চার অঙ্গ হইতে চার বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহা হইতে ভিন্ন যে সব মানুষ উৎপন্ন হইয়াছে, উহারাও এই চারি বর্ণের সম্মিশ্রণে উৎপন্ন হওয়ায় বর্ণসঙ্কর বলিয়া কথিত হয়। ৭

নরনাথ! ক্ষত্রিয়, অতিরথ, অম্বষ্ঠ, উগ্র, বৈদেহ, শ্বপাক, পুক্কস, স্তেন, নিষাদ, সূত, মাগধ, অযোগ, করণ, ব্রাত্য ও চাণ্ডাল—ইহারা ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ হইতে অনুলোম ও প্রতিলোম বর্ণের স্ত্রীগণের সহিত পরস্পর সংযোগ হইলে পর উৎপন্ন হইয়া থাকে। ৮-৯

জনক বলিলেন—মুনিশ্রেষ্ঠ! যখন একমাত্র ব্রহ্মাই সকলকে জন্ম দিয়া থাকেন, তখন মনুষ্যগণের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন গোত্র কিভাবে হইল? এ জগতে মনুষ্যদের মধ্যে বহু গোত্র শুনা যায়। ১০

ঋষি ও মুনিগণ যেখানে সেখানে জন্মগ্রহণ করিয়া অর্থাৎ যাঁহারা

পরাশর উবাচ

রাজন্নেতদ্ ভবেদ্ গ্রাহ্যমপকৃষ্টেন জন্মনা
মহাত্মনাং সমুৎপত্তিস্তপসা ভাবিতাত্মনাম্ ॥ ১২
উৎপাদ্য পুত্রান্ মুনয়ো নৃপতে যত্র তত্র হ
স্বেনৈব তপসা তেষামৃষিত্বং বিদধুঃ পুনঃ ॥ ১৩
পিতামহস্য মে পূর্বমৃষ্যশৃঙ্গশ্চ কাশ্যপঃ
বেদস্তাতাঃ কৃপশ্চৈব কক্ষীবান্ কমঠাদয়ঃ ॥ ১৪
যবক্রীতশ্চ নৃপতে দ্রোণশ্চ বদতাং বরঃ।
আয়ুর্মতঙ্গো দত্তশ্চ দ্রুপদো মৎস্য এব চ ॥ ১৫
এতে স্বাং প্রকৃতিং প্রাপ্তা বৈদেহ তপসোঽন্বয়াৎ।
প্রতিষ্ঠিতা বেদবিদো দমেন তপসৈব হি ॥ ১৬
মূলগোত্রাণি চত্বারি সমুৎপন্নানি পার্থিব
অঙ্গিরাঃ কশ্যপশ্চৈব বসিষ্ঠো ভৃগুরেব চ ॥১৭
কর্মতোঽন্যানি গোত্রাণি সমুৎপন্নানি পার্থিব।
নামধেয়ানি তপসা তানি চ গ্রহণং সতাম্ ॥ ১৮

জনক উবাচ

বিশেষধর্মান্ বর্ণানাং প্রব্রূহি ভগবন্ মম।
ততঃ সামান্যধর্মাংশ্চ সর্বত্র কুশলো ভবসি ॥ ১৯

পরাশর উবাচ।

প্রতিগ্রহো যাজনকস্তথৈবাধ্যাপনং নৃপ
বিশেষধর্মা বিপ্রাণাং রক্ষা ক্ষত্রস্য শোভনা ॥ ২০
কৃষিশ্চ পাশুপাল্যঞ্চ বাণিজ্যঞ্চ বিশামপি।
দ্বিজানাং পরিচর্যা চ শূদ্রকর্ম নরাধিপ ॥ ২১
বিশেষধর্মা নৃপতে বর্ণানাং পরিকীর্তিতাঃ
ধর্মান্ সাধারণাংস্তাত বিস্তরেণ শৃণুষ্ব মে ॥ ২২
আনৃশংস্যমহিংসা চাপ্রমাদঃ সংবিভাগিতা
শ্রাদ্ধকর্মাতিথেয়ঞ্চ সত্যমক্রোধ এব চ ॥ ২৩
স্বেষু দারেষু সন্তোষঃ শৌচং নিত্যানসূয়তা
আত্মজ্ঞানং তিতিক্ষা চ ধর্মাঃ সাধারণা নৃপ ॥২৪

শুদ্ধ যোনিতে এবং অন্যেরা বিপরীত যোনিতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলে কিভাবে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন ?১১

পরাশর বলিলেন,—রাজন্! তপস্যার দ্বারা যাঁহাদের অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, সেই মহাত্মা পুরুষগণের দ্বারা যে সন্তানের উৎপত্তি হয়, অথবা তাঁহারা স্বেচ্ছায় যে কোনও স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন, এরূপ স্থলে ক্ষেত্র (মাতা) নিকৃষ্ট হইলে পরও তাঁহাদিগকে উৎকৃষ্ট বলিয়াই মানিতে হইবে। ১২

হে নৃপতে! মুনিগণ যেখানে সেখানে বহু পুত্র উৎপন্ন করিয়া তাঁহাদের সকলকে নিজেদেরই তপোবলে পুনরায় ঋষি করিয়াছিলেন।১৩

বিদেহরাজ! আমার পিতামহ বশিষ্ঠ, কাশ্যপগোত্রীয় ঋষ্যশৃঙ্গ, বেদ, তাণ্ডা, কৃপ, কক্ষীবান্ কমঠাদি, যবক্রীত, বাচকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দ্রোণ, আয়ু, মতঙ্গ, দত্ত, দ্রুপদ এবং মৎস্য ইঁহারা সকলে তপস্যা আশ্রয় করায় নিজ নিজ প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইন্দ্রিয়সংযম ও তপস্যার দ্বারাই ইঁহারা বেদজ্ঞ এবং সমাজে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।১৪-১৬

ভূপাল! প্রথমে অঙ্গিরা, কশ্যপ, বশিষ্ঠ ও ভৃগু এই চার মূল গোত্র উদ্ভূত হইয়াছিল। অন্য সব গোত্র কর্মানুসারে পরে উৎপন্ন হয়। এইসব গোত্র ও তাঁহাদের নাম সেই গোত্রপ্রবর্তক মহর্ষিগণের তপস্যার দ্বারা সাধুসমাজে সুবিখ্যাত এবং সম্মানিত হইয়াছে। ১৭-১৮

জনক বলিলেন,—ভগবন্! আপনি আমাকে সকল বর্ণের বিশেষ ধর্মের কথা বলুন, তারপর সামান্য ধর্মও উপদেশ করিবেন কারণ, আপনি সকল বিষয় প্রতিপাদন করিতে কুশল। ১৯

পরাশর বলিলেন,—রাজন্! প্রতিগ্রহ (দানগ্রহণ করা), যজ্ঞ করান এবং অধ্যাপন এই তিনটি ব্রাহ্মণের বিশেষ ধর্ম (যাহা তাঁহাদের জীবিকার উপায়)। প্রজাগণকে রক্ষা করা ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠ ধর্ম। ২০

নরনাথ! কৃষি পশুপালন ও বাণিজ্য ইহা বৈশ্যদের বিশেষ ধর্ম এবং দ্বিজাতিগণের সেবা করা শূদ্রের বিশেষ ধর্ম।২১

মহারাজ! বর্ণসকলের যে বিশেষ ধর্ম, উহা আমি বর্ণনা করিলাম। তাত! এখন উহাদের সাধারণ ধর্ম আমি বিস্তারের সহিত বলিতেছি, তুমি আমার নিকট হইতে উহা শ্রবণ কর। ২২

নৃশংসতা না করা (অর্থাৎ দয়া), অহিংসা, অপ্রমাদ (সাবধানতা), দেবগণ ও পিতৃগণকে তাঁহাদের যথাযথ ভাগ সমর্পণ করা, অথবা দান করা, শ্রাদ্ধকর্ম, অতিথিসৎকার, সত্য, অক্রোধ, নিজেরই পত্নীতে সন্তুষ্ট থাকা, পবিত্র থাকা বা রাখা কখনও কাহার দোষ না দেখা, আত্মজ্ঞান এবং তিতিক্ষা (সহনশীলতা) —এগুলি সকল বর্ণের সাধারণ ধর্ম। ২৩-২৪

নরশ্রেষ্ঠ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণকে দ্বিজাতি বলে। পূর্বোক্ত ধর্মে ইঁহাদেরই অধিকার। ২৫

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাস্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
অত্র তেষামধীকারো ধর্মেষু দ্বিপদাং বর ॥ ২৫
বিকর্মাবস্থিতা বর্ণাঃ পততস্তে নৃপতে ত্রয়ঃ
উন্নমন্তি যথাসত্ত্বমাশ্রিত্যেহ স্বকর্মসু ॥ ২৬
ন চাপি শূদ্রঃ পততীতি নিশ্চয়ো
ন চাপি সংস্কারমিহার্হতীতি বা
শ্রুতিপ্রবৃত্তঃ ন চ ধর্মমাপ্নুতে
ন চাস্য ধর্মে প্রতিষেধনং কৃতম্ ॥ ২৭
বৈদেহ কং শূদ্রমুদাহরন্তি
দ্বিজা মহারাজ শ্রুতোপপন্নাঃ
অহং হি পশ্যামি নরেন্দ্র দেবং
বিশ্বস্য বিষ্ণুং জগতঃ প্রধানম্ ॥২৮
সতাং বৃত্তিমধিষ্ঠায় নিহীনা উদ্দিদীর্ষবঃ
মন্ত্রবর্জং ন দুষ্যন্তি কুর্বাণাঃ পৌষ্টিকীঃ ক্রিয়াঃ ॥ ২৯

নৃপতে! এই তিন বর্ণ বিপরীত কর্মে প্রবৃত্ত হইলে পর পতিত হইয়া যান। সৎপুরুষগণের আশ্রয় গ্রহণ করত নিজ নিজ কর্মে রত থাকিলে যেরূপ ইঁহাদের উন্নতি হয়, সেইরূপই বিপরীত কর্মসমূহের আচরণে ইঁহাদের পতনও হইয়া থাকে ॥২৬

ইহা নিশ্চিত আছে যে, শূদ্র কখনও পতিত হয় না এবং তাহার উপনয়নাদি সংস্কারেরও অধিকার নাই। তাহার বৈদিক অগ্নিহোত্রাদি কর্মসমূহের অনুষ্ঠানেরও অধিকার থাকে না কিন্তু পূর্বোক্ত (২৩-২৪ শ্লোকে কথিত) সাধারণ ধর্মে তাহার পক্ষে নিষেধ করা হয় নাই ॥ ২৭

নরশ্রেষ্ঠ মহারাজ! বেদ-শাস্ত্রের জ্ঞানসম্পন্ন দ্বিজগণ শূদ্রকে প্রজাপতিতুল্য বলিয়া থাকেন (কারণ, শূদ্র সেবার দ্বারা সমস্ত প্রজাকে পালন করে); নরেন্দ্র! কিন্তু আমি ত' শূদ্রকে সম্পূর্ণ জগতের প্রধান রক্ষক ভগবান্ বিষ্ণুরই রূপে দেখিয়া থাকি। (যেহেতু পালন কর্ম বিষ্ণুরই এবং সে নিজের কর্মের দ্বারা পালনকর্তা শ্রীহরির আরাধনা করত তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়) ॥ ২৮

হীনবর্ণের মানুষ (শূদ্র) যদি নিজের উদ্ধার কামনা করে, তবে সদাচার পালন করিতে করিতে আত্মার উন্নতিকারক সমস্ত ক্রিয়াসমূহের অনুষ্ঠান করিবে; কিন্তু বৈদিক মন্ত্রসকল উচ্চারণ করিবে না ইহা করিলে সে দোষভাগী হইবে ॥ ২৯

যথা যথা হি সদ্বৃত্তমালম্বন্তীতরে জনাঃ
তথা তথা সুখং প্রাপ্য প্রেত্য চেহ চ মোদতে ॥ ৩০

জনক উবাচ।

কিং কর্ম দূষয়ত্যেনমথো জাতির্মহামুনে
সন্দেহো মে সমুৎপন্নস্তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৩১

পরাশর উবাচ

অসংশয়ং মহারাজ উভয়ং দোষকারকম্।
কর্ম চৈব হি জাতিশ্চ বিশেষস্তু নিশাময় ॥ ৩২
জাত্যা চ কর্মণা চৈব দুষ্টঃ কর্ম ন সেবতে
জাত্যা দুষ্টশ্চ সঃ পাপং ন করোতি স পূরুষঃ ॥ ৩৩
জাত্যা প্রধানং পুরুষং কুর্বাণং কর্ম কিল্বিষম্
কর্ম তদ্ দূষয়ত্যেনং তস্মাৎ কর্ম ন শোভনম্ ॥ ৩৪

জনক উবাচ

কানি কর্মাণি ধর্ম্যাণি লোকেঽস্মিন্ দ্বিজসত্তম।
ন হিংসন্তীহ ভূতানি ক্রিয়মাণানি সর্বদা ॥ ৩৫

উত্তম জাতীয় মনুষ্যগণও যেরূপ যেরূপ সদাচার আশ্রয় করিয়া থাকে, সেরূপ সেরূপই সুখপ্রাপ্ত হইয়া ইহলোক ও পরলোকেও আনন্দভোগ করে ॥ ৩০

জনক বলিলেন মহামুনে! যাহাকে তাহার কর্ম দূষিত করে কিংবা জাতি? আমার মনে এই সন্দেহ উৎপন্ন হইয়াছে, আপনি ইহার ব্যাখ্যা করুন ॥ ৩১

পরাশর বলিলেন.—মহারাজ! ইহাতে কোন সংশয় নাই যে কর্ম ও জাতি উভয়ই দোষকারক; কিন্তু ইহাতে যে বিশেষ তত্ত্ব আছে, উহা আমি বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর ॥ ৩২

যে ব্যক্তি জাতি ও কর্ম—এই উভয়েই শ্রেষ্ঠ, পাপকর্মের আচরণ করেন না এবং জাতিতে দূষিত হইয়াও যে ব্যক্তি পাপকর্ম করেন না, তিনি পুরুষ বলিবার যোগ্য ॥ ৩৩

জাতিতে শ্রেষ্ঠ পুরুষ যদি নিন্দিত কর্ম করেন, তবে তাঁহার সেই কর্ম তাঁহাকে কলঙ্কিত করিয়া দেয়, অতএব কোন অবস্থাতেই নিন্দনীয় কর্ম করা ভাল নয় ॥ ৩৪

জনক বলিলেন, দ্বিজশ্রেষ্ঠ! এ জগতে কোন্ কোন্ কর্ম ধর্মের অনুকূল, যাহার অনুষ্ঠান করিবার সময় কখনও কোনও প্রাণীরই হিংসা হয় না? ৩৫

পরাশর উবাচ।

শৃণু মেঽত্র মহারাজ যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি
যানি কর্মাণি হিংসাণি নরং ত্রায়ন্তি সর্বদা ॥ ৩৬
সন্ন্যস্তাগ্নীন্নুদাসীনাঃ পশ্যন্তি বিগতজ্বরাঃ।
নৈঃশ্রেয়সং কর্মপথং সমারুহ্য যথাক্রমম্ ॥৩৭
প্রশ্রিতা বিনিয়োপেতা দমনিত্যাঃ সুসংশিতাঃ
প্রযান্তি স্থানমজরং সর্বকর্মবিবর্জিতাঃ ॥ ৩৮

পরাশর বলিলেন, মহারাজ! তুমি যে সব কর্মের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতেছ, উহা বলিতেছি, আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর। যে সব কর্ম হিংসাশূন্য, উহারাই সর্বদা মনুষ্যদিগকে রক্ষা করে। ৩৬

যাঁহারা (সন্ন্যাসের দীক্ষা গ্রহণ করত) অগ্নিহোত্র ত্যাগ করিয়া উদাসীন ভাবে সব কিছুই দেখিতে থাকেন এবং সর্বপ্রকার চিন্তাহীন হইয়া ক্রমশঃ কল্যাণকারী কর্মের পথে আরোহণ পূর্বক নম্রতা, বিনয় ও ইন্দ্রিয়সংযম প্রভৃতি গুণসকল অবলম্বন করিয়া

সর্বে বর্ণা ধর্মকার্য্যাণি সম্যক্
কৃত্বা রাজন্ সত্যবাক্যানি চোক্ত্বা।
ত্যক্ত্বাধর্মং দারুণং জীবলোকে
যান্তি স্বর্গং নাত্র কার্য্যো বিচারঃ ॥৩৯
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি পরাশরগীতায়াং
নবনবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৯৯

তীব্র কঠোর) ব্রত পালন করেন, তাঁহারা সর্ব কর্মরহিত হইয়া অবিনাশী পদ লাভ করেন। ৩৭-৩৮

রাজন্! সকল বর্ণের মানুষ এই প্রাণিজগতে নিজ নিজ ধর্মানুসারে কর্মসমূহ ভালভাবে অনুষ্ঠান করিয়া, সদা সত্য কথা বলিয়া এবং ভয়ানক পাপকর্ম সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গলোকে গমন করেন। এবিষয়ে আর অন্য কোন বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। ৩৯

ইতি মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে পরাশরগীতাবিষয়ক নবনবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তনবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[পরাশরগীতায়াং নানাবিধধর্মাণাং কর্তব্যানাঞ্চ সমুপদেশঃ]

পরাশর উবাচ

পিতা সখায়ো গুরবঃ স্ত্রিয়শ্চ
ন নির্গুণানাং হি ভবন্তি লোকে।
অনন্যভক্তাঃ প্রিয়বাদিনশ্চ
হিতাশ্চ বশ্যাশ্চ ভবন্তি রাজন্ ॥ ১
পিতা পরং দৈবতং মানবানাং
মাতুর্বিশিষ্টং পিতরং বদন্তি।
জ্ঞানস্য লাভং পরমং বদন্তি
জিতেন্দ্রিয়ার্থাঃ পরমাপ্নুবন্তি ॥ ২

রথাজিরে যত্র শরাগ্নিসংস্তরে
নৃপাত্মজো ঘাতমবাপ্য দহ্যতে।
প্রযাতি লোকানমরৈঃ সুদুর্লভান্
নিষেবতে স্বর্গফলং যথাসুখম্ ॥ ৩
শ্রান্তং ভীতং ভ্রষ্টশস্ত্রং ক্রদন্তং
পরাঙ্মুখং পারিবর্হৈশ্চ হীনম্।
অনুদ্যন্তং রোগিণং যাচমানং
ন বৈ হিংস্যাদ্ বাল-বৃদ্ধৌ চ রাজন্ ॥ ৪

সপ্তনবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

[পরাশরগীতা—নানাপ্রকার ধর্ম ও কর্তব্যের উপদেশ।]

পরাশর বলিলেন, সংসারে পিতা, সখা, গুরুজন ও স্ত্রীগণ—ইঁহারা কেহই তাহার নন, যে গুণহীন। কিন্তু যাঁহারা প্রভূত অন্যত্র ভক্ত, প্রিয়বাদী, হিতৈষী ও ইন্দ্রিয়বিজয়ী, ইঁহারাই তাহার হইয়া থাকেন অর্থাৎ তাহাকে ত্যাগ করেন না। ১

পিতা মনুষ্যগণের সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা। কেহ কেহ পিতাকে মাতা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকেন। বিজ্ঞ পুরুষগণ জ্ঞান-লাভকেই পরম লাভ বলিয়া বর্ণনা করেন। যাঁহারা কর্ণাদি ইন্দ্রিয় ও শব্দাদি বিষয়সমূহ জয় করিয়াছেন, তাঁহারাই পরম পদলাভে সমর্থ হন। ২

ক্ষত্রিয়তনয় যদি রণাঙ্গনে আহত হইয়া বাণের চিতায় দগ্ধ হইয়া থাকেন, তবে তিনি দেবদুর্লভ লোকে গমন করেন এবং সেখানে আনন্দসহকারে স্বর্গীয় সুখ উপভোগ করেন। ৩

রাজন্! যে ব্যক্তি যুদ্ধে শ্রান্ত, ভীত, অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছে, রোদন করিতেছে, পৃষ্ঠপ্রদর্শনপূর্বক পলায়ন করিতেছে,

পারিবর্হৈঃ সুসংযুক্তমুদ্যতং তুলয়াতা গতম্
অতিক্রমেৎ তং নৃপতিঃ সংগ্রামে ক্ষত্রিয়াত্মজম্ ॥ ৫
তুল্যাদিহ বধঃ শ্রেয়ান বিশিষ্টাচ্ছেতি নিশ্চয়ঃ।
নিহীনাদ্ কাতরাচ্চৈব কৃপণাদ্ গর্হিতো বধঃ ॥ ৬
পাপাৎ পাপসমাচারান্নিহীনাচ্চ নরাধিপ
পাপ এব বধঃ প্রোক্তো নরকায়েতি নিশ্চয়ঃ ॥ ৭
ন কশ্চিৎ ত্রাতি বৈ রাজন্ দিষ্টাস্ত্ববশমাগতম্।
সাবশেষায়ুষঞ্চাপি কশ্চিন্নৈবাপকর্ষতি ॥ ৮
স্বিষ্টৈশ্চ ক্রিয়মাণানি কর্মাণীহ নিবর্তয়েৎ।
হিংসাত্মকানি সর্বাণি নায়ুরিচ্ছেৎ পরায়ুষা ॥ ৯
গৃহস্থানাং তু সর্বেষাং বিনাশমভিকাঙ্ক্ষতাম্
নিধনং শোভনং মন্যে পুলিনেষু ক্রিয়াবতাম্ ॥ ১০

যাহার নিকট যুদ্ধের কোন সামগ্রী নাই, যে যুদ্ধবিষয়ক উদ্যোগ পরিত্যাগ করিয়াছে, যে রোগী, প্রাণভিক্ষাকারী, যে বয়সে বালক কিংবা বৃদ্ধ, এরূপ শত্রুকে বধ করিবে না। ৪

কিন্তু যাহার নিকটে যুদ্ধসামগ্রী আছে, যে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত এবং যে নিজের তুল্য যোদ্ধা, রণাঙ্গনে সেই ক্ষত্রিয়তনয়কে রাজা অবশ্যই বধ করিবার জন্য চেষ্টা করিবেন। ৫

নিজের তুল্য বা নিজের অপেক্ষা অতিশয় বীর যোদ্ধার হস্তে নিহত হওয়া ভাল, ইহাই যুদ্ধশাস্ত্রে অভিজ্ঞ পুরুষগণের নিশ্চয়। নিজের অপেক্ষা হীন, কাতর ও দীন মানুষের হস্তে মৃত্যু নিন্দিত। ৬

নরনাথ! পাপী, পাপাচারী ও হীন মানুষের হস্তে যে বধ, উহা পাপ বলিয়াই কথিত হইয়াছে এবং এরূপ মৃত্যু নরকে পাতিত করে—ইহাই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। ৭

মৃত্যুর বশে পতিত প্রাণীকে কেহই রক্ষা করিতে পারে না এবং যাহার আয়ু অবশিষ্ট আছে, তাহাকেও আবার কেহ বিনাশ করিতে সমর্থ হয় না। ৮

মানুষের কর্তব্য হইল—তাহার প্রিয়জনগণ যদি হিংসাত্মক কার্যসমূহ তাহার জন্য করিতে উদ্যত হয়, তবে তাহাদিগকে সেই সব কর্ম হইতে নিবৃত্ত করাইবে। অন্যের আয়ুর দ্বারা নিজের আয়ু বর্দ্ধিত করিবার অর্থাৎ অপরের প্রাণ লইয়া নিজের প্রাণ রক্ষা করিবার ইচ্ছা করিবে না। ৯

তাত! নদাদি পবিত্র নদীসকলের তীরে শুভকর্মসমূহ অনুষ্ঠান করিতে করিতে যে মৃত্যু সংঘটিত হইয়া থাকে, নিজের মৃত্যুকামী গৃহস্থগণের পক্ষে সেই মৃত্যুই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হইয়াছে।

আয়ুষি ক্ষয়মাপন্নে পঞ্চত্বমুপগচ্ছতি।
তথা হুঙ্কারণাদ্ ভবতি কারণৈরুপপাদিতম্ ॥ ১১
তথা শরীরং ভবতি দেহাদ্ যেনোপপাদিতম্
অধ্বানং গন্তুকামস্য প্রাপ্তচ্ছায়ং গৃহাদ্ গৃহম্ ॥ ১২
দ্বিতীয়ং কারণং তত্র নান্যৎ কিঞ্চন বিদ্যতে
তদ্দেহং দেহিনা যুক্তং পঞ্চভূতেষু বর্ততে ॥ ১৩
শিরাস্নায়ুস্থিসঙ্ঘাতং বীভৎসামেধ্যসঙ্কুলম্।
ভূতানামিন্দ্রিয়াণাঞ্চ গুণানাঞ্চ সমাগমম্ ॥ ১৪
ত্বগন্তং দেহমিত্যাহুর্বিদ্বাংসোঽধ্যাত্মচিন্তকাঃ
গুণৈরপি পরিক্ষীণং শরীরং মর্ত্যতাং গতম্ ॥ ১৫
শরীরিণা পরিত্যক্তং নিশ্চেষ্টং গতচেতসম্।
ভূতৈঃ প্রকৃতিমাপন্নৈস্ততো ভূমৌ নিমজ্জতি ॥ ১৬

যখন আয়ু শেষ হইয়া যায়, তখনই দেহধারী জীব অল্প বয়সেও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। কখনও কখনও উহা রোগাদি বিনা কারণেও হইয়া থাকে এবং কখনও কখনও আঘাতাদি বিভিন্ন কারণেও সংঘটিত হইয়া থাকে। ১১

যে মানুষ দেহত্যাগ হইয়া হঠকারিতাবশতঃ উহা পরিত্যাগ করিয়া দেয়, তাহার আবার পূর্বের ন্যায় যাতনাময় দেহপ্রাপ্তি হয়। এরূপ মানুষ (মোক্ষের সাধনরূপ মনুষ্য শরীর প্রাপ্ত হইয়াও আত্মহত্যাবশতঃ মোক্ষলাভে বঞ্চিত হইয়া) এক গৃহ হইতে অন্য গৃহে গমনকারী মানুষের ন্যায় এক দেহ হইতে অপর দেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১২

তাহার এই অবস্থালাভে আত্মহত্যারূপ পাপ ব্যতীত অন্য কোন কারণ নাই। প্রাণিগণের সেই দেহলাভ যুক্তিযুক্ত, যাহা পঞ্চভূতময়। ১৩

এই দেহ শিরা, স্নায়ু ও অস্থিসমূহযুক্ত, ঘৃণিত ও অপবিত্র মলমূত্রাদিতে পরিপূর্ণ, পঞ্চ মহাভূত, শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণ এবং গুণের (বাসনাময় বিষয়সমূহের) সমূদায়। ১৪

অধ্যাত্মতত্ত্বচিন্তাকারী জ্ঞানী পুরুষগণ বলেন—এই শরীরের অন্তে অর্থাৎ বাহ্যভাগে ত্বক্ মাত্র (কেবল চামড়া) আছে। উহা সৌন্দর্যাদি গুণযুক্ত বা গুণহীন যাহাই হউক না কেন ইহার মৃত্যু অনিবার্য। ১৫

যখন জীবাত্মা এই দেহ পরিত্যাগ করিয়া দিবেন, তখন এই দেহ নিশ্চেষ্ট ও চেতনাশূন্য হইয়া যায় এবং ইহার পঞ্চভূত নিজ নিজ প্রকৃতির সহিত মিলিত হয়। তারপর সেই দেহ পৃথিবীতে নিমজ্জিত হইয়া থাকে অর্থাৎ মৃত্তিকাময় হইয়া যায়। ১৬

ভাবিতঃ কর্মযোগেন জায়তে তত্র তত্র হ।
ইদং শরীরং বৈদেহ ত্রিয়তে যত্র যত্র হ।
তৎস্বভাবোঽপরো দৃষ্টো বিসর্গঃ কর্মণস্তথা ॥ ১৭
ন জায়তে তু নৃপতে ক্বচিৎ কালময়ঃ পুনঃ
পরিভ্রমতি ভূতাত্মা খ্যামিবাম্বুধরো মহান্ ॥ ১৮
স পুনর্জায়তে রাজন্ প্রাপ্যোহায়তনং নৃপ।
মনসঃ পরমো হ্যাত্মা ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ ॥ ১৯
বিবিধানাঞ্চ ভূতানাং জঙ্গমাঃ পরমা নৃপ।
জঙ্গমানামপি তথা দ্বিপদাঃ পরমাঃ মতাঃ ॥ ২০
দ্বিপদানামপি তথা দ্বিজা বৈ পরমাঃ স্মৃতাঃ
দ্বিজানামপি রাজেন্দ্র প্রজ্ঞাবন্তঃ পরা মতাঃ
প্রাজ্ঞানামাত্মসম্বুদ্ধাঃ সম্বুদ্ধানামমানিনঃ ॥ ২১
জাতমৃত্যেতি মরণং নৃণামিতি বিনিশ্চয়ঃ।
অস্তবন্তি হি কর্মাণি সেবন্তে গুণতঃ প্রজাঃ ॥ ২২

আপন্নে তূত্তরাং কাষ্ঠাং সূর্য্যে যো নিধনং ব্রজেৎ।
নক্ষত্রে চ মুহূর্তে চ পুণ্যে রাজন্ স পুণ্যকৃৎ ॥ ২৩
অঘোষয়িত্বা ক্লেশেন জনং প্রায়শ্চ দুষ্কৃতম্।
মৃত্যুনাত্মকৃতেনেহ কর্ম কৃত্বাত্মশক্তিভিঃ ॥ ২৪
বিষমুদ্বন্ধনং দাহো দস্যুহস্তাৎ তথা বধঃ
দংষ্ট্রিভ্যশ্চ পশুভ্যশ্চ প্রাকৃতো বধ উচ্যতে ॥ ২৫
ন চৈভিঃ পুণ্যকর্মাণো যুজ্যন্তে চাভিসন্ধিজৈঃ।
এবংবিধৈশ্চ বহুভিরপরৈঃ প্রাকৃতৈরপি ॥ ২৬
ঊর্দ্ধং ভিত্ত্বা প্রতিষ্ঠন্তে প্রাণাঃ পুণ্যবতাং নৃপ।
মধ্যতো মধ্যপুণ্যানামধো দুষ্কৃতকর্মণাম্ ॥ ২৭
একঃ শত্রুর্ন দ্বিতীয়োঽস্তি শত্রু-
রজ্ঞানতুল্যঃ পুরুষস্য রাজন্
যেনাবৃতঃ কুরুতে সম্প্রযুক্তো
ঘোরাণি কর্মাণি সুদারুণানি ॥ ২৮

বিদেহরাজ! এই দেহ যে কোন স্থানে মৃত্যুপ্রাপ্ত হইতে পারে; তারপর প্রারব্ধ কর্মের বশে উদ্ভাবিত হইয়া যে কোন স্থানে জন্মগ্রহণ করিতেও পারে। কর্মসমূহের ফলস্বরূপ এই স্বভাবসিদ্ধ পুনর্জন্ম দেখা গিয়াছে। ১৭

হে নৃপ! যেরূপ বিশাল মেঘ আকাশে সর্বদিকে ভ্রমণ করে, সেইরূপ জীবাত্মা প্রারব্ধ কর্মের ফলানুসারে কিছুকাল ভ্রমণ করিতে থাকে, জন্মগ্রহণ করে না। ১৮

রাজন্! সেই জীবাত্মা এই সংসারে পুনরায় কোন আশ্রয় পাইয়া জন্মগ্রহণ করে। মন হইতে আত্মা শ্রেষ্ঠ এবং ইন্দ্রিয়গণ হইতে মন শ্রেষ্ঠ। ১৯

মহারাজ! জগতে বিবিধ প্রাণিগণের মধ্যে জঙ্গম (গমনাগমনকারী) জীবগণই শ্রেষ্ঠ। এই জঙ্গমগণের মধ্যে দুই পদবিশিষ্ট মানুষেরাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হইয়াছে। ২০

মনুষ্যদিগের মধ্যেও দ্বিজগণই (ব্রাহ্মণগণই) শ্রেষ্ঠ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। রাজেন্দ্র! দ্বিজগণের মধ্যে বুদ্ধিমান ও বুদ্ধিমান্‌দিগের মধ্যে আত্মজ্ঞানী ব্যক্তিরাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। এই আত্মজ্ঞানিগণের মধ্যে আবার যাঁহারা নিরহঙ্কারী, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হন। ২১

জন্মের সহিতই মৃত্যু মনুষ্যগণের পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করে,—ইহাই বিদ্বান্‌গণের সিদ্ধান্ত। সমস্ত প্রজারা সত্ত্বাদি গুণসমূহের দ্বারা প্রেরিত হইয়া বিনাশশীল কর্মফলেরই আচরণ করে। ২২

রাজন্! যে ব্যক্তি সূর্যের উত্তরায়ণ হইলে পর উত্তম নক্ষত্র ও পবিত্র মুহূর্তে মৃত্যুপ্রাপ্ত হন, তিনিই পুণ্যকর্মকারী। ২৩

এরূপ পুণ্যাত্মা ব্যক্তি কাহাকেও কষ্ট না দিয়া প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা নিজের পাপ নষ্ট করিয়া নিজের শক্তি অনুসারে শুভকর্ম করত স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করেন। ২৪

কিন্তু বিষপান করিয়া, উদ্বন্ধনের দ্বারা (গলায় দড়ি দিয়া), অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া, দস্যুদের হস্তে এবং দস্যুধারী পশুগণের দংষ্ট্রাঘাতে যে মৃত্যু হয়, উহা নিকৃষ্ট অপমৃত্যু বলিয়া কথিত হয়। ২৫

পুণ্যকর্মকারী মানুষ এই সব উপায়ে প্রাণত্যাগ করেন না এবং এতাদৃশ বিবিধ উপায়ের দ্বারা তাঁহাদেরও মৃত্যু হয় না। ২৬

রাজন্! পুণ্যাত্মা পুরুষগণের প্রাণ ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করত নির্গত হয়। যাঁহাদের পুণ্য কর্ম মধ্যম শ্রেণীর, তাঁহাদের প্রাণ মধ্য দ্বার (মুখ নেত্রাদি) দিয়া বহির্গত হয় এবং যাহারা কেবল পাপ কর্মই করিয়াছে, তাহাদের প্রাণ অধোদ্বার (মল-মূত্র দ্বার) দিয়া নিষ্ক্রান্ত হয়। ২৭

রাজন্! মানুষের শত্রু একটিই আছে, উহার তুল্য অন্য কোন শত্রু নাই। তাহার নাম হইল অজ্ঞান। এই অজ্ঞানে আবৃত ও প্রেরিত হইয়া মানুষ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এবং ক্রূরতাপূর্ণ কার্য করিতে থাকে। ২৮

প্রবাধনার্থং শ্রুতিধর্মযুক্তান্
বৃদ্ধানুপাস্য প্রভবেত যস্য
প্রযত্নসাধ্যো হি স রাজপুত্র
প্রজ্ঞাশরেণোন্মথিতঃ পরৈতি ॥ ২৯

অধীত্য বেদং তপসা ব্রহ্মচারী
যজ্ঞান্ শক্ত্যা সংনিগৃহ্যেহ পঞ্চ
বনং গচ্ছেৎ পুরুষো ধর্মকামঃ
শ্রেয়ঃ স্থিত্বা স্থাপয়িত্বা সবংশম্ ॥৩০

উপভোগৈরপি ত্যক্তং নাত্মানং সাদয়েন্নরঃ
চণ্ডালত্বেঽপি মানুষ্যং সর্বথা তাত শোভনম্ ॥ ৩১

ইয়ং হি যোনিঃ প্রথমা যাং প্রাপ্য জগতীপতে।
আত্মা বৈ শক্যতে ত্রাতুং কর্মভিঃ শুভলক্ষণৈঃ ॥ ৩২

কথং ন বিপ্রণশ্যেম যোনিতোঽস্যা ইতি প্রভো।
কুর্বন্তি ধর্মং মনুজাঃ শ্রুতিপ্রামাণ্যদর্শনাৎ ॥ ৩৩

যো দুর্লভতরং প্রাপ্য মানুষ্যং দ্বিষতে নরঃ
ধর্মাবমন্তা কামাত্মা ভবেৎ স খলু বঞ্চ্যতে ॥ ৩৪

যস্তু প্রীতিপুরোগেণ চক্ষুষা তাত পশ্যতি
দীপোপমানি ভূতানি যাবদর্থান্ন পশ্যতি ॥ ৩৫

সান্ত্বেনান্নপ্রদানেন প্রিয়বাদেন চাপ্যুত।
সমদুঃখসুখো ভূত্বা স পরত্র মহীয়তে ॥ ৩৬

দানং ত্যাগঃ শোভনা মূর্তিরস্তো
ভূতপ্লাবাঃ তপসা বৈ শরীরম্।
সরস্বতীনৈমিষপুষ্করেষু
যে চাপ্যন্যে পুণ্যদেশাঃ পৃথিব্যাম্ ॥ ৩৭

গৃহেষু যেষামসবঃ পতন্তি
তেষামথো নির্হরণং প্রশস্তম্
যানেন বৈ প্রাপণঞ্চ শ্মশানে
শৌচেন নূনং বিধিনা চৈব দাহঃ ॥ ৩৮

রাজপুত্র! এই শত্রুকে পরাজিত করিতে সেই ব্যক্তিই সমর্থ হয়, যিনি বেদোক্ত ধর্মপরায়ণ বৃদ্ধ পুরুষগণের সেবা করিয়া প্রজ্ঞা (স্থিরবুদ্ধি) লাভ করিয়াছেন; কারণ, এই অজ্ঞানময় শত্রুকে পরাজিত করা অতিশয় যত্নসাধ্য কর্ম। এই শত্রু প্রজ্ঞা-রূপী বাণের আঘাত প্রাপ্ত হইয়া বিনষ্ট হয়। ২৯

ব্রাহ্মণের প্রথমে ব্রহ্মচর্য আশ্রমে অবস্থান করত তপস্যা করিতে করিতে বেদাধ্যয়ন করা কর্তব্য। তারপর তিনি গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করত নিজের শক্তি অনুসারে ইন্দ্রিয়সংযম পূর্বক ১। ব্রহ্মযজ্ঞ বেদাধ্যয়ন, ২। দেবযজ্ঞ—দেবপূজাদি, ৩। পিতৃযজ্ঞ—নিত্য শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি, ৪। নৃযজ্ঞ—অতিথি-সেবাদি এবং ৫। ভূতযজ্ঞ বলিবৈশ্বদেবাদি—এই পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন। তাহার পর নিজের পুত্রকে গৃহ-ক্ষেত্রাদি রক্ষা করিবার কার্যে নিযুক্ত করিয়া কল্যাণমার্গে অবস্থান করত কেবল ধর্মপালনেরই ইচ্ছা রাখিয়া সেই ব্রাহ্মণ বনে গমন করিবেন। ৩০

তাত! উপভোগের সামগ্রী হইতে বঞ্চিত হইলে পরও মানুষ নিজেকে নিজে হীন বলিয়া মনে করিবে না। চণ্ডাল বংশেও যদি মনুষ্য-জন্মলাভ হয়, তবে উহা মানবেতর প্রাণিগণ অপেক্ষা সর্বথা উত্তম বলিয়াই জানিবে। ৩১

ভূপতি! কারণ, মনুষ্যজন্মই অদ্বিতীয় জন্ম, যাহা প্রাপ্ত হইয়া শুভকর্মসকলের অনুষ্ঠানে প্রাণী আত্মাকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হয়। ৩২

"প্রভো! আমরা এরূপ কোন্ উপায় অবলম্বন করিব, যাহাতে আমাদের এই মানুষ-যোনি হইতে অধঃপতিত হইতে না হয়" এরূপ চিন্তা করিয়া এবং বেদোক্ত প্রমাণসমূহ পর্যালোচনা করিয়া সকল মানুষ ধর্মের অনুষ্ঠান করিবে। ৩৩

যে মানুষ অত্যন্ত দুর্লভ মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হইয়াও অপরকে দ্বেষ করে, ধর্মের অনাদর করে এবং মনের দ্বারা কামনাসমূহে আসক্ত হইয়া যায়, সেই মানুষ নিজের অভ্যুদয় হইতে বঞ্চিত হয়। ৩৪

তাত! যে ব্যক্তি সমস্ত প্রাণীকেই দীপের ন্যায় স্নেহের দ্বারা সংবর্ধন করিবার যোগ্য বলিয়া মনে করে, তাহাদিগকে স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে অবলোকন করে এবং যে ব্যক্তি সমস্ত বিষয়সমূহের দিকে কখনও দৃষ্টিপাত করে না, সেই ব্যক্তি পরলোকে সম্মানিত হয়। ৩৫

যে ব্যক্তি সকলকে সান্ত্বনাপ্রদান করে, ক্ষুধার্তকে অন্নদান করে এবং প্রিয় বাক্য বলিয়া সকলকে আপ্যায়ন করে, সেই ব্যক্তি সুখ-দুঃখে সমান থাকিয়া (ইহলোক ও) পরলোকে প্রতিষ্ঠালাভ করে। ৩৬

রাজন্! সরস্বতী নদী, নৈমিষারণ্য ক্ষেত্র, পুষ্কর ক্ষেত্র এবং আরও যে সমস্ত ভূতলে পাবন তীর্থ আছে, সেই সব তীর্থে যাইয়া দান, ভোগত্যাগ, শান্তভাবে অবস্থান এবং তপস্যা ও তীর্থের জলে দেহ এবং মনকে পবিত্র করিবে। ৩৭

গৃহের মধ্যে যাহাদের প্রাণত্যাগ হয়, তাহাদিগকে অতিসত্বর গৃহের বাহিরে লইয়া যাওয়াই ভাল। মৃত্যুর পর তাহাদিগকে

ইষ্টঃ পুষ্টিবর্ধনঃ যাজনঞ্চ
দানং পুণ্যানাং কর্মণাঞ্চ প্রয়োগঃ
শক্ত্যা পিত্র্যং যচ্চ কিঞ্চিৎ প্রশস্তং
সর্বাণ্যাত্মার্থে মানবোঽয়ং করোতি ॥ ৩৯
ধর্মশাস্ত্রাণি বেদাশ্চ ষড়ঙ্গানি নরাধিপ
শ্রেয়সোঽর্থে বিধীয়ন্তে নরস্যাক্লিষ্টকর্মণঃ ॥ ৪০

ভীষ্ম উবাচ।

এতদ্ বৈ সর্বমাখ্যাতং মুনিনা সুমহাত্মনা
বিদেহরাজায় পুরা শ্রেয়সোঽর্থে নরাধিপ ॥ ৪১
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি পরাশরগীতায়াং
সপ্তনবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯৭ ॥

যানে শয়ন করাইয়া শ্মশানে লইয়া যাওয়া এবং পবিত্রতার সহিত শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে তাহাদের দাহ-সংস্কার করা অবশ্য কর্তব্য। ৩৮

মানুষ নিজের সামর্থ্যানুসারে ইষ্টি পুষ্টি (শান্তিকর্ম), যজন, যাজন, দান, পুণ্যকর্মসমূহের অনুষ্ঠান এবং শ্রাদ্ধাদি যাহা কিছু উত্তম কার্যসকল করে, তৎসমস্তই নিজের জন্যই করিয়া থাকে। ৩৯

নরনাথ! ধর্মশাস্ত্রসকল এবং শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ—এই ছয় অঙ্গযুক্ত সমস্ত বেদ পুণ্যকর্মকারী পুরুষের কল্যাণের জন্যই কর্তব্যরূপে বিধান করিয়া থাকেন। ৪০

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! মহাত্মা পরাশর মুনি বিদেহরাজ জনকের কল্যাণের জন্য এই সব উপদেশ দিয়াছিলেন। ৪১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে পরাশরগীতাবিষয়ক সপ্তনবত্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

অষ্টনবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[পরাশরগীতায়া উপসংহারঃ,—রাজ্ঞো জনকস্য বিবিধপ্রশ্নানামুত্তরদানম্।]

ভীষ্ম উবাচ।

পুনরেব তু পপ্রচ্ছ জনকো মিথিলাধিপঃ।
পরাশরং মহাত্মানং ধর্মে পরমনিশ্চয়ম্ ॥ ১

জনক উবাচ।

কিং শ্রেয়ঃ কা গতির্বিদ্বন্ কিং কৃতং ন বিনশ্যতি।
ক গতো ন নিবর্তেত তন্মে ব্রূহি মহামতে ॥ ২

পরাশর উবাচ।

অসঙ্গঃ শ্রেয়সো মূলং জ্ঞানঞ্চৈব পরা গতিঃ
চীর্ণং তপো ন প্রণশ্যেদ্বাপঃ ক্ষেত্রে ন নশ্যতি ॥ ৩
হিত্বাধর্মময়ং পাশং যদা ধর্মেঽভিরজ্যতে।
দত্ত্বাভয়কৃতং দানং তদা সিদ্ধিমবাপ্নুতে ॥ ৪
যো দদাতি সহস্রাণি গবামশ্বশতানি চ
অভয়ং সর্বভূতেভ্যঃ সদা তমভিবর্ততে ॥ ৫
বসন্ বিষয়মধ্যেঽপি ন বসত্যেব বুদ্ধিমান্।
সংবসত্যেব দুর্বুদ্ধিরসৎসু বিষয়েষ্বপি ॥ ৬

অষ্টনবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়

[পরাশর গীতার উপসংহার রাজা জনকের বিবিধ প্রশ্নের উত্তর দান।]

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! তদনন্তর মিথিলাপতি জনক সেই ধর্মের বিষয়ে সর্বোত্তম সিদ্ধান্তকারী মহাত্মা পরাশর মুনিকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন। ১

জনক বলিলেন, ব্রহ্মন্! শ্রেয় কি? উত্তম গতি কি? কোন্ কর্ম নষ্ট হয় না এবং কোথায় গমন করিলে পর জীব পুনরায় ফিরিয়া আসে না? মহামতে! আপনি আমার এই সব প্রশ্নের কথা বলুন। ২

পরাশর বলিলেন,—রাজন্! আসক্তির অভাবই শ্রেয়ের (মঙ্গলের) মূল কারণ। জ্ঞানই সর্বাপেক্ষা উত্তম গতি। স্বয়ং কৃত তপস্যা এবং সুপাত্রে প্রদত্ত দান—ইহা কখনও নষ্ট হয় না। ৩

মানুষ যখন অধর্মময় বন্ধনের উচ্ছেদ করত ধর্মে অনুরক্ত হয় এবং সমস্ত প্রাণীকে অভয় দান করে, সেই সময় তাহার উত্তম সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। ৪

যে ব্যক্তি এক হাজার গরু ও এক শত অশ্ব দান করে এবং যে ব্যক্তি সমস্ত প্রাণীকে অভয় দান করে, ইহাদের উভয়ের মধ্যে অভয়দাতা গরু ও অশ্বদাতা হইতেও শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করত অবস্থান করে। ৫

বুদ্ধিমান্ মানুষ বিষয়সমূহের মধ্যে বাস করিয়াও (অসঙ্গ থাকেন বলিয়া) বাস না করারই তুল্য থাকেন, কিন্তু যাহার বুদ্ধি

নাধর্মঃ শ্লিষ্যতে প্রাজ্ঞং পয়ঃ পুষ্করপর্ণবৎ।
অপ্রাজ্ঞমধিকং পাপং শ্লিষ্যতে জতুকাষ্ঠবৎ ॥ ৭
নাধর্মঃ কারণাপেক্ষী কর্ত্তারমভিমুঞ্চতি
কর্ত্তা খলু যথাকালং ততঃ সমভিপদ্যতে ॥ ৮
ন ভিন্দন্তে কৃতাত্মান আত্মপ্রত্যয়দর্শিনঃ
বুদ্ধিকর্মেন্দ্রিয়াণাং হি প্রমত্তো যো ন বুদ্ধ্যতে ॥
শুভাশুভে প্রসক্তাত্মা প্রাপ্নোতি সুমহদ্ভয়ম্ ॥ ৯
বীতরাগো জিতক্রোধঃ সম্যগ্ ভবতি যঃ সদা।
বিষয়ে বর্তমানোঽপি ন স পাপেন যুজ্যতে ॥ ১০
মর্য্যাদায়াঃ ধর্মসেতুর্নিবদ্ধো নৈব সীদতি
পুষ্টস্রোত ইবাসক্তঃ স্ফীতো ভবতি সঞ্চয়ঃ ॥ ১১
যথা ভানুগতঃ তেজো মণিঃ শুদ্ধঃ সমাধিনা।
আদত্তে রাজশার্দূল তথা যোগঃ প্রবর্ত্ততে ॥ ১২

দূষিত, সেই ব্যক্তি বিষয়সমূহের নিকট না থাকিয়াও সদা বিষয়েই অবস্থান করে। ৬

যেরূপ জল পদ্মের পত্রে লিপ্ত হইয়া থাকে না, সেইরূপ জ্ঞানী পুরুষে অধর্ম লিপ্ত হইয়া থাকিতে পারে না কিন্তু যেরূপ লাক্ষা কাষ্ঠমধ্যে লিপ্ত হইয়া যায়, সেইরূপ অধিক পাপ অজ্ঞান মানুষে লিপ্ত হইয়া থাকে। ৭

অধর্ম ফলপ্রদানের সুযোগ প্রতীক্ষা করিতে থাকে সেই কারণে সে কর্ত্তাকে ত্যাগ করিয়া থাকে না সময় আসিলেই কর্ত্তা (অধর্মকারী) সেই পাপের ফল অবশ্যই ভোগ করিয়া থাকে। ৮

পবিত্র অন্তঃকরণবিশিষ্ট আত্মজ্ঞানী পুরুষ কখনসমূহের শুভাশুভ ফলের দ্বারা কখনও বিচলিত হন না। যে ব্যক্তি অনবধানতাবশতঃ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা নিষ্পাদন-যোগ্য পাপসকলের বিষয় বুঝিতে পারে না এবং শুভ ও অশুভ কর্ম্মের আসক্ত থাকে, সেই ব্যক্তিই অত্যন্ত মহাভয় প্রাপ্ত হয়। ৯

কিন্তু যিনি বিষয়সমূহের অনুরাগ ত্যাগ করিয়া ক্রোধকে জয় করিয়াছেন এবং নিত্য সদাচর পালন করেন, তিনি বিষয়-সকলে বর্ত্তমান থাকিয়াও পাপ-কর্ম্মের সহিত যুক্ত হইয়া যান না। ১০

যেরূপ নদীতে নির্ম্মিত সুদৃঢ় সেতু ভাঙ্গিয়া যায় না, এবং সেই কারণে সেস্থানে জলের স্রোত বর্দ্ধিত হইতে থাকে, সেইরূপ প্রাচীন মর্য্যাদার আবদ্ধ ধর্ম্মরূপী সেতু (বাঁধ) নষ্ট হয় না এবং উহার দ্বারা আসক্তিহীন সঞ্চিত তপস্যার বৃদ্ধি হইতে থাকে। ১১

যথা তিলানামিহ পুষ্পসংশ্রয়াৎ
পৃথক্ পৃথগ্ যান্তি গুণোঽতিসৌম্যতাম্।
তথা নরাণাং ভুবি ভাবিতাত্মনাং
যথাশ্রয়ং সত্ত্বগুণঃ প্রবর্ত্ততে ॥ ১৩
জহাতি দারাংশ্চ জহাতি সম্পদঃ
পদঞ্চ যানং বিবিধাশ্চ যাঃ ক্রিয়াঃ
ত্রিবিষ্টপে জাতমতির্যদা নর-
স্তদস্য বুদ্ধির্বিষয়েষু ভিদ্যতে ॥ ১৪
প্রসক্তবুদ্ধির্বিষয়েষু যো নরো
ন বুধ্যতে স্বাত্মহিতং কথঞ্চন
স সর্বভাবানুগতেন চেতসা
নৃপামিষেণেব হ্রিয়ো বিকৃষ্যতে ॥ ১৫
সংঘাতসম্মর্ত্ত্যালোকঃ পরস্পরমুপাশ্রিতঃ
কদলীগর্ভনিঃসারো নৈরিবাপ্সু নিমজ্জতি ॥ ১৬

নৃপশ্রেষ্ঠ! যেরূপ শুষ্ক সূর্য্যকান্ত মণি সূর্য্যের তেজ গ্রহণ করে, সেইরূপ যোগের সাধক সমাধির দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ গ্রহণ করিয়া থাকেন। ১২

যেরূপ তিলজাত তৈল ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের সুগন্ধি পুষ্প-সমূহের দ্বারা বাসিত হইয়া অত্যন্ত মনোরম গন্ধ গ্রহণ করে, সেইরূপই ভুবনে শুদ্ধচিত্ত মানুষগণের স্বভাব সৎপুরুষদিগের সঙ্গ অনুসারে সত্ত্বগুণসম্পন্ন হইয়া যায়। ১৩

যে সময় মানুষ সর্ব্বোত্তম পদ লাভ করিবার জন্য উৎসুক হয়, সেই সময় তাহার বুদ্ধি বিষয় হইতে পৃথক্ হইয়া যায় এবং সে স্ত্রী, সম্পদ, পদ, বাহন ও নানাবিধ যে সব ক্রিয়া আছে, এ সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া থাকে। ১৪

কিন্তু যাহার বুদ্ধি বিষয়সমূহে আসক্ত হইয়া যায়, সেই ব্যক্তি কোন রূপেই নিজের হিতের কথা বুঝিতে পারে না। রাজন্! যেরূপ মৎস্য মাংসের দ্বারা আবৃত বড়িশকর্ত্তৃক আকৃষ্ট হয় এবং দুঃখও পায়, সেইরূপে সেই ব্যক্তি নানাপ্রকার বাসনাসমূহে বাসিত চিত্তের দ্বারা বিষয়ের দিকে আকৃষ্ট হয় এবং দুঃখ ভোগ করে। ১৫

যেরূপ শরীরে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসকল পরস্পর আশ্রিত, সেইরূপ এই মর্ত্ত্যলোক—স্ত্রী-পুত্র ও পশু প্রভৃতি পরস্পর পরস্পরের আশ্রিত। এই সংসার কদলীর মধ্যভাগের ন্যায় নিঃসার। যেরূপ নৌকা জলে ডুবিয়া যায়, সেইরূপ এই সব কিছুই কালের প্রবাহে নিমগ্ন হইয়া যায়। ১৬

ন ধর্মকালঃ পুরুষস্য নিশ্চিতো
ন চাপি মৃত্যুঃ পুরুষং প্রতীক্ষতে।
সদা হি ধর্মস্য ক্রিয়ৈব শোভনা
যদা নরো মৃত্যুমুখেঽভিবর্ততে ॥ ১৭

যথাঽঽঢ্যঃ স্বগৃহে যুক্তো ভুঙ্‌ক্তে ভোগান্‌ যথেপ্সিতান্‌
তথা যুক্তেন মনসা প্রাজ্ঞো গচ্ছতি তাং গতিম্‌ ॥ ১৮

মরণং জন্মনি প্রোক্তং জন্ম বৈ মরণাশ্রিতম্‌
অবিদ্বান্‌ মোক্ষধর্মেষু বদ্ধো ভ্রমতি চক্রবৎ ॥
বুদ্ধিমার্গপ্রয়াতস্য সুখং ত্বিহ পরত্র চ ॥ ১৯

বিস্তরাঃ ক্লেশসংযুক্তাঃ সংক্ষেপাস্তু সুখাবহাঃ
পরার্থাঃ বিস্তরাঃ সর্বে ত্যাগমাস্থায় তিষ্ঠতঃ ॥ ২০

যথা মৃণালাদুদ্গতমাশু মুঞ্চতি কর্দমম্‌
তথাত্মা পুরুষস্যেহ মনসা পরিমুচ্যতে ॥ ২১

মনঃ প্রণয়তেঽঽত্মানং স এনমভিযুঞ্জতি
যুক্তো যদা স ভবতি তদা তৎ পশ্যতে পরম্‌ ॥ ২২

পরার্থে বর্তমানস্তু স্বং কার্যাৎ যোঽভিমন্যতে।
ইন্দ্রিয়ার্থেষু সংযুক্তঃ স্বকার্যাৎ পরিমুচ্যতে ॥ ২৩

অধস্তির্যগ্‌গতিঃ চৈব স্বর্গে চৈব পরাং গতিম্‌
প্রাপ্নোতি স্বকৃতৈরাত্মা প্রাজ্ঞসোঽহেতরস্য চ ॥ ২৪

মৃন্ময়ে ভাজনে পক্বে যথা বৈ নশ্যতি ধ্রুবঃ
তথা শরীরং তপসা তপ্তং বিষয়মশ্নুতে ॥ ২৫

বিষয়ানশ্নুতে যস্তু ন স ভোক্তাস্য শাশ্বতম্‌
যস্তু ভোগাংস্ত্যজেদাত্মা স বৈ ভোক্তুং ব্যবস্যতি ॥ ২৬

নীহারেণ হি সংবীতঃ শিশ্নোদরপরায়ণঃ
জাতান্ধ ইব পন্থানমাবৃতাত্মা ন বুধ্যতে ॥ ২৭

মানুষের ধর্মপালন করিবার কোন বিশেষ সময় নির্দিষ্ট নাই, কারণ, মৃত্যু কোন পুরুষের জন্য প্রতীক্ষা করে না। যখন মানুষ সর্বদা মৃত্যুর মুখেই বিদ্যমান আছে, তখন নিত্য নিরন্তর ধর্মের আচরণ করিতে থাকাই তাহার পক্ষে জীবনের সদ্ব্যবহার করিবার সুন্দর সুযোগ ॥ ১৭

যেরূপ অন্ধ প্রতিদিনের অভ্যাসবশতই সাবধানতার সহিত বাহির হইতে নিজের গৃহে আসিয়া থাকে, সেইরূপ বিবেকী মানুষ যোগযুক্ত চিত্তের দ্বারা সেই পরম গতি প্রাপ্ত হন্‌ ॥

জন্মেতেই মৃত্যুর স্থিতি এবং মৃত্যু জন্মের আশ্রয়ে থাকে। যে ব্যক্তি মোক্ষধর্মকে জানে না, সেই অজ্ঞান মানুষ সংসারে আবদ্ধ হইয়া জন্ম-মৃত্যুর চক্রে ঘুরিতে থাকে, কিন্তু জ্ঞানপথে গমনকারী ব্যক্তি ইহলোক ও পরলোকেও সুখ লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১৯

কর্মসমূহের বিস্তার ক্লেশযুক্ত এবং উহার সংক্ষেপ সুখদায়ক হইয়া থাকে। ধনোপার্জনাদি সকল কর্মবিস্তারই পরার্থ অর্থাৎ মন ও ইন্দ্রিয়গণের তৃপ্তির জন্য, কিন্তু ত্যাগ নিজের হিতকর বলিয়া জ্ঞানিগণ বলেন ॥ ২০

যেরূপ জল হইতে তুলিবার সময় পদ্মের নালে স্থিত কর্দম জলের দ্বারা সহজে, ধৌত হইয়া যায়, সেইরূপ ত্যাগী পুরুষের আত্মা মনের দ্বারা সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যায় ॥ ২১

মন আত্মাকে যোগের দিকে লইয়া যায়। যোগী এই মনকে যোগযুক্ত (আত্মায় লীন) করিয়া থাকেন এইভাবে যখন তিনি যোগসিদ্ধি লাভ করিবেন, তখন তিনি সেই পরমাত্মাকে সাক্ষাৎকার করিতে সমর্থ হন ॥ ২২

যে ব্যক্তি পরের জন্য অর্থাৎ এই বাহ্য ইন্দ্রিয়গণের তৃপ্তির জন্য বিষয়ভোগে তৃপ্ত হইয়া ইহাকেই নিজের মুখ্য কার্য বলিয়া বুঝিয়া থাকে, সেই ব্যক্তি নিজের বাস্তবিক কর্তব্য হইতে চ্যুত হইয়া যায় ॥ ২৩

এ জগতে বুদ্ধিমান্‌ হউক বা মূঢ় হউক, তাহার আত্মা নিজের কৃত কর্মফলের অনুসারেই নরক, পশু-পক্ষী প্রভৃতি যোনি, স্বর্গ ও পরম গতি লাভ করিয়া থাকে ॥ ২৪

যেরূপ কলসাদি পক্ব মৃত্তিকার পাত্রে স্থাপিত জলাদি তরল পদার্থ চ্যুতও হয় না এবং নষ্টও হয় না, সেইরূপ তপস্যার দ্বারা তপ্ত সূক্ষ্ম শরীর ব্রহ্মলোকের পর্যন্ত বিষয়ং অনুভব করে ॥ ২৫

যে মানুষ শব্দ স্পর্শাদি বিষয়সমূহ উপভোগ করে, সেই মানুষ নিশ্চিতই ব্রহ্মানন্দ অনুভব হইতে বঞ্চিত থাকিয়া যায়। কিন্তু যিনি বিষয়সমূহ পরিত্যাগ করিয়া দিয়াছেন, তিনি অবশ্যই ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিতে সমর্থ হন ॥ ২৬

যেরূপ জন্মান্ধ ব্যক্তি পথ দেখিতে পায় না, সেইরূপ শিশ্নোদর-পরায়ণ ও অজ্ঞানে আবৃত জীব মায়ারূপ কুয়াসায় আচ্ছন্ন থাকায় মোক্ষমার্গ বুঝিতে পারে না ॥ ২৭

বণিগ্ যথা সমুদ্রাদ্ বৈ যথার্থং লভতে ধনম্
তথা মর্ত্যার্ণবে জন্তোঃ কর্মবিজ্ঞানতো গতিঃ ॥২৮
অহোরাত্রময়ে লোকে জরারূপেণ সংসরন্
মৃত্যুর্গ্রসতি ভূতানি পবনঃ পন্নগো যথা ॥ ২৯
স্বয়ংকৃতানি কর্মাণি ক্ষয়তো জন্তুঃ প্রপদ্যতে
নাকৃত্বা লভতে কশ্চিৎ কিঞ্চিদত্র ক্রিয়া ফলম্
শয়ানং যান্তমাসীনং প্রবৃত্তং বিষয়েষু চ
শুভাশুভানি কর্মাণি প্রপদ্যন্তে নরং সদা ॥ ৩১
ন জন্তুং তীরমাসাদ্য পুনস্তর্ত্তুং ব্যবস্যতি
দুর্লভো দৃশ্যতে জন্তুর্বিনিপাতো মহার্ণবে ॥ ৩২
যথা ভাবাবসন্না হি নৌর্মহাম্ভসি তদ্বিদঃ
তথা মনোভিযোগাদ্ বৈ শরীরং প্রচিকীর্ষতি
যথা সমুদ্রমভিতঃ সংশ্রিতাঃ সরিতোঽপরাঃ

তথাদ্যা প্রকৃতির্যোগাদভিসংশ্রিয়তে সদা ॥ ৩৪
স্নেহপাশৈর্বহুবিধৈরাসক্তমনসো নরাঃ
প্রকৃতিস্থা বিনীদন্তি জলে সৈকতবেশ্মবৎ ॥ ৩৫
শরীরগৃহসংজ্ঞস্য শৌচতীর্থস্য দেহিনঃ
বুদ্ধিমার্গপ্রয়াতস্য সুখং ত্বিহ পরত্র চ ॥ ৩৬
বিস্তরাঃ ক্লেশসংযুক্তাঃ সংক্ষেপাস্তু সুখাবহাঃ
পরার্থং বিস্তরাঃ সর্বে ত্যাগমাত্মহিতং বিদুঃ ॥৩৭
সঙ্কল্পজো মিত্রবর্গো জ্ঞাতয়ঃ কারণাত্মকাঃ
ভার্যা পুত্রশ্চ দাসশ্চ স্বমর্থমনুযুঞ্জতে ॥ ৩৮
ন মাতা ন পিতা কিঞ্চিৎ কস্যচিৎ প্রতিপদ্যতে
দানপথোদনো জন্তুঃ স্বকর্মফলমশ্নুতে ॥ ৩৯
মাতা পুত্রঃ পিতা ভ্রাতা ভার্যা মিত্রজনস্তথা।
অষ্টাপদপদস্থানে লক্ষমূল্যেব লক্ষ্যতে ॥ ৪০

যেরূপ বৈশ্য সমুদ্রপথে বাণিজ্য করিতে যাইয়া নিজের মূলধন অনুসারে দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া আনে, সংসার-সাগরে বাণিজ্যকারী জীব নিজের কর্ম ও বিজ্ঞানের অনুরূপ গতি লাভ করিয়া থাকে। ২৮

দিন ও রাত্রিময় সংসারে বার্দ্ধক্যের রূপ ধরিয়া পরিভ্রমণকারী মৃত্যু সমস্ত প্রাণীকে সেইভাবে গ্রাস করে, যেরূপ সর্প বায়ু পান করিতে থাকে। ২৯

জীব জগতে জন্মগ্রহণ করিয়া নিজের পূর্বকৃত কর্মসমূহেরই ফল ভোগ করিতে থাকে পূর্বজন্মে কোন কিছু না করিয়া এ সংসারে কেহই কোনরূপ প্রিয় বা অপ্রিয় ফললাভ করে না। ৩০

মানুষ শয়ন, উপবেশন, গমন ও বিষয়ভোগে প্রবৃত্ত—এই সব যে কোন অবস্থাতেই থাকুক, তাহার শুভাশুভ কর্মফল সর্বদা তাহার নিকট উপস্থিত থাকে। ৩১

যেরূপ সমুদ্রের পরপারে উপস্থিত হইয়া পুনরায় কেহ উহাতে আবার সন্তরণ করিবার উদ্যোগ করে না, সেইরূপ সংসারসাগর হইতে পার হইয়া মানুষের পুনরায় উহাতে পতিত হওয়া অর্থাৎ পুনরায় ফিরিয়া আসা দুর্লভ দেখা যায়। ৩২

যেরূপ গভীর জলে স্থিত নৌকা নাবিককর্তৃক রজ্জু দ্বারা আকৃষ্ট হইতে থাকিলে সে তাহার মনোভাবের অধীন হইয়া যায়, সেইরূপ জীব এই শরীররূপী নৌকাকে নিজের মনের অভিপ্রায়ানুসারে পরিচালিতে করিতে বাসনা করে। ৩৩

যেরূপ বহু নদী চারিদিক্ দিয়া আসিয়া সমুদ্রে মিলিত হয়, সেইরূপ যোগের দ্বারা বশীভূত মন চরকালের জন্য মূল প্রকৃতিতে লীন হইয়া যায়।

মানুষের মন নানাপ্রকার স্নেহবন্ধনে আবদ্ধ, প্রকৃতিতে অবস্থিত অর্থাৎ অজ্ঞানবশীভূত সেই সব মানুষ জলে বালুকার গৃহের ন্যায় অত্যন্ত দুঃখে অবসন্ন হইয়া যায়। ৩৫

শরীরই যাহার গৃহ, যে ব্যক্তি বাহির ও আভ্যন্তরীণ পবিত্রতাকেই তীর্থ বলিয়া মনে করেন এবং বুদ্ধি সহকারে কল্যাণ পথে গমন করেন, সেই দেহধারী জীবের ইহলোক ও পরলোকেও সুখলাভ হয়। ৩৬

ক্রিয়াসমূহের বিস্তার ক্লেশদায়ক এবং সংক্ষেপ সুখদায়ক হয় সমস্ত কর্মের বিস্তারই পরার্থরূপ অর্থাৎ মন ও ইন্দ্রিয়গণের তৃপ্তির জন্য হইয়া থাকে কিন্তু ত্যাগ নিজের পক্ষে হিতকর বলিয়া জ্ঞানিগণ বলেন। ৩৭

কোন না কোন সঙ্কল্প লইয়াই মানুষ মিত্র হয়, জ্ঞাতিরাও কোন কোন কারণবশতই সম্বন্ধ রাখিয়া চলে এবং পত্নী, পুত্র ও সেবকও নিজ নিজ স্বার্থে অনুসরণ করিয়া চলে। ৩৮

মাতা ও পিতা পরলোকের কল্যাণসাধনে কোন কিছুই সহায়তা করেন না। পরলোকের পথে ত' নিজের কৃত দান অর্থাৎ ত্যাগই পাথেয়রূপে প্রয়োজনসাধন করে। প্রত্যেক জীব নিজের কর্মেরই ফল ভোগ করে। ৩৯

মাতা, পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, ভার্যা ও মিত্রগণ ইঁহারা সকলেই সুবর্ণের শিকার মধ্যে স্থাপিত লক্ষ মুদ্রার ন্যায় পরিলক্ষিত হইয়া থাকেন। ৪০

সর্বাণি কর্মাণি পুরা কৃতানি
শুভাশুভান্যাত্মনো যান্তি জন্তোঃ।
উপস্থিতং কর্মফলং বিদিত্বা
বুদ্ধিঃ তথা চোদয়তেঽসুরাত্মা ॥ ৪১

ব্যবসায়ং সমাশ্রিত্য সহায়ান্ যোঽধিগচ্ছতি
ন তস্য কশ্চিদারম্ভঃ কদাচিদবসীদতি ॥ ৪২

অদ্বৈধমনসং যুক্তং শূরং ধীরং বিপশ্চিতম্
ন শ্রীঃ সন্ত্যজতে নিত্যমাদিত্যমিব রশ্ময়ঃ ॥ ৪৩

আস্তিক্য-ব্যবসায়াভ্যামুপায়াদ্ বিস্ময়াদ্ ধিয়া।
সমারভেদনির্বিণ্ণাত্মা ন সোঽর্থঃ পরিহীয়তে ॥ ৪৪

সর্বঃস্বানি শুভাশুভানি নিয়তং কর্মাণি জন্তুঃ স্বয়ং
গর্ভাৎ সম্প্রতিপদ্যতে তদুভয়ং যৎ তেন পূর্বং কৃতম্।
মৃত্যুশ্চাপরিহারবান্ সমগতিঃ কালেন বিচ্ছেদিনা
দারোশ্চূর্ণমিবাশ্মসারবিহিতং
কর্মান্তিকঃ প্রাপয়েৎ ॥ ৪৫

স্বরূপতামাত্মকৃতঞ্চ বিত্তারং
কুলান্বয়ং ভ্রব্যসমৃদ্ধিসঞ্চয়ম্।
নরো হি সর্বো লভতে যথাকৃতং
শুভাশুভেনাত্মকৃতেন কর্মণা ॥ ৪৬

ভীষ্ম উবাচ।
ইত্যুক্তো জনকো রাজন্ যাথাতথ্যং মনীষিণা।
শ্রুত্বা ধর্মবিদাং শ্রেষ্ঠঃ পরাং মুদমবাপ হ ॥ ৪৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি পরাশরগীতায়াম
অষ্টনবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯৮

পূর্বজন্মে কৃত সমস্ত শুভাশুভ কর্মই জীবের অনুসরণ করে। এইরূপ প্রাপ্ত পরিস্থিতিতে নিজের কর্মসমূহেরই ফল অবগত হইয়া যাহার মন অন্তর্মুখ হইয়াছে, তিনি নিজের বুদ্ধিকে এরূপ শুভ প্রেরণা দিয়া থাকেন, যাহাতে ভবিষ্যতে আর দুঃখ ভোগ করিতে না হয়। ৪১

যে ব্যক্তি দৃঢ় নিশ্চয় ও পূর্ণ উদ্যোগের আশ্রয় লইয়া তদনুকূল সহায়কগণকে সংগ্রহ করেন, তাঁহার কোনও কার্য কখনও ব্যর্থ হয় না। ৪২

যাঁহার মন দ্বিধাগ্রস্ত হয় না, যিনি উদ্যোগী, সৌম্যশালী বীর, ধীর ও বিদ্বান্, তাঁহাকে লক্ষ্মী সেইভাবে কখনও ত্যাগ করেন না, যেরূপ রশ্মিসমূহ সূর্যকে ত্যাগ করিয়া থাকে না। ৪৩

যাঁহার হৃদয় উদার এবং প্রশস্ত, যিনি আস্তিকতা, নিশ্চয় ও আবশ্যক উপায়ের দ্বারা গর্বহীনতার সহিত উত্তম বুদ্ধিপূর্বক কার্য আরম্ভ করেন, তাঁহার সেই কার্য কখনও বিফল হয় না। ৪৪

সকল জীব, পূর্বজন্মে তাহারা যাহা কিছু করিয়াছে, সেই নিজের শুভাশুভ কর্মসকলের নিয়ত ফলের মধ্যে প্রবেশ করিবার সময়েই ক্রমশঃ লাভ করিতে এবং ভোগ করিতে থাকে। যেরূপ বায়ু তাড়াতাড়িভাবে বিদীর্ণ করিয়া নির্মিত কাষ্ঠখণ্ডের চূর্ণ সকল উড়াইয়া দেয়, সেইরূপ অপরিবর্তনীয় মৃত্যু বিনাশকারী কালের সহায়তায় মনুষ্যকে নষ্ট করিয়া থাকে ॥ ৪৫

সকল মানুষ নিজ নিজ কৃত শুভাশুভ কর্মানুসারেই সুন্দর বা অসুন্দর, সুকৃত যোগ্য-অযোগ্য পুত্র পৌত্রাদির বিস্তার, উত্তম বা অধমকুলে জন্ম এবং দ্রব্য-সমৃদ্ধির সঞ্চয়াদি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৪৬

ভীষ্ম বলিলেন, রাজন্! জ্ঞানী মহাত্মা পরাশর মুনির মুখ হইতে এই যথার্থ উপদেশ শ্রবণ করত ধর্মজ্ঞগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাজা জনক অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন ॥ ৪৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে পরাশরগীতাবিষয়ক অষ্টনবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

নবনবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[হংসগীতা—হংসরূপধারিণা ব্রহ্মণা সাধ্যেভ্য উপদেশদানম্]

যুধিষ্ঠির উবাচ

সত্যং দমঃ ক্ষমাং প্রজ্ঞাং প্রশংসন্তি পিতামহ
বিদ্বাংসো মনুজা লোকে কথমেতন্মতং তব ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ।

অত্র তে বর্তয়িষ্যেঽহমিতিহাসং পুরাতনম্
সাধ্যানামিহ সংবাদং হংসস্য চ যুধিষ্ঠির ॥ ২

হংসো ভূত্বাথ সৌবর্ণস্ত্বজো নিত্যঃ প্রজাপতিঃ
স বৈ পর্য্যেতি লোকাংস্ত্রীনথ সাধ্যানুপাগমৎ ॥ ৩

সাধ্যা উচুঃ

শকুনে বয়ং স্ম দেবা বৈ সাধ্যাস্ত্বামনুযুঙ্ক্ষ্মহে
পৃচ্ছামস্ত্বাং মোক্ষধর্মং ভবাংশ্চ কিল মোক্ষবিৎ ৪

শ্রুতোঽসি নঃ পণ্ডিতো ধীরবাদী
সাধূপলক্ষ্যরতে তে পতৎত্রিন্
কিং মন্যসে শ্রেষ্ঠতমং দ্বিজ ত্বং
কস্মিন্ মনস্তে রমতে মহাত্মন্ ॥ ৫

তন্নঃ কার্য্যং পক্ষিবর প্রশাধি
যৎ কার্য্যাণাং মন্যসে শ্রেষ্ঠমেকম্
যৎ কৃত্বা বৈ পুরুষঃ সর্ববন্ধৈ-
র্বিমুচ্যতে বিহগেন্দ্রেব শীঘ্রম্ ॥ ৬

হংস উবাচ

ইদং কার্য্যমমৃতাশাঃ শৃণোমি
তপো দমঃ সত্যমাত্মাভিগুপ্তিঃ
গ্রন্থীন্ বিমুচ্য হৃদয়স্য সর্বান্
প্রিয়াপ্রিয়ে স্বং বশমানয়ীত ॥ ৭

নারুন্তুদঃ স্যান্ন নৃশংসবাদী
ন হীনতঃ পরমভ্যাদদীত
যয়াস্য বাচা পর উদ্বিজেত
ন তাং বদেদ্ রুষতীং পাপলোক্যাম্ ॥ ৮

নব নবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

[হংসগীতা হংসরূপধারী ব্রহ্মা কর্তৃক সাধ্যগণকে উপদেশ দান।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! জগতে বহু বিদ্বান্ মানুষ সত্য, ইন্দ্রিয়সংযম, ক্ষমা ও প্রজ্ঞার (উত্তম বুদ্ধির) প্রশংসা করেন। এ বিষয়ে আপনার কি অভিমত? ১

ভীষ্ম বলিলেন, যুধিষ্ঠির! এ বিষয়ে হংস ও সাধ্যগণের মধ্যে যে আলাপ আলোচনা হইয়াছিল, সেই প্রাচীন ইতিহাস আমি তোমাকে শুনাইব। ২

এক সময় নিত্য অজন্মা প্রজাপতি ব্রহ্মা সুবর্ণময় হংসের রূপ ধারণ করত ত্রিভুবনে বিচরণ করিতেছিলেন। ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি সাধ্যগণের নিকটে উপস্থিত হইলেন। ৩

সাধ্যগণ বলিলেন,—হংস! আমরা সাধ্য নামে দেবতা এবং আপনার নিকটে মোক্ষধর্ম বিষয়ে প্রশ্ন করিতে অভিলাষী হইয়াছি কারণ, আপনি মোক্ষতত্ত্ব জানেন। ৪

মহাত্মন্! আমরা শুনিয়াছি যে, আপনি পণ্ডিত এবং ধীর পণ্ডিতগণেরই ন্যায় কথা বলেন। পতৎত্রিন্! আপনার উত্তম বাণী সর্ব্বত্র প্রচারিত আছে পক্ষিপ্রবর! আপনার মতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্তু কি? আপনার মন কোথায় রমণ (আরাম-অনুভব) করে? ৫

পক্ষিরাজ! বলশ্রেষ্ঠ! সমস্ত কার্য্যসমূহের মধ্যে যে এক কার্য্যকে আপনি সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম বলিয়া মনে করেন এবং যাহা সম্পন্ন করিলে জীবের সর্ব্বপ্রকার বন্ধন হইতে সত্বর মুক্তি লাভ হয়, উহাই আমাদের উপদেশ করুন। ৬

হংস বলিলেন- অমৃতভোজী দেবগণ! আমি ত' শ্রবণ করিয়াছি যে, তপ, ইন্দ্রিয়সংযম, সত্যভাষণ ও মনোনিগ্রহাদি কার্য্যই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। হৃদয়ের সমস্ত গ্রন্থি উন্মুক্ত করিয়া প্রিয় ও অপ্রিয়কে নিজের বশীভূত করিবে অর্থাৎ উহাদের অন্ত হর্ষ এবং বিষাদ করিবে না। ৭

কাহারও মর্ম্মে আঘাত দান করিবে না অপরের পীড়াদায়ক নিষ্ঠুর বাক্য বলিবে না। কোন নীচ মনুষ্য হইতে অধ্যাত্ম শাস্ত্রের উপদেশ গ্রহণ করিবে না এবং যাহা শুনিয়া অপরের উদ্বেগ হয়, নরক জনক অমঙ্গলময় বাক্যও মুখ হইতে নির্গত করিবে না। ৮

বাক্‌সায়কা বদনান্নিষ্পতন্তি
যৈরাহতঃ শোচতি রাত্র্যহানি
পরস্য নামর্মসু তে পতন্তি
তান্ পণ্ডিতো নাবসৃজেৎ পরেষু ॥ ৯
পরশ্চেদেনমতিবাদবাণৈ-
র্ভৃশং বিধ্যেচ্ছম এবেহ কার্য্যঃ
সংরোহমাণঃ প্রতিহন্যুত্তে যঃ
স আদত্তে সুকৃতং বৈ পরস্য ॥১০
ক্ষেপায়মাণমভিবদন্তমালীকং
নিগৃহ্যাতি জলিতং যশ্চ মন্যুম্।
অদুষ্টচেতা মুদিতোঽনসূয়ুঃ
স আদত্তে সুকৃতং বৈ পরেষাম্ ॥১১
আক্রুশ্যমানো ন বদামি কিঞ্চিৎ
ক্ষমামাহঃ তাড্যমানশ্চ নিত্যম্।
শ্রেষ্ঠং হ্যেতদ্ যৎক্ষমামাহুরার্য্যাঃ
সত্যং তথৈবার্জবমানৃশংস্যম্ ॥ ১১

বাক্যরূপী বাণ যখন মুখ হইতে নির্গত হয়, তখন উহার দ্বারা বিদ্ধ মনুষ্য দিবারাত্রি শোক করিতে থাকে ; কারণ, সেই বাক্য অপরের মর্ম্মে যাইয়া আঘাত করে, সেইজন্য বিদ্বান্ মানুষ কোনরূপে অন্য মনুষ্যের উপর বাক্যবাণের প্রয়োগ করিবেন না ।৯

অবশ্য কেহ যদি এই বিদ্বান্ পুরুষকে কটূক্যরূপী বাণের দ্বারা অধিক আঘাত করে, তবে তিনি শান্ত হইয়াই থাকিবেন যে ব্যক্তি অপরে ক্রোধ করিলেও নিজে তাহার পরিবর্ত্তে শান্ত থাকেন, তিনি তাহার পুণ্য গ্রহণ করেন ।

কোন ব্যক্তি আক্রোশবশতঃ অপ্রীতিকর তিরস্কার করিতে লাগিল, তাহার প্রতি প্রজ্বলিত নিজের ক্রোধকে যে ব্যক্তি রুদ্ধ করিয়া রাখিতে সমর্থ, যিনি চিত্তে কোন বিকার বা দোষ আসিতে দেন না, যিনি সর্ব্বদা আনন্দিত থাকেন এবং অপরের দোষ যিনি দর্শন করেন না, সেই ব্যক্তি নিজের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন সকল মানুষের পুণ্য গ্রহণ করিয়া থাকেন ॥ ১১

আমাকে কেহ যদি কটূকাটব্য আমার নিন্দা করে, তবে আমি তাহার পরিবর্ত্তে কিছু বলি না। কেহ যদি আমাকে প্রহার করে, তাহা হইলে আমি তাহাকে ক্ষমা করি ; কারণ, উত্তম পুরুষগণ ক্ষমা, সত্য, সরলতা ও দয়াকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকেন ॥ ১২

বেদস্যোপনিষদ্ সত্যং সত্যস্যোপনিষদ্ দমঃ।
দমস্যোপনিষন্মোক্ষ এতৎ সর্বানুশাসনম্ ॥ ১৩
বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
বিদ্যাৎ সাবেগমুদরোপস্থবেগম্।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেদ্ধীরাঃ
তং মন্যেঽহং ব্রাহ্মণং বৈ মুনিঞ্চ ॥১৪
অক্রোধনঃ ক্রুধ্যতাং বৈ বিশিষ্ট-
স্তথা তিতিক্ষুরতিতিক্ষোর্বিশিষ্টঃ।
অমানুষান্মানুষো বৈ বিশিষ্ট-
স্তথাজ্ঞানাজ্ জ্ঞানবিদ্ বৈ বিশিষ্টঃ ॥ ১৫
আক্রুশ্যমানো নাক্রুশ্যেন্মন্যুরেনং তিতিক্ষতঃ।
আক্রোষ্টারং নির্দহতি সুকৃতং চাস্য বিন্দতি ॥১৬
যো নাত্যুক্তঃ প্রাহ রূক্ষং প্রিয়ং বা
যো বা হতো ন প্রতিহন্তি ধৈর্য্যাৎ।
পাপঞ্চ যো নেচ্ছতি তস্য হন্তস্তস্মৈহ
দেবাঃ স্পৃহয়ন্তি নিত্যম্ ॥ ১৭

বেদাধ্যয়নের সার হইল সত্যভাষণ, সত্যভাষণের সার হইল ইন্দ্রিয়সংযম এবং ইন্দ্রিয়সংযমের ফল হইল মোক্ষ। ইহাই সকল শাস্ত্রের উপদেশ

যে ব্যক্তি বাক্যের বেগ, মন ও ক্রোধের বেগ, তৃষ্ণার বেগ এবং উদর ও লিঙ্গের বেগ—এই সব প্রচণ্ড বেগ সহ্য করেন, তাঁহাকেই আমি ব্রহ্মজ্ঞ ও মুনি বলিয়া মনে করি ॥ ১৪

ক্রোধী মনুষ্যগণ হইতে অক্রোধী মানুষ শ্রেষ্ঠ, অসহনশীল অপেক্ষা সহনশীল মানুষ শ্রেষ্ঠ, মনুষ্যেতর প্রাণিগণ হইতে মনুষ্যগণ শ্রেষ্ঠ এবং অজ্ঞানী হইতে জ্ঞানবান্ শ্রেষ্ঠ ॥ ১৫

যে ব্যক্তি অপরে কটূকাটব্য বলিলেও পরিবর্ত্তে তাহাকে কিছুই বলেন না, সেই ক্ষমাশীল মানুষের নিকট ক্রোধই সেই কটূকাটব্যভাষী ব্যক্তিকে দগ্ধ করিয়া দেয় এবং তাহার পুণ্যও ক্ষমাশীল মানুষ গ্রহণ করেন ॥ ১৬

যে ব্যক্তি অপরের দ্বারা নিজের উদ্দেশ্যে কটু কথা কথিত হইলেও তাহার প্রতি কঠোর বা প্রিয় বাক্য কিছুই বলেন না এবং কাহারও দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াও ধৈর্য্যবশতঃ তাহার পরিবর্ত্তে কাহাকে আঘাত করেন না ও তাহার অমঙ্গল কামনা করেন না, সেই মহাত্মা পুরুষের সহিত মিলিত হইবার জন্য দেবগণও সদা স্পৃহা করেন ॥ ১৭

পাপীয়সঃ ক্ষমেতৈব শ্রেয়সঃ সদৃশস্য চ
বিমানিতো হতোৎক্রুষ্ট এষ সিদ্ধিং গমিষ্যতি ॥ ১৮
সদাহমার্যাগ্নিভৃতোঽপ্যুপাসে
ন মে বিধিৎসোৎসহতে ন রোষঃ
ন বাপ্যহং লিপ্সমানঃ পরৈমি
ন চৈব কিঞ্চিদ্ বিষয়েণ যামি ॥ ১৯
নাহং শপ্তঃ প্রতিশপামি কঞ্চিদ্
দমং দ্বারং হ্যমৃতস্যেহ বেদ্মি।
গুহ্যং ব্রহ্ম তদিদং বো ব্রবীমি
ন মানুষাচ্ছ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ ॥ ২০
নির্মুচ্যমানঃ পাপ্মভ্যো ধনেভ্যো ইব চন্দ্রমাঃ
বিরজাঃ কালমাকাঙ্ক্ষন্ ধীরো ধৈর্যেণ সিধ্যতি ॥২১
যঃ সর্বেষাং ভবতি হ্যর্চনীয়
উৎসেধনস্তম্ভ ইবাভিজাতঃ
যস্মৈ বাচং সুপ্রসন্নাং বদন্তি
স বৈ দেবান্ গচ্ছতি সংযতাত্মা ॥ ২২
ন তথা বক্তুমিচ্ছন্তি কল্যাণান্ পুরুষে গুণান্।
যথৈষাং বক্তুমিচ্ছন্তি নৈর্গুণ্যমনুসূয়কাঃ ॥ ২৩
যস্য বাঙ্মনসী গুপ্তে সম্যক্ প্রণিহিতে সদা
বেদাস্তপশ্চ ত্যাগশ্চ স ইদং সর্বমাপ্নুয়াৎ ॥২৪
আক্রোশন-বিমানাভ্যাং নাবুধান্ বোধয়েদ্ বুধঃ।
তস্মান্ন বর্ধয়েদন্যং ন চাত্মানং বিহিংসয়েৎ ॥ ২৫
অমৃতস্যেব সংতৃপ্যেদবমানস্য পণ্ডিতঃ
সুখং হ্যবমতঃ শেতে যোঽবমন্তা স নশ্যতি ॥ ২৭
যৎ ক্রোধনো যজতি যদ্ দদাতি
যদ্ বা তপস্তপ্যতি যজ্জুহোতি।
বৈবস্বতস্তদ্ধরতেঽস্য সর্বং
মোঘঃ শ্রমো ভবতি হি ক্রোধনস্য ॥২৭

পাপকারী অপরাধী ব্যক্তি সবলে বড় হউক বা সমান হউক, তাহার দ্বারা অপমানিত হইয়া, আঘাত পাইয়া এবং কটুকাটব্য ভাষা শুনিয়া তাহাকে ক্ষমাই করিয়া দিবেন। এরূপ আচরণকারী মানুষ পরম সিদ্ধিলাভ করেন ॥ ১৮

যদিও আমি সর্বপ্রকারে পরিপূর্ণ (আমার কোন কিছু জানিবার বা পাইবার শেষ নাই), তথাপি আমি শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের উপাসনা (সৎসঙ্গ) করিতে থাকি। তৃষ্ণা আমাকে বশীভূত করিতে পারে না এবং রোষও আমাকে অভিভূত করিতে সমর্থ হয় না। আমি কোন কিছু পাইবার লোভে ধর্মকে উল্লঙ্ঘন করি না এবং কোন বিষয় প্রাপ্তির জন্যও কোথাও যাতায়াত করি না ॥১৯

কেহ যদি আমাকে অভিশাপ দেয়, আমি তাহার পরিবর্তে কোন শাপদান করি না। ইন্দ্রিয়সংযমকেই আমি মোক্ষের দ্বার বলিয়া মনে করি। এই সময় আমি তোমাদিগকে এক অতিশয় গুহ্য তত্ত্ব বলিতেছি, শ্রবণ কর। মনুষ্য জন্ম হইতে শ্রেষ্ঠ আর অন্য কোন জন্ম নাই ॥ ২০

যেরূপ চন্দ্র মেঘের আবরণ হইতে নির্গত হইলে পর নিজের প্রভায় প্রকাশিত হইয়া উঠে, সেইরূপ পাপসকল হইতে মুক্ত হইয়া নির্মল অন্তঃকরণযুক্ত ধীর পুরুষ ধৈর্যধারণ করতঃ প্রতীক্ষা করিতে করিতে সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন ॥ ২১

সংযতচিত্ত অর্থাৎ নিজের মনকে বশীভূত রাখিতে সমর্থ যে বিদ্বান্ পুরুষ ঊর্ধ্বদিকে উত্থিত স্তম্ভের ন্যায় উচ্চকুলে উৎপন্ন হইয়া সকলেরই সমাদরের যোগ্য হন এবং যাঁহার প্রতি সকল মানুষ প্রসন্নতাসহকারে মধুর বাক্য বলে, সেই পুরুষ দেবভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ২২

কাহারও প্রতি দোষকারী মানুষ যেরূপ তাহার দোষসমূহের বর্ণনা করে, সেরূপ তাহার কল্যাণময় গুণসকল বর্ণনা করিতে ইচ্ছুক হয় না ॥ ২৩

যাঁহার বাক্য ও মন সুরক্ষিত থাকিয়া সর্বদা সর্বপ্রকারে পরমাত্মায় আসক্ত থাকে, তিনি বেদাধ্যয়ন, তপ ও ত্যাগ - এই সবেরই যথার্থ ফল লাভ করেন ॥ ২৪

অতএব বিবেকী মানুষ কটুভাষী বা অপমানকারী অজ্ঞান ব্যক্তিগণকে তাহাদের উক্ত দোষের কথা বলিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিবেন না। তাহাদের সম্মুখে অন্যকে সর্বদা নিন্দা বাক্য বলিয়া তাহাদের দ্বারা নিজের হিংসা করাইবেন না ॥ ২৫

বিদ্বান্ ব্যক্তি অপমান প্রাপ্ত হইয়া অমৃত পানের ন্যায় সন্তুষ্ট হইবেন; কারণ, অপমানিত মানুষ সুখে শয়ন করে, কিন্তু সেই অপমানকারী ব্যক্তি নষ্ট হইয়া যায় ॥ ২৬

ক্রোধী মানুষ যে যজ্ঞ করে, যাহা দান করে, যে তপস্যা করে অথবা যাহা হোম করে, তাহার এই সব কর্মের ফল যমরাজ হরণ করিয়া লইয়া যায়। ক্রোধপরায়ণ ব্যক্তির কৃত সমস্ত পরিশ্রমই ব্যর্থ হইয়া থাকে ॥ ২৭

চত্বারি যস্য দ্বারাণি সুগুপ্তান্যমরোত্তমাঃ
উপস্থমুদরং হস্তৌ বাক্ চতুর্থী স ধর্মবিৎ ॥ ২৮

সত্যং দমং ক্ষান্তিমনুশংস্যং
ধৃতিং তিতিক্ষামতিসেবমানঃ ।
স্বাধ্যায়নিত্যোঽস্পৃহয়ন্ পরেষা-
মেকান্তশীল্যাধ্য গতির্ভবেৎ সঃ ॥ ২৯

সর্বাংস্তৈনানুচরন্ বৎসবচ্চতুরঃ স্তনান্ ।
ন পাবনতমং কিঞ্চিৎ সত্যাদধ্যাগমং ক্বচিৎ ॥ ৩০

আচক্ষেঽহং মনুষ্যেভ্যো দেবেভ্যঃ প্রতিসঞ্চরন্
সত্যং স্বর্গস্য সোপানং পারাবারস্য নৌরিব ॥ ৩১

যাদৃশৈঃ সংনিবসতি যাদৃশাংশ্চোপসেবতে ।
যাদৃগিচ্ছেচ্চ ভাবয়ুং তাদৃগ্ ভবতি পূরুষঃ ॥ ৩২

যদি সন্তং সেবতি যদ্যসন্তং
তপস্বিনং যদি বা স্তেনমেব ।
বাসো যথা রঙ্গবশং প্রযাতি
তথা স তেষাং বশমভ্যুপৈতি ॥ ৩৩

সদা দেবাঃ সাধুভিঃ সংবদন্তে
ন মানুষং বিষয়ং যান্তি দ্রষ্টুম্ ।
নেন্দুঃ সমঃ সাদসমো হি
বায়ুরুচ্চাবচং বিষয়ং যঃ স বেদ ॥ ৩৪

অদুষ্টং বর্তমানে তু হৃদয়ান্তরপূরুষে ।
তেনৈব দেবাঃ প্রীয়ন্তে সত্যাং মার্গস্থিতেন বৈ ॥ ৩৫

শিশ্নোদরে যে নিরতাঃ সদৈব
স্তেনা নরা বাক্পরুষাশ্চ নিত্যম্
অপেতদোষানপি তান্ বিদিত্বা
দূরাদ্ দেবাঃ সম্পরিবর্জয়ন্তি ॥ ৩৬

ন বৈ দেবা হীনসত্ত্বেন তোষ্যাঃ
সর্বাশিনা দুষ্কৃতকর্মণা বা ।
সত্যব্রতা যে তু নরাঃ কৃতজ্ঞা
ধর্মে রতাস্তৈঃ সহ সন্তজন্তে ॥ ৩৭

দেবেশ্বরগণ ! যে পুরুষের উপস্থ (লিঙ্গ), উদর, দুই হস্ত ও বাক্য - এই চারিটি দ্বার সুরক্ষিত থাকে, তিনি ধর্মজ্ঞ পুরুষ । ২৮

যে ব্যক্তি সত্য, ইন্দ্রিয়সংযম, সরলতা, দয়া, ধৈর্য্য ও ক্ষমা অধিকভাবে এই সব পালন করেন, সদা স্বাধ্যায়ে নিরত থাকেন, অপরের বস্তু গ্রহণ করিবার অভিপ্রায় লাভ করেন না এবং একাকী নির্জনে বাস করেন, তিনি ঊর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । ২৯

যেরূপ বৎস নিজের মাতার চারিটি স্তনই পান করে, সেইরূপ সকল মানুষের পূর্ব্বোক্ত সত্যাদি সদ্‌গুণসমূহের সেবা করা উচিত । আমি আজ পর্য্যন্ত সত্য অপেক্ষা অধিক কোন পাবন বস্তু কোথাও প্রাপ্ত হই না । ৩০

আমি চারিদিকে পরিভ্রমণ করিয়া মনুষ্য ও দেবগণকে বলিতে থাকি যে, যেরূপ নৌকাই সমুদ্র পার হইবার উপায়, সেইরূপ সত্যই স্বর্গলোকে উপস্থিত হইবার সোপান (সিঁড়ি) । ৩১

মানুষ যেরূপ লোকসকলের সহিত বাস করে, যেরূপ মনুষ্যগণকে সেবা করে এবং যেরূপ হইবার বাসনা করে, সেইরূপই হইয়া থাকে । ৩২

যেরূপ বস্ত্র যে বর্ণে (রং-এ) রঞ্জিত করা হয়, সেইরূপই হয়, সেইপ্রকার যদি কোন ব্যক্তি সজ্জন, অসজ্জন, তপস্বী অথবা চোরকে সেবা করে, তবে সেই ব্যক্তি তত্তৎ ভাবই প্রাপ্ত হইয়া থাকে অর্থাৎ তাহার উপর সেই সেই ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য আরোপিত করা হয় । ৩৩

দেবগণ সর্ব্বদা সৎপুরুষগণের সঙ্গ তাঁহাদের সহিতই বার্ত্তালাপ করেন, সেইজন্য তাঁহারা মনুষ্যগণের ক্ষণভঙ্গুর ভোগসমূহের দিকে দৃষ্টিপাতও করেন না যে ব্যক্তি বিভিন্ন বিষয়সমূহের নশ্বর স্বভাব যথাযথভাবে জানেন, তাঁহার সমানতা চন্দ্রও হয় না এবং বায়ুও হয় না । ৩৪

হৃদয়গুহায় অবস্থিত অন্তর্যামী আত্মা যখন দোষভাবহীন হইয়া যান, সেই অবস্থায় তাঁহার সাক্ষাৎকারকারী পুরুষ সন্মার্গগামী বলিয়া কথিত হন । তখন দেবগণ তাঁহার উপর প্রসন্ন থাকেন । ৩৫

কিন্তু যাহারা সর্ব্বদা উদরপূরণ ও উপস্থ-ইন্দ্রিয়ের ভোগসাধনে নিরত থাকে, যাহারা চুরি করে ও সর্ব্বদা কর্কশ বাক্য ব্যবহার করে, তাহারা যদি প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতির দ্বারা সেই সব কর্ম্মের দোষ হইতে মুক্ত হইয়াও যায়, তথাপি দেবগণ তাহাকে জানিতে পারিয়া দূর হইতেই পরিত্যাগ করিয়া থাকেন । ৩৬

সত্ত্বগুণহীন ও সব কিছু ভক্ষণকারী পাপাচারী মনুষ্যগণ দেবতাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে পারে না । কিন্তু যে সব মানুষ

অব্যাহৃতং ব্যাহৃতাচ্ছ্রেয় আহুঃ
সত্যং বদেদ্ ব্যাহৃতং তদ্ দ্বিতীয়ম্
প্রিয়ং বদেদ্ ব্যাহৃতং তৎ তৃতীয়ং
ধর্মং বদেদ্ ব্যাহৃতং তচ্চতুর্থম্ ॥ ৩৮

সাধ্যা উচুঃ

কেনায়মাবৃতো লোকঃ কেন বা ন প্রকাশতে।
কেন ত্যজতি মিত্রাণি কেন স্বর্গং ন গচ্ছতি ? ৩৯

হংস উবাচ।

অজ্ঞানেনাবৃতো লোকো মাৎসর্য্যান্ন প্রকাশতে।
লোভাৎ ত্যজতি মিত্রাণি সঙ্গাৎ স্বর্গং ন গচ্ছতি ॥৪০

সাধ্যা উচুঃ।

কঃ স্বিদেকো রমতে ব্রাহ্মণানাং
কঃ স্বিদেকো বহুভির্জোষমাস্তে
কঃ স্বিদেকো বলবান্ দুর্বলোঽপি
কঃ স্বিদেষাং কলহং নাস্ববৈতি ॥৪১

হংস উবাচ

প্রাজ্ঞ একো রমতে ব্রাহ্মণানাং
প্রাজ্ঞশ্চৈকো বহুভির্জোষমাস্তে
প্রাজ্ঞ একো বলবান্ দুর্বলোঽপি
প্রাজ্ঞ এষাং কলহং নানুবৈতি ॥ ৪২

সাধ্যা উচুঃ

কিং ব্রাহ্মণানাং দেবত্বং কিঞ্চ সাধুত্বমুচ্যতে।
অসাধুত্বঞ্চ কিং তেষাং কিমেষাং মানুষং মতম্ ॥ ৪৩

হংস উবাচ।

স্বাধ্যায় এষাং দেবত্বং ব্রতং সাধুত্বমুচ্যতে
অসাধুত্বং পরীবাদো মৃত্যুর্মানুষ্যমুচ্যতে ॥ ৪৪

ভীষ্ম উবাচ

(ইত্যুক্ত্বা পরমো দেবো ভগবান্ নিত্য অব্যয়ঃ।
সাধ্যৈর্দেবগণৈঃ সার্ধং দিবমেবারুরোহ সঃ ॥
এতদ্ যশস্যমায়ুষ্যং পুণ্যং স্বর্গ্যং চ ধ্রুবম্
দর্শিতং দেবদেবেন পরমেণাব্যয়েন চ ॥)

নিয়মানুসারে সত্যভাষী, কৃতজ্ঞ ও ধর্মপরায়ণ, তাঁহাদের সহিত দেবগণ স্নেহপূর্ণ সম্বন্ধ স্থাপিত করেন। ৩৭

বৃথা কথা বলা অপেক্ষা মৌন থাকা ভাল বলিয়া কথিত হয় (ইহা বাক্যের প্রথম বৈশিষ্ট্য), সত্য কথা বলা বাক্যের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য, প্রিয় কথা বলা বাক্যের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য এবং ধর্মসম্মত কথা বলা বাক্যের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য (ইহাদের মধ্যে উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ)। ৩৮

সাধ্যগণ বলিলেন, এই জগৎ কাহার দ্বারা আবৃত আছে ? কি কারণে তাহার স্বরূপ প্রকাশিত হয় না ? মানুষ কি হেতু মিত্রগণকে পরিত্যাগ করে এবং কোন্ দোষের জন্য সে স্বর্গে গমন করে না ? ৩৯

হংস বলিলেন,—অজ্ঞানের দ্বারা এই জগৎ আবৃত আছে। মাৎসর্য্যবশতঃ (পরস্ত্রীকাতরতাবশতঃ) উহার স্বরূপ প্রকাশিত হয় না। মানুষ লোভবশতঃ মিত্রদিগকে পরিত্যাগ করে এবং আসক্তি দোষের জন্য সে স্বর্গে যাইতে পারে না। ৪০

সাধ্যগণ বলিলেন,—ব্রাহ্মণগণের মধ্যে একমাত্র কোন্ ব্যক্তি সুখ অনুভব করেন ? কোন্ সেই এক ব্যক্তি, যিনি বহুর সহিত থাকিয়াও নীরব থাকেন ? কোন্ সেই এক মানুষ, যিনি দুর্বল হইলেও বলবান্ এবং ইহাদের মধ্যে এরূপ কোন্ ব্যক্তি আছেন, যিনি কাহারও সহিত কলহ করেন না ? ৪১

হংস বলিলেন,—ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যিনি জ্ঞানী, একমাত্র তিনিই পরম সুখ অনুভব করেন। জ্ঞানীই বহুর সহিত অবস্থান করিয়াও মৌন থাকেন। একমাত্র জ্ঞানী দুর্বল হইলেও বলবান্ এবং ইঁহাদের মধ্যে জ্ঞানীই কাহার সহিত কলহ করেন না। ৪২

সাধ্যগণ বলিলেন—ব্রাহ্মণগণের দেবত্ব কি ? উঁহাদের মধ্যে সাধুতা কাহাকে বলা হয় ? তাঁহাদের মধ্যে অসাধুতা ও মনুষ্যতা কাহাকে বলা হইয়াছে ? ৪৩

হংস বলিলেন,—বেদশাস্ত্রসকলের স্বাধ্যায়ই ব্রাহ্মণগণের দেবত্ব। শাস্ত্রবিহিত উত্তম ব্রতপালন করাই উঁহাদের মধ্যে সাধুতা কথিত হইয়াছে। অপরের নিন্দা করাই হইল তাঁহাদের অসাধুতা এবং মৃত্যু প্রাপ্ত হওয়াই তাঁহাদের মনুষ্যত্ব বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৪৪

(ভীষ্ম বলিলেন যুধিষ্ঠির ! এই কথা বলিয়া নিত্য অবিনাশী পরমদেব ভগবান্ ব্রহ্মা সাধ্য দেবতাগণের সহিতই স্বর্গলোকে আরোহণ করিলেন।

সর্বশ্রেষ্ঠ অবিনাশী দেবাদিদেব ব্রহ্মা কর্তৃক প্রদর্শিত এই পুণ্যময় তত্ত্বজ্ঞান যশ ও আয়ু বৃদ্ধিকারী এবং স্বর্গপ্রাপ্তির নিশ্চিত সাধন।)

সংবাদ ইত্যয়ং শ্রেষ্ঠঃ সাধ্যানাং পরিকীর্ত্তিতঃ।
ক্ষেত্রং বৈ কর্ম্মণাং যোনিঃ সম্ভবঃ সত্তামুচ্যতে ॥ ৪৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্ব্বণি মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বণি হংসগীতাসমাপ্তৌ
নবনবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯৯

যুধিষ্ঠির! এইভাবে সাধ্যগণের সহিত হংসের যে সংবাদ সংঘটিত হইয়াছিল, উহা আমি তোমার নিকট বলিলাম। মূল ও সূক্ষ্ম উভয় শরীরই কর্ম্মসমূহের যোনি (উদ্ভব স্থান) এবং সত্ত্বকেই সত্ত্বকেই—ব্রহ্মকেই সত্তা বলা হয়।৪৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বে হংসগীতাসমাপ্তিবিষয়ক নবনবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

(সাংখ্য-যোগয়োঃ পার্থক্যং প্রতিপাদয়তা ভীষ্মেণ যোগমার্গস্য স্বরূপ-সাধন-ফল-প্রভাবাণাং বর্ণনম্)

যুধিষ্ঠির উবাচ

সাংখ্যে যোগে চ মে তাত বিশেষং বক্তুমর্হসি
তব ধর্ম্মজ্ঞ সর্ব্বং হি বিদিতং কুরুসত্তম ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ।

সাংখ্যাঃ সাংখ্যং প্রশংসন্তি যোগা যোগং দ্বিজাতয়ঃ
বদন্তি কারণং শ্রেষ্ঠং স্বপক্ষোদ্ভাবনায় বৈ ॥ ২
অনীশ্বরঃ কথং মুচ্যেদিত্যেবং শক্রকর্শন
বদন্তি কারণৈঃ শ্রৈষ্ঠ্যং যোগাঃ সম্যঙ্মনীষিণঃ ॥ ৩
বদন্তি কারণং চেদং সাংখ্যাঃ সম্যগ্দ্বিজাতয়ঃ।
বিজ্ঞায়েহ গতীঃ সর্ব্বা বিরক্তো বিষয়েষু যঃ ॥ ৪
ঊর্দ্ধং স দেহাৎ সুব্যক্তং বিমুচ্যেদিতি নান্যথা
এতদাহুর্মহাপ্রাজ্ঞাঃ সাংখ্যা বৈ মোক্ষদর্শনম্ ॥ ৫
স্বপক্ষে কারণং গ্রাহ্যং সময়ে বচনং হিতম্
শিষ্টানাং হি মতং গ্রাহ্যং দ্বিধৈঃ শিষ্টসম্মতৈঃ ॥ ৬
প্রত্যক্ষহেতবো যোগাঃ সাংখ্যাঃ শাস্ত্রবিনিশ্চয়াঃ।
উভে চৈতে মতে তত্ত্বে মম তাত যুধিষ্ঠির ॥ ৭
উভে চৈতে মতে জ্ঞাতে নৃপতে শিষ্টসম্মতে।
অনুষ্ঠিতে যথাশাস্ত্রং নয়েতাং পরমাং গতিম্ ॥ ৮

ত্রিশততম অধ্যায়

[সাংখ্য ও যোগের পার্থক্য বলিতে বলিতে ভীষ্মকর্ত্তৃক যোগমার্গের স্বরূপ, সাধন, ফল এবং প্রভাব বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—তাত! ধর্ম্মজ্ঞ কুরুশ্রেষ্ঠ! সাংখ্য ও যোগের মধ্যে কি পার্থক্য আছে, আপনি উহা আমাকে বলুন, কারণ, আপনি সব কিছুই জানেন। ১

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! সাংখ্যশাস্ত্রে অভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ সাংখ্যের প্রশংসা করেন এবং যোগী দ্বিজগণ যোগের প্রশংসা করেন। উভয়েই নিজ নিজ পক্ষের উৎকৃষ্টতা সূচিত করিবার জন্য শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ যুক্তিসকল প্রতিপাদন করিয়া থাকেন। ২

শক্রসূদন! মনীষী যোগিগণ নিজের মতের শ্রেষ্ঠত্ব বলিতে বলিতে এই যুক্তি উপস্থাপিত করেন যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে পর কিরূপে কাহার মুক্তি হইতে পারে? (অতএব মোক্ষদাতা ঈশ্বরের সত্তা অবশ্যই স্বীকার করা উচিত)।৩

সাংখ্যমতাবলম্বী বিদ্বান্ দ্বিজগণ মোক্ষের যুক্তিযুক্ত কারণ এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন—সর্ব্বপ্রকার গতির কথা বিদিত হইয়া যে ব্যক্তি বিষয়সমূহ হইতে বিরক্ত হন, তিনিই দেহত্যাগের পর মুক্ত হইয়া যান। এই বিষয় স্পষ্টরূপে বুদ্ধিতে পারিলেই মুক্তি লাভ হয়, অন্য কোন উপায়ে মোক্ষলাভ অসম্ভব। এইরূপে তাঁহারা সাংখ্য-শাস্ত্রকেই মোক্ষদর্শন বলিয়া অভিহিত করেন। ৪-৫

নিজ নিজ পক্ষে যুক্তিযুক্ত কারণ এইভাবে গ্রহণীয় হয় এবং সিদ্ধান্তের অনুকূল হিতকারক বচন মানিবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। শিষ্ট পুরুষগণের দ্বারা সম্মানিত তোমাদের ন্যায় ব্যক্তিদিগের শ্রেষ্ঠ পুরুষসকলেরই মত গ্রহণ করা উচিত। ৬

যোগাশ্রয়ী বিদ্বানগণ প্রধানরূপে প্রত্যক্ষ প্রমাণকেই মানিয়া থাকেন এবং সাংখ্যমতাবলম্বী জ্ঞানীরা শাস্ত্রপ্রমাণের উপরেই বিশ্বাস করেন। তাত যুধিষ্ঠির! এই উভয় মতই তত্ত্বজ্ঞানানুকূল বলিয়া আমার অভিমত জানিবে। ৭

নৃপ! এই উভয় মতকেই শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ সম্মান করেন। এই উভয় মতকেই জানিয়া শাস্ত্রানুসারে উহার আচরণ করিলে পর পরম গতি প্রদান করিয়া থাকেন। ৮

তুল্যং শৌচং তপোযুক্তং দয়া ভূতেষু চানঘ
ব্রতানাং ধারণং তুল্যং দর্শনং ন সমং তয়োঃ। ৯

যুধিষ্ঠির উবাচ

যদি তুল্যং ব্রতং শৌচং দয়া চাত্র ফলং তথা।
ন তুল্যং দর্শনং কস্মাৎ তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ১০

ভীষ্ম উবাচ

রাগং মোহং তথা স্নেহং কামং ক্রোধঞ্চ কেবলম্
যোগাচ্ছিত্ত্বা ততো দোষান্ পঞ্চৈতান্ প্রাপ্নুবন্তি তৎ ॥ ১১
যথা চানিমিষাঃ স্থূলা জালং ছিত্ত্বা পুনর্জলম্।
প্রাপ্নুবন্তি তথা যোগাস্তৎ পদং বীতকল্মষাঃ ॥ ১২
তথৈব বাগুরাং ছিত্ত্বা বলবন্তো যথা মৃগাঃ।
প্রাপ্নুবন্তিমলং মার্গং বিমুক্তাঃ সর্ব্ববন্ধনৈঃ ॥ ১৩
লোভজানি তথা রাজন বন্ধনানি বলান্বিতাঃ।
ছিত্ত্বা যোগাঃ পরং মার্গং গচ্ছন্তি বিমলং শিবম্ ॥ ১৪

অবলাশ্চ মৃগা রাজন বাগুরাসু তথা পরে।
বিনশ্যন্তি ন সন্দেহস্তদ্বদ্ যোগবলাদৃতে ॥ ১৫
বলহীনাশ্চ কৌন্তেয় যথা জালং গতা ঝষাঃ
বধং গচ্ছন্তি রাজেন্দ্র যোগাস্তদ্বৎ সুদুর্বলাঃ ॥ ১৬
যথা চ শকুনাঃ সূক্ষ্মং প্রাপ্য জালমবিন্দম
তত্র সক্তা বিপদ্যন্তে মূঢাস্তে চ বলান্বিতাঃ ॥ ১৭
কর্ম্মভির্বন্ধনৈর্বদ্ধাস্তদ্বদ্ যোগাঃ পরন্তপ।
অবলা বৈ বিনশ্যন্তি মূঢাস্তে চ বলান্বিতাঃ ॥ ১৮
অল্পকশ্চ যথা রাজন বহ্নিঃ শাম্যতি দুর্বলঃ।
আক্রান্ত ইন্ধনৈঃ স্থূলৈস্তদ্বদ্ যোগোঽবলঃ প্রভো ১৯
স এব চ যদা রাজন বাহুর্জাতবলঃ পুনঃ
সমীরণগতঃ ক্ষিপ্রং দহেৎ কৃৎস্নাং মহীমপি ॥ ২০
তদ্বজ্জাতবলো যোগী দীপ্ততেজা মহাবলঃ
অন্তকাল ইবাদিত্যঃ কৃৎস্নং সংশোষয়েজ্জগৎ ॥ ২১

অন্তরে বাহিরে পবিত্রতা, তপস্যা, প্রাণিগণের প্রতি দয়া এবং ব্রতপালনাদি নিয়মসমূহ উভয় মতেই সমানভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। কেবল ইঁহাদের উভয়ের দর্শন অর্থাৎ জ্ঞান সমান নহে। ৯

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! যদি এই উভয় মতেই উত্তম ব্রত, অন্তরে বাহিরে পবিত্রতা ও দয়া সমান এবং উহাদের পরিণাম একই হয় তবে ইঁহাদের দর্শনের সমানতা কেন নাই, ইহা আমাকে বলুন। ১০

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! যোগী পুরুষ কেবল যোগ বলে রাগ, মোহ, স্নেহ, কাম ও ক্রোধ—এই পাঁচটি দোষের মূলোচ্ছেদ করিয়া পরম পদ লাভ করিয়া থাকেন। ১১

যেরূপ বলশালী বড় বড় মৎস্যগণ জালকে ছেদন করিয়া পুনরায় জলে প্রবিষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ যোগীরা নিজ নিজ পাপ নাশ করত পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ১২

রাজন! এইভাবে যেরূপ বলবান্ মৃগগণ জাল ছিঁড়িয়া দিয়া সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করত নির্বিঘ্ন পথ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ যোগবলসম্পন্ন যোগী পুরুষগণ লোভজনিত সর্ব্বপ্রকার বন্ধন ছিন্ন করত পরম নির্মল কল্যাণময় পথ লাভ করিয়া থাকেন। ১৩-১৪

রাজন্! যেরূপ নির্বল মৃগ ও অন্য পশুরা জালে আবদ্ধ হইয়া নিঃসন্দেহে নষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ যোগবলহীন মানুষগণেরও অবস্থা হইয়া থাকে। ১৫

কুন্তীপুত্র রাজেন্দ্র যুধিষ্ঠির! যেরূপ নির্বল মৎস্যগণ জালে আবদ্ধ হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ যোগবলহীন মনুষ্যেরাও সর্ব্বতোভাবে বিনাশ প্রাপ্তই হইয়া থাকে। ১৬

শত্রুদমন! যেরূপ নির্বল পক্ষীরা সূক্ষ্ম জালে আবদ্ধ হইয়া নিজ নিজ প্রাণ হইতে বঞ্চিত হয় এবং বলবান্ পক্ষীরা জাল ছিন্ন করিয়া বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যায়, সেইরূপ কর্ম্মনির্মিত নানা বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া নির্বল যোগীরাও সর্ব্বতোভাবে নষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু যোগবলসম্পন্ন যোগিগণ সর্ব্বপ্রকার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যান। ১৭-১৮

রাজন্! যেরূপ অল্প হওয়ায় দুর্বল অগ্নিতে বড় বড় বহু কাষ্ঠ স্থাপিত করিলে উহা আর প্রজ্বলিত হইতে না পারিয়া শান্ত হইয়া (নিভিয়া) যায়, প্রভো! সেইরূপ নির্বল যোগীরা শ্রেষ্ঠ যোগসমূহের ভারে অবসন্ন হইয়া নষ্ট হইয়া যায়। ১৯

রাজন্! সেই অগ্নি যখন আবার বায়ুর সহায়তায় প্রবল হইয়া উঠিবে, তখন সে সম্পূর্ণ পৃথিবীকে তৎক্ষণাৎ নষ্ট করিয়া দিতে সমর্থ হইবে। ২০

সেইরূপ যোগীও যখন যোগবল বর্দ্ধিত হওয়ায় উদ্দীপ্ত তেজস্বী ও মহাশক্তিশালী হন, তখন তিনি যেরূপ প্রলয়কালীন সূর্য্য সমস্ত জগৎকে শুষ্ক করিয়া থাকেন, সেইরূপ রাগাদি সমস্ত দোষকে নষ্ট করিতে সমর্থ হন। ২১

দুর্বলশ্চ যথা রাজন্ স্রোতসা হ্রিয়তে নরঃ।
বলহীনস্তথা যোগো বিষয়ৈর্হ্রিয়তেঽবশঃ ॥ ২২

তদেব চ মহাস্রোতো বিষ্টভ্নাতি বারণঃ
তদ্বদ্ যোগবলং লব্ধ্বা ব্যূহতে বিষয়ান্ বহূন্ ॥ ২৩

বিশন্তি চাবশাঃ পার্থ যোগাদ্ যোগবলান্বিতাঃ
প্রজাপতীনৃষীন্ দেবান্ মহাভূতানি চেশ্বরাঃ ॥ ২৪

ন যমো নান্তকঃ ক্রুদ্ধো ন মৃত্যুর্ভীমবিক্রমঃ
ঈশতে নৃপতে সর্বে যোগস্যামিততেজসঃ ॥ ২৫

আত্মনাঞ্চ সহস্রাণি বহূনি ভরতর্ষভ
যোগঃ কুর্যাদ্ বলং প্রাপ্য তৈশ্চ সর্বৈর্মহীং চরেৎ ॥ ২৬

প্রাপ্নুয়াদ্ বিষয়াংশ্চৈব পুনশ্চোগ্রং তপশ্চরেৎ
সংক্ষিপেচ্চ পুনস্তাত সূর্যস্তেজোগুণানিব ॥ ২৭

বলস্যস্য হি যোগস্য বন্ধনেশস্য পার্থিব।
বিমোক্ষপ্রভবিষ্ণুত্বমুপপন্নমসংশয়ম্ ॥ ২৮

বলানি যোগপ্রাপ্তানি ময়েতানি বিশাম্পতে।
নিদর্শনার্থং সূক্ষ্মাণি বক্ষ্যামি চ পুনস্তব ॥ ২৯

আত্মনশ্চ সমাধানে ধারণাঃ প্রতি বা বিভো
নিদর্শনানি সূক্ষ্মাণি শৃণু মে ভরতর্ষভ ॥ ৩০

অপ্রমত্তো যথা ধন্বী লক্ষ্যং হন্তি সমাহিতঃ।
যুক্তঃ সম্যক্ তথা যোগী মোক্ষং প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্ ॥ ৩১

স্নেহপূর্ণে যথা পাত্রে মন আধায় নিশ্চলম্
পুরুষো যুক্ত আরোহেৎ সোপানং যুক্তমানসঃ ॥ ৩২

যুক্তস্তথাত্মমাত্মানং যোগঃ পার্থিব নিশ্চলম্।
করোত্যমলমাত্মানং ভাস্করোপমদর্শনম্ ॥ ৩৩

যথা চ নাবঃ কৌন্তেয় কর্ণধারঃ সমাহিতঃ
মহার্ণবগতাঃ শীঘ্রং নয়েৎ পারিবসত্তম ॥ ৩৪

তদ্বদাত্মসমাধানং যুক্ত্বা যোগেন তত্ত্ববিৎ।
দুর্গমং স্থানমাপ্নোতি হিত্বা দেহমিমং নৃপ ॥ ৩৫

রাজন্! যেরূপ দুর্বল মানুষ জলের বেগে ভাসিয়া যায়, সেইরূপ দুর্বল যোগীও বিবশ হইয়া বিষয়সমূহের দিকে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। ২২

কিন্তু জলের সেই প্রবল স্রোত যেরূপ গজরাজ রুদ্ধ করিয়া লয় অর্থাৎ বিশালদেহ হাতীকে প্রবাহিত করিয়া লইয়া যাইতে সেই জলস্রোত সমর্থ হয় না, সেইরূপ যোগের শ্রেষ্ঠ বল প্রাপ্ত হইয়া যোগীও সেই সব বহুসংখ্যক বিষয়সমূহকে অবরুদ্ধ করিয়া থাকেন। ২৩

কুন্তীনন্দন! যোগশক্তিসম্পন্ন পুরুষগণ স্বতন্ত্রতাপূর্বক প্রজাপতি, ঋষি, দেবতা ও পঞ্চমহাভূতে প্রবেশ করেন তাঁহাদের মধ্যে এরূপ করিবার সামর্থ্য আসিয়া উপস্থিত হয়। ২৪

হে নৃপ! অমিততেজস্বী যোগীর উপর ক্রুদ্ধ যমরাজ, অন্তক ও ভয়ঙ্কর পরাক্রমপ্রদর্শনকারী মৃত্যু ইঁহারা সকলে শাসন প্রবর্তন করিতে সমর্থ হন না। ২৫

ভরতশ্রেষ্ঠ! যোগী যোগবল প্রাপ্ত হইয়া নিজের সহস্র সহস্র রূপ সৃষ্টি করিতে পারেন এবং সেই সবের দ্বারা এই ভূতলে বিচরণ করিয়া থাকেন। ২৬

বৎস যুধিষ্ঠির! তিনি সেই সব শরীরের দ্বারা বিষয়সমূহের উপভোগ করিয়া থাকেন ও উগ্র তপস্যা করিতে পারেন। তদনন্তর সূর্য যেরূপ নিজের তেজোময়ী কিরণসমূহের সঙ্কোচ করিয়া থাকেন, সেইরূপ উক্ত সমস্ত রূপকে যোগী নিজের মধ্যে সঙ্কুচিত করিয়া লইতে পারেন। ২৭

ভূপাল! বলবান্ যোগী সমস্ত বন্ধনকে উচ্ছিন্ন করিতে সমর্থ, তাঁহার মধ্যে নিজেকে মুক্ত করিবার পূর্ণ শক্তি আসিয়া উপস্থিত হয়, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ২৮

প্রজাপালক নরেশ! আমি দৃষ্টান্তের জন্য যোগের দ্বারা প্রাপ্ত এই সব সূক্ষ্ম শক্তি পুনরায় তোমার নিকট বর্ণনা করিব। ২৯

প্রভো! ভরতশ্রেষ্ঠ! যোগীর আত্মসমাধি বিষয়ে ও ধারণা-বিষয়ে যে সব অনুরূপ হইয়া থাকে, সেই সেই বিষয়েও কিছু সূক্ষ্ম দৃষ্টান্ত বলিব, তুমি শ্রবণ কর। ৩০

যেরূপ সর্বদা সাবধানী ধনুর্ধর বীর চিত্ত একাগ্র করিয়া বাণ নিক্ষেপ করিলে পর লক্ষ্যকে অবশ্যই বিদ্ধ করিতে সমর্থ হন, সেইরূপ যে যোগী মনকে পরমাত্মার ধ্যানে নিবিষ্ট করিয়া রাখেন, তিনি নিঃসন্দেহে মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন। ৩১

ভূপাল! যেরূপ মস্তকে স্থাপিত তৈলপূর্ণ পাত্রে মনকে স্থির-ভাবে সমাবিষ্টকারী মানুষ একাগ্রচিত্ত হইয়া সোপানসমূহে (সিঁড়িসমূহে) আরোহণ করে এবং অল্পও তেল উচ্ছলিত হইয়া পতিত হয় না, সেইরূপ যোগীও যোগযুক্ত হইয়া যখন আত্মাকে

সারথিশ্চ যথা যুক্ত্বা সদশ্বান্ সুসমাহিতঃ।
দেশমিষ্টং নয়ত্যাশু ধন্বিনং পুরুষর্ষভ ॥ ৩৬

তথৈব নৃপতে যোগী ধারণাসু সমাহিতঃ।
প্রাপ্নোত্যাশু পরং স্থানং লক্ষ্যং মুক্ত ইবাশুগঃ ॥ ৩৭

প্রবেশ্যাত্মনি চাত্মানং যোগী তিষ্ঠতি যোঽচলঃ
পাপং হন্তি পুনীতানাং পদমাপ্নোতি সোঽক্ষরম্ ॥৩৮

নাভ্যাং কণ্ঠে চ শীর্ষে চ হৃদি বক্ষসি পার্শ্বয়োঃ।
দর্শনে শ্রবণে চাপি ঘ্রাণে চামিতবিক্রম ॥ ৩৯

স্থানেষেতেষু যো যোগী মহাব্রতসমাহিতঃ
আত্মনা সূক্ষ্মমাত্মানং যুঙ্‌ক্তে সম্যগ্ বিশাম্পতে ॥৪০

স শীঘ্রমচলপ্রখ্যং কর্ম দগ্ধ্বা শুভাশুভম্।
উত্তমংযোগমাস্থায় যদীচ্ছতি বিমুচ্যতে ॥ ৪১

পরমাত্মায় স্থির করিয়া থাকেন, সেই সময় তাঁহার আত্মা অত্যন্ত নির্মল ও নিশ্চল সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী হইয়া যান। ৩২-৩৩

কুন্তীকুমার! নৃপশ্রেষ্ঠ! যেরূপ সাবধানী নাবিক সমুদ্রে স্থিত নৌকাকে অতিসত্বর তীরে লইয়া যায়, সেইরূপ যোগানুসারে তত্ত্বজ্ঞানী মানুষ সমাধির দ্বারা মনকে পরমাত্মায় সন্নিবেশিত করিয়া এই দেহকে ত্যাগ করিবার পর দুর্গম স্থান (পরম ধাম) প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৩৪-৩৫

পুরুষপ্রবর! রাজন্! যেরূপ অত্যন্ত সাবধানে স্থিত সারথি উত্তম অশ্বগণকে রথে যোজিত করিয়া বলবান্ যোদ্ধাকে অতিসত্বরই অভীষ্ট স্থানে লইয়া যায়, সেইরূপই ধারণাসমূহে একাগ্রচিত্ত যোগী লক্ষ্যের দিকে নিক্ষিপ্ত বাণের ন্যায় শীঘ্র পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৩৬-৩৭

যে যোগী সমাধির দ্বারা আত্মাকে পরমাত্মায় স্থির করত অচল হইয়া যান, তিনি নিজের পাপকে নষ্ট করিয়া থাকেন এবং পবিত্র পুরুষগণের প্রাপ্য অবিনাশী পরমপদ লাভ করেন। ৩৮

অমিতপরাক্রমশালী নরেশ! যোগের মহান্ ব্রত একাগ্রচিত্ত হইয়া পালনকারী যে যোগী নাভি, কণ্ঠ, মস্তক, হৃদয়, বক্ষঃস্থল, পার্শ্বভাগ, নেত্র, কর্ণ ও নাসিকাদি স্থানসমূহে ধারণার দ্বারা সূক্ষ্ম আত্মাকে পরমাত্মার সহিত সর্ব্বতোভাবে সংযুক্ত করেন, তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তবে নিজের পর্ব্বতাকার বিশাল শুভাশুভ কর্ম্মসমূহ অতিসত্বর ভস্মীকৃত করিয়া উত্তম যোগ অবলম্বন করত মুক্ত হইয়া যান। ৩৯-৪১

যুধিষ্ঠির উবাচ

আহারান্ কীদৃশান্ কৃত্বা কানি ত্যক্ত্বা চ ভারত
যোগী বলমবাপ্নোতি তদ্ ভবান্ বক্তুমর্হসি ॥ ৪২

ভীষ্ম উবাচ

কণানাং ভক্ষণে যুক্তঃ পিণ্যাকস্য চ ভারত।
স্নেহানাং বর্জনে যুক্তো যোগী বলমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৪৩

ভুঞ্জানো যাবকং রূক্ষং দীর্ঘকালমরিন্দম।
একাহারো বিশুদ্ধাত্মা যোগী বলমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৪৪

পক্ষান্ মাসানৃতূংশ্চৈতান্ সংবৎসরানহস্তথা।
অপঃ পীত্বা পয়োমিশ্রা যোগী বলমবাপ্নুয়াৎ ৪৫

অথবাপি বা মাংসং সততং মনুজেশ্বর
উপোষ্য সমক্ শুদ্ধাত্মা যোগী বলমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৪৬

কামং ত্বিত্বা তথা ক্রোধং শীতোষ্ণে বর্ষমেব চ
ভয়ং শোকং তথা শ্বাসং পৌরুষান্ বিময়াংস্তথা ॥ ৪৭

যুধিষ্ঠির বলিলেন,- ভরতনন্দন! যোগী কিরূপ আহার করিয়া এবং কোন্ কোন্ বিষয় ত্যাগ করিয়া যোগশক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, ইহা আপনি আমাকে কৃপা করিয়া বলুন। ৪২

ভীষ্ম বলিলেন—ভারত! যিনি তণ্ডুলকণাসমূহ ও তিলের কল্ক (খোল) ভক্ষণ করেন এবং ঘৃত-ব্যতীত তৈলাদি স্নেহ পদার্থ পরিত্যাগ করিয়া দেন, সেই যোগী যোগবল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৪৩

শত্রুদমন নরেশ! যিনি দীর্ঘকাল ধরিয়া রুক্ষ যবের চূর্ণসমূহ ভক্ষণ করেন, সেই যোগী শুদ্ধচিত্ত হইয়া যোগবল লাভ করিয়া থাকেন। ৪৪

যে যোগী দুগ্ধমিশ্রিত জল দিনে একবার পান করেন; তারপর পঞ্চদশ দিবসে একবার পান করেন, অনন্তর একমাস পরে একবার পান, এক ঋতুতে এবং এক বর্ষে একবার উহা গ্রহণ করেন, তিনি যোগশক্তি লাভ করিয়া থাকেন। ৪৫

নরনাথ! যিনি অচ্ছিন্নভাবে সারা জীবনে কখনও মাংস ভক্ষণ করেন নাই এবং বিধি অনুসারে উত্তম ব্রত পালন করত নিজের অন্তঃকরণকে শুদ্ধ করিয়া থাকেন, সেই যোগীও যোগশক্তি প্রাপ্ত হন। ৪৬

কৃপাল! নৃপশ্রেষ্ঠ! কাম, ক্রোধ, শীত, বর্ষা, ভয়, শোক, শ্বাস, বহুতরগণের প্রিয় বিষয়, দুর্জ্জয় অসন্তোষ, ঘোর তৃষ্ণা, স্পর্শ, নিদ্রা ও দুর্জয় আলস্যকে জয় করিয়া অনুরাগশীল ও উত্তম বুদ্ধি-

অরতিং দুর্জয়াং চৈব ঘোরাং তৃষ্ণাঞ্চ পার্থিব।
স্পর্শং নিদ্রাং তথা তন্দ্রীং দুর্জয়াং নৃপসত্তম ॥ ৪৮
দীপয়ন্তি মহাত্মানঃ সূক্ষ্মমাত্মানমাত্মনা
বীতরাগা মহাপ্রাজ্ঞা ধ্যানাধ্যয়নসম্পদা ॥ ৪৯
দুর্গমেষ মতঃ পন্থা ব্রাহ্মণানাং বিপশ্চিতাম্।
যঃ কশ্চিদ্ ব্রজতি হ্যস্মিন্ ক্ষেমেণ ভরতর্ষভ ॥ ৫০
যথা কশ্চিদ্ বনং ঘোরং বহুসর্পসরীসৃপম্।
শ্বভ্রবৎ তোয়হীনঞ্চ দুর্গমং বহুকণ্টকম্ ॥ ৫১
অভক্তমটবীপ্রায়ং দাবদগ্ধমহীরুহম্
পন্থানং তস্করাকীর্ণং ক্ষেমেণাভিপতেদ্ যুবা ॥ ৫২
যোগমার্গং তথাঽসাদ্য যঃ কশ্চিদ্ ব্রজতে দ্বিজঃ।
ক্ষেমেণোপরমেন্মার্গাদ্ বহুদোষো হি স স্মৃতঃ ॥ ৫৩
সুতেক্ষ্ণং ক্ষুরধারাসু নিশিতাসু মহীপতে
ধারণাসু তু যোগস্য দুঃস্তরমকৃতাত্মভিঃ ॥ ৫৪
বিপন্না ধারণাস্তাত নয়ন্তি ন শুভাং গতিম্।
নেতৃহীনা যথা নাবঃ পুরুষানর্ণবে নৃপ ॥ ৫৫
সন্ত্ত তিষ্ঠন্তি কৌন্তেয় ধারণাসু যথাবিধি
মরণং জন্ম দুঃখঞ্চ সুখঞ্চ স বিমুঞ্চতি ॥ ৫৬
নানাশাস্ত্রেষু নিষ্পন্নং যোগেষ্বিদমুদাহৃতম্।
পরং যোগস্য যৎ কৃত্যং নিশ্চিতং তদ্ দ্বিজাতিষু ॥ ৫৭
পরং হি তদ্ ব্রহ্ম মহন্মহাত্মন্
ব্রহ্মাণমীশং বরদঞ্চ বিষ্ণুম্।
ভবঞ্চ ধর্মঞ্চ ষড়াননঞ্চ
যদ ব্রহ্মপুত্রাংশ্চ মহানুভাবান্ ॥ ৫৮
তমশ্চ কৃষ্ণং সুমহদ্ রজশ্চ
সত্ত্বং বিশুদ্ধং প্রকৃতিং পরাঞ্চ
সিদ্ধিঞ্চ দেবীং বরুণস্য পত্নীং
তেজশ্চ কৃৎস্নং সুমহচ্চ ধৈর্যম্ ॥৫৯
তারাধিপং খে বিমলং সতারং
বিশ্বাংশ্চ দেবাসুরগান্ পিতৃংশ্চ।
শৈলাংশ্চ কৃৎস্নানুদধীংশ্চ ঘোরান্
নদীশ্চ সর্বাঃ সবনান্ ঘনাংশ্চ ॥ ৬০

মুক্ত মহাত্মা যোগীরা স্বাধ্যায় ও ধ্যান সম্পাদন করত বুদ্ধির দ্বারা সূক্ষ্ম আত্মাকে সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন ॥ ৪৭-৪৯

ভরতশ্রেষ্ঠ! বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণ যোগের এই পথকে দুর্গম বলিয়া মনে করেন কোন বিরল পুরুষই কুশলতার সহিত এই পথ অতিক্রম করিতে পারেন ॥ ৫০

যেরূপ কোন বিরল মনুষ্যকেই বহু সর্প ও সিংহ প্রভৃতিতে পূর্ণ গর্ত্ত এবং বহু সংখ্যক কণ্টকে পূর্ণ, জলশূন্য, দুর্গম ও ঘোর বনে কুশলের সহিত যাত্রা করিতে দেখা যায় এবং যেখানে ভোজন পাওয়া অসম্ভব, যেখানে কেবল বন হইতে বনই পাওয়া যায়, যে স্থানের বৃক্ষসকল দাবানলে দগ্ধ হইয়া ভস্মীভূত হইয়াছে এবং যে স্থানে দস্যু-তস্করে পূর্ণ, এরূপ পথে সকুশলে যাইতে পারে, সেইরূপ যোগমার্গের আশ্রয় গ্রহণ করত কোন বিরল ব্রাহ্মণই এই যোগ-পথে সকুশলে যাইতে সমর্থ হন ; কারণ, উহা বহুসংখ্যক দোষে পরিপূর্ণ বলিয়া কথিত হয় ॥ ৫১-৫৩

মহীপাল! বরং ক্ষুরের তীক্ষ্ণধারের উপরও কেহ স্থিরভাবে অবস্থান করিতে পারে, তথাপি যাহাদের চিত্ত শুদ্ধ নহে, এরূপ মনুষ্যগণের যোগের ধারণায় স্থির থাকা নিতান্ত কঠিন ॥ ৫৪

তাত! নৃপ! যেরূপ সমুদ্রে নাবিক-হীন নৌকা মনুষ্যগণকে পার করিতে পারে না, সেইরূপ যদি যোগের ধারণাসমূহ সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া প্রতিপালিত না হয়, তবে উহারা পরম গতি লাভ করাইতে সমর্থ হয় না ॥ ৫৫

কুন্তীনন্দন! যে ব্যক্তি বিধি অনুসারে যোগের ধারণা-সমূহে স্থির থাকে, তিনিই জন্ম, মৃত্যু, দুঃখ ও সুখের বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারেন ॥ ৫৬

এই আমি তোমাকে যোগ বিষয়ক নানা শাস্ত্রসমূহের সিদ্ধান্ত বলিলাম। যোগসাধনার যে সমস্ত কৃত্য আছে, সেই সব দ্বিজাতিগণেরই জন্য নিশ্চিত করা হইয়াছে অর্থাৎ ইহাতে তাঁহাদেরই অধিকার আছে ॥ ৫৭

মহাত্মন্! যোগসিদ্ধ মহাত্মা পুরুষ যদি অভিলাষ করেন, তবে অতি সত্বরই মুক্ত হইয়া মহৎ পরম ব্রহ্মের স্বরূপ লাভ করিয়া থাকেন অথবা তিনি স্বীয় যোগবলে ভগবান্ ব্রহ্মা, বরদায়ক বিষ্ণু, মহাদেব, ধর্ম্ম, ছয় মুখবিশিষ্ট কার্ত্তিকেয়, ব্রহ্মার মহানুভব পুত্রগণ সনকাদি, কল্পান্তক তমোগুণ, মহান্ রজোগুণ, বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ, মূল প্রকৃতি, বরুণ পত্নী সিদ্ধিদেবী, সম্পূর্ণ তেজ, মহৎ ধৈর্য্য, তারাগণের সহিত আকাশে প্রকাশিত নির্ম্মল তারা-পতি চন্দ্র, বিশ্বেদেবগণ, নাগ ও পিতৃগণ এবং সমস্ত পর্ব্বত, সমুদ্রসকল, সমস্ত নদীসমূহ, বন, মেঘ, নাগ, বৃক্ষ, যক্ষ,

নাগান্ নগান্ যক্ষগণান্ দিশশ্চ
গন্ধর্বসান্ পুরুষান্ স্ত্রিয়শ্চ।
পরস্পরং প্রাপ্য মহানুভাবো
বিশেত যোগী ন চিরাদ্ বিমুক্তঃ॥ ৬১
কথা চ যেয়ং নৃপতে প্রসক্তা
দেবে মহাবীর্যামতৌ শুভেয়ম্।
যোগী সর্বানভিভূয় মর্ত্যান্
নারায়ণাত্মা কুরুতে মহাত্মা॥ ৬২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি যোগবিধৌ
ত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ৩০০

দিক্‌সকল, গন্ধর্বগণ, সমস্ত পুরুষ ও নারীগণ ইঁহাদের প্রত্যেকের নিকট উপস্থিত হইয়া উঁহাদের মধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হন॥ ৫৮-৬১

হে নৃপ! মহাবল ও বুদ্ধিসম্পন্ন পরমাত্মার সহিত সম্বদ্ধযুক্ত এই কল্যাণময়ী বার্তা আমি প্রসঙ্গবশতঃ তোমাকে শুনাইলাম। যোগসিদ্ধ মহাত্মা পুরুষ সমস্ত মানুষকে অতিক্রম করিয়া নারায়ণ-স্বরূপ হইয়া যান এবং সঙ্কল্পমাত্রেই সৃষ্টি করিয়া থাকেন॥ ৬২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে যোগবিধিবিষয়ক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[সাংখ্যযোগানুসারেণ সাধনস্য তৎফলস্য চ বর্ণনম্।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

সম্যক্ ত্বয়ায়ং নৃপতে বর্ণিতঃ শিষ্টসম্মতঃ।
যোগমার্গো যথান্যায়ং শিষ্যায়েহ হিতৈষিণা॥ ১
সাংখ্যে ত্বিদানীং কার্ৎস্ন্যেন বিধিং প্রব্রূহি পৃচ্ছতে
ত্রিষু লোকেষু যজ্ জ্ঞানং সর্বং তদ্ বিদিতং হি তে॥ ২
শৃণু মে ত্বমিদং সূক্ষ্মং সাংখ্যানাং বিদিতাত্মনাম্
বিহিতং যতিভিঃ সর্বৈঃ কপিলাদিভিরীশ্বরৈঃ॥ ৩
যস্মিন্ ন বিভ্রমাঃ কেচিদ্ দৃশ্যন্তে মনুজর্ষভ
গুণাশ্চ যস্মিন্ বহবো দোষহানিশ্চ কেবলা॥ ৪
জ্ঞানেন পরিসংখ্যায় সদোষান্ বিষয়ান্ নৃপ।
মানুষান্ দুর্জয়ান্ কৃৎস্নান্ পৈশাচান্ বিষয়ংস্তথা॥ ৫
রাক্ষসান্ বিষয়ান্ জ্ঞাত্বা যক্ষাণাং বিষয়াংস্তথা।
বিষয়ানৌরগান্ জ্ঞাত্বা গান্ধর্ববিষয়াংস্তথা॥ ৬

একাধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

[সাংখ্য যোগানুসারে সাধন ও তাহার ফল বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—নরনাথ! আপনি আমার হিতৈষী, সেইজন্য আপনি শিষ্য আমার নিকটে শিষ্ট পুরুষগণের মতানুসারে এই যোগমার্গের যথোচিতরূপে বর্ণনা করিলেন॥ ১

এখন আমি সাংখ্যবিষয়ক সম্পূর্ণ বিধান শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া আপনাকে উহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি কৃপা করিয়া উহা আমাকে বলুন, কারণ, ত্রিভুবনমধ্যে যে সব জ্ঞান বিদ্যমান আছে; তৎসমস্তই আপনি বিদিত আছেন॥ ২

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! আত্মতত্ত্ববিষয়ে অভিজ্ঞ সাংখ্যশাস্ত্রাবলম্বী বিদ্বান্‌গণের এই সূক্ষ্ম জ্ঞান তুমি আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর। এই জ্ঞান ঈশ্বরতুল্য প্রভাবশালী কপিলাদি যতিগণ প্রকাশিত করিয়াছেন॥ ৩

নরশ্রেষ্ঠ! এই মতে কোন প্রকারেই ভ্রম দেখা যায় না ইহার মধ্যে বহু গুণ আছে; কিন্তু দোষসমূহের সর্বতোভাবে অভাব বিদ্যমান আছে অর্থাৎ ইহাতে কোনও দোষই নাই॥ ৪

বক্তাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নরেশ্বর! যে ব্যক্তি জ্ঞানের দ্বারা মনুষ্য, পিশাচ, রাক্ষস, যক্ষ, সর্প, গন্ধর্ব, পিতৃগণ, তির্যগ্‌যোনিজাত, গরুড়, মরুদ্‌গণ, রাজর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, অসুর, বিশ্বেদেব, দেবর্ষি, যোগী ও প্রজাপতিগণ এবং ব্রহ্মারও সম্পূর্ণ দুর্জয় বিষয়সমূহ দোষযুক্ত জানিয়া, সংসারে মনুষ্যগণের পরমাযুষ্কাল ও সুখের পরম তত্ত্ব যথাযথ জ্ঞানলাভ করে এবং বিষয়বাসনাকারী পুরুষগণের সময়ে সময়ে যে দুঃখপ্রাপ্তি হয়, উহা তির্যগ্‌যোনি ও নরকে পতিত জীবগণের দুঃখ, স্বর্গ ও বেদের ফলশ্রুতিবিষয়ে সম্পূর্ণ গুণ দোষ জানিয়া জ্ঞানযোগ, সাংখ্যজ্ঞান ও যোগমার্গের গুণ দোষকেও জানিতে পারিয়া হে ভরতনন্দন! সত্ত্বগুণের দশ (১০),

পিতৃণাং বিষয়ান্ জ্ঞাত্বা ত্রিযাম্যে চরতাং নৃপ
সুপর্ণবিষয়ান্ জ্ঞাত্বা মরুতাং বিষয়াংস্তথা ॥ ৭
রাজর্ষিবিষয়ান্ জ্ঞাত্বা ব্রহ্মর্ষিবিষয়াংস্তথা
আসুরান্ বিষয়ান্ জ্ঞাত্বা বৈশ্বদেব্যাংস্তথৈব চ ॥৮
দেবর্ষিবিষয়ান্ জ্ঞাত্বা যোগানামপি চেশ্বরান্
প্রজাপতীনাং বিষয়ান্ ব্রহ্মণো বিষয়াংস্তথা ॥ ৯
আয়ুষশ্চ পরং কালং লোকে বিজ্ঞায় তত্ত্বতঃ।
সুখস্য চ পরং তত্ত্বং বিজ্ঞায় বদতাং বর ॥ ১০
প্রাপ্তে কালে চ যদ্ দুঃখং সততং বিষয়ৈষিণাম্।
ত্রিযাম্যে পততাং দুঃখং পততাং নরকে চ যৎ ॥ ১১
স্বর্গস্য চ গুণান্ কৃৎস্নান্ দোষান্ সর্বাংশ্চ ভারত।
বেদবাদেঽপি যে দোষা গুণা যে চাপি বৈদিকাঃ ॥১২
জ্ঞানযোগে চ যে দোষা গুণা যোগে চ যে নৃপ
সাংখ্যজ্ঞানে চ যে দোষাস্তথৈব চ গুণা নৃপ ॥ ১৩
সত্ত্বং দশগুণং জ্ঞাত্বা রজো নবগুণং তথা
তমশ্চাষ্টগুণং জ্ঞাত্বা বুদ্ধিং সপ্তগুণাং তথা ॥ ১৪
ষড়্গুণঞ্চ মনো জ্ঞাত্বা নভঃ পঞ্চগুণং তথা।
বুদ্ধিং চতুর্গুণাং জ্ঞাত্বা তমশ্চ ত্রিগুণং তথা ॥ ১৫
দ্বিগুণঞ্চ রজো জ্ঞাত্বা সত্ত্বমেকগুণং পুনঃ।
মার্গং বিজ্ঞায় তত্ত্বেন প্রলয়ে প্রেক্ষণে তথা ॥ ১৬
জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নাঃ কারণৈর্ভাবিতাঃ শুভাঃ।
প্রাপ্নুবন্তি শুভং মোক্ষং সূক্ষ্মা ইব নভঃ পরম্ ॥১৭
রূপেণ দৃষ্টিং সংযুক্তাং ঘ্রাণং গন্ধগুণেন চ।
শব্দে সক্তং তথা শ্রোত্রং জিহ্বা রসগুণেষু চ ॥১৮
তথৈব স্পর্শে তথা সক্তাং বায়ুং নভসি চাশ্রিতম্।
মোহং তমসি সংযুক্তং লোভমর্থেষু সংশ্রিতম্ ॥ ১৯
বিষ্ণুং ক্রান্তে বলে শক্রং কোষ্ঠে সক্তং তথানলম্
অপ্সু দেবীং সমাসক্তামপস্তেজসি সংশ্রিতাঃ ॥ ২০
তেজো বায়ৌ তু সংসক্তং বায়ুং নভসি চাশ্রিতম্
নভো মহতি সংযুক্তং মহদ্ বুদ্ধৌ চ সংশ্রিতম্ ॥ ২১
বুদ্ধিং তমসি সংসক্তাং তমো রজসি সংশ্রিতম্।
রজঃ সত্ত্বে তথা সক্তং সত্ত্বং সক্তং তথাঽত্মনি ॥ ২২

রজোগুণের নয় (৯), তমোগুণের আট (৮), বুদ্ধির সাত (৭), মনের ছয় (৬) ও আকাশের পাঁচ (৫)। গুণের জ্ঞানলাভ করিয়া বুদ্ধির অন্ত চার (৪), তমোগুণের অন্তপ্রকার তিন (৩), রজোগুণের অন্ত দুই (২) এবং সত্ত্বগুণের অন্ত এক (১০) গুণকে জানিয়া আত্মার প্রাপ্তিকারক পথ—প্রাকৃত প্রলয় এবং আত্মবিচার যথাযথভাবে জানিতে পারেন, তাঁহারা জ্ঞান-বিজ্ঞানসম্পন্ন এবং মোক্ষোপযোগী সাধনসমূহের অনুষ্ঠানে শুদ্ধচিত্ত কল্যাণময় সাংখ্যযোগীরা পরম আকাশকে প্রাপ্ত হইয়া সূক্ষ্ম ভূতসকলের ন্যায় মঙ্গলময় মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন ॥১৫-১৭

নেত্র রূপ-গুণের দ্বারা সংযুক্ত আছে। নাসিকা গন্ধনামক গুণের দ্বারা যুক্ত আছে। কর্ণ শব্দগুণে আসক্ত এবং জিহ্বা রসগুণে যুক্ত আছে। ॥ ১৮

ত্বক্ (চর্ম) স্পর্শ নামক গুণে আসক্ত। এইরূপ বায়ুর আশ্রয় আকাশ, মোহের আশ্রয় তমোগুণ এবং লোভের আশ্রয় ইন্দ্রিয়-গণের রূপাদি বিষয়। ॥ ১৯

গতির আধার বিষ্ণু, বলের ইন্দ্র, উদরের অগ্নি এবং পৃথিবী-দেবীর আধার জল। জলের তেজ, তেজের বায়ু, বায়ুর আকাশ, আকাশের আশ্রয় মহত্তত্ত্ব অর্থাৎ মহত্তত্ত্বের কার্য অহঙ্কার এবং অহঙ্কারের অধিষ্ঠান সমষ্টি বুদ্ধি ॥ ২০-২১

বুদ্ধির আশ্রয় তমোগুণ, তমোগুণের আশ্রয় রজোগুণ এবং রজোগুণের আশ্রয় সত্ত্বগুণ। সত্ত্বগুণ জীবাত্মার আশ্রিত।

---

(১) জ্ঞানশক্তি, বৈরাগ্য, ঋদ্ধিভাব, তপ, সত্য, ক্ষমা, ধৈর্য, স্বচ্ছতা, আত্মার বোধ এবং অধিষ্ঠাতৃত্ব—এই দশবিধ সাত্ত্বিকগুণ কথিত হইয়াছে (২) অসন্তোষ, পশ্চাত্তাপ, শোক, লোভ, অক্ষমা, দমন করিতে প্রবৃত্তি, কাম, ক্রোধ ও ঈর্ষা এই নয়টি রাজসগুণ বলিয়া কথিত হইয়াছে (৩) অবিবেক, মোহ, প্রমাদ, স্বপ্ন, নিদ্রা, অভিমান, বিষাদ ও অপ্রীতি এই আটটি তামস গুণ। (৪) মহৎ, অহঙ্কার, শব্দতন্মাত্রা, স্পর্শতন্মাত্রা, রূপতন্মাত্রা, রসতন্মাত্রা ও গন্ধতন্মাত্রা—এই সপ্ত বুদ্ধির গুণ। (৫) শ্রোত্র, ত্বক্, নেত্র, রসনা ও ঘ্রাণ—এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সহিত ষষ্ঠ মন -এই ছয়টি গুণ মনের। (৬) আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী—এই আকাশের পাঁচটি গুণ। (৭) সংশয়,নিশ্চয়, গর্ব ও স্মরণ—এই বুদ্ধির চারিটি গুণ। (৮) অপ্রতিপত্তি, বিপ্রতিপত্তি ও বিপরীত বিপ্রতিপত্তি এই তিনটি গুণ হইল তমের। (৯) প্রবৃত্তি এবং দুঃখ - এই দুইটি গুণ হইল রজের। (১০) সত্ত্বের 'প্রকাশ' হইল এক প্রধান গুণ।

সক্তমাত্মানমীশে চ দেবে নারায়ণে তথা
দেবং মোক্ষে চ সংসক্তং মোক্ষং সক্তং তু ন ক্বচিৎ ॥২৩
জ্ঞাত্বা সত্ত্বগুণং দেহং বৃতং ষোড়শভির্গুণৈঃ
স্বভাবং চেতনাং চৈব জ্ঞাত্বা দেহসমাশ্রিতে ॥ ২৪
মধ্যস্থমেকমাত্মানং পাপং যস্মিন্ ন বিদ্যতে
দ্বিতীয়ং কর্মবিজ্ঞায় নৃপতে বিষয়ৈষিণাম্ ॥ ২৫
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থাংশ্চ সর্বানাত্মনি সংশ্রিতান্।
দুর্লভত্বঞ্চ মোক্ষস্য বিজ্ঞায় শ্রুতিপূর্বকম্ ॥ ২৬
প্রাণাপানৌ সমানঞ্চ ব্যানোদানৌ চ তত্ত্বতঃ।
অথশ্চৈবানিলং জ্ঞাত্বা প্রবহং চানিলং পুনঃ ॥ ২৭
সপ্ত বাতাংস্তথা জ্ঞাত্বা সপ্তধা বিহিতান্ পুনঃ
প্রজাপতীনৃষীংশ্চৈব মার্গাংশ্চৈব বহূন্ বরান্ ॥ ২৮
সপ্তর্ষীংশ্চ বহূন্ জ্ঞাত্বা রাজর্ষীংশ্চ পরন্তপ।
সুরর্ষীন্ মহতশ্চান্যান্ ব্রহ্মর্ষীন্ সূর্য্যসন্নিভান্ ॥ ২৯
ঐশ্বর্য্যাচ্চ্যাবিতান্ দৃষ্ট্বা কালেন মহতা নৃপ
মহতাং ভূতসঙ্ঘানাং শ্রুত্বা নাশঞ্চ পার্থিব ॥ ৩০
গতিং চাপ্যশুভাং জ্ঞাত্বা নৃপতে পাপকর্মিণাম্
বৈতরণ্যাঞ্চ যদ্ দুঃখং পতিতানাং যমক্ষয়ে ॥ ৩১
যোনীষু চ বিচিত্রাসু সংসারানশুভাংস্তথা
জঠরে চাশুভে বাসং শোণিতোদকভাজনে ॥ ৩২
শ্লেষ্ম-মূত্র-পুরীষে চ তীব্রগন্ধসমন্বিতে
শুক্রশোণিতসঙ্ঘাতে মজ্জাস্নায়ুপরিগ্রহে ॥ ৩৩
শিরাশতসমাকীর্ণে নবদ্বারে পুরেঽশুচৌ।
বিজ্ঞায় হিতমাত্মানং যোগাংশ্চ বিবিধান্ নৃপ ॥ ৩৪
তামসানাঞ্চ জন্তূনাং রমণীয়াবৃতাত্মনাম্
সাত্ত্বিকানাঞ্চ জন্তূনাং কুৎসিতং ভরতর্ষভ ॥ ৩৫
গহিতং মহতামর্থে সাংখ্যানাং বিদিতাত্মনাম্।
উপপ্লবাংস্তথা ঘোরান্ শশিনস্তেজসস্তথা ॥ ৩৬

জীবাত্মাকে ভগবান্ নারায়ণের আশ্রিত বলিয়া জানিও। ভগবান্ নারায়ণের আশ্রয় হইলেন মোক্ষ (পরমব্রহ্ম)। কিন্তু মোক্ষের কোনই আশ্রয় নাই তিনি স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত আছেন। ২২-২৩

এই সব বিষয় ভালভাবে জানিয়া রজগুণ, মন সহ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক্ ও জিহ্বা) ও পঞ্চ-কর্মেন্দ্রিয় (বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ), পঞ্চ প্রাণ (প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান)—এই ষোড়শগুণে পরিবৃত সূক্ষ্ম শরীর, শরীরের আশ্রিত স্বভাব এবং চেতনাকে জানিবে। নৃপ! যাহার মধ্যে পাপই নাই, সেই একাকী জীবাত্মা শরীরের মধ্যে হৃদয়গুহায় উদাসীন (নিরপেক্ষ) ভাবে বিদ্যমান আছেন, ইহা জানিও। বিষয়াভিলাষী মনুষ্যগণের যে সব কর্ম, উহা শরীরের মধ্যস্থিত আত্মা হইতে ভিন্ন তত্ত্ব। উহাও ভালভাবে জানা আবশ্যক। ২৪-২৫

ইন্দ্রিয়গণ ও তাহাদের বিষয়সমূহ—সমস্তই শরীরের মধ্যে স্থিত। মোক্ষ পরম দুর্লভ বস্তু। এই সব বিষয়কে বেদ-সকলের স্বাধ্যায় পূর্বক উত্তমরূপে জানিতে হইবে। ২৬

প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান—এই পঞ্চ প্রাণবায়ু। অধোগামী বায়ু ষষ্ঠ এবং ঊর্দ্ধগামী প্রবাহনামক বায়ু সপ্তম। এই যে বায়ুর সপ্ত ভেদ, ইহাদের মধ্যে প্রত্যেককেই আবার সপ্ত প্রকার ভেদবিশিষ্ট বলিয়া জানিবে। এইভাবে সর্ব্বসাকুল্যে (৭×৭=৪৯) উনপঞ্চাশ বায়ু হয়। অনেক প্রজাপতি, অনেক ঋষি এবং মুক্তিরও অনেকানেক উত্তম পথ আছে। ইহাদের সকলেরও জ্ঞান থাকা আবশ্যক। ২৭-২৮

পরন্তপ! সপ্তর্ষিগণ, বহুসংখ্যক রাজর্ষি, দেবর্ষি, অন্যান্য মহাপুরুষগণ এবং সূর্য্যতুল্য তেজস্বী ব্রহ্মর্ষিগণেরও জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। ২৯

নৃপ! মহাকালের প্রেরণায় মনুষ্যগণকে ঐশ্বর্য্য ভ্রষ্ট হইতে দেখা যায়। বৃহদাকার ভূতসমুদায়েরও মহাকালের অনুপ্রেরণায় নাশ হইয়া থাকে। এই সব দেখিয়া পাপকর্ম্মা মনুষ্যদিগের যে অশুভ গতি প্রাপ্তি হয় এবং যমলোকে যাইয়া বৈতরণী নদীতে পতিত প্রাণিগণের যে দুঃখ হয়, উহাও জানিতে হইবে। ৩০-৩১

প্রাণিগণকে বিচিত্র বিচিত্র যোনিসমূহে অশুভ তনুধারণ করিতে হয়। রক্ত ও মূত্রের পাত্রস্বরূপ অপবিত্র গর্ভাশয়ে নিবাস করিতে হয়। যেখানে কফ, মূত্র ও মল পরিপূর্ণ আছে এবং তীব্র দুর্গন্ধ চারিদিকে ব্যাপ্ত আছে, যাহা রক্ত ও বীর্য্যের সমুদায়মাত্র, মজ্জা ও স্নায়ুর সংগ্রহ, শত শত নাড়ীসমূহে পরিবৃত এবং যাহার মধ্যে নয়টি দ্বার আছে; সেই অপবিত্র পুর অর্থাৎ শরীরে জীবকে অবস্থান করিতে হয়। নরনাথ! এই সব বিষয় জানিয়া নিজের পরম হিতস্বরূপ আত্মাকে এবং তাঁহার প্রাপ্তির জন্য শাস্ত্র কর্তৃক বর্ণিত নানাপ্রকার যোগ জানা আবশ্যক। ৩২-৩৪

ভরতশ্রেষ্ঠ! তত্ত্বজ্ঞানী মহাত্মা পুরুষগণের দ্বারা নিন্দিত তামস, রাজস ও সাত্ত্বিক—এই তিন প্রকার প্রাণীদিগের যে মোক্ষ বিরোধী ব্যবহার সেই বিষয়ও জানা আবশ্যক। ৩৫

হে নৃপ! ঘোর উৎপাত, চন্দ্রগ্রহণ, সূর্য্যগ্রহণ, তারাসকলের

তারাণাং পতনং দৃষ্ট্বা নক্ষত্রাণাঞ্চ পর্য্যয়ম্ ।
বন্ধূনাং বিপ্রযোগঞ্চ বিজ্ঞায় কৃপণং নৃপ । ৩৭
অন্যোন্যভক্ষণং দৃষ্ট্বা ভূতানামপি চাশুভম্
বাল্যে মোহঞ্চ বিজ্ঞায় ক্ষয়ং দেহস্য চাশুভম্ ॥ ৩৮
রাগে মোহে চ সম্প্রাপ্তে কঞ্চিৎ সত্ত্বং সমাশ্রিতম্
সহস্রেষু নরঃ কশ্চিন্মোক্ষবুদ্ধিং সমাশ্রিতঃ ॥ ৩৯
দুর্লভত্বঞ্চ মোক্ষস্য বিজ্ঞায় শ্রুতিপূর্বকম্
বহুমানমলব্ধেষু লব্ধে মধ্যস্থতাং পুনঃ ৪০
বিষয়াণাঞ্চ দৌরাত্ম্যং বিজ্ঞায় নৃপতে পুনঃ ।
গতাসূনাঞ্চ কৌন্তেয় দেহান্ দৃষ্ট্বা তথাশুভান্ ॥ ৪১
বাসং কুলেষু জন্তূনাং দুঃখং বিজ্ঞায় ভারত ।
ব্রহ্মঘ্নানাং গতিং জ্ঞাত্বা পতিতানাং সুদারুণাম্ ॥ ৪২
সুরাপানে চ সক্তানাং ব্রাহ্মণানাং দুরাত্মনাম্
গুরুদারপ্রসক্তানাং গতিং বিজ্ঞায় চাশুভাম্ ॥ ৪৩

জননীষু চ বর্ত্তন্তে যেন সম্যগ্ যুধিষ্ঠির ।
সদেবকেষু লোকেষু যে ন বর্ত্তন্তি মানবাঃ ॥ ৪৪
তেন জ্ঞানেন বিজ্ঞায় গতিং চাশুভকর্ম্মণাম্
তির্য্যগ্‌যোনিগতানাঞ্চ বিজ্ঞায় গতয়ঃ পৃথক্ ॥ ৪৫
বেদবাদাংস্তথা চিত্রানৃতূনাং পর্য্যায়াংস্তথা
ক্ষয়ং সংবৎসরাণাঞ্চ মাসানাঞ্চ ক্ষয়ং তথা ॥ ৪৬
পক্ষক্ষয়ং তথা দৃষ্ট্বা দিবসানাঞ্চ সংক্ষয়ম্
ক্ষয়ং বৃদ্ধিঞ্চ চন্দ্রস্য দৃষ্ট্বা প্রত্যক্ষতস্তথা ॥ ৪৭
বৃদ্ধিং দৃষ্ট্বা সমুদ্রাণাং ক্ষয়ং তেষাং তথা পুনঃ ।
ক্ষয়ং ধনানাং দৃষ্ট্বা চ পুনর্বৃদ্ধিং তথৈব চ ॥ ৪৮
সংযোগানাং ক্ষয়ং দৃষ্ট্বা যুগানাঞ্চ বিশেষতঃ ।
ক্ষয়ঞ্চ দৃষ্ট্বা শৈলানাং ক্ষয়ঞ্চ সরিতাং তথা ॥ ৪৯
বর্ণানাঞ্চ ক্ষয়ং দৃষ্ট্বা ক্ষয়ান্তঞ্চ পুনঃ পুনঃ ।
জরামৃত্যুং তথা জন্ম দৃষ্ট্বা দুঃখানি চৈব হ ॥ ৫০

পতন, নক্ষত্রমণ্ডলের গতি পরিবর্ত্তন এবং পতি পত্নীগণের দুঃখদায়ক বিয়োগ এই যে সমস্ত বিষয় জগতে সংঘটিত হইয়া থাকে, সেই সমস্ত জানিয়া নিজের কল্যাণের উপায় করা উচিত ॥ ৩৬-৩৭

সংসারের সকল প্রাণী পরস্পর পরস্পরকে ভক্ষণ করে, ইহা কিরূপ অশুভ ঘটনা। ইহারও দিকে দৃষ্টিপাত কর। বাল্যকালে মনের মধ্যে মোহ আসিয়া উপস্থিত হয় এবং বৃদ্ধ বয়সে শরীরের অমঙ্গলকারী বিনাশ উপস্থিত হয়। রাগ ও মোহ প্রাপ্ত হইলে পর বহু দোষ উৎপন্ন হইয়া থাকে, এই সব জানিয়া কোথাও কোন কোন ব্যক্তিকে সত্ত্বগুণাশ্রয়ী হইতে দেখা যায়। সহস্র সহস্র মানুষের মধ্যে কোন কদাচিৎ পুরুষই মোক্ষবিষয়ক বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করে ॥ ৩৮-৩৯

বেদবাক্যসমূহের শ্রবণের দ্বারা মোক্ষের দুর্লভতা জানিয়া অভীষ্ট বস্তুর প্রাপ্তি না হইলে পরও সেই পরিস্থিতির প্রতি অধিক সমাদর বুদ্ধি রাখিবে এবং মনোবাঞ্ছিত বস্তু যদি লাভ হইয়া থাকে, তবে তাহারও প্রতি উদাসীন থাকিবে ॥ ৪০

নরনাথ! শব্দ-স্পর্শাদি বিষয়সমূহের দুঃখরূপতা জানিয়া হে কুন্তীনন্দন! যাহাদের প্রাণ চলিয়া গিয়াছে, সেই মনুষ্যগণের শরীরে যে অশুভ ও বীভৎস দশা হইয়া থাকে, উহার দিকেও দৃষ্টিপাত কর ॥ ৪১

হে ভারত! প্রাণিগণের গৃহে বাস করাও দুঃখকর, ইহা তুমি জানিয়া ব্রহ্মহত্যাকারী ও পতিত মনুষ্যগণের যে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর দুর্গতি হইয়া থাকে, তাহাও জানিবে ॥ ৪২

মদ্যপানে আসক্ত দুরাত্মা ব্রাহ্মণগণের এবং গুরুপত্নীগামী মনুষ্যদিগের যে অশুভ গতি হয়, উহাও ভালভাবে জানিবে ॥ ৪৩

যুধিষ্ঠির! যে সব মানুষ মাতা, দেবতা ও সমস্ত লোকদিগের প্রতি উত্তম ব্যবহার করে না, তাহাদের দুর্গতির জ্ঞান যাহার দ্বারা হয়, সেই জ্ঞানের সাহায্যে পাপাচারী মানুষগণের অধোগতির জ্ঞান প্রাপ্ত হইবে এবং তির্য্যগ্‌যোনিতে পতিত প্রাণিসকলের যে বিভিন্ন গতি, সেই সবও অবগত হইবে ॥ ৪৪-৪৫

বেদসমূহের নানাবিধ বিচিত্র বচন, ঋতুসকলের পরিবর্ত্তন ও ভিন্ন, পক্ষ, মাস এবং সংবৎসরাদি কাল যে প্রতিক্ষণ অতিবাহিত হয়, এই সবেরও প্রতি লক্ষ্য করিবে। চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধি ত প্রত্যক্ষ দেখা যায়। সমুদ্রের হ্রাস-বৃদ্ধিও (জোয়ার-ভাটাও) প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। ধনী ব্যক্তিগণের ধনের নাশ ও নাশের পর পুনরায় বৃদ্ধির ক্রমও দৃষ্টিগোচর হইতে থাকে। এই সবও দেখিয়া নিজের কর্ত্তব্য নিশ্চয় করিবে ॥ ৪৬-৪৮

সংযোগসকলের ক্ষয় অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষাদির বন্ধের বিশেষতঃ যুগসমূহের ক্ষয়, সমস্ত পর্ব্বতের ক্ষয় ও নদীসকলের ক্ষয় লক্ষ্য কর। বর্ণসমূহের ক্ষয় এবং ক্ষয়েরও অন্ত পুনঃ পুনঃ অবলোকন কর। জন্ম, মৃত্যু ও জরাবস্থার দুঃখসকলের প্রতিও দৃষ্টিপাত কর ॥ ৪৯-৫০

দেহদোষাংস্তথা জ্ঞাত্বা তেষাং দুঃখঞ্চ তত্ত্বতঃ।
দেহবিমুক্তয়ে চৈব সমাধিং বিদ্ধ্যি তত্ত্বতঃ ॥ ৫১
আত্মদোষাংশ্চ বিজ্ঞায় সর্বানাত্মনি সংশ্রিতান্।
স্বদেহাদুপচিতান্ গন্ধাংস্তথা বিদ্ধ্যি চাক্ষুষান্ ॥ ৫২

যুধিষ্ঠির উবাচ

কান্ স্বগাত্রোদ্ভবান্ দোষান্ পশ্যন্নুদ্বিজসে ভৃশম্।
এতন্মে সংশয়ং কৃৎস্নং বক্তুমর্হসি তত্ত্বতঃ ॥ ৫৩

ভীষ্ম উবাচ।

পঞ্চ দোষান্ প্রতো দেহে প্রবদন্তি মনীষিণঃ।
মার্গজ্ঞাঃ কাপিলাঃ সাংখ্যাঃ শৃণু তানরিসূদন ॥ ৫৪
কাম ক্রোধৌ ভয়ং নিদ্রা পঞ্চমঃ শ্বাস উচ্যতে।
এতে দোষাঃ শরীরেষু দৃশ্যন্তে সর্বদেহিনাম্ ॥ ৫৫
ছিন্দন্তি ক্ষময়া ক্রোধং কামং সঙ্কল্পবর্জনাৎ
সত্ত্বসংসেবনান্নিদ্রাং প্রমাদাদ্ ভয়ং তথা ॥ ৫৬
ছিন্দন্তি পঞ্চমং শ্বাসমল্পাহারতয়া নৃপ ॥ ৫৭
গুণান্ গুণশতৈর্জ্ঞাত্বা দোষান্ দোষশতৈরপি।
হেতূন্ হেতুশতৈশ্চিত্রৈশ্চিন্নান্ বিদ্ধ্যি তত্ত্বতঃ ॥ ৫৮
অপাং ফেনোপমং লোকং বিদ্যোদ্গারোপমৈর্নরৈঃ
চিত্রভিত্তিপ্রতীকাশং বলসারমনর্থকম্ ॥ ৫৯
ভয়ং শস্ত্রনিভং দৃষ্ট্বা সর্ববুদ্বুদসন্নিভম্
নাশপ্রায়ং সুখাভাসং নাশোত্তরবিচারণম্ ॥ ৬০
বজ্রস্তম্ভসি সম্ভগ্নং পতে ছিপমিবাদদম্
সাংখ্যা বাক্যেন মহাপ্রজ্ঞাস্তাক্ত্বা স্নেহং প্রচক্রমুঃ ॥ ৬১
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানা দ্যোতিতা ভরতর্ষভ।
বাঙ্মনোবুদ্ধিভাবান্ গন্ধাংস্তামসাংশ্চ তথাবিধান্ ॥ ৬২
পুণ্যাংশ্চ সাত্ত্বিকান্ গন্ধান্ স্পর্শাংশ্চ দেহসংশ্রিতান্।
ছিত্ত্বা তু জ্ঞানশস্ত্রেণ তপোযুক্তেন ভারত ॥ ৬৩
ততো দুঃখোদকং ঘোরং চিন্তাশৈবালদুস্তরম্
ব্যাধিমৃত্যুবহাগ্রাহং মহাভয়মহোরগম্ ॥ ৬৪
ভয়ঃকূর্মং সুতোমীনং প্রজ্ঞয়া সম্ভরন্তি তে।
স্নেহপঙ্কং ভবাদুর্গং জ্ঞানদীপ্তবিলম্বিনঃ ॥ ৬৫

দেহের দোষসকল জানিয়া উহার দ্বারা প্রাপ্ত দুঃখেরও যথার্থ জ্ঞানলাভ করিবে। শরীরের অকল্যাণও যথাযথভাবে জানিবার চেষ্টা করিবে ॥ ৫১

নিজের দেহে স্থিত যে সব নিত্যই দোষ আছে, সেই সমস্ত জানিয়া শরীর হইতে যে নিরন্তর নানাপ্রকার দুর্গন্ধ বাহির হয়, তাহারও জ্ঞানলাভ করিবে (এবং বিরক্ত হইয়া পরমাত্মার চিন্তা করিতে করিতে ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইবার প্রযত্ন করিবে) ॥ ৫২

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—অধিতপস্যাক্ষমশালী পিতামহ! আপনি নিজ গাত্র হইতে উৎপন্ন কি কি দোষ দেখিতে পান? আপনি আমার এই সম্পূর্ণ সন্দেহের যথার্থরূপে সমাধান করিবার জন্য উপদেশ করুন ॥ ৫৩

ভীষ্ম বলিলেন,—প্রভাবশালী শত্রুসূদন যুধিষ্ঠির! কপিল-প্রবর্তিত সাংখ্যশাস্ত্রের মতানুসারে পরমকারণী উত্তম মার্গজ্ঞানের জ্ঞাতা মনীষী পুরুষগণ এই দেহের মধ্যে পাঁচটি দোষের কথা বলেন, তুমি সেই সব আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর ॥ ৫৪

কাম, ক্রোধ, ভয়, নিদ্রা ও শ্বাস—এই পাঁচটি দোষ সমস্ত দেহধারী প্রাণিগণের দেহমধ্যে থাকিতে দেখা যায় ॥ ৫৫

সৎপুরুষসেবন দ্বারা ক্রোধকে, সঙ্কল্পত্যাগের দ্বারা কামকে, কর্মোদ্যমের দ্বারা নিদ্রাকে, প্রমাদত্যাগের দ্বারা অর্থাৎ সাবধানতার দ্বারা ভয়কে এবং অল্প আহারের দ্বারা পঞ্চম দোষ শ্বাসকে নাশ করেন ॥৫৬-৫৭

ধীমান্। ভবসাগরের [illegible] বুদ্ধিমান সাংখ্যশাস্ত্রে বিদ্বান পুরুষগণ শত শত যুক্তির দ্বারা দূরীকরণে, শত শত দোষের দ্বারা দোষসমূহকে এবং শত বিচিত্র হেতুর দ্বারা বিবিধ সমস্ত হেতুকে তত্ত্বতঃ জানিয়া সাংখ্য জ্ঞানের প্রভাবে সংসারকে জলের ফেনের ন্যায় নশ্বর, বিদ্যুৎ শত শত মায়ার দ্বারা আবৃত, দেওয়াল মধ্যে অঙ্কিত চিত্রের তুল্য, বলের সদৃশ সারহীন, অন্ধকারে আচ্ছাদিত গন্ধের ন্যায় ভয়ঙ্কর, বর্ষাকালের জলের বুদ্বুদের সমান ক্ষণভঙ্গুর, সুখহীন, পরাধীন, নষ্টপ্রায় এবং পক্ষে মত্ত হাতীর গায় ভয়োদ্রেক ও ভয়োদ্বেগে বিষম বলিয়া মনে করেন। সেইজন্য তাঁহারা সংসারাদির প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করত তপরূপ শত্রুক বিবেকরূপী অস্ত্রের দ্বারা রাগরূপ ভীষণ অস্ত্রত পরমসুখ এবং সুন্দর শোভনীয় সাত্ত্বিক গন্ধ ও স্পর্শযুক্ত দেহে আশ্রিত ভোগসমূহের আসক্তিকেও সত্বর ছেদন করিয়া থাকেন ॥ ৫৮-৬৩

শত্রুসূদন! তদনন্তর সেই সিদ্ধ যতিগণ প্রজ্ঞারূপী নৌকার দ্বারা সেই সংসাররূপ দুস্তর সাগর পার হইয়া যান। এই সংসার-সাগর দুঃখরূপ জলের দ্বারা পরিপূর্ণ, চিন্তা ও শোক হইল সেই সাগরে বড় বড় ঢেউ। নানাপ্রকার রোগ ও মৃত্যু বিশাল গ্রাহের সদৃশ। ভয়োদ্রেক কচ্ছপ, হর্ষোদ্রেক মৎস্য, মহাভয় মহাসর্প, স্নেহ কর্দম, মার্গহীন দুর্গ এবং জ্ঞান হইল উহার দীপ। নানাপ্রকার কষ্টের দ্বারা উহা অপার হইয়া রহিয়াছে। সত্যই

কর্মাগারং সদাতীর্থং স্থিতব্রতমহিংসম্
হিংসাশীভ্রমহাবেগং নানারসসমাকুলম্ ॥ ৬৬
নানাপ্রীতিমহাবক্ত্রং দুঃখজ্বরসমীরণম্।
শোকতৃষ্ণামহাবর্তং তীক্ষ্ণব্যাধিমহাগ্রহম্ ॥ ৬৭
অস্থিসঙ্ঘাতসঙ্কটং স্নেহফেনসমাকুলম্।
স্নায়ুযুক্তাকরং ঘোরং শোণিতস্রবিভীষণম্ ॥ ৬৮
হসিতোৎক্রুষ্টনির্ঘোষং নানাজ্ঞানমহৌষধম্।
রোদনাশ্রুমলক্ষারং সঙ্গত্যাগপরায়ণম্ ॥ ৬৯
পুত্রদারজলৌঘৌঘং মিত্রবান্ধবপত্তনম্।
অহিংসাসত্যমর্য্যাদং প্রাণত্যাগমহোর্মিমৎ ॥ ৭০
বেদান্তগমনদ্বীপং সর্বভূতদয়োদধিম্।
মোক্ষদুর্গাভিবিস্তীর্ণং বহুবাঙ্মুখসাগরম্ ॥ ৭১
তরন্তি যততঃ সিদ্ধা জ্ঞানযানেন ভারত।
তীর্ত্বাতিদুস্তরং জন্ম বিশন্তি বিমলং নভঃ ॥ ৭২

তত্র তান্ সুকৃতান্ সাংখ্যান্ সূর্য্যো বহতি রশ্মিভিঃ।
পঞ্চভক্তবশাবিষ্ট প্রবহন্ বিষয়ান্ নৃপ ॥ ৭৩
তত্র তান্ প্রবহো বায়ুঃ প্রতিগৃহ্লাতি ভারত
বীতরাগান্ বশীন্ সিদ্ধান্ যোগযুক্তাংস্তপোধনান্ ॥ ৭৪
স্পৃষ্টঃ শীতঃ সুগন্ধী চ সুখস্পর্শশ্চ ভারত।
সপ্তানাং মরুতাং শ্রেষ্ঠো লোকান্ গচ্ছতি যঃ শুভান্ ॥
স তান্ বহতি কৌন্তেয় নভসঃ পরমাং গতিম্ ॥ ৭৫
নভো বহতি লোকেশ রুদ্রসঃ পরমাং গতিম্।
রুদ্রো বহতি রাজেন্দ্র সত্ত্বস্থ পরমাং গতিম্ ॥ ৭৬
সত্ত্বঃ বহতি শুদ্ধাত্মন্ পরং নারায়ণং প্রভুম্।
প্রভুর্বহতি শুদ্ধাত্মা পরমাত্মানমাত্মনা ॥ ৭৭
পরমাত্মানমাসাদ্য তদ্ভূতারত্নমামলাঃ।
অমৃতত্বায় কল্পন্তে ন নিবর্তন্তি বা বিভো ॥৭৮

হইল তাহার তীর। নিয়মব্রতাদি হইল তাহার বৈদ্য। এই সাগর নানাপ্রকার রসের আকর। নানাবিধ প্রীতিই সেই রসসাগরের মকরাদি। দুঃখ ও সন্তাপ হইল সেখানের বায়ু। মোহ ও তৃষ্ণা উহার বড় বড় আবর্ত্ত। তীব্র ব্যাধি হইল উহার মধ্যে স্থিত জলজন্তু। অস্থিসমূহ তাহার তীর (ঘাট)। কফ হইল উহার ফেন। স্নায়ু উহার মুক্তার খনি। রক্ত উহার ক্ষুব্ধ স্থিত মুক্তাফল। হাস্য ও চীৎকার সেই সাগরের গম্ভীর গর্জন। নানাপ্রকারের অজ্ঞানই উহাকে অত্যন্ত দুস্তর করিয়া তুলিয়াছে। রোদনজনিত অশ্রুজলই উহার মধ্যে স্থিত সলিল স্বরূপ অলবণাক্ত। আসক্তিসমূহের ত্যাগই হইল উহার মধ্যে সর্বোত্তম আশ্রয় বা দ্বিতীয় তীরভূমি। স্ত্রী-পুত্রগণ হইল উহার মধ্যে জলৌঘ (স্রোত)। মিত্র ও বন্ধু-বান্ধবগণ তীরবর্তী পত্তন। অহিংসা ও সত্য উহার সীমা। প্রাণত্যাগই হইল উহার উত্তাল তরঙ্গমালা। বেদান্তজ্ঞানই হইল উহার দ্বীপ। সমস্ত প্রাণিগণের প্রতি দয়াভাবই উহার জলরাশি। মোক্ষ উহার মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য বিষয় এবং নানাপ্রকারের বাক্যই সেই সাগরের সাগরের বড়বানল। হে ভরতসত্তম! উহাকেও পার হইয়া তাঁহারা (সাংখ্যমতাবলম্বী জ্ঞানীরা) আকাশস্বরূপ নির্মল পরমব্রহ্মে প্রবেশ করিয়া থাকেন। ৬৯-৭১

রাজন্! সেই পুণ্যাত্মা সাংখ্যযোগী সিদ্ধ পুরুষগণকে তীব্র রশ্মিদ্বারা উঁহাদের মধ্যে প্রবিষ্ট সূর্য্যদেব অর্চিমার্গে সেই ব্রহ্মলোকে লইয়া যাইবার জন্য উপস্থিত লোকসমূহে সেইভাবে বহন করিতে থাকেন, যেরূপ পদ্মের নীল সরোবরের জল আকর্ষণ করে। ৭৩

সেখানে প্রবহমাণক বায়ু-অভিমানী দেবতা সেই বীতরাগ, শক্তিমানী, সিদ্ধ ও তপোধন মহাপুরুষগণকে সূর্য্য-অভিমানী দেবতা হইতে নিজের অধিকারে লইয়া যান। ৭৪

ভারত! স্পৃষ্ট, শীতল, সুগন্ধিত, সুখস্পর্শ এবং সপ্তবায়ুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ যে বায়ুদেব শুভলোকসমূহে গমন করেন, তিনি পুনরায় সেই কল্যাণময় সাংখ্যযোগিগণকে আকাশের উচ্চ ভূমিতে উপস্থিত করিয়া দেন। ৭৫

লোকেশ্বর! আকাশাভিমানী দেবতা সেই যোগিগণকে রুদ্রলোকের পরম গতি পর্য্যন্ত বহন করেন অর্থাৎ জ্যোতিময় বিদ্যুৎ অভিমানী দেবতার নিকট লইয়া যান। রাজেন্দ্র! এই রুদ্রলোক অর্থাৎ বিদ্যুদভিমানী দেবতা তাঁহাদিগকে সত্ত্বের শেষ সীমা পরাক্ষ অর্থাৎ যেখানে শ্রী-নারায়ণের পার্ষদগণ তাঁহাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য অপেক্ষা করেন, সেই পর্য্যন্ত বহন করিয়া লইয়া যান। শুদ্ধাত্মন্! সেখান হইতে সত্ত্বগুণযুক্ত সেই শুদ্ধসত্ত্বের পার্ষদগণ তাঁহাদের পরম প্রভু শ্রীনারায়ণের সন্নিধানে লইয়া যান। সামর্থ্যশালী রাজন্! ভগবান্ নারায়ণ স্বয়ং তাঁহাদিগকে বিশুদ্ধাত্মা পরব্রহ্ম পরমাত্মায় প্রবিষ্ট করিয়া দেন।

পরমা সা গতিঃ পার্থ নির্দ্বন্দ্বানাং মহাত্মনাম্
সত্যার্জ্জবরতানাং বৈ সর্ব্বভূতদয়াবতাম্ ॥ ৭৯

যুধিষ্ঠির উবাচ।

স্থানমুত্তমমাসাদ্য ভগবন্তঃ স্থিরব্রতাঃ।
আত্মপ্রসরণং বা তে করিষ্যন্তি ন বানঘ ॥ ৮০
যত্র তদ্ব্যাহৃতং ব্রহ্ম যথাবদ্ বক্তুমর্হসি।
যদৃতে পুরুষঃ নাস্তং প্রাপ্নুয়াদ্ধি কৌরব ॥ ৮১
মোক্ষে মোহো মহানেষ প্রাপ্য সিদ্ধিং গতানৃষীন্।
যদি তত্রৈব বিজ্ঞানে বর্ত্তন্তে তদনন্তরং পরে ॥ ৮২
প্রবৃত্তিলক্ষণং ধর্ম্মং পশ্যামি পরমং নৃপ।
অন্যস্য হি পরে জ্ঞানে কিং তু দুঃখতরং ভবেৎ ॥ ৮৩

ভীষ্ম উবাচ।

যথান্যায়ং ত্বয়া তাত প্রশ্নঃ পৃষ্টঃ সুসঙ্কটঃ।
বৃষাণামপি সম্মোহঃ প্রশ্নেঽস্মিন্ ভরতর্ষভ ॥ ৮৪
অত্রাপি তত্ত্বং পরমং শৃণু সমাহিতেন্দ্রিয়ম্।
বুদ্ধিশ্চ পরমা যত্র কাপিলানাং মহাত্মনাম্ ॥ ৮৫
ইন্দ্রিয়াণ্যেব বৃষাস্তে স্বদেহে দেহিনাং নৃপ
কারণাক্ষাণ্যনন্তানি সূক্ষ্মঃ পশ্যন্তি তৈস্তু সঃ ॥ ৮৬
আত্মনা বিপ্রহীণানি কাষ্ঠকুড্যসমানি তু
বিনশ্যন্তি ন সন্দেহঃ কেনা ইব মহার্ণবে ॥ ৮৭
ইন্দ্রিয়ৈঃ সহ সুপ্তস্য দেহিনঃ শক্রতাপন
সূক্ষ্মশ্চরতি সর্ব্বত্র নভসীব সমীরণঃ ॥ ৮৮
স পশ্যতি যথান্যায়ং স্পর্শান্ স্পৃশতি বা বিভো
বৃষমাণো যথাপূর্ব্বমবিশেষেণেহ ভারত ॥ ৮৯

পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া তত্ত্বদর্শনযুক্ত নির্মল যোগীরা অমৃতভাবে সম্পন্ন হইয়া যান অর্থাৎ মোক্ষলাভ করেন, আর সংসারে ফিরিয়া আসেন না ॥ ৭৮-৭৯

কৃষ্ণীনন্দন! যাঁহারা সর্ব্বপ্রকার দ্বন্দ্বহীন, সত্যবাদী, সরল এবং সমস্ত প্রাণিগণের প্রতিই দয়াপ্রদর্শনপর, সেই মহাত্মগণেরই এই পরমগতিলাভ হয় ॥ ৭৯

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—নিষ্পাপ পিতামহ! স্থিরভাবসহকারে শ্রেষ্ঠ ব্রতপালনকারী এই সাংখ্যযোগীরা মহাত্মা ভগবান্ নারায়ণকে এবং উত্তম পরমাত্মপদ (মোক্ষ) প্রাপ্ত হইলে পর মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সংঘটিত বৃত্তান্তসমূহ স্মরণ করেন কি না? অর্থাৎ মোক্ষাবস্থায় বিশেষ বিশেষ বিষয়ের জ্ঞান থাকে কি থাকে না? (ইহাই আমার প্রশ্ন।) এ বিষয়ে যাহা যথার্থ তত্ত্ব, উহা আপনি যথার্থরূপে বর্ণনা করুন। কুরুনন্দন! আপনি ব্যতীত অন্য আর কোন মানুষকে আমি এই প্রশ্ন করিতে পারিব না ॥ ৮০-৮১

সিদ্ধিলাভকারী ঋষিগণের পক্ষে ইহা এক মহৎ মোহ প্রতীত হইয়া থাকে যে, যদি মোক্ষপ্রাপ্ত হইলে পরও সেই ঋষিগণ বিশেষ জ্ঞানেই বিচরণ করেন অর্থাৎ তাঁহাদের পূর্ব্বেকার স্মৃতি থাকে, তবে ত' আমি প্রবৃত্তিরূপ ধর্ম্মকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করি। যদি বলেন, মুক্তাবস্থায় বিশেষ বিজ্ঞানের অনুভব হয় না, তাহা হইলে ত' সেই পরম জ্ঞানে নিমগ্ন হইলে পর বিশেষ জ্ঞানের অভাব হইয়া যায়, ইহা অপেক্ষা অধিক দুঃখ আর কি হইতে পারে? ৮২-৮৩

ভীষ্ম বলিলেন,—তাত! ভরতশ্রেষ্ঠ! তুমি যথোচিতরীতিতে এই অত্যন্ত কঠিন প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছ। এই প্রশ্নের উপর বিচার করিবার সময় বিদ্বান্গণেরও মোহ আসিয়া উপস্থিত হয় ॥ ৮৪

এই বিষয়ে যে পরম তত্ত্ব আছে, উহা আমি তোমার নিকট বর্ণনা করিব, তুমি শ্রবণ কর। এস্থলে কপিল মুনিকর্ত্তৃক প্রতিপাদিত সাংখ্য-মতের অনুসরণকারী মহাত্মা পুরুষগণের যে উত্তম বিচার, উহাই উপদেশ করিব ॥ ৮৫

নৃপ যুধিষ্ঠির! দেহধারী প্রাণিগণের নিজ নিজ শরীরে যে সব ইন্দ্রিয় আছে, তাহারাই বিশেষ বিশেষ বিষয়সমূহ দেখিতে থাকে বা অনুভব করে, তাহারাই আত্মার বিভিন্ন জ্ঞান হওয়াইবার কারণ; যেহেতু, সেই সূক্ষ্ম আত্মা এই ইন্দ্রিয়গণেরই দ্বারা যাহ বিষয়সমূহ দর্শন বা প্রকাশ করেন। মুক্তাবস্থায় মন ও ইন্দ্রিয়গণের সহিত কোন সম্বন্ধ না থাকায় তাঁহার মধ্যেই ইন্দ্রিয়-জনিত বিশেষ জ্ঞানের অভাব দেখা যায় ॥ ৮৬

যেরূপ মহাসাগরে উত্থিত ফেন নষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ জীবাত্মা হইতে পরিত্যক্ত হইলে পর মনুষ্যের কাষ্ঠ ও দেওয়ালের ন্যায় জড় ইন্দ্রিয়সকল প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া যায়; ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ৮৭

শত্রুতাপন রাজন্! যখন শরীরধারী প্রাণী ইন্দ্রিয়গণের সহিত নিদ্রিত হয়, তখন তাহার সূক্ষ্ম শরীর আকাশে বায়ুর ন্যায় সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে থাকে অর্থাৎ স্বপ্ন দেখিতে থাকে ॥ ৮৮

প্রভাবশালী ভরতবংশধর যুধিষ্ঠির! সে জাগ্রদবস্থার ন্যায় স্বপ্নেতেও যথোচিতরীতিতে দৃশ্য বস্তুসমূহ দেখিতে থাকে এবং

ইন্দ্রিয়াণীহ সর্বাণি যে যে স্থানে যথাবিধি।
অনীশত্বাৎ প্রলীয়ন্তে সর্গে হ্যবিদুষো ইব ॥ ৯০
ইন্দ্রিয়াণাং তু সর্বেষাং স্বস্থানেষ্বেষ সর্বশঃ।
আক্রম্য গতয়ঃ সূক্ষ্মাশ্চরত্যাত্মা ন সংশয়ঃ ॥ ৯১
সত্ত্বস্থ চ গুণান্ কৃৎস্নান্ রজসশ্চ গুণান্ পুনঃ।
গুণাংশ্চ তমসঃ সর্বান্ গুণান্ বুদ্ধেশ্চ ভারত ॥ ৯২
গুণাংশ্চ মনসশ্চাপি নভসশ্চ গুণাংশ্চ সঃ।
গুণান্ বায়োশ্চ ধর্মাত্মাংস্তেজসশ্চ গুণান্ পুনঃ ॥ ৯৩
অপাং গুণাংস্তথা পার্থ পার্থিবাংশ্চ গুণানপি।
সর্বাণ্যেব গুণৈর্যুক্তান্ ক্ষেত্রজ্ঞেষু যুধিষ্ঠির ॥ ৯৪
মনোঽনুযাতি ক্ষেত্রজ্ঞঃ কর্মণী চ শুভাশুভে।
শিষ্যা ইব মহাত্মানমিন্দ্রিয়াণি চ তং প্রভো ॥ ৯৫
প্রকৃতিং চাপ্যতিক্রম্য গচ্ছত্যাত্মানমব্যয়ম্।
পরং নারায়ণাত্মানং নির্দ্বন্দ্বং প্রকৃতেঃ পরম্ ॥ ৯৬

বিমুক্তঃ পুণ্য-পাপেভ্যঃ প্রবিষ্টস্তমনাময়ম্
পরমাত্মানমগুণং ন নিবর্ততি ভারত ॥ ৯৭
শিষ্টং তত্র মনস্তাত ইন্দ্রিয়াণি চ ভারত।
আগচ্ছন্তি যথাকালং গুরোঃ সন্দেশকারিণঃ ॥ ৯৮
শঙ্খ চাক্রেণ কালেন শান্তিং প্রাপ্তঃ গুণাধিনা
এবমুক্তেন কৌন্তেয় যুক্তজ্ঞানেন যোক্ষিণা ॥ ৯৯
সাংখ্যা যান্তি মহাপ্রাজ্ঞা গচ্ছন্তি পরমাং গতিম্
জ্ঞানেনানেন কৌন্তেয় তুল্যং জ্ঞানং ন বিদ্যতে ॥১০০
অত্র তে সংশয়ো মা ভূত জ্ঞানং সাংখ্যং পরং মতম্।
অক্ষরং ধ্রুবমেবোক্তং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ১০১
অনাদিমদ্যনিধনং নির্দ্বন্দ্বং কর্তৃ শাশ্বতম্
কূটস্থং চৈব নিত্যঞ্চ যদ্ বদন্তি মনীষিণঃ ॥ ১০২
যতঃ সর্গাঃ প্রবর্তন্তে সর্গ-প্রলয়-বিক্রিয়াঃ
যচ্চ শংসন্তি শাস্ত্রেষু বদন্তি পরমর্ষয়ঃ ॥ ১০৩

স্পৃশ্য পদার্থসকল স্পর্শ করে। ইহার নাশাংশ হইল যে, সেই সূক্ষ্ম দেহও সমস্ত বিষয়সমূহ ভোগবশতঃ তাহাই অনুভব করিতে থাকে ॥ ৮৯

তারপর সুষুপ্তি-অবস্থা আসিলে পর বিষয় জ্ঞানে অসমর্থ সমস্ত ইন্দ্রিয়গণ নিজ নিজ স্থানে সেইরূপ বিধি অনুসারে লীন হইয়া যায়, যেমন বিদ্বান্ পর্শন- জ্ঞানবশতঃ লুকাইয়া পড়ে ॥ ৯০

স্বপ্নাবস্থায় নিজ নিজ স্থানসমূহে স্থিত সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের গতিসকল আক্রান্ত করিয়া জীবাত্মা সূক্ষ্ম বিষয়সমূহে বিচরণ করেন, ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৯১

ভরতনন্দন! ধর্মাত্মা রাজা যুধিষ্ঠির! পরমব্রহ্ম পরমাত্মা সাত্ত্বিক (দয়াদি), রাজস (কামাদি) ও তামস (মোহাদি) গুণসমূহকে এবং বুদ্ধি, মন, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী এই সকলেরও অধ্যবসায়াদি সম্পূর্ণ গুণকে এবং অন্য সব রজসকল-কেও স্বীয় গুণের দ্বারা যাহাতে সমস্ত ক্ষেত্রজ্ঞমধ্যে। দেহস্থ জীবাত্মাদিগের) অবস্থান করেন; প্রভো! যেরূপ শিষ্য নিজের গুরুর পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করে, সেইরূপ মন, ইন্দ্রিয়গণ ও শুভাশুভ কর্মসকলও জীবাত্মার পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করে। যখন জীবাত্মা ইন্দ্রিয়গণ ও প্রকৃতিকেও লঙ্ঘন করিয়া যান, তখন তিনি দ্বন্দ্বরহিত, মায়ার অতীত, অবিনাশী সেই নারায়ণ-স্বরূপ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন ॥ ৯২-৯৬

পুণ্য ও পাপ হইতে সর্বতোভাবে মুক্ত হইয়া যখন সাংখ্য যোগী এই নির্গুণ, নিষ্কিকার নারায়ণ-স্বরূপ পরমাত্মায় প্রবিষ্ট হন, তখন তিনি পুনরায় আর এ সংসারে ফিরিয়া আসেন না ॥ ৯৭

হে ভারত! এইরূপ জীবন্মুক্ত পুরুষের আত্মা ও পরমাত্মায় মিলিত হইয়া যায়, প্রারব্ধবশতঃ যতক্ষণ দেহ থাকে, ততক্ষণ তাঁহার মন ও ইন্দ্রিয়গণও অবস্থিতি করে এবং গুরুর আদেশ পালনকারী শিষ্যের ন্যায় তিনি যথাসময়ে এ জগতে গমনাগমন করেন ॥ ৯৮

কুন্তীনন্দন! এইরূপে কথিত জ্ঞানযুক্ত যোগাধিকারী ও আধ্যাত্মিক উন্নতিকামী পুরুষ অল্প সময়ের মধ্যেই পরম শান্তি লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৯৯

রাজন্! কুন্তীকুমার! মহাজ্ঞানী সাংখ্যযোগী পূর্বোক্ত এই পরম গতি লাভ করিয়া থাকেন। এই সাংখ্যজ্ঞানের তুল্য অন্য কোনও জ্ঞান নাই ॥ ১০০

এই সাংখ্যজ্ঞান সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া মত প্রকাশ করা হইয়াছে। এবিষয়ে তোমার অন্যরূপ সন্দেহ করা উচিত নহে। ইহার মধ্যে অক্ষর, ধ্রুব ও পূর্ণ সনাতন ব্রহ্মেরই প্রতিপাদন করা হইয়াছে ॥ ১০১

এই ব্রহ্ম আদি, মধ্য ও অন্তহীন, অদ্বিতীয় জগৎকর্তা, শাশ্বত, কূটস্থ (অবিকারী), ও নিত্য—ইহা মনীষী পুরুষগণ বলেন ॥ ১০২

সংসারের সৃষ্টি ও প্রলয়রূপ সমস্ত বিকার তাঁহার নিকট হইতেই

সর্বে বিপ্রাশ্চ দেবাশ্চ তথা শমবিদো জনাঃ
ব্রহ্মণ্যং পরমং দেবমনন্তং পরমচ্যুতম্ ॥ ১০৪
প্রার্থয়ন্তশ্চ তং বিপ্রা বসন্তি গুণবৃংহয়ঃ
সমাগ্ যুক্তাস্তথা যোগাঃ সাংখ্যাশ্চাপ্যমিতদর্শনাঃ ॥ ১০৫
অমূর্তেস্তস্য কৌন্তেয় সাংখ্যাঃ মূর্তিরিতি শ্রুতিঃ ।
অভিজ্ঞানানি তস্যাহর্মতঃ হি ভরতর্ষভ ॥ ১০৬
দ্বিবিধানীহ ভূতানি পৃথিব্যাং পৃথিবীপতে
জঙ্গমাগমসংজ্ঞানি জঙ্গমং ত্বু বিশিষ্যতে ॥ ১০৭
জ্ঞানং মহদ্ যদ্ধি মহৎসু রাজন্
বেদেষু সাংখ্যেষু তথৈব যোগে ।
যচ্চাপি দৃষ্টং বিবিধং পুরাণে
সাংখ্যাগতং তদ্বিবিধং নরেন্দ্র ॥ ১০৮
যচ্চেতিহাসেষু মহৎসু দৃষ্টং
যচ্চার্থশাস্ত্রে নৃপ সিদ্ধজুষ্টে ।
জ্ঞানঞ্চ লোকে যদিহাস্তি কিঞ্চিৎ
সাংখ্যাগতং তচ্চ মহন্মহাত্মন্ ॥ ১০৯
শমশ্চ দৃষ্টঃ পরমঃ বলঞ্চ
জ্ঞানঞ্চ সূক্ষ্মঞ্চ যথাবদুক্তম্
তপাংসি সূক্ষ্মাণি সুখানি চৈব
সাংখ্যে যথাবদ্ বিহিতানি রাজন্ ॥ ১১০
বিপর্যয়ে তত্র হি পার্থ দেবান্
গচ্ছন্তি সাংখ্যাঃ সততং সুখেন ।
তাংশ্চানুসর্গার্থা ততঃ কৃতার্থাঃ
পতন্তি বিপ্রেষু বসুষু ভূয়ঃ ॥ ১১১
হিত্বা চ দেহং প্রবিশন্তি দেবং
দিবৌকসো ভাস্বিব পার্থ সাংখ্যাঃ ।
অতোঽধিকঃ তেঽভিহিতো মহার্থে
সাংখ্যে দ্বিজাঃ পার্থিব সিদ্ধজুষ্টে ॥ ১১২

প্রবর্তিত হয়। মহর্ষিগণ নিজ নিজ শাস্ত্রমধ্যে তাঁহারই প্রশংসা করেন এবং তাঁহার কথাই বলেন। ১০৩

সমস্ত ব্রাহ্মণ, দেবতা ও শান্তি অনুভবকারী মহাত্মগণ সেই অনন্ত, অচ্যুত, ব্রাহ্মণহিতৈষী এবং পরমদেব পরমাত্মার স্তুতি প্রার্থনা করেন। তাঁহার গুণসকল চিন্তা করিতে করিতে তাঁহারই মহিমা গান করেন। যোগের দ্বারা উত্তম সিদ্ধি লাভকারী যোগীরা এবং অপার জ্ঞানবিশিষ্ট সাংখ্যশাস্ত্রবিদ্‌গণও তাঁহার গুণগান করেন। ১০৪-১০৫

কৃষ্ণীনন্দন! এরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, এই সাংখ্যশাস্ত্র সেই নিরাকার পরমাত্মার আকার। ভরতশ্রেষ্ঠ! যত জ্ঞান আছে, তৎ সমস্তই সাংখ্য মতেরই প্রতিপাদন করে। ১০৬

পৃথিবীপতি যুধিষ্ঠির! এই ভূতলে স্থাবর (পর্বতাদি) ও জঙ্গম (মনুষ্যাদি)—এই দুই প্রকার প্রাণী উপলব্ধ হয়। তাহাদের মধ্যে জঙ্গম প্রাণীই শ্রেষ্ঠ। ১০৭

রাজন্! নরেশ্বর! মহাত্মা পুরুষগণের মধ্যে, বেদে, সাংখ্য (দর্শনশাস্ত্রে), যোগশাস্ত্রমধ্যে এবং পুরাণসকলে যে নানাপ্রকার উত্তম জ্ঞান দেখা যায়, সে সমস্তই সাংখ্য হইতেই আসিয়াছে। ১০৮

নৃপ! মহাত্মন্! শ্রেষ্ঠ ইতিহাসসমূহে, সৎপুরুষগণ কর্তৃক সেবিত অর্থশাস্ত্রসকলে এবং এই সংসারে যাহা কিছু উত্তম জ্ঞান দেখা গিয়াছে, তৎসমস্তই সাংখ্য-শাস্ত্র হইতে আসিয়াছে। ১০৯

রাজন্! প্রত্যক্ষ প্রমাণ মন ও ইন্দ্রিয়গণের সংযম, উত্তম বল, সূক্ষ্ম জ্ঞান এবং পরিণামে সুখপ্রদ যে সূক্ষ্ম তপ কথিত হইয়াছে, সেই সমস্ত সাংখ্যশাস্ত্রে যথাযথভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ১১০

কুন্তীনন্দন! যদি সাধনায় কিছু ত্রুটি থাকায় তত্ত্ব সাংখ্যশাস্ত্রের পূর্ণ জ্ঞানলাভ না হয়, তবে সাংখ্যযোগের সাধকগণ দেহলোকে অবশ্যই গমন করেন এবং সেখানে নিরন্তর সুখে বাস করত দেবতাগণের আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থতা লাভ করেন। তদনন্তর পুণ্যক্ষয়ের পর তাঁহারা এই জগতে আসিয়া পুনরায় সাধনার জন্য ধনসম্পন্ন ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ১১১

কৃষ্ণীসুতাত্মজ! সাংখ্যজ্ঞানী শরীর ত্যাগের পর পরমদেব পরমাত্মার সেইভাবে প্রবেশ করেন, যেরূপ দেবগণ স্বর্গে প্রবেশ করিয়া থাকেন। ভূপাল! অতএব সিদ্ধপুরুষগণের দ্বারা সেবিত পরম পূজনীয় সাংখ্যশাস্ত্রে সব বিষয়গুলি অধিক অন্তরঙ্গ হন। ১১২

তেষাং ন ভিদ্যাগ্রমনং হি পৃষ্ঠৈঃ
আর্যাগতিঃ পাপকৃতাবিবাসঃ।
ন বা প্রধানা অপি তে দ্বিজাতয়ো
যে জ্ঞানমেতন্নৃপতেঽনুরক্তাঃ ॥ ১১৩
সাংখ্যং বিশালং পরমং পুরাণং
মহর্ষিভিঃ কপিলমুদারকীর্তেঃ
কৃৎস্নঞ্চ সাংখ্যং নৃপতে ব্রবীম্যহং
নারায়ণো যদ্বদতেঽপ্রমেয়ম্ ॥ ১১৪

এতদ্ব্রবীম্যুক্তং নরদেব তত্ত্বং
নারায়ণো বিশ্ববিদং পুরাণম্।
স সর্গকালে চ করোতি সর্গং
সংহারকালে চ তদত্তি ভূয়ঃ ॥ ১১৫
সংহৃত্য সর্গং নিজদেহসংস্থং
কৃত্বাত্মসাৎ শেতে জগদন্তরাত্মা ॥ ১১৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি সাংখ্যদর্শনে
একাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩০১

নৃপতে! তাঁহারা এই সাংখ্যজ্ঞানের অনুরক্ত, তাঁহারাই হইলেন—প্রধান, অতএব দেহত্যাগের পর এই সব ব্রাহ্মণগণ কখনও পক্ষী প্রভৃতি যোনিতে গমন করিয়াছেন, এরূপ শোনা যায় না। তাঁহারা কখনও নরকাদি অধোগতির প্রাপ্ত হন নাই এবং তাঁহাদিগকে পাপাচারী ব্যক্তিদের মধ্যেও গণ্য করা হয় না ॥ ১১৩

সাংখ্যজ্ঞান অত্যন্ত বিশাল ও অতিশয় প্রাচীন। উহা মহাসাগরের ন্যায় অপার, নির্মল, উদার ভাবসমূহে পরিপূর্ণ এবং সর্বাঙ্গ সুন্দর। নৃপতে! পরমাত্মা ভগবান্ নারায়ণ এই সম্পূর্ণ অপ্রমেয় সাংখ্যজ্ঞানকে পূর্বকল্পে ধারণ করিয়া আছেন ॥ ১১৪

নরদেব! এই আমি তোমাকে সাংখ্যশাস্ত্রের তত্ত্ব বলিলাম। এই পুরাতন বিশ্বের রূপে সাক্ষাৎ ভগবান্ নারায়ণই সমস্ত বিরাজমান আছেন। তিনিই সৃষ্টির সময় জগতের সৃষ্টি করেন এবং সংহারকালে উহাকে নিজের মধ্যে বিলীন করিয়া লেন। এইভাবে জগৎকে নিজের শরীরের মধ্যে স্থাপিত করিয়া এই জগতের অন্তরাত্মা ভগবান্ নারায়ণ একার্ণব-জলে শয়ন করেন ॥ ১১৫ ১১৬

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে সাংখ্যতত্ত্ববর্ণনবিষয়ক একাধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্ব্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[বশিষ্ঠ-করালজনকসংবাদঃ—ক্ষরাক্ষরতত্ত্বনিরূপণম্, অস্য জ্ঞানেন মুক্তিলাভবর্ণনঞ্চ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ

কিং তদক্ষরমিত্যুক্তং যস্মান্নাবর্ততে পুনঃ।
কিঞ্চ তৎক্ষরমিত্যুক্তং যস্মাদাবর্ততে পুনঃ ॥ ১
অক্ষর-ক্ষরয়োর্ব্যক্তিং পৃচ্ছাম্যমিতবিক্রম।
উপলব্ধুং মহাবাহো তত্ত্বেন কুরুনন্দন ॥ ২
তং হি জ্ঞাননিধিং বিপ্রৈরুচ্যসে বেদপারগৈঃ।
ঋষিভিশ্চ মহাভাগৈর্ব্রহ্মভিশ্চ মহাত্মভিঃ ॥ ৩
শেষমল্পং দিনানাং তে দক্ষিণায়নভাস্করে।
আবৃতে ভগবত্যর্কে গন্তাসি পরমাং গতিম্ ॥ ৪

দ্ব্যধিকত্রিশততম অধ্যায়

[বশিষ্ঠ ও করালজনকের সংবাদ ক্ষর ও অক্ষর তত্ত্বের নিরূপণ এবং উহার জ্ঞানে মুক্তি লাভ বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! সেই অক্ষর তত্ত্ব কি, যাহাকে প্রাপ্ত হইয়া জীব পুনরায় আর এ জগতে ফিরিয়া আসে না এবং ক্ষর পদার্থই বা কি, যাহার জ্ঞানের দ্বারা ও যাহা প্রাপ্ত হইয়াও এ জগতে আবার ফিরিয়া আসিতে হয়? ১

শত্রুসূদন! মহাবাহু! কুরুনন্দন! ক্ষর ও অক্ষরের স্বরূপকে স্পষ্টরূপে যথাযথভাবে বুঝিবার জন্যই আমি আপনাকে ইহা জিজ্ঞাসা করিতেছি ॥ ২

বেদজ্ঞদের পারদর্শী বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণ, মহাভাগ ঋষিগণ এবং মহাত্মা ব্রহ্মিগণও আপনাকে জ্ঞাননিধি বলেন ॥ ৩

এখন সূর্যদেবের দক্ষিণায়নে গতির আর অল্পই অবশিষ্ট আছে। ভগবান্ সূর্যদেব উত্তরায়ণে পদার্পণ করিলেই আপনি পরম ধামে চলিয়া যাইবেন ॥ ৪

ত্বয়ি প্রতিগতে ব্রহ্মন্ কুতঃ শ্রোষ্যামহে বয়ম্ ।
কুরুবংশপ্রদীপস্ত্বং জ্ঞানদীপেন দীপয়সে ॥ ৪
তদেতচ্ছ্রোতুমিচ্ছামি ত্বত্তঃ কুরুকুলোদ্বহ ।
ন তৃপ্যামীহ রাজেন্দ্র শৃণ্বন্নমৃতমীদৃশম্ ॥ ৬

ভীষ্ম উবাচ ।

অত্র তে বর্ণয়িষ্যামি ইতিহাসং পুরাতনম্
বশিষ্ঠস্য চ সংবাদং করালজনকস্য চ ॥ ৭
বশিষ্ঠং শ্রেষ্ঠমাসীনমৃষীণাং ভাস্করদ্যুতিম্ ।
পপ্রচ্ছ জনকো রাজা জ্ঞানং নৈঃশ্রেয়সং পরম্ ॥ ৮
পরমধ্যাত্মকুশলমধ্যাত্মগতিনিশ্চয়ম্ ।
মৈত্রাবরুণিমাসীনমভিবাদ্য কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৯
অক্ষরং প্রশ্নিতং বাক্যং মধুরং চাপ্যুবাচ হ ।
পপ্রচ্ছর্ষিবরং রাজা করালজনকঃ পুরা ॥ ১০
ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি পরং ব্রহ্ম সনাতনম্ ।

আপনি চলিয়া যাইলে পর আমরা নিশ্চেষের কল্যাণ বাণী কাহার নিকট শুনিব? আপনি কুরুবংশের প্রকাশকারী প্রদীপ এবং জ্ঞানদীপে উদ্ভাসিত হইতেছেন ॥ ৪

কুরুকুলসুধাকর! রাজেন্দ্র! অতএব আমি আপনার নিকট হইতেই এই সব শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক। আপনার এই অমৃতময় বচনসকল শ্রবণ করিয়া আমি তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছি না। (অতএব আপনি আমাকে এই ক্ষর ও অক্ষর তত্ত্ব বলুন।) ॥ ৬

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! এই বিষয়ে করালজনক ও বশিষ্ঠের যে সংবাদ সংঘটিত হইয়াছিল, সেই প্রাচীন ইতিহাস আমি তোমাকে বলিব ॥ ৭

কোন এক সময়ের কথা, ঋষিগণের মধ্যে সূর্য্যতুল্য তেজস্বী মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ নিজ আশ্রমে অবস্থান করিতেছেন, এমন সময় রাজা করালজনক উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে পরম কল্যাণকারী জ্ঞানের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৮

মিত্রাবরুণের পুত্র বশিষ্ঠ অধ্যাত্মবিষয়ক প্রবচনে অত্যন্ত কুশল ছিলেন এবং তাঁহার অধ্যাত্মজ্ঞানের নিশ্চয় হইয়া গিয়াছিল। তিনি এক আসনে বসিয়াছিলেন। পূজাকালে রাজা করালজনক সেই মুনিবরের নিকট পরম ভক্তি কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রণাম করিলেন এবং সুন্দর অক্ষরসমূহে যুক্ত, বিনয়পূর্ণ ও মৃদুতর্ক-রহিত (অর্থাৎ মধুর বাক্যে) জিজ্ঞাসা করিলেন ॥৯-১০

ভগবন্! যেখান হইতে মনীষী পুরুষগণ পুনরায় এ সংসারে

সম্ভার পুনরাবৃত্তিমাপ্নুবন্তি মনীষিণঃ ॥ ১১
যচ্চ তৎ ক্ষরমিত্যুক্তং যস্মেদং ক্ষরতে জগৎ
যচ্চাক্ষরমিতি প্রোক্তং শিবং ক্ষেমমনাময়ম্ ॥১২

বশিষ্ঠ উবাচ ।

প্রসৃতাং পৃথিবীপাল ক্ষরন্তীং যথা জগৎ
যস্য ক্ষরন্তি পূর্ণেন সাবং কালেন বারিণা ॥ ১৩
যুগং দ্বাদশসাহস্রং কল্প বিদ্ধি চতুর্গুণম্ ।
দশকল্পশতাবৃত্তমহস্তদ্ ব্রাহ্মমুচ্যতে ॥ ১৪
রাত্রিস্তৈগুণবতী রাজন্ যস্যান্তে প্রতিবুধ্যতে
সৃজত্যনন্তকর্মাণং মহান্তং ভূতমগ্রজম্ ॥ ১৫
মূর্তিমন্তমমূর্তাত্মা বিশ্বং শম্ভুঃ স্বয়ম্ভুবঃ ।
অণিমা লঘিমা প্রাপ্তির্যস্যানঃ জ্যোতিরব্যয়ম্ ॥ ১৬
সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্ ।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৭

ফিরিয়া আসেন না, সেই সনাতন পরব্রহ্মের স্বরূপ আমি শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি ॥ ১১

এবং যাহাকে 'ক্ষর' বলা হইয়াছে, উহাও আমি জানিতে অভিলাষী। যাহার দ্বারা এই জগতের ক্ষরণ (লয়) হয় এবং যাহাকে 'অক্ষর' বলা হয়, সেই নিখিলের কল্যাণময় শিবস্বরূপ অধিষ্ঠানেরও জ্ঞানলাভ করিতে আমি ইচ্ছুক ॥ ১২

বশিষ্ঠ বলিলেন, নৃপাল! যেরূপে এই জগতের ক্ষয় (পরিবর্তন) হয়, উহা এবং যাহা কোনও কালে ক্ষরিত (নষ্ট) হয় না, সেই অক্ষরকেও আমি বলিব, তুমি শ্রবণ কর ॥ ১৩

দেবতাগণের বার হাজার বর্ষে এক চতুর্যুগ হয়। ইহাকেই কল্প অর্থাৎ মহাযুগ বলিয়া জানিও। এরূপ এক হাজারটি মহাযুগে ব্রহ্মার একদিন হয় ইহা কথিত হইয়াছে ॥ ১৪

রাজন্! তাঁহার রাত্রিও এই পরিমাণেই হইয়া থাকে; যাহার শেষে তিনি জাগরিত হন। অনন্তকর্মা ব্রহ্মা সকলের অগ্রজ এবং মহাত্মাগণ এই সম্পূর্ণ বিশ্ব তাঁহারই স্বরূপ। যিনি অণিমা, লঘিমা ও প্রাপ্তি আদি অষ্ট সিদ্ধিসমূহের নিধানক, সেই কল্যাণস্বরূপ নিরাকার পরমেশ্বরই এই মূর্তিমান্ ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। এই পরমাত্মা জ্যোতিস্বরূপ অব্যয়প্রকাশ ও অবিনাশী। তাঁহার হস্ত, পদ, নেত্র, মস্তক ও মুখ সকলদিকেই রহিয়াছে। তাঁহার কর্ণও সকলদিকে আছে। তিনি সংসারে সব কিছু ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিত আছেন ॥ ১৫-১৭

হিরণ্যগর্ভো ভগবানেষ বুদ্ধিরিতি স্মৃতঃ।
মহানিতি চ যোগেষু বিরিঞ্চিরিতি চাপ্যজঃ ॥ ১৮

সাংখ্যে চ পঠ্যতে শাস্ত্রে নামভির্বহুধাত্মকঃ
বিচিত্ররূপো বিশ্বাত্মা একাক্ষর ইতি স্মৃতঃ ॥ ১৯

স্মৃতঃ নৈকাত্মিকঃ যেন কৃতং ত্রৈলোক্যমাত্মনা
তথৈব বহুরূপত্বাদ্ বিশ্বরূপ ইতি স্মৃতঃ ॥ ২০

এষ বৈ বিক্রিয়াপন্নঃ সৃজত্যাত্মানমাত্মনা।
অহঙ্কারঃ মহাভেজাঃ প্রজাপতিমহাকৃতম্ ॥ ২১

অবকাশং বাক্যমাপন্নং বিস্তাসর্গঃ বদন্তি তম্
মহান্তং চাপ্যহঙ্কারমবিস্তাসর্গমেব চ ॥ ২২

অবিদ্বিদ্ধ বিবিদৈশ্চৈব সমুৎপন্নো তথৈককঃ
বিদ্যাবিদ্যেতি বিখ্যাতে শ্রুতিশাস্ত্রার্থচিন্তকৈঃ ॥২৩

ভূতসর্গমহঙ্কারাৎ তৃতীয়ং বিদ্ধি পার্থিব।
অহঙ্কারেষু সর্বেষু চতুর্থং বিদ্ধি বৈকৃতম্ ॥ ২৪

বায়ুর্জ্যোতিরথাকাশমাপোঽথ পৃথিবী তথা।
শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপঞ্চ রসো গন্ধস্তথৈব চ ॥ ২৫

এবং যুগসহস্রান্তে প্রলয়ঃ সর্গসংযমম্
পঞ্চমং বিদ্ধি রাজেন্দ্র তৈতিকং সর্গমগ্র্যবৎ ॥ ২৬

শ্রোত্রং ত্বক্ চক্ষুষী জিহ্বা ঘ্রাণমেব চ পঞ্চমম্।
বাক্ চ হস্তৌ চ পাদৌ চ পায়ুর্মেঢ্রং তথৈব চ ॥ ২৭

বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি চৈতানি তথা কর্মেন্দ্রিয়াণি চ।
সমৃতানীহ যুগপন্মনসা সহ পার্থিব ॥ ২৮

এষা তত্ত্বচতুর্বিংশা সর্বাকৃতিষু বর্ততে।
যাং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে মর্ত্যো ব্রাহ্মণাস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ২৯

একস্য দেহঃ সম্ভাষ্যাতঃ ত্রৈলোক্যে সর্বদেহিষু।
বেদিতব্যঃ নরশ্রেষ্ঠ সদেব-নর-দানবে ॥ ৩০

সযক্ষ-ভূত-গন্ধর্বে সকিন্নর-মহোরগে।
সচারণ-পিশাচে চৈব সদেবর্ষি-নিশাচরে ॥ ৩১

পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন যিনি সকলের অগ্রজ ভগবান্ হিরণ্যগর্ভ, তাঁহাকেই বুদ্ধি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। যোগশাস্ত্রে ইঁহাকেই মহান্ বলা হইয়াছে। ইঁহাকে বিরিঞ্চি এবং অজও বলা হয়। ১৮

অনেক নাম ও রূপসমূহে যুক্ত এই হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মাকে সাংখ্যশাস্ত্রেও বর্ণনা করা হইয়াছে। তিনি বিচিত্ররূপধারী, বিশ্বাত্মা ও একাক্ষর বলিয়া কথিত হন। এই অনেকরূপবিশিষ্ট ত্রিলোকের রচনা তিনিই করিয়াছেন এবং স্বয়ংই ইহাকে ব্যাপ্ত করিয়া আছেন। এইরূপ বহু রূপ ধারণ করেন বলিয়া তিনি বিশ্বরূপ নামে অভিহিত হন। ১৯-২০

এই মহাতেজস্বী ভগবান্ হিরণ্যগর্ভ বিকারপ্রাপ্ত হইয়া স্বয়ংই অহঙ্কারকে ও উহার অভিমানী প্রজাপতি বিরাটের সৃষ্টি করেন। ২১

ইঁহাদের মধ্যে নিরাকার হইতে সাকাররূপে প্রকটিত মূল প্রকৃতিকে বিস্তাসর্গ বলা হয় এবং মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কারকে অবিস্তাসর্গ বলা হয়। ২২

অবিদি (জ্ঞান) ও বিদি (কর্ম) উৎপন্নিত এই পরমাত্মা হইতেই হইয়াছে। শ্রুতি ও শাস্ত্রের অর্থ বিচারকারী বিদ্বান্গণ উহাদিগকে বিদ্যা ও অবিদ্যা বলিয়াছেন। ২৩

পৃথিবীনাথ! অহঙ্কার হইতে যে সমস্ত সূক্ষ্ম ভূতসমূহের সৃষ্টি হয়, উহাকে তৃতীয় 'সর্গ' বলিয়া জানিও। সাত্ত্বিক, রাজস ও তামসভেদে তিন প্রকার অহঙ্কার হইতে যে চতুর্থ সৃষ্টি উৎপন্ন হয়, উহাকে বৈকৃত-সর্গ বলিয়া জানিও। ২৪

আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী—এই পঞ্চ মহাভূত এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—এই পঞ্চ বিষয় বৈকৃত-সর্গের অন্তর্গত। ২৫

এই সৃষ্টির উৎপত্তি একই সঙ্গে হইয়া থাকে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। রাজেন্দ্র! পঞ্চমে তৈতিক সর্গ বলিয়া জানিও। যাহা প্রাণিগণের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া সার্থক। ২৬

এই তৈতিক সর্গের অন্তর্গত চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক্ ও জিহ্বা—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ—এই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়। কৃপাল! মন সহ এই সমেরও উৎপত্তি একই সঙ্গে হইয়া থাকে। ২৭-২৮

এই চব্বিশটি তত্ত্ব সমস্ত প্রাণিগণের শরীরে বিদ্যমান আছে। তত্ত্বদর্শী ব্রাহ্মণগণ ইঁহাদের যথার্থ স্বরূপ জানিয়া কখনও শোক করেন না। ২৯

নরশ্রেষ্ঠ! ত্রিভুবনে যত দেহধারী প্রাণী আছে, তাহাদের সকলের মধ্যে এই তত্ত্বসমূহেরই দেহ বলিয়া জানিতে হইবে। দেবতা, যক্ষ, মানব, যক্ষ, ভূত, গন্ধর্ব, কিন্নর, মহাসর্প, চারণ, পিশাচ, দেবর্ষি, নিশাচর, পশু (জীব), কীট, মশক, দুর্গন্ধযুক্ত

সদংশ-কীট-মশকে সমূষি-কৃমি-মূষিকে।
তনি শ্বপাকে চৈবেহে সচাণ্ডালে সপুষ্কসে ॥ ৩১
হস্তাশ্ব-খর-মার্জারে সবৃক্ষে গবি চৈব হ।
যচ্চ মূর্তিময়ং কিঞ্চিৎ সর্বৈত্রৈতদ্বিদর্শনম্ ॥ ৩২
তলে ভূমি তথাঽকাশে নাস্ত্রেতি বিনিশ্চয়ঃ
স্থানং দেহবতামাসীদিত্যেবমনুশুশ্রুম ॥ ৩৩
কুৎস্নমেতাবতস্তাত ক্ষরতে বাক্সমাশ্রিতম্।
অহরহর্নি ভূতাত্মা তত ক্ষর ইতি স্মৃতঃ। ৩৪
এতদক্ষরমিত্যুক্তং ক্ষরন্তীর্থং যথা জগৎ।
জগন্মোহাত্মকং প্রাহুরব্যক্তাদ্ব্যক্তসংজ্ঞকম্ ॥ ৩৫
মহাংশ্চৈবাগ্রজো নিত্যমেতৎ ক্ষরনিদর্শনম্।
কথিতং তে মহারাজ যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ॥ ৩৭
পঞ্চবিংশতিরিত্যেষ বিষ্ণুর্নিত্যস্তত্ত্বসংজ্ঞিতঃ।
তত্ত্বসংস্মরণাদেতৎ তত্ত্বমাহুর্মনীষিণঃ ॥ ৩৮
যস্মর্তামস্মরন্ বাক্যং তত্ত্বমূর্তাবিতিষ্ঠতি
চতুর্বিংশতিসোঽচাক্ষো হ্যমূর্তত্বাৎ পঞ্চবিংশকঃ ॥ ৩৯
স এব গ্রসতি সর্বাস্তু মূর্তিষাবিশতেঽক্ষবান্।
কেবলশ্চেতনো নিত্যঃ সর্বমূর্তিরমূর্তিমান্ ॥৪০
সর্গপ্রলয়ধর্মিণ্যা অসর্গপ্রলয়াত্মকঃ।
গোচরে বর্ততে নিত্যা নির্গুণঃ গুণসংজ্ঞিতম্ ॥ ৪১
এবমেষ মহানাত্মা সর্গপ্রলয়কোবিদঃ
বিষ্ণুর্ধাতুঃ প্রকৃতিমানভিমন্যত্যবুদ্ধিমান্ ॥ ৪১
তমঃসত্ত্বরজোবৃক্তাস্তু তাস্বিহ যোনিষু
নিয়তে প্রতিবুদ্ধিত্বাদবুদ্ধজনসেবনাৎ ॥ ৪৩

কীট, ইঁদুর, ছুঁচো, চণ্ডাল, হরিণ, শ্বপাক (কুকুরমাংসভোজী), পুষ্কস (ম্লেচ্ছ) হস্তী, অশ্ব, গাধা, সিংহ, বৃক্ষ ও গরু প্রভৃতি রূপে যারা বিদ্যু মূর্তিমান্ পদার্থ আছে, সমস্তই এই সব তত্ত্বই দেখিতে পাওয়া যায়। ৩০-৩৩

পৃথিবী, জল ও আকাশে এই সব দেহধারীদিগের নিবাস, অন্যত্র আর কোথাও নহে; ইহাই বিদ্বান্‌গণের সিদ্ধান্ত। আমি তাহাই শুনিয়াছি। ৩৪

হংস করালজনক! এই সম্পূর্ণ পাঞ্চভৌতিক জগৎকে ব্যক্ত বলা হয় এবং প্রতিদিন ইহার ক্ষরণ (ক্ষয়) হয়, সেই কারণে 'ক্ষর' বলা হইয়া থাকে। ৩৫

ইহা হইতে ভিন্ন যে তত্ত্ব আছে, ইহাকে 'অক্ষর' বলে। এইভাবে সেই অব্যক্ত অক্ষর হইতে উৎপন্ন এই ব্যক্ত নামধারী মোহাত্মক জগৎ ক্ষরিত হয় বলিয়া "ক্ষর" নামে অভিহিত করা হয়। ৩৬

ক্ষরতত্ত্বসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথমে মহত্তত্ত্বের (বুদ্ধি, প্রজ্ঞা) সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা সর্বদা চিন্তনীয়। ইহাই ক্ষরের পরিচয়। মহারাজ করালজনক! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, আমি তদনুসারে তোমার সমক্ষে এই ক্ষর ও অক্ষর তত্ত্ব বর্ণনা করিলাম। ৩৭

এই চব্বিশ তত্ত্বের পরে যে ভগবান্ বিষ্ণু (সর্বব্যাপী পরমাত্মা) তাঁহাকে পঁচিশ তত্ত্ব বলা হয়। তত্ত্বসমূহের দ্বারা উৎপন্ন দেহে অধিষ্ঠান করেন বলিয়া মনীষী পুরুষগণ তাঁহাকেও তত্ত্ব বলিয়া থাকেন। ৩৮

মহত্তত্ত্বাদি ব্যক্ত পদার্থ যে মরণশীল (নশ্বর) পদার্থসকলের সৃষ্টি করে, সেই সবই কোন না কোন মূর্তি আশ্রয় করিয়াই থাকে। গণনা করিলে দেখা যায়—চতুর্বিংশতিতম তত্ত্ব হইলেন অব্যক্ত প্রকৃতি এবং পঞ্চবিংশতিতম তত্ত্ব নিরাকার পরমাত্মা। ৩৯

যিনি অক্ষিভীর, চেতন, নিত্য, সর্বস্বরূপ, নিরাকার এবং সকলের আত্মা, সেই পরম পুরুষ পরমাত্মাই সমস্ত শরীরের হৃদয়দেশে বাস করেন। ৪০

যদিও সৃষ্টি ও প্রলয় প্রকৃতিরই ধর্ম এবং পুরুষ তা' উহার সহিত সর্বতোভাবে সম্বন্ধ রহিত, তথাপি সেই প্রকৃতির সংসর্গবশতঃ পুরুষও সৃষ্টি এবং প্রলয়রূপ ধর্ম সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া মনে হয়। তিনি ইন্দ্রিয়সকলের বিষয় না হইয়াও ইন্দ্রিয়গোচর বলিয়াই প্রতিভাত হন এবং নির্গুণ হইলেও গুণবান্ বলিয়াই প্রতীত হন। ৪১

এইরূপ সৃষ্টি ও প্রলয়ের তত্ত্বসমূহে অভিজ্ঞ এই মহান্ আত্মা অধিকারী হইয়াও প্রকৃতির সংসর্গযুক্ত হইয়া বিকারবান্ বলিয়াই প্রতীয়মান হন এবং প্রাকৃত বুদ্ধিহীন হইয়াও শরীরে আত্মাভিমান করিয়া থাকেন। ৪২

প্রকৃতির সংসর্গবশতই তিনি সত্ত্ব গুণ, রজোগুণ এবং তমোগুণযুক্ত হইয়া যান ও অজ্ঞান মনুষ্যদিগের সঙ্গ করিয়া থাকেন বলিয়া তাহাদেরই ন্যায় নিজেকে শরীরস্থ মনে করিয়া তিনি সেই সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস-যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন। ৪৩

সহবাসবিনাশিত্বাদ্রাজ্ঞোঽহমিতি মন্যতে ।
যোঽহং সোঽহমিতি হ্যাত্মা গুণানেবানুবর্ততে ॥৪৪
তমসা তামসান্ ভাবান্ বিবিধান্ প্রতিপদ্যতে ।
রজসা রাজসাংশ্চৈব সাত্ত্বিকান্ সত্ত্বসংশ্রয়াৎ ॥ ৪৫
শুক্ললোহিতকৃষ্ণানি রূপাণ্যেতানি ত্রীণি তু ।
সর্বাণ্যেতানি রূপাণি যানীহ প্রাকৃতানি বৈ ॥ ৪৬
তামসা নিরয়ং যান্তি রাজসা মানুষানথ ।
সাত্ত্বিকা দেবলোকায় গচ্ছন্তি সুখভাগিনঃ ॥ ৪৭
নিষ্কৈবল্যেন পাপেন তির্যগ্‌যোনিমবাপ্নুয়াৎ ।
পুণ্যপাপেন মানুষ্যং পুণ্যেনৈকেন দেবতাঃ ॥ ৪৮
এবমব্যক্তবিষয়ং ক্ষরমাহুর্মনীষিণঃ ।
পঞ্চবিংশতিমো যোঽয়ং জ্ঞানাদেব প্রবর্ততে ॥ ৪৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি বশিষ্ঠকরালজনকসংবাদে
দ্ব্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩০২

প্রকৃতির সহবাসে নিজের স্বরূপবোধ লুপ্ত হইয়া যাওয়ায় পুরুষ বুঝিতে থাকেন যে, আমি শরীর হইতে ভিন্ন নহি। 'আমি ইহা, আমি উহা, অমুকের পুত্র, আমি ব্রাহ্মণ' ইত্যাদি বলিতে বলিতে তিনি সাত্ত্বিকাদি গুণসম্বন্ধেই অনুসরণ করেন। ৪৩

তিনি তমোগুণের দ্বারা মোহাদি নানাপ্রকার তামস ভাব লাভ করেন, রজোগুণের দ্বারা প্রকৃতি প্রকৃতি রাজস বিষয়সমূহ এবং সত্ত্বগুণের আশ্রয় করত প্রকাশাদি সাত্ত্বিক ভাবসমূহ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৪৪

সত্ত্বগুণ, রজোগুণ ও তমোগুণ হইতে ক্রমশঃ শুক্ল, রক্ত এবং কৃষ্ণ—এই তিন বর্ণ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। প্রকৃতি হইতে যে যে রূপসকল উৎপন্ন হইয়াছে, তৎসমস্তই এই তিন বর্ণেরই অন্তর্গত। ৪৬

তমোগুণাবলম্বী প্রাণী নরকে পতিত হয়, রাজস স্বভাবের জীব মনুষ্যলোকে গমন করে এবং সুখভাগী সাত্ত্বিক মানুষ দেবলোকে প্রস্থান করে। ৪৭

কেবল পাপ কর্মসমূহেরই ফলস্বরূপ জীব পশু পক্ষী প্রভৃতি তির্যগ্‌-যোনি লাভ করে। পুণ্য ও পাপ এই উভয়ের সংমিশ্রণে মনুষ্যলোকপ্রাপ্তি হয় এবং কেবল পুণ্যের দ্বারা প্রাণী দেবলোকে গমন করে। ৪৮

এইরূপে জ্ঞানী পুরুষ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন পদার্থসমূহকে 'ক্ষর' বলেন। পূর্বোক্ত চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হইতে ভিন্ন যে পঞ্চবিংশতিতম তত্ত্ব—পরম পুরুষ পরমাত্মা বলিয়া কথিত হইয়াছেন, তিনি হইলেন 'অক্ষর'। জ্ঞানেরই দ্বারা তাঁহাকে লাভ করা যায়। ৪৯

শ্রীমদ্ভগবান্ বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে বশিষ্ঠ ও করালজনকের সংবাদ-বিষয়ক দ্ব্যধিকত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্র্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

(প্রকৃতেঃ সংসর্গবশাজ্জীবস্য নানাবিধকর্ম্মণাং কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বয়োর্বোধঃ, নানাযোনিষু পৌনঃপুন্যেন জন্মলাভশ্চ।)

বশিষ্ঠ উবাচ

এবমপ্রতিবুদ্ধত্বাদবুদ্ধমনুবর্ত্ততে
দেহাদ্ দেহসহস্রাণি তথা সমভিপদ্যতে ॥ ১

তির্য্যগ্‌যোনিসহস্রেষু কদাচিদ্ দেবতাস্বপি।
উপপদ্যতি সংযোগাদ্ গুণৈঃ সহ গুণক্ষয়াৎ ॥ ২

মানুষত্বাদ্ দিবং যান্তি দিবো মানুষ্যমেব চ।
মানুষ্যান্নিরয়স্থানমনন্ত্যং প্রতিপদ্যতে ॥ ৩

কোষকারো যথাত্মানং কীটঃ সমবরুন্ধতি।
পূর্ব্বতন্তন্তুনৈর্নিত্যং তথায়মগুণো গুণৈঃ ॥ ৪

ঘন্বমেতি চ নির্ব্বিঘ্নস্তাসু তাসিহ যোনিষু।
শীর্ষরোগেঽক্ষিরোগে চ দন্তশূলে গলগ্রহে ॥৫

উদরে কৃমিরোগে অরণ্ডে বিসূচিকে।
ছিন্নকুষ্ঠেঽস্রপিত্তে চ নিত্যাশস্ত্যারয়োরপি ॥ ৬

যানি চান্যানি ঘন্বানি প্রাকৃতানি শরীরিষু।
উৎপদ্যন্তে বিচিত্রাণি তান্যেষোঽপ্যভিমন্যতে ॥ ৭

তির্য্যগ্‌যোনিসহস্রেষু কদাচিদ্ দেবতাস্বপি।
অভিমন্যন্ত্যতীতানাং তথৈব সুকৃতান্যপি ॥৮

গুরুবাসাশ্চ দুর্বাসাঃ শায়ী নিত্যমবস্তথা।
নগ্নকর্ণশায়ী চ তথা বীরাসনগতস্তথা ॥ ৯

চৌরবাসসমাকাশে শয়নং স্থানমেব চ।
ইষ্টকাপ্রস্তরে চৈব কণ্টকপ্রস্তরে তথা ॥ ১০

তপ্তপ্রস্তরশায়ী চ ভূমিশয্যা তলেষু চ।
বীরস্থানাসুপদ্যে চ শয়নং কলকেষু চ ॥ ১১

ত্র্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

(প্রকৃতির সংসর্গবশতঃ জীবের নিজেকে নানা প্রকার কর্ম্ম সকলের কর্ত্তা ও ভোক্তারূপে বোধ এবং নানা যোনিতে বারংবার জন্মলাভ।)

বশিষ্ঠ বলিলেন,—রাজন্! এইরূপে জীব অজ্ঞানের অনুসরণ করিয়া চলে, সেইজন্য তাহাকে এক দেহ হইতে সহস্র সহস্র দেহে ভ্রমণ করিতে হয়। ১

এই জীব গুণসঙ্গের সহিত সম্বন্ধবশতঃ সেই সব গুণেরই সাদৃশ্যবশতঃ কখনও সহস্রযোনি তির্য্যগ্ যোনি এবং কখনও দেবযোনিতে জন্মগ্রহণ করে। ২

কখনও মানব-যোনি হইতে স্বর্গলোকে গমন করে এবং কখনও স্বর্গ হইতে মনুষ্যলোকে ফিরিয়া আসে। মনুষ্যলোক হইতে কখনও কখনও আবার অনন্ত নরকেও পতিত হইয়া থাকে। ৩

যেরূপ কোষকার আত্মজন্য নিজেরই দেহ হইতে উৎপন্ন সূত্রসমূহের দ্বারা নিজেকে সর্ব্বদিকে আবদ্ধ করিয়া থাকে, সেইরূপ এই নির্গুণ আত্মাও নিজেরই দ্বারা উৎপন্ন প্রাকৃত গুণসমূহের দ্বারা নিজেকে সর্ব্বতোভাবে আবদ্ধ করেন। ৪

বস্তুতঃ সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বসমূহ-রহিত হইলেও ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণ করত সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন। কখনও ঊর্দ্ধায় মস্তকে ব্যাধি, কখনও নেত্ররোগ, কখনও দন্ত শূল, কখনও গলগ্রহ রোগ, কখনও উদরে কৃমিরোগ, অরণ্ড রোগ, বিসূচিকা, ছিন্ন কুষ্ঠ, অস্রপিত্ত, নিত্য (সদা সর্ব্বদা) ও অশস্ত্যার (মূর্শী) প্রভৃতি রোগসকলের দ্বারা আক্রান্ত হন। ৫-৬

ইহা ব্যতীত আরও যত প্রকারের প্রকৃতি জন্য বিচিত্র রোগ বা দ্বন্দ্ব দেহধারী প্রাণিদেহে যখন উৎপন্ন হয়, সেই সবেরও দ্বারা তিনি নিজেকে আক্রান্ত মনে করেন। ৭

কখনও নিজেকে সহস্র তির্য্যগ্‌যোনিতে উৎপন্ন বলিয়া মনে করেন এবং কখনও দেবত্বের অভিমান করেন। এই অভিমানবশতই সেই সেই দেবের দ্বারা কৃত কর্ম্মসমূহের ফল ভোগ করেন। ৮

কখনও আশ্রম আবদ্ধ মানুষ কখনও নগ্ন ব্রত যজ্ঞ পরিধান করে, কখনও ছিন্ন মলিন বস্ত্র পরিধান করে, কখনও তৃণতলে শয়ন করে, কখনও বল্মীকের (বাল্মীকের) ন্যায় হস্তপদ সঙ্কুচিত করিয়া শয়ন করে কখনও বীরাসনে উপবেশন করে এবং কখনও অনাবৃত আকাশের নিম্নে বসিয়া থাকে। কখন চীর ও বল্কল পরিধান করে, কখনও ইষ্টক ও প্রস্তরে শয়ন এবং উপবেশন করে, এবং প্রস্তরে শয়ন-উপবেশন করে, কখনও কণ্টক-শয্যায় শয়ন করে, কখনও তপ্তপ্রস্তরে, কখনও ভূমে, কখনও তলপে, কখনও কাষ্ঠতৌকীতে এবং নানাবিধ শয্যায় শয়ন করে। কখনও মৃদু

বিবিধাসু চ শয্যাসু ফলমূলাশিতস্তথা ।
মুঞ্জমেখলনদ্ধা কৌষকৃষ্ণাজিনানি চ ॥ ১১
শাণীক্ষৌমপরীধানো ব্যাঘ্রচর্মপরিচ্ছদঃ ।
সিংহচর্মপরীধানঃ পট্টবাসাস্তথৈব চ ॥ ১২
ফলকং পরিধানঞ্চ তথা কটকবস্ত্রধৃক্ ।
কীটকাবসনশ্চৈব ক্ষৌমবাসাস্তথৈব চ ॥ ১৩
বস্ত্রাণি চাদ্ভুতানি বহূন্যভিমনস্কব্যবুদ্ধিমান্
ভোজনানি বিচিত্রাণি রসবন্তানি বিবিধানি চ ॥ ১৪
একরাত্রান্তরাশিত্বমেককালিকভোজনম্ ।
চতুর্থাষ্টমকালশ্চ ষষ্ঠকালিক এব চ ॥ ১৫
ষড়্রাত্রভোজনশ্চৈব তথৈবাষ্টাহভোজনঃ ।
সপ্তরাত্রদশাহারো দ্বাদশাহিকভোজনঃ ॥ ১৬
মাসোপবাসী মূলাশী ফলাহারস্তথৈব চ ।
বায়ুভক্ষোঽম্বুপিণ্যাকদধিগোমূত্রভোজনঃ ॥ ১৮

গোমূত্রভোজনশ্চৈব শাকপুষ্পাদ এব চ ।
শৈবালভোজনশ্চৈব তথাচামেন বর্তয়ন্ ॥ ১৯
বর্তয়ন্ শীর্ণপর্ণৈশ্চ লাকীর্ণফলভোজনঃ ।
বিবিধানি চ কৃচ্ছ্রাণি সেবতে সিদ্ধিকাঙ্ক্ষয়া ॥ ২০
চান্দ্রায়ণানি বিবিধল্লিঙ্গানি বিবিধানি চ
চাতুরাশ্রম্যধর্মাণামাশ্রিতস্তাপথানপি ॥ ২১
ঔপাশ্রমানপাশ্রান্ পাষণ্ডান্ বিবিধানপি ।
বিবিক্তাংশ্চ শিলাঙ্গারাংস্তথা প্রস্রবণানি চ ॥ ২২
পুলিনানি বিবিক্তানি বিবিক্তানি বনানি চ ।
সেবন্যানানি পুণ্যানি বিবিক্তানি সরাংসি চ ॥২৩
বিবিক্তাংশ্চাপি শৈলানাং গুহা গৃহনিভোপমাঃ ।
বিবিক্তানি চ জপ্যানি ব্রতানি বিবিধানি চ ॥ ২৪
নিয়মান্ বিবিধাংশ্চাপি বিবিধানি তপাংসি চ ।
যজ্ঞাংশ্চ বিবিধাকারান্ বিধীংশ্চ বিবিধাংস্তথা ॥ ২৫

তৃণনির্মিত মেখলা পরিধান করে, কখনও নগ্ন হইয়াই ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করে, কখনও রেশমী বস্ত্র পরিধান করে এবং কখনও কৃষ্ণ মৃগ চর্ম পরিধান করে ॥ ৯-১১

কখনও শণ বা লোমনির্মিত বস্ত্র পরিধান করে। কখনও ব্যাঘ্র বা সিংহের চর্মনির্মিত বস্ত্রের দ্বারা নিজের দেহকে আবৃত করে। কখনও আবার পট্টবস্ত্র পরিধান করে। ১০

কখনও ফলকবস্ত্র (তূর্জপত্রের ছাল), কখনও সাধারণ বস্ত্র এবং কটকবস্ত্র পরিধান করে। কখনও কীট হইতে উৎপন্ন কোষজ রেশম বস্ত্র পরিধান এবং কখনও ক্ষৌমবস্ত্র পরিধান। ১৩

সেই অজ্ঞান জীব ইহারও অতিরিক্ত নানাবিধ বস্ত্র পরিধান করে, বিচিত্র বিচিত্র ভোজনেরও স্বাদ গ্রহণ করে এবং বহু প্রকার রসও আস্বাদন করে। ১৪

কখনও একরাত্রি অন্তর ভোজন করে, কখনও দিন-রাত্রিতে একবার ভোজন করে, কখনও দিনের চতুর্থ, ষষ্ঠ বা অষ্টমপ্রহরে একবার ভোজন করে। ১৫

কখনও ছয় রাত্রি অতিক্রম করিয়া ভোজন করে এবং কখনও সপ্ত, অষ্ট, দশ অথবা দ্বাদশ দিন অতিবাহিত করিয়া ভোজন করে। ১৬

কখনও ক্রমান্বয়ে একমাস উপবাস করে। কখনও জল খাইয়া ভোজন করে এবং কখনও ফলমূল ভোজনের দ্বারা জীবন নির্বাহ করে। কখনও জল-বায়ু পান করিয়া অবস্থান করে। কখনও তিলের খোল, কখন দধি এবং কখনও গোবর পান করিয়া অবস্থান করে। ১৮

কখনও সে গোমূত্র ভোজন করে। কখনও সে শাক ও পুষ্প ভোজন করে এবং কখনও জলের আচমনমাত্র করিয়া জীবন নির্বাহ করে। ১৯

কখনও শুষ্ক পত্র ও বৃক্ষ হইতে পতিত ফলসমূহ ভোজন করিয়া অবস্থান করে। এইভাবে সিদ্ধিলাভের বাসনা লইয়া সে নানা-প্রকার কঠোর নিয়মসমূহ পালন করে। ২০

কখনও বিধি অনুসারে চান্দ্রায়ণ-ব্রতের অনুষ্ঠান করে এবং বহুপ্রকারের বনীয় চিহ্ন ধারণ করে। কখনও চারি আশ্রমের পথে চলিতে থাকে ও কখনও বিপরীত পথেও গমন করে। ২১

কখনও নানাবিধ অনুআশ্রমসকল এবং কখনও নানাপ্রকারের পাষণ্ড ধর্ম অবলম্বন করে। কখনও নির্জনে শিলাখণ্ডের ছায়ায় উপবেশন করে এবং কখনও ঝরণার নিকটে বাস করে। ২২

কোন সময়ে নদীসকলের নির্জন তীরে, নির্জন বনে, পবিত্র দেবযজ্ঞিয়সমূহে এবং সরোবরের নির্জন সমীপে বাস করে ॥২৩

কখনও পর্বতসকলের নির্জন গৃহতুল্য গুহাসমূহে বাস করে। সেই সব স্থানে নানাপ্রকারের গোপনীয় জপ, ব্রত, নিয়ম, তপ, যজ্ঞ এবং বিধিযুক্ত নানাবিধ কর্মসকলের অনুষ্ঠান করে। ২৪-২৫

বণিক্‌পথং দ্বিজঃ ক্ষত্রঃ বৈশ্য-শূদ্রাংস্তথৈব চ ।
দানঞ্চ বিবিধাকারং দীনান্ধকৃপণাদিষু ॥ ২৬
অভিমন্যতে সম্মোহাৎ তত্ত্বৈব বিদ্বান্ গুণান্
সত্ত্বং রজস্তমশ্চৈব ধর্মার্থৌ কাম এব চ ॥ ২৭
প্রকৃত্যাত্মানমেবাত্মা এবং প্রবিভজত্যুত
অথাকার-বষট্‌কারৌ যাজাকারনমস্ক্রিয়াঃ ॥ ২৮
যাজনাধ্যাপনং দানং তত্ত্বৈবাহুঃ প্রতিগ্রহম্ ।
যজনাধ্যয়নে চৈব যজ্ঞাংস্তপি ক্রিয়ন্ ॥ ২৯
জন্মমৃত্যুবিবাদে চ তথা বিপ্রসনেঽপি চ
শুভাশুভফলং কর্মেত্যাহুঃ ক্রিয়াপথম্ ॥ ৩০
প্রকৃতিঃ কুরুতে দেবী তথঃ প্রলয়মেব চ ।
দিবসান্তে গুণানেতানতোঽন্যোঽবতিষ্ঠতে ॥ ৩১
রশ্মিজালমিবাদিত্যাদ্বং তৎকালে বিমুঞ্চতি ।
এবমেবোঽসকৃৎসর্গঃ ক্রীড়ার্থমভিমন্যতে ॥ ৩২
আত্মরূপগুণানেতান্ বিবিধান্ হৃদয়প্রিয়ান্
এবমেতাঃ বিকুর্বাণঃ সর্গপ্রলয়কারিণীম্ ॥ ৩৩
ক্রিয়াঃ ক্রিয়াপথে রক্তস্ত্রিগুণাঃ ত্রিগুণাধিপঃ ।
ক্রিয়াঃ ক্রিয়াপথোপেতস্তথা তদিতি মন্যতে ॥ ৩৪
প্রকৃত্যা সর্বমেবেদং জগদঙ্গীকৃতং বিভো
রজসা তমসা চৈব ব্যাপ্তং সর্বমনেকধা ॥ ৩৫
এবং ধর্মাস্তথৈতানি সমাবর্তন্তি নিত্যশঃ ।
ময়ৈবৈতানি জাতস্তে যাবন্তে তানি মামিতি ॥ ৩৬
নিস্তত্ত্বমাত্মাত্মৈতানি সর্বাণীতি নরাধিপ
মন্যতেঽয়ং ত্বযুক্তত্বাৎ তত্ত্বৈব সুকৃতান্যপি ॥ ৩৭
ভোক্তব্যানি ময়ৈতানি দেবলোকগতেন বৈ ।
ইতি বৈ চৈনং ভোক্ষ্যামি শুভাশুভফলোদয়ম্ ॥ ৩৮

কখনও বাণিজ্য করে। কোন সময়ে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য পালন করে। কখনও বৈশ্য এবং শূদ্রগণের কর্মসমূহ অবলম্বন করে। কোন সময়ে দীন-দুঃখী ও অন্ধগণকে নানা প্রকারের দান করে। ২৬

অজ্ঞানভাবশতঃ সে নিজের মধ্যে সত্ত্ব, রজ ও তম—এই তিন প্রকার গুণ এবং ধর্ম, অর্থ ও কামের অভিমান করে। ২৭

এইভাবে আত্মা প্রকৃতির দ্বারা নিজের স্বরূপকে অনেক ভাগে বিভক্ত করেন। তিনি কখনও যাগ (হোমকার্য), কখনও স্বধা (শ্রাদ্ধকর্ম), কখনও বষট্‌কার (ছাদানি) এবং নমস্কার রূপে প্রবৃত্ত হন। ২৮

তিনি কখনও যজ্ঞ করেন ও যজ্ঞ করান, বেদ পড়েন ও বেদ পড়ান এবং কখনও দান করেন, আবার কখনও প্রতিগ্রহ করেন। এইভাবে তিনি অন্যান্য সব কিছু কার্যই করিতে থাকেন। ২৯

কখনও জন্ম গ্রহণ করেন, কখনও মৃত্যুবরণ করেন, কখনও বিবাদ করেন এবং কখনও সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন। বিদ্বান্ পুরুষগণ বলেন যে, এ সবই হইল শুভাশুভ কর্মমার্গ। ৩০

প্রকৃতিদেবীই এই জগতের সৃষ্টি ও প্রলয় করেন। যেরূপ সূর্যদেব প্রতিদিন প্রাতঃকালে নিজের কিরণাবলি চারিদিকে বিস্তার করেন এবং সায়ংকালে নিজের কিরণাবলি সঙ্কুচিত করিয়া থাকেন, সেইরূপ আদিপুরুষ ব্রহ্মা নিজের ইচ্ছা অর্থাৎ করেন আরম্ভে সত্ত্ব, রজ ও তম—এই গুণত্রয়কে বিস্তার করেন এবং অন্তে সকলকেই নিজে সঙ্কুচিত করিয়া একাকীই অবস্থান করেন। ৩১।

এইভাবে প্রকৃতির সহিত সংযুক্ত হইয়া পুরুষ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলে পর মনে প্রিয়তর নানাবিধ নিজের রূপ ও গুণসমূহ ক্রীড়ার জন্য গ্রহণ করেন এবং উহাকেই নিজের কর্তব্য বলিয়া মনে করেন। ৩২।

সৃষ্টি ও প্রলয় যাঁহার কর্ম, সেই ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিকে বিকৃত করিয়া তিন গুণের অধিপতি আত্মা কর্মমার্গে অগ্রসর ও প্রবৃত্ত হইয়া সেই প্রকৃতির দ্বারা সম্ভাব্য প্রত্যেক ত্রিগুণাত্মক ব্যাপারে নিজের বলিয়া বোধ করেন। ৩৩-৩৪

প্রত্যেক প্রকৃতি এই সম্পূর্ণ জগৎকে অঙ্গ করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহারই সংযোগে সমস্ত পদার্থ অনেক প্রকারের হইয়া উৎপন্ন এবং রূপান্তরিত হইয়া থাকে। ৩৫

এইরূপ প্রকৃতির প্রেরণায় স্বভাবতঃ সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বসমূহের সদা পুনরাবৃত্তি হইতে থাকে, কিন্তু জীবাত্মা অজ্ঞানভাবশতঃ এরূপ মনে করে যে, এই সমস্ত দ্বন্দ্বই আমার দিকে ধাবিত হইতেছে এবং ইহা হইতে নিস্তার পাইবার জন্য আমাকে চেষ্টা করিতে হইবে। (এই বোধ করিয়া দুঃখী হয়) নরনাথ! প্রকৃতির দ্বারা সংযুক্ত পুরুষ অজ্ঞানভাবশতঃ ইহা মনে করিতে আরম্ভ করে যে, আমি দেবলোকে গমন করত নিজের সমস্ত পুণ্য কর্মসমূহের ফল উপভোগ করিব এবং পূর্বজন্মের কৃত শুভাশুভ কর্মসমূহের যে ফল উদ্বৃত্ত হইয়াছে, উহা এখানে-ই ভোগ করিব। ৩৬-৩৮

সুখমেব তু কর্তব্যং সকৃৎ কৃত্বা সুখং ময়।
যাবদন্তক্ষ মে সৌখ্যং ভাক্ত্যাং ভাক্ত্যাং ভবিষ্যতি ॥৩৯

ভবিষ্যতি চ মে দুঃখং কৃতেনেহাপনেষ্যতি।
মহদ্ দুঃখং হি মানুষ্যং নিরয়ে চাপি মজ্জনম্ ॥৪০

নিরয়াচ্চাপি মানুষ্যং কালেনৈষ্যামাহং পুনঃ।
মনুষ্যত্বাচ্চ দেবত্বং দেবত্বাৎ পৌরুষং পুনঃ ॥ ৪১

মনুষ্যত্বাচ্চ নিরয়ং পর্যায়েণোপগচ্ছতি।
য এবং বেত্তি নিত্যং বৈ নিরাশ্যাস্তগুণৈর্যুতঃ ॥ ৪২

স্বেন দেবমনুষ্যেষু নিরয়ে চোপপদ্যতে
মমত্বেনাবৃতো নিত্যং তত্রৈব পরিবর্ততে ॥ ৪৩

সর্বকোটিসহস্রাণি মরণান্তানি মূর্তিষু।
য এবং কুরুতে কর্ম শুভাশুভফলাত্মকম্ ॥ ৪৪

স এবং ফলমাপ্নোতি ত্রিষু লোকেষু মূর্তিমান্।
প্রকৃতিঃ কুরুতে কর্ম শুভাশুভফলাত্মকম্।
প্রকৃতিশ্চ তদশ্নাতি ত্রিষু লোকেষু কামগা ॥ ৪৫
তির্যগ্‌যোনিমনুষ্যত্বং দেবলোকে তথৈব চ।
ত্রীণি স্থানানি চৈতানি জানীহ্যং প্রকৃতানি হ ॥ ৪৬

অলিঙ্গাঃ প্রকৃতিং প্রাহুর্লিঙ্গৈরনুমিমীমহে
তথৈব পৌরুষং লিঙ্গমনুমানাদ্ধি মন্যতে ॥ ৪৭

স লিঙ্গাদ্ভয়মাসাদ্য প্রাকৃতং লিঙ্গসংজ্ঞিতঃ।
প্রসঙ্গান্নানাবিধান্ কর্মণাংস্তানি মন্যতে ॥ ৪৮
শ্রোত্রাদীনি তু সর্বাণি পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়াণি চ।
বাগাদীনি প্রবর্তন্তে গুণৈশ্চিত্ত গুণৈঃ সহ ॥ ৪৯

অহমেতানি বৈ সর্বং মযোক্তানীন্দ্রিয়াণি হ।
নিরিন্দ্রিয়ো হি মন্যেত ব্রহ্মবানস্মি নির্ব্রণঃ ॥ ৫০

এখন আমার সুখের সাধনভূত পুণ্যেরই অনুষ্ঠান করা কর্তব্য। উহার একবারও অনুষ্ঠান করিলে পর আমার আজীবন সুখলাভ হইবে এবং ভবিষ্যতেও প্রত্যেক জন্মে সুখের প্রাপ্তি হইতে থাকিবে। ৩৯

যদি এই জন্মে আমি পাপ কর্ম করি, তবে আমাকে এজন্মে দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। এই মানব জন্ম অতিশয় দুঃখে পরিপূর্ণ। ইহা ব্যতীত পাপের ফলরূপে নরকেও নিমজ্জিত হইতে হইবে। ৪০

নরক হইতে দীর্ঘকালের পর মুক্তিলাভ হইলে আমি পুনরায় মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করিব মানব-যোনি হইতে পুণ্যের ফলস্বরূপ দেব-যোনিতে গমন করিব এবং পুণ্য ক্ষীণ হইলে পর আমি পুনরায় মানবদেহ প্রাপ্ত হইব। ৪১

এইভাবে পর্যায়ক্রমে সেই জীব মানব-যোনি হইতে নরকে (ও নরক হইতে মানব-যোনিতে) যাতায়াত করিতে থাকে। আত্মা হইতে ভিন্ন এবং আত্মার গুণ-চৈতন্যাদিযুক্ত যে ইন্দ্রিয়-গণের সমূহ শরীরে এরূপ ভাবনা রাখে যে 'ইহা আমি', সে-ই দেবলোক, মনুষ্যলোক, নরক ও তির্যগ্‌যোনিতে গমন করে।৪২½

স্ত্রী-পুত্রাদির প্রতি মমতায় আবদ্ধ মানব তাহাদেরই সংসর্গে থাকিয়া সহস্র-সহস্র কোটি সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত নশ্বর দেহেই সর্বদা ঘুরিতে থাকে। ৪৩½

যে ব্যক্তি এইরূপ শুভাশুভ ফলদায়ক কর্ম করে, সেই ব্যক্তিই তিন লোকে শরীর ধারণপূর্বক এই পূর্বোক্ত ফল লাভ করিয়া থাকে। ৪৪½

বাস্তবিক পক্ষে প্রকৃতিই শুভাশুভ ফলপ্রদ কর্মসকলের অনুষ্ঠান করে এবং ত্রিলোকে ইচ্ছানুসারে বিচরণকারিণী প্রকৃতিই সেই সব কর্মের ফলভোগ করে। (কিন্তু পুরুষ অজ্ঞানভাববশতঃ কর্তা-ভোক্তা হইয়া থাকে)। ৪৫½

তির্যগ্‌যোনি, মনুষ্যযোনি এবং দেবলোকে দেবযোনি—কর্মফল ভোগ করিবার এই তিনটি স্থান। এ সমস্তকেই তুমি প্রাকৃত বলিয়া জানিবে। ৪৬

মুনিগণ প্রকৃতিকে লিঙ্গহীনা (নিরাকারা) বলিয়া থাকেন; কিন্তু আমরা মহদাদি কার্যের দ্বারাই উহার অনুমান করিতে পারি। এইরূপ অনুমানের দ্বারা আমরা পুরুষের স্বরূপও বুঝিতে পারি ৪৭½

পুরুষ স্বয়ং চিহ্নরহিত হইয়াও প্রকৃতিনির্মিত চিহ্নস্বরূপ বিভিন্নদেহ অবলম্বন করত চিত্তসমূহের সহিত ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতা হইয়া তাহাদের সকলের কর্মকে নিজের বলিয়াই গণ্য করে। ৪৮

এ জগতে শ্রোত্রাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বাগাদি পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় নিজ নিজ গুণসকলের সহিত গুণময় দেহেই অবস্থান করে। ৪৯

কিন্তু এই জীব যদিও বাস্তবিক পক্ষে ইন্দ্রিয়রহিত, তথাপি সে মনে করে—আমি এই সব কর্ম করিতেছি এবং আমাতেই সকল ইন্দ্রিয় আছে। এইভাবে সে ছিদ্রযুক্ত হইয়াও নিজেকে ছিদ্রযুক্ত বলিয়া মনে করে। ৫০

অনিলো নিজমাত্মানমকালঃ কালমাত্মনঃ ।
অসত্ত্বং সত্ত্বমাত্মানমতত্ত্বং তত্ত্বমাত্মনঃ ॥ ৫১
অমৃত্যুর্মৃত্যুমাত্মানমচরঞ্চরমাত্মনঃ
অক্ষেত্রঃ ক্ষেত্রমাত্মানমসর্গঃ সর্গমাত্মনঃ ॥ ৫২
অতপাস্তপ আত্মানমসক্তির্গতিমাত্মনঃ

অতত্ত্বো তত্ত্বমাত্মানমতত্ত্বং তত্ত্বমাত্মনঃ ॥ ৫৩
অক্ষরঃ ক্ষরমাত্মানমবুদ্ধিবুদ্ধিমন্ততে ॥ ৫৪
ইতি শ্রীমন্মহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি বশিষ্ঠকরালজনকসংবাদে
ত্রাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৯

পুরুষ আকারশূন্য হইলেও নিজেকে সাকার বলিয়াই মনে করে। কালশূন্য (মৃত্যু)-রহিত হইয়াও নিজেকে কালবশী (মরণশীল) বলিয়া মনে করে। সত্ত্ব হইতে ভিন্ন হইয়াও নিজেকে সত্ত্বরূপী মনে করে এবং মহাভূতাদি তত্ত্বহীন হইয়াও নিজেকে নিজেই তত্ত্বস্বরূপ বোধ করে। ৫১

সে মৃত্যুহীন হইয়াও নিজেকে মৃত্যুগ্রস্ত বলিয়া গণ্য করে। অচর হইলেও নিজেকে বিচরণকারী বলিয়া মনে করে। ক্ষেত্র (দেহ) হইতে ভিন্ন হইলেও নিজেকে ক্ষেত্ররূপে বোধ করে। সৃষ্টির সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ না থাকিলেও নিজের সৃষ্টি বলিয়া মনে করে। ৫২

সে কখনও তপ করে না, তথাপি নিজেকে তপস্বী বলিয়া বোধ করে। কোথাও গমন না করিলেও নিজেকে গমনাগমনকারী বলিয়া গণ্য করে। সংসার রহিত হইলে পরও নিজেকে সংসারী এবং নির্গুণ হইয়াও নিজেকে গুণভোক্তা বলিয়া মনে করে। যদিও সে অক্ষর (অবিনাশী), তথাপি নিজেকে ক্ষর (নাশবান্) মনে করে এবং বুদ্ধির পরে হইলেও নিজের বুদ্ধিমত্তার অভিমান করে। ৫৩-৫৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে বশিষ্ঠ ও করালজনকের সংবাদবিষয়ক ত্রাধিকত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

চতুরধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ।

[প্রকৃতিসংসর্গদোষেণ জীবস্য পতনম্ ।]

বশিষ্ঠ উবাচ ।

এবমপ্রতিবুদ্ধত্বাদবুদ্ধজনসেবনাৎ
সর্গকোটিসহস্রাণি পতনান্যানি গচ্ছতি ।
যাম্যা যামসহস্রাণি মরণান্তানি গচ্ছতি
তির্যগ্-যোনিমনুপ্রাপ্তে দেবলোকে তথৈব চ ॥ ১
চন্দ্রমা ইব ভূতানাং পুনস্তত্র সহস্রশঃ ।
জায়তেঽপ্রতিবুদ্ধত্বাদেবমেষ হ্যবুদ্ধিমান্ ॥ ২

কলা পঞ্চদশী যোনিস্তস্যাং প্রতিবুধ্যতে ।
নিত্যায়েতং বিজানীহি সোমং বৈ ষোড়শীং কলাম্ ॥ ৪
কলায়াং জায়তেঽজস্রং পুনঃ পুনরবুদ্ধিমান্
যাম তস্যোপভুঞ্জন্তি ভূয় এবোপজায়তে ॥ ৫
ষোড়শী তু কলা সূক্ষ্মা স সোম ঔষধীষ্বিতাম্ ।
ন তৃপ্যন্ত্যমৃতে দেবৈর্দেবানপ্যূনক্তি সা ॥ ৬

চতুরধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

[প্রকৃতির সংসর্গ-দোষে জীবের পতন]

ঋষি বলিলেন—রাজন্! এইরূপ অজ্ঞানের কারণ অজ্ঞানী পুরুষগণের সঙ্গ করিলে পর জীবের নিয়তই পতন হয় এবং তাহাকে সহস্র কোটিবার জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। ১

সে পশু পক্ষী, মনুষ্য ও দেবযোনিতে এবং এক স্থান হইতে সহস্র সহস্র স্থানে বারংবার নিয়ত হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। ২

যেরূপ চন্দ্রের সহস্র সহস্র বার ক্ষয় এবং সহস্র সহস্র বার বৃদ্ধি হইয়া থাকে, সেইরূপ অজ্ঞান জীবও অজ্ঞানভাবশতই সহস্র বার লয় প্রাপ্ত হয় (এবং জন্ম গ্রহণ করে)। ৩

রাজন্! চন্দ্রের পঞ্চদশী কলার ন্যায় জীবেরও পঞ্চদশী কলাই উৎপত্তির স্থান। অজ্ঞান জীব তাহাকেই নিজের আশ্রয় বলিয়া বোধ করে; কিন্তু উহার যে ষোড়শী কলা, উহাকে তুমি নিত্য বলিয়া বুঝিও। উহাই চন্দ্রের অমানামক ষোড়শী কলার সমান। ৪

অজ্ঞান জীব সর্বদা বারংবার সেই সব কলাতেই স্থিত হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। সেই সব কলাই জীবের আশ্রয় হইবার যোগ্য। অতএব জীবের তাহা হইতেই পুনঃ পুনঃ জন্ম হইতে থাকে। ৫

অমানাম্নী যে ষোড়শী সূক্ষ্ম কলা আছে, উহাই সোম অর্থাৎ জীবের প্রকৃতি, ইহা তুমি নিশ্চিত ভাবে জানিও। দেবতাগণ

এতান্যক্ষপরিত্বা হি ভারতে নৃপসত্তম।
সা তস্য প্রকৃতির্দৃষ্টা তৎক্ষয়াদ্যোক্ষ উচ্যতে ॥ ৭
তদেব ষোড়শকলং দেহসম্ভবকারকম্।
মমায়মিতি যদ্যানস্তত্রৈব পরিষজ্জতে ॥ ৮
পঞ্চবিংশো মহানাত্মা তত্রৈবাপ্রতিবোধনম্
বিমলস্য বিশুদ্ধস্য শুদ্ধাশুদ্ধনিষেবণাৎ ॥ ৯
অশুদ্ধ এব শুদ্ধাত্মা তাদৃশ্ তদবতি পার্থিব
অবুদ্ধসেবনাচ্চাপি বুদ্ধোঽপ্যবুদ্ধতাং ব্রজেৎ ॥ ১০
তথৈবাপ্রতিবুদ্ধোঽপি বিজ্ঞেয়ো নৃপসত্তম।
প্রকৃতেস্ত্রিগুণাদ্যস্তু সেবনাৎ ত্রিগুণো ভবেৎ ॥ ১১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি বশিষ্ঠকরালজনকসংবাদে
চতুরধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩০৪

অর্থাৎ অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়গণ যাহাকে পঞ্চদশী কলারূপে অভিহিত করেন। তাঁহারা এই ষোড়শী কলাকে উপভোগ করিতে পারেন না, কিন্তু সেই ষোড়শী কলা অর্থাৎ তাঁহাদের সকলের কারণভূতা প্রকৃতিই তাঁহাদিগকে উপভোগ করেন। ৬

নৃপশ্রেষ্ঠ! জীব নিজের অজ্ঞানবশতঃ সেই ষোড়শী কলারূপ প্রকৃতিতে সংযোগ করিতে পারে না, সেইজন্য বারংবার জন্ম-গ্রহণ করে। সেই কলাই জীবের প্রকৃতি অর্থাৎ উৎপত্তির কারণ বলিয়া দৃষ্ট হয়। উহার সংযোগ করিলেই পরম মোক্ষ-প্রাপ্তি হয় বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৭

(মূল প্রকৃতি, দশ ইন্দ্রিয়, এক মন ও চার প্রকারের অন্তঃকরণ—এই) এই ষোড়শ কলাযুক্ত যে এই সূক্ষ্ম শরীর, উহাকে 'ইহা আমার' এরূপ মনে করিতে থাকায় অজ্ঞান জীব উহাতেই আবদ্ধ হইতে থাকে। ৮

পঞ্চবিংশতিতম তত্ত্বরূপ যে মহান্ আত্মা, তিনি নির্মল ও বিশুদ্ধ। তাঁহাকে না জানিতে পারায় এবং শুদ্ধ-অশুদ্ধ বস্তুসমূহের সেবনে সেই নির্মল ও সদ্বস্তুরহিত আত্মাও শুদ্ধ এবং অশুদ্ধ বস্তুর তুল্য হইয়া যান। কৃপাল! অবিবেকী ব্যক্তিগণের সংসর্গে বিবেকী পুরুষও অবিবেকী হইয়া যান। ৯-১০

নৃপশ্রেষ্ঠ! এইরূপ মূর্খ ব্যক্তিও বিবেকী পুরুষের সংসর্গে বিবেকী হইয়া থাকে, ইহা বুঝিতে হইবে। ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির সংসর্গে নির্গুণ আত্মাও যেন ত্রিগুণময় হইয়া যান। ১১

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে বশিষ্ঠ ও করালজনকের সংবাদ-বিষয়ক চতুরধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[অক্ষরাক্ষরয়োঃ, প্রকৃতি-পুরুষয়োর্বিষয়েষু রাজ্ঞো জনকস্য শঙ্কাপ্রকাশঃ, বশিষ্ঠেন তস্য নিরাকরণঞ্চ।]

জনক উবাচ।

অক্ষরক্ষরয়োরেষ ঘয়োঃ সম্বন্ধ ইষ্যতে
স্ত্রী-পুংসোর্বাপি ভগবন্ সম্বন্ধস্তদ্বদুচ্যতে ॥ ১
তত্তে তু পুরুষং নেহ স্ত্রীগর্ভঃ ধারয়ত্যুত।
অতো স্ত্রিয়ং ন পুরুষো রূপং নির্বর্তয়েৎ তথা ॥ ২
অন্যোন্যাভিসম্বন্ধাদন্যোন্যাগুণসংশ্রয়াৎ।
রূপং নির্বর্তয়ত্যেতদেবং সর্বাসু যোনিষু ॥ ৩
রক্ত্যার্থমভিসম্বন্ধাদন্যোন্যাগুণসংশ্রয়াৎ।
অতো নির্বর্ত্যতে রূপং তদ্ বক্ষ্যামি নিদর্শনম্ ॥ ৪

পঞ্চাধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

[অক্ষর-অক্ষর ও প্রকৃতি-পুরুষের বিষয়ে রাজা জনকের শঙ্কা-প্রকাশ এবং বশিষ্ঠ কর্তৃক উহার নিরাকরণ]

জনক বলিলেন,—ভগবন্! অক্ষর ও অক্ষর (প্রকৃতি ও পুরুষ) এই উভয়ের সম্বন্ধ যেরূপই কীর্তিত হইয়াছে, যেরূপ নারী ও পুরুষের দাম্পত্য সম্বন্ধ কথিত হয়। ১

এ জগতে বিনা পুরুষে কি কখনও গর্ভ ধারণ করিতে পারে না এবং কি বিনা কোন পুরুষও কোন শরীরকে উৎপন্ন করিতে সমর্থ হয় না। ২

উভয়েরই পারস্পরিক সম্বন্ধে পরস্পরের গুণ অবলম্বন করিলেই কোন এক দেহের উৎপত্তি হয়। প্রায় প্রত্যেক যোনি-বিষয়ে এরূপই নিয়ম। ৩

যখন স্ত্রী ঋতুমতী হয়, সেই সময় তাহার অঙ্গ পুরুষের সহিত তাহার সম্পর্ক হইলেই উভয়ের গুণের সংমিশ্রণবশতঃ শরীরের উৎপত্তি হয়। শরীরে পুরুষের অর্থাৎ পিতার যে সব গুণ

যে গুণাঃ পুরুষস্যেহ যে চ মাতৃগুণাস্তথা।
অস্থি স্নায়ুশ্চ মজ্জা চ জানীমঃ পিতৃতো গুণাঃ ॥ ৪
ত্বঙ্মাংসং শোণিতং চেতি মাতৃজানাপি তত্ত্বতঃ।
এবমেতদ্ দ্বিজশ্রেষ্ঠ বেদে শাস্ত্রে চ পঠ্যতে ॥ ৬
প্রমাণং যৎ ত্বয়োক্তং শাস্ত্রোক্তং যচ্চ পঠ্যতে।
বেদশাস্ত্রময়ং চৈব প্রমাণং তৎ সনাতনম্ ॥ ৭
অন্যোন্যগুণসারোঽয়মন্যোন্যগুণসংশ্রয়াৎ
এবমেবাভিসম্বন্ধৌ নিত্যঃ প্রকৃতি-পুরুষৌ ॥৮
পঞ্চাদি তদবাপ্তস্যাস্যোক্তধর্মো ন বিদ্যতে।
অথবানন্তরকৃতং বিদিতেব নিদর্শনম্ ॥ ৯
তন্মমাচক্ষ্ব তত্ত্বেন প্রত্যক্ষো হ্যসি সর্বদা।
মোক্ষকাঙ্ক্ষা বয়ং চাপি কাঙ্ক্ষ্যামো যদনাময়ম্ ॥
অদেহমজরা নিত্যমতীন্দ্রিয়মনীশ্বরম্ ॥ ১০

বশিষ্ঠ উবাচ।
যদেতদুক্তং ভবতা বেদশাস্ত্রনিদর্শনম্।
এবমেতদ্ যথা চৈতদ্বিগৃহ্যাতি তথা ভবান্ ॥ ১১
দৃশ্যতে হি যথা গ্রন্থ উভয়োর্বেদশাস্ত্রয়োঃ
ন চ গ্রন্থস্য তত্ত্বজ্ঞো যথাতত্ত্বং নরেশ্বর ॥ ১২
যো হি বেদে চ শাস্ত্রে চ গ্রন্থধারণতৎপরঃ।
ন চ গ্রন্থার্থতত্ত্বজ্ঞস্তস্য তদ্ধারণং বৃথা ॥ ১৩
ভারঃ স বহতে তস্য গ্রন্থস্যার্থং ন বেত্তি যঃ
যস্তু গ্রন্থার্থতত্ত্বজ্ঞো নাস্য গ্রন্থাগমো বৃথা ॥ ১৪
গ্রন্থস্যার্থস্তু পুষ্টঃ সংস্তাদৃশো বক্তুমর্হতি।
যথা তত্ত্বাভিগমনাদর্থঃ তস্য ন বিদ্যতে ॥ ১৫
ন যঃ সংসৎসু ভবতেদ্ গ্রন্থার্থং স্থূলবুদ্ধিমান্
ন তথং মন্যবিজ্ঞানো গ্রন্থঃ বক্তুমিহার্হতি ॥১৬

থাকে এবং মাতারও যে সব গুণ থাকে, তৎসমস্তই আমি দৃষ্টান্ত সহকারে তোমাকে বলিয়াছি। অস্থি, স্নায়ু ও মজ্জা—এই তিনটিকে আমি পিতা হইতে প্রাপ্ত গুণ বলিয়াই মনে করি। ত্বক্ (চর্ম), মাংস ও রক্ত—এই তিনটিকে আমি মাতা হইতে লব্ধ গুণ বলিয়াই শুনিয়াছি। দ্বিজশ্রেষ্ঠ! এই কথা আমি বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্রেও পড়িয়াছি ॥৪-৬

বেদে যে সব প্রমাণ উল্লিখিত হইয়াছে এবং অন্য শাস্ত্রে বর্ণিত যে সব প্রমাণ আমি পড়িয়াছি ও শুনিয়াছি, তৎ সমস্তই সত্য; কারণ, বেদ ও শাস্ত্র উভয়ই সনাতন প্রমাণ। ৭

ভগবন্! এইরূপ প্রকৃতি এবং পুরুষ এই উভয়েই পরস্পরের গুণকে আশ্রয় করিয়া উভয়ের গুণকে আশ্রয় করত সৃষ্টি করে। এইভাবে আমি উহাদের মধ্যে সদা পারস্পরিক সম্বন্ধ দেখিতেছি। অতএব পুরুষের পক্ষে মোক্ষপথে সিদ্ধি লাভ অসম্ভব বলিয়া আমার প্রতীতি হইতেছে। ৮-৯

অথবা পুরুষকে মোক্ষের সাক্ষাৎকার করাইতে সমর্থ কোন দৃষ্টান্ত যদি থাকে, তবে আপনি উহা আমাকে বলুন এবং যথাযথভাবে বুঝাইয়া দিন; কারণ, আপনি সর্বদা সব কিছু প্রত্যক্ষ করিতেছেন। ৯½

আমিও মোক্ষাভিলাষী এবং সেই পরম পদ লাভ করিতে বাসনা করি, যাহা নির্বিকার, নিরাকার, অজর, অমর, নিত্য ও ইন্দ্রিয়াতীত এবং যাহাকে প্রাপ্ত হইলে পর আমার আর কোনও শাসন থাকে না। ১০

বশিষ্ঠ বলিলেন,—রাজন্! তুমি বেদ ও শাস্ত্রের দৃষ্টান্ত দিয়া যাহা কিছু বলিলে, তাহা সমস্তই সত্য। তুমি যেরূপ বুঝিয়াছ, উহা সেইরূপই। ১১

নরেশ্বর! ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই যে বেদ ও শাস্ত্র সমূহে যাহা কিছু উল্লিখিত আছে, সেই সমস্ত তোমার স্মরণ আছে; কিন্তু গ্রন্থের যথার্থ তত্ত্ব বিষয়ে তোমার সেরূপ জ্ঞান নাই। ১২

যে ব্যক্তি বেদ ও শাস্ত্রসকলের গ্রন্থসমূহ ধারণ করিয়া রাখিতে তৎপর, কিন্তু সেই সব শাস্ত্রের প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে পারে না, তাহার সেই গ্রন্থধারণই বৃথা। ১৩

যে ব্যক্তি গ্রন্থের অর্থ বুঝে না, সে কেবল সেই গ্রন্থের ভারই বহন করিয়া থাকে, কিন্তু যিনি গ্রন্থের অর্থের তত্ত্ব বুঝিতে পারিয়াছেন, তাহার নিকট সেই গ্রন্থের অধ্যয়ন বৃথা হয় না। ১৪

এরূপ মানুষ জিজ্ঞাসা করিলে পর তত্ত্বজ্ঞান পুরুষ গ্রন্থের অর্থ যেরূপ বুঝিয়াছেন, সেইরূপ তিনি অন্যকেও বুঝাইতে পারেন। ১৫

যে ব্যক্তি স্থূল ও মন্দবুদ্ধির দ্বারা মুক্ত হওয়ার বিদ্বজ্জনের সভায় শাস্ত্রগ্রন্থসমূহের অর্থ বলিতে পারে না, সেই ব্যক্তি নির্ণয়-পূর্বক সেই গ্রন্থের তাৎপর্য কিরূপে বলিতে সমর্থ হইবে? ১৬

---

* পুরুষ প্রকৃতির জড়তাকে আচ্ছাদিত করিয়া তাহার দুঃখের আশ্রয় গ্রহণ করে এবং প্রকৃতি পুরুষের আনন্দগুণকে আচ্ছাদিত করিয়া তাহার চৈতন্য গুণের আশ্রয় গ্রহণ করে। তাৎপর্য হইল এই যে, প্রকৃতির সংযোগে পুরুষ আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইয়া দুঃখভাগী হয় এবং প্রকৃতি পুরুষের সংসর্গে নিজের জড়তা ভুলিয়া গিয়া চৈতন্যের ন্যায় কার্য করিতে থাকে।

নির্গুণঃ চাপি ছিজাত্মা ন তং বক্ষ্যতি তত্ত্বতঃ।
যোপদ্রষ্টাসাক্ষ্যভাবেতি যস্মাচ্চৈবাক্ষরাদপি ॥ ১৭
তস্মাৎ ত্বং শৃণু রাজেন্দ্র যথৈতদনুদৃশ্যতে।
যাবত্তথোক্ত সাংখ্যেষু যোগেষু চ মহাত্মসু ॥ ১৮
যদেব যোগাঃ পশ্যন্তি সাংখ্যৈরপ্যনুগম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স বুদ্ধিমান্ ॥১৯
ত্বঙ্মাংসং রুধিরং মেদঃ পিত্তং মজ্জাস্থি স্নায়ু চ।
অথ চৈন্দ্রিয়কং তাত তত্ত্বং ভবানিদমাহ যাম্ ॥ ২০
দ্রব্যাদ্ দ্রব্যাসৃ নির্বৃত্তিরিন্দ্রিয়াদিন্দ্রিয়ং তথা।
দেহাদ্ দেহমবাপ্নোতি বীজাদ্ বীজং তথৈব চ ॥২১
নিরিন্দ্রিয়স্যাবীজস্য নির্ভবস্যাপ্যদেহিনঃ
কথং গুণা ভবিষ্যন্তি নির্গুণস্যাপ্রমাত্মনঃ ॥ ২২
গুণা গুণেষু জায়ন্তে তত্রৈব বিবিশন্তি চ।
এবং গুণাঃ প্রকৃতিজা জায়ন্তে বিবিশন্তি চ ॥২৩
ত্বঙ্মাংসং রুধিরং মেদঃ পিত্তং মজ্জাস্থি স্নায়ু চ।
অষ্টৌ ভাবাশ্চ শুক্রেণ জানীহি প্রাকৃতানি বৈ ॥ ২৪
পুমানৈন্দ্রিয়কঃ পুমানৈন্দ্রিয়ঃ স্ত্রৈলিঙ্গ্যং প্রাকৃতং স্মৃতম্।
ন ত্বপুমান্ পুমানৈন্দ্রিয়ঃ স লিঙ্গীত্বাভিবীয়তে ॥ ২৫
অলিঙ্গাৎ প্রকৃতিলিঙ্গৈরুপলভ্যন্তি সাত্ত্বতৈঃ।
যথা পুষ্পফলৈর্নিত্যমমূর্তয়স্তথা ॥ ২৬
এবমপ্যনুমানেন লিঙ্গমুপলভ্যতে।
পঞ্চবিংশতিমস্তাত লিঙ্গেষু নিয়তাত্মকঃ ॥ ২৭
অনাদিনিধনোঽনন্তঃ সর্বগশ্চ নিরাময়ঃ।
কেবলঃ ত্বভিমানিত্বাদ্ গুণেষু গুণ উচ্যতে ॥ ২৮
গুণা গুণবতঃ সন্তি নির্গুণস্য কুতো গুণাঃ।
তস্মাদেবং বিজানন্তি যে জনা গুণদর্শিনঃ ॥ ২৯

যাহার চিত্ত শাস্ত্রজ্ঞানশূন্য, সেই ব্যক্তি গ্রন্থের যথাযথ তাৎপর্য্য নির্ণয় করিতে সমর্থ হয় না। যদি সে কিছু বলিতেও থাকে, তবে মনস্বী পুরুষ হইলেও সকল লোকের উপহাসের পাত্র হয়॥ ১৭

রাজেন্দ্র! সেইজন্য সাংখ্য ও যোগে অভিজ্ঞ মহাত্মা পুরুষগণের মতে মোক্ষের স্বরূপ যেরূপ দেখা যায়, উহা আমি তোমাকে যথাযথরূপে বলিতেছি, শ্রবণ কর॥ ১৮

যোগীরা যে তত্ত্ব সাক্ষাৎকার করেন, সাংখ্যশাস্ত্রে অভিজ্ঞ বিদ্বান্‌গণ তাহারই জ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি সাংখ্য ও যোগকে সম ফলবান্ বলিয়া জানিতে পারেন, তিনিই বুদ্ধিমান্॥ ১৯

তাত! তুমি যে আমাকে বলিয়াছ, ত্বক্, মাংস, রক্ত, মেদ, পিত্ত, মজ্জা, স্নায়ু ও ইন্দ্রিয়সমূহই শরীরে আছে এবং এ সমস্তই মাতা পিতার সম্বন্ধের দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে॥ ২০

যেরূপ বীজ হইতে বীজের উৎপত্তি, সেইরূপ দ্রব্য হইতে দ্রব্য, ইন্দ্রিয় হইতে ইন্দ্রিয় এবং দেহ হইতে দেহের প্রাপ্তি হইয়া থাকে॥ ২১

কিন্তু পরমাত্মা ত' ইন্দ্রিয়, বীজ, দ্রব্য ও দেহরহিত এবং নির্গুণ, অতএব উঁহাতে গুণ কিভাবে হইবে?॥ ২২

যেরূপ আকাশাদি গুণসকল সত্ত্বাদি গুণসমূহ হইতে উৎপন্ন হয় এবং উহাতেই লীন হইয়া যায়, সেইরূপ সত্ত্ব, রজ, তম—এই তিন গুণও প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হয় এবং উহাতে লীন হইয়া থাকে॥ ২৩

রাজন্! তুমি ইহা জানিয়া রাখ যে, ত্বক্, মাংস, রক্ত, মেদ, পিত্ত, মজ্জা, অস্থি ও স্নায়ু—এই আটটি বস্তু বীর্য্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সেইজন্য ইহারা প্রাকৃত॥ ২৪

পুরুষ ও প্রকৃতি—এই দুই তত্ত্ব। ইহাদের স্বরূপ প্রকাশকারী সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস এই যে তিন প্রকারের চিহ্ন, সেই সমস্তই প্রাকৃত বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কিন্তু যিনি লিঙ্গী অর্থাৎ এই সমস্তের আধার আত্মা, তিনি না পুরুষ পদবাচ্য, না প্রকৃতি পদবাচ্য। তিনি এই উভয় হইতেই বিলক্ষণ॥ ২৫

যেরূপ পুষ্প ও ফলসমূহেরই দ্বারা সদা নিরাকার বৃক্ষসকলের অনুমান হয়, সেইরূপ নিরাকার পুরুষের সংযোগ প্রাপ্ত হইয়া নিজের দ্বারা উৎপাদিত যে সব মহত্তত্ত্বাদি লিঙ্গ দেখা যায়, ইহাদেরই দ্বারা প্রকৃতির অনুমান হয়॥ ২৬

এইরূপ লিঙ্গ হইতে ভিন্ন যে শুদ্ধচৈতন্যরূপ আত্মা, তিনিও অনুমানের দ্বারা যোগের বিষয় হইয়া থাকেন অর্থাৎ যেরূপ বৃক্ষকে প্রকাশিত করেন বলিয়া সেই সব হইতে ভিন্নরূপে অবস্থিত। তাত! তিনিই সেই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব, যিনি সকল লিঙ্গ মধ্যেই নিয়তরূপে ব্যাপ্ত॥ ২৭

আত্মা আদি-মৃত্যুরহিত, অনন্ত, সকলের দ্রষ্টা এবং নির্ব্বিকার। তিনি সত্ত্বাদি গুণসমূহে কেবল অভিমান করেন বলিয়াই গুণরূপে উক্ত হন॥ ২৮

গুণ ত' গুণবানের মধ্যে থাকে। নির্গুণ আত্মার গুণ কিভাবে থাকিতে পারে? অতএব গুণসকলের স্বরূপ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ বিদ্বান্ পুরুষগণের ইহাই নিশ্চয় যে, যেমন জীবাত্মা এই

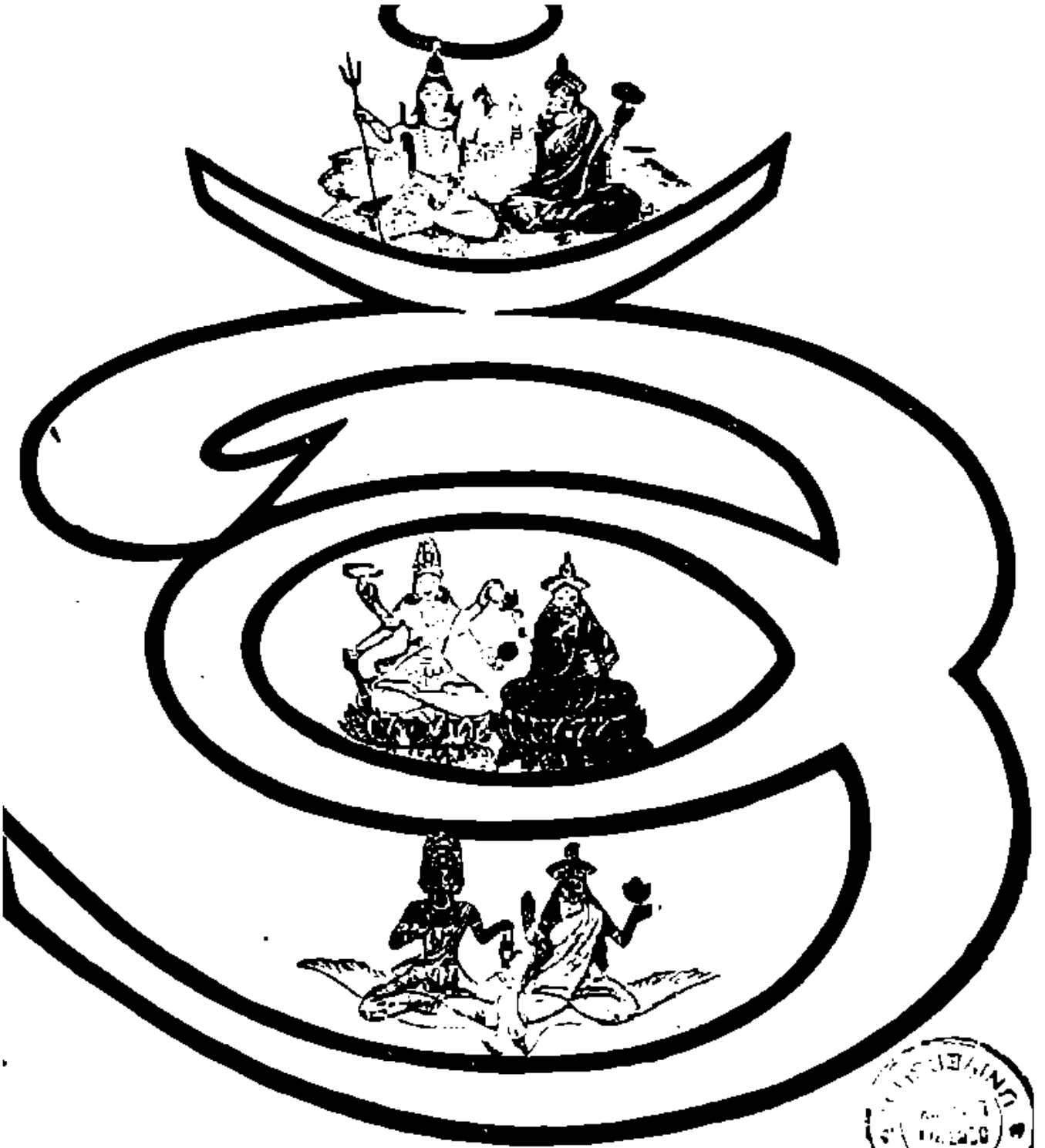

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

CALCUTTA UNIVERSITY

৺শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

ওঁতৎ সৎ

১১।৩।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

আমি ধর্মসংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। আমাকে লাভ করবার জন্য জীব সংসারে আসে, সে যখন একথা বিস্মৃত হ'য়ে যায়, তখন আমাকে এসে তাকে ধর্মোপদেশ ক'রতে হয়। তাদের ডেকে বলি—ওঠো, জাগো। শ্রেষ্ঠ আচার্যগণের নিকট গিয়ে আমাকে বিদিত হও, ক্ষুরের তীক্ষ্ণীকৃত ধারের ন্যায় সে পথ দুর্গম—একথা মেধাবীগণ বলেন।

আমি শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধবিহীন, আমি অক্ষয়, শাশ্বত, অনাদি, অনন্তচিত্ত, আমি মহত্তত্ত্ব হ'তে বিলক্ষণ, কূটস্থ, নিত্য, আমাকে জেনে শুদ্ধ মৃত্যুমুখ হ'তে বিমুক্ত হন; বিশুদ্ধ মনের দ্বারা আমাকে লাভ করে, আমাতে অণুমাত্র ভেদ নাই, যে আমাতে নানা বস্তু দর্শন করে সে মৃত্যুর পর মৃত্যু প্রাপ্ত হয়; আমি ত্রিকালের নিয়ন্তা, জ্যোতিঃ-সদৃশ অঙ্গুষ্ঠমাত্র, অন্তরাত্মা, আমি আজও আছি, কালও অর্থাৎ অনন্তকাল থাকবো। অজন্মা চৈতন্যস্বরূপ আমার এতাদৃশ স্বার যুক্ত

নিবেদন

আর্য্যশাস্ত্রের গ্রাহকগণের প্রতি সবিনয় নিবেদন এই যে, ত্রয়োদশবর্ষ হইতে আর্য্যশাস্ত্রের **গ্রাহক মূল্য ১৮'০০ আঠার টাকা ধার্য্য করা হইয়াছে।** কাগজের ও মুদ্রণের ব্যয়ভার অত্যন্ত বর্দ্ধিত হওয়ায় পত্রিকার প্রকাশন কার্য্য পরিচালনার জন্য আমাদের এই মূল্য বৃদ্ধি করিবার একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। এ বিষয়ে আমরা সকলের কৃপাদৃষ্টি প্রার্থনা করিতেছি।

'আর্য্যশাস্ত্র কার্য্যালয়', ৩৮সি বিধান সরণী, কলিকাতা-৬। এই ঠিকানায় বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ১৮'০০ আঠার টাকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। যাঁহারা গ্রাহক মূল্য ১৫'০০ পনের টাকা পাঠাইয়াছেন, তাঁহারা আরও তিন টাকা অনতিবিলম্বে এই কার্য্যালয়ে পাঠাইয়া দিবেন।

আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন ১২টি সংখ্যার মূল্য এখন হইতে ২১'০০ একুশ টাকা করিয়া নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে।

গ্রাহক মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

আর্য্যশাস্ত্র কার্য্যালয়
৩৮সি, বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

বিনীত—
সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

১২শ বর্ষ, জ্যৈষ্ঠমাস, ১৩৮১। [দ্বাদশ সংখ্যা — স্নানযাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্-

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃতসরলভাষানুবাদসহিতম্।

• • •

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার বিলয়ন ও সংস্কৃতিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইয়াছে।

• • •

মূল-সম্পাদক

শ্রীশ্রীভাগবতাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম. এ, ডি. লিট
শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পাদক বৃন্দ

শ্রীশ্যামসুন্দর বিদ্যাভূষণ
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

পত্রাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(ভারতীয় সম্প্রদায়)

মুদ্রণ-কর্ম্মাধিকর্তৃ :—
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, এম-বি,
ডি, ও, এম, এস, ডি.পি.এইচ,
ডি.টি.এম, এণ্ড এইচ, (লণ্ডন)।
এফ.আর.এস.টি.এম এণ্ড এইচ (লণ্ডন)
কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় :—
৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৬৪০৮)

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৮'০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ১'৫০ টাকা।

নিয়মাবলি

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রপ্রচারক মাসিক পত্র। প্রতিমাসে উহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে উহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ১৫·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১·৫০ নঃ পঃ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২·০০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়। নিম্ন ঠিকানায় বার্ষিক মূল্য পাঠাইবেন—সম্পাদক-'আর্য্যশাস্ত্র', ৩৮সি বিধান সরণি, কলিকাতা-৬

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পরও দেবী-ভাগবতাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। সকল প্রকার যোগাযোগ, অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত অভিযোগ পত্রাদি "সম্পাদক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬" এই ঠিকানায় জানাইবেন। ফোন নং ৩৪-৪৪০৮। মণি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্ট-ভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

মাসিকপত্রের কোনরূপ মুদ্রণ-সংক্রান্ত কোন ভুল থাকিলে "সম্পাদক, আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রপ্রাপ্তি জানাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলি পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

সম্পাদক—আর্য্যশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড
কলিকাতা—৩৫

১। মন্বাদি সমস্ত স্মৃতিসংহিতা— ২২·৫০
২। শ্রীবাল্মীকিরামায়ণ— ৪০·০০
৩। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ— ৯·০০
৪। শ্রীমদ্ভাগবত— ৬০·০০

যদা যেষু গুণানেতান্ প্রাকৃতানভিমন্যতে।
তদা স গুণহাতৈ তঃ পরমেবানুপশ্যতি ॥ ৩০
যৎ তদ্ বুদ্ধেঃ পরং প্রাহুঃ সাংখ্যা যোগাশ্চ সর্ষয়ঃ।
বুধ্যমানং মহাপ্রাজ্ঞমবুদ্ধপরিবর্তনাৎ ॥ ৩১
অপ্রবুদ্ধমবাব্যক্তং সন্তণং প্রাকৃতীশ্বরম্।
নির্গুণং চেশ্বরং নিত্যমধিষ্ঠাতারমেব চ ॥ ৩২
প্রকৃতেশ্চ গুণানাঞ্চ পঞ্চবিংশতিকং বুধাঃ।
সাংখ্যযোগে চ কুশলা বুধ্যন্তে পরমৈষিণঃ ॥ ৩৩
যদা প্রবুদ্ধা হ্যব্যক্তমবস্থাজ্ঞস্তথীরধঃ।
বুধ্যমানং প্রবুধ্যন্তি গময়ন্তি পরং তদা ॥ ৩৪
এতদ্বিদর্শনং সম্যগসম্যগনিদর্শনম্।
বুধ্যমানাপ্রবুদ্ধানাং পৃথক্ পৃথগনিশ্চিতম্ ॥ ৩৫
পরস্পরেণৈতদুক্তং ক্ষরাক্ষরনিদর্শনম্।
একত্বমক্ষরং প্রাহুর্নানাত্বং ক্ষরমুচ্যতে ॥ ৩৬
পঞ্চবিংশতিনিষ্ঠোঽয়ং যদা সম্যক্ প্রবর্ততে
একত্বং দর্শনং চাস্য নানাত্বং চাপ্যদর্শনম্ ॥ ৩৭
তত্ত্বনিস্তত্ত্বয়োরেতৎ পৃথগেব নিদর্শনম্
পঞ্চবিংশতিসর্গস্তু তত্ত্বমাহুর্মনীষিণঃ ॥ ৩৮
নিস্তত্ত্বঃ পঞ্চবিংশস্য পরমাত্মনিদর্শনম্
সর্গস্য বর্ণমাত্রস্য তত্ত্বং তত্ত্বাৎ সনাতনম্ ॥ ৩৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি বশিষ্ঠ-করালজনকসংবাদে
পঞ্চাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩০৫

সব গুলকে প্রকৃতির কার্য বলিয়া মনে করেন, সেই সময় তিনি দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া নিজের বিশুদ্ধ পরমাত্মস্বরূপ সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন ॥ ২৯-৩০

সাংখ্য ও যোগবিষয়ে বিশেষজ্ঞ বিদ্বান্‌গণ যাঁহাকে বুদ্ধির পরে বলিয়া বর্ণনা করেন, যিনি পরম জ্ঞানসম্পন্ন, অহঙ্কারাদি তত্ত্ব তত্ত্বসকল পরিত্যাগ করিলে পর অবশিষ্ট চিন্ময় তত্ত্বরূপে যাঁহার বোধ হয়, যিনি অজাত, অব্যক্ত, সগুণ ঈশ্বর, নিত্য ও অধিষ্ঠাতা বলিয়া কথিত হন, সেই পরমাত্মাই প্রকৃতি ও তাঁহার গুণসমূহ (চতুর্বিংশতি তত্ত্ব) হইতে অতিরিক্ত পঞ্চবিংশতিতম তত্ত্ব। সাংখ্য এবং যোগে নিপুণ ও পরমাত্মতত্ত্বানুসন্ধানকারী বিদ্বান্ পুরুষগণ পরমাত্মাকে এইরূপই জানেন ॥ ৩১-৩৩

যে সময় বালা, যৌবন ও বৃদ্ধাবস্থা অথবা জন্ম-মরণ হইতে ভীত বিবেকী পুরুষ চেতনস্বরূপ অব্যক্ত পরমাত্মার তত্ত্বকে যথাযথভাবে বুঝিতে পারিবেন, সেই সময়েই তাঁহার পরমপ্রভু পরমাত্মার স্বরূপ প্রাপ্তি হইবে ॥ ৩৪

অক্ষরজ্ঞানকারী মহান্ জ্ঞানী পুরুষগণের এই জ্ঞান মুক্তি-যুক্ত হওয়ায় উত্তম ও (অজ্ঞান ব্যক্তিদের ধারণা হইতে) পৃথক্ ইহার বিপরীত অজ্ঞান পুরুষগণের যে অপ্রামাণিক জ্ঞান, উহা যুক্তিযুক্ত না হওয়ায় যথার্থ নহে। উহা পূর্বোক্ত সম্যক্ জ্ঞান হইতে পৃথক্ ॥ ৩৫

ক্ষর এবং অক্ষর তত্ত্বের প্রতিপাদনকারী এই দর্শনশাস্ত্র আমি তোমাকে বলিলাম। ক্ষর ও অক্ষরের মধ্যে কি পার্থক্য? উহা তুমি এখন জানিও—যখন একরূপে বিদ্যমান নিত্য পরমাত্মতত্ত্বকে 'অক্ষর' বলা হইয়াছে এবং নানারূপে প্রতীয়মান ও অনিত্য এই প্রাকৃত প্রপঞ্চকে ক্ষর বলা হয় ॥ ৩৬

যখন এই মহান্ পঞ্চবিংশতি তত্ত্বরূপী পরমাত্মায় স্থিত হইয়া যান, তখন তাঁহার সেই স্থিতি উত্তম বলিয়া কথিত হয় এবং তিনিই যথার্থ আচরণ করেন, এরূপ উক্ত হয়। একত্ব বোধই জ্ঞান এবং নানার বোধই হইল অজ্ঞান ॥ ৩৭

তত্ত্ব (ক্ষর) ও নিস্তত্ত্বের (অক্ষরের) এই পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ বুঝিতে হইবে। বহু মনীষী পুরুষ পঞ্চবিংশতি তত্ত্বকেই তত্ত্ব বলেন; কিন্তু অন্য বিদ্বান্‌গণ চতুর্বিংশতি তত্ত্ব তত্ত্বকেই তত্ত্ব বলিয়া উল্লেখ করেন এবং পঞ্চবিংশ চেতন পরমাত্মাকে নিস্তত্ত্ব (তত্ত্ব হইতে ভিন্ন) বলেন। এই চৈতন্যই পরমাত্মার লক্ষণ। মহত্তত্ত্বাদি যে সব বিকার, উহা হইল ক্ষর তত্ত্ব এবং পরম পুরুষ পরমাত্মাই এই 'ক্ষর' তত্ত্ব হইতে ভিন্ন উহার সনাতন আধার ॥ ৩৮-৩৯

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে বশিষ্ঠ-করালজনকসংবাদবিষয়ক পঞ্চাধিকত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

---

*চক্ষু, ত্বক্, নাসিকা, জিহ্বা ও শ্রোত্র এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ—এই পঞ্চ ভূত, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—এই পঞ্চ বিষয় এবং মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, প্রকৃতি ও চিদাভাস এই পঞ্চ প্রত্যক্ এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব অথবা পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চ প্রাণ ও পঞ্চ মহাভূত এই পঁচিশটি তত্ত্ব

ষড়ধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[যোগ-সাংখ্যয়োঃ স্বরূপকথনম্, আত্মজ্ঞানেন মুক্তিলাভবর্ণনঞ্চ।]

জনক উবাচ

নানাবৈকমিহোক্তং ত্বয়ৈতদৃষিসত্তম।
পশ্যামোঽস্তি সংদিগ্ধমেতয়োর্বৈ বিদর্শনম্ ॥ ১
তথা বুদ্ধ-প্রবুদ্ধাভ্যাং বুধ্যমানস্য চানঘ
স্থূলবুদ্ধ্যা ন পশ্যামি তত্ত্বমেতত্র সংশয়ঃ ॥ ২
অক্ষর-ক্ষরয়োরুক্তং ত্বয়া যদপি কারণম্।
তদপ্যস্থিরবুদ্ধিত্বাৎ প্রনষ্টমিব মেঽনঘ ॥৩
তদেতচ্ছ্রোতুমিচ্ছামি নানাবৈকত্বদর্শনম্।
বুদ্ধঃ চাপ্রতিবুদ্ধশ্চ বুধ্যমানশ্চ তত্ত্বতঃ ॥ ৪
বিদ্যাবিদ্যে চ তদ্ব্যাক্ষরঃ ক্ষরশ্চৈব চ
সাংখ্যঃ যোগশ্চ তার্থেন পৃথক্ চৈবাপৃথক্ চ হ ॥ ৫

ষড়ধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

(যোগ ও সাংখ্যের স্বরূপকথন এবং আত্মজ্ঞানের দ্বারা মুক্তি-লাভ বর্ণন।)

জনক বলিলেন,—মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনি ক্ষরকে অনেক-গুণ বিশিষ্ট এবং অক্ষরকে একগুণধারী বলিলেন, কিন্তু এ দুই তত্ত্বের যে বিশেষ করা হইয়াছে, উহা এখনও আমি সন্দেহপূর্ণ বলিয়াই দেখিতেছি। ১

নিষ্পাপ মহর্ষে! যাহাকে অজ্ঞান মানুষ অনেক রূপে এবং জ্ঞানী পুরুষ এক রূপে জানেন, সেই পরমাত্মার তত্ত্ব আমি আমার স্থূল বুদ্ধিবশতঃ বুঝিতে পারিতেছি না, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ২

অনঘ! যদিও আপনি ক্ষর ও অক্ষর তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য অনেক প্রকারের কথাই বলিলেন, তথাপি আমার বুদ্ধি অস্থির বলিয়া আমি সেই সব যুক্তি ভুলিয়াই গিয়াছি। ৩

সেইজন্য আমি এই নানার ও একত্বরূপ দর্শনকে পুনরায় শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। বুদ্ধ (জ্ঞানবান্) কি? অপ্রতিবুদ্ধ (জ্ঞানহীন) কি? এবং বুধ্যমান (জ্ঞেয়) কি? ইহা যথাযথ-ভাবে বলুন। ৪

তপোধন! আমি বিদ্যা, অবিদ্যা, অক্ষর ও ক্ষর এবং সাংখ্য ও যোগকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পূর্ণরূপে বুঝিতে বাসনা করি। ৫

বশিষ্ঠ বলিলেন,—মহারাজ! তুমি যে যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছ, আমি সে সমস্ত জ্ঞানভাবে তোমাকে বুঝাইয়া বলিব।

বশিষ্ঠ উবাচ।

হন্ত তে সম্প্রবক্ষ্যামি যদেতদনুপৃচ্ছসি।
যোগকৃত্যঃ মহারাজ পৃথগেব শৃণুষ্ব মে ॥ ৬
যোগকৃত্যঃ তু যোগানাং ধ্যানমেব পরং বলম্।
তচ্চাপি দ্বিবিধং ধ্যানমাহুর্বিদ্যাবিদো জনাঃ ॥ ৭
একাগ্রতা চ মনসঃ প্রাণায়ামস্তথৈব চ
প্রাণায়ামস্তু সগুণো নির্গুণো মনসস্তথা ॥ ৮
মূত্রোৎসর্গ-পুরীষে চ ভোজনে চ নরাধিপ।
ত্রিকালং নাভিযুঞ্জীত শেষঃ যুঞ্জীত তৎপরঃ ॥ ৯
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যো নিবর্ত্য মনসা শুচিঃ।
দশদ্বাদশকৃত্বো বাপি চতুর্বিংশাৎ পরং ততঃ ॥ ১০

এই সময় আমি যোগসম্বন্ধী কৃত্য পৃথক্‌ভাবে বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৬

যোগিগণের প্রধান কর্ত্তব্য হইল ধ্যান। ইহাই তাঁহার পরম বল। যোগবিদ্যায় অভিজ্ঞ বিদ্বান্‌গণ এই ধ্যানকে দুই প্রকার বলেন। এক হইল মনের একাগ্রতা এবং দ্বিতীয় হইল প্রাণায়াম। প্রাণায়ামেরও দুই প্রকার ভেদ আছে। সগুণ ও নির্গুণ। ইহাদের মধ্যে যে প্রাণায়ামে মনের সমস্ত গুণের সহিত বিষয়গুলি থাকে, উহা সগুণ প্রাণায়াম এবং যাহাতে মনের সমস্ত থাকেনা, উহাকে বলে নির্গুণ প্রাণায়াম। ৭-৮

নরনাথ! মলত্যাগ, মূত্রত্যাগ ও ভোজন—এই তিন কার্য্য যে সময় সম্পন্ন হয়, সেই সময়ে যোগের অভ্যাস করিবে না। শেষ সময়ে সংযতচিত্ত সহকারে যোগের অভ্যাস করিবে। ৯

বুদ্ধিমান্ যোগীর কর্ত্তব্য হইল -তিনি পবিত্র হইয়া মনের দ্বারা শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণকে শব্দাদি বিষয়সমূহ হইতে আপনাদিত করিয়া যতিনোক্ত প্রকার* প্রেরণের দ্বারা সেই অন্তরিন্দ্রিয়

* যেরূপ কলসে জলপূর্ণ করা হয়, সেইরূপ পদযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া মস্তক পর্য্যন্ত সমস্ত শরীরে নাসিকার ছিদ্র দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিয়া পূর্ণ করিতে হইবে। তারপর ব্রহ্মরন্ধ্র (মস্তক) হইতে বায়ুকে আপনাদিত করিয়া ললাটে স্থাপিত করিবে। ইহাই প্রাণবায়ু প্রত্যাহারের প্রথম স্থান। এইরূপ পর পর বায়ুকে আপনাদিত করিবে এবং ক্রমশঃ ভ্রূদ্বয়, নেত্র, নাসিকাযুগল, কণ্ঠকূপ, হৃদয়দ্বয়, নাভিদ্বয়, মেঢ্র (উপস্থের মূলভাগ),

সঙ্কোচনাভির্বৃত্তিভিরাত্মানং চোদয়েদ্ধ্রুবম্।
স্থিরস্তম্ভসমঃ তাং তু বৃত্তং তদ্বৃত্তং মনীষিণঃ ॥ ১১
তৈস্তৈশ্চাত্মা সততং জ্ঞেয় ইত্যেষমুত্তমম্।
ব্রহ্মং ক্ষীণমনসো নান্যথেতি বিনিশ্চয়ঃ ॥ ১২
বিমুক্তঃ সর্বসঙ্গেভ্যো লঘ্বাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
পূর্বরাত্রেঽপররাত্রে যাবদ্বীত মনোঽহ্নি চ ॥ ১৩
স্থিরীকৃত্যেন্দ্রিয়গ্রামং মনসা বিদ্বিলেশ্বর।
মনো বুদ্ধ্যা স্থিরং কৃত্বা পাষাণ ইব নিশ্চলঃ ॥ ১৪
স্থাণুবচ্ছাপাকল্পঃ স্যাদ্ গিরিবচ্চাপি নিশ্চলঃ।
বুদ্ধ্যা বিধিবিধানজ্ঞস্তদা যুক্তং প্রচক্ষতে ॥ ১৫
ন শৃণোতি ন চাঘ্রাতি ন রসোতি ন পশ্যতি।
ন চ স্পর্শং বিজানাতি ন সঙ্কল্পয়তে মনঃ ॥ ১৬

জীবাত্মাকে, যাহাকে মনীষী পুরুষগণ 'আত্মা' বলিয়া অভিহিত করেন, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব সমূলপরমপ্রকৃতি হইতে পর পরমপুরুষ পরমাত্মার দিকে প্রেরণ করিবেন। ১০-১১

আমরা গুরুজনগণের মুখে শুনিয়াছি যে, যে ব্যক্তি এইভাবে প্রাণায়াম করেন, তিনিই সকলের পরমব্রহ্ম পরমাত্মাকে জানিবার অধিকারী। যাঁহার মন সদা ধ্যানমগ্ন, এরূপ যোগীরই এই ব্রত যোগ্য অন্যথা বহির্মুখ চিত্তযুক্ত পুরুষের পক্ষে উহা যোগ্য নহে, ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। ১২

যোগী সর্বপ্রকার বিষয়সমূহের আসক্তি হইতে মুক্ত হইয়া লঘ্বাহারী ও জিতেন্দ্রিয় হইবেন। রাত্রির পূর্বভাগে (সন্ধ্যাকালে) এবং রাত্রির শেষভাগে (প্রাতঃকালে) মনকে আত্মায় একাগ্র করিবেন। ১৩

বিদিবিলেশ্বর! যখন যোগী মনের দ্বারা সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়গণকে এবং বুদ্ধির দ্বারা মনকে স্থির করত প্রস্তরসদৃশ অবিচল হইয়া যাইবেন, শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় নিষ্কম্প এবং পর্বতের তুল্য স্থির হইবেন, তখন শাস্ত্রের বিধানবিষয়ে অভিজ্ঞ বিদ্বান্ পুরুষগণ নিজ নিজ অনুভবের দ্বারাই তাঁহাকে যোগযুক্ত বলেন। ১৪-১৫

ন চাত্তিমনাস্তে কিঞ্চিদ্ ন বুধ্যতি কাশ্যপ
তদা প্রকৃতিলয়ং যুক্তমাহুর্মনীষিণঃ ॥ ১৭
নির্বাতে হি যথা দীপান্ দীপস্তদ্বৎ প্রকাশতে।
নিলিঙ্গোঽবিচলস্তোর্ধ্বং ন তির্যগ্গতিমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৮
তদা তমনুপশ্যন্তি শাশ্বতং বৃষ্টে ন কথাতে।
পুরুষস্তোঽন্তরাত্মেতি জ্ঞেয়ো জন্তোর্ন সংশয়ঃ ॥ ১৯
বিধূম ইব সপ্তার্চিরাদিত্য ইব রশ্মিমান্
বৈদ্যুতোঽগ্নিরিবাকাশে দৃশ্যতেঽন্তরা তথাত্মনি ॥ ২০
যে পশ্যন্তি মহাত্মানো ধৃতিমন্তো মনীষিণঃ
ব্রাহ্মণা ব্রহ্মযোনিস্থা স্বয়োনিমমৃতাত্মকম্ ॥ ২১
তদেবাহুরণুভ্যোঽণু তন্মহদ্ভ্যো মহত্তরম্।
তৎ তত্ত্বং সর্বভূতেষু ধ্রুবং তিষ্ঠন্ ন দৃশ্যতে ॥ ২২

যে সময় তিনি শুনিতে পান না, আঘ্রাণ করিতে পারেন না, স্বাদ বুঝিতে পারেন না, দেখিতে পান না এবং স্পর্শ অনুভব করিতে সমর্থ হন না, যখন তাঁহার মনে কোনরূপ সঙ্কল্প উদিত হয় না এবং কারণরূপ অবস্থিত থাকিয়া তিনি কোনও বিষয় অভিধান করিতে ও বুঝিতে পারেন না, সেই সময় মনীষী পুরুষগণ তাঁহাকে নিজের তত্ত্বস্বরূপ প্রাপ্ত ও যোগযুক্ত বলেন। ১৬-১৭

সেই অবস্থায় তিনি বায়ুহীন স্থানে স্থিত নিষ্কম্পভাবে প্রজ্বলিত দীপের ন্যায় প্রকাশিত হইতে থাকেন। নিজ শরীরের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধই থাকে না। তিনি এরূপ নিশ্চল হইয়া যান যে, তাঁহার উপর ও নিম্নে অথবা মধ্যে কোনও গতি থাকে না। ১৮

তাঁহার সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হইলে পর মানুষ কিছুই বলিতে পারে না, যোগকালে যোগী সেই পরমাত্মাকে দর্শন করেন বলেন। আমার ন্যায় মনুষ্যগণের নিজ নিজ হৃদয়ে অবস্থিত সনাতন অন্তরাত্মারই জ্ঞান লাভ করা উচিত। ১৯

যেরূপ ধূমহীন অগ্নি, কিরণমালামণ্ডিত সূর্যদেব এবং আকাশে বিদ্যুৎস্ফুরণের দর্শন হইয়া থাকে, সেইরূপ যোগীও নিজের হৃদয়ে পরমাত্মার সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করেন। ২০

বৈদ্যবান্, মনীষী, ব্রহ্মযোনিস্থ শাস্ত্রে বিশ্বাসসম্পন্ন এবং যাহারা ব্রাহ্মণগণই সেই অজন্মা ও অমৃতস্বরূপ ব্রহ্মকে দর্শন করিতে সমর্থ হন। ২১

এই ব্রহ্ম অণু হইতেও অণু এবং মহান্ হইতেও মহান্ বলিয়া কথিত হইয়াছেন। যদিও সমস্ত প্রাণিগণের মধ্যে ইনি অন্তর্যামী-

বুদ্ধিতত্ত্বোপদৃষ্টেন মনোলীনেন লোককৃৎ।
মহতস্তমসস্তাত পারে বিষ্ঠিতবাঙ্ময়ঃ ॥ ১৩
স তমোনুদ ইত্যুক্তঃ সর্বজ্ঞৈর্বেদপারগৈঃ
বিমলো বিতমস্কশ্চ নির্লিঙ্গোঽলিঙ্গসংজ্ঞিতঃ ॥ ১৪
যোগ এষ হি যোগানাং বিমলস্য যোগলক্ষণম্
এবং পঞ্চঃ প্রপশ্যন্তি আত্মানমজরং পরম্ ॥ ১৫
যোগদর্শনমেতাবদুক্তং তে তত্ত্বতো ময়া।
সাংখ্যজ্ঞানং প্রবক্ষ্যামি পরিসংখ্যানদর্শনম্ ॥ ১৬
অব্যক্তমাহুঃ প্রকৃতিং পরাং প্রকৃতিবাদিনঃ
তস্মাদ্মহৎ সমুৎপন্নং দ্বিতীয়ং রাজসত্তম ॥ ১৭
অহঙ্কারস্তু মহতস্তৃতীয়মিতি নঃ শ্রুতম্।
পঞ্চভূতান্যহঙ্কারাদাহুঃ সাংখ্যাস্ত্বদর্শিনঃ ॥ ১৮

এতাঃ প্রকৃতয়শ্চাষ্টৌ বিকারাশ্চাপি ষোড়শ
পঞ্চ চৈব বিশেষা বৈ তথা পঞ্চেন্দ্রিয়াণি চ ॥ ১৯
এতাবদেব তত্ত্বানাং সাংখ্যমাহুর্মনীষিণঃ।
সাংখ্যে বিধিবিধানজ্ঞা নিত্যং সাংখ্যপথে রতাঃ ॥ ২০
যস্মাদ্ যদভিজায়েত তৎ তত্রৈব প্রলীয়তে।
লীয়ন্তে প্রতিলোমানি সর্গান্তে চান্তরাত্মনা ॥ ২১
অনুলোমানি জায়ন্তে লীয়ন্তে প্রতিলোমতঃ।
গুণা গুণেষু সততং সাগরস্যোর্ময়ো যথা ॥ ২২
সর্গপ্রলয় এতাবান্ প্রকৃতের্নৃপসত্তম।
একতঃ প্রলয়ে চাস্য বহবশ্চ সদাসতঃ ॥ ২৩
এবমেব চ রাজেন্দ্র বিজ্ঞেয়ঃ জ্ঞানকোবিদৈঃ।
অধিষ্ঠাতারমব্যক্তমাপোঽন্তিদর্শনম্ ॥ ২৪

রূপে অবস্থিতি করিতেছেন, তথাপি তিনি কাহারও দৃষ্টিগোচর হন না ॥ ১২

যিনি সূক্ষ্ম বুদ্ধিতত্ত্ব দ্বারাই মনোমধ্যে লীনের ন্যায় এই লোকস্রষ্টা পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন এই পরমাত্মা বিশাল তমোরূপে অতীত এবং তমোগুণরহিত, সেইজন্য বেদের পারগামী সকল পুরুষগণ তাঁহাকে তমোনুদ (অজ্ঞান নাশক) বলেন। তিনি বিমল, অজ্ঞানরহিত, লিঙ্গহীন (নিরাকার) এবং অলিঙ্গনামে প্রসিদ্ধ (উপাধিমুক্ত) ইহাই হইল যোগিগণের যোগ। ইহা ব্যতীত যোগের আর লক্ষণ হইতে পারে? এইরূপে সাধন-ভজনশীল যোগী সর্বদাই অন্তর-মধ্যে পরমাত্মাকে দর্শন করেন ॥ ১৩-১৫

এই পর্যন্ত আমি তোমাকে যথাযথভাবে যোগদর্শনের কথা বলিলাম, এখন আমি সাংখ্যশাস্ত্রের বর্ণনা করিব। ইহা বিচার-প্রধান দর্শনশাস্ত্র ॥ ১৬

নৃপশ্রেষ্ঠ! প্রকৃতিবাদী বিদ্বান্‌গণ মূল প্রকৃতিকে অব্যক্ত বলেন। উহা হইতেই দ্বিতীয় তত্ত্ব উদ্ভূত হইয়াছে, যাহাকে মহত্তত্ত্ব (বুদ্ধি) বলা হয় ॥ ১৭

মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা তৃতীয় তত্ত্ব বলিয়া আমরা শ্রবণ করিয়াছি। অহঙ্কার হইতে পঞ্চ সূক্ষ্ম ভূত অর্থাৎ পঞ্চ তন্মাত্রাসকলের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহাই সাংখ্যাজ্ঞানী বিদ্বান্‌গণ বলিয়াছেন ॥ ১৮

মূলপ্রকৃতি, মহৎ অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র—ইহারা এইগুলি হইল আট প্রকৃতি। ইহাদের দ্বারা ষোলপ্রকার তত্ত্বের উৎপত্তি হয়, যাহাদিগকে বিকার বলা হইয়া থাকে। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, এক মন ও পঞ্চ স্থূলভূত—এই ষোল-প্রকার বিকার। ইহাদের মধ্যে আকাশাদি পঞ্চভূত ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়—এই দশটিকে বিশেষ বলা হয় ॥ ১৯

সাংখ্যশাস্ত্রের বিধি ও বিধান সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ও সদা সাংখ্য-শাস্ত্রেই অনুরক্ত মনীষী পুরুষগণ সাংখ্যসম্মত তত্ত্বসমূহের সংখ্যা বলেন চব্বিশ অর্থাৎ অব্যক্ত, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র—এই আট প্রকৃতিসহ পূর্বোক্ত ষোড়শ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, এক মন ও পঞ্চ স্থূলভূত) বিকার মিলিত হইয়া চতুর্বিংশতি তত্ত্ব সাংখ্যশাস্ত্রবিদ্‌গণ স্বীকার করেন ॥ ২০

যে তত্ত্ব যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, সেই তত্ত্ব উহাতেও লীনও হয়। অনুলোমক্রমে এই সব তত্ত্বসকলের উৎপত্তি হয় (যেমন প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে সূক্ষ্ম ভূত এই ক্রমে সৃষ্টি হয়), কিন্তু উহাদের সংহার বিলোম-ক্রমে হইয়া থাকে (অর্থাৎ পৃথিবীর জলে, জলের তেজে এবং তেজের বায়ুতে লয় হয়। এইরূপ সকল তত্ত্ব নিজ নিজ কারণে লীন হয়।) এই সব তত্ত্ব অন্তরাত্মা দ্বারাই সৃষ্টি হয় ॥ ২১

যেরূপ সমুদ্র হইতে উত্থিত তরঙ্গসমূহ পুনরায় সমুদ্রে সহজেই লয় হইয়া যায়, সেইরূপ সমস্ত গুণসমূহ (তত্ত্বসমূহ) সদা অনুলোম-ক্রমে উৎপন্ন হয় এবং বিলোমক্রমে নিজের কারণভূত গুণসকলে (তত্ত্বসকলে) লীন হইয়া যায় ॥ ২২

নৃপশ্রেষ্ঠ! এই প্রকৃতি হইতেই সৃষ্টি ও প্রলয় হইয়া থাকে মহদাদি লয় হইলে এই প্রকৃতি একাকিনীই থাকেন, আবার যখন সৃষ্টি হয়, তখন বহু হইয়া যান। রাজেন্দ্র! জ্ঞাননিপুণ পুরুষগণের এইরূপ প্রকৃতির একত্ব ও নানাত্ব জানা কর্তব্য।

একত্বঞ্চ বহুত্বঞ্চ প্রকৃতেরর্থতত্ত্ববান্
একত্বং প্রলয়ে চাস্য বহুত্বঞ্চ প্রবর্তনাৎ ॥ ৫৫
বহুধাত্মা প্রকৃত্যীশ প্রকৃতিঃ প্রসবাত্মিকাম্
তচ্চ ক্ষেত্রং মহানাত্মা পঞ্চবিংশোঽধিতিষ্ঠতি ॥ ৫৬
অধিষ্ঠাতেতি রাজেন্দ্র প্রোচ্যতে যতিসত্তমৈঃ
অধিষ্ঠানাদধিষ্ঠাতা ক্ষেত্রাণামিতি নঃ শ্রুতম্ ॥ ৫৭
ক্ষেত্রং জ্ঞানাপি চাব্যক্তং ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি চোচ্যতে।
আব্যক্তিকে পুরে শেতে পুরুষশ্চেতি কথ্যতে ॥ ৫৮
অনাদেব চ ক্ষেত্রং স্যাদনাদ্যঃ ক্ষেত্রজ্ঞ উচ্যতে :
ক্ষেত্রমব্যক্তমিত্যুক্তং জ্ঞাতা বৈ পঞ্চবিংশকঃ ॥ ৫৯
অনাদেব চ জ্ঞানং স্যাদনাদ্যজ্ঞেয়ং তদুচ্যতে :
জ্ঞানমব্যক্তমিত্যুক্তং জ্ঞেয়ো বৈ পঞ্চবিংশকঃ ॥ ৪০
অব্যক্তং ক্ষেত্রমিত্যুক্তং তথা সত্ত্বং তথেশ্বরঃ
অনীশ্বরমতত্ত্বঞ্চ তত্ত্বং বৈ পঞ্চবিংশকম্ ॥ ৪১
তত্ত্বানি চ চতুর্বিংশৎ পরিসংখ্যায় তত্ত্বতঃ।
সাংখ্যাঃ প্রকুর্বতে চৈব প্রকৃতিঞ্চ প্রচক্ষতে ॥ ৪২
তত্ত্বানি চ চতুর্বিংশৎ পরিসংখ্যায় তত্ত্বতঃ
সাংখ্যাঃ সহ প্রকৃত্যা তু নিস্তত্ত্বঃ পঞ্চবিংশকঃ ॥ ৪৩
পঞ্চবিংশোঽপ্রকৃত্যাত্মা বুধ্যমানে ইতি স্মৃতিঃ
যদা তু বুধ্যতেঽত্মানং তদা ভবতি কেবলঃ ॥ ৪৪
সম্যগ্‌দর্শনমেতাবদ্ ভাষিতং তব তত্ত্বতঃ।
এবমেতদ্ বিজানন্তঃ সাম্যতাং প্রতি যান্ত্যুত ॥ ৪৫
সম্যঙ্‌নিদর্শনং নাম প্রভাক্ষং প্রকৃতেস্তথা
গুণতত্ত্বানাবৈতানি নির্গুণোঽনাদ্যতা ভবেৎ ॥ ৪৬

অব্যক্ত প্রকৃতিই অধিষ্ঠাতা পুরুষকে সৃষ্টিকালে নানাত্বের দিকে লইয়া যান। ইহাই পুরুষের একত্বের নিদর্শন। ৩৩-৩৪

অর্থতত্ত্বে বিশেষজ্ঞ পুরুষ ইহা জানেন যে, প্রলয়কালে প্রকৃতির একত্ব ও সৃষ্টিকালে অনেকত্ব থাকে। এইভাবে পুরুষও প্রলয়কালে একলাই থাকেন; কিন্তু সৃষ্টিকালে প্রকৃতির প্রেরক হওয়ায় তাঁহার মধ্যে নানাত্বের আরোপ হইয়া যায়। ৩৫

পরমাত্মাই প্রসবাত্মিকা প্রকৃতিকে নানারূপে পরিণত করেন। প্রকৃতি ও তাঁহার বিকারকে ক্ষেত্র বলে। চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হইতে ভিন্ন যে পঞ্চবিংশতিতম তত্ত্ব মহান্ আত্মা, তিনিই ক্ষেত্রে অধিষ্ঠাতারূপে নিবাস করেন। ৩৬

রাজেন্দ্র! সেইজন্য যতিশিরোমণিগণ তাঁহাকে অধিষ্ঠাতা বলেন। যেহেতু তিনি ক্ষেত্রসকলে অধিষ্ঠান করেন বলিয়া তিনি অধিষ্ঠাতা, এরূপই আমরা শ্রবণ করিয়াছি। ৩৭

তিনি অব্যক্তসংজ্ঞক ক্ষেত্রকে (প্রকৃতিকে) জানেন বলিয়া তাঁহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলা হয় এবং প্রাকৃত শরীরজন্য পুরমধ্যে অন্তর্যামিরূপে তিনি শয়ন করেন, এইজন্য তাঁহাকে (পুরুষ) বলিয়া অভিহিত করা হয়। ৩৮

প্রকৃতপক্ষে 'ক্ষেত্র' এক বস্তু আর 'ক্ষেত্রজ্ঞ' অন্য এক বস্তু ক্ষেত্রকে অব্যক্ত বলা হয় এবং ক্ষেত্রজ্ঞ হইলেন তাহার (ক্ষেত্রের) জ্ঞাতা পঞ্চবিংশ তত্ত্বস্বরূপ আত্মা। ৩৯

'জ্ঞান' এক বস্তু, আর 'জ্ঞেয়' তাহা হইতে ভিন্ন বলিয়া কথিত হন। জ্ঞান (এই জ্ঞানশব্দের দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তিকে বুঝিতে হইবে) অব্যক্ত বলিয়া কথিত হয় এবং জ্ঞেয় হইলেন পঞ্চবিংশ তত্ত্বস্বরূপ আত্মা। ৪০

অব্যক্তকে ক্ষেত্র বলা হইয়াছে। ইহাকে সত্ত্ব (বুদ্ধি) ও ঈশ্বরও (মায়াকর্তৃ) বলা হয়। কিন্তু পঞ্চবিংশ তত্ত্ব পরমপুরুষ পরমাত্মা হইলেন ঐ তত্ত্ব হইতে ভিন্ন ঈশ্বরবর্জিত। ৪১

এই পর্যন্তই হইল সাংখ্যদর্শন। সাংখ্যবাদীরা অতিরিক্ত যে চতুর্বিংশতি তত্ত্বসকলের সংখ্যা (গণনা) করেন এবং প্রকৃতিকেই জগতের কারণ বলিয়া অভিহিত করেন সেই কারণে এই দর্শনের নাম হইল সাংখ্যদর্শন। ৪২

সাংখ্যবিৎ পুরুষগণ প্রকৃতিসহ চতুর্বিংশতি তত্ত্বের পরিগণনা করিয়া পরমপুরুষকে তত্ত্বসমূহ হইতে ভিন্ন পঞ্চবিংশ তত্ত্বরূপে নির্দিষ্ট করেন। ৪৩

এই পঞ্চবিংশ পুরুষ প্রকৃতি নহেন। ইহা হইতে সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া তিনি মুক্ত হন। যখন তিনি স্বয়ং বিবেকে প্রকৃতি হইতে ভিন্ন নিত্য চিন্ময় বলিয়া জানিতে পারেন, সেই সময় তিনি কেবল (একা) হইয়া যান অর্থাৎ স্বীয় নিত্যমুক্ত পরমস্বরূপে স্থির হইয়া যান। ৪৪

এইরূপে আমি তোমার নিকটে এই সম্যগ্‌দর্শন (সাংখ্যদর্শন) যথাযথরূপে বর্ণনা করিলাম। যে সাধকি ইহাকে এইরূপ জানেন, তিনি সাধর্ম্যরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। ৪৫

প্রকৃতি-পুরুষের প্রত্যক্ষদর্শনই (অপরোক্ষ অনুভবই) সম্যগ্‌দর্শন। এই যে সব গুণময় তত্ত্ব, সেই সব হইতে ভিন্ন পরমপুরুষ পরমাত্মা হইলেন নির্গুণ। ৪৬

ন ত্বেবং বর্ত্তমানানামাবৃত্তিরিহ্যতে পুনঃ
বিদ্যতেঽক্ষরভাবজ্ঞঃ পরমব্যয়ম্ । ৪৭
পঞ্চেত্যেকৈকতত্ত্বজ্ঞো ন সম্যক্ তেষু দর্শনম্ ।
তে বাক্তঃ প্রতিপদ্যন্তে পুনঃ পুনরবিদ্বসঃ । ৪৮
সর্বমেতদ্ বিজানন্তো নাসর্বজ্ঞা প্রবোধনাৎ ।
বাক্তীভূতা ভবিষ্যন্তি বাক্তস্ত বশবর্তিনঃ । ৪৯

সর্বমব্যক্তমিত্যুক্তমসর্বঃ পঞ্চবিংশকঃ
য এনমভিজানন্তি ন ভয়ং তেষু বিদ্যতে । ৫০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি বশিষ্ঠকরালজনকসংবাদে
ষড়ধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ । ৩০৬

এই দর্শন শাস্ত্রানুসারে জ্ঞানলাভকারী ব্যক্তিদের আর জগতে পুনরাবৃত্তি হয় না, কারণ, তিনি অবিনাশী ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, অতএব পরাপরস্বরূপ নির্বিকার পরব্রহ্মস্বরূপেই তাঁহার স্থিতি হয় । ৪৭

পঞ্চবিংশ তত্ত্বে যাহাদের বুদ্ধি নানাত্ব স্পর্শ করে, তাহাদের সম্যক্ জ্ঞান লাভ হয় না । এরূপ ব্যক্তিদিগকে বারংবার শরীর ধারণ করিতে হয় । ৪৮

যাহারা এই সাত্ত্বা প্রকৃতিকে জানে, তাহারা ইহা হইতে ভিন্ন পরমাত্মার তত্ত্ব না জানায় নিশ্চয়ই শরীর ধারণ করিয়া থাকে এবং কাম-ক্রোধাদি দোষসকলের বশবর্ত্তী হয় । ৪৯

'সর্গ' নাম হইল অব্যক্ত প্রকৃতির এবং ইহা হইতে ভিন্ন পঞ্চবিংশ তত্ত্বজ্ঞানী পরমাত্মাকে 'অসর্গ' বলা হয় । যে সব ব্যক্তি ইহাদের এইভাবে জানেন, তাঁহাদের আর যাতায়াতের ভয় থাকে না । ৫০

শ্রীবসুধর্মি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্ব্বে বশিষ্ঠ-করালজনক সংবাদ-বিষয়ক ষড়ধিকত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

সপ্তাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ।

[বিদ্যাবিদ্যয়োঃ, অক্ষর-ক্ষরয়োঃ, প্রকৃতি পুরুষয়োশ্চ স্বরূপবর্ণনম্, বিবেকিনো জনস্যোক্তিকথনঞ্চ ।]

বশিষ্ঠ উবাচ

সাংখ্যদর্শনমেতাবদুক্তং তে নৃপসত্তম ।
বিদ্যাবিদ্যে ত্বিদানীং মে ত্বং নিবোধানুপূর্বশঃ । ১
অবিদ্যামাহুরব্যক্তং সর্গপ্রলয়ধর্মি যৎ ।
সর্গপ্রলয়নির্মুক্তাং বিদ্যাং বৈ পঞ্চবিংশকঃ । ২
পরস্পরস্তু বিদ্যাং বৈ ত্বং নিবোধানুপূর্বশঃ
যথোক্তমৃষিভিস্তাত সাংখ্যজ্ঞানদর্শনম্ । ৩

কর্মেন্দ্রিয়াণাং সর্বেষাং বিদ্যা বুদ্ধীন্দ্রিয়ং স্মৃতম্ ।
বুদ্ধীন্দ্রিয়াণাঞ্চ তথা বিশেষা ইতি নঃ শ্রুতম্ ৪৪
বিশেষাণাং মনস্তেষাং বিদ্যামাহুর্মনীষিণঃ ।
মনসঃ পঞ্চভূতানি বিদ্যা ইত্যভিচক্ষতে । ৫
অহঙ্কারস্তু ভূতানাং পঞ্চানাং নাত্র সংশয়ঃ ।
অহঙ্কারস্তু চ তথা বুদ্ধির্বিদ্যা নরেশ্বর । ৬

সপ্তাধিকত্রিশততম অধ্যায়

[বিদ্যা-অবিদ্যা, অক্ষর ক্ষর এবং প্রকৃতি পুরুষের স্বরূপ বর্ণন ও বিবেকী ব্যক্তির উক্তিকথন ।]

বশিষ্ঠ বলিলেন,—নৃপশ্রেষ্ঠ ! এই পর্য্যন্ত আমি তোমাকে সাংখ্যদর্শনের কথা বলিলাম । এখন এই সময় তুমি আমার নিকট হইতে ক্রমশঃ বিদ্যা ও অবিদ্যার বর্ণনা শ্রবণ কর । ১

মুনিগণ সৃষ্টি ও প্রলয়রূপ ধর্মযুক্ত অব্যক্তকেই অবিদ্যা বলেন এবং চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হইতে পরে যে পঞ্চবিংশতিতম তত্ত্ব পরম পুরুষ পরমাত্মা, যিনি সৃষ্টি ও প্রলয় হতে ; তাঁহাকে বিদ্যা বলেন । ২

তাত ! ঋষিগণ যেভাবে সাংখ্যদর্শনের কথা বলিয়াছেন, সেইরূপে তুমি অব্যক্তের যে পারস্পরিক ভেদ, উহাদের মধ্যে যে যাহার বিদ্যা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ উহার বর্ণনা তুমি শ্রবণ কর । ৩

আমরা শুনিয়াছি যে, কর্মেন্দ্রিয়ের বিদ্যা জ্ঞানেন্দ্রিয় বলিয়া কথিত হইয়াছে অর্থাৎ কর্মেন্দ্রিয় হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিদ্যা পঞ্চমহাভূত । ৪

মনীষী পুরুষগণ বলেন যে, স্থূল পঞ্চমহাভূতের বিদ্য হইল মন এবং মনের বিদ্যা হইল সূক্ষ্ম পঞ্চমহাভূত । ৫

নরেশ্বর ! এই সূক্ষ্ম পঞ্চ মহাভূতের বিদ্যা অহঙ্কার, ইহাতে

বিদ্যা প্রকৃতিরব্যক্তং তদ্ধানাং পরমেশ্বরী
বিদ্ধা জ্ঞেয়া নরশ্রেষ্ঠ বিদ্ধি চ পরমং স্মৃতঃ ॥ ৭
অব্যক্তস্য পরং প্রাহুর্বিদ্যাং বৈ পঞ্চবিংশকম্।
সর্বস্য সর্ববিদ্ভাক্তং জ্ঞেয়ং জ্ঞানদা পার্থিব ॥ ৮
জ্ঞানমব্যক্তমিত্যুক্তং জ্ঞেয়ো বৈ পঞ্চবিংশকঃ।
তত্রৈব জ্ঞানমব্যক্তং বিদ্যাতা পঞ্চবিংশকঃ ॥ ৯
বিদ্যাবিদ্যার্থতত্ত্বেন ময়োক্তা তে বিশেষতঃ।
অক্ষরঞ্চ ক্ষরং চৈব যদুক্তং তন্নিবোধ মে ॥ ১০
উভাবেবাক্ষরাবুক্তাবুভাবেতাবনক্ষরৌ।
কারণং তু প্রবক্ষ্যামি যথাতত্ত্বং তু জ্ঞানতঃ ॥ ১১
অনাদিনিধনাবেতাবুভাবেবেশ্বরৌ মতৌ।
তত্ত্বসংজ্ঞাবুভাবেতৌ প্রোচ্যেতে জ্ঞানচিন্তকৈঃ ॥ ১২
সর্গপ্রলয়ধর্মত্বাদেবাক্তং প্রাহুরক্ষরম্।

কোনও সংশয় নাই এবং অহঙ্কারের বিদ্যা বুদ্ধি বলিয়া কথিত আছে। ৬

নরশ্রেষ্ঠ! অব্যক্তনারী যে পরমেশ্বরী প্রকৃতি, তিনি সমস্ত তত্ত্বসমূহের বিদ্যা। এই বিদ্যা জানিবার যোগ্য। ইহার জ্ঞানকে পরম বিধি বলে। ৭

পঞ্চবিংশ তত্ত্বরূপে যে পরমপুরুষ পরমাত্মার কথা বলা হইয়াছে, তাঁহাকে অব্যক্ত প্রকৃতির পরম বিদ্যা বলে জানুন। ইনিই সমস্ত জ্ঞানের স্বরূপ জ্ঞেয়। ৮

অব্যক্ত প্রকৃতিকে 'জ্ঞান' বলা হইয়াছে এবং পঞ্চবিংশ তত্ত্বরূপী পরমপুরুষ পরমাত্মা হইলেন 'জ্ঞেয়'। এইরূপেই জ্ঞান হইল অব্যক্ত এবং ইহার জ্ঞাতা হইলেন পরমপুরুষ। ৯

রাজন্! আমি তোমার নিকটে যথার্থরূপে বিদ্যারূপ অবিদ্যা বিশেষভাবে বর্ণনা করিলাম। এখন যাহাকে ক্ষর ও অক্ষর তত্ত্ব বলা হইয়াছে, উহা আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর। ১০

সাংখ্যশাস্ত্রে প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই অক্ষর বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে এবং ইহারা উভয়ে আবার ক্ষর বলিয়াও কথিত হন। আমি নিজের জ্ঞানানুসারে ইহার যথার্থ কারণ তোমাকে বলিব। ১১

ইহারা উভয়েই অনাদি ও অনন্ত; অতএব পরস্পর সংযুক্ত হইয়াই ইহারা উভয়ে ঈশ্বর (সর্বসমর্থ) বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন। সাংখ্যজ্ঞানবিচারকারী বিদ্বান্‌গণ এই উভয়কেই 'তত্ত্ব' বলিয়া

তদেতদ্ গুণসর্গায় বিকুর্বাণঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ১৩
গুণানাং মহদাদীনামুৎপত্তিশ্চ পরস্পরম্।
অধিষ্ঠানাৎ ক্ষেত্রমাহুরেতত্তৎ পঞ্চবিংশকম্ ॥ ১৪
যদা তু গুণজালং তদব্যক্তাদ্বনি সংক্ষিপেৎ।
তদা সহ গুণৈরেতন্ত পঞ্চবিংশো বিলীয়তে ॥ ১৫
গুণা গুণেষু লীয়ন্তে তত্রৈকা প্রকৃতির্ভবেৎ।
ক্ষেত্রজ্ঞোঽপি যদা তাত তৎক্ষেত্রে সম্প্রলীয়তে ॥ ১৬
তদা ক্ষরন্তঃ প্রকৃতির্গচ্ছতে গুণসংশ্রিতা
নির্গুণত্বঞ্চ বৈদেহ গুণেষ্বপ্রতিবর্তনাৎ ॥ ১৭
এবমেব চ ক্ষেত্রজ্ঞঃ ক্ষেত্রজ্ঞানপরীক্ষয়ে
প্রকৃত্যা নির্গুণত্বেন ইত্যেবমনুশুশ্রুম ॥ ১৮
ক্ষরো ভবতোঽথ যদা তদা গুণবতীমথ
প্রকৃতিং বৃত্তিভাবাত্তি নির্গুণঃ গুণাশ্রয়ঃ ॥ ১৯

অভিহিত করিয়াছেন। ১২

সৃষ্টি ও প্রলয় প্রকৃতির ধর্ম। সেইজন্য প্রকৃতিকে 'অক্ষর' বলা হয়। এই প্রকৃতিই মহত্তত্ত্বাদি গুণসমূহের সৃষ্টির জন্য বারংবার বিকারপ্রাপ্ত হন, সেইজন্য তাঁহাকে 'ক্ষর'ও বলা হয়। ১৩

মহত্তত্ত্বাদি গুণসকলের উৎপত্তি প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয়ের সংযোগেই হইয়া থাকে; অতএব পরস্পর পরস্পরের অধিষ্ঠান হওয়ায় পুরুষকেও ক্ষেত্র বলা হয়। ১৪

যোগী যখন নিজের যোগের প্রভাবে প্রকৃতির গুণসমূহকে অব্যক্ত মূল প্রকৃতিতে লীন করিয়া দেন, তখন সেই সব গুণের বিলয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পঞ্চবিংশ তত্ত্বরূপী পুরুষও পরমাত্মায় লীন হন। এই দৃষ্টিতে তিনিও 'ক্ষর' বলিয়া উক্ত হন। ১৫

তাত! যখন কার্যকৃত গুণসমূহ কারণকৃত গুণসকলে লীন হইয়া যায়, সেই সময় সব কিছু একমাত্র প্রকৃতিস্বরূপ হইয়া থাকে এবং যখন ক্ষেত্রজ্ঞও পরমাত্মায় লীন হন, তখন তাঁহারও পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না। ১৬

বিদেহরাজ! সেই সময় ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি ক্ষয়কে (নাশকে) প্রাপ্ত হন এবং পুরুষও গুণে প্রবৃত্ত না হওয়ায় নির্গুণ (গুণাতীত) হইয়া যান। ১৭

এইভাবে যখন ক্ষেত্রের জ্ঞান থাকে না অর্থাৎ পুরুষের প্রকৃতির জ্ঞান থাকে না, তখন তিনি স্বভাবতই নির্গুণ হইয়া যান —এরূপ আমরা শুনিয়াছি। ১৮

যখন এই পুরুষ ক্ষর হন অর্থাৎ পরমাত্মায় লীন হইয়া যান

* এই শ্লোকের বিভিন্নরূপ ব্যাখ্যাও দেখা যায়—"নরশ্রেষ্ঠ! অব্যক্তনারী পরমেশ্বরী প্রকৃতি সমস্ত মহদাদি তত্ত্বসমূহেরই বিদ্যা এবং শ্রুতিকথিত পরম বিধাতা হইলেন প্রকৃতির বিদ্যা।

তদা বিশুদ্ধো ভবতি প্রকৃতেঃ পরিবর্জনাৎ
অন্যোঽহমস্যেতি যদা বুধ্যতি বুদ্ধিমান ॥ ১০
তস্যৈব তত্ত্বতামেতি ন চাপি মিশ্রতাং ব্রজেৎ।
প্রকৃত্যা চৈব রাজেন্দ্র বিমুক্তো ভবতি দৃশ্যতে ॥ ১১
যদা তু গুণজালং তৎ প্রকৃতঃ বৈ মুঞ্চতে।
পশ্যতে চ পরং পশ্যং তদা পশ্যন্ন সজ্জতে ॥ ১২
কিং ময়া কৃতমেতাবদ্ যোঽহং কালমিমং জনম্
মৎস্তো জ্ঞানং হ্যবিজ্ঞানাদনুবর্তিতবানিহ ॥ ১৩
অহমেব হি সম্মোহাদন্যমন্যং জনাজনম্।
মৎস্তো যথোদকজ্ঞানাদনুবর্তিতবানহম্ ॥ ১৪
মৎস্যো যথোদকজ্ঞানাদুদকান্নাভিমন্যতে।
আত্মানং তদবজ্ঞানাদন্যঃ নৈব বেদ্মাহম্ ॥ ১৫

সেই সময় তিনি প্রকৃতির সম্পর্ক ও নিজের বিশুদ্ধত্বকে যথার্থরূপে বুঝিতে পারেন ॥ ১০

এইরূপ জ্ঞানী মানুষ যখন ইহা জানিতে পারেন যে, আমি অন্য এবং এই প্রকৃতি আমা হইতে ভিন্ন, তখন তিনি প্রকৃতি হইতে রহিত হওয়ায় নিজের শুদ্ধ স্বরূপে স্থিত হন ॥ ১১

রাজেন্দ্র ! প্রকৃতির সহিত সংযোগের সময় তাঁহা হইতে অভিন্নের ন্যায় প্রতীতি হওয়ায় সেই পুরুষ যেন তদ্রূপতাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়, কিন্তু সেই অবস্থাতেও তাঁহার প্রকৃতির সহিত মিলন হয় না, তাঁহার পার্থক্য থাকিয়াই যায়। এই ভাবে পুরুষ প্রকৃতির সহিত সংযুক্ত ও তাঁহা হইতে ভিন্ন রূপেও দৃষ্টিগোচর হন ॥ ১২

যখন তিনি প্রাকৃত গুণসকলকে কুৎসিত বোধ করিয়া তাহা হইতে বিরত হন, সেই সময় তিনি পরম দর্শনীয় পরমাত্মার দর্শন লাভ করেন এবং তাঁহাকে দর্শন করত পুনরায় তাঁহাকে আর ত্যাগ করেন না অর্থাৎ তাঁহা হইতে পৃথক থাকেন ॥ ১৩

(যে সময় জীবাত্মার বিবেক হয়, সেই সময় তিনি এরূপ বিচার করিতে থাকেন যে,) অহো ! আমি এ কি করিয়াছি ? যেরূপ মৎস্য ধরিতে যাইয়া জালের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ আমিও আজ পর্যন্ত এ সংসারে এই প্রাকৃত শরীরেরই অনুসরণ করিয়া যাইতেছি ॥ ১৪

যেরূপ মৎস্য অজ্ঞানবশতঃ নিজেকে জল হইতে ভিন্ন বলিয়া বোধ করে না, সেইরূপ আমিও অজ্ঞতাবশতঃ এই প্রাকৃত শরীর হইতে নিজেকে ভিন্ন বলিয়া বুঝিতে পারি নাই ॥ ১৫

মূর্খ আমাকে ধিক্ ! যে আমি সংসার-সাগরে নিমগ্ন এই দেহকে আশ্রয় করত মোহবশতঃ একদেহ হইতে অন্য দেহের অনুসরণ করিয়া যাইতেছি ॥ ১৬

প্রকৃতপক্ষে এ জগতের মধ্যে এই পরমাত্মাই আমার বন্ধু (উপকারকারী)। ইঁহারই সহিত আমার মৈত্রী হইতে পারে। পূর্বে আমি যাহাই থাকি না কেন ? এই সময় আমি ইঁহার সমানতা ও একত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি, অতএব এখন তিনি যেরূপ, আমিও সেরূপ ॥ ১৭

এখন আমি ইঁহার তুলনা আমাতে দেখিতে পাইতেছি। আমি অবশ্যই ইঁহারই সদৃশ। এই পরমাত্মা অত্যন্ত নির্মল – ইহা স্পষ্ট এবং আমিও ইঁহারই সমান নির্মল ॥ ১৮

যদিও আমি বর্তমানে আসক্তিহীন হইয়াছি, তথাপি আমি অজ্ঞান ও মোহের বশীভূত হইয়া এতকাল পর্যন্ত এই আসক্তিময়ী জড় প্রকৃতির সহিত সানন্দে বাস করিয়া যাইতেছি ॥ ১৯

এই প্রকৃতি আমাকে এরূপ বশীভূত করিয়াছিল যে, আমি আজ পর্যন্ত উহা বুঝিতেই পারি নাই। এই প্রকৃতি উচ্চ, মধ্যম ও নীচ সব শ্রেণীর লোকেরই সহিত বাস করে ; সুতরাং আমি ইহার সহিত কিভাবে বাস করিব ? ॥ ২০

যে আমার সহিত সংযুক্ত হইয়া আমার সমানতা করিতে থাকে, এরূপ প্রকৃতির সহিত আমি মূর্খতাবশতঃ কিভাবে সহবাস করিতে পারি ? আহা, এখন আমি স্থির হইয়া যাইলাম ॥ ২১

সহবাসং ন যাস্যামি কালমেতদ্ধি বঞ্চনাৎ।
বঞ্চিতোঽস্মানয়া দৃষ্টি নির্বিকারো বিকারয়া ॥ ৩১
ন চায়মপরাধোঽস্যা ত্বপরাধো মমৈব হি।
মোহমজ্ঞানভবং সঙ্গঃ পরাঙ্মুখমুপস্থিতঃ ॥ ৩২
ততোঽস্মি বহুরূপাসু স্থিতো মূর্তিষ্বমূর্তিমান্।
অমূর্তশ্চাপি মূর্তাসু মমত্বেন প্রবর্ধিতঃ ॥ ৩৩
প্রাক্ কৃতেন মমত্বেন তাসু তাসিহ যোনিষু।
নিয়মস্তু মমত্বেন কিং কৃতং তাসু তাসু চ ॥ ৩৪
যোনীষু বর্তমানেন নষ্টসংজ্ঞেন চেতসা।
ন মমাত্মানয়া কার্যমহঙ্কারকৃতাত্মনা ॥ ৩৫
আত্মানং বহুধা কৃত্বা যেয়ং ভূয়ো যুনক্তি মাম্।
ইদানীমেব বুদ্ধোঽস্মি নির্মমো নিরহঙ্কৃতঃ ॥ ৩৬
মমত্বমনয়া নিত্যমহঙ্কারকৃতাত্মকম্।
অপেত্যাবসিষ্যে হিত্বা সঙ্গপ্রিয়ে নিরাময়ম্ ॥ ৩৭
অনেন সাম্যং যাস্যামি নানয়াহমচেতয়া।
ক্ষেত্রং মম সহানেন নৈকত্বমনয়া সহ ॥ ৩৮
এবং পঞ্চদশযোগাৎ পঞ্চবিংশোঽনুবুদ্ধবান্।
অক্ষরত্বং নিবদ্ধেত ত্যক্ত্বা ক্ষরমনাময়ম্ ॥ ৩৯
অব্যক্তং ব্যক্তধর্মাণং সগুণং নির্গুণং তথা।
নির্গুণং প্রথমং দৃষ্ট্বা তাদৃগ্ ভবতি মৈথিল ॥ ৪১
অক্ষর-ক্ষরয়োরেতদুক্তং তব নিদর্শনম্।
মন্নেহ জ্ঞানসম্পন্না যথোক্তির্নিদর্শনাৎ ॥ ৪১
নিঃসন্দিগ্ধঞ্চ সূক্ষ্মঞ্চ বিবৃদ্ধং বিমলং যথা।
প্রবক্ষ্যামি ত্বহং তে ভূয়স্তন্নিবোধ যথাক্রমম্ ॥ ৪২
সাংখ্য-যোগৌ ময়া প্রোক্তৌ শাস্ত্রদ্বয়নিদর্শনাৎ
যদেব শাস্ত্রং সাংখ্যোক্তং যোগদর্শনমেব তৎ ॥ ৪৩

আমি নির্বিকার হইয়াও এই বিকারময়ী প্রকৃতির দ্বারা প্রতারিত হইয়াছি। এতকাল পর্যন্ত আমি ইহার দ্বারা বঞ্চিত হইয়া আসিতেছি; সেইজন্য আমি এখন আর ইহার সহিত বাস করিব না।৩১

কিন্তু ইহাতে তাহার কোন অপরাধ নাই, এ অপরাধ আমারই, যে আমি পরমাত্মা হইতে বিমুখ হইয়া ইহাতেই আসক্ত হইয়া ছিলাম।৩২

যদিও আমি সর্বথা অমূর্ত অর্থাৎ কোন আকার আমার নাই, তথাপি আমি প্রকৃতির অনেক রূপবিশিষ্ট মূর্তির মধ্যে বাস করিয়া দেহধারী হইয়াও মমতার দ্বারা পরাজিত হওয়ায় দেহধারী হইয়াছি।৩৩

পূর্বে আমি যে ইহার সহিত মমতা করিয়াছিলাম, সেইজন্য আমাকে ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছে। যদিও আমি মমতারহিত ছিলাম তথাপি এই প্রকৃতিজনিত মমতা ভিন্ন ভিন্ন যোনিসমূহে আমাকে পাতিত করিয়া আমাকে দুর্দশাগ্রস্ত করিয়া দিয়াছে।৩৪

ইহার সহিত বিভিন্ন যোনিতে অবস্থান করায় আমার চৈতন্য নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, এখন এই অহঙ্কারময়ী প্রকৃতির দ্বারা আমার কোন প্রয়োজন নাই।৩৫

এখনও সে বহুবিধ রূপ ধারণ করিয়া আমার সহিত সংযোগের চেষ্টা করিয়া যাইতেছে; কিন্তু আমি সাবধান হইয়া গিয়াছি, সেইজন্য মমতা ও অহঙ্কারহীন হইতে পারিয়াছি।৩৬

আমি নির্বিকার হইয়াও এই বিকারময়ী প্রকৃতির দ্বারা প্রতারিত হইয়াছি। এতকাল পর্যন্ত আমি ইহার দ্বারা বঞ্চিত হইয়া আসিতেছি; সেইজন্য আমি এখন আর ইহার সহিত বাস করিব না।৩১

কিন্তু ইহাতে তাহার কোন অপরাধ নাই, এ অপরাধ আমারই, যে আমি পরমাত্মা হইতে বিমুখ হইয়া ইহাতেই আসক্ত হইয়া ছিলাম।৩২

যদিও আমি সর্বথা অমূর্ত অর্থাৎ কোন আকার আমার নাই, তথাপি আমি প্রকৃতির অনেক রূপবিশিষ্ট মূর্তির মধ্যে বাস করিয়া দেহধারী হইয়াও মমতার দ্বারা পরাজিত হওয়ায় দেহধারী হইয়াছি।৩৩

পূর্বে আমি যে ইহার সহিত মমতা করিয়াছিলাম, সেইজন্য আমাকে ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছে। যদিও আমি মমতারহিত ছিলাম তথাপি এই প্রকৃতিজনিত মমতা ভিন্ন ভিন্ন যোনিসমূহে আমাকে পাতিত করিয়া আমাকে দুর্দশাগ্রস্ত করিয়া দিয়াছে।৩৪

ইহার সহিত বিভিন্ন যোনিতে অবস্থান করায় আমার চৈতন্য নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, এখন এই অহঙ্কারময়ী প্রকৃতির দ্বারা আমার কোন প্রয়োজন নাই।৩৫

এখনও সে বহুবিধ রূপ ধারণ করিয়া আমার সহিত সংযোগের চেষ্টা করিয়া যাইতেছে; কিন্তু আমি সাবধান হইয়া গিয়াছি, সেইজন্য মমতা ও অহঙ্কারহীন হইতে পারিয়াছি।৩৬

এখন আমি ইহাকে এবং ইহার অহঙ্কারপ্রসূতী মমতাকে পরিত্যাগ করত ইহাকে সর্বথা অতিক্রম করিয়াই আমি নিরাময় পরমাত্মারই শরণ গ্রহণ করিব।৩৭

সেই পরমাত্মার সমানত্বপ্রাপ্তি হইতে সরেই থাকিব। এই জড় প্রকৃতির সহিত আর থাকিব না। পরমাত্মার সহিত সংযোগ করিলেই আমার কল্যাণলাভ হইবে, এই প্রকৃতির সহিত নহে।৩৮

এইরূপ উত্তম বিচারের দ্বারা নিজের স্বরূপে জ্ঞানলাভ করত চতুর্বিংশতি তত্ত্বের পরে পঞ্চবিংশ তত্ত্ব আত্মা ক্ষরভাব (বিনাশশীলতা) ত্যাগ করত নিরাময় অক্ষরভাবকে প্রাপ্ত হন।৩৯

বিবিধোপপত্তি করাসহকারে: অব্যক্ত প্রকৃতি, ব্যক্ত মহত্তত্ত্বাদি, সগুণ জড়বর্গ, নির্গুণ আত্মা এবং সকলের আধিষ্ঠাতা নির্গুণ পরমাত্মাকে সাক্ষাৎকার করত মানুষ যখন সেইরূপ হইয়া যায়।৪১

রাজন্! বেদে যেরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহারই অনুরূপ এই ক্ষর ও অক্ষরের বিচারকারী জ্ঞান আমি তোমাকে শুনাইলাম।৪২

এখন পুনরায় শ্রুতি অনুসারে সন্দেহরহিত, সূক্ষ্ম ও অত্যন্ত নির্মল জ্ঞানের কথা তোমাকে বলিব, তুমি উহা শ্রবণ কর।৪৩

আমি সাংখ্য ও যোগ উভয়ই পূর্বে বলিয়াছি, উভয়ের মধ্যে এই উভয়ের পৃথক্ পৃথক্ দুইটি শাস্ত্রও বর্ণনা করিয়াছি, কিন্তু

প্রবোধনকরং জ্ঞানং সাংখ্যানামযমীপতে
বিস্পষ্টং প্রোচ্যতে তত্র সিদ্ধানাং হিতকাম্যয়া ॥ ৪৫
বৃহচ্ছৈবমিদং শাস্ত্রমিত্যাহুর্বিদুষো জনাঃ।
অস্মিংস্তে শাস্ত্রে যোগানাং পুনর্বেদে পুরঃসরঃ ॥ ৪৬
পঞ্চবিংশাৎ পরং তত্ত্বং পঠ্যতে ন নরাধিপ।
সাংখ্যানাং তু পরং তত্ত্বং যথাবদনুবর্ণিতম্ ॥ ৪৭

প্রকৃতপক্ষে যাহা সাংখ্যশাস্ত্র, উহাই যোগশাস্ত্রও (কারণ উভয়েরই ফল এক) ॥ ৪৪

ভৃগু : আদি সিদ্ধগণের হিতকামনায় তাঁহাদের জ্ঞানজনক এই সাংখ্যদর্শন তোমাদের নিকট স্পষ্টরূপে বলিলাম ॥ ৪৫

বিদ্বান্ পুরুষগণ বলেন যে, এই সাংখ্যশাস্ত্র বৃহান্। এই শাস্ত্রে, যোগশাস্ত্রে ও বেদে অধিক প্রামাণিকতা বোধ করিয়া মানুষের ইহা অধ্যয়নের জন্য অগ্রসর হওয়া উচিত ॥ ৪৬

নরনাথ ! সাংখ্যশাস্ত্রের আচার্যগণ পঞ্চবিংশতত্ত্বের পর আর কোন তত্ত্ব বর্ণনা করেন নাই। আমি সেই সাংখ্যশাস্ত্রের পরম তত্ত্ব যথাযথরূপে বর্ণনা করিলাম ॥ ৪৭

বৃহদ্বপ্রতিবুদ্ধত্বাদ্ বুধ্যমানস্তু তত্ত্বতঃ।
বুধ্যমানস্তু বুদ্ধস্তু প্রাহুর্যোগনিদর্শনম্ ॥ ৪৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি বশিষ্ঠকরালজনকসংবাদে সপ্তাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩০৭

যিনি নিত্য জ্ঞানসম্পন্ন পরমব্রহ্ম পরমাত্মা, তিনিই বৃহৎ এবং পরমাত্মতত্ত্ব না জানায় যে ব্যক্তি উহার ভিন্নরূপ জীবাত্মা, উহাকে 'বুধ্যমান' বলা হয়। এইরূপ যোগের সিদ্ধান্তানুসারে বৃহৎ (নিত্য জ্ঞানসম্পন্ন পরমাত্মা) এবং বুধ্যমান (ভিন্নরূপ জীব)—এই উভয়কে ভেদযুক্ত বলিয়া স্বীকার করা হয় ॥ ৪৮

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে বশিষ্ঠ ও করালজনকের সংবাদ বিষয়ক সপ্তাধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[করাক্ষর-পঞ্চশিখসংবাদ : তত্ত্ববর্ণনম্, জীবস্য নানাত্বৈকত্বদৃষ্টান্তঃ, উপদেশে অধিকারানধিকারিকথনম্, বশিষ্ঠকরালজনক-সংবাদস্যোপসংহারশ্চ।]

বশিষ্ঠ উবাচ

অথ বুদ্ধত্বাবুদ্ধত্বমিদং গুহ্যবিধিং শৃণু।
আত্মানং বহুধা কৃত্বা ব্রাহ্মেব প্রবিচক্ষতে ॥ ১
এতদেবং বিকুর্বাণো বুধ্যমানো ন বুধ্যতে।
গুণান্ ধারয়তে হ্যেষ সৃজত্যাক্ষিপতে তথা ॥ ২
অক্ষরঃ ক্ষিপ্য ক্রীড়ার্থং বিকরোতি জনাধিপ।
অব্যক্তবোধনাচ্চৈব বুধ্যমানং বদন্ত্যপি ॥ ৩
ন ত্বেব বুধ্যতেঽব্যক্তং সন্তত্বং তাত নির্গুণম্।
কদাচিৎ ত্বেব খল্বেতদক্ষরপ্রতিবুদ্ধকম্ ॥ ৪
বুধ্যতে যদি বাব্যক্তমেতদ্ বৈ পঞ্চবিংশকম্।
বুধ্যমানো ভবত্যেব সজ্ঞাত্মক ইতি শ্রুতিঃ
অনেনাপ্রতিবুদ্ধেতি বদন্ত্যব্যক্তমচ্যুতম্ ॥ ৫

অষ্টাধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

[করাক্ষর ও পরমাত্মার তত্ত্ববর্ণন, জীবের নানাত্ব এবং একত্বের দৃষ্টান্ত, উপদেশের অধিকারী ও অনধিকারীকথন এবং বশিষ্ঠ-করালজনক সংবাদের উপসংহার।]

বশিষ্ঠ বলিলেন,—ব্রাহ্মন্ ! এখন বুদ্ধ (পরমাত্মা), অবুদ্ধ (জীবাত্মা) ও এই জগন্ময়ী সৃষ্টির (প্রাকৃত প্রপঞ্চের) কথা শ্রবণ কর। জীবাত্মা নিজেকে নিজে অনেকরূপে প্রকটিত করিয়া সেই সব রূপ সত্য মনে করত দেখিতে থাকেন ॥ ১

প্রকৃত জ্ঞানবান্ হইলেও এইরূপ প্রকৃতির সংসর্গে বিকারগ্রস্ত হইয়া জীবাত্মা ব্রহ্মকে জানিতে পারেন না। তিনি জগৎকল্পকে ধারণ করেন, অতএব কল্পের অভিমান লইয়া সৃষ্টি ও সংহার করিতে থাকেন ॥ ২

জনাধিপ ! জীবাত্মা কখনও ক্রীড়া করিবার জন্যই বিকারগ্রস্ত হন। তিনি অব্যক্ত প্রকৃতিকে জানেন, এইজন্য ঋষিগণ উহাকে 'বুধ্যমান' বলিয়া অভিহিত করেন ॥ ৩

তাত ! পরমব্রহ্ম পরমাত্মা সত্তত্ব কিংবা নির্গুণ, ইহা প্রকৃতি কখনও জানিতে পারেন না, (কারণ, তিনি জড়) অতএব সাংখ্যবাদী পণ্ডিতগণ এই প্রকৃতিকে অপ্রতিবুদ্ধ (জ্ঞানশূন্য) বলেন ॥ ৪

যদি ইহা মানিতে হয় যে, প্রকৃতিও জানেন, তবে তিনি পঞ্চবিংশ তত্ত্বস্বরূপ পুরুষের দ্বারা সংযুক্ত হইয়াই জানিতে পারেন।

অব্যক্তবোধনাচ্চাপি বুধ্যমানং বদন্ত্যুত।
পঞ্চবিংশং মহাত্মানং ন চাসাবপি বুধ্যতে ॥ ৬
ষড়্বিংশং বিমলং বুদ্ধমপ্রমেয়ং সনাতনম্।
স তু তং পঞ্চবিংশঞ্চ চতুর্বিংশঞ্চ বুধ্যতে ॥ ৭
দৃশ্যাদৃশ্যে হ্যনুগতঃ স্বভাবেন মহাংস্ত্যুত।
অব্যক্তমত্র তদ্ ব্রহ্ম বুধ্যতে তাত কেবলম্ ॥ ৮
কেবলং পঞ্চবিংশঞ্চ চতুর্বিংশং ন পশ্যতি।
বুধ্যমানো ধ্রুবাত্মানমজ্ঞোঽহমিতি মন্যতে ॥ ৯
তদা প্রকৃতিমানেষ ভবত্যব্যক্তলোচনঃ।
বুধ্যতে চ পরাং বুদ্ধিং বিশুদ্ধামমলাং যদা ॥ ১০
ষড়্বিংশো রাজশার্দূল তথা বুদ্ধ্যবমার্জতে।
ততস্তাজতি সোঽব্যক্তং সর্গপ্রলয়ধর্মি বৈ ॥ ১১
নির্গুণঃ প্রকৃতিঃ যেষ গুণযুক্তামচেতনাম্।
ততঃ কেবলধর্মাসৌ ভবত্যব্যক্তদর্শনাৎ ॥ ১২
কেবলেন সমাগম্য বিমুক্তোঽস্মীতি মন্যতে।
এতৎ তু তত্ত্বমিত্যাহুর্নিস্তত্ত্বমজরামরম্ ॥ ১৩
তত্ত্বসংশ্রবণাদেতৎ তত্ত্বমস্ত চ মানদ।
পঞ্চবিংশতি তত্ত্বানি প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥ ১৪
ন চৈষ তত্ত্ববাংস্তাত নিস্তত্ত্বত্বেন বুদ্ধিমান্
এষ মুচ্যতি তত্ত্বং হি ক্ষিপ্রং বুদ্ধশ্চ লক্ষণম্ ॥ ১৫
ষড়্বিংশোঽস্মীতি প্রাজ্ঞো গৃহ্যমাণোঽজরামরঃ।
কেবলেন বলেনৈব সমস্তাঃ যাত্যসংশয়ম্ ॥১৬
ষড়্বিংশেন প্রবুদ্ধেন বুধ্যমানোঽপ্যবুদ্ধিমান্
এতদ্ব্যানাত্মমিত্যুক্তং সাংখ্যশ্রুতিনিদর্শনাৎ ॥ ১৭

প্রকৃতির সহিত সংযুক্ত হওয়ায় জীব সগুণাত্মক। সঙ্গী। হয়, ইহা শ্রুতির বচন। এই সগুণত্বের জন্যই অব্যক্ত ও অধিকারী জীবাত্মাকে সকল মানুষ 'মূঢ়' বলিয়া থাকে। ৫

পঞ্চবিংশ তত্ত্বস্বরূপ মহান্ আত্মা অব্যক্ত প্রকৃতিকে জানেন, সেইজন্য উঁহাকে 'বুধ্যমান' বলা হয়। কিন্তু তিনিও ষড়্বিংশ তত্ত্বরূপী নির্গুণ নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ অপ্রমেয় সনাতন পরমাত্মাকে জানেন না। সেই সনাতন পরমাত্মা এই পঞ্চবিংশ তত্ত্বরূপ জীবাত্মা ও চতুর্বিংশতিতত্ত্বরূপিণী প্রকৃতিকে জানেন। ৬-৭

তাত মহাতেজস্বী নরেশ! সেই অব্যক্ত ও অধিতীয় ব্রহ্ম এ-জগতে দৃশ্য এবং অদৃশ্য সকল বস্তুতেই স্বভাবতঃ বাস করিতেছেন, অতএব তিনি সকলকেই জানেন। ৮

চতুর্বিংশ তত্ত্বরূপিণী অব্যক্তপ্রকৃতি অধিতীয় ব্রহ্মকে দেখিতে পান না এবং পঞ্চবিংশ তত্ত্বরূপী জীবাত্মাকেও দেখিতে পান না; যখন জীবাত্মা অব্যক্ত ব্রহ্মের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া, বিবেকে প্রকৃত হইতে ভিন্ন বলিয়া মনে করেন, তখন তিনি প্রকৃতির অধিপতি হইয়া যান। ৯

নরশ্রেষ্ঠ! যখন জীবাত্মা শুদ্ধ ব্রহ্মবিষয়িণী, নির্মল এবং সর্বোৎকৃষ্ট বুদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন, তখন তিনি ষড়্বিংশ তত্ত্বরূপ পরমব্রহ্মের সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হইয়া তন্ময় হইয়া যান। এই অবস্থায় তিনি নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ স্বভাবেই প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকেন। তারপর তিনি সৃষ্টি ও প্রলয়রূপ ধর্মবিশিষ্টা অব্যক্তা প্রকৃতিকে সর্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া যান। ১০-১১

তিনি গুণসকলের অতীত হইয়া ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিকে ষড়ঙ্গরূপে জানিতে পারেন, এইভাবে প্রকৃতিকে 'নঞ' হইতে সকলপ্রকার অতীত দেখিতে থাকায় তিনি কেবলপ্রাপ্ত হইয়া যান। ১২

কেবল (অদ্বিতীয়) ব্রহ্মের সহিত মিলিত হইয়া সর্বপ্রকার বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করত নিজের পরমার্থস্বরূপ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন। তাহাকেই পরমার্থতত্ত্ব বলা হয়। ইহা সব তত্ত্বের অতীত ও জরামরণরহিত। ১৩

জ্ঞানদাতা নরেশ! জীবাত্মা তত্ত্বসকলকে আশ্রয় করিতে পারিলে তত্ত্বস্বরূপ প্রতীত হইয়া থাকেন। বাস্তবিক পক্ষে তিনি তত্ত্বসকলের দ্রষ্টামাত্র হওয়ায় তত্ত্বস্বরূপ নহেন অর্থাৎ সকল তত্ত্ব হইতে ভিন্ন। মনীষী পুরুষগণ এইভাবে (প্রকৃতির চতুর্বিংশতি তত্ত্বের সহিত) জীবাত্মাকে এক পৃথক্ তত্ত্ব ধরিয়া সর্বসমূহে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব প্রতিপাদন করেন। ১৪

তাত! এই জীবাত্মা প্রকৃতপক্ষে তত্ত্বসকলের অতীত অতএব তত্ত্বরূপ নহেন, কিন্তু জ্ঞানবান্ বলিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হইলে পরই তিনি অতিসত্বর প্রকৃত তত্ত্বসমূহ ত্যাগ করিয়া থাকেন এবং তাঁহার মধ্যে তখন নিত্য শুদ্ধ ব্রহ্মের লক্ষণ প্রকাশিত হইতে থাকে। ১৫

'আমি পঞ্চবিংশ তত্ত্ব হইতে ভিন্ন ষড়্বিংশতত্ত্ব পরমাত্মা নিত্য জ্ঞানসম্পন্ন এবং জানিবার যোগ্য অজর-অমরস্বরূপ'—এইরূপ বিচার করিতে করিতে জীবাত্মা কেবল বিবেকবলেই ব্রহ্মতা প্রাপ্ত হন, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ১৬

জীব ষড়্বিংশ তত্ত্ব জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মার প্রকাশেই জরামরণ জানে; কিন্তু উঁহাকে জানিয়াও পরমাত্মাকে না জানিতে পারে

চেতনেন সমেতস্য পঞ্চবিংশতিকস্য চ ।
একত্বং বৈ ভবত্যাশু যদা বুদ্ধ্যা ন বুধ্যতে ॥ ১৮
বুধ্যমানোঽপ্রবুদ্ধেন সমতাং যাতি মৈথিল ।
সঙ্গবন্ধো ভবত্যেষ নিঃসঙ্গাত্মা নরাধিপ ॥ ১৯
নিঃসঙ্গাত্মানমাসাদ্য ষড়্বিংশকমজং বিভুম্ ।
বিমুক্তাত্মেতি চাব্যক্তং যদা ত্বেতদ্ বিবুধ্যতে ॥ ২০
চতুর্বিংশমসারঞ্চ ষড়্বিংশঞ্চ প্রবোধনাৎ ।
এষ হ্যপ্রতিবুদ্ধশ্চ বুধ্যমানশ্চ তেঽনঘ ॥ ২১
প্রোক্তো বুদ্ধশ্চ তত্ত্বেন যথাপ্রকৃতিনির্দর্শনাৎ
নানাত্বৈকত্বমেতাবদ্ জ্ঞেয়ং শাস্ত্রদর্শনাৎ ॥ ২২
মশকোদুম্বরে যদ্বদন্যত্বং তদ্বদেতয়োঃ ।
মৎস্যোদকে যথা তদ্বদন্যত্বমুপলভ্যতে ॥ ২৩
এবমেবাবগন্তব্যং নানাত্বৈকত্বমেতয়োঃ ।
এতদ্ধি মোক্ষ ইত্যুক্তমব্যক্তজ্ঞানসংহিতম্ ॥ ২৪
পঞ্চবিংশতিকস্যাস্য যোঽন্যং বেদেষু বক্ষ্যতে ।
এষ মোক্ষবিদিত্যেতি প্রাহুরব্যক্তগোচরাৎ ॥ ২৫
সোঽয়মেবং বিমুচ্যেতে নাত্রাস্যেতি বিনিশ্চয়ঃ ।
পঞ্চেন পঞ্চমী চ ভবত্যেষ সমেতা বৈ ॥ ২৬
বিশুদ্ধসত্ত্বয়া শুদ্ধেন বুদ্ধেন চ স বুদ্ধিমান্ ।
বিমুক্তধর্মা মুক্তেন সমেতো পুরুষর্ষভ ॥ ২৭
বিযোগধর্মিণা চৈব বিমুক্তাত্মা ভবত্যথ ।
বিমোক্ষিণা বিমোক্ষশ্চ সমেতোঽয় তথা ভবেৎ ॥ ২৮
শুচিকর্মা শুচিশ্চৈব ভবত্যমিতদীপ্তিমান্ ।
বিমলাত্মা চ ভবতি সমেতো বিমলাত্মনা ॥ ২৯

সে অজ্ঞান-ই থাকিয়া যায়। এই অজ্ঞান ই জীবের নানাবিধ বন্ধনের কারণ বলিয়া কথিত হয়। ইহা শাস্ত্র ও শ্রুতির দৃষ্টান্ত সাহায্যে বুঝা যায়। ১৭

যখন জীবাত্মা বুদ্ধির দ্বারা ত্রয়োবিংশকে নিজের বলিয়া বোধ করেন না অর্থাৎ তাহার সহিত নিজের কোন সম্বন্ধ রাখেন না, তখনই নিত্য চেতন পরমাত্মার সহিত সাদৃশ্য হইয়া সেই জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত একতা হইয়া যান। ১৮

মিথিলাপতি জনকজনক! যতক্ষণ জীবাত্মা ত্রয়োবিংশকে নিজের বলিয়া মনে করিবেন, ততক্ষণ তিনি ত্রয়োবিংশের সমতা প্রাপ্ত হইতে থাকেন। যদিও তিনি স্বরূপতঃ অসঙ্গ, তথাপি প্রকৃতির সম্পর্কবশতঃ আসক্তিরূপ বন্ধনযুক্ত হইয়া যান। ১৯

ষড়্বিংশ তত্ত্বরূপ পরমাত্মা অজন্মা, সর্বব্যাপী ও সর্বজ্ঞতা-রহিত। তাঁহার শরণাগত হইয়া যখন জীবাত্মা তাঁহার স্বরূপ দর্শন করিয়া থাকেন, তখন পরমাত্মার জ্ঞানের প্রভাবে স্বয়ংও সর্বব্যাপী হইয়া যান এবং চতুর্বিংশতি তত্ত্বরূপিণী প্রকৃতিকে অসার বুঝিয়া পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। ২০-২১

নিষ্পাপ নরেন! এইরূপে আমি তোমাকে অপ্রতিবুদ্ধ (জড়), বুধ্যমান (অক্ষর জীবাত্মা) ও বুদ্ধ (জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা)- এই তিন তত্ত্ব প্রভৃতির নির্দেশানুসারে যথার্থরূপে প্রতিপাদন করিয়াছি। শাস্ত্রীয় দৃষ্টি অনুসারে জীবাত্মার নানাত্ব ও একত্ব এইভাবে বুঝিতে হইবে। ২১-২২

যেরূপ মশক ও মশকাক্রান্ত উদুম্বরফল একত্রে থাকিয়াও পরস্পর ভিন্ন, সেইরূপ প্রকৃতি ও পুরুষের ভিন্নতা আছে। যেরূপ মৎস্য ও জল পরস্পর ভিন্ন, সেইরূপ প্রকৃতি পুরুষের ভেদ উপলব্ধ হয়। ২৩

এইরূপ প্রকৃতি ও পুরুষের একতা এবং অনেকতা বুঝিতে হইবে। অব্যক্ত প্রকৃতির পুরুষের সহিত যে মিলন হেতু আছে, উহার যথার্থ জ্ঞানের দ্বারা মানুষ সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যায়। ইহাকেই মোক্ষ বলে। ২৪

এই দেহমধ্যে যে পঞ্চবিংশ তত্ত্বরূপী অক্ষরগামী পুরুষ বিদ্যমান আছেন, তাঁহাকে অব্যক্তের কার্যকৃত মহত্তত্ত্বাদির বন্ধন হইতে মুক্ত করা অবশ্যক, ইহা বিদ্বানগণ বলেন। ২৫

সেই এই জীবাত্মা পূর্বোক্ত প্রকারেই মুক্ত হইতে পারেন, অন্যথা নহে। ইহাই মহাপুরুষগণের সিদ্ধান্ত। এই জীবাত্মা অসঙ্গের সহিত মিলিত হইয়া উহাতেই লয়প্রাপ্তী হইয়া যান। ২৬

পুরুষপ্রবর! জীবাত্মা শুদ্ধ পুরুষের সঙ্গ করত বিশুদ্ধ ধর্মবিশিষ্ট হন। কোন জ্ঞানী বা বুদ্ধিমান্ পুরুষের সঙ্গ করিলে তিনি বুদ্ধিমান্ হইয়া থাকেন। কোন মুক্ত পুরুষের সহিত সঙ্গ স্থাপিত হইলে পর তাঁহার মধ্যে মুক্ত পুরুষের ন্যায় লক্ষণ প্রকাশিত হইতে থাকে। ২৭

যাঁহার প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, এরূপ পুরুষের সহিত মিলিত হইলে পর তিনি 'বিমুক্তাত্মা' হইয়া যান। যিনি মোক্ষধর্মের সহিত সংযুক্ত, তাঁহার সঙ্গ করিলে পর জীবের মোক্ষ লাভ হয়। ২৮

যাঁহার আচার-বিচার শুদ্ধ, তাঁহার সহিত মিলিত হইলে তিনি পবিত্রকর্মা ও পবিত্র হইয়া যান। যাঁহার অন্তঃকরণ নির্মল, তাঁহার সম্পর্কে আসিলে পর তিনিও নির্মলাত্মা ও অমিততেজস্বী হইয়া থাকেন। ২৯

কেবলাদ্ তথা চৈব কেবলেন সমেত্য চৈব
স্বতন্ত্রশ্চ স্বতন্ত্রেণ স্বতন্ত্রত্বমবাপ্নুতে ॥ ৩০

এতাবদেতৎ কথিতং ময়া তে
তথা মহান্তঞ্চ যথার্থতত্ত্বম্
অসংশয়স্থঃ পরিগৃহ্য চার্থং
সনাতনং ব্রহ্ম বিশুদ্ধমাত্মন্ ॥ ৩১

নাবেদনিষ্ঠস্য জনস্য রাজন্
প্রদেয়মেতৎ পরমং কথা ত্বয়া
বিবিৎসমানায় বিবোধকারণং
প্রবোধহেতোঃ প্রণতস্য শাসনম্ ॥ ৩২

ন দেয়মেতচ্চ তথানৃতাত্মনে
শঠায় ক্লীবায় ন ভিন্নবুদ্ধয়ে ।
ন পণ্ডিতজ্ঞানপরোপতাপিনে
দেয়ং তু দেয়ং বিবোধ যাদৃশে ॥৩৩

শ্রদ্ধান্বিতায়াথ গুণান্বিতায়
পরাপবাদাদ্ বিরতায় নিত্যম্ ।
বিশুদ্ধলোকায় বৃষায় নিত্যং
ক্রিয়াবতে চ ক্ষমিণে হিতায় ॥ ৩৪

বিনিকৃতীনায় বিধিপ্রিয়ায়
বিবাদহীনায় বহুশ্রুতায় ।
বিজানতে চৈব ন চাভিতপ্যতে
দমে চ শক্তায় শমে চ দেয়ম্ ॥ ৩৫

এতৈশ্চ হৈনীনতমে ন দেয়-
মেতৎ পরং ব্রহ্ম বিশুদ্ধমাত্মঃ ।
ন শ্রেয়সা যোক্ষ্যতি তাদৃশেন কৃতং
ধর্মপ্রবক্তারমপাত্রদানাৎ ॥ ৩৬

পৃথ্বীমিমাং সপ্তদশি রত্নপূর্ণাং
দদ্যাত্ন দেহং দ্বিদমব্রতায়
জিতেন্দ্রিয়ায়ৈতদসংশয়ং তে
ভবেৎ প্রদেয়ং পরমং নরেন্দ্র ॥ ৩৭

করাল মা তে ভয়মস্তু কিঞ্চি-
দেতচ্চ তং ব্রহ্ম পরং ত্বয়াদ্য ।
যথাবদুক্তং পরমং পবিত্রং
বিশোকমত্যাশ্রমনামিদং মে ॥ ৩৮

অবিদ্যার পরমাত্মার সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত করে তিনি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন অর্থাৎ অবিদ্যার পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন, স্বতন্ত্র পরমাত্মার সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত করিলে পর তিনি প্রকৃতপক্ষে স্বতন্ত্র হইয়া যথার্থ স্বতন্ত্রতাকে প্রাপ্ত হন। ৩০

মহারাজ! আমি ঈর্ষা-দ্বেষরহিত ভাব অবলম্বন করত এবং তোমার প্রয়োজন বুঝিয়া তোমাকে প্রীতিসহকারে এই শুদ্ধ, সনাতন ও সকলের আদিকৃত সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের যথার্থ তত্ত্ব এইরূপে বর্ণনা করিলাম। ৩১

রাজন্! যে মানুষ বেদে শ্রদ্ধাসম্পন্ন নহে, তাহাকে এই উত্তমজ্ঞানের উপদেশ তুমি করিবে না। জ্ঞানলাভের জন্য যাহার অত্যন্ত বাসনা আছে এবং যে জিজ্ঞাসু হইয়া শরণাগত হইবে, সেই ব্যক্তিই এই উপদেশ শুনিবার অধিকারী। ৩২

অনৃতবাদী, শঠ, নীচ, কপটী, নিজেকে পণ্ডিত বলিয়া গর্বকারী এবং অপরের কষ্টদাতা মনুষ্যকেও ইহার উপদেশ করিবে না। কিরূপ ব্যক্তিকে এই জ্ঞানের উপদেশ করা ও অবশ্য কর্তব্য ইহাও আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর। ৩৩

শ্রদ্ধালু, গুণবান্, পরনিন্দা হইতে বিরত, বিশুদ্ধ যোগী, বিদ্বান্, সদা বাক্যোক্ত কর্মকারী, ক্ষমাশীল, সকলের হিতৈষী, একান্তবাদী, শাস্ত্রবিধি সম্পাদনকারী, বিবাদহীন, বহু বিষয়ে অভিজ্ঞ, বিজ্ঞ, যে ব্যক্তি কাহারও সহিত দ্বেষ করেন না এবং ইন্দ্রিয়সংযম ও মনোনিগ্রহ করিতে সমর্থ ব্যক্তিকে এই জ্ঞানের উপদেশ দান করিবে। ৩৪-৩৫

যে ব্যক্তি সজ্জনোচিত এই সব সদ্গুণহীন, তাহাকে এই জ্ঞানের উপদেশ করিবে না। এই জ্ঞান বিশুদ্ধ পরব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া কথিত হইয়াছে। এরূপ গুণহীন পুরুষকে প্রদত্ত এই জ্ঞান তাহার পক্ষে কল্যাণকারী হইবে না এবং অপাত্রে উপদেশ দেওয়ায় সেই জ্ঞান উপদেষ্টারও কল্যাণকর হয় না। ৩৬

নরেন্দ্র! যে ব্যক্তি ব্রত ও নিয়মসমূহ পালন করে না, সে ব্যক্তি যদি রত্নপূর্ণ এই সমস্ত পৃথিবীর রাজা দান করে, তথাপি তাহাকে এই জ্ঞানের উপদেশ করিবে না। কিন্তু জিতেন্দ্রিয় পুরুষকে নিঃসন্দেহে এই পরম উত্তম জ্ঞানের উপদেশ দেওয়া তোমার উচিত। ৩৭

করাল! আজ তুমি আমার নিকট হইতে পরব্রহ্মের জ্ঞান শ্রবণ করিয়াছ; অতএব তোমার মনে আর অল্পও ভয় হওয়া

অপাবৃতস্বামরণঞ্চ রাজন্
নিরাময়ং যৌক্তভয়ং শিবঞ্চ।
সমীক্ষ্য মোহং ত্যজ বাস্তু সর্ব-
জ্ঞানস্য তত্ত্বার্থমিদং বিদিত্বা ॥৩৯
প্রবাহয়েত্তদ্ধি মহা সনাতনা-
দ্ধিরণ্যগর্ভাদ্ গদতো নরাধিপ।
প্রসাদ্য যত্নেন তমপ্রমেয়ং
সনাতনং ব্রহ্ম যথাপ্তু বৈ ত্বয়া ॥ ৪০
পৃষ্টস্ত্বয়া চাস্মি যথা নরেন্দ্র
তথা ময়েদং তুয়ি তোক্তমদ্য।
তথাবাপ্তং তত্ত্বতো মে নরেন্দ্র
মহাজ্ঞানং মোক্ষবিদাং পরাবরম্ ॥ ৪১

ভীষ্ম উবাচ

এতদুক্তং পরং ব্রহ্ম যথাত্মাবর্ততে পুনঃ।
পঞ্চবিংশো মহারাজ পরমস্মিন্নিদর্শনাৎ ॥ ৪২

পুনরাবৃত্তিমাপ্নোতি পরং জ্ঞানমবাপ্য চ।
নাববুধ্যতি তত্ত্বেন বুধ্যমানোঽজরামরম্ ॥ ৪৩
এতদ্বিঃশ্রেয়সকরং জ্ঞানং তে পরমং ময়া।
কথিতং তত্ত্বতস্তাত শ্রুত্বা দেবর্ষিতো নৃপ ॥ ৪৪
হিরণ্যগর্ভাদৃষিণা বশিষ্ঠেন মহাত্মনা।
বশিষ্ঠাদৃষিণাদ্যাপ্তমাত্মবান্ধবসংশ্রবাদিদম্ ॥ ৪৫
নারদাদ্ বিদিতং মহ্যমেতদ্ ব্রহ্ম সনাতনম্।
যা শুচঃ কৌরবেন্দ্র ত্বং প্রাপ্তৈতৎ পরমং পদম্ ॥ ৪৬
নেহ ক্ষয়ক্ষয়ে বিত্তে ভয়ং তস্য ন বিদ্যতে।
বিদ্যতে তু ভয়ং তস্য যো নৈতদ্ বেত্তি পার্থিব ॥৪৭
অবিজ্ঞানাচ্চ মূঢ়াত্মা পুনঃ পুনরুপাদ্রবৎ।
প্রেত্য জাতিসহস্রাণি মরণান্তাদ্যুপাশ্নুতে ॥ ৪৮
দেবলোকং তথা তির্যাঙ্-মানুষ্যমপি চাশ্নুতে।
যদি শুধ্যতি কালেন তস্মাদজ্ঞানসাগরাৎ ॥ ৪৯

উচিত নহে। এই পরব্রহ্ম পরমপবিত্র, শোকরহিত, আদি, মধ্য ও অন্তশূন্য, তত্ত্ব মৃত্যু হইতে রক্ষাকারী, নিরাময়, নির্ভয় এবং কল্যাণময়। রাজন্! উঁহাকে আমি যথাযথরূপে প্রতিপাদন করিয়াছি। ইহাই সমস্ত জ্ঞানের তাত্ত্বিক অর্থ। এক্ষণ জানিয়া তাঁহার জ্ঞান প্রাপ্ত করিয়া আজ মোহ পরিত্যাগ কর। ৩৮-৩৯

নরেশ্বর! যেরূপ আজ তুমি আমার নিকট হইতে সনাতন ব্রহ্মের জ্ঞানলাভ করিয়াছ, সেইরূপ আমিও সনাতন উহাকে। ব্রহ্মকে অতিশয় যত্নসহকারে প্রসন্ন করত হিরণ্যগর্ভ নামক প্রসিদ্ধ সনাতন ব্রহ্মার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। ৪০

নরেন্দ্র! যেরূপ তুমি আমাকে প্রশ্ন করিতেছ এবং যেরূপ আমি আজ তোমাকে এই জ্ঞানের উপদেশ করিয়াছি, সেইরূপ আমিও ব্রহ্মাকে প্রশ্ন করিয়া তাঁহার মুখ হইতে এই পরম জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা মোক্ষজ্ঞানিগণের সর্বোত্তম আশ্রয়। ৪১

ভীষ্ম বলিলেন,- মহারাজ! মহর্ষি বশিষ্ঠের উপদেশানুসারে এই পরমব্রহ্মের স্বরূপ আমি তোমাকে বলিলাম, যাহাকে প্রাপ্ত হইয়া জীবাত্মা পুনরায় এ সংসারে প্রত্যাবর্তন করে না। ৪২

যে ব্যক্তি এই উত্তম জ্ঞান গুরুর নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াও ভালভাবে বুঝিতে পারে না, সেই ব্যক্তি পুনরাবৃত্তি (বারংবার আগমন) প্রাপ্ত হয় এবং যে ব্যক্তি ইহা তত্ত্বানুসারে বুঝিতে পারেন, তিনি জরা-মৃত্যুরহিত পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে লাভ করেন। ৪৩

তাত! নরেশ্বর! এই পরম কল্যাণকারী উত্তম জ্ঞান আমি নারদের নিকট হইতে শ্রবণ করিয়াছি। ইহা আমি যথাযথরূপে তোমাকে বলিলাম। ৪৪

ব্রহ্মার নিকট হইতে মহাত্মা বশিষ্ঠ মুনি এই জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ হইতে নারদ লাভ করিয়াছিলেন এবং নারদের নিকট হইতে আমি এই সনাতন ব্রহ্মের উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি। কৌরবনরেন্দ্র! এই জ্ঞানই পরমপদ। ইহা শ্রবণ করিয়া এখন তুমি শোক পরিত্যাগ কর। ৪৫-৪৬

নৃপাল! যে ব্যক্তি ক্ষয় ও অক্ষয় তত্ত্ব জানিতে পারিয়াছেন, তাঁহার মধ্যে কোনরূপও ভয় হয় না। যে ব্যক্তি ইহাকে জানে না, তাহার মধ্যে ভয় থাকে। ৪৭

মূর্খ ব্যক্তি এই তত্ত্বকে না জানিতে পারায় বারংবার সংসারে যাতায়াত করিতে থাকে এবং তাহার যোনিতে যাইয়া জন্ম-মৃত্যুর কষ্ট অনুভব করিতে থাকে। ৪৮

সেই ব্যক্তি দেব, মনুষ্য ও পশু-পক্ষী আদি যোনি প্রাপ্তি হয়। যদি কখনও সময়ানুসারে শুদ্ধ হইয়া যায়, তবে সেই অপার অজ্ঞান-সাগর হইতে পার হইয়া পরম কল্যাণভাগী হয়। ৪৯

(উত্তীর্ণোঽস্মাদগাধাৎ স পরমাদ্রোতি লোভনম্)

অজ্ঞানসাগরো ঘোরো হ্যবাক্তোঽগাধ উচ্যতে

অহন্যহনি মজ্জন্তি যত্র ভূতানি ভারত ॥ ৫০

যস্মাদগাধাদবাক্তাদুত্তীর্ণঃ সনাতনাৎ।

তস্মাৎ ত্বং বিরজাশ্চৈব বিমৃত্যুশ্চ পার্থিব ॥ ৫১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি বশিষ্ঠকরালজনকসংবাদে অষ্টাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩০৮

হে ভারত! অজ্ঞানরূপী মহৎ অব্যক্ত, অগাধ ও তাহার বলিয়া কথিত হয়। ইহার মধ্যে অন্যান্য প্রাণী প্রতিদিন নিমজ্জিত হইতে থাকে। ৫০

হে রাজন্! তুমি আমার উপদেশ গ্রহণ করিয়া এই অব্যক্ত, অগাধ ও প্রবাহরূপে সনাতন ভবসাগর পার হইয়া গিয়াছ, সেইজন্য এখন তুমি রজোগুণ ও তমোগুণরহিত হইয়াছ। ৫১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে বশিষ্ঠ ও করালজনকের সংবাদের শান্তিবিষয়ক অষ্টাধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

নবাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

(জনকবংশিনে বসুমতে কস্যচিদ্ মুনের্ধর্মবিষয়কোপদেশপ্রদানম্)

ভীষ্ম উবাচ

মৃগয়াং বিচরন্ কশ্চিদ্ বিজনে জনকাত্মজঃ।

বনে দদর্শ বিপ্রেন্দ্রমৃষিং বংশধরং ভৃগোঃ ॥ ১

উপাসীনমুপাসীনঃ প্রণম্য শিরসা মুনিম্

পশ্চাদনুমতস্তেন পপ্রচ্ছ বসুমানিদম্ ॥ ২

ভগবন্ কিমিদং শ্রেয়ঃ শ্রেষ্ঠা চাপীহ যা ভবেৎ।

পুরুষস্যাস্যবে দেহে কামস্য বশবর্তিনঃ ॥ ৩

সংকৃত্য পরিপৃষ্টঃ সন্ সুমহাত্মা মহাতপাঃ।

নিজগাদ ততস্তস্মৈ শ্রেয়স্করমিদং বচঃ ॥ ৪

ঋষিরুবাচ।

মনসোঽপ্রতিকূলানি শ্রোত্রস্য চ বাক্ষু চ।

ভূতানাং প্রতিকূলেভ্যো নিবর্তস্ব যতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৫

যঃ সত্যং হিতং পুংসাং ধর্মশ্চৈবাশ্রয়ঃ সতাম্

ধর্মলোকাশ্রয়ত্বাত্ত প্রবৃত্তাঃ সচরাচরাঃ ॥ ৬

স্বাদুকামুক কামানাং বৈকৃতাঃ কিং ন গচ্ছসি।

মধু পশ্যসি দুর্বুদ্ধে প্রপাতং নানুপশ্যসি ॥ ৭

নবাধিক ত্রিশততম অধ্যায়

(জনকবংশী বসুমানকে এক মুনির ধর্মবিষয়ক উপদেশ দান)

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! বহুদিন পূর্বের কথা, জনকবংশের কোন রাজকুমার মৃগয়া করিবার জন্য এক নির্জন বনে ভ্রমণ করিতেছিলেন। তিনি বনে উপবিষ্ট এক মুনিকে দর্শন করিলেন। সেই মুনি ব্রাহ্মণগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও মহর্ষি ভৃগুর বংশধর ছিলেন। ১

সম্মুখে উপবিষ্ট মুনিকে মস্তক নত করিয়া প্রণাম করত সেই রাজকুমার তাঁহার নিকট উপবেশন করিলেন। ইহার নাম ছিল বসুমান্। তিনি মহর্ষির আজ্ঞা লইয়া তাঁহাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। ২

ভগবন্! এই ক্ষণভঙ্গুর শরীরে কামের অধীন হইয়া অবস্থিত মানুষের ইহলোক ও পরলোকে কোন্ উপায়ে কল্যাণলাভ হইতে পারে? ৩

সম্যক্‌রূপে সম্মানিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলে পর সেই মহাতপস্বী মহাত্মা মুনি রাজকুমার বসুমানকে এই কল্যাণকারী বাক্য বলিলেন। ৪

ঋষি বলিলেন,—রাজকুমার! যদি তুমি ইহলোক ও পরলোকে নিজের মনের অনুকূল সমস্তফল লাভ করিতে চাও তবে নিজের ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া সমস্ত প্রাণীবর্গের প্রতিকূল আচরণ হইতে নিবৃত্ত হও। ৫

যাহা সৎপুরুষগণের হিতকারী এবং যাহা সৎপুরুষদিগের আশ্রয়, তাহা হইতে চরাচর প্রাণীসহ ত্রিলোক (ত্রিভুবন) জন্ম হইতেই উৎপন্ন হয়। ৬

ভোগসমূহের আস্বাদ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক দুর্বুদ্ধি মানব তোমার কামনিপাসা যেন শান্ত হইতেছে না? এখন তুমি বৃক্ষের উচ্চশাখায় নিবদ্ধ কেবল মধুই দেখিতেছ, কিন্তু সেখান হইতে পতিত হইলে পর প্রাণনাশ হইতে পারে, ইহার দিকে তোমার দৃষ্টিপাত হইতেছে না (অর্থাৎ এখন তুমি ভোগের স্বাদুতার উপরই লুব্ধ হইতেছ, কিন্তু তাহা হইতে পতনের দিকে তোমার দৃষ্টি যাইতেছে না)। ৭

যথা জ্ঞানে পরিচয়ঃ কর্তব্যস্তৎফলার্থিনা।
তথা ধর্মে পরিচয়ঃ কর্তব্যস্তৎফলার্থিনা ॥৮
অসত্যা ধর্মকামেন বিশুদ্ধং কর্ম দুষ্করম্
সত্যা তু ধর্মকামেন সুকরং কর্ম দুষ্করম্ ॥ ৯
বনে গ্রাম্যসুখাচারো যথা গ্রাম্যস্তথৈব সঃ
গ্রামে বনসুখাচারো যথা বনচরস্তথা ॥ ১০
মনোবাক্কায়িকে ধর্মে কুরু শ্রদ্ধাং সমাহিতঃ।
নিবৃত্তৌ বা প্রবৃত্তৌ বা সম্প্রধার্য্য গুণাগুণান্ ॥ ১১
নিত্যঞ্চ যত্ন দাতব্যং সাধুভ্যশ্চানুসূয়তা।
প্রাণিতং ব্রত-শৌচাভ্যাং সংকৃতং দেশ-কালয়োঃ ॥১২
শুক্লেন বিধিনা লব্ধমর্হায় প্রতিপাদয়েৎ
ক্রোধমুৎসৃজ্য দম্ভাচ্চ নানুতপ্যেত কীর্তয়েৎ ॥ ১৩

অনৃশংসঃ শুচির্দান্তঃ সত্যবাগার্জবে স্থিতঃ
যোনিকর্মবিশুদ্ধশ্চ পাত্রং স্যাদ্ বেদবিদ্ দ্বিজঃ ॥ ১৪
সংকৃত্য চৈকপঙ্ক্ত্যাং চ জাত্যা যোনিরিহেষ্যতে
ঋগ্যজুঃসামগো বিদ্বান্ ত্রিষ্বথা পাত্রমুচ্যতে ॥ ১৫
স এব ধর্মঃ সোঽধর্মস্তং তং প্রতি নরং ভবেৎ
পাত্রকর্মবিশেষেণ দেশ-কালাববেক্ষ্য চ ॥ ১৬
লীলয়াল্পং যথা গাত্রাৎ প্রমৃজ্যাৎ তু রজঃ পুমান্
বহ্বযত্নেন চ মহৎ পাপনির্হরণং তথা ॥ ১৭
বিরিক্তস্য যথা সম্যগ্ ঘৃতং ভবতি ভেষজম্
তথা নির্হৃতদোষস্য প্রেত্য ধর্মঃ সুখাবহঃ ॥ ১৮
মানসং সর্বভূতেষু বর্ত্তন্তে বৈ শুভাশুভম্
অশুভেভ্যঃ সদাঽঽক্ষিপ্য শুভেষেবাবতারয়েৎ ॥ ১৯

যেরূপ জ্ঞানের ফলাভিলাষী ব্যক্তির জ্ঞানের সহিত পরিচিত হওয়া আবশ্যক, সেইরূপ ধর্মের ফললাভ করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিরও ধর্মের সহিত পরিচয় করা কর্তব্য। ৮

দুষ্ট পুরুষ যদি ধর্মের ইচ্ছা করে, তবে তাহার দ্বারা বিশুদ্ধ কর্ম সম্পাদিত হওয়া কঠিন এবং সৎপুরুষ যদি ধর্মের অনুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে কঠিন হইতেও কঠিন কর্মও সম্পাদন করা সহজ হয়। ৯

বনে থাকিয়াও যে ব্যক্তি গ্রাম্যসুখ উপভোগ করিতে থাকে, তাহাকে গ্রাম্য বলিয়াই বুঝিতে হইবে এবং যিনি গ্রামে থাকিয়াও বনবাসী মুনিগণের ন্যায় আচরণেই সুখ আছে বলিয়া মনে করেন, তাঁহাকে বনবাসী মুনি বলিয়া গণনা করা উচিত। ১০

প্রথমে নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তিমার্গে যে গুণ এবং অবগুণ আছে, তাহা তুমি ভালভাবে নিশ্চয় কর, তারপর একাগ্রচিত্ত হইয়া মন, বাক্য ও শরীরের দ্বারা সম্পাদনীয় ধর্মে শ্রদ্ধা কর (অর্থাৎ শুভাশুভপূর্বক ধর্মপালনে তৎপর হও)। ১১

প্রতিদিন ব্রত ও শৌচাচার পালন করিতে করিতে উত্তম দেশ এবং কালে সৎপুরুষগণের নিকট প্রার্থনা ও সৎকার পূর্বক উহাদিগকে প্রত্যুপকার করা উচিত এবং তাঁহাদের উপর দোষদৃষ্টি রাখিবে না। ১২

শুক্লকর্মের দ্বারা প্রাপ্তধন সৎপাত্রে অর্পণ করা উচিত। ক্রোধ ত্যাগ করা কর্তব্য এবং দান করিবার পর আর তাহার জন্য অনুতাপ করিবে না এবং দানের কথা অপরের নিকট বলিবে না। ১৩

অনৃশংস, পবিত্র, জিতেন্দ্রিয়, সত্যবাদী, সরলতাপূর্ণ আচরণকারী এবং যোনিশুদ্ধ অর্থাৎ জন্ম ও কর্মের দ্বারা শুদ্ধ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণই দানগ্রহণের উত্তম পাত্র। ১৪

নিজেরই জাতির উত্তম কুলে উৎপন্না ও পতির দ্বারা সম্মানিতা পতিব্রতা স্ত্রী এ-জগতে উত্তম যোনি বলিয়া কথিত হয়। অতএব যাঁহার এরূপ মাতার গর্ভে জন্ম হইয়াছে, তিনিই জন্ম হইতেই শুদ্ধ ঋক্, যজু ও সামবেদের বিদ্বান্ হইয়া সদ্য (যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ এই) ছয় কর্মের অনুষ্ঠানকারী ব্রাহ্মণ কর্মের দ্বারা শুদ্ধ এবং উত্তম পাত্র বলিয়া কথিত হন। ১৫

দেশ, কাল, পাত্র ও কর্মবিশেষের উপর বিচার করিলে পর একই কর্ম ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিগণের পক্ষে ধর্ম এবং অধর্ম হইয়া যায়। ১৬

যেরূপ দেহে অল্প ধূলি লাগিলে মানুষ অনায়াসেই উহা দেহ হইতে ঝাড়িয়া দিতে পারে কিন্তু অত্যন্ত অধিক মল লিপ্ত হইয়া যাইলে পর উহাকে অতিযত্ন সহকারে পরিষ্কার করিতে হয়, সেইরূপ অল্পপাপ অল্প প্রযত্নে এবং মহাপাপ অধিক প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা ক্ষালিত হয়। ১৭

যেরূপ যে ব্যক্তি বিরেচনের দ্বারা নিজের উদরকে ভালভাবে পরিষ্কার করিয়াছে, সেই ব্যক্তি যদি ঘৃত ভোজন করে, তবে তাহার এই ঘৃতভোজন ঔষধের ন্যায় লাভপ্রদ হয়, সেইরূপ যাহার সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহার পক্ষে ধর্ম পরলোকে সুখপ্রদ হইয়া থাকে। ১৮

সমস্ত প্রাণীর মনে শুভ এবং অশুভ এই উভয়েরই বিচার

সর্বং সর্বেণ সর্বত্র ক্রিয়মাণক শৃণুষ।
স্বধর্মে যত্র রাজেন্দ্র কামঃ ধর্মো নিষীদতাম্ ॥ ২০
অনুত্তাপন দৃষ্টো ত্বিষ্ঠ দুর্দৃষ্টে বুদ্ধিমান্ ভব
অপ্রলাপ্তঃ প্রলাপ্যা ত্বমপ্রাজ্ঞঃ প্রাজ্ঞবজ্জ ॥ ২১
তেজসা শকাতে প্রাপ্তুমুপায়ঃ সহচারিণা
ইহ চ প্রেত্য চ জ্ঞেয়স্তস্য মূলং ধৃতিঃ পরা ॥ ২২
রাজর্ষিরধৃতিঃ স্বর্গাৎ পতিতো হি মহাদ্যুতিঃ।
যযাতিঃ ক্ষীণপুণ্যোঽপি পুত্র্যা লোকানবাপ্তবান্ ॥ ২৩

তপস্বিনাং ধর্মবতাং বিদুষাং চোপসেবনাৎ
প্রাপ্স্যসে বিপুলা বুদ্ধিং তথা শ্রেয়োঽভিপৎস্যসে ॥ ২৪

ভীষ্ম উবাচ

স তু স্বভাবসম্পন্নস্তচ্ছ্রুত্বা মুনিভাষিতম্।
বিনিবর্ত্য মনঃ কামাদ্ ধর্মে বুদ্ধিং চকার হ ॥ ২৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি জনকানুশাসনে
নবাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯৯ ॥

উত্থাপিত হয়। মানুষের কর্তব্য হইল—সে নিজের চিত্তকে সদা অশুভ কর্মসকল হইতে শুভ কর্মের দিকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইবে। ১৯

নিজের ধর্ম ও আশ্রম অনুসারে সকলের দ্বারা সর্বত্র অনুষ্ঠিত সর্বপ্রকার কর্মকে সম্মান কর। তুমিও নিজের স্বভাবানুসারে যে কর্মে তোমার অনুরাগ আছে, ইচ্ছানুসারে উহা পালন করিতে থাক। ২০

অধীরচিত্ত নরেন! তুমি ধৈর্য অবলম্বন কর। দুর্বুদ্ধে! তুমি বুদ্ধিমান্ হও। তুমি সর্বদা শান্ত থাক। এখন হইতে শান্ত হইয়া যাও এবং আজ পর্যন্ত মূর্খের ন্যায় আচরণ করিয়াছ, এখন বিদ্বান্‌গণের তুল্য আচরণ কর। ২১

যে ব্যক্তি সৎপুরুষগণের সঙ্গ করে, তাহার তাঁহাদের তেজ বা প্রতাপে কোন এরূপ উপায়প্রাপ্তি হইবে, যাহা ইহলোকে ও পরলোকে কল্যাণপ্রদ হয়। উত্তম ধৃতিই (মনের স্থিরতাই) কল্যাণের মূল। ২২

রাজর্ষি যযাতির ধৃতিমান্ না হওয়ায় তিনি স্বর্গ হইতে অধঃপতিত হইয়াছিলেন এবং রাজা যযাতি নিজের পুণ্যক্ষয় হইয়া যাওয়ায় ধৃতিহীন মনে উত্তম লোক লাভ করিয়াছিলেন। ২৩

রাজন্! তপস্বী, ধর্মাত্মা ও বিদ্বান্‌গণের সেবা করিলে তোমার বিপুল বুদ্ধি লাভ হইবে, যাহার ফলে তুমি কল্যাণভাগী হইয়া যাইবে। ২৪

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! রাজপুত্রের মনুষ্যান্ উত্তম স্বভাবসম্পন্ন ছিলেন। তিনি সেই মুনির এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া নিজের মনকে কামনাসমূহ হইতে নিবৃত্ত করিয়া বুদ্ধিকে ধর্মেই আসক্ত করিয়া রাখিলেন। ২৫

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে জনকবংশীয় মনুষ্যান্‌কে উপদেশদানবিষয়ক নবাধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

দশাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

(যাজ্ঞবল্ক্য রাজে জনকায়োপদেশদানম্ —সাংখ্যমতানুসারেণ চতুর্বিংশতিতত্ত্বানাং নববিধসর্গাণাঞ্চ নিরূপণম্)।

যুধিষ্ঠির উবাচ

যদ্যধর্মবিমুক্তং যদ্ বিমুক্তং সর্বসংশয়াৎ
ঊর্ধ্বমৃত্যুবিমুক্তঞ্চ বিমুক্তং পুণ্য-পাপয়োঃ ॥ ১
যচ্ছিবং নিত্যমভয়ং নিত্যমক্ষরমব্যয়ম্।
শুচি নিত্যমনায়াসং তদ্ ভবান্ বক্তুমর্হতি ॥ ২

ভীষ্ম উবাচ।

অত্র তে বর্তয়িষ্যামি ইতিহাসং পুরাতনম্
যাজ্ঞবল্ক্যস্য সংবাদং জনকস্য চ ভারত ॥ ৩
যাজ্ঞবল্ক্যমিবিশ্রেষ্ঠং দৈবরাতিমহাযশাঃ।
পপ্রচ্ছ জনকো রাজা প্রশ্নং প্রশ্নবিদাং বরম্ ॥ ৪

জনক উবাচ।

কতীন্দ্রিয়াণি বিপ্রর্ষে কতি প্রকৃতয়ঃ স্মৃতাঃ
কিমব্যক্তং পরং ব্রহ্ম তস্মাচ্চ পরতত্ত্বং কিম্ ॥ ৫
প্রভবং চাপ্যয়ং চৈব কালসংখ্যাং তথৈব চ।
বক্তুমর্হসি বিপ্রেন্দ্র তদনুগ্রহকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ৬
অজ্ঞানাৎ পরিপৃচ্ছামি ত্বাং বৈ জ্ঞানময়ং নিধিম্
তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি সর্বমেতদসংশয়ম্ ॥ ৭

যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ।

শ্রান্তস্যাবনীপাল যদেতদনুপৃচ্ছসি।
যোগানাং পরমং জ্ঞানং সাংখ্যানাঞ্চ বিশেষতঃ ॥ ৮
ন তথাবিদিতং কিঞ্চিত্ত্বাং তু জিজ্ঞাসতে ভবান্।
পৃষ্টেন চাপি বক্তব্যমেষ ধর্মঃ সনাতনঃ ॥ ৯
অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ প্রোক্তা বিকারাশ্চাপি ষোড়শ।
তত্র তু প্রকৃতীরষ্টৌ প্রাহুরধ্যাত্মচিন্তকাঃ ॥ ১০
অব্যক্তঞ্চ মহাংশ্চৈব তথাহঙ্কার এব চ।
পৃথিবী বায়ুরাকাশমাপো জ্যোতিশ্চ পঞ্চমম্ ॥ ১১
এতাঃ প্রকৃতয়শ্চাষ্টৌ বিকারানপি মে শৃণু।
শ্রোত্রং ত্বক্ চৈব চক্ষুশ্চ জিহ্বা ঘ্রাণঞ্চ পঞ্চমম্ ॥ ১২

দশাধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

(যাজ্ঞবল্ক্যকর্তৃক রাজা জনককে উপদেশদান—সাংখ্যমতানুসারে চতুর্বিংশতি তত্ত্ব এবং নব প্রকার সর্গের নিরূপণ।)

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! যাহা ধর্ম ও অধর্মের বন্ধন হইতে মুক্ত, সমস্ত সংশয়হীন, ঊর্ধ্ব ও মৃত্যু রহিত, পুণ্য এবং পাপমুক্ত, নিত্য, নির্ভয়, কল্যাণময়, অক্ষয়, অব্যয় (অবিকারী), পবিত্র এবং ক্লেশরহিত তত্ত্ব, উহা আপনি আমাকে উপদেশদান করুন ॥ ১-২

ভীষ্ম বলিলেন,—ভারত! এ বিষয়ে আমি জনক ও যাজ্ঞবল্ক্যের সংবাদরূপ এক প্রাচীন ইতিহাস তোমায় শুনাইব ॥ ৩

একবার দেবরাতের মহাযশস্বী পুত্র রাজা জনক প্রশ্নের রহস্য বুঝিতে সমর্থ শ্রেষ্ঠ মুনিবর যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ॥ ৪

জনক বলিলেন,—ব্রহ্মর্ষে! ইন্দ্রিয় কতগুলি? প্রকৃতির কতপ্রকার ভেদ আছে? অব্যক্ত কাহাকে বলে? উহার পরে পরতত্ত্ব পরমাত্মার স্বরূপ কি? সৃষ্টি ও প্রলয় কি? এবং কালেরও নিরূপণ কিরূপে করা হইয়া থাকে? বিপ্রেন্দ্র! এই সমস্ত আপনি আমাকে বলুন। কারণ, আমরা আপনার অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী ॥ ৫-৬

আমি এই সব বিষয় জানিনা, সেইজন্য আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। আপনি জ্ঞানের ভাণ্ডার, সেই কারণে আপনার নিকট হইতেই এইসব বিষয় শুনিতে বাসনা করিতেছি; যাহাতে সমস্ত সন্দেহ দূর হইয়া যাইবে ॥ ৭

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—কৃপাল! তুমি যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করিলে সেই যোগ ও বিশেষতঃ সাংখ্যের পরম রহস্যময় জ্ঞান তোমাকে বলিতেছি ॥ ৮

যদিও তোমার কোনও বিষয় অজ্ঞাত নাই, তথাপি তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে। কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে, তবে তাহাকে অবশ্যই জ্ঞানী ব্যক্তির উত্তর দেওয়া কর্তব্য—ইহাই হইল সনাতন ধর্ম ॥ ৯

আট প্রকার প্রকৃতি বলা হইয়াছে এবং বিকার হইল ষোল প্রকার। অধ্যাত্ম শাস্ত্রের চিন্তাকারী বিদ্বান্‌গণ আট প্রকৃতির এইরূপ বলেন, যথা—অব্যক্ত (মূল প্রকৃতি), মহত্তত্ত্ব, অহংকার, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী ॥ ১০-১১

এই হইল আট প্রকৃতি। এখন আমার নিকট হইতে বিকার সকলেরও বর্ণনা শ্রবণ কর—কর্ণ, ত্বক্ (চর্ম), নেত্র, জিহ্বা, পঞ্চমে নাসিকা, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, বাক্, হস্ত, পদ, পায়ু ও উপস্থ ॥ ১২-১৩

শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপঞ্চ রসো গন্ধস্তথৈব চ।
বাক্ চ হস্তৌ চ পাদৌ চ পায়ুরেঢ়ং তথৈব চ ॥ ১৩
এতে বিশেষা রাজেন্দ্র মহাভূতেষু পঞ্চসু।
বুদ্ধীন্দ্রিয়াণ্যথৈতানি সবিশেষাণি মৈথিল ॥ ১৪
মনঃ ষোড়শকং প্রাহুরব্যক্তপ্রভৃতিচিন্তকাঃ।
তৎ চৈবান্তে চ বিদ্বাংসস্তত্ত্ববুদ্ধিবিশারদাঃ ॥ ১৫
অব্যক্তাচ্চ মহানাত্মা সমুৎপদ্যতি পার্থিব।
প্রথমং সর্গমিত্যেতদাহুঃ প্রাধানিকং বুধাঃ ॥ ১৬
মহতশ্চাপ্যহঙ্কার উৎপন্নো হি নরাধিপ।
দ্বিতীয়ং সর্গমিত্যাহুরেতদ্ বুদ্ধ্যাত্মকং স্মৃতম্ ॥ ১৭
অহঙ্কারাচ্চ সম্ভূতং মনো ভূতগুণাত্মকম্।
তৃতীয়ঃ সর্গ ইত্যেষ আহঙ্কারিক উচ্যতে ॥ ১৮
মনসস্তু সমুদ্ভূতা মহাভূতা নরাধিপ।
চতুর্থং সর্গমিত্যেতন্মানসং বিদ্ধি মে মতম্ ॥ ১৯
শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপঞ্চ রসো গন্ধস্তথৈব চ
পঞ্চমং সর্গমিত্যাহুর্ভৌতিকং ভূতচিন্তকাঃ ॥ ২০
শ্রোত্রং ত্বক্ চৈব চক্ষুশ্চ জিহ্বা ঘ্রাণঞ্চ পঞ্চমম্
সর্গং তু ষষ্ঠমিত্যাহুর্বহুচিন্তাত্মকং স্মৃতম্ ॥ ২১
অথ শ্রোত্রেন্দ্রিয়গ্রাম উৎপদ্যতি নরাধিপ
সপ্তমং সর্গমিত্যাহুরেতদৈন্দ্রিয়কং স্মৃতম্ ॥ ২২
ঊর্ধ্বং শ্রোতস্তথা তির্যগ্ উৎপদ্যতি নরাধিপ
অষ্টমং সর্গমিত্যাহুরেতদার্জবকং স্মৃতম্ ॥ ২৩
তির্যগ্বৃত্তোঽথবঃস্রোত উৎপদ্যতি নরাধিপ
নবমং সর্গমিত্যাহুরেতদার্জবকং বুধাঃ ॥ ২৪
এতানি নব সর্গাণি তত্ত্বানি চ নরাধিপ
চতুর্বিংশতিরুক্তানি যথাশ্রুতিনিদর্শনাৎ ॥ ২৫

রাজেন্দ্র! ইহাদের মধ্যে বাগাদি পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও শব্দাদি পঞ্চ বিষয়কে 'বিশেষ' বলা হয় এবং কর্ণাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়কে 'সবিশেষ' বলে। মিথিলাপতি জনক! এই 'বিশেষ' ও 'সবিশেষ' তত্ত্ব পঞ্চমহাভূতে অবস্থিত থাকে ॥ ১৩

(এইভাবে পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ বিষয় মিলিয়া পনের হয়) ইহাদের সহিত একত্ব 'মনকে' ধরিয়া ষোল গণনা করা হয়। অব্যক্তপ্রভৃতি চিন্তাকারী তত্ত্বজ্ঞাননিপুণ ও শাস্ত্রজ্ঞ বিদ্বান্‌গণ ইহাদিগকেই ষোড়শ বিকার বলেন ॥ ১৫

ভূপাল! অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্বের (সমষ্টি বুদ্ধির) উৎপত্তি হয়। ইহাকে বিদ্বান্ পুরুষগণ প্রথম এবং প্রাকৃত সৃষ্টি বলেন ॥ ১৬

নরেশ্বর! মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাকে 'দ্বিতীয় সর্গ' বলিয়া মহাত্মাগণ অভিহিত করেন এবং বুদ্ধ্যাত্মক-সৃষ্টিও বলেন ॥ ১৭

অহঙ্কার হইতে মন উদ্ভূত হইয়াছে। এই মন পঞ্চভূত ও শব্দাদি গুণস্বরূপ। ইহাকে তৃতীয় ও আহঙ্কারিক সৃষ্টি বলা হইয়া থাকে ॥ ১৮

নরাধিপ! মন হইতে পঞ্চ সূক্ষ্ম মহাভূত উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা চতুর্থ সর্গ। আমার মতানুসারে ইহাকে 'মানস' সৃষ্টি বলিয়া জানিও ॥ ১৯

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চবিধ পঞ্চ মহাভূত হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। ইহা পঞ্চম সর্গ ভূতচিন্তক বিদ্বান্‌গণ ইহাকে ভৌতিক সর্গ বলেন ॥ ২০

শ্রোত্র, ত্বক্, নেত্র, জিহ্বা ও পঞ্চমে ঘ্রাণিকা- ইহাকে ষষ্ঠ সর্গ বলা হইয়াছে ইহা 'বহুচিন্তাত্মক' সৃষ্টি বলিয়া স্মৃত হয় ॥ ২১

নরাধিপ! শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণের উৎপত্তির পর কর্মেন্দ্রিয়-সকলের উৎপত্তি হয়। মনীষী পুরুষগণ ইহাকে সপ্তম সর্গ বলেন। ইহা 'ঐন্দ্রিয়ক' সৃষ্টি বলিয়াও কথিত হয় ॥ ২২

তদনন্তর যাহার প্রবাহ ঊর্ধ্বদিকে, সেই প্রাণ এবং তির্যগ্‌গামী সমান, ব্যান ও উদান—ইহারা উৎপন্ন হইয়াছে ইহাকে বিদ্বান্‌গণ অষ্টম সর্গ বলেন ইহা 'আর্জবক' সর্গ বলিয়াও কথিত হয় (অথবা এই সব বায়ুর গতি সরল) ॥ ২৩

নরেন্দ্র! তাহার পর যাহার প্রবাহ তির্যগ্‌গামী, সেই ব্যান ও উদান অপানবায়ুর সহিত নিম্নভাগে উৎপন্ন হইয়াছে বিদ্বান্‌গণ ইহাকে নবম সর্গ বলেন এবং আর্জবক সৃষ্টি নামের অভিহিত করেন (কিংবা ইহাদের গতি সরল) ॥ ২৪

নরেশ্বর! এই নয়টি সর্গ এবং চব্বিশটি তত্ত্ব আমি শ্রুতি নির্দেশ অনুসারে এখানে বর্ণনা করিলাম ॥ ২৫

অত ঊর্ধ্বং মহারাজ গুণাংস্তত্ত্বত: তত্ত্বত:

মহাত্মভিরনুপ্রোক্তা: কালসংখ্যা নিবোধ মে ॥ ১৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং

শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বাণ যাজ্ঞবল্ক্যজনকসংবাদে

দশাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়: ॥ ৩১০ ॥

মহারাজ ! এখন ইহার পর মহাত্মা পুরুষগণকর্তৃক কথিত এই গুণসমূহ সৃষ্টির কালসংখ্যা তুমি আমার নিকট হইতে যথাযথ ভাবে শ্রবণ কর ॥ ১৬

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে যাজ্ঞবল্ক্য ও জনকের সংবাদবিষয়ক দশাধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

একাদশাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়:।

[অব্যক্ত-মহত্তত্ত্বাহঙ্কারমনোবিষয়াণা: কালসংখ্যানিরূপণম্ , সৃষ্টিবর্ণনম , ইন্দ্রিয়েষু মনস: প্রাধান্য প্রতিপাদনঞ্চ]

যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ

অব্যক্তস্য নরশ্রেষ্ঠ কালসংখ্যা নিবোধ মে ।

পঞ্চকল্পসহস্রাণি দ্বিগুণানুষ্ণকাণ্ডকে ॥ ১

রাত্রিরেতাবতী চাস্য প্রতিবুদ্ধো নরাধিপ

সৃজত্যোষধিমেবাগ্রে জীবন: সর্বদেহিনাম্ ॥ ২

ততো ব্রাহ্মণমস্তুদ্ধিরগ্যাওসমুদ্ভবম্ ।

সা মূর্তি: সর্বভূতানামিত্যেবমনুশুশ্রুম ॥ ৩

সংবৎসরমুষিত্বাণ্ডে নিভৃত্য চ মহামুনি:

সস্মরে স মহী: কৃৎস্না: দিবমূর্ধ্বং প্রজাপতি: ॥ ৪

দ্যাবাপৃথিব্যোরিত্যেব রাজন্ বেদেষু পঠ্যতে

তয়ো: শকলয়োর্যদ্যদাকাশমকরোৎ প্রভু: ॥ ৫

এতস্যাপি চ সংখ্যানং বেদবেদাঙ্গপারগৈ:

পঞ্চকল্পসহস্রাণি পাদেনোষ্ণকচাতে ॥ ৬

রাত্রিরেতাবতী চাস্য প্রাহুরধ্যাত্মচিন্তকা:

সৃজত্যহঙ্কারমুষিত্বা তু: দিব্যাত্মকং তথা ॥ ৭

চতুরশ্চাপরান্ পুত্রান্ দেহাৎ পূর্বং মহামুনি: ।

তে বৈ পিতৃগণা পিতর: প্রচরন্তে রাজসত্তম ॥ ৮

একাদশাধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

[অব্যক্ত, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, মন ও বিষয় সমূহের কালসংখ্যা নিরূপণ, সৃষ্টি বর্ণন এবং ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে মনের প্রাধান্য প্রতিপাদন।]

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—নরশ্রেষ্ঠ ! এখন তুমি আমার নিকট হইতে অব্যক্তের কালসংখ্যা শ্রবণ কর : দশ হাজার চতুর্যুগ (মহাযুগ) এই অব্যক্তের একদিন বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥ ১

নরশ্রেষ্ঠ ! তাঁহার রাত্রিও উক্ত পরিমিত বলিয়াই জানিও জ্ঞানস্বরূপ পরব্রহ্ম পরমাত্মা প্রথমে সমস্ত প্রাণিগণের জীবন-নির্বাহের জন্য ওষধির (নানাপ্রকার অন্নের) সৃষ্টি করেন ॥২

আমরা শুনিয়াছি যে, পরমাত্মা ওষধিসমূহের সৃষ্টির পর ব্রহ্মকে সৃষ্টি করিয়াছেন। এই ব্রহ্ম সুবর্ণময় অণ্ডের (ডিমের) মধ্য হইতে প্রকটিত হইয়াছিলেন। ইনিই সমস্ত প্রাণীগণের উৎপত্তিস্থান ॥ ৩

এই মহামুনি প্রজাপতি ব্রহ্ম সেই সুবর্ণময় অণ্ডের মধ্যে একসংবৎসর কাল বাস করত সেখান হইতে বাহির হইয়া আসিয়া সমস্ত পৃথিবী, আকাশ ও উর্ধ্বলোকের (স্বর্গের) সৃষ্টির জন্য মতিস্থির করিলেন ॥ ৪

হে রাজন্ ! শক্তিশালী ব্রহ্ম সেই অণ্ডের দুইটি খণ্ডের এবং স্বর্গ ও ভূতলের মধ্যভাগে আকাশের সৃষ্টি করিলেন। এই বিষয় বেদে কথিত হইয়াছে ॥ ৫

বেদ ও বেদাঙ্গসমূহের পারদর্শী বিদ্বান্ ব্রহ্মাও কালসংখ্যার বিচার করিতে করিতে বলিয়াছিলেন যে, দশহাজার যুগের মধ্যে চারিযুগের এক পাদ কম করিয়া দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, উহাই ইহাঁর ব্রহ্মার একদিন অর্থাৎ সাড়ে সাত সহস্র (সাড়ে সাত হাজার) যুগে ব্রহ্মার একদিন হয় ॥ ৬

অধ্যাত্মতত্ত্বসমূহের চিন্তাকারী বিদ্বান্‌গণ বলেন যে, ব্রহ্মার রাত্রিও সেই পরিমিত। ঋষি ব্রহ্মা অতঃপর অহঙ্কার নামক দিব্যাত্মকের সৃষ্টি করিয়াছিলেন ॥ ৭

রাজশ্রেষ্ঠ ! মহর্ষি ব্রহ্মা পূর্বকালে ভৌতিক দেহের উৎপত্তির পূর্বে অন্য চার পুত্রকে উৎপন্ন করিলেন (যাঁহাদের নাম হইল—বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন ও চিত্ত)। এই চার পুত্রকে 'পিতৃগণের পিতৃগণ' অর্থাৎ পঞ্চমহাভূতের জনক বলিয়া জানা যায় ॥ ৮

দেবাঃ পিতৃগণাশ্চৈব সুতা দেবৈর্দৌকাঃ সমাবৃতাঃ
চরাচরা নরশ্রেষ্ঠ ইত্যেষমনুশুশ্রুম ॥ ৮
পরমেষ্ঠী মুখদ্বারঃ সৃজন্ ভূতানি পঞ্চধা।
পৃথিবী বায়ুরাকাশমাপো জ্যোতিশ্চ পঞ্চমম্ ॥ ৯
এতত্তাবদ্ বিশাম্পতে দ্বিতীয়মিব দৃশ্যতে
পঞ্চত্বমনুসংযান্তি তাবদেবাধরুচ্যতে ॥ ১০
শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপঞ্চ রসো গন্ধস্তথৈব চ
এতে বিশেষা রাজেন্দ্র মহাভূতেষু পঞ্চসু ॥ ১১
দৈবরাশিষ্টানি ভূতানি অন্যোন্যহনি পার্থিব।
অন্যোন্যং স্পৃহয়ন্ত্যেতে অন্যোন্যস্য হিংসতে বৃতাঃ ॥ ১২
অন্যোন্যমভিবর্তন্তে অন্যোন্যস্পর্ধিনস্তথা।
তে যথাযথা ভূতানাং গুণৈর্হীয়ন্তিরযথাবৈঃ ॥ ১৩
ইত্যেব পরিবর্তন্তে তির্যগ্‌যোনিপ্রবেশিনঃ।
ত্রীণি বর্ষসহস্রাণি এতেষামধরুচ্যতে ॥ ১৪
রাত্রিরেকাবতী চৈব মনসস্ত নরাধিপ।
মনশ্চরতি রাজেন্দ্র চারিত্রং সর্বমিন্দ্রিয়ৈঃ ॥ ১৫
ন চেন্দ্রিয়াণি পশ্যন্তি মন এবানুপশ্যতি।
চক্ষুঃ পশ্যতি রূপাণি মনসা হ্যু ন চক্ষুষা ॥ ১৬
মনস্যব্যাকুলে চক্ষুঃ পশ্যন্নপি ন পশ্যতি
তথেন্দ্রিয়াণি সর্বাণি পশ্যন্ত্যাত্তাতিচক্ষতে ॥ ১৭
ন চেন্দ্রিয়াণি পশ্যন্তি মন এবাত্র পশ্যতি।
মনস্যুপরতে রাজন্নিন্দ্রিয়োপরমো ভবেৎ ॥ ১৮
ন চেন্দ্রিয়ব্যুপরমে মনস্যুপরমো ভবেৎ।
এবং মনঃপ্রধানানি ইন্দ্রিয়াণি প্রভাবয়েৎ ॥ ১৯
ইন্দ্রিয়াণাং তু সর্বেষামীশ্বরং মন উচ্যতে।
এতন্ম বিদন্তি ভূতানি সর্বাণীহ মহামনঃ ॥ ২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি যাজ্ঞবল্ক্যজনকসংবাদে
একাদশাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১১ ॥

হাজার বছর বলিয়া কথিত হয়। নরেশ্বর! ইহাদের রাত্রিও উক্ত পরিমিত কাল। মনেরও দিন-রাত্রির পরিমাণও এইরূপই। ১৪-১৫

রাজেন্দ্র! মন ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া সমস্ত বিষয়ে বিচরণ করে। ইন্দ্রিয়গণ সেই বিষয়সমূহ দেখিতে পায় না, মনই নিশ্চয় সেই সব দেখিতে থাকে। চক্ষু মনেরই সহায়তায় রূপ দর্শন করে, নিজের শক্তিতে নহে। ১৬-১৭

যে সময় মন ব্যাকুল হইয়া উঠে, সেই সময় চক্ষু দেখিয়াও দেখিতে পায় না। মানুষ প্রায়শঃই এরূপ বলিয়া থাকে যে, সমস্ত ইন্দ্রিয়গণ বিষয়সকল প্রত্যক্ষ করে। ১৮

কিন্তু ইন্দ্রিয়গণ কিছুই দেখে না, কেবল মনই দেখিতে থাকে। রাজন্! মন যদি বিষয়সমূহ হইতে উপরত (নিবৃত্ত হইয়া যায়, তবে ইন্দ্রিয়গণও নিবৃত্ত হইয়া থাকে। ১৯

কিন্তু ইন্দ্রিয়গণ উপরত হইলে সকল মনের উপরতি হয় না। এইভাবে ইহা নিশ্চয় করা কর্তব্য যে, সমস্ত ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মনই প্রধান। ২০

মন সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের ঈশ্বর বলিয়া কথিত হয়। মহামনস্বী নরেশ! জগতের সমস্ত প্রাণী এই মনকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। ২১

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে যাজ্ঞবল্ক্য ও জনকের সংবাদ-বিষয়ক একাদশাধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

শ্রোত্রমধ্যাত্মমিত্যাহুর্যস্য প্রতিনিদর্শিনঃ।
শব্দস্তন্মাত্রিকস্তত্র দিশশ্চাত্রাধিদৈবতম্ ॥ ৭
জিহ্বামধ্যাত্মমিত্যাহুর্যস্য প্রতিনিদর্শিনঃ।
রস এবাধিভূতস্তু আপস্তত্রাধিদৈবতম্ ॥ ৮
ঘ্রাণমধ্যাত্মমিত্যাহুর্যস্য প্রতিনিদর্শিনঃ
গন্ধ এবাধিভূতস্তু পৃথিবী চাধিদৈবতম্ ॥ ৯
বপুরধ্যাত্মমিতি প্রাহুস্তত্ত্ববুদ্ধিবিশারদাঃ।
স্পর্শমেবাধিভূতস্তু পবনশ্চাধিদৈবতম্ ॥ ১০
মনোঽধ্যাত্মমিতি প্রাহুর্যস্য সাঙ্কল্পিকা বয়ঃ।
মন্তব্যমধিভূতস্তু চন্দ্রমাশ্চাধিদৈবতম্ ॥ ১১
অহঙ্কারিকমধ্যাত্মমাহুস্তত্ত্বনিদর্শিনঃ।
অভিমানোঽধিভূতস্তু রুদ্রশ্চাত্রাধিদৈবতম্ ॥ ১২
বুদ্ধিরধ্যাত্মমিত্যাহুর্যস্যাং বদতি দর্শিনঃ।
বোদ্ধব্যমধিভূতস্তু ক্ষেত্রজ্ঞশ্চাধিদৈবতম্ ॥ ১৩
এষা তে ব্যাহৃতা রাজন্ বিভূতিরনুদর্শিতা।
আদ্যো মধ্যস্তথান্তশ্চ যথাতত্ত্বেন তত্ত্ববিৎ ॥ ১৪
প্রকৃতির্গুণান্ বিকুরুতে স্বচ্ছন্দেনাত্মমায়য়া।
ক্রীড়ার্থে তু মহারাজ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ১৫
যথা দীপসহস্রাণি দীপ্যন্তে সমবর্ত্যঃ প্রভূর্যতে
প্রকৃতিস্তথা বিকুরুতে পুরুষস্য গুণান্ বহূন্ ॥ ১৬
সত্ত্বমানন্দ উদ্রেকঃ প্রীতিঃ প্রকাশ এব চ
সুখং তুষ্টিরনায়াসঃ সন্তোষঃ শ্রদ্ধয়া নতা ॥ ১৭
অকার্পণ্যমসংরম্ভঃ ক্ষমা ধৃতিরহিংসতা।
সমতা সত্যমার্জবং মার্দবং হ্রীরচাপলম্ ॥ ১৮
শৌচমার্জবমাচারমলৌল্যং হৃত্সম্ভ্রমঃ
ঈহানিষ্টবিয়োগানাং কৃতানামবিকত্থনা ॥ ১৯
দানেন চাল্পকামস্য পরার্থেহা।
সর্বভূতদয়া চৈব সত্ত্বস্যৈতে গুণাঃ স্মৃতাঃ ॥ ২০
রজোগুণানাং সঙ্ঘাতো রূপমৈশ্বর্যবিগ্রহঃ।
অত্যাগিত্বমকারুণ্যং সুখদুঃখোপসেবনম্ ॥ ২১

যোগের সিদ্ধান্তবিষয়ে অভিজ্ঞ বিদ্বান্‌গণ শ্রোত্রকে (কর্ণকে) অধ্যাত্ম, শব্দকে অধিভূত এবং দিক্‌সকলকে অধিদৈবত বলিয়া থাকেন ॥ ৭

বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, জিহ্বা অধ্যাত্ম, রস অধিভূত এবং জল হইলেন অধিদৈবত ॥ ৮

বৈদিক মতবিষয়ে বিজ্ঞ পুরুষগণ নাসিকাকে অধ্যাত্ম, গন্ধকে অধিভূত এবং পৃথিবীকে অধিদৈবত বলিয়া বর্ণনা করেন ॥ ৯

তত্ত্বজ্ঞানবিশারদ ব্যক্তিগণ বলেন—বপু (চক্ষু) অধ্যাত্ম, স্পর্শ অধিভূত এবং বায়ু হইলেন অধিদৈবত ॥ ১০

শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেন যে, মন অধ্যাত্ম, মন্তব্য অধিভূত ও চন্দ্র হইলেন অধিদৈবত ॥ ১১

তত্ত্বদর্শী পুরুষগণ বলিয়া থাকেন যে, অহঙ্কার অধ্যাত্ম, অভিমান অধিভূত এবং রুদ্র হইলেন—অধিদৈবত ॥ ১২

যথার্থ জ্ঞানী ব্যক্তিরা এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, বুদ্ধি অধ্যাত্ম, বোদ্ধব্য অধিভূত হয় এবং আত্মা অধিদৈবত ॥ ১৩

হে রাজন্! এই আমি তোমার নিকট আদি, মধ্য ও অন্তে তত্ত্বানুসারে প্রকাশিত জীবের বাহ্যিকত বিভূতির বর্ণনা করিলাম ॥ ১৪

মহারাজ! প্রকৃতি স্বতন্ত্রতাপূর্বক ক্রীড়া করিবার জন্য নিজেরই ইচ্ছানুসারে শত শত ও সহস্র সহস্র গুণসমূহকে উৎপন্ন করে ॥ ১৫

যেরূপ মানুষ এক দীপ হইতে সহস্র দীপ প্রজ্বালিত করিতে থাকে, সেইরূপ প্রকৃতি পুরুষের সম্বন্ধের দ্বারা অনেক গুণ উৎপন্ন করিতে পারেন ॥ ১৬

সত্ত্ব, আনন্দ, প্রীতি, উৎকর্ষ, প্রকাশ (জ্ঞানশক্তি), সুখ, তুষ্টি, আরোগ্য, সন্তোষ, শ্রদ্ধা, অকার্পণ্য (দীনতার অভাব) অসংরম্ভ (ক্রোধের অভাব), ক্ষমা, ধৃতি, অহিংসা, সমতা, সত্য, ঋজুতা, লজ্জা, অচঞ্চলতা, শৌচ, সরলতা, সদাচার, অলোলুপতা, হৃদয়ে সম্ভ্রম না হওয়া, ইষ্ট ও অনিষ্ট বিয়োগের প্রশংসা না করা, জ্ঞানের দ্বারা দৈন্য ধারণ না করা, কোনও বস্তুর ইচ্ছা না করা, পরোপকার করা এবং সমস্ত প্রাণীর প্রতিই দয়া করা—এ সমস্তই সত্ত্ব সম্বন্ধীয় গুণ বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥ ১৭-২০

রূপ, ঐশ্বর্য, বিগ্রহ, ত্যাগের অভাব, করুণার অভাব, দুঃখ সুখ উপভোগ, পরনিন্দায় প্রীতি, বাদ-বিবাদ না করা, অহঙ্কার, মাননীয় পুরুষগণের সৎকার না করা, চিন্তা, শত্রুতাভাব রাখা, নিন্দা করা, নির্লজ্জতা, ধৃষ্টতা, ভেদবুদ্ধি, কঠোরতা, কাম,

পরাপবাদেষু রতির্বিবাদানাঞ্চ সেবনম্।
অহঙ্কারসমুৎকারশ্চিন্তা বৈরোপসেবনম্ ॥ ২২
পরিতাপোঽতিহরণং হ্রীনাশোঽনার্জবং তথা।
ভেদঃ পরুষতা চৈব কামঃ ক্রোধো মদস্তথা ॥২৩
দর্পো দ্বেষোঽতিবাদশ্চ এতে প্রোক্তা রজোগুণাঃ।
তামসানাং তু সর্বেষাং প্রবক্ষ্যাম্যুপধারণাম্ ॥২৪
মোহোঽপ্রকাশস্তামিস্রমন্ধতামিস্রসংজ্ঞিতম্।
মরণং চান্ধতামিস্রং তামিস্রঃ ক্রোধ উচ্যতে ॥ ২৫
তমসো লক্ষণানীহ তস্যাদ্যাস্তিরোচনম্।
ভোজনানামপর্য্যাপ্তিস্তথা পেয়েষ্বতৃপ্তিতা ॥ ২৬
গন্ধবাসো বিহারেষু শয়নেষ্বাসনেষু চ।
দিবাস্বপ্নেঽতিবাদে চ প্রমাদেষু চ বৈ রতিঃ ॥ ২৭
নৃত্যাদিত্রগীতানামজ্ঞানাচ্ছ্রদ্দধানতা।
দ্বেষো ধর্মবিশেষাণামেতে বৈ তামসা গুণাঃ ॥২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি যাজ্ঞবল্ক্যজনকসংবাদে
ত্রয়োদশাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১৩

ক্রোধ, মদ, দর্প, দ্বেষ ও বহুকথা বলার স্বভাব—এই সব হইল রজোগুণ। এ সমস্ত ভাবই রজোগুণের কার্য বলিয়া কথিত হইয়াছে। এখন আমি তামস ভাবসমূহের পরিচয় প্রদান করিব, তুমি উহা সাবধানে শ্রবণ কর। ২১-২৪

মোহ, অপ্রকাশ (অজ্ঞান), তামিস্র ও অন্ধতামিস্র, এই সব হইল তমোগুণের লক্ষণ। ইহাদের মধ্যে তামিস্র ক্রোধের বাচক এবং অন্ধতামিস্র মরণের বাচক। ভোজনে রুচি না হওয়া, ভোজনেই সন্তোষের অভাব, যত ভোজনই করুক না কেন উহাকে পর্যাপ্ত বলিয়া মনে না করা, পানীয় বস্তুতে কখনও তৃপ্তি না হওয়া, দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু, অস্বাচ্ছন্দ্য বিহার, অলস শয্যা ও আসনসমূহের ব্যবহার, দিবসে শয়ন করা (নিদ্রা যাওয়া), অত্যন্ত বাক্‌বিবাদ করা, প্রমাদে আসক্তির আধিক্য থাকা, অজ্ঞানবশতঃ নৃত্য-গীত ও নানাপ্রকার বাদ্যধ্বনিতে শ্রদ্ধা এবং নানাবিধ ধর্মে দ্বেষ—এই সব হইল তমোগুণের লক্ষণ। ২৫-২৮

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে যাজ্ঞবল্ক্য ও জনকের সংবাদবিষয়ক ত্রয়োদশাধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্দশাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[সাত্ত্বিক-রাজস-তামসপ্রকৃতিমনুষ্যাণাং গতিবর্ণনম্, রাজ্ঞো জনকস্য প্রশ্নশ্চ।]

যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ।
এতে প্রধানস্য গুণাস্ত্রয়ঃ পুরুষসত্তম।
কৃৎস্নস্য চৈব জগতস্তিষ্ঠন্ত্যনপগাঃ সদা ॥ ১
অব্যক্তরূপো ভগবান্ শতধা চ সহস্রধা।
শতধা সহস্রধা চৈব তথা শতসহস্রধা ॥ ২
কোটিশশ্চ করোত্যেষ প্রত্যগাত্মানমাত্মনা ॥ ৩
তামসস্যাধমং স্থানং প্রাহুরব্যক্তচিন্তকাঃ।
কেবলেনেহ পুণ্যেন গতির্ঊর্ধ্বমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৪
পুণ্যপাপেন মানুষ্যমনয়োরপ্যযোগতিম্।
দ্বন্দ্বমেষাং ত্রয়াণাং তু সন্নিপাতঞ্চ তত্ত্বতঃ ॥ ৫

চতুর্দশাধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

[সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস প্রকৃতির মনুষ্যগণের গতিবর্ণন এবং রাজা জনকের প্রশ্ন।]

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—পুরুষপ্রবর! সত্ত্ব, রজ ও তম—এই তিনটি হইল প্রকৃতির গুণ। ইহারা সম্পূর্ণ জগতে সদা বিদ্যমান থাকে, কখনও উহা হইতে পৃথক্ হইয়া থাকে না। ১)

এই ঐশ্বর্যশালিনী প্রকৃতি নিজের প্রভাবে জীবনকে শত, সহস্র, লক্ষ ও কোটি কোটিরূপে উৎপাদিত করিয়া থাকেন। ২)

অধ্যাত্ম-শাস্ত্রচিন্তাকারী বিদ্বান্‌গণ বলেন যে, সাত্ত্বিক পুরুষের উত্তম, রজোগুণীয় মধ্যম এবং তমোগুণী ব্যক্তির অধম স্থান প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ৩)

কেবল পুণ্য করিলে মানুষ ঊর্ধ্বলোকে গমন করে, পুণ্য ও পাপ উভয়ের অনুষ্ঠানে মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করে এবং কেবল পাপাচার করিলে পর মানুষের অধোগতি হইয়া থাকে। ৪)

এখন আমি সত্ত্ব, রজ ও তম—এই তিনগুণের দ্বন্দ্ব ও সন্নিপাত* যথাযথ রূপে বর্ণনা করিব, তুমি উহা শ্রবণ কর। ৫)

* দুই গুণের মিলনকে দ্বন্দ্ব এবং তিন গুণের মিলনকে সন্নিপাত বলে।

সত্ত্বস্য রজসশ্চৈব তমসশ্চ শৃণুষ্ব মে।
সত্ত্বস্য তু রজো দৃষ্টং রজসশ্চ তমস্তথা। ৬

তমসশ্চ তথা সত্ত্বং সত্ত্বস্যাব্যক্তমেব চ
অব্যক্তঃ সত্ত্বসংযুক্তো দেবলোকমবাপ্নুয়াৎ। ৭

রজঃসত্ত্বসমাযুক্তো মানুষেষু প্রপদ্যতে।
রজস্তমোভ্যাং সংযুক্তস্তির্যগ্‌যোনিষু জায়তে। ৮

রাজসৈস্তামসৈঃ সর্বৈর্যুক্তো মানুষমাপ্নুয়াৎ।
পুণ্য-পাপবিযুক্তানাং স্থানমাহুরহাক্ষয়ম্
শাশ্বতং চাব্যয়ং চৈব তদক্ষয়ং চামৃতঞ্চ তৎ। ৯

জ্ঞানিনাং সত্ত্বসংস্থানাং শ্রেষ্ঠং স্থানমুদাহৃতম্।
অতীন্দ্রিয়মবীজঞ্চ জন্মমৃত্যুজরোদ্ভবম্। ১০

অব্যক্তস্তু পরং যৎ তৎ তৎ পৃষ্টস্তেঽহং মহামুনি।
স এষ প্রকৃতিজ্ঞো হি তৎস্থ ইত্যভিধীয়তে। ১১

অচেতনা চৈব মতা প্রকৃতিস্ত্বাপি পার্থিব।
এতেনাধিষ্ঠিতা চৈব সৃজতে সংহরত্যপি।

জনক উবাচ।

অনাদি-নিধনাবেতাবুভাবেব মহামতে।
অমূর্তিমত্ত্বাবচলাবপ্রকম্প্যাবণ্বণূ। ১৩

অগ্রাহ্যাবুভিমাত্রু ন কথঞ্চেকো হ্যচেতনঃ
চেতনাবাংস্তথা চৈকঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি ভাষিতঃ। ১৪

তৎ হি বিপ্রেন্দ্র কার্ৎস্ন্যেন মোক্ষধর্মমুপাসসে।
সাকল্যাং মোক্ষধর্মস্য শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ। ১৫

অধিষ্ঠিতা কেবলত্বঞ্চ বিনাভাবং তথৈব চ।
দৈবতানি চ মে ব্রূহি দেহং যান্ত্যাশ্রিতানি বৈ। ১৬

তথৈবোৎক্রামিণঃ স্থানং দেহিনো বৈ বিপদ্যতঃ।
কালেন যদ্ধি প্রাপ্নোতি স্থানং তৎ প্রব্রবীহি মে। ১৭

সত্ত্বগুণের সহিত রজোগুণ, রজোগুণের সহিত তমোগুণ, তমোগুণের সহিত সত্ত্বগুণ এবং সত্ত্বগুণের সহিত অব্যক্তের (জীবাত্মার) সম্মিলন হইতে দেখা যায়। জীবাত্মা যখন সত্ত্বগুণের সহিত সংযুক্ত হইয়া যান তখন তিনি দেবলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৬-৭

রজোগুণ ও সত্ত্বগুণের সহিত সংযুক্ত হইলে পর তিনি মনুষ্যলোকে গমন করেন এবং রজোগুণ ও তমোগুণের সহিত সংযুক্ত হইলে পর তিনি পশু-পক্ষীপ্রভৃতি যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন। ৮

রাজস, তামস ও সাত্ত্বিক এই তিন ভাবে যুক্ত হইলে পর জীব মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হয়। যিনি পুণ্য ও পাপ এই উভয়রহিত, সেই মহাত্মা পুরুষগণের সনাতন, অবিকারী, অক্ষয় ও অমৃত প্রাপ্তি হয় বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৯

যেখানে কোনরূপ কষ্ট নাই, যেখান হইতে কখনও পতনের সম্ভাবনা নাই, যাহা ইন্দ্রিয়াতীত, যেখানে জন্মগ্রহণ হইবার কোনও কারণ নাই এবং যাহা জরা, মৃত্যু ও অজ্ঞাননাশক, সেই শ্রেষ্ঠ স্থান (পরম পদ) জ্ঞানিগণেরই লাভ হইয়া থাকে। ১০

নরেশ্বর! তুমি যে অব্যক্ত প্রকৃতিতে স্থিত পরম তত্ত্বের বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলে, উহার উত্তরে এই নিবেদন যে, এই পরমতত্ত্ব প্রাকৃত সত্তাতে স্থিত হইলেই উহাকে প্রকৃতিজ্ঞ বলা হয়। ১১

কৃপাল! প্রকৃতি অচেতনা—ইহাই বিদ্বান্‌গণের অভিমত। এই পরম তত্ত্বের দ্বারা অধিষ্ঠিতা হইয়াই এই প্রকৃতি সৃষ্টি ও সংহার কার্য্য করিয়া থাকেন। ১২

জনক বলিলেন,—মহামতে! প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই আদি অন্তরহিত, মূর্ত্তিহীন ও অচল। উভয়েই নিজ নিজ গুণে স্থিত থাকেন এবং উভয়েই নিত্য। ১৩

মুনিশ্রেষ্ঠ! ইহারা উভয়েই বুদ্ধির অগোচর। তবে এক প্রকৃতি কেন নিজেকে অচেতন বলিয়া পরিচয় দিলেন? এবং অপর পুরুষ চেতন ও ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া কেন অভিহিত হন? ১৪

বিপ্রবর! আপনি পূর্ণরূপে মোক্ষধর্ম দেখন করিতেছেন, সেইজন্য আপনার মুখ হইতেই আমি সম্পূর্ণ মোক্ষধর্ম যথাযথভাবে শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। ১৫

আপনি পুরুষের অস্তিত্ব, কেবলত্ব ও প্রকৃতি হইতে পৃথক্ সত্তার কথা স্পষ্ট করিয়া বলুন এবং দেহকে আশ্রয় করিয়া যে সব দেবতা আছেন, আপনি তাঁর দের তত্ত্বও বলুন। ১৬

মৃত্যুকালে যখন জীবের প্রাণের উৎক্রমণ হয়, সেই সময় তাহার সময়ানুসারে কোন্ স্থান লাভ হয়? ইহাও, আমাকে উপদেশ করুন। ১৭

সাংখ্যজ্ঞানেন তত্ত্বেন পৃথক্‌পৃথগেব চ
অরিষ্টানি চ তত্ত্বানি তত্ত্বমর্হসি নস্তথা
বিদিতঃ সর্বমেতৎ তে পাণাবামলকং যথা ॥ ১৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি যাজ্ঞবল্ক্যজনকসংবাদে
চতুর্দশাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১৪

সাধুশ্রেষ্ঠ! এই সঙ্গে পৃথক্ পৃথক্ সাংখ্য ও যোগের জ্ঞান এবং মৃত্যুসূচক লক্ষণসকলের যথাযথরূপে বর্ণন করুন, কারণ, এ সব বিষয়ই হস্তস্থিত আমলকী ফলের ন্যায় আপনি সম্যক্‌ভাবেই জ্ঞাত আছেন। ১৮

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে যাজ্ঞবল্ক্য ও জনকের সংবাদ বিষয়ক চতুর্দশাধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

পঞ্চদশাধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

[প্রকৃতি-পুরুষবিবেক, তত্ত্ব ফলবর্ণন।]

যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ।

ন শক্যো নির্গুণস্তাত গুণীকর্তুং বিশাম্পতে
গুণবাংশ্চাপ্যগুণবান্ যথাতত্ত্বং নিবোধ মে ॥ ১
গুণৈর্হি গুণবানেব নির্গুণশ্চাগুণস্তথা।
প্রাহুরেবং মহাত্মানো মুনয়স্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ২
গুণস্বভাবত্বব্যক্তো গুণান্ নৈবাতিবর্ত্ততে।
উপযুঙ্‌ক্তে চ তানেব স চৈষাজ্ঞঃ স্বভাবতঃ ॥ ৩
অব্যক্তস্তু ন জানাতি পুরুষো জ্ঞঃ স্বভাবতঃ
ন মন্তঃ পরমস্তীতি নিত্যমেবাভিমন্যতে ॥ ৪
অনেন কারণেনৈতদব্যক্তং স্যাদচেতনম্
নিত্যত্বাচ্চাক্ষরত্বাচ্চ ক্ষরত্বাত্ত্বং তদক্ষরম্ ॥ ৫
যদাজ্ঞানেন কুরুতে গুণসর্গং পুনঃ পুনঃ
তদাত্মানং ন জানীতে তদাত্মাপি ন মুচ্যতে ॥ ৬
কর্তৃত্বাচ্চাপি সর্গাণাং সর্গধর্মা তথোচ্যতে।
কর্তৃত্বাচ্চাপি যোগানাং যোগধর্মা তথোচ্যতে ॥ ৭
কর্তৃত্বাৎ প্রকৃতীনাঞ্চ তথা প্রকৃতিধর্মিতা ॥ ৮
কর্তৃত্বাচ্চাপি বীজানাং বীজধর্মা তথোচ্যতে।
গুণানাং প্রসবত্বাচ্চ প্রলয়ত্বাৎ তথৈব চ ॥ ৯

পঞ্চদশাধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

[প্রকৃতি পুরুষের বিবেক ও উহার ফল বর্ণন।]

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—তাত! প্রজাপালক রাজন্! নির্গুণকে সগুণ এবং সগুণকে নির্গুণ করা যায় না। এবিষয়ে যাহা যথার্থ তত্ত্ব, উহা আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর। ১

তত্ত্বদর্শী মহাত্মা মুনিগণ বলেন যে, যাহার গুণসমূহের সহিত সম্পর্ক আছে, তাহাকে 'সগুণ' এবং যাহার গুণসকলের সহিত কোনই সম্পর্ক নাই, তাহাকে 'নির্গুণ' বলা হয়। ২

অব্যক্ত প্রকৃতি স্বভাবতই গুণবতী। তিনি গুণসকলকে কখনও উল্লঙ্ঘন করিতে পারেন না। তিনি সেই গুণসকলকে নিজের জন্য ব্যবহার করেন এবং স্বভাবতই অজ্ঞানী। ৩

প্রকৃতি কোন বস্তুকেই জানেন না, ইহার বিপরীত পুরুষ স্বভাবতই জ্ঞানী; তিনি সর্বদা এই বিষয় জানেন যে, আমা অপেক্ষা অন্য কিছু উৎকৃষ্ট পদার্থ নাই। ৪

এই কারণেই প্রকৃতি অচেতন হইয়া গিয়াছেন; অর্থাৎ বিনাশশীল বলিয়া উহাকে 'জড়' ব্যতীত আর কিছুই বলা যাইতে পারে না; অন্য দিকে পুরুষ নিত্য ও অক্ষর (অবিনাশী) বলিয়া জ্ঞেয়। ৫

কিন্তু যতক্ষণ তিনি অজ্ঞানভাবশতঃ বারংবার গুণসকলের সংসর্গ করেন এবং নিজের অসঙ্গ স্বরূপকে জানিতে না পারেন, ততক্ষণ তাঁহার মুক্তি হয় না। ৬

তিনি নিজেকে সৃষ্টিকর্তা মনে করায় 'সর্গধর্মা' বলিয়া কথিত হন এবং যোগের কর্তা বলিয়া নিজেকে যুক্ত করায় 'যোগধর্মা' নামেও অভিহিত হন। ৭

নানা প্রকৃতিকে নিজের মধ্যে স্বীকার করিয়া লওয়ায় 'প্রকৃতিধর্মা'ও হইয়া যান। ৮

স্থাবর পদার্থসকলের বীজের কর্তা হওয়ায় 'বীজধর্মা' নামে কথিত হন এবং তিনি গুণসকলের উৎপত্তি ও প্রলয়ের কারণ বলিয়া 'গুণধর্মা' নামেও অভিহিত হন। ৯

উপেক্ষণাদনভ্যাসাদবিজ্ঞানাচ্চ কেবলম্ ।
মন্যন্তে বিততঃ সিদ্ধা অধ্যাত্মজ্ঞা মনস্বিনঃ
অনিত্যাঃ নিত্যমব্যক্তং ব্যক্তমেতদ্ধি শুশ্রুম ॥ ১০
অব্যক্তৈকত্বনিত্যাদ্বনানাত্বং পুরুষে তথা
সর্বভূতগুণাবস্তুঃ কেবলং জ্ঞানমাস্থিতাঃ ॥ ১১
অন্যঃ স পুরুষোঽব্যক্তপ্রভবো ধ্রুবসংজ্ঞকঃ
যথা মুঞ্জ ইষীকায়াং তথৈবেত্যভি ধারয়ে ॥ ১২
অন্যচ্চ মনসঃ বিদ্যাদন্যশ্চোদ্ধর্ষ ইত্যুত
ন চোদ্ধর্ষস্য সংযোগো মনসশ্চাস্তি তত্ত্বতঃ ॥ ১৩
অন্য এব তথা মৎস্যস্তদন্যশ্চোদ্ধরঃ স্মৃতঃ
ন চোদকস্য স্পর্শেন মৎস্যো লিপ্যতি সর্বশঃ ॥ ১৪
অন্যো ভূমিরুখাপন্যা নিত্যমেবমবেহি তোঃ
ন চোপলিপ্যতে সোঽগ্নিরুখাসংস্পর্শনেন বৈ ॥ ১৫
পুরুষঃ স্বপ্নদেবাত্র তথান্যদুদকং স্মৃতম্
ন চোদকস্য স্পর্শেন লিপ্যতে তত্ত্ব পুরুষঃ ॥ ১৬
এতেষাং সহবাসঞ্চ বিবাসং চৈব নিত্যশঃ ।
যথা তত্ত্বেন পশ্যন্তি ন নিত্যা প্রাকৃতা জনাঃ ॥ ১৭
যে ত্বতত্ত্বৈব পশ্যন্তি ন সম্যক্ তেষু দর্শনম্
তে বাক্তঃ নিরয়ং ঘোরং প্রবিশন্তি পুনঃ পুনঃ ॥ ১৮
সাংখ্যদর্শনমেতৎ তে পরিসাখ্যানমুত্তমম্
এবং হি পরিসংখ্যায় সাংখ্যাঃ কেবলতাং গতাঃ ॥ ১৯
যে ত্বেতে তত্ত্বতঃ পশ্যন্তেষামেতদ্বিদর্শনম্
অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি যোগানামনুদর্শনম্ ॥ ২০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি বাষ্কলিজনকসংবাদে
পঞ্চদশাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১৫

অধ্যাত্মশাস্ত্রে অভিজ্ঞ চিরাচীন সিদ্ধ ঋষিগণ পুরুষকে কেবল (প্রকৃতির সম্বন্ধরহিত) বলিয়া মনে করেন । কারণ, তিনি সাক্ষী ও অধিষ্ঠাতা । তাঁহার এই দুইয়ের অনুভব ও অধিষ্ঠানের জন্যই হইয়া থাকে । বাস্তবে তিনি নিত্য ও অব্যক্ত, কিন্তু প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধবশতঃ অনিত্য ও ব্যক্ত বলিয়া প্রতীত হন । ১০

সমস্ত প্রাণীর প্রতিই সমানভাবে ও কেবল জ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণকারী সাংখ্যমতাবলম্বী এই বিদ্বান্ প্রকৃতিকে এক এবং পুরুষকে অনেক বলিয়া অভিহিত করেন । ১১

পুরুষ প্রকৃতি হইতে ভিন্ন ও নিত্য এবং অব্যক্ত (প্রকৃতি) পুরুষ হইতে ভিন্ন ও অনিত্য । যেরূপ শিখা মুঞ্জতৃণ হইতে পৃথক্, সেইরূপ প্রকৃতিও পুরুষ হইতে পৃথক । ১২

যেরূপ মনঃ ও ঊষ্মা একত্রে থাকিলেও পৃথক্ পৃথক্ বলিয়া জানা যায়, ঊষ্মার সংযোগে মনঃ তাহার সহিত মিশ্রিত হয় না এবং যেরূপ মৎস্য এক বস্তু ও জল অন্য বস্তু । জলের স্পর্শে কখনও মৎস্য জলে লিপ্ত হইয়া যায় না । ১৩-১৪

ভূমি এই দুইয়ের ভেদকে নিত্য বলিয়া জানিও । জলের স্পর্শে অগ্নি কখনও দূষিত হয় না । ১৫

যেরূপ পুরুষ এক বস্তু এবং জল অন্য বস্তু, জলের স্পর্শে পুরুষ উহাতে লিপ্ত হইয়া যায় না, সেইরূপ পুরুষও প্রকৃতি হইতে ভিন্ন ও অসঙ্গ । ১৬

সাধারণ মানুষ ইহাদের সহবাস ও বিনাশ কখনও যথাযথভাবে বুঝিতে পারে না । যাহারা ইহাদের স্বরূপকে অন্যরূপ জ্ঞানে অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষকে পরস্পর ভিন্ন বলিয়া বুঝিতে পারে না, তাহাদের সেই দৃষ্টি যথার্থ নহে । তাহারা অবশ্যই পুনঃ পুনঃ ঘোর নরকে পতিত হয় । ১৭-১৮

এইভাবে আমি তোমাকে এই বিচারপ্রধান উত্তম সাংখ্যদর্শন বলিলাম । সাংখ্যশাস্ত্রে অভিজ্ঞ বিদ্বান্‌গণ এরূপ জ্ঞানলাভ করিয়া কৈবল্য প্রাপ্ত হইয়াছেন অর্থাৎ মোক্ষলাভ করিয়াছেন । ১৯

অন্য যে সব তত্ত্ববিচারনিপুণ বিদ্বান্ আছেন, তাঁহাদেরও এইরূপই অভিমত । ইহার পর যোগশাস্ত্রসম্মতের বর্ণনা করিব । ২০

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে বাষ্কলি ও জনকের সংবাদবিষয়ক পঞ্চদশাধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

ষোড়শাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

(যোগস্য বর্ণনম্ তৎসাধনেন পরমব্রহ্ম, পরমাত্মন, প্রাপ্তিফলকথনঞ্চ)

যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ :

সাংখ্যজ্ঞানং ময়া প্রোক্তং যোগজ্ঞানং নিবোধ মে
যথাশ্রুতং যথাদৃষ্টং তত্ত্বেন নৃপসত্তম ॥১

নাস্তি সাংখ্যসমং জ্ঞানং নাস্তিযোগসমং বলম্।
তাবুভাবেকচর্য্যৌ তাবুভাবনিধনৌ স্মৃতৌ ॥২

পৃথক্ পৃথক্ প্রপশ্যন্তি যেঽপ্যবুদ্ধিস্থা নরাঃ।
বয়ং তু রাজন্ পশ্যাম একমেব তু নিশ্চয়াৎ ॥৩

যদেব যোগাঃ পশ্যন্তি তৎ সাংখ্যৈরপি দৃশ্যতে
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স তত্ত্ববিৎ ॥৪

রুদ্রপ্রধানানপরান্ বিদ্ধি যোগানরিন্দম।
তেনৈব চাথ দেহেন বিচরন্তি দিশো দশ ॥৫

যাবদ্ধি প্রলয়োত্থানং সূক্ষ্মেণাষ্টগুণেন ত
লোকান্ লোকান্ বিচরন্ সুখং সংকল্প চাপ্নুয়াৎ ॥৬

বেদেষু চাষ্টগুণিনং যোগমাহুর্মনীষিণঃ
সূক্ষ্মমষ্টগুণং প্রাহুর্দৈবতং নৃপসত্তম ॥৭

দ্বিগুণং যোগকৃত্যাং তু যোগানাং প্রাহুরুত্তমম্
সগুণং নির্গুণঞ্চৈব যথা শাস্ত্রনিদর্শনম্ ॥৮

ধারণঞ্চৈব মনসঃ প্রাণায়ামস্তথা পরিণ
একাগ্রতা চ মনসঃ প্রাণায়ামস্তথৈব চ ॥৯

প্রাণায়ামো হি সগুণো নির্গুণং ধারয়েন্মনঃ।
যদ্ধ্যপৃচ্ছতি মুক্তন বৈ প্রাণান্ নৈবিলসত্তম
বাত্তাধিক্যং ভবত্যেব তস্মাৎ তং ন সমাচরেৎ ॥১০

ষোড়শাধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

(যোগের বর্ণন এবং উহার সাধনে পরব্রহ্ম পরমাত্মার প্রাপ্তি কথন।)

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—নৃপশ্রেষ্ঠ! আমি সাংখ্য বর্ণনোক্ত জ্ঞান তোমাকে বলিলাম। এখন আমি যেরূপ দেখিয়াছি, শুনিয়াছি ও বুঝিয়াছি, তদনুসারে যোগশাস্ত্রের যথার্থ জ্ঞান তোমাকে বলিব, তুমি আমার নিকট হইতে উহা শ্রবণ কর। ১

সাংখ্যজ্ঞান কোন জ্ঞান নাই। যোগসদৃশ কোন বল নাই এই উভয়ের লক্ষ্য এক এবং এই উভয়ই মৃত্যুনিবারক বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। ২

রাজন্! যে সব মানুষ অজ্ঞানপরায়ণ, তাহারা সকলে এই দুই শাস্ত্রকে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া মনে করে। আমরা কিন্তু বিচারের দ্বারা পূর্ণ নিশ্চয় করত এই দুই শাস্ত্রকে এক বলিয়াই বোধ করি। ৩

যোগিগণ যে তত্ত্বকে সাক্ষাৎকার করেন, উহা সাংখ্যজ্ঞানের দ্বারাও দেখা যায়; অতএব যিনি সাংখ্য ও যোগকে এক বলিয়াই দেখিয়া থাকেন, তিনিই যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানী। ৪

শত্রুদমন রাজন্! সর্ব্ববিধ যোগসাধনার জন্য অর্থাৎ প্রাণকেই প্রধান ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিও। প্রাণকে নিজের বশীভূত করিয়া লইলে পর যোগিগণ এই শরীরের দ্বারাই দশদিকে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে পারেন। ৫

হিত নিশ্বাস ফেলান। যতক্ষণ না মৃত্যু হয়, ততক্ষণই যোগী যোগবলের দ্বারা স্থূল শরীরকে একবারেই ত্যাগ করিয়া অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্যযুক্ত সূক্ষ্ম শরীরের দ্বারা নানাবিধ লোকসমূহে সুখের সহিত বিচরণ করেন। ৬

নৃপশ্রেষ্ঠ! মনীষী পুরুষগণ বলেন যে, বেদে স্থূল ও সূক্ষ্ম এই দুই প্রকার যোগ বর্ণিত আছে। উহাদের মধ্যে স্থূল যোগই অণিমাদি অষ্টবিধ সিদ্ধি প্রদান করে এবং সূক্ষ্ম যোগই (যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—এই) অষ্ট অঙ্গ (যুক্ত, অষ্ট পদে। ৭

যোগের মুখ্য সাধন দুই প্রকার কথিত হইয়াছে - সগুণ ও নির্গুণ (সবীজ ও নির্বীজ) এরূপই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। ৮

কৃপাল! কোন বিশেষ বস্তুতে (বা দেশে) চিত্তকে স্থাপিত করার নাম 'ধারণা'। মনের ধারণার সহিত প্রাণায়াম করিলে পর উহা হয় সগুণ এবং যদ্ধ বিশেষের আশ্রয় না লইয়া মনকে নির্বীজ সমাধিতে একাগ্র করাকে বলে নির্গুণ প্রাণায়াম। ৯

সগুণ প্রাণায়াম মনকে নির্গুণ অর্থাৎ বৃত্তিশূন্য করিয়া স্থির করিতে সহায়ক হয়। যিথিলাবাসী সংপুরুষগণ প্রেম মনকে যদি পুত্রকাদির সদৃশ নিয়ত দেবতাদিকে ধ্যানের দ্বারা সাক্ষাৎকার না করিয়াই কেহ প্রাণবায়ুর রেচন করেন, তবে তাঁহার দেহে বায়ুর প্রকোপ বর্দ্ধিত হয়। অতএব ধ্যানহীন প্রাণায়াম করিতে নাই। ১০

নিশায়াঃ প্রথমে যামে চোদনা দ্বাদশী স্মৃতাঃ।
মধ্যে ত্বপরাহ্ণে পরে যামে দ্বাদশৈব তু চোদনাঃ ॥ ১১
তদেবমুপশান্তেন শান্তেনৈকান্তশীলিনা
আত্মারামেণ বৃদ্ধেন যোক্তব্যোঽহন্যহনি সদা ॥ ১২
পঞ্চানামিন্দ্রিয়াণাং তু দোষানাক্ষিপ্য পঞ্চধা
শব্দং রূপং তথা স্পর্শং রসং গন্ধং তথৈব চ ॥ ১৩
প্রতিভাষণবর্ণঞ্চ প্রতিসংহৃত্য মৈথিল
ইন্দ্রিয়গ্রামমখিলং মনস্যেতানিবেশ্য চ ॥ ১৪
মনস্যেবাহঙ্কারে প্রতিষ্ঠাপ্য নরাধিপ
অহঙ্কারং তথা বুদ্ধৌ বুদ্ধিঞ্চ প্রকৃতাবপি ॥ ১৫
এবং হি পরিসংখ্যায় ততো ধ্যায়ন্তি কেবলম্।
বিরজস্কমলং নিত্যমনন্তং শুদ্ধমক্ষরম্ ॥ ১৬
তমুষঃ পুরুষং নিত্যমভেদ্যমজরামরম্।
শাশ্বতং চাব্যয়ঞ্চৈব ঈশানং ব্রহ্ম চাব্যয়ম্ ॥ ১৭

রাত্রির প্রথম প্রহরে বায়ুকে বারো করিবার দ্বাদশ প্রেরণা কথিত হইয়াছে। মধ্য রাত্রির শেষ দুইপ্রহরে শয়ন করা উচিত এবং পুনরায় শেষপ্রহরে দ্বাদশ প্রেরণায় অভ্যাস করা কর্তব্য ॥ ১১

এইরূপ প্রাণায়ামের দ্বারা মনকে বশীভূত করত শান্ত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া একান্তবাসী আত্মারাম জ্ঞানীর কর্তব্য হইল—তিনি মনকে পরমাত্মায় নিঃসঙ্কল্পে সংযুক্ত করিবেন ॥ ১২

মিথিলানরেশ! শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—ইন্দ্রিয়গণের এই পাঁচটি দোষ। এই সব দোষকে অপসারিত করিবে। তারপর লয় ও বিক্ষেপকে শান্ত করত সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে মনে স্থির করিবে। মনেরও* তারপর মনকে অহঙ্কারে, অহঙ্কারকে বুদ্ধিতে ও বুদ্ধিকে প্রকৃতিতে স্থাপিত করিবে। এইভাবে সকলকে লয় করত যোগী পুরুষ কেবল সেই পরমাত্মার ধ্যান করিবেন। এই পরমাত্মা শোকোত্তরহিত, নির্মল, নিত্য, অনন্ত, শুদ্ধ, ছিদ্ররহিত, কূটস্থ, অক্ষয়ধামী, অভেদ্য, অজর, অমর, অবিকারী, সকলের ঈশ্বর ও সনাতন ব্রহ্ম ॥ ১৩-১৭

যুক্তস্য তু মহারাজ লক্ষণান্যুপধারয়।
লক্ষণং তু প্রসাদস্য যথা তৃপ্তঃ সুখং স্বপেৎ ॥ ১৮
নির্বাতে তু যথা দীপো জ্বলেৎ স্নেহসমন্বিতঃ।
নিশ্চলোর্ধ্বশিখস্তদ্বদ্ যুক্তমাহুর্মনীষিণঃ ॥ ১৯
পাষাণ ইব মেঘৈর্বৈর্যথা বিদ্ধুভিরাহতঃ।
নালং চালয়িতুং শক্যস্তথা যুক্তস্য লক্ষণম্ ॥ ২০
শঙ্খদুন্দুভিনির্ঘোষৈর্বিবিধৈর্গীতবাদিতৈঃ।
ক্রিয়মাণৈর্ন কম্পেত যুক্তস্যৈতদ্বিদর্শনম্ ॥ ২১
তৈলপাত্রং যথা পূর্ণং বধ্যমানো নরাধিপ
সোপানমারুহেদ্ ভীতস্তর্জ্যমানোঽসিপাণিভিঃ ॥ ২২
সংসক্তাত্মাত্তয়াং তেষাং ন পাত্রাদ্ বিন্দুমুৎসৃজেৎ।
তথৈবোত্তমমাসাদ্য একাগ্রমনসস্তথা ॥ ২৩
স্থিরত্বাদিন্দ্রিয়াণাং তু নিশ্চলত্বাৎ তথৈব চ।
এবং যুক্তস্য তু মুনের্লক্ষণান্যুপলক্ষয়েৎ ॥ ২৪

মহারাজ! এখন সমাধিতে স্থির যোগীর লক্ষণ শ্রবণ কর। যেরূপ চিত্ত আনন্দ সুখে নিদ্রা যায়, সেই যোগযুক্ত মানুষের চিত্তও সদা প্রসন্ন থাকে। সমাধি হইতে বিরত হইবার বাসনা করে না। ইহাই তাহার প্রসন্নতার লক্ষণ ॥ ১৮

যেরূপ তৈলপূর্ণ প্রদীপ বায়ুশূন্য স্থানে একভাবে জ্বলিতে থাকে এবং তাহার শিখা স্থিরভাবে উপরের দিকে উঠিতে হয়, সেইরূপ সমাধিনিষ্ঠ যোগীকেও মনীষী পুরুষগণ স্থির বলিয়া অভিহিত করেন ॥ ১৯

যেরূপ মেঘের বারিবর্ষণের বিন্দুসমূহের দ্বারা পর্বত চঞ্চল হয় না, সেইরূপ নানা প্রকার বিক্ষেপ আসিয়া যোগীর চিত্তকে বিচলিত করিতে পারে না। ইহাই যোগযুক্ত পুরুষের লক্ষণ ॥ ২০

তাঁহার নিকটে যদি বহু শঙ্খধ্বনি করা হয়, বহু দুন্দুভি বাজান হয় এবং নানাবিধ গীত বাদ্যধ্বনি করা হয়, তাহা হইলেও তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হয় না। ইহাই তাঁহার সুদৃঢ় সমাধির লক্ষণ ॥ ২১

যেরূপ মনঃসংযমী সাবধান হস্তে ব্যক্তি ঘৃতে তৈলপূর্ণ পাত্র লইয়া সোপানে (সিঁড়িতে) আরোহণ করিতে থাকিলে সেই সময় যদি বহু মানুষ হস্তে তরবারি লইয়া উহাকে তাড়া করিতে ও ভয় দেখাইতেও থাকে, তথাপি সেই ব্যক্তি তাড়নের ভয়ে পাত্র হইতে একবিন্দু তেল পড়িতে দেন না, সেইরূপ যোগের উচ্চাবস্থা লাভ করিলে পর একাগ্রচিত্ত যোগী ইন্দ্রিয়গণের স্থৈর্য এবং মনের অবিচল স্থিতির কারণ সমাধি হইতে কখনও

* এক প্রাণায়াম পূরক, কুম্ভক ও রেচক ভেদে তিন প্রকার। এইরূপ যে স্থলে বারো প্রেরণার অভ্যাসের বিধান আছে, সেস্থলে চার চার প্রাণায়াম করিবার বিধি বলিয়া বুঝিতে হইবে। তাৎপর্য্য হইল ইহাই যে,—রাত্রির প্রথম প্রহরে ও শেষ প্রহরে ধ্যানপূর্ব্বক চার-চার প্রাণায়ামের নিত্য অভ্যাস করা যোগীর পক্ষে একান্ত আবশ্যক।

ঋষয়ঃ পশ্যন্তে ব্রহ্ম যৎ তৎ পরমমব্যয়ম্।
মহতস্তমসো মধ্যে স্থিতং জ্বলনসন্নিভম্ ॥২৪

এতেন কেবলং যান্তি ত্যক্ত্বা দেহমনাত্মিকম্
কালেন মহতা রাজন্ প্রকৃতিস্থা সনাতনী ॥ ২৫

বিচলিত হন না। যোগসিদ্ধ মুনির এরূপই লক্ষণ বুঝিতে হইবে ॥ ২২-২৪

যে ব্যক্তি উত্তমরূপে যোগ সমাধিতে অবস্থিত থাকেন, সেই ব্যক্তি ঘোর অন্ধকার মধ্যে প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় জ্বলন্তেজে স্থিত অবিনাশী (জ্ঞানস্বরূপ) পরমব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করেন ॥ ২৪

রাজন্! এই সাধনার দ্বারা মানুষ দীর্ঘকালের পর এই

এতদ্ধি যোগং যোগানাং কিমন্যদ্ যোগলক্ষণম্
বিজ্ঞায় তদ্ধি মজ্জন্তে কৃতকৃত্যা মনীষিণঃ ॥ ২৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি যাজ্ঞবল্ক্য-জনকসংবাদে
ষোড়শাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১১৬

অচেতন দেহ পরিত্যাগ করেন। (প্রকৃতির সনাতন স্বরূপ)
পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন। ইহাই সনাতন বেদমত ॥ ২৫

ইহাই হইল যোগিগণের যোগ। ইহা ব্যতীত যোগের আর কিই বা লক্ষণ হইতে পারে? ইহাকে জানিয়া মনীষী পুরুষগণ নিজেকে নিত্যে কৃতকৃত্য বলিয়া মনে করেন ॥ ২৬

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে যাজ্ঞবল্ক্য ও জনকের সংবাদবিষয়ক
ষোড়শাধিকত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

সপ্তদশাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

[বিভিন্নাঙ্গেভ্যঃ প্রাণোৎক্রমণস্য ফলনিরূপণম্, মৃত্যুসূচকলক্ষণানাং বর্ণনম্, মৃত্যোঃ জেতুমুপায়কথনঞ্চ।]

যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ।

তত্রৈষোৎক্রমমাণং তু শৃণুষাবহিতো নৃপ
পদ্ভ্যামুৎক্রমমাণস্তু বৈষ্ণবং স্থানমৃচ্ছতে ॥ ১
জঙ্ঘাভ্যাং তু বসূন্ দেবানাপ্নুয়াদিতি নঃ শ্রুতম্
জানুভ্যাঞ্চ মহাভাগান্ সাধ্যান্ দেবানবাপ্নুয়াৎ ॥ ২
পায়ুনোৎক্রমমাণস্তু মৈত্রং স্থানমবাপ্নুয়াৎ।
পৃথিবীং জঘনেনাথ ঊরুভ্যাঞ্চ প্রজাপতিম্ ॥ ৩

পার্শ্বাভ্যাং মরুতো দেবান্ নাভ্যাগ্নিস্তুদমেব চ।
বাহুভ্যামিন্দ্রমেবাপ্নুরস্য রুদ্রমেব চ ॥ ৪
গ্রীবয়া তু মুনিশ্রেষ্ঠঃ নরযাপ্নোত্যনুত্তমম্।
বিশ্বেদেবান্ মুখেনাথ শিরঃ শ্রোত্রেণ চাপ্নুয়াৎ ॥ ৫
ঘ্রাণেন গন্ধবহনং নেত্রাভ্যামগ্নিমেব চ
ভ্রুভ্যাং চৈবাশ্বিনৌ দেবৌ ললাটেন পিতৃনথ ॥ ৬

সপ্তদশাধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

[বিভিন্ন অঙ্গসমূহ হইতে প্রাণোৎক্রমণের ফল নিরূপণ, মৃত্যুসূচক লক্ষণসমূহ বর্ণন এবং মৃত্যুকে জয় করিবার উপায় কথন।]

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, নৃপ! দেহত্যাগের সময় মানুষের যে যে অঙ্গ হইতে নির্গত হইয়া প্রাণ যে যে উর্ধ্বলোকে গমন করে, সেই বিষয়ে এখন তোমাকে বলিব, তুমি সাবধান হইয়া উহা শ্রবণ কর। পদদ্বয় দিয়া প্রাণের উৎক্রমণে মানুষ ভগবান্ বিষ্ণুর পরম ধাম লাভ করিয়া থাকেন বলিয়া কথিত হয় ॥ ১

যাহার প্রাণ দুই জঙ্ঘা দিয়া বাহির হইয়া যায়, তিনি বসু নামক দেবলোকে গমন করেন; ইহাই আমরা শুনিয়াছি। দুই জানুদ্বয় দিয়া প্রাণ নির্গত হইলে পর মহাভাগ সাধ্যদেবতাগণের লোকপ্রাপ্তি হয় ॥ ২

যাহার প্রাণ পায়ু দ্বার (পায়ুদ্বার) দিয়া নিষ্ক্রান্ত হয়, তিনি মিত্রদেবতার উত্তমস্থান লাভ করেন। জঘন অবয়ব দিয়া প্রাণ নিঃসৃত হইলে পর পৃথ্বীলোক ও দুই ঊরু দিয়া নির্গত হইলে প্রজাপতিলোক লাভ হয় ॥ ৩

দুই পার্শ্ব দিয়া প্রাণের নিষ্ক্রমণ হইলে পর মরুৎ নামক দেবতা, নাভি দিয়া উহাপন, দুই বাহু দিয়াও উহাপন এবং বক্ষঃস্থল দিয়া প্রাণ যাইলে ইন্দ্রলোক প্রাপ্তি হয় ॥ ৪

গ্রীবা দিয়া প্রাণ নিষ্ক্রান্ত হইলে পর মানুষ মুনিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পরম উত্তম নরত্ব (নরমুনির) প্রাপ্তি হয়। মুখ দিয়া প্রাণত্যাগ করিলে বিশ্বেদেব ও শ্রোত্র দিয়া প্রাণত্যাগ করিলে দিক্‌সকলের অধিষ্ঠাতৃ দেবগণের লোকপ্রাপ্ত হয় ॥ ৫

নাসিকা দিয়া প্রাণ উৎক্রান্ত হইলে মানুষ বায়ু দেবতা, দুই নেত্রদ্বার দিয়া প্রাণ যাইলে অগ্নিদেবতা, দুই ভ্রূদ্বার দিয়া প্রাণ

ব্রহ্মাণমাপ্নোতি বিষ্ণুং মৃত্যুং দেবাগ্রজং তথা
এতাস্ত্বংক্রমণস্থানান্যুক্তানি নিখিলেশ্বর ॥ ৭
অরিষ্টানি প্রবক্ষ্যামি বিবিক্তানি মনীষিভিঃ।
সংবৎসরবিয়োগস্তু সম্ভবস্থি শরীরিণঃ ॥ ৮
যোঽরুন্ধতীং ন পশ্যেত দৃষ্টপূর্বাং কদাচন।
তথৈব ধ্রুবমিত্যাহুঃ পূর্ণেন্দুং দীপমেব চ ॥ ৯
খদ্যোতাভাঃ দক্ষিণতস্তেঽপি সংবৎসরানুষঃ।
পরচক্ষুষি চাত্মানং যে ন পশ্যন্তি পার্থিব ॥ ১০
আত্মচ্ছায়াকৃতীর্ভূতং তেঽপি সংবৎসরানুষঃ
অস্থিচ্ছায়াভিরভিপ্রজ্ঞা অপ্রজ্ঞা চাপ্যভিস্তথা ॥ ১১
প্রকৃতেবিক্রিয়াপত্তিঃ যস্যাসান্মৃত্যুলক্ষণম্।
দৈবতান্যবজানাতি ব্রাহ্মণৈশ্চ বিরুধ্যতে ॥ ১২
কৃষ্ণস্যাবচ্ছবিচ্ছায়ঃ যস্যাসান্মৃত্যুলক্ষণম্।
উর্ধ্বনাভের্যথা চক্রং স্নিগ্ধং সোমং প্রপশ্যতি ॥ ১৩
তস্যৈব চ সহস্রান্তঃ সপ্তরাত্রেণ মৃত্যুভাক্।
শবগন্ধমুপাঘ্রাতি সুরভিং প্রাপ্য যো নরঃ ॥ ১৪
দেবতাংস্তনস্তন্তু সপ্তরাত্রেণ মৃত্যুভাক্।
কর্ণনাসাবনমনং দন্তদৃষ্টিবিরাগিতা ॥ ১৫
সংজ্ঞালোপো নিরাময়ঃ সদ্যোমৃত্যুনিদর্শনম্
অকস্মাচ্চ স্রবেদ্ যস্য বামমক্ষি নরাধিপ ॥ ১৬
মূর্ধতপ্তোৎপতেদ্ ধূমঃ সদ্যোমৃত্যুনিদর্শনম্।
এতাবন্তি অরিষ্টানি বিদিত্বা মানবোঽন্তবান্ ॥ ১৭
নিশি চাহনি চাত্মানং জ্যোতিষে পরমাত্মনি।
প্রতীক্ষমাণস্তৎকালং যৎকালং প্রেতভা ভবেৎ ॥ ১৮
অথাস্য নেষ্টঃ মরণং স্বাত্মনিষ্ঠেন্দ্রিয়াঃ ক্রিয়াম্
সর্বগন্ধান্ রসাংশ্চৈব ধারয়ীত নরাধিপ ॥ ১৯

নিঃসৃত হইলে অশ্বিনীকুমার এবং ললাট দিয়া প্রাণ যাইলে পিতৃগণের লোক প্রাপ্ত হয়। ৬

মস্তক ছিন্ন প্রাণ পরিত্যাগ করিলে পর মানুষ দেবগণের অগ্রজ ভগবান ব্রহ্মার লোকে গমন করে। মিথিলেশ্বর! এই সব হইল প্রাণ নিষ্ক্রমণের স্থান। ৭

এখন আমি জ্ঞানী পুরুষগণের দ্বারা কথিত অরিষ্ট অথবা মৃত্যুর সূচনাকারী সেই সব চিহ্ন বর্ণনা করিতেছি, যে সব চিহ্ন দেহত্যাগের কেবল এক বর্ষ শেষ থাকিলে তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। ৮

যে ব্যক্তি পূর্বে দৃষ্ট অরুন্ধতী ও ধ্রুবনক্ষত্রকে দেখিতে পায় না এবং পূর্ণচন্দ্রের মণ্ডল ও দীপশিখা তাহার দক্ষিণ ভাগের দ্বারা খণ্ডিত দেখিতে পায়, এরূপ ব্যক্তি কেবল আর এক বর্ষ পর্যন্ত জীবিত থাকিবে। ৯½

খদ্যোত। যে সব ব্যক্তি অপরের নেত্রে নিজের ছায়া দেখিতে না পায়, তাহাদের আয়ুও আর এক বর্ষকাল পর্যন্ত থাকে॥ ১০½

যদি মানুষের অস্থিসম দেহকান্তি বিবর্ণ হইয়া উঠে এবং বুদ্ধিমত্তাও বুদ্ধিহীনতায় পরিণত হয় এবং স্বভাবেরও বৈপরীত্য আসিয়া পড়ে, তবে তাহার ছয় মাসের মধ্যে মৃত্যু হয়—উক্ত লক্ষণে বুঝা যায়। ১১½

যে ব্যক্তি কৃষ্ণবর্ণের হইয়াও ধূম্রবর্ণ হইয়া যায়, দেবতাদিগকে অবজ্ঞা করে এবং ব্রাহ্মণগণের সহিত বিরোধ করে, সেই ব্যক্তিও ছয় মাসের মধ্যে মৃত্যু বরণ করে, উক্ত লক্ষণে ইহাই প্রকাশ পায় ১২½

যে মানুষ চন্দ্র ও সূর্যের মণ্ডলকে স্নিগ্ধতায় জলের ন্যায় ছিদ্রযুক্ত দেখিতে পায়, সেই ব্যক্তি সাত রাত্রির মধ্যেই মৃত্যুভাগী হয়। ১৩½

যে ব্যক্তি দেবমন্দিরে উপবেশন করিয়া সেখানে সুগন্ধিত বস্তুর সৌরভের ন্যায় দুর্গন্ধ অনুভব করে, সেই ব্যক্তিও সাত-রাত্রি মধ্যে মৃত্যুপ্রাপ্তি হয়। ১৪½

নরনাথ! যাহার নাসিকা ও কর্ণ নত (বক্র) হইয়া যায়, দন্ত ও চক্ষুঃ বর্ণ বিকৃত হয়, সংজ্ঞা লোপ হইয়া যায়, দেহ শীতল হয়, যাহার বাম চক্ষু দিয়া অকস্মাৎ অশ্রু প্রবাহিত হইতে থাকে এবং মস্তক হইতে ধূম উত্থিত হয়, তাহার তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়। এই সব লক্ষণ তৎক্ষণাৎ মৃত্যুসূচক বলিয়া জানিও। ১৫-১৬½

এই সব মৃত্যুসূচক লক্ষণ জানিয়া মনস্বী সাধক দিবারাত্রি পরমাত্মার ধ্যান করিবেন এবং যে সময়ে মৃত্যু হইবে, সেই সময়ের জন্য প্রতীক্ষা করিতে থাকিবেন। ১৭-১৮

নরেশ্বর! যদি যোগীর মৃত্যু অতীষ্ট না হয়, আরও কিছু কাল ভূতলে থাকিতে ইচ্ছা থাকে, তবে এই কার্য করিতে থাকিবেন। পূর্বোক্ত রীতিতে পঞ্চভূতবিষয়ক ধারণা করত পৃথ্বী প্রভৃতি তত্ত্বসকলকে জয় করিয়া সমস্ত গন্ধ, রস ও রূপাদি বিষয়-সমূহ নিজের বশীভূত করিয়া রাখিবেন। ১৯

---

* ধারণার দ্বারা পঞ্চভূতকে জয় করিয়া যোগী জয়, জরা ও মৃত্যু প্রভৃতিকে জয় করিতে পারেন, এ বিষয়ে নিম্নলিখিত সূত্রই প্রমাণ—

সমাংখোধারণকৈব বিধিনাত্মা নরর্ষভ
জহ্যেচ্ছ মৃত্যুং যোগেন তৎশরেণাত্মবান্ধবঃ ॥ ১০
গচ্ছেৎ প্রাপ্যাক্ষরং কৃৎস্নমজস্রং শিবমব্যয়ম্
শাশ্বতং স্থানমচলং দুষ্প্রাপমকৃতাত্মভিঃ ॥ ১১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি যাজ্ঞবল্ক্য-জনকসংবাদে
সপ্তদশাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১৭

নরশ্রেষ্ঠ! সাংখ্য ও যোগানুসারে যাহারা সূক্ষ্মরূপ আত্মতত্ত্বের জ্ঞান লাভ করত ধ্যান যোগের দ্বারা অন্তরাত্মাকে পরমাত্মার সংযুক্ত করিয়া দিয়া যোগী মৃত্যুকে জয় করিতে সমর্থ হন ॥ ১০

এরূপ করিলে পর তিনি সেই সনাতন পদ লাভ করিয়া থাকেন যাহা অশুদ্ধ চিত্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে দুর্লভ এবং যাহা অক্ষর, অজর, অচল, অবিকারী, পূর্ণ এবং কল্যাণময় ॥১১

"পৃথ্যাপ্‌তেজোঽনিলখে সমুত্থিতে
পঞ্চাত্মকে যোগগুণে প্রবৃত্তে।
ন তস্য রোগো ন জরা ন মৃত্যুঃ
প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ং শরীরম্ ॥"

ধ্যান যোগের সাধন করিতে করিতে যখন পৃথ্বী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ—এই পঞ্চ মহাভূতের উদয় হয় অর্থাৎ যখন সাধক এই পঞ্চ মহাভূতের উপর নিজের অধিকার স্থাপিত করিতে পারেন এবং এই পঞ্চ মহাভূতের সহিত সম্বন্ধযুক্ত যোগগুণকে পক্ষ নিজে প্রকাশিত হয়, সেই সময় যোগাগ্নিময় দেহপ্রাপ্তিকারক সেই যোগীর শরীরে রোগ হয় না, বার্দ্ধক্য আসে না এবং তাঁহার মৃত্যুও হয় না। ইহার অভিপ্রায় এই যে, তাঁহার ইচ্ছা না হইলে তাঁহার দেহ নষ্ট হইতে পারে না। (যোগশাস্ত্র ৩।২১, ৪৭)

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে যাজ্ঞবল্ক্য ও জনকের সংবাদ বিষয়ক সপ্তদশাধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

অষ্টাদশাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[যাজ্ঞবল্ক্যেন সূর্যাদেবতঃ স্বস্য বেদজ্ঞানলাভস্য প্রসঙ্গবর্ণনম্, বিধাবসবে জীবাত্ম-পরমাত্মনোরৈক্যজ্ঞানোপদেশং দত্ত্বা তৎফলস্য মুক্তেনিরূপণম্, জনকায়োপদেশদানানন্তরমন্যত্র গমনঞ্চ।]

যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ।

অব্যক্তস্থং পরং যৎ তৎ পৃষ্টস্তেঽহং নরাধিপ।
পরং গুহ্যমিমং প্রশ্নং শৃণুষাবহিতো নৃপ ॥ ১
যথাঽহমর্ষেণেহ বিধিনা চরতাবনতেন হ
মহাঽহমিত্যাদদাপ্তানি যজূংষি মিথিলাধিপ ॥ ২
মহতা তপসা দেবস্তর্পিতঃ সেবিতো ময়া।
প্রীতেন চাহং বিভুনা সূর্যেণোক্তস্তদানঘ ॥ ৩
বরং বৃণীষ বিপ্রর্ষে যদিষ্টং তে সুদুর্লভম্।
তৎ তে দাস্যামি প্রীতাত্মা মৎপ্রসাদো হি দুর্লভঃ ॥ ৪
ততঃ প্রণম্য শিরসা ময়োক্তস্তপতাং বরঃ
যজূংষি মোপযুক্তানি ক্ষিপ্রমিচ্ছামি বেদিতুম্ ॥ ৫

অষ্টাদশাধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

[যাজ্ঞবল্ক্য কর্তৃক সূর্য দেবের নিকট হইতে নিজের বেদ জ্ঞান লাভের প্রসঙ্গ বর্ণন, বিধাবসুকে জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য জ্ঞানের উপদেশ দান করত তাহার ফল মুক্তি নিরূপণ এবং জনককে উপদেশ দানের পর অন্যত্র গমন।]

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—নরগণের পালনকর্তা নরনাথ! তুমি যে আমাকে অব্যক্তে স্থিত পরতত্ত্বের বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছ, উহা অত্যন্ত গূঢ়। তুমি সাবধান হইয়া উহা শ্রবণ কর ॥ ১

মিথিলাধিপ! পূর্বে আমি শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে ব্রতাচরণ করিতে করিতে নতমস্তক হইয়া ভগবান্ সূর্যদেব হইতে যে ভাবে শুক্ল যজুর্বেদের মন্ত্রসমূহ লাভ করিয়াছিলাম, সেই সব প্রসঙ্গ শ্রবণ কর ॥ ২

নিষ্পাপ নরেশ! পূর্বেকার ঘটনা, আমি অতিশয় কঠোর তপস্যা করিয়া ভগবান্ সূর্যের আরাধনা করিয়াছিলাম। ইহাতে প্রসন্ন হইয়া ভগবান্ সূর্য আমাকে বলিলেন,—॥ ৩

ব্রহ্মর্ষে! তোমার যেরূপ বাসনা, তদনুসারে কোন বর প্রার্থনা কর। উহা অত্যন্ত দুর্লভ হইলেও আমি তোমাকে প্রদান করিব; কারণ, আমার মন তোমার তপস্যায় সন্তুষ্ট। আমার কৃপাপ্রসাদ প্রায় দুর্লভ ॥ ৪

তখন আমি নতমস্তক হইয়া তাপদানকারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভগবান্ সূর্যকে প্রণাম করিয়া তাঁহাকে বলিলাম—প্রভো! আমি অতি সত্বর এরূপ যজুর্মন্ত্রসকল লাভ করিতে ইচ্ছুক, যে সব মন্ত্র পূর্বে কেহ ব্যবহার করেন নাই ॥ ৫

ততো মাং ভগবানাহ বিতরিষ্যামি তে দ্বিজ
সরস্বত্যাহ বাগ্‌ভূতা শরীরং তে প্রবেক্ষ্যতি ॥ ৬
ততো মামাহ ভগবানাস্যং ত্বং বিবৃতং কুরু ।
বিবৃতঞ্চ ততো মেঽহস্যাং প্রবিষ্টা চ সরস্বতী ॥ ৭
ততো বিদহ্যমানোঽহং প্রবিষ্টোঽস্তমহং রবেঃ
অবিজ্ঞানাদমর্ষাচ্চ ভাস্করস্য মহাত্মনঃ ॥ ৮
ততো বিদহ্যমানং মামুবাচ ভগবান্ রবিঃ
মুহূর্তং সন্নতাং যাহি ততঃ শীতীভবিষ্যসি ॥ ৯
শীতীভূতঞ্চ মাং দৃষ্ট্বা ভগবানাহ ভাস্করঃ
প্রাপ্তোঽসি তে বেদাঃ সাঙ্গাঃ সোপনিষদো দ্বিজ ॥ ১০
কৃৎস্নং শতপথঞ্চৈব প্রবেক্ষ্যসি দ্বিজর্ষভ
তস্যান্তে চাপুনর্ভাবে বুদ্ধিস্তব ভবিষ্যতি ॥ ১১
প্রাপ্তকালে চ যদ্বিষ্টঃ তৎ সাংখ্যযোগেজ্যিতঃ পরম্ ।
এতাবদুক্ত্বা ভগবানন্তমেবাভ্যবর্তত ॥ ১২

তখন ভগবান্ সূর্য আমাকে বলিলেন—"ব্রহ্মন্! আমি তোমাকে বরদান করিব তুমি নিজ মুখ বিবৃত কর। বাগ্‌রূপা সরস্বতী দেবী তোমার শরীরে প্রবেশ করিবেন" ইহা শ্রবণ করিয়া আমি বিবৃত করিলাম এবং সরস্বতীদেবী উহাতে প্রবিষ্ট হইলেন। ৬-৭

নিষ্পাপ ব্রাহ্মণ! সরস্বতীদেবী প্রবেশ করিতেই আমি তাপে জ্বলিতে থাকিয়া জলে প্রবেশ করিলাম। মহাত্মা ভাস্করের মহিমা না জানার এবং আমার মধ্যে সহনশীলতা না থাকায় আমার সেই সময় বিশেষ কষ্ট হইয়াছিল। ৮

তদনন্তর আমাকে তাপে দগ্ধ হইতে দেখিয়া ভগবান্ সূর্যদেব বলিলেন—ভ্রাত! তুমি মুহূর্তকাল এই তাপ সহ্য কর। তাহার পর উহা স্বয়ংই শীতল ও শান্ত হইয়া যাইবে। ৯

যখন আমি পূর্ণ শীতল হইয়া গেলাম, তখন আমাকে দেখিয়া ভগবান্ সূর্যদেব বলিলেন—দ্বিজবর! তুমি (পরিশিষ্ট ও উপনিষদ্ সহ সম্পূর্ণ বেদ তোমার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইবে। ১০

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তুমি সম্পূর্ণ শতপথও প্রবচন (সম্পাদন) করিবে। ইহার পর তোমার বুদ্ধি মোক্ষে স্থির হইয়া যাইবে। ১১

সাংখ্যজ্ঞান ও যোগিগণ যাহা লাভ করিতে বাসনা করেন, তুমি সেই অভীষ্ট পদ প্রাপ্ত হইবে। এই পর্যন্ত বলিয়া ভগবান্ সূর্যদেব সে স্থানে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। ১২

ততোঽনুজ্ঞাতঃ শ্রুত্বা গতে দেবে বিভাবসৌ
গৃহমাগত্য সংস্তুষ্টোঽচিন্তয়ং বৈ সরস্বতীম্ ॥ ১৩
ততঃ প্রবৃত্তাতিতরা স্বরবাঙ্ময়মূর্তিভা
ওঙ্কারমাদিতঃ কৃত্বা মম দেবী সরস্বতী ॥ ১৪
ততোঽহমর্ষাৎ বিধিবৎ সরস্বত্যৈ ন্যবেদয়ম্ ।
তপশ্চাক্ষ বরিষ্ঠায় নিয়তস্তৎপরায়ণঃ ॥ ১৫
ততঃ শতপথং কৃৎস্নং সরহস্যং সসংগ্রহম্ ।
চক্রে সপরিশেষঞ্চ হর্ষেণ পরয়েণ হ ॥ ১৬
কৃত্বা চাধ্যয়নং তেষাং শিষ্যাণাং শতমুত্তমম্ ।
বিপ্রর্ষাণাং সমিদ্ধস্য মাতুলস্য মহাত্মনঃ ॥ ১৭
ততঃ সমিদ্ধেন ময়া সূর্যেণেব গভস্তিভিঃ ।
বাজ্ঞো যজ্ঞো মহারাজ পিতুস্তব মহাত্মনঃ ॥ ১৮
নিমন্ত্র্য দেবলস্যাপি ততোঽর্ধং প্রতবানহম্ ।
ঋষেরদক্ষিণায়াশ্চ বিমর্দে মাতুলেন হ ॥ ১৯

সূর্যদেবের সেই কথা শ্রবণ করিবার পর যখন তিনি চলিয়া যাইলেন, তখন আমি গৃহে আসিয়া অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে সরস্বতীর চিন্তা করিতে লাগিলাম। ১৩

আমি স্মরণ করিতেই স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণসমূহে বিভূষিত অত্যন্ত মনোময়ী সরস্বতী দেবী ওঙ্কারকে অগ্রে করিয়া আমার সম্মুখে আবির্ভূতা হইলেন। ১৪

তখন আমি সরস্বতী দেবী ও তাপদানকারী জ্যোতিষ্কগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভগবান্ সূর্যদেবের উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য নিবেদন করিলাম এবং তাঁহাদিগকে চিন্তা করিতে করিতে উপবেশন করিলাম। ১৫

সেই সময় অতিশয় হর্ষের সহিত আমি রহস্য, সংগ্রহ ও পরিশিষ্টভাগ সহ সমস্ত শতপথ ব্রাহ্মণ সম্পাদন করিলাম। ১৬

মহারাজ! তদনন্তর আমি আমার পুত্র উত্তম শিষ্যকে শতপথ ব্রাহ্মণ অধ্যয়ন করাইলাম। ইহার পর নিজের মহাত্মা মাতুল বৈশম্পায়নের (যিনি পূর্বে আমাকে তিরস্কার করিয়াছিলেন) প্রিয় করিবার জন্য কিরণাবলির দ্বারা প্রকাশিত সূর্যদেবের ন্যায় শিষ্যগণে সুশোভিত হইয়া আমি তোমার পিতা মহাত্মা রাজা জনককে দিয়া এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করাইলাম। ১৭-১৮

সেই সময় নিজের বেদের দক্ষিণার জন্য মাতুল বৈশম্পায়ন বিশেষ আগ্রহ দেখাইলে (অথবা বিবাদ করিতে উদ্যত হইলে) পর আমি মহর্ষি দেবলের সম্মুখে অর্ধেক দক্ষিণা তাঁহাকে প্রদান করিলাম এবং অর্ধেক দক্ষিণা স্বয়ং গ্রহণ করিলাম। ১৯

সুমন্তুনাথ পৈলেন তথা বৈশম্পায়নেন চ বৈ।
পিত্র্যা তে মুনিভিশ্চৈব ততোঽহমনুমানিতঃ। ১০
দশ পঞ্চ চ প্রাপ্তানি যজুঃশাখাশতানি বৈ।
তথৈব ছোমহর্ষেণ পুরাণসংহিতাস্তথা ॥ ১১
বীজমেতৎ পুরস্কৃত্য দেবীমেব সরস্বতীম্
পূর্ণায়াং চানুজাতেন প্রশ্নাস্তোঽহং নরাধিপ। ১২
কর্তুং শতপথং চেতঃপূর্বং কৃতং ময়া
সমাপ্তিলক্ষিতং মার্গং তথা তচ্ছোপপাদিতম্ ॥ ১৩
শিষ্যাণামখিলং কৃৎস্নমনুজ্ঞাতং সমাগ্রহম্
সর্বে চ শিষ্যাঃ শুচয়ো গতাঃ পরমহর্ষিতাঃ। ১৪
শাখাঃ পঞ্চদশেমাস্তু বিদ্যা তাস্তরবেশিতাঃ
প্রতিষ্ঠাপ্য যথাকামং বেদং তমনুচিন্তয়ম্ ॥ ১৫
কিমত্র ব্রহ্মণাযুক্তং কিঞ্চ বেদমনুত্তমম্।
চিন্তয়ংস্তত্র চাগত্য গন্ধর্বো মামপৃচ্ছত। ১৬

তদনন্তর সুমন্তু, পৈল, বৈশম্পায়ন, তোমার পিতা এবং অন্য তাঁস মুনিগণ আমার উপস্থিতা দেখিয়া আমাকে সম্মানিত করিলেন ॥ ১০

নিষ্পাপ বলেন : এইরূপে আমি সূর্যদেবের নিকট হইতে শুক্ল যজুর্বেদের পনেরটি শাখা লাভ করি। এইভাবে রোমহর্ষণ সূতের দ্বারা আমি পুরাণসকলের অধ্যয়ন সম্পন্ন করি ॥ ১১

নরাধিপ : তদনন্তর আমি বীজরূপ প্রণব ও সরস্বতী দেবীকে সম্মুখে করিয়া ভগবান্ সূর্যের কৃপায় শতপথ ব্রাহ্মণের রচনা আরম্ভ করি এবং এই অপূর্ব গ্রন্থ পূর্ণ করি। তারপর যে যে কার্য আমার অভীষ্ট ছিল, উহাও ভালভাবে সম্পাদন করি ॥ ১২-১৩

ইহার পর আমি শিষ্যগণকে এই সম্পূর্ণ গ্রন্থ রহস্য ও সংগ্রহ সহ পড়াইলাম এবং তাহাদিগকে গৃহে যাইবার অনুমতি দিলাম। তখন সেই সব শুচি আচার বিচারপরায়ণ শিষ্যগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া নিজ নিজ গৃহে গমন করিল ॥ ১৪

এইরূপে সূর্যদেবের দ্বারা উপদিষ্ট শুক্ল যজুর্বেদ বিদ্যার এই এই পনেরটি শাখার জ্ঞান লাভ করিয়া আমি ইচ্ছানুসারে বেদ তত্ত্বের চিন্তা করিলাম ॥ ১৫

রাজন্ : এক সময় বেদাধ্যয়নে নিপুণ বিশ্বাবসু নামক গন্ধর্ব আমার নিকটে আসিলেন এবং এই কথা বিচার করিতে লাগিলেন যে, এ জগতে ব্রাহ্মণ-জাতির বিশেষত্ব কি ? সত্য ও সর্বোত্তম জ্ঞাতব্য বস্তু কি ? ইহা আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন ॥ ১৬

বিশ্বাবসুরুবাচ

ছন্দাংসি যজ্ঞক্রতবো ব্রতানি
দিশশ্চ সর্বা বিদিতাস্তবৈব।
ব্রহ্মন্ ব্রবীষ্যেতদহং শ্রুতং তে
কিং ব্রাহ্মণানাং পরমং বদেহ ॥ ১৭

বিশ্বাবসু বলিলেন : ব্রহ্মন্ ! আপনি সমস্ত বেদ, যজ্ঞ, ব্রত এবং সমস্ত দিক্ সম্বন্ধে ভালভাবে জানেন। আপনি বলুন, ব্রাহ্মণদের পরম কর্তব্য কি ? ইহা আমি আপনার নিকট হইতে শুনিতে ইচ্ছা করি ॥ ১৭

বৈশম্পায়ন উবাচ

ততোঽহমুক্তো রাজন্ বেদাস্তজ্ঞানকোবিদঃ
চতুর্বিশাস্ততোঽপৃচ্ছং প্রশ্নান্ বেদেষু পার্থিব ১৮
পঞ্চবিংশতিমং প্রশ্নং সপ্রক্রাবৌক্তিকীং তথা।
বিদ্যাবিদ্যাং তথাবাদ্যাং ক্রিয়াং বরুণমেব চ ॥ ১৯
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং তথা জ্ঞোঽজ্ঞং কর্তারং তমপাস্তথা।
সূর্যাতিসূর্যা ইতি চ বিদ্যাবিদ্যে তথৈব চ ॥ ২০
বেদ্যাবেদ্যং তথা রাজন্নচলং চলমেব চ।
অপূর্বমক্ষয়ং ক্ষয্যমেতৎ প্রশ্নমনুত্তমম্ ॥ ৩০
অথোক্তশ্চ মহারাজ রাজা গন্ধর্বসত্তমঃ
পৃষ্টবানন্যপূর্বেণ প্রশ্নমর্থবিনিশ্চয়ম্ ॥ ৩১
মুহূর্তমুক্তস্তাবদ্ বাগধ্বর্যুঃ বিচিন্তয়ে
বাঢ়মিত্যেব কৃত্বা চ তূষ্ণীং গন্ধর্ব আস্থিতঃ। ৩২
ততোঽহমচিন্তয়ং চুক্রো দেবীং সরস্বতীম্
মনসা স চ মে প্রশ্নো বপ্রো মূর্তমিবোদ্ধতম্ ॥ ৩৩

পৃষ্টীনাথ : তাহার পর তিনি বেদের সম্বন্ধে পঁচিশটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। তারপর আনুষঙ্গিকী বিদ্যার সম্বন্ধে পঁচিশটি তত্ত্ব উপস্থাপিত করিলেন। সেই চল্লিশটি প্রশ্ন হইল—(১) বিদ্য কি ? (২) অবিদ্য কি ? (৩) অদ্যা কি ? (৪) অদ্য কি ? (৫) বিদ্য কি ? (৬) বরুণ কি ? ১৭-১৯

(৭) জ্ঞান কি ? (৮) জ্ঞেয় কি ? (৯) জ্ঞাতা কে ? (১০) অজ্ঞ কে ? (১১) কর্তা কে ? (১২) অকর্তা কে ? (১৩) সূর্য কে ? (১৪) অতিসূর্য কে ? (১৫) বিদ্যা কি ? (১৬) অবিদ্যা কি ? ২০

রাজন্ : (১৭) বেদ্য কি ? (১৮) অবেদ্য কি ? (১৯) চল কি ? (২০) অচল কি ? (২১) অপূর্ব কি ? (২২) অক্ষয় কি ? (২৩) ক্ষয়শীল কি ? এইগুলি ছিল তাঁহার উত্তম প্রশ্ন। ৩০

মহারাজ : এই সব প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া আমি গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসুকে বলিলাম : রাজন্ ! আপনি ক্রমশঃ উত্তম প্রশ্নসকল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। আপনি অর্থবিশেষজ্ঞ ব্যক্তি। ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন, যতক্ষণ আমি আপনার এই সব প্রশ্ন বিচার করি তখন 'আচ্ছা' এই কথা বলিয়া গন্ধর্বরাজ নীরবে বসিয়া রহিলেন ॥ ৩১-৩২

তদনন্তর আমি পুনরায় সরস্বতীদেবীকে মনে মনে চিন্তা করিলাম। তখন মনি হইতে যেরূপ মূর্ত নির্গত হইয়া আসে, সেইরূপ ঐসব প্রশ্নের উত্তর আমার মন হইতে বাহির হইয়া আসিল ॥ ৩৩

তত্রোপনিষদং চৈব পরিশেষক পার্থিব।
মম নামি মনসা তাত সৃষ্টা চাণ্ডীক্ষিকীং পরাম্ ॥ ৫৪
চতুর্থী রাজশার্দূল বিদ্যৈষা সাম্পরায়িকী।
ঔদীরিতা ময়া ভূতাঃ পঞ্চবিংশাদবিষ্ঠিতা ॥ ৫৫
অযোক্তব্য ময়া রাজন্ রাজা বিশ্বাবসুস্তদা।
ক্রতবাং যদ্ ভবানস্মান্ প্রশ্নং সম্প্রষ্টুমিহাগতঃ ॥ ৫৬
বিশ্বাবিশ্বেতি যদিদং গন্ধর্বেন্দ্রানুপৃচ্ছসি।
বিশ্বাব্যক্তং পরং বিদ্যাদ্ ভূতভব্যভবন্নরম্ ॥ ৫৭
ত্রিগুণং গুণকর্তৃত্বাদবিদ্যো নিষ্কলস্তথা।
অজশ্চাত্মা চ মিথুনমেবমেবানুপশ্যতে ॥ ৫৮
অব্যক্তং প্রকৃতিং প্রাহুঃ পুরুষেতি চ নির্গুণম্।
তথৈব মিশ্রং পুরুষং বরুণং প্রকৃতিং তথা ॥ ৫৯

রাজন্! তাত! সেই সময় আমি সেখানে উপনিষৎ, তাহার পরিশিষ্ট ভাগ এবং সর্বোত্তম আন্বীক্ষিকী বিদ্যার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া মনের দ্বারা সেই সব স্মরণ করিতে লাগিলাম। ৫৪

নৃপশ্রেষ্ঠ! এই আন্বীক্ষিকী বিদ্যা (ত্রয়ী, বার্তা ও দণ্ডনীতি—এই তিন বিদ্যা হইতে) চতুর্থী বিদ্যারূপে কথিত হইয়াছে। এই বিদ্যা মোক্ষের সহায়ক। পঞ্চবিংশ তত্ত্বরূপী পুরুষ হইতে প্রতিষ্ঠিতা সেই বিদ্যাকে আমি তোমার নিকটে প্রতিপাদন করিয়াছিলাম (উহা বিশ্বাবসুর নিকটেও কথিত হইল)। ৫৫

রাজন্! সেই সময় আমি রাজা বিশ্বাবসুকে বলিয়াছিলাম—গন্ধর্বরাজ! আপনি এস্থানে আমাকে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তাহার উত্তর শ্রবণ করুন। ৫৬

গন্ধর্বপতে! আপনি যে বিদ্যা ও অবিদ্যা ইত্যাদি বলিয়া এই প্রশ্নাবলি (২৪টি প্রশ্ন) উপস্থিত করিয়াছেন, উহার মধ্যে বিদ্যা অব্যক্ত প্রকৃতির নাম। তিনি সংসারস্বরূপে আবদ্ধ করেন বলিয়া ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই তিন কালেই ভয়ঙ্কর—এই কথা আপনি জানিয়া রাখুন। ৫৭

এইরূপ বিদ্যানামে যে প্রসিদ্ধ যে অব্যক্ত প্রকৃতি, উহা ত্রিগুণময়ী, কারণ, তিনি ত্রিগুণাত্মক জগৎকে সৃষ্টি করেন। উহা হইতে ভিন্ন যে নিষ্কল (কলাসম্বন্ধরহিত) আত্মা, তাঁহাকেই অবিদ্য বলে। এই অব্য ও অব্যাকেও যুগলরূপে দেখা যায় অর্থাৎ অব্যা অব্যক্ত প্রকৃতি এবং অব্য পুরুষ। ৫৮

প্রাজ্ঞগণ অব্যক্ত প্রকৃতিকে সগুণ বলিয়াছেন এবং পুরুষকে

জ্ঞানং তু প্রকৃতিং প্রাহুর্জ্ঞেয়ং নিষ্কলমেব চ।
অজশ্চ জ্ঞশ্চ পুরুষস্তস্মান্নিষ্কল উচ্যতে ॥ ৬০
কলপা অকলপাঃ প্রোক্তঃ কোঽসৌ পুরুষ উচ্যতে
তপাংস্তু প্রকৃতিং প্রাহুরকলপা নিষ্কলঃ স্মৃতঃ ॥ ৬১
(সূর্যাদ্যব্যক্তমিত্যুক্তমতিসূর্যাস্ত নিষ্কলঃ
অবিদ্যা প্রকৃতির্জ্ঞেয়া বিদ্যা পুরুষ উচ্যতে ॥)
তথৈবাবেদ্যমব্যক্তং বেদ্যঃ পুরুষ উচ্যতে।
চলাচলমিতি প্রোক্তং ত্বয়া তদপি মে শৃণু ॥ ৬২
চলাং তু প্রকৃতিং প্রাহুঃ কারণং সর্গ-সর্গয়োঃ।
আক্ষেপ-সর্গয়োঃ কর্তা নিষ্কলঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ ॥৬৩
তথৈব বৈদ্যমব্যক্তমবেদ্যঃ পুরুষস্তথা
অজাবুভৌ ধ্রুবৌ চৈব অক্ষরৌ চাপ্যুভাবপি ॥ ৬৪
অজৌ নিত্যাবুভৌ প্রাহুরব্যাকৃতনিশ্চয়াঃ ॥ ৬৫

নির্গুণ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এইভাবে বরুণকে প্রকৃতি বলিয়া বুঝিতে হইবে, আর মিত্রকে পুরুষ বলিয়া জানিতে হইবে। ৫৯

(তৌতিক) জ্ঞান শব্দের দ্বারা প্রকৃতিকে প্রতিপাদন করা হইয়াছে এবং নিষ্কল আত্মাকে জ্ঞেয় বলা হইয়াছে। এইভাবে অজ প্রকৃতি ও উহা হইতে ভিন্ন নিষ্কল পুরুষকে 'জ্ঞাতা' বলা হয়। ৬০

ক, কলা ও অকলার বিষয় যে প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছ, তাহা শ্রবণ কর। পুরুষকেই 'ক' বলে। প্রকৃতির নাম কলা এবং নিষ্কল পুরুষ অকলা বলিয়া কথিত হন। ৬১

(অব্যক্ত প্রকৃতিকে সূর্য এবং নিষ্কল পুরুষ সূর্যাতিরিক্ত বলিয়া বর্ণিত হন। প্রকৃতিকে অবিদ্যা বলিয়া জানিতে হইবে এবং পুরুষকে বিদ্যা বলা হয়।)

এইভাবে অবেদ্য নামে অব্যক্ত প্রকৃতিকে ও বেদ্য নামে পুরুষকে প্রতিপাদন করা হইয়াছে। আপনি যে চল ও অচলের বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছেন, উহারও উত্তর শ্রবণ করুন। ৬২

সৃষ্টি ও সংহারের কারণভূতা প্রকৃতিকে 'চলা' বলা হয় এবং সৃষ্টি ও প্রলয়ের কর্তা পুরুষই নিষ্কল পুরুষ নামে অভিহিত হন। ৬৩

এইরূপ অব্যক্ত প্রকৃতি বেদ্য (জানিবার যোগ্য) এবং পুরুষ অবেদ্য (জ্ঞানের দ্বারা জানা যায় না)। অব্যাকৃততত্ত্বের নিশ্চায়ক জ্ঞানবিশিষ্ট বিদ্বান্‌গণ বলেন যে, প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়েই অজ, উভয়েই নিষ্কল এবং উভয়েই অক্ষয়, অজন্মা ও নিত্য। ৬৪-৬৫

অক্ষরত্বাৎ প্রজননে অজমব্যয়মব্যয়ম্
অক্ষয়ং পুরুষং প্রাহুঃ ক্ষয়ো হ্যস্য ন বিদ্যতে ॥ ৩৬
গুণক্ষয়ত্বাৎ প্রকৃতিঃ কর্ত্রাদ্যক্ষয়ং বৃথা।
এষা তেঽন্বীক্ষিকী বিদ্যা চতুর্থী সাম্পরায়িকী ॥ ৩৭
বিমোক্ষোপেতং ধর্মং কৃত্বা কর্মণা নিত্যকর্মণি
একান্তদর্শনা বেদাঃ সর্বে বিশ্বাবসো স্মৃতাঃ ॥ ৩৮
জায়ন্তে চ ম্রিয়ন্তে চ যস্মিন্নেতে যতশ্চ্যুতাঃ।
বেদার্থং যে ন জানন্তি বেদাঃ গন্ধর্বসত্তম ॥ ৩৯
সাঙ্গোপাঙ্গানপি যদি যস্ত বেদানধীয়তে।
বেদবেদ্যং ন জানীতে বেদভারসহো হি সঃ ॥ ৪০
যো ঘৃতার্থী পরীক্ষীরং মথেদ্ গন্ধর্বসত্তম।
বিষ্টাং তত্রানুপশ্যেত্ত ন যতঃ ন চ বৈ ঘৃতম্ ॥ ৪১
তথা বেদানবেদাংশ্চ বেদবিদ্যো ন বিন্দতি।
স কেবলং মুহ্যমবির্জ্ঞানভারবহঃ স্মৃতঃ ॥ ৪২

বিজ্ঞ পুরুষগণ বলেন যে, জন্মগ্রহণ করিলে পরন্তু ক্ষয়রহিত হওয়ায় এ জগতে পুরুষকে অজন্মা, অবিনাশী ও অক্ষয় বলা যায়। গন্ধর্বরাজ! এই আমি চতুর্থী ও মোক্ষের সহায়িকা আন্বীক্ষিকী বিদ্যা বর্ণনা করিলাম। ৩৬-৪১

বিশ্বাবসো! আন্বীক্ষিকী বিদ্যার মোক্ষপ্রদায়িনী বল উপার্জন করিয়া যত্নপূর্বক নিত্যকর্মে নিরত থাকা উচিত। সমস্ত বেদ অবশ্যই স্বাধ্যায় ও মনন করিবার যোগ্য বলিয়া কথিত হইয়াছেন। ৪৮

গন্ধর্বরাজ! সমস্ত ভূত যাহার মধ্যে স্থিত, যাহার দ্বারা উৎপন্ন হয় এবং যাহার মধ্যে লীন হইয়া থাকে, সেই বেদপ্রতিপাদ্য পরমাত্মাকে যে ব্যক্তি জানে না, সেই ব্যক্তি পরমার্থ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া কেবল জন্মগ্রহণ করিতে ও মরিতে থাকে। ৩৯

সাঙ্গোপাঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করিয়াও যে ব্যক্তি বেদসমূহের দ্বারা জানিবার যোগ্য পরমেশ্বরকে জানে না; সেই মূঢ় কেবল বেদ-সমূহের ভার বহন করিতে থাকে। ৪০

গন্ধর্বশ্রেষ্ঠ! যে ব্যক্তি ঘৃত পাইবার বাসনা করিয়া অত্যন্ত দুগ্ধ মথন করিতে থাকে, সেই ব্যক্তি উহাতে বিষ্ঠাই দেখিতে পায়, সে তখন কোনরূপে উহাতে মাখন বা ঘৃত দেখিতেই পায় না। ৪১

এইরূপে যে বেদসকল অধ্যয়ন করিয়াও বেদ ও অবেদ তত্ত্ব জানিতে পারে না, সেই মূঢ় বুদ্ধি মানুষ কেবল জ্ঞানের ভার বহন করে বলিয়া কথিত হয়। ৪২

দ্রষ্টব্যো নিত্যমেবৈতৌ তৎপরেণান্তরাত্মনা।
তথাস্য জন্ম-নিধনে ন ভবেতাং পুনঃ পুনঃ ॥ ৪৩
অজস্রং জন্মনিধনং চিন্তয়িত্বা ত্রয়ীময়ম্।
পরিত্যজ্য ক্ষয়ময়ং অক্ষয়ং ধর্মমাশ্রিতঃ ॥ ৪৪
যদোপলভ্যতেঽত্যন্তমহন্যহনি কাশ্যপ।
তদা কেবলীভূতঃ যড়্‌বিংশমনুপশ্যতি ॥ ৪৫
অজস্রং শাশ্বতোঽব্যক্তস্তথাত্মা পঞ্চবিংশকঃ।
তস্য যাবদুপলব্ধেতাং ত্রয়েকমিতি সাধবঃ ॥ ৪৬
যে বৈতন্ত্রাভিনন্দন্তি পঞ্চবিংশকমচ্যুতম্।
জন্মমৃত্যূত্তরাদ্ যোগাঃ সাংখ্যাশ্চ পরমৈষিণঃ ॥ ৪৭

বিশ্বাবসু উবাচ

পঞ্চবিংশঃ যদেতৎ ত্বে প্রোক্তং ব্রাহ্মণসত্তম।
তথা তত্ত্ব তথা চেতি তদ্ ভবান্ বক্তুমর্হতি ॥ ৪৮

মানুষের সর্বদাই তৎপর থাকিয়া অন্তরাত্মার দ্বারা এই দুই প্রকৃতি-পুরুষের জ্ঞান লাভ করা উচিত, যাহাতে বারংবার তাহাকে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে পতিত হইতে না হয়। ৪৩

সংসারে জন্ম ও মৃত্যুপরম্পরা নিরন্তর চলিতেছে এইরূপ চিন্তা করিয়া বৈদিক কর্মকাণ্ডে কথিত সমস্ত কর্ম এবং তাহার ফলকে বিনাশশীল জানিয়া উহাকে পরিত্যাগ করত মানুষের এ জগতে অক্ষয় ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত। ৪৪

কশ্যপনন্দন! যখন সাধক প্রতিদিন পরমাত্মার স্বরূপ বিচার ও চিন্তা করিতে থাকিবেন, তখন তিনি প্রকৃতির সংসর্গ রহিত হইয়া যড়্‌বিংশ তত্ত্বরূপী পরমেশ্বরকে লাভ করেন। ৪৫

মূঢ়বুদ্ধি মানুষ সেই আত্মার সম্বন্ধে দ্বৈততাবযুক্ত ধারণা রাখিয়া বলিতে থাকে যে, সনাতন অব্যক্ত পরমাত্মা অন্য এবং পঞ্চবিংশ তত্ত্বরূপী জীবাত্মা অন্য। কিন্তু সজ্জনগণ এই উভয়কে এক বলিয়াই মনে করেন। ৪৬

জন্ম ও মৃত্যুর ভয়রহিত হইয়া পরমপদ লাভ করিবার বাসনায় সেই সাংখ্যবিদ্‌গণ ও যোগিগণ জীবাত্মা এবং পরমাত্মাকে পরস্পর ভিন্ন বলিয়া মনে করেন না। জীব ও ঈশ্বর অভেদ বলিয়া বর্ণনাকারী এই পূর্বোক্ত দর্শন অথবা সাধুমত, ইহাকে তাঁহারা অভিনন্দন করেন। ৪৭

বিশ্বাবসু বলিলেন,—ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! আপনি যে এই পঞ্চবিংশ তত্ত্বরূপী জীবাত্মাকে পরমাত্মা হইতে অভিন্ন বলিলেন, উহাকে

ঐশীষবাস্যাসিতস্য দেবলস্য মহা শ্রুতম্ ।
পন্থানমৃষিঃ বিপ্রর্ষের্বার্ষগণ্যস্য ধীমতঃ ॥ ৫৯
ভৃগোঃ পঞ্চশিখস্যাসী কপিলস্য গুরুশ্চ চ
গৌতমস্যাগ্নিবেশস্য গর্গস্য চ মহাত্মনঃ ৬০
নারদস্যাসুরেশ্চৈব পুলস্ত্যস্য চ ধীমতঃ
সনৎকুমারস্য তথা শুক্রস্য চ মহাত্মনঃ ৬১
কন্যপস্য পিতুশ্চৈব পূর্ব্বমেব ময়া শ্রুতম্
তদনন্তরঞ্চ রুদ্রস্য বিপ্ররূপস্য ধীমতঃ ৬২
দৈবতেভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ দৈত্যেয়েভ্যস্তথৈব চ
প্রাপ্তমেতন্ময়া কৃৎস্নং বেদ্যং নিত্যং বদন্তি যৎ ৬৩
তস্মাৎ তদ্ বৈ তথৈবাহং শ্রোতুমিচ্ছামি ব্রাহ্মণ ।
ভবান্ প্রবক্তা শাস্ত্রাণাং প্রগল্ভশ্চাতিবুদ্ধিমান ৬৪
ন তথাবিদিতং কিঞ্চিদ্ ভবান্ শ্রুতিনিধিঃ স্মৃতঃ ।
ক্ষয়াতে দেবলোকে চ পিতৃলোকে চ ব্রাহ্মণ ৬৫

ব্রহ্মলোকগতাশ্চৈব কথয়ন্তি মহর্ষয়ঃ ।
পতিঞ্চ তপতাং শশ্বদাদিত্যানাং তথা বিভো ৬৬
সাংখ্যজ্ঞানং তথা ব্রহ্মন্নযোগং কৃৎস্নমেব চ
তথৈব যোগশাস্ত্রঞ্চ যাজ্ঞবল্ক্য বিশেষতঃ ॥ ৬৭
নিঃসন্দিগ্ধঃ প্রবৃত্তশ্চ বুধ্যমানশ্চরাচরম্
শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বজ্ঞ জ্ঞানং বৃত্তং মহাত্মনঃ যথা ॥ ৬৮

যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ ।
কৃৎস্নমধ্যাত্মমেবং বৈ মন্যে গন্ধর্বসত্তম
জিজ্ঞাসসে চ মাং যত্তদ্বিবোধ যথাশ্রুতম ॥ ৬৯
অবুধ্যমানাঃ প্রকৃতিং বুধ্যন্তে পঞ্চবিংশকম্
ন তু বুধ্যতি গন্ধর্ব প্রকৃতিঃ পঞ্চবিংশকম্ ॥ ৭০
অস্যেব প্রতিবোধেন প্রধানং প্রবদন্তি তৎ
সাংখ্যাযোগাশ্চ তত্ত্বজ্ঞা যথাশ্রুতিনিদর্শনাৎ ॥ ৭১

এই সন্দেহ হয় যে, জীবাত্মা বাস্তবে পরমাত্মা হইতে অভিন্ন কি না ? অতএব আপনি এই বিষয় স্পষ্ট করিয়া বলুন । ৫৮

আমি মুনি ঐশীষব্য, অসিত, দেবল, মহর্ষি পরাশর, বৃদ্ধিমান্ বার্ষগণ্য, কৃত, পঞ্চশিখ, কপিল, শুক, গৌতম, আগ্নিবেশ, মহাত্মা গর্গ, নারদ, আসুরি, জ্ঞানী পুলস্ত্য, সনৎকুমার, মহাত্মা শুক্র এবং নিজের পিতা কশ্যপের নিকট হইতেও পূর্ব্বে এবিষয়ের সিদ্ধান্ত শুনিয়াছিলাম । ৫৯-৬১।

তদনন্তর রুদ্র, বুদ্ধিমান্ বিপ্ররূপ, অন্যান্য দেবতাগণ, পিতৃগণ ও দৈত্যসকলের নিকটে হইতেও স্থানে স্থানে এই সম্পূর্ণ জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছি । তাঁহারা সকলে কেন তত্ত্বকে পূর্ব্ব ও নিত্য বলিয়াছিলেন । ৬২-৬৩

ব্রাহ্মণ ! এখন আমি এ বিষয়ে আপনার বুদ্ধির দ্বারা কৃত নির্ণয়কে শুনিতে বাসনা করি , কারণ, আপনি বিদ্বান্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, শাস্ত্রের প্রগল্‌ভ চতুর শাস্ত্রবক্তা) পণ্ডিত এবং অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ ।৬৪

এরূপ কোন বিষয় নাই, যাহা আপনি জানেন না । বৈদিক জ্ঞানের ত' আপনি ভাণ্ডার বলিয়া কথিত হন । ব্রাহ্মণ ! দেবলোক ও পিতৃলোকেও আপনার খ্যাতি আছে । ৬৫

ব্রহ্মলোকে স্থিত মহর্ষিগণও আপনার মহিমা বর্ণনা করেন । তাপদানকারী তেজস্বী প্রহগণের প্রতি অধিষ্ঠিতরূপ সনাতন

ভগবান্ স্বয়ং আপনাকে বেদের উপদেশ দান করিয়াছেন । ৬৬

ব্রহ্মন্ ! যাজ্ঞবল্ক্য ! আপনি সম্পূর্ণ সাংখ্য ও যোগশাস্ত্রেরও বিশেষ ভাবে জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন । ৬৭

উহাতে অন্য সন্দেহ নাই যে, আপনি পূর্ণ জ্ঞানী এবং চরাচর জগৎকে জানেন , অতএব আমি অভিন্ন তত্ত্বজ্ঞান স্বয়ং শ্রুতির দ্বারা স্মৃতি ও সাধুকৃত এই তত্ত্বজ্ঞান আপনার নিকট হইতে শুনিতে ইচ্ছা করি । ৬৮

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—গন্ধর্বপ্রধান ! আমি আপনাকে নিঃসন্দেহে সম্পূর্ণ জ্ঞানফলের আধার বেদশক্তি সম্পন্ন বলিয়াই মনে করি । ব্রাহ্মন্ ! আপনি সব কিছুই জানিয়াও আমাকে আজ প্রশ্ন করিতেছেন এবং আমার সিদ্ধান্তকে জানিতে বাসনা করিতেছেন, সেইজন্য আমি যেরূপ শুনিয়াছি, উহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন ।৬৯

গন্ধর্ব ! প্রকৃতি জড়, সেইজন্য উহাকে পঞ্চবিংশ তত্ত্বজ্ঞানী জীবাত্মা জানেন , কিন্তু জীবাত্মাকে তিনি জানিতে পারেন না ।৭০

সাংখ্যশাস্ত্র ও যোগশাস্ত্রে অভিজ্ঞ তত্ত্বজ্ঞানী বিদ্বান্ শ্রুতির নিরূপণানুসারে জলে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রের তুল্য প্রকৃতিতে জ্ঞানস্বরূপ জীবাত্মার বোধের প্রতিবিম্ব পতিত হওয়ায় সেই প্রকৃতিকে প্রধান বলা হয় । ৭১

পশ্যংস্তথৈব চাপশ্যন্ পশ্যত্যন্যঃ সদানঘ
ষড়্‌বিংশঃ পঞ্চবিংশশ্চতুর্বিংশশ্চ পশ্যতি ॥৭১
ন তু পশ্যতি পশ্যাশ্চ যস্তৈনমনুপশ্যতি ।
পঞ্চবিংশোঽভিমন্যেত নান্যোঽস্তীতি পরন্তপ ॥ ৭৩
ন চতুর্বিংশকো গ্রাহ্যো মনুষ্যৈর্জ্ঞানদর্শিভিঃ
যৎস্তম্ভোপকমত্বেতি প্রবর্তেত প্রবর্তনাৎ ॥ ৭৪
যথৈব বুধ্যতে যৎস্তম্ভস্তথৈবোঽপানুবুধ্যতে
স স্নেহাৎ সহবাসাচ্চ সাস্তিমানাচ্চ নিত্যদাঃ ॥ ৭৫
স বিমুচ্যতি কালস্য যদৈকত্বং ন বুধ্যতে
উপমুচ্যতি হি কালস্য সমত্বেনাভিসংযতঃ ॥ ৭৬
যদা তু মন্যতেঽস্তোঽহমস্ত এষ ইতি দ্বিজঃ
তদা স কেবলীভূতঃ ষড়্‌বিংশমনুপশ্যতি ॥৭৭

অন্যস্ত রাজন্নবরস্তথান্যঃ পঞ্চবিংশকঃ ।
তৎস্থানামাত্মনস্তস্মিন্ এক এবেতি সাধবঃ ॥৭৮
তে নৈবমাত্মিনস্তস্মিন্ পঞ্চবিংশকমাত্মনি ।
জন্মমৃত্যুভয়াদ্ ভীতা যোগাঃ সাংখ্যাশ্চ কাশ্যপ ॥৭৯
ষড়্‌বিংশমনুপশ্যন্তঃ শুচয়স্তৎপরায়ণাঃ ।
যদা স কেবলীভূতঃ ষড়্‌বিংশমনুপশ্যতি
তদা স সর্ববিদ্ বিদ্বান্ ন পুনর্জন্ম বিন্দতি ॥ ৮০
এবমপ্রতিবুদ্ধশ্চ বুধ্যমানশ্চ বেতনঃ
বুদ্ধশ্চোক্তো যথাতত্ত্বং ময়া শ্রুতিনিদর্শনাৎ ॥ ৮১
পশ্যাপশ্যঃ যো ন পশ্যেৎ কেন্যঃ তত্ত্বক কাশ্যপ
কেবলাকেবলজ্ঞাস্তু পঞ্চবিংশঃ পরশ্চ যৎ ॥ ৮২

নিষ্পাপ মহর্ষে ! জীবাত্মা জাগ্রদাদি অবস্থাসমূহে কখন কিছু দর্শন করেন। সুষুপ্তি ও সমাধি অবস্থাতে তিনি কিছুই দেখিতে পান না এবং পরমাত্মা সম্বন্ধেই বড়্‌বিংশ তত্ত্বজ্ঞানী নিজেকে নিত্য পঞ্চবিংশ তত্ত্বজ্ঞানী জীবাত্মাকে এবং চতুর্বিংশতি তত্ত্বরূপিণী প্রকৃতিকেও দেখিতে থাকেন। ৭২

কিন্তু যদি জীবাত্মা এই অভিমান করেন যে, আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অন্য কেহ নাই, তাহা হইলে যে পরমাত্মা তাঁহাকে নিয়ত দর্শন করিতেছেন, তাঁহাকে তিনি যেন দেখিতে পাইতেছেন না। ৭৩

তত্ত্বজ্ঞানী মহাত্মগণের কর্ত্তব্য হইল -তাঁহারা প্রকৃতিকে আত্মভাবে দর্শন করিবেন না। যেরূপ বৎস জলের অনুকরণ করে, কিন্তু নিজেকে উহা হইতে ভিন্ন বলিয়াই মনে করে, সেইরূপ মানবও নিজের প্রকৃতি অনুসারে স্বয়ংও প্রকৃত হইবে, পরন্তু নিজেকে প্রকৃতির স্বরূপ বলিয়া মনে করিবে না। ৭৪

যেরূপ বৎস জলে থাকিয়াও সেই জলকে নিজ হইতে ভিন্ন বলিয়া মনে করে, সেইরূপ জীবাত্মা যদিও প্রাকৃত শরীরে বাস করিয়াও নিজেকে প্রকৃতি হইতে ভিন্ন বলিয়া বোধ করেন, তথাপি তিনি শরীরের প্রতি স্নেহ, সহবাস ও অভিমানবশতঃ যখন পরমাত্মার সহিত নিজের একতার অনুভব না করিবেন, তখনই তিনি কালসূত্রে নিবদ্ধিত হইয়া যাইবেন। কিন্তু যখন তিনি সম্যক্ বুদ্ধিযুক্ত হইয়া নিজের ও পরমাত্মার একতাকে বুঝিতে পারিবেন, তখন সেই কালসূত্র হইতে তিনি উদ্ধার পাইবেন। ৭৫-৭৬

যখন দ্বিজ এমিমত বুঝিতে পারিবেন যে, আমি অন্য এবং এই প্রাকৃত শরীর অথবা অন্যান্য জগৎ আমা হইতে সর্ব্বথা ভিন্ন, তখনই 'তিনি প্রকৃতির সংসর্গরহিত ষড়্‌বিংশ তত্ত্বজ্ঞানী পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করেন। ৭৭

রাজন্ ! পরমাত্মা অন্য আর জীবাত্মা অন্য, তাহাও নহে, পরমাত্মা জীবাত্মার আশ্রয়, 'অন্য আমি' সংপুরুষগণ ইহাদের উভয়কে একই দেখেন ও বুঝিয়া থাকেন। ৭৮

কশ্যপনন্দন ! জন্ম ও মৃত্যুর ভয়ে ভীত যোগ ও সাংখ্যের সাধক তত্ত্বসংপরায়ণ হইয়া শুদ্ধভাবে ষড়্‌বিংশতত্ত্বজ্ঞানী পরমাত্মাকে দর্শন করিতে করিতে জীবাত্মা পরমাত্মাকে এক বলিয়া বোধ করেন এবং এই অদ্বৈত-দর্শনকে সর্ব্বথা অবিচলিত করিয়া থাকেন। ৭৯-৮০

যখন জীবাত্মা প্রকৃতির সংসর্গরহিত হইয়া পরমাত্মাকে দর্শন করেন, তখন তিনি সর্ব্বজ্ঞ বিদ্বান্ হইয়া এ সংসারে পুনরায় জন্ম-গ্রহণ করেন না। ৮০

নিষ্পাপ কশ্যপনন্দন ! এইরূপ আমি তোমাকে ষড় প্রকৃতি, চেতন জীবাত্মা ও বোধস্বরূপ পরমাত্মাকে শ্রুতি অনুসারে যথাযথ-ভাবে বিশ্লেষিত করিলাম। ৮১

কশ্যপনন্দন ! যে মানব জীবাত্মা ও প্রকৃতি আদি তত্ত্বসমূহকে পৃথক্ পৃথক্ জানিতে পারে না, যাহাদের তত্ত্বের উপর দৃষ্টি যায় না, কেবল (প্রকৃতিসংসর্গরহিত), অকেবল (প্রকৃতি সংসর্গযুক্ত) সকলের আশ্রিকারণ জীবাত্মা এবং পরব্রহ্ম পরমাত্মাকেও যথার্থরূপ জানিতে সমর্থ হয় না (সেই মানব বাস্তবিকের চক্ষে পতিত হয়)। ৮২

বিশ্বাবসুরুবাচ।

তথ্যাঃ শুভাঃ চৈত্ররথ্যাঃ ধরা বিভো
সম্যক্ ক্ষেমাঃ দৈবতাঢ্যাঃ যথাবৎ
যত্তাক্ষয়াঃ ভবতশ্চাপ্তু নিত্যাঃ
বৃত্তা সদা বুদ্ধিযুক্তঃ মনস্তে ॥ ৮৫

যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ।

এবমুক্ত্বা সম্প্রহাতো দিবং স
বিভ্রাজন্ বৈ শ্রীমতা দর্শনেন।
দৃষ্টশ্চ দৃষ্ট্বা পরয়াভিনন্দ্য
প্রদক্ষিণং মম কৃত্বা মহাত্মা ॥ ৮৬

ব্রহ্মাদীনাং খেচরাণাং ক্ষিতৌ চ
যে চাবস্তাৎ সংবসন্তে নরেন্দ্র।
তত্রৈব তদ্দর্শনং দর্শয়ন্ বৈ
সম্যক্ ক্ষেমাং যে পথা সংশ্রিতা বৈ ॥ ৮৭

সাংখ্যাঃ সর্বে সাংখ্যধর্মে রতাশ্চ
তথা যোগা যোগধর্মে রতাশ্চ
যে চাপ্যন্যে মোক্ষকামা মনুষ্যাঃ
তেষামেতদ্ দর্শনং জ্ঞানদৃষ্টম্ ॥ ৮৮

জ্ঞানাজ্জ্ঞেয়ো জায়তে রাজসিংহ
নাস্ত্যজ্ঞানাদেবমাত্মা নরেন্দ্র
তস্মাজ্জ্ঞানং তত্ত্বতোঽন্বেষিতব্যং
যেনাত্মানং মোক্ষয়েজ্জন্ম-মৃত্যোঃ ॥ ৮৯

প্রাপ্য জ্ঞানং ব্রাহ্মণাৎ ক্ষত্রিয়াদ্ বা
বৈশ্যাচ্ছূদ্রাদপি নীচাদভীক্ষ্ণম্।
শ্রদ্ধাতব্যং শ্রদ্দধানেন নিত্যং
ন শ্রদ্ধিনঃ জন্ম-মৃত্যূ বিশেতাম ॥ ৯০

সর্বে বর্ণা ব্রাহ্মণা ব্রহ্মজাশ্চ
সর্বে নিত্যং যাজয়ন্তে চ ব্রহ্ম
তত্ত্বং শাস্ত্রং ব্রহ্মবৃদ্ধ্যা ব্রবীমি
সর্বং বিশ্বং ব্রহ্ম চৈতৎ সনাতনম্ ॥ ৯১

ব্রহ্মাস্যতো ব্রাহ্মণাঃ সম্প্রসূতা
বাহুভ্যাং বৈ ক্ষত্রিয়াঃ সম্প্রসূতাঃ।
নাভ্যাং বৈশ্যাঃ পাদতশ্চাপি শূদ্রাঃ
সর্বে বর্ণা নাত্মনা বেদিতব্যাঃ ॥ ৯২

বিশ্বাবসু বলিলেন, প্রভো! আপনি সকল দেবতার আদি কারণ ব্রহ্মের বিষয়ে যথাযথভাবে যাহা বর্ণনা করিলেন, উহা সত্য, শুভ, সুন্দর ও পরম মঙ্গলকর। আপনার সর্বদাই এইরূপ জ্ঞানে স্থিতি হউক এবং আপনার নিত্য অক্ষয় কল্যাণলাভ হউক। (আচ্ছা, এখন আমি যাইতেছি)। ৮৩

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—রাজন্! এই কথা বলিয়া পরমর্ষিগণ মহাত্মা বিশ্বাবসু নিজের কান্তিমান্ দর্শনের দ্বারা প্রকাশিত হইতে হইতে আমাকে প্রদক্ষিণ পূর্বক অভিনন্দন জানাইয়া স্বর্গলোকে গমন করিলেন। সেই সময় আমিও অভিনব সম্বোধনসহকারে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলাম ॥ ৮৬

ব্রহ্মা প্রভৃতি। আকাশে বিচরণকারী যে ব্রহ্মাদি দেবতা, পৃথিবীতে বাসকারী মনুষ্যগণ এবং যাঁহারা পৃথিবীরও নিম্নলোকে বাস করেন, ইঁহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কল্যাণময় মোক্ষপথ অবলম্বন করেন, তাঁহাদের সেই সব স্থানে যাইয়া বিশ্বাবসু আমার দ্বারা বর্ণিত এই সম্যক্ দর্শনশাস্ত্র উপদেশ করিয়া থাকেন। ৮৭

সাংখ্যধর্মে উৎপন্ন সকল সাংখ্যবিদ্‌গণ, যোগধর্মপরায়ণ সকল যোগিগণ এবং অন্য যে সব মোক্ষের অভিলাষী মানুষ, ইঁহাদের সকলকেই এই উপদেশ জ্ঞানের প্রত্যক্ষ করণার করিয়া থাকে ॥৮৮

জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞেয়তুল্য পরাক্রমশালী নরেন্দ্র! জ্ঞানেরই দ্বারা মোক্ষলাভ হয়, অজ্ঞানের দ্বারা নহে—এরূপ কথাই বিদ্বান্ পুরুষগণ বলেন। সেইজন্য যথার্থ জ্ঞানের অনুসন্ধান করা উচিত, যাহাতে নিজেকে নিজেই সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে ॥ ৮৯

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র অথবা নীচ বর্ণে উৎপন্ন পুরুষের দ্বারাও যদি জ্ঞান লাভ হয়, তবে উহা লাভ করিয়া শ্রদ্ধালু মানুষ সর্বদা তাঁহার উপর শ্রদ্ধা রাখিবেন। যাহার মধ্যে শ্রদ্ধা আছে, সেই মানুষের জন্ম-মৃত্যু প্রবেশ করিতে পারে না ॥ ৯০

ব্রাহ্মণ হইতে উৎপন্ন সকল বর্ণই ব্রাহ্মণ, অতএব তাঁহারা সকলে সদা ব্রহ্মকে বলিতে পারেন। আমি ব্রহ্মবুদ্ধির দ্বারা শাস্ত্রের যথার্থ সিদ্ধান্ত বলিতেছি। এই সম্পূর্ণ জগৎ ও এই সবই ব্রহ্ম প্রপঞ্চ ব্রহ্ম-ই ॥ ৯১

ব্রহ্মের মুখ হইতে ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হইয়াছেন, ব্রহ্মেরই বাহুদ্বয় হইতে ক্ষত্রিয়গণ উদ্ভূত হইয়াছেন। ব্রহ্মেরই নাভিদেশের

অজ্ঞানতঃ কর্মযোনিং ভজন্তে
যাং তাং রাজংস্তে তথা যান্তি তাবৎ।
তথা বর্ণা জ্ঞানহীনাঃ পতন্তে
ঘোরাদজ্ঞানাৎ প্রাকৃতা যোনিজালম্ ॥৯১
তস্মাজ্জ্ঞানং সর্বতো মার্গিতব্যং
সর্বস্যস্য চৈতদুক্তং ময়া তে।
তৎসো ব্রহ্মা তদ্বিবাংশ্চাপরো স-
স্তস্মৈ নিত্যং মোক্ষমাহুর্নরেন্দ্র ॥ ৯২
যৎ তে পৃষ্টং তন্নৃপ চোপদিষ্টং
যথাতথ্যং তদ্বিশোকো ভবস্ব।
রাজন্ গচ্ছৈবেত্যথোক্ত্বা পরাং
সম্যক্ প্রোক্তা মুক্তি তে বস্তু নিত্যম্ ॥৯৩

ভীষ্ম উবাচ

স এবমুক্তাস্তস্য রাজর্ষেরো ধীমতো
শ্রীতিমানভবদ্ রাজা মিথিলাধিপতিস্তদা ॥ ৯৪
গতে মুনিবরে তস্মিন্ কৃতে চাপি প্রদক্ষিণম্।
দৈবরাত্তির্নরপতিরাসীনস্তত্র মোক্ষবিৎ ॥ ৯৫
পোকোটিঃ স্পর্শয়ামাস হিরণ্যং তু তথৈব চ।
রত্নাঞ্জলিমথৈকঞ্চ ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ তদা ॥ ৯৬
বিদেহরাজ্যঞ্চ তদা প্রতিষ্ঠাপ্য সুতস্য বৈ।
ধর্মিষ্ঠমনুপালংস্তাপাবসন্মিথিলাধিপঃ ॥ ৯৭
সাংখ্যজ্ঞানমথীয়ানো যোগশাস্ত্রঞ্চ কৃৎস্নশঃ।
ধর্মাধর্মৌ রাজেন্দ্র প্রাকৃতঃ পরিসর্হয়ন্ ॥ ৯৮
অনন্ত ইতি কৃত্বা স নিত্যং কেবলমেব চ
ধর্মাধর্মৌ পুণ্যপাপে সত্যাসত্যে তথৈব চ ॥ ৯৯
জন্ম-মৃত্যূ চ রাজেন্দ্র প্রাকৃতং তদচিন্তয়ৎ।
ব্যক্তাব্যক্তস্য কর্মেদমিতি নিত্যং নরাধিপ ॥ ১০০

নিয়ন্তার উদ্ভব হইতে দৈবগণ সৃষ্ট হইয়াছেন এবং তাঁহারই পাদমূলন হইতে শূদ্রগণ প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, অতএব সকল বর্ণেরই মানুষ ব্রহ্মস্বরূপ-ই। কোন বর্ণকেই হেয় হইতে ভি বলিয়া বোধ করা উচিত নয়। ৯০

রাজন্! সকল মানুষ অজ্ঞানতার জন্যই কর্মানুষ্ঠানের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণ করে এবং মৃত্যুবরণও করে। জ্ঞানহীন মনুষ্যগণই নিজেদের দুষ্কর অজ্ঞানতার জন্যই নানাপ্রকার প্রাকৃত যোনিসমূহে পতিত হয়। ৯১

নরেন্দ্র! অতএব সর্ব দিক্ হইতে জ্ঞানলাভ করিবার জন্যই প্রযত্ন করা উচিত। এই কথা আমি তোমাকে পূর্বে বলিয়াছি যে, সকল বর্ণেরই মানুষ নিজ নিজ আশ্রমে বাস করিয়াই জ্ঞানলাভ করিতে পারে, অতএব যে সব ব্রাহ্মণ জ্ঞানী অথবা অন্য বর্ণের যে সব মানুষও জ্ঞানিই, তাহাদের পক্ষে নিত্য মোক্ষপ্রাপ্তিই কথিত হইয়াছে। ৯২

রাজন্! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, উহারই উত্তরস্বরূপে আমি তোমাকে যথার্থজ্ঞানের উপদেশ করিয়াছি। অতএব এখন তুমি শোকহীন হও এবং এই তত্ত্বজ্ঞানে পারদর্শী হও। আমি তোমাকে ভালভাবেই জ্ঞানের উপদেশ করিয়াছি। যাও, তোমার সদা কল্যাণ হউক। ৯৩

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! বুদ্ধিমান্ রাজর্ষি এইভাবে উপদেশ দান করিলে পর মিথিলাপতি রাজা জনক অতিশয় প্রীত হইলেন। ৯৪

তিনি সংকার পূর্বক মুনিকে সম্মানিত করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন। যখন সেই মুনিবর রাজসভা চলিয়া যাইলেন, তখন মোক্ষবিৎ দেবরাতনন্দন রাজা জনক সে স্থানেই উপবেশন করত এক কোটি সুবর্ণ মুদ্রার ব্রাহ্মণগণকে দান করিলেন এবং প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে এক একটি রত্ন ও সুবর্ণ প্রদান করিলেন। ৯৫-৯৬

ইহার পর মিথিলাপতি জনক বিদেহ দেশের রাজ্য নিজের পুত্রকে অভিষিক্ত করিয়া তাঁহাকে উহা সমর্পণ করত পরে ধর্মিষ্ঠভাবে পালন করিতে করিতে সেখানে বাস করিতে লাগিলেন। ৯৭

রাজেন্দ্র! নরনাথ! তিনি সম্পূর্ণ সাংখ্য, জ্ঞান ও যোগশাস্ত্রের আধ্যয়ন করত প্রাকৃত ধর্ম ও অধর্মকে ত্যাগ করিয়া এই নিশ্চয় করিলেন যে, 'আমি অনন্ত'। এরূপ নিশ্চয় করিয়া তিনি ধর্ম-অধর্ম, পুণ্য-পাপ, সত্য অসত্য এবং জন্ম মৃত্যুকে ব্যক্ত (বুদ্ধি প্রভৃতি) ও অব্যক্তের (প্রকৃতির) কার্য মনে করিয়া সকলকে প্রাকৃত (প্রকৃতি জন্য এবং মিথ্যা) বোধ করত প্রকৃতি সংসর্গরহিত স্বীয় শুদ্ধ ও নিত্য স্বরূপের চিন্তা করিতে লাগিলেন। ৯৮-১০০

পশ্যন্তি যোগাঃ সাংখ্যাশ্চ স্বশাস্ত্রকৃতলক্ষণাঃ
ইষ্টানিষ্টবিমুক্তং যি তদ্ধ্রুবং ব্রহ্ম পরাৎপরম্ । ১০১
নিত্যং তদাহুর্বিদ্বাংসঃ শুচি তস্মাচ্ছুচির্ভব
দীয়তে যজ্ঞ লভতে দত্তং যজ্ঞানুমন্যতে । ১০২
দদাতি চ নরশ্রেষ্ঠ প্রতিগৃহ্নাতি যচ্চ হ
দদাত্যব্যক্ত ইত্যেতৎ প্রতিগৃহ্নাতি তচ্চ বৈ । ১০৩
আত্মা হ্যেষাঞ্চনো হ্যেকঃ কোঽন্যস্তস্মাৎপরো ভবেৎ ।
এবং মন্যন্ত সততমনাথা যা বিচিন্বয় । ১০৪
অব্যক্তাব্যক্তঃ ন বিদিত্বং সগুণং নির্গুণং পুনঃ ।
তেন তীর্থানি যজ্ঞাশ্চ সেবিতব্যা বিপশ্চিতা । ১০৫
ন হ্যব্যক্তৈরুপোহিতুং শক্যো ব্রহ্মর্ষি কুরুনন্দন ।
সত্তস্থেনাব্যক্তিকঃ স্থানং আত্মা ব্যক্তং প্রপদ্যতে । ১০৬
তথৈব মহতঃ স্থানমাহুস্তাত্ত্বিকমেব চ
অহঙ্কারাৎ পরঞ্চাপি স্থানানি সমবাপ্নুয়াৎ । ১০৭

যুধিষ্ঠির ! সাংখ্য ও যোগের বিদ্বান্‌গণ নিজ নিজ শাস্ত্রসমূহে বর্ণিত লক্ষণানুসারে এরূপ দেখিতে ও বুঝিতে থাকেন যে, এই ব্রহ্ম ইষ্ট ও অনিষ্টমুক্ত, অচলভাবে স্থিত এবং পরাৎপর । ১০১

বিদ্বান্ পুরুষগণ সেই ব্রহ্মকে নিত্য ও পবিত্র বলেন , অতএব তুমিও তাঁহাকে জানিয়া পবিত্র হও । নরশ্রেষ্ঠ ! যে ব্যক্তি যাহা কিছু দান করে, প্রকৃত যাহা কিছু যজ্ঞ যাহার প্রাপ্তি হয়, যে দানের অনুমোদন করে, যে ব্যক্তি দান করে এবং যে সেই দান গ্রহণ করে, এ সমস্তই সেই অব্যক্ত পরমাত্মা । পরমাত্মাই সব কিছু দান করেন এবং গ্রহণ করেন । ১০২-১০৩

যুধিষ্ঠির ! একমাত্র পরমাত্মাই আত্মীয় । তাঁহা হইতে অধিক অন্য কে আত্মীয় হইতে পারে ? তুমি সর্বদা এই কথা মাত্র স্মরণ রাখ এবং ইহার বিপরীত কিছু চিন্তা করিও না । ১০৪

যাহার অব্যক্ত প্রকৃতির জ্ঞান হয় নাই ও সগুণ-নির্গুণ পরমাত্মার পরিচয় জানা নাই, সেই বিদ্বান্ ব্যক্তির তীর্থসমূহের সেবা করা এবং যজ্ঞসকলের অনুষ্ঠান করা আবশ্যক । ১০৫

কুরুনন্দন ! আত্মার, তপ অথবা যজ্ঞসমূহের দ্বারা মোক্ষ কিংবা পরমাত্মারূপ প্রাপ্তি হয় না, (এই সব তপ, তাঁহার তত্ত্ব জানিবার পক্ষে সহায়ক হয়)। ইহাদের দ্বারা পরমাত্মার স্পষ্ট (অপরোক্ষ) জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াই মানুষ মুক্তিপ্রাপ্ত হইয়া যায় । ১০৬

মহত্তত্ত্বের উপাসনাকারী মহত্তত্ত্বকে এবং অহঙ্কারের উপাসক যে স্বয়ং অব্যক্তাৎ পরং নিত্যং জ্ঞাতুং শাস্ত্রতৎপরাঃ ।
জন্মমৃত্যুবিমুক্তাশ্চ বিমুক্তং সমুপাসতে । ১০৮
এতদ্ব্যাহৃতং জনকাং পুরস্তাৎ
তেনাপি চাত্তং নৃপ বাজবল্ক্যাৎ
জ্ঞানং বিশিষ্টং ন তথা হি যজ্ঞা
জ্ঞানেন দুর্গং তরতে ন যজ্ঞৈঃ । ১০৯
দুর্গং তম নিধনং চাপি রাজন্
ন ঔত্তিকং জ্ঞানবিদো বদন্তি ।
সাঙ্খ্যস্তপোভির্নিয়মৈশ্চ তৈস্তৈ
র্দিবং সমাসাদ্য পতন্তি ভূয়ো । ১১০
তস্মাত্তপাংসি সম্যক্ পরং মহদ্ভূচি
শিবং বিমোক্ষং বিমলং পবিত্রম্
ক্ষেত্রং জ্ঞাত্বা পার্থিব জ্ঞানযজ্ঞ-
মুপাস্য বৈ তত্ত্বমৃষির্ভবিষ্যসি । ১১১

অহঙ্কারকে লাভ করিয়া থাকে, কিন্তু মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কার হইতেও যে শ্রেষ্ঠ স্থান আছে, উহাকে লাভ করা উচিত । ১০৭

যাহারা শাস্ত্রসমূহের স্বাধ্যায়ে তৎপর থাকেন, তাঁহারাই প্রকৃতি হইতে পর, নিত্য জন্ম-মৃত্যুরহিত, মুক্ত এবং সনাতন-স্বরূপ পরমাত্মার জ্ঞান প্রাপ্ত হন । ১০৮

যুধিষ্ঠির ! এই জ্ঞান পূর্বকালে আমি রাজা জনকের নিকট হইতে লাভ করিয়াছিলাম এবং জনক যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । জ্ঞান সর্বাপেক্ষা উত্তম সাধন । যজ্ঞসকল ইহার সমান নহে । জ্ঞানেরই দ্বারা মানুষ এই দুর্গম সংসারসাগর পার হইয়া যাইতে পারে , যজ্ঞসমূহের দ্বারা নহে । ১০৯

রাজন্ ! জ্ঞানী পুরুষগণ বলেন যে, ঔত্তিক জন্ম ও মৃত্যুকে অতিক্রম করা অত্যন্ত কঠিন । যজ্ঞাদির দ্বারাও মানুষ সেই দুর্গম সঙ্কট হইতে মুক্ত হইতে পারে না । যজ্ঞ, তপ, নিয়ম ও ব্রতসকলের দ্বারা মানুষ স্বর্গলোকে গমন করে এবং পুণ্য ক্ষীণ হইলে পর এ পৃথিবীতে পতিত হয় । ১১০

সেইজন্য তুমি প্রকৃতি হইতে পর, মহৎ, পবিত্র, কল্যাণময়, নির্মল, শুদ্ধ ও মোক্ষস্বরূপ ব্রহ্মের উপাসনা কর ! তুপাল ! ক্ষেত্রকে জানিয়া এবং জ্ঞানযজ্ঞের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিশ্চয়ই তুমি তত্ত্বজ্ঞানী ঋষি হইয়া যাইবে । ১১১

মহাপনিষদমুপাকরোৎ তথাসৌ
জনকমুপেত্য পুরা হি যাজ্ঞবল্ক্যঃ।
মহাপগণিতশাস্ত্রভাষ্যকারঃ ভ-
ল্লুতমমৃতত্বমশোকমর্ষতি ॥ ১১১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি জনকসংবাদসমাপ্তৌ
অষ্টাদশাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১৮

পূর্বকালে যাজ্ঞবল্ক্যমুনি রাজা জনককে যে উপনিষদের (জ্ঞানের) উপদেশ দিয়াছিলেন, উহার মনন করিলে মানুষ মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে এবং মোক্ষলাভ করিয়া শোকরহিত পরমপদ প্রাপ্ত হয়। ১১১

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে বায়বিয়সংহিতার মোক্ষধর্মপর্বে যাজ্ঞবল্ক্য জনকের সংবাদসম্বন্ধি বিষয়ক অষ্টাদশাধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

একোনবিংশত্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

(জরা-মৃত্যোরতিক্রমবিষয়ে পঞ্চশিখস্য রাজ্ঞো জনকস্য চ সংবাদঃ)

যুধিষ্ঠির উবাচ

ঐশ্বর্যং বা মহৎ প্রাপ্য ধনং বা ভরতর্ষভ
দীর্ঘমায়ুরবাপ্যাথ কথং মৃত্যুমতিক্রমেৎ ॥ ১
তপসা বা সুমহতা কর্মণা বা শ্রুতেন বা
রসায়নপ্রয়োগৈর্বা কৈর্নামোতি ভয়াত্মকৌ ॥ ২

ভীষ্ম উবাচ

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্
ভিক্ষোঃ পঞ্চশিখস্যেহ সংবাদং জনকস্য চ ॥ ৩
বৈদেহো জনকো রাজা মহর্ষিং বেদবিত্তমম্
পর্যপৃচ্ছৎ পঞ্চশিখং ছিন্নসর্বার্থসংশয়ম্ ॥ ৪
কেন বৃত্তেন ভগবন্নতিক্রামেজ্জরান্তকৌ
তপসা বাথ বুদ্ধ্যা বা কর্মণা বা শ্রুতেন বা ॥ ৫
এবমুক্তঃ স বৈদেহঃ প্রত্যুবাচাপরোক্ষবিৎ
নিবৃত্তির্নোপলভ্যন্তি নানিবৃত্তিঃ কথঞ্চন ॥ ৬
ন হ্যহানি নিবর্তন্তে ন মাসা ন পুনঃ ক্ষপাঃ।
সোঽয়ং প্রপদ্যতেঽজ্ঞানং চিরায় ধ্রুবমক্ষয়ঃ ॥ ৭
সর্বকৃত্যসমুদ্যোগঃ স্রোতসেবোহ্যতে সদা।
উহ্যমানঃ নিমজ্জন্তমপ্লবে কালসাগরে ॥ ৮

একোনবিংশত্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়

(জরা-মৃত্যুর উল্লঙ্ঘনবিষয়ে পঞ্চশিখ এবং রাজা জনকের সংবাদ।)

যুধিষ্ঠির বলিলেন,— পিতামহ! বিশাল ঐশ্বর্য বা প্রভূত ধন কিংবা দীর্ঘ আয়ু লাভ করিয়া মানব কোনরূপেই মৃত্যুকে উল্লঙ্ঘন করিতে পারে না। ১

অতিশয় কঠোর তপস্যা করিয়া, মহৎ কর্মকলাপের অনুষ্ঠান করিয়া, বেদশাস্ত্রসমূহের স্বাধ্যায় করিয়া অথবা নানাপ্রকার রসায়ন প্রয়োগ করিয়া কিংবা অন্য কোন সব উপায়ের দ্বারা জরা ও মৃত্যু লাভ হয় না? ২

ভীষ্ম বলিলেন, যুধিষ্ঠির! এ বিষয়ে বিদ্বান্ পুরুষগণ সর্বজ্ঞ পঞ্চশিখ ও রাজা জনকের সংবাদরূপ এই প্রাচীন ইতিহাস উদাহরণ দিয়া থাকেন। ৩

কোন এক সময়ের কথা, বিদেহদেশের রাজা জনক যাঁহার সর্ব ও অর্থবিষয়ক সমস্ত সন্দেহ নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সেই বেদজ্ঞপ্রেষ্ঠ মহর্ষি পঞ্চশিখকে এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন। ৪

ভগবন্! কিরূপ আচার, তপস্যা, বুদ্ধি, কর্ম অথবা শাস্ত্রজ্ঞানের দ্বারা মানুষ জরা ও মৃত্যুকে লঙ্ঘন করিতে পারে? ৫

তিনি এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে পর অপরোক্ষজ্ঞানসম্পন্ন মহর্ষি পঞ্চশিখ বিদেহরাজকে এইরূপ উত্তর দান করিলেন— জরা ও মৃত্যু নিবৃত্ত হয় না, আবার এরূপও নয় যে, কোনরূপেই তাহাদের নিবৃত্তি হইতে পারে না (ধন ও ঐশ্বর্যাদির দ্বারা উহাদের নিবৃত্তি হয় না, কিন্তু জ্ঞানের দ্বারা পুনর্জন্মেরও নিবৃত্তি হয়, সুতরাং জরা ও মৃত্যুর কথা আর কি বলিবার আছে)। ৬

দিন, রাত্রি ও মাসের যে চক্র চলিতেছে, উহা কাহারও দ্বারা নিবৃত্ত হয় না। এইরূপ জরা-মৃত্যু ও অহোরাত্রের ক্রম চলিতেই থাকিবে। যাহার জীবনের কোন স্থিরতা নাই, সেই মরণধর্মা মানব কখনও দীর্ঘকালের পর নিত্যপথ (মোক্ষপথ) আশ্রয় করিয়া থাকে। ৭

কাল সমস্ত প্রাণীকেই উল্লঙ্ঘন করিয়া থাকেন। যেরূপ জল-

জরা মৃত্যুর্মহাপ্রাজ্ঞে ন কশ্চিদতিবর্ত্ততে।
নৈবাস্ত কশ্চিদ্ ভবতি নাসৌ ভবতি কস্যচিৎ ॥৯
পথি সঙ্গতমেবেদং দারৈরন্যৈশ্চ বন্ধুভিঃ
নাস্মদস্তাদৃশো বাসো লব্ধপূর্বো হি কেনচিৎ ॥ ১০
ক্ষিপ্যন্তে তেন তেনৈব নিষ্টনন্তঃ পুনঃ পুনঃ
কালেন জাতা যাতা হি বাহুনেবাশ্রয়ন্তরাঃ ॥ ১১
জরা-মৃত্যূ হি ভূতানাং খাদিতারৌ বৃকাবিব
বলিনা দুর্বলানাঞ্চ ভুঞ্জানা সন্ততাবপি ॥ ১২
এবংভূতেষু ভূতাত্মা নিত্যভূতোঽক্ষয়েষু চ।
কথং হি হ্লাদ্যেজ্জাতেষু মৃতেষু চ কথং শ্বয়েৎ ॥ ১৩
কৃতোঽহমাগতঃ কোঽস্মি ক গমিষ্যামি কস্য বা
কস্মিন্ স্থিতঃ ক ভবিতা কস্মাৎ ত্বমনুশোচসি ॥১৪
দ্রষ্টা স্বর্গস্য কোঽন্যোঽস্তি তথৈব নরকস্য চ
আগমাংস্ত্বনতিক্রম্য সন্তাশ্চৈব যতেত চ ॥ ১৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি পঞ্চশিখ-জনকসংবাদে
একোনবিংশত্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১৯

প্রবাহ কোন বস্তুকে হরণ করিয়া লইয়া যায়, সেইরূপ কালই সমস্ত প্রাণিগণকে নিত্যই হরণ করিতে থাকেন। এই কাল নৌকা হৌক বা মহাসমুদ্র। জরা ও মৃত্যু বিশাল গাছের। কিংবা অন্তক। তিনি আসন করিয়া উহাতে অবস্থান করিতেছেন। এই কালসাগরে প্রবাহিত এবং নিমজ্জিত জীবকে কেহই রক্ষা করিতে পারে না। ৮।

এ জগতে জীব কাহারও নিত্যের নহে এবং জীবেরও কেহ আপনার নহে। পথে সঙ্গ পথিকের ন্যায় এ সংসারে জীব পত্নী ও অন্যান্য বন্ধু বান্ধবগণের সহিত গমন করে, কিন্তু এ জগতে পূর্বে কেহই কাহারও সহিত চিরকাল পরম সুখে বাস করিবার সুযোগ করিয়া যায় নাই। ৯-১০

যেরূপ গর্জনকারী মেষকে বন্য বাহুরা বারংবার উড়াইয়া দিয়া ছিন্ন ভিন্ন করিতে থাকে, সেইরূপ কাল এ জগতে জন্মগ্রহণকারী প্রাণিগণকে 'তাহারা চীৎকার করিতে থাকিলেও' মৃত্যুমুখে নিক্ষেপ করিতে থাকেন। ১১

যাহারা বলবান্ কিংবা দুর্বল, ধনী বা ছোট, এই সমস্ত প্রাণীকেই বাঘিনী ও মৃত্যু বাঘের ন্যায় ভক্ষণ করিতে থাকে। ১২

এইরূপ যখন সকল প্রাণীই বিনাশশীল, তখন নিত্যস্বরূপ জীবাত্মা সেই প্রাণিগণের জন্ম গ্রহণ করিলে হর্ষ এবং মৃত্যুবরণ করিলে শোক কেন করিবেন? ১৩

'আমি কে? কোথা হইতে আসিয়াছি? কোথায় যাইব? কাহার সহিত আমার সম্বন্ধ? কোন স্থানে থাকিয়া আমি কোথায় পুনরায় জন্মগ্রহণ করিব? এই সব বিষয় লইয়া তুমি কাহার জন্য কি শোক করিতেছ? ১৪

যে ব্যক্তি শুভ ও অশুভ কর্ম করে, সেই মানুষ ব্যতীত অপর কোন্ জীব এরূপ আছে যে, সে সেই সব কর্মের ফলস্বরূপ স্বর্গ ও নরকের দর্শন এবং উপভোগ করিবে? অতএব শাস্ত্রের আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন না করিয়া সকল মানুষেরই দান এবং যজ্ঞাদি সৎকর্ম করা উচিত। ১৫

শ্রীমহাভারতে বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে পঞ্চশিখ ও জনকের সংবাদবিষয়ক একোনবিংশত্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিংশত্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[রাজানং জনকং পরীক্ষিতুমাসতায়াঃ মুলভায়াস্তস্য দেহে প্রবেশঃ, তত্রস্থিতে রাজ্ঞো জনকস্য যোগারোপঃ, যুক্তিভিনিরাকুর্বত্যাঃ মুলভায়াঃ 'রাজা জনকঃ অজ্ঞঃ' ইতি নিরূপণঞ্চ]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

অপরিত্যজ্য গার্হস্থ্যং কুরুরাজর্ষিসত্তম।
কঃ প্রাপ্তো বিনয়ং বৃদ্ধ্যা মোক্ষতত্ত্বং বদস্ব মে॥ ১

সাংখ্যস্য তে যথাঽঽত্মায়ং ব্যক্তস্যাব্যক্ত যথা চ সহ।
পরং মোক্ষস্য যচ্চাপি তত্ত্বে ব্রূহি পিতামহ॥ ২

ভীষ্ম উবাচ।

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্
জনকস্য চ সংবাদং মুলভায়াশ্চ ভারত॥ ৩

সাংখ্যাসক্তমতিঃ কশ্চিদ্ বভূব নৃপতিঃ পুরা।
মৈথিলো জনকো নাম ধর্মধ্বজ ইতি শ্রুতঃ॥ ৪

স বেদে মোক্ষশাস্ত্রে চ বেদে চ পরমে স্থিতঃ
ইন্দ্রিয়াণি সমাধায় শশাস বসুধামিমাম্॥ ৫

তস্য বেদবিদঃ প্রাজ্ঞাঃ শ্রুত্বা তাং সাধুবৃত্ততাম্
লোকেষু স্পৃহয়ন্ত্যন্যে পুরুষাঃ পুরুষেশ্বর॥ ৬

অথ ধর্মযুগে তস্মিন্ যোগধর্মমনুষ্ঠিতা
মহীমনুচচারৈকা মুলভা নাম ভিক্ষুকী॥ ৭

তয়া জগদিদং কৃৎস্নমটন্ত্যা মিথিলেশ্বরঃ
তত্র তত্র শ্রুতো মোক্ষে কথ্যমানস্ত্রিভিস্ত্রিভিঃ॥ ৮

সাতিসূক্ষ্মাঃ কথাঃ শ্রুত্বা তথ্যং নেতি সসংশয়া
দর্শনে জাতসঙ্কল্পা জনকস্য বভূব হ॥ ৯

তত্র সা বিপ্রধায়াথ পূর্বরূপং হি যোগতঃ
অবিস্রম্ভনবস্থাঙ্গী রূপমন্যদনুত্তমম্॥ ১০

চক্ষুর্নিমেষমাত্রেণ লঙ্ঘয়ন্তিগামিনী।
বিদেহানাং পুরীং সুভ্রূর্জগাম কমলেক্ষণা॥ ১১

বিংশত্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

[রাজা জনককে পরীক্ষা করিবার জন্য উপস্থিত মুলভা কর্তৃক তাঁহার দেহে প্রবেশ, তাঁহার উপর রাজা জনকের যোগারোপ, এবং মুলভাকর্তৃক যুক্তিসমূহের দ্বারা নিরাকরণ করিতে করিতে রাজা জনককে 'অজ্ঞান' বলিয়া নিরূপণ।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—কুরুকুলশ্রেষ্ঠ! যেখানে বুদ্ধি লয় হয়, সেই মোক্ষতত্ত্ব গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ না করিয়া কোন পুরুষ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন? ইহা আমাকে বলুন। ১

পিতামহ! এই মনুষ্যদেহ যেভাবে স্থূলদেহকে ত্যাগ করে এবং যেভাবে স্থূলশরীরের আত্মা সূক্ষ্ম শরীরকে ত্যাগ করেন অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্ম—এই দুই শরীরের অভিমানকে যেভাবে ত্যাগ করা যায় এবং তাহাদের ত্যাগের যে ফলশ্রুতি এবং মোক্ষের যে তত্ত্ব, ইহা আমাকে বলুন। ২

ভীষ্ম বলিলেন,—ভরতনন্দন! এ বিষয়ে অভিজ্ঞ বিদ্বান্ পুরুষগণ জনক ও মুলভার সংবাদরূপ এক প্রাচীন ইতিহাস উদাহরণ দিয়া থাকেন। ৩

প্রাচীনকালে মিথিলাপুরীতে কোন এক রাজা 'জনক' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। ইঁহার নাম ছিল ধর্মধ্বজ। তিনি (গৃহস্থাশ্রমে বাস করিয়াই) সন্ন্যাসের যে সমাগ্‌জ্ঞানরূপ ফল, ইহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৪

তিনি বেদে, মোক্ষশাস্ত্রে ও নিজের শাস্ত্রে অর্থাৎ স্মৃতিনীতিতে অভিনব পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তিনি ইন্দ্রিয়গণকে একাগ্র করিয়া এই সমস্তদ্বারা শাসন করিতেছিলেন। ৫

পুরুষপ্রধান! যেসব বিদ্বান ব্যক্তিগণ তাঁহার সাধুবৃত্তির সংবাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহারই ন্যায় সজ্জন হইবার জন্য ইচ্ছা করিয়া থাকেন। ৬

সেই সময় ধর্মপ্রধান যুগ ছিল। মুলভা নাম্নী এক সন্ন্যাসিনী যোগধর্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়া একাকিনীই এই পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছিলেন। ৭

এই সময় জগতে পরিভ্রমণ করিতে করিতে মুলভা নানা স্থানে ত্রিগুণী সন্ন্যাসীদিগের মুখে মোক্ষতত্ত্বে অভিজ্ঞ রাজা জনকের প্রশংসা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। ৮

তাঁহাদের দ্বারা কথিত অত্যন্ত সূক্ষ্ম শাস্ত্রসম্বন্ধীয় কথা অন্য ব্যক্তিদের মুখে শ্রবণ করিয়া মুলভার মনে এই সন্দেহ হইল যে, আমি না জনকসম্বন্ধে যে সব কথা শ্রবণ করিতেছি, উহা সত্য কি না? এই সংশয় উৎপন্ন হইলে পর তাঁহার হৃদয়ে রাজা জনককে দর্শন করিবার বাসনা জাগিল। ৯

তিনি তখন যোগশক্তিবলে নিজের পূর্বদেহের ত্যাগ করিয়া অন্য এক পরম সুন্দর রূপ ধারণ করিলেন। সেই সময় তাঁহার প্রত্যেক অঙ্গ হইতে অনিন্দ্য সৌন্দর্য প্রকাশিত হইতে লাগিল। সুন্দর ভ্রূযুগশোভিত কমলনয়না এই বালিকা বায়ুর ন্যায় তীব্র গতিতে চলিতে চলিতে চক্ষুর নিমেষমাত্রেই বিদেহদেশের রাজধানী মিথিলায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ১০-১১

সা প্রাপ্য মিথিলাং কৃৎস্নাং প্রভূতজনসঙ্কুলাম্
ভৈক্ষাচর্যাপদেশেন দদর্শ মিথিলেশ্বরম্ । ১২
রাজ্ঞা তস্যাঃ পদং দৃষ্ট্বা সৌকুমার্যাৎ নৃপাত্মজা ।
কেয়ং কস্য কুতো বেতি বভূবাগতবিস্ময়ঃ । ১৩
তস্যোহসাঃ স্বাগতং কৃত্বা বাসিষ্ঠে চ বরাসনে
পূজিতা পাদশৌচেন বরান্নেনাপ্যতর্পয়ৎ । ১৪
অথ ভুক্তবতী প্রীতা রাজানং মন্ত্রিভির্বৃতম্ ।
সর্বতন্ত্রবিদাং মধ্যে চোদয়ামাস ভিক্ষুকী । ১৫
সুলভা ত্বং নরেন্দ্রেষু মুক্তো নেতি সসংশয়া ।
সত্বং সঙ্ঘেন যোগজ্ঞা প্রবিবেশ মহীপতেঃ । ১৬
নেত্রাভ্যাং নেত্রয়োরস্য রশ্মীন্ সংযম্য রশ্মিভিঃ ।
সা স্ম তং চোদয়িত্বন্তী যোগবৈর্ববন্ধ হ । ১৭

জনয়োঽপ্যুৎপপাতাশু রাজা ভাবমসা বিশেষয়ন্
প্রতিরূপাং তদা ভাবেন ভাবজ্ঞা নৃপোত্তম । ১৮
তদেকপিণ্ডবিজ্ঞানে সংবাদঃ শ্রূয়তামিতি ।
হস্তাদিষু বিমুক্তস্য মুক্তাহারশ্চ ত্রিদণ্ডকে । ১৯

জনক উবাচ ।

ভগবত্যাঃ ক চর্যেয়ং কৃতা ক চ গমিষ্যসি ।
কস্য চ ত্বং কুতো বেতি পপ্রচ্ছৈনাং মহীপতিঃ । ২০
ব্রূহি যদ্যপি জাতো চ সন্দাবো নাবিগম্যতে ।
এবমেবমুতস্তস্মাৎ প্রবেদাঃ মৎসমাগমে । ২১
হস্তাদিষু বিমেষেষু যুক্তং মাং বিদ্ধি তত্ত্বতঃ ।
স ত্বাং সম্বন্ধমিচ্ছামি মানার্হো হি মতোঽসি মে । ২২
যস্মাদৈকতরস্যা প্রাপ্তঃ জ্ঞানং বৈশেষিকং পুরা ।
যদা নানাঃ প্রবক্তাস্তি মোক্ষং তদপি মে শৃণু । ২৩

প্রচুর জনসমূহপূর্ণ সেই মিথিলা নগরীতে উপস্থিত হইয়া সন্ন্যাসিনী সুলভা ভিক্ষাগ্রহণের ছলে মিথিলাপতিকে দর্শন করিলেন । ১।

তাঁহার অতিশয় সুকুমার পদদ্বয় ও সৌন্দর্য দেখিয়া রাজা জনক বিস্ময়ান্বিত হইলেন এবং মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন —এই বালিকা কে, কাহার এবং কোথা হইতে আসিয়াছে ? ১৩

তদনন্তর তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া রাজা জনক একটি সুন্দর আসন তাঁহাকে প্রদান করিলেন এবং পরম যত্ন করিয়া তাঁহাকে যথোচিত পূজা করিবার পর উত্তম অন্নদানের দ্বারা তাঁহার তৃপ্তিসাধন করিলেন । ১৪

ভোজন করিয়া সন্তুষ্টা সেই সন্ন্যাসিনী সমস্ত তন্ত্রবিদ্‌গণের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদে পরিবেষ্টিত হইয়া উপবিষ্ট রাজা জনকের কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করিতে উদ্যত হইলেন । ১৫ সুলভা মোক্ষ-ধর্মবিষয়ে রাজা জনককে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু তাঁহার মনে এই সন্দেহ উপস্থিত হইল—রাজা জনক জীবন্মুক্ত কি না ? তিনি যোগজ্ঞা ছিলেন বলিয়া নিজের সূক্ষ্ম বুদ্ধির দ্বারা রাজা জনকের বুদ্ধিতে প্রবিষ্ট হইলেন । ১৬

রাজা জনককে প্রশ্ন করিবার জন্য উদ্যত হইয়া তিনি পীত নয়নদ্বয়ের কিরণাবলির দ্বারা তাঁহার নয়নদ্বয়ের কিরণকে সংযত করত যোগবলে তাঁহার চিত্তকে বশ করিয়া তাঁহাকে বন্দীকৃত করিলেন । ১৭

নৃপশ্রেষ্ঠ ! তখন রাজা জনক সুলভার অভিপ্রায় জানিয়া তাঁহাকে সম্মান করিতে করিতে ঈষৎহাস্য সহকারে নিজের ভাবের দ্বারা তাঁহার ভাব গ্রহণ করিয়া লইলেন । ১৮

তাহার পর ছত্র প্রভৃতি রাজচিহ্ন পরিত্যাগ করিয়া রাজা জনক ও ত্রিদণ্ডকলু সন্ন্যাসচিহ্নধারিণী সুলভার একই দেহে যে সংবাদ সংঘটিত হইয়াছিল, উহা শ্রবণ কর । ১৯

জনক বলিলেন,—ভগবতি ! আপনার এই সন্ন্যাসের দীক্ষা কোথা হইতে পাইয়াছেন, আপনি কোথায় যাইবেন ? আপনি কাহার কন্যা এবং কোথা হইতে আপনার এখানে শুভাগমন হইয়াছে ? এই সব কথা রাজা জনক সুলভাকে প্রশ্ন করিলেন । ২০

তিনি বলিলেন,—কাহাকেও জিজ্ঞাসা না করিয়া তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান, যত্ন ও ভাক্তিবিশেষে সত্য সংবাদ জানা যায় না ; অতএব আমার সহিত যে আপনার সাক্ষাৎকার হইল, এই অবসরে এ সব বিষয়ে যথার্থ জ্ঞানের জন্য প্রকৃত উত্তর জানা আবশ্যক । ২১

ছত্র প্রভৃতি যে সব রাজোচিত বিশেষ চিহ্ন আছে, সেই সব আমি এখন পরিত্যাগ করিয়াছি ; অতএব আপনি এখন আমাকে যথার্থরূপে জানিতে সচেষ্ট হউন । আমি আপনাকে সম্মান করিতে অভিলাষী, কারণ, আপনি সম্মানের যোগ্যা বলিয়া আমার ধারণা হইয়াছে । ২২

আমি পূর্বকালে সর্বশ্রেষ্ঠ মোক্ষবিষয়ক জ্ঞান যাঁহার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তিনি সাক্ষীভূত আর কেহ যাঁহাকে প্রতিপাদন করিতে সমর্থ নন্, সেই জ্ঞান এবং জ্ঞানদাতা গুরুর পরিচয় আপনি আমার নিকট হইতে শ্রবণ করুন । ২৩

পরাশরসগোত্রস্য বৃদ্ধস্য সুমহাত্মনঃ।
ভিক্ষোঃ পঞ্চশিখস্যাহং শিষ্যঃ পরমসম্মতঃ ॥ ২৪
সাংখ্যজ্ঞানে চ যোগে চ মহীপালবিধৌ তথা।
ত্রিবিধে মোক্ষধর্মেঽস্মিন্ গতাস্থা ছিন্নসংশয়ঃ ॥ ২৫
স ত্বথাশাস্ত্রদৃষ্টেন মার্গেণেহ পরিভ্রমন্
বার্ষিকাংশ্চতুরো মাসান্ পুরা মিথি সুখোষিতঃ ॥ ২৬
তেনাহং সাংখ্যমুখ্যেন সৃদৃষ্টার্থেন তত্ত্বতঃ
ত্রাবিতস্ত্রিবিধং মোক্ষং ন চ রাজ্যাদি চালিতঃ ॥ ২৭
সোঽহং তামখিলাং বৃত্তিং ত্রিবিধাং মোক্ষসংহিতাম্।
মুক্তরাগশ্চরাম্যেকঃ পথে পরমকে স্থিতঃ ॥ ২৮
বৈরাগ্যাৎ পুনরেতস্মা মোক্ষস্য পরমো বিধিঃ।
জ্ঞানাদেব চ বৈরাগ্যং জায়তে যেন মুচ্যতে ॥ ২৯
জ্ঞানেন কুরুতে যত্নং যত্নেন প্রাপ্যতে মহৎ।

মহদ্ ব্রহ্মপ্রযোক্তারং সা সিদ্ধির্মা বয়োঽতিগা ॥ ৩০
সেয়ং পরমিকা বুদ্ধেঃ প্রাপ্তা নির্বৃত্ততা ময়া
ইত্যেব গতমোহেন চরতা মুক্তসঙ্গিনা ॥ ৩১
যথা ক্ষেত্রং মৃদুকৃতমদ্ভিরাপ্লাবিতং তথা।
জনয়ত্যঙ্কুরং কর্ম নৃণাং তদ্বৎ পুনর্ভবম্ ॥ ৩২
যথা চোপ্তাপিতং বীজং কপালে বজ্র তন্ত্র বা।
প্রাপ্যাপ্যঙ্কুরহেত্বুত্বমবীজত্বান্ন জায়তে ॥ ৩৩
তদ্বদ্ ভগবতানেন শিষা প্রোক্তেন ভিক্ষুণা।
জ্ঞানং কৃতমবীজং যে বিষয়েষু ন জায়তে ॥৩৪
নাস্তিরজ্যতি কস্মিংশ্চিদ্রানর্থে ন পরিগ্রহে
নাস্তিরজ্যতি চৈতেষু বার্থত্বাদ্ রাগরোষয়োঃ ॥ ৩৫
যস্য মে দক্ষিণং বাহুং চন্দনেন সমুক্ষয়েৎ।
সব্যং বাসাংসি সন্তক্ষেৎ সমাবেতাবুভৌ মম ॥ ৩৬

পরাশরগোত্রজাত সন্ন্যাসধর্মাবলম্বী বৃদ্ধ মহাত্মা পঞ্চশিখ আমার গুরু। আমি তাঁহার পরম প্রিয় শিষ্য ॥ ২৪

সাংখ্যজ্ঞান, যোগবিদ্যা এবং রাজধর্ম- এই তিন প্রকারের মোক্ষধর্মের মধ্যে আমি সন্দেহ শূন্য গুরুদেবের নিকট হইতে লাভ করিয়াছি। এ বিষয়ে আমার সমস্ত সংশয় দূর হইয়া গিয়াছে ॥২৫

পূর্বোক্তরূপ ঘটনা, এই আচার্যপ্রবর শাস্ত্রোক্ত মার্গ অবলম্বন করত পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতে করিতে মিথিলায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তথায় চতুর চারিমাস (আষাঢ় মাস হইতে কার্তিক মাস) আমার রাজ্যে সুখে বাস করিয়াছিলেন ॥ ২৬

তিনি সাংখ্যশাস্ত্রের প্রধান বিদ্বান্ এবং সমস্ত সিদ্ধান্ত যথাযথরূপে প্রত্যক্ষের ন্যায় জ্ঞাত ছিলেন। তিনি আমাকে তিন প্রকার মোক্ষধর্ম শ্রবণ করাইয়াছিলেন, কিন্তু রাজ্য পরিত্যাগ করিতে আদেশ করেন নাই ॥ ২৭

এইরূপ উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া আমি বিষয়সমূহে আসক্তিশূন্য হইয়া মোক্ষবিষয়ক তিন প্রকারের সমস্ত বৃত্তির আচরণ করিতেছি এবং পরমপদে অবস্থান করিতেছি ॥ ২৮

বৈরাগ্যই এই মুক্তির প্রধান কারণ এবং জ্ঞানের দ্বারাই সেই বৈরাগ্য লাভ হয়, যাহার দ্বারা মানুষ মুক্ত হইয়া যায় ॥ ২৯

মানুষ জ্ঞানের দ্বারা মুক্তি পাইবার জন্য যত্ন করে। এই যত্নের দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। সেই শ্রেষ্ঠ আত্মজ্ঞানই দুঃখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত করিবার কারণ, ইহাই সিদ্ধি, যাহা কালকেও মৃত্যুকেও) লঙ্ঘন করিয়া থাকে ॥ ৩০

আমার মোহ দূর হইয়া গিয়াছে। আমি সমস্ত সংসর্গ ত্যাগ করিয়া দিয়াছি, সেইজন্য আমি এই গৃহস্থ-ধর্মে অবস্থান করিয়াই বুদ্ধির পরম নির্বৃত্ততা লাভ করিয়াছি ॥ ৩১

যেরূপ যে জমীকে ভাল করিয়া অতিশয় নরম করা হইয়াছে এবং যথাসময়ে জল সিঞ্চন করিয়া উহাতে বীজ রোপণ করা হয়, সেখানে সেই বীজ হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, সেইরূপ মনুষ্যগণের ভক্ত ও অভক্ত কর্মসকলই পুনর্জন্মরূপে উৎপাদন করিয়া থাকে ॥ ৩২

যেরূপ মৃত্তিকার পরাব পাত্রে বা অন্য কোন পাত্রে স্থাপিত বীজের বীজত্ব না থাকায় অঙ্কুরিত হইবার যোগ্য ক্ষেত্রে পতিতও অঙ্কুরিত হইতে পারে না, সেইরূপ আমার সন্ন্যাসী গুরু ভগবান্ পঞ্চশিখ আমাকে যে জ্ঞানদান করিয়াছেন, উহা নির্বীজ; সেইকারণে বিষয় ক্ষেত্রে উহা অঙ্কুরিত হয় না ॥ ৩৩-৩৪

আমার বুদ্ধি কোন অনর্থে কিংবা ভোগসমূহের সংগ্রহে আসক্ত হয় না। স্ত্রী প্রভৃতির উপরে যে অনুরাগ ও শত্রু আদি বিষয়ে যে ক্রোধ হয়, উহা ব্যর্থ বস্তুর কারণ উহার দিকে আমার বুদ্ধির প্রবৃত্তি হয় না ॥ ৩৫

যে আমার দক্ষিণ হস্ত চন্দনের দ্বারা লিপ্ত করিবে এবং যে আমার বাম হস্ত বাসীর (বাঁশ) দ্বারা ছেদন করিতে থাকিবে, এই দুই মানুষই আমার নিকট সমান ॥ ৩৬

সুখী সোঽয়মবাপ্তার্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।
মুক্তসঙ্গঃ স্থিতো ধীরো বিনিষ্টোঽস্তৈস্ত্রিদণ্ডিভিঃ ॥৩৭
মোক্ষে হি ত্রিবিধা নিষ্ঠা দৃষ্টাস্তৈর্মোক্ষবিত্তমৈঃ।
জ্ঞানং লোকোত্তরং যচ্চ সর্বত্যাগশ্চ কর্মণাম্ ॥ ৩৮
জ্ঞাননিষ্ঠাঃ বদন্ত্যেকে মোক্ষশাস্ত্রবিদো জনাঃ।
কর্মনিষ্ঠাঃ তথৈবান্যে যতয়ঃ সূক্ষ্মদর্শিনঃ ॥ ৩৯
প্রহারোত্তরমপ্যেব জ্ঞানং কর্ম চ কেবলম্।
তৃতীয়েয়ং সমাখ্যাতা নিষ্ঠা তেন মহাত্মনা ॥ ৪০
যমে চ নিয়মে চৈব কামে দ্বেষে পরিগ্রহে।
মানে দম্ভে তথা স্নেহে সদৃশাস্তে কুটুম্বিভিঃ ॥ ৪১
ত্রিদণ্ডাদিষু যদ্বত্তি মোক্ষো জ্ঞানেন কস্যচিৎ।
ছত্রাদিষু কথং ন স্যাৎ তুল্যহেতৌ পরিগ্রহে ॥ ৪২

যেন যেন হি যদ্যার্থঃ কারণেনেহ কর্মণি।
তত্তদালম্বতে সর্বঃ স্বে স্বে স্বার্থপরিগ্রহে ॥ ৪৩
দোষদর্শী তু গার্হস্থ্যে যো ব্রহ্মত্যাশ্রমান্তরে।
উৎসৃজন্ পরিগৃহ্নংশ্চ সোঽপি সঙ্গান্ন মুচ্যতে ॥ ৪৪
আধিপত্যে তথা তুল্যো নিগ্রহানুগ্রহাত্মকে।
রাজভিক্ষুকয়োস্তস্মান্ন মুচ্যেতে কেন হেতুনা ॥ ৪৫
অথ সন্ন্যাধিপত্যোঽপি জ্ঞানেনৈবেহ কেবলম্।
মুচ্যন্তে সর্বপাপেভ্যো দেহে পরমকে স্থিতাঃ ॥ ৪৬
কাষায়ধারণং মৌঞ্জীং ত্রিবিষ্টদ্বং কমণ্ডলুম্।
লিঙ্গান্যুৎপথভূতানি ন মোক্ষায়েতি মে মতিঃ ॥ ৪৭
যদি সন্ত্যপি লিঙ্গেঽস্মিন্ জ্ঞানমেবাত্র কারণম্।
নিমোক্ষায়েহ দুঃখস্য লিঙ্গমাত্রং নিরর্থকম্ ॥ ৪৮

আমি আলোকার হইয়া সর্বজ্ঞ গুরু অন্বেষণ করিতেছি। আমার দৃষ্টিতে মৃত্তিকার ঢিল, প্রস্তর ও সুবর্ণ—এ সবই সমান। আমি আশঙ্কাহীন হইয়া রাজার পথে অবস্থিত আছি। অতএব অন্য ত্রিদণ্ডী সাধুগণ অপেক্ষা আমার স্থান বিশিষ্ট। ৩৭

অলৌকিক যে সন্ন্যাস এবং কর্মফলের যে অলৌকিক অনুষ্ঠান অর্থাৎ নিষ্কামভাবে কর্মফল সম্পাদন করা—এই তিন প্রকার নিষ্ঠাকেই মোক্ষবিশেষজ্ঞ বিদ্বান্‌গণ মোক্ষের উপায় বলিয়া জানেন। ৩৮

মোক্ষশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলেন যে, জ্ঞাননিষ্ঠাই মোক্ষের সাধন এবং অন্য সূক্ষ্মদর্শী যতিগণ বলেন, কর্মনিষ্ঠাই মুক্তির উপায়। ৩৯

কিন্তু সেই মহাত্মা পঞ্চশিখাচার্য পূর্বোক্ত কেবল জ্ঞান ও কেবল কর্ম এই উভয় পক্ষই পরিত্যাগ করত এক তৃতীয় নিষ্ঠার কথা বলিয়াছেন। ৪০

যম, নিয়ম, কাম, দ্বেষ, পরিগ্রহ, মান, দম্ভ এবং স্নেহ করিয়া তাহার দ্বারা প্রাপ্য লাভ ও ক্ষতিতে সন্ন্যাসীও গৃহস্থগণেরই তুল্য অর্থাৎ যম-নিয়মাদি অভ্যাস করিলে পর গৃহস্থও মোক্ষলাভ করিতে পারেন এবং কামনা ও দ্বেষ থাকিলে পর সন্ন্যাসীও মুক্তিলাভ করিতে পারেন না। ৪১

সন্ন্যাসী ত্রিদণ্ডাদি ধারণ করেন এবং গৃহস্থ নরপতি ছত্রচামরাদি ধারণ করেন। যদি ত্রিদণ্ড ধারণ করিলে পর কাহারও জ্ঞানের দ্বারা মোক্ষলাভ হইয়া থাকে, তবে ছত্রাদি ধারণ করিয়া অন্যের সেই জ্ঞানের দ্বারা মোক্ষলাভ হইবে না কেন? কারণ, প্রতিবন্ধের মূল কারণ পরিগ্রহ উভয়েরই পক্ষে সমান একজন ত্রিদণ্ডাদি ধারণ করেন ও অন্য জন ছত্র চামরাদি। ৪২

নিজ নিজ অভীষ্ট অর্থ সিদ্ধির জন্য যে যাহাদের যে যে সাধনভূত বস্তুর প্রয়োজন হয়, তাহারা সকলে নিজ নিজ কার্য সম্পাদনের জন্য সেই সেই বস্তু অবলম্বন করে। ৪৩

যে ব্যক্তি গৃহস্থাশ্রমের দোষ দেখিয়া উহা পরিত্যাগ করত অন্য আশ্রমে গমন করেন, তিনিও কিছু গ্রহণ করেন এবং কিছু পরিত্যাগ করেন; অতএব তাঁহারও সঙ্গদোষ হইতে মুক্তিলাভ হয় না। ৪৪

কাহাকেও নিগ্রহ করা ও কাহারও উপর অনুগ্রহ করা এই উভয় প্রকার কর্মক্ষেত্রে আধিপত্য (প্রভুত্ব) বলা হয়; উহা যেরূপ রাজাদের মধ্যে থাকে, সেইরূপ সন্ন্যাসিগণের মধ্যেও থাকে। এই দৃষ্টিতে যখন সন্ন্যাসীও রাজার ন্যায়, তখন কেবল তিনিই (সন্ন্যাসীই) মুক্ত হন—ইহা বলিবার কি কারণ আছে? ৪৫

মহত্তরগণ উত্তম শরীরে স্থিত প্রাণিগণ প্রভুত্ব থাকিতেই কেবল জ্ঞানেরই বলে এ জগতে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যান। ৪৬

আমার ত' এই ধারণা আছে যে, গেরুয়া বস্ত্র পরিধান করা, মস্তক মুণ্ডন করা এবং ত্রিদণ্ড ও কমণ্ডলু ধারণ করা—এই সব উৎকৃষ্ট সন্ন্যাসমার্গের পরিচয়জ্ঞাপক চিহ্নমাত্র। ইহাদের দ্বারা মোক্ষলাভ হয় না। ৪৭

যদি এই সব চিহ্ন থাকিলেও এ সংসারে দুঃখ হইতে সর্বথা মুক্তি পাইবার বিষয়ে একমাত্র জ্ঞানই উপায় হয়, তবে যত চিহ্নই ধারণ করা হউক না কেন, তৎ সমস্তই নিরর্থক। ৪৮

অথবা দুঃখসৈথিল্যাৎ বীক্ষা লিঙ্গে কৃতা মতিঃ।
কিং তদেবার্থসামান্যং ছত্রাদিষু ন লক্ষ্যতে ॥ ৪৯
আকিঞ্চন্যে ন মোক্ষোঽস্তি কিঞ্চন্যে নাস্তি বন্ধনম্।
কিঞ্চন্যে চোভয়ে চৈব জন্তুর্জ্ঞানেন মুচ্যতে ॥ ৫০
তস্মাদ্ ধর্মার্থকামেষু তথা রাজ্যপরিগ্রহে।
বন্ধনায়তনেষেষু বিদ্ধ্যবদ্ধে পদে স্থিতম্ ॥ ৫১
রাজ্যৈশ্বর্য্যময়ঃ পাশঃ স্নেহায়তনবন্ধনঃ।
মোক্ষান্মনিলিপ্তেনেহ ত্রিদণ্ড্যাগাসিনা ময়া ॥ ৫২
সোঽহমেবংগতো মুক্তো জাতাস্তস্মাদ্ ভিক্ষুকি।
অযথার্থং হি তে বর্ণঃ বক্ষ্যামি শৃণু তত্ত্বম ॥ ৫৩
সৌকুমার্য্যাৎ তথা রূপং বপুরগ্র্যং তথা বয়ঃ।
তবৈতানি সমস্তানি নিয়মশ্চেতি সংশয়ঃ ॥ ৫৪
যচ্চাপ্যনুত্তমং তে লিঙ্গস্যাস্য নিচেষ্টিতম্।
মুক্তোঽয়ং স্যান্ন বেত্তি স্যাদ্ ধর্ষিতো মৎপরিগ্রহঃ ॥ ৫৫
ন চ কামসমাযুক্তে যুক্তেঽপাস্তি ত্রিদণ্ডকে
ন রক্ষ্যতে ত্বয়া চেদং ন মুক্তস্যাস্তি গোপনা ॥ ৫৬
মৎপক্ষসংশ্রয়াচ্চাহং শৃণু যত্তে ব্যতিক্রমঃ।
আশ্রয়ন্ত্যাঃ স্বভাবেন মম পূর্বপরিগ্রহম্ ॥ ৫৭
প্রবেশস্তে কৃতঃ কেন মম রাষ্ট্রে পুরেঽপি বা।
কস্য বা সংনিকর্ষাৎ ত্বং প্রবিষ্টো হৃদয়ং মম ॥ ৫৮
বর্ণপ্রবরমুখ্যাসি ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়স্বহম্
নাবয়োরেকযোগোঽস্তি মা কৃথা বর্ণসঙ্করম্ ॥ ৫৯

অথবা যদি বলা হয় যে, ত্রিদণ্ড ও নৈষ্ঠিক ব্রত ধারণ করিলে কিছু সুবিধা হয় এবং দেহের লাঘব হয় সেইজন্য সন্ন্যাসিগণ সেই চিহ্ন ধারণ করিতে স্থির করিয়াছেন, তবে ছত্রাদি চিহ্ন ধারণ করিতেও এই সামান্য প্রয়োজনের দিকে কেন দৃষ্টি রাখা হবে না? ৪৯

না অকিঞ্চনতায় (দরিদ্রতায়) মোক্ষ এবং না কিঞ্চনতায় (আবশ্যক বস্তুসমূহে সম্পন্ন হইলেই) বন্ধন হইয়া থাকে। জনক ও নির্ধন—এই উভয় অবস্থায় জ্ঞানেরই দ্বারা জীবের মোক্ষলাভ হয়। ৫০

সেইজন্য ধর্ম, অর্থ, কাম ও রাজ্যপরিগ্রহ—এই সব বন্ধন স্থানে থাকিয়াও আমাকে আপনি বন্ধনরহিত (জীবন্মুক্ত) পদে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া বুঝিবেন। ৫১

আমি মোক্ষরূপী প্রস্তরে বসিয়া তীক্ষ্ণকৃত ত্যাগ-বৈরাগ্যরূপ তরবারির দ্বারা রাজ্য ও ঐশ্বর্যরূপী পাশকে এবং স্নেহের আশ্রয়স্বরূপ স্ত্রী-পুত্রাদির মমত্বরূপ বন্ধনকে ছেদন করিয়াছি। ৫২

সন্ন্যাসিনি! এইরূপে আমি জীবন্মুক্ত। আপনার মধ্যে যোগের প্রভাব দেখিয়া যদিও আপনার প্রতি আমার আস্থা ও সমাদরবুদ্ধি উৎপন্ন হইয়াছে, তথাপি আপনার এই রূপ ও সৌন্দর্যকে যোগসাধনের যোগ্য বলিয়া আমি মনে করি না। অতএব এ বিষয়ে আমি যাহা কিছু বলিব, আমার সে কথা আপনি শ্রবণ করুন। ৫৩

সুকুমারতা, সৌন্দর্য, মনোহর শরীর এবং যৌবন বয়স—এ সমস্ত বস্তুই যোগের বিরুদ্ধ; কিন্তু আপনার মধ্যে এই সব গুণের সঙ্গে সঙ্গে যোগ ও নিয়মও আছে, ইহা কিরূপে সম্ভব? ইহাই আমার মনে সন্দেহ হইতেছে। ৫৪

এই যে ত্রিদণ্ডধারণরূপ চিহ্ন, তাহার অনুরূপ আপনার কোন চেষ্টা নাই। ইনি মুক্ত কি না? ইহাই পরীক্ষা করিবার জন্য আপনি আমার শরীরকে অভিভূত করিয়া দিয়াছেন—ইহার উপর বলপূর্বক অধিকার স্থাপন করিয়াছেন। ৫৫

মানুষ যোগযুক্ত হইয়াও যদি কামভোগে আসক্ত হইয়া থাকে, তবে তাহার ত্রিদণ্ডাদি ধারণ করা অনুচিত এবং বৃথা। আপনি আপনার এই আচরণের দ্বারা সন্ন্যাসাশ্রমের নিয়ম রক্ষা করিতেছেন না। যদি আপনি নিজের স্বরূপকে গোপন করিবার জন্য এরূপ করিয়া থাকেন, তবে আমি বলিব যে, জীবন্মুক্ত ব্যক্তির পক্ষে আত্মগোপন করা আবশ্যক নহে। ৫৬

নিজের স্বভাবানুসারে বিচার বিবেচনা করিয়া আমার পূর্ব হইতে আশ্রয় করিবার জন্য আপনি চেষ্টা করিয়াছেন। অতএব আমার পক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করার অর্থাৎ আমার শরীরে প্রবেশ করিবার কারণে আপনি যে ব্যতিক্রম করিয়াছেন, উহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ৫৭

আপনি কি কারণে আমার রাজ্য অথবা নগরে প্রবেশ করিয়াছেন অথবা কাহার সঙ্গেতে আপনি আমার দেহে প্রবিষ্ট হইয়াছেন? ৫৮

বর্ণপ্রধান ব্রাহ্মণকন্যাদের মধ্যে আপনি শ্রেষ্ঠা। আপনি ব্রাহ্মণ আর আমি ক্ষত্রিয়। অতএব আমাদের উভয়ের সংযোগ হওয়া কখনও উচিত হয় নি; এই কারণে আপনি বর্ণসঙ্কর নামক দোষ উৎপাদন করিতে যাইতেছেন, ইহা আপনি করিবেন না। ৫৯

বর্ত্তসে মোক্ষধর্মেণ ত্বং গার্হস্থ্যেঽহমাশ্রমে।
অয়ং চাপি সুকৃষ্টন্তে দ্বিতীয়োঽংশ্রমসম্ভবঃ ॥ ৬০

সগোত্রাং বাসগোত্রাং বা ন বেদ ত্বাং ন বেদ মাম্।
সগোত্রমাবিশস্ত্যাত্তে তৃতীয়ো গোত্রসম্ভবঃ ॥ ৬১

অথ জীবতি তে ভর্তা প্রোষিতোঽপ্যথবা ক্বচিৎ।
আগম্যা পরভার্যেতি চতুর্থো ধর্মসম্ভবঃ ॥ ৬২

সা ত্বমেতাস্তকার্য্যাণি কার্য্যাপেক্ষা ব্যবস্থসি
অবিজ্ঞানেন বা মুক্তা মিথ্যাজ্ঞানেন বা পুনঃ ॥ ৬৩

অথবাপি স্বতন্ত্রাসি স্বদোষেণেহ ক্বচিচ্চিৎ
যদি কিঞ্চিজ্জুতং তেঽস্তি সর্বং কৃত্তমনর্থকম্ ॥ ৬৪

ইদমষ্টচতুর্থং তে ভাবস্পর্শবিঘাতকম্।
দৃষ্টায়া লক্ষ্যতেঽলিঙ্গং বিদ্বত্তাপ্রকাশিতম্ ॥৬৫

ন মদোষাভিসন্ধিস্তে ভয়ৈরিষ্যা ভয়ে কৃতঃ
যেন মৎপরিহারং ত্বং কৃত্বা ক্ষেমমিহেচ্ছসি তামপি ॥৬৬
ওষাদ্বৈতত্তত্তশ্চ ত্বং দৃষ্টিঃ স্বাঃ প্রতিমুঞ্চসি।
মৎপক্ষপ্রতিঘাতায় স্বপক্ষোদ্ভাবনায় চ ॥ ৬৭
সা যেনার্থেন তেনৈব মুক্তিমোহেন মোহিতা।
ভূয়ঃ সৃজসি যোগাংস্ত্বং বিষামৃতমিবৈকতাম্ ॥ ৬৮
উচ্ছিষ্টোরত্র যো লাভঃ স্ত্রীপুংসোরযুতোপমঃ
অলাভশ্চাপি রক্তস্য সোঽপি দোষো বিরোপণঃ ॥৬৯
মা স্ম ক্ষীঃ সাধু জানীষ স্বশাস্ত্রমনুপালয়।
কৃতেঽঃ হি বিজিজ্ঞাসা মুক্তো নেতি ত্বয়া মম
এতৎ সর্বং প্রতিচ্ছন্নং ময়ি নার্হসি গূহিতুম্ ॥ ৭০
সা যদি ত্বং স্বকার্য্যেণ যদ্ভবস্য মহীপতেঃ
তৎ ত্বং সত্রপ্রতিচ্ছন্না ময়িনার্হসি গূহিতুম্ ॥ ৭১

আপনি মোক্ষধর্ম। সন্ন্যাসাশ্রম। অবলম্বনে আদেশ করিতেছেন এবং আমি গৃহস্থ—আশ্রমে স্থিত, অতএব আপনার দ্বারা এই দ্বিতীয় আশ্রমসম্ভব নামক দোষ উৎপাদিত হইতেছে; ইহাও অত্যন্ত কষ্টদায়ক। ৬০

আমি ইহা জানি না যে, আপনি সগোত্র? কিংবা অসগোত্র। এইরূপ আপনিও আমার বিষয়ে কিছুই জানেন না। অতএব সগোত্র আমার মধ্যে প্রবেশ করায় আপনি গোত্রসম্ভব নামক তৃতীয় দোষ উৎপন্ন করিয়াছেন। ৬১

যদি আপনার পতি জীবিত থাকেন কিংবা বিদেশে গমন করেন, তবে আপনি পরস্ত্রী হওয়ায় আমার পক্ষে সর্বথা অগম্যা। এরূপ অবস্থায় আপনি এই ধর্মসম্ভব নামক চতুর্থ দোষ সৃষ্টি করিয়াছেন। ৬২

আপনি কার্য্যসাধনের অপেক্ষা করত অজ্ঞান অথবা মিথ্যা জ্ঞানযুক্ত হইয়া এই সব অবস্থাতেই কার্য্য করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ৬৩

অথবা যদি আপনি স্বতন্ত্র হন এবং যদি আপনি কখনও শাস্ত্র শ্রবণ করিয়া থাকেন, তবে আপনি নিজেরই দোষে সেই সব ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন। ৬৪

আপনার যে দোষ অন্তর্হিত ছিল, উহা আপনি স্বয়ংই প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে আপনি দুষ্টা বলিয়া মনে হইতেছে। আপনার এই দুষ্টতার অঙ্গ এক চতুর্থ চিহ্ন স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, যাহা হৃদয়ের প্রীতিতে আঘাত করে। ৬৫

আপনি নিজেকেও ভয় করিতে বলেন। করিতেছেন। আপনি যে কেবল আমাকেই ভয় করিতে উদ্যুক্ত হইয়াছেন, তাহা নহে; পরন্তু আমার এই যে ভয়পরিপূর্ণা সত্তা আছে, উহাকেও ভয় করিতে চাহিতেছেন। ৬৬

আপনি আমার পক্ষের পরাভব এবং নিজের পক্ষের উদ্ভাবনের জন্য এই যাননীয় সন্ন্যাসদর্শনের উপদেশ বারংবার সৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন। ৬৭

আপনি স্বীয় অন্তর্নিহিতা কল্পিত মোক্ষবুদ্ধির মোহে মোহিত হইয়া বিষ ও অমৃতকে এক করিবার ন্যায় কামের সহিত মোক্ষের সমত্ব যুক্ত করিতে যাইতেছেন। ৬৮

স্ত্রী ও পুরুষ যখন পরস্পরকে কামনা করে, সেই সময় তাহাদের যে সংযোগ সুখ লাভ হয়, উহা অমৃততুল্য মধুর। যদি অনুরক্তা নারী অনুরক্ত পুরুষকে না পায়, তবে এই দোষ বিষসদৃশ ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে। ৬৯

আপনি আমাকে স্পর্শ করিবেন না। আমার চরিত্র উত্তম ও নিষ্কলঙ্ক বলিয়া জানিবেন এবং আপনি নিজের শাস্ত্র (সন্ন্যাসধর্ম) নিরন্তর পালন করিতে থাকুন। আপনি আমার বিষয়ে এই জানিতে ইচ্ছুক ছিলেন যে, এই রাজা জনক জীবন্মুক্ত কি না? এই সম্পূর্ণ ভাব আপনার হৃদয়ে প্রচ্ছন্নভাবে ছিল, অতএব এখন আপনি ইহাকে আর গোপন করিয়া যাইবেন না। ৭০

যদি আপনি আপনার কার্য্যের জন্য কিংবা অন্য কোন রাজার কার্য্যের বেশ পরিবর্তন করিয়া এখানে আসিয়া থাকেন, তবে

ন রাজানং মৃষা গচ্ছেন্ন ব্রিয়ান্নি কথঞ্চন।
ন স্ত্রিয়ং স্ত্রীগুপোপেতাং বহ্বীর্হোতে মৃষা গতাঃ ॥ ৭৬
রাজ্ঞাং হি বলমৈশ্বর্য্যং ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদাং বলম্
রূপযৌবনসৌভাগ্যং স্ত্রীণাং বলমনুত্তমম্ ॥ ৭৩
অত এতৈর্বলৈরেব বলিনঃ স্বার্থসিদ্ধতা।
আর্জবেনাভিগন্তব্যা বিনাশায় সুনার্জব ॥ ৭৪
সা ত্বং জাতিং শ্রুতং বৃত্তং ভাবং প্রকৃতিমাত্মনঃ।
কৃত্যাগমনে চৈব বক্তুমর্হসি তত্ত্বতঃ ॥ ৭৫

ভীষ্ম উবাচ।

ইত্যেতৈরনৃতৈর্বাক্যৈরনৃতৈরসমন্বিতৈঃ।
প্রত্যাদিষ্টা নরেন্দ্রেণ সুলভা ন ব্যকম্পত ॥ ৭৬
উক্তবাক্যো তু নৃপতৌ সুলভা চারুদর্শনা।
তত্তদ্ভাবকৃতজ্ঞং বাক্যং প্রচক্রমাথ ভাষিতুম্ ॥ ৭৭

সুলভোবাচ।

নবভির্নবভিশ্চৈব দোষৈর্বাগ্বুদ্ধিমুষবৈঃ
অপেতমুপপন্নার্থমষ্টাদশগুণান্বিতম্ ॥ ৭৮
সৌষ্ঠবং সাংখ্যযোগৌ চোভৌ নির্ণয়ঃ সপ্রয়োজনঃ
পঞ্চৈতান্যর্থজাতানি বাক্যমিত্যাহুরুত্তমে নৃপ ॥ ৭৯
এষামেকৈকশোঽর্থানাং সৌষ্ঠবাদীনাং যথাক্রমম্
শৃণু সংসার্থমাখ্যানাং পদার্থপদবাক্যতঃ ॥ ৮০
জ্ঞানং জ্ঞেয়েষু ভিন্নেষু যদা ভেদেন বর্ত্ততে।
তদ্ব্রাহ্মণায়িনী বুদ্ধিস্তৎ সৌষ্ঠবমিতি স্মৃতম্ ॥ ৮১
দোষাণাঞ্চ গুণানাঞ্চ প্রমাণং প্রবিভাগতঃ।
কল্পিতার্থমভিপ্রেত্য সা সংখ্যোপপদার্থবাদম্ ॥ ৮২
ইদং পূর্বমিদং পশ্চাদ্ বক্তব্যং যদ্ বিবক্ষিতম্।
ক্রমযোগং তমপ্যাহুর্বাক্যং বাক্যবিদো জনাঃ ॥ ৮৩

বর্ত্তমানে আপনার পক্ষে যথার্থ বিষয় আমার নিকট গোপন করা উচিত হইবে না। ৭১

মানুষের কর্ত্তব্য হইল—তিনি কোন রাজার নিকট বা কোন ব্রাহ্মণের নিকট অথবা ঔক্তিবোক্তিতে পাণ্ডিত্যের-গুণসম্পন্না কোন সতী সাধ্বী নারীর নিকট কখনো মিথ্যা কথা বলিয়া যাইবেন না, কারণ, এই রাজা, ব্রাহ্মণ ও পতিব্রতা স্ত্রী সেই মিথ্যাবাদী মানুষ প্রতারণা করিলে পর তাহার উপর কুপিত হইয়া তাহাকে বিনাশ করিয়া থাকেন। ৭২

রাজাদের বল ঐশ্বর্য্য, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের বল বেদ এবং স্ত্রীদিগের পক্ষে উত্তম বল হইল রূপ, যৌবন ও সৌভাগ্য। ৭৩

এই সব বলেই তাঁহারা বলবান্ নিজের অভীষ্ট অর্থ-সিদ্ধিকারী পুরুষ ইঁহাদের নিকটে সরলভাবে গমন করিবেন, কারণ, ইঁহাদের প্রতি কৃত কুটিল ভাব বিনাশের কারণ হইয়া থাকে। ৭৪

মহারাজ! অতএব আপনি আপনার জাতি, শাস্ত্রজ্ঞান, চরিত্র, অভিপ্রায়, স্বভাব ও এখানে আগমনের প্রয়োজনও যথাযথরূপে বলুন। ৭৫

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! যদিও রাজা জনক এই মুখরঞ্জনক, অযোগ্য ও অসঙ্গত বাক্যসকলের দ্বারা তাঁহাকে অত্যন্ত তিরস্কার করিলেন, তথাপি সুলভা ধীর মনে অল্পও বিচলিতা হইলেন না। ৭৬

রাজার কথা বলা শেষ হইলে পর পরমসুন্দরী সুলভা অত্যন্ত মধুর ভাষায় ভাষণ দিতে আরম্ভ করিলেন। ৭৭

সুলভা বলিলেন,—রাজন্! বাক্য ও বুদ্ধিকে দূষিতকারী যে অষ্টাদশ দোষ আছে, সেই সব দোষহীন, অষ্টাদশ গুণসম্পন্ন এবং যুক্তিসঙ্গত অর্থসমূহে যুক্ত পরমমনোজ্ঞ বাক্য বলে সেই বাক্যে সৌষ্ঠব, সাংখ্য, যোগ, নির্ণয় ও প্রয়োজন—এই পাঁচ প্রকার অর্থ থাকিবে। ৭৮-৭৯

এই যে সৌষ্ঠবাদি অর্থ, এবং পদ, বাক্য, পদার্থ ও বাক্যার্থকে স্পষ্ট করিয়া এখন আমি বর্ণনা করিতেছি। আপনি এই সবের এক একটির পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ শ্রবণ করুন। ৮০

যেস্থলে অনেক ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞেয় (অর্থ) উপস্থিত হইবে এবং 'ইহা ঘট, ইহা পট' এরূপ বস্তুসকলের পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞান হইবে, সেই স্থলে যথার্থ বিশ্লেষকারিণী যে বুদ্ধি, তাহার নাম 'সৌষ্ঠব'। ৮১

যেস্থলে কোন বিশেষ অর্থকে অভীষ্ট মনে করিয়া তাহার দোষ ও গুণসকল বিভাগপূর্বক গণনা করা হয়, সেই অর্থকে সাংখ্য কিংবা সাংখ্য বলিয়া জানিতে হইবে। ৮২

পরিগণিত দোষ ও গুণসকলের মধ্যে অমুক দোষ বা গুণ প্রথমে বলিতে হয় এবং অমুক পরে বলা অভীষ্ট। এইরূপে যেখানে পূর্বাপর ক্রমের বিচার হইবে, উহার নাম হইল ক্রম এবং যে বাক্যে এই ক্রম আছে, সেই বাক্যকে বাক্যবিদ্ বিদ্বান্গণ ক্রমযুক্ত বলিয়া থাকেন। ৮৩

ধর্মকামার্থমোক্ষেষু প্রতিজ্ঞায় বিশেষতঃ।
ইদং তদিতি বাক্যান্তে প্রোচ্যতে স বিনির্ণয়ঃ ॥ ৮৪
ইচ্ছাদ্বেষভবৈর্দুঃখৈঃ প্রকর্ষো যত্র জায়তে।
তত্র যা নৃপতে বৃত্তিস্তৎ প্রয়োজনমিষ্যতে ॥ ৮৫
তান্যেতানি যথোক্তানি সৌষ্ঠবাদীনি ভূমিপ
একার্থসমবেতানি বাক্যং যস্য নিশাময় ॥ ৮৬
উপেতার্থমতিস্নিগ্ধং ন্যায়যুক্তং ন চাধিকম্
নাশ্লক্ষ্ণং ন চ সংদিগ্ধং বক্ষ্যামি পরমং ততঃ ॥ ৮৭
ন গুর্বক্ষরসংযুক্তং পরাঙ্মুখসুখং ন চ
নানৃতং ত্রিবর্গেণ বিরুদ্ধং নাপ্যসংস্কৃতম্ ॥ ৮৮
ন ন্যূনং কষ্টশব্দং বা বিক্রুষ্টাভিহিতং ন চ
ন শেষমনু ক্রমেণ নিষ্প্রয়োজনমেব চ ॥ ৮৯
কামাৎ ক্রোধাদ্ ভয়াল্লোভাদ্ দৈন্যাচ্চানার্যকাৎ তথা।
ত্রীভ্যোঽনুক্রোশতো মানাদ্ বক্ষ্যামি কথঞ্চন ॥ ৯০
বক্তা শ্রোতা চ বাক্যঞ্চ যদা স্যুর্বিকলাঃ নৃপ।
সমমেতি বিবক্ষায়াং তদা সোঽর্থঃ প্রকাশতে ॥ ৯১
বক্তব্যে তু যদা বক্তা শ্রোতারমবমন্য বৈ।
স্বার্থমাহ পরার্থং তৎ তদা বাক্যং ন রোচতে ॥ ৯২
অথ যঃ স্বার্থমুৎসৃজ্য পরার্থং প্রাহ মানবঃ।
বিশঙ্কা জায়তে তস্মিন্ বাক্যং তদপি দোষবৎ ॥ ৯৩
যস্তু বক্তা স্বয়োরর্থবিরুদ্ধং প্রভাষতে।
শ্রোতুশ্চৈবাত্মনশ্চৈব স বক্তা নেতরো নৃপ ॥ ৯৪
তদর্থবিদিদং বাক্যমুপেতং বাক্যসম্পদা
অবিক্ষিপ্তমনা রাজন্নেকাগ্রঃ শ্রোতুমর্হসি ॥ ৯৫
কাসি কস্য কুতশ্চেতি ত্বয়াহমভিচোদিতা।
তত্রোত্তরমিদং বাক্যং রাজন্নেকমনাঃ শৃণু ॥ ৯৬

ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চারিটি বিষয়ে যে কোন একটি বিষয়কে বিশেষরূপে প্রতিপাদন করিবার প্রতিজ্ঞা করত প্রবচনের শেষে 'ইহাই সেই অভীষ্ট বিষয়' এরূপ বলিয়া যে সিদ্ধান্ত স্থির করা হয়, তাহারই নাম নির্ণয়। ৮৩

নরনাথ! ইচ্ছা অথবা দ্বেষ হইতে উৎপন্ন দুঃখসমূহের দ্বারা যেস্থলে কোন এক প্রকার দুঃখের প্রাবল্য থাকে, সেস্থলে যে বৃত্তির উদয় হয়, উহাকে প্রয়োজন বলা হয়। ৮৪

ভূমিপাল! যে বাক্যে পূর্বোক্ত সৌষ্ঠবাদি গুণ এক অর্থে সম্মিলিত হইবে, আমার সেই বাক্য আপনি শ্রবণ করুন। ৮৫

আমি এরূপ বাক্য বলিব, যাহা সার্থক হইবে। উহাতে অর্থভেদ হইবে না এবং ন্যায়যুক্ত হইবে। উহার মধ্যে প্রয়োজনাতিরিক্ত, কর্ণকটু ও সন্দেহজনক পদ সন্নিবিষ্ট থাকিবে না। এরূপ উত্তম ও পরম বাক্য আমি বলিব। ৮৭

আমার এই বাক্যে গুরু ও নিষ্ঠুর অক্ষরের সংস্পর্শ থাকিবে না। উহার মধ্যে কোমল ভাব গুরুভার পদাবলি থাকিবে। উহা পরাঙ্মুখ ব্যক্তিগণের পক্ষে সুখপ্রদ হইবে না। উহা মিথ্যা হইবে না, উহা ধর্ম, অর্থ ও কামের বিরুদ্ধও হইবে না এবং উহা অসংস্কৃতও হইবে না। ৮৮

আমার সেই বাক্যে 'ন্যূনপদত্ব' নামক দোষ থাকিবে না, কষ্টকর পদসকলের প্রয়োগ থাকিবে না, উহার ক্রমরহিত উচ্চারণ হইবে না। উহার মধ্যে অল্প পদসকলের অধ্যাহার ও লক্ষণের আবশ্যকতা থাকিবে না। এই বাক্য নিষ্প্রয়োজন ও যুক্তিশূন্যও হইবে না। ৮৯

আমি কাম, ক্রোধ, ভয়, লোভ, দৈন্য, অনার্যতা, লজ্জা, দয়া এবং অভিমানের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া কোন কথা বলিতেছি না। ৯০

হে নৃপ! বলিবার ইচ্ছা হইলে পর যখন বক্তা, শ্রোতা ও বাক্য—এই তিনটি অবিকলভাবে সমঅবস্থায় উপনীত হয়, তখন বক্তার কথিত বাক্যের অর্থ প্রকাশিত হয় (শ্রোতা বুঝিতে পারে)। ৯১

যখন বক্তা বলিবার সময় শ্রোতাকে অবহেলা করিয়া অপরের জন্য নিজের কথা বলিতে থাকে, তখন সেই বাক্য শ্রোতার হৃদয়ে প্রবেশ করে না। ৯২

যে মানুষ স্বার্থ ত্যাগ করিয়া অপরের জন্য কিছু বলে, সেই সময় তাহার প্রতি শ্রোতার হৃদয়ে আশঙ্কা উৎপন্ন হয়, অতএব সেই বাক্যও দোষযুক্ত। ৯৩

নৃপ! কিন্তু যে বক্তা নিজের ও শ্রোতার উভয়েরই পক্ষে অনুকূল বিষয় বলিয়া থাকে, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত বক্তা, অপরে নহে। ৯৪

রাজন্! অতএব আপনি স্থিরচিত্ত ও একাগ্র হইয়া এই বাক্য সম্পত্তিযুক্ত সার্থক বচন শ্রবণ করুন। ৯৫

মহারাজ! আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, আপনি কে, কাহার এবং কোথা হইতে আসিয়াছেন? অতএব তাহার উত্তরে আমার বাক্য আপনি একাগ্রচিত্ত হইয়া শ্রবণ করুন। ৯৬

যথা জতু চ কাষ্ঠঞ্চ পাংসবশ্চোদবিন্দবঃ।
সংশ্লিষ্টানি তথা রাজন্ প্রাণিনাময়িক সম্ভবঃ ॥ ৯৭
শব্দঃ স্পর্শো রসো রূপং গন্ধঃ পঞ্চেন্দ্রিয়াণি চ
পৃথগাত্মান আত্মানং সংশ্লিষ্টা জতুকাষ্ঠবৎ ॥ ৯৮
ন চৈষাং চেতনা কাচিদন্যোন্যস্য বিনিশ্চয়ঃ।
একৈকস্যেহ বিজ্ঞানং নাস্ত্যাত্মেতি তথা পরে ॥ ৯৯
ন বেদ চক্ষুশ্চক্ষুষ্টং শ্রোত্রং নাপ্যুনি বর্ততে।
তথৈব ব্যভিচারেণ ন বর্ততে পরস্পরম্ ॥ ১০০
প্রশ্লিষ্টাঃ ন জানন্তি যথাঽঽত্মান ইব পাংসবঃ।
বাহ্যানজ্ঞানপেক্ষন্তে গুণাংস্তানপি মে শৃণু ॥ ১০১
রূপং চক্ষুঃ প্রকাশশ্চ দর্শনে হেতবস্ত্রয়ঃ।
যথৈবাত্র তথান্যেষু জ্ঞানজ্ঞেয়েষু হেতবঃ ॥ ১০২
জ্ঞানজ্ঞেয়ান্তরে তস্মিন্ মনো নামাপরো গুণঃ।
বিচারয়তি সেনায়ঃ নিশ্চয়ে সাধ্বসাধুনী ॥ ১০৩

রাজন্! যেরূপ কাষ্ঠের সহিত লাক্ষা ও ধূলির সহিত জলবিন্দু সকল মিলিয়া এক হইয়া যায়, সেইরূপ এ জগতে প্রাণিগণের জন্য কোন তত্ত্বের সহিত মিলিয়াই রহিয়া থাকে। ৯৭

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—এই পঞ্চ বিষয় এবং কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসিকা—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় আত্মা হইতে পৃথক্ হইলেও কাষ্ঠে লিপ্ত লাক্ষার ন্যায় আত্মার সহিত সংশ্লিষ্ট; কিন্তু ইহাদের স্বতন্ত্র কোন প্রেরণাশক্তি নাই। ইহাই বিদ্বান্‌গণের সিদ্ধান্ত। ৯৮-৯৯

ইহাদের মধ্যে এক একটি ইন্দ্রিয়ের নিজের কোন জ্ঞান নাই এবং অপরের জ্ঞানও নাই। নেত্র নিজের নেত্রত্বকে জানে না। এইরূপ কর্ণও নিজের বিষয়ে কিছুই জানে না। ১০০।

যেরূপ ধূলি ও জলবিন্দুসকল পরস্পর মিলিত হইয়াও নিজেদের বিলয়কে জানিতে পারে না, সেইরূপ এই সব ইন্দ্রিয় পরস্পর মিলিত হইয়াও নিজেদের জানিতে পারে না। ১০১।

পরীক্ষিত ইন্দ্রিয়গণ প্রত্যক্ষ বিষয় অনুভব করিবার সময় অন্যান্য বাহ্য গুণসমূহের অপেক্ষা করে; সেই সব গুণ আপনি আমার নিকট হইতে শ্রবণ করুন। রূপ, নেত্র ও বিকাশ—এই তিনটি বস্তুর প্রত্যক্ষ দর্শনের হেতু। ১০২।

যেরূপ প্রত্যক্ষ দর্শনে এই তিনটি হেতু, সেইরূপ অন্যান্য জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয়েও এই তিন তিন হেতু জানিতে হইবে। এই জ্ঞান ও জ্ঞাতব্য বিষয়ের মধ্যে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত মননাত্মক এক দ্বিতীয় গুণও আছে, যাহার দ্বারা এই জীবাত্মা কোন বিষয়ে

যাদশগুণস্যাস্য বুদ্ধির্নাম গুণঃ স্মৃতঃ।
যেন সংশয়পূর্বেষু বোদ্ধব্যেষু ব্যবস্যতি ॥ ১০৪
অথ যাদশকে তস্মিন্ সত্ত্বং নামাপরো গুণঃ।
মহাসত্ত্বোঽয়মেবো বা জন্তুর্যেনাভিমীয়তে ॥ ১০৫
অহং কর্তেতি চাপ্যন্যো গুণস্তত্র চতুর্দশঃ।
মমায়মিতি যেনায়ং মন্যতে ন ময়েতি চ ॥ ১০৬
অথ পঞ্চদশো রাজন্ গুণস্তত্রাপরঃ স্মৃতঃ।
পৃথক্‌কলাসমূহস্য সামগ্র্যাং তদিহোচ্যতে ॥ ১০৭
গুণস্ত্বেবাপরস্তত্র সপ্তদশ ইব ষোড়শঃ
প্রকৃতির্যাকৃতিরিত্যেতৌ গুণৌ যস্মিন সমাশ্রিতৌ ॥ ১০৮
সুখাসুখে ভয়া-মৃত্যূ লাভালাভৌ প্রিয়াপ্রিয়ে।
ইতি চৈকোনবিংশোঽয়ং ষষ্ঠযোগ ইতি স্মৃতঃ ॥ ১০৯
ঊর্ধ্বং চৈকোনবিংশভ্যা কালো নামাপরো গুণঃ
ঊনত্রীয়ঃ বিদ্ধি বিংশভ্যা তৃতীয়ং প্রভবাপ্যয়ম্ ॥ ১১০

সন্দেহ। স্থান-বন্ধ; নিশ্চয় করিবার জন্য বিচার করেন ॥ ১০৩ ১০৩

এখানে এক ও ষোড়শ গুণও আছে; তাহার নাম বুদ্ধি। যাহার দ্বারা কোন জ্ঞাতব্য বিষয়ে সংশয় উৎপন্ন হইলে পর যাহার এক স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়া থাকে। ১০৪

এই ষোড়শ সংখ্যার গুণ বুদ্ধিতে সত্ত্বনামক এক (ত্রয়োদশ) গুণও আছে, যাহার দ্বারা মহাসত্ত্ব ও অল্পসত্ত্ব প্রাণীর অনুমান করা হয়। ১০৫

সেই সত্ত্বে 'আমি কর্তা' এরূপ অভিমানে যুক্ত অহঙ্কার নামক এক অন্য চতুর্দশ গুণ আছে, যাহার দ্বারা জীবাত্মা 'এই বস্তু আমারই এবং এই সব আমার নহে' এরূপ মনে করে। ১০৬

রাজন্! এই অহঙ্কারে যোগ্য নামক আরও একটি গুণ স্বীকার হয়, যাহা পঞ্চদশ গুণ বলিয়া অতিরিক্ত হয়। সেখানে পৃথক্ পৃথক্ কলাসমূহের যে সমগ্রতা, উহা অন্য একটি গুণ। ইহা সপ্তদশের ন্যায় এখানে ষোড়শ গুণ বলিয়া কথিত হয়। ১০৭।

যাহার মধ্যে প্রকৃতি (মায়া) ও আকৃতি (প্রকাশ)—এই দুইটি গুণ আশ্রিত আছে (এই পর্যন্ত সব মিলিয়া অষ্টাদশ হইল)। ১০৮

সুখ ও দুঃখ, ভয়া ও মৃত্যু, লাভ ও ক্ষতি এবং প্রিয় ও অপ্রিয় ইত্যাদি দ্বন্দ্বসমূহের যে যোগ, ইহা ঊনবিংশ গুণ বলিয়া কথিত হয়। ১০৯

এই ঊনবিংশতি গুণের পরে কালনামক দ্বিতীয় গুণ আরও

বিংশকশ্চৈব সপ্তধাতো মহাভূতানি পঞ্চ চ
সদসদ্ভাবযোগৌ তু গুণাবেতৌ প্রকাশকৌ ॥ ১১১
ইত্যেতে বিংশকশ্চৈব গুণাঃ সপ্ত চ যে স্মৃতাঃ।
বিধিঃ শুক্রঃ বলং চেতি ত্রয় এতে গুণাঃ পরে ॥ ১১২
বিংশতির্যস্য চৈবৈতে ত্রি গুণাঃ সাংখ্যানাং স্মৃতাঃ
সমগ্রা যত্র বর্ত্তন্তে তচ্ছরীরমিতি স্মৃতম ॥ ১১৩
অব্যক্তং প্রকৃতিঃ ত্বাদ্যাঃ কলানাঃ কশ্চিদিচ্ছতি
ব্যক্তং চাদ্যাঃ তথা চাহুঃ মূলপ্রকৃতি প্রপঞ্চতি ॥ ১১৪
অব্যক্তং যদি বা ব্যক্তং ষড়ীমথ চতুষ্টয়ীম।
প্রকৃতিং সর্ব্বভূতানাং পঞ্চত্বাদ্যাঞ্চিন্তকাঃ ॥ ১১৫
যেষাং প্রকৃতিরব্যক্তা কলাভির্ব্যক্তভাং গতা।

অহঞ্চ ত্বঞ্চ রাজেন্দ্র যে চাপ্যন্যে শরীরিণঃ ॥ ১১৬
বিন্দুস্তাসাদয়োঽবস্থাঃ শুক্রশোণিতসম্ভবাঃ।
মাসাদেব নিপাতেন কললং নাম জায়তে ॥ ১১৭
কললাদ্ বুদ্বুদোৎপত্তিঃ পেশী চ বুদ্বুদাৎ স্মৃতা
পেশ্যাস্ত্বঙ্গাভিনির্ব্বৃত্তির্নখরোমাণি চাঙ্গতঃ ॥ ১১৮
সম্পূর্ণে নবমে মাসি জন্তোর্জাতস্য মৈথিল।
জায়তে নামরূপঞ্চ স্ত্রীপুমান্ বেতি লিঙ্গতঃ ॥ ১১৯
জাতমাত্রঃ তু তদ্রূপং দৃষ্ট্বা তাম্রনখাঙ্গুলি।
কৌমারং রূপমাপন্নঃ রূপতো নোপলভ্যতে ॥ ১২০
কৌমারাদ্ যৌবনং চাপি স্থাবীর্য্যং চাপি যৌবনাৎ।
অনেন ক্রমযোগেন পূর্বং পূর্বং ন লভ্যতে ॥ ১২১

আছে। ইহাকে বিংশ তত্ত্ব বলিয়া জানিবেন। ইহার দ্বারা প্রাণিগণের উৎপত্তি ও লয় হয়। ১১০

এই বিংশ তত্ত্বসকলের সপ্তধাতু এবং পাঁচ মহাভূত ও সদ্ভাব যোগ এবং অসদ্ভাবযোগ—এই দুইটি অন্য প্রকাশক গুণ আছে, এই সব মিলিয়া পঞ্চবিংশ হইল। ১১১

এই যে বিংশ ও পঞ্চ কথিত হইয়াছে, ইহা ব্যতীত আরও তিনটি গুণ আছে, 'বিধি, শুক্র এবং বল'। ১১২

এইভাবে গণনা করিলে বিংশ ও পঞ্চ উভয়ে মিলিয়া পঞ্চবিংশটি গুণ হইল। এই সমস্ত গুণ যেখানে বিদ্যমান থাকে, উহাকে শরীর বলা হইয়াছে। ১১৩

কোন কোন বিদ্বান্ অব্যক্ত প্রকৃতিকেই এই ত্রিশ কলার উপাদান কারণ বলিয়া মনে করেন। অন্য মূলদর্শী বিচারক ব্যক্ত অর্থাৎ পরমাণুকেই কারণ বলিয়া মনে করেন এবং কোন কোন বিদ্বান্ আবার অব্যক্ত ও ব্যক্তকে অর্থাৎ প্রকৃতি ও পরমাণু—এই উভয়কেই তাহাদের উপাদান কারণ বলিয়া জানেন। ১১৪

অব্যক্ত কিংবা ব্যক্ত হউক, উভয়ই (প্রকৃতি ও পরমাণু)

হউক অথবা চতুষ্টয় (ব্রহ্ম, মায়া, জীব এবং অবিদ্যা) কারণ হউক, অধ্যাত্ম তত্ত্বচিন্তক বিদ্বান্গণ সমস্ত কৃতসকলের উপাদান কারণ প্রকৃতিকেই মানেন। ১১৫

রাজেন্দ্র! এই যে অব্যক্ত প্রকৃতি সকলের উপাদান কারণ, তিনিই পূর্ব্বোক্ত ত্রিশ কলারূপে ব্যক্তভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমি, আপনি ও অন্য যে সব দেহধারী আছে, এই সকলেরই শরীরের উৎপত্তি প্রকৃতি হইতেই হইয়া থাকে। ১১৬

শুক্রশোণিতের বীর্য্যাধানের দ্বারা আরম্ভ করিয়া যতোবীর্য্য সংযোগসম্ভূত কোন এরূপ নানা অবস্থা হয়, যাহাদের সংমিশ্রণেই 'কলল' নামে এক পদার্থ উৎপন্ন হয়। ১১৭

কলল হইতে বুদ্বুদের উৎপত্তি হয়। বুদ্বুদ হইতে মাংসপেশীর প্রাদুর্ভাব কথিত হইয়াছে। পেশী হইতেই ত্বিগিন্দ্রিয় অঙ্গসকল উদ্ভূত হয় এবং অঙ্গসমূহ হইতেই রোমাবলি ও নখসকল উৎপন্ন হয়। ১১৮

ত্বিগিন্দ্রিয়োৎপত্তি। গর্ভে নয় মাস পূর্ণ হইলে পর জীব জন্মগ্রহণ করে। সেই সময় তাহার নাম ও রূপ লাভ হয় এবং বিশেষ প্রকার চিহ্নের দ্বারা স্ত্রী ও পুরুষ বলিয়া জানা যায়। ১১৯

যে সময় বালকের জন্ম হয়, সেই সময় তাহার যে রূপ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার নখ ও অঙ্গুলিসকল তাম্রের ন্যায় রক্ত বর্ণ হয়, তারপর যখন সে কুমারাবস্থা হইতে প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তখন আর তাহার পূর্ব্বের রূপ উপলব্ধ হয় না। ১২০

এইরূপ কুমারাবস্থা হইতে যুবাবস্থা এবং যৌবন হইতে বার্দ্ধক্য সে প্রাপ্ত হয়। এইক্রমে উত্তরোত্তর অবস্থায় উপনীত হইলে পর পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবস্থার রূপ আর দেখিতে পাওয়া যায় না। ১২১

• 'ইহ ঘটো অস্তি'—এখানে ঘট নাই, ইত্যাদি রূপে যে সত্তাসূচক ব্যবহার, উহার নাম 'সদ্ভাবযোগ'। 'ইহ ঘটো নাস্তি'—এখানে ঘট নাই, ইত্যাদি রূপে যে অসত্তাসূচক ব্যবহার, উহাকে 'অসদ্ভাবযোগ' বলে। এখানে 'বিধি' শব্দের দ্বারা বাসনার বীজভূত ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম বুঝিতে হইবে। বাসনার উদ্বোধক সংস্কারই হইল 'শুক্র'। বাসনা অনুসারে বিষয় প্রাপ্তির অনুকূল যে যত্ন, উহাকেই 'বল' বলিয়া অভিহিত করা হয়।

কলানাং পুষ্পগর্ভাণাং প্রতিভেদঃ ক্ষণে ক্ষণে
বর্ততে সর্বভূতেষু সৌক্ষ্ম্যাৎ তু ন বিভাব্যতে ॥ ১১১
ন চৈষামন্তরো রাজন্ লক্ষ্যতে প্রভবো ন চ।
অবস্থায়াশ্চাবস্থায়াঃ দীপসোর্যাদিবো গতিঃ ॥ ১১০
তস্যাপোর্বঃপ্রভাবস্য সদৃশস্যেব ধাবতঃ।
অন্তরং সর্বলোকস্য কঃ কুতো বা ন বা কুতঃ ॥ ১১৪
কস্যেদং কস্য বা নেদং কুতো বেদং ন বা কুতঃ।
সদৃশঃ কোঽস্তি কৃত্তানাং দৈবতৈরপ্যবরৈরিহ ॥ ১১৫
যথাঽঽদিত্যাদ্বসেচ্ছাপি বীরুদ্ভ্যশ্চৈব পাবকঃ
তথাত্মভ্যঃ সমুদ্ভূতা কলানামিব জন্তবঃ ॥ ১১৬
আত্মন্যেবাত্মনাঽঽত্মানং যথা ত্বমনুপশ্যসি
এবমেবাত্মনাঽঽত্মানমন্যস্মিন্ কিং ন পশ্যসি ॥ ১১৭

যস্ত্বাত্মনি পরস্মিংশ্চ সমত্বমবসায়সি।
অথ মাং কাসি কস্যেতি কিমর্থমনুপৃচ্ছসি ॥ ১১৮
ইদং মে স্যাদিদং নেতি যস্যৈষা মুক্তসংশয়া মৈথিল।
কাসি কস্য কুতো বেতি বচনৈঃ কিং প্রয়োজনম্ ॥ ১১৯
রিপৌ মিত্রেঽথ মধ্যস্থে বিজয়ে সন্ধিবিগ্রহে।
কৃতবান্ যো মহীপালঃ কিং তস্মিন্ মুক্তলক্ষণম্ ॥ ১২০
ত্রিবর্গং সপ্তধা ব্যক্তং যো ন বেদেহ কর্মসু।
সঙ্গবান্ যস্ত্রিবর্গেণ কিং তস্মিন্ মুক্তলক্ষণম্ ॥ ১২১
প্রিয়ে বাপ্যপ্রিয়ে বাপি দুর্বলে বলবত্যপি।
যস্য নাস্তি সমং চক্ষুঃ কিং তস্মিন্ মুক্তলক্ষণম্ ॥ ১২২
তদযুক্তস্য তে মোক্ষে যোঽভিমানো ভবেন্নৃপ।
সুস্নাতুঃ সর্বতীর্থেষ্বভিষেকস্য ভেষজম্ ॥ ১২৩

যাত্রায় দর্শন করিতেছেন না ? ১২৭

যদি আপনি নিজের মধ্যে ও অন্যের মধ্যে সমভাব রাখেন, তবে আমাকে কেন বারংবার জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আপনি কে এবং কাহার ? ১২৮

মিথিলারাজ ! 'ইহা আমার প্রাপ্তি হউক বা না হউক' ইত্যাদিরূপে যে ভববিষয়ক চিন্তাভাব হইতেছে, উহা হইতে যদি আপনি মুক্ত থাকেন, তবে 'আপনি কে ? কাহার ? অথবা কোথা হইতে আসিয়াছেন ?' এই সব বাক্যের দ্বারা প্রশ্ন করিবার আপনার কি প্রয়োজন আছে ? ১২৯

শত্রু, মিত্র ও ধ্যেয় নিরপেক্ষ) বিষয়ে, বিজয়, সন্ধি ও বিগ্রহের সময়ে যে কৃপাল যথোচিত কার্য নিষ্পাদন করেন, তাঁহার মধ্যে জীবন্মুক্তের লক্ষণ কি ? ১৩০

ধর্ম, অর্থ ও কাম এই তিনটিকে ত্রিবর্গ বলে। ইহা সাতটিরূপে অভিব্যক্ত হয়। যে কর্মসকলের মধ্যে এই তিন বর্গকে জানে না এবং যে সর্বদা ত্রিবর্গের সহিত সম্বন্ধ রাখে, এরূপ মনুষ্যগণের মধ্যে জীবন্মুক্তের লক্ষণ কি ?১৩১

প্রিয় অথবা অপ্রিয় এবং বলবান্ কিংবা দুর্বলে যাহার সমদৃষ্টি নাই, সেই পুরুষে মুক্তের লক্ষণ কি ?১৩২

নৃপ ! প্রকৃতপক্ষে আপনি রোগমুক্ত নহেন, তথাপি আপনার যে জীবন্মুক্তির অভিমান হইয়াছে, অপথ্যাশী রোগীকে যেরূপ ঔষধ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, সেইরূপ এই অভিমানকে আপনার সমস্তপ্রকারে অপনোদন করা উচিত অর্থাৎ আপনার এরূপ অভিমান করা উচিত নহে যে, আপনি জীবন্মুক্ত ॥ ১৩৩

তানি তানি তু সর্বাণি সঞ্জস্থানান্যরিন্দম।
আত্মনাঽঽত্মানি সম্পশ্যেৎ কিমন্যদুক্তলক্ষণম্ ॥ ১৩৪
ইমান্যজ্ঞানি সূক্ষ্মাণি যোক্ষ্যমাণ্রিতো ভবান্
চতুরঙ্গপ্রযুক্তানি সঞ্জস্থানানি যে শৃণু ॥ ১৩৫
য ইমাং পৃথিবীং কৃৎস্নামেকচ্ছত্রাং প্রশাস্তি হ।
এক এব স বৈ রাজা পুরুষব্যাঘ্রসত্তম ॥ ১৩৬
তৎপুরে চৈকমেবাস্য গৃহং যদধিতিষ্ঠতি।
গৃহে শয়নমপ্যেকং নিশায়াং যত্র সীয়তে ॥ ১৩৭
শয্যার্ধং তস্য চাপ্যত্র স্ত্রীপুংষমধিতিষ্ঠতি।
তদনেন প্রসঙ্গেন ফলেনৈবেহ যুজ্যতে ॥ ১৩৮
এবমেবোপভোগেষু ভোজনাচ্ছাদনেষু চ
শুদ্ধেষু পরিমেয়েষু নিগ্রহানুগ্রহঃ প্রতি ॥ ১৩৯
পরতন্ত্রঃ সদা রাজা যদ্যেষ্বপি প্রসজ্জতে
সন্ধিবিগ্রহযোগে চ কুতো রাজ্ঞঃ স্বতন্ত্রতা ॥ ১৪০
স্ত্রীষু ক্রীড়াবিহারেষু নিত্যাসন্নাস্বতন্ত্রতা।
মন্ত্রে চামাত্যসমিতৌ কৃতস্তস্য স্বতন্ত্রতা ॥ ১৪১
যদা হ্যাজ্ঞাপয়ত্যেনাংস্তত্রাসোক্তা স্বতন্ত্রতা।
অবশঃ কার্যতে তত্র তস্মিংস্তস্মিন্ ক্ষণে স্থিতঃ ১৪২
স্বপ্নকামো ন লভতে স্বপ্নং কার্যাধিতির্ভবৈঃ
শয়নে চাপ্যনুজ্ঞাতঃ সুপ্ত উত্থাপ্যতেঽবশঃ ॥ ১৪৩
স্নাস্যামস্ত শিব প্রাশ ভুঙ্ধ্বাচীন্ যজেত্যপি
ব্রবীহি শৃণু চাপীহি বিবশঃ কার্যতে পরৈঃ ॥ ১৪৪
অভিগম্যাভিগম্যৈবং যাচন্তে সততং নরাঃ
ন চাপ্যুৎসহতে দাতুং বিত্তরক্ষী মহাজনান্ ॥ ১৪৫
দানে কোষক্ষয়োঽপ্যস্য বৈরং চাত্মাপ্রযচ্ছতঃ।
অপ্রদানাদ্যোগবহ্নে দোষা বৈরাগ্যকারকাঃ ॥ ১৪৬

সঞ্জস্থানকারী মহারাজ! নানাপ্রকার যে যে পদার্থ আছে, সেই সকলকেই আসক্তির স্থান জানিয়া নিজেরই দ্বারা নিজের মধ্যে নিজেকে দর্শন করুন। ইহা ব্যতীত মুক্তের আর কি লক্ষণ হইতে পারে?১৩৪

রাজন্! আপনি মোক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন এই যে এবং অন্য যে চারি অঙ্গে প্রযুক্ত আসক্তির যে সূক্ষ্ম স্থান আছে, সেই সমস্তও বলিয়া রাখিয়াছেন। আমি উহাদের স্বরূপ বলিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন ॥ ১৩৫

যিনি এই সমস্ত পৃথিবীকে একচ্ছত্র হইয়া শাসন করেন, সেই একক সার্বভৌম নরপতিও একটি গৃহেই বাস করিয়া থাকেন ॥ ১৩৬

সেই নগরে তাঁহার জন্য একটি মাত্রই প্রাসাদ থাকে, তিনি সেখানে বাস করেন। সেই প্রাসাদেও তাঁহার জন্য একটি মাত্র শয্যা থাকে, যে শয্যায় তিনি রাত্রে শয়ন করেন ॥ ১৩৭

সেই শয্যায় আবার অর্ধেক রাজার স্ত্রীর অধিকার আছে, অতএব এই প্রসঙ্গে দেখা যায়, তিনি অতি অল্প ফলেরই ভাগী হইয়া থাকেন ॥ ১৩৮

এইরূপ উপভোগ, ভোজন, আচ্ছাদন ও অন্যান্য পরিমিত বিষয়সমূহের সেবনেও দুষ্টগণের দমন এবং শিষ্টপুরুষগণের প্রতি অনুগ্রহ করিবার বিষয়েও রাজা সর্বদাই পরতন্ত্র। এইরূপ তিনি অতিসামান্য ক্ষুদ্র কার্যেও স্বতন্ত্র নহেন, তথাপি সেই সব কার্যেই তিনি আসক্ত থাকেন। সন্ধি ও বিগ্রহ কার্যেও রাজার কোথায় স্বতন্ত্রতা দেখা যায়? ১৩৯-১৪০

স্ত্রীসহবাস, ক্রীড়া এবং বিহারেও তাঁহার সর্বদা পরতন্ত্রতা থাকে। মন্ত্রিগণের সম্মুখে বসিয়া মন্ত্রণা করিবার সময়েও তাঁহার কোথায় স্বতন্ত্রতা আছে? ১৪১

রাজা যে সময়ে অপরকে কিছু করিবার আজ্ঞা দিয়া থাকেন, সেই সময় সেখানে তাঁহার স্বতন্ত্রতার কথা বলা হয় বটে; কিন্তু এরূপ অবস্থাতেও ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রাজাসনে উপবিষ্ট নরপতিকে পরাধীনচিত্তা মন্ত্রিগণ নিজের ইচ্ছার বিপরীত কার্য করাইতে অবশ করিয়া থাকেন ॥ ১৪১

তিনি স্বয়ং শয়ন করিতে অভিলাষ করেন, কিন্তু কার্যার্থী মনুষ্যগণের দ্বারা পরিবৃত থাকায় শয়ন করিতে পান না। শয্যায় শয়নকারী রাজাকেও লোকসকলের অনুরোধে বিবশ হইয়া শয্যা হইতে উঠিয়া পড়িতে হয় ॥ ১৪৩

'মহারাজ! স্নান করুন, ভোজন করুন, জলপান করুন, আহুতি দেন, অগ্নিহোত্রকার্যসম্পন্ন করুন, আপনি বলুন এবং অপরের কথা শ্রবণ করুন।' এরূপ বাক্যসকল বলিয়া রাজাকে সেই সব কার্য করিতে অনেকে অবশ করিয়া থাকে ॥ ১৪৪

যাচক মনুষ্যগণ সতত নিকটে আসিয়া রাজার নিকট হইতে ধন যাচ্ঞা করে; কিন্তু যাহারা দানগ্রহণের যোগ্য পাত্র, তাঁহাদিগকেও রাজা কিছু দান করিতে উৎসাহ বোধ করেন না; কারণ, তিনি সর্বদা নিজের ধনকে সুরক্ষিত করিয়া রাখিতে চান ॥ ১৪৫

যদি তিনি সকলকে ধনদান করেন, তবে তাঁহার ধনাগার শূন্য

প্রাজ্ঞান্ শূরাংস্তথৈবাঢ্যানেকস্থানপি শঙ্কতে।
তস্মাৎপাতয়তে রাজ্ঞো নৈস্ত্রিংস্তানুপাস্যতে ॥ ১৪৭
তথা চৈতে প্রতপ্যন্তি রাজন্ যে কীর্তিতা ময়া
তথৈবাসা তয়ঃ তেভ্যো ভারতে পশ্য সাদৃশম্ ॥ ১৪৮
সর্বঃ যে যে গৃহে রাজা সর্বঃ যে যে গৃহে গৃহী
নিগ্রহানুগ্রহান কুর্বন্ স্বালয়ো জনক সাত্বতিঃ ॥ ১৪৯
পুত্রা দারাস্তথৈবাস্য কোশো মিত্রাণি সঙ্কয়াঃ।
পরৈঃ সাধারণা হ্যেতে তৈস্তৈস্তেবাসা হেতুভিঃ ॥ ১৫০
হতো দেশঃ পুরং দগ্ধং প্রধানঃ কুঞ্জরো মৃতঃ।
লোকসাধারণেষ্বেষু মিথ্যাজ্ঞানেন তপ্যতে ॥ ১৫১
অমুক্তো মানসৈর্দুঃখৈরিচ্ছাদ্বেষভবৈর্নরঃ
শিরোরোগাদিভী রোগৈস্তথৈবাভিনিযন্ত্রিতঃ ॥ ১৫২
ঘথৈতৈস্তৈস্তপ্যতে সর্বতঃ পরিশঙ্কিতঃ।
বহুপ্রত্যর্থিকঃ রাজ্যমুপাস্তে গণয়ন্নিশাঃ ॥ ১৫৩
তদল্পসুখমত্যর্থং বহুদুঃখসমাবৃতম্
তৃষ্ণাদ্বিঘটনপ্রখ্যং কেনমুদ্বুদসন্নিভম্ ॥ ১৫৪
কো রাজ্যমভিপদ্যেত প্রাপ্য চোপশমং লভেৎ
মমেবমিতি সঙ্কল্পঃ পুরং রাষ্ট্রং বলং কুলম্ ॥ ১৫৫
বলং কোশময়াত্যাংশ্চ কস্যেমানি ন বা নৃপ
মিত্রামাত্যাপুরং রাষ্ট্রং দত্তঃ কোশো মহীপতি ॥ ১৫৬
সন্ত্যক্তাস্ত রাজ্যা ত্রিদশাসোব তিষ্ঠতঃ।
অন্যোন্যগুণসম্যুক্তা কঃ কেন গুণতোঽধিকঃ ॥ ১৫৭

হইয়া যাইবে এবং যদি তিনি কাহাকেও কিছু না দেন, তবে সকলের সহিত শত্রুতা বাধিয়া যাইবে। তাঁহার সম্মুখে ক্ষণে ক্ষণে এরূপ দোষ আসিয়া উপস্থিত হইতে থাকে যে, তাঁহার রাজকার্যে বিরক্তি আসে। ১৪৬

বিদ্বান্, সৌধশালী ধীর এবং ধনিগণকে যখন তিনি একত্রে সমবেত হইতে দেখেন, তখন তাঁহার মনে তাঁহাদের প্রতি শঙ্কা উৎপন্ন হয়। যেখানে ভয়ের কোনও কারণ নাই, সেখানেও রাজার ভয় হয়। যে মানুষ সর্বদা তাঁহার নিকটে উঠিতে-বসিতে থাকে অর্থাৎ তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকে, তাহার নিকট হইতেও তিনি শঙ্কিত হইয়া থাকেন। ১৪৭

রাজন্! আমি যাহাদের নাম উল্লেখ করিয়াছি, সেই বিদ্বান্ ও বীরাদি ব্যক্তিগণ নিজেদের প্রতি রাজার আশঙ্কা দেখিয়া তাঁহাদের মনেও কুভাবে উৎপন্ন হয় এবং তাঁহাদের নিকট হইতে রাজার যেরূপ ভয় হয়, উহা আপনি স্বয়ংই জানেন। ১৪৮

জনক! সকল মানুষই নিজ নিজ গৃহে রাজা এবং সকল মানুষই নিজ নিজ গৃহে গৃহস্বামী, সকলেই কাহাকে দণ্ড দেয় এবং কাহার প্রতি অনুগ্রহ করে। অতএব এই সব মানুষ রাজাদেরই সমান। ১৪৯

স্ত্রী, পুত্র, শরীর, কোষ, মিত্র ও সংগ্রহ—এই সব বস্তুই রাজাদের ন্যায় অপর ব্যক্তিগণের নিকট সাধারণভাবেই থাকে। যে সব কারণে তিনি রাজা বলিয়া অভিহিত হন, সেই সব যুক্তিতেও অপর মানুষেরাও রাজারূপে কথিত হইতে পারে। ১৫০

হায়! দেশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সম্পূর্ণ নগর ভস্মীভূত হইয়াছে এবং এই প্রধান হস্তী নিহত হইয়াছে বলিয়া এই সব বিষয় সকল মানুষের পক্ষেই সাধারণ অর্থাৎ সকলেরই উপর সমানভাবেই এই কষ্ট আসিয়া উপস্থিত হয়, তথাপি রাজা নিজের মিথ্যা জ্ঞানের জন্য কেবল নিজেরই ক্ষতি মনে করিয়া সন্তপ্ত হইতে থাকেন। ১৫১

ইচ্ছা, দ্বেষ ও তজ্জনিত মানসিক দুঃখ রাজাকে কখনও ত্যাগ করিয়া থাকে না। শিরোরোগাদি শারীরিক রোগও তাঁহাকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখিয়া সর্বদা তাঁহাকে ব্যাকুল করিতে থাকে। ১৫২

তিনি নানাপ্রকার ভয়সমূহে আবৃত এবং সর্বদিক হইতে শঙ্কিত হইয়া রাত্রিতে যেই সব গণনা করিতে করিতে তিনি শত্রুগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া রাজ্যভোগ করিতে থাকেন। ১৫৩

যাহার মধ্যে সুখ অল্প আছে, কিন্তু দুঃখ অত্যধিক থাকে, যাহা সঙ্কল্প সাপেক্ষ, যাহা তৃষ্ণাদিতে লাভের অগ্নির ন্যায় ক্ষণস্থায়ী এবং ফেন ও বুদ্বুদের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর, এরূপ রাজ্যকে কে গ্রহণ করিবে? এবং গ্রহণ করিলেই বা কে শান্তি পাইবে? ১৫৪-১৫৫

হে নৃপ! আপনি যে এই নগরকে, রাষ্ট্রকে, সেনাকে ও কোষ এবং মন্ত্রিগণকে 'এ সব আমার' এই কথা বলিতে বলিতে নিজের বলিয়া বোধ করিতেছেন, ইহা আপনার ভ্রম। আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, এই সব কাহার এবং কাহার নহে? ১৫৬-১৫৭

মিত্র, মন্ত্রী, নগর, রাষ্ট্র, দণ্ড, কোষ ও রাজা—রাজ্যের এই সাতটি অঙ্গ। যেরূপ আমার হস্তে মিত্র, সেইরূপ আপনার হস্তে এই রাজ্য মিত্র আছে। আপনার সাত অঙ্গযুক্ত রাজ্য এবং আমার মিত্রত্ব—এই উভয়ই পরস্পর উৎকৃষ্ট গুণসমূহে যুক্ত। সুতরাং কে কোন্ গুণের জন্য অধিক গুণবান? ১৫৬-১৫৭

তেষু তেষু হি কালেষু তত্তদঙ্গং বিশিষ্যতে।
যেন যৎ সিধ্যতে কার্যং তৎ প্রাধান্যায় কল্পতে ॥১৫৮
সপ্তাঙ্গস্যৈব সর্বস্যাস্যুত্তরশ্চাত্তে নৃপোত্তম।
সম্যক্ চ দশবর্গোঽয়ং ভুঙ্‌ক্তে রাজ্যং হি রাজবৎ ॥ ১৫৯
যস্ত রাজা মহোৎসাহঃ ক্ষত্রধর্মে রতো ভবেৎ।
স ভুঙ্‌ক্তে দশভাগেন তত্তদ্বর্গো দশাবরৈঃ ॥ ১৬০
নাস্ত্যসাধারণো রাজা নাস্তি রাজ্যমরাজকম্
রাজ্যেঽসতি কুতো ধর্মো ধর্মেঽসতি কুতঃ পরম্ ॥ ১৬১
যোঽপাত্র পরমো ধর্মঃ পবিত্রং রাজা-রাজ্যয়োঃ
পৃথিবী দক্ষিণা যস্য সোঽশ্বমেধেন যুজ্যতে ॥ ১৬২
সাহমেতানি কর্মাণি রাজদুঃখানি বৈত্বিল।
সমর্থা শক্তশো বক্তুমপরাপি সহস্রশঃ ॥ ১৬৩

রাজ্যের যে সব অঙ্গ, উহাদের মধ্যে সব অঙ্গই সময়ে সময়ে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য প্রতিপন্ন করে। যে অঙ্গের দ্বারা যে কার্য সিদ্ধ হয়, তাহার পক্ষে উহাই প্রধানতা বিহিত হয়। ১৫৮

নৃপশ্রেষ্ঠ! উক্ত সব অঙ্গের সমূহ এবং অন্য তিন শক্তি (প্রভু শক্তি, উৎসাহ শক্তি ও মন্ত্র শক্তি)—এই সব মিলিয়া রাজ্যের দশটি বর্গ হয়। এই দশ বর্গ সংগঠিত হইয়া রাজার সমানই রাজ্য উপভোগ করে। ১৫৯

যে রাজা অতিশয় উৎসাহী এবং ক্ষত্রিয়ধর্মে তৎপর থাকেন, তিনি 'বর' (যাজ্ঞা) রূপে প্রজার আয়ের দশভাগের একভাগ লইয়া সন্তুষ্ট থাকেন এবং উহা হইতে ভিন্ন সাধারণ কৃপাল দশ-ভাগেরও কম লইয়া সন্তুষ্ট হন। ১৬০

সাধারণ প্রজা যদি কেহ না থাকে, তবে কেহ রাজা হইতে পারেন না। রাজা যদি না থাকেন, তবে রাজ্য থাকিতে পারে না। রাজ্য যদি না থাকে, তবে ধর্ম কিভাবে থাকিবে এবং ধর্ম যদি না থাকে, তবে পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে কিরূপে? ১৬১

এজন্য রাজা ও রাজ্যের পক্ষে যাহা পরম ধর্ম ও পরম পবিত্র বস্তু, উহা শ্রবণ করুন। যাহার পৃথিবী দক্ষিণারূপে প্রদত্ত হয় অর্থাৎ যিনি নিজের রাজ্যভূমিকে দান করিয়া থাকেন, তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের পুণ্যফলভাগী হন। ১৬২

বিদিলারাজ! যাহারা রাজাকে দুঃখ দিয়া থাকে, এরূপ শত শত ও সহস্র সহস্র কর্ম আমি এস্থলে বলিতে পারি। ১৬৩

অন্যের দেহেরাভিষঙ্গো যে কৃতঃ পরপরিগ্রহে।
ন মাত্রেবাবিধাং মুক্তামীদৃশং বক্তুমর্হসি ॥ ১৬৪
নমু নাম ত্বয়া মোক্ষঃ কৃৎস্নঃ পঞ্চশিখাদ্ গুরুঃ
সোপায়ঃ সোপনিষদঃ সোপাসঙ্গঃ সুনিশ্চয়ঃ ॥১৬৫
তস্য তে মুক্তসঙ্গস্য পাশানাক্রম্য তিষ্ঠতঃ
ছত্রাদিষু বিশেষেষু পুনঃ সঙ্গঃ কথং নৃপ ॥ ১৬৬
শ্রুতং তে ন শ্রুতং মন্যে মৃষা বাপি শ্রুতা ত্বয়া
অথবা শ্রুতসন্ন্যাসঃ শ্রুতমন্যদ্ গুরুং ত্বয়া ॥ ১৬৭
অথাশীর্যাসু সংজ্ঞাসু লৌকিকীষু প্রতিষ্ঠসে।
অভিষঙ্গাবরোধাভ্যাং বদ্ধস্ত্বং প্রকৃতো যথা ॥ ১৬৮
সক্তেনানুপ্রবেশো হি যোঽয়ং ত্বয়ি কৃতো মম।
কিং তবাপকৃতং তত্র যদি মুক্তোঽসি সর্বশঃ ॥ ১৬৯

আমার ত' নিজের দেহেই আসক্তি নাই, সুতরাং অন্যের দেহে কিরূপে আসক্তি থাকিবে? এরূপ যোগযুক্ত সন্ন্যাসিনীর প্রতি আপনার এতাদৃশ বাক্য প্রয়োগ করা যুক্তিযুক্ত হয় নি। ১৬৪

হে নৃপ! যখন আপনি স্বয়ং পঞ্চশিখের নিকট হইতে উপায় (নিদিধ্যাসন), উপনিষদ্ (উহার শ্রবণ-মনন), উপাসঙ্গ (যম-নিয়মাদি যোগাঙ্গ) এবং নিশ্চয় (ব্রহ্ম ও জীবাত্মার একত্বের অনুভব)—এই সবের সহিত সমস্ত মোক্ষশাস্ত্র শ্রবণ করিয়াছেন, আপনি আসক্তি হইতে মুক্ত হইয়াছেন এবং সমস্ত বন্ধন ছেদন করিয়া অবস্থিত আছেন, তখন আপনার ছত্র চামরাদি বিশেষ বস্তুসমূহে আসক্তি কিভাবে রহিয়াছে? ১৬৫-১৬৬

আমি মনে করি, আপনি পঞ্চশিখাচার্যের নিকট হইতে শাস্ত্র শ্রবণ করিয়াও শ্রবণ করেন নাই অথবা যদি তাঁহার নিকট হইতে শাস্ত্র শ্রবণ করিয়া থাকেন, তবে উহা শ্রবণ করিয়াও মিথ্যা করিয়া দিয়াছেন। অথবা হইতে পারে যে, আপনি বেদশাস্ত্রতুল্য অন্য কোনও শাস্ত্র তাঁহার নিকট হইতে শ্রবণ করিয়াছেন। ১৬৭

ইহাতেও যদি আপনি 'বিদেহরাজ' 'মিথিলাপতি' ইত্যাদি লৌকিক নামেই প্রতিষ্ঠিত থাকেন, তবে আপনি অন্য সাধারণ মানুষের ন্যায় আসক্তি ও অবরোধেই বদ্ধ আছেন। ১৬৮

যদি আপনি সর্বথা মুক্ত হন, তবে আমি যে যুক্তির দ্বারা আপনার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছি, ইহাতে আপনার কি অপরাধ আছে? ১৬৯

নিয়মো হ্যেষু বর্ণেষু যত্তীনাং মূঢ়বাসিতা।
মূঢ়ত্বাবেশয়ন্ত্যা চ ময়া কিং কল্প দূষিতম্ ॥ ১৭০
ন পাণিভ্যাং ন বাহুভ্যাং পাদোরুভ্যাং ন চানঘ
ন গাত্রাবয়বৈরন্যৈঃ স্পৃশামি ত্বাং নরাধিপ ॥ ১৭১
কুলে মহতি জাতেন ব্রীমতা দীর্ঘদর্শিনা
নৈতৎ সদসি বক্তব্যং সদ্ব বাসদ্ব বা মিথঃ কৃতম্ ॥ ১৭২
ব্রাহ্মণা গুরবশ্চেষে তথা মাতা গুরূত্তমা।
ত্বং চাপি গুরুরস্মাকমেবমস্তোক্তগৌরবম্ ॥ ১৭৩
তদেবমনুদস্পৃষ্ট বাচ্যাবাচ্যং পরীক্ষতা।
স্ত্রীপুংসোঃ সমবায়োঽয়ং ইত্যা বাচ্যো ন সংসদি ॥ ১৭৪
যথা পুষ্করপর্ণস্থং জলং তৎপর্ণমস্পৃশৎ।
তিষ্ঠত্যস্পৃশতী তদ্বৎ ত্বয়ি বৎস্যামি মৈথিল ॥ ১৭৫

যদি বাপ্যস্পৃশন্ত্যা মে স্পর্শং জানাসি কর্হিচিৎ।
জ্ঞানং কৃতমবীজং তে ক্ষয়ং জ্ঞেনেহ ভিক্ষুণা ॥ ১৭৬
স ত্বাহিংস্যাচ্ছ্রুতঙ্ক ত্বং মোক্ষং চানাপ্য দূষিতম্।
উভয়োরন্তরালে বৈ বর্ততে মোক্ষবাত্তিকঃ ॥ ১৭৭
ন হি মুক্তস্য মুক্তেন জ্ঞসৌকত্বপৃথক্ত্বয়োঃ।
ভাবাভাবসমাযোগে জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ॥ ১৭৮
বর্ণাশ্রমাঃ পৃথক্ত্বেন দৃষ্টার্থন্যাপৃথক্ত্বিনঃ।
ব্রাহ্মণস্যাদিতি জ্ঞাত্বা নান্যদনাত্র বর্ততে ॥ ১৭৯
পাণৌ কৃত্বা তথা কৃত্বে পয়ঃ পয়সি মক্ষিকা।
আশ্লিষ্টাশ্রয়যোগেন পৃথক্ত্বেনাশ্লিষ্টাঃ পুনঃ ॥ ১৮০
ন তু কৃত্বে পয়োভাবঃ পয়শ্চাপি ন মক্ষিকা।
স্বকৃত্বেষ্বপ্যবস্তোতে ভাবা নহু পরাশ্রয়ম্ ॥ ১৮১

সকল বর্ণের মধ্যেই এই নিয়ম প্রচলিত আছে যে, সন্ন্যাসীদিগের একান্ত স্থানে অবস্থান করা উচিত। আমিও আপনার মৃদু দেহে নিশ্বাস করত কাহার কোনও বস্তুকে দূষিত করিয়া দিয়াছি? ১৭০

নিষ্পাপ নরেন্দ্র! না হস্তদ্বয়ের দ্বারা, না বাহুদ্বয়ের দ্বারা, না পদযুগলের দ্বারা, না জানুদ্বয়ের দ্বারা এবং না শরীরের অন্য অন্য সকলের দ্বারা আমি আপনাকে স্পর্শ করিয়াছি। ১৭১

আপনি উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, লজ্জাশীল এবং দূরদর্শী পুরুষ। আমরা উভয়ে সৎ ও অসৎ যাহা কিছু করিয়াছি, উহা আপনার এই জনপূর্ণ সভামধ্যে বলা উচিত নয়। ১৭২

এখানে সকল বর্ণেরই গুরু ব্রাহ্মণগণ বিদ্যমান আছেন। এই সব গুরুজন হইতেও উচ্চ কত মাননীয় মহাপুরুষ এই সভায় উপবিষ্ট আছেন এবং আপনি রাজা বলিয়া ইহাদের সকলেরই গুরুস্বরূপ। এইরূপ আপনাদের সকলের গৌরব পরস্পর অবলম্বিত। ১৭৩

অতএব এইভাবে বিচার করিয়া এখানে কি বলা উচিত বা কি বলা উচিত নয়, ইহা বিবেচনা করা কর্তব্য। এই জনপূর্ণ সভামধ্যে স্ত্রী-পুরুষের সংযোগের চর্চা করা আপনার কখনও উচিত নয়। ১৭৪

মিথিলাপতি! যেরূপ পদ্মপত্রের উপর থাকিয়া জল উহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, সেইরূপ আমিও আপনাকে স্পর্শ না করিয়াই আপনার মধ্যে বাস করিতেছি। ১৭৫

যদিও আমি আপনাকে স্পর্শ করি নাই, তথাপি আপনি আমার স্পর্শের অনুভব করিতেছেন। ইহাতে আমাকে এই কথা বলিতে হয় যে, সেই সন্ন্যাসী মহাত্মা পঞ্চশিখ আপনাকে জ্ঞানের উপদেশ কিভাবে দিয়াছেন? কারণ আপনি উহাকে নিষ্ফল করিয়া দিয়াছেন। ১৭৬

পরন্তু তাঁহার স্পর্শ অনুভব করায় আপনি সাংখ্যজ্ঞান হইতে চ্যুত হইয়াছেন এবং দুর্বোধ ও দুর্লভ মোক্ষও লাভ করিতে পারিবেন না, অতএব কেবল মোক্ষের কথা বলিতে বলিতে আপনি সাংখ্য ও মোক্ষ এই উভয়ের মধ্যে অবস্থিত আছেন। ১৭৭

জীবন্মুক্ত জ্ঞানীর সহিত, একত্ব ও পৃথক্ত্বের সহিত এবং ভাব (আত্মা) ও অভাবের (প্রকৃতির) সহিত সংযোগ হইলেও বর্ণসঙ্করতার উৎপত্তি হইতে পারে না। ১৭৮

আমি মনে করি যে, সমস্ত বর্ণ ও আশ্রমসকল পৃথক্ পৃথক্ ভাবে কথিত হইয়াছে। তথাপি যাঁহার ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইয়া গিয়াছে, যিনি অভেদজ্ঞানসম্পন্ন ও ইহা জানিয়া যিনি সমস্ত আচরণ করেন যে, আত্মা হইতে ভিন্ন অন্য কোন বস্তুর সত্তা নাই এবং অন্য কোন বস্তু নিজ হইতে ভিন্ন কোন বস্তুতে বিদ্যমান নাই, তাঁহার অন্য আর কাহারও সহিত সংযোগ হওয়া সম্ভব নয়, অতএব বর্ণসঙ্করতা হইতে পারে না। ১৭৯

হস্তে দুগ্ধ, দুগ্ধে দুগ্ধ এবং দুগ্ধে মক্ষিকা পতিত হইয়াছে। এই তিনটি পরস্পর পৃথক্ হইলেও আধার-আধেয় সম্বন্ধের দ্বারা পরস্পরের আশ্রিত হইয়া গিয়াছে। ১৮০

কিন্তু হস্তে দুগ্ধত্ব আসে না এবং দুগ্ধও মক্ষিকা হইয়া যায় না। এই সমস্ত আধেয় পদার্থ স্বরূপই নিজ নিজ হইতে ভিন্ন আধারকে প্রাপ্ত হইয়াছে। ১৮১

পৃথক্‌ত্বাদাশ্রমাণাঞ্চ চ বর্ণানাঞ্চ তথৈব চ
পরস্পরপৃথক্‌ত্বাচ্চ কথং তে বর্ণসঙ্করঃ ॥ ১৮২
নাস্মি বর্ণোত্তমা জাতা ন বৈশ্যা নাবরা তথা
তব রাজন্ সর্বাস্বি শুদ্ধযোনিরবিপ্লুতা ॥ ১৮৩
প্রধানো নাম রাজর্ষিরাসীৎ তে শ্রোত্রমাগতঃ
কুলে তস্য সমুৎপন্না সুলভা নাম বিদ্ধি মাম্ ॥ ১৮৪
জোণশ্চ শতপৃষ্ঠশ্চ চক্রধারশ্চ পর্বতঃ
যস্য সত্রেষু পূর্বেষাং চিতা যদ্বতা সহ ॥ ১৮৫
সাহং তস্মিন্ কুলে জাতা তত্তথাসতি ধর্মবিদে
বিনীতা মোক্ষধর্মেষু চরাম্যেকা মুনিব্রতম্ ॥ ১৮৬
নাস্মি সত্রপ্রতিচ্ছন্না ন পরব্যাপহারিণী
ন ধর্মসঙ্করকরী ধর্মমেবস্মি বুভূষতী ॥ ১৮৭
নাস্মিন্না স্বপ্রতিজ্ঞায়াঃ নাসমীক্ষা প্রবাদিনী
নাসমীক্ষ্যাগতা হেহ ব্রূহ্যকামঃ জনাধিপ ॥ ১৮৮

সমস্ত আশ্রম পৃথক্ পৃথক্ এবং চারিবর্ণও ভিন্ন ভিন্ন হইলে যখন ইহাদের মধ্যে পরস্পর পার্থক্য স্থির হইয়া গিয়াছে, তখন সেই পৃথক্‌ত্বকে জানিতে সমর্থ আপনার বর্ণসঙ্কর কিরূপে হইবে ? ১৮২

রাজন্ ! আমি ক্ষত্রিয়ে ব্রাহ্মণ নহি এবং না বৈশ্যা অথবা না শূদ্রা। আমি ও' আপনারই তুল্য বর্ণবিধিজ্ঞা কন্যা। আমার জন্ম শুদ্ধবংশে হইয়াছে এবং আমি অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়াছি। ১৮৩

আপনি প্রধান নামক রাজর্ষির নাম অবশ্যই শুনিয়াছেন আমি তাঁহার কুলে উৎপন্ন হইয়াছি। আপনি ইহা আরও জানুন যে, আমার নাম সুলভা। ১৮৪

আমার পূর্ব্বপুরুষের যজ্ঞে যেখানে ইন্দ্রের সহযোগে সোম, শতপৃষ্ঠ ও চক্রধার নামক পর্ব্বত যজ্ঞবেদীতে ইন্ধনের স্থান গ্রহণ করিয়াছিল। ১৮৫

আমার জন্ম সেই মহৎকুলেই হইয়াছে। আমি আমার যোগ্য পতি না পাওয়ায় মোক্ষধর্ম্মের শিক্ষাগ্রহণ করি এবং মুনি ব্রতধারণ করত আমি একাকিনীই বিচরণ করিতেছি। ১৮৬

আমি সন্ন্যাসিনীর ছদ্মবেশ ধারণ করি নাই। আমি পরের ধন অপহরণ করি নাই ও ধর্ম্মসঙ্করতাও বিস্তার করি নাই। আমি দৃঢ়তা সহকারে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করিতে করিতে নিজের ধর্ম্মে অবস্থিত আছি। ১৮৭

জনেশ্বর ! আমি নিজ প্রতিজ্ঞা হইতে কখনও বিচলিত হই নাই। বিচার বিবেচনা না করিয়া কোন কথা বলিও না এবং আপনার নিকটে পর্য্যালোচনা না করিয়া আমি আসি নাই। ১৮৮

মোক্ষে তে ভাবিতা বুদ্ধিঃ শ্রুত্বাহং কৃপয়ৈরিণী
তব মোক্ষস্য চাপস্য জিজ্ঞাসার্থমিহাগতা ॥ ১৮৯
ন ধর্মস্য ব্রবীম্যেতৎ ফলকারণসংশয়োঃ।
মুক্তো বাধ্যস্যতে যস্ত শাস্ত্রো যস্ত ন শাস্যতি ॥ ১৯০
যথা শূন্যে পুরাগারে ভিক্ষুরেকো নিশাং বসেৎ।
তথাহং তদ্ধরীরেঽস্মিন্নিমাং বৎস্যামি শর্ব্বরীম্ ॥ ১৯১
সাহং মানপ্রদানেন বাগাতিথ্যেন চার্চিতা।
সুখা সুখরণং প্রীতা যো গমিষ্যামি মৈথিল ॥ ১৯২

ভীষ্ম উবাচ।

ইত্যেতানি দ বাক্যানি মেত্রেয়স্যার্থবন্তি চ
শ্রুত্বা নাধিজগৌ রাজা কিঞ্চিদন্যদতঃ পরম্ ॥ ১৯৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্ব্বণি মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বণি সুলভাজনকসংবাদে
বিংশত্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩২০

আমি সপক্ষ ও পরপক্ষের মধ্যে নিজের পক্ষ অবলম্বন করিয়া এই কথা বলিতেছি না, আপনার হিতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই এই কথা বলিতেছি ; কারণ, যিনি বাক্যের ন্যায়ায় করেন না এবং যিনি শাস্ত্র পরবশে নিয়ন্ত্রিত থাকেন, তিনিই মুক্ত। ১৯০

যেরূপ নগরের কোন শূন্য গৃহে সন্ন্যাসী একরাত্রি বাস করে, সেইরূপ আপনার এই শরীরে আমি আজ রাত্রিতে বাস করিব। ১৯১

আপনি আমাকে অতিশয় সম্মানদান করিয়াছেন। আপনি বাক্যরূপ আতিথ্যের দ্বারা আমার ভালভাবে সৎকার করিয়াছেন। মিথিলারাজ ! এখন আমি প্রীতিসহকারে আপনার শরীররূপ সুন্দর গৃহে শয়ন করিয়া আগামী কাল প্রাতঃকালে এখান হইতে চলিয়া যাইব। ১৯২

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্ ! সুলভার এই যুক্তিযুক্ত ও অর্থপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা জনক ইহার পর আর কোন কথা বলিলেন না। ১৯৩

শ্রীমহাভারতে বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বে সুলভা ও জনকের সংবাদবিষয়ক
বিংশত্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একবিংশত্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ

[ব্যাসদেবেন স্বপুত্রায় শুকদেবায় ধর্মপূর্বং বৈরাগ্য-মুপদিশ্য তত্ত্বোপদেশনম্]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কথং নির্বেদমাপন্নঃ শুকো বৈয়াসকিঃ পুরা
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং পরং কৌতূহলং হি মে ॥ ১

অব্যক্তব্যক্তভাবানাং নিশ্চয়ং বুদ্ধিনিশ্চয়ম্
বক্তুমর্হসি কৌরব্য দেবস্যাজ্ঞসা যা কৃতিঃ ॥ ২

ভীষ্ম উবাচ।

প্রাকৃতেন সুখেনেব চরন্তমকৃতোদ্যমম্
অব্যাপৃতং কৃৎস্নঃ স্বাধ্যায়ব্রতশীলং বৈ পিতা সুতম্ ॥ ৩

ব্যাস উবাচ।

ধর্মং পুত্র নিষেবস্ব শুভাশুভে চ ছিন্ধ্যতঃ
ক্ষুৎপিপাসে চ বাহ্যে ভয় নিত্যং জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৪

সত্যমার্জবমক্রোধমনসূয়াং দমং তপঃ।
অহিংসাং চানৃশংস্যং চ বিধিবৎ পরিপালয় ॥ ৫

সত্যে স্থিত্বা যতো ধর্মে ত্যক্ত্বা সর্বমনার্জবম্
দেবতাতিথিশেষেণ মাত্রা প্রাণসমা সহ ॥ ৬

ক্ষেমমাত্রোপমে দেহে ক্ষীয়ে শকুনিসংস্থিতে
অনিত্যে প্রিয়সংবাসে কথং স্বপিষি পুত্রক ॥ ৭

অপ্রমত্তেষু জাগ্রৎসু নিত্যাযুক্তেষু শত্রুষু
অন্তরং লিপ্সমানেষু বালস্ত্বং নাববুধ্যসে ॥ ৮

অহঃসু গণ্যমানেষু ক্ষীয়মাণে তথাঽঽয়ুষি
ক্ষীবিতে লিখ্যমানে চ কিমুত্থায় ন ধাবসি ॥ ৯

ঐহলৌকিকমৌঢ্যেন মাংসশোণিতবর্ধনম্
পারলৌকিককার্যেষু প্রসুপ্তা কৃপনাস্তিকাঃ ॥ ১০

ধর্মায় যেঽভ্যুদয়ন্তি বুদ্ধিমোহান্বিতা নরাঃ
অপথা গচ্ছতাং তেষামনুযাতাঽপি পীড়্যতে ॥ ১১

একবিংশত্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

[ব্যাসদেবকর্তৃক নিজ পুত্র শুকদেবকে বৈরাগ্য ও ধর্মপূর্ণ উপদেশ দিয়া চৈতন্যসম্পাদন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! পুরাকালে ব্যাসপুত্র শুকদেব কিরূপে বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? আমি উহা শুনিতে বাসনা করি। এ বিষয়ে আমার অতিশয় কৌতূহল হইতেছে। ১

কৃষ্ণনন্দন! ইহা অতীত আপনি আমাকে ব্যক্ত ও অব্যক্ত ভাবসমূহের বুদ্ধিদ্বারা নিশ্চিত স্বরূপ বর্ণনা করুন এবং অজন্মা ভগবান্ নারায়ণের যে চরিত্র, উহাও আমাকে বলুন। ২

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! পুত্র শুকদেবকে সাধারণ মানুষের আচরণ করিতে ও সর্বথা নির্ভয়ে বিচরণ করিতে দেখিয়া পিতা ব্যাসদেব তাঁহাকে সম্পূর্ণ বেদ অধ্যয়ন করাইলেন এবং পুনরায় তাঁহাকে উপদেশ দান করিলেন। ৩

ব্যাসদেব বলিলেন,—পুত্র! তুমি সত্যের সেবা কর এবং জিতেন্দ্রিয় হইয়া অত্যন্ত তীব্র শীত, উষ্ণ, ক্ষুধা ও পিপাসা সহ্য করিতে করিতে প্রাণবায়ুকে জয় কর। ৪

সত্য, সরলতা, অক্রোধ, দোষদর্শন না করা, ইন্দ্রিয়সংযম, তপস্যা, অহিংসা ও দয়াদি ধর্মসমূহ বিধি অনুসারে পালন করিতে থাক। ৫

সত্যে স্থির থাক এবং সর্বপ্রকার দুষ্টতা পরিত্যাগ করিয়া ধর্মে অনুরক্ত হও। দেবতা ও অতিথিগণকে সংকার করিবার পর যে অন্ন অবশিষ্ট থাকিবে, প্রাণতুল্য মাতা ও ভ্রাতাকে তাহা আহার করাও। ৬

পুত্র! এই দেহ জলের ফেনার ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর। ইহার মধ্যে জীব পক্ষীর ন্যায় বাস করে এবং প্রিয়জনসংযোগ সর্বদা থাকে না। সুতরাং তুমি কেন শয়ন করিয়া আছ? ৭

তোমার শত্রুরা সর্বদা সাবধান, জাগরিত, সদা উদ্যত এবং সতত তোমার ছিদ্র অন্বেষণ করিতেছে, কিন্তু তুমি এখনও বালক, ইহার জন্য বুঝিতে পারিতেছ না কেন? ৮

তোমার আয়ুর দিন গণনা করা হইতেছে, আয়ু ক্ষীণ হইয়া যাইতেছে এবং জীবন যেন তোমার নিকট হইতে পলায়ন করিতেছে। তবে তুমি কেন উঠিয়া ধাবিত হইতেছ না অর্থাৎ অতি সত্বর কর্তব্য পালনে আসক্ত হইতেছ না। ৯

অজ্ঞান নাস্তিক মানুষ কেবল এই জগতেরই সার্থ কামনা করে এবং দেহের মাংস ও রক্ত বাড়াইবার চেষ্টা করে। পারলৌকিক কার্যের দিক দিয়া তাহারা সদা যেন নিদ্রিত থাকে। ১০

বুদ্ধির মোহে পতিত হইয়া যাহারা ধর্মকে হেয় করে, তাহারা কুপথগামী। এই সব মানুষের কথা কি, যাহারা ইহাদের অনুগামী, তাহারাও অতিশয় কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে। ১১

যে তু তুষ্টাঃ শ্রুতিপরা মহাস্থানো মহাবলাঃ।
ধর্ম্যাং পন্থানমাস্থায় তানুপাশ্ব চ পৃচ্ছ চ ॥ ১১

উপধার্য্য ততঃ তেষাং বুধ্যস্ব ধর্মদর্শিনাম্
নিয়ন্ত্রং পরয়া বুদ্ধ্যা চিত্তমুৎপথগামি তৈ ॥ ১৩

আত্মকালিকয়া বুদ্ধ্যা গুরে স্ব ইতি নির্ভয়াঃ
সর্বতঃস্থা ন পশ্যন্তি কর্মভূমিমচেতসঃ ॥ ১৪

ধর্মং নিঃশ্রেণিমাস্থায় কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সমারুহ
কোষকারবদাত্মানং বেষ্টয়ন্নাত্মবুদ্ধয়া ॥ ১৪

নাস্তিকা ভিন্নমর্য্যাদাঃ ফুল্লপাত্রমিব স্থিতম্
যাবন্তঃ কুরু বিপ্রেন্দ্রো নরং বেণুমিবোদ্ধতম্ ॥ ১৬

কামং ক্রোধঞ্চ মৃত্যুঞ্চ পঞ্চেন্দ্রিয়তরঙ্গিণীম্
নাবং বুদ্ধিময়ীং কৃত্বা তরস্বৈনাং সমুদ্যত ॥ ১৭

মৃত্যুনাভ্যাহতে লোকে জরয়া পরিবীড়িতে।
অমোঘাসু পতন্তীষু ধর্মপোতেন সন্তর ॥ ১৮

তিষ্ঠন্তমপি শয়ানং মৃত্যুরন্বেষতে যদা।
নিবৃত্তিং লভতে কস্মাদকস্মাদ্ধ্রুবানাশিতঃ ॥ ১৯

সংচিন্বানকমেবৈনং কামানামবিতৃপ্তকম্
বৃকীবোরণমাসাদ্য মৃত্যুরাদায় গচ্ছতি ॥ ২০

ক্রমশঃ সঞ্চিতশিখো ধর্মবুদ্ধিময়ো মহান্।
অন্তকারে প্রবেষ্টব্যঃ দীপো যত্নেন ধার্য্যতাম্ ॥ ২১

সম্পত্তন দেহজালানি কদাচিদিহ মানুষে
ব্রাহ্মণ্যং লভতে জন্তুস্তৎ পুত্র পরিপালয় ॥ ২২

ব্রাহ্মণস্য তু দেহোঽয়ং ন কামার্থায় জায়তে।
ইহ ক্লেশায় তপসে প্রেত্য ত্বনুপমং সুখম্ ॥ ২৩

সেইজন্য যাহা ধর্মবলশালী যে মহাত্মা পুরুষগণ শ্রদ্ধা ও শ্রুতি ধর্মপথাশ্রয় করিয়া সর্বদা ধর্মপথেই আরূঢ় থাকেন, তুমি তাঁহাদের সেবায় নিরত থাক এবং তাঁহাদিগকে নিজের কর্তব্য জিজ্ঞাসা কর ॥ ১২

সেই ধর্মজ্ঞী বিদ্বান্‌গণের অভিমত জানিয়া তুমি নিজের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধির দ্বারা চীর কৃপথগামী মনকে সংযত কর ॥ ১৩

যাহারা কেবল বর্তমান সুখের দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে, সেই বুদ্ধির দ্বারা ভাবী পরিণামকে বহু দূরবর্তী জানিয়া যাহারা নির্ভয়ে বাস করে এবং সকলপ্রকার অভক্ষ্য পদার্থসকল ভক্ষণ করিতে থাকে, সেই বুদ্ধিহীন মনুষ্যগণ এই কর্মভূমির মহত্ত্ব দেখিতে পায় না ॥ ১৪

তুমি ধর্মরূপী সোপান পাইয়া ধীরে ধীরে তাহাতে উঠিতে থাক। এখন ত' তুমি রেশমের কীটের ন্যায় নিজেকে নিজে বাসনারূপ জালে বেষ্টন করিয়া চলিতেছে, অথচ ইহা তুমি বুঝিতে পারিতেছ না ॥ ১৫

যে ব্যক্তি নাস্তিক, ধর্মের মর্য্যাদা ভঙ্গকারী এবং উচ্ছৃঙ্খলকারী নদীর প্রবল জলপ্রবাহের ন্যায় স্থিত, এরূপ মানুষকে তুমি উৎপাটিত বংশের তুল্য বিনা বিচারে পরিত্যাগ কর ॥ ১৬

কাম ক্রোধ, মৃত্যু ও যাহাতে পঞ্চ ইন্দ্রিয়রূপী জল বিদ্যমান আছে, এরূপ বিষয়াসক্তিরূপিণী নদীকে তুমি সাত্ত্বিকী বুদ্ধিরূপ নৌকায় আশ্রয় গ্রহণ করত পার হইয়া যাও এবং এভাবে জন্য মৃত্যুরূপী দুর্গম পথ হইতে উত্তীর্ণ হও ॥ ১৭

সমগ্র জগৎ জরার মৃত্যুর দ্বারা আক্রান্ত হইয়া ব্যথিতের ন্যায় স্তম্ভিত হইতেছে। এই মৃত্যু রাত্রিতে প্রাণিগণের আয়ু অপহরণ করত নিজেকে সফল করিতেছে। তুমি ধর্মরূপী নৌকার আয়োজন করিয়া এই ভাবনার পার হইয়া যাও ॥ ১৮

যাহারা দাঁড়াইয়া থাকুক বা শুইয়া, থাকুক মৃত্যু নিরন্তর তাহাকে অন্বেষণ করিতেছে। যখন তুমি এইভাবে মৃত্যুর দ্বারা অকস্মাৎ গ্রস্ত হইবে, তখন এইরূপ নিশ্চিন্ত ও শান্ত হইয়া বসিয়া আছ কেন? ১৯

যাহার ভোগ্য সামগ্রীর সঞ্চয়ে নিরত আছে এবং তাহাতে তৃপ্তি উৎপন্ন হইতেছে না,—এরূপ অবস্থায় ভেড়ার নিত্য অপহরণকারিণী ব্যাঘ্রীর ন্যায় মৃত্যু তাহাকে লইয়া চলিয়া যাইবে ॥ ২০

যদি তোমাকে এই সংসারূপিণী অন্ধকারে প্রবেশ করিতেই হয়, তবে তুমি নিজ হস্তে ধর্মবুদ্ধিময় মহান্ দীপকে ধারণ কর, যাহার শিখা ক্রমশঃ প্রজ্বলিত হইতেই থাকে ॥ ২১

পুত্র! জীব অনেক প্রকারের শরীরে জন্ম ও মৃত্যুবরণ করিতে করিতে কখনও এই মানবযোনিতে আসিয়া ব্রাহ্মণ দেহ লাভ করে, অতএব তুমি ব্রাহ্মণোচিত কর্তব্য পালন কর ॥ ২২

ব্রাহ্মণের এই দেহ ভোগসামগ্রী উপভোগ করিবার জন্য উৎপন্ন হয় নাই। তিনি ত' জগতে ক্লেশ ভোগ করিয়া তপস্যা করিতে ও মৃত্যুর পর অনুপম সুখভোগের জন্য সৃষ্ট হইয়াছেন ॥ ২৩

যাচ্ঞা: বহুভিরপ্যাপ্তে তপোভি-
স্তদ্রক্ষ্যামি রতিপরেণ হেলিতব্যম্।
আধারে তপসি দমে চ নিযুক্তঃ
ক্ষেমার্থী কুশলপরঃ সদা ভবস্ব ॥ ১৪
অব্যক্তপ্রকৃতিবয়ং ফলাশরীরঃ
সূক্ষ্মাঙ্গা ক্ষণকৃটিলো নিমেষরোষা।
অঙ্গাঙ্গঃ সমবলতন্তুকৃত্তনেত্রো
যাম্যাঙ্গো ভবতি যমোঽতো নরাণাম্ ॥ ১৫
যঃ সৃষ্টা প্রলয়মহাপ্রযুদ্ধবেগঃ
পঙ্কস্থ: সততমিহাবাপেক্ষমাণঃ।
চঞ্চুস্তে যদি ন পরপ্রবেতুনেয়ঃ
ধর্মে তে ভবতু মনঃ সদা নিষাদ্য ॥ ১৬
যে চাত্র প্রচলিতধর্মকামমূলাঃ
ক্রোশন্তঃ সততমিহৈনমভ্যুপেতাঃ।
ক্লিশ্যন্তঃ পরিগতদেহনাশবীজা
যন্ত্রীভিঃ সুভৃশমযন্ত্রকারণাভিঃ ॥ ১৭

যে রাজা সর্বদা ধর্মপরায়ণ হইয়া উত্তম ও অধম প্রজাগণকে যথাযোগ্য বিচারপূর্বক পালন করিতে থাকেন, তিনি পুণ্যাত্মা বলিয়া লোক প্রাপ্ত হন। যদি তিনি যথাযথ নানাপ্রকার শুভ কর্মসকল আচরণ করিতে থাকেন, তবে তাহার ফলস্বরূপ তিনি স্বর্গলোকে ও মিত্রলোকে সুখ লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১৮

কিন্তু যে ব্যক্তি গুরুজনগণের আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করে, মরণের পর সেই ব্যক্তিকে এমন ভীষণ আকৃতিবিশিষ্ট কৃষ্ণ, শ্যেনমুখ পক্ষী, কাক, শকুনি প্রভৃতি পক্ষিগণের দল এবং রক্তপায়কারী কীটগণ তাহার মাতৃদত্ত শরীরে আক্রমণ করত তাহাকে ছিন্ন-ভিন্ন করিতে থাকে ॥ ১৯

যে সব ব্যক্তির মনের অনুকূলগামী হইয়া বান্ধবগণ বহুপ্রকার বিষয় সুখের ন্যায় প্রকারান্তর যন্ত্রণা উপভোগ করে, সেই পাপাত্মা পিতৃলোকের অসিপত্র বনে যাইয়া সেখানে অত্যন্ত দুঃখভোগ করে ॥ ২০

যে ব্রাহ্মণ অত্যন্ত লোভী, অসত্যপ্রিয়, সর্বদা কপটাচারী,

* বৃত্তিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণম্ ইতি, ক্ষমা, মনোনিগ্রহ, অস্তেয় (চুরি না করা), পবিত্রতা, ইন্দ্রিয়সংযম, বুদ্ধি, বিদ্যা, সত্য ও অক্রোধ - ধর্মের এই দশটি লক্ষণ।

ঊষ্যাং বৈতরণীং মহানদীং
ভবগাঢ়োঽসিপত্রবনভিন্নগাত্রঃ
পবনৈরুপনুন্নো নিপতিতো
বসতি চ মহানিরয়ে দুঃখার্তঃ ॥ ৩১
মহাপদ্মানি কথয়ে ন চাপ্যবেক্ষসে পরম্
চিরস্য মৃত্যুকালিকামনাগতাং ন বুধ্যসে ॥ ৩০
প্রযান্যতঃ বিমাসাদে সমুত্থিতং মহদ্ ভয়ম
অতিপ্রমাথি দারুণং সুখস্য দাবিধীরতাম ॥ ৩৪
পুরা মৃতঃ প্রণীয়তে যমস্য রাক্ষসাসনাৎ
যমস্তকায় দারুণৈঃ প্রযত্নমার্জবে কৃথ ॥ ৩৫
পুরা সমূলবান্ধবং প্রভুর্হরত্যনাদৃতঃ ধনিং ।
ভবেহ জীবিতং যমো ন চাস্তি কস্য বারকঃ ॥ ৩৬
পুরাভিবাতি মারুতো যমস্য যঃ পুরঃসরঃ ।
পুরৈব এষ নীয়সে কুরুষ সাম্পরায়িকম্ ॥ ৩৭
পুরা স হি ক এব তে প্রবাতি মারুতোঽন্তকঃ ।
পুরা বিভ্রমন্তি তে দিশো মহাভয়াগমে ॥ ৩৮
ক্রিয়ন্ত সংনিরুধ্যতে পুরা ভবের পুস্তক ।
সমাকুলস্য গচ্ছতঃ সমাধিমুত্তমং কুরু ॥ ৩৯
শুভাশুভে পুরা কৃতে প্রমাদকর্মবিপ্লুতে ।
স্মরন্ পুরা ন তপসে নিবংস্য কেবলং নিধিম্ ॥ ৪০
পুরা জরা কলেবরং বিভর্জরীকরোতি তে ।
বলাজরপ্রবাহিণী নিবংস্য কেবলং নিধিম্ ॥ ৪১
পুরা শরীরমন্তকো ভিনত্তি রোগসারথিঃ
প্রসহ্য জীবিতক্ষয়ে তপো মহৎ সমাচর ॥ ৪২
পুরা বৃকা ভয়ঙ্করা মমুক্ষুদেহগোচরাঃ
অভিদ্রবন্তি সর্বতো যতস্ব পুণ্যশীলনে ॥ ৪৩

প্রভাবশালী কালে মহত এবং নানাবিধ উপায়ে অপর মনুষ্যগণকে দুঃখপ্রদান করে, সেই পাপাত্মা ভয়ঙ্কর নরকে পতিত হইয়া অত্যন্ত দুঃখ ভোগ করে। ৩১

সে অত্যন্ত উষ্ণ মহানদী বৈতরণীতে নিমজ্জিত হয়; অসিপত্রবনে তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন হইতে থাকে এবং পবনভবনে তাহাকে শয়ন করিতে হয়। এইভাবে মহানরকে পতিত হইয়া সে অত্যন্ত আর্ত হয় এবং অবশ হইয়া উহাতেই বাস করে। ৩২

তুমি ব্রহ্মলোকাদি উত্তম স্থানসকলের কথা বলিতেছ, কিন্তু পরবশের উপর তোমার দৃষ্টি নাই। নিশ্চিতই মৃত্যুকারক মার্তণ্ডকে তুমি জানিতে পারিতেছ না। ৩৩

বৎস! তুমি নীরবে বসিয়া আছ কেন? সময় তাড়া দিতেছে, অগ্রসর হও। তোমার উপর জলদস্যুকাণ্ড, ভয়ঙ্কর ও সুদারুণ ভয় উপস্থিত হইয়া রহিয়াছে; অতএব পরমানন্দ প্রাপ্তির জন্য যত্ন কর। ৩৪

তোমার মৃত্যু হইলে যমরাজের আজ্ঞায় ভয়ানক যমদূতগণ তাঁহার সম্মুখে তোমাকে উপস্থাপিত করিবে। ইহার পূর্বেই পরলোকের ধর্মসম্পাদনের জন্য প্রযত্ন কর। ৩৫

যমরাজ সকলের প্রভু। তিনি কাহারও দুঃখ দুর্দশা বুঝেন না। তিনি মূল বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত তোমার প্রাণ হরণ করিয়া লইবেন। তাঁহাকে কেহই নিবারণ করিতে সমর্থ নহে। (সেই সময় আসিবার পূর্বেই তুমি নিজের রক্ষার জন্য সচেষ্ট হও।) ৩৬

পুরা সে এই নীয়সে কুরুষ সাম্পরায়িকম্ ॥ ৩৭
পুরা স হি ক এব তে প্রবাতি মারুতোঽন্তকঃ ।
পুরা বিভ্রমন্তি তে দিশো মহাভয়াগমে ॥ ৩৮
ক্রিয়ন্ত সংনিরুধ্যতে পুরা ভবের পুস্তক ।
সমাকুলস্য গচ্ছতঃ সমাধিমুত্তমং কুরু ॥ ৩৯
শুভাশুভে পুরা কৃতে প্রমাদকর্মবিপ্লুতে ।
স্মরন্ পুরা ন তপসে নিবংস্য কেবলং নিধিম্ ॥ ৪০
পুরা জরা কলেবরং বিভর্জরীকরোতি তে ।
বলাজরপ্রবাহিণী নিবংস্য কেবলং নিধিম্ ॥ ৪১
পুরা শরীরমন্তকো ভিনত্তি রোগসারথিঃ
প্রসহ্য জীবিতক্ষয়ে তপো মহৎ সমাচর ॥ ৪২
পুরা বৃকা ভয়ঙ্করা মমুক্ষুদেহগোচরাঃ
অভিদ্রবন্তি সর্বতো যতস্ব পুণ্যশীলনে ॥ ৪৩

যে সময় যমরাজের আজ্ঞায় সমনকারী প্রচণ্ডকালরূপী পবন গমন করিবেন, সেই সময় তিনি একাকী তোমাকে সেখানে লইয়া যাইবেন; অতএব তুমি পূর্ব হইতেই পরলোকে সুখপ্রদানকারী ধর্মের আচরণ কর। ৩৭

পূর্বজন্মে তোমার সম্মুখে যে প্রাণনাশক পবন গমন করিয়াছিল, সে আজ তোমার আছে? এখন আবার যখন মৃত্যুরূপ ভয়ানক উপস্থিত হইবে, তখন তোমার নিকটে সমস্ত দিঙ্মণ্ডল ঘুরিতেছে বলিয়া মনে হইবে, অতএব প্রথমেই সাবধান হইয়া যাও। ৩৮

পুত্র! যখন তুমি এই দেহ ত্যাগ করিয়া গমন করিবে, সেই সময় ব্যাকুলতার জন্য তোমার স্মরণশক্তি নষ্ট হইয়া যাইবে। সেইজন্য তুমি শুদ্ধ ভাবে সমাধি অবলম্বন কর। ৩৯

তুমি প্রথমে অসাবধানতাবশতঃ অশুভিত্তরূপ যে সব শুভাশুভ কর্ম করিয়াছ, সে সমস্ত স্মরণ করিয়া তাহাদের ফলভোগে সমস্ত হইবার পূর্বেই নিজের জন্য জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া লও। ৪০

দেখ, বল, অম্ল ও রসের বিনাশকর বার্ধক্য একদিন তোমার দেহকে জর্জরিত করিয়া দিবে, তাহার পূর্বেই তুমি নিজের জন্য জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ কর। ৪১

রোগ যাহার সারথি সেই কাল হঠাৎ তোমার দেহ জীর্ণ করিয়া দিবেন। সেইজন্যে জীবনাশ হইবার পূর্বেই তুমি মহাতপস্যা কর। ৪২

এই মানবদেহে ক্ষিপ্ত, কাম-ক্রোধাদি ভয়ঙ্কর বাঘগণ তোমাকে চারিদিক দিয়া আক্রমণ করিতেছে, সেইজন্য তুমি পূর্ব হইতেই পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য যত্ন কর। ৪৩

পুত্রায়কারমেককোঽনুপশ্যসি ত্বরন্ত বৈ
পুত্রা হিরণ্ময়ান্ নাগান্ নিরীক্ষন্তেঽভিমুখং তব ॥ ৪৪
পুত্রা কৃষ্ণাঙ্গানি তে মুক্তমুখান্ত শত্রবঃ।
বিচালয়ন্তি দর্শনাদ্ ঘটধ্বং পুত্র দংশনম্ ॥ ৪৫
ধনস্য যস্য রাজতো ভয়ং ন চাস্তি চৌরতঃ
মৃতস্য যস্য মুঞ্চন্তি সম্বন্ধিনস্ত্বং ধনম্ ॥ ৪৬
ন তত্র সংবিভজ্যতে স্বকর্মভিঃ পরন্তপ
যদেব যস্য যৌতকং তদেব তস্য সোঽশ্নুতে ॥ ৪৭
পরত্র যেন জীব্যতে তদেব পুত্র দীপ্যতাম্।
ধনং ধনক্ষয়ে ধ্রুবং সমর্জয়স্ব তং ধনম্ ॥ ৪৮
ন যাবদেব পচ্যতে মহাজনস্য যাবকম্।
অপক্ক এব যাবকে পুত্রা প্রলীয়সে ধ্রুব ॥ ৪৯
ন ভ্রাতৃপুত্রবান্ধবা ন সংস্কৃতঃ প্রিয়ো জনঃ
অনুব্রজন্তি সঙ্কটে ব্রজন্তমেকপান্থিনম্ ॥ ৫০
যদেব কর্ম কেবলং পুরা কৃতং শুভাশুভম্
তদেব পুত্র সাধিকং ভবত্যমুত্র গচ্ছতঃ ॥ ৫১
হিরণ্যরত্নসঞ্চয়াঃ শুভাশুভেন সঞ্চিতাঃ।
ন তস্য দেহসংক্ষয়ে ভবন্তি কার্যসাধকাঃ ॥ ৫২
পরত্রগামিকস্য তে কৃতাকৃতস্য কর্মণঃ
ন সাক্ষি আত্মনা সহো নৃণামিহাস্তি কশ্চন ॥ ৫৩
যমুস্তদেহমুদ্ধকঃ ভবত্যমুত্র গচ্ছতঃ।
প্রবিশ্য বুদ্ধিচক্ষুষা প্রদৃশ্যতে হি সবশঃ ॥ ৫৪
ইহাগ্নিবায়ুখাদয়ঃ শরীরমাশ্রিতাস্ত্রয়ঃ।
ন এব তস্য সাক্ষিণো ভবন্তি ধর্মদর্শিনঃ ॥ ৫৫
অহর্নিশেষু সর্বতঃ স্পৃশৎসু সর্বচারিষু।
প্রকাশগূঢ়বৃত্তিষু স্বধর্মমেব পালয় ॥ ৫৬

মরিবার পূর্বে তুমি চারিদিকে কেবল ঘোর অন্ধকারই দেখিতে থাকিবে। পরলোকের শিয়রে দণ্ডায়মান কৃতকর্মসকল তোমার দৃষ্টিগোচর হইবে। এই সব আসিবার পূর্বেই নিজের কল্যাণের জন্য তুমি চেষ্টা কর। ৪৩

এই সংসারে দুই পুরুষগণের সঙ্গ এবং উপরে উপরে বিচরণ এবং অন্তরে অন্তরে পরলোকগামী মনুষ্যগণ দর্শন আজই তোমাকে কর্তব্যপথ হইতে বিচলিত করিয়া দিবে, সেইজন্য তুমি পূর্বে হইতেই উত্তম পুণ্যসঞ্চয়ের জন্য চেষ্টা কর। ৪৪

যে ধনের জন্য রাজার নিকট হইতে কোন ভয় নাই, চোরের নিকট হইতেও কোন ভয় থাকেনা এবং মৃত্যু হইলেও জীবের সঙ্গ পরিত্যাগ করে না, সেই ধর্মরূপী ধন তুমি উপার্জন কর। ৪৫

নিজের কর্মানুসারে প্রাপ্ত সেই ধনকে পরলোকে পরস্পর বিভাগ করিতে হয় না। সেখানে যে যাহার নিজস্ব সম্পত্তি, উহাই ভোগ করিতে থাকে। ৪৬

পুত্র! যাহার দ্বারা পরলোকেও জীবননির্বাহ হইতে পারে, যাহা অবিনাশী ও অটল ধন, উহাই দান কর এবং নিজেও উহাই উপার্জন করিতে থাক। ৪৭

পুত্র! পূর্বে উপস্থিত কোন সম্মাননীয় অতিথির জন্য যে সময়ে রান্না, মৃত্তিকার দ্বারা যবের পালো প্রস্তুত করা হয়, সেই সময়ের মধ্যেই তোমার মৃত্যু হইতে পারে, অতএব তুমি জ্ঞানরূপী ধনের উপার্জনের জন্য চেষ্টা কর। ৪৮

জীব যখন একাকীই পরলোকের পথে গমন করে, সেই সঙ্কটের সময় মাতা, পুত্র, ভ্রাতা, বন্ধু এবং অন্যান্য প্রশংসিত প্রিয়জনও তাহার সহিত গমন করে না। ৪৯

পুত্র! পরলোকে গমন করিবার সময় পূর্বকৃত নিজের যে সব শুভাশুভ কর্ম থাকে, কেবল তাহাই গমন করে। ৫১

সকল মানুষ শুভ ও অশুভ মনোবিধি কর্ম করিয়া যে সব সুবর্ণ এবং রত্নাদি সঞ্চয় করে, সেই সবই মানুষের দেহ নাশ হইলে পর আর কোন প্রয়োজন সাধিত হয় না। কারণ, সে সমস্তই ত' সংসারে থাকিয়া যায়। ৫২

পরলোকে যাত্রা করিবার সময় তোমার কৃত ও অকৃত কর্মের সাক্ষী আত্মার ন্যায় মনুষ্যগণের মধ্যে আর কেহ নাই। ৫৩

পরলোকে যাইবার সময় এই মনুষ্যদেহের অভাব হয় অর্থাৎ এখানেই ত্যাগ করিয়া যাইতে হয়। জীব পুণ্যদেহে লোকান্তরে প্রবেশ করত নিজের বুদ্ধিরূপী নেত্রের দ্বারা সব কিছু দর্শন করিতে থাকে। ৫৪

এই জগতে অগ্নি, বায়ু ও সূর্য—এই তিন দেবতা জীবের দেহ আশ্রয় করিয়া থাকেন, ইঁহারাই জীবের শুভাশুভের দ্রষ্টা এবং পরলোকেও ইঁহারাই তাহার সাক্ষী। ৫৫

যিনি সকল বস্তুকে প্রকাশিত করেন এবং রাত্রি তাহাদিগকে আবৃত করিয়া রাখে; ইঁহারা উভয়ে সর্বত্র যাতায়াত করেন এবং সকল বস্তুকেই স্পর্শ করেন, অতএব তুমি এসময়ে সর্বদা নিজের ধর্মই পালন কর। ৫৬

অনেকপারিপন্থিকে বিস্রম্ভরৌক্তমস্কিকে
স্বমেব কর্ম রক্ষন্তীঃ যত্রকাম তত্র গচ্ছন্তি । ৫৭
ন তত্র সংবিভজ্যতে যত্রযত্র পরস্পরম্
তথা কুরুঃ যত্রকর্মজঃ তত্রৈব ভুঞ্জতে ফলম্ । ৫৮
যথাপ্সরোগণাঃ কন্যাঃ সুখাঃ মহর্ষিভিঃ সহ
তথাঽঽত্মকর্মবন্তি কর্মজঃ বিমানকামগামিনঃ । ৫৯
যদ্যেষ যৎকৃতং শুভং বিশাপ্যুভিঃ কৃতাত্মভিঃ
তদাপ্নুবন্তি মানবাস্তথা বিশুদ্ধযোনয়ঃ । ৬০
প্রজাপতেঃ সলোকতাঃ বৃহস্পতেঃ শতক্রতোঃ
ব্রজন্তি তে পরাং গতিং গৃহস্থধর্মসেতুভিঃ । ৬১
সহস্রযোঽপানেকশঃ প্রযজ্য যৎসহাম তে
অবুদ্ধিমোহনঃ পুনঃ প্রভুনিনাদ পাবকঃ । ৬২
গতা ত্রিরাবর্ততা ধ্রুবোঽসি পঞ্চবিংশকঃ

কুরুষ ধর্মসঞ্চয়ং যতো হি ভেষজিষ্যতে । ৬৩
পুরা জরোত্তি সোঽন্তকঃ প্রমাদমোহুধাং চমূম্
যথাগৃহীতমূর্ধজস্তথৈব ধর্মমাচরে । ৬৪
যথা ধ্রুবেব পৃষ্টতস্তমগ্রতো গমিষ্যসি ।
তথা গতিং গমিষ্যতঃ কিমাত্মনা পরেণ বা । ৬৫
নরেকপাতিনাঃ সদ্যাঃ ভবন্তামূল গচ্ছতাম্
তয়েষু সাম্পরায়িকং নিবর্তস্ব কেবলং নিধিম । ৬৬
সমূলমূলবান্ধবঃ প্রভুর্হরত্যনন্তবান্
ন সন্তি যস্য বারকাঃ কুরুষ ধর্মসংনিধিম্ । ৬৭
ইমং নিদর্শনং ময়া তবেহ পুত্র সাম্প্রতম্
স্বধর্মনানুধাবতঃ প্রবর্ণিতঃ কুরুষ তৎ । ৬৮
দদাতি যঃ স্বকর্মণা দদাতি যস্য কস্যচিৎ
অবুদ্ধিমোহহৈতুকৈঃ সৈঃ স এক এব মুহ্যতে । ৬৯

পরলোকের পথে বহু বিঘ্ন ও সঙ্কট আছে এবং বিভ্রান্ত ও ভয়ঙ্কর রূপ (তাঁর) এবং যষ্টিহাতে (যাষ্টি) আছে। এখানে কেবল নিজেরই কৃত কর্মই সঙ্গে যায়, অতএব তোমার নিজের সৎকর্মকেই সর্বদা রক্ষা করা উচিত । ৫৭

সেখানে নিজের কর্মানুসারে যে সব ফলপ্রাপ্তি হয়, উহার কাহারও সহিত বিভাগ করিবার আবশ্যক হয় না। সেখানে নিজেরই কৃত কর্মসমূহের ফলভোগ করিতে হয় । ৫৮

যেরূপ মহর্ষিগণের সহিত মিলে মিলে অপ্সরাগণ থাকে এবং তাঁহারা সকলে নিজের পুণ্যের ফলস্বরূপ সুখভোগ করে, সেইরূপ সেখানে পুণ্যাত্মা মনুষ্যগণ বিমানে আরোহণ করিয়া নিজেদের ইচ্ছানুসারে বিচরণ করেন এবং পুণ্যকর্মজনিত সুখভোগ করেন ।৫৯

নিষ্পাপ পুণ্যাত্মা পুরুষগণের দ্বারা এই জগতে যে শুভ কর্ম সম্পাদিত হয়, তদ্দ্বারা বিশুদ্ধ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহারা সেরূপ ফলই লাভ করেন । ৬০

বৃহস্পতি যজ্ঞের মর্যাদাপালনকারী যজ্ঞকর্তা প্রজাপতি, বৃহস্পতি অথবা ইন্দ্রের লোকে উত্তম গতি প্রাপ্ত হন । ৬১

বৎস ! আমি তোমার সম্মুখে থাকায় এবং উহা হইতেও অধিক বার এই কথা দৃঢ় করিয়া বলিতে পারি যে সব শক্তিমান্ ও সকলের পরিত্রাতাও যখন যাঁহার বুদ্ধি মোহগ্রস্ত হয় নাই, সেই ধর্মাত্মা পুরুষকে সর্বাই পুণ্যলোকে লইয়া যান । ৬২

পুত্র ! তোমার আয়ু চল্লিশ বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে। এখন নিশ্চয়ই তুমি পঁচিশ বৎসরে পড়িয়াছ ; অতএব ধর্ম সঞ্চয় কর । ৬৩

দেখ, তোমার এই যে প্রমাদ, উহাতে নিবাসকারী কাল তোমার ইন্দ্রিয়গণের সমূলরূপে মূলচ্ছিত্তি (ভোগশক্তিহীন) করিতেছে। উহারা অসমর্থ হইয়া যাইবার পূর্বেই তুমি উচিত ব্রত এবং নিজের শরীরের দ্বারা ধর্ম পালন করিবার জন্য তৎপর হও । ৬৪

যে সময় তুমি শরীর ত্যাগ করিয়া পরলোকের দিকে যাইবে, সেই সময় তুমি পশ্চাতে যাইবে এবং তুমি অগ্রে যাইবে—তুমি ব্যতীত অন্য কেহ অগ্রে-পশ্চাতে যাইবে না। এরূপ অবস্থায় নিজের বা পরের কোন ব্যক্তির সাহায্য তোমার কি প্রয়োজন ? ৬৫

তুমি উপস্থিত হইলে পর একাকী গমনকারী সৎপুরুষগণের সঙ্গে পরলোকে যাহা হিতকর, সেই ধর্ম ও জ্ঞানরূপ নিধি তুমি শুদ্ধভাবে সঞ্চয় কর । ৬৬

সর্বসমর্থ কাল কাহারও প্রতি স্নেহ করেন না। তিনি মূল ও মূল অর্থাৎ আদি-অন্তসহিত সমস্ত বন্ধু-বান্ধবগণকে হরণ করিয়া লইয়া যান। তাঁহাকে নিবারণ করিবার কেহ নাই, সেইজন্য তুমি ধর্ম সঞ্চয় কর । ৬৭

পুত্র ! আমি নিজের শাস্ত্রজ্ঞান ও অনুমানের দ্বারা এই সময় তোমাকে যে জ্ঞানের উপদেশ করিলাম, তুমি তদনুসারে আচরণ কর । ৬৮

যে মানুষ নিজের সৎকর্মসমূহের দ্বারা ধর্মকে ধারণ করিয়া থাকেন এবং যে কোন ব্যক্তিকে নিষ্কামভাবে দান করেন, তিনি একাকীই মোহহীন বুদ্ধিতে প্রাপ্য শুভফলের সহিত সংযুক্ত হন । ৬৯

শ্রুতং সমস্তমপ্যেতৎ প্রভূতং তত্ত্বতঃ ক্রিয়াঃ।
অন্যেভ্যশ্চাধিকং দৃষ্টং কৃতজ্ঞমধিসংহিতম্। ৭০

নিবন্ধনী রজ্জুরেষা যা গ্রামে বসতো গৃহে।
হিংসৈষাং সুকৃতো যান্তি দৈনাং ছিন্দন্তি দুষ্কৃতঃ। ৭১

কিং তে ধনেন কিং বন্ধুভিস্তে
কিং তে পুত্রৈঃ পুত্রক যো ধরিষ্যসি।
আত্মানমিচ্ছ গুহাং প্রবিষ্টং
পিতামহাস্তে ক গতাশ্চ সর্বে। ৭২

যঃ কার্যমদ্য কুর্বীত পূর্বাহ্ণে চাপরাহ্ণিকম্
ন হি প্রতীক্ষতে মৃত্যুঃ কৃতং বাস্য ন বাকৃতম্। ৭৩

অনুগম্য বিনাশান্তে নিবর্তন্তে হ বান্ধবাঃ
অগ্নৌ প্রক্ষিপ্য পুরুষং জ্ঞাতয়ঃ সুহৃদস্তথা। ৭৪

নাস্তিকান্ নিষ্কৃতোপায়ান্ নরান্ পাপমতে স্থিতান্।
ধাসন্তঃ কৃত্য বিশ্রব্ধঃ পরং প্রেক্ষ্য ততস্ত্যজেৎ। ৭৫

এবমত্যাদৃতে লোকে কালেনোপনিপীড়িতে
সুমহদ্ ধৈর্যমালম্ব্য ধর্মঃ সর্বাত্মনা কৃতঃ। ৭৬

অপেক্ষেদ্ ধর্মলোপাংশ্চ সমাপ্তৌ যো নিবর্ততে মানবঃ।
সম্যক্ স্বধর্মং কৃত্বেহ পরত্র সুখমশ্নুতে। ৭৭

ন দেহভেদে মরণং বিজানতাং
ন চ প্রণাশঃ সুকৃতোপলিপ্সিতে পথি।
ধ্রুবং হি যো বর্ষশতে স পণ্ডিতো
ন ত্বং ধ্রুবাজ্জাতবতে স মুহ্যতি। ৭৮

প্রযুক্তয়োঃ কর্মপথি স্বকর্মণোঃ
ফলং প্রয়োক্তা লভতে যথাকৃতম্।
বিহীনকর্মা নিরয়ং প্রপদ্যতে
ত্রিবিষ্টপং গচ্ছতি ধর্মসারথিঃ। ৭৯

যিনি সমস্ত শাস্ত্রের জ্ঞানলাভ করিয়াছেন এবং তত্ত্বতঃ সমস্ত কর্মফলের অনুষ্ঠানে আসক্ত থাকেন, তাঁহারই জন্য এই জ্ঞানের উপদেশ করা হইয়াছে। কারণ, কৃতজ্ঞ পুরুষগণকে যাহা কিছু উপদেশ দেওয়া হয়, তাহা সফল হয়। ৭০

মানুষ যখন গ্রামে থাকিয়া লোষ্ট্রবেষ্টন বন্ধনকলের প্রতি আসক্ত হয়, উহাই তাহার পক্ষে বন্ধনকারক রজ্জু। পুণ্যাত্মা লোকসকল উহাকে ছেদন করিয়া উত্তম লোকে গমন করেন, কিন্তু পাপী পুরুষ এই রজ্জুকে ছেদন করিতে সমর্থ হয় না। ৭১

পুত্র! যখন তোমাকে একদিন না একদিন মরিতেই হইবে, তখন ধন, বন্ধু ও পুত্রগণের দ্বারা তোমার কি হইবে? অতএব তুমি হৃদয়স্থিত গুহায় আবৃত আত্মতত্ত্বকে অনুসন্ধান কর। আহা, এখন চিন্তা কর ত'—তোমার পূর্বজগণ পিতামহগণ কোথায় চলিয়া গিয়াছেন? ৭২

যে কার্য কাল করিতে হইবে, উহা আজই করা উচিত এবং যাহা অপরাহ্ণকালে করণীয়, তাহাকে পূর্বাহ্ণেই সম্পন্ন করা কর্তব্য। কারণ, মৃত্যু উহা দেখে না যে, এই ব্যক্তির কার্য এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। ৭৩

মৃত্যুর পর জ্ঞাত্যাদি বান্ধবগণ সুহৃদ্‌বর্গ এবং স্বজনবর্গ শ্মশানভূমি পর্যন্ত পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করে ও মৃত ব্যক্তির দেহকে চিতাগ্নিতে দাহ করিয়া ফিরিয়া আসে। ৭৪

অতএব তুমি পরলোকতত্ত্ব লাভের বাসনা করিয়া আলস্য পরিত্যাগ করত নাস্তিক, নিষ্ঠুর পাপমতি মনুষ্যগণকে বিশ্বাসে বাস করিয়া পরে অর্থাৎ কখনও ভুলিয়াও তাহাকে নিজের সমীপস্থ করিবে না। ৭৫

এইভাবে যখন সম্পূর্ণ সংসার কালের দ্বারা আহূত ও পীড়িত হইতে থাকে, তখন তুমি ধৈর্য ধরিয়া অবলম্বন করত পূর্ণ হৃদয়ে ধর্মের আচরণ কর। ৭৬

যে মানুষ পরমাত্মার সাক্ষাৎকারের এই সাধনকে ভালভাবে জানেন, তিনি এ জগতে যথাযথভাবে ধর্ম পালন করত পরলোকে সুখভাগী হন। ৭৭

যে ব্যক্তি ইহা জানেন যে, দেহের নাশ হইলেও নিজের মৃত্যু হয় না এবং নিষ্ঠ পুণ্যজনের দ্বারা পালিত ধর্মপথে চলিলে পর তাহার কখনও নাশ হয় না, তিনিই ধ্রুবদর্শী। যিনি এইরূপ বিবেচনা করিয়া ধর্মকে রক্ষিত করিতে থাকেন, তিনিই বিদ্বান্। যে ব্যক্তি ধর্ম হইতে চ্যুত হয়, সেই ব্যক্তি মোহগ্রস্ত অথবা মূঢ়। ৭৮

কর্মমার্গে প্রযোগ (আচরণ) করিলে পর নিজের যে শুভাশুভ কর্ম হয়, এই দেহের ফল করার কর্মানুসারে লাভ হইতে থাকে। নীচ কর্মকারী নরকে পতিত হয় এবং ধর্মাচরণে সাধনশীল ব্যক্তি স্বর্গলোকে গমন করেন। ৭৯

সোপানভূতং স্বর্গস্য মানুষ্যং প্রাপ্য দুর্লভম্ ।
তস্মাত্মানং নরাদদ্যাদ্ ধ্রুবাণ্যে ন প্রমাদ্যেৎ ॥ ৮০

যস্য নোৎক্রামতি মতিঃ স্বর্গমার্গানুসারিণী
তস্মাদ্ পুণ্যকৃতাপ্যশ্নশোচ্যঃ পুত্রবান্ধবৈঃ ॥ ৮১

যস্তু সোপস্কৃতা বুদ্ধির্নিশ্চয়ে ধ্রুবসম্মতে
স্বর্গে কৃতাবকাশশ্চ নাস্তি তস্য ধ্রুবম্ ধ্রুবম্ ॥ ৮২

তপোবনেষু যে জাতাস্তৈরেব বিধিনা গতাঃ ।
জ্ঞেয়াস্তদ্ধ্রুবো ধর্মঃ কামভোগানবস্থানাৎ ॥ ৮৩

যস্তু ভোগান্ পরিত্যজ্য শরীরেণ তপশ্চরেৎ ।
ন তেন কিঞ্চিদ্ প্রাপ্নোতি তস্মে যন্ন মতঃ ফলম্ ॥ ৮৪

মাতাপিতৃসহস্রাণি পুত্রদারশতানি চ
অনাগতাস্বতীতানি কস্য কে কস্য বা বয়ম্ ॥ ৮৫

অন্যথৈকো ন যে কশ্চিদ্ভবত্যস্য কদাচিৎ ।
ন তং পশ্যামি যদ্যাহং তত্র পশ্যামি বো ময় ৮৬

ন তেষাং ভবতা কার্য্যং ন কার্য্যং তব তৈরপি ।
স্বকৃতৈস্তানি যাতানি তবাপ্যেতৈর্গমিষ্যতি ॥৮৭

ইহ লোকে হি বণিজঃ স্বজনং স্বজনাদ্যতে ।
স্বজনস্তু দরিদ্রাণাং জীবতামপি নশ্যতি ॥ ৮৮

সাধিনোত্তাগুতঃ কর্ম ফলত্যাপেক্ষয়া নরঃ ।
ততঃ ক্লেশবিযোক্তি পরত্রেহ তথৈব চ ॥ ৮৯

পশ্যন্তি ছিদ্রভূতং হি জীবলোকং স্বকর্মণা
তৎ কুরুষ তথা পুত্র দুঃখং সংসারসম্ভবম্ ॥ ৯০

তদেতৎ সম্প্রদৃষ্টৈষ কর্মভূমিঃ প্রশস্যতে ।
শুভাশুভাচারিতব্যানি পরলোকজয়ৈষিণা ॥ ৯১

এই দুর্লভ মানব শরীর স্বর্গলোকে গমন করিবার সোপান (সিঁড়ি) স্বরূপ। ইহাকে লাভ করিয়া তুমি নিজেকে নিত্য এইরূপ ধর্মে একাগ্র কর, যাহাতে ইহাকে স্বর্গচ্যুত হইতে না হয়। ৮০

স্বর্গলোকের পথের অনুসরণকারী যাঁহার বুদ্ধি কখনও উন্নতিলাভ করে না, তাঁহাকে পুণ্যাত্মা বলা হয়। তিনি পুত্র ও বন্ধু-বান্ধবগণের পক্ষে কখনও শোচনীয় হন না। ৮১

যাঁহার বুদ্ধি দৃঢ়ভিত্তি না হইয়া দৃঢ় নিশ্চয়ের আশ্রয় গ্রহণ করে, তিনি স্বর্গে নিজের স্থান করিয়া লন। তাঁহার নরকের ভয়ও হয় না। ৮২

যাঁহারা তপোবনে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং সেখানেই মৃত্যু বরণ করিয়াছেন, তাঁহাদের গতি অবশ্যই স্বর্গলাভ হয়; কারণ, তাঁহারা কামভোগ জানেনই না (অতএব দেহত্যাগের সময় তাঁহাদের কষ্ট সহ্য করিতে হয় না)। ৮৩

যে ব্যক্তি ভোগসমূহ পরিত্যাগ করিয়া তপোবনে গমন করত শরীরের দ্বারা তপস্যা করেন, তাঁহার পক্ষে এরূপ কোন বস্তু নাই, যাহা লাভ না হইবে। এই কথা আমার অধিক বলিয়া মনে হইতেছে। ৮৪

রাজার মাতা-পিতা এবং শত স্ত্রী-পুত্র পূর্বে পূর্বে জন্মেও ছিলেন এবং পরপর জন্মেও হইবেন। কিন্তু হায়, এখন তাঁহারা কাহার এবং আমরাই বা তাঁহার? ৮৫

অন্যথা কেহই কাহারও নহে। কাহারও কখনও কোন কিছু হইবার নয়। আমি এরূপ কোন মানুষকে দেখিতে পাই না, যাহার আমি হইতে পারি এবং অন্য কোন মানুষকে এরূপ দেখি না, যিনি আমার হইতে পারিবেন। ৮৬

তুমি তাঁহাদের কিছুই করিতে পারিবে না এবং না তাঁহারা তোমার কোন কিছু করিতে সমর্থ হইবেন। তাঁহারা নিজ নিজ কর্মের সহিত চলিয়া গিয়াছেন ও তুমি একদিন চলিয়া যাইবে। ৮৭

এই সংসারে যিনি স্বজনান্, তাঁহারই সহিত তাঁহার স্বজনগণ যথোচিত ব্যবহার করেন। কিন্তু দরিদ্র মানুষের স্বজনগণ তাহার জীবিত অবস্থাতেই তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া চক্ষুর অগোচরে চলিয়া যায়। ৮৮

মানুষ নিজের উচিত অশুভ কর্মের সঞ্চয় করে। তাহার ফলস্বরূপ ইহলোক ও পরলোকেও কষ্টভোগ করে। ৮৯

মানুষ নিজ নিজ কর্মের অনুসারেই এই জীবজগৎকে ছিদ্রযুক্ত হইতে দেখে। অতএব পুত্র! আমি যাহা কিছু বলিয়াছি, তৎ সমস্ত পরিপালন কর। ৯০

ইহলোক কর্মভূমি ইহা বুঝিয়া তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিতে রাখিতে দিব্যলোক লাভ করিতে অভিলাষী সকল মানুষেরই শুভ কর্মসমূহেরই আচরণ করা উচিত। ৯১

মাসর্তুসংজ্ঞাপরিবর্তকেন
সূর্যাগ্নিনা রাত্রিদিবেন্ধনেন।
স্বকর্মনিষ্ঠাফলসাক্ষিকেণ
ভূতানি কালঃ পচতি প্রসহ্য ॥ ১১
ধনেন কিং যস্য দদাতি নাশ্নুতে
বলেন কিং যেন রিপুং ন বাধতে
শ্রুতেন কিং যেন ন ধর্মমাচরেৎ
কিমাত্মনা যো ন জিতেন্দ্রিয়ো বুধঃ ॥ ১২

এই কালরূপী পাচক বলপূর্বক সব জীবগণকে পাক করিতেছেন। মাস ও ঋতুরূপ কাষ্ঠের দ্বারা এই জীব পরিবর্তিত হইতে থাকে। সূর্য তাহার পক্ষে অগ্নিস্বরূপ এবং কর্মফলের সাক্ষী রাত্রি ও দিবস তাহার পক্ষে কাষ্ঠস্বরূপ জানিতে হইবে। ১১

সেই ধনের দ্বারা কি লাভ হইবে, যাহা অন্য কাহাকেও দেওয়া যাইবে না এবং নিজেও উপভোগ করা যাইবে না? সেই বলের দ্বারা কি লাভ আছে? যাহার সাহায্যে শত্রুদিগকে বাধা দেওয়া না যাইবে? সেই শাস্ত্রজ্ঞানে কি লাভ? যাহার দ্বারা মানুষ ধর্মাচরণ করিতে সমর্থ হয় না? এবং সেই জীবাত্মার দ্বারা কি লাভ হইবে, যিনি জিতেন্দ্রিয় নন এবং নিজের মনকে বশীভূত করিয়া রাখিতে পারেন না। ১২

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! বাসবের কথিত এই বিষয়ের কথা শ্রবণ করিয়া শুকদেব নিজের পিতাকে পরিত্যাগ করত মোক্ষতত্ত্বের উপদেশক গুরু নিকটে গমন করিলেন। ১৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত সভ্যসংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে শুকপ্রাদুর্ভাবসম্বন্ধীয় একত্রিংশত্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

দ্বাবিংশত্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

[শুভাশুভ কর্মফলের পরিণাম কর্তাকে অবশ্যই ভোগ করিতে হয়—ইহা প্রতিপাদন।]

যুধিষ্ঠির উবাচ
যদ্যস্তি দত্তমিষ্টং বা তপস্তপ্তং তথৈব চ।
তন্নঃ কাং বাপি শুভ্রাং ব্রূহি পিতামহ ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ।
আত্মনানর্থযুক্তেন পাপে নিবিশতে মনঃ
স কর্ম কলুষং কৃত্বা ক্লেশো মহতি বীর্যতে ॥ ২
তুভিক্ষাদেব দুর্ভিক্ষং ক্লেশাৎ ক্লেশং ভয়াদ্ ভয়ম্।
মৃত্যোর্মৃত্যুং ব্রজন্ত্যেব দরিদ্রাঃ পাপকর্মিণঃ ॥ ৩
উৎসবাদুৎসবং যান্তি স্বর্গাৎ স্বর্গং সুখাৎ সুখম্
শ্রদ্দধানাস্তু দাস্যন্তি ধনবন্তঃ শুভকারিণঃ ॥ ৪

দ্বাবিংশত্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

[শুভাশুভ কর্মফলের পরিণাম কর্তাকে অবশ্যই ভোগ করিতে হয়—ইহা প্রতিপাদন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! যদি দান, যজ্ঞ, তপ অথবা শুভানুষ্ঠান করিলে কোনও ফললাভ হইয়া থাকে, তবে তাহা আমাকে বলুন। ১

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! যখন বুদ্ধি কাম ক্রোধাদি অনর্থযুক্ত হইয়া পড়ে, তখন তাহার দ্বারা প্রেরিত হইয়া মানুষের মন পাপে প্রবৃত্ত হয়। তখন সেই মানব সেইরূপ কর্ম করিয়া অত্যন্ত ক্লেশে পতিত হইয়া থাকে। ২

পাপকর্মকারী দরিদ্র মানুষ দুর্ভিক্ষ হইতে দুর্ভিক্ষ, ক্লেশ হইতে ক্লেশ এবং ভয় হইতে ভয়কে প্রাপ্ত হইতে হইতে মৃত্যু সময়ের হইতেও অধিক মৃততুল্য অর্থাৎ অসাড় হইয়া যায়। ৩

যাহারা শ্রদ্ধালু, জিতেন্দ্রিয়, ধনশালী ও শুভকর্মপরায়ণ হন, তাঁহারা উৎসব হইতে উৎসব, স্বর্গ হইতে অধিক স্বর্গ এবং সুখ হইতে অধিক সুখ লাভ করেন। ৪

ব্যালমৃগরথর্ক্ষেষু সর্পচৌরজলেষু চ
হন্তাবাপেন গচ্ছন্তি নাস্তিকাঃ কিমতঃ পরম্ ॥ ৪
প্রিয়দেবাতিথেয়াশ্চ যদাত্বাঃ প্রিয়সাধবঃ।
ক্ষেত্রাণ্যাস্থবতাং মার্গমাস্থিতাঃ শুভলক্ষিণম্ ॥ ৬
পুণ্যাত্মা ইব যাত্তেষু পুণ্যাত্মা ইব শক্তিষু
অতিথিষ্বতে মনুষ্যেষু যেষাং ধর্মঃ ন কামধৃক্ ॥৭
দূরীশ্রমপি ধাবন্তঃ বিধানমনুধাবতি।
যেতে সহ সরাত্রেণ যেন যেন যথা কৃতম্ ॥ ৮
উপতিষ্ঠতি তিষ্ঠন্তং গচ্ছন্তমনুগচ্ছতি।
করোতি কুর্বতঃ কর্মচ্ছায়েবানুবিধীয়তে ॥ ৯
যেন যেন যথা যদ্ যৎ পুরা কর্ম সমিশ্চিতম্।
তৎ তদেকতরো ভুঙ্‌ক্তে নিত্যং বিহিতমাত্মনঃ ॥১০
স্বকর্মফলনিক্ষেপং বিধানপরিরক্ষিতম্।
কৃতপ্রাশমিবঃ কালঃ সমন্তাদপকর্ষতি ॥ ১১
অচোদ্যমানানি যথা পুষ্পাণি চ ফলানি চ।
স্বং কালং নাতিবর্তন্তে তথা কর্ম পুরা কৃতম্ ॥ ১২
সন্ধানশ্চাবয়বানশ্চ লাভালাভৌ ক্ষয়োদয়ৌ।
প্রবৃত্তা বিনিবর্তন্তে বিধানান্তে পদে পদে ॥ ১৩
আত্মনা বিহিতং দুঃখমাত্মনা বিহিতং সুখম্।
গর্ভশয্যামুপাদায় ভুঞ্জতে পৌর্বদেহিকম্ ॥ ১৪
বালো যুবা বা বৃদ্ধশ্চ যৎ করোতি শুভাশুভম্।
তস্যাঃ তস্যামবস্থায়াং ভুঙ্‌ক্তে তস্যাং তস্যাং ॥ ১৫
যথা ধেনু সহস্রেষু বৎসো বিন্দতি মাতরম্।
তথা পূর্বকৃতং কর্ম কর্তারমনুগচ্ছতি ॥ ১৬
মলিনং হি যথা বস্ত্রং শুদ্ধ্যাদ্ভির্যাতি শুদ্ধিতাম্।
উপবাসৈঃ প্রতপ্তাত্মা দীর্ঘং সুখমনশ্নুতে ॥ ১৭

নাস্তিক যজ্ঞফলের কথা বন্ধ করিয়া রাজা তাহাদিগকে হত্যা হইতে দূর করিয়া দেন এবং তখন তাহারা সেই বনে চলিয়া যায়, যে বন মদমত্ত হস্তী বাঘের দুর্নিরীক্ষ্য সর্প ও চোরাদিতে পূর্ণ থাকে। ইহা অপেক্ষা আর অধিক কি কষ্ট তাহাদের জন্য হইতে পারে ?৪

যাঁহারা দেবপূজা ও অতিথি-সৎকার কার্যপ্রিয়, যাঁহারা উহার এবং সেই পুরুষগণ যাঁহাদের প্রিয়, সেই সব পুণ্যাত্মা মানুষ নিজের দক্ষিণ হস্তের ন্যায় মঙ্গলকারী এবং মনকে বশীভূত করিয়া রাখিতে সমর্থ যোগিগণেরই প্রাপ্তব্য পথে আরোহণ করেন। ৬

যাহাদের উদ্দেশ্য ধর্মশাসন নয়, এমন মনুষ্যগণকে সন্ধানের সেইরূপ বুঝিতে হইবে, যেরূপ ধানমধ্যের মধ্যে পুলাক (আগড়া) ধান এবং পক্ষিসকলের মধ্যে তন্ত্রনাক্ষ অণ্ড (পচা ডিম)।৭

যেরূপ মানুষ যেরূপ কর্ম করিয়া থাকে, সেই সব কর্ম তাহাদের অনুগমন করে। যদি কর্তা মানুষ অতিক্রম ধাবিত হয়, তবে সেই কর্মও অতিদ্রুততার সহিত তাহার অনুসরণ করিতে থাকে। যখন সে শয়ন করে, তখন তাহার কর্মফলও শয়ন করে। যখন সে দাঁড়াইয়া থাকে, তখন কর্মফলও তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকে এবং যখন মানুষ গমন করে, তখন তাহার কর্মফলও তাহার সহিত গমন করে। কেবল ইহাই নহে, কোন কার্য করিবার সময়ও কর্মসংস্কার তাহার সঙ্গ ত্যাগ করে না। সর্বদা ছায়ার ন্যায় তাহার পশ্চাদ্‌গামী হয়।৮-৯

যে যে মানুষ নিজ নিজ পূর্বজন্মে যেরূপ যেরূপ কর্ম করিয়াছে, সেই সেই নিজেরই কৃত সেই সব শুভাশুভ ফল সর্বদা একাকীই ভোগ করিবে।১০

কৃতকর্মের ফল এক 'গচ্ছিত ধনের' ন্যায়, উহা শাস্ত্রের বিধানানুসারে সুরক্ষিত থাকে। উপযুক্ত সময় আসিলে পর সেই কাল এই প্রাণিগণকে আকর্ষণ করিতে থাকেন।১১

যেরূপ পুষ্প ও ফল কাহারও প্রেরণা বিনাই নিজ নিজ সময় পর্যন্ত বৃক্ষে অবস্থিত থাকে, সেইরূপ পূর্বে কৃত কর্মও নিজের ফলভোগের সময় উল্লঙ্ঘন করে না।১২

সন্ধান-অপসান, লাভ-ক্ষতি ও উন্নতি-অবনতি—এ সবই পূর্বজন্মের কর্মানুসারে পদে পদে মানুষ লাভ করে এবং প্রারব্ধ ভোগের পর পুনরায় নিবৃত্ত হইয়া যায়।১৩

দুঃখ নিজেরই কৃত কর্মের ফল এবং সুখও নিজেরই পূর্বকৃত কর্মসকলের পরিণাম। জীব মাতার গর্ভাশয়ে আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ব শরীরের দ্বারা উপার্জিত সুখ-দুঃখ উপভোগ করিতে থাকে।১৪

বালক, যুবক অথবা বৃদ্ধ যারা কিছু শুভাশুভ কর্ম করে, অবস্থান্তরে সেই অবস্থাতেই সেই সেই কর্মের ফল ভোগ করে।১৫

যেরূপ বৎস হাজার গরুর মধ্যে নিজের মাতাকে চিনিয়া তাহারই দুগ্ধ পান করে, সেইরূপ পূর্বে কৃত কর্মও নিজের কর্তারই অনুগমন করে।১৬

যেরূপ মলিন বস্ত্র জলের দ্বারা ধৌত করিলে পরে শুদ্ধ হয়, সেইরূপ যে ব্যক্তি উপবাস করিয়া তপস্যা করেন, (তাঁহার অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে পরে) তিনি যথার্থ সুখ লাভ করেন।১৭